সোমপ্রকাশ

২২ সংখ্যা।

প্রবন্ধলা প্র ানি ঘনায় পার্থিব সংস্বনো অনিসম্বলী ন ছীয়না।

প্রিম ডাকমূল্য ১০ টাকা।
ম'ফঃ ম ঘাসিক ৫৷ টাকা ।

সন ১২৮০ ৩ ।ৈশ খ। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুলসমেত ডাক্ম
বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা ৫৴২,
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

' গদে দিনী ১ম খণ্ড।

অ ক ব এক ত্রণ ফলমাবও অ ক প ংবৎসব ি নমাব এ চ বন হইবে।

১ম খণ্ডে সূচী।

• ংখ্যা শ।

বিজ্ঞাপন
এবলেমু ংখ্যা।
গবন্মেণ্ট সহি অ ্ি চিকাল।
অন্না (ন্শ) যাব মনী শা ব
া ক্ষা ংচ ন প্র ত ধ ংচ ন ত
(ক্রমশ•)
গদ্যা শ।
বিচিত্র অভাব ব (ক্রমশ•) বঙ্গন
মুহূহ ক্রমশ•) প পালেব প্রলাপ (ক্রমশ)
ম্যুক্ষবকাবীদিগেব প্রতি প্রার্থি ংচে
মনা ডাক ম ল ংচ• ১৶
অন্বাক্ষক ংদি গন প্র • ী ১৷৶০
পালোক
প্রথে দনী ংস্থা } শ্রী দশবথ চক্রবর্ত্তী।
২২ চৈত্র ২ ৯ সভকাবী সম্পাদক

—••—

ম ণিব ডাক ম ক• পা সক
ত্র ইহা ন্ন ন্ট চর্য্য বণাবদ ম ব
সম্প দ ত হইযেছে। ইহা অ • সংল
ম স্কৃত ভাষা চিত পদ্যম য় স্কৃত ভাষে
ছাত্রদিগেব প্রব ন উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। প্রবেশেচ্ছুগণ নিম্ন ক্ষ•
ব্যক্তিব নিকট পত্র লেখন ক বেন।
ল ক্ষো } শ্রীমহেশচন্দ্র ব য
ফুনিব সটি ণা বস } সহ কাবী বেসিডেন্ট
ব কটপুব চিকিৎসালয়

আপ না বৈশ খ ম সক্রান্তে প্রতি ংক্ষে
থাকিবে ব কটপুবস্থ অ ভনব উদ্যানে
শ্র যু ব্রজেন্দ্রকুমাব বায চৌধু ী
মহ য়ে ধা•ে চিকিৎসালয় হইতে প্রকা
শ • হই ।। তে চি কিৎসাসংক্রান্ত সমস্ত
বিষয় সমঃ লখ• হইবে মূল্য থাকিব
ীব প্র • •ব বে অগ্র ম না বি।
শ্র ীব • পর্ • সংখ্যা একত্র ম
ম ল্য ডাক মাসুল অ•
অম ।
ব কটপুব } ডি এল সি নটিবড ভাব
৪ঠ চৈত্র } শ্রীপুণ্যানন্দ দাস।
৭৯

সে• শক বাবু বৃক্ষধন বন্দে
পাধ্যায় কৃত এই গ্রন্থখ• মে
বঙ্গ অ•ঞ্চল য সে অত্যা কবণে সক্ষম ৯
ব ব ধ • সংস্কৃত পণ্ডি ব পি স্তকত্ব ম
বে উহাে• ম সংস্কৃ ত
ন এবং বাণিজ্য ।ম•
ংস্কৃ ে ক্রমশ• কঠিন• হ •
ম ল ৫ টাকা ডাক ম•
ম ন ।কাতা বহুব জাবস্থ ই ও প
মন্ত্র ন এব ম্যানেজাব শ্রীযু
কে ব নিকট প্রাপ্তব্য।

—••—

চমৎকাব চম্পু
এই নাটক খানি পাঠে ল
সংস্কৃত বঙ্গেব পুস্তকালয়ে
থাকিলে প্রাণ হইবেন
শ্রীউ•

—

ডাক
১৸ আনা।

—••—

ম প্রণীত ধাতু পাঠেব পুস্তক ব ে
ধাতু ধাতুব সকর্ম্মক অকর্ম্মকাদি উপস
গে ধাতুব ক্রিয ব ধাতুজ শব্দ এব
শব্দেব ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাবিদি
গণ পদ ধাতুকোষাদি বিশেষরূপে বি
অ ছে। উহা আমাব নিকট এবং পুস্তকা
কেব সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১৷৷০ টাকা।
কলিকাতা জানবাজাবষ্ট্রীট
নং ৯ ১২৭৯ } শ্রীলালকমল
এ অ ১৮ বর্ষ } বিদ্যাভূষণ

—••—

নিম্নোক্ত পুস্তক সমূহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য
এক টাকা চারি আ ৷ মাত্র। ডাক ম শুল ।৵
/০ আনা।

শ্রী ও চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

বিক্রেয় পুস্তক সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকা
ধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ

২২ সংখ্যা।

প্রবন্ধলা প্র ানি ঘনায় পার্থিব সংস্বনো অনিসম্বলী ন ছীয়না।

প্রিম ডাকমূল্য ১০ টাকা।
ম'ফঃ ম ঘাসিক ৫৷ টাকা ।

সন ১২৮০ ৩ ।ৈশ খ। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুলসমেত ডাক্ম
বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা ৫৴২,
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

' গদে দিনী ১ম খণ্ড।

অ ক ব এক ত্রণ ফলমাবও অ ক প ংবৎসব ি নমাব এ চ বন হইবে।

১ম খণ্ডে সূচী।

• ংখ্যা শ।

বিজ্ঞাপন
এবলেমু ংখ্যা।
গবন্মেণ্ট সহি অ ্ি চিকাল।
অন্না (ন্শ) যাব মনী শা ব
া ক্ষা ংচ ন প্র ত ধ ংচ ন ত
(ক্রমশ•)
গদ্যা শ।
বিচিত্র অভাব ব (ক্রমশ•) বঙ্গন
মুহূহ ক্রমশ•) প পালেব প্রলাপ (ক্রমশ)
ম্যুক্ষবকাবীদিগেব প্রতি প্রার্থি ংচে
মনা ডাক ম ল ংচ• ১৶
অন্বাক্ষক ংদি গন প্র • ী ১৷৶০
পালোক
প্রথে দনী ংস্থা } শ্রী দশবথ চক্রবর্ত্তী।
২২ চৈত্র ২ ৯ সভকাবী সম্পাদক

—••—

ম ণিব ডাক ম ক• পা সক
ত্র ইহা ন্ন ন্ট চর্য্য বণাবদ ম ব
সম্প দ ত হইযেছে। ইহা অ • সংল
ম স্কৃত ভাষা চিত পদ্যম য় স্কৃত ভাষে
ছাত্রদিগেব প্রব ন উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। প্রবেশেচ্ছুগণ নিম্ন ক্ষ•
ব্যক্তিব নিকট পত্র লেখন ক বেন।
ল ক্ষো } শ্রীমহেশচন্দ্র ব য
ফুনিব সটি ণা বস } সহ কাবী বেসিডেন্ট
ব কটপুব চিকিৎসালয়

আপ না বৈশ খ ম সক্রান্তে প্রতি ংক্ষে
থাকিবে ব কটপুবস্থ অ ভনব উদ্যানে
শ্র যু ব্রজেন্দ্রকুমাব বায চৌধু ী
মহ য়ে ধা•ে চিকিৎসালয় হইতে প্রকা
শ • হই ।। তে চি কিৎসাসংক্রান্ত সমস্ত
বিষয় সমঃ লখ• হইবে মূল্য থাকিব
ীব প্র • •ব বে অগ্র ম না বি।
শ্র ীব • পর্ • সংখ্যা একত্র ম
ম ল্য ডাক মাসুল অ•
অম ।
ব কটপুব } ডি এল সি নটিবড ভাব
৪ঠ চৈত্র } শ্রীপুণ্যানন্দ দাস।
৭৯

সে• শক বাবু বৃক্ষধন বন্দে
পাধ্যায় কৃত এই গ্রন্থখ• মে
বঙ্গ অ•ঞ্চল য সে অত্যা কবণে সক্ষম ৯
ব ব ধ • সংস্কৃত পণ্ডি ব পি স্তকত্ব ম
বে উহাে• ম সংস্কৃ ত
ন এবং বাণিজ্য ।ম•
ংস্কৃ ে ক্রমশ• কঠিন• হ •
ম ল ৫ টাকা ডাক ম•
ম ন ।কাতা বহুব জাবস্থ ই ও প
মন্ত্র ন এব ম্যানেজাব শ্রীযু
কে ব নিকট প্রাপ্তব্য।

—••—

চমৎকাব চম্পু
এই নাটক খানি পাঠে ল
সংস্কৃত বঙ্গেব পুস্তকালয়ে
থাকিলে প্রাণ হইবেন
শ্রীউ•

—

ডাক
১৸ আনা।

—••—

ম প্রণীত ধাতু পাঠেব পুস্তক ব ে
ধাতু ধাতুব সকর্ম্মক অকর্ম্মকাদি উপস
গে ধাতুব ক্রিয ব ধাতুজ শব্দ এব
শব্দেব ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাবিদি
গণ পদ ধাতুকোষাদি বিশেষরূপে বি
অ ছে। উহা আমাব নিকট এবং পুস্তকা
কেব সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১৷৷০ টাকা।
কলিকাতা জানবাজাবষ্ট্রীট
নং ৯ ১২৭৯ } শ্রীলালকমল
এ অ ১৮ বর্ষ } বিদ্যাভূষণ

—••—

নিম্নোক্ত পুস্তক সমূহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য
এক টাকা চারি আ ৷ মাত্র। ডাক ম শুল ।৵
/০ আনা।

শ্রী ও চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

বিক্রেয় পুস্তক সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকা
ধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রথমভাগ।

[illegible] তর্কালঙ্কার প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

ঐ মধ্যম কাগজ /৹

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

ঐ মধ্যম মত ঐ সংস্কৃত

ঐ ঐ পুরাণ সংগ্রহ।

ঐ ঐ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত

মহাভারত। ক্রমশঃ প্রকাশ্য

ঐ মধ্যম মত ঐ তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালাভাষার সহিত সংস্কৃত

ভাষার তুলনা সমেত প্রথম খণ্ড

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সচিত্র)

ঐ তর্কালঙ্কার, বঙ্গ ভাষায়

বাঙ্গালাভাষার সংস্কৃত ২

ভাষার তুলনা। বৈজ্ঞানিক সমন।

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে ৯ পাউণ্ড আছে। ৫ ভাগে ২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

ইউনিভর্সিটী প্রাক্ টেষ্ট এম এ, বি এল ক্লাস ও মধ্য ডাফলেরের অর্থ পুস্তক মূল্য ১৷৹ ৷৹ টাকা।

ঐ ঐ ইহাতে ঐ ঐ ভাষায় ভাষান্তর পূর্ব্বক অনুবাদের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ ঐ ঐ কি কি ভাষায় কিরূপ অনুবাদ করা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ লেখা আছে।

ঐ ঐ ইহাতে ঐ প্রকার, ব্যাপ্টিষ্টী মিশন ঐ সমস্ত ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজে ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী ভাষান্তর করিবার উপযোগী।

ঐ ঐ ইহাতে ঐ ঐ ঐ

যোগ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহা অধিক বহিয়া আনিলে অনেক বিচারপতি যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিদিগের যে অনর্থক ক্লেশ যায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। আজি যদি হাই কোর্ট সেই অনর্থ নিবারণ করেন, তবেই অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিদিগের আমাদি গের ও অতিশয় আহ্লাদের হইবে।

—১০—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল প্রাচীন বাটী অথবা কীর্ত্তিস্তম্ভাদি এদেশীয় লোকের চিরস্থায়ী পুরাবৃত্ত পাঠের সহায়, সেগুলির রক্ষার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল বিশেষ যত্ন করেন। আমরা লাড মর্থব্রুকের এই অনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এতদ্দেশীয় লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তি গুলি যে কোন হয় লাড মর্থব্রুকের এই চেষ্টা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থল। ইহাতে তাঁহার মহানুভাবতা ও প্রবল পরাক্রান্ত রোম নগরের কীর্ত্তি রক্ষার ইচ্ছা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না।

—•—

এই প্রস্তাব অন্যায় ও অত্যাচার মূলক বলিয়া অনেক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এখান পুরাতন বোর্ড রহিত করণ, এই প্রস্তাব প্রকাশ হইবা মাত্র ইংরাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। সোদাগরেরা এখানকার বাণিজ্যের সমৃদ্ধি বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এখনও প্রকাশ করা হইতেছে। ডিরেক্টর সভার অধ্যক্ষেরা অতি ভারতবর্ষের মহারাজ্ঞী মহাশয়াকে ৯০০০০০ টাকা কর্জ্জ দেন। মাননীয় লোকেরা ইহা গমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ অব্দের ২৪ আইন নামে এক আইন করিয়াছেন যে যে আর ভারতবর্ষের ঋণ বলিয়া নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিবেন, সে পথ নাই। ঐ আইনে তাহার নিষেধ করিয়াছে। আইনে ব্যবস্থা আছে, অধীনস্থ উদ্ধৃত অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ করা হইবে। কন্ট্রাক্টর নামে লোকের ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধারক হইয়াছেন, তিনি টাকা উদ্ধৃত হইতেছেনা বলিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না। কোম্পানির গুরুতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া মহারাজ্ঞীর হাত মর্থব্রুকের নিকটে আবেদন করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আইনে আছে যদি জমীদারীর উপস্বত্ব উদ্ধৃত না হয়, অন্ততঃ জমীদারীর বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে। যদি একান্ত উদ্ধৃত না হয়, অন্তত, কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াও মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করা বিধেয় সন্দেহ নাই। ঋণগ্রাহিদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টে যেমন উদ্দেশ্য, ঋণ দাতা দিগকে রক্ষা করাও তেমনি কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আতঙ্কের অবধি হয়। ১৮৭০ অব্দের পরে তালুকদারদিগকে যাঁহারা কর্জ্জ দিতেছেন, তাঁহারা আইন না জানিয়া ও বিবেচনা না করিয়া কর্জ্জ দিতেছেন, তাঁহাদিগের যেমত এরূপ বলিবার যো পথ আছে যেন অপণ্ডিত বলিয়া সেরূপ বলিবার যো নাই তিনশত কর্জ্জ দিয়াছেন তাঁহারা আইন জানিয়া তাহাতে ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগ করিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবেন, এমত বিবেচনা করিতে হইবে, অতএব তাঁহারা ও তাঁহাদিগের বিষয়ে কিছু বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয়।

এই সকল আইনের বিষয়ে কিছু বলা আমাদিগের অভিপ্রেত হইল। ঐ আইনটী করা গবর্ণমেণ্টের সদ্বিবেচনার কাজ হইয়াছে। অতঃপর মহাজনদিগকে সাবধান হইয়া কর্জ্জ দিতে হইবে, তাঁহারা আর হাত পাতিলেই টাকা পাইবেন না। অনায়াসে টাকা পাইতেন বলিয়াই জমীদারদিগের অপব্যয়শীলতার যে অত্যাচার হইত তাহা যেমন যে তাহার নিবৃত্তি হইবে এরূপ নয়, আর একটী মহৎ আনষ্টের নিবারণ হইবে। সে অনর্থ এই, তালুকদারেরা তালুক বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিতেন, টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেন না, তালুক বিক্রয় হইয়া যাইত। উহা অনেক সময়ে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হইত দেশ মধ্যে এক একটী বৃহৎ সম্পত্তি অখণ্ড না থাকিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সম্পত্তির খণ্ডতাও দেশের শ্রীভ্রংশের যে একটী প্রধান কারণ তাহা বলাবাহুল্য। এদেশে ক্রেতাধিক্যে সম্পত্তি ক্রয়। উল্লিখিত আইনটী বলবৎ হইলে তাহার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। অন্য অন্য দেশেও ঐ আইনটী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

—•—

/ হবড়া ষ্টেসন লাইন

বৃদ্ধ চাষা

মিউনিসিপাল ও মফস্বলের প্রজার মনোনীত হইয়া নিযোজিত না হওয়াতে সময়ে সময়ে প্রজা বর্গের যে অসেবাবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, আমরা অনেকবার এই পত্রিকায় তাহা আন্দোলন করিয়াছি। অদ্য যে বিষয়ে প্রস্তাব করা হইতেছে এই পালা ইহা তাহার উদাহরণ।

কিছুদিন হইল কলিকাতা হাবড়া রেলওয়ে কোম্পানি দেশের ব্যবস্থাপক সভায় এই ভাবের একটী আইন করিবার প্রস্তাব করেন যে হাবড়ার পারের আসোয়ারি ভাড়া দুই টাকা হইতে বাড়াইয়া তিন টাকা করা হয়। ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঠাকুর আপত্তি করিয়া বলেন, প্রজাদের

মতন [illegible] আইনের [illegible] হইতে হয়। মত প্রকাশের নিমিত্ত উপযুক্ত সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহের আমন্ত্রণ পত্রে নৃত্য গীত বাদ্য বন্ধ করিবার আপত্তি খণ্ডন করিবার যে যথার্থ [illegible] মত [illegible] মত [illegible] প্রজাদিগের [illegible] এবং প্রজাদের [illegible] করিবার আবশ্যক বোধ করিলেন এবং একটী বিষয় না বলিলে চলে না। ছাবড়া প্রজা এরূপ বিপদটির হস্তে পড়িবেন না। [illegible] অনেক বয়সে [illegible] বিবাহ [illegible] প্রজা সকলে আর [illegible] আর [illegible] ছাবড়ার [illegible] ছাবড়ার [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ [illegible] বিবাহ

পত্তিকোরেরা নব বন্ধুর উপযুক্ত ও ফলাফল বর্ণন করিবা থাকেন; অমিদিগের উদ্বিবাহ করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং আমরা গত বর্ষের ফলাফল বর্ণন করিবা পাঠকগণের প্রীতিসাধন করিলাম।

রাজনীতি।

লর্ড লরেন্সের গবর্ণর জেনরল পদে নিযুক্ত হইবার পরে এদেশে কেবল অসন্তোষের বৃদ্ধি হইতেছিল। যে প্রণালী সদ্যঃ পরাজিত পঞ্জাবে কিছু দিনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, লার্ড লরেন্স তৎপদে নাস্ত হইবার পরে তাহা সমুদয় ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান। তাহাই ঐ বিজাতীয় প্রজা বিরাগের কারণ। ঐ উভয় অধিকারকালে রাজপুরুষেরা তেজস্বিতা ও দেশে যে পরিমাণে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, প্রজাগণের মনে সেই পরিমাণে অসন্তোষ ও রাজপুরুষদিগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। উভয়ের অসন্তোষ যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছিল, যদি আর কিছু দিন ঐরূপ হইত, এদেশে ইংরাজ অধিকার ক্রমে শ্লথবন্ধ হইয়া অতি সহজেই যাইত। বোধ হয় বিধাতা এদেশীয়দিগের দুঃখ দর্শনে খিন্নমান হইয়াই মতীমুক্তা লার্ড নর্থব্রুককে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহার আগমনে লোক অনেক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার উপরে সকল শ্রেণীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

গত বৎসরের রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনা, মধ্য ফ্রান্সের সহিত সন্ধি প্রধান। ফ্রান্সের ক্রমশই অপ্রসর হইতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যের একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে বলেন। তদনুসারে সম্রাট আলে জেণ্ডার বহুকালীন এবং তদাকান পর্য্যন্ত স্থায়ী সিন্ধার আলি খাঁ রাজ্য সীমা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে আপাততঃ লোকের মনে যে চাঞ্চল্য হইয়াছিল তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে।

ব্রহ্ম রাজের একজন দূত ইংলণ্ডে গমন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। রাজার সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করা এই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য। ফল কি হইয়াছে প্রকাশ পায় নাই।

ইয়ারখন্দ হইতে এক জন দূত এখানে কিছুদিন থাকিয়া তুরস্কে গমন করিয়াছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এখান হইতে ফরসাইথ সাহেব ইয়ারখন্দে গমন করিতেছেন।

১২৭৮ অব্দের আয়ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন কালে আমাদিগকে কেবল আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। লার্ড লরেন্স ও লর্ডমেয়র ক্রমাগত অপব্যয় ও নূতন কর স্থাপন করিয়া, দেশকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স রহিত ও স্থানীয় কর হ্রাস্ত বৃদ্ধ করিয়া দেশে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহাসভার রাজস্বকমিটি এবারও অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক কুপ্রথা ও অপব্যয়ের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। বারিক ও সেনাদলের জন্য যে আতিশয্য হইতেছে তাহা সম্প্রতি সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এতদিন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে যাবতীয় রাজস্বঘটিত গোলযোগের কারণ বলিয়া জানিতাম। বাস্তবিক তিনি কারণ নহেন। লার্ড আর্গাইল অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হ্রাস করা ম্যু ডফেরিন সাহেবের নিজের রাজনীতি। তিনি ইহা করিয়া কিয়ৎকাল ইংলণ্ডের টাকা বাঁচাইয়া থাকেন। রাজস্ব কমিটি হইতে এই অনিষ্টের নিবারণ হয়, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনানুসারে এপর্য্যন্ত অবধি ষ্টেট সেক্রেটারি কিছু সকাল সকাল মহাসভায় এদেশের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত মার্চমাসের অধিবেশনের শেষাংশে উহা উপস্থিত করা হইত। কেহই এবিষয়ে মনোযোগ দিতেন না।

লার্ড নর্থব্রুকের উপরে বিশ্বাস হওয়াতে লোকের আশা জন্মিয়াছে যে তিনি রাজস্বঘটিত অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিবেন। আর একটী সুলক্ষণ এই, তিনি স্বহস্তে রাজস্বের ভার লইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিশেষ 'সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সর চার্লস টেম্পল চলিয়া যাইতেছেন এবং সর উইলিয়ম মিউর রাজস্ব মন্ত্রী হইতেছেন।

শাসনকার্য্য।

এবিষয়ে এবৎসর বিশেষ কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। তবে সর জন ট্রেচি ভারতবর্ষীয় বৌজন ত্যাগ করাতে ভারতবর্ষ সোর গা বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। এই কর্ম্মচারী অনুপযুক্ত লোক নহেন, কিন্তু ইনি নিয়মবহির্ভূত প্রণালীর উপাসক। এই প্রণালী ভারতবর্ষের উপযোগী নহে সুতরাং যতদিন তাঁহার পরামর্শে কার্য্য হইয়াছে, ততদিন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সর জন ট্রেচি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তা হইতেছেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বোধ হইতেছে না। ইডেন সাহেব ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্পকালমধ্যে তাঁহার অধীনে ব্রহ্ম দেশের অবয়বের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কায়েল সাহেবের পর তাঁহার যে বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বিচার।

প্রিবি কৌন্সিলে বেতনভোগি বিচা-

পত্তি নিয়োগ হওয়াতে এক্ষণে শীঘ্র [illegible] আপীল নিষ্পত্তি হইতেছে, তাহাতে এদেশের সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি বেঙ্গল ও এলফিনোষ্টোন সাহেবদিগের প্রাধান্যে কবিয়াছেন। উভয়েই এতদ্দেশীয়দিগের বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। চিত্তরঞ্জন ও [illegible] মের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন আমরা দুঃখ সহকারে [illegible] বয়সের একের অসময়ে [illegible] বিচারালয়ের [illegible] মাই। বিচারপতি [illegible] আবেদন গ্রহণের কঠিন নিয়ম [illegible] আপীল প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। [illegible] দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে সুবিচারের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুপ্রীম [illegible] বহিত হইয়া [illegible] আমরা আক্ষেপ করিতেছি বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়েও এক জন এতদ্দেশীয়কে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গত ৫ বর্ষ ফৌজদারি বিচার সম্বন্ধে তাদৃশ হর্ষ অভিব্যক্ত জাগরূক হইয়াছে ১ লা জানুয়ারি অবধি নূতন ফৌজদারী আইন প্রচলিত হইয়াছে। এই আইনের অনুসারে প্রজাবর্গ [illegible] লাভের সম্ভাবনা নাই। [illegible] অভাবের অভাব হইয়াছে সত্য কথা বলিতে কি এখনে [illegible] লোককে ধরিয়া [illegible] মত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া বিব্রতিত হইতে পারে। [illegible] এই [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] অধিকারের সঙ্কোচ করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই অবস্থা, কারণ উপরে [illegible] যাহাদের [illegible], এমনকি প্রকৃত মকদ্দমার [illegible] বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এবে [illegible] আইনের [illegible]

এখনকার জাতীয় [illegible], মর্যাদার কথা কথা এই, যে বিচার প্রণালী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গর্ব ও গৌরবের বিষয় ছিল ফৌজদারী বিষয়ে তাহা আর নাই। মফস্বলাদালতে এই খাইম [illegible] চেষ্টার তা তদবধীয় গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে অনেক যোদ্ধন করিয়া ছলেন কিন্তু তাঁহা বিফল হইয়াছে। এই আমরা [illegible] বাসনা সংরক্ষণে [illegible]

ব্যবস্থা।

এবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিক লিখিবার বিষয় নাই। তবে কাউন্সেল সাহেব [illegible] ব্যবস্থাপক সভায় [illegible] মিউনিসিপাল আইন করিয়াছিলেন, তাহা মফস্বলে [illegible] তাহা আরম্ভ করিয়াছেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কে যে উৎসন্ন যাইবে। পল্লীগ্রামের মিউনিসিপাল বিল ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের [illegible] বিল গুলি আদৌ ও বিধিবদ্ধ হয় নাই। ঐ উভয় বিলের প্রতিই সর্বসাধারণের আপত্তি আছে। উহা হইতে অনিষ্ট ঘটিবার [illegible] হইতেছে। লাট মর্লের সময়ের আইন পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। অতএব ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বর্ষ কিছুমাত্র [illegible] হইতেছে। [illegible] বর্ষ এদেশের ভাগ্য নাথ [illegible] আক্ষেপের বিষয় [illegible] যাহা হউক উক্ত সাহেব [illegible] আসিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহার বিষয়ে কিছু ভাল মন্দ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজের [illegible] পক্ষপাতী নহেন ভাহা হইলে ভরসা পাওয়া যাইত। কাউন্সেল সাহেবের [illegible] বীয় ব্যবস্থাপক [illegible] অনুভব নাই। তিনি [illegible] সংক্রান্ত [illegible] দেন।

[illegible] ইহাদিগের [illegible]

[illegible] ও ছাত্রের [illegible] কাউন্সেল সাহেব যে প্রকার [illegible] পক্ষপাতিতা করা হইয়াছে তাহাতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রস্তাব সময়ে [illegible] সেক্রেটরি পর্যন্ত ৩৩ [illegible] বলের উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ দেওয়া উচিত না পর [illegible]। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট [illegible] হাল করিয়াছিলেন, তাহার [illegible]। ১৮৫৮ অব্দে [illegible] বঙ্গের শিক্ষার নিমিত্ত ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এবার কেবল বঙ্গদেশের নিমিত্ত কাউন্সেল [illegible] ২৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহা হউক কালেজ সম্বন্ধে ৪৮,১৬২ টাকা [illegible] স্কুল প্রভৃতি [illegible] ৬,৫১,২ [illegible] দেওয়া হইয়াছে। ৬,১৬,২৯৯ টাকা [illegible] ছাত্র বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষক দিগের [illegible] (কাউন্সেল সাহেবের [illegible] পাঠশালার) নিমিত্ত [illegible] ধরা হইবে। নিম্নতন [illegible] বাঙ্গালা পাঠশালা [illegible]। [illegible] সাহেবের [illegible] পাঠশালা [illegible] [illegible]

হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা বিভাগটীকে পূর্ব্বের ন্যায় এক জনের কর্তৃত্বাধীন রাখাই কর্ত্তব্য।

পুলিস।

মূতন ফৌজদারী আইনে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা অর্পিত হওয়াতে পুলিসের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতার পুলিস কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। গত বৎসর কয়েকটী বিশেষ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। রাজধানীর পুলিসের অবস্থা অতিশয় লজ্জাকর। পুলিসের নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ পয়সা পাইলে অনেক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে সাধারণের এই সংস্কার রাজধানীর পুলিসের সংশোধন করা অতিশয় আবশ্যক।

অন্য অন্য বিষয়।

গত বৎসর একটী অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা হইয়া গিয়াছে অধ্যাপক ফসেট সাহেবের ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা তদ্ব্যতীত বঙ্গদেশ ও বোম্বাই হইতে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ব্রাইটনের সভা ও ঐ সভায় উর্জ্জস্বলবক্তৃতা ঐ ঘটনা।

গত বৎসর সমুদায় পৃথিবী শান্তি ভোগ করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স সভাপতি মসুর টিয়র অনায়াসে ধন চেষ্টা পাইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন অদ্যাপও ফ্রান্সে কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মণীয়দিগের সৈন্য আছে, কিন্তু যুদ্ধের ন্যায় স্বরূপ যে টাকা দিতে হইবে তাহা শীঘ্র পরিশোধ হইতেছে। জর্ম্মণীর সম্রাটের সম্মানের বিষয় এই গত যুদ্ধ সভায় তিনি টিয়রের সাহায্য করিতেছেন। গত জানুয়ারি মাসে সম্রাট ভ্রাতার নেপলিয়ন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালির রাজার দ্বিতীয় পুত্র আমেডিয়স কিছু দিন স্পেনের রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় দলাদলি বহু বিদ্রোহ ও প্রজাদিগের ঔদাসীন্য নিবন্ধন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। স্পেনে সাধারণ তন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত হতভাগা দেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হয় নাই। ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই।

আমেরিকারও সম্পূর্ণ শান্তি ভোগ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ঘটনা এই গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়ারলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিধিবদ্ধ করিতে না পারিয়া পদ ত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন রাজ্ঞী ডর্বি-মিত্র ডিসরেলি সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই, গ্লাডষ্টোন সাহেব পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এটী ভারতবর্ষের পক্ষে সুখের বিষয় নহে টোরি মন্ত্রিগণ এদেশের স্বাভাবিক বন্ধু, বিশেষতঃ লার্ড আর্গাইল পদ ত্যাগ করেন ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব গেলে লার্ড আর্গাইলও স্ব পদ হইতে অপসৃত হইতেন, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য ঘোরে তাহা ঘটিল না।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট দাস ব্যবসায় নিবারণার্থ সব ব্রটিশ ক্রিয়াকে জাঞ্জিবারের সুলতানের নিকটে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা।

এই সভা গত বৎসর আপনা দলের পূর্ব্বতন মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন। সভ্যগণ স্বদেশীয়দিগের স্বার্থ রক্ষণে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইয়াছেন তাঁহাদিগের চেষ্টায় মিউনিসপাল বিল পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের আবেদ নানুসারে ভারতবর্ষের ব্যয় ব্যয়ের হিসাব কিছু অগ্রে মহারাণীর গোচর হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা এক্ষণে দেশের একটী প্রধান ক্ষমতা স্বরূপ হইয়াছেন তাহা সকলেই কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করেন। এই কারণেই সভার অধ্যক্ষ রাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য করা হইয়াছে।

উপসংহার।

সাধারণে বিবেচনা করিলে ২৭৯ সালকে নিন্দা করা যায় না। সকল স্থানে উত্তম রূপে শস্য হয় নাই বটে, কিন্তু কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। শস্য ব্যতীত সুলভ মূল্য বিক্রীত হইয়াছে। বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের পীড়া অনেক কমিয়াছে। অন্য কোন স্থানে মারীভয় হয় নাই। শিক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। বাণিজ্যের উত্তম অবস্থা। দুর্গত ইনকম টাক্স উঠিয়া গিয়াছে। প্রধান শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার গুণবতী কন্যা মিস বেরিঙ সামাজিক গুণে সকল শ্রেণির প্রেমাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের এখনও অনেক প্রার্থনীয় আছে। তাঁহারা অনুকূল হইয়া সেইগুলি পূর্ণ করেন এই আমাদিগের সানুনয় নিবেদন।

বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক (১)। বিদ্যাসাগরের যেমন নাম, পুস্তকখানি তদ্রূপ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা অসাধারণ বুদ্ধি, বিপক্ষ মত খণ্ডনের অদ্ভুত ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শক্তি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়াদি অনেকগুলি অদ্ভুতাবের গুণের সহিত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তিনি যে কত পরিশ্রম ব্যয় ও ক্লেশ হইতে ক্ষান্ত প্রমাণসংগ্রহ করিয়া কেমন চমৎকার রূপে অমন্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রকাশিত প্রুফ খানি পাঠ না করিয়াছেন, তাহা যথার্থরূপে করিয়া দেওয়া সাধ্য নহে।

(১) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

...বহরিয়াছে রহিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হি না, তাহার বিচার করিয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গুলার কবিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ও সত্যব্রত সামশ্রমী, এই পাঁচ ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক ঐ উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ, উঁহার পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদিগের যেমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তেমনি এক কালে অনেকের জন্মিয়াছে। তিনি যদি প্রতিবাদিগণের প্রতি ব্যক্তিগত বিষয়ে কিংবা অন্য সংক্রান্ত অপ্রিয় হেন, তাহার পুস্তক খানি মধ্যে মধ্যে অসহ্য হইত। ...

পুস্তকখানির ভাষা অতি বিশদ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পাণ্ডিত্যের প্রতিবাদে ভাষা অনেক, এরূপ ভাষায় সুস্পষ্টরূপে সমস্ত বিষয়ের মর্ম্ম বিদ্যাসাগরের তুল্য অতি অল্প লোকের আছে। বোধ হয়, প্রতিপক্ষের বিপক্ষতাচরণ না করিলে তাঁহারা আমাদিগের বিদ্যাসাগর পুস্তক খানির ন্যায় এক খানি পুস্তক প্রচার করিতেন।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ চৈত্র সোমবার।

বিবেদার প্রস্তাবে ঘোষ ই হইতে বন্ধ রহা রোহিত হইয়াছে, তদ্বারা উক্ত রোহিতে যে সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় তাহার এক এক খণ্ড পাঠান হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২১ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৩ খানি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ও ৪ খানি কেবল ইংরাজি ভাষায় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ...

এতদিনের পর বিদ্রোহী বিচারে বহরমপুর বিচারের শেষ হইয়াছে। ...

এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বক্তব্য রহিয়াছে। এক্ষণে তাহার পরের ... কাইন করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম ... আদালত হইতে অপরাধিকে পাইবার ... পুনর্বার বিচারের ... বহুকাল-সাধ্য কোন মুকর্দ্দমা ... সকলিত হইবে, আমাদিগের ... তখন তাহাকে আর সেই পূর্ব্ব অপরাধের দণ্ড দেওয়া উচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষেরা যে মর্ম্মে অনুভব করেন, তাহাতে কখনই তাহা হইবে না।

গাজিপুরে আফিঙ্গের কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। ... বিদায় অথবা সংস্কার করিয়াছে। এলাহাবাদ ... করিয়াছে।

গত ৩১ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত ইংরাজের ত্রিটিশ ইণ্ডিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় ১৮৫৭।৫৮ অব্দে ২৫২২৩৮১৯ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ৪৩৭১১৯৩০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। ১৮৫৮।৫৯ অব্দে ২৬৩৯২৮৭৯ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও ৪০৩০৩৩৪২ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। আমদানী ভাগে ১৮৭৩।৭৪ অব্দে ৩২২১০৭২ এবং ১৮৭৩।৭৪ অব্দে ৩২৯৮-২৪৩ টাকা সংগৃহীত হয়।

২১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত একমাসের মধ্যে পূর্ব্বতরবর্ত্তী রেলওয়ে কোম্পানির ৫৯৯-৯১০ টাকা আয় হইয়াছে। ...

স্বাস্থ্য আফিসের ... (Health Officer) ... ১৮৬৯ টাকা ...

রীতিমত বর্ষা না হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে।

১৮৭২ অব্দে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ধনশালী ব্যক্তিগণ সাধারণের উপকারার্থ ৩৪-৫১ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কাহার সাধ্য দর্শন করেন।

সেকন্দ্রাবাদে সুরার আড্ডার হইয়াছে।

বীরভূম গ্রামের রাজা বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সাঁওতাল পরগণে সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রবৃত্তি স্কুল মাসিক ২ শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে লাইসেন্স টাক্স দ্বারা যে টাকা সংগৃহীত হয়, কোন কোন স্কুলে ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা স্কুলে ব্যয় করা হইয়াছিল বলিয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। যে সকল স্কুল ঐ টাকায় চলিয়া আসিতেছিল, সেগুলি উঠিয়া না যায়, এ নিমিত্ত প্রাদেশিক কণ্ড হইতে আপাততঃ ঐ ধার দেওয়া হইবে, আগামী বর্ষে স্থানীয় কণ্ড হইতে উহার ধার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মাতার বিষয়ে যে ব্যয় হইত তাহা কমাইয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে দেওয়া হইবে। লাভ সর্ব্বসাধারণের অধিকার টাক্স উঠাইবার কাল।

৯ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩৪৯ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক।

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের ক্ষেত্রমোহন মল্লিক নামক একজন কেরাণী এবং দেবীলাল নামক একজন পেয়াদা কয়েক খানি পত্র চুরি করিয়াছিল বলিয়া গত সেসিন্সে চিফজষ্টিস ম্যাকফারসন সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত ক্ষেত্রমোহনের দুই মাস ও দেবীলালের ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জুরিরা অনুরোধ করাতে তাহার অল্প দণ্ড হইয়াছে। মাথার উপরে পাখার টাঙ্গান, অন্য লোকের চৈতন্য হয় না।

এতদ্দেশীয় ডিক্রুজ নামক যে ব্যক্তি সিমিলা ডিক্রুজকে হত্যা করে গত সেসনে উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া হত্যা করিয়াছে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

লণ্ডন ও এডিনবরা রেলওয়েতে নিদ্রা যাইবার এক প্রকার সুন্দর গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ গাড়ীতে রাত্রি সচ্ছন্দে নিদ্রা যাওয়া যায় এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঐরূপ গাড়ি বাঙ্গালা দেশে হইলে রেলওয়ে কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হয়। যাহার কোন কাজ না থাকে, সে ব্যক্তিও নিদ্রা যাইবার অভিপ্রায়ে গাড়ি চড়িতে যাইবে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবিষ্টার উড্রফ সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। ইংলণ্ডে গিয়া প্রিবি কাউন্সিলে কার্য্য করিবেন এই ইচ্ছা করিয়াছেন। উড্রফ সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত ব্যবিষ্টার অল্প দেখা যায়।

আমেরিকা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জুতা-চুরিতেও ইংলণ্ড প্রভৃতি কে পরাস্ত করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক জন আমেরিকান ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা জাল করিয়া লইয়াছে।

মজফরপুরের ছোট আদালতটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, সেনাপতি ফকনার সেক্টপিটর্সবর্গ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই সংবাদ পান যে আবদুল রহমন খাঁ সমর খর্চে শান্ত ভাব অবলম্বন করিতেছেন। তিনি সেক্ট পিটর্সবর্গস্থ ব্রিটিশ দূতকে বলিয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁর সম্বন্ধে টাইমস পত্রে যাহা লিখিত হয়, তাহা অমূলক। কাবুল গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে বলিয়াছেন, তিনি যদি শান্তভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহাকে কাবুল রাজ্য মধ্যে আশ্রয় দেওয়া হইবে। এই আবদুল রহমন হইতে ভবিষ্যতে বহু অনর্থের উৎপত্তি হইবে সন্দেহ নাই।

৩০ অবশিষ্ট ত্রিবীতি কালেজের জন্য গবর্ণমেণ্টের ২৩১০০০ একার ভূমি দান করিয়াছে। ইহার রাজস্ব হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। ছাত্রদিগের বেতন প্রভৃতিতেও বৎসরে দুইলক্ষ টাকা উঠে। এক ত্রিবীতি কালেজের যত এই গোল, এদিকে বঙ্গদেশের তাবৎ গবর্ণমেণ্ট কালেজ কালেজিএট স্কুলে বার্ষিক ৩ লক্ষের কিছু অধিক টাকা গবর্ণমেণ্টের দায় হইতেছে। ইহাতেও অনেক প্রধান পুরুষ গবর্ণমেণ্ট কে শিক্ষা বিষয়ে অনেক টাকা দিতে হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করেন।

মাদিলার অন্তর্গত ডিওেরও নামক দ্বীপে একটী আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ৪ শতেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

২৮ এ চৈত্র বুধবার।

লাট ও লেডি হবার্ট ৩ এ এপ্রেল মান্দ্রাজ হইতে পর্ব্বত যাত্রা করিবেন। এত বিলম্বে কেন?

ইংলিসম্যান বলেন সেক্রটরি গবর্ণমেণ্ট আগামী ৩এ এপ্রেল কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিবেন। ১৮ই জুন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন। সেক্রটরি গবর্ণমেণ্ট কি আর পর্ব্বত বাসের কে ত সম্বরণ করিতে পারিবেন না?

একজন ধোবার একটী আদলা পয়সায় পাড়া বাধাইয়া উহা সিকি বলিয়া একটী স্ত্রীলোকে দেওয়াতে বিচারপতি মার্ক কর্ণর কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ১৮ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। আর পয়সায় এত লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

সন্তকীয়া সব ডিবিজনের অন্তর্গত তালমাতরা গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক আশ্চর্য্য সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটীর মাতা দেখে দর্শাইবার হয় নাই। একটী যোনী দ্বারা সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন থাকাতে অথবা হইতে অল্প ঘণ্টার মধ্যে উদর হইতে এক সন্তান মাতা বহির্গত হয়। সন্তানটী ১ ঘণ্টা মাত্র জীবিত ছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এক স্থানে একজন ইউরোপীয় কিছুদিন পূর্ব্বে বাটীতে অ লিতেছিল। পথে একজন মুসলমানকে দেখিতে পাইয়া এক ৫৫ ঘা করে। ঐ আঘাতেই পর দিন প্রাতে

র ময়। ইউরোপীয়েরা আজি কালি [illegible] ভারতীয়দিগকে বধ করিতে [illegible] করিয়াছে। অনুমান হিতাবে ইহারা দুই মুক্তিপাত করে। যে স্থানে কোন [illegible] কি কোন পদার্থ জন্মায় যাহা সেখানে [illegible] ও এক মৃত্তিকা প্রদর্শন করিয়া তার [illegible] ইহারা উহাদিগকে ক্রয় করিবার অনুরোধ [illegible]। সে দিন একজন ইউরোপীয় কলাকারীর অপার [illegible] উহার একটী সুন্দরী স্ত্রী আছে এই কারণ পরামর্শ করিয়া অশ্বারোহী উহাকে ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সকল কারণে ইউরোপীয় দিগের [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে "বিবাহ" বলে ইহাদিগের আবশ্যক হয় না।

- সুরমা সংস্থিত [illegible] অন্তর্গত একটী স্থানে এক বৃক্ষের একটী গাছি এক যবন বৎসর প্রসব করিয়াছে। তাহাদের [illegible] লেখা দেখা দুইটীই অন্যান্য জীবিত রহিয়াছে।

৭ এ চৈত্র বুধবার।

বাঙ্গালা [illegible] আসিয়াছেন।

[illegible] সমাচার দর্পণে [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] বিবাহ [illegible] এবং [illegible] করা [illegible] বৃদ্ধি [illegible] যাহাতে কেবল মাত্র যে কেন ভারত বর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র [illegible] পুরুষ [illegible] সম্ভবপর হইয়াছে।

গত সোমবার ইংরাজাধিকৃত ব্রাহ্মণ্ড বোম্বাই [illegible] ভ্রমণ করিয়াছেন।

[illegible] ও [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

মুখ গ্রামে যে ডোম্বা যাত্রা হয় প্রতি বৎসর উহাতে মেয়ে চুরির সংবাদ পাওয়া যায়। এ বৎসরও কতিপয় যুবতী অপহৃত হইয়াছে। গোলমালে মুড়া চুরিই চিরকাল প্রসিদ্ধ, যুবতী চুরির কথা ত কখন শুনা যায় নাই।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের ফ্রি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় পেন্সন লওয়াতে তাঁহার ছাত্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া দুই খানি পত্র তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছে। উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। উহার এক খানি সংস্কৃত ও এক খানি বাঙ্গলা পদ্যময়। তারিণী বাবু শিক্ষার প্রণালীর যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, উহা দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে জানা যাইতেছে। ছাত্রগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল। তিনি যাওয়াতে সংস্কৃত কালেজের বিশেষ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

১লা বৈশাখ শনিবার।

ইংলিশম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত যুদ্ধের পর তথায় ভিক্ষুকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে কি গির্জ্জা সভাদি সাধারণ স্থল সর্ব্বত্রই উহাদিগের গমনাগমন লোকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সচরাচর বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেই অধিক সংখ্যায় ভিক্ষা করেন। যুদ্ধের এই সকল বিষময় ফল।

পিয়ার্সন বলেন, বঙ্গদেশে এখনও ২১,৮৭৪৮ টি কারের নিকর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ দেবোত্তর। ব্রহ্মোত্তরের লাখরাজ গবর্ণমেণ্ট অগ্রেই গ্রাস করিয়াছেন, সামান্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা গ্রহণ করেন নাই, জমীদারেরা তাহার কিয়দংশ কাড়িয়া লইয়াছেন। এদিকে লোভ না করিয়া যে সকল পতিত ভূমি আছে, তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কি ভাল হয় না?

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কালিকটের রাজার দেওয়ান ও তাঁহার চারিজন সহচরকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। পিয়র্সিয়র বলেন, প্রজাপীড়নই এই দুর্ঘটনার কারণ। অতএব এই সকল ঘটনা দেখিয়াও প্রজাপীড়ক শাসনকর্ত্তৃগণের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কলিকাতায় একজন তাঁতি স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবেশীরা তাহাকে তিরস্কার করে, এই দুঃখে সে আত্মহত্যার চেষ্টা পাওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ৬ মাস কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। তাঁতির বুদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, লার্ড মর্ব্বরক বহুতর পরীক্ষা করিয়া ৫০০০ টাকা মূল্য বাহির করিয়াছেন। আরো চেষ্টা পাইলে লোক বয় আরো বাহির হইতে পারে। আর বায় বৃদ্ধিতে আমাদিগের কিকিৎসা বিস্তার নাই।

জে, এম, উড্রো নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার ওষধির আবিষ্কার করিয়াছেন, শৃগাল অথবা কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তি উহার রস পান করিলে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত প্রদেশে এই ওষধি জন্মে। গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষার জন্য কতকগুলি ওষধির সংগ্রহার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে রথযাত্রার অল্প সমারোহ হয় না। উক্ত প্রেসিডেন্সির প্যালানিয়ক নামক স্থানের রথযাত্রায় এবৎসর ২০ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। সর জে হেক্টর ইউকেটিস উপজাকা রেলওয়ের অনুকূলে যে প্রস্তাব করেন, বঙ্গদেশ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত কল্য কলেট সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি কমন্স সভাতে উপস্থিত করা হয়। ২১ এ এপ্রেল উহা দ্বিতীয় বার পঠিত হইবে।

এম, বর্কেট ফরাসী জাতিসাধারণ সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে প্রার্থ ডক সর সি ঈষ্টকলেটের বাক্যের উত্তর দানকালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থশালায় অধিক ব্যয় পড়ে। তিনি বলিলেন ঐ সকল অর্থ লাঘব উচিত কি না তদ্বিষয় এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে।

লিয়র কিওরাস চিকিৎসা করিতে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে স্পেনের অন্তর্বিপ্লব ভঞ্জন [illegible]

রণের মত যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল এক্ষণে আর সে ভাব নাই।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। সিরাজপুরের কতক গুলি বৃহৎ চাউলের কলে অগ্নি দাহ হইয়া প্রায় ১০০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। লো সাহেব আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের রাজস্ব ৭৬৩০৮০০০ টাকা ব্যয় ৭০৭১৪০০০ টাকা। ১৮৭৪ অব্দের রাজস্ব ৭৬৩১০০০০ এবং ব্যয় ৭১৮৭১০০০০ টাকা। চিনির শুল্ক অর্দ্ধেক এবং ইনকম টাক্স এক পেনির হিসাবে বসাইয়া দেওয়া হইবে।

গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের সাহেব ছেপলটন সাহেবের বাক্যের উত্তরদান কালে বলিয়াছেন, আইন ব্যবসায়ীদিগের মতে কালিইরিগের ফাঁসি ও দ্বীপান্তর আইনবিরুদ্ধ নহে।

মার্চ মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ২১৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ২৬৮৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস ২৪এ মার্চ্চ বিএনা যাত্রা করিবেন।

পোপ পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। কমন্স সভাতে শুল্ক হ্রাস করার অনুকূলে এবং বিপক্ষে টীকা ও আলোচনা তাহার প্রতিকূলে মত দিয়াছেন।

ডনষ্টাপল নামক স্থানে শীঘ্র জাতি সাধারণ কনভেনশন সংঘটিত হইবেন।

লো সাহেব কমন্স সভাতে বলিয়াছেন, গত বৎসর জাতীয় ঋণের ৬৮৩১০০০০ টাকা পরিশোধিত হয়।

৮ ই মে হইতে তিমির শুল্ক রহিত হইবে।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। কলিকাতা হইতে যে সকল ১৪ ই মার্চ্চ এবং যে বাই হইতে ১৭ মার্চ্চ যাত্রা করে উহা অদ্য প্রাতঃ কালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল টাকায়। অদ্য আষ্ট্রেলিয়া হইতে ৫১৬০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই এপ্রেল। আয় ব্যয় বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় সভার সভ্যদিগের সঙ্গে ধকর হইয়াছে।

পারিস ৯ ই এপ্রেল। মিনিষ্টর [illegible] পাল কাউন্সিলের পর ভোজন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিবেদন।

[illegible] বিজ্ঞাপন।

৩৩১ নম্বর। শ্রীযুক্ত [illegible] জমিদারীর [illegible] অতিরিক্ত [illegible] করিয়াছেন। অতিরিক্ত [illegible] বঙ্গদেশের তৃতীয় শ্রেণীতে [illegible]

১ না এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ওয়ালিস্ টু... সাহেব সিভিলিয়ান্ কলিকাতার এডিশনাল পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি ১৮৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আসেন, সর্ব্বসমেত ৯ বৎসর ৪ মাস কাজ করিলেন।

৭ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এফ, পার্কার সাহেব ১৮৭০ সালের ১৭ আইন অনুসারে ২য় শ্রেণীর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, ডেভিস সাহেব একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ মুকিয়ার সাহেব বাঙ্গালী একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডি এম, ডেভিস সাহেব একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডে, সি বা সাহেব বাঙ্গালী একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত এল এম পারাট সাহেব বাঙ্গালী একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডে সি সি কর সাহেব বাঙ্গালী একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

৯ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডে, সি ঘোষ সাহেব অনুপস্থিত বাবু শ্রীযুক্ত ... ঘোষ (এম এ) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ... মৌলবী আবদুল হাফা খাঁ ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৭ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৩ আইন অনুসারে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ ... সাহেব সাজাদপুরে ... একজন সহকারী সব ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ... ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ ই, ডনবি সাহেব সাজাদপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত মেকঅলী জে, ই, সাহিবার সাহেব ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সাজাদপুরে ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

আমাদের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত সহকারী, কলিকাতা- শ্রীযুক্ত ডবলিউ সি বোনার্জ্জি সাহেব ... একজন অতিরিক্ত ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত ... সাহেব সাজাদপুরে

বিষয় ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংবাদ।

২৩ মার্চ্চ। সব ম্যাজিষ্ট্রেটই সার্কল অফিসার বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেটরা ডিপার্টমেণ্টের কাজ করিবেন?

সব ডিভিসনেই সার্কল ডিপার্টমেণ্টের কাজ ম্যাজিষ্ট্রেটই ডিপার্টমেণ্টের কাজ করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সার্কল শ্রীযুক্ত বে এস ডেপুটী হইতে বীরভূমে বদলী হইলেন।

২ রা এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু ... ১৮৮৯ সালের ২ আইনের ৪ ... সাজাদপুরে ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৪ ঠা এপ্রেল। খুলনার ... ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ... ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ... সাজাদপুর সাবডিভিসন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৫ ই এপ্রেল। বাবু মনোরঞ্জন ... বঙ্গবাসী ... পুলিস ... ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

সৌলবী সাহব আবদুল ... দ্বিতীয় শ্রেণীর ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ... শ্রেণীতে।

৮ ই এপ্রেল। বাবু ... ডেপুটী কলেক্টর ... শ্রেণীতে।

মুন্সিগঞ্জ ... ডেপুটী ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ... শ্রেণীতে।

৭ ই এপ্রেল। বাবু ... ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পুর্ণিয়ার ... ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া ...

বাবু ... ডেপুটী ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ... ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া ...

৮ ই এপ্রেল। বাবু মহেশচন্দ্র 'সিনিয়র ডেপুটী' ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

... ডেপুটী ...

... সংবাদ।

... ডেপুটী ...

... ডেপুটী ...

... ডেপুটী ...

দেখিতেছি কাহার মতোন্নত যে অভিপ্রায়ে এই সকল পাঠশালা স্থাপনের আজ্ঞা প্রচার করেন, যদিও তাহা সাধারণের বুদ্ধিসঙ্গত না হউক, তথাপি তাহাতে যে তাঁহার হস্ত তাহা বঙ্গদেশের প্রতি একটু দয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, মফস্বলের কর্ম্মচারিদিগের মোসে কাম্বেল সাহেবের ঐ সামান্য দয়াটুকুও বঙ্গবাসীদিগের সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। আমাদিগের বোধ হয়, যে সকল স্থানে স্কুল বা বিদ্যাশিক্ষা করিবার কোন রূপ সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে ঐ রূপ পাঠশালা স্থাপন করাই কাম্বেল সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু দুই একটী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন কর্ম্মচারির প্রতি এ ভার নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তৎপক্ষে এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে যে, তাহাতে প্রস্তাবিত কার্য্যের সমুদ্দেশ্য সাধন হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত সাধারণের গালি জন্মাইয়া দিতেছে। সেদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞানুসারে সোয়ালীবাসী সার্কেলের ডিঃ কমন্সোইর বাবু বলমাবিহারী পুলিস ষ্টেবলের খোরাক বন্ধককে (পাউণ্ড কিপারকে) উক্ত মহাশয় যে নিযুক্ত করিয়া ঐ স্থানে একটী পাঠশালা স্থাপনের অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন। উক্ত ষ্টেসন সাদপুর অবস্থিতির মাইনর স্কুলের অনধিক ৩।৪ মাইল (৮০ হাতে মাইল হয়) দূর হইবে। এ স্কুলে একটী মাজলা বিভাগও পৃথক আছে। এমনস্থলে বিলম্বাবিহারী ষ্টেবলে আর একটী পাঠশালা স্থাপনের অনুমতি হওয়া কি অন্যায় হয় নাই? স্কুলে বালকগণ যে বেতন দিয়া শিক্ষা করে, পাঠশালায় যে তাহার দ্বিগুণ বেতন হইবে আমরা এমন বোধ করি না। ভাল, মনে করুন স্কুল হইতে যা হয় পাঠশালায় বেতন দ্বিগুণই হইল, তাহা হইলেও কি স্কুলের শিক্ষক সহিত খোয়াড় রক্ষকের শিক্ষার তুল্য হইতে পারে? যদি না হয় তবে উক্ত পাঠশালাটী স্থাপন করিয়া কি লাভ হইল? লাভের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে লালপুরবিদ্যালয়ের শ্রীহীন হইল আর গবর্ণমেণ্টের ৯ সিক্কা ৬টী করিয়া টাকার শ্রাদ্ধ হইল। ইহা কি সাধারণের অনিষ্টকর নহে? আমরা উপসংহারে গবর্ণমেণ্টকে সবিনয়ে নিবেদন করিয়া এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ প্রদেশের এই সকল অনিষ্টকর কার্য্যের প্রতি বিধান করুন।

৪। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম সম্প্রতি সোয়ালীবাসী একজন ধনী কাঁটরা তাহার একজন কর্ম্মচারী ও অপর জন কয়েক লোক কর্ত্তৃক পদ্মানদীর তীরে হত হইয়াছে। শুনিলাম লাস পাওয়াগিয়াছে ও আসামীগণ ধৃত ও অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। ইহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত আমরা যত দূর জানিতেপারিয়াছি পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে বিচার দেখা যাউক।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ষ্টাম্প বিক্রেতা হইতে অনেক জাল মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে সরকার সাধারণকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে, তজ্জন্য নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা ষ্টাম্প বিক্রয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট মহোদয় মফস্বলে ষ্টাম্প বেণ্ডর নিযোগ প্রথা নিবারণ করিয়া এত দিন সকলকে যে সুবিধা দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই ষ্টাম্পে প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট ও কয়েকজন জালকারী বেণ্ডরের দোষে সকলকে দোষী স্থির করিয়া সাধারণের সহজ সুবিধা নষ্ট করিয়া অনিষ্টজনক ব্যাপারের মূলে কুঠারাঘাত করিলে সুবিবেচনার কাজ হইবে না। নগর ও পত্তনগর ভিন্ন গ্রাম অন্য কোন স্থলে সরকারী কর্ম্মচারী থাকেন না। সেই সকল প্রধান পুলিস দ্বারাও উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অনেক ষ্টাম্প এক স্থানে স্থিত থাকে, প্রত্যুত চক্ষুর অন্তরাল হইলে এমনকি স্থান বিশেষে ভ্রমণ করিলে

প্রস্তাবিত বিষয়ে অধিক বলিতে চাহি না, সংক্ষেপতঃ উদাহরণ দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা এই লেহুড়দহ গ্রাম ও নিজ কাঁথী উপনগরকে উদাহরণ স্থলে আনিয়া সাধারণের অনিষ্টের কিয়দংশ ব্যক্ত করিতেছি। যেমন, মফস্বলে ষ্টাম্পবেণ্ডরেরা বেণ্ডরী প্রাপ্ত হইলেন, সরকারী কর্ম্মচারিগণ সংকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই লেহুড়দহ গ্রামে যেমন সরকারী কোন কার্য্যক নাই। এখানকার একজনের দুই তিন শত টাকা মূল্যের ষ্টাম্প প্রয়োজন হইল, তাহাকে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাঁথী যাইতে হইল, দুই দিনের পথখরচা দুই কাপ্তা বেতনাদির কম পড়িবে না, দুইটী মজুরের দাম দুই আনা, তাহা হইলে দুই তিন টাকা মূল্যের ষ্টাম্প জন্য অধিক সাড়ে তিন টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। এই অতিরিক্ত ক্ষতির বিষয় গেল, তাহাতে কতদূর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দেখুন। যেমন দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ তামুল হইতে কোন লিখিত সহিত উপযুক্ত ষ্টাম্প নষ্ট হইলে কিম্বা কোন দুষ্ট টানায় সংগৃহীত অর্থ বিনষ্ট হইলে এমনকি যেমন ব্যক্তির নিকট হইতে ষ্টাম্পক দিয়া টাকা বাকী রাখিয়া ষ্টাম্পের সম্পত্তি নীলাম হইতে রক্ষা করিতে হয়। নীলামের তিন দিবস বাকী আছে। এমন লোক পাঠাইয়া ষ্টাম্প ক্রয় করিতে দুই দিবস অতিবাহিত হইল, বাকী এক দিবসে কার্য্য, তদমুকদ্দি টাকা লইয়া এত দূর হইতে পুনঃ ৪০ মাইল অন্তর স্থানে ষ্টাম্প ক্রয় করিতে যাইবে, সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া ষ্টাম্প ক্রয় করিতে পারি এমন কি? কখনই নহে, অতি নিকট হইতে হইবে। তাহাকে এক এক কার্য্যে নীলাম হইতে রক্ষা করিয়া রাখুন এই রূপে কতই যে অনিষ্ট ঘটে তাহা ব্যক্ত করিয়া শেষ করা যায় না। জালকারী বেণ্ডরের বিভিন্ন স্থানে লিখিয়া ষ্টাম্প ক্রয় করা, কার্য্যের ব্যাঘাত এই, সাধারণের অসুবিধা। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ত একবর্ষে অন্ত। কি এক সতীত্বকৌস্তুভ পেয়েছেন, তার জন্য পাল পাল বিধবা প্রতিপালন করিতে হইতেছে। তাই জন্য আমি মরে গেলে কি দশা হইবে এই ভাবিয়া ইঁহারা কেমন উগ্র সাহসের কর্ম করিতে পারেন না। তাহাই জন্য সমস্ত দেশটা অন্ত পাত হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এ দিকে সাহেবদের সঙ্গে খোসামুদি ব্যবহার ঔষধ না। সাহেবেরা স্ত্রীদের সম্মান পাইলে সুখী হয়েন না। ইহাঁরা কেবল বলেন "তা দিবে?"

এই কতুরাদিগের আশার আকাঙ্ক্ষা শুদ্ধ। তাঁহারা বলেন, সাহেবেরা নাম [illegible] পাকলে হিন্দু স্ত্রীদের বেদ পাঠে অধিকার দান, তাহার কথা। তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তন এবং ত্যাগ করেন পৃথিবী কে।

মুদি গয়লা চিন্তন এই। (কতুকালের ৭।১।) পতিব্রতাদের অন্তরে তা [illegible] ও [illegible] অনুরূপ জ্ঞান দগকে দেওয়া কর্তব্য। নতুবা নাপোলিয়ন ছেলেদের সঙ্গে [illegible] খুল ব্যবহার করিবে না ভেবে বেশ্যাদের নাম করে গোটা কতক মান দিল অনেক জিনিষের চলন। যাইবার নিমিত্ত হিন্দুদের বল সঞ্চার করিতে চাহিলে যা ভাহা হইলে বড় দুর্বিপাক হইবে।

কিন্তু এই আশঙ্কা করি, হিন্দু ব্রাহ্মদিগের কপালে সে সুখ ঘটিবে না। এ সময় সমস্ত লোক এই বিষয়ে মনোযোগ ও উদ্যম প্রাপ্ত হইল, হিন্দু ব্রাহ্মেরা যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন।

তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই বিধবার হিন্দু নাম হিন্দু ধর্ম এবং সহিত তাঁহাদের [illegible] তাঁহারা প্রাণপণে ঐ [illegible] করিতেছেন। সমস্ত দেশের [illegible] প্রাণ যায়, তাঁহারা [illegible] যাইবেন। শেষে কোন মতে ঐ সমস্ত রক্ষা করিতে না পারেন মরা নাই। হিন্দু [illegible] তবে তাঁহাদেরও শেষ হইবে। [illegible]

তাঁহাদের নাই। তাঁহারা হিন্দুত্বপ্রিয় এই জন্য তাঁহাদের ঐ প্রতিজ্ঞা। যাঁহারা ইহা দের উপর অবস্থিত করিবেন, তাঁহার প্যারীতে বাস করুন। হিন্দুদের [illegible] তাঁহারা হয় পৃথিবী হইতে এক [illegible] করিবেন অথবা [illegible] অবস্থান করিবেন।

[illegible] ইঃ—

[illegible]

[illegible] বিহারী বসাক [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা নাকি এক আদেশ পত্র ছাপাইয়া [illegible] [illegible] সভাগারে [illegible] [illegible] কথা ছিল তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

ভাঁহার ইচ্ছা বিলাতে গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমরা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেই যদি ভগবান মহাশয়ের সকল ইচ্ছা বজায় থাকে, তবে সেবজার পুত্রের প্রত্যাগমনকাল প্রতীক্ষা করিলেই ত তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইত। হয় ত তখন সেবজী মহাশয় তাঁহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিতেন। যাহা হইবার হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু এখনও যদি চুপ করিয়া থাকেন, কালে সুখী হইবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বঙ্গ বর্ষের প্রধানতা ও স্থিতি স্থাপকতা গুণের কথা বহুবিদ পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবুকে কথা তাঁহার পুত্রকে বিলাত যাইবার জন্যে কখনই সহানুভূত করিতে পারিবেন না।

"সুলভ" চন্দ্রশেখর বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার প্রতি কতকগুলি অযথা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। যাহাতে তাঁহার দুঃখিত হইবার যে যথেষ্ট কারণ দেখি না। কুকুর উন্মত্ত হইলে নিজে যদি শান্ত হয়, তাহার জন্য কি কাহারও দায়ী হওয়া উচিত? চন্দ্রশেখর বাবুর কাজ যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তাল তাহার সেখা মূল্যের অতিরিক্ত দেখা যাইতেছে। পরের লোকের উপকারের জন্য যদি কেবল মাত্র পত্রিকা খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে এক পয়সা মূল্য স্থির করিয়া দিতেন। তাহলে তাঁহার যাতায়াত না থাকিলে ইহার লেখের নিকট আদরণীয় হইবে না, এই আশঙ্কায় কি ভারতবর্ষ প্রচার করা ইত্যাদি রূপে লিখিয়া থাকেন? কখনো ইহা চন্দ্রলোকের লেখনী হইতে বেরি এই কথা কেবল বিদ্রূপ হয়?

—১০৫—

নদীয়ার নদী।

(সন ১২৭৩ সাল ৪ঠা শ্রাবণ)

গ্রামের নাম | সর্ব্ব সমষ্টি জল

মাহানাদ
ঐযুক্ত হরিপুর
৭ই আষাঢ়ে [illegible]

[illegible]
[illegible]
বহরমপুর [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সন ১২৮০ সালের ৭ই শ্রাবণের বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের অবস্থা বাঁধা।

ক ট ইক

বহরমপুর
৭ ই শ্রাবণ

শ্রীযুক্ত সি, ই, ঐইস একটি কিউরিও ইউনিয়ন নদীয়া সোসাইটির ভিতরের

১২৮০ সালের বৈশাখ ও ১২৮৩ অগ্রহায়ণ এবং ১২৮৪ সালের ১লা বৈশাখ এই তিন বারে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শোধ হইয়াছে তাঁহাদিগের স্বাক্ষর নিম্নে নাম প্রকাশ হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধেশ্বর মাণিক্য
বেহাক্ষ সোল্ড
" " ভবিষ্যদ্বর বসু—পটাশডাঙ্গা
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাঁইপাটগ্রাম
"মেদিনীপুর সাধারণ—লাইব্রেরি
" " রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর
" " মনোমোহন রায়—বড়নুল
" " পুলিন বিহারি সেন—বহরমপুর
" " গোলোকচন্দ্র বসু—কাঞ্জিয়ারায়
" " ধর্ম্মদাস সেন—আড়া
" " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—হাঁসি
" তারকনাথ চক্রবর্ত্তী—তমোলুক
" দ্বারকানাথ ঘোষ
গোবিন্দপুর স্কুল।
" রসময় দাস—তারাবন্দ দ্বারহত্ত
" নিবাইচন্দ্র রায়—বালুচর
" হরচন্দ্র রায়—বহরমপুর
" বিনোদবিহারি চট্টোপাধ্যায়
আমোদী প্রেস
" উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" কালীনাথ বিদ্যাসাগর
" শিবেন্দ্রনাথ সিংহ
" [illegible]
" [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

রোজষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

প্রতিসংখ্যা মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ এপ্রেল।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈদানিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সর্ব্বত্র ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি পেরুফ এবং সুন্দর। ছুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার মিস্ত্রিহেরিসন ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২) ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধক দোষের ন্যূনাধিক চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।
উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

সেসন্স মাজিষ্ট্রেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীন বালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত স্বর্ণময়ী দেবীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মধ্যে ৬ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ডিঃ এবং ডিবিজনে ১৮৯ নং কোম্পানির ও তদুপরিস্থিত কোঠালা পাকা বাটী যাহা স্বর্গীয় বাবু মাধব চন্দ্র সাণ্ডেলের নামে বিখ্যাত আছে এবং যাহা বার্ষিক ৬০০ ছয় শত টাকা ভাড়ায় বহুকাল কলিকাতার ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলী আছে তাহা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অনুমতি ক্রমে বেলা ২৪ পং শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আগামী ১ লা জুন তারিখে বিক্রয় করা হইবেক, অতএব যাহারা ঐ বাটী যে নিয়মে ও মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন আগামী ৩১ মে তারিখের পূর্ব্বে বেলা ২৪ পং শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবকে পত্র দ্বারা জানাইবেন

সন ১৮৭৩ সাল ৭ ই মে।
রাজসাহির প্রতিনিধি কালেক্টর

* মেডার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর ২য় শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

—০—

" প্রমোদিনী ১ ম খণ্ড।

আকার একত্রিশ ফরমারও অধিক-প্রতিবৎসর তিনবার প্রচারিত হইবে।

১ ম খণ্ডের সূচী।

পদ্যাংশ।

বিভূগান।
সুকন্যাহরণে সুত সংবাদ।
" নবমে মরিয়া সখি আছি চিরকাল। "
আশা (ক্রমশঃ) বনবাসিনী সীতার খেদোক্তি। বশ্যতের প্রতি ভিক্ষা। হাসপাতালী (ক্রমশঃ)

গদ্যাংশ।

বিচিত্র অলীকার (ক্রমশঃ) কল্পনা মুকুর (ক্রমশঃ) পার্শলের প্রলাপ (ক্রমশঃ)

বাক্সবন্দীদিগের ক্র॰ আর্ডি খণ্ডে
অন্য টাকা মূল্য পর্যন্ত ১৵০
এবাক্সবন্দীদিগের॰ ঐ ঐ ১।৵০

পাকে॰ ঐ॰ ১ম খণ্ডবন্দী
প্রয়োগি শিক্ষা
২২ ফেব্রু॰ ১ ২য় খণ্ডবন্দী সংস্কৃত শিক্ষক।

বাক্স কবিরাজদিগের জন্য
অনুবাদ॰
মাসে॰ ক্রমশঃ ১ ম মূল্য ৫৷৷ টাকা
ডাক মাসুল সহিত॰ ইংরাজি উত্তর
ইটালী॰ অন্য ঘাট ৫৷৷ ৩৫৷ অধিক
টাকা।

শ্রী ক দো স্ব ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃতী॰ ধাতু পাঠ পুস্তক যাহাতে
ধাতু বাস্তব সকলের॰ অকর্ম্মক॰ ও॰ সকর্ম
যোগ ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর॰ ও
শব্দের ব্যুৎ পত্তি সংস্কৃত বিদ্যার্থিদিগের জন্য)
অর্থ ও ধাতুর ও বাক্যের বিশুদ্ধ
আছে। ইহা অতি ও এবং পুস্তকাদি
হের সর্ব্বত্র ১ ১ ৷৷০ টাকা

কলিকা॰ সংস্কৃত॰
৫৷ ১১ ৩৷
১৷৷ ৷৷০ ৷৷০ | ঐ ঐ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মল্লিক প্রণীত
৺ রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন॰ সংস্কৃত বঙ্গের
পুস্তক সরে অত্যুৎকৃষ্ট ১ম আছে এক
এক টাকা চারি আনা। মাত্র ডাক মাসুল ৵
/০ আনা।

শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

বিক্রয়ের পুস্তক সংগ্রহ করেন পুস্তক
ব্যবসায়ীগণ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার এর নিকট
পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
দ্বিতীয় সংস্করণ, তৎপূর্ব্ব মূল্য ৵০
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৵০
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ৷৷০
ঐ ঐ পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংশোধিত ৷৷০
সংস্কৃতানুরাগি ভদ্রমণ্ডলী প্রথম খণ্ড ৵০
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালাভাষা সম্বলিত ১ম খণ্ড ৷০
দ্বিতীয় খণ্ড ঐরূপ (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালাভাষা সম্বলিত ৵০
ভূগোলবৃত্তান্ত (ভূগোলবিষয়ক বর্ণন) ২৷৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ; ইহাতে ৯ পর্য্যন্ত আছে। ৯ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

"ইউনিভর্সিটি প্রাইজ ইট এম এ বি এল বৃত্ত ৬ নং ডগলসের অর্দ্ধ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত ডগলসের অর্দ্ধ পুস্তক মফঃস্বলে ব্যবসায়িদিগকে ২৫ পঁচিশ টাকা কমিশন দেওয়া যায়।

"ইটি পল ইউনিভর্সিটি সং, সং ২ প্রোজেক্টর্স ১ সং ২ সং ৩ ৪ এবং অবাস্থ্য ৫ ৬ বৃত্তের এই সাত এক ত্র পুস্তকের অর্দ্ধ পুস্তক মফঃ যে মত করা গত পঁচ ৩৫ টাকা ১ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

বেথলাগর ৮০ প্রাইজ ৪ অবধি ব্যাপ্টিষ্ট মিসন প্রেসের ইঁহা মুদ্রিত ভিন্ন অন্য প্রস্তুত আছে কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রী॰ ১১ নং ভজ, মি বোধেন্দ্র পুস্তকালয়

ব নীলরত্ন চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং।

ইঁহারা ৮ বৎসর অবধি বিশেষ কোন প্রকার ঔষধ আবশ্যক হয় না দেখিয়াই উহা প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইবে।

বিশুদ্ধ ঔষধালয় ভবানীপুরে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

প্রেস কবাপত্তর বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা এবং ইহার বিশুদ্ধ ব্যবহার বিষয়ক দেওয়া যায়।

ইহাদিগের পরীক্ষা

বেঙ্গিয়াড়ে ঔষধালয়ের নিকট ডাক্তারখানা
ডাক্তার ইট
কারবার ত্রিক। ঐ
কারবার ঐ ১৫
বাটীর অধিকা॰ ও অন্যান্য যে সকল
কারবারের বিশেষ উপকার উক্ত প্রেস ও
পাইপ টাইপ এবং কারবার পুস্তক ছাপাই
বিশেষ হইয়াছে আবশ্যক ও উহাদিগের
নিকট কোম্পানি ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া দিবেন।
কলিকাতা
ও বহির্ভাগ ঐ যখন এক মাঃ।

বোধপ্রকাশের মূল্য যথাযথ একরূপ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য সকলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকট অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে কলিকাতায় ও কাহার প্রতিক অগ্রিম মূল্য বেশ আছে এ হইতে ন সিক মূল্য গিণ থাকে। এ ১ গণকে জানান যাইতে ছে, এই তারিখে তো প্রতি শেষ মাসিক মূল্য এ হইতে কর্ত্তা লইয়া এ নিয়মে গ্রাহকগণের নাম বিনা ক যাইবে।

যিনি এক বিষয়ে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম করিয়া দুই মাসের মধ্যে ও গ্রন্থ আছ করিতে চ বেন তিনি আমাদের পত্র দ্বারা ক ন তাহলে অথবা পত্রদ্বারা বিষ অন্যান্য পুস্তকের সর্ব্বাদ্ধারে যে ধরা করিয়াছেন। এই পুস্তকের মূল্য ৮ টাকা, ও ডাকমাসুল ৵ আনার শ্রীরামপুরের আড়ায় ম যাইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ম্মধ্য

বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ।

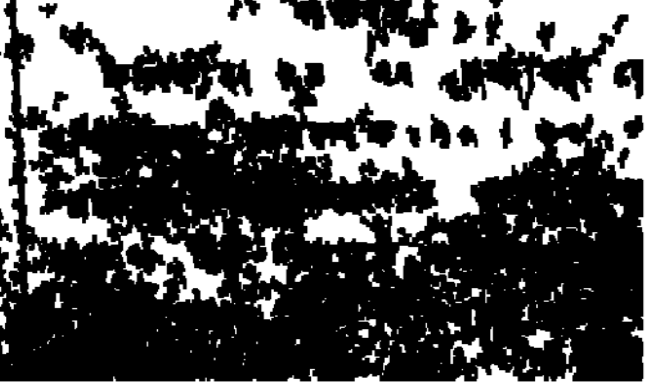

দেশ বিদেশের সমাচার, ধর্ম্ম রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাসুল সমেত প্রায় ।০ আনা মাসে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী স্ত্রী ধনাধিকারে কতদূর হকদার হইবে কি ?

এদেশ যে ভারতবর্ষে মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি ঋষিগণ হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষে আজি কালি, জাকসন, মর্কবি, পন্টিফাক্স প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধনির উপকারের তারতম্য বিবেচনা করিয়া ধনাধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের সাহেব বিচারপতিগণ যে ব্যক্তি হইতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালে ধনির অপকার সম্ভাবনা আছে, তাহা ই ধনাধিকার ব্যবস্থা দিতেছেন। ব্যভিচারিণী ইহলোকে কেবল যে পতিকুলকে কলঙ্কিত করে এরূপ নয় অনেক ধনাধিকারী হইলে পতির পারলৌকিক উপকার লাভের যে সম্ভাবনা ছিল, তাহারও বিষম ব্যাঘাত করিয়া থাকে। আমাদিগের সাহেব ব্যবস্থাপকগণ জীমূতবাহন রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মনুপ্রভৃতির বচন ব্যাখ্যা বিষয়ে যেরূপ শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, সাহেব ব্যবস্থাপকগণ তাহার বিপরীতবাদী হইয়াছেন, সুতরাং এখন আর জীমূতবাহনাদির কথা কে গ্রাহ্য করিবে ? তাঁহারা চৌদ্দ হইয়া পতি-

ন। সাহেব ব্যবস্থাপকদিগের বিশেষ মতভেদ এই যে ইঁহারা কখন সংস্কৃত স্পর্শ করেন নাই, কি ভাবে কিরূপ সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা জানেন না, তথাপি ব্যবস্থা দিতেছেন॥

আমরা কিনিমিত্ত এসকল কথা কহিলাম, এখন পাঠকগণ অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। এক বিধবা স্বামিসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হয়। এদেশের লোকের সংস্কার এই, ব্যভিচারিণী হইলে ধনে অধিকার থাকেনা। এ সংস্কার শাস্ত্রমূলক অনুমূলক নহে। এই সংস্কারের পরতন্ত্র হইয়া উক্ত ব্যভিচারিণীর তর্জ্জনের অনন্তর অধিকারিরা তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে মকদ্দমা উপস্থিত করে। হাইকোর্টে নয় জন বিচারপতি ঐ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। ছয় জন বিধবা ধনাধিকারিণী থাকিবে, এই মত দিয়াছেন, আর তিনজন বিচারপতি উহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন। বিচারপতিগণের ন্যায় এপর্য্যন্ত আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। কে কোন শাস্ত্র বা কি যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা এপ্রস্তাবে তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। যাঁহারা ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী থাকিবে বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রায় যে কিরূপে এদেশীয় শাস্ত্র সম্মত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ধনাধিকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে দায়ভাগেরই অবিসম্বাদিত প্রামাণ্য ও প্রাধান্য। সেই দায়ভাগকার যে প্রকার ধনাধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যদি তন্ন তন্ন করিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যায় কোন রূপে বোধ হয় না যে ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার অব্যাহত রাখা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। পিণ্ডদানাদি দ্বারা যাহা

হইতে মৃত ধনির অধিকতর উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা অগ্রে তাহারই ধনাধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন। পুত্র মৃত ধনী তাঁহার পিতা ও পিতামহাদির পিণ্ডদান করে, এই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে তাহার অধিকার। ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামীর পিণ্ডদান করিবে সে আশা নাই।

"সর্ব্বৈঃ ধর্ম্মযুক্তাভারিণো দ্রব্যমর্জ্জিতং যদ্ধর্ম্মেণ দ্রব্যাদি প্রতিপাদয়তি জ্যেষ্ঠোঽপি তদভাগং কুর্ব্বীত" এই আপস্তম্বচন উদ্ধৃত করিয়া দায়ভাগকার লিখিয়াছেন " আপস্তম্বন্যায়মর্থঃ পিত্রা দেবৌর্দ্ধদহিকস্য কর্ম্মণোঽসংস্কৃতঃ সুতঃ শ্রেষ্ঠোনাপদোবেদপারগইতি পুত্রান্তরেণকার্য্যং যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতইত্যাদি বচনেন পুত্রকর্ত্তৃকতয়া মহাফলশ্রুতেস্তৎকর্ম্ম যেতনং ধনসম্বন্ধিত্বং অতস্তদকুর্ব্বতঃ সুতোবেতনং। " আপস্তম্ব বচনের অর্থ এই, অসংস্কৃত পুত্র পিতার ঔর্দ্ধ দৈহিক কর্ম্ম করিলে যেরূপ হয়, বেদপারগ অপর ব্যক্তিতে করিলে সেরূপ হয় না, ধনাধিকার সেই কর্ম্মের বেতন স্বরূপ। অতএব পুত্র যদি সেই কর্ম্ম না করে সে ধন পাইবে কেন ? " তদেবং পুত্রাদিভি র্জ্জন্তঃ প্রভৃতি পিতুঃ পঞ্চলো কোচিতম্যুপকারনিষ্পাদনাৎ সুতস্য তস্য চ পার্ব্বণবিধিনা পিণ্ডদানাৎ পুত্রাদর্থং তদ্ধনং সুতমেবোপকরোতীতি ন্যায়প্রাপ্তং পুত্রাদীনাং স্বামিত্বং শ্রুতং তথোপকারকরেনৈব ধনসম্বন্ধং মনুরপ্যাহ। জ্যেষ্ঠেন জাত মাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামনৃণশ্চৈব সতস্মাল্লভ মর্হতি। তস্মাদিতি হেতুপন্যাসাৎ দায়ভাগপ্রকরণেচ পুত্রাদীনাং নানাবিধ পিত্রাদ্যুপকারকত্বকীর্ত্তনং ধনানাপ্রয়োজনকত্বাৎ উপকারস্য দেবধনসম্বন্ধোমনোরনুমতইতি গম্যতে।

[illegible] অন্য অধিক পিতার পরলো[illegible]
[illegible]ষিত যজ্ঞোপকার করে এবং পার্ব্বণ
[illegible]দিবসে পিণ্ডদান করিয়া থাকে,
[illegible]তঃ ধন পুত্রাদিসত্ত্বে তাহাতে
হস্তের উপকার সম্ভাবনা, অতএব
[illegible]পুত্রা দব ধনাধিকারের কথা যে
[illegible]ন পাওয়া যায় তাহা যুক্তিবিরুদ্ধই
[illegible]হইয়াছে মনুও উপকার সত্ত্বে ধনাধি
[illegible]কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন উক্তাধি।

পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রকারেরা যদ্যপি ঔরসই হউন তিনি পিতামাতাদি দ্বারা পর লোকে সুতের উপকার করিলে তিনিই ধনাধিকারী হইবেন, আর তিনি তাহা না করিলে তিনি ধনাধিকারী হইবেন না ধনাধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা এত আঁটা আঁটি করিয়াছেন, এবং ধনাধিকারের পর তাঁহারা পুত্রদিগের আশা করিয়া কোন বেদ, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত নহে। ধনাধিকারী হইব ও তার পর যদি কোন পুত্র বিপথ গামী হয়া পিতৃদানে বিমুখ হয়, তাহারও সম্বিধান থাকিবে, শাস্ত্রকারদিগের ইহা অভিমত, কেহই ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ধনাধিকারের ন্যায় উপকার সম্বন্ধ লইয়া এমতোদৃশ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নেবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর অধিকারের আনুষঙ্গিক। পুত্র অনাধিক হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অধিকারী হইতেছে, তখন পত্নী বিলক্ষণ আধিনী, হয়ও অধিকারিণী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে।

শাস্ত্রকারেরা পারত্রিক উপকারের অনুরোধে পুত্রকে ধনাধিকারী করিয়াছেন। দীর্ঘ কাল বিদ্যমান থাকিলে যেমন পারত্রিক উপকার হয়, তেমনি ঐহিক উপকারও হইয়া থাকে। অতএব পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর অধিকারের আনুষঙ্গিক। পুত্র অনাধিক হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অধিকারী হইতেছে, তখন পত্নী বিলক্ষণ আধিনী, হয়ও অধিকারিণী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে।

শাস্ত্রকারেরা পারত্রিক উপকারের অনুরোধে পুত্রকে ধনাধিকারী করিয়াছেন। দীর্ঘ কাল বিদ্যমান থাকিলে যেমন পারত্রিক উপকার হয়, তেমনি ঐহিক উপকারও হইয়া থাকে। অতএব পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর অধিকারের আনুষঙ্গিক। পুত্র অনাধিক হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অধিকারী হইতেছে, তখন পত্নী বিলক্ষণ আধিনী, হয়ও অধিকারিণী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে।

শাস্ত্রকারেরা পারত্রিক উপকারের অনুরোধে পুত্রকে ধনাধিকারী করিয়াছেন। দীর্ঘ কাল বিদ্যমান থাকিলে যেমন পারত্রিক উপকার হয়, তেমনি ঐহিক উপকারও হইয়া থাকে। অতএব পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর অধিকারের আনুষঙ্গিক। পুত্র অনাধিক হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অধিকারী হইতেছে, তখন পত্নী বিলক্ষণ আধিনী, হয়ও অধিকারিণী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে।

ক্র [illegible] আমাদি [illegible] সভ [illegible] ী চ ক্রে বিধবা ধর্ম্মের প্রতি উপ দ্রব [illegible] অশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা [illegible] ব ক্ষুব্ধ কেহ কি সহজে স্বপ ব [illegible] ব [illegible] ছু ম্ম ঘোষণা করে ? যদি বল [illegible] ৎ [illegible] ৪ ৭ [illegible] হলে দিব বিধিক জ্ঞান [illegible] ত [illegible], ছু ম্মা [illegible] তখন না করিতে প [illegible], এমন ধর্ম্ম নাই তাহার ভঙ্গব এই অজ্ঞ বালক কেহ তাহার মিথ্যা গ্লানি করিয়া পাব পাই ত পারে ? দুই এক জনের মত হইলেই সকলকে মৌনাবল- ম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—০০—

ভারতবর্ষে ভূমির উপর মুসলমান রাজত্বের ফলের বর্ণন।

সেদিন মহাত্মা চার্লস ট্রিবিলিয়ান রাজস্ব বিষয়ের নিবন্ধে বর্ণিয়াছেন, ভারতবর্ষে ভূমির রাজস্বের দিন দিন বৃদ্ধি [illegible] হইয়া যাইতেছে [illegible] থাকিল এক কথা থাকে তাহা করিতে পারিলে। কেবল এই চার্লস ট্রিবিলিয়ন সাহেবের অভিপ্রায় বহুজ্ঞ ব ক্তিমাত্রেরই এই মত। এদেশের লোকের ভূমির উপরে যেরূপ মমতা জন্মিয়াছে, অন্য দেশের লোকের সেরূপ নয়। তাহার কারণ এই, অন্য অন্য দেশের লোকের ভূমির প্রতি যেরূপ অধিকার, এদেশের লোকের সেরূপ নয়। এদেশের লোকের ভূমির প্রতি যেরূপ অধিকার, তাহা অন্য দেশের লোকের ভূমির প্রতি

প্রকাশকর্তারা ইউরোপ যাইতে পারেন। তাঁহারা আমাদের ক্ষেত্র উর্বরা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তদনুসারে কার্য্য-প্রণালী স্থির হইয়াছে। এদেশের লোকের সহায়তা সংগ্রহের আয়োজন করেন না। একমাত্র ফল দর্শনই ইঁহাদিগের উৎসাহের উদ্দীপক। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সকল বিষয়েই আলস্য ও ঔদাস্য আছে। তাহাতে যাঁহার ইচ্ছায় প্রায় কোন কার্য্য প্রভূত হয় না। আজ এখানি যাহা করা যায় প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই শস্য হইতেছে। কলিকাতার দুই ক্রোশ মধ্যে গঙ্গাবারি। তথায় উত্তম ওলের চাষ হয়, কিন্তু বঙ্গীয় পুরুষ পালের কৃষকেরা কখন এই প্রকার চাষের পরীক্ষা করিবেন না।

বাঙ্গালা ভাষার কথা নহে

আমি কালি বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছি। তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া এই কয়েকটি কথা বলিতেছি। আমি বলিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালার লোকের মাতৃভাষা নহে, অর্থাৎ বাঙ্গালার কোন স্থানে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া কোন ভাষা নাই। তাহারা ঐ ভাষার কতকগুলি শব্দ লইয়া কথা কহিয়া থাকে। ঐ শব্দগুলি ব্যতীত তাহাদের মুখে আর যাহা কিছু শুনা যায় তাহা বাঙ্গালা ভাষা নহে। তাহারা যে ভাষায় কথা কহে তাহার ব্যাকরণ নাই, অভিধান নাই, সাহিত্য নাই। তাহা কেবল কতকগুলি শব্দ মাত্র। সেই শব্দগুলি ব্যতীত আর যাহা কিছু শুনা যায় তাহা বাঙ্গালা ভাষা নহে। তাহা বাঙ্গালার লোকের মাতৃভাষা নহে। তাহা বাঙ্গালার লোকের মাতৃভাষা নহে। তাহা বাঙ্গালার লোকের মাতৃভাষা নহে।

খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধের প্রথম প্রধান অংশে মূলা কপি ও উক্ত কপি প্রাপ্ত হয়, সেখানে খুঁজিলে আরও কি কি পাওয়া যাইতে পারে। যে বিষয়ে সংশয় কি? মনুষ্য [illegible] করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ [illegible] ন যদি আর ভূমির উপরে [illegible] র মূলের যে উন্নতি হইবে, [illegible] র মাত্র সন্দেহ নাই। অবর্ষণে [illegible] ম আর রক্ষা করিবার যে [illegible] প্রকাশ্য হইয়া থাকে, তাহাতেও [illegible] অনেক [illegible] পতিত [illegible] এবং অনেক ক্ষুদ্র বন জঙ্গল পূর্ণ হইয়া আছে, সেই সকলের [illegible]

[illegible] ভাষাতে কখন ভূমি খনিত আর বৃষ্টি [illegible], যা শস্য খনিত না হয়ও বৃষ্টি হইবে এবার যেমনও অনুর্ব্বর হইবে।

[illegible]
[illegible]
কারণের সাধারণের [illegible] প্রধান
প্রধানী প্রস্তুত [illegible] হইয়াছে। [illegible] যাহার [illegible] সকল [illegible] ছাড়া যাহা হয়, তাহা হইলেই [illegible] ফল দর্শনের [illegible] করে। [illegible] সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা পাঠ সংসদের মধ্যে সম্পূর্ণ [illegible] সম্ভাবিত নহে। এই প্রবন্ধে তাহার [illegible] দেশের সর্ব্ব স্থান সকল [illegible] ব এই ইচ্ছা। কিন্তু এই এক দিনে সম্ভব হইবার নয়। কালের বৃদ্ধি [illegible] ও সংক্রান্ত বিষয়ের ন্যায় বঙ্গদেশের [illegible] কোন ভাষা নহে, কোন ভাষা হইয়া [illegible] ব [illegible] বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে কি নিশ্চিত [illegible] করিতেছে না, এ সকলের অনুসন্ধান [illegible] যুক্তিসিদ্ধ। তাঁহার কতকগুলি [illegible] কার্য্যে, আছে, কৃষিকার্য্যে [illegible] ভাষাবীজ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল

হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু পদার্থ সংক্রান্ত উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তাঁহার মূলতঃ কাহের অনুষ্ঠান প্রায়ুর্ভাব হইতেছে না? এ বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতা সাধের সম্ভাবিত বলিবার আছে। এখন সময়ে [illegible] মুনাইয়াছে নয়। এদেশের কৃষিকার্য্য উন্নতির [illegible] বিষয়ে তাঁহারা নিবিশেষ [illegible] বড় আছে। এদেশে যে উৎকৃষ্ট লেগুর [illegible] কাষ্ঠ জন্মিতে পারে এবং ঐ সকল কাষ্ঠ ইউরোপের বাহারের কাষ্ঠ অপেক্ষা শক্ত হইতে পারে, তাহা কি ন [illegible] সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহাতে বাহারের কাষ্ঠের চাষ অধিক হয় [illegible] বিষয়ে তিনি অধিকের যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন পাটের [illegible] সকলরবিশের এবং বাসিন্দিপোর্ট [illegible] সুন্দর বেত পেয়েছেন এরা শক্ত হইয়াছে। কলিকাতা বরাবর, বাঙ্গইপুর, [illegible] চুরাডাঙ্গা ও বহরমপুরের কিয়দংশ [illegible] করিলে, ছত্ত বৎসরে যে পাট হয়, তাহা চতুর্থাংশ [illegible] পাটের চাষের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু এই একটী উপকার হইয়াছে [illegible] সকল সম্ভব হইবেন [illegible] এই সংক্রান্ত [illegible] হওয়া [illegible] আমাদের [illegible] সম্ভ করিতে হইয়াছে

[illegible] সংক্রান্ত [illegible] সমস্ত [illegible] কাল সম্ভব [illegible] পাটনাই [illegible] প্রকাশ হইবে [illegible] পুনঃ [illegible] তা সম্বন্ধে [illegible] কহপুর [illegible] বিষয় [illegible] ফল [illegible] [illegible] ইউরোপে [illegible] [illegible] অনুমান করেন [illegible] উৎসাহ প্রদান করিলে এইপুস্তক আবশ্যক পরিমাণে [illegible] উহা একটী প্রধান [illegible] [illegible] তাঁহার এ সকল বিষয়ে [illegible] [illegible] হইবে, [illegible] [illegible] করা [illegible]

অনুগ্রহ করিয়া এ সকল গ্রন্থ বা সংবাদ পত্র তাঁহাদিগকে এক বলিয়া বোধ হইল। অতএব ভূমিকা দুরিয়া অন্য আমরা সহৃদয় পাঠকগণের সময় নষ্ট করিতেছি কেন। এখন আমাদিগের বক্তব্যটী ব্যক্ত করা যাউক। এ দিন আমাদিগের হস্তে এক খানি নূতন গ্রন্থ বা সমাচার পত্র উপস্থিত হইলে, সে দিন মিথ্যা কিছু অন্ন। যখন সেই গ্রন্থ বা সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসি তখনি আমাদিগের অন্তঃকরণে বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হয়। এই কথা মনে হয় বাঙ্গলা ভাষার কপাল কি মন্দ, যাহাদিগের কোন ব্যুৎপত্তি নাই, তাহারাই লেখক হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাটী 'বিকৃতিকী' সংস্কৃত, এ কথা এখনে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতএব সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গলা গ্রন্থ বা সমাচার পত্র প্রণয়ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে উহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু চমৎকার এই, যে সকল ব্যক্তি কখন সংস্কৃতের ত্রিসীমায় গমন করেন নাই, তাঁহারাই প্রায় বাঙ্গলা লেখক হইয়াছেন। লেখকদলে কতকগুলি ইংরাজীওয়ালাও প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কৃত জ্ঞান না থাকাতে আর একটী মহা দোষ ঘটিয়াছে। ভাষাটী ক্রমে ইংরাজী হইয়া উঠিতেছে। এখন আমরা কয়েকটী উদাহরণ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি। সহৃদয় পাঠকগণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। একজন ইংরাজী ওয়ালা বাবেল সাহেবের বিষয়ে লিখা করেন 'রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যথেচ্ছাচারী, তিনি প্রজা বর্গের চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা শাসন কর্ত্তার ক্ষমতা রাখিতে চাহেন, সকল বিষয়ে তিনি নিজের ইচ্ছা প্রবল করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা বুঝাইয়া দিলে তিনি ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন, আমরা তাঁহার প্রমাণ পাইয়াছি ইত্যাদি।' আমরা যাঁহার লেখা উদ্ধৃত করিয়া ছিলাম, ইনি ১২ বৎসরের অধিক কাল সংবাদ পত্রে লিখিতেছেন, তথাপি ইহাঁর এই লেখার ছটা। যে সংস্কৃত জানেন না, কখন সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু ইংরাজীতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। এই কারণেই ঐরূপ লেখা পাণ্ডিত্যটা হইয়াছে। আর এক জন ইংরাজী ওয়ালা সমাচারপত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন "এ দেশীয়েরা অন্যান্য বিষয়কে গ্লানিসূচক মনে করেন এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু লইয়া আন্দোলন করিতে মনে ভাবি বেদনা পান। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি উহা করিয়া তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের অপমৃত্যু প্রকাশ করিবেন না ইত্যাদি।"

এখন এক খানি নূতন গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দি পাঠকগণ শ্রবণ করুন। গ্রন্থকার একটী মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন

"যোক্তান্যানি কর্ম্মাণি পরিহায়াদ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে সমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ও আত্মোপাসনাতে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম রূপ যত্ন করিবেন।

এখন পাঠকগণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করুন এরূপ প্রস্তাবের ঔষধ কি? ঐ সকল ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষার অনিষ্ট কারণ বাঙ্গলাদেশের যার পর নাই অনিষ্ট সাধন করিতেছেন অতএব উহাঁরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় সন্দেহ নাই। উহাঁরা যেপ্রকার অপরাধী, শিল ভাঙ্গিলেই উচিত হয়। কিন্তু আমরা সে দণ্ডের অনুরোধ করি না। তাহা হইলে একটী স্কুল খুলিতে হইবে। যাঁহারা মুরব্বি জুটাইয়া বড় কর্ম্ম করিয়া খাইতেছেন, তাঁহারা যা পান না। বিশেষতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমাদিগের এ সকল বিষয়ে যে নূতন স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত জন্মিবে। পাঠকগণই একটী উপায় চিন্তা করুন।

—•—

লোণ পুষের ডাকঘর।

সোমপ্রকাশ হইতে এই ডাকঘরটীর জন্মপাত হয়। সোমপ্রকাশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সোমপ্রকাশের শুভাশুভ চিন্তার ন্যায় ইহারও শুভাশুভ আমাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা বর্দ্ধমান বহে ইহার আয়ব্যয় বৃত্তান্ত দর্শন করিয়া একান্ত প্রীতি লাভ করিলাম, পাঠকগণও উহার অংশভাগী হউন। এ বৎসর ঐ ডাকঘরে গড়ে ২১৪৲ টাকা মাসিক আয় এবং ৫৪৲ টাকা মাসিক ব্যয় ও ১৫৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গড়ে প্রতি মাসে যত চিঠি ও সমাচার পত্রাদি আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া গেল। আমদানী টিকিট দেওয়া চিঠি ৫১০, রেজিষ্টরি ৩৫০, সাবস্ক্রিপ্সন পত্র ১১০ রেজেষ্টরি ১৩৯, সংবাদ পত্র ৭৫ বহি ও অন্য অন্য কাগজ পত্র ১১ ইত্যাদি। রপ্তানী টিকিট দেওয়া চিঠি ৩১০ রেজিষ্টরি ৪৯০ সাবস্ক্রিপ্সন ১৭৫ রেজিষ্টরি ৬৫ সংবাদ পত্র ১৮০০ ইত্যাদি।

আমরা এই ডাকঘরটীর আমদানী ও রপ্তানী চিঠি পত্রাদি ও তন্মূলক আয় ব্যয় দর্শন করিয়া যেমন সন্তোষ লাভ করিলাম, তেমনি একটী বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলাম। এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের বেতন অতি সামান্য ১৫ টাকা মাত্র। এখানে যেরূপ আয় হইতেছে এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের অন্ততঃ ২৫ টাকা বেতন হওয়া উচিত। এখন যিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠান করিতেছেন তিনি সমুদায় বিষয়ের শৃঙ্খলা-

এবার ৩০০ কুবডিলেট সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থির মধ্যে ৬২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ২৯ প্রথম ও ৩৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের ন্যায় ইংলণ্ডেও অন্ধদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অন্ধেরা এ বিষয়ে শিক্ষা করিতে এবং শিক্ষা দিতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের তুল্যক্ষম হইতে পারে সন্দেহ নাই। এক, জি কাম্বেল সাহেব সঙ্গীতের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যালয় সমূহের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। কাম্বেল-সাহেব অন্ধ। উক্ত বিদ্যালয় গুলির শিক্ষকগণ কিও অন্ধ?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সর হিচার্ড টেম্পল সিমলা যাইবার পূর্ব্বে নেপাল হইয়া যাইবেন। অওয়াধ্‌রাজ্য বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার জন্য নেপালে যাওয়া হইতেছে না কি?

আমেদাবাদে একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। এ নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা মুলধন সংগ্রহ আবশ্যক। সকলে অনুমান করিতেছেন, গুইকুবার এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবেন। এক্ষণে গুইকুবারের নূতন মন্ত্রী হইয়াছেন বোধ হয় এ অনুমান বিফল হইবে না।

অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে প্রভুশক্তি ন্যস্ত হইলে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে সেদিন কলুটোলা থানার দারোগা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। দারোগা বাবু শিবচন্দ্র আচ্যকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমকোন হ্যায়?" তিনি "আদমি হ্যায়" এই উত্তর দেন, এই তাঁহার অপরাধ। দারোগা সাহেবের ইহা সহ্য হইবে কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মহা গরম হইয়া গালা গালি দেন এবং তাঁহার অবমাননা করেন। ইহার ২০০ টাকা জরিমানা এবং পদচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে।

৪ঠা বৈশাখ মঙ্গলবার।

জাপান গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য কয়েকটী বন্দর খুলিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইর গবর্ণর সর পি ওড হাউস অন্ধের অনুকরণীয় একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার মহাশয় যখন গমনে যে ব্যয় হইবে তিনি বলিয়া ছেন, সে ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে না, তিনি নিজে দিবেন। এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য শাসন কর্ত্তৃগণের একান্ত অনুকরণীয়। ইহাঁদিগের ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা পারীরিক সুখের জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তাহা তাঁহাদিগের নিজের দেওয়াই কর্ত্তব্য। নিজে নিজে ব্যয় দিলে পর্ব্বতবাসের প্রতি প্রজার তত আপত্তি থাকে না।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, লুসাই যুদ্ধের জন্য যে মেডল করা হইয়াছে উক্ত যুদ্ধে যত পুলিস কর্ম্মচারী গিয়াছিল উহাদিগকে তাহা দেওয়া হইবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাবে ১০৮৮১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৮৭ বসন্তে এবং ১২১১২ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। বাঙ্গলাদেশে বসন্তের এত প্রাদুর্ভাব নাই বটে কিন্তু ওলা উঠা প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

গত ১০ ই এপ্রেল কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌতে যে মালগাড়ি যাইতেছিল উন্নাও ষ্টেসনে উপনীত হইবার পূর্ব্বে উহার দুই খানি গাড়ি সমুদায় জব্যাদির সহিত পুড়িয়া যায়। ঐ গাড়িতে উৎকৃষ্ট বিলাতি কাপড় ও কাশ্মীরী শালই অধিক ছিল। যায় সেলওয়ে গেল। সহজে পুড়িয়া যা যায় এই সকল দ্রব্য রাখিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির সেই রূপ গাড়ি প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য।

গত সংক্রান্তি দিবসে বালীর হরিসভা প্রচারিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

কল্য অপরাহ্ণ ৫ টা ২০ মিনিটের সময় লার্ড নর্থব্রুক অবরোধ মিস বেরিংএর সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করেন। তাঁহার গমনকালে এদেশীয় কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলাট বাহাদুর সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ লর্ডব্রুকের সহিত কথোপকথন করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে টাকের কথা উল্লেখ করা হয়। লর্ডব্রুক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এক্ষণে তিনি টাকা সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, কত দূর তাহার অনুসরণ করিতে পারিবেন বৎসরের শেষ না হইলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। লার্ড নর্থব্রুককে দেখিবার জন্য বারবতা ও কলিকাতা ষ্টেসন লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তথা হইতে লার্ড নর্থব্রুকের প্রজা বাৎসল্যেরই পরিচয় হইতেছে।

৫ ই বৈশাখ বুধবার।

পরগণা জুবডিনেট জজ বাবু রামাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের পেন্সনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

গত ৮ ই এপ্রেল আলাহাবাদ হাইকুলের সর উইলিয়ম মুইর এলাহাবাদের যে সকল ইংরাজী ও সংস্কৃত পারসী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়া থাকেন, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে আহ্বান করিয়া সাম্বৎসরিক পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকদিগকে ১৫০ এবং ছাত্রদিগকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেন। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০০ হইয়াছিল। পাঁচশত ছাত্রের মধ্যে ৫০ টাকা পারিতোষিক বিতরণ অবশিষ্ট হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব শনিবার প্রাতে এলাহাবাদ জেলখানার নিকটে একজন মুসলমানের ফাঁসী হইয়াছে। এ ব্যক্তি একটী বালককে হত্যা করিয়াছিল।

কেশব বাবুর স্ত্রীলর্ণিং বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রীকে বিজয়রত্নাবলীর ২'জা মালিক ৮ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল সারাণসীতে বসন্ত ও ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রের একজন সংবাদদাতা একটী সুদীর্ঘ বিষ মকদ্দমার বিষয় লিখিয়াছেন তিনি বলেন, দেরাদুনের অন্তর্গত থাসিলি স্কুলের শিক্ষক তাঁহার কতকগুলি ছাত্রের সাহায্যে এই বলিয়া ম্যাজিষ্টেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতে বলিয়া অত্র প্রকাশ করিয়াছে

...ছাত্রদের পাঠশালার শিক্ষকদিগের ...হইবেন।

৩ই ইংলণ্ডের মহারাণীর।

...এপ্রেল তারিখে ষ্টীমারে ...আসিয়াছে, তাহাতে ...সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ...ভারতেশ্বরী ...হইয়াছেন, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে এ...কলিকাতায় যেরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, ...তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর চিরকাল স্মরণ ...রূপ সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা করিতে ...অসম্মত হওয়াতে তিনি জাহাজ হইতে ...নামিয়া অবতীর্ণ হন নাই। ইহাতে মহা দুঃ...হইয়াছে না, যে আমাদিগের প্রজাপুঞ্জেরা ...অন্তর হইতে তাঁহাকে ভক্তি করে তাহার ...প্রমাণ বিলাতীয়েরা অনেক স্থলে পাইয়াছেন।

৩ই ইংলণ্ডের মহারাণীর।

...ভারতেশ্বরী ...হইয়াছেন, ...সংবাদ ...আমরা ...হইয়া ...ভারতেশ্বরী, ...ভারতবর্ষীয় ...করিয়াছেন, ...পাওয়া যায় না। ...বিলাতীয়েরা ...করিতে ...হইবে। ...আমাদিগের ...ভারতেশ্বরী ...ভারতবর্ষীয় ...হইয়াছে না। ...ভারতেশ্বরী ...ভারতবর্ষীয় ...করিয়াছেন।

হরাবদ্ধার আরবদেশীয় শেখ আবদুল নামক এক ব্যক্তিকে তদ্দেশীয় ইস্তাম্বুলীয়ে বিবাহ করেন। ইহার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি প্রায় থাকিত না। ইহাতে এরূপ কতগুলি সাক্ষী আছে?

সম্প্রতি পার্লমেণ্ট সেজেটে পৃথিবীর গবর্ণমেণ্ট সমূহের ঋণের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, যে সংখ্যা গুলি দেওয়া হইতেছে। উহা কোটিরূপে গণ্য হইবে।

ইংলণ্ড ৭১০, ফ্রান্স ৩১০ কর্ণীয় ৩৪৫, ইটালিয়া ৩০১, স্পেন ২১১, তুরস্ক ১২৪, হলণ্ড ৮০ পোর্টুগালে ৬৪ বেলজিয়ম ২৭ গ্রীস ১৮, সুইডেন ১৩, ডেনমার্ক ১২ অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ১৭৩, ইউনাইটেড ষ্টেটস ৮ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশ ১৩৯, আফ্রিকা ১৯, ভারতবর্ষে ১০৮ জাপান ২০ অষ্ট্রেলিয়া ৩৮। সমুদায় ঋণ সংখ্যা ৪ হাজার কোটির উপর হইবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৶—১০২৷৶০
৩	"	কোং	১০২৷—১০২৷৶০
৪৷	"	"	১০১—১০৬৷০
৪৷	"	"	১০৫—১০৫৷০
৮৷	"	"	১০৪৷—১০৪৷৶০
৫৷	"	"	১১০৷—১১০৷৶০

৮ ই বৈশাখ পরিবার।

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় লার্ড নর্থব্রুকের বিশেষ ট্রেণ আলাহাবাদে উপনীত হয়। সব উইলিয়ম মিউরের সহিত ১ ঘণ্টা সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

কমিশনর সেন্সপিয়র সাহেবের স্মরণার্থ ফণ্ডে ৭৪৭৬ টাকা উঠিয়াছে। মাদ্রাজের রাজা প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে দরিদ্রছাত্রদিগের পাঠের জন্য যে ৬ হয় সহস্র টাকা দেন সেই টাকা ঐ ফণ্ডে যোগ করা হয়। এটী উত্তম প্রস্তাবই হইয়াছে। এই রূপ স্মরণার্থ চিরস্থায়ী ও বহুকাল স্থায়ী হয়।

২৯ এ এপ্রেল পারস্যের সম্রাট ইউরোপ ভ্রমণ উপলক্ষে প্রধান সেনাপতি সলটীফ ও প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক সন্টপিটর্সবর্গে গমন করিবেন। তাঁহাদিগের এ গমনের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রুশিয়া ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া রুশীয়ার সহিত বন্ধুতা করিতেছেন রুশীয়ও যুদ্ধ আসিবার জন্য লইয়া ব্যস্ত এজন্য প্রুশীয়ার সহিত মৈত্রী বন্ধনে বদ্ধবান হইয়াছেন।

উপরগরের মিউনিসিপালিটির কর্ত্তাদিগের কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আমরা ভাহাদিত হইলাম, গড়পারে ওলাউঠা হইয়াছে এই সংবাদ পাইবামাত্র উঁহারা চতুর্দ্দিগের মর্দ্দামা পরিষ্কার পচা পুষ্করিণীর সংস্কার দুর্গন্ধ জল তুলিয়া ফেলা ইত্যাদি কার্য্য করাতে পীড়া এক বারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ পরিষ্কৃত থাকিলে ওলাউঠার যে শান্তি হয় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—ডব্লিউ এনসল এসং ই জি, বর্ক সাহেব বঙ্গদেশীয় হাইকোর্টের জজ হইয়া এদেশ বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত শনিবার কমন্স সভার ১০ মিলিয়ন মঞ্জুর দিয়াছেন।

মাড্রিড ১১ ই এপ্রেল—বার্সিলোনার অবরোধ আর নাই। বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে। তাহারা পরাজিত হইয়াছে।

[illegible] একজন সুদক্ষ কাপ্তেন [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি সাহস [illegible] বলিয়া চলিয়া [illegible]

[illegible] সংবাদ [illegible] হইয়া ২০ লক্ষের [illegible]

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—গ্লাডষ্টোন কার্লিসলের চ্যান্সেলার বিষয়ে যেরূপ ভাব [illegible] হয় তাহাতে সংবাদ পত্রসমূহ [illegible] যোগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল—সর [illegible] ২৪ এ এপ্রেল বোম্বাইয়ে উপনীত [illegible]

রোম হইতে টেলিগ্রাম [illegible] একণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে।

এথেন্স ১৩ ই এপ্রেল— [illegible] ৬ই এপ্রেল মাকোলে [illegible]

এথেন্স হইতে যাত্রা করেন ১২ ই এপ্রেল তথায় উপনীত হন

লণ্ডন ১৪ই এপ্রেল—[illegible] হাবিলদার কাবাগোলা হইতে [illegible]

লণ্ডন ১১ ই এপ্রেল—ইণ্ডিয়ার বাজের ডিস্কাউণ্টের হার সমান ভাবেই [illegible]

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল টেলিগ্রাম [illegible] হইতে যে মেইল ২১ এ মার্চ্চ [illegible] হইতে ২৪ এ মার্চ্চ যাত্রা [illegible] এই তারে সে উহা লণ্ডনে [illegible]

লণ্ডন ১৫ ই এপ্রেল। অষ্ট্রি [illegible] মন্ত্রিত্বে [illegible] আলোচনা [illegible]

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ১৫ ই [illegible] করিতে পারে বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে [illegible] মন্ত্রীকে [illegible], তাহার পিতৃব্য ও অন্যান্য [illegible] করিয়াছেন এবং ৪ বৎসর সেনার পদ নবাবরাবীর বন্দী করার প্রেরণ করিয়াছেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই এপ্রেল। অসামের সহকারী কমিসনর বাবু [illegible] বি মিচেল সাহেব কামরূপে [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

নওগং ও লখিমপুর [illegible] ম জেষ্ট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত এচ [illegible] ওয়েষ্ট সাহেব [illegible] ৪৪ ঘণ্টা [illegible] পরিদর্শন করিবেন। কেহ কেহ [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিত [illegible] এই ক্ষমতা [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট কালেক্টরির একজন সভ্য [illegible]

১০ ই এপ্রেল। [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আইন ১৮৭১ সালের ১০ আইন [illegible] উক্ত প্রদেশের [illegible] কমিটির [illegible] সভ্য হইবেন।

১২ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত [illegible] পারিবে বড় [illegible] বিষয়ক [illegible] [illegible] ও [illegible] হইবেন

১৪ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত আর, [illegible]

এবং আমার সাবডিভিসন ও থানেদারের সহকারী হইবেন এবং মহকুমার বিল সেরেস্তার পরীক্ষা করিবেন।

মেহেরপুরের সহকারী মুন্সেফ ও থানেদার শ্রীযুক্ত [illegible] হাজারিবাগ বদলী হইয়া [illegible] করিবেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] সবডিভিসন চট্টগ্রামের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] মুন্সেফ ও থানেদার ও ডেপুটী কালেক্টর বা সবডিভিসনাল অফিসর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা পাইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] ও থানেদারের সহকারী হইবেন এবং [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর বা সবডিভিসনাল অফিসর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] সবডিভিসনাল অফিসর ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] সবডিভিসনাল অফিসর ও থানেদার হইবেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] মুন্সেফ ও থানেদার ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

[illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

[illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর

এখন কেবল হিন্দু স্কাবে ও হিন্দু সমাজের মধ্যে বড় রাখিলে কাজ হইবে না, কেশব বাবুর ন্যায় ইংরাজি সমাজে পেণ্টুলন্ ও হিন্দুসমাজে পট্ট বস্ত্র পরিধান হইই চাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপবীত সহ উপনয়ন ও ধুতিচাদর অবলম্বন করিয়া সত্য পৃথিবীতে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন বলিতে পারি না, কেবল বাহ্য দ্বারা মূলতত্ত্বের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৩। সাধের ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিংহ সেদিন আসিয়াছিলেন। একদিন সীতানাথ ঘোষের বাটীতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়াছিল, সীতানাথ ঘোষ প্রকাশ্যরূপে উপস্থিত বন্ধুর আত্মার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঘোষ হয় সেদিন সহৃদয় দর্শকগণের হৃদয় কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছিল। সীতানাথ ঘোষের অনুমানের জন্যও বিশেষ প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

৪। গত হোলির সময় অত্রস্থ দেশীয় সেনার কয়েকজন সৈন্যের সহিত ছাউনীর কোতোয়াল ও পুলিসের আর কএক জনের সহিত বিবাদ ও দাঙ্গা হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব কোতোয়ালের নামে ক্যান্টন্‌মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করাতে তাঁহার এক মাসের কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। শুনিলাম ইহাতে কোতোয়ালের তত দোষ ছিল না, তবে ছাউনীতে সৈন্যগণের উপর আইনের প্রভাব বড় লাগে না। এই জন্যই কোতোয়াল দণ্ড প্রাপ্ত হইল।

৫। যে হত্যাকারী কাশ্মীরি পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল কএকদিন হইল তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

৬। এখানকার কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর উভয়েই ছুটী লইয়া বিলাতে চলিলেন। তাঁহাদের পদে নূতন লোক আসিয়াছে।

৭। ষ্টেটরেলওয়ের জন্য পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ও পঞ্জাব রেলওয়ে অপেক্ষা সংকীর্ণ রাস্তা প্রস্তুত হইবার হুকুম হইয়াছিল এবং সেইরূপ প্রস্তুত হইতেছিল, সংপ্রতি তদ্দিশায় বিলাত হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ রাস্তা অন্যান্য রেলওয়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়, ইহাতে খরচেরও বৃদ্ধি হইবে, একেবারে মতলব বাঁটি করিয়া কার্য্য করিলে অনর্থক খরচ যাবে না।

৮। এবার এখানকার ময়দানটা ভাল করিয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম অনেক গুলি তাজিয়া (গঁএরা) হইয়াছিল এবং সমারোহ ও কম হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী নামে যে দুই সম্প্রদায় আছে এখানে তাহাদের বড় বিবাদ বিসম্বাদ দেখি নাই না। এ সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের সহিত এ উৎসবে মিশিয়া থাকে। মুসলমান সমাজে উপাসনার বিষয় প্রভৃতি যেরূপ দেখা গেল, তবে ইহাদের মধ্যে শুষ্কতা ও কঠোরতা অধিক লাভ করিতেছে।

৯। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যজ্ঞোপবীতধারী পুত্রের সহিত অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি, বর্ণাশ্রমোচিত যতদূর পারেন উদ্দীপন করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সভ্যতা সম্পন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকট এরূপ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা তাঁহার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। "পুরাতন মদ্য কি নূতন বোতলে শোভা পায়।"

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সকলেই বলিয়া থাকেন, চিকিৎসা কার্য্যের ন্যায় গুরুতর কার্য্য আর নাই কিন্তু আজি কালিকার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহার ন্যায় সহজ কার্য্য দ্বিতীয় নাই। লেখা পড়া না শিখিলে কেরাণী হওয়া যায় না, কিন্তু মনে করিলেই অনায়াসে একজন চিকিৎসক হওয়া যায় বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় এটী একটী মেওয়ারিস ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মূর্খ অর্দ্ধপক্ক লোক অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় না পাইয়া শেষে এই ব্যবসায় অবলম্বন করে, গবর্ণমেণ্ট এপিডেমিক নিবারণার্থ বহু চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু ইহাঁদিগের এক একজন এক একটী এপিডেমিকের তুল্য। এক এক এপিডেমিকে যত লোকের মৃত্যু হয়, এই দলের দ্বারা মৃত্যু সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ত আমাদিগকে এই সকল যমকিঙ্করের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন না, এক্ষণে যে মেডিকেল কালেজের যে সকল উত্তীর্ণ ও উপযুক্ত ছাত্র নানা স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অর্থকেই চিকিৎসা ব্যবসায়ের এক মাত্র লক্ষ্য বিবেচনা না করেন, এই দলের কতক প্রাদুর্ভাব কমিবার সম্ভাবনা নাই। যে কারণে আমরা অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম তাহা এই--

চাঁদড়িপোতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি উক্ত গ্রামে একটী ইংরেজি ঔষধালয় খুলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি এই বৎসরে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যান্য সাধারণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সহিত ইহার একটু বিশেষ আছে। ইনি পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন ভাল পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়াই যে আমরা ইহাঁর গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নয়, ইহার চিকিৎসা নৈপুণ্য অমায়িকতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ এক দর্শনে আমরা একান্ত বিমোহিত হইয়াছি। এ অঞ্চলের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে তাঁহাদিগের সাধ্য নাই নয় বলিয়া অনেকে বিনা চিকিৎসায় অথবা হাতুড়িয়ার চিকিৎসায় অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এতদ্দর্শনে কর্ণধার হইয়া অমৃত বাবু এই বিষয় করিতেছেন, এক টাকার অধিক দর্শনী লইবেন না, এবং সস্তা মূল্যে ঔষধ দিবেন। শুদ্ধ এত নয় যে সকল ব্যক্তির অবস্থা নিতান্ত হীন বিনা ফিজিটে তাহাদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। আমরা যে শুনিতেছি তিনি সহরে রোগী পাইলে প্রায়ই, পয়সা লইয়া করিয়া থাকেন। ইহার উদ্যোগিতা ও

যোগীবর পটুয়া দর্শনে মোহ হইতেছে ইহা পড়িলে একজন প্রথম শ্রেণীর ভাক্তার হইবেন। কল্প পরমায় এক কোন কোন স্থলে বিনা পরমায় এরূপ ঘটিয়া যে না লাভ অল্প সোভাগ্যের বিষয় নহে। ইহাঁর কার্য্য প্রণালী দর্শনে এই প্রতীয়মান হয়, পরলোকগত ইহাঁর ফ্রেডরিক সংবলাটের প্রধান লক্ষ্য, অর্থোপার্জ্জনের আনুষঙ্গিক মাত্র। এক ষোড়শ মুদ্রার জন্যে ফৌজ আনা তাহার কল্প, গড়ায় লইয়া যাইতেছে, ১০ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিবে, তাহা হ অর্দ্ধ পথে বসিয়া ঔষধ বিক্রয় পয়সা লওয়া অথবা ইহা করিয়া দাতব্য ঔষধ বা করিয়া অন্যান্য চিকিৎসকগণ অমৃত বাবুর এই সৎকীর্ত্তির অনুসরণ করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা। একণে অমৃত বাবু অবসর লইয়া এই স্থানে আসিবা মাত্র তাহাকে উপকার সাধন করেন ইহাই আর্থনীয়।

ঐঃ—

—০—

সম্প্রতি পরিদর্শনেই হইতে এই আদেশ হইয়াছে যে চন্দ্রকোণা হইতে ঘাটাল সদর ঘাট পর্য্যন্ত মাটীর রাস্তাটী পাকা করা হয়। ঐ রাস্তাটীর ধারে ধারে ইট সাজান হইয়াছে। ইট প্রস্তুত করিবার ব্যয় এ জন্য সংবলাটকে ভোগ করিতে হইল না। ঘাটাল চন্দ্রকোণার ৮ ক্রোশ দুরস্থিত মধ্যবর্ত্তি রাস্তাটীও দু মাসের ৫ হস্ত প্রশস্ত; উহা দুই ধারা পাকা করিতে অন্ত ইট ভোগ

ঘাটাল, এ নিমিত্ত এ জিলার অন্যান্য সাধারণ সম্পাদকগণের ন্যায় করিতে হইবে না।

"ঘাটালের অর্দ্ধক্রোশ সংযোগ সড়কের এক ক্রোশ আছে। উহা পূর্ব্বে ছাতনা বিষ্ণুপুরের রাজধানী ছিল। এই সড়কের দুই সংস্কৃতি অর্দ্ধক্রোশ ইহার মধ্যে নির্ম্মল, গোকুলনগর অতিক্রমে।

"সড়কের ছাতনা অর্দ্ধক্রোশ নিম্নে দুই ক্রোশ আছে। ইহা পূর্ব্বে ছাতনা বিষ্ণুপুরের রাজধানী ছিল। এই সড়ক সংস্কৃতি

চুরি হয়। তাহাতে প্রায় ৮০০।৯০০ শত টাকার দ্রব্য চুরি যায়। পুলিষ তদারক করিতে আসিয়া তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাতেই চোরেরা সাহসী হইয়া আশ্বিন মাসে সন্ধ্যার সময়ে এক মহরার বাটীতে চুরি করে। তাহাতেও পুলিষ কোন কাজই করিতে পারেন নাই। এই দুটী চুরিতে চোরদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তাহারা একপ অদ্ভুতোদ্যমে রাত্রির যে কোন সময়ে যথা ইচ্ছা চুরি করিতেছে। গত ২রা এপ্রেল বুধবারে এই ভালুকা গ্রামে দুই বাটীতে এক কালীন সিঁদ দিয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী বাড়ী ইষ্টক নির্ম্মিত। উক্ত রাত্রেই এই গ্রামের নিকটস্থ একটী পল্লীতে এক কর্ম্মকারের কোটাতে সিঁদ দিয়া তাহার অনেকগুলি দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। বিস্তর সুদ্ধে অবগত হইলাম যে উক্ত বুধবার রাত্রে ফকিরগঞ্জের অধীন ভাজ্ঞাংলা নামক আর একটী গ্রামে এক কলুর বাটীতে সিঁদ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই চোর ধৃত হয় নাই। যে দুই রাত্র অধীন গ্রামের মধ্যে এক রাত্রেই চারিটী সিঁধ হয় এবং কোন স্থানেই চোর ধরা পড়ে নাই সেখানকার পুলিষ কেমন কার্য্যদক্ষ তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে পুলিষের লোকেরা চৌকিদারদিগের কার্য্য দেখিবার জন্য রাত্রে যেঁদে আসিতেন। কিন্তু এখন আর তাহা আসেন না। চৌকিদারেরা এক্ষণে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপন গৃহে নিদ্রা যায়। কখন রাত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। কেবল অমূলক অনর্থক চৌকিদারি টাক্স দিয়া আসিতেছি। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিষের কার্য্যের কোন তদারক করেন এমত বোধ হয় না। তাহা হইলে আমরা ফকিরগঞ্জের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও কেন চোর ভয়ে এত ভীত থাকি। যাহা হউক আমাদের একণে নিবেদন যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং যাহাতে আমরা নিজসম্পত্তি লইয়া রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারি তাহা করিয়া এই চৌর পীড়িত দুখী প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণ করেন।

ভালুকা
২৭ এ চৈত্র } একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ

গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় সমূহে বায়ুবীজন করা (টানাপাখা দেওয়া) যে আবশ্যক, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা যে কেবল সুখসেব্য বিষয় এমত নহে, ইহা গ্রীষ্মজনিত পীড়া হইতেও রক্ষা করে। অনেক বিদ্যালয়ে টানাপাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে দুরদৃষ্ট বশতঃ কলিকাতার সন্নিহিত এই বাঘাকপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভাগ্যে তাহা হয় না। এক্ষে অপরিসর গৃহ ও বহুছাত্র সমাগম, তাহাতে আবার নিদাঘসন্তপ্ত এতও মার্ত্তণ্ডের দুর্ব্বিষহ উত্তাপ। ইহা যে কতদূর অসহনীয় ক্লেশাবহ, ও অনিষ্টজনক তাহা বোধ করি, পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ছাত্রগণ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় ছটফট হইয়া দুঃসহ গ্রীষ্ম নদে দগ্ধ হইতে থাকে, ইহাতে যে কতদূর অস্বাস্থ্যোৎপাদনের সম্ভাবনা, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এস্থলে কেহ অনুমান করিবেন না যে, এই বিদ্যালয়ে টানা পাখা নাই। এখানে ৩।৪ খানি টানা পাখা কড়িকাষ্ঠে এরূপ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, যে দেখিলে কে বিবেচনা করিবেন ইহার কার্য্য হয় না? কিন্তু ইহা যে ঔষধালয়ের "শো বটলের" ন্যায় কেবল দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহা অগ্রস্থ ছাত্র ও শিক্ষকগণ ভিন্ন অন্য কাহারও অগ্রে বোধগম্য নহে। একণে সম্পাদক মহাশয় দেখুন, যদি ঐ টানা পাখাগুলির কার্য্য না হইল, তবে এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? যেন সকল বাটী বর্ষণ না করিয়া কেবলমাত্র গগন সুশোভিত করিয়া রহে, তাহা হইলে কি কৃষিও চাতক কুলের বারিভূষা নিবারণ হয়, কদাচ নহে।

অতএব স্থানে গবর্ণমেণ্টের নিদান সবে টানাপাখা সঞ্চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঘাকপুরস্থ বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এমন কি অপরাধী যে, তত্রস্থ ছাত্রগণের নিমিত্ত টানাপাখা সঞ্চালিত হইবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা মনোযোগ করেন না দেখিয়াই আমরা গবর্ণমেণ্ট দ্বারে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপসম্পাদক মহাশয় সমীপে আমাদিগের প্রার্থনা যে, গবর্ণমেণ্ট সেই সমুদায় টানাপাখা গুলিকে টাঙ্গাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া তত্রস্থ ছাত্রগণের মঙ্গল সাধন করুন।

৩রা বৈশাখ
১২৮০ } একান্ত বশম্বদস্য
কস্যচিৎ ছাত্র সা
বাঘাকপুর।

সেদিন বাঘপুরে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা ২ টার সময় রাইপুরের দক্ষিণ দেশের এক খানি গৃহে অগ্নি স্পর্শ করে। বিগত বর্ষায় যথোচিত পরিমাণে বারি বর্ষিত হয় নাই বলিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যে এক একটী পুষ্করিণী ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। সে দিন বায়ুও একটু প্রবলবেগে বহিতে থাকে। সুতরাং অগ্নি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নানা উদ্যোগেও অগ্নির প্রচণ্ডতা কিছুমাত্র নিবারণ হইয়া উঠে নাই। একে একে সমস্ত গৃহগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাইপুর গ্রামখানি কিছু সামান্য নহে। যে পাকা গৃহগুলি আছে তৎসমুদায় ভিন্ন প্রায় তাবৎ গৃহই অগ্নিমুখে পতিত হইয়াছে। বিশেষ শুনিতে পাওয়া গেল, অনুমান চারি শত গৃহ অগ্নিসংস্পর্শে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এতদ্বিবরণ যে কত দূর সত্য হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য স্থলে মোটামুটি হিসাবে দেখা গেল ৫০০০ ত্রিশ হাজার টাকার অধিক লোকের ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন দেখা হইতেছে এমন অবস্থায় প্রজার চঞ্চলা মোচনে গবর্ণমেণ্টের অগ্রসর হওয়া বিধেয় কি না। আমরা ইহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের সহৃদয়তার প্রতি কতদূর সন্দেহ করিতে পারি তাহা এবম্বিধ পত্র প্রকাশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।

রাইপুর গ্রামখানি বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তে অজয়নদীর উপকূলে অবস্থিত। বর্দ্ধমান হইতে বীরভূমে যে সে কারণ এই

প্রবেশ করিয়াছে, তাহার [illegible] এই রাইপুরকেই সভ্য করিয়া তুলিবে। এই দুই বৎসর হইতে [illegible] এই সভা স্থানীয় লোকদিগকে শিক্ষিত করিবে। এই অল্প সময় মধ্যে যত যে লোক [illegible] আছার বিষয় বলা যায় যে লোক-গুলি জীবিত আছে, তাহাদিগকে জীবন্মৃত বলিলে আমাদের মনে হয় বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। তাহারা কেবল পেটে প্রাণ ধরিয়া রহিয়াছে। বলিতে কি শরীরের আর কোন অংশকেও রাইপুরে দেখা যায় না। ইহাদের যাহা কিছু সম্বল ছিল সমুদায়ই পথ্য ও ঔষধ যোগে ব্যয়িত হইয়াছে। এখন অনেক হিন্দুস্থানে সর্ব্বান্ত হওয়া কতদূর ক্লেশকর, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গেরই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাইপুরের অধিকাংশ লোকই নিরন্ন নিঃস্ব তাহাদের কিছুমাত্র সংস্থান নাই। বর্ষাও সমাগতপ্রায়। গবর্ণমেণ্ট সহায় না হইলে কাহারও উপায়ান্তর নাই। আমরা কোন বিষয়েরই অবথাযথ বর্ণনা করিতেছি না। এসময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী এই গ্রামে আগমন করিয়া গ্রামের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়।

এখনে আর একটী কথা উল্লেখ করা প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। রাইপুরের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। মুসলমানী কালেরের বহুল প্রচারের সঙ্গেই অন্তর্হিতের ব্যবসায় হীনবল হইয়াছে। অনেকেই কৃষিজীবী হইয়াছে। তাহাদের যে কি দশা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? [illegible]

যে যে কারণীল মহোদয়গণ রাইপুরের [illegible] সংস্থান করিবেন, তাঁহাদের নাম, আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা করিলে তাহাদের [illegible] তাঁহাদের [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

রাইপুর
থানা আড়না
জেলা বীরভূম
৩রা বৈশাখ

[illegible]

—১২—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৪ই এপ্রেল।

স্থানের নাম	কত জমাতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোবাধার	২	৬
তথা হইতে [illegible]		
৭৪ মাইলের ঘাটে	৪	৩
[illegible]		
৬৩ মাইলের ঘাটে	২	
[illegible]		
৫৯ মাইলের ঘাটে	১	৬
[illegible]		
৪৯ মাইলের ঘাটে	২	৯

সন ১৮৭৩ সালের ১৪ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

		ফুট	ইঞ্চ
বহরমপুর ১৪ই এপ্রেল ১৮৭২	শ্রীযুক্ত সি, ই, ষ্টীফন একটি কিউটিন ইণ্ডিগিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ডিপিজন	৭	১

মূল্য প্রার্থি।

আমরা কতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ পর্য্যন্ত সোম প্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বাঁশবেড়িয়া ছোণাহা।	১০
" " মহারাজা পাল চৌধুরী—সাহাবাদ	"
" " জমিদার পাড়ে—এরোমাজপুর	"
" " শ্রীযুক্ত বাবু—রাইপুর	"
" " [illegible]	"

[illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞাপন।

[illegible] বাঙ্গালা [illegible] ইহার [illegible] [illegible] [illegible]

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

২৪ সংখ্যা।

প্রবন্ধরত্না প্রকাশিনায় যাবতীয় সম্বন্ধীয় অভিসন্ধীনা ভাষ্যতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ১৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২৮ এ এপ্রেল

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১ নং লাট। চৌদুঁরি অন্বেষর মল্লিক বাহির উপাধিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদিবর্গ মীর বিশেষ কমিশনরের তদন্তুকবাবত সন ১৮৭২ সালের ২৫ নং মকদ্দমার জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুন ইং তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলবষ্ট ষ্টেষন সায়ারগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টরি নং ২০০৫ তোজি নং ১৮৩৮ সায়ারগড় পরগণার মৌজে সায়ারগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহারের যাহার সদর তহিষ ১৯৩৯৯।৵৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দাবিকের যে কিছু স্বত্ব সত্য আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। পদ্মনাথ সৎপতির আপিতবাদী পৃথীবল্লভ পাল প্রতিবাদিবর্গ মীর বিশেষ কমিশনরের তদন্তুকবাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর ইং তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিস ষ্টেষন সবর মবজেক্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খাসবার পরগণার মহাল কোকেদা যাহার ১৯ অংশ অংশ ৩৫৪২১০ টাকা ঐ মহালে দাবিকের যে কিছু স্বত্ব সত্য আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

মৎস্যধরা নাটক।

বহুবাজারস্থ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে সেনষ্টুল প্রেসে, পি এস ডি বোজারিওর আফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাবিলাসদ্বি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৯৮ খণ্ড বিউটোবিংহা পত্রিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ গুড ন্যাশন্যাল ষ্টোর্স এবং কে প্যামির পুস্তকালয়ে বিক্রার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

আয়ুর্বেদ সার সংগ্রহ।

ইহার ৩ য় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। যদে শহিতৈষী গ্রাহকগণ কলিকাতা মদন মল্লের লেনে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসাসংগ্রহ কার্য্যালয়ে শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

মেয়ার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর বস্ত্র শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্ট সহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
কি জরাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বচার এবং ব্যাধির
রোগ নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ২৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। ছুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সুইীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২৲ ডাক মাসুল ৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি মরিতে পারে না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাত

রোগ যাবোয় চিকিৎসা পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত ও নিবারণোপায়, স্বাস্থ্যসাধন চিকিৎসা গ্রন্থ ও অন্যান্য বহুবিধ অপরা স্বাস্থ্য বিষয় এই পুস্তকে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৮ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল

কবিরাজ এবং বিদ্যালিকা যোগের চিকিৎসা মূল্য। ... খণ্ড চিকিৎসা গ্রন্থ লইয়া ... রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচান যাইতে পারে।

৩ যেরূপে মেডিকেল কলেজের অর্থাৎ চিকিৎসা ... মাসিক পত্রিকা, ... বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল ... টাকা।

৪ শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য /০

৫ ইউরিনারি (বস্তিরোগ) ৵০

৬। কুইনাইনের প্রয়োগ-প্রণালী /৯০

৫৮০ রোগ ও তাহার ... ঔষধ আছে। উক্ত ছয় ঠিকানায় ... বন্ধ।

—০—

মাতৃকা ও বাগাবধের বাঙ্গলা অনুবাদ।

মূল্য ১০ টাকা মাত্র ডাক মাশুল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইতালী চিকিৎসা ... নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রী গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

—০—

সংগৃহীত ধাতু পাষাণ পুস্তক যাহাতে ধাতু, ধাতুর মারণ অকর্ম্মকাদি উপধর্ম যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ ও তুল্য শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতভাষা শিক্ষার্থীর জন্য) লক্ষণ, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ে পাইবেন। মূল্য ১।০ টাকা।

ডাক্তার ... মুং ২৩, ১৮৭৯ } শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু ... মহাশয় প্রণীত ... পুস্তকালয়ে ... আছে। মূল্য এক টাকা ... /০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ ...

আয়ুর্ব্বেদ। মূল্য ...

—০—

বিদ্যের পুস্তক, সাধারণের সুবিধার।

কলিকাতা ... শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের পুস্তকালয়ে ও শ্রীজগমোহন ... নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০

ঐ দ্বিতীয় ভাগ /০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কবিকঙ্কণ পুরাণ সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷৷০

সংবাদপূর্ণ। ... এলাহাবাদ।

শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সহিত ১ খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সহিত ১

ভবানন্দী (ঐতিহাসিক নবন্যাস) ২৷০

ঐতিহাসিক সংবেদযুক্ত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ... পর্য্যন্ত আছে। ঐ পেজি ১২৫ ফরম, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইষ্টইণ্ডিয়া প্রাইজেই এম এ, বি এল কৃত ৩ নং ভবানন্দের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্য্যন্ত ভবানন্দের অর্থ পুস্তক মফস্বলে ব্যবসায়িদিগকে ২৫ পঁচিশ টাকা হিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

পাঠ্যবিদ্যের নীতির নং ১ নং ২ বোধের নীতির নং ১, নং ২ নং ৩ নং ৪ এই ... ভাষা হইতে এই সিরিজ ... পুস্তকের ... পুস্তক সমুদায়ে 'শাস্ত্র' ... টাকার ... ঐ ...

... ...

... ...

... ...

ক' এন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক ম হুল ৵ সহয় শ্রীবামপুর অ।ফাব সবটে প্রাহ৫ ।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্মদায

—•—

ম ণ্ড ক ০বিদর্শক।

০,০যন্ত্র।

ক লকা০। ২৪ নং মির্জ্জাকর্ম লেন ম ণ্ড ক ০বিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা ০ ব মত পুস্তকাকাবে প্রাত ব্বিবাবে প্রকা শ ব ইহাতে পঞ্জিকা জাতীয় স ব ধ খবর বহ্রা ০ামদানী ও ব প্তা ন দেশ বন্দবশ্বব ত্রব াদিব দর উপ ০ গণন ব ক আইন সমাচ বসংগ্রহ শিক্ষা বৈদ্যক স সা বক সাব ক ও ব জ্ঞাপ ব্য ।০২০ সাক্ষিপ্তা ও ন না বিষয় এক টি ০ক ব বলা প্র ০ খ ।০ আনা। অগ্রম ম ব ক চ ব ষ ০ক ৪ ত্রৈমা সক ২। ডাক ন মুল লাগে ০ প্রায় ০ আনা মাত্র।

শ্রীদুর্গা চবণ গুপ্ত

—•—

ভমাদ ন বিক্রয়

ক ক ০ ০ল াধা ণকে জ্ঞাত কবা য ০ ছে এল ই০ দুমেব সামিল ০৬ ন দে ী জমীদা ন ল ট হেমপুবেব ব ০ম ১/৫ ম ন দি চিহ্নিত ইলামবাজাব গ্রামসহ ২২ ক লা য ০া ৯ নয় ডক পত্তনি বন্দে বস্ত অ০ ডক ম শ বস্তগ্রাম মবেব ৯ টি ৬ শ। বা০ ট ৩১ এ মে যেশা ছই প্রহবেব স ০ য ম ব্যেব কুঠী ইলাম্ব জ বে প্রকাশ্য ন্যা দে ধবা যাইবেক ও ০র্দ্ধ উচ্চ ডক ন ০ ০ক দেওয়া ও ছুই সপ্তাহ মধ্যে ০ুল্য ন ০ টাকা জ খল কবি ল নিশ্চয় বিক্রয় কবা য ইবেক।

প ত্ত ন০ ন দেশ নিকট আম ব ৬৫৫৬৶

ব ন্দন ম ন্তচার্য্য ৪০৩৪/৭

ব ন্দী মুনকা ২৩২ ৵৬

ব শ্রী এডিন এণ্ড° দো

মে ০ ইলামবাজাব বৌথণ্ড ব

বেলওয়ে ট্রেনব।

ভারত সংস্কারক।

স প্তাহিক স ০ব দ প ত্র।

১২৮০ বৈশাখ হ০তে প্রকাশ হইতেছে

লেখ বিষয়—ধর্ম্ম, নী ০ বাজনীতি শিক্ষা মাজ সংস্ক র ইত্যা দ।

মূল্য।

অগ্রিম বা র্ষিক ৬ ছয় টাকা

০ ষাণ্মাসিক ৩।০

০ ত্রৈমাসিক ১ ০

প্রতি সংখ্যা ।০ চ বি আ ন মাত্র

প্রাচ ন ভাব ০ বন্ধু

৫০।৩ ।

১৭ ই বৈশাখ সোমবাব।

ব ৩চ ন্দ্র ব দ্যাসাগবস্য

বন্ধু ০০ স০ ?

(ঘ)

আমবা গতব বে প্রস্তাব কবিয়াছি, যদি ঔদ্ধদেহিক ক্রি া ন কবিয়া মৃত ধনিপাবলৌ কে উপকাব সাধন কবি বেন, তিনিই ধনাধিকাবী হইবেন, তিনি তাহা না কবিবেন, তিনি ধনাধিকাবী হইবেন না এব ধনাধিকাবী হইয়াও তিনি ধন স্বামি ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিমুখ হইবেন, তিনি অধিকাব চ্যুত হইবেন শাস্ত্রকাবেবা ধনাধি কাবিকে সেই সেই কর্ম্মেব বেতন বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। ধনাধিকাব যখন কর্ম্মেব বেতন হইল, তখন কর্ম্ম না কবিলে যে বেতন বন্ধ হইবে, তাহা কি সহজে বুঝা যাইতেছে না? যে কর্ম্মফল কর্ম্ম না কবে, সে তাহাতে বেতন পি া থাকে? শাস্ত্রকাবেবা স্পষ্ট ক বিয়াই বলিয়াছেন, পত্নী ধনা ধকাবিণী হইব ম বৎ জীবিত ণ বিবেন তাবৎ ও তাকে মৃত ধনিব স্বর্গ র্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াব অনুষ্ঠান কবিতে হইবে। ম নু ভগবান লিখিয়া ছেন "তথা দান ধর্ম্মে। স্ত্রীগাং স্বপতি দায়স্য উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহাবং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিব াৎ ধনকন। উপ ভোগোপি ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিধা না দিনা কিন্তু স্বশবীব ধাবণেন পত্যুঃকপ কাবকত্বাৎ যেহেতু শোচিতভোগাভ্যনুজ্ঞানং এবক র্ত্তৃ ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া র্থং দানাদিকমপ্যনুমতং, অত এব নাপ হাবং স্ত্রিয়ঃকুর্য্যু বিত্যপলাবচনং অপহাবশ্চ ধনস্বামনুপযোগে তবতি নাবীগণ পতি ধনের উপভোগই কবিবে, কখন ঐ ধনের অপহাব কবিবে না। উহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিধানাদি কবিয়া যে উহাব উপভোগ কবিবে, তাহ শাস্ত্র কাবদিগের অভিমত নহে। যাহাতে শবীব বক্ষা হইয়া পারলৌকিক ক্রিয়া দ্বাবা পতিব উপকাব সাধন কবা যায়, তাদৃশ ভোগই শাস্ত্রকাবদিগের অনুমত। তর্তাব ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদিব নিমিত্ত দানাদিবও অনুমতি আছে। এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে, পত্নী পতিধনের অপহাব কবিবে না। যে যাবে ধনস্বামিব পাবলৌকিক উপকাব সম্বন্ধ না থাকে, তাদৃশ ব্যয়কেই অপহাব শব্দ দ্বাবা নির্দ্দেশ কবা হইয়াছে।

পাঠকগণ বিবেচনা কবিয়া দেখুন শাস্ত্রকাবদিগের অভিপ্রায় কিরূপ। ইহাতেকি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে পত্নী পতিধনের উত্তাধিকাবিণী হইয়া ঐ ধনে সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিধান ও অঙ্গচন্দনাদি ধাবণ কবিয়া গাত্র ধোতা চ ত্বা উপপতিব সহিত আমোদ কবিয়া বেড়াইবে, শাস্ত্র কাবদিগের তাহা মত নহে তাহাকে ধন দিবাব ব্যবস্থা দেন নাই পত্নী কেবল নাম মা অশন বসন দ্বাবা কথঞ্চিৎ শবীব ধাবণ কবিয়া গাত্র ধূ ধাবিয়া পতিব পাবলৌকার্থ নানা প্রকাব ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কবিবেন, ইহাই কি শাস্ত্রার্থ নহে? অন্য দেশে যেরূপ ব্যবহ ব কি এদেশে সেরূপ অনুষ্ঠান নয়? সতী বিধবারা যে ষষ্ঠো ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন ক ন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ব্রহ্মচর্য্য

দ্বারা পাণ্ডব অধিকতর ভগ্নোৎসাহ হইয়া বনে গমন করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ রায়ের 'নয়নি' বিষয়টী একবার পাঠ করুন ও কি না কি তাহা বিচার করুন। অপুত্রা পরমং দুঃখং পাণ্ডবানাং তথা বিদুঃ। তুলীতা মরণং কাম্যমাপদাং ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ। অপুত্রা বিধবা অন্তঃপুরে থাকিয়া অতীব দুঃখ পাইয়া মরণ পর্য্যন্ত কামনা করিবে। স্ত্রীর এই গুরু পাপের দণ্ড ইহাই করিবে।

এ দেশের বিচারপতিদিগের কি বিপরীত বিচার। কি অসম্ভব ব্যাপার! যেখানে যে শাস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে অমূলক নয়, পাশ্চিমী দলের বিদ্বান্‌গণ প্রস্তাব করিয়াছেন। যাঁহারা দেশের শান্তি সংস্থাপনের ও ধর্ম্ম নীতির উন্নতি সাধন, আপাদিগের হইতে এই কার্য্য। ইহাতে কেবল শাস্ত্রের নয় দেশের কি পর্য্যন্ত অবমাননা করা হইয়াছে।

বিচারপতিরা যেমন বিপরীত বিচার করিয়াছেন, পাঠকগণ এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন। বোধ করুন, একজন হিন্দুরা পাত্রবধের উদ্যোগাধিকারিণী হইয়া একজন মুসলমানের সহিত বিবাহ দিবার পরামর্শ চালাইতেছিলেন। এমন সময় পাত্র পক্ষীয় লোকেরা বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইয়া বলে, আমরা এ বিবাহে সম্মত নহি। এরূপ অবস্থায় ঐ হিন্দু উদ্যোগাধিকারিণী মুসলমানের বিরুদ্ধে কি না মুসলমান আইনের ব্যবস্থা চাহিবেন? এ অবস্থায় মুসলমান আইনের ব্যবস্থা কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ স্থল নাই। এমন স্থলে মুসলমান আইনের ব্যবস্থা না লইয়া কি হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা লওয়া যাইতে পারে? কখনই না। তবে যদি ঐরূপ স্থলে তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা না লইয়া মুসলমান আইনের ব্যবস্থা লইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাঁহারা ধর্ম্মনাশের অপরাধে অপরাধী হইবেন? কখনই না। তবে যদি ঐরূপ স্থলে তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা না লইয়া মুসলমান আইনের ব্যবস্থা লইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাঁহারা ধর্ম্মনাশের অপরাধে অপরাধী হইবেন? কখনই না। তবে যদি ঐরূপ স্থলে তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা না লইয়া মুসলমান আইনের ব্যবস্থা লইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাঁহারা ধর্ম্মনাশের অপরাধে অপরাধী হইবেন? কখনই না।

চারাসক্ত হইলেও যে পাতিত্য জন্মে শতবারে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

হারীতসংহিতার আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পতিত স্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ। অন্ধশ্চিকিৎসারোগ্যার্ত্তো ভার্য্যাদ্যৈরভিরক্ষ্যতাং। তথাহ দেবলঃ। মৃতে পিতরি ন ক্লীবকুষ্ঠ্যন্ধ জড়াদ্যকাঃ। পতিতঃ পতিতাপত্যং নিন্দ্যো দায়াংশভাগিনঃ। তেষাং পতিত-বর্জ্জেভ্যো দেয়ং বস্ত্রান্নপানকং। ক্লীবাদীনাং ভরেদ্ভর্ত্তা যাবজ্জীবং ন তান্ ত্যজেৎ। অন্যত্র ক্লীবদোষেণ ব্যাধিতাদীংশ্চাকর্ম্মণঃ পতিত স্তজ্জাত-বর্জ্জং। তত্র নারদঃ। পিতৃর্দুষ্টে পতিতঃ পত্যৌ ক্লীবাদৌ পাপপাতিকঃ। ঔরসা অপি নৈতেংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পতিত তাহার পুত্র ক্লীব পঙ্গু উন্মত্ত জড় অন্ধ অচিকিৎসারোগার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধনের অংশ না দিয়া কেবল গ্রাসাচ্ছাদন দিবে। পতিত ও তাহার পুত্রকে গ্রাসাচ্ছাদনও দিবে না। দেবল তা ই বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইলে ক্লীব কুষ্ঠরোগী উন্মত্ত জড় অন্ধ পতিত পতিতাপত্য এবং প্রব্রজিত প্রভৃতি দায়াংশভাগী হইবে না। পতিত ও তৎপুত্র ব্যতিরিক্ত আর সকলকে অন্ন বস্ত্র দিবে। গৌতম কহিয়াছেন পতিত ও তৎপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ জড় প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করিবে। নারদ বলেন, পিতৃদ্বেষী পতিত নপুংসক ও উপপাতকগ্রস্ত ইহারা ঔরস হইলেও অংশ পাইবে না, ক্ষেত্রজপুত্র ঐ সকল দোষ গ্রস্ত হইলে তাহার অংশ পাইবার সম্ভাবনা কি? আমরাও বলি ঔরস পুত্র যখন পাতিত্য ও উপপাতকাদি দোষগ্রস্ত হইলে অংশ পাইতেছে না, অংশ প্রাপ্তির পর পতিত হইলে যাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, তখন স্ত্রী যে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

যাজ্ঞবল্ক্য ক্লীবপ্রভৃতির অপুত্র স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন প্রসঙ্গে কহিয়াছেন "অপুত্রা যোষিতশ্চৈবাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ।" ইহাদিগের অপুত্র স্ত্রীরা যদি সাধুচরিত্র হয়, তাহা হইলেই ভরণ পোষণ করিবে, আর যদি ব্যভিচারিণী হয় দূর করিয়া দিবে। দায়ভাগকার পত্নীভাব ক্রমেই ধনাধিকারিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সমস্ত পরিত্যক্ত স্ত্রীর পত্নীভাব নাই, তাহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া যদি সৎপথে না থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। নারদ এই প্রসঙ্গে কহিয়াছেন, "রক্ষতি অধ্যাৎ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্বিদ্যুদ্বিত রাসু চ।" যদি সৎপথে থাকে, তাহা হইলেই গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, আর যদি সৎপথে না থাকে, গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবে। শাস্ত্রকারেরা অনন্ত

পূর্ব্বে এই প্রকার বিচার প্রণালী ছিল, কিন্তু "ফুর্লাণ্ড" জিলে পৃথিবীর লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তনহওয়াতে এ প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকের সংস্কার এই বিবাদ ভঞ্জনার্থে পৃথক প্রকারের লোক এবং পৃথক প্রণালীর এক্টোজন। কায়েল সাহেব পৃথিবীর সমুদায় লোক অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান সুতরাং পৃথিবীর লোকে যাহাকে ভ্রান্তি বলেন, তাঁহার মতে সেটী অযৌক্তিক। দুঃখের বিষয় এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা দেন নাই। কালিওলা ইচ্ছা করিতেন যদি সাধারণ রোমকের এক মস্তক হইত, তাহা হইলে তিনি এক আঘাতে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে পারিতেন এদেশের শাসন, বিচার ও সামাজিক প্রণালীসম্বন্ধে আমাদিগের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সেই প্রকার অভিপ্রায়। কালিওলা সমুদয় রোমককে বধ করিতে পারেন নাই, কায়েল সাহেবও পঁচবৎসরের মধ্যে ইংরেজের সমুদায়ের পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না। আইন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে কেবল এই লাভ হইবে লোকে তাঁহা অত্যাচার বলিয়া ঘোষণা করিবেন। পক্ষান্তরে বিচারপতিদিগের [illegible] সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা সম্মান আকর্ষণ [illegible] বিষয়ের মীমাংসার [illegible] বিচারাসনের মুখাপেক্ষা [illegible], কায়েল সাহেবের নিয়ম পরিবর্ত্তন [illegible] [illegible] [illegible]

বলিতে পারিবেন না। কিছু বলা সভ্যতা বিরুদ্ধ কার্য্য। বিশেষতঃ রুশিয়া যে দুটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বলিবার পথও রাখেন নাই। প্রথম, বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। দ্বিতীয় রুশিয় বন্দীগণের কারাক্লেশমোচন। ইহার উপরে কথা নাই। বাণিজ্য প্রিয় জাতি বাণিজ্যের উন্নতির কথা শুনিলে আনন্দ হইয়া পড়েন। উহার সহিত আর একটী বিষয়ের যোগ হইয়াছে। অনেকের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে রুশিয়া সন্ধি আসিয়ার অধিপতি করিলে তত্রত্য লোকেরা সভ্যতালোক সম্পন্ন হইয়া উঠিবেন। তাহাতে পৃথিবীর অশেষবিধ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা আছে। ঐ কল্যাণ ভারতবর্ষজয়ে পরিণত হইবে কি না, তাঁহারা সেবিষয়ের করেন না। যুদ্ধবিগ্রহ পৃথিবীর যে উপকার সাধন, তাহা প্রার্থনীয় নহে।

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষের অভিমুখে আগমন রুশিয়ার উদ্দেশ্য নয়। রুশিয়া যদি হীনবল ও ভিন্ন দেশের অধিকারে বিরতস্পৃহ হইতেন, আমরা এ সিদ্ধান্তটীকে সঙ্গত বলিয়া গণনা করিতাম। ইংলণ্ড প্রতিপদে প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাপি রুশিয়া নানা ছল করিয়া স্থানে স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সে দিন তুর্কমানদিগের দেশে ৩০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তুরস্কের সীমা লইয়া পারস্যের সহিত বিবাদ চলিতেছে।

রুশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষ হইবার আর একটী কারণ এই, রুশিয়েরা যুদ্ধদুর্ম্মদ, যুদ্ধ ঘটিলে জগতের যে অপকার হয়, তাহা যেরূপ বুঝিয়া ইংরাজ কাজ করেন, রুশিয়া সেরূপ করেন না। তাঁহার জিগীষা বৃত্তিই বলবতী। রুশিয়ার যে বার্ষিক আয় হয়, তাহার দুই তৃতীয়াংশ সৈনিক ব্যয়ে ও সুদে পর্য্যবসিত হয়। ১৮৭২ অব্দে যে আয় ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে রুশিয়ার ৬৮০৫৬৫০৯০ টাকা বার্ষিক আয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সৈনিক ব্যয় ২১৪৫২৬১৮০ টাকা। মুদ্ধ স্থলে ১২১৩২৫৯ সৈন্য সংগৃহীত হয়। ইহার চতুর্থ অংশ সৈন্যও যদি ভারতবর্ষে আনীত হয়, ভারতবর্ষস্থ সৈনিকগণ তাহার নিকটে মুষ্টিমেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না তাহা নয়। ১৮৭১ অব্দে ভারতবর্ষের যে সৈন্য সংখ্যা করা হয় তাহা এই, রাজকীয় ইউরোপীয় সৈন্য ৬১২৫৮ ইউরোপীয় আফিসর ২২৬৯ এদেশীয় সৈন্য ১০১৮০১ সমুদায়ে যে ১৯১০৭৭। ভারতবর্ষের সৈন্যগণ যদি রুশিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ইহারা উহাদিগের পরাভবে সমর্থ হইবে, সে সম্ভাবনা নাই। উহারা সংখ্যায় ইহাদিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে। মহাকবি ভারবি বলেন "প্রকর্ষতন্ত্রাহি গুণে জয়শ্রীঃ" যে পক্ষে বীর্য্য সৈন্য ও অস্ত্রবল থাকে, জয়লক্ষ্মী সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের বীর্য্য ও অস্ত্রবলের যে উৎকর্ষ আছে, রুশিয়দিগের সৈন্য সংখ্যার নিকটে তাহা হীন হইবে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণিয়েরা তাহার প্রমাণ। ফরাসী সৈনিকদিগের রণনৈপুণ্য অধিক, তথাপি উহারা জর্ম্মণীয়দিগের সৈন্য বহুল বলিয়া তাহাদিগের নিকটে পরাস্ত হইল। তবে এক ভরসা এই, মহামতি লার্ড নর্থব্রুক সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পূর্ব্বগত কোন কোন গবর্ণর জেনরলের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতির গুণে সেই অপবাদ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। প্রজা অনুরক্ত থাকিলে শত্রু যত প্রবল হউক, তাহার কৃতার্থতা লাভ দুঘট হয়।

ভিক্টোরিয়া পত্রিকা ও বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি (১) ইহাতে পত্রিকা ও ডাইরেক্টরির জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অতি বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। যিনি লোকের সহরাচর যে সকল বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়, ইহাতে তাহার অধিকাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার মুদ্রা কার্য্যের ন্যায় ছবিগুলিও অতি সুন্দর হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

এ সপ্তাহে "ভারত সংস্কারক নামে" একখানি ৩ করমা পরিমিত সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই ৭ ই বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নাম দ্বারাই উদ্দেশ্যের এক প্রকার পরিচয় হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে ভবিষ্যতে এখানি বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কাগজ ও মুদ্রণ কার্য্যও সুন্দর হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা মাত্র।

লার্ড নর্থব্রুক ১৮ ই এপ্রেল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। ইহঁার সিমলা গমন সংবাদ যে অর্থ ব্যয় হইবে, ইদি যদি শীতল স্থানে বাসনিবন্ধন দুঃখের উচ্চাবচী অভিব্যক্তি বিনিয়োগ দ্বারা প্রজার হিতসাধনের কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া উহার প্রতিবিধান করেন তাহা হইলে তাঁহার সিমলা গমনে প্রজার আর তত অসন্তোষ থাকিবে না। অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের ন্যায় আমোদার্থ ইহঁার সিমলা বাস আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

---

(১) শ্রীযুক্ত বিহারিলাল নন্দি প্রণীত, কলিকাতা সিমুলায়, বাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৮ নং ভবনে বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০।

কাজ হইলে অনেকাংশে ধর্ম্মনীতির রক্ষা হইতে পারে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঘাটে-কোটে একটী ছুতমরির মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। একটী হিন্দু স্ত্রীলোক এই বলিয়া নালীশ করে, তাহার পুত্রের সহিত আর এক ব্যক্তির কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল। তিনি ঐ কন্যাটী পাইবার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, যখন সম্বন্ধ হইয়াছে তখন ঐ কন্যা তাহা'র পুত্রের স্ত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সম্বন্ধ আর বিবাহ উভয়ই তুল্য হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শান্তিপুরের জমীদা'র বাবু ঈশানচন্দ্র রায় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার বয়স অধিক হয় নাই। ইনি অতি সচ্চরিত্র ও লোক হিতৈষী ছিলেন।

মান্দ্রাজ এক্সিনিয়র বলেন, তথায় ঐবার তিনদিবা মিনহুম লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই ঐমে অন্যের কিছু না, হউক সম্পাদকের বিলক্ষণ দুশ্চিন্তা ঘটাইয়াছে। তিনি কাবেল সাহেবকে পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বলিয়া লিখিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর অন্তর্গত করবার বেণিয়া জাতির যুবকদলে নানা রূপ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের বৃদ্ধি হওয়াতে উহা'দিগের প্রাচীন সম্প্রদায় এক সভা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন, কেহ এরূপ সমা'জ অথবা নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। গত সপ্তাহে কয়েকজন যুবকের ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সহবাস অপরাধে সমাজচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত

আমাদিগের সমাজে যখন দলাদলির বিষম ছিল তখন এত যথেচ্ছাচারিতা ছিল না। এক্ষণে সমাজের আর সেরূপ আঁটা আঁটি নাই, লোকেও যার যা ইচ্ছা সে কিঞ্চিৎচিত্তে তাহাই করিতেছে। গত শুক্রবার প্রাতঃকালে প্রেসিডেন্সি জেলে এডওয়ার্ড ডিক্রুজের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "আমরা পূর্ব্বাবধি অবগত ছিলাম যে, বীজ মাত্রেরই অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু একটী বীজ হইতে যে ২।৩ টী অঙ্কুর উদ্ভব হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম। এই মীরগোদা গ্রামে একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী নারিকেল হইতে ২ টী অঙ্কুর উদ্ভব হইয়াছে ও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় ১৩ হস্ত পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। বৃক্ষদ্বয় মোটা নহে। অপর মীরগোদার ২ ক্রোশ দক্ষিণে সহরিয়া নামক গ্রামে একটী নারকেলের ৩ টী অঙ্কুর হইয়া তাহারও বৃক্ষ ২।৩ হস্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।"

ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন, গো'য়ালন্দের পুলিসদিগের অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সর মার্টল ফ্রিয়র বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়া মহা ধুমধামের সর পি ওডহাউসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। বোম্বাইর ইয়ুরোপীয় সভা তাঁহাকে এক ভোজে দিবার সংকল্প করিয়াছেন। ফ্রিয়র ও আনজিবারে কিছুই করিয়া আসিতে পারিলেন না যাইবার সময় এ উপাধিলাভ করিলেন কেন?

বারাণসীর কমিশনর সেক্সপিয়ার সাহেব বিদায় লইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন দিবার জন্য বারাণসী ইন্‌ষ্টিটিউটে এক সভা হয়। বারাণসীর রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নগরের মাননীয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় এদেশীয়দিগের নিকট হইতে ভক্তি ও সম্মান লা'ভের ইচ্ছা করেন তাহাদিগের কর্ত্তব্য ইহাদিগের প্রতি সেক্সপিয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যবহার করেন, বলপূর্ব্বক পেলাম গ্রহণের কাল আর নাই।

বারিষ্টার এড, মিনেট সাহেব বিচার বিষয়ের জন্য হাইকোর্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। উইলকিন্স সাহেব পঞ্জাবে গিয়াছেন।

১২ ই বৈশাখ বুধবার।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এদেশ সম্বন্ধে একটী মুতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড (ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি থাকিবে) এবং ২য় খণ্ড (ইহাতে যে সকল আইন পাস হইয়াছে অথবা বিবেচনার্থ কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছে সেই গুলি থাকিবে) সিমলায় প্রকাশিত হইবে। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কলিকাতায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কণ্ট্রোলার জেনরল এবং আর্টফেক্ট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপন থাকিবে। সিমলায় সহিত ব'ঙ্গপুরুষগণের ক্রমে ঘনিষ্টতা দাঁড়াইতেছে।

চম্বার বর্ত্তমান রাজা গোপাল সিংহ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল মাকএণ্ড্রুর দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বয়ং লাট বর্ণজ্রকের নিকটে অভিযোগ করিবার জন্য কয়েকজন সৎচর লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন' চম্বার এরূপ রাজা হইয়া থাকা অপেক্ষা গবর্ণর জেনরলের সহিস হইয়া থাকা ভাল।" রাজার উদ্ধৃতবাক্যে সুপরিণ্টেণ্ডের সৌজন্যের যেরূপ পরিচয় হইতেছে, বোধ হয়, অন্য কিছুতে এরূপ হইবার নয়। এই সকল মহাপুরুষ হইতেই বিদ্রোহাগ্নি ঘটনা হয়।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যা রেজিষ্টরি করা সংবাদ পত্রের যে এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যার

ইংরাজী, ৪১ টী দেশীয় ৪ দেশীয় ইংরাজী। মান্দ্রাজে ৩৫ ইংরাজী ১০ দেশীয় এবং ৩০ দেশীয় ও ইংরাজী। বোম্বাইয়ে ৩০ ইংরাজী ৬৩ দেশীয় এবং ১০ ইংরাজী ও দেশীয়। ঐরূপ পর্য্যায়ে উত্তর পশ্চিমের ৯'৫১৪, পঞ্জাবে ১০,২৩। মধ্য প্রদেশে ১।৩।২ ও

সিন্ধুতে ৮।৩। রাজপুতানায় ২ খানি দেশীয় এবং ১ খানি ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র আছে।

১১ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৩০ ৬১০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৪৫৭৩৩০ টাকা হইয়াছিল। এ বৎসর ৭৩২৭০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

ক্রয় বিক্রয়ের প্রকাশ্যআড়ায় সকল উঠাইয়া দিবেন। হাত্রাবণ্ট তীরবর্ত্তী মাকুয়ার শিখদিগের সহিত ঐরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বুশায়রের পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট পারস্য উপসাগরের আরব দেশীয় তীর প্রদেশে যাহাতে এই ব্যবসায় না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

গত ২২ এ এপ্রেল সন্ধ্যাকালে লার্ড ও লেডি নেপিয়র সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। সোলানে লার্ড নেপিয়রের পাড়া চওয়াতেই এই বিলম্ব হইয়াছে।

দিল্লীতে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি পুলিস কমিশনর ওয়াডোপ সাহেব স্বীয় কার্য্যভার এচ, কক্রেল সাহেবের হস্তে দিয়া ৩ মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

অঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিয়াছেন। যেমন নিয়ম আছে চিঠি পত্র সকল কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে প্রেরিত হইবে। তিনি ১৫ ই জুন পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন।

বোম্বাই অর্থসি বলেন, গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৬ জন পারসী মুসলমান বিবাহে বিবাহ করিয়াছেন। দুই জনের সেকন্দ্রাবাদে এক জনের অবাগতে এক জনের অলন্দরে আর দুই জনের বিকানিরে বিবাহ হয়। ইহাদিগের মধ্যে দুই জন এক কর্ণেলের কন্যা। উহাদিগের প্রত্যেককে এক এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

১৪ ই বৈশাখ শুক্রবার।

পিয়রিয়রের সীমাবদ্ধিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিরার আলী খিয়াটের সহকারী গবর্ণর আহমদ খাঁকে উক্তপদ পরিত্যাগ করাইয়া কাবুলে আসিতে অস্বীকার করাতে সর্দ্দার জাকুব খাঁ কাশীয়া ও পারসীর সহিত যোগ দিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিবার খাঁ বোধ হয় কশীয়দিগের প্রতিযুদ্ধকতাচরণ করিবেন না।

গত শনিবার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে মঞ্চিকে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩ শত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও কতকগুলি ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দর্শনে কোন কোন ইংরাজী সম্পাদক চটিয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন একজন উড়িয়া বাটীতে যাইবে বলিয়া কয়েকটী টাকা লইয়া ইলুবেডিয়ার এক খালি ষ্টীমারে উঠে। তথায় এক দয়ালু ব্রাহ্মণ উহাকে দুটী পয়সা দিয়া তীরে গিয়া জল খাইয়া আসিতে বলে। সে টাকা কয়টী সহিত কাপড়ের পুটলিটী ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে যায়, আসিয়া দেখে সে ব্রাহ্মণও নাই সে পুটলিও নাই। ব্রাহ্মণটী যে'গ্য পাত্র বুঝিয়াই দয়া প্রকাশ ক'রয়া'ছল !!

এবৎসর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ১৬৫৬১১৭০ টাকা আয় ও ১৭১২০৮৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্যয় অধিক চাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, জাকুব খাঁ পুনরায় পিতার অধিষ্ঠ চেষ্টায় ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই সংবাদে কাবুলের সকলে অত্যন্ত অসুখিত হইয়াছেন। মুসলমান জাতির পিতৃভক্তির এই রূপ সংবাদ সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়।

বেরাগাজি খাঁর সীমার লক্ষ্মীসরাওয়ার যে মেলা হয়, এই মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে তথায় প্রায় ৬০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এই মেলা গুলির দ্বারা বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই হাইকোর্টে বড় গোলযোগ হইয়াছে। বিচারপতি কেবল এক টাকা বিদায় লইতেছেন, বিচারপতি লার্ড পদত্যাগ করিতেছেন, বিচারপতি গিবস গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে প্রবেশ করিতেছেন।

সে দিন টাবার সেসিয়নে ৫ জন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের ডাকাতি অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। ইহার পরীর [illegible]

লোকদিগের নিকট হইতে ধরে আগুন দেওয়া এ হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিত।

গত বৎসর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সংখ্যা ৫১৪ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৩৭০ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ৯১৯-৫১০ টাকা দেন এবং স্থানীয় কণ্ড হইতে ১১১১৩২০ টাকা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের পনর্থনা পিলে নামক এক ব্যক্তি বেদমূলক সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দানার্থ মৃত্যুকালে ২০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৶—১০২।৶০
৪	"	কোং	১০২৷—১০২৷০
৪৷	"	"	১০৯৷—১০৯৷৶০
৪৷	"	"	১০৪৷—১০৪৷০
৪৷	"	"	১০৪৷—১০৪৷০
৫৷	"	"	১১০।৶—১১০।৶০

১৫ ই বৈশাখ শনিবার।

গত মঙ্গলবার লার্ড হবার্ট মান্দ্রাজ হইতে নীলগিরিতে যাত্রা করিয়াছেন।

সিন্ধিয়ার রাজা বোম্বাইনগর হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আগামী মাসে জুনাগড় রাজ্যের উত্তরাধিকারীর বিবাহ হইবে। বিবাহে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার পর সন্তানাদি হইবার বায় আছে।

গত কল্য বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরদিগের যে সভা হয় তাহাতে মুদ্দ ও ডিভিডেণ্ট শত করা আট টাকা করার হইয়াছে।

বোম্বাইর প্রভু সমাজের সভ্যেরা স্বজাতীয় দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগের সাহায্যার্থ কয়েক দিনের মধ্যে ২৪০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদর্শনি দর্শনার্থ গমনের টিকিটের মূল্য চারি আনা করাতে দর্শকের সংখ্যা বিলক্ষণ হ্রাস হইতেছে। গত শনিবার ৫১৮৭ এবং রবিবার ৫৪১৭ ব্যক্তি টিকিট ক্রয় করে। যে অনুসারে অনুমতি করা হইয়াছিল বোধ হয় এরূপ টিকিট বিক্রয় হইলে তাহার পূরণ হইবে।

শিক্ষাবিভাগের বাঁধাধরি নিয়মের আওতা ছাড়িয়ে, আমরা কী শিখাতে পারিতেছি বা শিখিতেছি, তাহার কোন হিসাব নাই। আমাদের ছাত্রসমাজের পক্ষে ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সকলে অনুধাবন করিতেছেন কি না জানি না, আমাদিগের আজ যে কিছু বিদ্যের নিকটে আমরা ঋণী করিয়াছি, এই আতি আমাদের পক্ষে অনুকরণের ও জীবিকা নির্বাহ করে। এই অনুষ্ঠান [illegible] ছাত্র ও সমস্ত হইবে। কথায় [illegible] আমরা ও ইংরাজি অনুবাদ [illegible] পক্ষ। পক্ষ বৈষয়িক শিক্ষাপ্রণালী [illegible] ইহাদিগের আতীয় সাহায্যার্থ। [illegible] সংকে বাল্য কাল হইতে [illegible] [illegible] একটী মূর্তি সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible]

বাবু হরগোবিন্দ সেন রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইবেন।

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর কর্ব্বিন সি ভীর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, জে লিবার্ড কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই এপ্রেল। বাবু কৃষ্ণনাথ রায় কিছুদিনের জন্য আলীপুরের একজন প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু চন্দ্রধরপ্রসাদ কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

১৯ এ এপ্রেল। বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অনিয়র সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই এপ্রেল বৈকাল। অদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০৩০০০০ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। মুহ সম্বাদে খেত কাফ্রিদের সহিত কাফ্রিদের একটী যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে। যে সকল কাফ্রি কোর্ট হাউস রক্ষা করিতে ছিল উহাদিগের দুই শতকে বধ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

পোপ ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন, কিন্তু পরে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ভয় হয় গত কল্য তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন।

ব্যারণ লী বস অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। টাইমস পত্র প্রেরক লিখিতেছেন, সব সামুএলের মৃত্যু বিষয়ে উৎসুক্য অথবা শোক প্রকাশ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। আটিক উপত্যকার মুকমানবদিগের সহিত যুদ্ধ হয় তাহাতে রুশীয় সৈন্যগণ সীমা লঙ্ঘন করাতে রুশিয়ার সহিত পারস্যের পত্র লেখালেখি হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়াস্থ ব্রিটিশ কন্সল জেনেরল গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, তিনি সামুএলের হত্যা বিষয়ে কিছুই জানেন না।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। পোপ আরও আরোগ্য লাভ করিতেছেন। গত কল্য শয্যা হইতে উঠিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ডচ গবর্ণমেণ্ট আচেতে আরো সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন।

কার্লিষ্টেরা পুনরায় পরাজিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। শনিবার পারস্যের সাহা মহাসমারোহে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। গত কল্য পোপ ডিউক অব এডনবরাকে স্বীয় বাটীতে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। ডচেরা এচীন দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাড়িত হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। অদ্য সন্ধ্যাকালে বমণ্ড বাটীতে লার্ড এম ফিলক অনরেবল বর্কের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন সর আটল কিঙ্গারের কার্য্যসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না।

গ্লাডষ্টোন বলিলেন তিনি এসোসিয়েসনে স্বামীর কর সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিচার করিতে পারিবেন না।

ইষ্ট উইক সাহেব বলেন রুশীয়া ক্রমেই মধ্য এসিয়ায় অগ্রসর হইতেছেন।

ইংলণ্ডের পারস্যের সহিত বিশেষ বন্ধুতা স্থাপন তাঁহার অভিপ্রেত।

গ্রাণ্ট ডফ বলিলেন, তিনি আশা করেন পারস্যের সাহা যে ইংলণ্ডে যাইতেছেন তাহাতে অনেক কাজ হইবে। তিনি বলিলেন রুশীয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া তাহাতে ভয়ের বিষয় কিছুই নাই তবে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সর জন ষ্টাচির পরে ই, সি, বেলি এথলষ্টন কাউন্সিলের এক জন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। বিস্তার মদের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে কাফ্রি কোটে ভয়ানক গোল হইয়া গিয়াছে। ১৩ খানি দুকান লুঠ করা হইয়াছে। সৈন্যগণ গুলি করিয়া ১২ জনকে হত ও ৩৭ জনকে আহত করিয়াছে। ১২০ জন বন্দি হইয়াছে।

ঢাকা অঞ্চলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের বিলক্ষণ হানি হইতেছে। বাগের গাছসকল মরিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, এদেশের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। নগরে ও অনেক গ্রামে ওলাউঠা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগ দেখা দিয়াছে।

ঢাকা কালেজে বিজ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত শীঘ্রই একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। ডিরিক্টর অফ পব্লিক ইন্সট্রক্সন কি এই জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন।

গত ৪ঠা বৈশাখ পূর্ব্ববঙ্গভূমি গৃহে বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হয়। এই সভা বিক্রমপুরের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টেও আবেদনাদি করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দেশে চিকিৎসালয় স্থাপন ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। আমরা রিপোর্ট শুনিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। দ্বিতীয়তঃ বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ডাক্তার বাবু রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কএকজনে বক্তৃতা করেন।

ঐ দিবস উক্ত নাটমন্দিরে জগন্নাথ স্কুলের পুরস্কারদান কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহেবেরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদিগকে পুরস্কার দান ও তদ্বিষয় পূর্ব্বগামী শিক্ষক বাবু রজনীকান্ত চৌধুরীকে ৩০০ টাকা মূল্যের একটী ঘড়ী দেওয়া হয়। বাবু কিশোরীলাল রায় জগন্নাথ স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে এত ছাত্র হইয়াছে যে ঢাকার কোন বিদ্যালয়ে তত ছাত্র নাই। সুযোগ্য হেডমাষ্টার বাবু গোপীমোহন বসাকের যত্নে এই বিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। ধনীরা যদি দেশের নিমিত্ত এইরূপ অর্থব্যয় করেন

[illegible] ১লা বৈশাখ।

সোঁদামিনীপুরস্থ [illegible] লিখিয়াছেন—

২রা বৈশাখ এখানে অতীব [illegible] নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। [illegible] "সোদামিনী যুবাপুরুষ যুবতীজনমনোমোহিনী মন্ত্র" এই নাম দিয়াছে। [illegible] সকলে একত্র হইয়া সভাস্থ করিয়াছেন। [illegible] সভা করিয়াছেন। [illegible] সেখানে না থাকিয়া, না [illegible] বলেই তাঁহাদিগের [illegible] না। বর্ষাকাল সমুপস্থিত, অধিক পরিমাণে বারিপতন হইয়া [illegible] বর্ষাকাল তাহাকে [illegible] ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অধিক হইয়া থাকে সকলেই স্বীকার করেন। [illegible] সভা করাতে [illegible] হইয়াছে সন্দেহ নাই।

গত [illegible] কতকগুলি ডাকাতি করিয়াছে। [illegible] ধরিয়া [illegible] সময় [illegible] ঐ সকল [illegible] লোকের [illegible] ডাকাতি [illegible] ধরা পড়িয়াছে। [illegible] সেখানে [illegible] ঐ সকল [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

দশ বৎসর কারাবাস কি অর্থ দণ্ড অথবা উভয়দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। যদে কর এক-জন বিত্তশালী, আর একজন নির্ধন এই উভয় ব্যক্তি মূলাবান্ নিদর্শন পত্র কৃত্রিম করণাপরাধে অভিযুক্ত হইল, উভয়েরই দোষ সপ্রমাণ হইল এবং বিচারপতির বধা।— যে'গ্য বিবেচনায় ফটিতে উভয়েরই সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ডের অথবা অর্থদণ্ডদিতে অক্ষম-হইলে আড়াই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ধনবান ব্যক্তি অবলীলাক্রমে সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তি পাইলেন, আর ধনহীন হত-ভাগ্য দরিদ্র দারুণ কারাক্লেশে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ইহাই কি দণ্ডনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য? তাহা কখনই নহে। সমাজের শান্তি বিধান, লোকের নীতিজ্ঞান সম্পাদ-নার্থই দণ্ডবিধি স্থাপিত হইয়াছে। ধনবান অক্লেশে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে পারিলেন। তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র কষ্টানুভব হইল না, বেদনাও লাগিল না। তাহাঁর ইহাতে কি নীতিজ্ঞান হইল? তিনি এই জ্ঞান লাভ করিলেন "ধন থাকিলে কোন অপরাধই মারাত্মক হয় না। যে কোন রূপ আপদ উপস্থিত হউক না কেন, ধন সাহায্যে সকলই বিদূরিত হয়।" জন সমাজ এতদ্দ্বারা কি শিক্ষা করি-লেন? "ধনির হর্ষোৎফুল্ল মুখ শোভা অভিযোগকারির মলিনপ্রভা দর্পনিক্ষিপ্ত পরস্পরী দেখিয়া এবং গর্ব্বোদ্ধত বাক্য-জাল শুনিয়া কি শিক্ষা করিলেন? এই শিখিলেন "বর্ত্তমান দণ্ডবিধি দুর্নীতি শিক্ষার উপযোগী নয়, শাস্তি সংস্থাপকও নয়, এবং দণ্ডের বিন্দুমাত্র কঠোরতাও নাই।" পক্ষান্তরে ধনহীনের কঠোরতর কারাক্লেশ দেখিয়া যদি কিছু শিক্ষা হয়, তবে তাহা এই বৈ আর কিছুই নয় যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দণ্ডনীতির প্রকৃতিই এই যে হতভাগ্য সম্প্রদায় পাপে পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে। আর সভ্যতাপন্ন ভাগ্য-বানেরা নির্ব্বিঘ্নে স্বেচ্ছাচরণ করিতে থাকে।"

পরিশেষে বিচারপতিদিগকে আমরা সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যে অপরাধির সাধ্যসাধ্য বিবেচনা করিয়া দণ্ডদান না করিলে হয় ত প্রযুক্ত দণ্ড অতি তীব্রতর হয়, নতুবা পিপীলিকাদংশনবৎ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া যায়, ইহা যেন তাঁহারা সতত স্মরণ করেন।

কলিকাতা } শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু

মহাশয়! এই সহর মুরশিদাবাদের কাঁচা পাকা সমস্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব বহু সংখ্যক কসাইয়ের ও কাবাবের দোকান দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। এই সহর মধ্যে বিস্তর হিন্দুর বাস ও দোকান আছে। কসা-ইয়েরা যাতায়াতের রাস্তার নিকটস্থ কোন কোন হিন্দুর বাটীর ও দোকানের নিকট দোকান করিয়া গো, মেষ, ছাগ, মুরগী প্রভৃতি প্রাণী বধ করিয়া কোন কোন রাস্তার কর্দ্দম পাত করিয়া অপরিষ্কৃত ও গলিত মাংস লটকাইয়া রাখে ও খুলা-মাংসে কাবাব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং চামড়া, মলযুক্ত নাড়ী ভুড়ি প্রভৃতি ঘৃণা জনক বস্তু সকল হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচর স্থানে ফেলিয়া দেয়। সম্পাদক মহাশয়! এ সহরে ১৮৬১ অব্দের ৫ আইনের ৩৪ ধারা আছি আছে, কোন ব্যক্তি ঐ ধারার অপ-রাধ করিলে দণ্ডিতও হইয়া থাকে। কিন্তু কসাইয়েরা সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন স্থানে এবং সদর রাস্তায় ঘৃণাজনক কার্য্য করিয়া উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় অপরাধ করিতেছে তথাপি তাহারা অপরাধী হয় না অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। অপর, এখানে অন্যান্য স্থানের পশু সকল চুরি হইয়া মৃত না হই-বার কারণ এই, চোরেরা রাত্রিযোগে অপ হৃত পশু বিক্রয় করিয়া যায়, কসাইয়েরা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিযোগেই বধ ও টুকরা টুকরা করিয়া দিবসে দোকানে বিক্রয় করিয়া থাকে। একস্থানে সমুদায় কসাইয়ের বাস ও দোকান থাকিলে এরূপ ঘটনা কখ-নই হইতে পারে না। কারণ "জাতির ঢেঁরী জাতি" কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের অপ্রণয় ঘটিলে অম্লানেই চোরা পশু বিক্রয় সংবাদ পুলিসে প্রেরিত হইতে পারে, কেবল মাত্র স্থানে কসাইদিগের বাস থাকাতে অপহৃত পশুর সন্ধান হয় না। মহাশয়! প্রধান রাজধানী কলিকাতা সহরে টাকা ও পশ্চিমাঞ্চলে ও গোরা বাজার প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বসাধারণের অগম্য এবং দৃষ্টির অগোচর কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশুবধ ও মাংসাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মুরশিদাবাদেও ঐরূপ নির্দ্দিষ্টস্থান কাটরার অন্তর্গত কসাইটোলা নামক স্থানে কাঁচা রাস্তার ঐ সকল দোকান ছিল। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণের দৃষ্টির ও পীড়ার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে ঐ সকল কসাই উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সহরের এই সমুদায় রাস্তা অভিমিল অবধি জাফরা গঞ্জ পর্য্যন্ত ৩। ৪ মাইল পথ ঐ সকল ঘৃণাজনক বস্তুতে পরিপূর্ণ করাতে হিন্দু মুসল-মান সর্ব্বসাধারণের ঘৃণান্বিত পীড়া উপস্থিত হইয়া সহর ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতেছে। এতদ্বিষয়ক লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমাদিগের সানু'র প্রার্থনা এই যে সহর মুরশিদাবাদের সর্ব্ব-সাধারণের যাতায়াতের পাকা ও কাঁচা রাস্তার নিকট হইতে সমুদায় ঘৃণাজনক দোকান উঠাইয়া দিয়া আমাদিগের কষ্ট ও পীড়া নিবারণ করেন।

১৪ এপ্রেল ১৮৭৩ } অনুগত শ্রীহ:—

বরক—বহরমপুর।

এই প্রদেশ শ্রীহরিনাথ সকলেই অনুভব করিতেছেন, এসময়ে জল ওলাউঠাপ্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে যে কিরূপ দারুণ পিপাসা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণন করাই বাহুল্য। এক্ষণে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। ডাক্তারেরা ঐ সকল পীড়ার পিপাসা, গাত্রদাহ, উদরের বিশুষ্কতা, মস্তিকের উষ্ণতা প্রভৃতির উপশমের নিমিত্ত কথায় কথায় বরফ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন, বাস্তবিকও বরফের ব্যবহার দ্বারা এ সকল উপদ্রবের বহুল উপশম হয় তাহা সততঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, কিন্তু এই বহরমপুরে সাধারণের পক্ষে সেই বরফ প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। এখানে বরফ ক্রয় ক'রতে পারেন যাঁহা না,' সংবেদে-চাঁদা করিয়া বরফ আনাইয়া থাকেন বটে,

ছাত্রীরা উপস্থিত হইলে তাঁহারা আমাদিগকে
আসন না এমত কথা নাই, কিন্তু তাঁহাদের
নিকট হইতে বরফ কাটার সময়ের টাকে
আদায় হয় না। এই জন্য সময়ে সময়ে
আমাদিগকে বরফের নিমিত্ত অতিরিক্ত টেক্স
দিতে হয়. এখন কি করিলে তখন উহা
না দিতে হয়, তাহার উপায় বিবেচনা করিতে
হইবে। অতএব এরূপ অনুমান হয়, যদি
রঙ্গপুরে এক খানি বরফের কারখানা হয়
তাহা হইলে সকলের প্রার্থনীয়। যেহেতু ইংরাজ
রঙ্গপুর ভদ্রলোকেরা আবশ্যক মতে
মূল্য দিয়া বরফ পাইতে পারেন। কিন্তু
এস্থলে কেবল এরূপ বিষয়ে মোকদ্দমা
মোকাবলা হইতে পারিবে এমত ইংরাজের
বোধ হয় না। অতএব আমরা অত্রস্থ প্রধান
প্রধান শ্রীযুক্ত মহারাণী কর্ম্মময়ী ও শ্রীযুক্ত
বাবু অন্নদা সহায় রায় মহাশয়কে অনুরোধ
করি যে তাঁহারা আপন আপন অধীনে এই
উপকারী ব্যবসার কল বাবুদ অথবা এই কারখা
নার জন্য নিরূপিতমতে টাকা দিবেন কিনা
অন্যত্র ১ নম্বর করুন এবং দীক্ষিত লোকেরা
প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে বরফ প্রদান
করুন। পরিশেষে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল
বিলাসের জন্য উহা লইতে না পারেন
তদর্থ ডাক্তরের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করি
বার রীতি করিলে চলিতে পারিবেক। উক্ত
মহারাণী ও অন্নদা বাবু এই কার্য্যটি যদি
ইহার ভার লইলে অন্যের সাধ্যের
প্রত্যেক ৫ টাকার বরফে অন্ততঃ
হইবেক। অতিরিক্ত ব্যয় বহিতে
এই কার্য্যে পুণ্য যশঃ ও
হইবে আছে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়
হইবাদিগে। ঐ ছাত্রবৃত্তি করিয়া দিয়া আমা-
দের অভিলাষ পূরণ করেন এই প্রার্থনা।

কস্য[illegible]
রঙ্গপুর কালেক্টরি।

—১০৩—

মহাজনের বাকী।

মহাজনের নাম টাকা বাকী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৫ সংখ্যা।

প্রবন্ধনা প্রস্তাবনিধিনাথ পার্থিব সংবন্ধনা সাধুবন্দনী ন ধীবন্দনা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই মে।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতাগণকে জানান যাইতেছে যে যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সমালোচন বিচারের ভার কুচবিহার স্কুল সমূহের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও ঢাকলে কাকেনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাপ্তক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১০৮০ বঙ্গাব্দ
১১ ই চৈত্র

শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায়
দ্বিতীয় মুন্সী কাকিনীয়
রাজবংশ।

১ নং লাট। চৌধুরি অন্বেষণ মল্লিকবাদির উত্থাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির দাখীল বিশেষ রেজিষ্টরি তমসুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর সময়ে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিষ ষ্টেষণ নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহারের যাহার সদর জমিদ ১২৩৯৯।৶৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব সত্ব আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। পদ্মনাথ সৎপতির উত্থাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির দাখীল বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরসময়ে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিষ ষ্টেষণ সবঙ্গ সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খাদার পরগণার মহাল কোলেঙ্গা যাহার সদর জমিদ ৩৫৪২১০ টাকা ঐ মহালে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব সত্ব আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

—০১০—

শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যারিত্নাজনন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত রিপোর্টারিয়া পত্রিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর অন্তর্গত গৃহ ম্যাপম্যাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ।

ইহার ৩ য় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। যদে শহিতৈষী গ্রাহকগণ কলিকাতা মদন মিত্রের লেনে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসাসংগ্রহ কার্য্যালয়ে শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

—০—

সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

—০—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৷০ আনা উহার বাঙ্গাই অতি

...এবং ঘৃতের ; ইহাতে ব্যবহার ...
...কলিকাতা সাদবাজার হিন্দুস্থ...
...শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চট্টোপাধ্যায়ের ...
...পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। সুবিধারত্নেই আতুর ধাত্রী-শিক্ষা ... ছাপ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ ভিক্ষ দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। ধাত্রী ...কে কি কি নিয়মে রাখিতে ... প্রসব কি কি কারণে প্রভৃতি ... নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, ... দুর্ঘটনা হওয়া অবধি দুই ঘণ্টার পর্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার ... লক্ষণ ও তাহাদিগের ... করিবার ... পর্য্যন্ত চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাত ... রোগের চিকিৎসা, পুনঃ পুন গর্ভস্রাব ... উপায়, প্রসবোত্তর চিকিৎসা প্রভৃতি ... সহিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই ... যোগ্যরূপে লিখিত হইয়াছে। ... চিত্র ... ইহার মূল্য ৩ টাকা ... পরিবর্ত্তে ২॥ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৵০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১৫০ জন রোগীর ... ৮০ জনকে রোগমুক্ত করা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকেল ডাইরেক্টরি অর্থাৎ ... বর্ষের, ডাক্তার সংখ্যা, ঔষধের ... মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। ধাত্রীর-পাঠন (৫ম সংস্করণ) ... মূল্য ৵০

৫। ... (দ্বিতীয় খণ্ড ৵০ ছি)

৬। ... ডাকমাশুল এক আনা।

... পাওয়া যায়।

—

... ১০ আনা। ... এক ...

... ...

খুরীদ হইয়া থাকে, কলিকাতার অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন; অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা কতি নাই।

বিনি এক দিবসে জীবাত্মার অভ্রান্তরূপ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মূল্যানুসারে মোকদাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

ওঙ্কারনাথ।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাপুর লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়। ইহাতে পত্রিকা জাহাজীয় সংবাদ খরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাসুল সমেত প্রায় ।০ আনা যায়।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যেলা বীরভূমের সামিল ১৩ ম ভৌজী জমীদারি লাট মহেশপুরের কর ৷৵৫ সাড়ে তিন্তিড় ইলামবাজার প্রামস্থ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় তরফ পত্তনি বন্দে আছে, উক্ত অংশে বর্ত্তমান সনের ১৯৫ টাকা

নিলাম ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকে তৎকালে রোখা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পনের টাকা দখিল করিলে বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায় ৬৫৫৬৶১
ঐ সরহ মালগুজারি ৪২৩৪/৭
বাকী খুলকা ২৩২২/৬

বাঃ জী এন্ডিল এণ্ড কোং
মোং ইলামবাজার কৌপপুর
রেলওয়ে ষ্টেসন।

ভারত সংস্কারক।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১২৮০ বৈশাখ হইতে প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান বিষয়—ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি।

মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	৩ ছয় টাকা।
" ষাণ্মাসিক	৩০ "
" ত্রৈমাসিক	২ "

প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

নং ২৫ বেনিয়া টোলা লেন পটোলডাঙ্গা।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী পত্নী ধর্ম্মাধিকারিণী হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(তৃতীয় প্রস্তাব)

আমরা গতবারে শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে ধর্ম্মাধিকারিণী হয় না এবং ধর্ম্মাধিকারের পর ব্যভিচার ঘটিলেও তাহার ধর্ম্মাধিকার থাকে না। গত দুই বারেই আমরা একমাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া সমস্ত সমর্থন করিয়াছি, অন্য অন্য গ্রন্থকার এবিষয়ে কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তদুল্লেখের অবসর প্রাপ্ত হই নাই। আজি এই সেই মীমাংসার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর একটী নূতন ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে ঐ ইচ্ছায় নিরোধ করিতে হইল। নূতন ইচ্ছাটী এই, সংহিতাকারেরা স্ত্রীর ব্যভিচার বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সংপ্রতি কর্ত্তারা তাহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, দেশ ব্যবহার কিরূপ, পূর্ব্বকালে মহানুভব ব্যক্তিরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখে আজি আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে সংহিতাকারদিগের পরস্পর বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান কতক গুলি বচন উদ্ধৃত হইতেছে। অত্রি বলেন " য স্ত্রী দুষ্যতি কামেন ব্রাহ্মণোঽন্যেষকর্ম্মণা। নাপোদুত্রপুরীষাভ্যাং শারিরদূষিতা। কর্ম্মণা। পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ দুষ্টৈর্ভুক্তাঃ সোমাদ্যৈর্ব্বিদুতিঃ। ভুক্তে মনুষ্যঃ পশ্চাৎ ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ। অনবর্দ্যৈঃ যোগর্ভঃ স্ত্রীণাং যোনৌ নিষেধাভাবে। অতস্তা সা ভবেন্নারী যাবৎ গর্ভং ন মুঞ্চতি। বিদুষ্টে দুষ্ট তাশল্যে ব্রজত্যাপি প্রদুষ্যতে। তস্মা সা শুদ্ধাতে নারী বিমলং কাঞ্চনং যথা। অন্নং বিপ্রবিপন্না বা যদি বা বিপ্রভাষিতা। বলাদ্ধারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপিবা। ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোৎস্যা বিধীয়তে।

স্ত্রী উপপতি সংসর্গে ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণে এবং অন্য মূত্র পুরীষ যোগে অতি অপবিত্র দ্রব্য দ্বারে দুষ্ট হয় না। সোম গন্ধর্ব্ব বহ্নি প্রভৃতি দেবগণে পূর্ব্বে স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিয়াছেন, মনুষ্যেরা পশ্চাৎ ভোগ করিতেছে। অতএব তাহারা কোন কালেই দুষ্ট নহে। অনবর্দ্য ব্যক্তির সংযোগে স্ত্রীর যে গর্ভ হয়, যাবৎ স্ত্রী সেই গর্ভ পরিত্যাগ না করে, তাবৎ অশুদ্ধ থাকে। সেই গর্ভ মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বামী দর্শন হইলে সে বিমল কাঞ্চ-

[illegible]

[illegible] ভার্য্যা [illegible] পতি [illegible] ভার্য্যা [illegible] পতি [illegible] ভার্য্যা [illegible] পতি [

বেন, আমরা উপরিলিখিত অত্রি বচনের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই সংগ্রহকারদিগের অভিমত। সে একটী এই:—"অথ ত্যাজ্য স্ত্রী বিষয়ার্থিণ। তত্র নারদঃ। অন্যোন্যং ত্যজতোধর্ম্মঃ সাধনন্যোন্যং বিকুর্ব্বতোঃ। স্ত্রীপুংসয়ো র্মিথুনায়া ব্যভিচারাদৃতে স্ত্রিয়াঃ। বিবাহ ন স্কারলীনয়োর্হীনজাতীয়স্ত্রীপু নয়ো র ন্যোন বিরোধেন অন্যোন্যং ত্যজতোর্ধর্ম্মঃ সাধু দোষেণ ন স্যাদিত্যর্থঃ। উঢ়া বিবাহসংস্কৃতায়াস্তু ব্যভিচারস্তু নিমিত্ত মন্তরেণ ন ত্যাগঃ। অনেন ব্যভিচারে সতি উঢ়ায়া অন্যোদ ত্যাগইত্যর্থানুক্তং ভবতি। তচ্চ স্বচ্ছন্দব্যভিচারিণী বিষয়ং বা স্বচ্ছন্দগতা নারী তস্যাত্যাগো বিধীয়তে ইতি যমস্মরণাৎ।

নারদ বলিতেছেন, যাহাদিগের বিবাহবিধি নাই, তাদৃশ হীনজাতীয় স্ত্রীপুরুষে বিরোধ করিয়া যদি পরস্পরকে পরিত্যাগ করে, তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু যাহাদিগের বিবাহ আছে, তাহারা যদি ব্যভিচার ব্যতিরেক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে দোষ হয়। ইহাতে এই বলা হইল, বিবাহিতা স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই পরিত্যাগ যাবতীয় স্ত্রী বিষয়ক নয়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছায় ব্যভিচারে রত হয়, তাহাকেই ত্যাগ করিবে। যম স্বচ্ছন্দচারিণী নারীর পরিত্যাগের কথাই কহিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন অন্য অন্য ঋষির বচনের সহিত অত্রি বচনের ঐক্য হইতেছে কি না? যদি কোন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি স্ত্রীর অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাতে তাহার অপরাধ কি? অন্য অন্য ঋষিগণ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাদৃশ স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অত্রিও সেই অনিচ্ছাকৃত ব্যভিচার সংঘটন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে কহিয়াছেন উপপতি সংসর্গে স্ত্রীর দোষ হয় না। কিন্তু যে স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষগামিনী হয়, তাহার দোষ হয় না, এ কথা বলা অত্রির অভিপ্রেত নহে। সে অভিপ্রেত হইলে তিনি যে স্ত্রী বিনা সম্মতিতে বলপূর্ব্বক উপভুক্ত হইয়াছে সে পরিত্যাজ্য হইবে না এবচনটী লিখিতেন না। অতএব একটী মাত্র বচন অথবা বচনের এক অংশ মাত্র দেখিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। ঋষিদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ বৎ অসমান বচনের মীমাংসার্থ মীমাংসা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি মীমাংসা শাস্ত্র না থাকিত, কোন বিষয়েই কর্ত্তব্য নির্ণয় হইত না। অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার নির্ণয় স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু প্রভৃতি কহিতেছেন, পত্নী ধনহারিণী হইবে। শঙ্খ লিখিত পৈঠীনসী যম বলেন অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন ভ্রাতৃগামি হয়, তদভাবে পিতামাতা অথবা জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রাপ্ত হন। দেবল বলেন সহোদর, কন্যা অথবা জীবিত পিতা অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তুল্যরূপে গ্রহণ করিবে। সমুদায় গুলিই ঋষি বচন, কাহার বাক্যই অনাদরের যোগ্য নহে। যদি সংগ্রহকারেরা মীমাংসা শাস্ত্র দ্বারা ঐ সকল বচনের মীমাংসা না করিতেন, অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার লইয়া পিতা ভ্রাতা মাতা পত্নী কন্যা সকলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিতেন; আমাদিগের আদালত সকলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইত, উকীলেরাও স্থূলোদর হইতেন। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অতএব ব্যভিচার সম্বন্ধে এদেশের ব্যবহার কিরূপ, লোকের ব্যভিচারের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ, বিদ্বেষের কারণই বা কি? রাম্র গোভন্র প্রভৃতি আপন আপন স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেগুলির উল্লেখে সমর্থ হইলাম না।

বায়ুর আলোর টাক্স বৃদ্ধির চেষ্টা।

"যিনি ইচ্ছা করিয়া না বুঝেন তাঁহাকে কেহই বুঝাইতে পারে না" আমাদের সুযোগ্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর চিরপ্রচলিত এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর উদাহরণ স্থল হইবেন এমন মনে করি না। আমরা অনেক বার দেখিয়াছি কাবেল সাহেব না বুঝিয়া কোন একটী কাজ আরম্ভ করিয়া যেমন উহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন অমনি সেই কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এই মহীয়ান গুণটীর অনেক বার প্রশংসা করিয়াছি। কাবেল সাহেবের বিষয়ে আমাদিগের অনেক দিন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে তিনি যে কাজটী যুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইতেও সঙ্কুচিত হন না। এই জন্যই আমরা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য দ্বারা প্রজার অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিলে তাহাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া থাকি, মনে করি যে তিনি ঠিক বুঝিলেই উহা হইতে নিশ্চয় বিরত হইবেন।

আমরা ৩রা বৈশাখের পত্রে হাবড়ার গ্যাসের টাক্স বৃদ্ধির বিষয়টী লেপ্টনণ্ট বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পাইয়াছিলাম, এবারেও পাইতেছি। যদি ইহাতেও না বুঝেন তাহা হইলে তিনি কেবল যে প্রস্তাবের শীর্ষস্থান লিখিত প্রসিদ্ধ বাক্যের উদাহরণ স্থল হইবেন এরূপ নয়, তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। বোধ হয় তিনি বেশ জানেন মিউনিসিপাল কমিশনরেরা এ

উঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত কিছু নাই। তিনি গত সভায় এই মর্ম্ম বলিয়াছেন যে যখন হাওড়া ষ্টেসনটী ইংরাজপ্রধান স্থান হইয়াছে তখন উহাতে গাড়ের আলোর টাক্স বৃদ্ধির নিমিত্ত কমিশনরেরা ব্যবস্থাপক সভার আশ্রয় লইতে পারেন।" আমরা ইংরাজ দিগের বিলাসসুখের হিংসা করি না, তবে তাঁহাদের ঐ সুখেচ্ছা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেশীয় দরিদ্র প্রজাদের উপর পীড়ন করা না হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। বিশেষতঃ স্থানীয় টাক্সের ভার একবার মফঃস্বলে পড়িলে দেশীয়দিগকে চিরকালই বহন করিতে হইবে। ইঁহারা ইংরাজদের ন্যায় বাসা উঠাইয়া যাইতে পারিবেন না। আমরা এখনই শুনিতেছি ব্যবস্থার সাহেব দলের অনেকের ইচ্ছা যে গাড়ের আলোটী কোম্পানির বাগান পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। লেপ্টনণ্ট বাহাদুর বর্ত্তমান বিলের ইচ্ছা প্রকাশিনী ক্ষমতা রাখিলে কমিশনরেরা যে সাহেব দলের ঐ ইচ্ছাটী ফলবতী করিতে বিলম্ব করিবেন এমন বিবেচনা হয় না। ঐ নিমিত্তই অনেকে কারিয়াগড়ের বিল রেঃ আমকার এতদূর কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাছে লেপ্টনণ্ট বাহাদুর কমিশনরদের কথায় ভুলিয়া সাহেব দলের বিলাস সুখ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া না বুঝিয়া বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রজার মস্তকে একবারে চিরকালের মত অসহ্য করভার নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা এই ভয় যথাসময়েই আবেদন পত্রদ্বারা উক্ত মহামহিমকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরাও এই বিষয়টি তাঁহাকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলাম এখন তিনি আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ মতীয়ান গুণের অনুরূপ কার্য্য করিলে কোন দলেরই আর কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না। এই প্রস্তাবটী লিখন সাঙ্গ হইলে আমরা শুনিলাম যে ঐ ব্যবস্থার দরিদ্র প্রজাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। উঁহার ইচ্ছা এই, যে স্থানে যা ধ্য দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানেই টাক্স বৃদ্ধি হইবে। তিনি এই ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবস্থা করেন, তদর্থই আমরা এত অনুরোধ করিতে ছিলাম। তবে এক্ষণে অপর অনুরোধ এই আইনটীকেও এইরূপ করিয়া করা হয়, যে কমিশনরেরা ইচ্ছামত উহার বিস্তার বা সঙ্কোচ করিতে না পারেন।

উপসংহারকালে রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু দিগম্বর মিত্রকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। উঁহারা যে গরিব প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ও অন্যান্য সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন ইহাতে তাঁহাদিগের যথার্থ প্রজা বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যাহাতে এবিষয়টী ভাল রূপ বুঝিতে পারেন তজ্জন্য উঁহারা যে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সেটি আমরা বেশ বুঝিয়াছি।

—:—

যে জাতী পরীক্ষা।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, এক্ষণে উকীলের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে এখন মোক্তারী পরীক্ষা রহিত করা কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিতেছি। মোক্তারদিগের মধ্যে অনেক সৎলোক আছেন সত্য; কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়, অতঃপর এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যাঁহারা অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতীর পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগের ভিন্ন আর কাহাকে মোক্তারী করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ করিলে কেবল নিম্ন আদালতের বিচার ভাল হইবে এরূপ নয়, ঘুরাঘুরি অনেক কমিয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটী উপায় আছে। সকল আদালত বিশেষতঃ মেলার জজের আদালতে কতকগুলি লোক মোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া উপার্জ্জন করে। ইহাদিগের কোন প্রকার প্রশংসা পত্র নাই। আইনের সহিত ইহাদিগের কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল ব্যক্তি সকল আদালতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ মকদ্দমা করিতে আসিলে তাহাকে পাইয়া বসে। মুখ পল্লিগ্রামবাসিদিগকে পাইলে, ইহাদিগের আনন্দের সীমা থাকে না, যে সে একটী উকীল ঘুটাইয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মকদ্দমার সময়ে মক্কেল আর মোক্তারকে দেখা পায় না, ইহার ফল কি হয় তাহা সহজেই অনুমান হইতেছে। এই সকল লোকের ঘুরাঘুরিই উপজীবিকা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ম হইয়াছে উকীলেরা আদালতের নিকটে মকদ্দমা লইতে পারিবেন না। এখানেও সেই প্রকার নিয়ম করা উচিত। এই মোক্তার নামধারী দালাল হইতে বিস্তর মিথ্যা মকদ্দমাও হইয়া থাকে।

—:—

প্রস্তাবিত আইনের একটী অসঙ্গতি।

এদেশের আইনের একটী বিশেষ অসঙ্গতি লক্ষিত হইতেছে। আইন লঙ্ঘনকারিদিগের দণ্ডার্থ দণ্ডবিধি ও নানাবিধ বিশেষ ও স্থানীয় আইন আছে বটে; কিন্তু যে সকল অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ ঐ সকল আইনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অধিকাংশ সামাজিক। আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণ গবর্ণমেণ্টের অবজ্ঞাকারিদিগের দণ্ড বিধান বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান হন নাই; সুচারুরূপে গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব লোপের চেষ্টা না করিলে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন না।

পাঠ করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে দুষ্ট লোকে কেমন কৌশলজাল বিস্তার করিয়া অভীষ্টসাধন করিয়া লয়। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে একটী স্বতন্ত্র আইন করিয়া স্থির করা উচিত যে ব্যক্তি সাধু বিবি নাম কোন আদালতের আশ্রয় অবলম্বন করে সে কোন প্রকার আইনের সাহায্য পাইবে না। দ্বিতীয়, সাধু বিবি উপনগরের কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। পুলিস কেন তাহাকে ধৃত করিতেপারিতেছেন না, লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাহার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় তৃতীয়, যে সকল লোক সাধু বিবির নামে মকদ্দমা চালাইতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বে ধৃত দেওয়া উচিত।

—০:০—

নূতন পুস্তক।

১। নলদময়ন্তীসংক্ষেপ। এখানি করুণ রস প্রধান নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কবিগুরু সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট আদর্শ করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। সেক্সপিয়রের ট্রাজিডি সকল অতি উন্নত ভাবসম্পন্ন, উহাতে মনুষ্য স্বভাব এবং নৈসর্গিক ঘটনা সকল অতিউৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে। সেক্সপিয়ারের প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ একখানি নাটক রচনা করাই বোধ হয় নলদময়ন্তীসংক্ষেপ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ইহাতে তাঁহার রচনা ও চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। ইহার গুণ্য বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে আজ কালি সচরাচর যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায় এখানি সে শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে।

২। এখানি ভাটপাড়া শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা (৮ খণ্ড) কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন্ ইহাতে কয়েকটী মেলীয় ঔষধির গুণ, মূল্য

অধিকার কারণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় মধ্যে মধ্যে সুরুচি সুনীতিপূর্ণ গুরুতর পীড়া আরোগ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই চৈত্রমাস সোমবার।

একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক লিখিতেছেন, ইংরাজ টাঙ্গ উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু জমীদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে উহা আদায় করিতে ছাড়িবেন না। এতদ্দেশে ইংরাজ টাঙ্গ হইয়াছে, জমীদারেরা উহার নাম করিয়া কখন কিছু আদায় করিয়াছেন, ইহা ত আমরা কখন শুনি নাই, এই নূতন শুনিলাম। অনেকে আজিও তাঁহাকে বড় মন্দ বটে, ইহা আমরা জানি।

চম্বার রাজা তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া উক্ত রাজ্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। শক্ট সিংহের উক্ত সিংহাসন সম্বন্ধে যে সকল দাওয়া আছে, সেগুলি একাশ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের এত শঙ্কা কি তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগের কারণ?

ফিঙ্গপতি উইলকিন্সন সাহেব গত সোমবার যথারীতি শপথ পূর্ব্বক পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয়ের আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

কাবুল হইতে নবীন আমীর সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ আসিতেছে। প্রথমে শুনা গেল, তিনি সসৈন্যে কান্দাহারের অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন, আবার সংবাদ আসিল আমীর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন বলিয়া তিনি কাবুলে যাইতেছেন। তৃতীয় সংবাদ এই তাঁহাকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুই দল কাবুলীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ আমীর বসতির হইতে উরগজে যাত্রা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, পায়েন্দার খাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ এই সেনা বল হিরাট গমন করিতেছে।

আমরা ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইলাম, কলিকাতার পুলিস কমিশনর ওয়াকোপ সাহেব আরো কয়েক মাস বর্ত্তমান পদে থাকিতেছেন।

কিছুদিন হইল, পুনার যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয় সংক্ষেপ মানসে এই আজ্ঞা দেন, সৈন্যেরা পরস্পর ক্ষৌর কার্য্য করিবে। সম্প্রতি তত্রত্য বাণিজ্যেরা নাই মেসিয়রের নিকটে এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছে, ঐ আজ্ঞা দেওয়াতে তাহাদিগের অন্ন মারা গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে পুনরায় ক্ষৌর কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। লার্ড মেয়ো যখন প্রথমে ভারতে লর্ড নর্থব্রুক বহু ব্যয় করিয়াছিলেন, এও প্রায় সেইরূপ ব্যয় সংক্ষেপ।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ভূকৈলাসের সময় তথায় বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। এ বৎসর ওলাউঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অসময় স্বাস্থ্যকর জলের অভাব এবং এই কারণ গ্রীষ্মের সময়ে বহু সংখ্যক লোকের একত্র সমাগম এইগুলি পীড়ার কারণ। তদ্ভিন্ন এই ভূমি কয়েক হাতের মহান্তের বার্ষিক ৫০। ৬০ হাজার টাকা আয় আছে, এরূপ ঐশ্বর্য্য জমিদারীও আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য যাত্রীগণের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ কিছু ব্যয় করেন। যাহা হইতে লাভ হয় তাহার জন্য কিছু ব্যয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর উইলিয়ম মিউর ৫ ই মে আলাহাবাদ হইতে মইনিতালে যাত্রা করিবেন।

আগামী শুক্রবার আলাহাবাদের হাইকোর্ট বিদ্রোহী নিরাজ মহম্মদ খাঁর আপীল গ্রাহ্য করিবেন।

ওলায়াল বলেন, ওয়েষ্টমিন্সর নামক এক জন বারিষ্টার ইমার টেম্পলের লাইব্রেরি হইতে একখানি আইন পুস্তক চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া লণ্ডনে। এক সাহেবের নিকটে তাঁহার বিচার হইতেছে। লণ্ডনে এরূপ বারিষ্টার কত আছে

আহার করেন না। ইনি কি বাপ্রভৃতির আশ্রয় করিলেন?

মিরর পত্রে লিখিত হইয়াছে, সর্দার রণজিৎসিংহ তাঁহার সংস্কার সভায় বার্ষিক ৫০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

গঙ্গার সেতু বান্ধিবার জন্য যে ১৮টী লৌহময় পণ্টুন নির্ম্মিত হইতেছে উহার প্রথমটী গতকল্য গবর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড হইতে ভাসান হইয়াছে। আগামী ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সেতুটী খোলা হইবে এইরূপ সম্ভাবনা করা হইতেছে।

রেঙ্গুনে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লার্ড নর্থব্রুক বলিয়াছেন, বারাণসীপুরে যদি একটী সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যায় তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন।

মিয়র সিক্সর শুনিয়াছেন হাইকোর্টের কোন জজের পদ শূন্য হইলেই উহা ওয়াংখোপ সাহেবকে দেওয়া হইবে।

আগামী বর্ষে কলীর সম্রাটের কন্যার সহিত আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হইবে। ঐ সময় রাজীর সেণ্টপিটর্সবর্গে যাইবার সম্ভাবনা আছে। আছে। কলীয়ার সহিত কুটুম্বিতা হইলে আর ভারতবর্ষের নিমিত্ত কলীয়া হইতে ইংলণ্ডের কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

আগামী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে চতুর্থ ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

এক্ষণে ৪০ জনেরও অধিক জাপান দেশীয় যুবক আর্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

পাইকপাড়ার রাজবংশ হিন্দু ফ্যামিলি এনিউইটি ফণ্ডে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৯ এ বৈশাখ বুধবার।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, আলাহাদের জজের আদালতে একটী নূতন প্রকারের ফতিপূরণের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একটী যুবক কোন লেডিকে একটী গোলাব ফুল দেয়। উহার পাপড়ীর মধ্যে একপ্রকার তীব্র বিষের গুড়া ছিল স্ত্রীলোকটী উহার ঘ্রাণ লইয়া হাঁচিতে হাঁচিতে অচেতন হইয়া পড়িল। পরিশেষে এরূপ পীড়িত হয়, যে ১৩ জন ডাক্তারকে নিরন্তর তাহার নিকটে রাখিতে হয়। স্ত্রীলোকটীর স্বামী ঐ সকল ব্যয় হিসাব করিয়া ৭০০ টাকা ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছেন। বিলাতি সভ্যতার নিকটে কিছুই নূতন নহে।

স্কটলণ্ডের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, গ্লাসগোর অপথ্যালমিক হাঁসপাতালে একটী রোগী উপস্থিত হয়, তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়াছিল। চিকিৎসক একটী খরগোসের চক্ষু তাহার চক্ষুর স্থানে স্থাপন করাতে সে এক্ষণে বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছে।

বরদার গুইকুয়ার আমাদাবাদ কালেজে ২৫০০০ টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বীজব গ্রামের রাজা মুলরাজ এণ্ড্রু ওরিএণ্টেল কালেজে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ডন পোষ্ট আফিসে কর্ম্মখালি হওয়াতে সম্প্রতি ১১ জন স্ত্রী লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহার নিমিত্ত ২ হাজার স্ত্রী লোক আবেদন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মদীয়া হইতে মেজর ক্রিস্টি ব্রাম হেরাল্ডে লিখিয়াছেন, গত ২১ এ এপ্রেল শুক্রবার ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ বালিকাকে অতি নির্দ্দয়রূপে হত্যা করা হয়। সে ঐ রাত্রি তাহার স্বামীর সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল, যখন হত্যাকাণ্ড প্রকাশিত হইল তখন স্বামী তথায় উপস্থিত ছিল না, সে আসিয়া এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের ন্যায় ভাব প্রকাশ করে। ঐ ব্যক্তিই তাহার স্ত্রীর হত্যাকারী এই সন্দেহ করিয়া তাহাকে এবং ঐ সব ফরগণকে পাঠান হইয়াছে।

কলম্বো হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত রবিবার রাত্রিতে কাণ্ডির কয়েকটী বাজারের দোকানে অগ্নি লাগিয়া ২৩ জন হত ও অনেকে আহত হইয়াছে।

আগামী কল্য হইতে রাত্রি ৯ টার সময় সন্ধ্যাকালীন তোপধ্বনি হইবে।

পাতিয়ালার সত্য সত্য নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত রীতিনীতির সংশোধন ইহার উদ্দেশ্য।

দেশীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য যে এক কমিটী আছে উহার অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবমোদক মল্লিক মুক্তহস্তরূপে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ৩৫০ টাকা উপহার দিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এ অনুষ্ঠান আমাদিগের একান্ত প্রীতিকর।

২০ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার বোম্বাইর প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের ভূতপূর্ব্ব হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু শশিচন্দ্র দত্তকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার কেরর সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা বাঁচাইবার যে উপায় উদ্ভাবন করেন, অন্যদিগের পক্ষে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার জোসেফ ইওয়ার্ট সভাপতি এবং ডাক্তার রিচার্ডসন ও মাকেঞ্জি সভ্য হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, লাহোরের রাজা ধ্যানসিংহ সম্প্রতি একটী তীর্থে গিয়াছিলেন তথায় তাঁহার প্রায় ১-৪০০০ টাকা মূল্যের মণি মুক্তা ও অলঙ্কারাদি চুরি গিয়াছে। তীর্থের জল হইতে হইতে কলিয়াছে।

মৎস্য পাপ বাদ্য বিবাহ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের মাসিক পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই বৈশাখ মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বালবিধবাদের দোষ প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য। কায়স্থ মুলতের প্রেমাদে

অনেকগুলি এক পয়সা মূল্যের কার্ণজ ছাপিতে পারিতেছি।

পিয়ার্সন বলেন, সম্প্রতি ডেইলিটেলিগ্রাফ কাগজ ছাপিবার জন্য যে সকল পাইপ এক কালে ক্রয় করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে পাইয়াছেন, লর্ড মর্লের হাতে ভারত উপনিবেশের ভার দেওয়াতে ডেইলিটেলিগ্রাফ বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উক্ত সম্পাদক এ সংবাদ অস্বীকার করেন। লর্ড মার্লির যে বাড়ীর নেওয়াভাড়াটে তাঁহার বিরক্ত হওয়া, অসম্ভাবিত নয়। যাহা হউক, লর্ড মর্লের রাজ্য সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই দেশের ও ভারতবর্ষে বহু ইংলণ্ডের সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

গতকল্য বেলা ৩টার পর আমাদিগের এখানে যেরূপ প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ১৮৭৯ সালের বর্ষাকালে এরূপ হয় নাই। ক্ষেত্র সকল জলে প্লাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চ দমগ্র জল হইয়াছে।

গত রবিবার কুয়াইটুনি মাঠে প্রায় ৫ ফুট দীর্ঘ একটী কাফর বসা পড়িয়াছে।

কেহ কেহ ইণ্ডিয়া বলেন, হোমরুল অ্যাসোসিয়েশনের কর্ত্তাদিগের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন। [illegible] মুল গম্বুজের বাটীতে আসিয়া [illegible] করিয়াছে। লোয়াট আর্ল সাহেব [illegible] কহিবেন, ইহাতে [illegible] ২০০০০ মুসলমান [illegible]

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব [illegible] পুরের আদালত ও কলেজসমূহে [illegible] পরিবর্ত্তে আলাদীয় ভাষা [illegible] শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং [illegible] ভাষায় সংবাদ পত্র সম্পাদন [illegible] হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

২১ এ বৈশাখ উক্তবার।

ডিলী ইণ্ডিয়াতে বলেন, [illegible] ইংলণ্ডে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] অপরাহ্ণে [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা সংবাদ [illegible] দক্ষিণ পাকিক [illegible] বাহাদুর [illegible] পুত্রগণের [illegible] চতুর্থী সম্প্রতি [illegible] শিশুকাল প্রাপ্তুর্দ্দি হইয়াছে। তথায় [illegible] তাঁহার একটী চিকিৎসালয় [illegible] তাহার এই প্রার্থনা।

[illegible] নামের [illegible] বিভাগের শিক্ষক [illegible] বেতন [illegible] নিয়ম [illegible] তাঁহার পরিবারের [illegible]

[illegible] ৫ টাকা [illegible] ১৩৫৲—১৩৫৲
৪ " " ১৩০৲—১৩৫৲
৩ " " ১২৫৲—১৩০৲
২ " " ১২০৲—১২৫৲
১ " " ১১৫৲—১২০৲

২১ এ বৈশাখ শনিবার।

এখনে বিজ্ঞাপন দিয়াছে [illegible] টাকার মধ্যেই লোক [illegible]

[illegible] মার্কুইস বাহাদুর [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন, [illegible] ও বিলাতের সমাজে [illegible] বিবাহ [illegible] [illegible] সাহেবের [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়।
শ্রীযুক্ত জি বাল্টিই সাহেব।
এচ এল ডাল্সিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল। আয়র্লণ্ড দ্বীপ ওয়ার্ল্ড আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার একজন অতি আত্মীয় স্ত্রী লোকের মৃত্যুই ইহার কারণ।

লো সাহেবের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাব অদ্য কমন্স সভাতে গ্রাহ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল টেলিগ্রাফ। আজ ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১০০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, পারসের সাহকে তোজাদি দিবার জন্য যে ব্যয় হইবে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাহা গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

লণ্ডন ২৩ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে বলা হইয়াছে, আশান্টিরা দেশীয় জাতিদিগকে পরাভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আরো অধিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। লাঙ্কসায়ার ও ইয়র্কসায়ার রেলওয়ের মাঞ্চির কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০০০০ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

ভেরেরা জাহাজ রণতরি ও সেনাদলের উৎকর্ষ বিধানার্থ বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী পূর্ব ১৪ খানি স্টিমার জাহাজে পাঠান হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল ইবনিং। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১০০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, পারসের সাহকে তোজাদি দিবার জন্য যে ব্যয় হইবে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাহা গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

লণ্ডন ২৩ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে বলা হইয়াছে, আশান্টিরা দেশীয় জাতিদিগকে পরাভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আরো অধিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। লাঙ্কসায়ার ও ইয়র্কসায়ার রেলওয়ের মাঞ্চির কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০০০০ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

ভেরেরা জাহাজ রণতরি ও সেনাদলের উৎকর্ষ বিধানার্থ বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী পূর্ব ১৪ খানি স্টিমার জাহাজে পাঠান হইয়াছে।

লেণ্ট পিটর্সবর্গ ২৭ এ এপ্রেল। ডর্ণবিন্ন সম্রাট এখানে উপনীত হইয়াছেন। অতি সমাদরে তাঁহার আহ্লাদ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে প্রাইভক ষ্টাফোর্ডসায়ের সাহেব উত্তর ভাব কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে রাজনীতি আছে তাহার পরিবর্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিমত নহে।

গত রাত্রিতে পোপের পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তাঁহার চিকিৎসক সকলেই পুনরায় চিন্তিত হইয়াছেন।

লেণ্টপিটর্সবর্গ ২৮ এ এপ্রেল। উক্ত দিবসে বিএরাতে প্রিন্স বিসমার্কের সহিত কাউণ্ট গটসচকফের সাক্ষাৎ হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্স আর্থর এখানে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে হ্যামিলটন সাহেব প্রস্তাব করেন গবর্ণমেণ্টের আইরিশ রেলওয়ে সমূহ ক্রয় করা কর্তব্য। গ্লাডষ্টোন ইহার প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

পোপ ক্রমে আরো লাভ ক পাইতেছেন।

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! বর্ত্তমান বৎসর মোটা ধানের অবস্থা নিতান্ত অপ্রীতিকর। অনাবৃষ্টি এই বিপদের কারণ। এজন্য যথা সময়ে তরোপযুক্ত বৃষ্টপূর্ব হওয়াতে ডিঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ধানের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাদিগকে এমন আশা প্রদান করেন, যাহাতে তাহারা খেয় রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পরিমুক্ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর শেষ আদেশ শ্রবণে দীন প্রজাগণের হৃদয়ের শোণিত পরিশুষ্ক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কিছু রাজস্ব প্রজাদিগকে ছাড় দিবেন বোধ হয় না প্রজারা জমীদারদিগের নিকট আপত্তি করিতে পারে। যদি কতক প্রজারা যথাসময়ে জমীদারকে রাজস্ব না দিয়া নিজস্ব রহিল জমীদার প্রাপ্য রাজস্বের জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন তখন বিচারপতি মোকর্দ্দমা ডিক্রী কি ডিসমিস্ করিবেন? ডিস্‌মিসের কি কোন কারণ আছে? আমরা মূঢ় বুদ্ধি তাদিগের দোষে অতি দুঃখের এজন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রস্তাবের উপর দৃষ্টি রাখেন কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যে ততদূরেও পঁহুছিল না তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি এবৎসরে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল রাজ কোষ অসম্পূর্ণ দৃষ্টিত নয়। এই পত্র যাবি কলিকাতা স্থিত শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর মহোদয় পাঠ করিয়া যদি প্রজাদিগের প্রতি সকরুণ অনুগ্রহ করেন তবেই মঙ্গল নচেৎ অনেক প্রজা বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। হায়, ওঁকা, প্রায় এসমুদায় দুর্ঘটনায় মোটা ধানীদিগের গবর্ণমেণ্টই একমাত্র পিতৃস্থানীয় কিন্তু এবৎসর আমাদিগের কি দুর্ভাগ্যগুণে যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ নির্দয়াদেশ প্রচার করিলেন বলিতে পারি না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক মহাশয় এই দীনদিগের রোদন যেন যথাস্থানে আপন পক্ষে অনুকূল হয় ইহাই প্রার্থনীয়।

১৪ ই বৈশাখ
১২৮০

আমাদিগের রাজসাহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আজি কালি এপ্রদেশে যেরূপ উত্তাপের আধিক্য তেমনি অগ্নিভয়ের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এমন একদিনও গত হইতে দেখি নাই যে দিন অগ্নির দুই একটী বিলক্ষণ দৌরাত্ম্যের বিষয় আমাদিগের কর্ণগোচর না হইল। সে দিন ম'টো হয় বাজারে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া বহুতর লোকের সর্বনাশ হইয়া গেল। তদনন্তর দিবাপতীর'র অগ্নিকাণ্ডের বিষয় শ্রবণেও চমৎকৃত হইয়াছি, আজি আবার পুটীয়ার দুর্ঘটনা বৃত্তান্ত শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। গত ১৩ ই এপ্রেল বেলা ১২ টার সময় তত্রত্য বাজারে অগ্নিকাণ্ড হইয়া তিনটী দালানসহ প্রায় ৩।৪ শত ঘর দাহ হইয়া গিয়াছে। এই দাহ কাণ্ডে মুসলকল্পে অনুমান ২।২। লক্ষ টাকার সর্বনাশ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এক জন মেটিব ডাক্তারের পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন সমস্তই দগ্ধ হইয়াছে। আলা! সর্বাপেক্ষা এইতত্র বেচারির অধিক ক্ষতি হইয়াছে।

২। বিলবাড়িয়া পুলেকী চৌকী এবাদিব হওয়ায় সম্প্রতি তত্রত্য কাছারি ঘর প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ জমিদারা শ্রীযুক্তা সরৎসুন্দরী দেবী মুহোদয়া ঐ ঘর ১০৫ টাকা মূল্যে নিজে খরিদ করিয়া তাহার সোলপুর স্কুলের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন।

৪। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

৫। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

সনে যতদূর কার্য্য হইতে পারে হইবে, আগামী কোন কোন সনে কিছু কিছু কর্ম্ম হইয়া শেষ (দূর হইবে) করিয়াছেন তাহাতে অনেক ব্যয়ের পর প্রস্তাবিত রাস্তাটী দুরূহ হইবে। উল্লিখিত রাস্তার প্রায় সমস্ত ভাগ দুর্ব্বল রেখা নদীর অধিকার মধ্যে পড়িয়াছে। এক হাজার টাকার মাটী উঠিলে রাস্তার কলেবর অল্প পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে। প্রায় প্রতি বৎসর দুর্ব্বল রেখা নদীতে প্রবল বন্যা হইয়া থাকে, তাহাতে দৃঢ় না হইলে প্রস্তাবিত রাস্তা ভগ্নকলেবর হইয়া গবর্ণমেণ্টের কতক টাকা নদীগর্ভশায়ী হইবে। অতএব আমরা প্রার্থনা করি, এই বৎসরই যেন উক্ত রাস্তাটী সম্পূর্ণীকৃত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরো প্রার্থিত বিষয় আছে।

কয়েক বৎসর হইল, উক্ত জেলার অন্তর্গত বারা হইতে বালিয়াপাল ও জলেশ্বর হইতে কামার্দা পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণীকৃত ও দৃঢ় না হওয়াতে বর্ষাকালে রাস্তা বন্ধ (বিশেষ বালিয়াপালের রাস্তা) এমনি ভয়াবহস্থান বন্ধ যে, লোকে সময়ান্তরে যাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বালিয়াপালের রাস্তা দিয়া বালেশ্বর যাইতে ইচ্ছা করে না। অপর দিগে রাস্তা না থাকাতে জলপথে যাইতে হয়। যাঁহারা বর্ষা কালে বালিয়াপালের রাস্তা দিয়া বালেশ্বর গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই রাস্তার কষ্টের বিষয় অনুভব করিবেন, নচেৎ বর্ণন করিয়া সে দুঃখ অপরের কাছে উপলব্ধি করান যায় না। শ্রুত হইলাম, বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তা বহু সংস্কৃত হইতেছে। আমরা প্রার্থনা করি যেন এই বৎসরই রাস্তাদ্বয় সম্পূর্ণীকৃত হয়। জলেশ্বর হইতে কামার্দা পর্য্যন্ত যে রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী খাল রহিয়াছে। শ্রুত হইতেছি, বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত খালদ্বয়ের উপরে পুল হইবে না। তজ্জন্য আমরা পবর্ণমেণ্ট ও বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বীমস সাহেব মহোদয়ের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা পথিকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া সহরা ও নাপোয় খালদ্বয়ে দুইটী পুল প্রস্তুত করাইবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারির প্রতি আদেশ প্রদান করেন।

৩। সংপ্রতি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া জীবগণের উপকার সাধন করিতেছে। যদি অল্প দিবসের মধ্যে আর না হয়, তাহা হইলে অধিক দিন উপকার সাধন করিতে পারিবে না।

৪। সৎকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অসৎকার্য্যেরও দিন দিন উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। কিছুদিন গত হইল, দিবা প্রায় এক ঘণ্টা থাকিতে দুই জন প্রজাসহ একজন বেশ্যার ঘরে উপস্থিত হইয়া কহিল "তোমাকে বাবু লইয়া যাইতে বলিয়াছেন এবং দুইটী টাকা দিয়াছেন গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গে চল।" বেশ্যা তাহাতে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জল খাওয়াইয়া অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহাদের প্রদত্ত দুইটী টাকা ও নিজের পরিধেয় লইয়া বাবুর মনোরঞ্জনার্থ গমন করিল। পূর্ব্বোক্ত বাবুর-বাড়ী বেশ্যার গৃহ হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। তাহারা ক্রমিক গমন করাতে বেলাবসানপূর্ব্ব জনপ্রাণিহীন মাঠে সন্ধ্যা হইল। এমত সময়ে আর একজন তাদের সঙ্গ মিল এবং সকলে উক্ত বেশ্যাকে ধরিয়া সমুদায় অলঙ্কার ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূর চলিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই বেশ্যা এই মাত্র বলিল যে, "আমি তোমাদিগকে চিনি, উচিত দণ্ডবিধান করাইব।" তাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত প্রহার করে, সৌভাগ্য এই তাহার প্রাণ নষ্ট করে নাই। উক্ত বেশ্যা সেই রাত্রিতেই বালিয়াপাল থানার সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ রায় মহাশয়ের নিকটে জানায়। তাহাতে তিনি অতিসত্বরতার সহিত তদারক করিয়া আসামীগণকে ধৃত করেন। শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের বিচারে সেশ্বী দণ্ডিত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, উক্ত বেশ্যার অপহৃত অলঙ্কারের মূল্য প্রায় ২০। ২৫ টাকা হইবে। উল্লিখিত সংবাদ রাত্রিকালী যাত্রাকারীগণের পক্ষে বিশেষ উপকারক হইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৮ ই এপ্রেল ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা শিমলা শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। শীতকালে তুষার পাতে শিমলা শিখর শুভ্র বর্ণ হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক শিরস্থ ও জীবজন্তু সকলেই শীতে কাতর ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়া আপন আপন আবাসে বদ্ধ ছিল। গ্রীষ্মের আবির্ভাবে সেভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। সকলই নূতন দেহ ও নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। অদ্যকার বৃক্ষ সকল পুষ্প শোভিত, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতেছে ও উষ্ণ তৈল শুষ্ক সকল শীতের অন্তরে অতিরম্য বিচরণ স্থান হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি আপনি কলিকাতার গ্রী.ঋর উত্তাপে উৎপীড়িত হইতেছেন। অনুরোধ করি একবার মনে মনে ভাবুন যেন শিমলা শৈলে বসিয়া আছেন, তাহা হইলে কেমন আনন্দ তরঙ্গের উদয় হইবে। সূর্য্যের পীড়াদায়ক উত্তাপ নাই, সমীরণের মন্দ মন্দ হিল্লোলে গাত্র স্নিগ্ধ হইবে আর গ্রীষ্মকালে শিমলা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে না। এই জন্যই আমাদিগের রাজপুরুষগণ শিমলাপ্রিয়। কেমইয়া ফিরে হইতে না। যৎকালে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানবাসী লোক সকল গ্রী.ঋর প্রভাবে গৃহ হইতে বহির্গমনে কষ্ট বোধ করেন, এমন সময়ে উচ্চ শিমলাচলের সুস্নিগ্ধ সানুতে বসিয়া পার্থিব সুখভোগ করিতে কাহার অনিচ্ছা? সম্পাদক মহাশয় যদি আপনি শিমলায় আসিবার সমুদায় পথের ও তদনুযায়ী অন্যান্য বিলাস দ্রব্য সকলি প্রাপ্ত হন এবং আপনার এক পয়সাও খরচ না হয়, অন্যের অর্থে একাধিপত্য করিতে পান, এরূপ অবস্থায় কি শিমলায় আসিতে চান না? বলিতে পারি না তাহা হইলে আপনি মনস্বী।

১৮ই এপ্রেল রাত্রি ৮ টার পর মহামান্য লর্ড লর্বরুক শিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার পদার্পণে শিমলা শৈল উৎসবময়

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনায় প্রজ্ঞানিধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১২ ই মে।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ধনিদিগের প্রতি।

বিক্রয়ের নিমিত্ত—বহু মূল্যের বাটী ডেমন্ট্রেশন স্কোয়ার এবং মিশন রো এই উভয় দিকে বারাণ্ডা আছে, এক্ষণে মফুষ্যের মাসিক ভাড়া ১৪০০ টাকা।

১৮৭৩ অব্দে মার্কটস এণ্ড বরম্ কে স্যাসির দ্বারা নির্ম্মিত, যে সকল কাঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আছে সে সমুদায় টিক কাটের।

অন্ধ নির্ম্মিতে ধ।

বাটীটী গবর্ণমেণ্ট পেণ্টর করেন্সি ডিপার্টমেণ্টের পার্শ্বস্থিত।

এই স্থানের সম্পত্তির ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

২ ডেলহাউসি স্কো রে কলিকাতা } আর, সি মেপেজ (সিমিয়র)

—:—

অর্থ ভাব অনুযোগের বন্ধ হয়, কিন্তু অর্থের সংস্থান হইয়াছে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আগামী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে পুনরায় আর্থেপায় প্রকাশিত হইবে। প্রার্থেচ্ছু মহোদয়গণ আমার নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয়ণ জানিতে পারিবেন।

বারুইপুর } শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত
১৪।৩ } সম্পাদক

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতা গণকে জানান যাইতেছে যে, যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সমালোচন বিচারের ভার কুচবিহার স্কুল সমূহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও ডাকলে কাকেনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাপ্তক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ
১১ ই চৈত্র } শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় বিতীয় মুন্সী কাকিনীর রাজসরকার।

১ নং লাট। চৌধুরি অয়েজর মল্লিক বাদির উথাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির স্বামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি ডিক্রীজারি বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমার জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর সময়ে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিষ ষ্টেষণ নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ হৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ঐ চকহাটের বাহার সমর তদ্বিষ ১৯৩৯৷৷৵৩ টাকা ঐ সম্পত্তিতে বাদিকের যে কিছু স্বত্ব সত্য আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। পশুনাথ সৎপতির উথাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির স্বামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি ডিক্রীজারি বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরসময়ে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিষ ষ্টেষণ সবর সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খাদার পরগণার মহাল কোলেসা বাবার সমর তদ্বিষ ৩৫৪৷৷১০ টাকা ঐ মহালে বাদিকের যে কিছু স্বত্ব সত্য আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

—:০:—

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলালনন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ গুহ য্যাণ্ড ম্যাসন ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্র-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দ্রব্য আবশ্যক হয় আমাদিগকে লিখিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

প্লেন করা প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট মর্জ্জামার পাইপ এবং উহার মিমিত সাইকল অলসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার মিমিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর মর্জ্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্লেন করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

মৎস্যধরা নাটক।

মহবাজারস্থ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে সেমটেন্স প্রেসে, পি এস ডি রোজারিওর আফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহক গণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

যিনি এক বিষয়ে জীবাত্মার অস্তিত্ব দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেত) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্জ্জানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

—•—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

শুভপত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাকর্ম লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পত্রিকা জাহাজীয় সংবাদ বণিজ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাসুল সমেত প্রায় ।০ আনা লাগে।

এ শুভ।

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সামিল ১৬ নং ভৌজী জমীদারি মাট মহেশপুরের কয়ম ৮/৫ আনার চিট্টিত ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় শুক পত্তনি বন্দোবস্ত সাহেবটক অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯এ চৈত্র শনিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ও তৎপর উক্ত তাকাবিকেতৎকালে রোবা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পনের আনা টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায় ৩৫৫৩৶১
বাদ সদর মালগুজারি ৪২৩৪/৭
বাকী মুনফা ২৩২২/৬

বাঃ শ্রী এডিম এণ্ড কোং
লোং ইলামবাজার মৌলপুর
রেলওয়ে ষ্টেসন।

৩১ এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী কন্যাধিকার হইতে
ও কৃত হইবে কি না?

(চতুর্থ প্রস্তাব)

নামাসংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবে প্রমাণ করা হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা ব্যভিচারিণীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। যে ত্যাজ্য হয়, তাহার দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে অধিকার থাকে না। যাহার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অধিকার না রহিল, তাহার হস্তে ধন থাকিবার সম্ভাবনা কি? ধনাধিকার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের যেরূপ স্বরূপ, শাস্ত্রকারদিগের এই মত, পাঠকগণের যেন এটী স্মরণ থাকে। সংহিতাকারদিগেরই যে কেবল ব্যভিচারিণীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল এরূপ নয়, সমাজেরও ব্যভিচারিণীর উপরে অতিশয় বিদ্বেষ। সমাজের কেহ ব্যভিচারিণীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না। গুরুতল্পের অন্য অন্য অপবাদ কথঞ্চিৎ সহ্য হয়, স্ত্রী কন্যাদির ব্যভিচারিণী অপবাদ কোন ক্রমে সহ্য হয় না। ঐ মিথ্যা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। কত পরিবার ব্যভিচার কলঙ্কপঙ্ক স্পর্শে মলিন হইয়া গিয়াছে। কত পরিবার সমাজবর্জ্জিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালের লোকেরাই কেবল ব্যভিচারের বিদ্বেষ করেন না। অহল্যা দেবরাজের সহিত ব্যভিচারিণী হইলে গৌতমমুনির কোপে উভয়ের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অনেকের অবিদিত নয়। সীতা রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন, দশগ্রীব দুরবাসের পর তিনি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পতিপ্রাণা সেই সীতাদেবীও লোকাপবাদ ভয়ে পূর্ণগর্ভ সময়ে অরণ্যে পরিত্যক্ত হন।

ব্যভিচারিণীর প্রতি এরূপ লোক

বিবেচনের একটী বিশেষ আবশ্যক আছে। হিন্দুজাতির সন্তানের মধ্যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৌত্রাদি শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করিলে মনুষ্য বিস্তার হয় না। অতএব সন্তানোৎপাদন সাধন নিমিত্ত এদেশীয়দিগের বিবাহ আবশ্যক বটে। এরূপ বটে বলিয়া তাহা ভোগ জাতির মুখ্য হয় না। সন্তানোৎপত্তির বিলম্ব হইলে এদেশীয়েরা কত রাগ করা বটে তাহার আলোচনা ও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। [illegible] এবং [illegible] পুত্রী বন্ধ্যা [illegible] বলিয়া [illegible] কহিয়া [illegible] ছাড়া [illegible] শুক্ল হইয়া [illegible] ঘটিয়াছে। আপনার [illegible] এই, পিতা মাতা [illegible] ঐহিক কিম্বা [illegible] প্রয়োজন [illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] পুত্র [illegible] পুত্রের [illegible] পুত্রের [illegible] পুত্র [illegible] পুত্রের [illegible] পুত্র [illegible] পুত্রের [illegible] পুত্র

নাশঃ আত্মনাশে সর্ব্বনাশ ইতি। এক ত্রহ্মস্বরূপাদ্যাৎ স্ত্রীণাং একতন্ত্রোক্তি নিয়মাৎ মন্বাদিপি। যাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমাবহ। স্বধর্ম্মং হি রক্ষন্ হি রক্ষতি।

মনু কহিয়াছেন কি দিবা কি রাত্রি কোন সময় ই কর্ত্তা স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান করিবে না। স্ববশে না রাখিলে স্ত্রীর চাঞ্চল্য দোষ ঘটনা হয়। অতএব আত্মবশে রাখা কর্ত্তব্য। নারদও বলিয়াছেন সৎকুলজাত স্ত্রীও যদি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহারও চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। এই কারণে বিধাতা স্ত্রীর পরাধীনতা কল্পনা করিয়াছেন। পুরুষের কর্ত্তব্য স্বস্ত্রীকে ব্যভিচার হইতে অবশ্য রক্ষা করেন। হারীত ঐ কথাই কহিয়াছেন স্ত্রীর এক ভর্ত্তার যে নিয়ম আছে, তাহার অন্যথা হইলে উভয়ে পরেন্দ্রিয়াপহৃত হইয়া কুলঞ্চ কারিণী হয়। ভর্ত্তা জীবত থাকিতে উপপতি সংসর্গে যে পুত্র জন্মে শাস্ত্রকারেরা তাহাকে কুণ্ডশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভর্ত্তার মৃত্যুর পর যে পুত্র জন্মে তাহাকে গোলক বলে। অতএব পরপুরুষের রেতোৎপাত হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। যারা বিপথগামিনী হইলে কুলনাশ হয়, কুলনাশে সন্তান নাশ হয়, সন্তান নাশ হইলে দেব পিতৃ যজ্ঞনাশ হয়, দেবপিতৃযজ্ঞনাশে আত্ম নাশ হয়, আত্মনাশ হইলে সর্ব্ব বিনাশ হয়। মনুও কহিয়াছেন, স্ত্রীকে রক্ষা করিলে নিজ সন্তান চরিত্র কুল আত্মা ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করা হয়।

এদেশে যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, ব্যভিচার শঙ্কা তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। এদেশ উষ্ণপ্রধান। এখানে স্ত্রীলোকের অল্প বয়সেই রজোযোগ হয়। রজোযোগের পর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা। দেশটী উষ্ণ বলিয়া অল্প বয়সেই পুরুষের সহিত আলিঙ্গিতা হইবার বলবতী হইয়া থাকে। রজস্বলা হইবার পরও যদি বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়া জ্ঞাতি হত্যাদি দোষ ঘটিয়া কেবল যে কুল কলঙ্কিত হয় এরূপ নয়, সে স্ত্রী দৈব পৈত্র্য যাবতীয় কার্য্যে অনধিকারিণী হয়। তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে পিতৃলোকের জলগণ্ডূষ পাইবার প্রত্যাশা থাকে না। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যা সন্তানের বিবাহ দিবার বিধি দিয়াছেন। উদ্বাহতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে:—

"অঙ্গিরাঃ। আবৃতে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি। কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষোন বিদ্যতে। অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা। তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ। প্রদাতব্যা প্রযত্নেন নদোষঃ কালদোষতঃ। বমঃ। কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা। মহাভারতে। ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষীয়াং ভার্য্যাং বিন্দেত নাগ্নিকাং। অতোঽপ্রাপ্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ। মহাদোষঃ স্যাৎকালেনমেনাংধর্ম্ম বিধিঃ সতাং। নগ্নিকামাগতার্ত্তবা, অন্যথা প্রাপ্তে রজসি। অত্রিকাশ্যপৌ। পিতুর্গেহে যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা। যস্তু তাংবরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাৎ বৃষলীপতিং।"

অঙ্গিরা বলেন একবার তীর্থ গমনের পর পুনরায় তীর্থগমন স্থলে প্রতিজ্ঞাত কর্ম্মস্থলে এবং কন্যার বিবাহ যোগ্যকাল অতীত হইলে সেই স্থলে কালদোষ হয় না। অষ্টবর্ষাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, ও দশমবর্ষবয়স্কাকে কন্যা বলে, তাহার পর রজস্বলা। অতএব দশম বৎসর বয়স হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য যত্নপূর্ব্বক কন্যা দান করেন। এস্থলে কাল দোষে দোষ হয় না। যম কহিয়াছেন যে কন্যা পাত্র হস্তে প্রদত্ত না হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতার ভ্রূণ হত্যা হয়। সেই কন্যা বৃষলী হইবে। মহাভারতে আছে ত্রিংশদ্বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ যাহার রজোযোগ হয় নাই এরূপ ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। অতএব রজঃ হইবার পূর্ব্বে পিতা কন্যা দান করিবেন। রজঃ হইলে পিতার মহাদোষ হয়, সাধুদিগের এই বিধি। অত্রি ও কাশ্যপ বলেন যে কন্যা অবিবাহিত হইয়া পিতৃগৃহে রজো দর্শন করে তাহার পিতার ভ্রূণহত্যা দোষ হয় এবং সেই কন্যা বৃষলী(শূদ্রা) ভাব প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিতে না পারিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়, তাহাকে সকলে বৃষলীপতি বলিয়া জানে।

ক্রমে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব অদ্য সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও জাতীয় সভার নিকটে একটী প্রস্তাব করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে। উক্ত দুই সভা মফস্বলে উহাদিগের যে সকল শাখা সভা আছে তাহাদিগের সহিত একবাক্য হইয়া হাই কোর্ট প্রস্তাবিত বিষয়ে যে অবিচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া আবেদন পত্র যথা স্থানে প্রেরণ করুন। যদি এবার প্রতিবাদে পরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাস্ত্রানুসারে দায়াদি বিষয়ের এতদিন যে বিচার করিতেছিলেন, এই অবধি তাহার উচ্ছেদ হইল।

প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে সকল কবিরাজ আজি কালি কলিকাতায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

আমরা ইংরাজী ঔষধালয়ের অপেক্ষা চন্দ্রকিশোরের ঔষধালয়ের একটী বিশেষ গুণ দেখিতেছি। কবিরাজ তাঁহার ঔষধালয়ের প্রধান ঔষধ সকলের নাম ও মূল্য লিখিয়া দিয়াছেন। ইংরাজী ঔষধালয়ের এ গুণ নাই। সকল ঔষধালয়ে এক ঔষধের একরূপ মূল্য নয়। যাঁহার যে ইচ্ছা, সেইরূপ মূল্য লইয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে রোগিদিগকে বিষম বিপদাপন্ন হইতে হয়।

যেসকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা প্রস্তুত না করিয়া তাহার উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চন্দ্রকিশোর যেমন বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি অধিক দিনের প্রস্তুত করা যেসকল ঔষধ হীনবীর্য্য হইয়া যাইবে, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া যেন সুবিবেচনার কার্য্য করেন। ঔষধে উপকার দর্শে না একবার এরূপ রটিলে পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভ দুর্ঘট হইবে সংশয় নাই। ঐ মাথা ও মাতাবের লবণ ও গুড় বিক্রয় করা নয়। যাঁহার একবার ঠকা বোধ হইবে, তিনি আর কলিকাতা কৌজদারী বালাখানা মুখো হইবেন না। চন্দ্রকিশোরের এটীও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালীর বিশুদ্ধ মর্ম্মের উদ্ধার করিতে হইবে। কথা স্বীকার না করিলে এ সুনীতি শিক্ষা হওয়া দুষ্কর।

—

এডুকেশন গবর্ণমেণ্টের একটী
নূতন আজ্ঞা।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করেন, অতঃ পর দুই মাস অন্তর তাহার বিল স্বাক্ষর করা হইবে। এ প্রকার আজ্ঞা দিবার কারণ এই, মাসে মাসে বিল স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা থাকিলে ইনস্পেক্টরদিগকে তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহারা মফস্বলে গিয়া যথোচিতরূপে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবার অবসর পান না। যাঁহারা বিদ্যের বিষয়ের মর্ম্মাদর দর্শন না করিয়া কর্ত্তৃত্ব অবধারণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ যুক্তিটী সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের এযুক্তিতে তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব কি তত্ত্বাবধারণেই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবনহেতু স্থির করিয়াছেন? বাস্তবিক তাহা নহে। অর্থসচ্ছলতাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবন ও উন্নতির মূল। যে বিদ্যালয়ের অর্থের একান্ত অনটন, সেখানে সমুদায়ই বিশৃঙ্খলাময়। যে শরীরের সংস্থান এক কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, চিকিৎসা শাস্ত্রপারদর্শী সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরও তাহার স্বাস্থ্যসম্পাদন চেষ্টায় কৃতার্থতা লাভ দুরূহ হয়। দুই মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা না করিয়া কাম্বেল সাহেবের এই ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল, ইনস্পেক্টরেরা সর্ব্বদা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইবেন, যখন যে স্কুলে উপস্থিত হইবেন তখন সেই স্কুলের বিলে স্বাক্ষর করিবেন। আমরা বোধ করিতেছি, কাম্বেল সাহেবের নূতন ব্যবস্থায় যত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এ ব্যবস্থায় কোন স্থলেই তত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কার্য্যগতিকে কোন স্থানে অনভিমত বিলম্ব হয়, স্কুল আফিসের কর্ম্মচারি তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সেই স্থানে বিল পাঠাইয়া দিবেন। এখন এক মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর হইবার নিয়ম আছে, কিন্তু এখনি এক এক স্থলে বিল স্বাক্ষর হইয়া টাকা পাইবার যে বিলম্ব হয়, কায়েল সাহেব শুনিলে চমৎকৃত হইবেন। বর্দ্ধমান জিলার কোন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি কথায় কথায় আমাদিগের নিকটে কহিলেন, তাঁহার স্কুলের মহেশ্বর মাসের বিল আজিও স্বাক্ষর হয় নাই। দুই মাসের নিয়ম হইলে এই অনুসারে ত বিল স্বাক্ষর হইবে। তাহা হইলে কায়েল সাহেবকে বড় ভাবিতে হইবে না। এক বৎসরের মধ্যে একবার বিল স্বাক্ষর হইলেও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ শিক্ষকগণের সহিত আপনাদিগকে তাহার দায় জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে কায়েল সাহেব বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন উদ্দেশ করিয়া যে নিয়ম করিতেছেন, তাহা অনুন্নতিরই কারণ হইবে।

—

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের
উপাধিলাভ।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বাঙ্গলা দেশে অনেক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ডে খ্যাতি সম্ভ্রম হইয়া তাঁহাকে নাইট উপাধি দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই উপাধি লাভে আহ্লাদিত হইয়াছি কি না পরে তাহা কহিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, তিনি মোসলমান ধরিয়া সাক্ষিগণের শপথ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? তিনি নূতন ফৌজদারি আইন করিয়া বিচারপতিদিগকে যে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? রথযাত্রার করিয়া কৃষকদিগের বাড়ীতে যে পাক দিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? এদেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যের হ্রাস ও নূতন মিউনিসিপাল বিল করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? তবে এক বিষয়ে তিনি পুরস্কার পাইতে পারেন। যদ্

...রেজে যে বয়েসমন্ত লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ...ইয়া বিবাহেচ্ছাতাগণ ছুটা পরিবারী ...ধীরাধনী ও সর্ব বিষয়ের অনুসন্ধান-...ক্ষমী কেন হন নাই। এ অবস্থায় তিনি ...পুরস্কার পাইতে পারেন কি? অনুসন্ধা-...য়ী যদি তাঁহাকে এই ...তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ মাহী ...দান করিয়া থাকেন তাহা ...বিষয় সন্দেহ নাই। এ ...পুরস্কার পাইবার সর্বাপেক্ষা ...কার্য। তাঁহার এই পুরস্কার ...অনেকে তাঁহার ন্যায় ...অর্জনে যত্নবান হইবেন। তাঁহারা ...যিনি বাঙ্গলা দেশের লেফটেনাণ্ট ...হইবেন, তিনি যদি তাঁহার ...হইবেন) খেয়ালগুলি পরিত্যাগ করিয়া ...ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে ...বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ...হইলে বাঙ্গালা দেশ এতদিন ...ভাসী হইবার সম্ভাবনা।

...ন্ন লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের প্রজাবৎসলতা।

মুসলমানদিগের পরিবারকালে ...পুলিস ছিল না ভাল ...ভাল আইন ছিল না, ...ন্যায়ে কার্য্য হইত না; ...কোচারী ছিল। ...ধনবানেরাই ...ছিলেন, সুতরাং ...ক্ষমতা অত্যন্ত হইত। ...পূর্ব্ব পুরুষদিগের ...ন্যায়ে সেই ...জন্য কত ...ঈশ্বর ...তাঁহারা অনেক ...ছিলেন। সকল ...ক্ষুদ্র ...অনেক ...তাহা ...

...অধিকারে ...

...ছুর-বাহাদুর ...

...বিবাহে ...

...হইয়াছে। ...

...আমরা যে ...

...বিলম্বে ...

...ধারাবাহিক ...

...পুরস্কার ...

...

...

প্রাপ্ত করিয়াছেন, টাঙ্গিলুর পতন এবং উহার যাবতীয় অধিবাসীর হত্যা সংবাদ লইয়া প্রিন্স হোসেনের নিকটে দূত গিয়াছে।

রাজা সলিমানের মৃত্যু হইয়াছে।

কর্ণীয়া বিশপ্‌দের কোম্পানির কর্ণীয় সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাকে যাইতে দিবেন না বলিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার মধ্যেই মর্ণিং পোষ্ট নামক সংবাদ পত্র একজন সংবাদ দাতাকে চিহরণে প্রেরণ করিয়াছেন। কর্ণীয় ইলমাহিলের পূর্বে বিবাহ উপস্থিত হইবেন এই আশায় তিনি ইংলণ্ড দেশ দিয়া যাইতেছেন। যথেষ্ট যাবহারের ব্যবস্থা হইবে এই আশায় কি কর্ণীয়া সংবাদ-দাতার গমনের নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হয়া যে লিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রিতে পাতিয়ালার রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইর হিন্দুরা অত্যন্ত সৌঠাদি আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাতে কোম্পানির কার্য্য দ্বারা অধিক সংখ্যা মৎস্য ধৃত হইতে পারে তাহাতে উঁহারা যাকাল দেবের সন্তোষার্থ ম্যাক বের তীরে একমাস থাকিয়া মহোৎসব করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ১০৮ জন ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া সমুদ্রতীরে একটী অগ্নি হুত করিয়া প্রতিদিন উহাতে ঘৃত তৈল তণ্ডুল কাষ্ঠ প্রদান করিবেন। শেষ দিবসে ৪।৫ মণ ঘৃত উহাতে ঢালিয়া দেওয়া হইবে, উহা স্রোত বহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। ইহাঁদিগকে হিন্দুধর্ম্মের হৈতন্য সম্প্রদায় বাদ দিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, আগামী শীতকালে পুনার নিকটে সৈন্যদিগের একটী শিক্ষা বিবির হইবে। ইহাতে প্রায় ২০।১২ হাজার সৈন্য সমবেত এবং ৫।৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। এক্ষে সৈন্যের ব্যয়েই লোকে ব্যস্ত তাহা উপরে আজি কালি আবার এই একটী নূতন ব্যয় বৃদ্ধি লোকের উপর বিস্ফোটার ন্যায় হইয়াছে।

কিছু দিন পরে মান্দ্রাজে একা কল ও পুনের প্রদর্শন হইবে উহাদে পুরস্কার দানার্থ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা দিয়াছেন। যখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় কৃষিজাত দ্রব্যাদির উন্নতি পক্ষে বদ্ধপরিকর বলিয়া ভাণ করেন, তখন তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

প্রায় দুই মাস হইল পোর্ট ব্লেয়ার হইতে যে ৪ জন কয়েদি পলায়ন করে তাহাদের মান্দ্রাজে উত্তীর্ণ হয়, উহারা ধৃত হইয়াছে।

সর্দার জাফুর খাঁর পরিবারবর্গ হিরাটে তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে আমীর তাঁহাকে হিরাট হইতে আনয়ন করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা সমূলক নহে।

২৫এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

মুলতানে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। এরূপ জলকষ্ট আর কখন সেখানে হয় নাই।

ফ্রান্সেলর নামক এক খণ্ড জাহাজ ২৬ দিন ৮ ঘণ্টায় লিবারপুল হইতে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছে। সুয়েজ খাল খওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অনেক নৈকট্য হইয়াছে।

কোন উকীলকে ঋণের জন্য আদালতে গ্রেপ্তার করা যায় কি না, সম্প্রতি এই এক প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। জজ উকীলের অনুকূলে মত দেওয়াতে এবিষয় হাই কোর্টের বিচারার্থ অর্পিত হইবার কথা হইতেছে।

সেদিন মিলার সাহেবের নিকটে একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুইজন কর্ণীয় স্ত্রীপুরুষ প্রকাশ্য রাস্তায় পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল। বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামী বলিল সে যেখানে বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতে চায়, তাহার স্ত্রী যাইতে নিষেধ করে, সে নিষেধ না মানিয়া যেমন যাইতেছিল তাহার স্ত্রী রাস্তায় আসিয়া তাহাকে ধরে, তাহাতেই বিবাদ হইতেছিল। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, সাহিবে না আসিয়া ঘরে বিবাদ মিটাইয়া নিমন্ত্রণে গেলেই হইত। এই বলিয়া উভয়কে প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। এই মকদ্দমাটী যেরূপ কৌতুকাবহ মিলার সাহেবের তত দীর্ঘ নাটীও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তিনি দুই জন বর দণ্ড করিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজনেরই দণ্ড হইল, আবার প্রকৃত দোষীই দণ্ড মুক্ত রহিল।

সেদিন অযোধ্যার কুতপূর্ব্ব রাজার এক জন মোসাহেবের প্রায় ৩০ হাজার টাকার কল কারাদি চুরি যায়। মেজর পুলিস চোরদি গকে ধরিয়াছেন। অপহৃত দ্রব্যের অধি কাংশ পাওয়া গিয়াছে। আরো অনুসন্ধান হইতেছে। মেজর পুলিস এই যে চো ধরিতে পারেন।

সম্প্রতি ফুরাটে অগ্নিকাণ্ড হইয়া ২০ গৃহ ও প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে।

২৬ এ বৈশাখ বুধবার।

ইংলিসম্যান বলেন, কএক দিবস হইতে পর্ব্বত প্রদেশে যাইবার জন্য যে এক ক্যারিজ কোম্পানি খুলিয়াছে উহার বন্দোবস্ত বিষয়ে কতক উন্নতি হইতেছে, ইহার কারণ এই সম্প্রতি লার্ড হর্ণার্ট যখন পর্ব্বত প্রদেশে গমন করেন, কসুয়ে গিয়া তাঁহার কয়েকটী বাক্স অপহৃত হয়। লার্ড হর্ণার্টের বাক্স চুরি গিয়াছে বলিয়াই এই উন্নতি চেষ্টা হইতেছে, অন্যথা বোধ হয় হইত না। ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন যদি রাজা পতিয়া একজন রেলওয়ে ডাইরেক্টরের মৃত্যু হয় তাহা হইলে রেলওয়ের দুর্ঘটনা সকল করিয়া যায়। ষড়লোক বিপদে পড়িলেই দীন হীনের মঙ্গল হইবার পথ হয়।

লিমলাবাসিদিগকে আর কেরল বিয়ার ও ব্রাণ্ডেটের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার তথায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি এবং অশনিপাত ও শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

সর উইলিয়ম এবং লেডি গ্রে গত সোমবার আলাহাবাদ হইতে মইনিতাল যাত্রা করিয়াছেন। বড় লোকেরা পরের স্কন্ধে বিলক্ষণ আরূঢ় হইতেছেন, অনেক সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের পত্র পূরণ করিবার সুবিধা পথ হইয়াছে।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথায় ভয়ানক শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। এবার সর্ব্বত্র হইতেই শিলা বর্ষণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাই প্রদর্শনে কতক লাভ হইয়াছে। টিকিট প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা যত টাকা আয় হয় সমুদায় ব্যয় বাদে উহা হইতে ২০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অন্য লাভ মূলের কথা দূরে থাকুক লাভই লাভ। ঐ টাকা দ্বারা কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

গত সপ্তাহে পঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২৭ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

৩রা মে পর্য্যন্ত যে প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান বিভাগে সাধারণে বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, কিন্তু শিলাবর্ষণ হওয়াতে তিল ও তুলার কতক ক্ষতি করিয়াছে। জ্বরেও কতক প্রাদুর্ভাব আছে। বীরভূমে মসুর ও ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে মসুর জ্বর ও ওলাউঠা হইতেছে। রাজসাহী বিভাগে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে কুচবিহারে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মৌলবী মুহম্মদ হুসেন ভাগলপুর ব্রিঞ্চ।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি এল বাখর সঙ্কের অন্তর্গত পটু য়াথালিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি

—•—

আমাদিগের বাইটবরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। গত ১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে অত্রত্য স্কুলসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা অনুবাদিত হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়। ডিরেক্টর প্রকৃত ঘটনা জানিবার নিমিত্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব চক্রের ইনস্পেক্টরের নিকট তৎকিয়ত্ত তলব করেন। ইনস্পেক্টর আবার তাহা ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর সেই অনুবাদ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হয়েন। সেক্রেটারী স্কুলের গৌরব রক্ষার্থ আমাদিগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয় ডেপুটী ইনস্পেক্টর কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইনস্পেক্টর ডিরেক্টরের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর সেক্রেটারির সহিত একমত হইয়া আমাদিগের লেখাকে মিথ্যামূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে দুঃখীভাব অবলম্বন করা বিধেয় নয় বলিয়া আমরা যথাসাধ্য সত্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র সমূহের অনুবাদক মহাশয়কে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। অন্যথা ডিরেক্টরের নিকট সোমপ্রকাশ ও তৎসম্বাদদাতা অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

অত্রত্য স্কুলের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা মুক্তিসঙ্গত নহে। স্কুলের অবস্থাগত অনুন্নতি দর্শনে আমরা অনেক বার সোমপ্রকাশে বিস্ময় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি। সম্পাদক স্কুলের প্রতি মনোযোগ দিতে অবসর প্রাপ্ত হন না, এদিকে স্থানীয় লোকেও এবিষয়ে নিতান্ত উদাসীনতার প্রদর্শন করেন। কিরূপে ছাত্র সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়, কিরূপে স্কুলের অবস্থা উন্নত হয়, কিরূপে ছাত্রগণ উৎসাহান্বিত হয় এ গুলিতে তাঁহারা কিছু মাত্র মনোযোগ বিধান করেন না। আমরা অনেকবার এই অভিযোগ করিয়াছি প্রধান শিক্ষক কর্ত্তব্য শিথিল হইলে বিদ্যালয়ের অবস্থা যেরূপ হয়, বাইটবর স্কুল তাহার বহিস্কৃত হয় নাই। নানা কারণে ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক স্বকর্ত্তব্যে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। এতদ্ভিন্নও তাঁহার পদচ্যুতি ও বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ সময়ে স্কুলটী নিতান্ত ভগ্নদশায় পতিত হয়। আমরা গত ১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। সে সময়ে স্কুল যে নিতান্ত শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এটী অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক এক সময়ে বলিয়াছিলেন " আমার কার্য্য গ্রহণ সময়ে স্কুলের অন্তর্জ্জলের কাল উপস্থিত হইয়াছিল। " অধিক কি সেক্রেটারিও প্রধান শিক্ষককে বলিয়াছিলেন, স্কুলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ লক্ষিত হইতেছে, আপনি ইহার প্রধান শিক্ষকতা গ্রহণ করিলে আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইব। এই বাক্য গুলি কি স্কুলের তদানীন্তন সময়ের উন্নতির পরিচায়ক? সাধারণে ইহাতে কি স্কুলকে উন্নত ও উৎকৃষ্টাবস্থ বলিবেন? কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি এই শোচনীয় দশা দর্শনে ব্যথিত না হন। আমাদিগের অপরাধ এই, আমরা স্কুলের সেই শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ইহাতে কি বিদ্রোহিতা প্রকাশ পাইয়াছে? এটী কি আত্মীয়তার লক্ষণ নয়? যাহারা অভ্যন্তরীণ অনুন্নতি প্রদর্শন করিয়া উপশান্তি কামনা করে, তাহারা কি শত্রু? পক্ষান্তরে যাহারা বিষমিশ্র পদার্থ কৃতময় বলিয়া প্রশংসা করে, তাহারা কিরূপ লোক এটী আমরা সুযোগ্য সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহাদিগকে কি গূঢ় শত্রু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই?

কেবল যে সেক্রেটারি ও প্রধান শিক্ষক ই সে সময়ে স্কুলের অবস্থা অপকৃষ্ট বলিয়াছেন এরূপ নয়, ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণও স্কুল দেখিয়া মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাধর দাস গত ১৮৭২ অব্দের ২৯ এ জানুয়ারি অত্রত্য স্কুল পরিদর্শন করিয়া নিতান্ত অসন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন। যাহারা শ্রেণীর কোন ছাত্রও একটী প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। এবার পণ্ডিত সে সময়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিলেন তদ্ভিন্নও স্কুল নিতান্ত কণ্ডিগ্রস্ত হয়। উল্লিখিত সময়ে ইংরেজী শ্রেণীতে তিনটী মাত্র ছাত্র ছিল!!! ইহাদিগের মধ্যে একটী কিছু উন্নতি প্রদর্শন করে। প্রধান শিক্ষক এই তিনটী ছাত্রের অধ্যাপন হেতু দায়ী ছিলেন!! বঙ্গবিভাগের প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই!! এই ত ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষকের কর্ত্তব্য পরায়ণতা!!!

তৎপরবর্ত্তী ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাকিশোর রায় গত ১৮৭২ অব্দের ২৯ এ আগষ্ট এই স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া লিখিয়াছেন —আমি ইংরাজী বিভাগের সমুদয় ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম। ইহাতে আমি কিছুমাত্র সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না। ছাত্রগণের শব্দোচ্চারণ ও বর্ণ বিন্যাস প্রণালী নিতান্ত অপকৃষ্ট ও অসন্তোষজনক। গত ১৮৭২ অব্দের ২৮ এ ডিসেম্বর উক্ত ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয় এই স্কুল পরিদর্শন করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া যান। সেদিন বিভাগান্তরের জনৈক ডেপুটী ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্কুলের অবস্থা অপকৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রধান পণ্ডিত নিতান্ত কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। কেবল ইঁহারই অধ্যবসায় ও অধ্যাপনা গুণে এই স্কুল হইতে প্রতিবর্ষে দুই একটী ছাত্র বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইনিও একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন " আমি না থাকিলে এক সময়ে বাইটবর স্কুলের লয় হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি সেক্রেটারী ও অন্য অন্য মধ্যে স্কুলের অবস্থা মন্দ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। ইহাতে কি আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইতেছে না? এক অজ্ঞলাবাম প্রমাণ থাকিতেও আমাদিগকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করা কি ন্যায়োপেত কার্য্য? যিনি এই ন্যায়ের অতিপাত করেন তিনি কি সমাজের নিকট নিন্দনীয় ও ঈশ্বরের নিকট প্রত্যবায় ভাগী হন না? আমরা শত্রুতা কি দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া

[illegible] এই সকল [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

উৎসাহের সহিত ইহি স্কুলকে সবজীবন প্রদান করিতেছেন। ধর্মবিতাগের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর। আমরা অবেতবায় বরং স্কুলে যাইয়া প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিতের অধ্যাপনা নৈপুণ্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমরা এক্ষণে ঈশ্বর সমীপে স্কুলের সবজীবনদাতা এই শিক্ষক দ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

২। এবম্প্র এখানে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা। কৃষাণগণ মহা আহ্লাদসহকারে ধান্য বপন করিতেছে। কৃষকদিগের এই আহ্লাদ দর্শনে আমাদিগেরও আহ্লাদের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদ আসিয়া অন্তঃকরণ কালিমময় করে। হন্ত ভাগ্যগণ এই অদ্বিতেজী পরিশ্রম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিবে, জমীদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতির ঋণ পরিশোধ করিতেই তৎসমুদয় প্রায় নিঃশেষিত হইবে। অবশিষ্ট অংশ আবার সুদন্ত হোড় লেসে উড়াইয়া দিবে।

—:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্ট সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এক ব্রাহ্মণ আসাম হইতে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া বাটিগমনে আইসে। সেখান হইতে বাটী যাইবার নিমিত্ত এক খানা নৌকা ভাড়া করে। নৌকায় তিনজন চণ্ডাল আরোহী ছিল। অর্থ লোভে পাপিষ্ঠেরা নদীর এক নির্জ্জন স্থানে নৌকা লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ও তাহার মৃতদেহ নদীতীরে পুতিয়া রাখে। অনেক দিবস পরে হত্যাকাণ্ড প্রকাশ হইয়া ঐ নিষ্ঠুরেরা ধৃত হইলে ব্রাহ্মণের অস্থি ঐ নদীতীরে পাওয়া যায়। সেসনের বিচারে উক্ত পাপিষ্ঠদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

শ্রীহট্টে ১৬৮ টী প্রাইমেরী স্কুল হইবার জন্য আদেশ হয়। তন্মধ্যে প্রায় ১২৫ টী স্থাপিত হইয়াছে। বাকী অনেকটীও অল্প দিবসের মধ্যেই স্থাপিত হইবে। উক্ত স্কুল সকল পরিদর্শনার্থ এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সদরলাণ্ড সাহেব মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য সব ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। সেখান হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলেই উক্ত ইনস্পেক্টর সকল নিযুক্ত হইবে। আমরা ভরসা করি সদরলেণ্ড সাহেব উক্ত কর্ম্মে এজেলার লোকদিগকেই নিযুক্ত করিবেন। কেননা এজেলার লোক দ্বারা এ জেলার যতদূর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ভিন্ন জেলার লোক দ্বারা তত দূর হইবার নহে। বিশেষতঃ স্বদেশের কার্য্যে স্বদেশীয় লোকদিগেরই দাওয়া অধিক।

অত্রত্য বিশপ স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টের পরম বন্ধু মৃত মহাত্মা প্রাইস সাহেব এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন। কলিকাতার যেরূপ ডেয়ার সাহেব হইতে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হয় শ্রীহট্টেও সেইরূপ প্রাইস সাহেব হইতে বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হয়। তাঁহার স্কুল হইতে এই শ্রীহট্টের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যদিগের সাধারণ সভা।

গত ২ ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘণ্টার সময় বৃদ্ধ বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয়ের ভবনে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক সাধারণ সভা হয়। সমাজের ২২ জন সভ্য এবং অপর কতকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সোমপ্রকাশ হইতে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে, সকল সভ্যেরই কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তদনুসারে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজেরও কর্ম্মচারী পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে নিযুক্ত হইত। কিন্তু সভ্যগণের অমনোযোগ বশতঃ উক্ত নিয়মানুসারে কয়েক বৎসর কার্য্য না হওয়াতে পুরাতন কর্ম্মচারিগণ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করণার্থ গত বৎসর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা নূতন অধ্যক্ষগণের হস্তে সমাজের কার্য্যভার অর্পণ করেন নাই। আবার নূতন বর্ষ উপস্থিত। এক বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই সভা করা হইয়াছে। গত বর্ষের অধ্যক্ষগণ সমাজের কার্য্যভার আপনাদিগের হস্তে লইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এ বৎসর যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকেই বা কি করিতে হইবে ইহাও এই সভার বিবেচ্য।

পরে সভাপতি মহাশয় সভাকে জ্ঞাত করিলেন যে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল প্রস্তাব এই সভায় বিবেচ্য তাহাতে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অভিমত আছে। তৎপরে তিনি সম্পাদককে গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ এবং গত বর্ষের সাধারণ সভার পর উভয় বিবাদি দলের পরস্পর যে সকল পত্র লেখা হয় তৎসমুদয় সভায় অবগতির নিমিত্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করায় সম্পাদক তদনুরূপ কার্য্য করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাব করেন যে "সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ১২৮০ সালের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হন:—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু }
" প্যারীলাল ঘোষ }
" ঈশ্বরচন্দ্র দাস } অধ্যক্ষ
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক }
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক সম্পাদক"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহাই অবধারিত হইল।

শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক এই প্রস্তাব করিলেন যে " উক্ত কর্ম্মচারিগণকে সমাজের

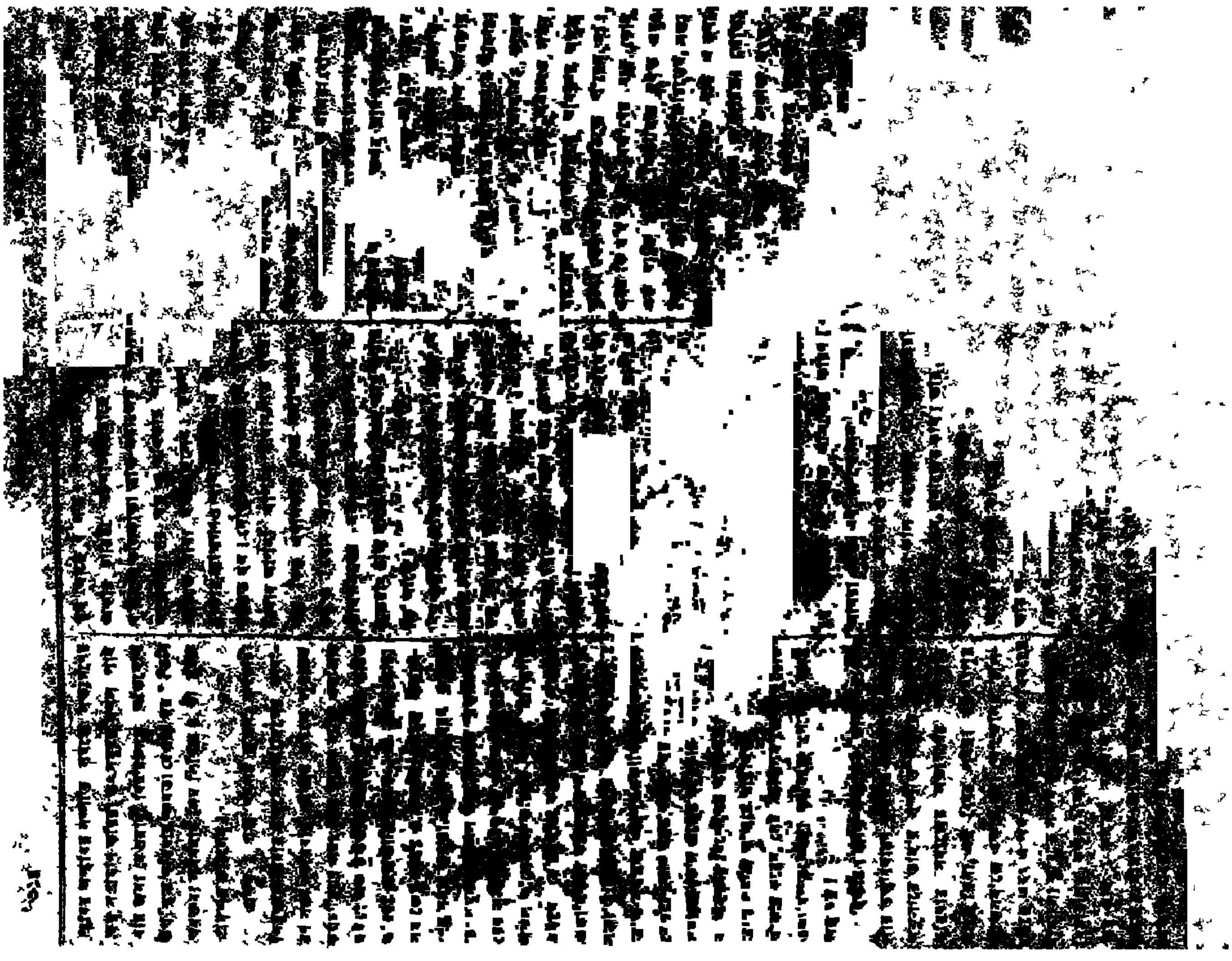

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে তাহাই ধার্য্য হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

আমরা গত ৭ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে ভেঁওথায় পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, গত ১৪ ই চৈত্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় ঐ, ম, দা, স্বাক্ষরিত জনৈক পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের মতে ভেঁওথায় না হইয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হওয়া বিধেয়। তিনি অবশ্য বিস্তরবদনে বলেন নাই। অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা তাহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সে অদ্ভুত যুক্তি এই—পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা গামী যাত্রিগণ শিবালয়ের ঘাটে খেয়া নৌকায় পার হয়, শিবালয় দিয়া ডাক ও সাধারণগম্য একটী রাস্তা গিয়াছে, শিবালয়ে একটী টেলিগ্রাফ্ আফিস আছে, অতএব পোষ্ট আফিস শিবালয়ে করাই কর্ত্তব্য। পত্রপ্রেরকের প্রদর্শিত কারণগুলি পোষ্ট আফিসের পক্ষে অনুকূল কি না বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে যে কারণে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়া থাকে, পত্রপ্রেরক তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। কেবল কতকগুলি প্রলাপবাক্যে বীর পত্র খানি পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রাস্তা আছে বলিয়াই কি শিবালয়ে পোষ্ট আফিস করা উচিত? সাধারণে রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানে যায়যায়। এই পথিকদিগের সহিত পোষ্ট আফিসের কি সম্বন্ধ? যাইবার সময়ে কি ইহারা চিঠী দিয়া পোষ্ট আফিসের আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে? শিবালয়ে একটী টেলিগ্রাফ আফিস আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই আফিস চিরস্থায়ী নহে। বর্ষাসময়ে পদ্মার বেগে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হয় বলিয়া গোয়ালন্দের অপর পারবর্ত্তী শিবালয়ে একটী স্বতন্ত্র আফিস করা হইয়াছে। কেবল বর্ষার কয়েক মাসই যাহার কার্য্য হইয়া থাকে। এই আফিসের সহিত ডাকঘরের কোন সম্বন্ধ নাই। শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলে পোষ্টের লাইনের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে যে ডাক ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়, তাহা যেমন গোয়ালন্দের ডাকঘরে না যাইয়া বরাবর পদ্মাপার হইয়া চলিয়া যায়, শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলেও সেইরূপ চলিয়া যাইবে। সুতরাং ইহার সহিত পোষ্ট আফিসের সংস্রব কোথায়? পত্রপ্রেরক এক স্থলে বলিয়াছেন, শিবালয় যেরূপ গুলজার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখানে একটী পুলিস ষ্টেষণ স্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আমরা পত্রপ্রেরকের এইবাক্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শিবালয় কিসে গুলজার হইল? শিবালয়ে একটী অর্দ্ধক্রোশ সাধারণগম্য পথ ও মট চন্দ্রের মত এক খানি দোকান আছে মাত্র। পক্ষান্তরে ভেঁওথায় একটী বৃহৎ বাজার ও স্কুল আছে। শিবালয় অপেক্ষা ভেঁওথায় বহুসংখ্য ভদ্র লোকের বাস। ভেঁওথায় প্রত্যহ অনেকসংখ্যক ডাকের চিঠিপত্র আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। শিবালয়ে কয়খানি ডাকের পত্র যায়? কয়খানিই বা তথা হইতে প্রেরিত হয়? এটী আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভেঁওথায় যে একটী ডাক ঘর আছে, তাহাতে প্রতি মাসে ২০।২৫ টাকা আয় হইয়া থাকে। এই রূপ লাভ দেখিয়াই ঢাকা বিভাগের ইন্সপেক্টার পোষ্ট মাষ্টার ও আকরগঞ্জের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার ভেঁওথায় পোষ্ট আফিস স্থাপন করিতে পোষ্টমাষ্টার জেনরেল মহোদয়কে অনুরোধ করিয়াছেন। বার্ত্তাবহ বিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ যখন ভেঁওথাকে পোষ্ট আফিস স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সহায় পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার নিষ্ফল চীৎকার করা বিড়ম্বনামাত্র। কলতঃ শিবালয়ে এমন কোন লাভই নাই যাহাতে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইতে পারে। যাহারা কেবল রাস্তার দোহাই দিয়া পোষ্ট আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা অদূরদর্শী ও অমিতব্যয়ী আর নাই।

পত্রপ্রেরক এক স্থলে বলিয়াছেন, শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলে ভেঁওথাবাসিগণের অনেক সুবিধা হইবে, কারণ ভেঁওথা আকরগঞ্জ অপেক্ষা শিবালয়ের অধিক নিকটবর্ত্তী। এটী ছোট খাট্য সন্দেহ নাই। এইরূপ ছোট খাট্যে অপরের চক্ষে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করা সামান্য প্রগল্‌ভতার লক্ষণ নহে। পত্রপ্রেরক যে.প ভেঁওথাবাসিগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ শিবালয়বাসিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছি, ভেঁওথায় পোষ্ট আফিস হইলে শিবালয় বাসিগণের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, কারণ শিবালয় আকরগঞ্জ অপেক্ষা ভেঁওথার অধিক নিকটবর্ত্তী॥

আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভেঁওথায় পোষ্ট আফিস স্থাপনের উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছি। পত্রপ্রেরক একত্ত হৃদয়ে তাহার প্রতিবাদ করুন, তাহাতে আমাদিগের কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু তিনি পত্রমধ্যে যেরূপ চপলতা ও অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিরক্তিকর ক্ষোভের হইতেছে। প্রতিবাদ করিয়া অমত দৃঢ়তর করিতে হইলে যথোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক প্রতিবাদ সময়ে এই গাম্ভীর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। অবৈধ বিদ্রূপিত প্রতিবাদ কি জবরদস্তী ও সিদ্ধান্তের প্রদর্শক হইয়া থাকে? ইহাতে কি প্রতিবাদকর্ত্তার নিরবচ্ছিন্ন মূলাজ্ঞতা পরিস্ফুট ও ওপনমুখ অপসৃত হয় না?

পরিশেষে আমরা পত্রপ্রেরককে জানাইতেছি ভেঁওথা বলিলে রাজবর ঘাটঘর, ও দয়াজঘর এই তিন খানি গ্রাম বুঝাইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ক স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক রাজঘর ভেঁওথা, ঘাটঘর ভেঁওথা প্রভৃতি নামে গ্রাম অভিহিত হয়, কিন্তু এক্ষণে ঘাটঘর ভেঁওথা নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রেও ঘাটঘরকে ভেঁওথা বলিয়া লেখা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঘাটঘরে যেসওয়ে কোম্পানির যে একটী ষ্টেষন ছিল, তাহার নামও "ভেঁওথা হল্ট

রেজিষ্টার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

২১ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততে প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ৭ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১৯ এ মে।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—•—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ১০ আনা।

শ্রীতারাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—•—

"ভক্তি রসাত্মক" জীব গোস্বামীর টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত সংখ্যাভুক্তমে মুদ্রিত হইতেছে, ইহার ২ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা ডাক মাশুল এক আনা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ নিম্নলিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকালিদাস নাথ
কলিকাতা বড়বাজার
কাঁসারি পটী।

—•—

ধনিদিগের প্রতি।

বিক্রয়ের নিমিত্ত—বহু মূল্যের বাটী ভেলহাউসি স্কোয়ার এবং মিরজা রো এই দুইয়ের মধ্যে রাস্তার উপর বিক্রয় আছে, এক্ষণে মজুদাতে মাসিক ভাড়া ১৪০০ টাকা।

১৮৬৪ অব্দ মার্কটেল এণ্ড বরন কে আপিসের দ্বারা নির্ম্মিত, যে সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আছে সে সমুদায় উত্তম কাষ্ঠের।

অন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর।

বাটীর গবর্ণমেণ্ট পেপর অফিস ডিপার্টমেণ্টের সম্মুখস্থিত।

এই স্থানের আপিসের ভাড়াটে মূল্য বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

২ ভেলহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা। } আর, সি লেপেজ (সিলিয়র)

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতা গণকে জানান যাইতেছে যে, যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সমবৎ বিচারের ভার সুচবিহার স্কুল সমূহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও চাকলে কাকেমীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাগুক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ
১১ ই চৈত্র
} শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় দ্বিতীয় মুন্সী কাকিনীয়া রাজবাটী।

—•—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির

তাত্ত্বিক নির্ণয় তন্ত্র।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-হোটেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সুবিধাজনেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা। দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত দুই টাকায় পাওয়া যায়। ধাত্রীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের

"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রাহকেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

গ্রাহকের নাম ধাম } শ্রীমহীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্টর

সোমপ্রকাশ।

৭ ই বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী স্বামিকায় হইতে রক্ষিত হইবে কিনা?

(পঞ্চম প্রস্তাব)

অদ্যকার প্রস্তাবের প্রারম্ভেই একটী সরল যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া কেমন অন্যায় বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা না বুঝেন শাস্ত্র না জানেন দেশাচার। এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, বিবাহসংস্কারের পর স্ত্রী পতির সহিত একগোত্র ও একশরীর হইয়া যায়। স্ত্রীর কিছুই স্বতন্ত্র থাকে না। পতির ধর্ম্মই ধর্ম্ম, পতির অর্থে অর্থ। পতির সুখে সুখ, পতির দুঃখে দুঃখ। এরূপ একটী দৃঢ়তর ধারণা সহকারে উঠে যে স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকে, পাতিব্রত্যাদি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহার বিচ্ছেদ হয় না। পতির মৃত্যুতেও তাহা অচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। সেই অচ্ছিন্নতা জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ভর্ত্তৃ শয়ন পালন ও পতির স্বর্গার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ এই ইষ্টসম্বন্ধবন্ধনের মূল, ব্যভিচার দোষ ঘটিলে তাহার অপবিত্রতা জন্মিয়া তাহার যে বিচ্ছেদ হইয়া যায়, সহজে কি তাহা বুঝা যাইতেছে না? শাস্ত্রকারেরা বলেন "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে। দারকর্ম্মণি ভার্য্যাত্ব সম্পাদকে কর্ম্মণি। মৈথুনে মিথুনশব্দ যোগাচ্চ স্ত্রীপুংসসমূহে আধান পুত্রোৎপাদনয়োর্ন প্রশস্তা। অতএব ভর্ত্তারমুদ্বহেৎ কন্যা মৃতিঃ। ন দুষ্টং দুষ্টমিত্যাহুর্দুষ্টিদ্বী দুষ্টদূষণে। তদা হি প্রভিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। অসগোত্রাং প্রশস্তে দারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। বয়ে বয়াৎ পিতাদ্যেনাং ভ্রাতাবাসুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ। নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং। পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে। পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতোবা মৃতস্য বা। পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং। কামন্তু ক্ষপয়েৎ দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু। আসীতাং মৃতিতন্ত্রেত লাক্ষাদারে চ মূর্ত্তিতঃ। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা ভার্য্যা পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।"

যে স্ত্রী মাতার অসপিণ্ড ও পিতার অসগোত্র, সে দারক্রিয়া ও স্ত্রীপুরুষ সাধ্য আধানাদির ও পুত্রোৎপাদনাদি কার্য্যে প্রশস্ত। যুবককে যুবা বলে না, যুবতীকে যুবতী বলা যায়। পুরুষ সেই যুবতীর সহিত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল ভোগী হয়। নারী সপ্তপদী গমনের পর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। পিতা যাহাকে কন্যাদান করেন, তিনি যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কন্যা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না অর্থাৎ পরপুরুষ গামিনী হইবে না। স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ ব্রত ও উপবাস নাই। পতির শুশ্রূষাবলেই তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। স্বামী জীবিত থাকুন আর মৃত্যুমুখে পতিত হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। স্ত্রী পুষ্প ফল মূলদ্বারা স্বয়ং দেহ পাত করিবে, তথাপি পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না। বেদে স্মৃতি শাস্ত্রে লোক ব্যবহারে পণ্ডিতেরা পত্নীকে পুণ্যাপুণ্যের সমফলভাগী শরীরার্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন পতি ধনে পত্নীর অধিকার জন্মিয়াছিল, ব্যভিচার নিবন্ধন যদি সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার হস্তে ধন থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, পাতিব্রত্য স্বর্গপ্রাপ্তির একটী কারণ। ব্যভিচার পাতিব্রত্যের কারণ। এ যুক্তিতেও ব্যভিচারিণী বিধবার হস্তে পতির উত্তরাধিকারলব্ধ ধন রাখা সঙ্গত হইতেছে না। ব্যভিচার নিবন্ধন যে পাতিব্রত্য জন্মে, মহাভারতকার স্পষ্টাক্ষরে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠকগণ একবার দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যানটী পাঠ করুন। দীর্ঘতমা কহিতেছেন:—

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা মম লোকে [illegible]তা। এতএব পতির্ভার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণং। মৃতে জীবতি বা ভর্ত্তরিত্যেষাং প্রাপ্তুয়াৎ নরং। অতিক্রমা তু যা নারী পতিব্যক্তি ন সংশয়ঃ। অপতীনাঞ্চ নারীণামধর্ম্মঃ প্রেত্য চেহ চ। যদ্যস্তি চেহ যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বং বৃথাভোগায় তস্য তাঃ। অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ।

আজি অবধি আমি এই নিয়ম করিলাম, পতিই স্ত্রীর যাবজ্জীবন দেবতা। স্বামী মরিয়া যাউক আর জীবিত থাকুক এ। অন্যপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে না। নারী অন্যপুরুষগামিনী হইলে নিঃসংশয়

পতিত হইবে। আমি অবশ্য, যদি হীন জাতীয়া অথবা পুরুষ বারিনী হইলে তাহার পৈতৃক সম্পত্তে যদি কিছু ধন থাকে, তাহা ভোগ করিতে পাইবে না। তাহার শিক্ষা অবশ্য ও লোক নিন্দা হইবে।

পাঠকগণ দেখুন, বীর কন্যাগণকে সেই ব্যভিচারিণীদিগকে ধর্ম্মাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন।"

আমাদিগের ইউরোপীয়দিগের পতি ধর্ম্ম যদি অভিপ্রেতপূর্ব্বক বিচ্ছেদলাভ সংক্ষ ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, তাঁহারা কখনই ব্যভিচারিণী স্ত্রীর হস্তে ধর্ম্মাধিকার নিহিত হইতেন না; আমাদিগের দেশে কারেরা ব্যভিচারী স্ত্রী পুরুষ দেখিলেই তাহাকে দণ্ড করিতেন। পরে স্ত্রী ধর্ম্মের কর্ণা মূলে থাকুক এখনও অনেক স্থানে শাস্ত্রের শাসন নিহিত ও প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। প্রায়শ্চিত্ত বিবেককর্ত্তা অঙ্গিরাঃ পাঃ ম্মৃতি লিখিয়াছেন:—

"অথ বেশ্যাধমনপ্রায়শ্চিত্তং।
ত্রয় সপ্তাঃ। পত্ত বেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে। ভ্রূণ বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যং তদর্দ্ধং বেশ্যায়া দেয়া। ওঙ্কার সহিত গমনে, অতাধিক দুই প্রাজাপত্যেন চরেৎ সর্ব্বথা পঞ্চরোত্তং ইত্যাপস্তম্ব বেশ্যাং চান্দ্রায়ণং।"

সম্প্রতি বেশ্যাধমনে প্রাজাপত্যের বিধি দিয়াছেন। যদি প্রাজাপত্যকরিতে সমর্থ না হয় তবে তাহার অর্দ্ধ দেয় বলিয়া বেশ্যা গমনে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বেশ্যা গমন করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য। কাজেই বেশ্যা বেশ্যাগামী, পুরুষের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তের প্রাজাপত্য বিধি [illegible]

করিতেন প্রজারক্ষক তাঁহাকে সুরাচার বলিয়া গণনা করিতেন। সাধারণের কোন প্রকার কষ্ট অথবা অমঙ্গল হইলে তাঁহাকে তাহার দায়ী হইতে হইত। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর মূল এই:— "রাজা ভাল করিতে পারেন, মন্দ করিতে পারেন না" এদেশেরও শাসন প্রণালীর ঐ মূল ছিল; আমাদিগকে বহু শতাব্দীকাল বিদেশীয়দিগের আক্রমণ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে সত্য কিন্তু রাজার প্রকৃত কার্য্য কি, এবং প্রজাদিগকে কতদূর রক্ষা করা ও কতদূর তাহাদিগকে রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা দেওয়া রাজার উচিত সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বিস্মৃত হই নাই। বিস্মৃত জাতির ধৈর্য্যগুণ সর্ব্বকাল শ্লাঘিত।। যাঁহারা আমাদিগের এই ধৈর্য্য গুণ দেখিয়া ভাবেন যে আমরা শাসন কর্ত্তার যথেচ্ছাচারিতাকে তাঁহার স্বাভাবিক স্বত্ব বলিয়া জ্ঞান করি, তাঁহারা অতিশয় ভ্রমে পতিত হন। যেখানে আমাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে আমরা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন কালাবধি শাসন কর্ত্তা ও প্রজার পরস্পরের সম্বন্ধ-ঘটিত আমাদিগের সংস্কার অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। আমরা এই ধৈর্য্য গুণে সহস্র কষ্টে পতিত হইয়াও এককালে হতাশ হই না। কবে আমাদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইবে আমরা সেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই লার্ড কর্ণওয়ালিস প্রভৃতি সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থার যে সংস্কারের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এত কাল পরে তাহার অপলাপের চেষ্টা হইতেছে।

কায়েল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষপাতী, তাহার স্বরূপটী কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রজার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক, কোন প্রণালীই তাহার অপলাপ করেন না। বস্তুতঃ যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করিতে না পারেন, তাহাদিগের নিজের জীবন বিফল। এক ব্যক্তি অপরের উপরে অত্যাচার অথবা তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিলে সকল প্রণালীতেই নিপীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। তবে যেখানে আইনের মহিমা অধিক, সেখানে বিচারের নিয়ম অধিক বিকসিত; সিধাসাদা ভালপ্রভৃতি ধরিবার উপায় বিস্তৃত। এ প্রণালী অনুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে অধিক বিলম্ব হয়। উত্তম ফললাভ করিতে হইলে বিলম্বের প্রয়োজন হয়। কায়েল সাহেব কি বলিতে পারেন "কে কাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইল, বা কে কাহাকে প্রহার করিল আমরা তাহা দেখিবার প্রয়োজন রাখে না। আমি যে শাসনকর্ত্তা তাহা সকলে স্বীকার এবং আমি যে আজ্ঞা দিব, বিনা প্রশ্নে তাহা সকলে শিরোধার্য্য করিলেই ব থষ্ট হইল।" তিনিও সুবিচার বিতরণ করিবার অভিলাষী সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিচার ভিত্তি দুই কথায় সারিতে চান। একণে এক আকারে বিবাদ ঘটনা হয় না। প্রত্যহ নূতন নূতন ও ভয়ানক জটিল মকদ্দমা হইয়া থাকে। অথ পৃষ্ঠে বসিয়া এ সকলের মীমাংসা করিতে পারেন এমত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ বিনা শিক্ষায় এ কাজ হয় না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কায়েল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা সমাজের উন্নতির অনুরূপ নহে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একান্ত ইচ্ছা এই যে শাসনকর্ত্তৃগণ বঙ্গদেশের সর্ব্বে সর্ব্বা হন, বঙ্গদেশ তাঁহাদিগের দ্বারাই শাসিত হয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, বঙ্গদেশ বিচারালয়ের দ্বারা শাসিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট সমাজ মাত্রেরই এই অবস্থা। বিচারালয় দ্বারা শাসনকি বাঞ্ছনীয় নয়?

চারালয় কি রাজার প্রতিনিধি নহে? আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের হস্তে ফৌজদারী বিচারের ভার অধিকাংশ সমর্পিত আছে। কিন্তু লোকে বিচারকালে তাঁহাদিগকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে, প্রধানতম বিচারালয়ের অধীনস্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এ সংস্কারকে কি কেবল গেজেটের বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? কায়েল সাহেব যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, যথেচ্ছাচারিতা তাহার আভরণ। কিন্তু লোকে সে যথেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন না। তাঁহারা আইন ও আদালত দ্বারা শাসিত হইবার বাসনা করেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট বুঝা যাইবে স্বয়ং লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকেও আইন ও আদালতের নিকটে মস্তক নত করিতে হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মনে করিলে কি কাহার ভূমি কাড়িয়া লইতে পারেন? কোন মাজিষ্ট্রেট কি বিনা বিচারে কাহার দণ্ড দিতে সমর্থ হন? তবে কায়েল সাহেবের শাসন প্রণালীর এই ফল হইয়াছে পুলিসের অত্যাচার বাড়িয়াছে। হাবড়া পুলিস প্রভৃতির অত্যাচার ইহার প্রমাণ। শাসন কর্ত্তা স্বয়ং যখন বিচারপতিদিগকে অবমাননা করিবার চেষ্টায় আছেন, তখন পুলিস যে তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। তিনি দোষ স্বীকার করাইবার নিমিত্ত পুলিসের দৈহিক যন্ত্রণা দানকে "আগ্রহাতিশয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পুলিস যে এই ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। মাজিষ্ট্রেট মিলার একজন সার্জ্জিকে মুখের

গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হইলে তাঁহারা যে উপেক্ষা করিবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। আমরা শুনিলাম, ঐ বাঁধটী বাঁধিতে অধিক ব্যয় নয়। ২। ৩ হাজার টাকা হইলে বাঁধটী হইতে পারে। এই সামান্য ব্যয়ের নিমিত্ত ৪। ৫ খানি গ্রামের প্রজা উৎসন্ন হয় ও প্রায় ১০০০০ দশ হাজার বিঘা জমী পতিত হইয়া বন হইয়া যায়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। রাজা থাকিতে প্রজার এত কষ্ট ইহা কোনক্রমেই সহ্য হয় না। প্রজারা একবার আলীপুরের জইণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে আনিয়া আপনাদিগের দুরবস্থা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারাতে উহাদিগের দুরবস্থা দূর হয় নাই। এই নিমিত্তই আমরা উপরে কহিলাম, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে প্রজার দুঃখ দর্শন বিষয়ে চক্ষু কর্ণ উভয় হীন হইয়া থাকেন।

জন ইুয়ার্ট মিলের মৃত্যু।

"দাতা শতংজীবতু" এটী চির প্রসিদ্ধ আশীর্ব্বাক্য। দানশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে ইহা কাহারই প্রার্থনীয় নহে। বিবেকশীল ব্যক্তি মাত্রেই দাতার মৃত্যুকে দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হন। বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু দাতার অপেক্ষা শতগুণ অধিক শোচনীয়। দাতৃগণ যে সকল বস্তু দান করেন, কালে তাহার ক্ষয় হয়, এবং পৃথিবীর সকলে তাহার ফল ভোগী হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি যে অমূল্য বস্তু দান করেন, কোন কালে তাহার ক্ষয় হয় না, এবং পৃথিবীর সমুদয় লোকে চিরকাল তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু ইংলণ্ডের যেরূপ হইয়াছে, আমাদিগেরও সেইরূপ দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ দর্শন ও বিজ্ঞান বিদ ব্যক্তি। তিনি স্ত্রীজাতির উন্নতির অতিশয় সপক্ষ ছিলেন। রমণীগণ পুরুষদিগের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হন, তাঁহার আন্তরিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নূতন প্রকার মত প্রচার হওয়াতে নানা জনে তাঁহার বিষয়ে নানা প্রকার শঙ্কা করিতেন। জগতের চলিত মত ভয় বৈপরীত্য দর্শন করিলে লোকের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হওয়া অনৈসর্গিক নয়। অনেকে তাঁহার নাস্তিকতা শঙ্কা করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নাস্তিক ছিলেন না। তিনি স্বয়ংই কহিয়াছিলেন, তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার এক খানি হইতেও নাস্তিকতাগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে না।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক জেমস মিলের পুত্র। ষ্টুয়ার্ট মিল, কখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। তিনি কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনয়নম্র ও হৃদয় উৎসাহ পূর্ণ ছিল। তিনি অতি ধীরে ধীরে কথা কহিতেন।

যবনিকা পতন।

হাবড়া পুলিষ ঈশ্বর মাপিত ও তাহার কন্যাকে লইয়া যে অভিনয় করেন, আজি তাহার যবনিকা পতন হইল। অত্যাচার বৃত্তান্তটী বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ বিস্মৃত হইয়া থাকেন, এই আশঙ্কায় বৃত্তান্তটীর পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ঐ অত্যাচারের যে ফল ফলিয়াছে অদ্য তাহা পাঠকগণের গোচর করা গেল। ঈশ্বর মাপিতের কন্যা মোহিনী পুলিষের হেড কনষ্টেবল কৈলাস মণ্ডলের সহিত ব্যভিচারিণী হয়। ঈশ্বর এবিষয় জানিতে পারিয়া এক দিবস উহাদিগের উভয়কে ভর্ৎসনা করে। ইহাতে কৈলাস কুপিত হইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে। পরে অকস্মাৎ এক দিন মোহিনী অন্তর্হিত হইল। কৈলাস তারাচাঁদ নিমচাঁদ ও সর্জ্জন পাণ্ডেন প্রভৃতি কয়েকজন পুলিষের সহায়তা ঈশ্বর তাহার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। ঈশ্বর হাজতে গেল, অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। মোহিনী পিতাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া নেপথ্য হইতে বহির্গত হইল। সকলে মৃতমোহিনীকে জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আদালত অপ্রতিভ হইয়া ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া পুলিষকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। কৈলাস প্রভৃতিকে সেসিয়নে প্রেরণ করা হইল। কৈলাসের ৯ নিমচাঁদের ৬ এবং তারাচাঁদের ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যদি আমরা বিচারপতি হইতাম ইহার অপেক্ষা গুরু দণ্ড বিধান করিতাম।

জমীদার দর্পণ (১) গ্রন্থখানির জমীদার দর্পণ নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদিগের দায়রার বিচার ও জুরি প্রণালী প্রভৃতির শোচনীয় দশা দর্শনের দর্পণভূত হইয়াছে। সেসন আদালত ধরিয়া প্রেরই যম। কিন্তু যাহার অর্থবল আছে তাহার রক্ষাকর। গল্পটী অতি সামান্য। কিন্তু মফস্বলের জমীদারেরা আজিও যেরূপ অত্যাচার করে এবং অত্যাচারকারিরা বিনা দণ্ডে যেরূপ অব্যাহতি পায় তাহা অসামান্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা কৌতূ-

(১) শ্রীযুক্ত মীরমশ রফ প্রণীত, সিমুলিয়া ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট স্থ বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৷০ আট আনা।

যষ্টিগ নায়ক একজন কিরিঙ্গি গোমেস নামে এক অবিবাহিতা যুবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গুলি পরে ছুরিকাঘাত আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে। শুনা গেল তাঁহার গোমেসকে বিবাহ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, গোমেসের মাতা সম্মত না হওয়াতে সে পাষণ্ডের ন্যায় এই কাণ্ড করিয়াছে। ওয়াকোপ সাহেব কি বলেন, ইহা দ্বারা কি ভুরাস্ত গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে না?

লাহোরস্থ সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কাশ্মিরে সহিত খিবার একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। খিবালেরা পরাজিত হইয়াছে কিন্তু তাহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালের অবসর বুঝিয়া কাশীরদিগকে আক্রমণ করিতেছে। সিংহ শৃগালের যুদ্ধ ধর্ম্মে আমোদ হয় না।

শকট সিংহ চম্বার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে সিমলায় গিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। সম্প্রতি চম্বার বর্ত্তমান রাজা তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় লর্ড মর্ডক্রক শকট সিংহের এই আবেদনের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

আমাদিগের একজন সহযোগী লিখিয়াছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া ৩০০ টাকা লইয়াছে। স্ত্রীর বয়স ১৯। ১০ বৎসর হইবে। সে স্ত্রীর মাতা ও মামার সহিত যোগ করিয়া এই কার্য্য করে। স্বামী স্ত্রীর মাতা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বিবাহ সম্প্রদান করে। বিবাহের পর সমুদায় প্রকাশিত হয়। তাই বলিয়া পরিচয় না দিয়া পিতা বলিয়া পরিচয় দিলে কিছু অধিক রসাল হইত।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন ছোট আদালতের হুকুম ডিক্রী অনুসারে খোলার ঘর বিক্রীত হইতে পারিবে না। সকল দরিদ্রের দুই এক খানি খোলার ঘর ভিন্ন আর কোন সম্বল নাই তাহা বিপদ আপদ পড়িলে উহা বন্ধক দিয়া টাকা লইত। এই রীতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হাইকোর্ট যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে কেহ আর তাহাদিগকে খোলার ঘর বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবে না। ইহাকেই বলে হিত করিতে গিয়া বিপরীত করা।

১লা চৈত্র মঙ্গলবার।

গার্ডিয়ান নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে গত মার্চ্চ মাসের এক সপ্তাহ মধ্যে লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কব্যবসায়ে ব্যক্তি স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া ১০০০০ টাকা জমা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধনশালিতা ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় হইতেছে সন্দেহ নাই। আমাদিগের একটী ক্ষোভ হয়, ইংলণ্ডের ধনস্রোত আফ্রিকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু অধীন ভারতবর্ষের দুঃখে ইহাঁর দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে এক স্থানে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদার সংগৃহীত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা অগ্নিকাণ্ড জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষাদিতে মারা গেলেও ইংলণ্ডকে এক পয়সা দিতে দেখা যায় না।

গত সোমবার আলীপুরে একটী অতি সাহসিক চৌর্য্যক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রিতে যখন বড় বৃষ্টি হইতেছিল সেই সময়ে চোরেরা জজ আদালতের থানার প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫।৬ শত টাকার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস যেমন করিয়া থাকেন, অনুসন্ধান করিতেছেন। এই সকল স্থানে চুরী করাতেই চোরের বাহাদুরী প্রকাশ হয়। মুহুরিটীকের পর্জ্জিলক চুরি করিতে গিয়া কহিয়াছিল, এরূপ সিঁদ কাটিতে হইবে যে কল্য প্রাতঃকালে সকলে দেখিয়া যেন প্রশংসা করে।

সেদিন এডেনে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

গত কলেয়ার ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতার পত্রে একটী চমৎকার ভুল হইয়াছে। "বার মিনিষ্টার" স্থলে "ওয়ার মিনিষ্টার" হইয়াছে। এটী "জয়দেবের গীত গোবিন্দ" স্থলে বোপদেবের বিষ্ণু ভক্তীর" ন্যায় হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বার্জ্জলণ্ডের প্রায় ১৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হুগলিস্থ মাদকস্থানে পর্য্যবেক্ষণার্থী হইয়া গমন করিয়াছেন। কাজ যদি হউক না হউক, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আসা যাওয়া এই ইহাঁর প্রধান গুণ।

এবৎসর মাঘোৎসবে পার্ব্বতীয় মেলার কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লণ্ড বর্ধক অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহা দেখিতে ছিলেন। এই মেলায় বিক্রয় হইয়া থাকে। যে স্থানে স্ত্রী দের সেই স্থানে ইংরাজ দিগের বড় জমতা হইয়াছিল। স্ত্রীগুলি ৭০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের হাতে কৌতুক হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদিগের এসংসারে কৌতুক হইতেছে না। আমরা এখানে প্রতিদিন বিদ্যার্থিদিগের কন্যা ক্রয় বিক্রয় দেখিতেছি।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুইজন টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী একটী টেলিগ্রাম না পাঠাইয়া প্রেরককে পাঠাইয়াছি বলিয়া উহার নিকট হইতে পয়সা লয়। উক্ত কোম্পানির পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহাদিগের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। যাহারা চাকুরী করিতে গিয়া উপরিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের এই রূপ চর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। তথাপি কেহ উপরিলাভের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহাই আশ্চর্য্য। অথচ আশ্চর্য্য কি? যে বেতন দেওয়া হয়, চুরি না করিলে চলে না।

গত ডিসেম্বর মাসে কোন ডিপার্টমেণ্টের অথর সেক্রেটারি পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এই বলিয়া এক পত্র লেখেন যে পার্থিবিজ্ঞান, মানসিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজী গ্রন্থ সমুদয় দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত হয় লর্ড মর্ডক্রকের অভিপ্রেত। কিরূপে এই অভীষ্ট সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ডেবিস সাহেবের মত জিজ্ঞাস করা হয়। যাঁহারা এই অনুবাদ করিবেন তাঁহা উৎকৃষ্ট হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুবাদ কর্ত্তাকে

[illegible] ও সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি উৎসাহিত করিবেন। এই পত্রের এক এক খণ্ড উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং বঙ্গদেশের সেই সেই অংশের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। [illegible] এজন্য [illegible] ছয় আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

[illegible] ক [illegible] সংখ্যা [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] উচিত। [illegible] হয় না। এ পত্রের কেবল [illegible] ব্যয় হইতেছে। উকীল [illegible] [illegible] ডাক্তার, উকীল, [illegible] [illegible] এই পত্রিকার গ্রাহক হইতেছেন। [illegible] [illegible] হইলে ত আর উপায় থাকিবে না।

[illegible] রাজপুত পত্রিকাসম্পাদকের [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য [illegible] গিয়াছেন।

মার্চ ও এপ্রিল [illegible] পাওয়া [illegible]।

[illegible] বর্ত্তমান [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] সম্পাদক [illegible] মহাশয় উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

২য় বৈশাখ [illegible]।

এবার বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ [illegible] যে [illegible], তাহাতে [illegible] এক মাসের [illegible] অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা [illegible] টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। এই [illegible] লাভ দেখিয়া পরমেশ্বরের [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। আমাদিগের পরমেশ্বরের [illegible] যে [illegible] লাভ আছে তাহা বলি লোকের [illegible] অবিশ্বাস হয় তাহাতে আমরা [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [

ত্রিপুরার অন্তর্গত সারদাঙ্গের রাজা রাম গোপাল মাণিক্য তাঁহার স্বীয় রাজ্যে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন এবং উহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ১২৫০০ টাকা প্রদান করাতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এ বিষয় গেজেটে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেকে কেবল ধন্যবাদে তৃপ্তিলাভ করেন না। ইঁহাকে একটী উপাধিদান করিলেন না কেন? আজি কালি উপাধির ভয়ানক ছড়াছড়ি যাইতেছে।

১০ই যে পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় উত্তিষ্যা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র প্রায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার স্থানে স্থানে আরো কতক বৃষ্টি আবশ্যক। ২৭ এ এপ্রেল লওয়া খালিতে অতিশয় ঝড় হইয়া অনেক বৃক্ষ ও গৃহাদি পতিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে জ্বর ওলাউঠা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। সকল স্থানেই প্রায় এই তিন পীড়ার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

গত মার্চ্চ মাসে হুগলী পোষ্ট আফিস হইয়া একটী জীরকাঙ্গুরীয় আইসে, কুক কেলবি কোম্পানি ইহা পাঠান। ফেলিক্স ম্যাকিয়র নামক এক ব্যক্তি উহা গ্রহণ করাতে উক্ত কোম্পানি তাহার নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। পুলিস ইনস্পেক্টর প্রাট সাহেব ঐ ওয়ারেণ্ট লইয়া পূর্ব্ব তারিখে বর্দ্ধমান রেলওয়ের যাত্রে নামক একজন গার্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে হাজতে দেন, পরে তাহার বাটীতে খানাতল্লাসি করিয়া কিছু না পাওয়াতে তাহার জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ এই, ফেলিক্সের সহিত এই গার্ডের অবয়বগত কতক সৌসাদৃশ্য আছে। অঙ্গুরীয় লইল একজন, পুলিসের ভ্রমে হাজতে গেল আর একজন, তাহার সেই অপমান কষ্ট অর্থনাশ প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ করে কে? এই সংবাদটী পাঠ করিয়া পূর্ব্বকার একটী গল্প আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এক ব্রাহ্মণ ধোবার বাটীতে কাপড় দিয়াছিলেন। ধোবার দৌরাত্ম্য চিরকালই সমান। কাপড় দিতে অনেক বিলম্ব হইল। ব্রাহ্মণ অতিশয় কুপিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ অতিশয় কুপিত হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া আছেন, এমন সময়ে আর একজন ধোবা সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ যেমন শুনিলেন ধোবা আসিয়াছে, অমনি উঠিয়া গিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ধোবা অবাক হইয়া রহিল, নিকটস্থ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণকে নিবারণ করিয়া কহিল যে ধোবা আপনার কাপড় লইয়া গিয়াছে, এ সে ধোবা নয়। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন এ যে সে ধোবা নয়, আমি এ বিবেচনা করি কখন। আমাদিগের রেলওয়ে কর্ম্মচারিরাও যে সেইরূপ বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না, এটী সান্ত্বনা করিবার কথা নহে।

সম্প্রতি হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, হিরাটের গবর্ণর মহম্মদ ইসুফ খাঁ আবদুল রহমনকে গোপনে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি আমীরের বংশ ধ্বংস করিবার কল্পনা করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন এবং যদি সুবিধা হয় আবদুলের পৈতৃক রাজ্যও জয় করিয়া লওয়া হইবে। দুর্ব্বি স্থানের রাজা সিদ্ধান্ত বিলাস পরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছেন, তুর্কিস্থানিরা অন্ধকারময় আবদুলকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুর্কি স্থান গ্রহণ করিয়া আবদুল ও আজুম খাঁ উভয়ে একত্র হইয়া কাবুল আক্রমণ করিবেন। আবদুল রহমন ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, যাহাতে এই সকল কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় তিনি তাহারই অবসর প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আবদুল রহমন ও আজুম খাঁ হইতে সিয়ার আলীর অনেক বিপদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র বসু ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক অবাক হইয়াছেন। অবাক হইবারই কথা। ইহা কেই বলে বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়ান। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্মে মুক্তমন্ত্র গেল, এখন অনেকেই বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবেন।

এসপ্তাহে মফস্বলিদিগের দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমাদিগের অনুরোধ এই সম্পাদক ষ্টীমবত বাঙ্গালা লিখিবার বিষয়ে যেন কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেন।

মূল্য নামক একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সমাচার পত্র এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এক পয়সা মূল্যে কাগজ চলিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অধিকসংখ্যক লোকের লেখা পড়ার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে এটী তাহার প্রমাণ।

সিরাজগঞ্জ পুলিস কোর্টে কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর ভিন্ন আর একজন মাজিষ্ট্রেট হইলেন। মফস্বল আলমার আলী উক্ত কোর্টে অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছেন। যত বিচারপতির পদ বাড়ান হইতেছে তত মকদ্দমা বাড়িতেছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।

৩রা মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৮১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ২০০ ছিল।

৪ঠা চৈত্র শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান মেটস্‌ম্যান বলেন, সম্প্রতি পুনাতে একজন অস্ত্রচিকিৎসক আসিয়াছেন। এব্যক্তি অসাধারণ কলি। ইহার বিশেষ গুণ এই ইহাকে কবিজার্ড প্রদান করিলে ইনি তৎক্ষণাৎ অপরার্দ্ধ পূরণ করিয়া দিতে পারেন। জগদীশ্বর কবিত্ব শক্তিদ্বারা ইহার দর্শনশক্তির ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ মেল টাইমস বলেন, একজন মুসলমান একটী গৃহে অগ্নি দিয়া ছেটা করাতে করবার সেসিয়ন জজ তাহার ৭ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। সাক্ষ্য কারেরা অপরাধ ব্যক্তিকে অন্তর্ভাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেদিন করবার সেসিয়নে আর একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফে লিখিত হইয়াছে, একজন দেশীয় খ্রীষ্টান মদ্যপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে স্ত্রীর শিশু কন্যাকে হত্যা করে। সেসিয়ন জজ উহার একদিবসের জন্য কারাগার বিধান করিয়াছেন। ব্যক্তি যেরূপ প্রকৃত

লণ্ডন ১৩ই মে। অদ্য সন্ধ্যাকালে লণ্ড ষ্টাইতে ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ড লেখা দ্বিতীয়বার পঠিত হয়।

পোপের জ্বর হইয়াছিল, এ অবস্থা প্রায় ১ ঘণ্টা কাল ছিল। ইহাতে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ই মে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বেজলি সাহেবের সংবাদের উত্তর দানকালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় শাসন সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষী লইবার যে প্রার্থনা করেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল যে সকল ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন তাহাদিগকেই লইয়া যাওয়া হইবে এবং উহার ব্যয় দেওয়া হইবে।

আমেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে মুলিয়ানার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

জুবরে কমষ্টাণ্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ই এপ্রেল। মুন্সী আইনুদ্দীন গুলসাখালির সব রেজিষ্টার হইলেন।

৭ই মে। যশোহর ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এ, বি, কালেনস সাহেবকে আরো, কিছু দিন যশোহর ও ফরিদপুরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

৯ই মে। নদীয়ার ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য উত্তর পাড়ার স্কুলের প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষক হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ আবদুল হুসেন কিছুদিনের জন্য হাজিপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানে সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। বাবু মহানন্দ গুপ্ত ২৪ পরগণা, বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় নদীয়া, বাবু শশিভূষণ দত্ত যশোহর, বাবু অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ, বাবু উমাকান্ত দাস ত্রিপুরা, বাবু শান্তপ্রসাদ দুবিয়া, বাবু চণ্ডীচরণ বসু ঢাকা।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৬৩ অব্দের ১৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ই মে। শ্রীযুক্ত পি মোল্লাম সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে পাবনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১২ই মে। শ্রীযুক্ত আর এক, রামপিনি সাহেব ক্লার্ক সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত ই, জি চারলস সাহেবের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন এবং সেণ্ট্রাল উপবিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদিনী প্রসাদ সিংহ কিছুদিনের জন্য ভূতপূর্ব্ব বিভাগের ভার পাইবেন।

১৩ই মে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব দাস কিছুদিনের জন্য মুঙ্গেরের লাস্তরা চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৪ পরগণার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত অফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন

শ্রীযুক্ত জি ই গোর্টার সাহেব বারাসাত। ই ই বি জর্জ সাহেব ডায়মণ্ডহারবার। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বসিরহাট। বাবু মহিমাচন্দ্র পাল বারুইপুর, বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় সাতক্ষীরা।

বাবু গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস পাটনা বিভাগে ১৮৫০ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৬৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু উমাকান্ত দাস চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৫০ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৬৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

লেপ্টনণ্ট এচ, সেণ্ট পাট্রিক ম্যাক্সওয়েল সাহেব আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ই মে। ভেরাই উপবিভাগের সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ পাল সাহেব মুঙ্গের এবং সমুদায় দার্জ্জিলিং বিভাগের ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

দার্জ্জিলিঙের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত সি, ই, মোলডসবেরি সাহেব উক্ত বিভাগের মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ই মে। শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর একমাস অধিক মুরসিদাবাদের অতি রিক্ত মুন্সেফের জজের কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত এস, রায়, সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ, বে ও
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুডিসিয়ল সেক্রেটারি।

—:০:—

আমাদের পশ্চিম বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন —

১। রাইপুরের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ফলতঃ প্রজা রক্ষা করা যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে রাইপুরের দুঃস্থ প্রজাগণ গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। তাহারা যে যে কারণে আপন আপন গৃহের পুনঃসংস্কারে অক্ষম, তাহা সেদিনকার সোমপ্রকাশে বিবৃত হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট এখন কিছু কিছু সাহায্য করিলে প্রাণরক্ষা পাইয়া যায়। আমরা পুনরায় সাষ্টাঙ্গিপাতে বলিতেছি, অধিবাসীরা নিতান্ত অসংগতিপন্ন। কোনরূপ সহায়তা না পাইলে আপন আপন গৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

২। রাইপুরের অধিবাসীদের সহায়তা করিবার জন্য কতিপয় মহোদয় ও মহোদয়াকে সানুরোধে প্রার্থনা করা হইয়াছে। বোধ হয় তাঁহারা কৃপা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। সে দিন সোম প্রকাশে বাবু দেবেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নগদ ১০০ শত টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া যাহা প্রকাশ হয়, তাহা অমূলক। ভুলতঃ লেখা হইয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি নগদ কিছুমাত্র দেন নাই। তবে রাইপুরের সুপ্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারের তাঁহারদের কর্ত্তৃক

...গুলি আমাদের হাতে, তাহা হইতে ১২০টী বৃক্ষ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার মূল্য মোটামুটি হিসাবে ধরিতে গেলে ৩৫৲ টাকার কম হইবে না।

২। একটিউটার বন্ধু শ্রীযুক্ত ... মহাশয় মুক্ত হাতে বিতরণ জন্য ... টাকা মূল্যের পুষ্পোদ্যানজাত ... দিয়াছেন।

... ৫ বৈশাখ।

'সংবিধান অমৃতবাজার' সংবাদ পাঠান লিখিয়াছেন:—

অনেক পল্লিয়া থাকিবেন যুবিধাবি প্রভৃতি পুরুষগণ বিদেশে যাতায়াত করিতেন। পল্লীর প্রবেশে ওঠবোগী মাসে এক প্রকার সন্তায় আছে তাহারা সময়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল অবস্থানে থাকে। প্রবাস আছে ইহারা ঔষধ দ্বারা পারীরিক ভার এক কালে কম করিয়া রাখে, সুতরাং ঐরূপ সময়ে উহাদিগের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কথার এখা বোধ হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চুয়াডেঙ্গা সবডিভিসনের ... দামুড়হুদা গ্রামে শ্রীমতী দাসী আশী এক বিধবা সহজাল অবস্থান করে, অথচ পার্শ্বস্থিত কুঁড়ি সমুদায় সতত সংস্কৃত হইতেছে। অনেকে অনেক সময়ে ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ডাক্তার ... সংসেক্ষণগরে পুনরায় ইহার পরীক্ষা করিবেন। আমরা ইহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। কিরূপে এই এতাদৃশী ঘটনা ঘটিতেছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে কুঁড়ি কোন কারণ তাহার নিকট হইতে প্রকাশ পায় না। এই শ্রীলোকটী সম্ভবতঃ হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত থাকে। ডাক্তারের পরীক্ষার সময়ে কেবল পায়ের তলদেশ ও মাথা ঘুরা থাকে। এটী যে, কোন বজ্রুরোগ ঘটিত তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যবিদ্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ইহার ...

...পুষ্পোদ্যানের ... একবার নিম্নোক্ত ...

...২৭শে বৈশাখ রবিবার বাগবাজার-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়; প্রতিষ্ঠার দিন অবধি উৎসব পর্য্যন্ত। প্রথমে সাধারণ-সভা-অধিবেশন হইতে আরম্ভ করিয়া সভার শেষ দিবস পর্য্যন্ত ... করিতে সভার প্রবর্ত্তিকা-কল্পিতা দেবী ... টীর সময় সভার মুখপত্র ... এখানে আমাদের বক্তব্য আর কিছু নাই। সংকীর্ত্তনের ... হইয়াছিল। পরে প্রবর্ত্তিকা-কল্পিতা দেবী ... করতালে গায়ত্রী বিষ্ণুবিষয়ক ... হৃদয়ের ... গীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ... ছাত্র বিশুদ্ধ বিষ্ণুপরায়ণতা ... সহিত সঙ্গীত করিয়াছিলেন। ... তাহার প্রতি কারণ ইঁহারা সরলভাবে, ইঁহারা ... সংকীর্ত্তনে ... কোন বিষয়ের ... 'বা বিষয়ের ... সহিত মিলিবার ... করে না; যেখানে ... সেই ... তাহার নাম গ্রহণ করিয়া সেই ... করা হয়। ... ও ... শুনি বিষ্ণুবাচক ও গায়ত্রী ... ঐ ... বিষ্ণুপরায়ণতা; ... ... ঐ ... করা হয়। এক ... হইতে ... ... গঙ্গার ... উপাসনা হয়। ... উপাসনার ... কাল সকলে বিশ্রাম ... করেন। ... রাত্রি ... সাজাইয়া ... বিবাদী ... ইহাকী ... ...

...পুষ্পোদ্যান ... ...

হয় না। পর্ব্বতেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই তাঁহারা সকল হইয়া গ্রামান্তরবাসীদিগের জন্য অন্য কোন একটী উপযুক্ত ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া উক্ত ঘাটে নদীপারের নিষেধ করেন তাহলে কষ্টের লাঘব হয়।

৫। "ডিক্ত মিহির" নামে সংবাদ পত্র খানি যে কয় দিন আমার পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে চলিল। তাহার আকারের কিছু পরিবর্ত্ত করার প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে [illegible] করেক ব্যক্তি একত্র তার গ্রহণ করিবে পত্র খানি চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৬। পোষ্ট আফিসের বিশৃঙ্খলতা কি কোন কালেই নিবারিত হইবে না? এ বেঙ্গলের কি কোন ঔষধই নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক স্থলেই প্রায়ই পত্রাদি পাইতে নিয়মাতীত বিলম্ব হইয়া থাকে, ও সময়ে সময়ে খোয়াও গিয়া থাকে। সোণাপুর পোষ্টাফিসে সোমবার প্রাতঃকালে সোমপ্রকাশ পাঠাইলে আমরা তদ্দিবসেই বড়দহে উহা অবশ্যই পাইব। কিন্তু মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন সোমপ্রকাশের দর্শন লাভ আমাদিগের ঘটিয়া উঠে না, কিছু দিন হইল এক দিবসের সোমপ্রকাশ সোম বারেই আসিয়া ছিল। উহা হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি করিলে সোমবারেই সোমপ্রকাশ আমাদিগের হস্তে অবশ্যই পৌঁছিবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এ বৎসর পত্রিকাকারেরা লুপ্ত সংবৎসর বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার প্রসক্তি নাই। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, মহোদয়গণ তদ্দর্শন করিয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করেন এই আমার প্রার্থনা। বৃহস্পতির অতিচার জন্য লুপ্ত সংবৎসর অর্থাৎ ও পক্ষ এই মতী ভারের মধ্যস্থিত দেশে কেবল হয়, অন্যান্য দেশে হয় না। ইহার প্রমাণ যথা সূর্য্যসিদ্ধান্তে— [illegible] মধৌ। গোজাস্যাধুক্তেতরভেতিচারতো যো পূর্ব্বরাশিংশুকরেতি বক্রতঃ। তুল্যাধি-লুপ্তাব্দ ইহাভিনিদ্দিতঃ তথেব রেবীমুখ নিমগাস্তরে। শকাব্দা ১৭৯২ অব্দের ২ রা কার্ত্তিক বৃহস্পতির অতিচার বলিয়া অনেক পত্রিকাকার লুপ্ত সংবৎসর লিখিয়াছেন। সে কেবল ভ্রম মাত্র। কারণ এক রাশিতে দশ একাদশ মাস ভোগ করিয়া শুক্র অতিচারী হইয়া যদি পুনঃ পূর্ব্বরাশিতে না আগমন করেন তথাপি লুপ্ত সংবৎসর হয় না। আসান্ দর্শৈকাদশ বা প্রভুজ্যারাশের্দ্বারাশি যুগৈতি জীবঃ। তুল্যেক মপূর্ব্বক পুনস্তথাপি ন লুপ্ত সংবৎসর মাহুরার্য্যা ইতি চাদল বচবৎ। মহোদয়গণ পূর্ব্বসংবৎসরের পঞ্জিকা দর্শন করিবেন, আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি সঞ্চার হইয়া মঘা নক্ষত্রে সিংহরাশিতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাত মাস ভোগ করেন। পরে বক্র হইয়া কর্কটে গমন করেন। তৎপরে পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রে সিংহ রাশিতে পুনর্ব্বার আসিয়া তিন মাসাধিক কাল ভোগ করিয়া অতি চারী হইলে কি কখন লুপ্ত সংবৎসর সংঘটন হয়?

মঙ্গলপুর নিবাসিনঃ
শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য।

আর্য্যবেদভক্ত পণ্ডিত মহোদয়গণ সমীপে আমাদিগের নিবেদন এই আমাদিগের কোন কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে নিম্নে কয়টী প্রশ্ন করা হইতেছে। আপনারা যথাশাস্ত্র উহার উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

ভক্তঃ প্রবর্ত্তন্তে রক্তমূর্দ্ধ্নাঘোরিবাপি বা ঊর্দ্ধ্বংমাসাদ্দিকর্ণাস্যার্ধেচ্ছোমিতঃ ঘরধঃ। কুপিতং রোমকূপেশ্চ সমন্তাৎ প্রবর্ত্ততেতি রক্তপিত্তস্য। অংশপার্শ্বাংশুতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ। পিত্তাস্রক্ষয়চাগমটতি ত যক্ষ্মণি। কাসমানসাচাত্তীক্ষ্ণং কফঃ সংসৃজ প্রবর্ত্ততে উদ্ভাসঃ কফস্য। সপূর্ব্বংকালতে তক্ষং তত্তজীবেৎ সংশোণিতমিতি কফকাসস্য। শ্বাস বিভিন্নীবতি দুর্ব্বলস্য প্রভী ধ্বংসোৎক্লিষ্ট [illegible]

তদোপজায়তে হৃদ্রোগঃ [illegible] ইত্যাতীসারস্য। কীদৃশা বা দুর্ব্বিজ্ঞেয়া সোপদ্রবাশোধিতপুরুষেতি দুর্ব্বিজ্ঞানলক্ষণস্য।

ইহাদিগের পরস্পর বক্তব্য ভেদ কি? কে কি যন্ত্রকেই বা কিরূপ বিচক্ষিতায়ন্ত্রণা করে? কি ব্যাধিতেই বা কোন স্থান হইতে রক্ত প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে? কিরূপ প্রবর্ত্তনে কোন কোন পন্থা হইয়াই বা নিঃসৃত হয়? উক্ত রক্তাদির পন্থা পরস্পর কি না, ? এবং মধ্যবর্ত্তীগে অংশ পার্শ্ব তাপের হেতু বা কি? এই প্রশ্নগুলির প্রমাণ সহ উত্তরদান করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

কলিকাতা বহুবাজারবাসি
বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রমানাথ সেন
কবিরাজ ছাত্র
শ্রীতারা চরণ মুখোপাধ্যায়
অনুচরগণ গুরবেঃ।

বড়দহে একজন মুন্সেফের আগমন অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তজ্জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। এমন কি দূরে বিচারালয় বলিয়া অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকিতে হয়, অধিক কি অনেক স্থলে কেহ এপ্রয় পাইয়া থাকে

বারাসত হইতে একজন মুন্সেফ বড়দহে বারাক পুরে আইসেন, তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদফার প্রস্তাবপর্য্যন্ত যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন সকলই বিফল হইল। সম্প্রতি আবার বারাসতের নাম হইল উমেদ্‌পুর, শ্যামনগর, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, পাকবারাকপুর, টীট গোড ঘোলা, চন্দন পুকুর, খড়দহ, হরতা, বজিপুর, নাটাগড়, মুরচা, পাণিহাটী সোদপুর, আগড় পাড়া, বেলঘরিয়া প্রভৃতি গ্রামের প্রজা বর্গের প্রাণ উড়িয়া যায়। ইহারা পূর্ব্ব বার সাঁ রেলওয়ের অধিবাসী হইলেও অন্তরী ও [illegible] ক্রোশ

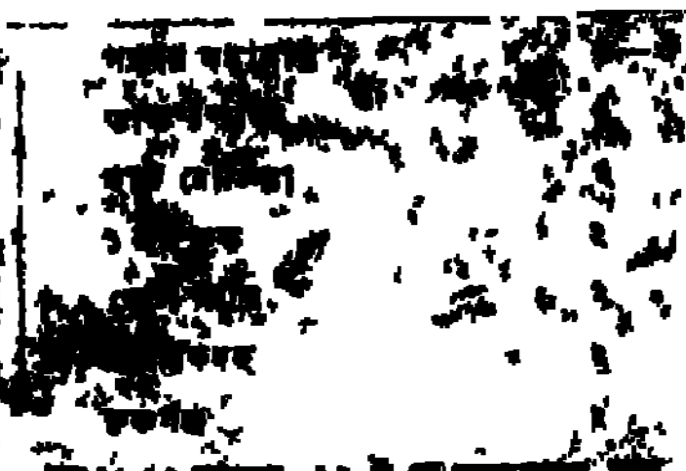

১৮৭৩ সালের ১২ ই জুন বহরমপুর, পাটের জন্মের বাপ।

১৮৭৩ অব্দের মে ও ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সকল প্রাতন সমাচারপত্রের লোপপ্রাপ্তির সূচনা দেখা যাইতেছে, নিম্নে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীন কৃষ্ণ বসাক

বেলিয়াঘাটা।

- "মাসিক পত্রিকা"—কলিকাতা।
- "বঙ্গবাসী"—বেলিয়াঘাটা।
- "হিতকরী"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ শিকদার

মির্জাপুর।

- "সোমপ্রকাশ"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ

কলিকাতা।

- "বিদ্যোৎসাহিনী"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল

কলিকাতা।

- "হিন্দু পেট্রিয়ট"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র বসু

কলিকাতা।

- "এডুকেশন গেজেট"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা।

- "বিদ্যাকল্পদ্রুম"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকীল

মির্জাপুর।

- "সোমপ্রকাশ"—কলিকাতা।
- "বঙ্গবাসী"—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ শিকদার

মির্জাপুর।

- "সোমপ্রকাশ"—কলিকাতা।
- "বিদ্যোৎসাহিনী"—কলিকাতা।
- "হিন্দু পেট্রিয়ট"—কলিকাতা।
- "এডুকেশন গেজেট"—কলিকাতা।
- "বিদ্যাকল্পদ্রুম"—কলিকাতা।

—:০:—

মুখ দেখিতে পায় না, এবং ঐ ৬।৮ ক্রোশ রাস্তার মধ্যে আবার দুই একটী নিম্ন ভূমি আছে, যে, গাড়িতে ঘোড়ার মুখের অর্দ্ধ ভাগ মাত্র দেখা যায়। ইহা পাইবার উপায় নাই। এইরূপে গাড়ি ভাড়া প্রায় ৩।৪ টাকা গণা যায়। অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যদি প্রতিবাসীকে ১৫ দিন অন্তর আসিতে হয় বা আফীসিগণকে অন্ত ১৫ দিন ছিটায়া লয়ে পরিষ্কৃত করাইতে হয় তবে এখানে আসা যায়। ইংরেজের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অনেক সময় বাঙ্গের কথা বলা যাইতে পারে। সকল কথা উপস্থিত হইলে অনেকেরই কলিকাতায় ৫ টা পর্য্যন্ত অপিসে থাকিতে হয়। যিনি এরূপ ক্লেশের মূলকারণী, তিনিই আমাদিগের যাতায়াত পথের প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিবেন। যদি ইডেন বাগান পুরে একজন মুদোক বসিলেন তাহা হইলে বেলগাছে, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাঙ্কণ মুদ্রণালয়, ও গড়ানহাটী প্রভৃতির মুদোফরাস পূর্ব্বোক্ত সকল প্রাতনই অধিবাসীদিগের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় হয়। এতদ্ভিন্ন কলেজ স্কোয়ার যে উপযুক্ত স্থান তাহাতে কাহারই ভিন্ন মত নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১২৮০ সাল ৯ ই মে।

স্থানের নাম	মাইল	কাঠি	ইঞ্চ
মোহনায়	২	০	
৬ষ্ঠ ঘাট হইতে জলিপুর			
৭ম ঘাটের মধ্যে	২	০	
জলিপুর হইতে বহরমপুর			
৯ম ঘাটের মধ্যে	২	৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ ঘাটের মধ্যে	৪	০	
কাটোয়া হইতে নদীয়ার			
৬ষ্ঠ ঘাটের মধ্যে	১	৬	

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৮ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তয়ন্ প্রকৃতিহিতায় পার্থিব ... সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

শক ১২৮০। ১৪ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২৬ মে

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

মেদিনীপুর স্থলর নাথ দাস-পুস্তকালয়ের নিমিত্ত যে কোন মহাত্মা পুস্তক, পত্রিকা ও অন্যরূপ সাহায্য দান করিবেন, পুস্তকালয় তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

মে ১৮৭৩ খৃ।

—:০:—

কাকিনীয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয়ের বিক্রেয় পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে প্রাপ্তব্য।

৺ তারাশঙ্কর মৈত্রের কৃত কমলাদেবী-হরণ প্রথম ভাগ ৸৹

ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৸৹

বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত 'হরি বাসর' কবিতার প্রথম ভাগ ।৹

ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।৹

জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত বুদ্ধেশ্বা রহস্য নাটক ।৹

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী খণ্ড প্রথম ভাগ ।৹

মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহায়োদত্ত নাটক ৵৹

অজহুদ্দর রায় কৃত কবিতা হুদয় মালা। ।/৹

নেরাংশি বহু বিদ্যাদি নাটক ৵৹

শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিরী
বিক্রেতা।

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ।৹ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

——

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থ ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।৹ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। ডুমুরদহ গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। দু'ইবাহেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন যাবতীয় রোগের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।৹। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।/১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই টিকানায় পত্র লিখিলে হইবে।

সংপ্রণীত ধাতু পাঞ্চায়ণ পুস্তকে যাহাতে ধাতু, ধাতুর্থ, সকর্মক অকর্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ দ্যোতক শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদিগের জন্য) প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা আমাদের নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কবিকাব্য কাননকুন্তলী।
সং ৯১। ১২৭৯
১৷৷ আনা
শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতন্ত্রিক একোনমিক্স" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাশুলাদি ৵০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার এখন নিম্নিত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, আমাদিগকে লিখিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেজ করা প্রভৃতি বিশিষ্ট সর্দ্দিমাখা পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন ট্রাপ, বেণ্ড ইত্যাদি।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেটের ষ্টাইল ইট। ফ্লোরিংএ বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক
কারার ফ্লে

এতদ্ভিন্ন মর্ত্তমান ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজ করা ইট, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে আবশ্যক হইলে তাহাও লিখিলে কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ম্যানেজার।
ওয়ার্কস্ ম্যানেজার।
রাণীগঞ্জ কোল।

বিনি এক ত্রিবর্ষ ইংরাজীর জন্যমত্ত মূল্য দিয়া পত্র খানি গ্রাহক করিতে চাহেন, তিনি আমাদের (৫পত্র) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পুরুষার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵০। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীচরণ রায় কবিরত্ন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।
মফস্বল।

কলিকাতা ২৫ নং চিৎপুর রোড। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ১৷৷০ টাকা। পরিদর্শক পুস্তকালয়ে এবং ইহাতে পাঠকের অবগতি জন্য ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ বাহির বিজ্ঞাপনী ও সমালোচনী বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদির মূল্য, ঔষধিত মফস্বল রাজ ধানীর সমাচারসংগ্রহ এতদ্ভিন্ন সাময়িক সাংসারিক আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় আলাপ এবং বাহিরে ও বাটী বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ৷০, আনা ষ্টাম্প বা বাহির ৮ আনার ৵০ ষ্টাম্পে ২৷ ডাক মাশুল সমেত এক বৎসর ৷৷০ আনা লাগে।

শ্রীকৃষ্ণধন উকীল।

সোমপ্রকাশ।

[illegible]

"যজ্ঞার্থং দ্রব্যমুৎপন্নং
তত্রানধিকৃতাস্তু যে।
অনিষ্কৃতে জন্তে সর্ব্বে
প্রাসাচ্ছাদনভাজনাঃ।

পুরুষাণামপি পুত্রাদীনাং যজ্ঞানধিকৃতানাং নিষ্কৃতানধিকারং বদন্নো দণ্ড পুপন্যায়েন সুতরামকর্ত্তৃকাণাং তদনধিকারিণীনাং ধনসম্বন্ধং নিরস্যতি।

যজ্ঞে উদ্দিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা সেই যজ্ঞে অনধিকারী, তাহারা ধনভাগী হয় না। তাহারা কেবল প্রাসাচ্ছাদনের পাত্র।

শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞে অনধিকারী পুরুষের যখন ধনাধিকার নিরাস করিতেছেন, তখন দণ্ড পুপন্যায়ে যজ্ঞে অনধিকারিণী বিধবার ধনাধিকার থাকে না, একথা বলা হইয়াছে।

"ধন সম্বন্ধং নিরস্যতি"। এই ধনাধিকারের পূর্ব্ব ও উত্তর উভয়কালেই ভুলারূপে অন্বয় হইতেছে। যজ্ঞে অনধিকারী বলিয়া যদি ধনে অধিকার না জন্মিল, ধনাধিকারীর পর যজ্ঞে অনধিকার হইলে সেই ধন যে তাহার হস্তে থাকিবে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

উক্ত গ্রন্থকার ব্যভিচারিণীর বিষয়ে কিছু বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন।

শঙ্খলিখিতাভ্যাং পত্ন্যা ব্যভিচারিণ্যা ধনং গ্রহণং নিষিদ্ধং।

বিধবা যৌবনস্থা চেৎ
নারী ভবতি কর্কশা।
আয়ুষঃ ক্ষপণার্থন্তু
হাতব্যং জীবনং তদা।

ব্যভিচারিণী স্ত্রী ভরণমপি ন। আচ্ছিদ্য নিসর্গাদ্যু চেষ্টাভিধানাৎ। যত্তু ব্যভিচারিণীনামপি অশন বসন দানমুক্তং।

এবমেবং বিধিং কুর্য্যাৎ
যোষিৎসু পতিতাসপি।
বস্ত্র মন্নমাসাং দেয়ং
ধর্ম্মযুক্ত ইহাশিষে ইতি।

তদপি প্রায়শ্চিত্তাবধি। ঔদ্ধত্যাৎ তদকুর্ব্বতীনান্তু অনেনাপি নিষ্কৃতা শ্রমিত্যাদি।

হারীত শঙ্খলিখিতব্যভিচারা পত্নীর ধনগ্রহণের নিষেধ করিয়াছেন। যৌবনস্থা বিধবা নারী যদি কর্কশা হয়, তাহার জীবন যাপনার্থ কেবল প্রাণাচ্ছাদন দিবে। যাহার ব্যভিচার স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে, সে প্রাণাচ্ছাদনও পাইবে না। কারণ ব্যভিচারিণী প্রাণাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবে, শাস্ত্রকারেরা এই কথা কহিয়াছেন। তবে যে পতিত স্ত্রীকে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীকে অন্নবস্ত্র দিবে ও তাহাকে গৃহের নিকটে বাস করিতে দিবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন, ব্যভিচারিণী যে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে, সেই পর্য্যন্ত সে বিধান। যাহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

স্ত্রী স্বামীর ধনের অধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে সে যে তাহা হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাঁরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পান নাই, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করুন, বীরমিত্রোদয়কার স্পষ্ট বাক্যে ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহাদিগের সেই ধন কাড়িয়া লইবে। কাত্যায়ন কহিতেছেন:—

তেনোর্দ্ধমূর্দ্ধকৃৎস্নাংশং
গুরুশুশ্রূষণে রতা।
ন কুর্য্যাৎ যদি শুশ্রূষাং
তৈলপিণ্ডে নিয়োজয়েৎ।
অপকারক্রিয়াযুক্তা
নির্লজ্জা চার্থনাশিকা।
ব্যভিচারিণিকা যা চ
স্ত্রী ধনং ন চ সার্হতি।
নার্হতীত্যনেন ন দেয়ং জীবনপর্য্যাপ্তমপি। দত্তমপি চ তাদৃশ্যাঃ সকাশাদপ

পহরণীয়মিতি ধরদপ্যুক্তং ভবতি।

যদি শুশ্রূষায় রত হয়, সমুদায় অংশভোগ করিতে পাইবে। আর যদি শুশ্রূষা না করে, তাহাকে কেবল অন্ন বস্ত্র দিবে। যে স্ত্রী স্বামির অনিষ্ট চেষ্টা করে, অর্থনাশ করে, নির্লজ্জা হয় এবং ব্যভিচারে রত হয়, সে স্ত্রী ধন পাইবার যোগ্য নয়। ধন পাইবার যোগ্য নয় এই কথা বলাতে জীবন পর্য্যাপ্ত ধন দেওয়াও বিধেয় নয়, ইহা বুঝাইতেছে, দেওয়া হইলেও কাড়িয়া লইবে, এই দুই কথাই বলা হইয়াছে।

আমাদিগের বিচারপতিগণ ইহার অপেক্ষা আর স্পষ্ট প্রমাণ কি চান? যে সকল সমাচার পত্র সম্পাদক তাঁহাদিগের পুচ্ছধারী হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা এমন স্পষ্টপ্রমাণ দেখিয়াও আর ব্যভিচারিণীর পক্ষপাতী হইবেন? আমাদিগের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মস্তকে যে পদাঘাত করিয়াছেন, সম্পাদকেরা তাহাতে কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন? আমাদিগের শাস্ত্রের ও দেশীয় আচার ব্যবহারাদির অবমাননা হইলে তাঁহারা যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে কেন কথায় কথায় ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রসিদ্ধ ঘোষণার উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট দায়াধিকার সম্বন্ধে এদেশের শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাদিগের যুক্তির অনুকূল হউক, আর প্রতিকূল হউক, তদনুসারেই বিচার করিতে হইবে, তাহার অন্যথা করা হইবে না। বিচার পতিরা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া যে বিচার করিলেন, এটী কি অন্যায় হয় নাই? অন্যায় কার্য্যের অনুমোদনার্থই কি সমাচার পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে? যুক্তিও কি ব্যভিচারিণীর হস্তে ধন রাখিবার নিষেধ করিতেছে না।

—০:০—

(মোট [illegible]) বৃত্তান্ত দেশের প্রায় সকল থানা হইয়া উঠিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এ গল্প লইয়া আমোদ করিয়া থাকে। আমরা ৫ দিন ঐ বিচারে কথা শুনিতে আসিতেছিলাম, কিন্তু আজি ম্যাজিষ্ট্রেটের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের শাসন প্রণালী ও পুলিস কর্ম্ম চারিদিগ ঐ বিচার আমাদিগের চক্ষুর গোচর করিয়া দিয়াছে। আজি ৮দিন [illegible] গ্রামের সংলগ্ন কোন জঙ্গলে গ্রামে দিবাভাগে একটী চুরি হয়। তাহার বৃত্তান্ত এই:—

এক দরিদ্র স্ত্রীলোক একখানি ঘরে বাস করে। তাহার দুটী মাত্র পুত্র, তদ্ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই। পুত্র দুটী কর্ম্ম কাজের অন্বেষণ চালাই কর্ম্ম করে। বৎ কিঞ্চিৎ বেতন পায়, তাহাতেই দিন-পাত হয়। স্ত্রীলোকটী সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বিবাহ দিবার আয়োজন করেন, কিছু গহনা গড়াইয়াছিলেন, নগদ টাকাও কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নী পুত্রের পীড়া সংবাদে এক দিন [illegible] দেখিতে যান। ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া গেলেন। ভগিনী পুত্রকে দেখিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলেন, আসবাবপত্র ও বাক্স খোলা রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাক্স মধ্যে সে নগদ টাকা নাই, সে অলঙ্কার নাই। নগদ [illegible] টাকা, একখানি বাক্স ও এক জোড়া গোট ছিল। সমুদায়ই লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটী যে সময়ে চাবি বন্ধ করিয়া যান, সে সময়ে তাঁহার বাটীর পার্শ্বে এক ব্যক্তি গাছে উঠিয়া আছে পাড়িতেছিল। সে সমুদায় জানিত, এবং স্ত্রীলোকটী যে চাবি বন্ধ করিয়া [illegible]

গেলেন, তাহাও দেখিয়াছিল। এজন্য পাঁচ জনে তাহাতে চোর সন্দেহ করিয়া, চৌকীদারের জিম্মা করিয়া দিল। চৌকী দার তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কতক দূর গিয়া চৌকীদার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু চোর সে সঙ্গে ফিরিয়া আইল না, সে কোথায় গেল তাহার নির্ণয় নাই। চৌকীদার এখন এই কথা বলে, চোর কতক পথ গিয়া বলে, সে যে বাটীতে চাকরী করে, সেইখানে মাল আছে, বাহির করিয়া দিবে। চৌকীদার সেই জন্য তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। সে তাহার মনিবের বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল, চৌকিদার আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে ইনস্পেক্টর পর দিন তদারক করিতে আসিলেন। যাহাকে চোর বলিয়া ধরা হয়, সে যাহার বাটীতে কর্ম্মকাজ করে, তাহাকে আনাইয়া বলিলেন তোমাকে চোরী হাজির করিয়া দিতে হইবে। তাহার উপরে পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল এবং হাজির করা হইল। এই কারণেই আমরা উপরে কহিলাম, দুরচক্র রাজার বিচার। চৌকীদার চোর ছাড়িয়া দিল, তাহার উপরে পীড়াপীড়ি হইল না। সে চোর ধরিয়া দেয় নাই তাহার উপরেই দৌরাত্ম। কেমন পাঠকগণ এটী চোর ধরিবার তদারকের কৌশল নয়? তদ্দিকে চোরের দ্রব্য পুনরায় পাইবার যে আশা ছিল, তাহা উচ্ছিন্ন হইল। চৌকীদার যদি চোর ছাড়িয়া না দিত, তবে ইনস্পেক্টর তাহাকে সময়ে পাইয়া [illegible] চেষ্টা পাইতেন, [illegible] [illegible] পাওয়া যাইতে। কিন্তু [illegible]

[illegible] কাপ্তেন সাহেবের শাসন প্রণালীর [illegible] হোমে ৪৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কি আইন, কার্য্য-কি বিচার কার্য্য সকল বিষয়ের সমুদায় ক্ষমতা যেরূপ পেটী সিবাহিদের হস্তে ছিল, সে ক্ষমতার কোন সীমাবন্ধন ছিল না, তাঁহাদিগের কার্য্যের কোন লিখিত আইন ছিল না, তাঁহারাও যাহা তাই করিতেন, সেইরূপ আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করেন, কাপ্তেন সাহেবের এই ইচ্ছা কর্ম্মচারিদিগের আচরণ দ্বারা আমাদিগের তাহাই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। উহাঁদিগের কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যেন কোন নিয়মের অধীন নহে। যাহার যে ইচ্ছা, সে তাই করিতেছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের যে এ সকল বিষয়ে অনুমোদন আছে, তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible]

সে মত চলবে না। এখানে সে মত চালাইতে গেলে কেবল অনিষ্টের স্রোত প্রবাহিত হইবে এদেশ মনুর প্রভুত্বের দেশ। মনু বিলক্ষণ মানুষ চিনিতেন। তিনি কর্ম্মচারিদিগের উপরে যেরূপ বিশ্বাস করিতে কহিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য না করিলে কায়েল সাহেব কোনক্রমেই কার্য্য হইতে পারিবেন না তাহা এই:—

ভারাক্রান্তি নক্ষাধিকৃতঃ :
পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যানামপি প্রায়েণ
ভেষ্যান্তাবেক্ষিনঃ প্রজঃ :।

প্রায়ই শঠ ও পরস্বগ্রাহীরা রাজভৃত্য হয়। অতএব রাজা তাহাদিগের হইতে এই সকল প্রজাকে রক্ষা করিবেন।

কায়েল সাহেব যে শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ দুষ্ট কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। যদি কিছু কাল এই শাসন প্রণালী অপরিবর্ত্তিত থাকে, নবাবদিগের সে অধিকার কালের বঙ্গদেশে পুনরুদ্ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দুঃখ এই যে দেশ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে যে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ সুখ ভোগী হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। পরশ্বর কয়টী পুলিষের অত্যাচার সংবাদ কায়েল সাহেবের যেন এক বার শ্রবণ করেন। অচিরকাল মধ্যে যে আর কয়টী সংবাদ পাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা হইয়াছে।

—:—

উদ্ভিদ সম্বন্ধে ১৮৭১।৭২ অব্দের
শিক্ষাসম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও
লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের
সন্তোষ প্রকাশ।

অন্ধকারময় এসিয়া দ্বীপ শিক্ষা এবং সভ্যতার জন্মভূমি বলিয়া যেমন গৌরব করিয়া আমাদের না হয় অন্ততঃ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে তেমনি বিদ্যালোকবিরহিত হইয়াছে। অতএব তদ্দর্শনে যে আনন্দের উদয় হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। সমুদায় বঙ্গদেশ পণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের আনন্দ নয়, লেখা পড়া কিছুই ছিল না বলিলেই হয়, তবু অনেক হইয়াছে, এই বলিয়া আনন্দ। আজিও অনেক গ্রাম গণ্ড মূর্খ হইয়া আছে। সেখানে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই। এরূপও অনেক গ্রাম আছে, সেখানকার লোকে কিছু কিছু শিখিয়াছে বটে কিন্তু যে শিক্ষায় বলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হয়, আজিও অনেক স্থলে তাহা হয় নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ংই তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭১ অব্দের ৩১ মার্চ্চ বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের নিজ ও সাহায্য কৃত ৪২২৮ বিদ্যালয় ছিল এবং ১৮৭২ অব্দের ৩১ মার্চ্চ ৪৪১১ বিদ্যালয় হয়। ১৮৭১ অব্দে ঐ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৬৩৮৫৪ এবং ১৮৭২ অব্দে ১৬৬১৪০। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নাই, ১৮৭২ অব্দে তাহা গণনায় ১০৯০৯ এবং উহার ছাত্র ১৬৯৯৫৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য পাঠশালা ২০০০০ এবং উহার ছাত্র ৪৫০০০০ অনুমান করা হইয়াছে। সমুদায় লোক সংখ্যা ধরিয়া যদি হিসাব করা যায় ১৫০ জনের মধ্যে ১ জনের মাত্র শিক্ষা হইতেছে। এ সংখ্যা যে অতি সামান্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এ অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের বড় বিসম্বাদ হইতেছে না। যে অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য হইতেছে, তাহা এই:—

যাঁহারা বলেন উচ্চশ্রেণী ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে দুই তৃতীয় অংশ বালক নীচের ক্লাসে পড়ে, তাহাদিগের বিষয়ে যে ব্যয় হয় তাহা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বলি। গণনা করিতে হইবে। যদি এরূপ হইল তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যালয়ে যে ব্যয় হইতেছে তাহার দুই তৃতীয় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এ যুক্তির অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, পাঠশালায় ঐ ব্যয় দিলে উহার অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক বালকের শিক্ষা হইতে পারে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আমাদিগের সমাজের ও গ্রামের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও গ্রাম বাসিদিগের মনোগত ভাব জানেন না বলিয়াই এরূপ করিতেছেন। তিনি পাঠশালায় যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিতেছেন, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় গুলির সবিশেষ উন্নতি হইলে সে ব্যয়ের প্রয়োজনই হয় না। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যত অধিক লোক লেখা পড়া শিখিবে, ততই অন্য অন্য লোকের লেখা পড়া শিক্ষার সুবিধা হইবে। তাঁহারা প্রতিবেশিদিগকে মূর্খ দেখিয়া কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা পাইয়া মূর্খ প্রতিবেশিগণের লেখা পড়া শিক্ষার উপায় করিবেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আত্মাকে বঞ্চিত করিয়াও অনেক স্থলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী রাণী শরৎ সুন্দরী বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রভৃতি বিদ্যাদি যে দান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে তাঁহাদিগের অগাধ বিষয় আছে, তাঁহারা অনায়াসে ১০ টাকা ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদিগের সঙ্গতি নাই যাঁহারা উদরে কাপড় বাঁধিয়া অন্যের বিদ্যা শিক্ষার্থ দান করেন, তাঁহাদিগের দানই অধিকতর প্রশংসনীয়। তাঁহাদিগের দানেই যথার্থ কাজ হয়। তাঁহাদিগের ঐ চেষ্টায় বিবিধ লাভ হইতেছে। তাঁহাদি-

পের পাঠশালা হইতে, অথবা কলিকাতার কতকগুলি বালকী হইতেছে এবং মেয়ে ক্রমে এতই সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্ত হইতেছেন, এবং লেখা পড়ারও আরাম বৃদ্ধি হইতেছে, সেপ্টনেন্ট গবর্ণর যে উদ্দেশ্যে উচ্চ ও অভিপ্রায়ে, আমরাও সেই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিকাতায় যে বিদ্যালয়টী চালাইতেছেন, তাহাতে কাহার সাহায্য নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি বিদ্যাসাগরকে লেখা পড়া শিখাইতেন, তাহা হইলে যে আজি ঐ বিদ্যালয়টী দেখিতে পাইতেন। লোকে যত বিদ্যাসাগরের ন্যায় লেখা পড়া শিখিবেন, ততই তাঁহার বিদ্যালয়ের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট শত শত বিদ্যালয় দেখিতে পাইবেন। উচ্চতর শিক্ষা দানের কেবল এই মাত্র ফল নয়, দেশকে সংস্কৃত করিয়া তুলিবার আর কাহার ক্ষমতা নাই। তাহাতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় না করিয়া কাম্বেল সাহেবের ন্যায় কেবল নর্ম্মাল পাঠশালা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের রিপোর্ট উপলক্ষে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, আজি কি তিনি সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেন?

এক্ষণে আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে আর একটী কথা কহিতেছি, তিনি যে শ্রেণীর নিমিত্ত পাঠশালা করিতেছেন, সে শ্রেণীর অবস্থার যাহাতে উন্নতি না হইতেছে তাহাও তিনি চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারিবেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অনুমান করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে প্রায় ২০০০ পাঠশালা আছে। আমরা কহিতেছি, নিম্ন শ্রেণীর অবস্থার যত উন্নতি হইবে, তত ঐ পাঠশালায় [illegible]

উড্রো সাহেবের বিদ্যালয় [illegible] হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে কিছু শিক্ষা হইতেছে, তাহা পল্লীগ্রামে কিছুমাত্র শিক্ষা হইতেছে না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ২৪ পরগণার ১৭৪০৭ স্ত্রীলোকের মধ্যে ৬ টী মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে॥ স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দুরবস্থা হইবার অনেক গুলি কারণ আছে, যাবৎ সেগুলি দূরীভূত না হইবে, তাবৎ উহার উন্নতি হওয়া দুষ্কর। প্রথমতঃ অশিক্ষিত বহুল পরিমাণে পুরুষের লেখা পড়া হয় নাই। বাহিরের লেখা পড়া জ্ঞান নাই স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা হইলে বিপদ ঘটিবে তাহাদিগের এই সংস্কার। তাহাদিগের এরূপ সংস্কার হইবার কতক মূলও আছে। বোধ কর, একটী বালিকা লেখা পড়া শিখিল, এক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইল। যুবকটী প্রবেশে গমনাগমন এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকটীর মনে লেখা পড়া শিখিয়াছে বলিয়া অভিমান আছে, স্বামী মূর্খ, সুতরাং তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয় না থাকিলে সংসার বিষময় হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ অনেকের অবস্থা ভাল। অনেক স্ত্রীলোককে স্বয়ং সাংসারিক গৃহ কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রীলোক কিছু লেখা পড়া শিখিয়া তাহার সামান্য গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। এমন অবস্থায় [illegible] আর সময় করিয়া [illegible] সংসারে নিয়ম [illegible]

[illegible] কিছু লেখা [illegible] আইসেন, তাঁহার [illegible] পড়া করেন, [illegible] আমিয়াও [illegible] আমরা কিছু শিখার [illegible] পড়া প্রতিবাদী হইলেন; সুতরাং তাঁহা বিরুদ্ধে নিয়ত হইতেছে।

বাল্য বিবাহ প্রথা থাকাতে স্ত্রীলোকের পূর্ব্বে অধিক লেখা পড়া শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। এই অন্তরায় [illegible] বিনষ্ট না হইলে স্ত্রীলোকের স্ত্রী শিক্ষা হইবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা নাই। ইহাও এদেশের পুরুষদিগকে উদারশিক্ষা দানের আবশ্যকতা করিয়া দিতেছে। উহার শিক্ষা ভিন্ন আর কাহার এমন ক্ষমতা নাই যে ঐ অন্তরায় [illegible] বিনষ্ট করে।

উড্রো সাহেব যে আর একটী কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই যে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে যত উচ্চপ্রকার শিক্ষাদান করিবেন ততই এদেশের মঙ্গল হইবে। সে কথাটী এই। তিনি বলেন বঙ্গদেশে [illegible] শিক্ষার অভাব, তাহার যে [illegible] এদেশীয়দিগের [illegible] [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] তাঁহাদিগকে যে বিষয়ে [illegible] সেই বিষয়েই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বেন না, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়াই আমরা এইরূপ আক্ষেপ করিলাম।

দাস বৃত্ত।

মনুষ্যের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাটী বড় প্রবল। মানুষ যখন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণ কণ্ডূ বিনোদনের সুযোগ না পায়, তখন বাগযুদ্ধ দ্বারাও উহার বিনোদন করিয়া থাকে। ইংরাজীরা ভারতবর্ষের গ্রাম-নগর নদ নদী প্রভৃতির নাম লিখিবার প্রণালী লইয়া এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না এই বিষয় লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছে। এখন ঐ নামগুলি লোকে ইচ্ছামত লিখিয়া থাকেন। তাহাতে উহার নানারূপ হয়। কতকগুলির মত এই, নানারূপ না হইয়া একরূপ হওয়া উচিত। অন্যেরা নিয়মবদ্ধ হইতে চান না। তাঁহাদিগের মত এই, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমনি লিখিবেন। এ বিষয় লইয়া বিবাদের ত কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। একবিধ প্রণালী অবলম্বনই বিধেয়। উহাতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট হইবে বটে কিন্তু উত্তরকালে তুলা সকলের সুখের কারণ হইবে। যাঁহারা এক একটী শব্দে দুই তিনটী করিয়া অক্ষর লুপ্ত করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় নামের নিয়ম বন্ধনে এত ভয় করিতেছেন কেন? নিয়মবন্ধন ব্যতিরেকে কোন বিষয় সুশৃঙ্খল হয় না। এবিষয়ে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের মত আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে।

ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই উপধর্ম্মদূষিত। যদি ভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে উপধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া এক ঈশ্বরের আরাধনরূপ হিন্দুধর্ম্মের মূল ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সব, লখন করিয়া সুখী হইতেছেন, এমন সময়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সেই বঙ্গদেশকে উপধর্ম্ম পঙ্কে মজ্জিত করিবার চেষ্টা হইতেছে কেন? ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রচলিত নীতি গ্রন্থ গুলি পাঠ করিলে সে ফললাভ হয় না?

নয়শো রূপেয়া (১)

নামটীই কেবল কৌতুকাবহ নয়, গ্রন্থখানিকেও কৌতুকাবহ বাক্যদ্বারা পরিপূরিত করা হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া দুই ঘণ্টা কাল আনন্দ ভোগ করিয়াছি। আমাদিগের সমাজ মধ্যে আজি কালি যে সমস্ত দোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থ মধ্যে তাহার অনেক গুলির নিন্দা করা হইয়াছে বটে কিন্তু গ্রন্থখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা কন্যা বিক্রয় করে তাহারা অতি নীচ প্রকৃতি হইয়া যায় না থাকে তাহাদিগের দয়া না থাকে কন্যার শুভাশুভ চিন্তা, না থাকে ভদ্রতা, না থাকে চক্ষুর লজ্জা। গ্রন্থকর্ত্তা সুন্দররূপে এগুলির বর্ণন করিয়াছেন। রামধন মজুমদার ও গোপীমোহন ভট্টাচার্য্যের চরিত্র পাঠ করিলে মূর্ত্তিমান রূপে এই সংস্কার জন্মে কন্যা বিক্রেতার তুল্য জঘন্য লোক পৃথিবীতে আর নাই। রামধনের জাঠা সাতুলাল হিন্দীতে অপর আকুশ্‌তীর নয়শত টাকা নীলাম ডাক ডাকে, তাহাতেই গ্রন্থের নয়শো রূপেয়া নামকরণ হইয়াছে।

গ্রন্থের যেরূপ নাম রাখা হইয়াছে, ও রামধনের চরিত্র যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে রামধনের কন্যা মরলার বিবাহ ঘটনা কিন্তু তদনুরূপ হয় নাই যাহারা কন্যার এত অধিক পণ লয় তাহাদিগের সৎপাত্রে কন্যা দান ঘটিয়া উঠে না। অশীতিপর, মুমূর্ষু, কুরূপ মূর্খেরাই তাহাদিগের লক্ষ্য স্থল হইয়া থাকে, কিন্তু মরলাকে উত্তম পাত্রের হস্তগত করা হইয়াছে। এ অংশে গ্রন্থকর্ত্তার ত্রুটি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মরলার রঞ্জনের সহিত বিবাহ হয়। রঞ্জনকে রমানাথ মজুমদারের ভাগিনেয় বলিয়া সকলে জানিত, বাস্তবিক রঞ্জন কামাই ঘোষালের পুত্র। ইহার জন্ম হইবামাত্র রমানাথের ভগিনী বিন্ধ্যবাসিনী ধাত্রী ও সাতুলালদ্বারা উহাকে চুরি করিয়া লইয়া যান। ধাত্রী এই রব করিয়া বেড়ায় যে ছেলেটিকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে এ গূঢ় বৃত্তান্ত সকলে জানিত না। রঞ্জন রমানাথের ভাগিনেয় ইহাই প্রচার ছিল। এই কারণে বিবাহ সভায় অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেকে এই আপত্তি করে, মাতামহ গোত্রে বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। এই গোল করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভা হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কামাই ঘোষাল কাশীস্থ বিন্ধ্যবাসিনীর চিঠি আনিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। গল্প রচনার এ অংশটী যদি টম জোন্স নামক ই রাজী নবেলের অনুকরণ না হইত, অধিকতর মনোহারী হইত সন্দেহ নাই। সাতুলালের অনেক স্থলের গাঁজাখুরী কথা ও রঞ্জনের বন্ধু ব্রাহ্ম নবীন বাবুর জেঠামি পড়িয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের অধিক অংশ প্রশংসনীয় হইয়াছে। লেখাটী সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে।

আমরা উপরে কহিয়াছি কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য যাঁহারা আমাদিগের সমাজের অভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত না জানেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন আমাদিগের দেশের সকলেই কন্যা বিক্রয় করে, সকলেই অধন্য। বাস্তবিক তাহা নয়। যে সকল ব্যক্তির লেখা পড়া জ্ঞান আছে, ভদ্রতা আছে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত আছে, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কাজ করেন না। গ্রন্থকারেরা কন্যা বিক্রয়ের বিষয় লিখিয়াছেন। কাশীপ কহিয়াছেন:—

(১) এখানি নাটকাকারে রচিত, গ্রন্থকারের নাম নাই, কলিকাতা বহুবাজার ৫২ নং ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে শ্রীযুক্ত গুলি, শিবচন্দ্র কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

শুংমন যে প্রবহতি
যদ্ভাং মোহমোহিতঃ।
আত্মবিক্রিয়ণং পাপং
মহাকিল্বিষ কারিণং।
পততি নরকে ঘোরে
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ভুঙ্ক্তে।

এবম্প্রকার ব্যক্তি মোহ মোহিত হইয়া কন্যা গ্রহণ করিয়া ধন লাভ করে, আর যে সকল কারী মহাপাপী সেই সকলধারী বরের নরকে পতিত হয় এবং সাতপুরুষকে নরকে পতিত করে।

পরাশরাদির তুল্য প্রবল যুক্তিবাদী হইয়াও বাবু নবীন বসু বলেন "আইরীতি ন পুরোহিত কর্ম্ম" সুতরাং তুল্য গ্রহণ করিবেন না।

আমরা উপসংহারকালে পুনরায় কহিতেছি যাহাদিগের ক ওঅর নাই, পাঠশালায় যাই, কন্যা প্রভৃতির উপর বসা নাই, তাহারাই কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

রংপুর চট্টগ্রামের বন্দর, পার্লিয়ামেন্ট এবং মাণিক গঞ্জের বাবু রজনী কান্ত সেন গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার ইউনিয়নে অভিনয়ের এক রঙ্গ হয়। শেক্সপিয়র সাহেবের দুটুয়া হওয়াতে ঐ পদে একজন ডাইরেক্টরের স্থান নির্ব্বাচনের জন্য এই সভা হইয়াছিল। বাবু অক্রূরচন্দ্র মল্লিক, যাঁহার উপরোধে সভাতে ১০০ টাকা বার্ষিক বেতনের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রতি মাসে ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া পরে ১৫০ টাকা হইবে। কেহ কেহ ইউনিয়নের সাহেব-দিগের পক্ষ বিবাহ প্রথার কারণাদিগের অতি অধিকাংশ অভিনয় উদ্যোগ বাবুর পক্ষ হওয়াতে তাঁহাকেই ঐ পদ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে পাদরিদিগের মত হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে যেরূপ সাহেবদিগের কার্য্যকুশলতা বিদ্যা, [illegible] হইতেছে [illegible]

[illegible] সুখের লোক পাওয়া [illegible] যায়। [illegible] ইংরাজ বাহাদুরের [illegible] ।

আমিতে ইচ্ছা হইতেছে, [illegible] হইয়াছে। পত্র করা প্রায় ৬০ জনের [illegible] করিতে পারিতেছে।

শিবনিবাস বলেন, কলীন সন্তানের কন্যা সহিত কেরি হেজের ভিটকের বিবাহ হইবে আমরা ঐ ভিটর্ণ অব এডিনবরার কথা শুনি আছিলাম। শেষে শিওপালের বিবাহ হাপার যেন বা হয়।

এম্ পি এবং ভাই সাহেব হাউসহোল্ডের ভক্ত হইয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি হইয়াছেন। একপক্ষের হাউসহোল্ডের স্বাধিকারের বিরোধী সম্পাদ বিষয় আমার সম্পাদক পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক হইতেছে না।

শিবনিবাস বলেন, কলীনকন্যাদিগের বিবাহ করিয়াছে বলিয়া যে সম্পাদ প্রকাশিত হয় তাহা অমূলক। ইহার ৪৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী উহাদের বাবত স্থান কলীনেরা বিবাহ করিয়াছেন। কথাটা যে উলিপ্রায় বাসিন্দাদিগে অবগতির এই কথাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ এবং সোয়াদের আমুক দেওয়া আফডোমদলের হজারোহীকে ব্রাহ্মণ করাইতে বলিয়া উহাদিগের কাজন, কাজন প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গালার সুধাংশুদিগের নিকটে পাঠান হইয়াছে। যে এ প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার প্রকাশিত হয় যে ইংরেজ হয় বাঙ্গালা ভূত্য রাখিতে ভাল বাসেন।

ব্রাহ্মণের ন্যায় অন্যান্যদিগের [illegible] তাঁহা পুনর্ব্বার সভীকরা আবশ্য এই [illegible] অনুভব করিতেছেন।

আমরা আবিয়াছিলাম [illegible] হইতে [illegible] সাহেব [illegible] কিন্তু তাঁহারা [illegible] আছে বোধ হয় তাঁহার [illegible] ভাবিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৮ ই চৈত্রাব্দ মঙ্গলবার।

কিছুদিন হইল জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা যতীন্দ্রমোহনের নামে যে অভিযোগ করেন, গত কল্য বিচারপতি ম্যাককার্লস ও পার্টকেস্ তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। করিয়াদিকে আসামিদিগের সমুদায় খরচা দিতে হইবে। বোধ হয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন ইহাতে ক্ষান্ত হইবেন না, প্রিবিকাউন্সিলে আপীল করিবেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দোষেই এখন এই টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে।

সম্প্রতি পুরীতে একটী ১৩। ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি তাহার স্বামী শ্বশুর ও শাশুড়ী অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। প্রথমে তাহার শরীরের অধিকাংশ দগ্ধ করিয়া পরে হাত পা বাধিয়া দুই তিন দিন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা হয়। কি ভয়ানক! বাল্য বিবাহ নিবন্ধন এদেশের অনেক স্ত্রী লোককে প্রায় এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

সেদিন শেখ বেণী নামক এক ব্যক্তি আট দশ আনা মূল্যের একখণ্ড কাপড় চুরি করিয়াছিল বলিয়া হাবড়ার সেসিয়নে বিচারার্থ অর্পিত হয়। যখন ঐব্যক্তি ঐ কাপড় চুরি করে তখন সে চৌর্য্যাপরাধে কারারুদ্ধ ছিল। ইহার পূর্ব্বে একটী ডাকাইতি মকদ্দমায় ইহার ৭ বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল। এ ভিন্ন ২। ৪ বার মেয়াদ অমেকবার হইয়া গিয়াছে। এ বার হাবড়ার অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ টর্টেনহাম সাহেব তাহার ১০ বৎসর দ্বীপান্তর বাস আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার সমুদায় পাপের একবারে চরমোন্নতি প্রদর্শিত হইল।

মিস আক্রয়েডের প্রস্তাবিত স্ত্রী বিদ্যালয়ে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজ ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা দ্বারাও আরো কতক টাকা উঠিয়াছে।

হারজিলিও নিউস বলেন, পাঞ্জাবাড়ীর নিকটে গবর্ণমেণ্টের যে টীক বৃক্ষের বাগান আছে উহা পরিবর্দ্ধিত করা হইবে। এ পরামর্শ ভাল হইয়াছে।

অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কাশ্মীরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এ সকল রাস্তা তত্পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের মহাত্মারা করিয়াছেন?

আমরা দুঃখিত হইলাম, বারাণসীর মুন্সেফ জজ বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। সর উইলিয়ম মিউর ইহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন।

গত সপ্তাহে কাম্বেল সাহেব ডুমসং হইতে হারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার ডুমসং গমন যে ফল হইল শীঘ্র তাহা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে। কাম্বেল সাহেব যখন গিয়াছেন তখন একটা না একটা করিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই।

৯ ই চৈত্রাব্দ বুধবার।

সম্প্রতি বারাণসীতে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরির বিচার হইতেছে। মতিলাল নামক আগ্রার একজন বণিক পোষ্ট আফিসের দুই জন কর্ম্মচারিকে মাসে ১০০ টাকা দিত এবং মধ্য প্রদেশের কোম্পানিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোম্পানিদিগের নিকট যে সকল চিঠি পাঠাইত সে ঐ চিঠি উহাদিগের নিকট হইতে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিজের এজেণ্ট দিগকে টাকা দিবার জন্য জাল চিঠি পাঠাইত। উহার যে চাকর এইরূপে টাকা সংগ্রহ করিত সে একণে মহাশয় সাক্ষী হইয়াছে। জুয়াচোরের দলও ধরা পড়িয়াছে।

বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি বিলাতী চিঠি লইয়া বড় কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মিস কার্পেণ্টার এক বৎসর ধরিয়া শশিবাবুকে যত চিঠি লেখেন, তিনি তাঁহার একখানিও না পাওয়াতে মিস কার্পেণ্টারকে এবিষয় জানান। তিনি ইহা ষ্টেটসেক্রেটারিকে ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনরলকে গবর্ণর জেনরল পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরলকে ইহার অনুসন্ধান করিতে বলেন, ক্রমে ডাক ঘরের নিম্নতর কর্ম্মচারীদিগের উপরে তদন্ত হয়। প্রকৃত ঘটনা এই, মিস কার্পেণ্টার "শশিপদ বাবুর্ষি কলিকাতা" এইরূপ শিরোনাম লিখেন। পেয়ারারা কলিকাতায় এরূপ লোক খুঁজিয়া না পাওয়াতে পত্র গুলি ডেড লেটর আফিসে দেয়। কিছু দিন পরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল কলিকাতায় (শশিপদের পরিবর্ত্তে) তাঁহার বাবুর্চি যদি কেহ থাকেন চিঠিগুলি লইয়া যান। কলুটোলার এক তাঁহার বাবুর্চি আপনার মনে করিয়া চিঠি গুলি লইয়া যান, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ঐ ব্যক্তি গাড়ি করিয়া চিঠি গুলি লইয়া কলিকাতার গলি গলি ফেরেন। কাহাকে দিবেন খুঁজিয়া পান না। পরে প্রকৃত শশি বাবু জানিতে পারিয়া পত্র লিখিলে তিনি সমুদায় পাঠাইয়া দেন। এখন ডাক ঘরের লোক তাঁহারই নামে নালীস করিতে উদ্যত। মিস কার্পেণ্টারের কলিকাতা এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটের তাঁরাপদ এই দুই জনেতে কি তুমুল কাণ্ডই ঘটাইল।

পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের বজেট হইতে এক লক্ষ টাকা লইয়া উহা শিক্ষা বিভাগে প্রদান করিয়াছেন। পব্লিকওয়ার্ক বিভাগ হইতে যাহা লওয়া হয় তাহাই লাভ।

১০ ই চৈত্রাব্দ বৃহস্পতিবার।

গত ১৮ ই মে বারাসত ট্রেজরি হইতে পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই স্কুলের একটী প্রশস্ত বাটী না থাকাতে বড়ই অসুবিধা ছিল একণে ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কতক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বাটী নির্ম্মাণে ৩০০০ টাকা লাগিবে কমিয়া ৪০০ হইয়াছে। পোষ্টার সাহেব এবং তত্রত্য মুন্সেফেরা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলাতেই ম্যানেজারেরা বাটী আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

১৮৭১—৭২ অব্দের বঙ্গদেশীয় শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর উড্রো সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পুরীর প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজকিশোর দাস নিযুক্ত হইয়াছেন।

কার্য্যের ভার শ্রেণীতে যে রূপ নিযুক্ত হইলেন

আলীপুরের ডেপুটী মাজিষ্টেট। ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায় বিভাগে বদলী হইলেন

সব অসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বেনীমাধব মুখোপাধ্যায় পদচ্যুত হইলেন

২৪ পরগণার প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন জয়রাড সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় কতকদিনের জন্য মেদিনীপুরের উপবিভাগের ভার পাইবেন

নওগাঁর সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, ও রেইলি সাহেব উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কমিটির বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

রেবরেণ্ড এচ বেথুন সাহেব খসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের ডষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল করিম ইক্ষু ষ্টেবলের আসুরাবাসের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

নাগাপর্ব্বতের প্রতিনিধি পালিটিকাল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট জে, বটলার সাহেব প্রথম শ্রেণীয় সহকারী কমিশনর হইলেন কিন্তু আপাততঃ নাগা পর্ব্বতের প্রতিনিধি পোলিটিকাল এজেণ্ট থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর এ প্রেস এম ওয়েড সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ এ ফলুহুড কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত জে সি পেকিস সাহেব কিছু দিনের জন্য সিরাজগঞ্জের ছোট আদালতের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি এ কেলি সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বক্তারের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেব কিছুদিনের জন্য পুরীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ বি পিকক সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

কুষ্টিয়ার মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এস, ওয়েলস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

বালেশ্বরের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, বীমস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

সাহরণের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ এচ, সিলিষ্ট সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন

নওগাঁখালির মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ স মাকলস সাহেবকে আরো কিছু দিন তৃতীয় শ্রেণীতে পাটনার মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে পেমান সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই এচ ষ্টীলাকলড সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি সি ষ্টিবেন্স সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

চাকার প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডি আর নারাল সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এফ ম্যাকডোনাল প্রথম শ্রেণীতে পাটনার জজ হইবেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্দ্ধমানের জজ হইবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ শ্রীযুক্ত সি ডি ফিলড সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণী ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ভাগলপুরের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডি ষ্টিবেন্স সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ জে বেনওলডস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ত্রিহুতের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ এম হ্যালিডে সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন

সাহাবাদের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, ডব লউ আলেকজণ্ডর সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

পাবনার মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ ডি সি টেলর সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ বি পিকক সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন

ডবলিউ এচ, ডবলি সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে এফ মন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

পাটনার প্রতিনিধি কমিশনর এস সি মেলি চাকা বিভাগের কমিশনর ও সাকিট কমিশনর হইবেন

এই এল টা স্পষ্টার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
সেক্রেটারি।

—•—

আমাদিগের মেদিনীপুর ধালাগে সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি আমাদের এ অঞ্চলে একটী দেশসাধারণ বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। ধাকবক্সের ব্যাপারই তাহার কারণ। আমরা অবগত আছি ১৮০৫ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় দশবৎসর বঙ্গদেশে ডাকাতদলী ও জরীপের কার্য্য হয়, কিন্তু তৎকালে তাহাতে কেবল বাঁকুড়া মেদিনীপুর, হুগলী এই তিন জিলার কোন বিশেষ কারণে মজুর হয় নাই পুনরায় কার্য্যারম্ভ হইবার আজ্ঞা ছিল। তদনুসারে দুই বৎসর পূর্ব্বে হুগলী হইতে আরম্ভ হইয়া গতবৎসর হইতে মেদিনীপুরে সেই কার্য্য চলিতেছে।

আমরা ইতিহাস পাঠে ও বয়োবৃদ্ধ পরম্পরায় বর্গী বা মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রবের বিষয় যে রূপ অবগত ও শ্রুত আছি, ধাকবক্সের আমিনদের উপদ্রব তাহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রথমে ইহারা যে গ্রামে যাইতেছে সেখানকার মুখ্য ও চৌকীদারকে ডাকাইয়া উত্তম

[illegible] তাড়না করে এবং গ্রামের অর্দ্ধেক কেত্তও অধিক বাঁশ কাটাইয়া ফেলে

পরে জমীদার ও তৎপক্ষীয় আমলা গোমস্তাকে তলব করিয়া জরীপ করিতে বলে এবং খরচার জন্য ৫। প্রত্যেক সমস্ত প্রজাকে (অবশ্যক মতে কম বেশ) হাজির থাকিতে বলে। অনেক স্থলে দুষ্টমতি নিষ্ঠুর আমীনেরা প্রজা মুখ্য ও গোমস্তাকে প্রহার করিয়া থাকে, আর স্থল বিশেষে কয়েদ পর্য্যন্ত করিয়া রাখে। প্রত্যেক গ্রামে মাল লাখেরাজ ইত্যাদি অনেক রকম জমী থাকে। প্রত্যেক রকম জমীর ও ইজমালি মহালের কি গ্রামের সীমাতে প্রত্যেক অংশীদারের নিকট চারি টাকা হিসাবে চাহিয়া লয়।

[illegible] ডেপুটী বাবুর নিকট রিপোর্ট করেন যে, 'জমীদারেরা কামিনের সাহায্য না করায় সরকারি কাযের ব্যাঘাত ঘটিতেছে' রিপোর্ট অনুসারে তাঁহারা জমীদারদিগকে এরূপ কড়া পরওয়ানা দেন যে, যদি ১ এক অথবা দুই দিনের মধ্যে কামিনের সাহায্য না করে (এক জমীদারের এক পরগণার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ গ্রামে অধিকার থাকিলেও এক সময়ে সকল গ্রামে কাযের জবাব দিতে হইবে) তবে প্রত্যেক দিনের কি ১০ টাকা হিসাবে জরিমানা হইবে। রোদের উপর রিপোর্ট ঠিক। জমীদার পরওয়ানা পাওয়ামাত্রেই সরঞ্জামে আপত্তি করা দূরে থাকুক সাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হন (অনেকের এই জন্য জরিমানা ও হইয়াছে) সুতরাং কামিনেরা ওজর আপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখে আপন আপন মত-লব হাসিল করে। পরে এই কথা ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী বাবুর নিকট জানাইলেও কিছু হয় না। পোকার আমিনে বিলক্ষণ যোগ দিয়াছে।

সংবাদের কেবল সংখ্যাজের উপর নির্ভর করিলে এরূপ বিবেচনা হয় যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় প্রজাবৎসল ব্রাহ্মণের ও বিপদের সীমা নাই। তাঁহাদিগকে বলে যে, তোমাদের [illegible] সীমা-সংখ্যা কিছুমাত্র এতে দিলে সামাল করা যায়।" এদেশের লোকের স্বভাব প্রতি বিলক্ষণ সাধারণের [illegible] কত বড় তাহা অবিদিত নাই।

[illegible] ব্যক্তিদিগের [illegible] এক মাত্র [illegible] সেই সাধারণের [illegible] ঘটিতে [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] সমাধান [illegible] [illegible] [illegible]

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। মুলতানের প্রায় ৩ মাইল দূরে চন্দ্রভাগা নদীর উপকূলস্থ সের-সা নামক স্থান পর্য্যন্ত পঞ্জাব রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। সের সা একটী সামান্য গ্রাম, ৪।৫ ঘর একটী অপেক্ষাকৃত ধনী জমিদার ব্যতীত এখানে আর কোন বিশেষ ব্যক্তি করে না। এখানে প্রতি বর্ষে চৈত্রমাসে মহা সমারোহে একটা মেলা হয়। তাহাতে অন্যান্য লোকের সমাগম হয় এবং বেশ্যাদিগের নৃত্য, মল্ল যুদ্ধ ও মুসলমানদিগের উৎসব ভিন্ন আর কিছুই হয় না। এস্থানের জন্য রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। সের সার নিকট বক্কর ঘাট। এখানে ইণ্ডস ফ্লটিলা কোম্পানির বাষ্পীয় শকট করাচি হইতে যায় এবং তথা হইতে আইসে, এই জন্য রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মুলতান হইতে এ পর্য্যন্ত রেলওয়েতে আগমন করিয়া তরী সংযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ৪।৬ ক্রোশ পরে মজফরগড় নামক জেলা। আমি ১৯ এ এপ্রেল এই স্থানে পৌঁছিলাম। মজফরগড় প্রাচীর বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র নগরী। প্রাচীরের বাহিরেও বসতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ আছে। এস্থানের রাজপথ সকল অতি সুন্দর। নানাবিধ বৃক্ষ দুইপার্শ্বে থাকিয়া রাস্তার শোভা ও ছায়া বিধান করিতেছে। মুলতান অপেক্ষা এখানকার জলের স্বাদ অনেক নিকৃষ্ট বোধ হইল, এখানে ডেপুটী কমিসনর, ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আর পুলিষ ভিন্ন অন্যান্য আফিস ও কার্য্যালয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে এখানেও দুইটী বাঙ্গালী অবস্থিতি করিতেছেন। আমি এক জনের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ২০ এ এপ্রেল রজনীযোগে বলদ-যুক্ত দেশীয় শকটারোহণে ডেরাগাজীখাঁর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ২২ এ এপ্রেল প্রাতে সিন্ধু নদের উপকূলে উত্তীর্ণ হইলাম। যদিও সিন্ধু নদের এ অংশটী অত গভীর নহে কিন্তু শীত কাল অপেক্ষা এ সময়ে অনেক বিস্তৃত হইয়াছে। ৩।৪ মাস সিন্ধু নদ বিস্তৃত ও বেগবান্ হয় যেন অকূল সমুদ্র তরঙ্গায়মান হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পারাপারের জন্য চক্র যুক্ত একখানি বৃহৎ তরণী আছে। এই নদ পার হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। নদীর অপর পার বহু বিস্তৃত বালুকাময় চড়া আছে, সেই চড়া উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পরে ডেরাগাজী খাঁ নামক নগরে পৌঁছিলাম। মহাশয়! আটক পার হইলাম, হিন্দুস্থান একরূপ পার হইয়া যখন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, হিন্দুত্বও আমাদের গেল।

ডেরাগাজী খাঁ মন্দ নগর নহে। মুলতান হইতে ডেরাগাজী খাঁ পর্য্যন্ত বরাবর অসংখ্য খেজুর গাছ দেখিলাম। এখানকার রাজপথ সকল বিস্তৃত ও বৃক্ষাদির দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া যুক্ত। এখানকারও নগরাংশটী প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে কয়েক জন ধনী রইস আছেন, তাঁহারা গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দরবারে আসন প্রাপ্ত হন। এখানে ডেপুটী কমিসনর খালের জন্য দুই জন এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার ও একজন সুপরিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিষ প্রভৃতির কয়েকটী আফিস আছে। একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আমি পঞ্জাবের যে সকল নগর দেখিলাম তথায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় কম লোক করে। প্রায় সকল বালক অল্প পড়িয়াই বঙ্গলিপিতে নৈপুণ্য লাভ করিয়া ১০।১৫ টাকার সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন দাসত্বশৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া সাহেবদের তোষামদ করিতে থাকে। তথাপি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে চায় না। বালকদের পিতা মাতাও গৃহ হইতে যাইতে দেয় না। ডেরাগাজী খাঁ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। এখানে একটী মাত্র বাঙ্গালী আছেন। তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি পথে যে সকল কষ্ট হইয়াছিল ইহার নিকট সে সকল কষ্টের অনেক লাঘব হইল। অন্যান্য বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহার অনেকগুলি সদ্‌গুণ আছে। প্রায় ৩ দিন থাকিয়া ২৪ এ এপ্রেল রজনীযোগে যাত্রা করিলাম। ডেরাগাজী খাঁ এখান হইতে প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরে। এই ৬০ ক্রোশ বড় কষ্টের পথ কেবল বালুকাময় মরুভূমি চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ডেরাগাজী খাঁ পার হইয়াই পঞ্চম শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। পথের মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত একটী একটী বাঙ্গালা ঘর আছে। তাহাতে পথিকদিগের অনেক সুবিধা হয় নতুবা কষ্টের সীমা থাকিত না। ৪০ ক্রোশ পথের মধ্যে জলের ভয়ানক কষ্ট। ১০।১২ ক্রোশ অন্তর একটী একটী কূপ তাহার জল এমনই বিস্বাদ ও কষায় যে মুখে দেওয়া যায় না কিন্তু ঐ কূপ তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণ ও গো মেষাদি জন্তুগণ তাহাই অঞ্জলিপূরণে পান ও তাহাতেই স্নান করিতেছে। পথের এমনি কষ্ট যে সঙ্গে আহারীয় না থাকিলে আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায় না। পথের মধ্যে ১০।১২ টী এমন ভয়ানক নিম্ন ভূমি আছে যে তথায় শকটাদি যান পতিত হইলে জীবনাশা থাকে না আবার এই নিম্ন ভূমিতে দস্যু ও চৌরের ভয়। পূর্ব্বে এই স্থানে কত লোকের জীবন ও সর্ব্বস্ব নষ্ট হইত। এখন ইংরাজ শাসনের প্রভাবে সে ভয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে। ডেরা এস্মেএলখাঁয় আসিতে ৫০ ক্রোশ থাকিতে আমাদের শকটের অক্ষ ভগ্ন ও পীড়িত হইয়া পড়িল আর এক পদও চলিতে পারিল না, অগত্যা উষ্ট্র বাহনে আসিতে বাধ্য হইলাম। পথিক গণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে এরূপ যান আরোহণ করেন নাই, উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলির ন্যায় একরূপ আসন ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দুই পার্শ্বে দুই তুলির ন্যায় আসনে বসিয়া, যাইতে হয় এই আসনকে কাজোবা কহে। এই মরুময় প্রদেশে অন্য কোন অপেক্ষা এই যানই উপযুক্ত। এই যানে শরীর বেদনাযুক্ত না হইয়া বরং সুস্থ হয় বলিয়া প্রথমে আসি নাই অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ইহার আসিতে হইল। এইরূপ কষ্টকর পথ

[illegible] সময় [illegible]। সাধারণতঃ এগারো [illegible] এক [illegible] প্রহরের [illegible] ছায়া। এই দীর্ঘ সময়ে চারিদিক নিস্তব্ধ [illegible] কেবল ঘোর কুকুরের ধ্বনি এ [illegible] যায় চাহিল। এখানে পাল্কীর অবস্থান। [illegible] এ বীরত্বের পরিচয়। আমি তোরণ দ্বারে [illegible] বলিয়া নগর দ্বার মুক্ত করাইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ নগরটী বিস্তারে খুব বড় কিন্তু দুরাদি নিতান্ত সামান্য, প্রায় সকল গুলিই মৃত্তিকা নির্ম্মিত। দুইএক পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু রাজপথ ও গলি সকল লাহোর ও মুলতানাদি অপেক্ষা প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। তেরা গাজী খাঁর পথ আর খেজুর গাছ অধিক দেখিতে পাইলাম না। এখানে অপর্যাপ্ত খেজুর গাছ আছে, আম্রগাছও এখানে নাই বলিলেও হয়, কেবল শিশু বলিয়া ঐ শিশু কলিম প্রভৃতি আম্রলিচু বৃক্ষই অধিক। প্রায় ১৫ দিন হইল আমি এখানে আসিয়াছি। অদ্য বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু এক দিনও গ্রীষ্ম অনুভব করি নাই। আসিয়া অবধি আকাশ বহুল প্রায় মেঘাচ্ছন্ন দেখিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট বারি বর্ষণও হইতেছে। প্রাতে ও রাত্রিতে বিলক্ষণ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এ সময়ে মুলতানে রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিলেও গ্রীষ্মের অন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এখানে আসিয়া লোকে বলে, অন্যান্য সহরের সহিত এখানকার তুলনায় অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মের তীব্রতা অনেক কম, কিন্তু এখানকার জলবায়ু মুলতান অপেক্ষা অনেক বিকৃত বোধ হইতেছে। এখানে ছাউনীও আছে। শহরের সীমা রক্ষার জন্য এখানে দেশীয় দুই দল পদাতিক সেনা, একদল অশ্বারোহী ও একদল গোলন্দাজ আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যালয় সমূহ দুর্গে কুপ্ত থাকায় শহরে দেখিবার অধিক কিছু নাই। অনেক গুলি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় আছে, কমিশনরের অফিস, ডেপুটী কমিশনরের কাছারি, ও [illegible] কয়েদীদের [illegible] জন্য একজন [illegible]

কমিশনর একজন ডেপুটীসহ একটী ইসলিক বুদ্ধেরির জন্য একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। ইহা ব্যতীত একটী ইসলিক কার্য্যালয় আছে। এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের সাধারণের বিস্তৃতি স্কুল আছে, তাহাতে অল্প সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। আমিও একবার কিছুই আশিতে পারি নাই। ঘুরিয়া ফিরে একে একে এখান হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর সহরও এ অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকগণের ক্লান্তি সাধনে প্রয়োজন নাই, অদ্য এই পর্য্যন্ত।

প্রেরিত।

মাদারা শ্রীযুক্ত বোধপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ঘাঁটাল টৌলসেস্ এর ব্যাপার অত্যাশ্চর্য্য।

ঘাঁটাল হইতে চন্দ্রকোণা রাস্তা পরার ঘাঁটালের পশ্চিম দীয়ার একটী টোলগেট আছে। শুনিতে পাই যে এ বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল মাস হইতে পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা দ্বিগুণ টাকা মূল্য ৪০০০ চারি হাজার টাকায় উহা নিলাম হইয়াছে। তত্ত্ব বহু টাকায় এরূপ বিভিন্নতা নয়, টোলের হারেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। সেগুলি গত বৎসর অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক, ও অবশিষ্ট বিষয়গুলি সমান। তাহা হইলেই গত বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর নিলাম সরল, কিন্তু টোল হারটী নীরস। দেখিলাম যে উহা মুন্সাপুকুর ও মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওল্ড সাহেবের উহাতে আকর আছে। এ বৎসরের ইস্তাহার যে প্রকার প্রস্তাবক লোক, উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য ব্যতীত সম্পন্ন করিয়া থাকিবে বোধ হয়। বলে, [illegible] [illegible] [illegible]

হার করিল এবং একবার মাস্তারাতে বলদ বাহীদের নিকট ত্রিগুণ ত্রিগুণ কর লওয়া হইবে না স্বীকার করিল, কিন্তু লোভীর পক্ষে লোভ সংবরণ অসাধ্য, সুতরাং অত্যাচার তাহাই রহিল।

আমরা প্রথমে ক্ষুদ্র মোটে মাসুল লওয়া বিশ্বাস করিতাম না। এক দিন প্রত্যক্ষ করা উচিত বিবেচনায় আমি ও ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু প্রাণকৃষ্ণ নবীন বাবুর ভৃত্যকে কৃত্রিম মোট দিলাম। তাহাতে একটী ক্ষুদ্র বালিস ২ খানি পুস্তক ১ খানি কাপড় ছিল। সন্ধ্যার সময় উক্ত ভৃত্য মুটে হাতা দিয়া যাইতেছে এমন সময় ইজারদারের লোক মাসুল চাহিল এবং সে দিতে অস্বীকার করিলে কর্ত্তা বাবু গৃহস্থ ঘর হইতে থালা প্রভৃতি বাসন বাসন থালি আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত একজন মুসলমান কনষ্টেবল তাহাকে মাশুল দেওয়ার পর জন্য করিতে লাগিল। আমরা গোপনে ঐ লোকটীকে মাসুল দাখিল করিতে শিখাইলে সে তাহা করিল।

এদিকে ওভার্সীয়ার নবীন বাবু ও ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার কেদার বাবু জন পাঁচেক চক্ষু কাণা বলদবাহীকে বলদ লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন এবং অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পুলিষ সবইন্‌স্পেক্টর কার্ত্তিক বাবুকে তথা ফেরিওয়ালা ওভার্সীয়ার জগবন্ধু বাবুকে সঙ্গে লইয়া টোল গেট এমন সময় উপস্থিত হইলেন যখন ইজারদার উক্ত বলদবাহীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাসুল লইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে। বলদবাহীরা বাবুদের সাক্ষাতে মাসুল দাখিল করিল।

আমাদের লোকটীকে বাবুদের আগমন পর্য্যন্ত সেখানে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম। দারোগা বাবু আমাদের প্রমুখাৎ তাবৎ অবগত হইয়া প্রাণকৃষ্ণ কনষ্টেবলকে খুঁজিলেন কিন্তু তখন সে পলায়ন করিয়াছে। দারোগা বাবু সকলের সমক্ষে মোট ওজন করিয়া দেখিলেন ৩।০ সের হইল। তখন তিনি ইজারদারকে কহিলেন তুমি কত ওজনের দ্রব্যে মাসুল লইতে পার? তাহাতে সে উত্তর করে সে বিষয়ে আমি উপদেশ পাই নাই এবং আজি আমি এই মোটের মাশুল লই নাই। তখন নিকটস্থ লোক দ্বারা প্রমাণ করিয়া দারোগা বাবু জানিলেন যে সে মাশুল লইয়াছে এবং প্রত্যহ এরূপ অনেক মাশুল লয়। দারোগা বাবু পর দিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলেন। রিপোর্ট কিরূপ করিয়াছেন তাহা জানি না।

ইজারদার বলে আমি ১ দিনকে সূর্য্যাস্ত কাল অর্থ করি।

আমরাও এক্ষণে সংবাদপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের গোচর করি যে এগুলি অত্যাচার কি না? ক্ষুদ্র মোটে মাশুল লওয়াও বাহকের নিকটে মাসুল লওয়াও তুল্য, কারণ কোন্ ব্যক্তি খানকত কাপড় না লইয়া বিদেশ যাইতে পারে? মুটে কুলি প্রভৃতি বহনকারিদের নিকট মাশুল লওয়া পূর্ণ অত্যাচার। অধিক অত্যাচার এই যে কাথায় কনষ্টেবল উপস্থিত থাকিয়া উল্লিখিত সমুদায় অত্যাচার নিবারণ করিবে তাহা না করিয়া তাহারাই আবার পুষ্টিপূরক হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে যেস্থানে পুলিষ দ্বারা অত্যাচার নিবারিত না হইয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেশ পীড়িত না হয়, গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে একবার কটাক্ষ করিবার সময় আসিয়াছে।

সংপ্রতি আমাদের বক্তব্য এই মাটাল টোল গেটে গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু উপায় হইবার সম্ভাবনা আছে, বর্ত্তমান ইজারদার বা তৎসমলোক থাকিলে সমুদয় নিষ্ফল হইবে। তাহাকে অধিকার চ্যুত না করিলে তত্রস্থ নয়।

৫ ই চৈত্র ১২৮০ একান্ত বশম্বদ শ্রীকে

—•—

মহাশয়—আমরা সিতি উত্তর পাড়া নিবাসী কয়েক বন্ধু একত্রিত হইয়া নিকটস্থ গ্রাম সমূহের নিরাশ্রয় তত্রত্য সংশীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্যার্থ শুভকরী নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছি। গত বৎসর ১ লা বৈশাখে উহা সংগ্রহণ করিয়া পরম করুণাময় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় বহুবিধ অসহ্য বিপদ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। গত ২ রা বৈশাখে সভার কর্ম্ম তিথি উপলক্ষে কতকগুলি কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত সভা হইতে ১২ জন অনাথ ও অনাথাকে উপযুক্ত তোষক বস্ত্র ও পরিবের মাসে মাসে প্রদান করা হইতেছে। কিন্তু সাহায্যকারীর অভাবে ইহার বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এজন্য আমরা দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ সজ্জনগণ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা স্ব স্ব দানোদ্যোগ গুণে এই ক্ষুদ্র সভাটীর প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া ইহার উন্নতি সাধন ও আমাদিগকে চির বাধিত করুন।

গতবৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ।

এক কালীন দান প্রাপ্ত	১৩৬০
সংগ্রহকারীদিগের দান	২১১৪৶০
সমষ্টি	৩৫৭৮৶
ব্যয়	৩০৮৪৶
স্থিতি	৩২৸০
তোষাবস্ত্র	১২১৮৶
বস্ত্র	১৮৬৶১৫
নগদ পয়সা	২২৬১০
কাঙ্গালী ভোজন	১১৩।০
অন্যান্য খরচ	১৪৶১৫
	৩০৮৪৶

উত্তর পাড়া ৫ ই ১৮৮০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদক।

পাবনার উৎকৃষ্ট সংবাদ।

কলিকাতার যে সকল স্থলের আদর নাই, তাহার মধ্যে পাবনা প্রদেশের সংবাদ তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু গত ২ বৎসর যাবৎ এই সূত্রের আমদানী এক কালে বন্ধ হইয়াছে। ১২৭৮ সালে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে প্রবল বর্ষা হয়, তাহার পরেই পাবনা অঞ্চলে এরূপ ভয়ানক গো মড়ক হয়, যে এদেশের কৃষকদিগকে ৩।৮ পথ ঘুরে গিয়ে

[illegible] করিয়া আনিয়া ক্রয়বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। গরু ক্রয় করা যত সুলভ ও সুবিধা হইয়াছিল বেচিয়া ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ করাও সাধারণের পক্ষে অতিশয় কষ্টের হইত। ঐতিহাসিক ক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা হইতে মাধিবার্ড (যাহারা গরুর লেজে কোন সময়ে তাল বাঁধে না) না আসিলে ক্রিয়া সমাধা হইত না।

সেই অল্প আয়াসের পর প্রায় দুইবৎসর হইতে চলিল, কিন্তু ব্যবসায় আর পূর্ব্বমত সুলভ হইল না। এই দুই বৎসর মধ্যে যে পঞ্চাবাদে গো বৃদ্ধি হইবার আশা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। গো বৃদ্ধি না হইবার একটি প্রধান কারণ গোকর পাইকারি। এই ব্যবসায় যত দিন স্থগিত করা না হইবে, ততদিন গো বৃদ্ধি হইয়া গব্য দ্রব্য সুলভ হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ গো সংখ্যা হ্রাস হইয়া দুর্ম্মূল্য হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

পাবনা জেলার মধ্যে বোয়াহী, হুজাগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, হুরুজিয়া প্রভৃতী কয়েকটী হাট আছে। এই সকল হাটে অনেক গোরু বিক্রয় হয়। কতক গুলি গো ব্যবসায়ী আছে ইহাদিগকে পাইকার বলে। সেই পাইকেরা ঐ সকল গোরু ক্রয় করিয়া কলিকাতা লইয়া কসাইদিগের নিকট বিক্রয় করে। এইরূপ গো ব্যবসায় দ্বারা এদেশের অনেক গোরু অন্যত্র নীত হওয়াতে এদেশের গো সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। যদি অল্প প্রদেশের ন্যায় হইতে গো ব্যবসায় স্থগিত করা হইত, তাহা হইলে এতদিন গো সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এ প্রদেশে পূর্ব্বমত সুলভ মূল্যে দুগ্ধাদি বিক্রয় হইত। পূর্ব্বে এ প্রদেশের গরিব ও মধ্যবিত্ত লোক যে দুগ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিতে পারিত এখন তাহা করিতে পারে না। এখন ধনী ব্যক্তিরাই দুগ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিতে পারেন। [illegible]

গো ব্যবসায় স্থগিত না হইলে অল্প বৎসর পরিমাণে যত উৎপাদন হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৬ ই মে।

স্থানের নাম	মাইল	ঘাট
বোয়ালিয়ার		২—০
কুমার হইতে আড়িপুর		
৭৭ মাইলের মধ্যে		১—৬
আড়িপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে		১—৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে		২—৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে		৩—

সন ১৮৭৩ সালের ১৬ ই মে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের আদায়ের খাতা।

কুঠি ইক

বহরমপুর ১৬ ই মে ১৮৭২	শ্রীযুক্ত বি, ই, উইল্‌কিন্সন ডিরেক্টর ইষ্টিন্ডিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন	

—২০৪—

মূল্য প্রার্থি।

আমরা নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ অঞ্চলে সোরপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশিমপুর ৫৯০
" রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর ১০
" অন্নদাপ্রসাদ দে—শ্রীরামপুর ১০
" রাজচন্দ্র বসু—বেলগাছি ১০
" সাহিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিমুলিয়া ৫৯০
" নিমাইচন্দ্র রায়—কালীয়াদহ ১০
" হরচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর
গুড়াকালা ৫৯০
বহরমপুরের [illegible]
[illegible] নিবাসী
[illegible]

সোরপ্রকাশ।

[illegible] মূল্য [illegible] প্রকাশ [illegible] পাওয়া যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৬-টাকা-ধার্য্য হইয়াছিল ৫।০ টাকা, মফঃস্বলে মাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ৭৸০, ষাণ্মাসিক ৪।০ টাকা। মূল্য মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য আদায় করা যায় না। খোট, হাতি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার আদায়ের যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কোন উপায়েই প্রেরণের [illegible] প্রতিটী প্রেরণ করিলে পুরাণ হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোরপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোরপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা স্পষ্ট রেজিষ্টারী করিয়া এবং গ্রাহক, জিলা ও আদায়কারীর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য ফিরাইয়া লওয়া নিকট হইয়া আসিবে, সোরপ্রকাশের সম্পাদক পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় হইলেও একবার তাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোরপুর ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা বাহ্যে না ফিরিয়া পুরাণি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পুরাণি গ্রহণ করা যাইবে না।

[illegible] সোরপ্রকাশের [illegible] হইবে। কারণে [illegible] [illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ

শ ভাগ। ২৯ সংখ্যা।

"প্রকাশঃ প্রতিনিধিনায় পার্থিব সদ্বস্তুনো অগ্নিমন্থনী ন ঘৃষ্টয়ঃ।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম অর্দ্ধবার্ষিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ৩রা জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং অর্দ্ধবার্ষিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ ১০ টাকার নোট ছুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের মিল হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি একদিন ঐরূপ ছুই খণ্ড নোট অন্য নোটের সঙ্গে আসিয়া হস্তে পতিত হইল আমরা পূর্ব্ব বিশ্বাস প্রযুক্ত সহকারে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। সুতরাং কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বাকি হইয়া আছে, কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বাকি হইয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের নম্বর জানা যায়। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ ছুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এই:—

এল / ৪	৩৮৫১৮
এল / ৪	৫১৫

অবকাশতোষিণী। মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামধেয় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ভাদ্র মাস হইতে প্রতি মাসে বরেল ১৬ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। কেবল গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৶০ আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। অত্র গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অবিলম্বে মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাবেন

শ্রীহরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

কাকিনীরা শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয়ের বিক্রেয় পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে প্রাপ্তব্য।

৺তারাশঙ্কর মৈত্রের কৃত কমলাদত্তাহরণ প্রথম ভাগ ৸০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৸০
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত হরিবাসর তত্ত্বসার প্রথম ভাগ ৷০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।৷০
জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত যুবেলা রহস্য নাটক ।৷০
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী খণ্ড প্রথম ভাগ ।৷০
মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহাতোদ্বাহ নাটক ৵০
প্রজহ্লাদ রায় কৃত কবিতা কুসুম মালা। ।/০
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি নাটক ৵০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভাদিড়ী
বিক্রেতা।

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট স্থ কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ।০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্ অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম ৫ ১৩০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত ডাকমাশুল ।০ আনা। উহা ব্যতীত পোঃ ৩ এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট ১৫ কলিকাতা আলবাজার বিদ্যুৎপ্রভা হেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গুহ্যরোগের আশুফলপ্রদ চিকিৎসা। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত দুই ভাগে গুহ্যরোগ সকল যে যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, রোগের সময় কি কি রকম পথ্যাদি করিতে হয়, এমন কি কোন্ রোগে কোন্ পথ্য প্রস্তুতি করা যায়, কি কি ঔষধ সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হয়, কোন্ রোগে কিরূপে পিচকারি দিতে হয় এবং কি কি ঔষধের পিচকারি দিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গুহ্যদ্বারের ক্ষত, ঘা, ফোড়া, ভগন্দর, অর্শ, ফিস্টুলা, ফিসার, ফুলা, ব্যথা, চুলকানি

অমনি ওওটাতে ভক্তি আর কতদিন তাঁহাদিগ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। তাঁহারা ঐ সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারিকে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন, পরে তাঁহারা আপনাদের দুঃখের কথা গুলি কর্ত্তার গোচর করিলেন তিনি শুনিয়াও শুনিলেন না।"

রাজা আমাদিগের নিকটে এই গল্পটী করিয়া এ বিষয়ে পথিক দিগের কর্ত্তব্যতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা অম্লানবদনে অসঙ্কুচিত চিত্তে এই পরামর্শ দিলাম যে, এই দণ্ডেই তাঁহারা সেই সম্ভ্রান্তের নামে অভিযোগ করুন। আমরাও তাঁহার নাম পত্রস্থ করিয়া তাঁহার অনুচিত ব্যবহারের বিষয় গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের গোচর করিব। পাঠকগণ আপনারাও হয় ত এই পরামর্শটিকে সৎপরামর্শ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টও হয় ত ঐ নাম পাইলে ঐরূপ মনে করিতেছেন। পরিশেষে রাজাকে সম্ভ্রান্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে নামটী বলিলেন তাহাতে আমাদের পরামর্শ আর চলিল না, পাঠকগণও সেই নাম শ্রবণে অধোবদন হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টও দণ্ড ব্যবহার করা প্রয়োজন করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। পাঠক সাধারণেই হয় ত চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেছেন যে এমন প্রবল পরাক্রান্ত কে আছে যে তাহার নামে অভিযোগ চলে না এবং গবর্ণমেণ্টের দণ্ড দানে শিথিলহস্ত হইবেন? সাধারণের এই চিন্তাটি যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু আমার মনের কথাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। অবশেষে আমাদিগের বারম্বার অনুরোধ করিলেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট এই শব্দটীর পরিবর্ত্তে সম্ভ্রান্ত শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ হয় পাঠকগণের বিস্ময় এতক্ষণে দূরীভূত হইল। যে জন্য এই গল্পটী করা হইল তাহা এই—

৯ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে (৩১৭ পৃষ্ঠায়) ভড়পাড়া ঘাটের রাস্তার দুরবস্থা বিষয়ক এক খানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক ইংরাজিতে উহার অনুবাদও করেন। পত্র প্রেরক কিছু দিন পরে উহার ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিয়াছিলাম "যখন তাঁহাদের প্রার্থনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও যখন উহার অনুবাদ হইয়াছে, তখন উহা অবশ্যই বর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়াছে এবং ফলোদয়ের অবশ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে।" আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া পত্র প্রেরক মহা আমাদিগকেই কতকদূর দায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এই কারণে ঐ বিষয়টী পুনর্ব্বার পত্রস্থ করিতে হইল। ইহা যে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইবে, সে জন্য অনুবাদককে বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবে না, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ এই যে এবারকার প্রচারটী যেন পূর্ব্ব বারের মত বিফল

আমরা এ স্থলে গবর্ণমেণ্টকে গুটি কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভড়পাড়ার ঘাটে যাহারা পার হয়, তাহাদিগের প্রত্যেক এক একটী পয়সার অর্দ্ধেক মাঝিদিগের বেতন অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্টে (১) জমা হয় কি না? কেরিঘাটের যতগুলি উদ্দেশ্য আছে তাহার মধ্যে রাস্তা ঘাটের সুবিধা করিয়া দেওয়াটী প্রধান কি না? যদি এই গুলি যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে ভড়পাড়ার ঘাটে যাঁহারা পার হন, তাঁহাদিগের প্রত্যেক পয়সা হইতে ঐ ঘাটে যাইবার রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যে যুক্তিসিদ্ধ, সেটী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন "ঐ ফেরির টাকা খিদিরপুরের মিউনিসপালিটীতে জমা হয়। ঐ স্থানের কমিসনরেরা উহা দ্বারা খিদিরপুর পারের রাস্তা পরিষ্কার রাখিয়াছেন। ভড়পাড়ার পারের সহিত তাঁহাদিগের সম্পর্ক নাই।" এ স্থলে আমাদিগের পুনরায় জিজ্ঞাসা এই, ঐ ফেরির সমুদয় টাকা খিদিরপুরে কেন জমা হয়? কমিসনরেরা কি বল পূর্ব্বক উহা আদায় করেন? না, ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা কোন আদেশ পাইয়াছেন? যদি বলেন "ফেরিঘাটের টাকা পূর্ব্বে রাজার গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিত এবং ঐ এক হাত হইতে সমস্ত রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইত, পরে রাস্তাদির জন্য মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইলে ঐ ফেরির টাকা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে খিদিরপুরেই জমা হইয়া আসিতেছে।" ফেরির সমুদয় টাকা খিদিরপুরে জমা করিয়া লইতে আজ্ঞা দিবার কারণ কি? একটী ছাড়া আর ত কিছুই দেখিতে পাই না। ফেরির পয়সা আদায়কারী আমলাদিগের টোল ঘর খানি চিরকাল খিদিরপুরের পারেই আছে। ভড়পাড়ার চড়াটী বাটে ডুবিয়া যায় বলিয়া সেখানে ঘর হইবার সুবিধা নাই। গবর্ণমেণ্ট কি এই কারণেই হাবড়ার মিউনিসিপালিটীকে ঐ ফেরির টাকার অধিকারে চির বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন? ঐ কারণেই কি গবর্ণমেণ্ট ঐ ফেরির টাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে চিরপরাঙ্মুখ থাকিবেন? পারযাত্রীদের রাস্তাদির সুবিধার নিমিত্ত যে রাজা ফেরি আদায় করিতেছেন, যাত্রীরা সেই রাজার নিকট হইতে অবশ্যই রাস্তা পাইবে, সে বিষয়ে বোধ হয় মত

(১) গবর্ণমেণ্টের ফেরিগুলী মিউনিসিপালিটীর হাতে আসিলেও গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির সহিত অক্ষিত না করিয়া এ স্থলে গবর্ণমেণ্ট শব্দটীই প্রয়োগ করা হইল

[illegible] নাই। আর কেহ এরূপ প্রস্তাব [illegible] পরিপালনে ঐরূপ [illegible] তাহাকে অমনি [illegible] সেই দণ্ডেই তাহাকে চিরদিনের [illegible] তাহার হিসাব [illegible] করিতে এই [illegible] রাস্তা করিয়া দিতে হইত। যদি [illegible] "ঐ টাকা দ্বারা কি [illegible] ঘাটের [illegible] প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে।" কিন্তু আমরা শুনিয়াছি খিদিরপুর পারের ঘাটের রাস্তাটুকু কতকগুলি মহাজনদিগের সুবিধার জন্য পাকা হয়। উহাদিগের নিকট স্বতন্ত্র করও আদায় হয়। সুতরাং সেই হইতে যাহা আদায় হয়, তাহার শতাংশের একাংশও ঐ রাস্তা মেরামতের জন্য ব্যয় হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক আমরা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা খিদিরপুর হইতে ভড়পাড়ার ঘাটে বা এই ঘাট হইতে খিদিরপুরে পার হইয়া যান, তাঁহাদিগের সামান্য পথেরই ভড়পাড়ার রাস্তার কড়ী ভোগ করিতে হয় কি না? যদি ঐ কড়ী যাত্রি সাধারণেরই হইল, তবে সামান্য দুই টাকা দ্বারা সাধারণের পথ কেমনে বা সুকৃত হইবে? কেমনে বা ঐ যাত্রীরা চিরকাল পয়সা দিয়া এই কড়ী ভোগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন? যদি বলেন "ঐ স্থানটী হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীন, তাহারা কালসহকারেই উহা প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তাহাই, ইহা হইলে যাত্রীদের আর কোন কথা থাকে না। ভোরির দড় টাকাতেই হউক আর অন্যরূপে হউক তাহাদের পক্ষে দুইটী পয়সা। রাস্তা পাইলেই তাহারা চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু মুরুব্বির নিকট দুইটী পয়সা লইতে না। ঐ ভোরির দড়ুবের টাকা খিদিরপুরে আসা হইতে [illegible] এ সম্বন্ধে এক [illegible] বিবেচনা করিবেন।

থাকিতে তাহাদের সুবিধার জন্য [illegible] কড় ছাড়িয়া দিতে বলা যে [illegible] অন্যায় এটী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আপনার [illegible] দিকে কাটিলে যেমনি কাটিবে, কাটা যা সমান, কিন্তু যেখানে [illegible] সেইরূপ বলিয়া [illegible] করিতে হইবে না।

লিখিতে লিখিতে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আর একটী কথা লিখিয়া প্রস্তাবটীর উপসংহার করা যাইতেছে। সেই ১৯ এ চৈত্রের জোয়ারে ভড়পাড়ার ঘাটের মাঝিদের [illegible] লিখিত হইয়াছিল। সেই ঘটনা সামান্য নহে। উহা পড়িয়া অবাক হইতে হয়, মুখে বাক্য সরিতে সাংঘাতিক হইয়াই উঠিতেছে। পাষাণের পাষাণিত্ব নাই, হৃদয়ের কাজের যোগ্য ছিল। উহার [illegible] নড়ন নাই, কোন [illegible] একজন করিয়া মাঝি [illegible] রাখে। ছোট লোক মাঝিরাই দুই এক জনে দাঁড় টানাইয়া [illegible] পার হয়। একে ত এইরূপ কুকার্য্যের দিন, তাহাতে দাঁড়ি নাই, তাহাতে ঘুর ঘুর জোয়ার, তাহাতে বোঝাই [illegible] ভাই!! বলিতে কি ভড়পাড়ার ঘাট খিদিরপুরের খেয়া ঘাটটী দেখিলে কলিকাতা বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। আমরা ঐ ঘাটের সমুদয় [illegible] চাহের মধ্যে এখানে [illegible] পাকিলাম, বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে উপসংহারে [illegible] নিকট প্রার্থনা এই যে ঐ ঘাটের [illegible]

অন্যের স্বার্থ হানি হউক, যে রাজনীতিজ্ঞ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ হন, (জগৎ এমনি বিকৃত) লোকের নিকটে তাহার আদরের পরিসীমা থাকে না। পক্ষান্তরে, যিনি অন্যের স্বার্থ হানি অথবা নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ না হন, তিনি অপদার্থ বলিয়া ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন যাঁহারা নিজের বা নিজ প্রভুর অনিষ্ট স্বীকার করিয়া প্রজার ইষ্টসাধন চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের ভ্রূ কুঞ্চন নাই, যাঁহারা নিজ ও নিজ প্রভু ও প্রজা কাহারই অনিষ্ট না করিয়া কার্য্য সম্পাদন করেন তাঁহারাও উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া গণিত হন না। লার্ড ক্লাইব ওয়াটেন হেষ্টিংস ও লর্ড ডেলহাউসির রাজনীতিজ্ঞতার প্রশংসা অনেক ইংরাজের মুখে ধরে না। লার্ড বেণ্টিঙ্ক লার্ড কানিঙ্গ ও লার্ড নর্থব্রুক তাদৃশ সম্ভ্রমের এক অংশ লাভ করিতে পারেন নাই, পাবেন এ সম্ভাবনাও নাই, মহানুভব লার্ড নর্থব্রুক প্রজার অসন্তোষ দেখিয়া আয়কর রহিত ও প্রাদেশিক কর স্থগিত করিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট নীতির ইহাতে প্রশংসা হওয়া দূরে থাকুক, অনেকেই তাঁহার উপরে বিরূপ হইয়াছেন।

উপরে রাজনীতির কিঞ্চিন্মাত্র রূপ বর্ণন করা হইল। প্রাচীন কালে ইহার যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই অবিকল আছে বলি সে দোষ হয় না। এখনকার রাজনীতিজ্ঞেরাও সরলভাবে প্রজার মঙ্গল চিন্তাকে ভাল বাসেন না, যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকম টাক্স স্থাপিত হয়, তৎকালে সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান তাহার এই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইনকম টাক্স করিলে প্রজার আত্যন্তিক অসন্তোষ জন্মিবে। প্রজার মনের ভাব অবগত হইয়া তাঁহার যেপ্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল, তিনি তদনুসারেই স্বমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞদিগের আদরণীয় না হইয়া পদচ্যুত হন। লেন পুনীর কালেক্টর ষ্টেডিস সাহেব প্রাদেশিক করের বিষয়েও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অবমানিত হইয়াছেন। রাজনীতি এমনি অদ্ভুত পদার্থ যে ইহার নিকটে সচরাচর সাধুতা সাহসিকতা ও ধার্ম্মিকতা দ কোন গুণই স্থান প্রাপ্ত হয় না। এক মাত্র স্বার্থ সাধনই উহার লক্ষ্য ভূত।

এই রাজনীতি অবশ্য হউক আর প্রশংসনীয় হউক, তাহার গুণ দোষ বর্ণন এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ঐ রাজ নীতির সদোষতা নিবন্ধন কতক গুলি রাজপুরুষের যে একটী বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কোত প্রকাশ করাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ সকল রাজ পুরুষের মত এই, রাজ্য সম্বন্ধে যে কাজ করিতে হইবে, সকলকে একমত হইয়া করিতে হইবে, তাহাতে যদি কাহার নিজ সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়, তাহাও করা উচিত। তাহা না করিলে এদেশের লোকে বিদ্রোহী হইবেন, সাহেবদিগের প্রতি অভক্তি করিবেন, সাহেবদিগের ঐক্য নাই ইহা জানিতে পারিবেন। ইহা জানিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট আর কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

দেশীয় পাঠকগণ! আপনারা বলুন দেখি, এটী কি বিপরীত সংস্কার নয়? কতক গুলি রাজপুরুষ একরূপ কহিতেছেন, আর কতকগুলি অন্যরূপ কহিতেছেন। এস্থলে পাঠকগণ বোধ হয় কতক গুলির মতের সহিত তোমাদিগের মতের ঐক্য হইল, আর কতকগুলির মতের সহিত অনৈক্য হইল। যাহাদিগের মতের সহিত অনৈক্য হইল, তাহাদিগের প্রতি কি তোমাদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়? সাহেবদিগের প্রতি কি অভক্তি জন্মে? আমরা ত জানি যাঁহারা যথার্থ কথা বলেন, তাঁহাদিগের গুণেই কেবল কি ভক্তি জাতির প্রতি ভক্তির উদয় হয়। তাহারা যদি যথার্থ কথা না কহিতেন, তাহা হইলেই ইংরাজ জাতির উপরে অভক্তি জন্মিত আমাদিগের দুঃখ ও কোভ সঞ্চারে কিম্বা এই রাজপুরুষগণের এরূপ বিপরীত সংস্কার আর কত দিন থাকিবে? এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ হইতে তাঁহাদিগের এত অভক্তি কেন? তাঁহারা আজিও এদেশীয়দিগকে চিনিতে পারিলেন না? এদেশে তাঁহাদিগের যখন কোন কুকার্য্যে ও অত্যাচারে প্রবৃত্তি হয়, তখন যদি তাঁহারা একবার এই চিন্তা করেন, এদেশীয়েরা উহা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন। তাহা হইলেপরম মঙ্গল হয়। সে সময়ে তাঁহাদিগের এদেশীয়দিগকে মনে হয় না কেন? স্থানান্তরপ্রকটিত এক খানি প্রেরিতপত্র আমাদিগকে এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইউরোপীয় পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই পত্রখানি একবার পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই এদেশীয়দিগের মনের ভাব কিরূপ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট।

কারেল সাহেব অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের যে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, এটী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়প্রিয়কর হইবে সন্দেহ নাই। সমুদায় মিউনিসিপাল ও টাউন কমিটির সভ্যদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেবল কর্ণেল

ইলবর্ট, আর হারবি, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু মহেন্দ্রলাল মল্লিক ২৪ পরগণার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম পাইয়াছেন। যে সকল গ্রামে মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত নাই, সেখানকার কুত্তবিদ্য ব্যবহারাজীব কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহা অত্যাচারের সম্পূর্ণ নিবারণে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বে এখানকার সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান লোকেরাই গ্রামের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাহাতে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের শ্লেষের শাস্তি হইত। এখন আর গ্রামবাসিদিগের সে ভাব নাই। এখন আর কেহ কাহাকে মানে না। সুতরাং গ্রামের বিবাদের গ্রামে মীমাংসা হয় না। আদালতে গিয়া অত্যাচার প্রতীকার সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। আদালতের মকদ্দমা শ্রম ও ব্যয় সাধ্য। সকলের সে ব্যয় ও শ্রম করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে আজিও অনেক গ্রামে অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তির অনেক প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদি এক একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হন, পুলিস উৎপীড়িতদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা হইবার কি সম্ভাবনা থাকে? বিদেশ হইতে গ্রামের বিবাদমীমাংসকেরা যখন আগমন হইয়াছেন, তখন গ্রামে গ্রামে এক একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিয়া তাঁহাদিগের সেই শূন্য পদ পূরণ করা কর্ত্তব্য। অনাথা দুঃখী ও দুর্ব্বলদিগের ত্রিটিশ সুবিচার লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা পূর্ব্বে একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ইলবর্ট সাহেব সেটা আইনের [illegible]

এখন তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে গবর্ণর সেই প্রস্তাবের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ক্রমে গ্রামে গ্রামে যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে আমরা এ কথা বলি, অনুপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া যেন দেশের দুর্নাম করা না হয়। যে গ্রামে উপযুক্ত লোক না মিলিবে, সেখানে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিতে আমরা নিবারণ করিতেছি। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া এদেশের যে উপকার করিবেন মনে করিতেছেন, আমাদিগের বিবেচনায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ প্রথা তদপেক্ষা অনেকাংশে উপকারী হইবে। অল্পসংখ্যক লোকের সন্তোষের কারণ হয় না। অসন্তোষ অনেক অনর্থের মূল হয়। পক্ষান্তরে, কুতবিদ্য উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিগের যশ ও অমিষ্টের আশঙ্কা নাই।

পুলিসের অত্যাচার নিবারণের একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইবার।

কষ্ট অসহ্য না হইলে তাহার প্রতীকার চেষ্টা হয় না। তাহার প্রতীকার চেষ্টা হইলেই নিবারণের মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। ক্লেশ শান্তির সময়ে লোকে সহজে পারে যায়, ক্লেশ শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই লোকে শান্তিপূর্ণ ভাবের অবলম্বন প্রবেশ করে। যে কার্য্যে কারেল সাহেবের শাসনপ্রণালী বহু দোষদূষিত হইলেও তাহা হইতে দেশের একটী মহদ্বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। সে উপকার জীবন্তা অত্যাচার পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচার নিবারণার্থ [illegible] ঘটে, কিন্তু আমরা আবার অত্যাচার করিতে পারি বলিয়া [illegible] থাকে। বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বিষয়ে নয়, সকল বিষয়েই সাধু ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটকে এক এক জন স্বাধীন রাজা করিবার অভিপ্রায়ী হইয়াছেন। তাঁহার আদালতের পূর্ব্বে বেঙ্গলীর মাজিষ্ট্রেটকে যেরূপ দেশের শান্তি ও রাজার প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিতেন না কেন প্রজার কষ্ট অথবা অত্যাচার হইলে সকলেই মাজিষ্ট্রেটের মুখাপেক্ষা করিতেন, কিন্তু কারেল সাহেবের রাজনীতি অনুসারে ঠিক কাজ হইলে মাজিষ্ট্রেটে এক প্রকার কাঁচাখেকো দেবতা হইয়া উঠিবেন তাঁহাদিগের নিকটে আর সাহায্য পাইবার আশা থাকিবে না। পাছে তাঁহারা অকারণ মিছা কেস অথবা অন্য কোন অনিষ্ট করেন, এই ভয়ে সকলকে সশঙ্ক থাকিতে হইবে। অতএব মনসা দেবীর ন্যায় তাঁহাদিগের নিকটে কেহই প্রার্থনা করিবেন না। কেবল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সংহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয় হইবে। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের স্বদেশীয় সিবিলিয়ানেরা যথেচ্ছাচারী পঞ্জাবী প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন। কারেলসাহেব এত উপদ্রব করিতেছেন, যথেচ্ছাচারের এত কৌশল দিতেছেন তথাপি ফৌজদারী বিভাগের সময়ে মাজিষ্ট্রেটেরা অনেক বিষয়ে পঞ্জাবের [illegible]

লিয়ানের। যে কাজ করেন না, পুলিষ কর্ম্ম চারিগণের অনেকে তাহা করিতেছেন। সম্প্রতি যে কয়েকটী পুলিষ ঘটিত অত্যাচারবিবরণ সমুদায় দেশ চঞ্চল হইয়াছে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার একটীতেও অপরাধির দণ্ড দিবার নিমিত্ত যত্ন বান হইলেন না, বরং তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে পুলিষের নামে এ প্রকার নালীশ না হয় তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। ফলতঃ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির দোষে পুলিষস্থ লোকে শান্তি রক্ষক বোধ না করিয়া অত্যাচারকারী বলিয়া জানিতেছেন। পুলিস কর্ম্মচারিরা চোর ও ডাকাইতের হস্ত হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবেন ও আততায়ির বধ চেষ্টা হইতে রক্ষা করিবেন এ আশা আমাদিগকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। পুলিষ পাছে অত্যাচার করেন এই ভয়ে অনেকে ভীত। এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত কি না? ইহা আর্য্য জাতির অন্ততঃ চির সংস্কারের-সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির দোষে অনেক লোকের আত্ম রক্ষার চেষ্টা আপনাদিগকে করিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি যে সর্ব্বত্র লোকে পুলিসের অত্যাচার নিবারণার্থ বদ্ধপরিকর ও সুসজ্জিত হইতেছেন। এটী সুসময়ের শুভ চিহ্ন। আমরা স্বদেশীয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই প্রতিজ্ঞা যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। দেশের লোকে আপন আপন স্বাভাবিক স্বত্ব বুঝিয়া তৎরক্ষার্থে চেষ্টা না করিলে অতীষ্টলাভ হয় না। যেখানে অত্যাচার, সেই খানে তন্নিবারণের উপায় হইলেই আর তাহা হইতে পারে না। যদি কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারেন দুষ্কর্ম্ম করিলেই তাহার দণ্ড হইবে, তাহা হইলে সেই দুষ্কার্য্যে কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সাহস হয় না। কলতঃ দেশের লোকেরা এক বাক্য হইয়া আইন সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিয়া অত্যাচারের প্রতিবিধানের যে চেষ্টা করিতেছেন, এটী বার পর নাই আহ্লাদের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু একবিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। পুলিষ কর্ম্মচারী হইলেই তাহাকে শত্রু জ্ঞান করা উচিত নহে। সকলের জানা উচিত যে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের অনেকের অপরাধির দণ্ড দেওয়াইবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আছে। সেস্থলে সকলের পুলিষের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের লোকের একটী অসঙ্গত দোষ আছে। একজন যথার্থ অপরাধ করিয়াছে জানিয়াও আমরা স্বার্থপরতাজনিত বন্টের ভয়ে তাহার সংবাদ দি না। দেশের লোকে যদি এবিষয়ে পুলিষের সাহায্য করেন, পুলিষকে যন্ত্রণা যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয় না। অপর, সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষিদিগকে দণ্ড দেন, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়। তাহা হইলে কাহারও অত্যাচার করিতে সাহস হয় না। পুলিষ অত্যাচার করিলে সেই অত্যাচার গোপন নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার দণ্ড দাতা হন, তাহা হইলে সহজেই অত্যাচারের নিবারণ হইয়া আইসে।

আমরা এস্থলে পুলিষকেও একটী অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের জানা উচিত তাঁহারা শান্তি রক্ষার্থ আছেন, অত্যাচারের জন্য নহেন। কেহ অপরাধী হইলে তাঁহারা যদি গ্রামস্থ লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন, অনায়াসে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন। পুলিষের মধ্যে এক দেশীয়দিগের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, এটী যদি তাঁহারা বিস্মৃত না হন, তাহা হইলে অনায়াসে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন অথচ তাঁহাদিগকে অত্যাচারী বলিয়া কলঙ্কিত হইতে হয় না।

উপসংহারে আমরা পুনরায় এক বার বলি এক্ষণে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে সাধারণ মত প্রবল হইতেছে এটী একটী শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যকালে আমাদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অত্যাচার হইলেই তাহার অবশ্য নিবারণ করিতে হইবে কিন্তু তাহা যেন কেবল পুলিষের বিরুদ্ধাচরণ করিব বলিয়া করা না হয়।

গ্রামীণ উন্নতির [illegible] প্রতিবন্ধক।

আমরা যে সমস্ত পল্লীগ্রাম দর্শন করিয়াছি, তাহার সমাজীন উন্নতি প্রায় নয়নগোচর হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি আজি আমাদিগকে বিশাল বিস্ময়ান্বিত ও বিপুল আনন্দে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। পত্র খানি এই—

"মহাশয়! কাশীমপুর গ্রামটী রাজসাহী জেলার অধীন। গ্রামস্থ প্রায় সকলেই সম্বতিপন্নাপন্ন ব্যক্তি। প্রজাগণও নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করে না। ১২। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে এগ্রামের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ ছিল তাহা বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধগম্য হয়। পূর্ব্বে যে সকল স্থান নিবিড় জঙ্গলাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির উপদ্রবে উপদ্রুত ছিল, এক্ষণে সেই সকল স্থান শস্য বা পুষ্প বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানের অধিবাসিগণ চিঠা পাঠিয়া শিক্ষা করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিত, এক্ষণে সে সকল [illegible] বীজ গণিত ত্রিকোণমিতি শিক্ষা করিয়াও শিক্ষালি

পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিতেছে না। মহাশয়! বলিতে কি গ্রামস্থ অধিবাসীগণের অসীম উৎসাহ ও যত্নে গ্রামটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়াদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া একণে সৎ দৃষ্টান্তের আদর্শভূত হইয়াছে। উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রায় গোপেশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু ভাবিণীকান্ত চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু শশীশেখরনাথ চৌধুরি জমিদার মহাশয়গণ যত্নবান হইয়া গ্রামের উপকার করা হইতেছে। কারণ, কেবল ইঁহাদিগেরই যত্নে এই গ্রামের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।*

গ্রামের সকলেই সমৃদ্ধিশালী এটী বড় কৌতূহলের কথা। কি উপায়ে গ্রামবাসিরা এরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন, পত্রপ্রেরক তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। করিলে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হইত। তবে পত্র প্রেরক একস্থলে লিখিয়াছেন, তত্রত্য জমিদারদিগের যত্নে গ্রামের উন্নতি হইয়াছে। তাহাও স্পষ্ট হইতেছে না। জমীদারেরা নিজভাণ্ডার হইতে অর্থ দিয়া সকলকে ধনশালী করিয়া তুলিয়াছেন অথবা শিল্প বাণিজ্য কিম্বা কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিয়া তাহাদিগের সমৃদ্ধি পথের পথ করিয়া দিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের প্রকাশ ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু অনেকগুলি পল্লীগ্রাম দেখিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, অদ্যকালি পল্লীগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই প্রধান। তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধিই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু তাহাদিগের ক্রমশঃ শ্রীহ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের যে উপায় ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রকারেরা এমন কোন উপায়ের বর্ণন করিয়া যান নাই, যাহাতে ব্রাহ্মণেরা ধনশালী হইতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল ভিক্ষোপজীবী ছিলেন, ব্রাহ্মণদিগের কিছু না দিয়া কেহই কিছু করিতে পারিতেন না। তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের স্বচ্ছন্দে চলিত। পূর্ব্বে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্য ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের অনায়াস কারণ। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের ভোগ লালসাও বলবতী ছিল না। এখন তাহার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে, দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে, ভোগবিলাস আত্যন্তিক প্রবল হইয়াছে। অথচ চাকরী অর্থাগমের উপায়ভূত হয়। যাঁহারা স্বকৃত হইয়া চাকরী করেন, তাঁহারা স্বকৃত ভঙ্গের ন্যায় কিছু দিন সুখী হইয়াছিলেন। এখন সে স্রোতে চুঁটা পড়িয়াছে। এখন আর এক সুখ নয়। এখন চাকরীর সকল সকল অর্থী হইয়াছে। এক জাতিতেও ঐ অর্থিত্ব নিরুদ্ধ নয়। কিন্তু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই চাকরী চাকরী করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এত চাকরী কোথায় পাইবেন যে সকলের ক্ষুধা শান্তি করিবেন।

বহুকাল হইল, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির বৃত্তি এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের জীবিকার অসচ্ছল ছিল না। এক্ষণে ইংরাজ জাতি তাঁহাদিগেরও অন্নে হস্তা হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জীবিকা আর সুলভ নয়।

এই সকল কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, গ্রামের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের উচ্চ চাকরী আছে ও কিছু সঙ্গতি আছে, তাঁহারাই যে কেবল শ্রীবৃদ্ধি কিন্তু তাঁহাদিগের ভাগ্যে অতি অল্প গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অবস্থা মন্দ। [illegible] গ্রামস্থ পরিবারদিগের সন্তান সন্ততি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেছে, তাবৎ ইহাঁদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আমরা উপরে কহিয়াছি সর্ব্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নতির এখন প্রস্তাব আছে। উপসংহারকালে আমাদিগের কাশীমপুরের পত্র প্রেরকের পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহাদিগের গ্রামটী কিরূপে সমৃদ্ধিশালী হইল? তাঁহারা জমিদার পাইয়াছেন, আমরা অন্য অন্য গ্রামবাসিদিগকে সেই উপায়ের অনুসরণের পরামর্শ দি।

নূতন পুস্তক।

বঙ্গ ভূগোল (১) আমরা একটি উপন্যাস শুনিয়াছিলাম তাহাতে এক ব্যক্তি গান করিয়া দেবতাকে মোহিত করে। দেবতারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান পুরস্কার দিলেন। সে ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া এক মর্ত্ত্য পেচক ইহারও দেবকণ্ঠ করিতে গেল দেবরাজ তাহাদিগের গান শ্রবণ করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, আমরাও বঙ্গ ভূগোল পাঠ করিয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। সাধুভাষা ও সাধু বাঙ্গালা লিখিবার চেষ্টা ক্রমে বিরলা আর নাই। উহা যে কোথাও কিছু ভাল এরূপ নয়, প্রায় অনেক স্থানেই ভাষার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। বিদ্যাবিশিষ্ট করিতাই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে।

* বংশপরম্পরায় প্রথমাক্ষর-ত্রাজ
অদ্যাপি থাকে যদি কুল-কুলজে।
উদার্য্য, গৌড়ে যার, অদ্যোদয়ে
সে ইন্দ্রবংশী-কুলকুল বিজয়ে॥

(১) মহর্ষি কাশ্যপের যে সন্তান [illegible] আছে, তাহার অনুকরণ, কলুকলঙ্কিনীর [illegible] করিয়া [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই চৈত্র সোমবার।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ৭ ই যে বিলমারিয়াস্থ একজন উত্তমব্যবসায়ী মুসলমান পল্লীর এক কাফ্রি তিনটী কন্যা সন্তান অর্পিয়াছে। কন্যা তিনটী এপর্য্যন্তও মিশ্মিশে কাঁদিয়া আছে।

গত ১০ ই যে লালপুর শরৎসুন্দরী মাইনর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে।

জিলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী হরিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, অলদখণ্ড নামক গ্রামে একজন মুসলমানের গৃহে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৭০।৪০ খানি গৃহ ভস্ম এবং একজন মুসলমানের দুটী শিশুকন্যার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। এ প্রকার মৃত্যু সংবাদ অধিকতর শোচনীয় হয়।

বিচারপতিরা যথা সময়ে আদালতে আগমন করেন না, তন্নিবন্ধন অর্থি প্রত্যর্থি প্রভৃতির যায় পর নাই কষ্ট ও ক্ষতি হয়, এই বলিয়া আমরা এতদিন যে তারস্বরে চীৎকার করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার ফল ফলিয়াছে। আমরা গতসংখ্যক ফলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কায়েল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, মফস্বলের বিচারপতি দিগকে প্রতিদিন ১১ টার মধ্যে আদালতে আসিতে হইবে। এনিয়ম কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, ছয়মাস পরে কমিশনর সাহেব দিগকে তদ্বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট করিতে হইবে এবং প্রতিবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। নিয়মটী উত্তম হইয়াছে বটে কিন্তু কায়েল সাহেবের যেমন সকল কাজের প্রারম্ভটী উৎকৃষ্ট কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, ইহাতেও সেই দোষ ঘটিয়াছে। তিনি যেমন হাকিমদিগের আগমন কালের কড়াকড়ি করিলেন, তাঁহাদিগের গমন কালেরও তেমনি একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য। ১১ টার সময় অবধি রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত খাটাইয়া লওয়াও কর্ত্তব্য হয় না। আমাদিগের অপর বক্তব্য এই, সদর মফস্বল ভেদ না করিয়া সমুদায় বিচারপতির প্রতিই ১১ টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া উচিত।

শুনা যাইতেছে ডাবড়ার ঈশ্বর শাপিলের মৃত্যু পুলিসের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিত হইবে। ঘটনাটী নাটকের উপযোগীই বটে।

সম্প্রতি বোম্বাইর প্রধান প্রধান লোকেরা সর মাটিন ফ্রিয়রকে যে অভিনন্দন দেন, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, জাহাজিখারের দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য রাজীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ইংলণ্ডের লোকে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিবেন না। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের জিদ আছে বলিয়াই ত এত গৌরব।

ছোম গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মুদ্রা সকল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে প্রচলিত হইবে। এক প্রেসিডেন্সির মোট অপর প্রেসিডেন্সিতে সচ্ছন্দে চলে, ইহাও একটী বিশেষ বিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিধান না থাকাতে অনেক সময়ে ভিন্ন প্রেসিডেন্সের মোট গুলিকে বিপদ জ্ঞান হয়।

আমরা সংবাদপত্র পাঠে অবগতি হইলাম, বোম্বাইর ব্যারিষ্টার ফিরদৌস এম, এল, বি, অস্থায়ী হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কলিকাতার হাইকোর্টে আর একজন এদেশীয় জজ নিযুক্ত করা লার্ড মর্লবরোর অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু প্রধানতম বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচের এবিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, যে একজন এদেশীয় জজ আছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত। কাজির মতে দ্বিতীয় পরম নাই। যাহাদিগের দেশ, তাহাদিগকে ছল করিয়া চিরকাল বঞ্চিত রাখা ভাল দেখায় না।

ইংলিসম্যান বলেন কমিশরেরা আগা মসজিদ হইতে খাসগার পর্য্যন্ত রাস্তা সকল নির্ম্মাণার্থ বহুসংখ্য মজুর নিযুক্ত করিতেছেন এবং চারি পাঁচ জন কমিশর আফিসর কোলাবে পর্ব্বত সকল পরিদর্শনার্থ আসিয়াছেন। কমিশরেরা ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া আসিতেছেন।

প্রয়াগদূত বলেন, "বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বত্র বিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। সে তালিকার ফল এই।

সাহিত্যাদি শিখাইবার কলেজ গবর্ণমেণ্টের ৮ টী, সাহায্য প্রাপ্ত ৫ টী এবং স্বাধীন ২ টী, মোট ১৫ টী। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিখিবার কলেজ সমুদায়গুলিই গবর্ণমেণ্টের, সংখ্যা ১২ টী, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের ৫২, সাহায্য প্রাপ্ত ৭৮ এবং স্বাধীন ৪৭, মোট ১৭৭। মধ্য শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের ২২২, সাহায্য প্রাপ্ত ১২৪৪, স্বাধীন ১৯১, মোট ১৬৫২। পাঠশালা গবর্ণমেণ্টের ১৮৩৩, সাহায্য প্রাপ্ত ৪১১, স্বাধীন ১৮০০০, মোট ২০৪৪৯। মধ্য স্কুল গবর্ণমেণ্টের ২৬, সাহায্য প্রাপ্ত ১৫, স্বাধীন ১০, মোট ৪২। বালিকা বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের -, সাহায্য প্রাপ্ত ২৯৭ স্বাধীন ৪৫, মোট ৩৪৪। ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৭০০। তাহাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০৪১৫৪। তন্মধ্যে সাহিত্যাদির কলেজে ৩২৩, ডাক্তারি প্রভৃতির কলেজে ১৮০০, উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে ৩০৫২৩, মধ্য শ্রেণীর স্কুলে ৭১১২৩, পাঠশালায় ২৮১০০০ মর্ণাল স্কুলে ১৮১৭, বালিকা বিদ্যালয়ে ১৫১৮। সমুদায়ে ব্যয় ৪১১৮০০০ টাকা হইয়াছিল।

গত ১৯ এ যে বিলাস পুরের রাজা সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। সাংক্রামিক রোগ এক মুহূর্ত্তেই কত করে না।

পিরমিয়র নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৭৪ অব্দের মার্চ মাসে সার জন ট্রেভি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণর হইবেন। এই সকল লোকের আজি কালি উন্নতি হইবার দিন।

এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল প্রতি মঙ্গলবার ইংলণ্ডে মেল যাইত, এক্ষণ অবধি মঙ্গলবারে না যাইয়া প্রতি শুক্রবার মেল যাইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পুণায় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের [illegible] বাসিক বেতন ১০০০ হইতে ১ ০ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহা ভিন্ন [illegible] টী

[illegible] দেওয়া হইবে। বাসা পরিষ্কার করিয়া কিছু ঘরিয়া দেওয়া উচিত ছিল। তেমন হইলেই যদি বাসা খরচ কমিতে হয় তাহা হইলে লোক সহজে ঘর ভাড়া পাইয়া আসিবার [illegible]

এবার বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের লবণ বিভাগে ৩১শে মার্চ্চ তারিখের শেষ হিসাবে ১৬,৪৪,০২৮ মণ লবণ জমা হয়, গত বর্ষে ঐ সময় ১৫,১৪,৩৮০ টাকা আদায় হইয়াছিল।

১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার

মণিপুর রাজ্য সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগের কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে সেখানে যে অধিক বাড় করেন, ছাজোমিয়ের ডেপুটী কমিসনর কর্ণেল কোভান সেই রাজ্যের প্রতি অনুকূল ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া লাড নর্থব্রুক তাঁহার এই সময়ের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন। এমন কি কমিসনর কর্ণেল কোভান যখন মণিপুরের সিংহাসনে মহারাজের পক্ষ হইতে অভিষেক করিবেন, সেই সময়ে লাড নর্থব্রুক স্বয়ং উপস্থিত হইবেন বলিয়াছিলেন। এখন সকল কার্য্যের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন কি না সন্দেহ। এই সকল কারণে মণিপুরের মহারাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ যে ইংরাজের প্রতি বিরক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল কারণে মণিপুরের মহারাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ যে ইংরাজের প্রতি বিরক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। লাড নর্থব্রুক যদি লাড মেয়োর ন্যায় সহৃদয় ও উদারচিত্ত হন তাহা হইলে ভারতবর্ষ সুখের রাজ্য হইয়া উঠে।

লাড নর্থব্রুক সিমলায় যে দরবার করেন তাহাতে বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ওয়েষ্টল্যণ্ড ষ্টার নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি মান্দ্রাজের শেরটালি নামক গ্রামে কতকগুলি তুলি তুলি ধরণ করিতে করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার হীরক ও স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ একটী স্বর্ণ পাত্র পাইয়াছে। আপাততঃ ঐ টাকা একটী বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিয়া উহার রক্ষা করা হইতেছে।

পায়নিয়ার ষ্টীমার বলেন, সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে ইউরোপিয়দিগের পরস্পর বড় গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। গোলযোগের কারণ কি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

চা-র চাষ করিবার জন্য বিশেষ গভর্ণমেণ্ট আসামকে [illegible]

জমে ঐ কার্য্যে অধিকতর [illegible] পর্য্যবসিত হইতে চলিল।

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈন্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইবে না বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে বড় অসন্তোষ জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা যেরূপ রাজভক্ত, তাহাতে তাহারা কখনই রাজদ্রোহী না হইবে।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বলেন, ভারতবর্ষে [illegible] পর্য্যবেক্ষণ করিয়া [illegible] ইহাতে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে উত্তরা শস্যাদির প্রায় চতুর্থ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিভাগে বহিত বিস্তর পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু বাধারণতঃ ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

এবার গ্রীষ্ম প্রথম বলিয়া সাধারণ হইতে বড় সুখের সোচনীয় সংবাদ আসিতেছে। এক ব্যক্তি মহীয়া হইতে লিখিয়াছেন "বৈশাখ মহীয়ার অন্তর্গতী মোজাবদ নামক গ্রামে ঐ বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়া প্রায় ছেড় শত প্রজার বাটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অন্যূন ২০০০ বিঘোড়ি সংগ্রহ টাকার দ্রব্যাদির ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসী অধিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চৌধুরি আদি সমস্ত প্রজাগণের দুঃখে আর পার নাই হায় এতগুলি দুঃখী প্রজা বিপদ ঈশ্বরকে বিনা বিনয় পরিচয় [illegible] সাহায্যার্থে ৫০০ শত মুদ্রা দান করিয়াছেন। অধিক এই [illegible] দুঃখ প্রজাগণের বিশেষ উপকার [illegible] নাই বটে, তথাপি বাবু [illegible] পর দুঃখ কাতরতা [illegible]

[illegible] ঘোষণা [illegible] ঘোষণা [illegible] ঘোষণা [

সংবাদ আসিয়াছে নয়দার মহম্মদ আজুম খাঁ নিয়ার আলীকে একদল সৈন্য ও কতক টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে রিয়াটের শাসন ভার গ্রহণ করিবার জন্য একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইতেও বলিয়াছেন। এদিকে তিনি সিভান আক্রমণের উদ্যোগে থাকিবেন। আমীর এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য ও টাকা পাঠাইয়াছেন। আমাদিগের কিন্তু আজুম খাঁর এই প্রার্থনায় কিছু দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

জনশ্রুতি এই, আবদুল রহমন এবং মহম্মদ ইশাক খাঁ কাবুলে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা কাবীর সেনাদলে মিশিয়া আমীরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় আছেন।

২০ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের প্রদর্শনে ৩৩০০০ টাকা আয় এবং ২৮০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে সকল কর্ম্মচারী উহাতে অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন, এই উদ্বৃত্ত টাকা উহাদিগকে দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে আলিবাগে যে রণতরি পাঠান হইয়াছে উহা ফলতাবের সহিত যুদ্ধার্থ নয়, সমুদ্র দিয়া ক্রীতদাস লইয়া কোন জাহাজ যায় কি না তাহারই অনুসন্ধানার্থ পাঠান হইয়াছে। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন কোন রূপে সন্দিগ্ধতা না করে। অন্য অন্য অধিকার কালে আমরা এরূপ সতর্কতা সাবধানতা ও ন্যায়ানুগামিতার কথা শুনি নাই।

সম্প্রতি গারোওয়ারার কয়লার খনিতে উপর হইতে একখণ্ড ভূমি ভাঙ্গিয়া পড়াতে একজন ইউরোপীয় ও ১২ জন দেশীয় লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অনবধানতা ও অবিমৃষ্যকারিতা অনিত মৃত্যু অধিকতর শোচনীয় হয়।

বিদ্রোহী সিরাজ মহম্মদ খাঁর যে মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের পূর্ণ অধিবেশনে তাহা রহিত হইয়া তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। নিষ্ঠুরতর প্রাণ দণ্ডটীকে ক্রমে রহিত করা কর্ত্তব্য।

পিয়নিয়র বলেন, সেদিন সীতাপুরের অন্তর্গত বানছিটা নামক স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গ্রামটী এক কালে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু অনেক মনুষ্য ও পশ্বাদি আহত হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার শ্যামবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৭ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজের বাইয়াম নামে একটী স্ত্রী লোক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদিগের এদেশে অনেক কুলীন কন্যাকে বাধ্য হইয়া এই ব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটী আশ্চর্য্য আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, কোন শিক্ষক যেন পুস্তকাদি রচনা না করেন, কারণ তাহা হইলে উঁহাদিগের শিক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে। কোন শিক্ষক বয়সাগণ লইয়া আমোদ প্রমোদে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে না পারেন তাহারও কোন উপায় করা উচিত। তাহাতেও ত শিক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে না, সে আজ্ঞা দিয়া আপনার মান কেবল আপনি নষ্ট করা হয়। লাভের মধ্যে এতদ্বারা প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইবে। যাহার পুস্তক লিখিবার অত্যাধিক ইচ্ছা হইবে, তিনি কখন ক্ষান্ত হইবেন না, অন্যের নামে তাহা প্রচার করিবেন। তবে স্কুলের সময়ে কেহ পুস্তক রচনা বা সমাচার পত্রাদি পাঠ না করেন, এই আজ্ঞা দিলে ভাল হইত।

অযোধ্যার আবকারী বিভাগের আয় কম হওয়াতে তত্রত্য প্রধানতম কমিশনর ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। আরো দুয়ার যে কাম খোল, পোষাইয়া যাইবে, লোকের সর্ব্বনাশ হউক, আর যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টের পয়সা হইলেই হইল।

এ, পেডলার সাহেব কৃষি ও রসায়ন শিক্ষার অধ্যাপক হইয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য ৫০৩০ মূল্যের একটী যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা হইতেছে শুনিলেও আনন্দ জন্মে।

সংবাদপত্র সম্পাদকগণ পুনঃ পুনঃ কাম্বেল সাহেবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে তিনি ও সম্মানসূচক উপাধি সংস্থাপন করিলেন। আমার রাজপুরুষগণের নিয়মনাধীনের বিরুদ্ধে লেখাতে তাহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। প্রথম ত কেবল গ্রীষ্ম কাল তথায় এবার বাস করা হইত, ক্রমে তথায় সম্বৎসর থাকিবার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। শুনা যাইতেছে কতকগুলি আফিস না কি এবার হইতে বরাবর সিমলায় থাকিবে। কলিকাতা হইতে যদি এ কাজ হয়, অতিশয় দুঃখের হইবে।

কয় বৎসর ধরিয়া বড় বড় ডাক্তারেরা ও এদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু উহা কাম্বেল সাহেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন, এদেশীয়েরা ভাত খায় বলিয়াই এই সাংক্রামিক জ্বর হইতেছে। বাঙ্গালিরা যদি অন্ন পরিত্যাগ করেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাংক্রামিক জ্বর ভোগ করিবেন, সে বিষয় সন্দিহান নহে। ডুমিবার উদরাময় হইয়া শীঘ্রই কার্য্য শেষ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে উপায়টীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, এটী তাঁহার অধিকার কালোচিত হইয়াছে।

সে দিন কর্ণ লাইনে একখানি আরোহী ট্রেণে অগ্নি লাগিয়া ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ব্রেকব্যানে আগুন লাগে, তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী একখানি দ্বিতীয়

শ্রেণীর গাড়িতে আসন ধরিয়া যাওয়াতে তিন জন শ্রেণীস্থ আরোহীর অসুবিধা হয়, উহাদিগকে সেই শ্রেণীর গাড়িতে আসন দিবার আদেশ হইয়াছে। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে একজন ইউরোপীয় কয়েদি ও চারি জন রক্ষক ছিল। মারপিট করাতে ইউরোপীয় কয়েদির প্রাণ রক্ষা হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা কি বাঙ্গলা দেশের সাংক্রামিক জ্বরের ন্যায় অচিকিৎসনীয় হইয়া উঠিল।

সম্প্রতি পিরনিয়র এসেম্বলীয়দিগের বেতন সম্বন্ধে এসেম্বলীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ২৫ এসেম্বলীয়দিগকে প্রত্যহ যাতায়াতের যে ব্যয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিউনিসিপালিটীর ও সাধারণ্যের অনেক কাজ হয় বটে; কিন্তু যাহা দিলেও যে উহার পরিচয় হয় না এরূপ নয়। অর্থাৎ এ অর্থ দিলে ভাল বটে, কিন্তু না দিলে তাহা দেওয়ার হইতে পারে না। হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদক এই মতের অনুমোদক হইয়া উহার এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি যদি সাধারণের উপকারার্থ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দেয় তাহাকে হিতৈষী বলা যায় সত্য, এই বলিয়া যে কেহ চিকিৎসালয় করিয়া না দিবে তাহাকে হিতৈষী বলা যাইবে না, এ যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদক ঠিক কথাই কহিয়াছেন। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি না করিয়া কেবল গাড়ি দে ৷ চড়িয়া আমোদ প্রমোদে কাল কাটানই ৷৷ ভাল লক্ষণ ৷৷

আজ ৪ঠা হইয়াছে বলিয়া সে দিন সুপ্রীমকোর্টের উকীলেরা ২১৪ দিনের জন্য কোর্ট বন্ধ করিবার নিমিত্ত আবেদন করেন। জজ সাহেব এ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইংলিশম্যান ইহাতে উকীলদিগকে কোমল-প্রকৃতি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ২১৪ দিন ছুটি হইলে যদি কোমল প্রকৃতি হয়, তবে যাহারা সিমলা যান তাঁহারা কি প্রকৃতির লোক?

১৮ই মে বুধবার।

১৩ এ মে কলিকাতা হইতে

টীমার সাহায্যে করিয়াছেন। তাহাতে যেরূপ উক্ত পথে অতিরিক্ত ভাড়া লাগে। টীমার কোম্পানির আরোহী কলের, তাঁহারা বড় পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন। এখন সৈন্য সকল স্থানান্তর হইতে প্রেরণ করা যাইতে পারে। কাবুলে ভূমিকম্পের সংবাদ লইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন সেনাপতি বংশ সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। কাবুলের কলাপে সাধারণতন্ত্রাধিকার ভূমিকম্পের আধারপাত্র করিবার চেষ্টা হইল, পরমেশ্বরই তাহা বিফল করিবেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিসিটেলের পরিবর্ত্তনের বয়স ৭ ও ১৭ বৎসর পূর্ণ হইবে। ইহা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক আপত্তি করিয়াছেন, অনেক সময় তাহার সভা হইয়াছে। এইরূপ ২।৩ বার সভা হইলেই ইহা বন্ধ করিয়া উঠিবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কার্যালয় বিক্রীত হইতেছে।—

৪	টাকা সিক্কা	১৸৯৸৶—১০৵৶
৫	কোং	১৸৩৷০—১৸৫৷০
৪৷৷	" "	১০৷৬৸—১০৷৭
৪৷৷	" "	১০৷৪৷৶০—১০৷৬৸৶০
৪৷৷	" "	১০৷৪৷০—১০৷৪৷৶০
৫৷৷	" "	১১০৸৶—১১১

১৯ এ মার্চ্চ—অমৃতবাজার।

ডুর্কি দূত মেহেরী বলেন, খিবার খাঁ রুশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিন লক্ষ ১৪ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

আগামী শীত "টেম্পারান্স ম্যাগাজিন" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইবে, একজন মিসনরি ইহার প্রচার করিবেন।

এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় একটী মিলিটারি ষ্টেসন ছিল, এক্ষণ অবধি ফাঁড়া উঠিয়া যাইতেছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, আগামী [illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ মে। [illegible] হইয়াছে। সকলে বলিতেছেন, উহাদের মত রক্ষা না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন।

পারসের সহিত ইংরাজদিগের উপনীত হইয়াছে, তিনি তথায় বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। [illegible] কাবুলীয় সমাচার অধিকার করিয়া ১৬,০০০ সৈন্য সংহার করিয়াছে।

রোম ২২ এ মে। পোপের মৃত্যু হইলে পর কি করা কর্ত্তব্য ভবিষ্যৎ বিবেচনা ও কার্ডিনলেরা, [illegible] করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। [illegible] উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য কাবে লোকিয়া হইয়াছে সমস্তরাত্র [illegible] করিয়া আসা হইয়াছে, আসোকীয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে। যে সকল ইংরাজ ইজিপ্তে [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার সকলে ইংলণ্ডে [illegible] করিয়া, উহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ [illegible] হইয়াছে।

আইরিশ রাজা [illegible] নিকটে যে দুঃখ জ্ঞাপন করেন তিনি [illegible] উপনীত হইয়াছেন।

পারিস ২৩ এ মে। জাতি সাধারণ [illegible] বড়ই গোলযোগ হইতেছে। একটী [illegible] উহার অধিবাসীরা রোপ করিয়া [illegible] অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছে। ইহারা [illegible] ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণের [illegible] দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, ইহারা উঠে নাই, কলতঃ তিনি [illegible] করিবেন।

পারিস ২৩ এ মে। জাতি সাধারণ [illegible] বৈদেশিক [illegible] হইয়াছে।

বর্ণন করা হয়। মাসল আকফেহন উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

পারিস ২৫ এ মে। ফ্রান্সে আর কোন গোল যোগ নাই রাজকুল দল লক্ষাগণকে আইন মান্য করিতে বলিয়াছেন। মাসল আকফেহন বলিয়াছেন তিনি সাধারণ তন্ত্র অমান্য করিবেন না এবং সে তন্ত্র রক্ষা করিবেন। ডফতি প্রধান মন্ত্রী সভা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

আমষ্টর্ডম ২৪ এ মে। ডচ চেম্বার এচিন যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০ লক্ষ কোরিন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

পারিস ২৬ এ মে। নূতন ফরাসী মন্ত্রি সভায় চিত্ত প্রফুল্লকর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ডাফরিন ডিউক বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী অ্যাডমিরাল রিচার্ড গ্রেভ, ফুল অর্থ বিভাগ মাননি ব্রাডস্থ বিভাগের, কেমরল গিসে যুদ্ধ বিভাগের, আর্ডমিরাল ডমপ্রেয়ার নৌবল সমুদ্রক বিভাগের বেথ শিক্ষা এবং পারিকডুক বিভাগের ডইলারি কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের।

লেসেপ্স ওসমমর্গ হইতে লেসেপ্স পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার কল্পনা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৯ মে এবং বোম্বাই হইতে ৫ই মে যাত্রা করিয়াছিল, উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ মে। সকলে বলিতেছেন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ কৃত বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত সকল পরিত্যাগ করিবেন।

পারিসের মন্ত্রি পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞাপন লেখা শেষ হইলে পর ম্যাকমেহনকে সভাপতিত্বে গ্রহণ করা উচিত কি না বার্লিনের মন্ত্রি সভা তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন ২৭ এ মে। পারাসর সাহা ১৮ই জুন লণ্ডনে উপনীত হইবেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত কল্য সর ষ্টাফর্ড নর্থকোট আলেকজান্দ্রিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছেন তিনি সর এচ বলিঙ্গমকে পুনরায় ডুপোল সমাজের সভাপতি করিয়াছেন।

পারিস ২৭ এ মে। বোনাপার্টিষ্ট দল নূতন শাসন প্রণালীর অনুকূল হইয়াছেন।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই মে। বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসিরহাট এবং বারাসত উপবিভাগের অতিরিক্ত সব রেজিষ্টার হইবেন।

২ এ মে। শ্রীযুক্ত জে, এণ্ডারসন সাহেব (যিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) প্রতিনিধি জয়েণ্ট [illegible] থাকিবেন।

২২ এ মে। ডেপুটী [illegible] ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] জন্য মেদিনীপুর উপযুক্ত স্থান স্থির হইয়াছে।

আরোপর্ব্বতের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি জে কলি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত কে, বি, মার্চ্চ সাহেব ত্রিপুরার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় (যিনি সম্প্রতি ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, ময়মনসিংহে যাইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু মহানন্দ গুপ্ত ২৪ পরগণা।
" ক্ষেত্র নাথ সরকার নদীয়া।
" শশভূষণ দত্ত যশোহর।
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মুন সদরবাদ।
" উমাকান্ত দাস ত্রিপুরা।
" শ্যামপ্রসাদ পুরকায়স্থ।
" চন্দ্রচরণ বসু ঢাকা।

২৬ এ মে। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামকালী গুপ্ত সেরপুরে বিভাগ এবং তত্রত্য ডাক্তারি কার্য্যের ভার পাইলেন।

শ্রীযুক্ত টি, ওয়ালটন সাহেব কিছু দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ই, লি সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেনরল হাসপাতালের প্রতিনিধি সহকারী আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস পঞ্চ নম হইতে গো বরাবরী পর্য্যন্ত যে ডকের কর্ম্ম হইতেছে তদর্থ ভূমিগ্রহণের নিমিত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মে। শ্রীযুক্ত এ পেডলার সাহেব বঙ্গ শ্রেণীয় শিক্ষাকার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মাতার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডি ডিয়র সাহেব ফৌজদারী কার্য্য বিষয়ে ২২২ ধারা মুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এস কটেরাল প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এফ এল ডাল্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২২ এ মে। উত্তর লক্ষ্মীপুরের সবকর্ত্তা কমিশনর মেসর ডবলিউ, এচ, জে লাল সুবডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মে। মৌলবী মহম্মদ আলী কিছুদিনের জন্য নওয়াখালির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে তৃতীয় শ্রেণীর একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মকেঞ্জি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অণ্ডর সেক্রেটারি।

—০—

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন:—

প্রায় তিন সপ্তাহকাল হইল সিমলায় বৃষ্টি হইতেছে। এবার অনুমান চৈত্র এবং বৈশাখ মাসের শেষ হইতে গ্রীষ্মকালের আবির্ভাব হইল। এপ্রেল মাসের ২১ এ কিম্বা ২২ এ হইতে সতেমণ্ড দমঘটায় আচ্ছাদিত হইয়া প্রথমতঃ ২।৩ দিবস ঘোরতর বজ্রশব্দ ও শিলা বৃষ্টি হয়। পর্ব্বতস্থলে শিলাবৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি এক এক সময়ে ২।৩ ইঞ্চি শিলা জমিয়া যায়। তাহার পর কয়েক দিবস গগনমণ্ডল পরিষ্কার মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই কয়েকদিন অতিশয় সুখদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরে ১১ ই মে হইতে পুনর্ব্বার মেঘ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৫ ই মে শিলাবৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে। সিমলার সন্নিকটস্থ স্থানে এরূপ শিলাবৃষ্টি হয় যে তাহাতে পর্ব্বত সকল তুষারাচ্ছাদের ন্যায় শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

এবার সিমলায় শস্য বড় ভাল হয় নাই। অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুষারপাত না হওয়াই শস্য হানির মূল। সকলে অনাবৃষ্টিই শস্য হানির কারণ, কিন্তু এখানে অনাবৃষ্টি শস্য হানির কারণ নহে। এখানে তুষারপাত যথাপরিমাণে না হইলে শস্য উত্তম জন্মে না। পর্ব্বত অতি উচ্চস্থান। সুতরাং বৃষ্টি হইলেই জল অনতিকাল মধ্যে সবেগে নিম্নভাগে প্রবাহিত হইয়া নদ্যাকারে পরিণত ও সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়। যত বৃষ্টি হউক না কেন, ক্ষেত্রাদিতে জল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে তুষার পাত দ্বারা বিস্তর প্রকার ফল লক্ষিত হয়। তুষার তখন অর্দ্ধহস্ত কখন এক হস্ত কখন বা দেড় হস্ত পরিমাণে পতিত হইয়া সমুদায় পর্ব্বত পরিবৃত করে। তাহা ক্রমশঃ গলিত হইয়া ক্ষেত্রসকল সজল ও আর্দ্র করিয়া দেয়। তজ্জন্যই তুষারপাত একে অসংখ্যোৎপত্তির প্রধান

ইংরাজী বলিতে হয়। গরু শীতঋতুতে দুধ বেশী দেয় এবং ইহাই গরু কিনিবার কারণ।

১২ই মে মিসেস ও মিঃ ক্রোম্পটনের একটী ছেলে হইয়াছিল। প্রতি বৈশাখী ও কার্ত্তিকের ঊষা মেলা হইয়া থাকে। ঊষা শিশুর বা ছোটদের মেলা। ঊষামঙ্গল খাজিরোমেয়ার। [illegible] ছোট নাগর একটী গ্রাম আছে। [illegible] নিম্নভাগে একটী বিস্তীর্ণ উপত্যকায় মেলা বসিয়াছে। বিশুর লোক সমাগম হয়। অনুর্দ্ধিকে পর্ব্বত মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ও নিকটে জল আছে, তাহাতেই স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। পার্শ্বস্থ গ্রামে প্রায় সমস্তলোক, ভূমি কৃষিকার্য্য এবং অন্যান্য সমস্তকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই মেলায় আসিতে হয়। ঠিক স্থানে ঐ উচ্চতেই সম্ভব আছে। উক্ত মেলা, [illegible] ধর্ম্মের শাসনকর্ত্তা লাভ মর্ব্বাইক ও [illegible] -ইসব্যাবাঙ্ক লার্ড মেপিয়ার ও ঈথোরিগের অনুগ্রহপূর্ণ ও [illegible] ঐতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তথায় পর্ব্বতবাসী [illegible] ও বহুল পার্ব্বতীয় লোকের সমাগম হইয়াছিল। পাহাড়ী অনেকে এই উপলক্ষে স্ফূর্ত্তি বিক্রয়ার্থ বহু লোকান খোলা হইয়াছিল। মাদুর খোলা [illegible] ও একটী প্রকাণ্ড আখড়া। [illegible] না। [illegible] খেলা খেলোয়াড়গণ আসিয়াছিল। পাহাড়ী ছেলেদের ভীড় লইয়া [illegible] হয়। একজন বলবান থাকে, তার একটী ঘুরন্ত ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে ভীড় থাকে, এক এক দলভুক্ত আরোহী একদল অন্যতর [illegible] পর্ব্বতবাসী স্ত্রীলোকের অধিকতর সমাগম হয়। অনেকেই সঙ্গে করিয়া [illegible]

[illegible] তাহাতে সংবাদ [illegible] দিয়াছেন:-

[illegible] ১৭ই মুহরমী, [illegible] সংক্রান্তির [illegible]

[illegible] কোম্পানীর বন্দুকধারী সৈন্য সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] বাদ সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর [illegible] ঘরের ছাউনীর অভিলম্ব [illegible]। [illegible] ছাদ, ছাদ ঝাড়িলে ছোট ছোট [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] সর্ব্ব বিষয়েই [illegible] প্রায় সমানই হইয়া থাকে। তবে [illegible] এই যে, এদেশে [illegible] ওলাউঠার [illegible] এ দেশের [illegible] এখানে ইউরোপীয়দের [illegible] হইতেছে।

[illegible] দক্ষিণ সিকিমবাসী [illegible] বসতভূমি (ভোট ইতিহাস দেখো) [illegible] বালুকারাশি পর্ব্বতাকারে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কেবল ছোট ছোট ঝাউ গাছ ও ঝাঁটা ঘাস মরুর পথে পতিত হয়। মরুভূমির সমুদয় স্থানই মরুময়। [illegible] পথ নাই। [illegible] যায় বলিয়া [illegible] ঘুরিয়া ভগ্নাংশ [illegible] পর্ব্বতাকার বালুকারাশি [illegible] ছোট ছোট গ্রাম গুলি এক বারে বিলোপিত করিয়া ফেলে। [illegible] হইতে [illegible] যায় উক্ত মরুভূমির মধ্য দিয়া [illegible] পথ আছে। [illegible] মরিয়া উক্ত পথ দিয়া [illegible] অগ্রসর হইতে [illegible] করিয়া মহা সঙ্কটে [illegible] হয়। [illegible] ভয়ে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যেক [illegible] [illegible] [illegible] কোন কারণে [illegible] [illegible] [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেখের মত গাছ, পালাড়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পাহাড়ের [illegible] গরু [illegible] আনিয়া আর তত পরিমাণে [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আজি কালি কি ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে। যথার্থ বিষয় ব্যক্ত করিলে রাজপুরুষদিগের নিকট তাহার আদর হয় না, সুতরাং যে ব্যক্তি সাহস করিয়া প্রকাশ করে সে ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত হয়। সত্য বিষয় গোপন রাখিয়া মিথ্যা দ্বারা চাটুকারিতা করা বর্ত্তমান কালে নীতি হইয়া উঠিয়াছে। কি রাজা কি প্রজা কি ধনী কি দুঃখী সকলেই প্রীতিকর মিথ্যা বাক্যে মোহিত হন। এ সময় যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের দেশের অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে ইংরাজেরা অতি সুখস্বরূপ রাজ্য শাসন করিতেছেন প্রজাদিগের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদিগের ধন প্রাণ মান অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীস্থ সকলেই সমানরূপে বিদ্যালাভ করিতেছেন, তাহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত উত্তমরূপ ঔষধ ও পথ্যাদির বিধান হইতেছে, প্রজারা কোন বিষয়েই নিপীড়িত অথবা দুঃখগ্রস্ত নহে, অধিক কি তাহারা রামরাজ্যে বাস করিতেছে বলিলে হয়। এইরূপে যদি কেহ ইতিহাস লিখিয়া কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে সেই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দেন, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় দেখেন যে এক মাসের মধ্যে সেই লেখক হয় ত কোন প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, না হয় ত সে ব্যক্তি তাহাতীয় লক্ষপ্রতিষ্ঠদিগের অন্যতর হইয়া উঠেন। পক্ষান্তর যদি কেহ বলেন যে এতদ্দেশীয় শাসন প্রণালীর দোষে প্রজামাত্রেরই অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, প্রজা কোন বিষয়েই সুখী নহে, যাহারা শান্তি রক্ষক তাহাদিগের হাতেই প্রজাদিগের ধন প্রাণ মান নষ্ট হইতেছে, যে পরিমাণে বিদ্যা বিষয়ে অর্থব্যয় করা আবশ্যক, তাহা হইতেছে না, এবং যাহাও ব্যয় করা হইতেছে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীতে সামঞ্জস্যরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে না, এক একটি প্রদেশ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি তাহার নিবারণের বা অবরোধের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না দুঃখী প্রজাগণ রাজা ও জমিদারগণের নিমিত্ত নানা প্রকার কর ভারে এরূপ পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে আর তাহারা সে ভার বহন করিতে পারে না, এবং যাবজ্জীবন শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও অপুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধান বস্ত্র ভিন্ন আর কোন পার্থিব সুখভোগ করিতে পারিতেছে না, বিপদের সময় তাহারা বলে করে এপ্রকার সভ্য রাজার রাজ্য অপেক্ষা অসভ্য যথেচ্ছাচারী রাজার রাজ্যে বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, কারণ যথেচ্ছাচারী রাজগণ যেমন সময়ে সময়ে এক একটা অত্যাচার দমন ও অবশ্য কার্য্য করেন বটে কিন্তু আবার সময়ে সময়ে এমন এক একটি সাধারণহিতকর কার্য্য করেন যে তদ্দ্বারা তাঁহারা চিরস্মরণীয় প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠেন। এইরূপ করিয়া যদি কেহ কোন প্রস্তাব লিখিয়া সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলে তাহার যে কি দুর্গতি হয়, তাহার অনুমান হয় না। এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও এমন নির্ব্বোধ ব্যক্তি কে আছে যে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সংপ্রতি গেডিস সাহেব (একজন সিভিলিয়ান্) ঐরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রকাশ করিয়া তদ্দেশীয় বিষয়ের ফল ভোগ করিতেছেন। ইনি যৎকালে পুরী জেলার কালেক্টর ছিলেন, সেই সময় রথযাত্রা ও অন্যান্য কর সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে এ প্রদেশের লোকদিগের বর্ত্তমানাবস্থায় উক্ত প্রকার কর নিতান্ত অনুপযোগী, ইহাতে সাধারণের বিশেষ অসন্তোষ বৃদ্ধি ও উহা বহন করিতে প্রজারা নিতান্ত অশক্ত হইবে। তিনি এই প্রকার মত গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলেন এবং ঐ মর্ম্মে এক প্রস্তাব কলিকাতা রিভিউ নামক সমালোচন পত্রিকাতেও প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সময় যে তিনি যে স্থানে ছিলেন তথাকার অধিবাসিগণের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সেইটি সাধারণের গোচর করেন। এই অপরাধে তিনি স্বদেশে এবং এতদ্দেশে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছেন। পারলিয়ামেণ্ট মহাসভায় ঐ বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। উক্ত মহাসভার একজন সভ্য বলেন যে যদি স্বজাতীয় রাজকর্ম্মচারী হইয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তদ্দেশীয় লোকের প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহানল প্রদীপ্ত করিবার বাধা কি? যদি বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে কেন? সম্পাদক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন এরূপ যথার্থ বিষয় বর্ণন করা ও বিদ্রোহানল উদ্দীপন করা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মতে ভিন্ন মতে। এখানকার আর আর লোকের ত কথাই নাই, নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে (শোক করি ঐ অপরাধে) পুরী জেলা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। হায়! গেডিস মহোদয়! তুমি কি কুক্ষণেই এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ইহাদ্বারা কি নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়াছ। অল্পদিনের মধ্যেই অপমান ও কিরস্কার সহ্য করিলে ও স্থান চ্যুত হইলে, আর তোমার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। এক্ষণ প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখন এরূপ কুকর্ম্ম করিবে না এবং কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজমত পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় ইংরাজি সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের মতে মত দাও, তবে যদি কখন তোমার ভাল হইতে পারে, নচেৎ তোমার এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

উক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া রাজনীতজ্ঞ এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদক বলেন যে স্বদেশবিদ্বেষী গেডিস সাহেবের ন্যায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির এ প্রকার লেখা দেখিলে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ মনে করেন ইংলণ্ডের কৃতবিদ্য ও নব্যতন্ত্র ব্যক্তিদিগেরও বুঝি এই প্রকার ভাব। আর এরূপ তাঁহের লেখা দেখিলে এতদ্দেশীয় গণ্যমান্য ভাব, অতিহিংসাদিতেও যে সকল দুষ্টান্ত আছে তাহার অপেক্ষাও আমরা অধিক নিপীড়িত রক্ষিত ও পদদলিত হইতেছি ভাবিয়া, ক্রমে উৎসাহিত হইয়া উঠিবে।

উল্লিখিত সম্পাদক যেন স্মরণ রাখেন এদেশীয়েরা "শাসনকর্ত্তা ও শাসিত জেতৃ ও বিজিত যেন এরূপ করে" প্রভৃতি যে সব অনুযোগ করেন, তাহা উক্ত প্রকার সম্পাদক

...হিত্যের অপূর্ব্ব সেবাতেই জন্ম। ঔপন্যাসিক ... বিদ্যা ও বুদ্ধির বিলক্ষণ অহমিকা অর্জ্জন ... তাঁহার দলের অপর যে কিছু তাঁস ঘটিতেছে, সে কেবল মহোদয় গোষ্ঠীর সাহায্য অথবা ... সহায়ক অনাকর্ষণীয় বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যেই হইতেছে।

১১।৫ } ...
১০।১৩ } শ্রী ব, ভ,

মহাশয়। কিছুদিন অতীত হইল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ত্রিবেণীর স্রোতের সন্নিকটস্থ চাঁদুড়িপুর প্রভৃতি গ্রামে অতিশয় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষরূপে আমার একটী আত্মীয়ের বাটীতে এক কালে অনেকগুলি লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। মুলযোড়ী নিবাসী বিকপাই হইয়া সেই রোগীগুলিকে চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বি, বর্ত্তমানে ... সম্পাদন করিলেন। শ্রীনাথ বাবু যেরূপ কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, তিনি বাবু একটী রোগীকে আশ্চর্য্য রূপে ... করিয়াছেন। ইহাতে গ্রামবাসী সকলেই। বিশেষতঃ সকল উক্ত আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহাদের এই চিকিৎসক মহাশয়ের উপর কতদূর ভক্তি হইয়াছে, শ্রীনাথ বাবু যখন তাঁহাদের বাটী গমন করিতেন তখন অসময় দরিদ্রদিগকে উত্তমরূপে ... নিজের ব্যয়ে তাঁহাদের ঔষধাদি ... করিয়া দিতেন। আমরা ... কলেজের উত্তীর্ণ অধিকাংশ ... ছাত্রের বিদ্যা যেরূপ তাহাতে যদি আমরা অনুষ্ঠানপত্রে একটী চারে এতগুলি গুণ দেখিতে পাই, তবে ... দের মনে কি আনন্দে উদ্রেকিত হয় ... বাহুল্য এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া ... এক শ্রেণীর ব্যক্তি আপনার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোগপ্রকাশে ... প্রকাশ করেন বলিয়া, তাঁহার ... এই পত্রিকা ... করিতে ...

রোগপ্রকাশ-সংক্রান্ত কয়েকটী বিজ্ঞাপন।

... রোগপ্রকাশ ... পাওয়া যায়।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৷৷ টাকা। ... ১৷৷ টাকা। ... বার্ষিক ১৷৷, ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা। ... মূল্য এখন অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। বেচা, খরিদ, বরাত দিবি, ঘটি মর্জ্জি, ইহার অন্যান্য ব্যাপারে কাহারও সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট পাঠাইয়া কাহাকে টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

... যিনি রোগপ্রকাশের মূল্য পাঠাইয়াছেন, তাহার নাম ... করিয়া এবং ... দিলে ... আপনার নিকট ... পাঠাইয়া দেওয়া ... পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

... মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ রোগপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই প্রবন্ধ ... করা হইবে না।

... রোগপ্রকাশ-সম্পাদকের নিকট ... ...

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩০ সংখ্যা।

প্রবর্ত্তনা প্রস্তুতিদ্বিনায়ে পার্থিব· নন্দনো অনিন্দনী ন ছীপ্রনা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম সাংবাৎসরিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ৯ ই জুন

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

[illegible]

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুর স্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী বিবার টার্মিনসে যাত্রিক দ্রব্য এবং গাটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার [illegible] গ্রাহ্য করিবেন।

এজেন্টের আদেশ ক্রমে স্থলন প্রেষ্টেড
শিপ্‌মনি ব্রানস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—০০৫০০—

শ্রীচন্দ্র কশোরন সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদের অর্থাৎ বিধান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূলতমুলো সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার অব্যর্থ উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৯ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রী বনোয়ারিলাল সেন গুপ্ত।

——

"শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা নং ৯৬ বাউন ষ্ট্রীট হইতে নং ৯২ বউবাজার ষ্ট্রীটে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

নং ৯২ শ্রীঃ—
বহুবাজার ষ্ট্রীট।

—০০৫০০—

অবকাশরঞ্জিনী। মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামধেয় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ভাদ্র মাস হইতে প্রতি মাসে বরেল ১৬ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৵০ আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। পত্র গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অবিলম্বে মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীতিমকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

—০০৫০০—

কার্কিনীয়া শতদ্রুত্ব যন্ত্রালয়ের বিক্রেয় পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে প্রাপ্তব্য।

৺ তারাশঙ্কর মৈত্রের কৃত কমলাদস্তাহরণ প্রথম ভাগ ৸০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৸০
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত হরিবাসর তত্ত্বসার প্রথম ভাগ ।৵০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।৵০
জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত মুগেন্দ্র রহস্য নাটক ।৵০
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী খণ্ড প্রথম ভাগ ।৵০
মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহারোদস্ত নাটক ৶০
প্রজবন্ধুর রায় কৃত কবিতা কুসুম মালা। ।/০
প্রেমাংসি বহু বিধানি নাটক ৶০

শ্রীপুণ্যচন্দ্র লাহিড়ী
বিক্রেতা।

—০০৫০০—

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০০৫০০—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ,

প্রাপ্তব্য আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ৵০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বহুভাষায়।

ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড

ক্লিনিকাল ডায়গ্নোসিস্

অর্থাৎ

রোগ নির্ণয় এবং বৈজ্ঞানিক

চৌত্তিক নির্ণয় তত্ত্ব।

—কবিরাজ বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আকার ৮ পেজি কর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷০ আনা। উহার ছাপাই অতি পরিষ্কার এবং সুন্দর। ছুচুড়ার এহকর্তার নিকট এবং কলিকাতা আলবার্ট লিথোগ্রাফিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। মুষ্টিযোগেরই ভাগুর বাঙ্গালী-শিশু। দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। অতি শীতকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি বাঁচিতে পারে না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যেরূপ আচরণ করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার মুষ্টিযোগ সকল ও তাহাদিগের কয়েকটী উত্তম উত্তম পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, অতিরিক্ত বাধ্যের স্যাম্পের ৫ টি ৩০, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, ৪৩ ... ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপকরণসহকারে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য ইহার নির্দ্দিষ্ট মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কবিরাজী অর্থাৎ বহুচিন্তিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৷০। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা আবাদী অবস্থায় করিয়া ১০৯ একশত প্রকার ঔষধ যাহাতে ৮০ আশীর মধ্যে ৮০ আশীর আরোগ্য করিতে পারা যায়।

৩। যেসকল ঔষধের অভাবে অনেক চিকিৎসক, বৈদ্য, হকিম ও ডাক্তার বাবুরা ভাবিয়া আকুল হন তাহা। মূল্য ৵০ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ৵০

৫। ইউরিন্ টেষ্টার (যন্ত্রাদি) ৷৵০

৬। মুষ্টিযোগ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ভাষায়।

শারীরক পরিভাষা।

—সংগৃহীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাহাতে ধাতু, গাত্রধর্ম, শরীরস্থ, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদিগের জন্য) বহু, পদ ধাতুরূপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবের। মূল্য-৷৷০ টাকা।

কলিকাতা আলবার্ট্ প্রেস
নং ৯১। ১২৭৯
১লা অগ্রহায়ণ

শ্রীলালমোহন
বিদ্যানিধি

যিনি এক বিষয়ে বীণাযন্ত্রের অনুকরণ প্রদর্শন করিয়া দুই বাদের মধ্যে আশ্চর্য্য নাদ করিতে পারেন ডিনি আমাকে (লেখক) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রহস্যের পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵। নগর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে জ্ঞাতব্য।

শ্রীবলাইচন্দ্র রায়-বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস্।

ঐটী কাহার এতদ্বিষয়ে বিশেষ কোন জানার দ্বারা আবশ্যক হয়, সাধারণ অবগতির জন্য এতদ্বারা দেওয়া যাইবে।

বিবাহিত ব্যক্তিদিগের ... এতদ্বারা জানান যাইতেছে।

যে কন্যা ... [illegible]

ইত্যাদি ... [illegible]

কলিকাতা ২৪ নং হেদোর ধার।

বাটীর মেরামত ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রেস কম্ পাইপ, টাইল এবং কাগজ প্রিন্ট প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগকে হইতে নিম্ন নির্দ্দিষ্ট কোম্পানীর ঐ সকল কার্য্য প্রভৃতি করিয়া লিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেদোর ধার।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

সাপ্তাহিক।

কলিকাতা ২৪ নং নিমতলার ঘাট লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০।৮০ পাতা, পরিষ্কার পুস্তকাকারে প্রতি ফর্ম্মায় প্রকাশ হয়, ইহাতে পত্রিকা সাহায্যের সংবাদ ঘরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানী দেশ বিদেশের জন্যাদির ঐ উপস্থিত পরদা হাল আইন সমাচারপত্র, নিজা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি বর্ষের ৷০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ আনা সাহায্য ৷৷০ ও ক ফর্ম্মায় বর্ষের প্রায় ৷৷০ আনা যাবে।

ভরত খণ্ড।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ বৈশাখ সোমবার।

মাসাইদের অবস্থা ... ও ... ভাল ... [illegible] ... ও ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

হয় না উচিত নয়, রোগীর নাড়ী প্রায় স্বস্থ হইয়াছে ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ৫ বিন্দু ক্লোরোফরম এক কাঁচা শীতল জলের সহিত সেবন করাইয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে গুটের গুঁড়া মর্দ্দন করিয়া দেখা উচিত, যদি শরীর উষ্ণ হয়, ও নাড়ী স্বস্থানে আইসে তাহার পর চিকিৎসার অন্য প্রক্রিয়া করা হইবে।

মকদ্দমা অধিক হয় না এ কারণটী ব্রুইপুর মকদ্দমার উন্মূলনে পর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। যাঁহারা মকদ্দমাটী উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহারা কেবল মকদ্দমার সংখ্যামাত্র দর্শন করিয়া উন্মূলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে মকদ্দমা অল্প হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। মকদ্দমার অধিকার সীমা নির্ণয় সময়ে থানা বিভাগগত বন্দোবস্তের দোষ সেই কারণ। খাঁকিপুরের থানাটী যদি বারুইপুরের সামিল করিয়া দেওয়া হইত, মকদ্দমার সংখ্যা গত ন্যূনতা দোষ ঘটিতনা। খাঁকিপুরের লোকদিগের তারমণ্ডহারবরে মকদ্দমা করিতে যাওয়া অতিশয় কষ্টের কারণ। তারমণ্ডহারবর স্থান ভাল নয়, ভদ্রের থাকিবার যোগ্য নহে। এখানে ঐ সকল বিষয়ের সমধিক উন্নতি সাধন চেষ্টা আবশ্যক। মকদ্দমা না থাকিলে এ অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দুষ্কর। অন্যান্য পীড়িত প্রজাগণ ব্রিটিশ সুবিচার লাভ করিয়া মনের দুঃখ দূর করিবে, এই ভাবিয়া যত মকদ্দমার সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু যদি সেগুলির উন্মূলন করা হয়, সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবার সন্দেহ নাই। অনেকে অত্যাচার সহ্য করিবে, তথাপি গমনাগমন ক্লেশ ও ব্যয়বাহুল্য ভয়ে বিচারার্থী হইয়া অধিকতর দূরবর্ত্তী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। জমীদারদিগের পূর্ব্ববৎ প্রভাব বৃদ্ধি হইবে। প্রজাদিগকে অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় সেই জমীদারদিগের ক্রোড়গত হইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভা এত কাল ভাবিয়া ১০ আইন প্রভৃতির যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদায় বিফল হইবে।

প্রজারা যদি জমীদারের বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, আদালতে না যায়, তাহা ত আহ্লাদের বিষয়, যদি একথা বল তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটী গল্প বলি, উহা, জমীদারের নিকটে যেপ্রকার সুবিচার হইয়া থাকে তাহা পরিস্ফুটরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে। একজন বিচারপতি মিঠাই বড় ভাল বাসিতেন। বিচার করিতেছেন এমন সময়ে অর্থী সজোর করিল এক হাঁড়ি মিঠাই দিবে। বিচারপতি তাহার পক্ষে ডিক্রি দিতে উদ্যত হইলেন। প্রত্যর্থী তাহা বুঝিতে পারিয়া দুটী অঙ্গুলি দেখাইল। বিচারপতি বুঝিলেন, সে দুই হাঁড়ি মিঠাই দিবে কহিতেছে, অমনি ফিরিয়া গেলেন, তাহারি জয়লাভ হইল। জমীদারের নিকটে সুবিচার লাভ সেইরূপ। যে প্রজা অধিক অর্থ দিতে পারে, তাহারই জয়লাভ হয়। উৎকোচ গ্রাহী বিচারপতি ও অর্থলোভী জমীদারের নিকট সুবিচার লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। জমীদার সকলে সুশিক্ষিত নাই, আমরা এ কথা বলি না, কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অতি বিরল। পূর্ব্বে জমীদারদিগের হস্তে পুলিসের ভার ছিল, তাঁহাদিগের দোষেই তাহা রহিত হইয়াছে। বিচার কার্য্য সম্পাদনের ভার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা রাজার অগোচরে সেই বিচার কার্য্যও সম্পাদন করিতেন, আজিও অনেকে তাহা করিতেছেন কিন্তু অনেক স্থলেই সুবিচার না হইয়া নিতান্ত অবিচার হয়। অবিচার অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন হয় বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট অধিকসংখ্যক মকদ্দমার সৃষ্টি করেন। মকদ্দমা উঠিয়া গেলে ঐ গুলির পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা। অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন মকদ্দমার উন্মূলন বিধেয় নহে। যে প্রসঙ্গে এপ্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছে সে মকদ্দমাটী উঠিয়া গেলে অনেক গুলি অনিষ্ট যে পুনরাবির্ভূত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

[illegible]

[illegible] ঋণের সুদ বিশেষ আয় নাই। [illegible] নিয়ম ছিল, অধমর্ণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে উত্তমর্ণ অধমর্ণকে ধরিয়া লইয়া চাষ করিয়া খাইত। উত্তমর্ণ অধমর্ণকে বন্ধ করিলেও ইহাই হইত। [illegible] এক ব্যক্তি পাঁচ জনের নিকট ঋণ করিলে মহাজনেরা আদালতে কাহারও টুঁটি টিপিয়া ধরিত। এখন সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নাই বটে, কিন্তু যে স্বাধীনতা ছাড়ে যেন ধরিয়া বসে, অসমর্থ ঋণগ্রাহিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। ঋণগ্রাহীর যোগাযোগিত অর্থ উত্তমর্ণে ভোগ করিবার যো নাই। উত্তমর্ণকে নির্ভর তাহার অর্থের করিতে হয়। ঋণ সংক্রান্তের মাত্র হইলে আসে কুড়ি পরিমাণে মুদ্রার (মূল) রূপ সন্তান প্রসব করে। কিন্তু অধিকাংশ সুদ অমিলে তাহার পরিশোধ কার্য দ্বারা অধমর্ণকে অবসন্ন হইতে হয়। সুতরাং তাহার পরিবারকে ক্লেশের সহিত হইতেছে বঞ্চিত হইতে হয়। যে ঋণের রূপান্তর পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, আশ্চর্যের বিষয় এই, সভ্য জগতে তাহা নাদৃত হয়। আমি কাহি, ঋণ গ্রহণ দিবা কাহ, সাহায্যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সভ্যগবর্ণমেণ্ট বলের ঋণের কথা ভাবিলে ঋণকের হৃৎপিণ্ড জব হইয়া যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঋণ ৩৬১২ সালে ১৯০০ টাকা, যার বার্ষিক সুদ ২৬৮৩০০০০ টাকা। ফ্রান্সের ঋণ ৭৪৮৭৯০০৮২০ টাকা, ইহার সুদ ১৭১৬৭৫৭৯০ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ঋণ ৩৪৫০০০ ০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ১৭১৬৮৮ ০ টাকা। রুশের ঋণ ২৯ ৪৭৫০০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ৩৫২১২ টাকা। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রস্ত ও [illegible]

[illegible] ১৯৩২ সালে ১৯০০ টাকা। [illegible] ঋণ ছিল ১৯৩২ সালে [illegible] টাকা। ঐ ১৯০০ সালে [illegible] টাকা, ১৯৩২ সালে [illegible] টাকা হইয়াছে।

এইরূপ অথবা অন্য [illegible] ঋণ আছে। ঋণ করিয়া ঘি খাও ও তাহার পরিশোধ [illegible] চিরকাল দুনিয়ার ভাবখানা যে [illegible], ইহা কোন কালেই প্রতিপন্ন হইবার নহে। উক্ত ঋণগ্রস্তের অসহায়তার একটী প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্ট অসমর্থ, এই লইয়া কথা। উক্ত সাহায্য সভ্যের উপকার না তাহার উল্লাস হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রস্ত হে [illegible] ঋণদাতার শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং প্রজার কষ্টের কারণ হন, ইহা কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে। গবর্ণমেণ্টের নূতন ঋণ-গ্রহণেই আয়, ঋণ পরিশোধে যায় নহে। আমাদিগের প্রলোভন অবশ্যই এখানে পড়িয়া আছে যে "ইঁদুর বালতিরাও" আসা হইয়া কাটিয়া কাটা ক্রমে আমাদিগের অঙ্গে প্রধান করিবে। গবর্ণমেণ্টের অসহায়তার এই [illegible] ঋণদাতা বিলক্ষণ অবগত হইতেছে। যাহার কিছু গবর্ণমেণ্টে আছে, সে থাকিও মতঃ ওরূপ হইয়া গবর্ণমেণ্টের তাতাতে ঘিয়া টাকা খাটিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টেরও আসিয়া যা আসিয়া যায়।

এখন আমাদিগের কর্তব্য, এমন [illegible] উপায় অবলম্বন করা। প্রথমতঃ, কাগজ [illegible] হ্রাস করিয়া ফেলা আবশ্যক। [illegible] দিবে। আর যে সকল ঋণ করা হইয়াছে [illegible] কাল [illegible] [illegible] [illegible]

ধারেরা প্রজার নিকটে যেরূপ চাঁদা করেন, গবর্ণমেণ্ট সেরূপ করিতে পারিবেন না। যাহাদিগের বার্ষিক আয় হাজার টাকার অধিক, তাহাদিগের নিকট হইতে ৩ বৎসর অন্তর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে ইনকম টাক্স গ্রহণ করুন। ঋণ পরিশোধ হইলে তাহার পর বন্ধ করিয়া দিবেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, পাঠকগণ এ প্রস্তাব টী শুনিয়া খোষা বিত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন ঋণ পরিশোধ হইলে ইনকম টাক্স দুঃখের মূল চিরকালের মত উন্মূলিত হইবে।

—•—

কে অধিক অপরাধী?

সম্প্রতি কতকদিন সমাচার পত্র সম্পাদকগণ তারকেশ্বরের মহান্তকে লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছেন। সম্পাদকদিগের মস্তকের উপরে যেরূপ বজ্রাঘাত হইয়াছে বোধ হয় যেন তাঁহার বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেন। যার তার দোষ তার ঘাড়েই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সকলে তাঁহাকেই সমুদায় দোষের মূল বলিয়া স্থির করিতেছেন। কিন্তু আমরা এমত মত দি না। পাঠকগণ আমাদিগের এ লেখাতে এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা মহান্তের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা বলি মহান্ত ভত দোষী নন, যত স্ত্রীর পিতা মাতাই যত দোষে দোষী। পাঠকগণ গল্পটী শুনুন, আপনারা কাহাকে অধিক দোষী বলেন দেখি।

ঘটনার মূল বৃত্তান্তটী এই:— নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ঘোণা নামক গ্রামে বিবাহ করেন। ইনি কলিকাতায় মিলিটরি অফিসে চাকুরী করেন। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী এবং যুবতী। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে বাটীতে এমন কোন অভিভাবক নাই বলিয়া তিনি তাহাকে তাহার পিত্রালয়েই রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে তথায় যাইতেন। লোকের মুখে স্ত্রীর চরিত্র ঘটিত নানা কথা শুনিয়া সন্দেহ হওয়াতে তাহার সত্যাসত্য নিরূপণার্থ অকস্মাৎ একদা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ী বাটীতে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন স্ত্রীর পীড়া হওয়াতে তাহার শাশুড়ী সঙ্গে করিয়া তারকেশ্বরের মহান্তের নিকটে ঔষধ আনিতে গিয়াছে। তাহার স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, মহান্ত ঔষধ দিবেন, তাহাতে আবার রাত্রিকাল, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি দৌড়াদৌড়ি তারকেশ্বরের মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তথায় গিয়া কি হইবে? তারকেশ্বর যাহাকে ঔষধ দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যায়, মহান্ত নিজে যাহাকে ঔষধ দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যাইবে কেন। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে এক ব্যক্তির নিকটে জানিলেন, মহান্ত তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী ইহার মূল, উহারা অর্থলোভে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। তিনি এই কথা শুনিবামাত্র শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া শ্বশুরকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। পর ক্ষণেই তাঁহার স্ত্রী ও শাশুড়ী বাটীতে আইল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সমুদায় দোষ স্বীকার করিয়া বলিল, তাহার অপরাধ নাই, পিতা মাতা তাহাকে লওয়াইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছে। নবীনচন্দ্র ইহা শুনিয়া স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দুরাত্মা পিতা মাতা অর্থলোভে পথ রুদ্ধ হয় দেখিয়া এ বিষয় মহান্তের গোচর করিল। মহান্ত বলিলেন, যখন পাল্‌কী করিয়া লইয়া যাইবে তিনি আপনার লোক জন দ্বারা পথ হইতে ইহাকে ছিনাইয়া লইয়া বাটীতে রাখিবেন। এবিষয় নবীনের অবিদিত রহিল না। তিনি মহান্তের এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, পিতামাতা বিপক্ষ, মহান্তের ভয়ে প্রতিবেশীরাও তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না। মহান্ত, ধনী ও প্রবল, তথায় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, এমন অবস্থায় স্ত্রীকে মহান্তের হস্ত হইতে রক্ষা করা সুসাধ্য নয়। যখন তিন স্ত্রীর উদ্ধার সাধনে একেবারে নিরাশ হইলেন, তখন একটী ভয়ানক কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি চলচ্চিত্ত স্ত্রীকে একটী গূঢ় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সে যেমন আনমনা হইয়া সেই কার্য্য করিতেছে, নবীন সেই সময়ে একখানি অস্ত্র লইয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন আঘাতেই নরাধম মহান্তের ইহলোক চরিতার্থতার সহিত পাপাত্মা পিতা মাতার অর্থোপার্জ্জনের সহিত সেই দুঃখিনী স্ত্রীর জীবনের শেষ হইল!!! হত্যা করিয়াই হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "শ্রীঘ্র আমাকে ফাঁসী দিন পৃথিবী আমার পক্ষে অরণ্যবৎ বোধ হইতেছে, পরলোকে গিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।" কি দুঃখের বিষয়!!!

আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, আমরা পূর্ব্বে এইরূপ একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। এদেশে সুবুদ্ধির অভাব নাই। সুবুদ্ধিরা প্রায় এইরূপ গল্প রচনা করিয়া থাকেন। এ গল্পটীও সেই সুবুদ্ধি রচনা কি না আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে। সন্দেহ হইবার অনেকগুলি কারণ ঘটি

যাহে। আমরা তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি, সম্প্রতি [illegible] বিবেচনা। [illegible] ও [illegible] আত্মহত্যা [illegible] আত্মহত্যা করিলেন, তাহার উপরে মানবের কোন হাত নাই। কে যে [illegible] তাঁহাকে করিবার আমরা চেষ্টা [illegible] করিতে [illegible] পারে না ও সহায়তা [illegible] আত্মহত্যা [illegible] আত্মহত্যা করিতে [illegible] ও স্ত্রীকে অসৎ পথে [illegible] করে। দ্বিতীয়, নবীন যখন তাঁহাকে ত্যজ্য হইতে আসিবার চেষ্টা পায়, তাহা [illegible] করিতে [illegible] করে। যাহারা [illegible] দোষী, তাহাদিগের উপরে কোন [illegible] ন্যায়সঙ্গত হয়। তাহাদিগকে [illegible] করিবার চেষ্টা করিলেই সমধিক সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া নবীন স্ত্রীকে হত্যা করিল। এ কথায় বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়। বোধ করা গল্পটী যেন সত্য, এমন বিষয়ে অধিক দোষী কে তাহার বিচার আবশ্যক। [illegible] মহাশয়কে অধিক দোষী বলেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনের ভাব এই, অপরাধ শব্দের অর্থ মহৎ লোক, তাঁহারা নিষ্কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা বিবাহ করেন না, স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের পরস্ত্রী গমন অধিক-দোষাবহ। যাঁহাদিগের সংস্কার এই প্রকার, তাঁহারা অবশ্য সদোষ নহেন। [illegible] তথাপি এরূপ করিলে আমরা [illegible] না। বালকে মাতৃকোড়ে [illegible] করে, এই সহজ [illegible] নাই, তাহার [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible]

[illegible] হইতে অবাধ [illegible] দিগের ঐ সকল [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] বিবেচনা যে [illegible] [illegible] অভ্রান্ত নহে। [illegible] [illegible] [illegible]

প্রথম খণ্ড ১) প্রাচীন বচন এই "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যাঁহার কীর্ত্তি থাকে তিনি চিরজীবিত থাকেন। যাঁহারা রামমোহন রায় কৃত বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থ গুলি প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদিগের কেবল যে রাজা রামমোহন রায়কে জীবিত করিয়া রাখা হইতেছে এরূপ নহে জগতেরও মহোপকার সাধন করা হইতেছে। ঐ সকল গ্রন্থ দ্বারা তদানীন্তন সমাজের অবস্থা, ভাষার অবস্থা এবং গ্রন্থকর্ত্তার বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগ্রামেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। ঐ গ্রন্থাবলি অচিরস্থায়ী আর এই একটী বিশেষ লাভ হইবে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। যে সকল ব্যক্তি এক একটী বিশেষ গুণ দ্বারা জগতে খ্যাতি লাভ করিয়া যান, গুণজ্ঞ ব্যক্তি দিগের মন তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি রসে আর্দ্র হয়, তাঁহাদিগের আকার প্রকার কিরূপ ছিল তাঁহাদিগের কি কি গুণ ছিল ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বতঃ জন্মিয়া থাকে। এই মনোরথ পূর্ণ করিবার দুটী উপায় আছে। এক চিত্র অপর গ্রন্থ। যে গ্রন্থখানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহা সহজে পাঠ করিয়া আমরা এই কয়টী বিষয়ের পরিচয় পাইলাম। প্রথম সমাজের অনুন্নত অবস্থা। রামমোহন রায় নিজ গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিয়া গিয়াছেন এক্ষণকার দিনে সে গুলি বালকবৎ প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়, ভাষার হীনাবস্থা। তাঁহার লিখিত এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া যেরূপ হইল তাহা সহজে যেন মুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর কিছু দিন অতীত হইলে লোকে যখন রামমোহন রায়ের গ্রন্থ গুলি পাঠ করিবেন, তখন উহার অর্থবোধ করা দুরূহ হইবে। এক বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ জন্মিতেছে। রামমোহন রায়কে অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া আমাদিগের ধারণা ছিল। কিন্তু আমাদিগের হস্তগত গ্রন্থখানি তাহার বিপরীত করিয়া দিতেছে। তিনি গ্রন্থের অনেক স্থলেই বিষয়রূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। আমাদিগের সন্দেহ এই, ভাষার দুরূহতাই কি কেবল ইহার একমাত্র কারণ? গ্রন্থমধ্যে নূতনও কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা (২)। আজিও ওলাউঠার নিদান নির্ণীত হয় নাই, প্রকৃত ঔষধও আবিষ্কৃত হয় নাই। রঘুনাথ বাবু কহিতেছেন এই গ্রন্থে যে চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল "এই প্রণালী অবলম্বন করিলে এক শত রোগীর মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক স্থলে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।" ৮০ জন বাঁচে কি একজন বাঁচে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বিষম জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী (৩) গ্রন্থের নামই প্রতিপাদ্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে। গ্রন্থকার যে কুইনাইন মহোপকারক। ম্যালেরিয়ার দোষে উহার উপকারিতা ব্যাহত হয়। সেই প্রণালীর শিক্ষাদানার্থই এই গ্রন্থ খানি বিরচিত হইয়াছে।

ধাতুপাঠ গ্রন্থ (৪)। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং গ্রন্থ পাঠে কি উপকার লাভ সম্ভাবনা আছে, তাহা সহজে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমরা গ্রন্থকারের লিখিত বিজ্ঞাপনটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তৃতীয়ভাগ ধাতুপাঠে যত শব্দ আছে তাহার কোন্‌টী কোন ধাতুর কি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, কাহার কোন লিঙ্গ ও অর্থই বা কি এবং সেই সমস্ত মূল ধাতুর ও তদ্ভিন্ন ঐ পুস্তকে কত ক্রিয়া পদ আছে, সেই সকল ধাতুর কোনটীর কি পদ, কাহার কি অর্থ এবং লট ও লুঙের এক বচনে কাহার কি পদ হয়, তৎসমুদয় যত্নপূর্ব্বক এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ইহা প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

(২) ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মুদ্রিত মূল্য ।৶০ আনা।

(৩) এখানিও রঘুনাথ বাবুর প্রণীত।

(৪) হরিনাথ নারায়ণ এণ্ড কলিকাতা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নং ১১৫ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ পাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৶০ আনা।

কোন ধাতুর লুট ও লৃটের প্রথম পুরুষের একবচনে ও মিঠা প্রত্যয়ে কি পদ হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানির দুইটী ভাগ করা গিয়াছে। প্রথমটী শব্দ প্রকরণ, দ্বিতীয়টী ধাতু প্রকরণ। প্রথম ভাগটী বিভক্ত্যাদ্যন্ত পরিচ্ছেদক্রমে, দ্বিতীয় ধাতু প্রকরণটী অকারাদি বর্ণক্রমে লিখিত হইয়াছে। তাদৃশ বর্ণক্রমে লিখিবার পরিশ্রম স্বীকারের উদ্দেশ্য এই যে ঐ প্রকরণটী মুগ্ধবোধ পরীক্ষার্থীদিগেরও কার্য্যোপযোগী হইবে। ধাতুপাঠে যত ধাতু পঠিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রচলিত ধাতু অল্প মাত্রই আছে, অতএব ইহাতে সমুদায় প্রচলিত ধাতুগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে শকট সিংহ দ্বারা সিংহাসন লইয়া যে আপত্তি করেন, তাহাতে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কপাল ভাঙ্গিলে গড়া ভার।

পঞ্জাবের হাইকোর্টের বারিষ্টরেরা গত সপ্তাহে এক সভা করিয়া প্রস্তাব করেন, যাহাতে মকদ্দমার ফালতু বিরোগের রীতি উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার বারিষ্টারদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা উচিত।

পিয়রিয়রের সীমাবদ্ধ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, একজন মৌলবী এই জনরব তুলিয়া দেয়, আমীর সিরাজ আলী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা পায়। আমীর এ বিষয় জানিতে পারিয়া মৌলবী সাহেবকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন। মৌলবীর কর্ত্তব্য জ্ঞানটী বড় পাকা।

গত পূর্ণ শশিবার পুনাতে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। গণেশখিন্দ গবর্ণমেণ্ট হাউসের লৌহময় ছাদের এবং প্রধানসেনাপতির বাঙ্গলার ছাদের কিয়দংশ

উঠিয়া গিয়াছে। গোপন সভা বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ প্রকাশ করিতেছে?

বোম্বাই সহরে ... সম্প্রতি ... করিয়া ... ও ... ইহাতে ... ছিল। ... ইহার ... ছিল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদিগের রাজকন্যা প্রিন্সেস এলিসবেথ জোর্জ পুত্র লাভে ... আলো হইতে পড়িয়া গিয়া ... করিয়াছেন।

... সম্প্রতি ... উহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, ... অবধি উহার উপর দিয়া গাড়ি চলিতেছে।

গত রবিবার বাঙ্গেরহাটে ... হইয়া গিয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ... সিভিলিয়ান সিবিলিয়ানের ... ফাঁসি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। ... ৮০৩ বঙ্গে ... আগমন করেন। (তিনি ৪১ বৎসরের অধিক ... করিয়াছেন; ... ভারতবর্ষে ... যাইবেন না।

আমরা বঙ্গীয় ... ...

৫০০০ ডেপুটী কমিশনর রামচন্দ্র রাওকে ২০০০ মান্দ্রাজী চিফকমষ্টেবল এবং ইনস্পেক্টর দিগের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেন। পুলিস কর্ম্মচারিদিগের এরূপে উৎসাহ বর্দ্ধনে অনেক কাজ হয়।

গত ২৮ এ মে মীরটে পঞ্চপাল দেখা দিয়াছিল।

কলম্বোতে যে গবর্ণমেণ্ট হাউস ছিল, সেটী ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে একটী হোটেল করা হইবে এবং আর একটী নূতন গবর্ণমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণ করা হইবে। পব্লিক পয়ার্ক কর্ম্মচারিদিগের ভাগ্য বলেই এরূপ ভাঙ্গা গড়া হয়।

কিছুদিন হইল মান্দ্রাজের একজন সেরিফ প্রেস আক্টের অমান্য করায় এক জাজুল্ প্রকে রবিবার গ্রেপ্তার করেন। রবিবার গ্রেপ্তার করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া হাইকোর্ট তাঁহাকে মুক্ত করেন। তিনি এক্ষণে সেরিফের নামে ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছেন। সেরিফের বুঝি বাইবলের আজ্ঞাবাক্য লঙ্ঘনের ফল ফলে।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ পত্র লেখক আমির সিরাজ আলি খাঁ তত্রত্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া তুর্কি স্থানে অস্ত্রাদি সহ তিন দল অস্ত্রধারি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন সংবাদ পাইয়াছেন, সোয়াডের আন্দুল্লের পুত্র হাজি সাহেবের পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে সৈন্য ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। আব্দুল্লা খাঁ গত্র ইংরাজী অস্ত্রাদি দিয়া ইহাদিগের সাহায্য করিতেছেন। এই জাতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। সোয়াডের আব্দুল বালাবক্সার এক সেবপালক ছিলেন। এক্ষণে ইনি আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করেন। ইনি ইংরাজদিগের বড় বিদ্বেষী। তিনুমিয়া আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "গোলা খা তালা" ইহারও সেই ভাব দেখা যাইতেছে, কিন্তু একবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গোলা কি পদার্থ জানিতে পারিবেন।

কিছুদিবস গত হইল একজন দেশীয়ের মামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তিনি কিছু দিন লুকাইয়া থাকেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইবামাত্র একজন চৌকিদার তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া হাজতে লইয়া যায়। ইহাতে মাজিষ্ট্রেট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনান সাহেবকে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের নিতান্ত অন্যায়। এই বলিয়া তিনি জামিন লইয়া উহাকে মুক্ত করিয়াছেন। ধরা না দিলে ধরিবার পুলিসের ক্ষমতা নাই।

২৪ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "অতীব দুঃখের সহিত অদ্য আপনাকে ও পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি যে অত্রত্য সবডিবিজনের জজ বাবু প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার প্রাতে সাংঘাতিক বহুমূত্র পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর ছয় দিন মাত্র পূর্ব্বে পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিৎসার কোন ফলোদয় হয় নাই।

অনেক গুলি কারণে ইঁহার মৃত্যু আমাদের দুঃসহ শোকের বিষয় হইয়াছে। ইহার বয়স একচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট ছিল। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু বলিতে হইবে। প্যারী বাবু অতিথীর অভাব বুদ্ধিমান ও সাধুশীল লোক ছিলেন, সরকারী কার্য্য অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ও সদ্বিবেচনার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার সদ্ব্যবহারে অর্থী প্রত্যর্থী উকীল আমলা সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহার পরিশ্রমের বিষয় এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে তিনি ১০ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বিচারাসনে বসিয়া কার্য্য করিতেন, দুই মিনিটের নিমিত্তও শ্রান্তি দূর করণার্থ আসন পরিত্যাগ করিতেন না। এক্ষণে সকলে অনুমান করিতেছেন, এই অপরিমিত পরিশ্রম প্রযুক্তই এত অল্পবয়সে ও সহসা ইঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল।

জামিলার ইহার এক তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইবার উপযুক্ত হইতে আর ১৩।১৪ দিন মাত্র বাকী ছিল। কি দুর্ভাগ্য!! সমস্ত জীবন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহার ফলভোগের সময় একবারে সমূলে বঞ্চিত হইতে হইল। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে ব্যক্তি তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ শক্তাতীত পরিশ্রম করিয়া অমূল্য জীবন রত্ন হারাইলেন, তাঁহার শোকাতুরা বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহীন বালকদিগের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ কিছু কিছু বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া উদার ও বদান্যতাগুণের পরিচয় প্রদান করুন।"

এ সপ্তাহে "বিজ্ঞান বিকাশ" নামে এক খানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি খড়দহ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে রাজকীয় সাহিত্যসংক্রান্ত প্রকাশ এবং সংবাদাদি লিখিত হইবে। মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষাতেও দুই একটী বিষয় লিখিত হইবে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে, স্থায়ী হইলে এখানি মন্দ হইবে না। কিন্তু সংবাদ পত্রের যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে স্থায়িতার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ।

২৫ এ চৈত্র শুক্রবার।

আসিয়ার ওলাউঠা সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপে গমন করিতেছে। এসিয়ার স্থানে স্থানে এই পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। আজি কালি বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে কোন এক পীড়া যে এক স্থানেই থাকিবে সে সম্ভাবনা অল্প।

দিল্লী গেজেট জানয়ন করিয়াছেন, আমীর সিরাজ আলী নিজ রাজ্য মধ্যে যে গোলযোগ হইতেছে তাহার নিবারণার্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতক গুলি সৈন্য চাহিয়াছেন। এই শীতকালে পেশোয়ার হইতে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্পাদক এ জনরবের সত্যাসত্যের বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলিয়াছেন, বোধ হয় ঐ সময় পেশোয়ারস্থ সৈন্য গণের অন্য কাজ অনুপস্থিত হইবে। কি কাজ?

২৬ এ ফৈব্রুয়ারি শনিবার।

দালাপত্র এবং তদ্রিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বসন্তপিড়ার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সম্প্রতি জাহাজে একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অহিফেন ভক্ষণ দ্বারা আত্ম হত্যার চেষ্টা পায়, প্রথমে বমনকারী ঔষধাদি প্রয়োগ এবং পরে কৃত্রিম খাপ [illegible] দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে তাহাকে বাচান হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট স্ত্রীলোকটীর ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, টাকা দিতে না পারিলে ৬ মাস কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। আত্মহত্যা মহাপাপ সকল সমাজেই ইহা স্বীকার করে।

ইংলিসম্যান বলেন, গত সপ্তাহে অযোধ্যার যখন ঝড় হইতেছিল সেই সময় বড়বাকি ষ্টেষণে এক্সপ্রেসের জন্যে একখানি ট্রেণ দাড়াইয়াছিল। বাতাস এত প্রবল বেগে বহিয়াছিল যে গাড়ি খানিকে একেবারে মাল ষ্টাইর ষ্টেষণে ফুটিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমতঃ কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। সন্ধ্যার ট্রেণ যে বেগে যায়, তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক বেগে গিয়াছিল। বোধ হয় পবন দেব দেখাইলেন যে ভদ্রার সাহায্য না করিলেও তিনি একাকী গাড়ি চালাইতে পারেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে ব্রহ্মদেশের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪	টাকা	সিকা	১০২৸৶—১০৪৸৶
৪	"	কোং	১০৩৶০—১০৩৶০
৪৷	"	"	১০৩৸৶—[illegible]
৪৷	"	"	১০৩৶০—১০৩৸৶
৪৷	"	"	১০৩৷৶—১০৩৸০
৫৷	"	"	১১০৷৶—১১০৸৶

—:০:—

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সংস্থাপানুসারী
নিয়োগ।

২ জুন, এ সাধারণ বিজ্ঞাপন।

২৮ এ মে। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, এস ক্লার্ক সাহেব বিচারের জন্য মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সিফ নিযুক্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এফ, হ্যাণ্ডলে সাহেব কিছুদিনের জন্য পুর সেণ্টাল ডেলের ভার পাইলেন। ডাক্তার আর জি, মাথিউ সাহেব ইউ [illegible] ভার পাইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সব [illegible] কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের সিভিলসার্জ্জনের ভার পাইলেন।

২৯এ মে। ডাক্তার জি, ডিক্রিক সাহেব সিলেটের সিভিল সার্জ্জন হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব [illegible] কুমার চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য হুগলীর ডিস্পেন্সারের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব [illegible] ডাক্তার [illegible] প্রথম শ্রেণীর [illegible] হইলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible], সি, ডেভিস কিছুদিনের জন্য রাজসাহির সিভিল সার্জ্জন হইলেন।

৩০ এ মে। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এচ, গ্রাহিলাড সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেল কালেক্টর হইলেন এবং, ১৮৭৮ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতার পরমর্থদাতৃ [illegible] নীয় (লাসকিপার খালাসীর মধ্যে) [illegible] সাহেবের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। ইনি ১৮৭৮ অব্দের ২১ আইনের ৭৮ ধারানুসারে কলিকাতা ২৪ পরগণা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, ই ম্যাকলিয়ড সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রেসিডেন্সি জজ হইলেন।

ডাক্তার ই, জে, ওয়েব সাহেব মুঙ্গেরের সিভিল সার্জ্জন হইয়াছেন।

৩১ এ মে। শ্রীযুক্ত এ, জি উইলসন সাহেব রাজসাহির অতিরিক্ত সেসন জজ নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি সম্প্রতি পাইরাক্ত [illegible] হইয়াছেন) কিছুদিনের জন্য সিরাজ [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

২রা জুন। সিভিলসার্জ্জন সাহেবের [illegible] শ্রীযুক্ত সি, ব্রডরাম সাহেব সহকারী [illegible]

শ্রীযুক্ত এস, এফ, হারমেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible]

শ্রীযুক্ত সি, এফ উইলসন সাহেব [illegible] সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]

৩ রা জুন। সহকারী সার্জ্জন [illegible] হসপিটাল কিছুদিনের জন্য [illegible] আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন [illegible]

শ্রীযুক্ত ই, ই এডেন সাহেব [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত তৃতীয় শ্রেণীতে কলিকাতার একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণদাস দে কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাতনের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২রা জুন। বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ মাকেঞ্জি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সুপরিয়ার সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ মে। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৭৭০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ফ্রান্সের রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জর্ম্মনি তাহা নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করিতেছেন।

জেনরল এডওয়ার্ড পালি বক্সির মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৩১ এ মে। জর্ম্মনির ঋণ পরিশোধার্থ ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অগ্রিম দিতে চাহিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩১ এ মে। রুসীয় সম্রাট বিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন।

বোইমে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে।

ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ফরাসী দূতগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মে। বোইমের অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত হইয়াছে। প্রায় ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

জাতীয় সভা বেওম ভস্ম পুনঃ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১লা জুন। পারস্যের সাহকে মারিয়া অতিশয় সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ২ রা জুন। লেজিটিমিষ্ট এবং বোনাপার্টিষ্ট দলের একতা সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২ রা জুন। তুর্ক স্থানের সেনাদল খিবার সন্নিধানে শিবির স্থাপন করিয়া আছে।

রুসীয় সম্রাট বিয়েনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি তথায় যথোচিত সম্মান পাইয়াছেন।

মাডরিড ২ রা জুন। কিউবাতে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জুন অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৭৩০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

পারিস ৩ রা জুন। মার্শল ম্যাকমেহন প্রিন্স নেপোলিয়নকে কালে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ২ রা জুন। মদক যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। কাপ্তেন জাকে এবং তাহার সহচরগণ বন্দীকৃত হইয়াছেন।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

অদ্যকার এখানে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হওয়াতে তদ্দ্বারা দুই এক জন আক্রান্ত হইতেছেন।

২। খাগিয়াতা মামক গ্রামস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বুড়ো শিবের মস্তকে একটী বজ্রাঘাত হইয়াছিল। কষ্টি পাথর দ্বারা কোন ধাতু ঘর্ষণ করিলে যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ একটী ঈষৎ দাগ হইয়াছিল। কিন্তু শিবের অঙ্গাদির কোন হানি হয় নাই। ইহা বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

৩। দুশ্চরিত্রা হিন্দু বিধবারা সম্পত্তি কার হইতে চ্যুত হইবে না, হাইকোর্টের হিন্দু আইন ও যুক্তিবিরুদ্ধ এই আদেশের বিপক্ষে প্রিবি কাউন্সিলে যে আপীল হইতেছে, তাঁহার সাহায্যের জন্য আমাদের বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর ছয় শত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল।

৪। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের পোষ্ট আফিসে রেজিষ্টরিকৃত কয়েকখানি মোট অপহৃত হওয়াতে পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এ, মহোদয়কে ডিপ্রেডের সহিত দুই মাস সম্পোত, বাবু ক্লার্ককে ধীরভূমে খলসি, ডিস্‌পাচিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীনারায়ণ সিংহকে ছুড়ি টাকা জরিমানা সহিত ডিসমিস এবং কমল নামক পিয়নের বেতন মুলে রহিত করিয়া বাঁকুড়ার ও যদু পিয়নকে অন্যত্র বদলী করিবার আদেশ করিয়াছেন।

৫। পাথরঘাটা নিবাসী উদ্ভবকেশ নামক একজন আপীল তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া আপত্তি করে যে উদ্ভবকেশের সহোদরা কুলে অঞ্জলি দিয়া বহির্গতা হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা উহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিব না। ইহাতে উদ্ভবকেশের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং উক্ত ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করে, অবশেষে তাহার কোন উদ্দেশ না পাইয়া আপনার অপর একটী ভগিনীকে স্ত্রীকে একটী পুত্রকে ও গিমেন্দী এই চারিটীকে ইহার সকলেই এই নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিল এই সন্দেহ করিয়া হত্যা করাতে অদ্য বেলা ॥ ঘটিকার সময়ে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৬। আমরা অত্রত্য শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিতীয় সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সুবিচার দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু, সুবিচারক ও পরিশ্রমী এবং প্রত্যহ ২০।২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য রীতিমতরূপে গ্রহণ করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ প্রদান করেন না। ইনি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর সুখ্যাতির সহিত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার কৃত বিচারে পরাজিত ব্যক্তিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে এবং হাইকোর্টও ইহার সুবিচারকতার বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, কি কারণে যে ইহাঁর পদোন্নতি হইতেছে না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না আমরা হাইকোর্ট ইহার প্রতি সুবিচার করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

১৯ এ চৈত্র,
১২৮০

আমাদিগের দিনাজপুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। কতিপয় দিবস হইল দিনাজপুরস্থ শ্রীযুতা শ্যামমোহিনীর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় কার্য্য শেষ করিয়া গিয়াছে। এই বৎসর যে কোন্‌ছে আশাতীত ফলোদয় হইয়াছে। কৃষি শিল্পজাত যে সকল দ্রব্য [illegible] এই সময়ে জন্মায় সেই দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। [illegible] শিল্পনৈপুণ্য পরিচায়ক বস্ত্রাদি ও টুপি প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা [illegible]। কিন্তু সন্তোষের যে পরিচয় [illegible] প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আমাদিগকে বিস্মৃত করিবে। [illegible] শ্রেণীর পুরস্কার গুলির মূল্য অন্যূন ৫ টাকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার সমষ্টির মূল্য ২০।২২ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। [illegible] সময়ে মনের বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, এই আমাদের উপদেশ ছিল। [illegible] সে সকল বাই। শ্যামমোহিনী এই মেলাটী [illegible] দিনাজপুরবাসিদের যে [illegible] করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ [illegible]। কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে [illegible] দিনাজপুর বাসিরা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মেলাটী [illegible] হইয়াছিল। শেষ দুই দিন তাহার [illegible] হয়। এই আমোদের অবসরে [illegible] সকলেরই মোদ বিধানের [illegible] ব্যক্তি গত বারের মত এবারও [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিল। মেলাটীর [illegible] কোন সন্দেহ [illegible] কার্য্য এত অধিক [illegible] হইত না। কোন না কোন বিষয় [illegible] হইত। [illegible] দিনাজপুরবাসিদের [illegible] বিষয়ে [illegible] বিশেষ উৎসাহ [illegible] কোন কোন ব্যক্তি [illegible] বিষয়ে [illegible] করিবেন, এবং [illegible] বিষয়ে [illegible] করেন না। বাবু [illegible] প্রকাশ্য [illegible]

এজন্য তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

২। শ্রীযুতা রাণী শ্যামমোহিনী বহুদিবস ও তাঁর স্থাপিত হাসপাতালের তত্ত্বাবধারণ জন্য ঈশানচন্দ্র বসু নামে একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বহু অভিজ্ঞতা, [illegible] দোষেই হানি হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার [illegible] ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত [illegible] শুনিতে পাই ইহার বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৩। দেশীয়দিগের [illegible] বহুল পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন। শেষ [illegible] ২২৫ টী পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। যে টাকা সম্বল করিয়াছেন সে অনুযায়ী [illegible] হইবে। [illegible] পাঠশালার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] পাঠশালার নিমিত্ত [illegible] অনেকেই [illegible] তাহার কোন সংবাদ [illegible] পাঠশালার সংখ্যা [illegible] কেহই [illegible] কোন সংবাদ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩ [illegible] ছাত্র [illegible] কার্য্য [illegible] বিদ্যালয় [illegible] ছাত্রবৃত্তি [illegible] ৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ২৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৩৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৪৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৫৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৬৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৭৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৮৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯০ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯১ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯২ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ৯৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১০৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১১৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১২৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৩৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৪৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৫৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৬৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৭৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৮৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯০ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯১ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯২ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ১৯৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০০ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০১ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০২ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ২০৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১০ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১১ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১২ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৫ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৬ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৭ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৮ [illegible] ছাত্র [illegible] ২১৯ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২০ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২১ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২২ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২৩ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২৪ [illegible] ছাত্র [illegible] ২২৫ [illegible] ছাত্র [illegible]

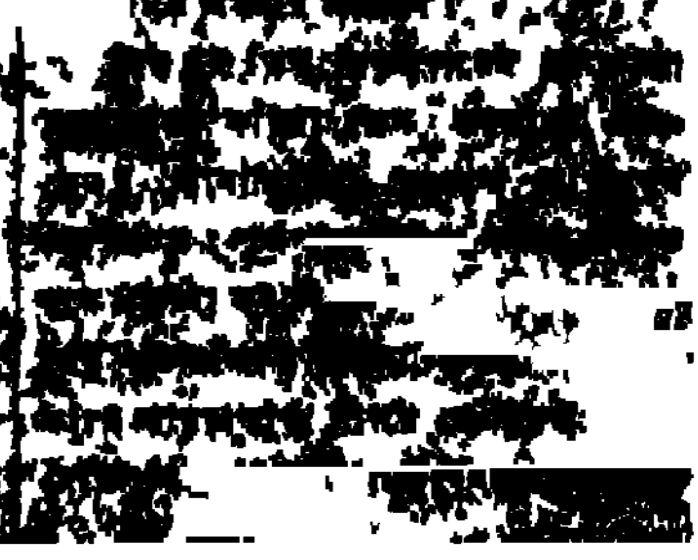

...ত্র নাই, বিধবার মৎস্য আহার ও উপ-
...পত্তির সকাশে বৈষয়িক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য।
...ব্রাহ্মণ অন্যান্য অস্থি মিষ্টই জাতিগত দোষ
...গ্রহণ করিয়া থাকে, যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ
...দোষ তাহারা সহজে গায়ত্রী জানে না।
...তাহারা অহং গো মহিষ প্রভৃতি দ্বারা কৃষি
...কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।" পক্ষ পাণ্ডব
এই জন্যেই ভ্রাতৃ পুত্র নদীর পূর্ব্ব পারে
গেলেন না স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।
...নবধিক ব্রাহ্মণপুত্র মধ্যের পূর্ব্ব পারস্থ কায়
সকল পাণ্ডবর্জ্জিত দেশ বলিয়া বর্ণিত।
আজি কালি সে দিন নাই। বর্ত্তমান হিন্দু-
দিগের পাণ্ডবদিগের মত কাপড়ি
র্করিলে চলিতে পারে না। বিধবাবিবাহ
আজি কালি শাস্ত্রসিদ্ধ ও রাজবিধিবদ্ধ
হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পবিত্রতা যত
আছে, তাহা আপনি বিশেষ জানেন। অতএব পরস্পরের অন্তরে যাহাতে ভ্রান্তভাবের
সঞ্চার হয় তাহার উপায় অবলম্বন করাই
হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এই বাৎ-
সরিক উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার সময়
হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন।
ইহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ এবং
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় যোগ
দিয়া হিন্দুদিগের নিকট বড় প্রশংসনীয়
হইয়াছেন। বোধ হয় প্রকাশ পাইবে, সভা-
ভায় নিয়ম লঙ্ঘন হইবে বলিয়া অনেক বড়
লোকে এই সকল ব্যাপারে যোগ দেন না।
কিন্তু আমাদিগের দিনাজপুরস্থ মহোদয়
গণের সেরূপ স্বভাব নহে। সংকীর্ত্তনের সময়ে
বাবু হরের ভক্তিগত ভক্তি ভাব দর্শনে সক-
লেই মনে মনে পুলকিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন
তিনি তাঁহারা ভবিষ্যতেও এই প্রকার যোগ
দান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উৎসাহ বর্দ্ধন করি-
বেন। উৎসব উপলক্ষে নূতন সমাজ গৃহে
প্রবেশ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন এবং রাধাগোবিন্দ
বাবুদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোক থাকি
তেও দুঃখী হইক নির্ম্মিত হইতে পারিল
না! রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় অল্প দিন
হইল সাংসারিক কার্য্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন। অন্যান্য ছেলের ন্যায় তাঁহার তুল্য বিভব
শালী লোকেরা বিদ্যালয় চিকিৎসালয় পুস্ত
কালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া যশস্বী হই
তেছেন। তাঁহার পক্ষে কি এই হিন্দু সভা
গৃহটীও ইষ্টক নির্ম্মিত না করিয়া রাখা
রাখা উচিত। রাধাগোবিন্দ বাবুর হিন্দু
ধর্ম্মে একার অগাধ আস্থা আছে বলিয়া
বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে
হিন্দু সমাজস্থ কয়েকজন প্রধান প্রধান

তাঁহাকে বিশেষ রূপে ধরিলেই বোধ হয়
তিন ১০। ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী
হিন্দু সমাজ বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে
পারেন।

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা কি অসহনীয় গ্রীষ্মই ভোগ করিতেছি!! তপন তাপের কি দুর্দ্দম প্রখরতাই সহ্য করিতেছি! বেলা ৮ ঘটিকার পর গৃহ হইতে বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নকালে দিবাকর মধ্যগগন আশ্রয় করিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গময় প্রচণ্ড মুখ মেলা বিস্তার করিতে থাকেন, তখনকার জীবগণ আহার বিহারাদি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আবাসে মৌনী হইয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন দক্ষিণ বায়ু শরীরে লাগিলে বোধ হয় যেন আমরা "লু" নামক ভয়ঙ্কর বায়ুর অধিকৃত পশ্চিম প্রদেশেই অবস্থান করিতেছি। অদ্যকার (১০ ই চৈত্র শুক্র) উত্তাপ আরো কিছু অধিক বোধ হইতেছে। বেধিতেছি ফারেনহাইটের তাপমান যন্ত্রস্থ পারদ সদ্য ৯৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। কল্য ৯৬ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তাপমানে ৯৮ অঙ্কে পারদ উঠিলে জীবিত জীবের শোণিতের উত্তাপের সহিত বাহ্য তাপের সমতা প্রকাশ পায়। কোন উপায় বিশেষ দ্বারা অপেক্ষাকৃত শীতল গৃহে যদি যন্ত্রটী স্থাপিত না থাকিত, তাহা হইলে পারদ ৯৮ অঙ্ক অপেক্ষা আরো কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইত। যাহা হউক, চৈত্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হয়, কিন্তু বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত নাই। এতদঞ্চলস্থ সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয় একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা ভাগীরথীর সন্নিধ্য বলিয়া ঈশ্বর প্রসাদে আমাদিগের তাদৃশ অসুবিধা অনুভব করিতে হইতেছে না। কিন্তু কয়েক পদ পূর্ব্ব দিকে গিয়া পেয়ুষ জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যদি গত মাসের বর্ষণটুকু না হইত, তাহা হইলে আজি কি হইত বলা যায় না।

২। গত ৩১ এ চৈত্রে অত্রত্য গোবাগি কুল দেবতা শ্যামসুন্দরের চন্দন যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিগ্রহের যে সমস্ত লীলা এক দিবসে পর্য্যবসিত হয়, এই "পুষ্প দোল" তন্মধ্যে বহু সমারোহসম্পন্ন। দিবসত্রয়স্থায়ী রাস যাত্রা ভিন্ন এতাদৃশী জনতা আর কোন পর্ব্বাহেই হয় না। মোটামুটি ধরিলে ধর্ম্মতঃ যাত্রীর সংখ্যা কোনক্রমে পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন নহে। যাত্রীদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি অত্রত্য ষ্টেষণের জন্য নির্দ্দারিত ট্রেণ ভিন্ন এক খানি অতিরিক্ত ট্রেণ ও দুই খানি ট্রেণে আরোহিদিগের জন্য অতিরিক্ত গাড়ি দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাটখোলা হইতে দুইখানি ষ্টীমার গমনাগমন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন উভয় ব্যবসায়ীই বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছিলেন। আমাদিগের পল্লীস্থ পাঠকবর্গ অনায়াসে মেলায় যে দুই একটী দ্রব্য দেখিয়া থাকেন, এখানেও তাহারা বিরাজ করিয়া থাকে। পণ্য বীথীর সম্মুখ দিয়া পলায়ন বর্ষকরগণ দলে দলে যাইতে থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন যজ্ঞোপবীত ধারী ভাটবর্গ প্রথমে কত প্রকার রব বিকৃত ও অবশেষে গালাগালি করিতে করিতে মনোযোগ যাত্রিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকে। যাহা হউক, মেলাস্থলে ফল পুষ্প ও মৃণ্ময় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ই বাহুল্য রূপে হয়।

৩। পাঠকগণ এক দিবস বিবিধ বিষয় মধ্যে পাঠ করিয়াছেন যে এই গ্রামে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যানে একটী গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছি সেই চিকিৎসালয়টীর জন্য সম্প্রতি

...ধারণা, অধিক জলাশয়ের অবস্থিতি কারণ নির্দ্ধারণোপযোগী উত্তম সূত্র নির্দ্দেশ ক'রয়া দিয়াছেন। [illegible] স্থলেই তাঁহার অনুমান প্রতিভাত হইয়াছে। এই চিকিৎসাপ্রণালী এ অঞ্চলকে রাখিয়াছে। আজি [illegible] প্রায় ১৫০ শত রোগী উপস্থিত হইয়া থাকে।

৪। অন্যান্য খালের বিষয়ে অনুল্লেখ কিঞ্চিৎ মনোযোগ বিধান করিলে খালটী ক্রমে পয়ঃ দ্বারা পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপিও সংক্রামক জ্বরের কোন প্রভাব বিলয় বিদীর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রামের জল বাহির না হইলে যে পীড়ার উৎপত্তি হইবে তাহাতে সংশয় নাই। এই খালটী এ অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালী স্বরূপ। খালটী পূর্ণ হইয়া আসাতে অনেক গ্রামস্থের জল বাহির হইতে পারিতেছে না। সংক্রামক জ্বর এ অঞ্চলে সমুপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট হস্ত তুলিয়া কেবল বসিয়া থাকিতে পারিবেন না, অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি [illegible] করুন। এই খালটী অনেকাংশে ক্ষেত্রের জল বাহির হইতে বন্ধ করিয়া আছে। এই [illegible] গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা [illegible] নিকট এই খালের উদ্ধার যে [illegible] গবর্ণমেণ্টের ইহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি দীর্ঘ ব্যাপার। [illegible] তাহার সংস্কার না করিলে সেটী [illegible] পরিণত হইবে। তাহাতে কত [illegible] সংখ্যা হইবে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন [illegible]

৫। [illegible] পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবাসীর অনুগ্রহে কুলকর্ণ [illegible] অনেক ভূসম্পত্তি নিষ্কর আছে, তাহার অধিকাংশ বাহির, কিন্তু পূর্ব্ব বসিবার [illegible] কোম্পানির নামে [illegible] চিত্রিত পাষাণ কোথাও দেখিতে পাই নাই। প্রায় ৩ বৎসর হইল বড়দহ গোলদারের উন্নতির অবস্থা দেখিয়া [illegible] আসিয়াছি। কিন্তু তাহাতে [illegible] কিছু [illegible]

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এক বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও করিলেন না। তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ সময় করিয়া এই-[illegible] অবস্থা, স্থানীয় শ্রেণীর [illegible] করিয়া [illegible] সকল দিক রক্ষা হয়। অবীকালে সাহেবদিগের কষ্টের কথা মনে করিলে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়। সেই বর্ষা সর্ব্বত্র। যাহা হউক, এই প্রস্তাবটীর পোষকতা আমরা এখানে কোন বিশেষ যুক্তি প্রদর্শিত করিলাম না, এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যথেষ্ট আন্দোলন করা হইয়াছে।

—০—

আমাদিগের বাইটবন্ধু [illegible] লিখিয়াছেন—

১। [illegible] আমিয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] সময় [illegible] বিলক্ষণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে। [illegible] হয় নাই। আমরা পল্লীগ্রামে [illegible] বৃষ্টির [illegible] পাইলে [illegible] করিতে পারিতেছি না।

২। [illegible] যাহারা [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয় নাই। [illegible] এ সময়ে [illegible] বৃষ্টি [illegible] বাতাসের [illegible] সন্দেহ নাই।

পত্রের [illegible] [illegible] [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] পত্র [illegible] [illegible]

৩। [illegible] [illegible] [illegible]

মাসের মিমিত্ত বন্ধ হইয়াছে। ফুতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর ক্রিমলী সাহেবের অনুরোধে স্কুলের দীর্ঘাবকাশ প্রণালী রহিত হওয়াতে মহাদ উপকার হইয়াছে।

৬। আদালতসমূহের লিখন প্রণালী নিতান্ত অপকৃষ্ট ও দূষিততাবাপন্ন। ইহাতে যে প্রকার বাঙ্গলা ব্যবহৃত হয়, তাহা ভাষার একান্ত অগৌরবকর। আমরা এমনে একটী মুন্সেফী আদালতের সমনের লেখা যথাবৎ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ। তাহাতেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যে হেতুক বিবাদী তোমাকে সাক্ষী মান্য করিয়াছে। অতএব "অমুক সনের অমুক তারিখ" বেলা দশ ঘণ্টার সময় হাজীর আসিয়া বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত হাজীর থাকিয়া আপন সাক্ষী আদায় করত মচেৎ আইন আমলে আসীবে। আর তোমার খোরাকী দুই আনা পাঠান গেল ইত্যাদি। সম্মানার্হ ব্যক্তিকেও এইরূপ ইতর ভাষায় সমন লেখা হইয়া থাকে। এটী কি আদালতের কলঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের অগৌরব নয়? কাযেল সাহেব ইহাকেই কি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন? আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি শীঘ্রই আদালতের এই পরোক্ষার করুন। ভদ্র লোকের প্রতি এরূপ অবমান ভাষা প্রযুক্ত হওয়া নিতান্ত অবমাননাকর। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গৌরব বিলুপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যদি কোন ব্যক্তি বিপুল পরিশ্রম করিয়া ন্যায়মতে অর্থোপার্জ্জন করে এবং পরিশেষে পাপাত্মা দস্যু কর্ত্তৃক সমস্ত সঞ্চিতার্থ হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনোমধ্যে দারুণ দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় না হয়? আমরাও সেইরূপ একটী গুরুতর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহাশয়ের নিকট এই পত্রিকা খানি প্রেরণ করিলাম। কৃপা করিয়া মহাশয়ের আদ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত এবং ধর্ম্ম ও সত্যের গৌরব রক্ষা করিবেন।

প্রায় ৭। ৮ মাস হইল তমোলুক ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ অধিকারী "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামে এক খানি ইতিবৃত্ত প্রকটন করিয়া প্রচারার্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে ঐরূপ গ্রন্থ প্রচারণে তিনিই প্রথম উদযোগী। পুস্তক খানি লিখিয়া তিনি অনেক লোককে (সহৃদয় ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন) দেখিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সহৃদয়তার এই ফল হইয়াছে যে যাঁহারা সেই পুস্তক দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত ইতিহাস প্রণয়নের যশের ভাগী আপনি হইবেন মনে মনে সংকল্প করিয়া সেই প্রদর্শিত পুস্তকেরই সমস্ত মর্ম্ম কথঞ্চিৎ ভাষা বৈষম্য করিয়া রহস্য সন্দর্ভের কোন সংখ্যায় প্রচার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার নিজের অধর্ম্মাচরণ প্রকাশ ও প্রকৃত গ্রন্থকারের অন্যায়রূপ যশোহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে নিবেদন যে, সত্য বিষয়ের প্রকাশ অন্যায়কারীর চরিত্র সংশোধন এবং গ্রন্থকর্ত্তার নিকৎসাহিতার নিবারণার্থ আমাদের এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পরন্তু উমাচরণ বাবুর প্রতি বক্তব্য এই তিনি যেন দুরাকাঙ্ক্ষের ঈদৃশ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত না হন। তমোলুক ইতিবৃত্ত প্রকটনের জন্য তিনি যে অশেষবিধ পুরি শ্রম ও অধ্যবসায়াদি ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তদ্বিনিময়ে তিনিই যশোভাগী হইবেন। রহস্যসন্দর্ভের প্রকাশিত তমোলুকের ইতিবৃত্ত লেখক কদাচই তাহার অধিকারী হইতে পারেন না।

তমোলুক
১৮৭৩।
২৫ এ মে

আপনার বশম্বদ।
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
ইত্যাদি।

বর্দ্ধমানের সদর মুন্সেফ
বাবু দ্বারকানাথ মিত্র।

যিনি যেমন কাজের লোক তাঁহার তদ্রূপ সম্মান ও পুরস্কার পাওয়া অতিশয় আবশ্যক। এই প্রত্যাশাই জগতের উন্নতির মূলীভূত। কামনাশূন্য লোক হইতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই। প্রত্যাশা পরিহীন নিষ্ফল ব্যক্তি সংসার বহির্ভূত। যদি আমাদের সাধারণ বাসভূমির উন্নতি সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, যদি সাধারণ হইতে সাধারণের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহ অসাধ্য হয়, তবে সাধারণের সেই প্রত্যাশা ফলবতী করা সর্ব্বসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বাস্তুদের মনোরঞ্জন প্রত্যাশাই সর্ব্ব প্রধান আমরা যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির সেই মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ কর্ত্তব্য পরতন্ত্র হইয়া নিম্ন লিখিত প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই প্রস্তাবের নায়ক স্বরূপে আমরা শিরস্থ ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিলাম। এই মহাত্মা বিচারকার্য্যে আমাদিগকে যে দুঃখ সন্তোষ দান করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিব বলিয়াই এই প্রস্তাবের আরম্ভ করিয়াছি। প্রার্থনা, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত শ্রোতৃগণ আমাদের উক্তিতে ঐক মত্যে আনন্দের সহিত উৎসাহবর্দ্ধন করেন। দ্বারিক বাবু অল্প দিন মাত্র মুন্সেফী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভিন্না" মহাকবির এই অনুপম উপমার ইনি একটী উৎকৃষ্ট উপমেয়। ইঁহার বয়স ও কার্য্যকাল অতি অল্প, কিন্তু অভিজ্ঞতায় যথা ধর্ম্ম ইনি প্রাচীন হইয়াছেন। বুদ্ধিমত্তা গুণগ্রাহিতা স্মরণ শক্তি ন্যায়পরানুসরণ ব্যবহারশাস্ত্র নৈপুণ্য ক্রিয়াকারিতা সুলেখকতা সহিষ্ণুতা শত্রুমত্রতা গাম্ভীর্য্য তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছা সত্য নিরূপটতা প্রভৃতি যে সকল গুণরাশি সবিচারকের থাকা আবশ্যক তাহার অধিকাংশই এই ব্যক্তিতে আমরা সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর একটী অসাধারণ গুণ ইহাঁতে দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। অনেক বিচারকের দেখিতে পাওয়া যায়, যে কিসে "সালতামামি রিপোর্ট" জাঁকাল হইবে, সেই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিচারের তাৎপর্য্য যাই হউক, যে জন্য টী মকদ্দমার ফয়সালা হইল এই বিষয়েই মনটা

অভিজ্ঞতা থাকে। এখানে সকল আদালত সম্বন্ধে বিশেষরূপে বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার যে আদালতটী বেশ আছে দেখিতেছি আমলারা খুব ইহা সমস্ত কর্ম্মচারীর সহিত পাঠ করেন। সাধারণ ৭ আনা লইবার সময় ইহা ভুল। যে কোন অভিজ্ঞ লোক আমলারা যাহাতে ভাল ও সত্য বিবরণ লিখিয়া থাকে তাহার চেষ্টা করিবেন।

অনেক স্থলে আমলারাই প্রায় সর্ব্বে সর্ব্বা, কর্ত্তা কর্ত্রী বিধাতা; কিন্তু এখানে দেখিলাম একটা কাণ্ড, এ দীপচক্ষু। এখানে কাহার কাহার কি উকীলগণ সকলেই সাধারণের সহিত কথা কহিতে পারে, কারণ ইহাঁকে বড় ছাপাইবার যো নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই ইনি বক্তৃতা করিতে পারেন।

নাম কিছার শব্দের অর্থ এতদ্বিন আমাদের ধারণা ছিল, ইহা কতক গুলি প্রকৃত কাগজ। আমাদের ধারণা ভুল। ইহা ৪৬টী কুলুঙ্গি নয়। কিন্তু একটীতে যে আমার একখানা কাগজ রহিয়াছে এ আশা করি না, তেমনি ঐ ৪৬টী কুলুঙ্গির একটীতে আমার একখানা প্রতিলিপি আছে দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। আর আমি যে অধিবাসীর ভাল ভাল কাগজ প্রস্তুতি এখন আর আদরণীয় নয়। আর আমি যে অধিবাসীর উত্তরাধিকারী তাহা ছাপাইলে আর কাল বাজি বুজি থাকিবে না। তার চেষ্টা কত-নূন দেখাই।

সন	অর্থ
মহাবিচার	আপীলে পূর্ব্ব ঘোষ।
ভূমোগী	(ভাগবা) কৌজ[দারী]
ইন্দ্রপ্রকৃতি	মফঃস্বলের পুরাতন,
	ঘোষপ্রকাশের ফুটো ঘ
	যাঁহার কারক।
গাঙ্গীবর্ক	প্রকাশের কর্ম্মচারী
	না করুন।

কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, ষ্টাম্পযুক্ত সাদা কাগজে অগ্রিম বাণ্মাসিক ১০ আনা পাঠাইলে কাগজ বাহকের হাতে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। ভোট, ছাপ, বরাত চিঠি, অতি অল্প, ইহাতে বিজ্ঞাপন বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি তাহার উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। টিকিট কাহাকেও কমিশন দেওয়া হইবে না। মূল্য [illegible] পূর্ব্বে কেহ ঘোষপ্রকাশ প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি ঘোষপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপিসের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, ঘোষপ্রকাশের সম্পাদক পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করাইয়া দেওয়া হইবে। সতর্ক হইলেও একখানা কাগজ [illegible] করা যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

ঘোষপুর হাকিমের বিষ [illegible] আমরা লিখিতে পারিব।

যাঁহারা মাসিক না, ত্রৈমাসিক পত্রিকা [illegible] কাজ করিতে পারি।

[illegible] ঘোষপ্রকাশ বিক্রয়ার্থ [illegible] ঘোষপ্রকাশ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

৫৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৪৷৷ টাকা

ইং ১৮৭৩। ১৬ ই জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কর্ম্মাধ্যক্ষ কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের বিভিন্নতা হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি একদিন ঐরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গে আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্ব্ব বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না। যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। খাতায় কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বাকি হইয়া আছে, কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বাকি হইয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের বদল টাকা লয়েন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, তখন করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এইঃ—

$\frac{এম}{8}$ ৯২৫৭৮

$\frac{এল}{8}$ ৬৩৫৭৫

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

নিরাজগঞ্জ টারমিনস
৯ ই জুন ১৮৭৩

ক্যাম্বলিন প্রিন্টেড এজেন্ট

—:০:—

জমীদার দর্পণ নাটক।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ।০ আ না।

শ্রীমীরমাহতাব আলী
কুষ্টীয়া লাহিনী পাড়া।

—০:০—

নেত্র শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

——

বিক্রেয় পুস্তক, সাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ অন্য কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

ভাষাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৷

২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১৷

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৪

——

"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল

ন সুহৃৎ ভাষায় রচিত, প্রথম শ্রেণীর স্কুলের ছাত্রদের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রাহকের নাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

মানেজার
বুনবসিটি আসিস
শনৎ চন্দ্র সরকার
সহকারী রেজিষ্টার

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের ১লা হইতে ঢাকা হইতে দুই এক দিন অন্তর পদ্মার উপর দিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানীর ষ্টীমারদিগের চিত্তপুরস্থ গঞ্জার তাবরক্ষী দিবার টার্মিনসে যাত্রিক দ্রব্য এবং গাড়ির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস ফর্কিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ ষ্টীমনগর
হইতে আসিতেছে। এজেন্ট

—০—

অবকাশ-রঞ্জিনী। মাসিক

পত্রিকা।

এই উচ্চ নামধেয় শিক্ষাপ্রদ পত্রিকা প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এখানি ভদ্র লোক হইতে প্রতি মাসে ছয়েক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে সর্ব্বসাধারণ বিশুদ্ধ আমোদজনক কথা প্রকৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। বার্ষিক মূল্য, ৸৹ আনা। সকলের গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৵০ আনা ডাক মাসুল দিতে হইবে। পত্র গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অধিকাংশ মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীহিমকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর কলেজ,
কলিকাতা।

—০—

নবশো ছপেয়া।

এই মিরাকল রসমেরকাটক। কলিকাতা ভারতবন্ধু নাম্নী পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৫০ টাকা

শ্রীরজনাথ মুখুটি।

ধন্বন্তরী।

বিনামূল্যে মেডিসিন এবং

চিকিৎসার ভারগ্রহণ সোসাইটি

এর তিরীখ

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির

ঔষধিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ তাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি সুন্দর এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার একটি ঔষধালয় আছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎসঙ্গে অন্যান্য পুস্তক।

১। সুখবাত্রের ঔষধ্য যাত্রা শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না নিরুপদ্রবে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এতদ্বিষয়িনের পীড়ার পূর্ব্বে লক্ষণ ও সাধারণের কয়েকটী সুকঠিন পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাত কেরবাগোলার চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কবিতাকলাপে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৭ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা, অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা, মূল্য ।০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে সুচারুরূপে পরীক্ষা

৩। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস লিমিটেড নামক বিখ্যাত কারখানায় আমাদের ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ কারখানার বার্ষিক মূল্য প্রাইসলিষ্ট সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

৪। ধন্বন্তরী-পাঞ্জিকা (১ম সংস্করণ)

৫। ঔষধি বিচার (রহস্যযুক্ত)

৬। [illegible]

[illegible] ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

ধাতুতত্ত্ব পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাতুর্ণ, শরীরিক অকর্ম্মকারি উপসর্গ রোগে ধাতুর চিকিৎসা, ধাতুস্থ ঔষধ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদিগের জন্য) গন্ধ, রস ধাতুকর্ম্মাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১।০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট
নং ৯১। ১৮৭৯
১লা অগ্রহায়ণ
শ্রীলালমোহন
বিদ্যানিধি

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি কোম্পানি।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আমাদিগকে লিখিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তুত কর্ম্মিটমজবুতের পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জঙ্গলদার ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ষ্টাইল। মেঝিয়াতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ষ্টাইল।

কমন ব্রিক।

কারার ইট।

খাটী সরিষা তৈল আমাদের যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত যেন করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে ঐরূপ নির্ম্মিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ম অলাভা

গঙ্গার ধারে দিতে হবে। ইটের মূল্য নমুনা এবং যে তারিখে ইট দিতে আরম্ভ এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উহা নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ কেষ্টিংশ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি
কলিকাতা

—•—

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

এক্ষণে ঢাকা ও গোয়ালন্দের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে উক্ত কোম্পানির যে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে, তাহা ভিন্ন অন্য কয় তারিখ অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বন্দোবস্ত প্রকাশিত হয়, সে পর্য্যন্ত কেবল তৃতীয় শ্রেণীর দেশীয় আরোহিদিগের জন্য এই উভয় স্থানের মধ্যে আর একখানি ষ্টীমার নিয়মিতরূপে যাতায়াত করিবে। এই ষ্টীমার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবা-ভাগে গোয়ালন্দ হইতে যাত্রা করিবে এবং প্রত্যাগমন কালে সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার দিবা ভাগে ঢাকা হইতে যাত্রা করিবে, কেবল তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী ও গাটরী লইয়া যাওয়া হইবে।

গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবসে আরোহিদিগকে প্রাতঃকালীন অথবা অ্যাফ্টার্নুন ট্রেণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে হইবে।

এজেন্টস আফিস
গিরালদহ
১২ ই জুন ১৮৭৩ } ফ্রাঙ্কলিন হেইজ
এজেন্ট

সোমপ্রকাশ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

ইংলণ্ড হইতে বঙ্গল ডাক্তর কর্ক সাহেবের উপরে এই আদেশ আসিয়াছে, লর্ড আর্টন ফিরার যে সন্ধি পত্র উপস্থিত করেন, জানজিবারের সুলতানকে তাহাতে অবিলম্বে যেন স্বাক্ষর করান হয়। যদি তিনি স্বাক্ষর না করেন, জানজিবার দ্বীপ অবরোধ করা হইবে এবং দাস ব্যবসায় বিষয়ক যে আইন আছে, তাহা বলবৎ করা হইবে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই দাস রাখিবার রীতি ছিল। গ্রীস দেশের কথা প্রসিদ্ধ। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে বন্দী হইত, গ্রীসে তাহারা দাস বলিয়া বিক্রীত হইত। রোমের ধনী পেট্রিসিয়ন দল দাস দ্বারা স্ব স্ব কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। শিল্প কার্য্যও দাস দ্বারা সম্পাদিত হইত। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ করিয়াছেন (১)। যে ইংলণ্ড এক্ষণে দাসব্যবসায় হইয়া দাস ব্যবসায়ের উন্মূলনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, সাক্সনদিগের অধিকারকাল অবধি উহা তথায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল। দ্বিতীয় হেনরির অধিকারে ঐ নৃশংস ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। টিউডরদিগের সময়ে উহা সম্পূর্ণ রূপে উন্মূলিত হয়। এই দাস ব্যবসায়ের উন্মূলনার্থই আমেরিকার ঘোরতর যুদ্ধ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় সকল দেশ হইতেই উহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে, মুসলমানেরা যে উহাকে জীবিত রাখা মনুষ্য নামকে কলঙ্কিত করেন, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। অতএব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা যে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের অনুমোদনীয় হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইংরাজ জাতিই মনুষ্যের দুঃখে যথার্থ ব্যথিত হন। কিসে মনুষ্য দুঃখ পায়, ঐ জাতিই তাহা বুঝিয়া থাকেন। আমরা ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত চেষ্টার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য এই, এদেশে কন্যা দেখিতে গিয়া বিবাহ করিয়া আসিবার একটী গল্প আছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যেমন এদেশ জয় করিয়া লইয়াছেন, জানজিবারে দাস ব্যবসায়ের উন্মূলন করিতে গিয়া ঐ দেশটী যেন তেমনি জয় করিয়া লওয়া না হয়। তাহা করিলে ইংরাজ জাতির মহান উদ্দেশটী কলুষিত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

(১) মৃতকাতন্ত্রথা ক্রীতো লব্ধো দায়ক্রমাগতঃ। অনাকালভৃতস্তদ্বদাহৃতঃ স্বামিনা চ যঃ। লোকিতোদহতস্তর্জনাদুদ্ভবঃ পণে জি। তদ্বাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাদণ্ডতঃ কৃতঃ। তত্তদা-সশ্চ বিজ্ঞেয়স্তত্তদ্বৎ পঞ্চধা স্মৃতঃ। বিক্রেতাচা-প্যনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। বিবাদ-রাত্নাকর।

—

হিউনিসিপাল বন্দে বঙ্গের অনুরূপ
কর্পোরেশন।

আমাদিগের বিলক্ষণ মনে পড়ে, একটী প্রধান বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া এক একটী নূতন আজ্ঞা প্রচার করিতেন। বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি আজ্ঞা দিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞার অনুসারী কার্য্য হইত না। ছাত্র ও শিক্ষকেরা কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার এক-টীও আজ্ঞা ফলোপধায়িনী হইত না। আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভাই যে কেবল সহস্র সহস্র নূতনবিধ আইন প্রসব করিতেছেন তাহা নয়, বিচারপতিরাও ঐ সকল আইনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা ও শত শত নূতন নূতন দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টান্তাদির সৃষ্টি করিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তুলি-য়াছেন। সুতরাং সকল আইন ও সকল ব্যবস্থার অনুরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নয়। মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী উহার অন্যতর। মিউনিসিপালীটীর অধীন অধিকসংখ্য গ্রাম তাহার উদাহরণ। আমাদিগের ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"মতগ্রাম মাণিকগঞ্জ সবডিভিজনের অধীন। কয়েক বৎসর হইল এই স্থানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোককে ইহার সভ্য করিবার জন্য উপবিভাগীয় উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র

ঘোষ মহাশয় কর্তৃপক্ষের নিকট লিখো ইত করিয়াছেন। কিন্তু অগ্রাম যে মিউনিসিপাল লটির অধীন এরূপ বোধ হয় না, প্রথম একটি ভাল রাস্তা নাই, স্থলের সলিলপূর্ণ একটি পুষ্করিণী নাই, অনেক স্থানেই জঙ্গলময়। এতদ্ভিন্ন প্রতিবর্ষেই সর্পের উপদ্রব হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রায় সমুদয় পুষ্করিণী বিশুষ্ক কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া উঠে, যে একটী পুষ্করিণীতে কিছু গভীর জল আছে, সুব্যবস্থার অভাবে তাহাও ক্রমে পানের অনুপযোগী হইয়া যাইতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, মিউনিসিপাল ফণ্ডে অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। গ্রাম সমূহের উপকারার্থে ইহা ব্যয়িত হইতেছে না। মত গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী দাসরাগ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই রাস্তা নির্ম্মিত ১৫০ টাকায় ৩ এষ্টিমেট হয়। কিন্তু পূর্ণদাস এত টাকা দিতে অসম্মত হওয়াতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এরূপ আকাঙ্ক্ষিতা পূর্ণদাস নাম কার্য্য কুশল কর্ম্মচারীর একান্ত আদরের সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি পূর্ব্ব ধারু মল্ল ও পাগলা প্রভৃতি গ্রাম গুলির দুরবস্থার অপমোচনে যত্ন বান হন। *

নব গ্রামের ন্যায় শত শত গ্রাম আছে, সেখানকার লোকেরা চেষ্টা টাক্স দেন, কিন্তু তাহার কথঞ্চিৎ করিতে পায় না। মিউনি পাল যতো বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আমাদের গ্রাম গ্রামের সংগৃহিত হরিনাভ ইজুর [illegible] অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছি, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে, মিউনি পিপালিটি ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া [illegible] কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাস্তা ঘাটের পরিবর্ত্তন হয় নাই। আর পরিষ্কার, [illegible]

নাই। রাজকর্ম্মচারিদিগের অবহেলাদোষে যেমনই যে ইহার একমাত্র কারণ আমরা একথা বলি না। গ্রামের লোকের বিলক্ষণ দোষ আছে। আমাদিগের দেশই মন্দ গবর্ণর কাহেল-ইহাদের জন্য যে কোন দোষ থাকুক, এদেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে শিখা করে এবং ইহাঁরা বলিষ্ঠ ও উদ্যমশীল, তাঁহার আন্তরিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা। কেবল তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টা আমাদিগকে কি করিবে, আমাদিগের দেশের লোকেরা যে প্রকৃতির ইহাঁরা আপনাদিগের কাজ আপনারা গুছাইয়া লইতে পারেন না। ইহাঁদিগের উৎসাহ "বাঁশে পাতার" আগুনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

আমাদিগের উচিত আমরা মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বাসভূমি ও বাসস্থান পরিষ্কার করিয়া রাখি। সকলে যদি নিজ নিজ বাসভূমি পরিষ্কার রাখেন, গ্রামটী আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া আইসে। তাহা হইলে দুটী লাভ হয়। এক স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয়, মিউনিসিপাল করের হ্রাস। দ্বিতীয়টির যেরূপ দিন থাকিতেছে, তাহাতে আপন আপন স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিধান চেষ্টা আপনাদিগের ই কর্ত্তব্য। মত গ্রাম সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অধিবাসী পরিষ্কৃত হইতেছে। এ অবস্থায় গ্রাম নগরাদি-পরিষ্কার না হইলে পীড়ার যে আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। সাংক্রামিক রোগোৎপাদক বিষয় যে কারণ থাকুক এ ও জলাশয়ের অপরিষ্কার ও অপরিষ্কৃত অবস্থা যে তাহার প্রধান কারণ তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন [illegible] পুষ্করিণীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা [illegible]

ভাবে বিলুপ্ত হইতেছে। গ্রাম [illegible] আমরা পরিত্যাগ [illegible] [illegible] [illegible]

অসঙ্গতি আছে। ইংলণ্ডের একজন ইতিহাস লেখক লাঙ্কাষ্টার ও ইয়র্কাংশের অধিকার কালের কথায় লিখিয়াছেন লোকে এরূপ ঘর করিত, যে আলোক ও বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবেশ পথ পাইত না। ফলতঃ বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক গৃহ মধ্যে গমনাগমন করিলে শরীর ও মনের যে কেমন স্বচ্ছন্দ ও উপকার লাভ হয় তাহা তৎকালের লোকের অবিদিত ছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদিগের দেশের অনেকে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোকের গুণ জানিতে পারেন নাই। ঐ ইতিহাসলেখক টিউডর বংশের অধিকার সময়ের কথায় বলেন, লোক সকল এমনি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিত যে তাহাদিগের ঘরের মেজেতে মধ চর্ব্বি হাড় ও অন্য অন্য উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ছাড়াইয়া থাকিত এই অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন আচরণ নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোরতর মড়ক উপস্থিত হইত। হিন্দুদিগের উচ্ছিষ্ট বিচার থাকাতে গৃহের অভ্যন্তর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য পূর্ণ থাকে না বটে, কিন্তু অন্য অন্য অনেক অপরিষ্কৃত দ্রব্য ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকে। সামান্য মুসলমানদিগের উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। তাহাদিগের গৃহের অভ্যন্তর ভাগ কুৎসিত দ্রব্যে এরূপ পূর্ণ, নরক বলিলে অত্যুক্ত হয় না এরূপ অবস্থায় এদেশ যে সাংক্রামিক রোগে নিত্য আক্রান্ত না হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যখন দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হয়, তখন লণ্ডনে পাঁচ লক্ষমাত্র লোক ছিল, এখন প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ লোক হইয়াছে। নগরবাসিদিগের বাস প্রণালী, আহার প্রণালী, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা, অর্থাগমের উপায় অন্বেষণ প্রভৃতি যে ঐপ্রকার অদ্ভুত লোক বৃদ্ধির কারণ, তাহা যেন এদেশী লোকে বিশেষতঃ মিউনিসিপাল কমিটির এদেশীয় সভ্যগণ একবার স্মরণ করেন।

কায়েল সাহেবের আর একটী অপঘাত।

লার্ড নর্থব্রুক কায়েল সাহেবের প্রিয় মিউনিসিপাল বিল অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে একটী আঘাত করিয়াছেন। আজিও তিনি সে বেদনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আবার হাইকোর্ট তাঁহাকে আর একটী দারুণ আঘাত করিলেন। তিনি জেলার জজদিগের বেতন কমাইয়া মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের বেতন বৃদ্ধি করিবার যে কল্পনা করেন হাইকোর্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই দুটী কার্য্যদ্বারা কায়েল সাহেবের যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছে ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, যাঁহাদিগের মন কায়েল সাহেবের ন্যায় নয়, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের মত ও বাক্যকে বেদ বাক্যের ন্যায় অখণ্ডনীয় ও আপনাদিগের ইচ্ছাকে বিধাতার ইচ্ছার ন্যায় অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা কোনক্রমে আত্মকৃত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ ও আত্মকৃত আজ্ঞার ভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না। যখন চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত নন্দমন্ত্রী রাক্ষসকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া পরস্পর কৃত্রিম বিরোধ করেন, এবং চাণক্য পরামর্শ পূর্ব্বক পদে পদে চন্দ্র গুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন, রাক্ষস ঐ বিরোধ সংবাদ পাইয়া নিজ লোকদ্বারা এই বলিয়া চন্দ্র গুপ্তের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন যে "আপনার মত সার্ব্বভৌম রাজারা আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না"। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ অবলা এসেকস্‌কে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই অবলা একদা তাঁহার একটী আজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ণমূলে মুষ্টি প্রহার করিয়াছিলেন। ঐ এসেক্স আর এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন করাতে এলিজাবেথ তাঁহার বধ দণ্ডের আদেশ দেন। পশ্চাৎ তিনি তাঁহার শোকে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করেন নাই। এলিজাবেথ স্ত্রীলোক হইয়াও কায়েল সাহেবের ন্যায় সর্ব্বময় ক্ষমতার একান্ত লোলুপ ছিলেন।

কায়েল সাহেব সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বময় ক্ষমতা প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেন না। কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন। তিনি যাহার উপকার করেন, সে যেমন অসন্তুষ্ট, যাহার অপকার করেন, সে ব্যক্তিও তেমনি অসন্তুষ্ট। সন্তুষ্টের মধ্যে কেবল লার্ড আর্গাইল। তিনিই কেবল কায়েল সাহেবকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন। "সর্ব্বঃকান্ত মাত্মানং পশ্যতি" ইহা একজন মহাকবির বাক্য। একটী মনোহর গল্প আছে, মনে হইল। এক দিন একটী বালক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যায়। "জলপান" লইয়া যায় নাই। তাহার মাতা ব্যাকুল হইয়া কিরূপে জলপান পাঠাইয়া দিবেন, বাটির বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেই পাঠশালায় যাইতেছিলেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে সেই জলপান লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। সে ব্যক্তি কহিল, তাঁহার পুত্রকে চিনেন না। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন যে ছেলেটী পাঠশালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেই আমার পুত্র। বাস্তবিক তাঁহার পুত্রটী বহুপরো নাস্তি কুরূপ। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে কন্দর্প তুল্য, সুন্দর দেখিতেন। লার্ড আর্গাইল কায়েল সাহেবের আত্মীয়। অতএব তিনি যে তাঁহাকে সুচক্ষে সম্পন্ন দেখিবেন এবং তাঁহার উপরে প্রীত ও প্রসন্ন হইবেন তাহা বিচিত্র

নহে। কিন্তু আমরা আর কাহাকে তাঁহার উপরে সহজে দেখিতে পাই [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] অন্য কোন যুক্তি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার কার্য্য প্রণালী অবাধ স্থিতিবৎ প্রতীয়মান হয়। কখন তিনি সম্প্রদায় বিশেষকে উন্নত করিবেন মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তি কেও উন্নত পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন, আবার কখন অপাত্রে পদ দান করিবেন, আবার কখন যে পদ লাভে কাহার প্রত্যাশা ও দাবিদা আছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যকে সেই পদ দেওয়া হয়। সিবিলসর্ব্বাণ্টদিগকে লিপ্তাধিকারে প্রবেশিত করাতে শিক্ষা বিভাগের এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া ইংলিসম্যান পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত গ্রে ও ফ্রেজর সাহেবকে বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার, এবং বেথুন কালেজ সাহেবের নামে নির্দ্দেশ করিবার কোন সাহেব সভ্য হন নাই। হালিডে সাহেব এক জন পুরাতন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হন, অতএব আমরা তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। অন্য জন প্রাণ্ট সাহেব এক জন হিতৈষী, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধ যুক্তির অনুরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নীলকর প্রভৃতি সাহেব দল তাঁহার উপর চটা ছিলেন বটে, কিন্তু ৬০। হইতে বঙ্গদেশের অধীন উপকার লাভ হয়। কৃষক সম্প্রদায় নীল করদিগের অত্যাচার ও অধীনতা হইতে মুক্ত হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের নাম প্রত্যেক বাঙ্গালির হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বীডন সাহেবের আপনাকে এমনি শক্ত বলিয়া বোধ হয় যে তিনি আপনার জন্য তাঁহার অধিকার স্পর্শ করিবার বোধ হয় স্বীকার করিতেছেন না। এই কারণে লোকের পক্ষ পক্ষীয় কাহে যে কত অনুচিত হয়, এতদ্দেশীয়দিগের সভা বিপত্তিতেও তাঁহার সে বোধ ছিল না। তাঁহার এই দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন ইডেন সাহেব হইতে অনেক লোক সহজে সুযশ লাভে বঞ্চিত হইলেন। এ সাহেব অনেকের চিত্তের অধিকারে উদ্যত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহেব অনেক বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিলেন। এ সাহেব অনেকের শুভাকাঙ্ক্ষী অতি সদাশয় লোক ছিলেন প্রজার আবাদে মঙ্গল বা, তদ্বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। প্রজার মঙ্গল তাঁহার এমনি প্রেমাস্পদ হইয়াছিল যে তিনি তাহার অনুরোধে অসময়ে স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি প্রজার কল্যাণ বিসর্জ্জন করিলেন না। এই কারণে তাঁহার নাম বঙ্গদেশের হৃদয় প্রদেশের অতি নিগূঢ় স্থানে মহার্ঘ রত্নের ন্যায় নিহিত রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কাহেল সাহেব যা, হিন্দুর না মুসলমানের না খৃষ্টানের কাহারই স্নেহভাজন হইলেন না। তিনি আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাঁহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষমতা প্রদানের অধিকার দিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। বিলাতি সাহেবেরা আইন লঙ্ঘন করিয়া কখনই ব্যবহার করিতে চান না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, কাহেল সাহেব প্রজার অনুরাগ ভাজন হওয়া দূরে থাকুন কর্ত্তার প্রতিও তিনি গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হন না, বরঞ্চ ব্যবহার পরিচালনা [illegible]

অন্যের দুঃখ অন্যে না বুঝে তাহার,
উপায়।

ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন, [illegible] বেলাতে হইবার [illegible]

[illegible] ৩রা আষাঢ় ১২৮০।

[illegible] ভাহাদের [illegible] ভাহাদের [illegible] ভাহাদের [

প্রচলিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্ট এই বলেন, অনেক মকদ্দমায় দেখিতে পাওয়া যায় লোকে কিরূপ অবস্থায় টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল সে বিষয় বিবেচনা না করিয়া বিচারপতিগণ বেশি হারের সুদের ডিক্রি দেন। কিন্তু যে সকল অধমর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং স্বচ্ছন্দমনে অধিক হারের সুদে খত লিখিয়া দিয়া টাকা লয় তাহাদিগকে বিচারপতিগণ সেই সুদের দায় হইতে মুক্ত করেন, হাইকোর্টের এরূপ অভিপ্রায় নয়। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে অধমর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন বা ভয় প্রযুক্ত কিম্বা উত্তমর্ণের নিতান্ত অধীন বলিয়া অথবা নিতান্ত বিপদে পড়িয়া বেশি হারে সুদ লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লয়। এমন স্থলে বিচারপতিগণ বিবেচনা পূর্ব্বক সুদ ধরিয়া ডিক্রি দিয়া ঐ সকল লোককে রক্ষা করেন হাইকোর্টের ইচ্ছা। আমরা হাইকোর্টের এই আদেশ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। খতের লিখিত মত সুদ সহিত ডিক্রি দেওয়াতে অনেক দরিদ্র অধমর্ণ মারা যায়, উহারা বিপদে পড়িয়াই কিম্বা ভয় প্রযুক্ত অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ লয়। দুর্দ্দান্ত জমীদার ও মহাজনেরা ঐরূপে খত লিখিয়া লইয়া পরে উহাদিগের সর্ব্বনাশ করে। হিন্দু আইনেও আছে যে, কোন কারণেও কোন কালেও উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে সুদে আসলে একত্রে আসলের দ্বিগুণের অধিক পাইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়, অধমর্ণকে ১০ টাকা কর্জ্জ লইয়া ৪০ টাকা সুদ ও ঐ আসল ১০ সমুদায়ে ৫০ টাকা দিতে হয়। এ রীতি অতিশয় অধর্ম্ম সন্দেহ নাই। অতএব হাইকোর্ট যে নিয়ম করিতেছেন, সেটী উত্তম হইতেছে। তবে কে বিপদে পড়িয়া বা অন্যান্য কারণে অধিক সুদে খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, এবং কেহবা ইচ্ছাপূর্ব্বক খত লিখিয়া দিয়াছে, এবং খতের লিখিত সুদ দিতেও অসমর্থ নয়, বিচারপতিগণ এই উভয়ের বিশেষ বিবেচনা করিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ চৈত্র সোমবার।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষের অর্থের যে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বড় আয়াস পাইতে হয় না, সর্ব্বদা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ দেখিবেন, ভারতবর্ষের অর্থের প্রতি কাহারও মমতা আছে কি না। আমাদিগের ইণ্ডিয়া আফিসের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টাণ্ট জেনরল গুড্‌লিফ সাহেব সম্প্রতি রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দেন। কলেট সাহেব প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন, যখন তাঁহাকে বার্ষিক ৯ হাজার টাকা পেন্সন দেওয়া হয় তখন তিনি কার্য্যে অসমর্থ হন নাই, কার্য্য করিবার তাঁহার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি যে ২৫ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার ১৫ বৎসর ইংলিস সিবিল সর্ব্বিসে এবং ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া আফিসে অতিবাহিত হয়, কিন্তু সমুদায় পেন্সন ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম, তাঁহার না ও কার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পেন্সন দিবার কারণ কি? দ্বিতীয় তিনি ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া আফিসে কার্য্য করেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ২৫ বৎসরের পেন্সন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইল কেন? ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কি এই দুটী প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন? যাহা হউক, রাজস্ব কমিটি দ্বারা অনেক গুপ্ত বিষয় বাহির হইয়া পড়িতেছে।

সিবিলিয়ানেরা শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। সম্প্রতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হপকিন্স সাহেবকে ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের পদে নিযুক্ত করাতে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী আক্ষেপ করিয়া ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন। আর একজন সিবিলিয়ানকে ৩ মাসের জন্য ঢাকার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চতুর্থ শ্রেণীতে ভাল ভাল লোক থাকিতে কাবেল সাহেব যে পেডলার নামক একজন অপদার্থ ও অদূরদর্শী আন্‌কোরা বিলাতী যুবককে উক্ত সার্ব্বিসের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে পত্র প্রেরক অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগের যে আক্ষেপ সিবিলিয়ানদিগেরও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ আছে। যিনিই হউন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্ম দেওয়া যদি কাবেল সাহেবের অভিপ্রেত হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হয় না। আমরা বলি এই, কোন বিভাগে উপযুক্ত লোক থাকিতে অন্য বিভাগ হইতে লোক আনিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিলে সুবিবেচনার কার্য্য হয় না। পেডলার সাহেবকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়া কাবেল সাহেব যে নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল সেদিন জোহি স্থানে যে শিলাবর্ষণ হয় উহার মধ্যে অর্দ্ধ মণ পরিমিত অনেকগুলি শিলা পতিত হইয়াছিল। ইহাকেই আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া বলে।

মর্ণিংক্রনিক্‌ল পত্রে লিখিত হইয়াছে, ১৮৬৪ অব্দের উকীল ও মোক্তারদিগের আইন নামক যে এক আইন হয় উহাতে লিখিত আছে, ১৫ টাকা ষ্টাম্পের সার্টিফিকেটধারী উকীলদিগের আলাহাবাদ বিভাগের ছোট আদালতে ওকালতী করিবার অধিকার নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট সম্প্রতি এই আইন প্রদর্শন করিয়া অনেক উকীল মোক্তারকে আলাহাবাদের ছোট আদালত হইতে তাড়াইয়াছেন। ইংরাজ জাতির বুদ্ধি অন্য বিষয়ে যেরূপ

হউক, কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়ন করে উহাদি[গকে] ... শীঘ্র দূর করা দরকার। এজন্য ... ব্যবস্থাটি বিশেষ করিয়া বিবেচনা ... [করা] উচিত। আমার মনে হয়, ... [ক]মিটার কাজ শেষ হওয়া ... ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হইতে ঐ সকল উকীলকে ওকা[লতি] ... করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, ... ১৮৬৮ অব্দে উহাদিগকে অতীব ... [ক]রিয়াছে হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল।

... ৬ জুন মোরানিয়রের রাজা ... [ব]রণ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইহার ... [ম]ধ্যে ৪ সিংহলায় প্রতি অর্পিত হইল।

... [ম]ধ্যের সরকারের রাজস্বমন্ত্রী হুই সোক ... [ক]রেন করেছে, গবর্ণরেন্ট সরকারের নিকট ইহার ... [কৈ]ফিয়ৎ তলবিয়াছেন। ব্রিটিশ রাজত্ব ... [ম]ধ্যে কি সকলেই অর্থপুত্র যুধিষ্ঠির?

... [ম]েসাই সেক্রেটরি বলেন, ওয়াডোয়াসের ... [ক]র্ণার বলিয়াছেন, মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট ... [পা]নীয় সকলের আমিউকারিতা বিষয়ে যিনি একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দিবেন। শুষ্ক প্রস্তাব দ্বারা কাজ হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদ-দাতা বলেন ভারতবর্ষে এক কৃষিদর্শন পাঠা[ই]বার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলে পীড়াপীড়ি ... করিতেছে। কিন্তু ফলেট সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তিনি বলেন, রাজস্ব কমিটির ন্যায় পুনঃপুনঃ পরীক্ষা (রিপিটেড্ এক্জামিনেশন) না হইলে প্রকৃত বিষয় জানা যাইবে না, অতএব ভারতবর্ষে কমিশন পাঠাইয়া সে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না। আমরা, হিন্দুপেট্রিয়টের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি যদি কমিশন পাঠাইবার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, রাজস্ব কমিটি সিদ্ধির প্রেরণ পাঠাইয়া ভারতবর্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করুক। গবর্ণমেণ্ট যে বলিয়াছেন যাঁহারা এদেশ হইতে সাক্ষ্য দিতে যাইবেন তাঁহাদিগের পাসের লাগিবে না, তদ্ভিন্ন অতীতে সিভিল সার্ভারদের অপর। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে নিজের গাড়ী ঘোড়া করিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে রাইতে যাইবার কল্পনা কি না করেছেন। পক্ষান্তরে যে-সে লোক গেলেও কার্য্য হইবে না।

মিশনারি [illegible] ... [ব]লে বর্দ্ধমান [illegible] ... [ক]রিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সি, এস, আই, উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আমরা ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অন্য যে গুণ থাকুক, দূরদর্শিতার পরিচয় পাই না।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল, জুনাগড়ের রাজপুত্রের বিবাহে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকার মা কি দুর্ভিক্ষের ব্যয়ের ন্যায় একটী ফাইফুণ্ড করা এবং সার্ভে সর্ব্বত্র তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থ সার্ভে সর্ব্বিফকেলাপিণ্ড ... একটী ব্রাঞ্চ খোলা হইবে। এইরূপ দেওয়া হইলে। এইরূপ পাকা ব্যয়, ইহাতে কেবল যে ব্যয় কর্ত্তার নাম চিরস্মরণীয় হয় এরূপ নয়, দেশও সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। ইউরোপ ও এই ব্যয়ের গুণে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। রাজপথ ছাড়া বাড়ি গোড়ার এত ... কি না ব্যয়। আমাদিগের দেশের লোকেরা পাকা ও কাঁচা ব্যয়ের প্রভেদ আজিও বুঝিতে পারিলেন না বড় দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি কতকগুলি বাঙ্গালি ব্যারেলোরে গিয়া এই প্রচার করে, তাহাদিগকে বহু টাকা দিলে তাহারা বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। যে সকল লোক বিনা পরিশ্রমে বড় মানুষ হইতে চায় সেই সকল বহুতরগুলি লোক লোভে পড়িয়া উহাদিগের নিকটে টাকা দেয়, কিন্তু বিক্রয় চুলায় যাক একজনও পাইল না, বিক্রেতারাও নিরু দ্বারায়া প্রস্থান করিয়াছে। ঘরে বসে আপেক্ষা বিদেশে সেই বিদ্যা অধিক খাটে। এটী একটী পুরা ভ্রম ঝুরাচুরী।

মিশনারিদিগের ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও পদ লইয়া ভুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে কাহারও মুখে একটী কথা শুনিতে পাই না, কারণ কি? ইউরোপীয় মিশনারিগণ আপনাদিগের স্বার্থের জন্য সাহেবদের বেতন বৃদ্ধি করিতে ... [ক]রিবার সংকল্প করিলেন ... [ক]রিবার ... টাকা ... [illegible]

... [ম]োহ রাজপুতদিগের, অর্থপুত্রদিগের ... [ক]রে।

... [ম]ারা ভারতের বাণিজ্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, ... [ব]জ্রাঘাতের দুর্ভিক্ষের [illegible] ... [কি]মোহন্তে ... [illegible] ... [ক]রিবার জন্য ১৮০০ ... [এ]বং দুর্ভিক্ষের উপশিক্ষার্থে একটী পুস্তকিনী ... [ব]ৎসরে ৮০০ টাকা ... [illegible] ... [ক]রিবার ... [illegible] ... [ক]রিবার ... [illegible] ... [ক]রিবার

দিগের অপেক্ষা ইহাদিগের কি শিক্ষা কি সামাজিক অবস্থা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট ঘরের লোক হওয়া চাই। বয়স ২০বৎসরের অধিক হইবে না, সবলকায় হওয়া চাই, লিখিতে পড়িতে জানিতে হইবে এবং সৈন্য কর্ম্মচারী দলে প্রবেশ করিতে চাল, ঘোড়া চড়িতে পারা চাই। দুঁকে শিকে ছেঁড়ে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে এক ব্যক্তি মাছ ধরিতে ধরিতে একটী মাছ দাঁতে কামড়াইয়া আর একটী মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে ঐ মাছটী অকস্মাৎ তাহার হস্তাগ্র হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কণ্ঠ রোধ করিয়া তাহার জীবন নাশ করিয়াছে।

১লা এবং ২রা জুন সিমলায় পঞ্চপাল দেখা দিয়াছিল। ইহারাও শৈলবিহারার্থ গিয়াছে না কি?

সেদিন লক্ষ্ণৌএ একজন সৈনিক কূপ মগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সৈনিকদলে আজি কালি আত্মহত্যার কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইহারা ডারউইনের মতাবলম্বী হইতেছে না কি?

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে পঞ্জাবে ৭৯ খানি পুস্তক ১৯ খানি সাময়িক পত্র এবং ১০ খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, পারস্যের সাহ ৫০০০০০০ টাকা পাথেয় লইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। এই পাঁচ কোটি টাকার কর কো প্রজার প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়ে বল যায় না।

আহম্মদ বক্স নামক এক ব্যক্তি অনেক গুলি জাল করিয়াছিল বলিয়া লক্ষ্ণৌএর কমিসনর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন। জুডিসিয়াল কমিসনরের নিকট আপীল করাতে তিনি আর ৭ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৯ বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেই বলে চুলকে ঋণ ছোলা।

৩০ এ বৈশাখ বুধবার।

লাহোরস্থ সংবাদ পত্রের সীমাহিঁ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশীরেরা খিব অধিকার করিয়া উক্ত নগরে কশীর উপনিবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বহু সংখ্যা পারস্য সেনা সীমান্তে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। হিরাটের গবর্ণর সুলতান আহম্মদ খাঁর ভ্রাতা সেকন্দার খাঁ এবং আবদুল রহমন খাঁ কশীর শিবিরে রহিয়াছেন।

গত কল্য মেরিলিয় ৬ ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী চান্দসী হইতে ইয়মলা পর্য্যন্ত অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক নীলামে পূর্ণাবয়ব দুটী শ্বেতপ্রস্তরের একখানি ছবি ৩০০ গিনিতে (প্রায় ৬৬১৫০ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। ইংলণ্ড কেবল সংবাদ শুনিয়াই দশ মস্তকধর রাজত্ব পণ করিয়া সীতাকে ক্রয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

৩১ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯৫১৯০ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ৫১৭৯৭০ টাকা আয় হইয়াছিল

২২ এ বঙ্গী গেজেটের কারেস্পণ্ড সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, উরগঞ্জের রাজার বণিক দিগের দ্রব্যাদি সুচিত হইতেছে বলিয়া তাজখন্দ ইয়ারখন্দ এবং বোখারার বণিক গণ দ্রব্যাদি পাঠান বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা এ বিষয় বিবেচনার্থ কশীর গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। উরগঞ্জের অধিকার বিষয়ে বোখারার রাজা কশীরদিগের অনেক সাহায্য করেন। উরগঞ্জ অধিকার করিয়া যখন ওত্রত্য রাজা পলায়ন করেন, বোখারার রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি আত্ম সমর্পণ করেন।

সিন্ধিয়ার মহারাজ গত বৃহস্পতিবার আগ্রা হইতে উপনীত হইয়া শুক্রবার গোয়ালিয়রে যাত্রা করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে রেওয়ারি পর্য্যন্ত একটী নূতন রেলওয়ে হইয়াছে। বোধ হয় ইহা ১৫ ই জুলাই খোলা হইবে।

গোয়ালন্দের আইন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে বেঙ্গল টাইমস সংবাদ পাইয়াছেন, যে ৬ ই জুন ঢাকা মেইল বোট ফতে খাঁর গিয়াছে। পরে বোটখানি নদীর দক্ষিণ দিকে পাঁচ ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া তীরে লাগে। কিন্তু জাফরগঞ্জের ডিঙ্গি আর সকল মেইল ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

কিছুদিন হইল গোরক্ষপুরের কতকগুলি চাষার পশুদিগকে বিষ খাওয়াইয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিত। স্পেডিং সাহেবের যত্নে ১২৫ জন চাষার দণ্ড হইয়া এবং ৮০ জনের দোষ প্রমাণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ এক একটী হুজুক উঠে। এটী ত সেই হুজুক নয়।

গত মে মাসে কলিকাতায় ৪১৮৪৪ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু উক্ত মাসে ২৮৫০১১৫ কম টাকা বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। চাউল, পাট, চা মড়া অহিফেন, এবং রেসম অল্প আমদানি হইয়াছে। শুল্কে ২৭৩৪৫৩ টাকা কম আদায় হইয়াছে।

৩১ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে সেসিয়নে যে সকল মকদ্দমা হইবে তাহাতে যে স্থলে অপরাধী ব্যক্তি ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান না হইবে সেস্থলে ৫ জন মাত্র জুরি থাকিবে। জুরি নিয়োগ বিষয়েও ইতর বিশেষ।

বঙ্গদেশীয় অহিফেনের প্রথম ৩ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের দুই মাসের শুল্ক যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ১১৯১০৯ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অহিফেনে ৪৪১৩৯০ এবং মালওয়ার অহিফেনে ৪১২৭০০ টাকা হইয়াছে। অহিফেনের এইরূপ লাভ দেখিয়া পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে ইহার চাসের বৃদ্ধি জন্য চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি সমুদায় ভারতবর্ষ অহিফেন ক্ষেত্র হইয়া উঠে।

বাঙ্গালোরে পুনরায় ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ সবলেরই মিষ্ট লাগে, একবার প্রবিষ্ট হইলে কেহ আর ছাড়িতে চায় না।

আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিন্

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ই জুন। বাজার ঠিক মূল্য ৪ শিলিংএ বিক্রয় হইয়াছে, সুতরাং চাউল, বাঙ্গ-কাটতি হয় নাই, লোকে অত্যাবশ্যক জিনিস ভোলাইয়া রাখিয়াছে, সকল আঁটার মহাজনের নিকট হইতে চাউল ক্রয় করিয়া লইতে পারে। ঐ সকল আঁটার মহাজনেরা ইহাতে বিস্তর লাভ করিয়াছিল।

মেক্সিকোর জন্য ফ্রান্স ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০ টাকা ঋণ লইয়াছে।

লণ্ডন ৮ই জুন। যে মাসে ফ্রান্স বিটেন হইতে ২২৬৮৮৮৮২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী করিয়াছিল তথায় ব্রিটেন হইতে ৩৪৩৫৯৫৫৫৫৫ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য চালানী হয়।

ফ্রান্সীয় সম্রাট বিদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

মার্সিল ৭ই জুন। ক্যাটেলোনিয়ার সেনা ব্যক্ত সিলভার বিদ্রোহি সৈন্যগণ বিদ্রোহী হওয়াতে পলায়ন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ই জুন। সংবাদ আসিয়াছে যিরা হয়ে যে সকল সেনাদল যাইতেছিল উহারা সকলেই অগ্রসর হইতেছে কেবল অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অল্পকই সিভাইল কাস্পিয়ান সেনাদল আলমোরভকে আক্রমণ করে।

কিউবার বিদ্রোহিদিগের সহিত সৈন্যগণের যোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আদা পারসোর সাদা বাঙ্গিক হইতে ব্রিসেন এলবারফেল্ড যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপের আট বিপদ এবং প্রথিবীর তিন আশ্চর্য্যের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৭ই জুন। ফ্রান্সের ঋণ পরিশোধের জন্য ১৫ কোটি ফ্রাঙ্ক মুদ্রা নিয়ত হইতেছে, তাহাতে এখন কিছি ৫ কোটি মুদ্রা ভারার দেওয়া হইয়াছে। বাকি ৩ কিস্তি ৫ই জুলাই এবং ৫ই সেপ্টেম্বর দেওয়া।

লণ্ডন ১০ই জুন। আলেকজান্ডার-আসিয়ার সাক্ষাৎ শিষ্টাচার সম্পূর্ণ হইয়াছে। আজ এক পক্ষ কাল ধরিয়া এই রাজসভা মহাসমারোহে ঘোষিত হইয়াছিল। রাজারা আহারের পর এক সভায় করমর্দ্দন আদি করিয়াছিল, সেই অবকাশে বলিয়া দিয়া আসিয়াছেন যে [illegible] তাহা এবং আমাদের [illegible]

বরং আপনি হইতে থাকিয়া কর্মীয় সম্পাদন করায় সকিত প্রেম বন্ধন করিতে ছেন। [illegible] শুনিতে পাওয়া যায় যে কন্যা তাঁহার চিত্তাকর্ষণ [illegible] পারেন নাই। যদি বিবাহ না করেন তবে পাটরাণী হইয়া গেল।

[illegible] রিসের রাজা বারসিলিতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের হস্ত সাক্ষাৎ করেন। মার্সালিস এণ্টনিকটবর্ত্তী চাকের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বাজারে বার্ষিক যে ৯০০০ টাকা দেন উহা কিছু বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহার আসা। সে [illegible] এই সাক্ষাৎকার হইতে [illegible] সম্ভাবনা করিয়াছেন।

গত [illegible] মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৭১২০৮ টাকার তুলা বিশেষে রপ্তানী হইয়াছে।

উক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতা পোষ্ট আফিসের একটী ভয়ানক চৌর্য্যাপরাধ ধরা পড়িয়াছে। কিছু দিন হইল দুই বাবু এবং একজন পোষাপরা অনেক চিঠিপত্র চুরি করিয়া একটী আফিস বাক্স পূরিত। চিঠি পত্র এবং অর্দ্ধ নোট সকল চুরি যাইবার সংবাদ আমাতে উপরি কর্ম্মচারিরা ক্রমে সাবধান হইলেন। গত [illegible] ঐ সন্দুকটী খোলা হয়। তন্মধ্যে [illegible] একখানি ২০ টাকার [illegible] ১০ টাকার দুইখানি নোট [illegible] পাওয়া গিয়াছে। আফিসের নিকট যে দুইখানি ১০ মূল্যের অর্দ্ধ নোট আছে, অনুসন্ধান করিলে সেই উহার মধ্যে ইহার অপর [illegible] পাইতে পারে।

৩২ [illegible] শুক্রবার।

ইংলিশম্যান বলেন, কলিকাতা একজন প্রধান বণিক [illegible] ভবিষ্যতে দলিল [illegible] করিয়াছেন। ইহার [illegible] ১২ লক্ষের অধিক হইবে আমরা শুনিয়া [illegible] ১০। ১২ লক্ষ টাকার জন্য ইহাঁর দেউলিয়া [illegible] আমাদিগের সন্দেহ হয়।

সম্প্রতি নরবার রাজা, ওকটুমাসের যে পীড়া হয় তিনি সেই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ২৫ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা খাইতে অধিক আহার করিতে পারে তাই বলা। উহাদিগকে পূর্ব্ব দিবস উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল (কিছু কিছু সিদ্ধ লিল পাউরাটি খাওয়াইয়া রাখিলে আরো ভাল হইত) পর দিন উহাদিগকে খাওয়া করাইয়া ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক দক্ষিণা দেওয়া হয়। অনেকে এরূপ আহার করিয়াছিল যে গরুর গাড়িতে করিয়া উহাদিগকে বাটীতে পাঠাইতে হইয়াছিল। আমাদিগের এ অঞ্চলের যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতায় দুই এক মনুষ্যের বাটীতে সম্পূর্ণ আহারের পর এক এক হাঁড়ি ক্ষীর খাইয়াছেন ৭ টাকার এক এক খানি মনাক্ত পাব, এ সংবাদটী পাঠে উহাঁরা মনোযোগ দিবেন সন্দেহ নাই এবং মনে মনে মরমার উঠিয়া গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন।

১লা আষাঢ় অধিবার।

গত অধিবার পুনাতে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। তিনজন মনুষ্য এবং দুটী বহিষ বজ্রাঘাতে হত হইয়াছে।

আবুবীবির সর্দ্দার দিল্লরাজ্য হইতে বিশেষে কর পাঠান বন্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধিপত্র করেন, তাহাতে পুনরায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। মস্কাটের সুলতান সায়দভুর্কি কীহার রাজ্য মধ্যে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের পঞ্চম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৩৸৹—১০৩৸৹
৪	"	কোং	১০৩৷৹—১০৩৷৹
৪৸	"	"	১০৩৸—১০৩৸
৪৷	"	"	১০৩৷—১০৩৷
৩৸	"	"	১০২৷০—১০২৷০
৩৷	"	"	১০১৸—১০১৸

লণ্ডন ৯ ই জুন। সেনাপতি শামজী আলজিরিয়ার গবর্ণর হইয়াছেন।

বার্লিনে পারসের সাহার সহিত বারণ্ রিউটারের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পারিস ৯ ই জুন। প্রিন্স নেপোলিয়ন ও মার্শল ম্যাকমহন পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পারসের সাহা ওয়েসবেডেনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই জুন বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মইল ১৩ ই মে এবং বোম্বই হইতে ১৯ এ মে যাত্রা করে, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ২,৫৩ ০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। প্রিন্স বিসমার্ক বলিয়াছেন এপারে যে পোপ নির্ব্বাচিত হইবে তিনি ও হাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

স্পেন ১১ ই জুন। স্পেনের মন্ত্রীগণের রাজস্ব বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা পুনরায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

প্রিন্স নেপোলিয়ন পারিসে উপনীত হইয়াছেন। বোনাপার্টিষ্ট দল অসদ্ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

কর্ণেলির সম্রাট এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ মে। বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ গোয়ালপাড়ার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন স্পেক্টর হইবেন।

৩০ এ মে। শ্রীযুক্ত উইলিয়ম হেনরি রাইলাণ্ড সাহেব ১৮৭২ অব্দের ৮ আইন অনুসারে কলিকাতা এবং উপনগরের কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বারাকপুরের ষ্টেসন ষ্টাফ সারজন আগড় পাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ সভার এক্সঅফিসিয়ো সভ্য হইবেন।

মৌলবি মহম্মদ মোবারক হাইদার লোহার ডগায় প্রথম শ্রেণির সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু কস্তুরিলাল—হাজারিবাগ।

বাবু রাইচরণ ঘোষ বি, এ —মানভূম।

শ্রীযুক্ত চারলস জেমিল সাহেব কিছুদিনের জন্য সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ক মরূপের সহকারি কমিশনর কাপ্তেন টী বি, মিচেল সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৩ ই জুন। মৌলবি হাদি আলী খাঁ আরা বিভাগের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ, সি ওয়ারলি সাহেব পাটনা বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সারজন জে, এম, জোবার এবি, কিছুদিনের নিমিত্ত বালেশ্বরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সারজনের প্রতিনিধি হইবেন।

মুন্সি আবদুল মাহি করিদপুরের অন্তর্গত গোপাল গঞ্জের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মুন্সি আবদুল রসিদ করিদপুরের অন্তর্গত বাগড়াদির সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুক্ত জী, নরমান সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে ঢাকার স্থায়ীকর কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

সারণের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট টী, জে, চারলস সাহেব বদলী হইলেন।

১০ ই জুন। এস, এজর সাহেব উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের জাইণ্ট ইনস্পেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এ, ওয়াড সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত পি, ডি ডিকেন্স সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার একজন প্রতিনিধি পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি আরো ১৮৬৬ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার অফিস অব দি পিস হইবেন

শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জজ হইবেন

শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ র‍্যাডক্লফ সাহেব ১৮২৫ অব্দের ৯ এবং ১৮২২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে তাঁহাকে দুর্গাপুর মুন্সীর এবং খুলনার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা দিয়াছেন।

এড এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

——

আমাদিগের পঞ্জাবসিমা ভেরা এস্মাইল খাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মে মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, বেলা ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত সূর্য্য খরতর কর জাল বিকীর্ণ করিয়া জীবকে দগ্ধ করিতে থাকে, তবে বোম্বে রয় এখানে মুলতান অপেক্ষা গ্রীষ্মের তেজ কিছু ন্যূন হইবে। এই সময়ে অত্রস্থ সাহেবেরা ইহার পার্শ্বস্থ সলিমান পর্ব্বতের শাখা সেখবদীন পাহাড়ে অবস্থিতি করেন। এই পাহাড় এখান হইতে ১০। ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যদিও মাহির ব, ডালহাউসীর ন্যায় এই পাহাড় প্রসিদ্ধ ও শীতল নহে তথাপি ইহা দুরন্ত গ্রীষ্মের বহু দুরবর্ত্তী। এখানে প্রায় গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না। কি আশ্চর্য্য সাহেবরা যেখানে থাকেন, সেই খানে আপনাদের আরাম খুঁজিয়া লন। তিন জন পাঠান পরিব্রাজক গাজী খাঁ, এস্মাইল খাঁ এবং কতে খাঁ তিন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন এই জন্য ডেরা গাজী খাঁ, ডেরা কতে খাঁ ও ডেরা এস্মাইল খাঁ এই তিন নগর সংস্থাপিত হয়। তিন শত বৎসর অতীত হইল এই তিনটী নগর সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ডেরাগাজী খাঁ ও ডেরা এস্মাইল খাঁ প্রসিদ্ধ, ডেরা কতে খাঁ দুই নগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা ঝাউ কাষর মাঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত সামান্য জনপদ মাত্র। ডেরা গাজী খাঁর যথেষ্ট বাণিজ্য কার্য্য সাধিত হয়। রেশম ও কার্পাসের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইয়া থাকে, গোধূম নীল, কার্পাস প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে কৃষি কর্ম্মের জন্য জলের বড় কষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্ব কালে খাল খনন করা হইয়াছে। এখন ইহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছে। মুলতানের ন্যায় প্রাচীন কালে কেবল এই খাল সকল জলে পূর্ণ হয় বলিয়া গড়েও এইরূপ খাল আছে। ডেরা গাজী খাঁর নিকট সখী সরোবর নামে একটী

ভার্থ স্থান আছে। এখানে প্রতি বর্ষে অক্টি [illegible] মেলা হইয়া থাকে। এই মেলার কথা বলার জন্য, এখানের একটী পুরাতন জামা [illegible] আছে

যা এস্পাএল দীপ পঞ্জাব সীমার মধ্যে প্রসিদ্ধ মাণিয়া স্থান। শীতকালের [illegible] আসিয়া থাকে ও মধ্য আসিয়ার জন্য [illegible] যায়। তন্মধ্যে [illegible] বস্ত্রাদিই অধিক। ইহার নিকট কালাবাগ নামক এক স্থান আছে [illegible] লবণের খনি আছে। এই স্থান হইতে [illegible]। "সন্যাদি লইয়া দর্শন স্থানে যাত্রিকা করে। [illegible] আকগানস্থান ও মধ্য আসিয়া-তেও এই সকল দ্রব্য নীত হইয়া থাকে।

[illegible] এক চক্ষু মুদে সিন্ধু বা কটক বর্ণ প্রদর্শিত হইতেছে। আমি এক দিন বন্দের কূলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। এই সময়ে প্রতি রবিবারে অনেক লোক একত্র হইয়া স্নান ও জল ক্রীড়া করে। এই সময়েতেও স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া, স্নান করে, বোধ হইতেছে পঞ্জাবের ন্যায় এখানেও এই সিন্ধু নদের অপর পারে [illegible] নামক স্থান। ইহার নিকট খল পা মাসুকায়ের প্রস্তর। এই [illegible] গোম, চিনি, রেশম, কার্পাস [illegible], তাম্র ও পশমাদি বিবিধ দ্রব্যের [illegible]। ওমিলাম সিন্ধু নদের তীরে মাঠ [illegible] নামক স্থানের মধ্যে অর্থ [illegible] পাওয়া যায়। মীয়লে লোহখনি আছে। আড়ী নামক স্থানে [illegible] লবণ পাওয়া যায়। কোলাচী, বন্দর [illegible] এই [illegible] অপেক্ষাকৃত লবণের স্থান, তোপ-এস্পাএল [illegible]। [illegible] স্থানে [illegible] আছে। [illegible] মেহেরের [illegible] ইংরাজ [illegible] ইহারাই বিচার [illegible] করেন। [illegible] এখানকার [illegible] ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই [illegible] ইংরাজ অধিকৃত হইয়াছে। এই [illegible] পঞ্জাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মুখে পতিত হয়। তোপ এস্পাএল বন্দর গিয়ার সম্মুখে তাহার সমাধি হয়। সমাধি স্থানটী দেখিয়া বাস্তবিক মনে ক্লেশ হইল। যাঁহাকে রাজ্য শুদ্ধ লোক হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত তিনি এই নীরবে পতিত ও মৃত্তিকায় লুক্কায়িত হইয়া আছেন। মনুষ্যের পরিণাম এইরূপ হয়।

এই চাঁদের সমাধির অধিকারস্থ মৃত্তিকা মুর্দ্দুত উজীরীরা বাস করে। উজীরী মুলতান প্রদেশের মুসলমান অপেক্ষা মুর্দ্দুত অসভ্য। ইংরাজ অধিকারের সমাচার পাইলেই তৎক্ষণাৎ বর্ষ করে মুলতানকেও ছাড়ে না। বন্দুক কোথাইতে এখানে আসিতে বড় ভয় করে। প্রায় উজীরীদের হাতে অনেকের বধ প্রাণ যায়। সংপ্রতি কএক দিন হইল প্রায় তিন শত উজীরী এখানে আসিয়াছিল, তাহাদের টাকা ইংরাজদের নিকটে রক্ষাবেক্ষণ করিয়া এখানে থাকে। প্রথমে কমিসনর কহিলেন তোমাদের মধ্যে অস্ত্রধারী ২৫ জন সশস্ত্রিভাবে এখানে অবস্থিতি করুক, তাহাদের বারাদি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, কিন্তু এই বিষয়ে থাকিতে হইবে যে সীমাতে কোন উজীরী ইংরাজ প্রজার উপর অত্যাচার করিলে তোমরা দায়ী হইবে। তাহারা কহিলেন কেবল সীমা ক'লে এখানে থাকিতে চাহিলে প্রীতাহারে ঘর পাহারে যাইবে কহিল। কমিসনর কহিলেন তথায় না যাইয়া উপরের নির্দ্দিষ্ট সেখ মুসিদ পাহাড়ে থাকিবে। তদ্বিষয় সম্মত বিষয়ে এ প্রস্তাবকাল এখানে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মত না হইয়া প্রতি গমন করিয়াছে। যাহাহউক এই সমাচার কিছু দূরে যাইলেই সীমাস্থিত এই দুর্দ্দুতদের হস্তে পতিত হইতে হয়। এমন কত আমরা কেবল স্থানে আসিয়াছি।

এখানে আর কিছু এই সময়ে মুলী মাটী জ্যোতিষ্কারী [illegible] হইতে নিঃসৃত হইয়া কেত্রাদি সমস্ত স্থানে প্রবাহিত হয়। তাহাতে এ সময়ে কৃষিকার্য্য হয়। ইহার প্রকারে বড় [illegible] হইয়া [illegible] কৌশলে নির্দ্দিষ্ট [illegible] [illegible]

[illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible]

এজেণ্ট সাহেব অপ্রাপ্তিষ্ট হইয়াছেন গোয়ালন্দের নিম্নে পদ্মানদীতে যে বাঁধ প্রস্তুত হইতেছে, অষ্টাধিক শত মনুষ্য উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বাঁধ আর ভগ্ন হইবে না। এই অপ্রাপ্তি হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানি অনেকের শিরশ্ছেদ করিয়া পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিতেছেন। গোয়ালন্দে যে সমস্ত নৌকা ছিল, এই জনরব প্রচারিত হওয়াতে স্বস্বপরিবার অন্যত্র গমন করিয়াছে, ধীবরগণও গোয়ালন্দের নিকটে যাইয়া মৎস্য ধরা পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি অনভিজ্ঞ যাত্রিগণ এই জনরব শুনিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

২। আমরা একবার সোমপ্রকাশে অস্মদ্দেশীয় ডিস্পেন্সরিটীর সুব্যবস্থা সাধন জন্য শ্যামাশঙ্কর বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি সম্প্রতি সেই সুব্যবস্থার যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিস্পেন্সরীর জন্য স্বতন্ত্রগৃহ প্রস্তুত হইবে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, রোগীদিগের অবস্থান ও চিকিৎসার জন্যও সুযোবস্ত করা হইতেছে। রোগিগণ চিকিৎসালয়ে অবস্থান করিয়া নিয়মিতরূপে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। ইহাদিগের শুশ্রূষার জন্য ভৃত্য ও পাচক নিযুক্তি হইবে। শ্যামাশঙ্কর বাবুর এই রূপ ব্যবস্থা প্রণালী তাঁহার উদারতা ও হিতচিকীর্ষার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি শীঘ্র শীঘ্র ইহার কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। শিথিলতা আসিয়া যেন শুভসাধন না করে।

৪। ডেওয়ার পোষ্ট আফিস স্থাপনের কিছুই হইল না। গ্রামবাসিগণ তারস্বরে চীৎকার করিলেন তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। এরূপ অনাগ্রহতা নিতান্ত অকরুণ সন্দেহ নাই। এক্ষণে কার্য্য কুশল বাবু প্রাণশঙ্কর চৌধুরী উৎসাহ সহকারে পোষ্ট আফিসের জন্য "গ্যারাণ্টী" হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ছয়মাসের জন্য ইনি আফিসের সমস্ত ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিবেন। এই কালের মধ্যে পোষ্ট আফিস যদি আত্মপোষণ ক্ষম না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিবেন, তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি বা ক্ষোভ নাই। পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল কি ইহাতেও চলিবেন না?

—:—

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এবার সিমলা পর্ব্বতে পীড়ার বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সিমলা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইংরাজী চিকিৎসকগণও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। নীরোগ ইহার তার দিন দিন অবগত হইতেছে। অধুনা সিমলায় লোক সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে। সুতরাং তৎসহকারে যে রোগের বৃদ্ধি হইবে ও বায়ু দূষিত হইবে ইহা অতঃসিদ্ধ। মেঘসের কএক দিবস বৃষ্টি হয়, তৎপরে স্তব্ধ হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্ম অধিক অনুভূত হইতেছে। ইহাই পীড়ার বৃদ্ধির কারণ। সিমলায় বসন্ত। রোগ হইতেছে এ পর্য্যন্ত ১১ ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একজন বঙ্গদেশবাসী ছাপাখানার কর্ম্মচারিরূপে আগমন করেন। তিনি উক্ত রোগেমানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

২৪ এ মে শনিবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে সমুদায় আফিস বন্ধ হয়। ঐ দিবস প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় ২১টী তোপধ্বনি হয়। বেলা ১১ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড নর্থব্রুক বাহাদুরের বাটীতে একটী সভা হয়। সিমলাস্থ সকল সৈনিক কর্ম্মচারী ও সিবিলিয়ান প্রভৃতি মাননীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারী বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীতে গমন করেন। সায়াহ্নে সিমলার নিকটস্থ এনাণ্ডেল নামক একটী স্থানে সিমলার ব্লণ্টিয়ার সৈন্যদলের উৎসব হয়। উহা দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড নর্থব্রুক সাহেব ও সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড নেপিয়ার সাহেব ও তাঁহার মহাসভার সভ্যগণ এবং প্রায় সিমলাস্থ সকল ইংরাজ অনেক বঙ্গবাসী ভদ্রসন্তান ঐ আমোদ দেখিতে যান। এনাণ্ডেল অতি বৃহৎস্থান। সিমলার নিম্নে একটী সমতলক্ষেত্র আছে। তাহার নাম এনাণ্ডেল। তাহার পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য থাকিবার বাটীক নির্ম্মিত আছে। সিমলারক্ষণকারী একদল সৈন্য তথায় অবস্থিতি করে। ঐ এনাণ্ডেলের নিম্নপার্শ্বে একটী মনোহর বাগান আছে, তাহাতে নানাবিধ সুখাদু ফল হয়। ঐ স্থানে সাহেবেরা গমন করিয়া ফুটবেট খেলা করেন। কখন কখন ব্লণ্টিয়ার সৈন্যদলের তথায় শিক্ষা দান হয় এবং অবস্থা ও সময়ানুসারে সেই স্থলে নানাপ্রকার উৎসব কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অধুনা গ্রীষ্মকালে সিমলায় যেরূপ একটী রোগ হইয়া উঠিল। ইংরাজ রাজপুরুষগণ সপ্তাহমধ্যে একটী হইয়া ভারতে আসিয়াছেন। ভারতের রাজকার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে আছে। আমরা নিজের সুখসাধনে তাঁহাদিগের কার্য্য ভালই হউক মন্দই হউক তাঁহারা বেশ করিতেছেন বলিয়া আমরা আজ্ঞাকারী হইয়া আছি। ইংরাজ বাহাদুরেরা অস্ত্রবলে ভারত রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আয় কম হউক আর বেশী হউক তাহা বিবেচ্য নহে, তাঁহাদিগের সুখ চিরস্থায়ী হইলেই হইল। ইংরাজদিগের দেখাদেখি এদেশীয় রাজগণও ঐ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। উহারাও স্ব স্ব প্রজাগণের শোণিতশোষকের দ্বারা আপনাদিগের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেছেন। কবে যে এ রোগের শান্তি হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

খড়দহের অবস্থা।

যে স্থলে এক দিন নিত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায় নিত্যানন্দের গুণগান

গবর্ণমেণ্ট করিয়া উচিত হইয়াছিল, যে স্থলে এক দিন বঙ্গাব্দী ফুলনমহলের অধিবাসিকে বাঙ্গালীর কলেজের চাত্রিত্ব বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী নিষ্কণ্টক পণ্ডিত মণ্ডলী মর্ত্তা ধামকে স্বর্গা ঈশ্বরের প্রসাদ করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন বিশুদ্ধ চৈতন্য-ধর্ম্মের পতাকা ঢা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সেই কলেজের অনুবাদক বিবরণ বলিতে গেলে কেঁদে কণ্ঠাবরোধ হয়। চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। "আর সে রাধাও নাই সে বাঁশীও নাই।" সংস্কৃতের আলো-চনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল একটী অবশ্যানুরূপ সংস্কৃতবিদ্যালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, বর্ত্তমান একেবারে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। [illegible] একে বেতনাদি দানে পাঠশালা সমাজমধ্যে সাধারণে অধিনন্দিত হইতেছে। গ্রামে একণে শিক্ষণীয় লোক যথেষ্ট, সুতরাং সুকার্য্যও যথেষ্ট। গুণি গাঁয়া অধিকের আদরযুক্ত অনেককেই বঞ্চিত করিয়া লইয়াছে। অনেকেই ইহাদিগের চরণে মধ্যাদর দিয়া লক্ষ্মোদর স্ফীত শরীর লইয়া অনেকের অনুমোদন হইয়াছে। এই অধিষ্ঠ বর্ণন করিয়া কতকগুলি দেশহিতৈষী ব্যক্তি সম্প্রতি আবেদন করিয়া ভজ্জন্যই যদি ভাগ্যে যে এককের দোকানটি স্থাপিত ছিল, সেটীকে গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে উঠাইয়া দিয়া ছন; টকা মন্দের ভাল। তবে তাঁহারা যেরূপ কার্য্যে এ গ্রামে আসা [illegible] কৃপাদৃষ্টি [illegible] করেন নাই। যদিও এক অধি দেশীয় মদ্যের দোকান দেখিবার জন্য অধিকের দোকানের নিকটে স্থাপিত আছে। কিন্তু তাহাতে তাদৃশ বিক্রয় অর্পণ [illegible] করিতে পারিতেছে না। দুরাত্মাটী ইংরাজীর বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা-নির্দ্দিষ্ট [illegible] অধিকের [illegible] গিয়া ঐ সব অধিকের [illegible] প্রভৃতিতেই ক্রোড় মিটাইয়া [illegible] আমার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা-[illegible] যাহারা প্রকৃত ব্যক্তিরা [illegible] দিনদোষের ঘোর বলিয়া এ [illegible] প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং সমাজের শাসনভয়ে ও ব্যয় বাহুল্যে বিলাতি উত্তম মদ্য সেবা-

ত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু, আমাদিগের এই স্থানের টুকু আর যাহাতে [illegible] পরিপূর্ত্তির জন্য গ্রামটীতে উৎসন্ন বিদ্যার সূত্রপাত হইতেছে। আমরা বিশেষরূপে অবগত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিয়া এক ব্যক্তিকে এই গ্রামে বিলাতী মদ্যের দোকান খুলিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই কি গবর্ণমেণ্টের প্রজাবাৎসল্য? গবর্ণমেণ্ট এটী কি জানেন না, যে মাদক সেবনের সুবিধা বিধান করিলে প্রকারান্তরে পরস্বাপহরণ সতীত্বনাশ নরহত্যা প্রভৃতি পাপ স্রোতকে অবাধে প্রবাহিত হইতে অনুমতি দেওয়া হয়? [illegible] চিকিৎসিত নয় উকিল, নাই ঠিক সেরূপ কেলী, নাই ফুলবেরিয়া ন্যায় কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলাতীগণের মত কি তাঁহারা ইহার মধ্যেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন? ইউনাইটেড ষ্টেট ফ্রিজ "ম্যেন" প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিজ্ঞা মত কি তাঁহারা একবারও শোনেন নাই? সিংহলদ্বীপের সুজন শাসনকর্ত্তার প্রতি-প্রেরিত কি তাঁহারা এক বারও পাঠ করেন নাই? কি দুঃখের বিষয়! কি আক্ষেপের কথা! গবর্ণমেণ্টের আবগারি বিভাগটী যে দেশটীকে উৎসন্নে দিতে বসিয়াছে, তাহা এক দিন কেহ ভাবেও ভাবেন নাই। অধিক মূল্য করিয়া মাদক দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি করিয়া কেবল ও কেবল আয়ের বৃদ্ধি করিয়া এক্ষণে কি ঐ বিভাগটী অনুতপ্ত হইতেছেন? [illegible] ইতস্ততঃ করিবেন বলিয়াই আবগারি বিভাগের সৃষ্টি, বলিয়াছিলেন এক্ষণে আবগারি বিভাগের কি এই পরিণাম হইল? ত্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মাদক-সেবনে উৎসাহদাতৃত্বই [illegible] উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই উৎসাহদান প্রভাবেই কেবল বিলাতী মদ্য হইতে ১৮৬৯ সালে ২৮৩৪৭৯ টাকা ১৮৭০ সালে তাপেক্ষা ২৩৯৪১১ টাকা অধিক ১৮৭১ সালে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৭৭৩৯০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। তাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় [illegible] প্রতি [illegible]

[illegible] ১২৮০ সাল [illegible] তদধীন [illegible] গৃহীত।

[illegible] নগরপুরের "[illegible]" [illegible] সংস্থাপন করা [illegible] উপায়ান্তর হইয়াছে। [illegible] অনুকূলে এখানে [illegible] অনুকূলতা [illegible] ইহাকে একেবারে [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]

যাই এই জন্য কিছু বলিতে হয়। বাকইপুর সবডিবিজন উঠাইয়া দিলে কি ধনী কি নির্ধন, কি জমীদার কি প্রজা সকল প্রকার অবস্থার লোকের যে কষ্টের একশেষ হইবে এবং অজ্ঞানতা ও অসভ্যতা পুনরায় এ অঞ্চলকে আক্রমণ করিবে, তাহা মহাশয় ও আপনার সহযোগিগণ রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দি। গবর্ণমেণ্ট যে কারণ বশিয়া এ সবডিবিজনের উচ্ছেদ ইচ্ছা করিতেছে তাহা উঁহারই দিকে চলায় ত্রুটিতে হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ যে সকল স্থান বাকইপুরের ৩। ৪ মাইলের মধ্যে তাহা উহার অন্তর্গত না হইয়া ডায়মণ্ডহারবার ও আলীপুর ভুক্ত করিয়া দেওয়া ক - দূর যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে তাহা কিছুমাত্র বোধ শক্তি যাহার আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে এক জনের দোষে অপরেরও হয় এটী বড় দুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সবডিবিজনের এলাকা বিভাগ করিয়া দেন এবং তজ্জন্য কোন বিভাগের কার্য্য অন্যূনমত অতিরিক্ত ও কাহার কার্য্যের অল্পতা হয়, তাহার দায়ী প্রজারা না স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট? সবডিবিজন উঠিয়া গেলে প্রজার যে অশেষ কষ্ট ও অমঙ্গল ঘটিবে তাহা সম্বাদপত্র সকল ও প্রজারা যে সকল আবেদন পত্র লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট পাঠাইয়াছে তাহাতে বিস্তারূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সে বিষয়ে এখানে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল এই বিনীত প্রার্থনা যে ক্যাম্পবেল সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সমুদায় সম্বাদপত্রের অভিপ্রায় প্রবণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া যাহাতে সবডিবিজনটী রক্ষা পায় এবং ইহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য উচিতমত ইহার সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সুযোগ্য এবং সাধারণের হিতৈষী বিচারপতির হস্তে ইহার কার্য্যভার ন্যস্ত করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যে কারণ জন্য সবডিবিজন উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও চলিয়া যায় এবং দেশস্থ সকল প্রজার ভাবী দুঃখ ও অমঙ্গলের আর শঙ্কা থাকে না

বাকইপুর　　শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।
১২৮০

প্রথমতঃ। আপনি লিখিয়াছেন, মিলকা ইন্সপেক্টর শশিপদ বাবুজি কলিকাতা এই শিরোনামা দিয়া পত্র পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত পত্রগুলির মধ্যে যে কয়েক খানি শশী বাবু পাইয়াছেন, তাহার এক খানিতেও "কলিকাতা" ঠিকানা লুপ্ত হইল না। তাহাতে কেবল এই লেখা ছিল যে কলিকাতার জেনরল পোষ্টমাষ্টারের নিকট পৌঁছিলে উক্ত বাবু পোষ্ট আফিসে গিয়া লইয়া আসিবেন। তিনি যখন পোষ্ট আফিসে গিয়া পত্র চাহিয়াছেন তখনই পত্র আইসে নাই এই উত্তর পাইয়াছেন। অথচ আপনার সংবাদ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, যে পত্রগুলি শশী বাবু পাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত আরও "কলিকাতা" ঠিকানা দেওয়া পত্র কাহার নিকট আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিবেন। নতুবা আমরা এ বিষয় পোষ্ট মাষ্টার জেনরলকে জানাইতে বাধ্য হইব (১)।

২য়। ডায়াপদ বাবুজি যখন প্রথম পত্র খানি পড়িয়া দেখিলেন যে, উহা তাঁহার নহে, তখন পুনরাগত পত্রগুলি কেন গ্রহণ করিলেন? এবং খুলিয়া কি জন্যে লিফাফা দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধ করিলেন। শশী বাবু কয়েক বার ডায়াপদ বাবুকে ঐ সকল একটী পুলিন্দা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে লিখেন। তৎপরে প্রসন্নকুমার মিত্র নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু হুকমগর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় তাঁহাকে বলেন, আমি বরাহনগরের শশী বাবুর ভৃত্য, চিঠিগুলি আমাকে দিলে আমি তাঁহাকে দিতে পারিব; এই বলিয়া তিনি পত্রগুলি লইয়া আসিয়া কলিকাতা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে শশী বাবু আমার পত্রের জন্য ডায়াপদ

(১) আমাদিগের লেখায় এরূপ অভিপ্রায় নয়। স।

বাবুকে বারম্বার লিখিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন পরে উক্ত প্রসন্ন মিত্রের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। শশী বাবু তাঁহাকে পত্র লেখেন পরে তিনি চিঠি গুলি ডাক যোগে পাঠাইয়া দেন। তবে তিনি যে কি জন্য গাড়ি করিয়া কলিকাতার গলি গলি ফিরিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, উক্ত মিত্রজ মহাশয় স্বীয় দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত ঐ রূপ মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া দিয়াছেন।

বরাহনগর　　} শশী বাবুর জনৈক ভৃত্য।
১০ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৮০　　রিচিত বরাহ নাগরিক।

মহাশয়! সেরপুরের নগরীর সভাতে গত ২৬ এ মে অত্রত্য প্রধান প্রধান জমিদার মহাশয় জেলা বগুড়ার সুযোগ্য প্রতি'নধি মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর শ্রীযুক্ত টি, এফ, বিগনল্ড সাহেব বাহাদুরকে এক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্র অবিকল সকলের গোচর করিবার মানস ছিল, কিন্তু তাহা সুদীর্ঘ বলিয়া আপনার বিবিধসংগ্রহ পূর্ণ পত্রিকায় স্থান পাওয়া সুকঠিন জ্ঞান, বিবেচনায় সার সঙ্কলন করিয়া আপনার প্রিয় পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

জমিদার মহাশয়েরা ইংরাজী ১৮৫৯ সাল হইতে অর্থাৎ সাহেব মহোদয়ের এজেলায় শুভাগমন অবধি বহুমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্র ও তাঁহার কৃত জেলা হিতকর কার্য্য দ্বারা যত দূর প্রীত ও উপকৃত হইয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে উদারচেতা সাহেব মহোদয়কে সমুচিত অভিনন্দন দান করিয়াছেন।

অভিনন্দনদাতৃগণের পত্রাংশে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রিয় দর্শন সাহেব মহোদয় ন্যায় বিচার ভদ্র চরিত্র ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার চরিত্র অতি সুন্দর। ইনি প্রজারঞ্জন বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু ন্যায় পথ কখনই অতিক্রম করেন নাই।

বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে ইনি এতদ্দেশীয় লিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। মিষ্ট ভাষিতা, বিনয়শালিতা, দয়াশীলতা, সরলতা, মিষ্ট পরোপকারিতা এবং ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি ইহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ ছিল।

[illegible] অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি যে সময় কেবল সেই পল্লীর [illegible] সাধারণের অধিবাসিত হইত। এই সেরপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়, পথ সকলের [illegible] সেতু নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য পল্লীর প্রকৃতি নাগরিক উন্নতি কেবল এই দেশহিতৈষী মহাত্মারই যত্ন সম্ভূত। কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও আমাদের স্বীকার্য্য, যে এই মহোদয় উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি যে, [illegible] সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হিমে[illegible]গুলদস্ত মহোদয়ার [illegible] সেরপুর সাধারণের শিক্ষা জন্য সাধারণ [illegible] করিয়াছেন। একটী দাতব্য ভালা সংস্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সদাশয় দম্পতী [illegible] অতিশয় দুঃখের [illegible] পুত্র শোকে অধীর হইয়া [illegible] জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য [illegible] নিতান্ত দুঃখিত করিয়া [illegible] যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়াছি। আমরা সকলের নিকট প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর শীতল বায়ু সেবনে সুস্থচিত্ত করিয়া যেন এই স্থানের পুনরাগমন করান।

৬ সংখ্যকালে ইহারও উল্লেখ করা উচিত, যে [illegible] অভিনন্দন পত্র প্রদানসময়ে [illegible] সাহেব বাহাদুর বক্তৃতা করিতে বড় ভালবাসিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই এবং এরূপ পত্র হইতে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, শ্রীযুক্ত ভাক্তারসহ সাহেবকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি হইলে পাঠাইব বলিয়া সভাস্থলে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা নিকট [illegible] বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিস্মিত

দেয় শ্রীযুক্ত ডাক্তারসাহেব বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন ইঁহাদের ভবিষ্যতের প্রকাশের এই প্রবন্ধটী রাখিয়া দেন।

সেরপুর, বগুড়া
৫ই জুন
১৮৭০

বশম্বদ।
শ্রীমহেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩ ইং জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমেত অন্তর	
	ক্রোশ	মাইল
মেহেরপুর		২
তথা হইতে অজিপুর		
৭। মাইলের মধ্যে		৩
অজিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৪
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১ ইং জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৩।	০

বহরমপুর
১ই জুন
৭২

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি কিউরিও ইন্ডিয়ার নদীয়া জোকাল বিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের জুন ও ১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের সহসার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

বাঁকুড়া পাবলিক লাইব্রেরির
সেক্রেটারি।
" " রামগতি বাচস্পতি—বহরমপুর।
" " হরিশ্চন্দ্র—কাশী।
" " রাধালচন্দ্র রায়—গয়বেড়া।
" " বদুনাথ মুখোপাধ্যায়
বালিকাড়ি।
" " [illegible] চাটার্জ্জি
[illegible]

" " [illegible]—বহরমপুর।
" " প্রসন্নচন্দ্র [illegible]—কৃষ্ণনগর।
কালীপাড়া [illegible]
" " [illegible] হরি [illegible]
বেলঘরিয়া।
" " [illegible] মৌলবী
হাবিবগঞ্জ।
" " দুর্গাদাস ভাদুড়ী—[illegible]
" " কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী
কারাগোলা।
" " কালীচরণ ঘোষ—ভাকা।
" " [illegible] বসু—সাহাবাদপুর।
" " জয়গোপাল ভট্টাচার্য্য—[illegible]।
" " [illegible]মোহন দাস—বালেশ্বর।
" " [illegible]মোহন সিংহ চৌধুরী
রসড়াগ্রাম।
" " [illegible] প্রসাদ—[illegible]।
" " [illegible] অধিকারী—[illegible]।
" " অম্বিকাচরণ সরকার
বজ্রকরপুর।
" " [illegible] মুখোপাধ্যায়
[illegible]।
" " [illegible] গোস্বামী
খড়দহ।
" " গঙ্গাচরণ ঘোষ—[illegible]।
" " [illegible] পাল—[illegible]।
" " [illegible] পাল—[illegible]।

মূল্য প্রাপ্তি।

[illegible] কৃতজ্ঞতাসহকারে [illegible] নিম্নলিখিত মহোদয়গণ * [illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত [illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৪৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ২৩ এ জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না। কাগজের মূল্য এবং ছাপা খরচ সমেত বাইণ্ডীও মোট ১১০ দশ টাকা পাওনা। কাপী পাঠান সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ডুবমবারুর মাঃ বিশ, ষোল পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার পাওনা। বসন্তকুমারীর দেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা দাখিলা ছাপা বাবত উশল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেল পার্ড নিকট না দেন তবে নয় শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইবে।

১২৮০ সাল
২৮এ চৈত্র

শ্রীমীরমশারফ হোসেন
সাহিনী পাড়া।

শ্রীযুক্ত কৈলাস সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদের অর্থাৎ বিধান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের যাবতীয় অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূলতমূলে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়ে ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে ঐস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং মোরার ষ্ট্রি পুরোণ কলিকাতা।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত পাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

সিয়ালদহ টারমিনস
৯ ই জুন ১৮৭৩

কে ব্রাডফিল্ড প্রিন্টেড এজেণ্ট

জমীদার দর্পণ নাটক।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ।০ আনা।

শ্রীমীরমাহতাব আলী
কুষ্টীয়া সাহিনী পাড়া

* সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিক্রয়ের পুস্তক, সাধরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ /০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
ভাষাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।

ধর্ম্মসংস্থাপন তর্কালঙ্কার কৃত
সাজালাড়ুয়ার সমেত ২৷
২ ও খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ছড়া। ১ খণ্ড
ধর্ম্মসংস্থাপন তর্কালঙ্কার কৃত
ছাত্রপাঠ্য সমেত ১৷
ভক্তির, পরাণ কুসুম প্রকাশ ১ম খণ্ড
ধর্ম্মসংস্থাপন তর্কালঙ্কার কৃত
ছাত্রপাঠ্যোপযোগী সমেত। ॥

পুস্তকালয়, রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের ১লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিরপুরাতন গঙ্গার তীরস্থ শিয়ার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং বিলির জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

হেড অফিস কলিকাতা ষ্টেশন
৭৯,৮৮। ষ্টাণ্ডার্ড
১৮৭১। এজেন্ট।

ধর্ম্মপত্নীবিনী। মাসিক
পত্রিকা।

ইং ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী কর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আর্য্য কীর্ত্তি কাব্য কৌতুক ও প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। মফস্বলস্থ ও সহরতলীস্থ এজেন্টদিগকে এতদ্ভিন্ন ।৵০ মূল্য দিতে হইবে, পত্র প্রাহকদিগের নিকট অধিকন্তু ১ আনা ডাক মাসুল লইয়া মূল্য সহিত নাম ধাম পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ধর্ম্মপত্নীবিনী কার্য্যালয়,
কলিকাতা।

ময়ূখো রূপোয়

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা

অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
মূল্য এক টাকা।

শ্রীযদুনাথ রায়।

অমৃতবাজার
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা মাসুল ॥০ আনা। উহার বাঁধাই অতি সুন্দর এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

গ্রন্থকর্ত্তার অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২৲ ডাকমাসুল ।৵০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসূতিদিগের চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তস্থলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত এর মূল্য ২ টাকার পরিবর্ত্তে ১৲ টাকা ধার্য্য করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গল মেডিক্যাল কর্ণার অর্থাৎ [illegible] ।৵০

৪। পারিবারিক চিকিৎসা (২য় সংস্করণ) মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ বিদ্যা ১ম খণ্ড ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি আমাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্য প্রকাশ জন্য আবশ্যক মত আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ড্রেন করা প্রস্তুত নির্ম্মিত মর্ত্তমানি পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ট্রাপ ও বেন্ড ইত্যাদি।

ইটালী রেশীয় ডাবের চাইল ইট।

মেটিয়াবুরুজ মদাইবার নির্ম্মিত চুনুকোম চাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার পে।

বাটীর মর্ত্তমান ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত পে পাইপ, ট্রাইপ এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
বরণ এণ্ড কোং।
৭১৯ হেরিটেজ ষ্ট্রীট

ইটের প্রয়োজন।

[illegible]

সোম প্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

রথযাত্রা।

১ লা অক্টোবর অবধি হুগলী ২৪ পরগণা যশোহর মুরশিদাবাদ রাজসাহী মুজেঃ ভাগলপুর কটক পুরী ও হাজারিবাগ এই কয় জেলায় রথযাত্রা প্রবণ করিতে আরম্ভ করা হইবে। এই করের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এখন আর কিছু নূতন বক্তব্য নাই, তবে বক্তব্য এই, অনুষ্ঠানটী হাসপাতাল আলোর টাক্সের ন্যায় না হয়। কোন গ্রামই ত এ করের দুর্ব্বিষহ কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু সকল গ্রামই যেন রাস্তার মুখ দেখিতে পায়। এক ব্যক্তি কর দান করে, আর একব্যক্তি সুখ ভোগ করে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের ভাগে তদ্দর্শন বিরলসহে। মিউনিসিপাল বন্দোবস্তে চরাচর এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। উইলসন সাহেব যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করেন, তৎকালে করদাতাদিগকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সংগৃহীত টাক্সের শতকরা একটাকা রাস্তা ঘাটে দেওয়া হইবে। আমাদিগের গ্রামের লোকেরা টাক্স দিলেন, কিন্তু গ্রামের রাস্তায় গবর্ণমেণ্টের লোকে এক চাপড়া মাটী দিল, ইহা দেখিতে পাইলেন না। সংগৃহীত রথ্যাকর কেবল রাজকোষগত না হয়, বর্ষাকালীন বৃষ্টির ন্যায় সকলে সমভাবে উহার ফলভোগী হন, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

—:০:—

ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার।

আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় একবিষয়ে সকলকে ঋষিদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন এক একটী নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন, ইঁহারাও তেমনি এক একটী নূতন মত প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় আছেন। মতটী দেশের কল্যাণকর ও বিশুদ্ধযুক্তির অনুগামী হউক, আর না হউক, ইহাদিগের সে চিন্তা নাই। আমরা দেখিতেছি, ইহাঁদিগের এই স্বভাব নিবন্ধন দেশের মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং ইউরোপীয়েরা ভ্রমজালে পতিত হইতেছেন। ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার প্রসঙ্গ করিয়া একব্যক্তি সিমলা হইতে পালমাল বঙ্গেটে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের নব্য দলের মত এই, হাইকোর্ট ব্যভিচারিণীকে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া বঙ্গদেশের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যদি প্রধানতম বিচারালয় বিপরীত বিচার করিতেন, দুরাত্মা পরাধিকারিরা অনেক সচ্চরিত্র সাধ্বির চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কের আরোপ করিয়া বিচারালয় গুলিকে মকদ্দমায় প্লাবিত করিয়া তুলিত। ইহার তুল্য অমূলক ভ্রমসঙ্কুল বাক্য আর নাই। প্রধানতমবিচারালয় যে রূপে উল্লিখিত দুষিত আজ্ঞা প্রচার করেন, তাহার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এদেশের কি প্রাচীন সম্প্রদায় কি নব্য সম্প্রদায় কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি ধনবান কি নির্ধন কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই এই সংস্কার ছিল, বিধবা ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু এই সংস্কার নিবন্ধন কোথায় কত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল নব্য সম্প্রদায়ের উহার একটী কর্দ্দে দেওয়া উচিত ছিল। মিথ্যা দোষারোপ দূরে থাকুক ভদ্র লোকে নিজ পরিবারের বাস্তবিক বিদ্যমান দোষও প্রাণান্তে ব্যক্ত করেন না। তবে যেসকল বিধবার সন্তানাদি হইয়া ব্যভিচার সর্ব্বজন বিদিত হইয়াছে, তাহাদিগের ধনাধিকার হইয়াই কেবল কদাচিৎ দুই একটী মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এখন হিন্দু বিধবা স্বচ্ছন্দে মুসলমান উপপতি লইয়া যবনদিগের সহিত এক বাটীতে বাস করিবেন। নব্য সম্প্রদায় তাহা দেখিয়া ত সন্তুষ্ট হইবেন? প্রাচীন সম্প্রদায়ের এটী যে কেমন কষ্ট কর নব্য সম্প্রদায় কি কখন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

—:০:—

মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা।

মুসলমানদিগের কেমন বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে লার্ড মেওর অধিকার কালে ইহা জানিবার ইচ্ছা ও ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহা জানাইবার আদেশ দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টসকল সম্প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সামান্য শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর যেরূপ হইতেছে, মুসলমানদিগেরও সেইরূপ হইতেছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর ন্যায় হইতেছে না। গবর্ণর জেনরল সম্প্রতি এতৎপ্রসঙ্গে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা উহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদিগের আনন্দের কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। মুসলমানদিগের শিক্ষার যাহাতে সদুপায় বিধান হয়, লার্ড নর্থব্রুক তদর্থ অধিকতর যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদিগের নিমিত্ত কেবল স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালী নয়, স্বতন্ত্র পুস্তকাদি প্রণয়নের আজ্ঞা দানেও তিনি উদাসীন হন নাই। রাজ্যের একটী প্রধান শ্রেণী মূর্খ হইয়া থাকে, এটী সভ্য গবর্ণমেণ্টের অতিশয় লজ্জার বিষয়। যে রাজ্যে অধিকসংখ্যক প্রজা মূর্খ, সে রাজত্ব সুখের নয়। অতএব লার্ড নর্থব্রুকের চেষ্টা সাধীয়সী সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষে মুসলমান দলের শিক্ষা হইতেছে না বলিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এটী আমাদিগের প্রীতিকর হইতেছে

না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ প্রকৃত কারণ নহে। মুসলমানেরা ভালরূপ লেখা পড়া শিখেন, তাঁহাদিগের এ ইচ্ছা নাই। তাহাই প্রকৃত কারণ।

হিন্দুর উচ্চ ও উদার শিক্ষার জন্য এত যত্ন মুসলমানের যত্ন নয়, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার কারণ আমাদিগের নিকটে জানিতে চান? হিন্দুদিগের শ্রেণী ও কার্য্য বিভাগ আছে। উচ্চশ্রেণী নীচ শ্রেণীর কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তাহাতে তাঁহাদিগের কেবল অপমান ও লজ্জা নয় জাত্যংশেও খাট হইতে হয়। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর এক মাত্র বিদ্যাভ্যাসই জীবনোপায়। অনন্যোপায় হইয়া ইহাঁরা প্রাণপণে বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রাচীন আর্য্যেরা যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আজিও তাহার উপাদেয় ফল ফলিতেছে। মুসলমানদিগের কিন্তু এরূপ নাই। তাঁহাদিগের জীবিকার শত দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। তাঁহারা অতিশয় বিলাস পরায়ণ। অল্পবয়সে যৌবন ও বিলাসক্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং পড়া শুনার চর্চ্চা বাল্যকালের সঙ্গে সঙ্গে দূরে প্রস্থান করে; যৌবনে আর তাঁহাদিগের লেখা পড়ার অনুরাগ থাকে না। কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, সেই চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হন। বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য সময়েই বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট যদি বলিতে পারিতেন, তাঁহারা সামান্যরূপ লেখা পড়া করিতে পারেন, অধিক লেখা পড়া করিতে পারেন না। অনেক বলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক বিদ্বেষ আছে, তাহাই তাঁহাদিগের উচ্চাশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু এ কথা তাঁহার প্রতিবন্ধক বলি না। হিন্দু জাতির উচ্চশ্রেণীর ন্যায় যদি তাঁহাদিগেরও জীবিকার, কর্ত্তৃত্ব

হইত, ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ দূর হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। মুসলমানের বিদ্বেষ দূর করিবার অন্য ঔষধ আর নাই। বিলাসিতা থাকিতে মুসলমানদিগের যে গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ হয়, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। এক বিলাসিতাই মুসলমানদিগের যার পর নাই অনিষ্ট করিতেছে। এই বিলাসিতা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রোধ করিয়া রাখিতেছে। এই বিলাসিতাই ও দাসিনকে বাক্যচ্যুত করিয়াছে।

—:০:—

কটোগ্রাফ সোসাইটী।

২২ এ এপ্রেল বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে বৈকাল ফটোগ্রাফ সোসাইটী সভার যে অধিবেশন হয়, সম্প্রতি উহার বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, দেখিলাম, অনরেবল কিয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সভার অবস্থা মন্দ নয়। গত অধিবেশনে উহার উন্নতি সাধন উদ্দেশ করা এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ফটোগ্রাফে লটরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। কায়েল সাহেব উহাতে সম্মতিদান করেন নাই। আমরা সেণ্ট্রল গবর্ণরের একার্য্যটীতে যার পর নাই, দীর্ঘিতলাভ করিলাম। যিনি যাহা বলুন লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কতকগুলি এই রূপ অসাধারণ গুণ আছে, তদ্বলেই তিনি তাদৃশ উন্নত পদলাভ করিয়াছেন। লটরিতে অনুমোদন করা অতি অনুচিত কর্ম্ম। লটরি সমাজের অনাতন মহা বাসন, ইহা অত্যাপেক্ষা ও চৌর্য্য দস্যুতাদির সহোদর। বলিয়া কহিয়া মনহরণ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই। কতকগুলি লোকের সংস্কার আছে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত লটরি

খেলাতে দোষ হয় না। আমেরিকার ঐ সকল বিষয়ের নিমিত্ত লটরি খেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কোন উদ্দেশ্যেই লটরির প্রবর্ত্তন প্রশস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহার মূল বিশুদ্ধ নয়। প্রতারণা দ্বারা মনঃসংগ্রহ করিয়া সংকর্ম্ম করা যেরূপ, লটরি দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সেইরূপ। লক্ষের মধ্যে একের উপরে মুখ্যমুক্তিফল কিছুমাত্র নির্ভর করা লক্ষিত হয় না। লোকেরা আমোদার্থ লটরির প্রশ্রয় দেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে উহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্বের উন্নতি সাধন উহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক টিকিট ১০ রূপ দিয়া লিখিয়া ৪০০০ টিকিট করা হইয়াছিল। পর শতাব্দীতে উহার আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ লোকে ঐ খেলায় প্রবৃত্ত করে। অতিশয় ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত [illegible] নিবারণ চেষ্টা হয়। যে ব্যক্তি খেলিতে না পারে কুইন এলের প্রথম বিশেষ আইন দ্বারা এই নিষেধ করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ১৬৯৩ অব্দে লটরি করিয়া ১০০০০০০ টাকা ঋণ করেন। ১৭৭৮ অব্দে বার্ষিক ৫০০ টাকা লইয়া অন্য ব্যক্তিকে লাইসেন্স দিবার নিয়ম করা হয়। এই রূপে ইংলণ্ডে এই লটরির বহু পরিবর্ত্তন হয়। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ও অন্য অন্য গবর্ণমেণ্ট লটরির অনুমোদনে বিমুখ ছিলেন না। আমরা ফ্রান্সিকাণ্ডের কিছু কাল ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলাম। লটরি খেলার প্রবাহে কতকজন আমাদিগের চক্ষের উপরে অনেক ধনে ধনী [illegible] হইয়াছিল। [illegible] যায় নিশ্চিত

পাঠাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব বেঙ্গল কণ্টোগ্রাফ সোসাইটি সভার প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

—•—

রাজস্ব কমিটীর নিকটে ভারতবর্ষীয় লিগের সাক্ষ্য গ্রহণ।

এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে। কতক গুলির মত এই, পাথেয় দিয়া তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া সাক্ষ্য লওয়া হউক, আর কতকগুলি বলেন, কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ নহেন। যাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা আছে এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের অনুরোধ রক্ষা করেন, ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহাদিগের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজের সহিত যাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা হিন্দুদিগের ইংলণ্ডে গিয়া সাক্ষ্য দিবার কথা বলেন না। এন লিজ সাহেব অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। হিন্দুদিগের অনেক সামাজিক বৃত্তান্তও অবগত হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদ পত্রে, কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাব করিয়া এক পত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন অন্যের কথা দূরে থাকুক, নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরও ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজের নিকটে সসম্মানে পরিত্রাণ পান নাই। আমরা অহঃ লিজ সাহেবের ঐ বাক্যের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা লিজ সাহেবের সহিত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের অনুরোধ রক্ষাকারী হিন্দুরা কখনই ইংলণ্ডে যাইবেন না। কমিসনের ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

কমিসনের ভারতবর্ষে আসিবার আর একটী গুরুতর প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত আফিসের প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মালয়ের কাগজ পত্র দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ পত্র সকল অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। এই বিশৃঙ্খলাবিষয়ক রাজস্বের অবস্থা দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। রাজস্বের অবস্থা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া রাজস্বমন্ত্রিরা ইচ্ছামত কখন অকুলান দেখাইতেছেন, কখনবা উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করিতেছেন। কমিসনের ভারতবর্ষে আগমন ভিন্ন এসকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ ও তৎপ্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বহুকাল অবধি নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানিভার গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহাদিগের যাবৎ অধিকারকাল রাজস্ব প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা পাইয়া ছন। ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ আধিপত্য লাভের পর অবধিও সেই উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা হইতেছে। কত বড় বড় রাজস্ব মন্ত্রী আইলেন গেলেন কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃত কার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজস্বের অবস্থা যদি এইরূপ চিরকাল থাকে, সেটি বড় লজ্জার কথা। ওয়ারণ হেষ্টিংস রাজস্ব বিষয়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের কারাবরোধ করিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আর আমরা সে অভিনয় দেখিবার অভিলাষী নহি। রাজস্ব কমিটি বসিয়াছেন। এই সময়েই উহার পক্ষোদ্ধার করিয়া লওয়া উচিত। অতএব যখন বোধ হইতেছে কমিসন ভারতবর্ষে আসিলে অভীষ্ট লাভ হইবে তখন তাঁহাদিগের আগমনে বাধা দেওয়া কোনক্রমে বিধেয় নহে।

কায়স্থ কি শূদ্র না ক্ষত্রিয়?

এটী একটী বড় কৌতুককর প্রশ্ন। ইহার মীমাংসা লইয়া মহাযুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছু দিন হইল বাবু রামদাস সেন কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব খণ্ডন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন প্রয়াস পান। হৈদরাবাদের এক ব্যক্তির তাহা সহ্য না হওয়াতে তিনি রামদাস বাবুর বাক্য খণ্ডন ও কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রচারার্থ এক খানি দীর্ঘপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ কম্পোজ করিতে দেওয়া হইবে কি না এই ভাবিতেছি, এমন সময়ে মনে হইল, এ বিচারে যোদ্ধাদিগের যেন লাভ আছে, তাঁহাদিগের জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, কিন্তু সাধারণের কি লাভ? আমরা গাঢ় চিন্তা করিয়াও কিছু লাভ দেখিতে পাইলাম না। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন আর শূদ্র থাকুন, দুই সমান। তাঁহাদিগের পরমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবেন সে আশা নাই। অন্য অন্য জাতির পূজ্যতালাভ তাঁহাদিগের এখনি আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এদেশের সকল জাতির অপেক্ষা সকল বিষয়েই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছেন। তবে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া এখন আর কি চান? তাঁহারা কি মনে করিতেছেন, ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিলেই ভীমার্জ্জুনাদির ন্যায় তাঁহাদিগের বাহুবল বৃদ্ধি হইবে? কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নন, তাঁহাদিগের দোর্ব্বল্যই তাহার প্রধান প্রমাণ। ক্ষত্রিয় হইলে জাতিধর্ম্ম অন্ততঃ কিছু না কিছু থাকিত সন্দেহ নাই। কোথায় কায়স্থ, আর কোথায় সেই ক্ষত্রিয় জাতির তেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দিগুণ। মহাবীর অর্জ্জুন পাশুপতাস্ত্রনির্ব্বাচনার্থী হইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গেলেন। দেবরাজ তাঁহার পরীক্ষার্থ সুন্দরী শে

তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হিংসার্থ তপস্যার নানা দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতার্থতালাভ করিতে পারিলেন না, অর্জ্জুন তাঁহার [illegible] দানকালে কহিলেনঃ—

[illegible] অযোনিজা [illegible] কিং পুনঃ সহবাসিনা [illegible] অক্লিষ্টকর্ম্মণামস্মাকং নিঃসাধ্বসাস্থানঃ। অনভিজ্ঞোমানহীনস্য তৃণস্যাচ সমা গতিঃ। অলব্ধাস্তত্তদুচিতা যদুবৃদ্ধেষু [illegible] ঈদৃশাঃ। প্রিয়তাং জ্যায়সীং মন্যুমস্মাকং কেন দুষ্করা। তাবদাস্তীর্য্যতে লক্ষ্মীস্তাবদস্য স্থিরং যশঃ। পুরুষস্যাবদেবাসৌ যাবন্নাদ্যতে রিপুঃ। স পুমানর্থবজ্জন্যো বলা নাধি পুরঃ স্থিতে। [illegible] জ্যোতি সম্ভাবয়ামুষ্যত্তাঙ্গুলিঃ। [illegible] জ্যানি গদায়ত্তোঽপি তুদতি। স জহাতি মহেষ্বাস মানপ্রাংশুফলস্পৃহাং। গুরুং কৃপণমিত্যুক্তে [illegible] উত্তর মুদ্ধরা। যেনাংসি শুভাদি [illegible] তদ্বীক্ষ্যতে। উদাহরন্তীমং শ্লোকং প্রথমে [illegible] নাথ। তবেহশরিণাং [illegible] ক্ষাত্তে [illegible] হৃদং প্রার্থয়ে [illegible] চক্ষণং। না নৃত্যন্তীমনুস্মেহস্যাৎ বিধিভিঃ [illegible] অনা [illegible] [illegible] কথা ভবান্। বৎসলক্ষ্মীমনুকৃতা সহস্রোপ্যসৌ বিধিবাৎ। নির্বাসয়তি মন্যেকমস্মদ্রাষ্ট্রাদ্ধি জয়শ্রিয়ঃ। অজয়া পুরুষস্তাবন্ন ভাবজ্ঞো ভাগধেয়ং ন বা। যাবচ্চৈনং স্বয়ং লক্ষ্মীর্ন বিমুঞ্চতি [illegible] অধিরূঢ়মিবাত্মানং মন্যতে। [illegible] পুরুষোক্তিং কথং তদ্দিন এষ বৃদ্ধিমোপায়ন।

শত্রুরা পরাভূত করিয়া আমাদিগকে হরিবেন, সে ধনবৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। আমরা লজ্জায় পরস্পরকেই মুখ দেখাইতে পারি না, মহাত্মাদিগের কথা কি কহিব।

যাহার মান নাই তাহাকে, আর তৃণে বিশেষ নাই।

পর্ব্বতের যে যে অংশ উচ্চ তাহা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। ইহা দেখিয়া মহৎ ব্যক্তিরা মানকেই অধিক ভাল বাসেন।

পুরুষ যে পর্য্যন্ত মানহীন না হয় সেই পর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার যশ স্থির থাকে এবং সে পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

পুরুষগণনাবসরে যে ব্যক্তির নাম সর্ব্ব প্রথম হয়, তাহারই জন্ম সার্থক।

দুর্গমবনপূর্ণ পর্ব্বতও লঙ্ঘন করা যায়; কিন্তু মানোন্নত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করা যায় না।

যে সকল ব্যক্তির শুভ্রযশের নিকটে চন্দ্রমণ্ডল লজ্জিত হয়, তাহাদিগের নামেই বংশ বিখ্যাত হয়, তাহারাই পৃথিবীরত্নের স্বরূপ, তাহাদিগের দ্বারা বসুন্ধরা এই নাম অবলম্বন করেন।

যাঁহারা শুভ্র যশে বংশের নাম উজ্জ্বল করেন, তাঁহারাই মনস্বিব্যক্তিদিগের প্রথম ও পুরুষের ভূষণ স্থল।

আমি মনুষ্যতরঙ্গ তুল্য চঞ্চল সুখপ্রার্থী নহি, সংসারের অনিত্যতা দর্শনে তীব্র [illegible] প্রবেশেও অভিলাষী নহি। শত্রুরা কপট দ্যূতে যে অবমান পক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি বৈধব্যতাপিত শত্রুস্ত্রীগণের নয়নজল দ্বারা তাহা ধৌত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

সাধুরা আমাকে উপহাস করুন, আর আমার বুদ্ধির অসম্ভাবনাই হউক, আর আপনি আমাকে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ হইতে না পারিয়া লজ্জিতই হউন, আমি শত্রু সমুচ্ছেদ করিয়া যে পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীর উদ্ধার সাধন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত যুক্তিকেও অযুক্তির ন্যায় বলিয়া গণনা করিব।

যে পর্য্যন্ত পুরুষ শত্রুদ্বারা পরাভূত বংশের উদ্ধার করিতে না পারে তাবৎ তাহার জন্ম বিফল, সে মৃতমূঢ় অথবা তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।

শত্রুক্ষয় না করিয়া যে ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি হয়, তাহাকে পুরুষ বলা কদাচ হয় কি না, হে তপোধন! আপনিই বিবেচনা করিয়া বলুন।

আমরা এ কথায় সে কথায় প্রকৃত কথা ভুলিয়া গেলাম। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে জগতের কি ইষ্ট আর শূদ্র হইলে কি বা অনিষ্ট? আমরা ত কিছুই ইষ্টানিষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। যদি কায়স্থ জাতির জন্মবৃত্তান্তগত প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানা যাইত, একটা মহৎ ইষ্টলাভ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা জানিবার পথ নাই তাহা সংশয়পক্ষে নিমগ্ন হইয়া আছে। রামদাস বাবু নানা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া কায়স্থ জাতির যেমন ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন চেষ্টা পাইয়াছেন, সৈদাবাদের পত্রপ্রেরকও তেমনি ঐ জাতির শূদ্রত্ব স্থাপন চেষ্টা পাইয়াছেন। কায়স্থকুলচূড়া মণি রাজা রাধাকান্ত দেব কুলাচার্য্যের কারিকা ও ঘটকদিগের কারিকা প্রভৃতি শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এদেশের লোকেরা বহুকাল অবধি কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই আসিতেছে। মুক্তিও এই সংস্কারের সপক্ষতা করিতেছে। কায়স্থকুল হইতে যে ৫ জন ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহাদিগের সহিত ৫ জন ভৃত্য আসিয়াছিল বলিয়া কুলাচার্য্যেরাই কহিয়া থাকেন, কায়স্থ যদি শূদ্র নহেই নাই। শূদ্রেরাই ব্রাহ্মণের [illegible] স্বীকার করিয়াছে, কায়স্থেরা কখন [illegible]

[illegible]

লোপ হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, রামদাস বাবুর কবির কারস্থ সেই সঙ্গে লোপ পাইয়াছেন, আমাদিগের সৈদাবাদস্থ পত্রপ্রেরকের শূদ্রকায়ত্বই অদ্যাপি আছেন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি এই মীমাংসাটী সঙ্গত হয় কি না? সৈদাবাদের পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম না।

—:০:—

রোগ শোক নিবারিণী (১) গ্রন্থকার এ অনুপযোগী নামটী কোথা পাইলেন। নামটী যেমন ভিতরটী তেমন নয়। ইহাতে অনেক গুলি পীড়ার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে এতদ্বারা অনেকের উপকার সম্ভাবনা আছে।

সাপিতেশ্বর নাটক (২) ঈশ্বর সাপিতের উপরে হাবড়া পুলিস যে অত্যাচার করে, তদ্বৃত্তান্ত লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। উপসংহারের পদ্য কয়টী আমাদিগের কিছু মিষ্ট লাগিল।

সহচর (৩) এখানির সামান্যতঃ সহচর নাম না দিয়া "সোমপ্রকাশ সহচর" নাম দিলেই ভাল হইত। যিনি ইহার সম্পাদক হইয়াছেন, তিনি অনেক দিন সোমপ্রকাশের সহকারিতা করিয়াছেন। আমাদিগের নিকটে পত্র খানির প্রশংসা অথবা নিন্দা ইহার অন্যতর কিছুরই প্রত্যাশা করা পাঠকগণের উচিত হয় না। সম্পাদক অনেক দিন সোমপ্রকাশের নিকটে শিক্ষা করিয়াছেন। অতএব যদি আমরা ত্রুটি না করি, পাঠকগণ ভাবিবেন, স্নেহপাত্র বলিয়া আমরা প্রশংসা করিতেছি, দোষ দেখিতে পাইতেছি না। আর যদি নিন্দা করি তাঁহারা বলিবেন সম্পাদক শত্রুতা করিয়াছেন বলিয়া আমরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। সহচর আপনিই আপনার গুণের পরিচয় দিবে। আমাদিগের বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই সোমপ্রকাশের নিকটে শিক্ষিত হইয়া আর একজন জগতের উপকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জ্ঞান বিকাশিনী (৪) এখানিও সাপ্তাহিক পত্রিকা। মফস্বলে এখানি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমাদিগের অধিক আনন্দের হইল। সমাচার পত্র অত্যাচার নিবারণের প্রধান অস্ত্র। মফস্বলের অনেক অত্যাচার বিলক্ষণ প্রবল। অতএব সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে অত্যাচারের হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সহজে অনুমিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা কি বিদ্যা, কি সভ্যতা, কি ধন, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কিরূপে ঐ বিদ্যা ও ধনের যথাযথ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়, ইহার আজিও সে জ্ঞান জন্মিল না। এদি মনে ইহাকে বোম্বাইর নিকট শিক্ষা লইতে হয়। কিসে দেশের যথার্থ উন্নতি হয়, তাহা বোম্বাই বাসীরা যেমন জানেন ও দেখাইতেছেন সেরূপ জানেন না। ইহাঁরা স্বাধীনতার কথা কম বটে কিন্তু স্বাধীনতা লাভের উপায় জানেন না। সেদিন বোম্বাইর কতকগুলি লোক এক সভা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন, ভাল ভাল ঔষধ ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভিন্ন অন্য কোন বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। ইহার পরেই শুনা গেল, তত্রত্য একজন ধনবান হিন্দু এদেশে ইংরাজী দেশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রাদি আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে যে দেশলাই প্রস্তুত হইবে, তাহা বিলাতীয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। এই অনুষ্ঠানটী যে ঐ প্রতিজ্ঞার ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ চিরকাল যদি আমাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, আমাদিগের বিদ্যা সভ্যতা ও ধনের গর্ব করা উচিত হয় না।

গত বৎসর বোম্বাইয়ে ৬৮০ টী অগ্নিকাণ্ড হয় ইহাতে পাঁচাই লক্ষের অধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সেদিন মান্দ্রাজে হঠাৎ জলের কল বন্ধ হওয়াতে ২৪ ঘণ্টা কাল লোককে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার লোকেও এ কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন।

অদ্য কলিকাতা মেডিকাল কালেজের লেসিয়ন খোলা হইয়াছে। ডাক্তার ফর্টনক সাহেব ছাত্রগণকে মহার্ঘ উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশটী এই, উহারা যখন চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন, রোগীর দুঃখে যেন দুঃখিত হন। অনেকের চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, কেবল পয়সা লওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

গত বৎসরের ১ লা জানুয়ারি হইতে ৪ ঠা মে পর্যন্ত ভারতবর্ষের ১০ টী রেলওয়ের গতবৎসর অপেক্ষা ৮৯২০৫৩ টাকা অধিক আয় হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ২৯৪২১৫ এবং বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ের ৩১২২৯৯ টাকা কম আয় হইয়াছে। এই দুটী রেলওয়েতে সাহু ও সক্রিয় কর্মচারীর সংখ্যা বোধ হয় অধিক।

ইংলিসম্যান বলেন, একদল পারসীক সেনা সিঙ্গাপুরে প্রবেশ করিয়াছে। যে অংশ পারস্যের অধিকৃত সেই স্থানেই ইহারা গিয়াছে। তার ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে বলা হইয়াছে, আফগান স্থানের সীমা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ করা হইবে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেন এই কথায় নিশ্চিন্ত না থাকেন।

(১) এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বাবু কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রণীত, নূতন স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ২ টাকা।

(২) গ্রন্থকারের নাম নাই, বিরার যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০ আট আনা।

(৩) এখানি একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র, শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদন করিতেছেন। এখানি ১০ নং ক্রাউচলানে বেঙ্গল লিথোগ্রাফিক লিটল্‌বুক প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতেছে। মফস্বলে ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা এবং সহর ও তন্নিকটবর্তি স্থানে ৫ টাকা।

(৪) চাটসহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদকের নাম নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৬ টাকা।

হুগলীতে মুসলমানদিগের শিক্ষার্থে যে দানের টাকা আছে, উহা বঙ্গদেশের যাবতীয় মুসলমানের শিক্ষার্থে নিয়োজিত হইবে। অতিরিক্ত উহাতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে ৫০ হাজার টাকা যোগ দেওয়া হইবে।

কাম্বেল সাহেব উৎসাহদানের একটী নূতন পথের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, পাঠক গণ শুনুন, সম্প্রতি কাগমারির জমীদার বাবু দ্বারকানাথ চৌধুরী একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট যদি অর্দ্ধেক ব্যয় দেন, তিনি অপরার্দ্ধ ব্যয় দিতে সম্মত আছেন। কাম্বেল সাহেব উহার এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি কিম্বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী যদি কখন ঐ অর্দ্ধেক টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে এবং এই জরিমানার জন্য তাঁহার জমীদারিটী প্রতিভূ স্বরূপ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতে তিনি সম্মত হন, গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে সম্মত আছেন। কেবল জমীদারী প্রতিভূ রাখিলেই কাম্বেল সাহেব তুষ্ট হইবেন? আর কিছু প্রতিভূ রাখিতে হইবে না?

গত শনিবার কারোলাইন গদিসের হন্তাকারী চারলস ব্রডিগস এবং মধি বিবির হন্তাকারী পঞ্চানন ডেওয়ারির ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, গত বৎসর যেমন দারাবে ঝাড় হাঙ্গামের জন্য যে সকল লোকের জরিমানা করা হইয়াছিল, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায় জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন। জরিমানা ফিরাইবার কারণটী কি?

প্রামযুক্ত লিখিয়াছেন "আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি সাক্ষীর হাজিরা দেখার সময় জমাদার, পেয়াদা, বা কনষ্টেবলগণের মনস্তুষ্টি করিতে না পারিলে, তাহারা বাড় ধরিয়া এজলাসের নিকট লইয়া যায়। হাকিম যদি তাহা এ সকল টের না পায়েন এমন নয়, কিন্তু তাপাক্রমে সকলকেই ঔদাস্য অবলম্বন করিতে দেখি।" বিচারপতিদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪ঠা আষাঢ় বঙ্গবাসী।

সিরাজদ্দৌলার কারুণ্য সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সুবীর ক্লাইব খাঁ তাঁবুগোরথ হইয়া সিরাজ হইতে বিদায়ই গ্রহণাশয় করিয়াছেন। কাশাহার হইতে যে সৈন্য যাইবার কথা ছিল, তাহারা যায় নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেন, আমীরের একান্ত ইচ্ছা ইংরাজেরা সৈন্য দিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। কাম্বেলের এই গোলযোগে ইংরাজদিগকে নিজায় আমীর পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলেই ক্রমে প্রাচ্য গড়াইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

টিহারণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, খিবাতে যে রুশীয় সৈন্য যাইতেছে উহার সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক হইবে না। উহারা খিবার ৭ টী আড্ডা দূরে আছে। আহার ও জলাভাবে বড় কষ্ট হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

কাবুলে জনশ্রুতি এই, রুশীয় সম্রাট আমীরকে এই বলিয়া এক পত্র লিখেন, তিনি রুশীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন, রুশীয়ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। রুশীয়ার ইচ্ছা এই, আমীর হিরাটটী রুশীয়াকে অর্পণ করুন। আমীর এই পত্র পাইয়া ইংরাজদিগের পরামর্শ গ্রহণার্থ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সিমলায় যে কাবুলের দূত আসিয়াছে তাহার কারণ এই। কশিয়া সম্বন্ধে যিনি যে সংবাদ লিখিতেছেন, তাঁহার কেবল অনুমানের চিল ফেলা হইতেছে।

এইবার রাজস্ব কমিটী সর জন ষ্ট্রাচি লাভ করেন, সর এক হেলিডে সর গ্রাণ্ট এবং সর উইলিয়ম গ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। গ্রে সাহেবের সাক্ষ্যে অনেক কাজ হইবে আমাদিগের বিশ্বাস এই।

গত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে কাহাদের কুলিদিগের সম্বন্ধে এক গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে, কাহাদের চাকরদের কুলিরা সকলে সুখী আছে, আমাদের ভয় বন্ধুদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। কুলিরা কি বাস্তবিক সুখী? এ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে উহাদের দুঃখ কিছু দুঃখ জানা যায়।

পিপলস ফ্রেণ্ড বলেন, কলকাতি, মোপলে কতকগুলি মুসলমান বেঙ্গল হইতে মক্কা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমাদিগের সম্প্রদায়ী হিন্দু আছেন, ইহাঁরা যদি পুরী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে এক একটী রেলওয়ে করেন, লোকেরও উপকার হয়, ইহাঁরাও লাভবান হইতে পারেন। ইহাঁরা আর কতদিন কোম্পানির কাগজের সুদ গণিয়া ক্লান্ত হইবেন।

বাগবেড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন, রাধানগর গ্রামে ভূতনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার বালিকা স্ত্রী তাহার সহবাস অযোগ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রহার করিত। সে দিবস এমনি নিষ্ঠুরতর রূপে প্রহার করে যে প্রহার করিতে করিতেই তার মৃত্যু হইয়াছে। বালা কিনা এই সকল অনর্থের মূল।

পিপলস ফ্রেণ্ড পাটে অবগত হওয়া গেল, নওগ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার কল্পনা হইতেছে। কিছু দিন হইল, আমরা এইরূপ কল্পনার কথা আর একবার তুলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ সেক্রেটারি হইতে অনুমোদন করেন নাই। এরূপ একটী রেলওয়ে দ্বারা অনেক কাজ হয় বটে, কিন্তু উহা স্থাপন বড় সহজ নয়।

সিহড়, হাপরা, ইস্পাহান প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে বৃষ্টি হয় নাই এই সংবাদ আসিতেছে, ইহাতে চাসের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে।

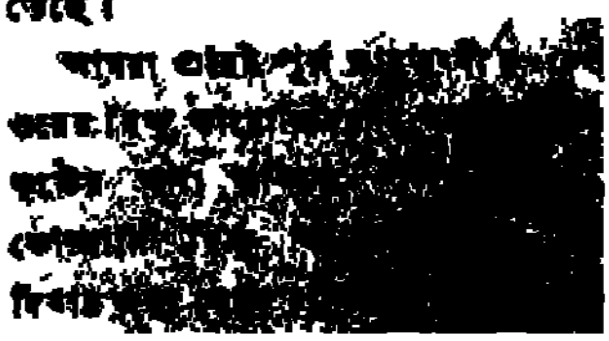

উহারা প্রায়ই জেলওয়ে বাবুদের পাক কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকে, সুতরাং কোম্পানি যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে বেতন দেন, তাহার ব্যাঘাত হয়। যাহা হউক, কোম্পানির কর্ত্তাদিগের এ বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত।

কিছুক মাসক এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, ইংলণ্ডে একটী সভা আছে, যে সকল লোকের জীবন নিতান্ত ক্লেশকর হয়, তাহারাই ইহার সভ্য। প্রতিমাসেই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি সভ্য লণ্ডনের কোন না কোন মনুমেণ্ট হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সেদিন পারিস হইতে একজন দর্শক লণ্ডনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উক্ত সভার সভাপতি তাহাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন বেতন ভক্ত কতদূর নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে। এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, আমি প্রথমেই উহা হইতে পড়িয়া মরিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি যেমন পর মর্য্যাদায় সকলের অপেক্ষা প্রধান, তাঁহার অন্যান্য সভ্যের ন্যায় যে সে মনুমেণ্ট হইতে পড়িয়া মরা উচিত হয় না!!

বাল্যবিবাহ নামক মাসিক পত্র বাল্য বিবাহের নিম্নলিখিত বিষয় ফলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

"(১) শারীরিক।

১। শরীর ক্ষয়—যক্ষ্মা ফুসফুস ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগ এবং তজ্জনিত অকাল মৃত্যু।

২। দুর্ব্বল ও কগ্ন সন্তান উৎপাদন—শিশুকালে মৃত্যু এবং তজ্জন্য পিতা মাতার শোক।

৩। অল্পবয়সে বালিকাদের গর্ভ সঞ্চার তজ্জনিত ভয়ানক যন্ত্রণা এবং কষ্ট। অনেক সময় প্রসব কালে গর্ভিণীর এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু।

৪। অল্প বয়সে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হওয়া, তজ্জনিত নানাপ্রকার শারীরিক কষ্টভোগ করা এবং সাংসারিক কার্য্যে অক্ষমতা।

৫। শারীরিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং ভীরুতার উৎপত্তি।

(২) মানসিক।

১। মানসিক সদ্বৃত্তি সমুদায়ের হানি এবং দুর্ব্বলতা—যথা—স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধির হ্রাস, অসামরিক ইন্দ্রিয় সেবা প্রভৃতি অসৎ বুদ্ধি ও ব্যভিচার প্রভৃতি কুবিষয়ে মনধাবিত হওয়া।

২। শিক্ষালাভের ভয়ানক কণ্টক। উপযুক্ত শিক্ষালাভ না করিতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা।

৩। অর্থ উপার্জ্জনের নিতান্ত ব্যাঘাত।

৪। প্রায়ই স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসদ্ভাব এবং তজ্জন্য চিরজীবন অসুখে যাপন করা।

৫। বিবাহের উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম না হওয়া এবং তজ্জনিত আত্মার অধোগতি।

৬। মানসিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং তজ্জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব হানি।

(৩) সামাজিক।

১। দরিদ্রতা বৃদ্ধি—অশিক্ষা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ ধন উপার্জ্জনে অক্ষমতা এবং তজ্জন্য স্ত্রী ও সন্তানদিগকে প্রতিপালনে অসমর্থতা।

২। অল্পবয়সে সংসার ভারগ্রস্ত হওয়া এবং তাহাতে মানসিক ও সাংসারিক নানা প্রকার উন্নতির ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দেশের হিতসাধনে অপারগতা।

৩। শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মৃত্যুর হানি প্রযুক্ত, ধন উপার্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে এবং অল্পবয়সে অনেক লোকের ভরণ পোষণের ভার পতিত হওয়াতে চৌর্য্য, তোষামোদ, কপটতা প্রভৃতি নীচ কার্য্যে রত হওয়া।

৪। ধনোপার্জ্জন না করিতে বিবাহ করা ও সন্তান উৎপাদন করা এবং তজ্জন্য সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ও তাহাদের প্রতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের অক্ষমতা।

৫। অকালমৃত্যু দ্বারা সন্তান সন্ততিদিগকে ভয়ানক বিপদাপন্ন করা।

৬। অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, তাহাতে পিতা মাতার নিতান্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং উক্ত বিধবাদিগের দ্বারা ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান।

৭। অধীনতা—শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অক্ষমতা।"

৫ ই আষাঢ় বুধবার।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী গত কল্য নিজ কার্য্যভারগ্রহ করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ভভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এ সংবাদে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ সংস্কৃত কালেজের প্রতি প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক টান আছে। তাঁহা হইতে ইহার অনেক উন্নতির আশা আছে। পাঠকগণ যদি আমাদিগের মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এই কথা বলি প্রসন্ন বাবু যেরূপ উপযুক্ত ও মহাশয় ব্যক্তি, ইনি যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তদ্তুল্য অন্য কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতেন, তাহা আমাদিগের হৃদয়ের অধিকতর পরিতোষকর হইত।

একব্যক্তি আক্ষালিত হইয়া লিখিয়াছেন "সম্প্রতি হাকইপুর নিবাসী দেশহিতৈষী জমিদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এই রাজপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া লোকের কষ্টের পরিহার করিয়াছেন। ঐ ঔষধালয় হইতে উত্তম উত্তম মূল্যবান ঔষধ বিনা পয়সায় লাভ করিতেছি এবং চিকিৎসকের চিকিৎসাতে আমাদিগের গ্রামের সকল লোকেই বিশেষতঃ দরিদ্রলোকেরা মহা অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন।" আমরা চিকিৎসালয়টী দেখি নাই। যদি উহা বাস্তবিক বর্ণিত গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, জাপানের মিকেডোর প্রাসাদটী অগ্নি লাগিয়া এক কালে ভস্মীভূত হইয়াছে। রাজপরিবারের কয়েকটী স্ত্রীলোকেরও মৃত্যু হইয়াছে। মিকেডো সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেবল এই প্রাসাদটী পুরাতন ছিল, এই জন্যই বোধ হয় ভ্রক্ষা কুপিত হইয়াছিলেন।

গতবুধবার সিকিমের রাজা ইংরাজদিগের হইতে নিজ রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। রাজা যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি হইল?

পিয়নিয়রের সীমান্তস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাশ্মীর রাজার নিকট বিবিধ সম্ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা রাজ্ঞী ও ভোজ প্রভৃতিতে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপ দুই চারি জন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণরের অতিথি সৎকার করিতে হইলে বোধ হয় কাশ্মীরের রাজাকে ভিক্ষুক হতে করিতে হয়।

সমাজ দর্পণ লিখিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট লবণের কর অত্যন্ত অধিক করিয়াছেন। সিমরপুল হইতে লবণের আমদানী হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট উল বিক্রে ও স্থাপন করেন যাহা বণিকেরা লবণের মণ প্রতিকরা ৭৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ৩০০ টাকা কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে ক্রেতাদিগের ১০০ মণ লবণ কিনিতে ৩৭৫ টাকা ব্যয় করিতে হয়। মূল্য অপেক্ষা কর এত বেশী হইলে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অনাদায় করা হয় সন্দেহ নাই। আমাদের বোধ হয় কমেট সাহেব আয় ব্যয় কমিটীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন।"

বুশায়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পারস্যের নাথা ইউরোপে থাকাতে রাজ্য মধ্যে চুরি ডাকাইতি হত্যা প্রভৃতি অনাচার কাণ্ড সকল অহরহঃ ঘটিতেছে। বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় অনেক লোক এই সময়ে নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নাথা দেশে নাই বলিয়া প্রজাদের এই সুখ হইয়াছে, তিনি আসিলেও প্রজারা সুখী হইবে বোধ হয় না। তিনি প্রায় ৩ বৎসরের রাজস্ব ইউরোপে ব্যয় করিয়া আসিবেন। তাহা তাঁহাকে পোষাইয়া লইতে হইবে। উভয়ই প্রজাদের সর্ব্বনাশ। ওদিকে মস্কোরাজে লাফপলি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাণাধিক পরিবর্দ্ধক হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি গৃহীত হইল।

" রেলওয়ের সকলের সাপ্তাহিক আয়ের হিসাব ৩১ এ মে পর্য্যন্ত।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ১৫৩৫ মাইল।

লোকের ভাড়া	২৩৭৮৪,৩
দ্রব্যাদির ভাড়া	২৮২৬৪৮/১
মোট	৫২৩৪৮৮/৪

কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে ২৮ মাইল।

লোকের ভাড়া	৯০৫
দ্রব্যাদির ঐ	৮৩২
মোট	১৭৩৭

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেইন লাইন ১২৮০ মাইল।

লোকের ভাড়া	১৩৯৪৪১/১
দ্রব্যাদির ঐ	৪০১৪৪১৷৵৪
মোট	৫৪১০৮৩,৪

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে জবলপুর লাইন ২২৩০ মাইল।

লোকের ভাড়া	১০৩৩৮৯/১০
দ্রব্যাদির ঐ	৩০২৪০৷৵১
মোট	৪১২৪৯৷৵৪

নলহাটি ষ্টেট রেলওয়ে ২৭। মাইল।

লোকের ভাড়া	১৬৮
দ্রব্যাদির ঐ	৪১৫
মোট	১৩৮৪

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল।

আয় ব্যয় ও স্থিতির হিসাব।

২ রা জুন ১৮৭৩।

দেনা।

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি কর্জ্জ লেওয়া হইয়াছে	১৫৪৩২২৫১/৪
ডিপজিট হিসাবে পাওনা	৪৫৫৬৭৭৮৵৭
বিল ডিস্কৌণ্ট হিসাবে	১১১৩৩২৬৷৵১
ডেডষ্টক অর্থাৎ উপস্থিত মূল্য ইত্যাদি	২৮৯২৩৭১৩৵১
ষ্টাম্প	১১৫৩২১/১
অপরাপর ব্যাঙ্কের জমা	১৫৫২৪/১
বিবিধ	২৬১৩৪৭৪৮৵৭
বুলিয়ন অর্থাৎ সোণা রূপা প্রভৃতি ধাতু	১০৫৩৭৩৮/১
মজুত নোট ও নগদ	৪৪৩৮৭০৮৯/৪
	৩৭১৪৭০৯৯/৪
	৯০৪১৩৪৩১৫৪

দেনা।

অংশিগণের আসল ধন	২,২০,০০,০০০
সঞ্চিত ধন	১৫,০২,৯৬৪৯
গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ	৪১৮৯,৩৩৩/৭
সঞ্চিত ধন	
অন্যান্য সঞ্চিত ধন	
ব্যাঙ্কপোর্ট বিল এক্সচেঞ্জের জন্য	
বিবিধ	৮৩১৮৩৪১৪
	৯৪৪১৩৬১৯৫

বিদ্যু পর্ব্বাহ সকলে [illegible] রিটরম টিকিট করিবার জন্য গত [illegible] মাস হইতে বঙ্গদেশ বোম্বাই ও মাদ্রাজের রেলওয়ে কোম্পানিদিগের সহিত আলাপ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, এরূপ করিলে লোকেরও সুবিধা হয়, কোম্পানিরাও লাভ হইতে পারে। লাভ হয় কি না অন্ততঃ এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বোম্বাই গেজেট বলেন, এতদ্দেশীয় রাজা-দিগের কোম্পানির ১০ কোটি টাকার অধিক পাওনা রহিয়াছে বলিয়া লোকে কল্পনা করিতেছে। কিন্তু সে টাকার কুড়ি পুরুষ ইহাজন্মে উদ্ধার করা দুষ্কর হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যদি রাজাদিগের কুড়ি পুরুষ [illegible] হিসাবে [illegible]

৬ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবল জাহাজিদিগের ঘোর দুরবস্থা নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কমন্স সভায় [illegible] সম্বন্ধে [illegible] পারস্পরা সম্বন্ধে [illegible] প্রজা দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহাদিগকে ধরিয়া দণ্ড দিবার জন্য বেল বিশেষ চেষ্টা পাওয়া যায়। এরূপ লিখিবার কারণ এই যে মাননীয় ফিউয়ার রিপোর্ট করিয়াছিলেন অনেক ব্রিটিশ প্রজা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এতদ্দেশীয়দিগের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দাস ব্যবসায় নিবারণ [illegible] [illegible] আইন আছে তাঁহার [illegible] ঘোষণা প্রচার [illegible] ৭ বৎসর হইতে [illegible] ঐ আইনের [illegible] ইহার দ্বারা [illegible] অপরাধীর [illegible]

পাইতে পারে না। সিন্ধু খিলাত গোলাদর পারস্য উপসাগর মস্কট এডেন এবং জাঞ্জিবারের ব্রিটিশ পোলিটিকাল এজেণ্টদিগকে অফিস অব দি পিস করিয়া তাঁহাদিগকে দাস ব্যবসায়ী ব্রিটিশ প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া বিচারার্থ বোম্বাই হাইকোর্টে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব সীমা প্রভৃতি স্থানে প্রকারান্তরে যে দাস ব্যবসায় চলিতেছে তত্রত্য কর্ম্মচারিদিগের তদ্বিধারণ বিষয়ে মনোযোগ হওয়া উচিত।

আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভা সিমলায় গিয়া কেবল আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতেছেন না, তাঁহারা নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন কোনটীর পরিবর্ত্তন কোনটীর বা উন্মূলন এই সকল বিষয়ে এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ইহারমধ্যেই হবহাউস সাহেব অনেকগুলি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, লাভ মর্ডক্রের শাসনকালে এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হবহাউসের ন্যায়ই একজন উপযুক্ত আইনকর্ত্তার একান্ত প্রয়োজন। কেহ প্রয়োজন দেখিয়া থাকেন দেখুন, কিন্তু আমরা আর নূতন আইনকর্ত্তা চাহি না। ব্যবস্থাপক সভা যদি কিছু দিন অব্যাহতি দেন, আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া লই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উপদ্রব করে নাই।

১৪ ই জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্দ্ধমান, রাজসাহী, পাটনা এবং উড়িষ্যা বিভাগে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। শস্যাদির যেরূপ অবিউ হইবে মনে করা গিয়াছিল তত ঘুর হয় নাই। লোকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ প্রীতিকর, কিন্তু অনেক স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে।

আলাহাবাদে এখনও ভয়ানক গ্রীষ্ম রহিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক দিনের মধ্যে ৭।৪ জনের সর্দ্দি গরমিতে মৃত্যু হইয়াছে। এক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়া ৬ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

হত্যাপরাধে চারলস রোডিগসের ফাঁসীর আজ্ঞা হওয়াতে কলিকাতার ১৫০ অধিবাসী স্বাক্ষর করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট মৃত্যু দণ্ড রহিত করিয়া অন্য দণ্ড দিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, যুগপৎ বহু দণ্ডটী এককালে উঠাইয়া দিয়া অন্য গুরুদণ্ডের বিধান করাই কর্ত্তব্য। বহু দণ্ড আছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ত নিবারণ হইতেছে না।

তুলার উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থানকে উড়িষ্যা পরাস্ত করিয়াছে। উড়িষ্যার উৎপন্ন ৩ প্রকার তুলার নমুনা বাণিজ্য সভার উড সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল। তিনি উহার ১৭। ১৭।০। ১৭।০ টাকা মণ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ তুলা দেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন। বিদেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন আর এক প্রকার তুলা পাঠান হইয়াছিল। তদ্দর্শনে উড সাহেব বলিয়াছেন এরূপ উৎকৃষ্ট তুলা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে আইসে নাই। এ তুলা লণ্ডনে প্রায় সাত আনা পাউণ্ড বিক্রীত হইতে পারে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে হিঙ্গনঘাট বিশর নিউওলিয়ন এবং চান্দোল এই কয়েক স্থানের ৩ মণ তুলার বীজ চাহিয়াছেন। উড়িষ্যা যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকা অপূর্ব্ব, যত্ন করিলে এখানে সোণা ফলাইতে পারা যায়।

গত রবিবার বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের নবম বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ডি, ওয়ালডি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর বিবি কিন্নার বালিকাগণকে পারিতোষিক দান করেন। শশি বাবুর যত্নে ও পরিশ্রমে এই বিদ্যালয়টী বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ফুয়ার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় সাব্‌ডিভিসনাল পুলিস কোর্টের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। গত কল্য হইতে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি পুর্ণিয়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া ধান্য ও নীলের বড় উপকার করিয়াছে।

সম্প্রতি হুগলী কালেজের ছাত্রেরা যে অধ্যাপক প্রকাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য দুই জনকে কালেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ১০ জনের ছাত্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া এক বৎসরের জন্য উহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ছাত্রগণের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। এটী দৃষ্টান্ত স্থল হইল। এইরূপ দুই চারিটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত না হইলে নির্ব্বুদ্ধি ছাত্রগণের অধ্যাপ্যতা নিবারণ হওয়া কঠিন।

কেহ কেহ বলেন, জয়পুর গোলাম আহম্মদ নামক একজন বণিক ৮৫ হাজার টাকায় একযুতা হার প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন। কাশ্মীরের রাজা মুজাউল্‌মলক এই হার রণজিৎসিংহকে উপহার দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা পঞ্জাব অধিকার করিলে এই হার নিলামে বিক্রয় করা হয়। কাশ্মীরের রাজপ্রতিনিধি ইহা ক্রয় করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ইহা একজন বণিককে বিক্রয় করা হয়। তিনি ইহা ছিঁড়িয়া এক এক অংশ করিয়া বিক্রয় করেন। গোলাম আহম্মদ সেই অংশ গুলি একত্র করিয়া ঘোড়াটী পূর্ব্বের ন্যায় করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন দাবানল ঘটিয়া ফুয়াউনের চা ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

বরদার প্রজা গ্রীষ্ম অত্যন্ত যে সহস্র সহস্র বাদুড়কে মরিয়া ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। বরদার সকলই কিছু বিস্ময়কর।

৭ই আষাঢ় শুক্রবার।

গত ১৮ই জুন পারস্যের দূত মহা-সমারোহে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রিন্সটেক, প্রিন্স ফ্রেডিরিক এবং ডিউক তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনয়ন করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন কাবুলের যে রাজদূত সিমলায় আসিয়াছেন, আমীরের ইংলণ্ড গমনের শিষ্টার্থ কয়েকজন উপযুক্ত ব্রিটিশ আফিসর পাঠান যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

৭ই জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৪০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সম্প্রতি একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে বাঙ্গালিরা শিক্ষা করিয়া অনেক উপার্জ্জন করিতে পারেন এমন কি প্রতি দিন ১০।১২ আনা উপার্জ্জন হয়। যাঁহারা বাঙ্গালি [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা না জানি [illegible] বাঙ্গালির প্রতি [illegible]

মুর সভা নাম পত্রিকা বলেন "এখানে ৭টী অতি সভ্যতা হইয়াছে। কএকদিন কিছুই হয় নাই। সংপ্রতি নাই গরম। আবাদের খুব হয় নাই।"

বোম্বাইর অন্তর্গত টানা নামক স্থানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া একটী নাট্যশালা খুলিয়াছেন। ইহাঁরা পুরুষের কোন সহায়তা লইবেন না। নাট্যশালা তেমন কিছু নয়, ইহাতে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, অপেক্ষা।

বালির [illegible] জনের একটী কামরা নির্ম্মাণ হইয়াছে। লর্ড উইলিয়ম এটী কামেস্কাটকার একটী গির্জ্জার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। যখন গাড়ীরা যে দাড়ু পাইবে উহাতে একটী গির্জ্জার ঘণ্টা প্রস্তুত করা যাইবে। এই কামানটী সিভানের যুদ্ধে ফরাসী দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। গির্জ্জার শব্দে কামান উপযোগ হয় না।

দিনাজপুরের [illegible] দিগকে অন্নপুরাধিপতি [illegible] আধিপত্য করিয়াছেন।

একজন ফরাসী একটী বৈদ্যুতিক আলো প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ১০০ বাতির তুল্য।

ভ্রমরের ও অন্য ভাষার ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ভ্রমরেশীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে ভ্রম ভাষার যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে ১০০০ টাকা ও পালী ভাষায় উত্তীর্ণ হইলে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দান করিবেন বলিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে জয়পুরের মহারাজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের সংস্কারার্থ ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৮ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা শুনিলাম, সিবিল সর্ব্বাণ্ট বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু অবিনাশ চন্দ্র চয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি টিকিট না লইয়া পুরী ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

প্রয়াগদূত বলেন, "কমলসম্বন্ধে আজি কালি গুরুতর আন্দোলন উঠিয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের শেষ অধিবেশনে এ বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধোদ্যার ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনার সর চার্লস উইংফিল্ড বলিয়াছেন কর সম্বন্ধে ইংলণ্ডের যাহা কর্ত্তব্য, প্রকাশ্যভাবে তাহার অনুষ্ঠান হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট তাহা গোপন রাখা উচিত নহে। ষ্টেট ষ্টেট সেক্রেটারী মেং গ্রাণ্ট ডফ বলেন, আফিঘান স্থান, ইরাকপথ এবং মেসপটেমিয়ার অবস্থার প্রকৃতির সহ সহ তাহার সংযোগ করা আবশ্যক। পারস্য অনেকের অনুকূল প্রকার মত

[illegible] দিগের, [illegible] দের [illegible] প্রকাশ।"

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের যে পেয়াদার নিকট অনেক চিঠি পত্র হুণ্ডী ঘাটি পোষ্ট পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি সেসিয়লে আর্পিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

টাকা	সিক্কা	১০৩।—১০৩৷৷০
	কোম্প	১০৪৷৷০
		১০৪৸৹—১০৭
		১০৮—১০৯।০
		১০৫৷৷৵০
		১১১—১১১৵

ইউরোপীয়সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ই জুন। তুর্কির সুলতান বিদেশের অন্যান্যদীপ আনার বিষয়ে ষেডিভকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। ষেডিভ বাণিজ্য সংক্রান্ত [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

প্রাগ ১৫ই জুন। স্পেনের [illegible] যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহার বিষয় [illegible] যে [illegible]

লণ্ডন ১৬ ই জুন। ২ এ রুশীয় সৈন্যগণ কণ্ডাক অধিকার করে। খিবানেরা পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। পারস্যের সাহা ব্রসেলসে উপনীত হইয়াছেন।

রুশীয় রাজ্ঞী লণ্ডনে গিয়াছেন।

জর্ম্মনির সম্রাট ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

বেলজিয়মের সহিত ইংলণ্ডের যে সকল বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি হয় ফরাসী বাণিজ্য সভা তাহা অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। ভারতবর্ষের আপীল শ্রবণের জন্য ক্ষমতা বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলভার্লির লার্ড ছাঁমলি যাহা বলিয়াছিলেন, ডিউক অব আর্গাইল তদুত্তরে বলিয়াছেন, রাজদ্রোহিতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের বিচার করিবার ক্ষমতা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে অন্য বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য হয় না। তবে অন্যান্য অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের এক্ষণে যেরূপ বিচার হইতেছে, সে প্রণালী, পরিবর্ত্তনে তিনি প্রস্তুত আছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। কাস্পে কাঁচা দ্রব্যের উপর যে টাক্স হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে বজেটে ১৭ কোটি কম অনুমান হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই জুন। সিলেটের মাজিষ্ট্রেট যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন, তদ্রতা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সেই পর্য্যন্ত ফৌজদারী আইনের ৪৪ ধারা অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

মেজর ই, ইবেন ওয়ালকট সাহেব কাছাড়ের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইবেন।

১৩ ই জুন। শ্রীযুক্ত এম, আর, টটেনহাম সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য হইতে যে দিবস অব্যাহতি পাইবেন সেই দিবস হইতে প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

উক্ত টটেনহাম সাহেব যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম স্থলে উপস্থিত না হইবেন সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এ, বি, কালেকর সাহেব প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত এ বি, কালেকর সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাখরগঞ্জ এবং যশোহরের আডিসনাল জজ ও ফরিদপুর এবং যশোহরের আডিসনাল সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, আর, ষ্টামলি কলিয়ার হুগলী।
" সি, জে, ওডনেল এম এ। যশোহর।
" জে, কে, ওয়াটস বি এ। বাখরগঞ্জ।
" এচ, বে, হ্যামিলটন কেসন। মন্নমন সিংহে।
" জে, নিউজেণ্ট সাহেব। চট্টগ্রাম।
" সি ডবলিউ, হোলটন। মুরসিদাবাদ।
" জে, ম্যা, কার্ষি। রঙ্গপুর।
" জি, এচ আটকিন্সন। কটক।

শিবসাগরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু অক্ষয় কুমার দত্তকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

" বাবু অন্নদানাথ ভট্টাচার্য্য। পুরী।
" রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুরিয়া।
" বাবু মজকিশোর দাস। পুরী।

১৭ ই জুন। শ্রীযুক্ত ডবলিউ কিডান সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী খালেশ্বরের অন্তর্গত তমলুক মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদিগের বাইটবরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। বর্ষার প্রারম্ভ। পদ্মা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে। যৌবন সহচরী মত্ততা অনেক সময়ে অনিষ্টের হেতুভূত হইয়া উঠে। সুতরাং পদ্মাও মত্ততা প্রভাবে কূলহরা হইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। ফলতঃ পদ্মার প্রচণ্ডতা নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেকের অনিষ্ট হইয়া থাকে। গত ৬ ই জুন পূর্ব্ববাঙ্গালার মেইল পদ্মা পার হইয়া গোয়ালন্দে যাইতেছিল হঠাৎ একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে মেইলের নৌকা খানি গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার নিমগ্ন হয়। সৌভাগ্যের বিষয় বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। জাফরগঞ্জের প্যাকেট ব্যতীত সমুদয় প্যাকেটই রক্ষা পাইয়াছে। কোন প্রাণী বিনষ্ট হয় নাই। মেইলের নৌকার নিমজ্জন সম্বাদ পাইয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল ও ঢাকা বিভাগের ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার গোয়ালন্দে আসিয়াছিলেন। অ মরা অ'এহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, মেইল পার করিবার নিমিত্ত দুই খানি ভাল "ছান্দী" নৌকা রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা অনেক সময়ে সাধারণের অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইবে। শুনিলাম জাফর গঞ্জের যে প্যাকেটটী নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এক খানি রেজিষ্টরী চিঠি ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে নোট ইত্যাদি কিছুই ছিল না, কেবল একটী প্রয়োজনীয় সম্বাদ লিখিত হইয়াছিল।

২। ঘটনা বশতঃ এস্থানের চিকিৎসালয়ে সব আসিষ্টাণ্ট সরজন নিযুক্ত হয়েন নাই। একজন নেটীব ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি নাকি আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাও করিতে পারেন। শুনিলাম ডাক্তার মহাশয় অনেক স্থলে সাধিলেষ প্রতিপত্তি সহকারে চিকিৎসা করিয়া প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছেন।

৩। গত ৩১ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে ইনস্পেক্টরেরা অতঃপর দুই মাস অন্তর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের বিল স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু সকল স্থলে তদনুরূপ কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে না। অত্রত্য স্কুলের কয়েক মাসের বিল স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকা বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু হিসাব ঠিক না হওয়াতে তৎসমুদয় ফেরত আসিয়াছে। যাহা হউক, বিল স্বাক্ষর ত ডেপুটী ইনস্পেক্টারগণ করিতেছেন, ওদিকে স্কুল সংক্রান্ত আর প্রায় সমুদয় কার্য্যই মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারগণ

লাভ হয় অথচ প্রজাপুঞ্জও সুখে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে এখানকার প্রজারা দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রকাশ করিয়া যে তাহাদিগের অধিকারের তত্ত্বাবধারণের ত্রুটিতে এখানকার বাহেবটী আপনি ইহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

এদেশে এক কালে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। দিবা ৮ ঘণ্টার পরে ঘরের বাহির হইবার যো নাই। বর্ষামিটার (তাপযন্ত্র) দেখিতে পারিলে বলিতে পারিতাম যে একশত ডিগ্রি ছাড়িয়া পারা কতদূর উঠিয়াছে। অনেকে প্রখর স্নেহে আমরা অনুমান করিতেছি বুঝি দ্বাদশ সূর্য্য উঠিয়া জগৎ সংহার করে। এখন পথিক জনের যে কি কষ্ট তাহা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। আমি যে পথের পথিক, তাহাতে আমি এক স্থানে বাস করিতে পাই না, অথচ ভিন্ন আমার উপায় নাই। এখন রাত্রি ভিন্ন গমনাগমন করা যায় না। কিন্তু হত ভাগ্য দেখে তাহাও ঘটিবার উপায় নাই। রাত্রিতে দুই একজন বাইতে হইলে বাঘের মুখে পড়িতে হয়। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন হাহাকার রব উঠিয়াছে, তৎসঙ্গে চৌর্য্যের আতঙ্ক বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানে স্থানে ডাকা ইত্যাদি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

২০ এ জৈষ্ঠ
১২৮০ } কস্যচিৎ অন্ধ কারিণঃ।

মহাশয়! ঢাকা জেলার অন্তর্গত নাওয়ার ষ্টেবলের অধীন কালীয়াটকের গ্রামে একটী বন্দর আছে। তথায় কতকগুলি মহাজন আছেন। তাঁহাদের চিঠি পত্র ডাকযোগে পাঠান অতি কষ্টকর হয়। নাওয়ার হইতে কালিয়াটকের প্রায় দুই প্রহরের রাস্তা। তথায় একটী ডাকঘর আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত প্রদেশে ডাকঘর নাই, একটী ফাড়িও নাই। পূর্ব্বে একটী ফাড়ি ছিল, কি অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। সুতরাং নওয়ার নাওয়ার ডাকঘর হইতে যে সমুদয় পত্র উক্ত প্রদেশে লইয়া যায় তাহা, হয় সপ্তাহ অতীত না হইলে পাঠান যায় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, এক আনা পয়সা দিতে কাহারও কাহারও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এজন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সমুদয় ফাড়ি উঠাইয়া দিতেছি। নীচে নীচে উক্ত প্রদেশে একটী ডাকঘর ও একটী ফাড়ি করুন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আর বিশেষ ব্যয় নাই। আমাদের কালেক্টর সাহেব সকল দিকে দৃষ্টি পাত করিয়াছেন, উক্ত প্রদেশে একবার দৃষ্টি পাত করুন।

১২৮০ একান্তবশংবদস্য।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১০ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বাপেক্ষা অল্প	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহনার	৩	১
তথা হইতে অভিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৩	৬
অভিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৯ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৬ ইজুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৩	১১

বহরমপুর
১১ ই জুন
১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্ড একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও গ্রাহকে লোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকুমার মুখোপাধ্যায়,
মজঃফরপুর ৪৷০
" " নবকুমার পর্দা আরীয়
" বাণিকগঞ্জ
" " মজাহার বক্স—বিক্রমপুর
" " গোপীমোহন সাহা
" " জগৎচন্দ্র [illegible]

লোমপ্রকাশ সাহায্যে
বিজ্ঞাপন বিষয়ক।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে [illegible] কাহারই নিকটে প্রকাশ [illegible]

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক [illegible] ষাণ্মাসিক ৸৹ টাকা, [illegible] অগ্রিম বার্ষিক ১৷৵ [illegible] ৸৹ টাকা [illegible] মাসের মধ্যে অর্দ্ধের মূল্য, এবং [illegible] না। চোরি, হুণ্ডি, রেজেষ্টরি চিঠি, মণি অর্ডার ইত্যাদি অন্যান্য বাবতের টাকার হুণ্ডি [illegible] কিরূপ সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য অগ্রিম পরিশোধিত হইবার পূর্ব্বে কেহ লোমপ্রকাশ প্রেরণে আদিষ্ট হইলে অর্দ্ধাংশও মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি লোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়, কিন্তু ও আনার মধ্যে [illegible] লিখিয়া শ্রীযুক্ত রামকালীর নিকটে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য মূল্য ফিরাইয়া লইতে নিকট হইয়া আসিবে, লোমপ্রকাশের [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। মফঃস্বল অতীত হইলেও একবার কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

তোপাগুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে তাহার শীঘ্র পাইবে।

[illegible] না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিলে, তাঁহাদিগের [illegible] পত্রাদি প্রেরণ করা যাইবে না।

[illegible] লোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা
অগ্রিম মাণ্মাসিক ৫। টাকা

১২৮০। ১৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৩০ এ জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং মাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক
কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের বিভিন্নতা হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি একদিন ঐরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্ণ বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না। যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। খাতায় কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বাকি রহিয়াছে, কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বাকি রহিয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের নম্বর জানিয়া লন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এই।—

এল / ৪ ৩২৫৭৮

এম / ৪ ৩২৫৭৯

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

আমি, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারাকুমার কবিরত্ন এই চারিজনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিখিবার ভার লইয়া বিজ্ঞাপন চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অনবধানতা ও আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের বিজ্ঞাপন অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। গুমিলাম অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব নিবেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিজ্ঞাপন না পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ

২২ এপ্রিল বিদ্যাবাগীশ।

কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না। কাগজের মূল্য এবং ছাপার খরচ সমেত বাকিতে সে ১১০ টাকা পাওনা। কাপী পঠান সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ভুবনবাবুর বাঃবিশ, ষোল পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার পাওনা। বসন্তকুমারীর দেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা বাকিলা ছাপা বাবত উশল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেল গার্ড নিকট না দেন তবে সব শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার কুহক বাঙ্গালা যন্ত্র হইবে।

১২৮০ সাল
২৮এ চৈত্র শ্রীমীরমশার্রফ হোসেন
সাকিমী পাড়া।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা মল এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

নিয়লেদহ ষ্টারমিলস
৯ ই জুন ১৮৭৩ ক্লাডলিন প্রিষ্টেড এজেণ্ট

সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিক্রয়ের পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০
কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷০
মৎস্যপুরাণ। অচিরাৎ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
রত্নাবলী (বৈদেশিক দর্শন) ২৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত;

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৵৷
(৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ৸৷
ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৷

পুস্তকবাহনা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই তিন দিন অগ্র হইতে পুর্ব্ব মাড়না রেলওয়ে, ইণ্ডিয়ান পিনিসুলা তাঁহাদিগের চিরপুরুষ পার্শ্বীয় বর্ত্তী ইয়ার্ড ইণ্ডিয়ান রাখিয়া মূল্য এবং ডিলিভরি লইবেন, এবং মাসিয়ার জন্য এবং হিসাব জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এডোইন আর্কিন কার্ডমিন মেটেইক
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেণ্ট।

নরদেহ রহস্য।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গভাষার।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
মৌলিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ৷০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা শালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। যুঁইমালার ই আদ্যন্ত ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ৩, ডাকমাসুল ৴০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপ প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী সাধারণ পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা; পুরুষদিগের লিঙ্গসম্বন্ধীয় রোগের চিকিৎসা,

অন্যান্য বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধপূর্ণ এই পুস্তকে সংযোগকর্ত্তারা অতি সামান্য মূল্যে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় বার ছাপিবার উদ্যোগ হইতেছে সুতরাং পুরাতন মূল্য তাকমাসুল পরিবর্ত্তে ২ টাকা অগ্রিম লওয়া যাইবে।

২। কলেরা-অব্যর্থ, বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷০। এতদ্দ্বারা চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। হোমিও মেডিকাল অর্য্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা-দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শুশ্রূষা-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৴০
৫। উণ্ডিদ্ বিচার (ষ্টাডি) ৷৷০
৬। হুইলাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০
প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।
উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

সিয়ালিখিত দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রোক করা প্রস্তর নির্দ্মিত মর্ত্তমান পাইপ এবং উহার নির্দ্মিত সাইফন জলপাত্র ও বেঞ্চ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় গ্রামের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাওার স্লিড়।

ফায়ার ব্রে।

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর পাকা ইট গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রাসাদ দেক্ষ ক্রেশ দুরে গমন ধারে দিতে হইবে। ইটের মূল্য লক্ষ। এবং যে তাহাতে ইট দিতে আরম্ভ এ পে পারিবে দেওয়া শেষ হইবে উহা লিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ ক্রেষ্টেণ্ট ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আষাঢ় মাসের এক অঙ্ক অতীত হইল অদ্যাপি বিস্তর মেঘ হয় নাই, আকাশে মেঘ দেখিলে, গর্জ্জন শুনিলে মেঘ হয়, ক্ষণ প্রভা দেখা যায়। এরূপ দারুণ গ্রীষ্ম আমরা কখন অনুভব করি নাই। শস্য সকল ও অবসন্ন হইয়া, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একটী একটী করিয়া শুষ্ক হইতে চলিল, কৃষকদিগের আর আনন্দের সীমা নাই। মাঠ ও আউ ধান্য প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গেল, তিল শুষ্ক ধান্যেও মঙ্গল নাই বলিলেই হয়। যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহার সমুদায় অঙ্কুরিত হয় নাই। যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। গত বৎসর তাহা এরূপ চাষ হয় নাই তাহাতেই অনেক চাষা নিস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এবারেও যে ভাল চাষ হইবে, তাহার আকার নাই। ১২৭৯ অব্দের উড়ন্যার অভিনয় বুঝি বঙ্গদেশে হইয়া উঠে। রাজপুরুষদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

রথযাত্রা বিষয় লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায়।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কায়েল সাহেব রথ যাত্রা লইয়া যে ঘোরতর কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন, আমাদিগের মহানুভব লার্ড নর্থব্রুক তাহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আপত্তি রথে শ্রাদ্ধিকতা হয়। তন্নিবারণের সহজ উপায় শান্তি রক্ষকদিগের হস্ত। লার্ড নর্থব্রুক সেই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রদেশীয় মাজিষ্ট্রেটেরা রথের দিবসে কোন রূপে প্রাদুর্ভূতা না হয়, কেহ বলপূর্ব্বক কাহাকে রথ টানাইতে লইয়া না যায়, তাহার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান করেন, ইহাই লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত। ধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, ইহা কোন রূপ তাঁহার অভিমত নহে। তিনি ব্যবস্থার কৌশলক্রমে এই অভিপ্রায়টী প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বড় প্রিয় শাসনকর্ম্মচারিরা অত্যধিক ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া অনিষ্ট নিবারণের অপদেশে পাছে ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন, এই আশঙ্কাটী লার্ড নর্থব্রুকের হৃদয়ে লিখন কালে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল।

কায়েল সাহেবের তিলকে তাল করিয়া তুলা একটী রোগ। তিনি এই সামান্য বিষয় লইয়া যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন যাঁহারা রথযাত্রার স্বরূপ অবগত নন, তাঁহাদিগের মনে এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভাবিত নয় যে, হিন্দুদিগের পথে নরহত্যা করিবার কয় ও বিধি আছে কায়েল সাহেব তাহার নিবারণ চেষ্টা পাইয়া লার্ড বেণ্টিঙ্কের অপকীর্ত্তি, দোষ নিবারণের ন্যায় তা ভবর্ষের মঙ্গলোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লার্ড নর্থব্রুক উহার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, রথে সচরাচর মনুষ্য হত্যা হয় না, দৈবাৎ হয়। দৈবাৎ যে কাজ হয়, শান্তি রক্ষকেরা কিঞ্চিৎ সাবধান হইলেই অনায়াসে তন্নিবারণ হইতে পারে। কায়েল সাহেব যদি ধীর হইয়া কাজ করিতেন, তাঁহাকে এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত লার্ড নর্থব্রুকের কাছ পর্য্যন্ত যাইতে হইত না। গবর্ণর জেনরল যে ব্যবস্থা করিলেন তিনি স্বয়ংই তাহা করিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয় গবর্ণমেণ্টের সময় বৃথা নষ্ট করিয়া লজ্জা ও অপমান বোধ না করুন, কিন্তু আমাদিগের মন প্রসন্ন হয় না।

—:০:—

ভারতবর্ষে কিরূপ শাসন প্রণালী হওয়া উচিত।

সর্ব্বতন্ত্র প্রভুশক্তি সম্পন্ন যথেচ্ছাচারী রাজগণ শাস্ত্র যুক্তি আইন কিছুরই বাধ্য নন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারেই সমুদায় কাজ হইয়া থাকে। সকলের ইচ্ছা সমান নয়। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, শাসন প্রণালী তেমন হয়। দয়ালু দাতা উদারচেতা ভূপতির প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালী প্রজার যেরূপ সুখকারিণী হয়, স্বার্থপর নিষ্ঠুর রাজার সেরূপ হয় না। ৎসারে দ্বাদশটার ইংরেজ টিউডর স্টুয়ার্ট রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দুইজন রাজার শাসনপ্রণালী প্রায় এক রূপ দৃষ্ট হয় না। অগস্তস সীজার অবধি রোমের যত সম্রাট হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই শাসনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকার মুসলমান রাজগণের ত কথাই নাই। ইউরোপীয় কোম্পানির অধিকার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল শাসনকর্ত্তা ভারতবর্ষে আসিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের উপরে কর্ত্তা ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারাও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন রাজগণের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীও বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবাসিদিগের এ অবস্থা সুখের নয়। যদি শাসনকর্ত্তা সৎ হইলেন, ইহাঁরা সুখী হইলেন, আর যদি শাসনকর্ত্তা অসৎ

হইবেন। ইঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব পরিসীমা রহিল না। পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন প্রণালীর বিষয় আলোচনে কি কারণে কাহাকে নিযুক্ত করেন, তাহা লিখিত হইতে আমরা ক্ষান্ত হইলাম। অতএব ভারতবর্ষে একটী নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী করিতে গেলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহারাজ্ঞী পার্লিয়ামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব হওয়া আবশ্যক। মহারাজ্ঞী যে স্টেট সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনরল পাঠাইবেন, এ দুটী পদ রহিত করা কর্ত্তব্য। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এক একজন গবর্ণর হউন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত অধিকার হউক। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পদের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যখন নূতন কিছু করিতে হইবে, মহাসভায় তর্ক বিতর্ক হইয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে। মহাসভায় এদেশের সভ্যের উপরে ভারতবর্ষের বিষয় প্রসঙ্গ করিবার ভার থাকিবে। এদেশের প্রতি যাহাঁর আন্তরিক স্নেহ আছে, এদেশের হিত হইলে যাঁহার আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ সভ্যের উপরেই ভার সমর্পণ বিধেয়। যিনি ভারতবর্ষে গবর্ণর পদস্থ হইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া যাইবেন, আমাদিগের মতে তাঁহাকেই মহাসভায় সভ্য করিয়া তাঁহার উপরে ভারতবর্ষ বিষয় প্রসঙ্গ করিবার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহার গুণের যথোচিত পুরস্কার লাভে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, তিনি অন্তরের সহিত এদেশের হিত চেষ্টা করিবেন, এদেশীয় লোকও তাঁহাকে আত্ম প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া নির্ব্বৃতি লাভ করিবেন।

ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীই যদি ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী হয়, ভারতবর্ষ কদাচ পরস্পর ভেদে [illegible] হইবে [illegible] পারিবে না। ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালীর [illegible] করিলে, এমন [illegible] হয় না। ইহার গুণে ইংরাজ জাতি সর্ব্ব প্রধানতা লাভ করিয়াছেন। ভারতের উন্নতি ও জগতের মঙ্গলই ইহার এক মাত্র লক্ষ্যভূত। ইহার স্পর্শে পরাধীনতা দোষ শিথিল হইয়া যায়। মহারাজ্ঞীর শাসন প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশের ইয়ুরোপীয় পরাধীনতা ক্লেশ যে অনেক অংশে লঘু হইবে তদ্বিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ নাই। যে যে স্থানে ঐ শাসন প্রণালীর বাতাস লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে স্বাধীনতা বিরাজমান হইয়াছে।

লার্ড লেয়ার্ড ও লার্ড বর্ণক্লিফের রাজনীতি।

কবিগণ বর্ণনা করেন, চন্দ্র সকলের প্রিয়, কেবল পদ্মের নয়। লার্ড বর্ণক্লিফের রাজনীতি সকলের ভাল লাগে, কেবল পাল মাল সেক্রেটরির ভাল লাগে নাই। সম্পাদক বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের অবলম্বিত নীতির ঘোর কীর্ত্তন করিয়া লার্ড মেয়োর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়ান অবজর্ভর লার্ড বর্ণক্লিফের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লার্ড মেয়োর নিন্দা করিয়াছেন। যখন উভয়ের গুণদোষ পরীক্ষা প্রসঙ্গ চলিয়াছে তখন যদি আমরা কিছু বলি বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। একের নিন্দা অপরের প্রশংসা করি আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয়। যিনি যেরূপে কাজ করিয়াছেন, আমরা তাহার স্বরূপ বর্ণনা করি, পাঠকগণ বাছিয়া লউন করেন, উভয়ের রাজনীতির গুণ দোষ বিচার করিয়া লউন।

[illegible] কাল [illegible]

কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল কি পার্লিয়ামেণ্টারি কি বিস্তারণ স্থল, কেহ কি তাঁহাকে কখন কোন স্থানে লার্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মনোহর বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয় হরণ করিতে দেখিয়াছেন?

পক্ষান্তরে লার্ড নর্থব্রুক না দেখিয়া শুনিয়া কোন কাজ করেন না। ইঁহার অনেক পরামর্শ গ্রহণ করা আছে বটে, কিন্তু আপনার উপরেই নির্ভর। ইঁহার প্রজার সুখে সুখ ও প্রজার দুঃখে দুঃখ বোধ আছে। অনাবশ্যক কর করিয়া প্রজাকে অনর্থক ক্লেশ দিবার ইচ্ছা নাই। লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় ইনিও সঙ্কট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আসিয়া স্বচক্ষে বিদ্রোহ ঘটনা দেখেন নাই বটে কিন্তু লার্ডমেয়ো যেরূপ রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইনি সময়ে উপস্থিত না হইলে বিদ্রোহ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যাঁহারা লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা এ সকল বিষয় চিন্তা করেন নাই।

—১০:—

সৈন্য মধ্যে এদেশীয়দিগের প্রবেশ লাভ।

বাস্তবিক ইউরোপ আর কল্পিত ইউরোপ কতকগুলি ইউরোপীয়ের এই প্রকার সংস্কার আছে, এদেশীয়েরা আজিও গুরুতর কার্য্যের দুর্ব্বহভার বহনক্ষম হন নাই, ইহাঁদিগের শরীর তাদৃশ পটু সবল ও ক্লেশসহিষ্ণু নয়, সকল দেশের সকল প্রকার জল বায়ু ইহাঁদিগের সহ্য হয় না এবং যে কার্য্যে আপদবিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, ইহাঁদিগের রাজভক্তিও দৃঢ়তর পরীক্ষাসহ নহে। আমাদিগের রাজপুরুষগণেরও অনেকের মন এই দুর্বিষহ সংস্কারের সাংক্রামিকতা দোষের অপ্রান্ত নয়। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি লাভের মহান্ অন্তরায় সন্দেহ নাই। এই সংস্কারের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আজিও এদেশীয়দিগকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর কমিশনর প্রভৃতি উচ্চতর পদের যুক্তায় করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে এদেশের ভদ্র লোকেরা নিরন্তর সহকারে বারম্বার প্রার্থনা করিয়াও সৈন্য মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে সৈন্যদলে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসরের ন্যূন, সামাজিক অবস্থা উত্তম ও লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাঁহারাই সৈন্য দলে প্রবেশ করিবেন। তাঁহাদিগের শরীর যে পটু ও কর্ম্মক্ষম, চিকিৎসক দ্বারা তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। আর, যদি তাঁহারা অশ্বারোহ সৈন্য দলে প্রবেশের অভিলাষী হন, তাল রূপ ঘোড়া চড়িতে জানা চাই।

এদেশীয় যুবকেরা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াও যে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই। আমরা ইহাঁদিগের ক্ষমতা ও সর্ব্ব বিষয় গ্রাহিণী বুদ্ধির বহুধা পরিচয় পাইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট বারম্বার পরিচয় পাইয়াও যে এতদিন অন্ধ ও বধিরবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই ব্রত পালনের ন্যায়

কেবল ষ্টেটে [illegible]

তদুপর [illegible]

প্রাপ্ত ও সৈনিক [illegible]

হন, গবর্ণমেণ্টে [illegible]

শেষ দৃষ্টি থাকে। এদেশীয়েরা সৈনিক কার্য্যে সুশিক্ষিত হইলে কেবল এদেশের নয়, গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। যে কার্য্য হউক সুশিক্ষা ও অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার উন্নতি হয় না। এদেশীয়দিগের ক্রমে সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ দূর হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রথম লাভ এই প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনরূপ প্রধান কর্ত্তব্যটী সাধিত হইবে। দ্বিতীয়, এদেশীয়েরা এদেশীয় সেনাগণের অধিনায়ক হইলে বিদ্রোহ শঙ্কা উন্মূলিত হইবে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহকালে অনেক দুষ্ট লোকে চৌটা কাটা একটী ছল ধরিয়া অনেক নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধ সিপাহির বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া দেয়। কিন্তু যদি এদেশীয়েরা সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, দুষ্টেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। উহাঁরা গবর্ণমেণ্ট ও সিপাহী উভয়কেই উভয়ের মনোগত ভাব বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এদেশের লোকে এদেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারেন, ইউরোপীয়ের সেরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। সিপাহিরা নির্ব্বোধ ও মূর্খ। তাহাদিগের হিতাহিত বোধ থাকা দূরে থাকুক, পরিণাম দর্শনও শক্তি নয়। একটী মহৎ স্বার্থ হানির ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া তুলা তাদৃশ দুরূহ হয় না। কিন্তু কৃতবিদ্যদিগের নিকটে ঐরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ সহজ নয়। তাঁহাদিগের কার্য্য কারণবিবেক ও পরিণাম দর্শনশক্তি আছে। তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া ইষ্ট সাধন করা বড় [illegible] উপসংহারে বক্তব্য এই, যা [illegible] খা পড়া শিখিয়া [illegible] তা [illegible]

—ঈর্ষা করেন। আমাদিগকে মনোনীত করিয়া কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহা করিলে এতদ্দেশীয়দিগের মনোরথের সহিত গবর্ণমেণ্টেরও উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে।

—০—

এগ্রী লাইফ প্রস্তাব।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট-গবর্ণর ফায়েল সাহেবের এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু তিনি সকল পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা তাঁহাকে আজি একটী পথ দেখাইয়া দি। তৎপথের পথিক হইলে এদেশের প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই বিলক্ষণ লাভবান হইবেন।

অন্য অন্য দেশের লোকেরা গোমাংস আহার করে, ধান্যের উপরে তাহাদিগের তাদৃশ নির্ভর নয়। কিন্তু এদেশের লোক মাংসনিরত, এ কথা বলিলে অত্যুক্ত হয় না। একমাত্র ধান্যই ইহাদিগের জীবনযষ্টি। অতএব কৃষি কার্য্য ইহাঁদিগের চিরাভ্যস্ত। বঙ্গদেশে ধান্যও অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান ইহাকে উহার উপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের চাউল যে দেশে রপ্তানী না হয়, সে দেশ অপ্রসিদ্ধ ১৮৭১ অব্দে কেবল এক গ্রেট ব্রিটেনে ২১৬০৪৫১০ টাকা মূল্যের চাউল রপ্তানী হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চীন জাপান প্রভৃতি নানা দেশ আছে। অল্পদীর্ঘ ভারতবর্ষের তৎপোষণের পর যে চাউল নানা দেশ ব্যাপী হয়। ইহাতে পাঠকগণ অনুমান করিয়া লউন, ভারতবর্ষে কত ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এখানে কৃষিকার্য্য কেমন প্রচুররূপ। কিন্তু আক্ষেপ বিষয় এই, চিরকাল একরূপ কৃষি কার্য্য হইয়া আসিতেছে। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদির দ্বারা কৃষি প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা যায়, সম্পূর্ণ শস্য জন্মে সন্দেহ নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার উপায় বিধান চেষ্টা করেন, তদর্থই আমাদিগের অধাকার প্রস্তাব।

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যে যে প্রদেশে উল্লিখিত প্রকার অধিকসংখ্যক উচ্চ ভূমি আছে, তাহার সর্ব্বে অল্পপরিসর এক একটী খাল খনন করা কর্ত্তব্য। যেই খালে যে অংশ আবশ্যক থাকিবে, প্রয়োজন মত তাহা [illegible] লীয়ত কোন প্রকার পরিবর্ত্ত করা হয় না। চিরকাল যেমন অনাবৃষ্টি আছে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, ক্ষেত্রে দুই তিনটী কাল্লাস্ত্র রূপ চাস দিয়া ধান্য রোপণ করা হয়। পর্জ্জন্য দেব যদি অনুকূল হইলেন, শস্য হইল, যদি প্রতিকূল হইলেন, হইল না। কৃষিকার্য্যের এই শোচনীয় অবস্থা চিরকাল এদেশীয়েরা এমন ঊর্ব্বর দেশ বাসী হইয়াও সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হন।

যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা উল্লিখিত হইতেছে। এদেশের যে সমস্ত ভূমি পূর্ব্বে নিম্ন ছিল, অল্প জলেই জল বাঁধিত, কৃষির নিজ গুণেই অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, এখন তাহার ভূরি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ক্রমে সে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাহাতে অল্পবৃষ্টিতে ও অল্প পরিশ্রমে শস্য উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কৃষকদিগের যেমন অভ্যাস আছে, তাহারা তাহার অন্যথা চরণ করে না। তাহারা সেই সেকালের মত দুই তিনটী চাস দিয়া ধান্য রোপণ করে। যদি সুবর্ষা হয় তবেই কিছু হয়। কিন্তু যদি ঐ সকল ভূমির অবস্থা সংশোধন চেষ্টা হয় ও কৃষি প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা যায়, সম্পূর্ণ শস্য জন্মে সন্দেহ নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার উপায় বিধান চেষ্টা করেন, তদর্থই আমাদিগের অধাকার প্রস্তাব।

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যে যে প্রদেশে উল্লিখিত প্রকার অধিকসংখ্যক উচ্চ ভূমি আছে, তাহার সর্ব্বে অল্পপরিসর এক একটী খাল খনন করা কর্ত্তব্য। যেই খালে যে অংশ আবশ্যক থাকিবে, প্রয়োজন মত তাহা [illegible] সেচিয়া [illegible] সম্পন্ন হইলে [illegible] হইলে যে [illegible] হয়, তখন আর [illegible] আলস্য দোষেই [illegible], আর চিরন্তন সংস্কার বশেই [illegible] যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন ও [illegible] রোপণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিতেছে। কিন্তু আমরা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সেই সেই ক্ষেত্রে অন্য প্রকার অন্নের চাস করা হয় এবং সার দিয়া ও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করা যায় তাহাতে আশ্চর্য্যরূপ শস্য জন্মে। তৃতীয়, এতদ্দেশ ব্যবহৃত কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা আবশ্যক।

কায়েল সাহেবের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ আছে দেখিয়া আমরা প্রস্তাবগুলি করিলাম। এখন তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করুন। কৃষি বিভাগের একজন সুদক্ষ আরোহ, তিনি কৃষকদিগকে লওয়াইয়া কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য বপন করাইবার চেষ্টা করুন, অতীব ফল লাভ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৈশাখিক ধান্য হয় না, কিন্তু আশু ধান্য বিলে বিলক্ষণ জন্ম হয়। কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিলে কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ হইতে কিয়ৎদিন সম্পন্ন হইবার, সম্ভাবনা আছে। [illegible] [illegible] [illegible]

মুন্সেফদিগের কার্য্যদর্শন।

আমরা হাইকোর্টের একটী নয়কিট লাব দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। হাইকোর্ট জিলার জজদিগকে এই আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন অধীনস্থ মুন্সেফদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবেন। আমরা মুন্সেফদিগকে দুর করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এ আদেশ হয় নাই। যাহাতে মুন্সেফদিগের উন্নতি সাধন হয়, প্রধানতম বিচারালয়ের সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা, নয়কুলার দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই আমাদিগের আনন্দের কারণ। মুন্সেফেরা হাজার লেখা পড়া জানুন, তাঁহারা বিচার কার্য্যে নূতন। নূতন লোকের অনেক অংশে ত্রুটি থাকে। কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে সেই ত্রুটি সংশোধিত হইয়া আইসে। কিন্তু সে শিক্ষায় "নাপিতের পয়ের মাথা কাটিয়া ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষার" ন্যায় অনেক অনিষ্ট হয়। এরূপে শিক্ষা না হইয়া যদি বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ দ্বারা শিক্ষা লাভ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। প্রধানতম বিচারালয় সেই বাঞ্ছনীয় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয় বলেন, অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় মুন্সেফেরা কেমন কাজ করেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা স্বভাব উৎসাহ বিবেচনা ও কার্য্য নিষ্ঠা কিরূপ তাহাও লিখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের আফিসের হিসাব পত্রাদির বিষয়ও এবং মকদ্দমা কম কি বেসী তাহাও রিপোর্ট মধ্যে লেখা থাকিবে। অবশেষে প্রধানতম বিচারালয় স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছেন, জজদিগের স্মরণ রাখা উচিত মুন্সেফের ভ্রম দর্শন ও তাহার সংশোধন করা তাঁহাদিগের যেমন কর্ত্তব্য তেমনি তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন ও তাঁহার সাহায্য করাও তাঁহাদিগের (জজদিগের) কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুন্সেফ নবা বলিয়া অথবা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অথবা ইংরাজী জানেন না বলিয়া যে সমস্ত কষ্ট অনুভব করিবেন, জজ তাহা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় মুন্সেফদিগের বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মুতন আসিষ্টাণ্ট জাইণ্ট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের বিষয়েও ঐরূপ ব্যবস্থা করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

—:০:—

সংক্রামিক জ্বরের নিদান বিষয়ে
ডাক্তার মোয়েটের মত।

যাহার শরীরে বল নাই ও সাহস নাই, তাহার হাজার অস্ত্রশস্ত্র থাকুক, তাহা কোন কাজের হয় না। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল বলিয়া অনেক ইউরোপীয়ের এই সিদ্ধান্ত আছে, ইহাদিগের মূল্য অপদার্থ আর নাই। ইহাদিগের মুতন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, অধ্যবসায় নাই, ও উদ্ভাবনী শক্তি নাই। ইহাদিগের যে কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে কেবল পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ। এই সিদ্ধান্ত থাকতেই ইহাঁরা যাহা কিছু বলুন তাহা প্রায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশে সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ যখন কমিটি নিয়োজিত হয়, তৎকালে ঐ কমিটির একজন এদেশীয় সভ্য করিয়াছিলেন, রেলওয়ে হওয়াতে জল নির্গমের যে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, উহা পীড়া কারণ। তৎকালে ঐ বাক্যটী উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ডাক্তর মোয়াট প্রভৃতি বড় বড় লোকে ঐ রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। মোয়াট সাহেব লণ্ডনে হেল্‌থ মেডিকাল আফিসর আসে সিয়েসনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি কহিয়া ছেন, নদীতীরে বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা জল নির্গমের পথ রোধ হওয়াতে বঙ্গদেশে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমরা ডাক্তারী জানি না, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যাহারা ভিজে জায়গায় বাস করে, তাহারা সর্ব্বদা পীড়িত হয়। বর্ষাকালে এদেশে পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? ডাক্তারেরা তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন? বর্ষায় এদেশের আর্দ্রভাবই কি তাহার কারণ নয়? ডাক্তরেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাত উলটাইয়া যে ব্যবস্থা দিবেন, আমরা অনুভব বলে তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিতে পারি। লোকে অগ্রে ভুক্তভোগী হয়, তাহার পর বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদি বঙ্গদেশকে শুষ্ক করিয়া তুলিতে পারেন, দেখিতে পান সংক্রামিক জ্বর অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

যেমন এবার গ্রীষ্মের বিক্রম তেমনি আমাদিগের ঈশলবিহারী রাজপুরুষগণ মনের সাধ মিটাইয়া আমোদ করিয়া লইতেছেন। আজি গবর্ণর জেনরলের কালি লার্ড মেণিয়রের এইরূপ প্রায় প্রতিদিনই এক এক জনের বাটীতে ভোজ ও মাচ তামাসা হইতেছে। বিদেশীয়দিগের ভোগ সুখ সাধন করাই ভারতবর্ষের ধনের ভাগ্যে লেখা আছে।

পাঠকগণ দেখিবেন, প্রারম্ভে আমরা বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া অতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, দেবরাজ আমাদিগের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ককণার্দ্র হইয়া শনিবার রবিবারে এক পসলা ও রবিবারে এক পসলা বৃষ্টি দিয়াছেন। পাঠকগণ ঐ বৃষ্টির মহত্ত্ব যদি জানিতে চান, সংস্কৃতে যদি "নাই মামা অপেক্ষা কাণামামা ভাল" এই যে কথা আছে, উহা তাহার অপর উদাহরণ।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে [illegible]

হইয়াছে, যে ও অবস্থিতিকাল পূর্ব্বে সম্পাদক ছিলেন। কটসেজ সাহেব "ব্রাডফোর্ড অবজার্ভরের" সম্পাদক হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি এদেশে যে যে তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি এখনই আমাদিগকে দর্শন করিতেছেন।

পারস্যের সাহার নিকট হইতে একজন দূত আসিয়াছেন। ইনি এক্ষণে খোলকাতার রাজার নিকটে রহিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভালই কি?

অদ্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ফাস্সেল সাহেব দার্জিলিঙ হইতে যাত্রা করিবেন। তিনি বুঝি এবিষয়ের দারুণ গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টির সংবাদ পান নাই।

আসাম প্রদেশের ছোট আদালতের জজ রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেসনসের সিবিয়র আসিষ্টাণ্ট জজ এবং সেসিয়ন জজ হইয়াছেন। এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের উন্নতির সংবাদ শুনিলে আমাদিগের কিছু অধিক আনন্দ হয়।

কিছু দিন হইল, কলেক্ট মিষ্টর মিউমি সিপালিটি কমিশনের উপর টাক্স আদায় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনের প্রেসিডেণ্টের অনুরোধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সে টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। এ অঞ্চলের মিউনিসিপালিটী যদি বিক্রয়ের উপরে একটী টাক্স করেন, তাঁহারাও লাভবান হন, আমরাও একটু সুস্থির হইতে পারি।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বলেন, যে সকল দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা ক্রমে দুর্ম্মূল্য হওয়াতে পত্রে কাগজ হয় কি না, তাহার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি "ডণ্ডী এডবার্টাইজার" নামক একখানি সংবাদ পত্র পাটের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাট সস্তা হওয়াতে যে ক্ষতি হইয়াছিল, এই দ্বারে বুঝি তাহা পূর্ণ হয়।

বোম্বাই সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আমেদাবাদ নগরের ১৪ আইন প্রস্তুত করাতে প্রায় ৫০০ মুসলমান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা বলে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা নিতান্ত অসহনীয়, তাহাদিগকে যদি কারাগারে ফেলাইয়া রাখা হয় তাহাও বরং ভাল। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে আইন প্রণয়ন করেন, সেই আইন হইতে যত না হউক কর্ম্মচারীদিগের হইতে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

এবার নীলগিরির টাইমকোপা হোম হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৯০০ বন্দি টাইমকোপায় ছাড়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। আজি কালি এদেশে যেরূপ জ্বরের প্রাদুর্ভাব, তাহাতে ইহাদিগকে ফুলাইয়া উঠা ভার।

পিপলিয়রের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, কলীরেরা আবদুল রহমান খাঁকে কাবুলের আমীর করিয়াছেন। পিপলিয়রের পত্রপ্রেরকেরা সময়ে সময়ে অনেক আবাঢ়ে গল্প লিখিয়া থাকেন।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ১৩ টী মুদ্রা ও ছাপাখানার কলের কোম্পানি হইয়াছেন। বোম্বাই ব্যবসায়ে অগ্রী হইতেছেন বটে, কিন্তু অঙ্গলেণ্ড বঙ্গদেশের জিত।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত নবনাটকের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এবার ইহাতে পদ্যের পরিবর্ত্তে কয়েকটী সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মেদিনী পোশোয়ারে অত্যন্ত ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, অল্প দিন হইল বলহিটী গ্রামে চোরে এক ব্রাহ্মণের লাঙ্গল চোটাতে সিঁদ কাটিয়াছিল। চোর ও চৌকিদার উভয়েরই বাহাদুরি আছে।

আমরা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, মহাত্মা সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রত্যাগমূত সেই প্রতিবাদের অনুরোধন করিয়াছেন। উহাঁদিগের উত্তরের প্রতিউত্তরের প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, রামমোহন রায় ত্রিত্ববাদী ছিলেন না একথা, তাহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে অনেক লোক সকল কথা বুঝে না। বাংলাকে আমাদিগের অভিপ্রেত স্পষ্ট করিয়া বলা অভিপ্রেত পারেন না। তাহা ঐ রামমোহনের ঐশ্বর্য্য তাহার প্রতি দোষারোপ করা বৃথা।

সংবাদ পাওয়া গেল, ঐ সুদূর ব্রহ্মপুত্রের তীরবাসী ৭ জন সন্ন্যাসী গোঁসাইগণ কাশীধামে গমন করিয়াছেন।

মাদ্রাজ ট্রাইবুনের মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত মকদ্দমা হইয়াছে। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী প্রত্যেকে মুদ্রা দণ্ড এক শত টাকা।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন "আমাদিগের দেশে অরাজকতা হইল। এত পুলিস, এত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শান্তিরক্ষক থাকিতে এই অরাজকতা হওয়া সামান্য আক্ষেপজনক নহে। আজি কালি পাবনা, সাহাজাদপুর ও শিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বহুতর প্রজা জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া এক দলবদ্ধ ভাবে অন্যান্য এলাকার প্রজাদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিতেছে যে, তোমরা আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেও, এবং জমিদারের বিদ্রোহী হও, না দিলে বাড়ীঘর ইত্যাদি লুট করিব।" এই বিদ্রোহী প্রজাদিগের এইরূপ ভয়ানক অনিষ্টকর কার্য্যে কাহার হৃদয় ব্যাকুলিত না হয়? আমরা শুনিতে পাই, এপ্রকার এ অঞ্চলস্থ প্রজাদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকের বাড়ী ঘর লুটও হইয়াছে। শান্তিরক্ষকেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন? আমরা ইহা জানি, তোমাদিগের দুর্দ্দিবক্রমে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাহার বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই অরাজকতা নিবারণ করিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করুন।"

ইংলিসমান সিমলা ও অম্বালা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় এখনি ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। ঐ গ্রীষ্মাধিক্যহেতু অনেক স্থানে মৃত্যু হইয়াছে। কয়েকজন যাত্রী [illegible] হইল [illegible]

লিখিত ব্যয় করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে ২৪৪৪৬ টাকা, নদীয়ায় ৮৪৭, রাজসাহীতে ৭১৯৮, কুচবিহারে ৫০০, ঢাকায় ১০৫৩, চট্টগ্রামে ১০০, পাটনায় ১১০০০, ভাগলপুরে ৭২১৬, হোটনাগপুরে ১০৪৪১, আসামে ১২৪৬১ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকা কয়েকখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, পাবনা অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া অশেষবিধ উপদ্রব করিতেছে। তাঁহার মতে এটী জমিদারের সহিত প্রজার বিরোধ। দশ আইন এই অনর্থের মূল। আজি কালি অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারদিগের প্রতি কিছু অধিক প্রসন্ন হইয়াছেন। দশ আইন ঐ বিরোধের মূল কি অন্য কোন মূল আছে অগ্রে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অমৃতবাজারের উল্লিখিত প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। আমরা জানি দশ আইন না হইলে জামজিবারের ন্যায় এদেশে প্রজা দাসত্বের নিবারণার্থ অতন্ত্র চেষ্টা পাইতে হইত।

কাবুলের রাজদূত মামদুদ মহম্মদ সাহা ২০ এ জুন সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তৎপরদিন পাতিয়ালার রাজা তথায় উপস্থিত হন।

কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে লাহোরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের নিকটে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট সিতারে যে জেনরল পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়াছেন, তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সিকিম হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত একটী রাস্তা এটী হইবার প্রস্তাব হইতেছে। হইলে বাণিজ্য এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ সুবিধাহইবে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, সাধারণের সাহায্যের অভাবে রাজাজ মেডিকাল জর্ণা নামক সংবাদপত্র খানি এই জুনমাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইর "সুত" নামক একখানি সংবাদপত্রে মাসুহক নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নামে নালীশ করা হইয়াছে। সম্পাদক এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু অভিযোগকর্ত্তা তাহা শুনিতেছেন না। এইবার সুত ওকার হাতে পড়িয়াছেন।

সমাজদর্পণ একটী অতি সঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন। মেটিব ডাক্তারেরা অতি অল্প বেতন পান, কিন্তু তাঁহারা অনেক কাজ করেন। অতএব তাঁহাদিগের কিছু অধিক বেতন পাওয়া উচিত। অয় জল করিয়া দামসাগরের কিল যারা যে কথা আছে মেটিব ডাক্তারদিগের বিষয়ে তাহাই ঘটিয়াছে।

আমরা গ্রামবাসি নামে এক খানি পত্র পাইলাম। এখানি মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। মূল্য পাঁচ পয়সা। রাণাঘাট ইহার প্রকাশ স্থান। সম্বাদ পত্রের যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তার মধ্যে বুঝি বঙ্গদেশের কোথায় তাহিরা যায়।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে হাইকোর্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল শ্রেণীর জজদিগকে ঘটিকার মধ্যে বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তবে যে সকল স্থানে গ্রীষ্ম কালে প্রাতঃকালে কাছারি হয় সে স্থানে এ নিয়ম বর্ত্তিবে না। আজ্ঞাটী কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, তিন্নিই জজকে তাহা দেখিতে হইবে। এই আজ্ঞানুসারে কাজ হইলে অর্থি প্রত্যর্থি ও বিচারপতি সকলেরই সুবিধা হইবে।

এখানকার কায়স্থদিগেরই যে কেবল বিবাহে অধিক ব্যয় হয় এরূপ নয়, অনেক স্থলে এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের কায়স্থেরা যেমন নিশ্চিন্ত আছেন, অন্য অন্য স্থানের লোকেরা এরূপ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা এক একটী নিয়ম করিয়া এই ব্যয় কমাইবার চেষ্টায় আছেন। মুন্সী প্যারী লাল যে নিয়ম করিয়াছেন, আমার ৪ ব্যক্তি তাহার ভঙ্গ করাতে তাহাদিগের দণ্ড হই য়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে রামায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন, উহার দ্বিতীয় কাণ্ডের ষষ্ঠ ও সপ্তম দুই খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল।

আমরা দেখিতে পাই, অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, যদি কোন সংবাদ পত্র সম্পাদকের বাটীর কাছে তাহাদের বাটী হয়, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও আপনা দিগকে সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু সম্পাদক হইতে যাওয়া যে কত বিপদের নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

পারিসের কিগারু নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি একজন এক সংবাদ পত্রের আফিসে গিয়া সম্মুখোপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পাদক কোথায়? তিনি বলিলেন সম্পাদক কোথায় গিয়াছেন, সহকারী সম্পাদকের কথা জিজ্ঞাসা করাতেও বলিলেন তিনিও উপস্থিত নাই, এই কথা বলিয়া বলিলেন আপনার যদি বিশেষ কিছু বলিবার থাকে, আমাকে বলিলেই হইবে, আগন্তুক এই কথা শুনিয়া উহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক বিরাশি সিক্কার দুই মুষ্টি উপহার দিলেন।

১১ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

বেলারডের একজন চীন একজন প্রতিবেশীর একটী বিড়াল চুরি করিয়া আনিয়া উহা রন্ধন করে এবং সেই বিড়াল স্বামীকেই নিমন্ত্রণ করে। এই অপরাধে উহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহাতে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, বিড়ালের মাংস খাওয়া বন্ধ চীনদিগের অভ্যাস বন্ধ কলিকাতাবাসী চীনদেশীয়েরা উহা খান কেন? বোধ হয় লজ্জা পান। বিড়ালের মাংস মুখে যায় এটী আমাদিগের নূতন জ্ঞান হইল।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা ৭ ই জুন লিখিয়াছেন, গত রাত্রিতে দুর্ক স্থান হইতে একদূত আমীরের নিকট আই সেন। তিনি যে একখানি গোপনীয় পত্র আনিয়াছিলেন আমীর তাহা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে প্রায় দুইঘণ্টা কাল ঐ দূতের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। যখন অন্তঃপুরে যান তখন তাঁহার মুখমণ্ড

অস্তরস্থ স্নান ছিল, ইহাতে বোধ হয় পত্রখানি ভ কে ন অন্তত সমাচার ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী (সর্দ্দার আবদুল্লা খাঁর মাতা) দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি "লিখেছে " কিছু নয় " তিনি অধিক পীড়াপীড়ি করাতে খাঁর অবশেষে বলিলেন, আফগান স্ত্রীদের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার শত্রু, তিনি কি কারণে কিছুই জানিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অধিকাংশ লোকে যে স্বামীদের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একথা বড় বিশ্বাস হয়।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, মজঃফরপুর কৌজদারী আদালতে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। ৩ জন দুষ্ট লোক একটী স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাশ করিবার অভিপ্রায়ে এক দিবস সন্ধ্যাকালে যখন ঐ স্ত্রীলোকটী কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল, সেই সময় উহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং নানা রূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা ও অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য চেষ্টা করে। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় আর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া যাইতেছি লন, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে তথায় উপস্থিত হন এবং এই ব্যাপার দেখিয়া নিকটস্থ থানায় এবং উক্ত স্ত্রী লোকের স্বামীর নিকটে সংবাদ দেন। পরে স্ত্রীলোকটীর স্বামী আসিয়া তাহাকে বাটীতে লইয়া যায়। অতএব আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উহাদিগের দুই জনের দুই বৎসর এবং আর একজনের এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড দিয়াছেন।

এক পত্রিকা মুরসিদাবাদ হইতে টেলিবি উসে নিম্ন লিখিত অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লিখিয়াছেন, আমাদের কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ আছে। একজন মেয়ে একটী বানর ও একটী ছাগল লইয়া রঙ্গপুরহাট হইতে বরহমপুর যাইতেছিল। পথিমধ্যে ডাকাইত তাহাকে ও ছাগলটীকে মারিয়া ফেলে। বানরটী কোনরূপ পলায়ন করে। ডাকাইতরা উহাদিগকে মারিয়া যেখানে ফেলিয়াছিল বানরটী তাহা জানিত। সে ঐ ঘটনার পর মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে গিয়া উঁহার পায় ধরিয়া বানরদিগের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকে। মাজিষ্ট্রেট উহার সঙ্গে-ছাড়িবার লোক দেন। বানর উহাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দেয়। তথায় একটী পুষ্করিণীর মধ্যে একবার মাথা এক বার উঠে-এইরূপ করিতে লাগিল। ঐ দুষ্ট লোক ইহা দেখিয়া অনুসন্ধান করাতে তন্মধ্যে ঐ মৃত মানুষ ও ছাগল পাইল। পরে মাজিষ্ট্রেট সেই পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের যাবতীয় লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়া উহাদিগের মধ্যে সেই বানরকে ছাড়িয়া দিলেন। বানর সেই গ্রাম হইতে দশজন অপরাধীকে বাছিয়া বাহির করিল। উহাদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। আসামীরা দোষ স্বীকার করিয়াছে। বহরমপুরে মকদ্দমা চলিতেছে। এই-ঘটনা দ্বারা ডারউইনের মতের পোষকতা হইতেছে। বানরের দেহ বলিয়া গিয়া মানুষের জন্ম হইয়াছে বোধ হয়। আমরা পূর্ব্বে একবার গল্প শুনিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুর ভাবে একটী বর্ষের ষাঁড়কে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া ষাঁড় এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিয়াছিল।

১২ ই আষাঢ় বুধবার।

সাংক্রামিক জ্বর অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতিতে ও মজঃফরপুরে হায় হায় করিল, আমরা মজঃফরপুরের ভাগ্যে আর একটী নূতন উপদ্রবের উপক্রম দেখিতেছি, এখনো পক্ষপাল ছিল না, কিন্তু উহাও ক্রমে বঙ্গদেশের নিকট হইয়া আসিতেছে। সেদিন রাজসাহী ও রাণীগঞ্জে পক্ষপাল দেখা দিয়াছিল। ৮০ সাল আমাদিগকে অনেক উপদ্রব দেখাইবে।

সিভিলার ছাড়া পুলিসের লোকাই এবং পুরা অবসার্ভ বাহির হইতেছেন। আমাদিগের প্রজার মঙ্গল চিন্তা করিতে না হয়, উঁহাদিগের দেশ অবলোকনে অনেক অবসর থাকে।

আজমীরের মেও কালেজটীর আরম্ভ হইয়াছে, এটী ও মহিসুরের ন্যায় রাজপুত্র দিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ও

নীল বহিল-বণিকের পত্নী, অনেক আমি অন্তত হইতে হইয়ে পুরাণ বইয়া বসা।

আজমীরের মেও কালেজ বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২০ বর্ষীয় দেশীয় পদাধিকারী রাজার প্রায় বেড় শত সৈন্য ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ইলেকসন্ মকদ্দমার খরচা এ পর্য্যন্ত ১৯০০০০ টাকা হইয়াছে, লর্ডসেবহুমান করিতেছেন, অন্ততঃ সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০০০ টাকা খরচা হইবে। বলদেবা কত টাকার দিবস লইয়া?

ইংলিশম্যান বলেন, লর্ডসেবি আমুদে একটী স্ত্রীলোক একটী বালিকাকে বধ করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি লয়। অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে স্বামীর সিরায় স্বামী তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞানুসারে মৃত বালিকাটীর স্বামীরেরা গলায় দড়ি দিয়া উহাকে বধ করিয়াছে। এ এক নূতন।

আগামী সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে যে দেশীয় সাক্ষী মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপযুক্ত পাথেয় দেওয়া হইবে এবং যত দিন তাঁহারা ইংলণ্ডে থাকিবেন, তাবতে তাঁহাদিগের কোন কষ্ট না হয় বিশেষরূপে সে চেষ্টা করা হইবে। সাক্ষিগণকে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নিকটে ৪ঠা জুলাইয়ের পূর্ব্বে আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। তাঁহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন তাহা ঐ আবেদনে লিখিত থাকিবে। আফগনকে আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইবে না। আবেদন দর্শনে যাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে তাঁহারাই যাইতে পারিবেন। আবেদনকর্ত্তা মনোনীত হইবেন কি না অগ্রে তাহা জানিয়া এদেশীয় [illegible]

চাঁদর বিছাইয়া তদুপরি কতকগুলি মুক্তা ছড়াইয়া দিল এবং একটী ছুরি ও একটু সুতা ফেলিয়া দিয়া একটী বাদুড়কে বলাতে সে পায়ে ঐ ছুরি ও সুতা ধরিয়া ঠোঁট দিয়া এক একটী মুক্তা লইয়া গাঁথিয়া উত্তম মালা প্রস্তুত করিল। তৎপরে প্রায় ৫০ ।৬০ জনের নাম ও এক একটী নম্বর ইংরাজীতে এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া কাগজগুলি ছড়াইয়া দিয়া দর্শকগণ উহার মধ্য হইতে একটী নাম বাছিয়া লইতে বলাতে পক্ষীর স্বামী একটী টিয়াকে ঐ নাম নম্বর এবং যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে তাহা বলিয়া দেওয়াতে পক্ষীটী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া ঠোঁট দ্বারা ২।৩ মিনিট ধরিয়া বাছিয়া সেই নামটী যে কাগজে লেখা ছিল তাহা আনিয়া দিল। নম্বর লেখা থাকে বলিয়া অনেকে আপত্তি করাতে নম্বর শূন্য অনেক নামও পক্ষীটী ঐরূপে আনিয়া দেয়। দেব নাগর পারসী এবং বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত নামও ঐরূপে বাছিয়া আনিয়াছিল। এই পক্ষী কেবল যে নানাভাষায় পণ্ডিত এরূপ নয়, ব্যায়াম বিষয়ে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ইহার লাঠী খুরাণ প্রভৃতি দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় উহার ব্যায়াম পটুতা দর্শনে পত্রপ্রেরক আশঙ্কা করিয়াছেন, কাম্বেল সাহেব টের পাইলে এই পাখীটী লইয়া গিয়া হুগলী পাটনা ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সিবিল সর্ভিস শ্রেণীর ব্যায়াম শিক্ষক করিবেন সন্দেহ নাই। কেবল ব্যায়াম শিক্ষা কেন যখন ইহার ৪। ৫ টী ভাষায় অধিকার আছে, তখন প্রেসিডেন্সি কিম্বা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক করিবার সম্ভাবনাও আছে। এ যে সেই কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন দেখিতে পাই।

মেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩০০০০ মাইল রেলওয়ে হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক রেলওয়ে প্রায় ইউনাইটেড ষ্টেটসে আছে। অষ্ট্রিয়াতে ৭০০০ মাইল কলীয়ায় ৮০০০ মাইল হইয়াছে এবং ৫০০০ মাইল প্রস্তুত হইতেছে।

সম্প্রতি ঢাকে ঘৃত হইল, সম্প্রতি আমেরিকায় মুর্ণিবায়ু হইয়া একটী বাটী প্রায় ৬০ ফুট উর্দ্ধ শূন্যে উঠিয়া ছাদ নীচে ও তলা উপরে হইয়া পতিত হয়। কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গুলহের ক্ষতি হইয়াছে, এটী দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু গুলহের বিনা ব্যয়ে বিনা আয়াসে মেরামত হইল।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা একটী অদ্ভুত বিচারের কথা লিখিয়াছেন যদি আর দুই চারিটী এইরূপ হয়, বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যা শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইলে সেখানে তাহার শুশ্রূষা হইবার সুবিধা নাই দেখিয়া আপন বাটীতে লইয়া আইসে। জামাতা তাহার নামে এই বলিয়া নালিশ করে যে সে কন্যাকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। চুরী প্রমাণ হইল না। কিন্তু স্ত্রীলোকটী কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিচারপতি তাহার ৬ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। নালিশ হইল চুরীর দণ্ড হইল বেশ্যা করিবার সন্দেহের। এ মন্দ তামসা নয়।

১৩ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

গত এপ্রেল মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৭০৯৮৩ টাকা মূল্যের ১৩০০৫ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, বাঙ্গালোরের এক জন দেশীয় ব্যক্তি ১৮০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী দাতব্য স্কুল খুলিয়াছেন এ বিষয়ে আর টাকা দিয়াছেন। এটীও অন্যান্য দেশীয় ধনবানদিগের পক্ষে একটী সৎ দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, ৫০ টাকার ন্যূনের বিশেষ আপীল একজন মাত্র জজ শ্রবণ করিবেন, এবং তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল দুই জন জজে শ্রবণ করিবে এই নিয়মানুসারে গত কল্য অবধি বিচারপতি ফিরার ঐরূপ আপীল শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

২১ এ জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে এখনও বৃষ্টির সবিশেষ অভাব রহিয়াছে। বর্দ্ধমানের পশ্চিম ভাগে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। এখানে এবার পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে। রাজসাহীর সংবাদ মন্দ নয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রামেরও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পঙ্গপাল আসিয়াছে। পাটনা এবং তাগলপুরে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে, কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে। পুরী কাজারিবাগ এবং লোহারডগাতে বৃষ্টি নাই। আসামের সংবাদ এক প্রকার মন্দ নয়। কিন্তু বসন্ত ও ওলাউঠা হইতেছে। শিবসাগর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে গত পীড়া ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

কেু ও অব ইণ্ডিয়া সিমলা হইতে টেলিগ্রাফযোগে মোমিনের পতন এবং পাদ্বি সমিনের পরাজয় সংবাদ পাইয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক বলেন, পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গ্রেভিস সাহেব সম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, লর্ড মর্লব্রক সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন করা আশ্চর্য্যের নয়। রাজস্ব বিষয়ে খুঁটিবার সময়ে সকলের সিং সোজা হয়।

আসাম পর্য্যন্ত যে একটী রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইতেছিল, ষ্টেট সেক্রেটারি আপাততঃ তাহার অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন, যে সকল রেলওয়ের প্রস্তাব হইতেছে, তাহার কিরূপ আয় হইতে পারে ভারতবর্ষ হইতে তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে না পারিলে এক্ষণে আর অধিক রেলওয়ে করা কর্ত্তব্য হয় না। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন গোয়ালন্দে কেরি হইতে ময়মনসিংহ এবং গারোপর্ব্বতের নিম্ন দিয়া আসাম পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিলে লাভ হইতে পারে। কেু ও অব ইণ্ডিয়া, কাম্বেল সাহেবের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। কেু ও কাম্বেল সাহেবের সকল কথাই সুন্দর দেখেন।

আসামবাসিদিগের আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আসামে যতদূর কুকর্ম প্রভৃতি উপাধি

গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এদেশীয়দিগকে ডিষ্টার ও এক্সেরার ব্যবহারের যে চেষ্টা হইতেছে, আসামে নাগা ও কুকি বিদ্রোহ কি তাহার কুফল স্বরূপ বলা যায়? এরূপ হইলে, কালী ও দুর্গা প্রভৃতি দেবগণের নামে এদেশীয়দিগের যে ভাব জন্মে, তাহারও ত সবে কবে অন্ত উঠে বলা যায় না। ঐ নামগুলি রহিত হইলেই রাজপুরুষদিগের সংকল্পিত আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে হইয়া উঠে।

এ সকল ভাবি একটু বুদ্ধির পরিপাক না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয় না, কিন্তু যাহারা পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্ব বিলক্ষণ লয় না। তাঁহারা আমাদিগের সন্তান সন্ততিকে ১০। ১২ বৎসর বয়সে একবারে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। ডাক্তর বিকাশিনী এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "আমরা দেখি বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ১০। ১২ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকল আন্দোলন করিতেছে। কেহ ইংরাজি শাস্ত্র কেহ জ্যোতিষশাস্ত্র কেহ বা বিজ্ঞান তুলিয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় যত্নকে কথাগ্রহণ বুঝাইতে গলদ্ঘর্ম হইতেছেন, তাঁর বাণিজ্য বায়ুর কারণ বুঝিতে পারিল না বলিয়া শাসন করিতেছেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের কথা বুঝাইতে পারিতেছেন না।" ইত্যাদি।

ফ্রান্স অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল এক্ষণে [illegible] যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কিছু বর্দ্ধিত করা হয় এ জন্য [illegible] রাজা এক কারণের পাণ্ডু- [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible] করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় [illegible] বিষয়ে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট-দিগকে [illegible] করিয়া ঐ খানি তাহাদিগের [illegible] করিয়াছেন। কিছু বাড়াইতে [illegible] অপেক্ষা বয়স বিষয় হওয়া অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

এ সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন যে [illegible] গঙ্গার নিকটবর্ত্তী [illegible] তাহার পুলের নিকটে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারীদের এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে আর একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। মৃত দেহেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সেবারকার হত্যাকাণ্ডের সময় হত ব্যক্তি মৃত্যু কালে এরূপ বিকট চীৎকার করিয়াছিল যে, নিকটস্থ পল্লীর বিশেষতঃ গঙ্গার অনেক লোকে তাহা শুনিতে পাইয়াছিল উহার কিছুক্ষণ পরে "কাতলা পড়িল" বলিয়া একটী চীৎকার ধ্বনি হয় তাহাও লোকে শুনিতে পাইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুলিস নিকটে আছে, তথাপি এই সকল ঘটনা ঘটিল।

১৪ ই আষাঢ় শুক্রবার।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল, রূপগঞ্জ থানার নিকটে কালী চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে ৪৮০ টাকা পণ লইয়া কলিকাতার ত্রিপুরা নামক একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে তাহার ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল। উহারা কন্যাটীকে রাখিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করে। রাত্রিকালে কন্যাটীও প্রস্থান করিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর কন্যাটীকে এক জঙ্গল মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সে কিন্তু আপনাকে খৃষ্ট কন্যা বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাতে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরাকে কলিকাতা হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীকে পাওয়া যায় নাই। কেবল ইহাই ত্রিপুরা বলে, দুজনে আজি কালি করে ত্রিপুরা ও ত্রিপুর অনেক মিলে।

আমরা শুনিতে পাই আলীপুরের এক জন আইনজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি জরুরী মকদ্দমাদিগকে সাক্ষিদিগের কাণ বলিয়া দিতে বলেন, দুই একজন সাক্ষীর কথা শুনিয়াই ছেড়ে দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় ইহাঁদিগে অনুরোধ করিয়া আনিয়া আইনজ্ঞ করা হইয়াছে থাকিবে।

খেলা হইতেছিল, [illegible] বাজী জিতিয়াছেন। বিচার [illegible] শেষ হয় নাই। টেলিগ্রাফ যোগে খবর আসিতেছে। বোম্বাইয়ে সেই ৭ বৎসরবয়স্ক [illegible] সাহায্যে [illegible]

১৫ ই [illegible]

কিছুদিন হইল, সেই [illegible] এক ব্যক্তি নাবা নামে [illegible] সাহায্যে কালীনাথ সাহার স্ত্রীকে [illegible] করিয়া লইয়া যায়। মোসিয়ামের বিচারে উহারা উভয়েই মুক্তি লাভ করিয়াছে। অদ্য দুই জনের সাক্ষ্য লইয়াই জুরয়দিগকে বলিলেন, ইহারা অপরাধী নয় তোমরা এই মত দেও। জুরয়েরা সেই মত প্রকাশ করাতে উহাদিগকে মুক্ত করা হইয়াছে। অদ্য যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, জুরয়দিগকে যদি সেইরূপ করিতে হয় এরূপ লাক্ষীগোপাল জুরয়ের প্রয়োজন কি?

ঘিরর বলেন, আয়ুসংস্কার সভার প্রতিষ্ঠিত দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বর্ণপাঠ স্কুলে গবর্ণমেণ্ট যে বার্ষিক ২০০০ টাকা দিতেন, উড্রো সাহেব অনুরোধ করাতে গবর্ণর জেনরল উহা আর ৫ বৎসরকাল দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইডেন ইউরোপীয় কনষ্টেবলদিগের বলেন, সম্প্রতি ৫ গণিত পঞ্জাব অঞ্চলের সৈন্যদলের জন্য তেরা ইস্মাইল খাঁ হইতে উটে করিয়া যে সকল দ্রব্য জাহাজাদি বোঝাই হইতেছিল, পথি মধ্যে [illegible] করে। এই জাতি [illegible] করিয়াছে।

[illegible] বোম্বাই [illegible] করিতেছেন। [illegible] স্ত্রীলোক [illegible]

দেশীয় তন্তুবায়দিগের ক্রমশঃ উন্নতির হ্রাস হইতেছে। বরিশালবার্ত্তাবহ একটী প্রস্তাবের উপসংহারে লিখিয়াছেন "দেশীয় তন্তুবায়দিগের মধ্যে অনেক ভাল ভাল কারিকর আছে, তাহারা উৎসাহ পাইলে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, কাঁসরাই, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। ইহারা পূর্ব্বে বহুর বহুর বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, এখন তাহার চতুর্থাংশও হয় না। যে যে কার্য্য দ্বারা দেশের আন্তরিক উন্নতি হয় সেগুলির প্রায় এই দশা ঘটিতেছে। এ সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টা না হইলে গবর্ণমেণ্টের না আছে দেশের সে সম্বন্ধ। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের সন্দেহ নাই।

এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আউলার গাড়ি সকলদিন ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত করে না। ৮। ৪৫ মিনিটে সোণাপুর ষ্টেসনে গাড়ি আসিবার কথা। ১১ এ জুন রবিবার ১০॥ সাড়ে দশটার সময়ে আসিয়াছিল। এরূপ অনিয়ম হইলে অনেকের অসুবিধা হয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্পণ বলেন, সেদিন বরিশালে কাঁথা-চুরি অপরাধে একজন পাগলের ১ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। চোর দণ্ডদাতা না সংবাদদাতা কে পাগল আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কাবেল সাহেব অসভ্য জাতি মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের প্রস্তাব করাতে ঢাকা প্রকাশ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহার কোন কারণ দেখি না। খৃষ্ট ধর্ম্মই অসভ্যকে সভ্যতা সোপানে আরূঢ় করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। তবে যাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম আছে সেখানে উহার প্রচার চেষ্টা মঙ্গলের হয় না।

বিন্দু বিসর্গবিণীতে দৃষ্ট হইল কেষল সাহেব ঢাকা অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীয় মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ হিন্দুদের কি মুসলমানদের রীতি অনুসারে হয়, তাহারা কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে বিবাহরীতি কিরূপ স্ত্রীলোকেরা কোন ক্ষেত্রে যায় কি না পরিশ্রম করে কি না তাহাদের মোল্লাগণ হিন্দুদের ব্রাহ্মণের ন্যায় ধূর্ত্ত কি না, আর তাহাদের টাকা থাকিলে তাহারা তাহা কোথায় কি ভাবে রাখে সিন্দুক ইত্যাদি আছে কি না, এই সকল বিষয় প্রকৃত বিবরণ জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন। কাবেল সাহেবের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা সাটী কৌতুকাবহ। তিনি মুসলমানদিগকে যে, রূপ জানেন তাহারা সেরূপ নহে। তাঁহার ঐ শ্রেণীর উন্নতি সাধন বিষয়ে যে বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছে, ইহা আমাদিগের অতিশয় আনন্দের বিষয়।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ জুন। সম্রাজ্ঞী খরচপত্রে যে মুক্তহস্ত তাহাতে বিবানদিগের ৬০০০ সৈন্য ৩৫ টী কামান ছিল এবং ঘ ক্ষত রক্ষার্থ ৩০০০ সৈন্য, ৩০ টী কামান ছিল।

লণ্ডন ২১ এ জুন। গত কল্য পারসোর সাহা গুলস্তর ব্রাঞ্চীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি সিলডহ্ল সমন করেন। তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

তুর্কির সুলতান পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। সমবায় পারসোর সাহা উলউইচ দর্শন করেন। তথায় ডিউক অব এডিনবরা তাঁহাকে অশ্ব পাঠ দেখান।

সেণ্ট পটসবর্গ নেটস বলেন, খিবার অধ্যক্ষ তেরিয়ার বামতীরে কসাকস দল অধিকার করিয়াছেন।

পারিসে জনশ্রুতি এই, সম্রাট উইলিয়ম এরূপ পীড়িত হইয়াছেন যে আর তাঁহার রাজ্য রক্ষা করা দুষ্কর। যুবরাজের উপর রাজ্যের সমুদায় ভার দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

আমেরিকাতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

মাল্টা এড ২২ এ জুন। স্পেনরমন্ত্রিগণ পুনরায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। পারসোর সাহা ইংলণ্ডে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি একখানি উৎকৃষ্ট ঘড়ি ও কেম্বিজের ডিউককে এবং তাহার ভার্য্যাকে এবং ওয়েলসের প্রিন্সেসকে হার দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। লর্ড প্রংবিন বলিয়াছেন তিনি শীঘ্র ভার্জিবার সমভীয় যাবতীয় কাগজ পত্র সর্ম্ম সমক্ষে উপস্থিত করিবেন।

অদ্য উইণ্ডসর পার্কে ৭০০০ সেনার কাওয়াজ হইয়া গিয়াছে। সম্রাজ্ঞী পৌত্র গণকশীয়ার রাজা ও রাজকন্যা তথায় উপস্থিত ছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
আদেশানুসারী
নিয়োগ।
ইউরোপীয় ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত মেজর ই ওয়াই এডমিনষ্টন সাহেব (যিনি কাছাড়ের সহকারী কমিসনর ছিলেন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রর ও কলেক্টর হইলেন।

১৩ ই জুন। শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব কতিপয় দিনের জন্য বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইবেন এবং পীমস্থ বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। ইনি ঐ বিভাগের জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৬ ই জুন। বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহে প্রথম শ্রেণীর একজন সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বসু ময়মনসিংহে একজন প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে চাকরি সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাজ পুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু অক্ষয়কুমার গুপ্ত চাকরির একজন প্রথম সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৯ এ জুন। কুষ্টিয়া বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদনীমোহন সিংহকে দুই দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠাইয়াছেন।

২০ এ জুন। ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি হিউট সাহেব ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রাক্তনীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস সব রেজিষ্টর বদলী হইলেন।

বাঁকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ এচ, হ্যারিসন সাহেব পাটনায় বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত বাবুগণ প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন—

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু। হাজারিবাগ।
" ব্রজমোহন রায়। পাবনা।

নিম্নলিখিত বাবুগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু [illegible] হত্যা সম্বাদ।

বাবু বিহারিলাল [illegible] হুগলি।

" [illegible] ২৪ পরগণা।

" [illegible] হাবড়া।

" আশুতোষ [illegible] ২৪ পরগণা।

" [illegible] নদীয়া।

ইহা ভিন্ন ১৮৭৪ অব্দের সর্ব্বশিক্ষিত ও ইংরিজি [illegible] পরীক্ষা দিতে হইবে।

২০ এ জুন। [illegible] সম্ভ্রান্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডি [illegible], সার। মুরসিদাবাদ।

বাবু বিহারিলাল গুপ্ত। বাখরগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, এমরল্ড। খুলনা।

২৩ এ জুন। বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি অভিযুক্তাপরাধী কমিশনর বাবু [illegible] আমাদের আসামের সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়াছেন।

বাবু [illegible] ঝাঁ ডিপুটিদের জন্য অধ্যক্ষ সংবাদপত্রের তালিকা হইবেন।

শ্রীযুক্ত জে [illegible] সি সিভিল সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

বাবু [illegible] ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক [illegible] হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা পাইবেন।

[illegible], সল, ডাম্পিয়র
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

[illegible]

[illegible] এবং ডেপুটি [illegible] বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল [illegible] ১। ডনেট কতের সঙ্গে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটি [illegible] বাবু [illegible] এল এল, চতুর্থ [illegible] প্রমোশন হইবেন এবং [illegible] এবং তত্রত্য [illegible] হইবেন।

[illegible] বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible], [illegible] জন্য বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি [illegible] হইবেন।

[illegible]
মজঃফরপুরীয় গবর্ণমেণ্টের
[illegible] সেক্রেটারি।

আমাদিগের নিজলাঙ্গু সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৭ ই জুন-রবিবার দিবাগত সময় শিবলা পাহাড়ে একজন আফিসরের একটী ঘোটক পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া অসময়ে বিনষ্ট প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ ঘোটকটী কাপ্তেন বরেল সাহেবের। ইহাঁর অশ্বে আরোহণ করিতেছিলেন, ঘোটকটী ভীত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎগামী হইতে লাগিল এবং একেবারে উচ্চ এক শৃঙ্গ হইতে নিম্নে পতিত হইল, কাপ্তেন বরেল সাহেব অশ্ব উঠিতেছিলেন হঠাৎ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। অশ্বটী গড়াইতে গড়াইতে নিম্নে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কাপ্তেন বরেল সাহেব অতিশয় দক্ষ অশ্বারোহী, তজ্জন্যই কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়াছেন। পর্ব্বত প্রদেশে অশ্বারোহণে গমন অতি কঠিন, অল্প মাত্র অসাবধানতা হইলে জীবন সংশয় হয়।

১৭ ই জুন একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। কটন নামক একজন ইংরাজ বণিক রঙ্গে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন একে পর্ব্বত স্থান বন্ধুর ও প্রস্তরময় তাহাতে রজনী অন্ধকারময়, এ অবস্থায় বিপৎপাত না হওয়াই আশ্চর্য্য। কটন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হন ও একেবারে অজ্ঞান ও চৈতন্যহীন হইয়া পড়েন। তদবস্থায় এক দিন জীবিত ছিলেন। ১৭ ই অপরাহ্ণে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কটন সাহেব একজন সুচতুর কার্য্যদক্ষ বণিক ছিলেন, তিনি লোকানুরাগিতা গুণে প্রায় সিমলাস্থ সকল লোকেরই প্রিয় ছিলেন; ১৮ ই জুন তাঁহার সমাধি কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। তিনি ঘলাটিয়র সৈন্যদলের একজন কর্ণেটার ছিলেন, তজ্জন্য সিমলাস্থ সমুদায় ঘলাটিয়র সৈন্য যথাযোগ্য সামরিক বেশ ধারণ করিয়া বাদ্য

[illegible] সময় পুলিস তাঁহার [illegible] করেন।

[illegible] সিমলার [illegible] রীতা বিলক্ষণ প্রবল [illegible] অত্যাচার করিলে কোন কথাই কাহারও কহিতা যাই, [illegible] করে। ঘটনাটী [illegible] শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। গত ২ রা জুন অন্ধ প্রহরে [illegible] আফিসের কর্ম্মচারী এক বাবু আফিসের সাহেবের ইচ্ছা ক্রমে কার্য্য করিবার জন্য সিমলার কাছারিতে উপস্থিত হন। ১ লা বা ২ রা সমুদায় গবর্ণমেণ্ট আফিসের লোকেই বেতন আনিতে যান, সুতরাং টাকা লইবার অতিশয় গোলযোগ হয়। সিমলায় একটী স্কুল আছে। স্কুল হইতে দেবী নামক একজন দারবান ও টাকা লইতে আসিয়াছিল। দেবী বল করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, [illegible] পাহারাওয়ালা তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, দেবী খাপিয়ে আসিয়া পড়িল এবং উক্ত বাবুর পা কাড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে বাবুর আঘাত লাগিল। উক্ত বাবু তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তন্নিবন্ধন গোল হইল। তাঁহাতে সিমলার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মেপিয়র সাহেব আজ্ঞা দিলেন, যে যে ব্যক্তি গোলমাল করিতেছে তাহাদিগকে হাজতে দাও। পাহারাওয়ালা দেবী দারবানকে উক্ত বাবুকে কয়েদ করিল। বাবুর পক্ষে আমিও লাগাতে তিনি দেবী ও পাহারাওয়ালাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহার কল, স্বরূপ তখন তাঁহাকে হাজতে যাইতে হইল। অদ্যত্য আদালতে যে প্রকার বিচার হয়, তাহার আদি অন্ত নাই। উক্ত বাবু ও কয়েদ রহিলেন। এই [illegible] সময় তাঁহাকে [illegible] ছাড়িয়া দিবার [illegible]

আসিয়া নিজ সাহেবের নিকট সমুদায় জানাইলেন। সাহেব অনুমতি দিয়াছেন তুমি নিজ নির্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ কর। কি বিচার হয় বলিতে পারি না। অনুমান হয় আষেমন পর্য্যন্তই শেষ। আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়র সাহেবের পুত্র। তাঁহার বিচারের উপর হস্তার্পণ করে এমন লোক সিমলায় দৃষ্ট হয় না।

সিমলায় দিন দিন অধিকতর পীড়ার বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বৃষ্টি অদ্যাবধি নাই। আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন পরিষ্কার হইতেছে। বসন্ত রোগের ক্রমশঃ প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অদ্যকা চিকিৎসালয়ে ১৪ টী বসন্ত রোগী রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮ টী বঙ্গদেশবাসী। গ্রীষ্ম এবার সিমলায় অপেক্ষাকৃত অধিক। বৃষ্টি না হওয়াতে জল কষ্ট অতিরিক্ত হইয়াছে।

অদ্য বেলা ৮ টার সময় পাতিয়ালার মহারাজ সিমলায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মান চিহ্ন স্বরূপ ১৯ টী তোপ হয়। পাতিয়ালার মহারাজ প্রতিবৎসর বর্ষাকালের পর সিমলায় আগমন করিয়া থাকেন। এবার ইহার মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। ইহার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না। অনুমান হয় অতিরিক্ত গ্রীষ্মই তাঁহার সিমলায় এত শীঘ্র আসিবার কারণ হইবে।

২১ এ জুন।

—:—

আমাদিগের রাজসাহিত্য সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৩রা বৈশাখের সোমপ্রকাশে নোয়াদিঘাস্থ একজন ধনী কাইয়ের কন্যা সম্বন্ধে যে যে কিছু লেখা হয়, সে গত হইয়াছে, তাহার আসামীগণের মধ্যে দুই জন গত ৮ ই জুন সেসন আদালতের বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। অপর আসামী দয় এপর্য্যন্তও হাজতে আছে। তাহাদিগের অদৃষ্টেও যে মুক্তি লাভের আভাস উদয় হইতেছে।

সম্প্রতি এপ্রদেশে যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শস্যাদির যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। অদ্য ৪ দিবস হইল, পদ্মা নদীর জলও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। শুনিলাম, গত ১০ ই জুন মঙ্গলবার বেলা অনুমান ১ প্রহর হইতে প্রায় ৪ টা পর্য্যন্ত পাবনার অন্তর্গত আটঘোপ অরণকোলার সংশ্লিষ্ট দাওতিয়া, পাতুড়িয়া মানিকহর প্রভৃতি সাত খানি গ্রাম বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। ১১ ই পাবনার মাজিষ্ট্রেট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিস ইনস্পেক্টর প্রভৃতি বহুতর কর্ম্মচারির রাজভূমিতে আগমন হয়। ফল কি হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই।

৪। আজি কালি এপ্রদেশে বিলক্ষণ ইন্ডিগো সত্তা হইয়াছে। ১৫ দিবস পূর্ব্বে ইন্ডিগোর দর /২৷ সের দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই /৫। /৫৷ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

৫। কয়েক দিন হইল পাবনা ও বোয়ালিয়া ডাক লাইনের সংস্কার করা হইয়াছে। বিলমারিয়া পুলিস ষ্টেবণের ২০। ৩০ হাত দূরে যে একটী কাষ্ঠের সাঁকো আছে, তাহা একপ্রকার মানুষরাঙ্গা কল হইয়া উঠিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া প্রতি দিন অনুমান ৩০০ গো শকট ও তদ্রূপ নানা প্রকার যানাদিরও যথেষ্ট গমনাগমন দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা ভিন্ন ঘোড়া, গো, মহিষ প্রভৃতি পালিত পশুগণের গতায়াতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বিশেষ দিবা রাত্রি দুইবার এই রাস্তা দিয়া ডাক গমনাগমন করে; সুতরাং এরূপ রাস্তার অবস্থা যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তাহা যে কত দুঃখের কারণ বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] একবার দৃষ্টিপাত করা [illegible]।

১। [illegible] এপ্রদেশে বিলক্ষণ সর্দ্দি জ্বর হইতেছে।

৭। গত ১২ ই জুন [illegible] ৫৬টী কম্পী হইয়া গিয়াছে।

৮। গত ৪ ঠা জুন [illegible] নৌকার নিকটে বজ্র পাত হইয়া একজন [illegible] করায় প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। অ

বিষয় এই যে, ডাক ব্যাগের যে দুইটী পর্য্যন্তও নষ্ট হয় নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার ১৮ এ চৈত্রের পত্রিকায় "কণই অপ্রতা গবর্ণমেণ্টের অসহদয়তার একটী প্রধান কারণ" এই শিরোনামে যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু আপনি ঋণ পরিশোধার্থ প্রতি তৃতীয় বর্ষে শত করা ১০ টাকা হিসাবে ইনকম টাক্সরূপ চাঁদা সংগ্রহের যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেটী যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। আমাদের দয়ার্দ্র চিত্ত প্রজাবৎসল বঙ্গেশ্বর গবর্ণর জেনেরল শ্রীযুক্ত নর্থব্রুক মহোদয় ভারতস্থ প্রজার চির দুঃখস্বরূপ শোলতঙ্গে হক ভয়ানক ইনকমটাক্স উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। আপনি আবার সেই ভয়াবহ হৃদয় ভেদী পথের উপদেষ্টা হইয়া সর্ব্বসাধারণ জনগণের বিরাগভাজন হইতেছেন (১) আমাদের সাধ্যমত বুদ্ধিতে বরং নূতন করের সৃষ্টি না করিয়া প্রতিবৎসরে রাজপুরুষদিগের সিমলা যাত্রা রূপ অপব্যয় বন্ধ করিবার ও কতগুলি উচ্চ বেতন ভোগী ইউরোপীয়ের বেতন কমাইয়া দিবার এবং আইন কর্ত্তার সংখ্যা হ্রাস করিবার উপদেশ প্রদান করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আইন কর্ত্তার সংখ্যা কমিলে দেশেরও মঙ্গল রাজ্যেরও লাভ।

কাঞ্চন
১২৮০ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য বিনয়ং।

মহাশয়! সম্প্রতি ভবোলুকের সুযোগ্য সিবিলিয়ন মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি, এল, মহোদয় যে [illegible]টী সুবিচার করিয়াছেন ও যে সুবিচার

(১) স্বরূপরূপ ইনকম টাক্স করিবার পরামর্শ দেওয়া আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের লিখিত প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পুনর্ব্বার পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। স।

যাঁরা দোরোর প্রজাকুল সহরিদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন তাঁহা মহাশয়ের পক্ষে না জানাই থাকিতে পারিলাম না। দোরোর চতুঃ সীমা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত যে সনন্দ দ্বারা বাঁধা আছে সেই বাঁধাগত অনেক জমীর বার্ষিক ৰ. যা প্রজাগণ বহুদিন দিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি জমীদারকে কয়েক বৎসরের বার্ষিক কর না দেওয়ায় জমীদার আদালতে অভিযোগ করেন, আর পূর্ব্বে প্রজাগণ কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিল, যে আমাদিগের ভূমি যখন গবর্ণমেণ্টের বাঁধাগত হইয়াছে তখন আমরা অকারণ কেন রাজস্ব দিব? আপনি জমীদারদিগকে ঐ প্রকার রাজস্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ সূচক আজ্ঞা প্রদান করুন। কালেক্টর মহোদয় কোন আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি না জানি না। যাহা হউক, প্রজাগণ অনেক দিন এইরূপ অন্যায় রাজস্ব প্রদান করিয়া শেষে দিতে পরাঙ্মুখ হয়। অগত্যা জমীদার অভিযোগ করেন। মুন্সেফ মহাশয় এই মকদ্দমার যে হৃদয়গ্রাহী ন্যায়গর্ভ যথার্থ নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা পরম সন্তোষকর। ডিক্রীজারী বাবু যাহার দ্বারে এ বিষয়ে উত্তম রূপে কোর্ট পরম্পরা বিন্যাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, খজনা শব্দের অর্থ এই যে কোনপ্রকার জমী দ্বারা প্রজা লাভবান হইলে সেই লাভের কিয়দংশ মালিকানকে দিয়া, অবশিষ্টাংশ প্রজা নিজ পরিশ্রম স্বরূপ গ্রহণ করে, উহাই খাজনা। অতএব যখন জমী বাঁধাগত হইয়াছে তখন প্রজা আর কোন অণুমাত্র উপস্বত্ব পায় না, সুতরাং কিরূপে খাজনা প্রদানে বাধ্য হইবে? ডিক্রীজারী দ্বারা দোরোর অনেক ক্ষুদ্র আসামীর অব্যাহতি পাইয়াছে। আমরা জানি যে অনেকানেক এই খাজনা বহুদিন দিয়াছি, তথাপি নিষ্কৃতি পাই নাই, অদ্যও পাওনাকারণ মুন্সেফ দ্বারে সর্ব্বাধীন সকল নালিশ করিতেছি। কেবল এই একটী মকদ্দমা নয়, এরূপ অনেকের মকদ্দমা এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে। যদি মকদ্দমাগুলি সূক্ষ্ম সুবিবেচনায় পর্য্যালোচনা করেন, প্রবেশ করা ঐশ্বর্য্যজীবিকা ব্যবসায়ীদিগের বিরোধিতা এবং অর্থলোলুপতার ঐকান্তিক ভাব, কোন বিষয়ে ইহাঁর অল্প অভিজ্ঞতা হইবার নয়, বিলক্ষণ প্রত্যয় পরিশ্রম, শুকতর চিন্তা করিয়াও ইনি কাতর হন না। আমরা এই উদারচিত্ত সর্ব্বত্র খ্যাতী সুবিচারক দ্বারা যেরোয়তির সহিত যথোপকৃত হইতেছি।

১৩ ই আষাঢ় ১২৮৭। — অনুগত প্রজাগণ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৩ ই জুন।

স্থানের নাম	গভীরতা	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানার	৩	৮
তথা হইতে অগ্নিপুর		
৭৷ মাইলের মধ্যে	৩	৪
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৩ ইজুন বহরমপুর গঙ্গাটের জলের বাণ।

ফুট	ইঞ্চ
৩	১৷

বহরমপুর ১৮ ই জুন ১৮৬৬ — শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটিং কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ৺ মহাশয়ে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার পাবনা ৫৷০
" " চারুচন্দ্র বসু—জয়নিধা ১৷০
" " বলাইচাঁদ দে—বড়খুল ১৷০
" " রামকালাপ মুখোপাধ্যায় গৌরীপুর ১৷০
" " মহেশচন্দ্র দাস—বাঙ্গালা ১৷০
শ্রীযুক্ত আবদুল করিম—শ্রীহট্ট ১৷০

ইহার অতিরিক্ত মুহুরীদিগের [illegible] বার্ষিক ৩৷০ টাকা, মফস্বলে বাহিরে বার্ষিক ২০, ষাণ্মাসিক ১১৷০ টাকা। ডাকের ব্যয়ে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়। নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, বাঁধা ইহার অফিসের দায়াতে দাঁড়াইয়া মূল্য দিয়া যিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে চাহিলে, তাহাকে আর টাকা কিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহার যেন রেজিষ্টারী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও ডাকঘরের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ সংখ্যাতে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

সোমাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে [illegible] পঙ্‌ক্তি [illegible] প্রতি বার [illegible] প্রতি মাসে [illegible] হারে [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ৩৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তয়তা প্রকৃতির্হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৭ ই জুলাই।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর ভূতন বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবিশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও ভূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় কারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং তৌজির নম্বর অনুসারে এজমালি দাইত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক খানি প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলার প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভার যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পূর্ব্বক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয় ২৪ এ জুন। ১৮৭৩ } শ্রীরাজকুমার সরকার সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্বর ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানার প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থে রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিবিধ সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয় এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে অতি শিঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ইষ্ট্রীট নং ৪৯ } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বিধান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের যাবতীয় অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূলতত্ত্বের সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী হৃৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকটিকিটসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪১।১ আমার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীনবেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত।

...ংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ... ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া, বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীটের ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—১০:—

বিশ্বদর্পণ।

আমরা, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারাকুমার কবিরত্ন এই চারিজনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিখিবার ভার লইয়া বিশ্বদর্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অমনযোগ বশতঃ আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের বিশ্বদর্পণ অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। শুনিলাম অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের অগ্রিমবার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব নিবেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিশ্বদর্পণ না পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীমোহনলাল
২২ এ জুন বিদ্যাবাগীশ।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা মাল এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

সিরালদহ ষ্টীমমিলস } ডব্লিউ ব্রিটেন
৯ ই জুন ১৮৭৩ } এজেণ্ট

" মেডার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ মাত্র শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ষ্টীমযন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

বিক্রয়ের পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকা...

...ক শ্রীজগন্মোহন ... পাঠাইবে ...
পুনঃ পাঠাইবে ...

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১।০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
ভবাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২।০
উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯।
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।
ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ।

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আশ্বিন মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের ডিউপুরস্থ [illegible] ষ্টীমার [illegible]

...এবং ...
...শিয়ালদহ ষ্টীমমিলস
২৯ এ মে ১৮৭৩

এজেণ্ট।

একখানি নূতন ডাকের নাইট্ } কলিঙ্গ অহরত্নাকর পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গভাষায়।
ফিমিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল্ ডায়গ্নোসিস্
অর্থাৎ ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
দৈবিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ইং উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ডবলের ৮ পেজি ফর্ম্মায় ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল ডাকমাশুল ৵০ আনা। উহার বাঁধাই ও পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার স্থিত ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। হুঁইমানেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শি... দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমা... ৵০ ছয় আনা দুই টাকায় পাওয়া যায়। গ... গীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসূ... সময় কি কি কারণে প্রসূতি কষ্ট পায় ... নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর ... দুর্ঘিত হওয়া অবধি দুই বৎসর প... তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে ... এবং ... পীড়ায় ... অনেক ...

পুস্তক কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪ শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য /০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বটানি) ।৶০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই চিকানায় পাওয়া যায়।

—০০—

য় গীলঙ্ক পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্লেট পরা প্রস্তর নির্ম্মিত সন্ধানার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জয়েন্ট ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কয়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

কটীর ওষধালয় ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত শ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } বয়েল এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।৶০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচা ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার ৺চন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, জাতীয় সভা ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকারসম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির আপীল করিবার অভিলাষিণী হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যার্থিনী হইয়াছেন। যাঁহারা সাহায্য দানের সংকল্প করিবেন, তাঁহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমরা জানাইতেছি, নিম্নলিখিত কয় স্থানে টাকা পাঠাইলে উহা যথা স্থানে প্রেরিত এবং সোমপ্রকাশে উহার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে।

কলিকাতা ন্যাসনাল প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে।

৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু ভূজঙ্গভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে।

ভবানীপুরে ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতের নিকটে।

—০০—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৯ই আষাঢ় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যের অনেক সহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটী নূতন ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। ছন্দটী সুললিত ও মহাশয় জনের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে, কিন্তু বাগ্‌বেদী তাঁহাকে কবিত্ব শক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উহা নব্য দলে এক প্রকার ছন্দপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দ যেরূপ হউক, তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলিয়া খেদ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃত কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যে গুণে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাঁহার সে গুণ ছিল না। অমিতব্যয়িতা দোষে তিনি কেবল যে দরিদ্র নাম ক্রয় করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে বারিষ্টর হইতে যান, মহামহিমশালী দয়াসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হস্তাবলম্বদান না করিলে তাঁহাকে নিজ দোষের তীব্রতর ফলভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের আচার ব্যবহার [illegible]

পারিষদ ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহার সরলতা পরোপকারিতা ও অমায়িকতাদি অনেকগুলি গুণ ছিল।

আমাদিগের অধিকতর দুঃখের এই, তিনি স্বদেশবাসীর পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণার ন্যায় শোক বজ্রের একটী দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় গৃহিনী তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে কালগ্রস্থ প্রাপ্ত হন।

তাঁহার দুটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। এক পুত্রের বয়স এগার ও আর একটীর বয়স সাত বৎসর। হিন্দুপেট্রিয়ট বঙ্গবাসিদিগের নিকটে উহাদিগের সাহায্যদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সানন্দচিত্তে তাহার অনুমোদন করিতেছি। তিনি বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বয়ের সাহায্যদান রূপ পুরস্কার অধিক নয়।

মাতলা রেলওয়ের ব্যয় সংক্ষেপ ও ব্যয় সংক্ষেপের আবশ্যকতা।

বাঙ্গালিরা অন্যের অধীন হইয়াই রাজ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, স্বতন্ত্র হইয়া কর্তৃত্ব করিতে পারেন না, যাঁহাদিগের এই ভ্রম আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত উদাহরণটী পাঠ করিয়া সে ভ্রম পরিত্যাগ করুন।

ইউরোপ খণ্ড ও অন্য অন্য স্থান হইতে মাতলায় জাহাজ আসিবে, সেই জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী রেলওয়ের দ্বারা অল্প ব্যয়ে কলিকাতায় নীত হইবে, এই উদ্দেশে মাতলা বন্দর স্থাপন করা হয়। কিন্তু এক্ষণে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সুতরাং ঐ রেলওয়েতে লাভের যে আশা করা হইয়াছিল, তাহা শুন্য হইয়া গেল। এখনও যে লাভ আছে, অপব্যয় তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ২৮ মাইল মাত্র মাতলা রেল রাস্তা। লাভ যেমন অল্প, মালগাড়ী ব্যয়ও তেমনি চলিতেছে। আমরা ইঞ্জিন ব্যয়ে চালাইলে বিলক্ষণ লাভ থাকে। আমরা অনেক বার একথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছি। কিন্তু আমরা বলিলে কি হইবে, অন্য অন্য বিভাগের ন্যায় ইহা রোপীর প্রতিপালন করা এ বিভাগেরও উদ্দেশ্য। সুতরাং যিনি যখন ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা পাইয়াছেন, সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক কর্ম্মচারির মূল বেতন ও হাতটান রোগে মাতলা রেলওয়েকে অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থান শক্তিশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। মাতলা বলিয়া নয়, সকল রেলওয়েরই সমান দশা। চৌর্য্য ও অপব্যয়ের তথায় একাধিপত্য। উহার নিবারণের আন্তরিক চেষ্টা নাই, এ বিভাগে এরূপ লোকও বিরল। কেহ চেষ্টা পাইলেও কর্ম্মচারিদিগের চক্র প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ডাক্তার মোয়াট সাহেব পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ও টী ফুলাইয়ের ইংলিসম্যান পত্রে আক্ষেপ পূর্ণ এক খানি দীর্ঘ পত্র প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে সকলের প্রভিডু। এ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অধিকার আছে। তিনিও যে এ সকলের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ অবধানবান্ নন, ইহা সামান্য লজ্জা ও দুঃখের বিষয় নহে। অন্য অন্য রেলওয়ের ন্যায় ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের মূল বেতন দান ও চৌর্য্যই কেবল মাতলা রেলওয়ের অপব্যয় নয়, তদ্ভিন্ন অনেক অনাবশ্যক ব্যয় ছিল, এখনও অনেক আছে।

আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ করিয়াছি, বোধ হয়, পাঠকগণ তাহা এতক্ষণ ভুলিয়া গেলেন। বাঙ্গালিদিগের উপরে কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিলে যে উভয়রূপ কার্য্য সম্পন্ন তাহা প্রতিপন্ন করাই আমাদিগের

প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। [illegible] বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় [illegible] রেলওয়েতে ছিলেন। [illegible] হইল, সাহেব তাঁহাকে আনাইয়া মাতলা রেলের রাশিজ্য বিষয়ের ভার দেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে মাসিক ২৫৩ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যয় সংক্ষেপের আরো অনেক পথ আছে এমন একটী প্রদর্শিত হইয়াছে। রাস্তার তত্ত্বাবধারণার্থ ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন ইউরোপীয় ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন। এটী অনাবশ্যক ব্যয়। রামগতি বাবুর উপরে এ ভার যদি দেওয়া হয়, অনায়াসে ঐ টাকা বাঁচিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, মাতলা-রেল রাস্তা অধিক দূরব্যাপী নহে। গাড়িও সর্ব্বদা গমনাগমন করে না। রাস্তা রীতিমত আছে। এ অবস্থায় রামগতি বাবুর উপরে রাস্তার তত্ত্বাবধারণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না এরূপ নয়। নলহাটী রেলওয়ের কি রাস্তা কি বাণিজ্য সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপরে আছে। আর যদি রাস্তার নিমিত্ত স্বতন্ত্র লোক রাখাই গবর্ণমেণ্টের অভিমত হয়, তিনি ইঞ্জিনিয়রিঙ্ কালেজের উত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে ১০০ টাকা বেতনে ঐ পদ প্রদান করা হউক। তাহা হইলেও মূল বেতনের মাসিক ২০০ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এরূপ ব্যয় সংক্ষেপের আর যে কয়েকটী স্থল আছে, রামগতি বাবুর উপরে সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হইলে তাহা [illegible] হয়, এতদ্ভিন্ন মূল বেতনের [illegible]

[illegible]

অপহৃত হইলে সহজে জানিবার উপায় নাই, গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ কার্য্যে এদেশীয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া সামান্য ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করেন। তাহাতে দ্বিগুণ ক্ষতি গ্রস্ত হন। প্রথম, ইউরোপীয়দিগকে অধিক বেতন দিতে হয়, দ্বিতীয়, তাহাদিগের অধিকাংশ চৌর্য্যকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ। আমরা সচরাচর দেখিতে ও শুনিতে পাই, নীচ ইউরোপীয়দিগের চরিত্র অতি জঘন্য। তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি অতি দুর্ব্বল। তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে যদি তাহাতে নিযুক্ত করা হয়, গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। সমুদায় কৃতবিদ্যই যে সচ্চরিত্র আমরা একথা বলি না। ২।৪ টী প্রত্যুদাহরণ আছে, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত বিদ্য দিগের স্বভাবতঃ কুকর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ আছে। অশিক্ষিতের প্রতি বিশ্বাস ও শিক্ষিতের প্রতি অবিশ্বাস এটী গবর্ণমেণ্টের বিপরীত ব্যবহার। ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ উঁহাদিগের এ ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট রামগতি বাবুর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

কাষেল সাহেবের শিক্ষা শাসন কর্ম্মচারিগণ।

উক্ত কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বিয়ার কালেক্টরীর সৈয়দ আবদুল কাদের খাঁকে লইয়া যে প্রকার স্বৈরাচার প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংসের ডাইরেক্টরদিগের অজ্ঞাতসারে বৃত্তান্তটী আদ্যোপান্ত আমাদিগের অনুভিপথে উদিত হইল। মিডলটন নামে এক ব্যক্তি অযোধ্যার নবাবের নিকটে রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের লোক। তদানীন্তন কৌন্সিল সভা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ত্রিভেলিয়ানে এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করেন। মিডলটনের পদচ্যুতি ও ত্রিভেলিয়ান নিয়োগ হেষ্টিংসের অমতে হয়। তখন কৌন্সিল সভায় তাঁহার প্রাধান্য ছিল না। সুতরাং তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ কর্ণেল মলনের মৃত্যু হইলে উক্ত সভায় গবর্ণর জেনরলের প্রাধান্য লাভ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ত্রিভেলিয়ানকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া মিডলটনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আর একটী ঘটনা এই, ফ্রান্সিস ফৌক নামক এক ব্যক্তিকে কৌন্সিলের মতে বারাণসীর রাজার নিকটে পাঠান হয়। কিন্তু হেষ্টিংস সভায় প্রাধান্য লাভ করিবামাত্র তথায় লোক প্রেরণের আবশ্যকতা নাই বলিয়া ফ্রান্সিসের তথা হইতে আসিবার আদেশ পাঠাইলেন। ওদিকে তিনি কৌন্সিলে এই প্রস্তাব করিলেন, একজন সিবিল সর্ব্বাণ্ট এবং তাঁহার একজন সহকারী বারাণসীতে রেসিডেণ্ট রূপে অবস্থান করিবেন। কৌন্সিলে তৎকালে দুটী দল ছিল। দুই দলেই এই দুই বিষয় ডাইরেক্টরদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৭৭৭ অব্দের ৪ ঠা জুলাই ডাইরেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলকে এই পত্র লেখেন "আমরা আপনার ১৭৭৬ অব্দের ২ রা ডিসেম্বরের অযোধ্যা হইতে ত্রিভেলিয়ানে আনয়ন ও তৎপদে মিডলটনের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য্য বৃত্তান্ত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই ইহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। অতএব আমরা আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবিলম্বে ত্রিভেলিয়ানে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিবেন।"

ডাইরেক্টরেরা ১৭৭৮ অব্দের ৩০ এ জানুয়ারি ফ্রান্সিস ফৌকের বিষয়ে হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখেন তাহা এই "আপনি ১৭৭৬ অব্দের ৩ ই জানুয়ারির পত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ফ্রান্সিস ফৌককে যে উদ্দেশ্যে বারাণসীতে পাঠান হইতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহার তথায় গমন রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। কিন্তু আপনার ১৭৭৭ অব্দের ৬ ই জানুয়ারির পত্রের আভাসে প্রকাশ পাইতেছে, যে আপনি কতিদিন অতীত না হইতে হইতে টমাস গ্রেহামকে বারাণসীর রেসিডেণ্ট ও ডেনিয়ল অক্টেবিয়স য়ারওয়েলকে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, আপনি কোম্পানির ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশে ফ্রান্সিসকে কাশী হইতে আনয়ন করিয়াছেন, আমরা আপনার কার্য্যের অনুমোদন করিতাম। কিন্তু আমরা যখন দেখিতেছি, যে কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারিত, আপনি তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বেতনে দুই ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তখন আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি সমুচিত কারণ ব্যতিরেকে ফৌকের কাশীতে অবস্থান রহিত করিয়াছেন। অতএব আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, অবিলম্বে ফ্রান্সিস ফৌককে বারাণসীর রেসিডেণ্ট ও পোষ্ট মাষ্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংস ইহার কোন আজ্ঞাই গ্রাহ্য করিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাব মুবারেক অল দৌলার বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার প্রথমে তাঁহার বিমাতা মণিবেগমের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার অল্প সময়ের মধ্যে সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা

ঘটে; অর্থ অপহৃত ও অপব্যয়িত হয়। অতিবয়স্ক তাঁহাকে তৎপদ হইতে অপসারিত করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ডাইরেক্টরেরা ঐ বন্দোবস্তে অনুমোদন ও মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করেন। গবর্ণর জেনরলের ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইল রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করেন। ওদিকে ডাইরেক্টরদিগের মহম্মদ রেজাখাঁর হস্তে অব্যাহতভাবে সমর্পণের আদেশ আছে। একটী ছল না পাইয়া ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভাল দেখায় না, এই ভাবিয়া গবর্ণর জেনরল নবাবের সহিত যোগ করিয়া তাঁহাকে দিয়া এই ভাবে এক চিঠি লেখাইয়া লন, যে তিনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, মহম্মদ রেজাখাঁর অব্যাহতায় অনেক অত্যাচার হইতেছে, অতএব তিনি স্বয়ং কার্য্যভার এবং তাঁহার বিমাতা মনিবেগম অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিবেন। গবর্ণর জেনরল এই পত্র অবলম্বন করিয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে পদচ্যুত ও মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করিলেন। ডাইরেক্টরেরা এই সংবাদ পাইয়া ফেব্রিংলকে ১৭৭৮ অব্দের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি যে পত্র লিখেন তাহা এই "আপনি নবাব মুবারেক অল দৌলার প্রার্থনাক্রমে নামের সুবাদারকে যে পদচ্যুত করিয়াছেন, আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। নবাব স্বয়ং আপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই আপনার কৌন্সিল সভার এক জন সভ্য, এই কথা কহিয়াছেন (আপনিও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই) যে, যে সকল কার্য্যে দেশের কল্যাণ নিহিত আছে, নবাব স্বয়ং তাহার ভার গ্রহণে একান্ত অসমর্থ। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম নবাবকে যে বৃত্তি দেওয়া হয়, মনিবেগমের অধ্যক্ষতা কালে তাহার অধিকাংশ অপহৃত ও অপব্যয়িত হয়, তথাপি আবার তাঁহার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নবাব যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। আপনি অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত না অপরিণামদর্শী যুবা নবাব নিজামত ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতির নূতন প্রকার বন্দোবস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, ঐ সকল আদালতের বিচারপতি প্রভৃতি পদে যে সকল ব্যক্তি নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা সেই পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হই তেছি যে সেই অনুরোধের অনুরূপ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদিগের গবর্ণর জেনরল মুতন্তররূপে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিতেছেন নবাব ঐ সকল বন্দোবস্ত করিবার অধিকারী না হইবেন কেন? আমাদিগের বিস্ময় ও দুঃখের কারণ এই আর এক সময়ে গবর্ণর জেনরল আর এক উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিঃসন্দিগ্ধ হান হইয়া করিয়াছিলেন, নবাব কিছুই নন, কেবল আড়ম্বরসার, তাঁহার হস্তে প্রভূ শক্তির হ্রাসও নাই। আপনার ঐ অভিপ্রায় প্রকাশের পর এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই যে আপনি নবাবকে স্বাধীন করিয়া দেন এবং তাঁহার হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা সমর্পণ করেন। অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনি মুবারেক অল দৌলাকে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা ফিরিয়া লইবার আবশ্যকতা ছিলনা এবং তৎপ্রদান কোন ক্রমেই দুষ্টি দ্বারা সঙ্গতিসীন নহে। আমরা বিবেচনা করিয়া সাহিত্যের দেশের মঙ্গলার্থ নামের অধিকারে পদ আপাততঃ অবিলুপ্ত থাকিবে এবং যে-[illegible] বিষয়ে [illegible] কৌন্সিলের প্রতি [illegible] ব্যক্তির হস্তেই [illegible] করা হইবে। মহম্মদ রেজা খাঁর বিষয়ে আমাদিগের যে মত আছে, তাহার পরিবর্ত্ত করিবার কোন কারণ নাই, অতএব আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবিলম্বে নবাবকে আমাদিগের অভিপ্রায় জানাইবেন এবং অবিলম্বে মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব সুবাদারের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ডাইরেক্টরদিগের যে ত্রিসপ্তাহি পত্র অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন হেষ্টিংস কিরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ কিরূপ স্বৈরাচার প্রচার কিরূপ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য প্রণালী দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ডাইরেক্টরেরা যেন কেহ নহেন, তিনিই বাঙ্গালা দেশের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা। তখন মুতন রাজা, মুতন দারোগা বিদ্যমান, কর্ত্তৃপক্ষ হয় মাসের পথ অন্তরে ছিলেন, হেষ্টিংস বাঙ্গলায় নবাবদিগের ন্যায় স্বাধীনতার ঘোষণা করিয়াও, ডাইরেক্টরেরা সহসা কিছু করিতে পারিতেন না। সৈন্যগণ তাঁহারই বশবর্ত্তী ছিল। তখন রাজাসংক্রান্ত ব্যাপারের প্রায় কেহই বাধা দিতেন না, বাধা দিলেও তাহা গ্রাহ্যের আমোদক ছিল না। ডাইরেক্টরদিগের সহিত হেষ্টিংসের যে বর্ণিত প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্য চলিতেছিল, তাহা প্রায় কেহ অবগত ছিলেন না। অতএব সে সময়ে [illegible] বিশেষ [illegible] ভার

ঘটিবার সম্ভাবনা। শাসন ও বিচার বিভাগ যে শৃঙ্খলায় বদ্ধ হইয়া আছে, ক্রমে তাহার এক একটী শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া উহাকে শোচনীয় দশাপন্ন করিয়া তুলিবে। ব্রটিশ গবর্ণমেণ্টের এমন যে উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহার প্রতি সকলেই আস্থাশূন্য হইবেন। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় আবদুল কাদেরের মকদ্দমা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নলিখিত অনুবাদটী পাঠ করিলে পাঠকগণ তাহা সুন্দররূপ বুঝিতে পারিবেন। অনরেবল কেম্প সাহেব বলেন "বিচারপতি কিণ্ডার এ বিষয়ে যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। বিচারপতি আলেলির পীড়া হওয়াতে করেকদিন আমি উক্ত বিজ্ঞ বিচারপতির সহিত বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে দুটী মকদ্দমার আপীল আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। নদীয়া জেলার সেসন জজ ঐ দুটী মকদ্দমার বিচার করেন। আবদুল কাদের খাঁ দুই মকদ্দমাতেই লিপ্ত ছিলেন। উহার এক মকদ্দমায় বিচারপতি কিণ্ডার সেসন জজ এবং উক্ত সাহেবের আচরণ বিষয়ে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অতি দুঃখিত হইয়া সেই অসন্তোষের অনুমোদন করিতেছি। আমার অভিপ্রায় এই, এই মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পূর্ণিয়া জেলার বিচারপতিদিগের অতিশয় অগৌরবকর হইয়াছে। ১৮৭০।৭১ অব্দে পূর্ণিয়া জেলার কালেক্টরিতে তহবিল তছরূপাত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তদানীন্তন কালেক্টর ওয়ারগান সাহেবকে এই আদেশ দেন, যে তিনি ঐ ব্যক্তির বেতন হইতে কাটিয়া লইয়া যে টাকা তছরূপ হইয়াছে তাহা শুধরাইয়া লন। এই ব্যক্তি তছরূপাতের সময়ে কালেক্টরির হেড ক্লার্ক ছিলেন। ইনি ওয়ারগন সাহেবের অতিপ্রিয় পাত্র ছিলেন। ওয়ারগন সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন পূর্ণিয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উইকস সাহেবের নিকটে আবদুল কাদেরের নামে তছরূপাতের নালিশ হয়, ওয়ারগন সাহেবকেই তছরূপাতের টাকা দিতে আদেশ হইয়াছিল। তিনি আর এক ব্যক্তির স্কন্ধে দোষারোপ করিলেন। শেষে মকদ্দমা ডিসমিস হইল। আবদুল কাদের মুক্তি লাভ করিল। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মাজিষ্ট্রেট কেম্বেল সাহেব এই আদালতের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন। কারণ কেম্বেল সাহেবের আচরণ এই আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালনের ইচ্ছার অনুরূপ হইতেছে না। তিনি এই আদালতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টায় কালেক্টর রূপধারণ করেন, এবং যে আইন রহিত হইয়াছে, সেই পুরাতন আইনের অনুসারে কার্য্য করেন। যাহা হউক আমি এই বিষয় লইয়া আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবার ইচ্ছা করি না। আমার বিচক্ষণ সহযোগী যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে অমত করিতেছি না। অন্য আদালতে এই মকদ্দমা পাঠাইবার বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে কোন শ্রেণীর বিচারপতি হউন তাঁহার নিকটে হইতে অন্য আদালতে মকদ্দমা পাঠাইতে গেলে তাঁহার নিঃসন্দেহ অপমানের হয়, তবে ন্যায্য বিচারের অনুরোধে এ উপায় অবলম্বন করা উচিত হয়। অতএব এই আদালতের কর্ত্তব্য এই, অথচ বিচারপতি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হইবেন কি না সে বিবেচনা না করিয়া অন্য বিচারপতিনিকটে মকদ্দমা পাঠাইয়া দেন।"

—:০:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির বিপ্লব।

কাবেল সাহেব হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী মহৎ অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অদ্যাবধি গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কখন প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরংও কখন ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখেন নাই। ধর্ম্মের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র, রাজ্যের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। এই গুণ থাকাতেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষ যেরূপ অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আবাস স্থান, এপ্রকার বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কোনক্রমে এখানে এত সহজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় এই, প্রজার এ বিশ্বাস আর থাকে না, গবর্ণমেণ্টেরও সেই পূর্ব্ব ঔদার্য্যের বিলোপ হয়। কাবেল সাহেব ক্রমে ক্রমে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অদ্যতন গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিকে ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার বিপ্লব সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের ১৪ ই এপ্রেল কলিকাতার লার্ড বিশপ মিলমান নয় জর্জ্জ কাবেল সাহেবকে যে পত্র লিখেন এবং ১৭ ই মে কাবেল সাহেব তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ। মিলমান সাহেবের পত্র পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি যেন চেষ্টা পাইয়া অদ্যতন গবর্ণমেণ্টকে ধর্ম্মের আবর্ত্তে আকর্ষণ করিতেছেন, আর আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাবেল সাহেব ইচ্ছা করিয়া সেই আবর্ত্তে পতিত হইতেছেন। লেপ্টনণ্ট

গবর্ণরের নিকটে মিসনরি কার্য্যের রিপোর্ট করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় না। মিসনরি কার্য্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্পাদ গুটাইয়া লইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সাহায্যদান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি পত্রের উত্তরদান কালে একস্থলে লিখিয়াছেন "আপনি যদি আপনার অভীষ্ট বন্দোবস্ত করিতে পারেন, আমি আসাম ও কাছাড়ের চা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দুইজন পাদরির সাহায্যদান নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ করিব।" কাপ্তেন সাহেব গবর্ণমেণ্টকে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জুড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন, এ লেখা দ্বারা কি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? ধর্ম্মোপদেশকের নিয়োগ বিষয়ে সাহায্যদান করাতে কি ধর্ম্ম বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হইতেছে না? গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমানি ধর্ম্মালয়ের তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিলে মিসনরিরা কুপিত হন কেন? আমরা এস্থলে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মোপদেশক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সাহায্যদানে উদ্যত ও অনুরাগী হইবেন কি না? আমেরা প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি সাহায্যদান করিবেন কি না?

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় যে সকল প্রজার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে, গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত পর্ব্বত ও জঙ্গলবাসির নিজের ধর্ম্ম নাই, সেখানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার দ্বারা নাই। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, প্রজার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকুক বা নাই থাকুক যে বিষয়ে [illegible] হইতেছে না, গবর্ণমেণ্ট প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেই মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেই গবর্ণমেণ্ট মিসনরিদিগের ন্যায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া পড়িবেন। ধর্ম্মান্ধতার যে কত শোচনীয় অনিষ্ট ঘটনা হয়, কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ইতিহাস ভূরি পরিমাণে তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মান্ধ হইলে প্রজার ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরেরা এখনই ত লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গঙ্গাযাত্রা ও রথ যাত্রা প্রভৃতি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া পড়েন, কেবল যে তাঁহাদিগের বহুদিনের অর্জ্জিত সদ্ভাবের হানি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও প্রজার বিশ্বাস ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যগণ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যে স্পৃহণীয় পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও অবমাননা করা হইবে। মিসনরিরা কি আর অদ্যের অর্থ দ্বারা প্রচার কার্য্য করিতে চান না? তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এবিষয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি তাহার অধিকারী হন নাই? অদ্যত্ব প্রদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা আমাদিগের অভীষ্ট নয়। খৃষ্টধর্ম্ম অসভ্যকে সভ্যতা সোপানে অধিরূঢ় করিবার যেমন উপযোগী, এমন আর দ্বিতীয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম অনেক অসভ্য জাতিকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে অনেক পর্ব্বত্য জাতিরও উন্নতি হইয়াছে। ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে উন্নত [illegible] লাভ করিয়াছে, খৃষ্টীয়

দেশীয় সংবাদ পত্রের অনুবাদ।

এখানকার সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সচরাচর এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের যথোচিত অনুবাদ হয় না। সেটিও পরিতাপের বিষয়। কিন্তু মিসনরি সাহেবদিগের সংবাদ পত্রের বিষয়ে ঐরূপ আক্ষেপ করিবার অনুবাদের রীতি দেখিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়, অনুবাদ [illegible] হইয়া থাকে। অনেক অনুবাদের [illegible] হইয়া

রাহি যে সকল প্রস্তাবের অনুবাদ একান্ত আবশ্যক, সময়ে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়, কখন কখন অনাবশ্যক বিষয়েরও অনুবাদ করা হইয়া থাকে। অনুবাদক অনেক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হন না, একে আর করিয়া থাকেন। এরূপ যথেচ্ছ অনুবাদে লেখকদিগের গুণ দোষ বিচার হইয়া উৎসাহবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অনেকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন. গবর্ণমেণ্ট ও বিদেশীয়েরা লেখকদিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছেন না। প্রত্যুত, অনেকের এ প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে যে এদেশীয়েরা অতি অপদার্থ। ইহাঁদিগের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টকে ও অন্য অন্য লোককে অকারণ গালি দিয়া থাকেন। অনুবাদের দোষে এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া অধিকসংখ্যক ইউরোপীয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। যদি অনুবাদ প্রথার এই ফল ফলিল, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা রহিত হইলেই মঙ্গল।

—:০:—

পাবনার প্রজা বিদ্রোহ।

হুজুকে বাঙ্গালা। এক গুণ হইলে এখানকার লোকে শত গুণ করিয়া তুলে। মধ্যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ বলিয়া যে প্রকার রব উঠিল, বোধ হইল যেন ১৮৭৩ অব্দের পাবনার বিদ্রোহ হইতে ১৮৫৭ অব্দের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহ বিস্তৃত হইতে হয়। উপস্থিত বিদ্রোহের যে হেতুবাদ ও স্বরূপ বর্ণন করা হয়, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় ছিল, তাহা অদ্যাপি হউক আমরা বিরক্ত হইতেছিলাম, পাবনা সুশাসিত প্রদেশ, সেখানে পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আছেনমাত্র, তবে এরূপ হইতেছে কেন? উদয়কালেই উহার নিবারণ না হইবার কারণ কি? যাহা হউক আমরা এক্ষণে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কমিসনর মাজিষ্ট্রেট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তিনি যে একটী ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিক তর প্রীতি লাভ করিলাম। প্রজা ও জমীদার উভয়কেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রার্থনিতব্য লাভের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আপাততঃ যে উপায় অবলম্বিত হইল, ইহাতে উপস্থিত আপদের প্রতীকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ইহার পুনরায় উদ্ভেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, জমীদারেরা নিরিখবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতেই এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এপ্রকার নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এপ্রকার গোল যোগ হইত না, এখন ইহার তাহার কারণ কি? অনেকে ১০ আইনের প্রতি দোষারোপ করেন। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা জমীদারদিগের পক্ষ সন্দেহ নাই। ১০ আইন জমীদারের হস্ত রোধ করিয়াছে। এটী জমীদার ও তাঁহার অত্যাচার দর্শনোৎসুক মিত্রগণের অতি অসুখের কইয়াছে। তাঁহারা যাহা বলুন ১০ আইনের গুণ বিনা দোষ নাই। রুশিয়ার সর্ফ দলের ন্যায় বাঙ্গলাদেশের প্রজা। যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, ১০ আইন তাহার অনেক সংশোধন করিয়াছে। এই আইনটী প্রজাগণের স্বাধীনতার চার্টর স্বরূপ।

আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই. বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত আছেন। বৈধ উপায় দ্বারা অতীত সাধন চেষ্টা পাইলে জগতের যে অনুদয় লাভ হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্য্য সাধনকেই তাঁহারা সাধীয়ান জ্ঞান করেন। চাসারা পশুপালের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যেদিকে ফিরান যায়, সেই দিকেই ফিরে। উক্ত অর্দ্ধশিক্ষিতেরা একটী সূত্র পাইলেই তাহাদিগের অধিনায়ক হইয়া বসেন। অর্দ্ধশিক্ষিতদিগের নাম বাহির করিবারও মনে মনে একটী বলবতী ইচ্ছা আছে। উহারাই যাবতীয় বিপ্লব ঘটাইবার মূল। আমরা অনুরোধ করি, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করুন, উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করুন। অপর অনুরোধ এই, ১০ আইন আছে বটে কিন্তু আজিও অনেক জমীদার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অতীত সাধন চেষ্টায় ঔদাসীন্য করেন। তাঁহারা স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে বশে রাখিবার চেষ্টা পান। তাহাদিগকে ধরিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, প্রহারেও পরাঙ্মুখ হন না। উপস্থিত ঘটনায় যদি কোন জমীদারের ঔল্লিখিত দুর্ব্ব্যবহার দোষ থাকে, তাহারও অনুসন্ধান ও গুরুদণ্ডবিধান বিধেয়। তাহা হইলে ভাবিতে এ প্রকার বিদ্রোহ ঘটনার পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা অল্প হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা আনন্দিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, আমাদিগের এ অঞ্চলে ৪।৫ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। সকলেরই মনে আনন্দ ও আশা সঞ্চার হইয়াছে।

* উৎসবমান অবসান হইয়াছেন, তাহার পুনরায় তেজু অঞ্চের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা তৃতীয় খণ্ড দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহকারেরা প্রায়ই কার্য্যে শিথিলযত্ন হন নাই। দিন দিন উৎসাহদাতার যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এটিও অল্পাহ্লাদের বিষয় নয়।

রুশিয়া যদ্যপি ভারতবর্ষকে হস্তগত করিতে ভুলিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ইয়ারকন্দের শাসনকর্ত্তা সেণ্ট পিটর্সবর্গে রুশীয় সম্রাটের নিকটে পুনরায় দূত প্রেরণ করিয়াছেন। "ভবী ভুলিবার নয়।"

পঞ্চপাল ও তেজুর উপদ্রবের ন্যায় মিত্র রাজগণকে মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ পলিটিকাল রেসিডেণ্টদিগের উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। গুইকুমার বোধাই গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন, পলিটিকাল রেসিডেণ্টের তাঁহার রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কর্তৃত্ব লোপ সংসরণ করা বড় কঠিন কাজ।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারত [illegible] ৮৯৩৯৮৩০ টাকা আয় ও ১৬৮ মাইল রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৭১ অব্দের এ সময়ে ১৮৫৬০০৯০ টাকা আয় [illegible] মাইল রাস্তা হইয়াছিল। যদি চৌর্য্য নিবারণ ও ভালরূপ বন্দোবস্ত হয় তবে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

বিজয়গ্রাম গ্রামের রাজা আলাহাবাদে একটী হাঁসপাতাল বাটী নির্ম্মাণার্থ ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তদ্বিনিময়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার নিজ রাজ্য, কন্যা এরূপ কয়টী হাসপাতাল কত টাকা ব্যয়ে হইয়াছে জানিবার জন্য আমাদিগের বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।

অযোধ্যার একখানি সমাচার পত্রে একটী চমৎকার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা উভয়ে একখানি একা ভাড়া করিয়া প্রায় ৭০০ টাকার অলঙ্কারসহ নিজ দেশে যাইতেছিলেন। কতকদূর গিয়া গাড়ওয়ান গাড়ি থামাইয়া স্ত্রীলোক দুটীকে বন্ধন করিয়া একখানি ছুরি বাহির করিল। ছুরিখানি দৈবাৎ তাহার হইতে পড়িয়া গেল। গাড়ওয়ান যেমন ছুরি তুলিতে গেল অমনি এক সর্প তাহাকে দংশন করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। স্ত্রীলোক দুটী বাঁচিয়া গেল। উহারা বুঝি রমণীর দেহ হইবে।

গুণের চোখে বয়ঃ অনেক এড়াইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষগণ টাক্স করিবেন বলিয়া যখন দৃষ্টিপাত করেন, তখন কিছুই এড়ায় না। সিন্ধু দেশের থর ও পারকর জেলায় গো মহিষ অধিক, ভূত অধিক জন্মে। সেই ভূতের উপরে প্রতি মণে চারি আনা করিয়া রাজানী মাসুল করা হয়। উহাতে ১৮৭১। ৭২ সমুদায়ে ৫০৫৮১ টাকা আয় হইয়াছে। খরচ বাদে গবর্ণমেণ্ট ৪৮২৮৮ পাইয়াছেন।

১ লা জুলাই অবধি সরকারি লোকের উপরে টাক্স বিক্রয়ের ভার সমর্পিত হইয়াছে। যদি আফিসের প্রধান ব্যক্তিদিগের সবিশেষ দৃষ্টি থাকে, প্রস্তারণা ও প্রবঞ্চনা না হয়, সিবিল কোর্ট আমীনদিগের মধ্যে-মধ্যে তদারক হয় এ বন্দোবস্তেও গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ও আমাদিগের উপরে বড় কুপিত হইয়াছেন। আমরা কায়স্থ জাতিকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকল জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকারান্তরে বৈদ্য অপেক্ষাও কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বৈদ্য যদি বাস্তবিক কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, সে কারণে হউক, আমাদিগের সে কথাটী না বলা অন্যায় হইয়াছে। বৈদ্য কোন্ জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। অতএব কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ের যে প্রধান আমরা তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের উপরেই আমরা ভার সমর্পণ করিলাম, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন। কারণ তিনি এখন এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হিন্দু হিতৈষিণী ও [illegible] পূর্ব্বাঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহিদিগের পুনরুত্থানের সংবাদ দিয়া [illegible] শয় আক্ষেপ করিয়াছেন। পুলিস ও বিচারালয় সকল কোথায় গেল? কাহের কাঁটের কি ব্যয় সংক্ষেপ হইবে বলিয়া ঐ অঞ্চল হইতে ঐগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন?

৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

এবার ৮০ সাল সকল বড় ভাল নয়। এদেশে এই প্রবাদ আছে যে সালের পূর্ব্বে মুদ্য থাকে, সে সালে প্রায় মঙ্গল হয় না। একে ত বৃষ্টি বিরহে শস্য জন্মে কি না, আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহাতে আবার চতুর্দ্দিকে পঙ্গপালের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মুরসিদাবাদ পত্রিকায় লিখিত হইল, জঙ্গিপুর কাছারির দক্ষিণ দিয়া পঙ্গপাল উড়িয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি রাজমহল হইতে উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন ৪ঠা আষাঢ় রাজমহলে ভয়ানক পঙ্গপাল উড়িয়াছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, তারকেশ্বরের মহান্ত মৃত হয় নাই বলিয়া নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমার দিন ১১ই জুলাই ধার্য্য হইয়াছে।

২৮ এ জুনের ন্যাশনাল পেপার বলেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল গত মঙ্গলবার ন্যাশনাল পরিত্যাগ করিয়া ব্রুবারে আলপাইন গুড়িতে গমন করেন।

আমেরিকার ষ্ট্রীলে'কেরা এক একটী নূতন কাণ্ড করিতেছেন। মদ না খাওয়া প্রভৃতি হইল, আমেরিকার আরকান্সাস প্রদেশের কতকগুলি অবিবাহিত স্ত্রীলোক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সকল পুরুষ সুরাপানপরায়ণ হইবে, উহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না। সুরাপান নিবারণের এ একটী উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইল।

জেলা রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "সম্প্রতি রঙ্গপুরে উপনীত হইয়া অবগত হইলাম, বর্ত্তমান বর্ষে কতকগুলি মহাত্মা [illegible] হইয়া রঙ্গপুর জেলার অধীনস্থ [illegible] ইতিকরে। [illegible] হইয়াছে।

হয়। উপাধি ছড়াছড়ি না করিয়া যদি এতদ্রূপ গুণ দেখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই উহা গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহের প্রকৃত হেতু হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, কুচক্র নিরোজিত প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর জজ মর্রিস সাহেব গত কল্য ফিয়ার সাহেবের সহিত সিচ'র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জাপানে এক কালে উন্নতির বেড়া আগুন লাগিয়াছে। জাপানীয়েরা ইউরোপ খণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি আচার ব্যবহারাদি বিষয় স্বদেশীয়দিগের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডনে জাপানীয় ভাষায় এক খানি সমাচার পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেট একটী বড় কৌতুকাবহ সংবাদ লিখিয়াছেন, একজন সমাচার পত্র সম্পাদক সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন তাঁহার কাগজের যে বার্ষিক মূল্য, তাহা দিয়া তিনি একটী উত্তম কুকুর ক্রয় করিবেন। পর দিন ৪৩ টী কুকুর তাঁহার কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইল। ক্রমে ঐ সমাচার প্রচার হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধা এমন ৮ হাজার কুকুর আনীত হইল। শেষে সম্পাদকের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করা ভার হইল, আহার বন্ধ হইল, ৬ দিন কাগজ বন্ধ ছিল।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স বলেন, গত মাসে মান্দ্রাজ হইতে ২৮৩৭৫৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

১৯ এ আষাঢ় বুধবার।

আমরা এবারের গেজেটে কয়েক জন সব ডেপুটি নিয়োগ দর্শন করিলাম। সব ডেপুটি ব্যবস্থার অন্য গুণ থাকুক না থাকুক, ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কাম্বেল সাহেব ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশে যেমন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সহকারী সব ডেপুটির সৃষ্টি করিলেন, তেমনি সব জইণ্ট সব আসিষ্টাণ্ট নাম দিয়া আর একটী শ্রেণী কল্পনা করিলে ত ভাল হয়। তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপও হইবে এবং যে সকল সিবিলিয়ান নূতন এদেশে আসিবেন, তাঁহাদিগেরও শিক্ষা হইবে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, কাউন্সেল কোর্টের অধ্যক্ষতা কালে জোসিয়া বোর্ডে দুই লক্ষ টাকার তছরিল তছরূপপাত হইয়াছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক ইউরোপীয় পদস্থ হইলে বিষয় কার্য্যে অলস হইয়া পড়েন। সামান্য কর্ম্মচারিরা উপরে ওকালতী সমর্পণ করেন, দুর্ত্ত কর্ম্মচারী আফিসের কর্ত্তার মন যোগাইয়া তাঁহাকে এমনি বশীভূত করে, যে কেহ সেই প্রিয় ব্যক্তির দোষের উল্লেখ করিলেও তিনি কর্ণে স্থান দান করেন না। এদিকে কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বস্ব চুলাইয়া বাহির করে। পূর্ব্বি রাজ্যে এই দোষ ঘটিয়া এত কাণ্ড হইল। যেখানে কর্ত্তার ভাগ থাকে, সেখানে ত কথাই নাই।

লার্ড মর্ডক্রক যখন সিমলায় যান, তখন আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি কখন অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কেবল আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিবেন না, কিছু না কিছু কাজ করিবেন। সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি সৈনিক ব্যয়াদি বিষয়ের দোষ সংশোধনে ব্যাপৃত আছেন। উহার বিশেষ বিবরণ পাঠকগণ সময়ে জানিতে পারিবেন।

১৭৭৩ অব্দের এপ্রেল মাসে ইংরাজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষে ২০১০১৩১৮ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ৫৬৫৮৩২৯৩ টাকার রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে ২৩৯৫৯১১০ টাকার আমদানী ৫৭১২২৯৯৪ টাকার রপ্তানী হয়। সমুদায়ে ২৫৭৮৯০৫ টাকা আমদানীর মাসুল ও ৯৩১১১১ টাকার রপ্তানী মাসুল আদায় হয়। ১৮৭২ অব্দে ২৮৪৭৫৯৯ টাকার আমদানী মাসুল এবং ৮২৫১৮২ টাকার রপ্তানী মাসুল আদায় হয়। ১৮৭৩ অব্দে ১০৪১ জাহাজ আইসে ১৮৭২ অব্দে ১১৪১ জাহাজ আসিয়াছিল।

২০ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা মধ্যে মধ্যে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এদেশীয় কোন কোন বিচারপতি আপনার অধীনস্থ আদালতে কর্ম্ম দিয়া আশ্রিত প্রতিপালন করেন, কেবল এদেশীয়েরা সে দোষে দূষিত নহেন। সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে, অযোধ্যা ও পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ঐ দোষে দূষিত হইয়াছেন। ১৮৫১ অব্দে লার্ড ডেলহাউসি ঐ বিষয়ের নিবারণ করেন। ১৮৫৮ অব্দের ষ্টেট সেক্রেটারিরও এ বিষয়ের চিঠি আছে।

ইংলিসম্যান সংবাদ দিয়াছেন, টাম্প বিক্রয়ে টাকায় আধ আনা করিয়া যে ফরি সন দেওয়া হইত, ১লা জুলাই অবধি তাহা ভিন্ন অন্যকে দেওয়া হইবে না। এ নিয়মে মফস্বলের অনিষ্ট হইবে। অনেকে ফরিসন লাভের লোভে নিজের টাকা দিয়া টাম্প লইয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া টিকিট বিক্রয় করে, অন্য অন্য কাজও তাহাদিগের আছে, তাহারা অনুমত টিকিট বিক্রেতা নয়। তাহাদিগের টিকিট লওয়া বন্ধ হইবে। কেবল মফস্বলবাসীদিগের কষ্ট হয়, অধিক টিকিট বিক্রয় হইলে গবর্ণমেণ্টের যে লাভ হইত, তাহাও হইবে না। টিকিট পাইবার অসুবিধা হইলে অনেকের টিকিট কেনা বন্ধ হইবে।

২৮ এ জুলাই পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, বর্দ্ধমান কলিকাতা ২৪ পরগণা সাঁওতাল পরগণা কিয়দংশ পাটনা ভাগলপুর উত্তর খাসিয়ার কিয়দংশ ও ছোট নাগপুরে বৃষ্টি নাই। আসামের কোন কোন স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থানে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদূর আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ততদূর হয় নাই। বাঁকুড়া বীরভূম মুরশিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণার পঞ্চপাল দেখা দেয়, কিন্তু সাঁওতাল ভিন্ন আর কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। কোন কোন জিলায় ওলাউঠা হইয়াছে, আবার কোন কোন জিলায় নূতন হইতেছে। পাটনা আসাম ও উহার সন্নিহিত পর্ব্বতে কিছু বাড়া বাড়ি। পাটনার কোন কোন অংশে ভাগলপুরে ও ছোট নাগপুরে এখনও বসন্তের প্রাদুর্ভাব আছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সওমন্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লার্ড মর্ডক্রকের রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের লোকে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু দিন প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টা হইতে বিরত হন, তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ফ্রেণ্ডের সংবাদদাতার এই মত, কিন্তু তাঁহার নিজের ভিন্ন গোঠ।

২১ এ আষাঢ় শুক্রবার।

সমাজদর্পণ বলেন, হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত-প্রাণী হইলে তাহার বিবাহ ঘটিত যে বিশৃঙ্খলা হয় গবর্ণর জেনরল তন্নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। যাহারা বিবাহের লোভে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, এ উপায়টী তাহাদের মিষ্ট লাগিবে না।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, জুন মাস শেষ হইল অদ্যাপি আমরা বর্ষার দর্শন পাইলাম না। এখানকার লোকেরা কহিতেছেন অনেক কাল এরূপ ঘটনা হয় নাই। এখন আর কেহ পুরাণ ভালবাসেন না, নূতন চাহেন সেই নিমিত্ত দেবতারাও নূতন দেখাইলেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ি আছে এদেশীয়দিগের তাহাতে উঠিবার অধিকার নাই। সহচর তাহার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। উহা যে জাতিভেদ দূর করিবার উপায় সহচর কি তাহা জ্ঞাত নহেন।

আসামমিত্রের দৃষ্ট হইল ২৫ এ মে রাত্রিতে তেজপুরে অতিশয় ঝড় হইয়াছে, অনেক ঘর বাড়ী ও বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে।

এবারের অমৃতবাজার পত্রিকা পূর্ব্বাঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহিতা সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন। পুলিস কোথায়? পুলিসের লোকেরা কি কেবল সং সাজিয়া বেড়াইবেন, ঘাও ধরিবে কে?

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, সরষহ অঞ্চলে নীল বড় ভাল হয় নাই। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ইংলিসম্যান বলেন, বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গত কল্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বায়ু সেবন করিয়া সবল হইয়া আসিয়াছেন। এখন কাহার ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

গত কল্য নিম্নলিখিত মূল্যে অধিকেন বিক্রীত হইয়াছে। বেহার ২১০৫, সিম্লুক প্রতি সিম্লুকের মূল্য গড়ে ১২৮৭৫/৪। মোট ১৭১২৫০ টাকা। বেনারস ১৩৭৫ প্রতি সিম্লুক গড়ে ১২৪৪৵ মোট ১৭১৪১ ২৫ টাকা।

১৪ ই জুনের মধ্য প্রদেশের সংবাদে জানা যাইতেছে কলম, জ্বর, ডেঙ্গু ক্রমে করিতেছে, পশুগণের যে পীড়া হইয়াছিল তাহাও কমিয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের বালিপুলিতে দুর্ঘটনা হইয়া গোকুল দাস নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাহাতে রেলওয়ের নামে ২০০০০ টাকার দাবিতে নালিশ হইয়াছিল। ৪০০০ টাকা দিয়া উহার রফা করা হইয়াছে। এরূপ না হইলে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষা লাভ হ না। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের এইরূপ শিক্ষালাভ সবিশেষ আবশ্যক।

২২ এ আষাঢ় শনিবার।

এতদ্দিন পুরুষ মিশনরিদিগের ছেলে বাহির করা রোগ ছিল, ভাগ্যধর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে অনেক নিবারণ হইয়াছে, এখন আবার মেয়ে মিশনরিদিগের মেয়ে বাহির করা রোগ হইয়াছে। বেঙ্গল স্পেক্টেটর কাগজ রোগের তুলিতার এক ব্যক্তির কন্যাকে একজন মেয়ে মিশনরি চুরি করিয়া, সেই কন্যাটী সাজী ত্যাগ করিয়া মিশনরির আশ্রমে গিয়াছেন।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, গত বৎসর গোয়ালিয়রে পঙ্গপালে শস্য নষ্ট করাতে ভাল শস্য হয় নাই। আগ্রা হইতে তথায় শস্য প্রেরিত হওয়াতে আগ্রার শস্যের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

এদেশের লোকে এতদ্দিন ভাবিয়া আসিতেছেন, ধনী ব্যক্তিরা কাশীতে মন্দির দেন এবং বিদেশীয়দিগের বাসার্থ ঘর নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। মহারাজ হোলকার সওদে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত ৫০০০০ টাকা দিতেছেন। ভারতবর্ষের যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ড দেখিতে যাইবেন তাঁহারা ঐ গৃহে বাস করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত স্থানে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হা মলটন উইলকন্স গডম্, বি এ মিরাটে। শ্রীযুক্ত জেমস কাদাসস ব্রাকবরি বাঘর পক্ষে। শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড হাউকাসল রুকর্ বি, এ, বর্দ্ধমানে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত স্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জেমস কেলবর মক্রাইল বশোহর।

শ্রীযুক্ত ফিলিপ্ মোলান সিরাজগঞ্জ পাবনা।

শ্রীযুক্ত আলফেড আগষ্টস ওয়েন ভাগলপুর মুঙ্গের।

২৬ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভাগলপুর বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত বি এ প্রথম শ্রেণী সাঁওতাল পরগণা। মুন্সি সিরাজ আলী প্রথম শ্রেণী সাঁওতাল পরগণা। মুন্সি ইসরদ আলির হোসেন প্রথম শ্রেণী ভাগলপুর। বাবু মূল সিং প্রথম শ্রেণী মুঙ্গের। বাবু মধুরানাথ ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণী পুর্ণিয়া। ইহাকে ১৮৭৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরভেয়িং ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

বাবু ইশ্বরী প্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণী মুঙ্গের। ইহাকেও ১৮৭৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরভেয়িং ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণী ভাগলপুর পরীক্ষার্থী। বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত মুন্সিসিং টহলী প্রসাদ ও প্রতাপনারায়ণ সিংহ ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর জাইণ্টের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কমলনাথ দাস পুরীতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৭ এ জুন। পুরীর অন্তর্গত খোরদা সবডিবিজনের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দত্ত বি এ ডিপুটী কালেক্টরি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিছুদিবস জন্য মুর্শিদাবাদ বিভাগের অন্তর্গত প্রতিনিধি-জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জন আর্থর চারলস চাকায় সদর ষ্টেসনে বদলি হইয়াছেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ রায় মুর্শিদাবাদ বিভাগের অন্তর্গত প্রতিনিধি-জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

ইউরোপীয়সমাচার।

রাণের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে গোলযোগ বিরোধ উপস্থিত হয়। শেষে কমন্স ডেটিং বলের দাস্ত্রে ডি উইলটন পুনরায় মনোনীত হইয়াছেন।

ট্রেলি বিজের তুলায় কারখানায় এক সপ্তাহ পরে অনেক লোক কর্ম্মকরে। নিযুক্ত হইবে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

এটলান্টিক সাগরে ডুবন তার পাতা হইয়াছে।

রোমে ধর্ম্ম মন্দিরের যথার্থ আইন প্রচারিত হইয়াছে।

অনেক রাজা ভিয়েনায় উপস্থিত হইয়াছেন।

এডিন্বর লোকেরা সন্ধিপ্রার্থী হওয়াতে এডিন্বরেরা সন্ধির যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অযোগ্য নহে। অগ্নিতে যে কুন্তি নষ্ট হয়, উহারা তাহার মূল্য ও অন্য অন্য ব্যয় দান করিবে, কিন্তু উহারা বিষয় বিক্রয়ের অধিকারী হইবার প্রার্থনা করিয়াছে। পুরাতন স্বামীরা থাকিবেন। এডিন্বরবাসিদিগের স্বত্ব সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

২৮ এ জুন অদ্য। রেলওয়েই বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের জজ হইবেন সেরেটী ইহা প্রকাশ হইয়াছে।

অগ্নি লাগিয়া কেম্বলটন বেহালা নষ্ট হইয়াছে। ৪০০০০ ডলর মূল্যের ইহা বিমা হইয়াছে এই অনুযায়ী করা হইয়াছে।

স্পেনের ঘটনাবলী এখনও স্থির হয় নাই।

হোম্ রিজার মুসলমানেরা ও সপ্তাহে ২১ এ ইংরাজীবলদির প্রাণ সংহার করিয়াছে।

২৯ এ জুন লণ্ডন। সেনাপতি কাডরেকের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে ১০ ই জুন মিরা আক্রান্ত হইয়াছে। খাঁ পলায়ন করিয়াছেন।

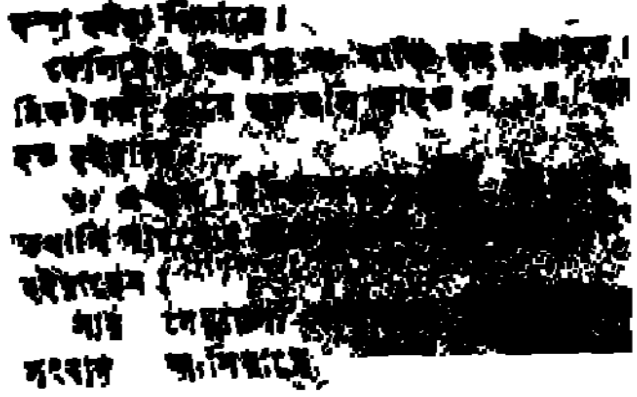

ডিক্সির ও ভাগার চন্দ্রগ্রহণবিশিষ্ট স্থানে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

ডেলিটেলি সিরিয়ার [illegible] হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী [illegible] হত হইয়াছে।

[illegible] পলায়ন করিয়াছেন।

আর টেলিগ্রাফী সংবাদ আসিয়াছে।

বিষের সহিত নির্ব্বিঘ্নে খাটতে উৎসাহিত হইয়াছেন। ঐ প্রদেশে ইজিপ্টের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। বিদ্রোহশান্তি ও দাসব্যবসায়ের নিবারণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। কয়লার মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি হইতেছে।

টিকবোরোর মকদ্দমার শেষ হইয়া আসিতেছে।

বিপ্লবী ও রিপিবে গলাউঠা দেখা দিয়াছে।

মর্ণিংপোষ্ট বলেন রুশিয়া ইংলণ্ডকে পুনরায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন যিবা বরাবর বহাল রাখা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ মকদ্দমা।

সৈয়দ আবদুল কাদের খাঁ সম্যক এক পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৭১ সনের নবেম্বর মাসে কত্রচন্দ্র মৌলিক নামে এক ব্যক্তি উক্ত হেড ক্লার্কের নামে বিশ্বাসঘাতকতা এবং জালকরার অভিযোগ উপস্থিত করেন। উক্ত মকদ্দমা পূর্ণিয়ার জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট উইকস সাহেবের নিকটে ডিসমিস হয়। পরে ফরিয়াদীর প্রার্থনামতে সেশন জজ আসামীকে সেশনে সোপর্দ্দ করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সনের অক্টোবর মাসে আসামী ধৃত হইয়া পূর্ণিয়ার তাৎকালিক জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়র সাহেব কর্ত্তৃক সেশনে প্রেরিত হন। গত ১৩ ই জানুয়ারি তারিখে একটিম সেশন জজ সৈয়দ আবদুল কাদেরকে কঠিন পরিশ্রমসহ ১০ বৎসরের মিয়াদ এবং ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা জরিমানা না দিলে আর ২ বৎসর মিয়াদের হুকুম দেন। এই মকদ্দমা সেশনেতে বিচারাধীন থাকার সময়ে পূর্ণিয়ার একটিম কালেক্টর কাপেল সাহেব সৈয়দ আবদুলের প্রতি পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর নানা খাতের টাকা তছরূপ করার অভিযোগ করেন এবং ঐ সকল অভিযোগের অনুসন্ধানের ভার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়র সাহেবের উপর দেন। ওয়েয়র সাহেব ৩ টী চার্জ্জ করিয়া আসামীকে সেশনে অর্পণ করেন। সেশনে ঐ সকল চার্জ্জের বিচার হইয়া ১১ ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় সৈয়দ আবদুল কাদেরের ৭ বৎসর মিয়াদের হুকুম হয়। সেশন জজের এই উভয় আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবদুল কাদের হাইকোর্টে আপীল করেন। গত ২১ এ এপ্রেল তারিখে তাঁহার খালাসের আদেশ হয়। ২৮ এ এপ্রেল কাপেল সাহেব আবদুল কাদেরকে জেলখানা হইতে আনয়ন করিয়া হাইকোর্টের খালাসের আজ্ঞা শুনাইয়া দেন এবং তৎক্ষণাৎ নূতন এক ওয়ারেণ্ট দ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করেন। ২ রা মে তারিখে আবদুল কাদের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট জামিন দিয়া খালাস হওয়ার প্রার্থনা করেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। ৫ ই মে আবদুল কাদেরের মোক্তার জুলফকর আলী জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্টের নকল এবং যে হুকুমমতে ঐ ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে তাহার নকলের প্রার্থনা করেন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নকল দিতে অস্বীকার করেন। পরে জুলফকর আলী জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নকল পাওয়ার যে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, সেই দরখাস্তের হুকুমের নকল প্রার্থনায় আর এক দরখাস্ত করেন। ওয়েয়র সাহেব তাহাও অগ্রাহ্য করেন। ৬ ই মে তারিখে আবদুল কাদের মাজিষ্ট্রেট কেম্পেল সাহেবের নিকট ঐ সকল নকল পাওয়ার নিমিত্ত আর এক দরখাস্ত করেন। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আদি না কি তারিখে ৭ ই তারিখে নকল দেন। এই সকল অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আবদুল কাদের ১২ ই মে হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্ত পাইয়া হাইকোর্ট পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটকে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সমুদায় কার্য্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন এবং নথী ও ওয়ারেণ্ট উপস্থিত হইলে হাইকোর্টে প্রেরণ এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জামীনে খালাস দেওয়ার আদেশ করেন। ১৪ ই মে তারিখে হাইকোর্টের এই আদেশ পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌঁছিলে তিনি আবদুল কাদেরকে জেল হইতে রিলিজ দেওয়াইয়া জামিন গ্রহণ সময়ে খালাস দেন। কিন্তু জামিননামায় এই সর্ত্ত লেখাইয়া লওয়া হয় যে, আবদুল কাদেরকে প্রত্যহ মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হাজির থাকিতে হইবে, এবং তিনি পূর্ণিয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। তদনুসারে পরদিন আবদুল কাদের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইলে উক্ত টাকের কতক টাকা তছরূপ করার অভিযোগে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে (১৮১৭ সনের ১৮ আইনের ৭ ধারামতে) তাঁহাকে সেওয়ানী জেলে প্রেরণ করেন। আবদুল কাদের এ আজ্ঞার প্রতিকূলেও হাইকোর্টে আবেদন করেন। ১৯ মে তারিখে হাইকোর্ট পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটকে লিখেন যে, আপনি আমাদের ১২ ই তারিখের আদেশমতে কার্য্য না করার কারণ প্রদর্শন করিবেন এবং আপনি যে আইনের আশ্রয় লইয়া দরখাস্তকারীকে সেওয়ানী জেলে দিয়াছেন তাহা ১৮৭১ সনের ২৯ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে। ২০ এ তারিখে এই আদেশ প্রাপ্তির পর কাপেল সাহেব আবদুল কাদেরের খালাসের আদেশ দেন। আবার তৎপর দিবসই তিনি আং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহার নামে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারামতে অভিযোগ করেন। তদনুসারে ঐ দিবসই আবদুল কাদের ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন। এই হুকুমের বিরুদ্ধে ২৮ এ তারিখে হাইকোর্টে তিনি এই বলিয়া পুনরাবেদন করেন যে, আমাকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া হয় এবং তাহাতে পূর্ণিয়া ছাড়িয়া যাওয়ার সর্ত্ত না থাকে, পরন্তু গবর্ণমেণ্টকে অনু-

রোধ করা হয় যে, উক্ত মকদ্দমার জন্য অন্য একজন বিচারক প্রেরণ করা হয়।

উপরে যে ঘটনার কথা লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও পাঠকগণ অবশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন—টলরস আবদুলকাদেরের মারপর নাই অত্যাচার প্রভৃতি হইয়াছেন এবং মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছাচারিতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। একজন ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বেষ ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে কিনা অনিষ্ট হইতে পারে? আমরা এক প্রকার নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এতদ্দেশীয় কোন বিচারক এবম্প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাদি প্রদর্শন করিলে তিনি নিশ্চয়ই চিরকালের জন্য কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কাবেল না ওয়েয়ারসম্বন্ধে কি সেরূপ কিছু হইবে? তাঁহার অন্ত আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক এদেশের হিতার্থে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ নিগ্রহ প্রদর্শন থাকুক, তাঁহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে না দেওয়াও মহত্ত অকৃতজ্ঞতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—কাবেল ও ওয়েয়ার লিখিয়ে দস্যাদিগকে দণ্ড করিলে শুদ্ধ টাঙ্গুসারে যদি যাবতীয় বিচারকগণই স্বাধীন বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশগুলিকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পদ দলন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এদেশের কিরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা? এরূপ হইলে কি বঙ্গদেশ শীঘ্রই ঘোর অরাজকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে না? যাঁহাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের যেরূপ ভাব—বিশেষতঃ জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর তাঁহার যেরূপ সম্পূর্ণ দৃষ্টি তাহাতে এমন কেহই এরূপ আশঙ্কা করেন না, যে, তাঁহার দ্বারা উক্ত শ্রেণীস্থ কোন প্রজাকার হইতে পারিবে। অতএব আমাদিগের বীর প্রকৃতি উদার চেতা গবর্ণর জেনেরল লর্ড, মর্লেক্স মহোদয় এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, একান্ত আবশ্যক। নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইন যেখানকার বিচারকগণকে বিশেষে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানের বিচারকগণ যদি প্রোক্তরূপ যথেচ্ছাচারপরতন্ত্র, উদ্ধত প্রকৃতি, ক্রোধপরবশাদির বশীভূত এবং দুষ্টতা সম্পন্ন হন, তাহা হইলে তাহার আর কল্যাণ প্রত্যাশা কি?

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। প্রায় আষাঢ় শেষ হইতে চলিল, এখনও কিছু মাত্র বারিবর্ষণ হইল না। আকাশের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে শীঘ্র বৃষ্টি হয়, তাহার কোন লক্ষণই নাই। এবারে যে দুর্ভিক্ষ অনতিক্রম্য তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। গবর্ণমেণ্ট ডক্টার (রোডসেস) বসাইতে চলিলেন। এ সংসরটী টাক্স স্থাপনের উপযোগী সময় বটে কি না, গবর্ণমেণ্টের এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা বিধেয়। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহাই এ সময় হইতে অবলম্বিত হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। এ স্থলে আর এক কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের এটী শস্যোৎপাদক দেশ। বৃষ্টি পতন সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদিগকে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেছি, আমাদের ছোট প্রভু (লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর) ভারী পরিবর্ত্তন প্রিয়। বৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের দেশ যে অনিশ্চয় ভাবে রহিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কি না, তাহা তিনি কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একটী কূপ ও দীর্ঘিকা গবর্ণমেণ্ট খনন করিয়া দিন। আমাদের এ যুক্তিটী কতদূর সঙ্গত সমত, তাহা আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আন্দোলন করেন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

২। সে দিন বলরামী আষাঢ় [illegible] ফল পঞ্চপাল গিয়াছে। [illegible] দ্বারা বহুকষ্টে যে বীজ রক্ষা করিয়াছিল, তাহা একরাত্রে উৎসন্ন করিয়া গিয়াছে, লোকে না কথায় বলে "[illegible] অনুগামী হয়"।

৩। সে দিন বড়োয়া আষাঢ় [illegible] কাতুর গ্রামের এক পটীতে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নগদ টাকা ও দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। আমি শুনিলাম, অনেকজন মফস্বলের ধৃত হইয়াছে। বীরভূমকে আমরা এক বিষয়ে সৌভাগ্যবান দেখিতেছি। বীরভূমের সহর ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গোলাম রহমানিজা সেরের অনুসন্ধানে (কিনারায়) বড় পটু। বীরভূমে আগুই ডাকাইতি প্রভৃতি লোমহর্ষণকর ব্যাপার সংঘটিত হয়। কিন্তু মিঞা সাহেবের তীক্ষ্ণ কৌশলে ও কার্য্য তৎপরতায় মফস্বলেরা প্রায়ই অব্যাহতি পায় না। এরূপ উপযুক্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের সংখ্যা যেখে যত অধিক থাকে ততই মঙ্গল।

৪। রাইপুরের অধিবাসীদের অগ্নিদাহে যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, তাহার পূরণ করিতে যে তাহারা স্বয়ং অক্ষম, এ কথা আমরা সোমপ্রকাশে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশার সময় গবর্ণমেণ্ট হস্তাবলম্ব দান করিলেন না। আমরা দান বিষয়ে বিখ্যাতনামা কয়েকজন মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন কেহই এ বিষয়ে দান করা যোগ্য বিবেচনা করিলেন না। আক্ষেপ দেখিয়া যাঁহারা দান করেন, আমরা ত এখন লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থী হই নাই, তবে আমাদের প্রার্থনা পত্র পঠিত হইলে কেন, দুঃখিত উঠিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্ব্বের যাঁহাদের পরিচয় লিখিয়াছি, রাইপুরের অধিবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের যাহা কিছু [illegible] ছিল, অগ্নিদাহে তাহা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। রাইপুর [illegible] [illegible] [illegible]

দেশের উপকার জন্য দান করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার অপেক্ষা দানের উপযুক্ত স্থল কোথায় পাইবেন? আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, রাণী শরৎসুন্দরী ও রাণী শ্যামমোহিনী এখনও আমাদের প্রার্থনায় বধিরা হইয়া আছেন।

৫। বনয়ারী আবাদ রাজসংসারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার মহাশয় গত বর্ষের ছাত্রবৃত্তি ও মাইনার পরীক্ষার প্রতিযোগিতা জন্য একটী রৌপ্য মেডেল করিয়া দেন, তাহা কলিকাতার স্কুলের একটী ছাত্র পাইয়াছেন। সে দিন দেওয়ান বাবু কাটোয়া বিভাগের ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর চাকবাবুর হস্তে ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই মেডেলটী সরস্বতীর বিনয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্যধর ব্যক্তির কোন রূপে দেশের হিতকর কার্য্যে প্রীতি হইলেই আমাদের লেখনী অতই তাঁহার যশোগানে প্রবৃত্ত হয়। রামলাল বাবু একজন বদান্য পুরুষ। তিনি মনে করিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন।

২৬ জুন
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনি জগৎ বিখ্যাত (১) মহাত্মা রামমোহন রায় মহোদয়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ভারতসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উপর এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দোষার্পণ করেন নাই, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আপনি একজন বিজ্ঞ লোক হইয়া "ছেলেচুরি কের" মত যদেশ বিদেশ হিতৈষী মহাত্মা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি অযথার্থরূপে দোষারোপ করিলেন। মহাত্মন্ সম্পাদক মহাশয় আপনার অভিপ্রায়ের উপর যেরূপ প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন শুদ্ধ প্রয়াগ দূত কেন আপনার মত দুই একজন লোক ভিন্ন কোন্ সহৃদয় না তাহার অনুমোদন করিবেন? রাজা রামমোহন রায়ের মত যদি ভারত ভূমি আর দুই একটী সন্তান প্রসব করিতেন তবে আমাদের দেশের আর এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। এমন মহাত্মার উপর দোষারোপ করা আপনার মত লোকের উচিতই হইয়াছে। সে সব কথা এখন যাউক, তাল সম্পাদক মহাশয়! আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আপনি যে বলেন "অনেকে আপনার অভিপ্রেত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। দোষ হয় রামমোহন রায়ের ঐ দোষ ছিল।" রামমোহন রায় মহাশয় কোন বিষয়ের কোন অভিপ্রায় (২) প্রকাশ করেন নাই

(২) আমরা লিখিয়া ছিলাম, রাজা গ্রন্থের অনেক স্থলে আপনার অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি যে বিশদ নয় তাহা পত্রপ্রেরক কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। মনে যোগ দিয়া ২। ৩ বার পাঠ না করিলে যে লেখার অর্থ পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম না হয়, পত্রপ্রেরক কি সে লেখাকে বিশদ বলেন? যে খানে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল আমরা তাহার কথা কহিতে চাহি না, সেখানকার অস্পষ্টতাদোষ কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয় হয়। কিন্তু রাজা যে ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন, তাহাও বিশদ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

১। উদাহরণ "ইহার দৃষ্টান্তে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা সংহর্ত্তা পাতা ইত্যাদি বিশেষণ শুদ্ধে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন, অথবা সমাধি অবস্থাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপ সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" (ভূমিকা পৃষ্ঠ ৮, ৭ পংক্তি ১০) কোন্ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া ইহার অর্থ বোধে সমর্থ হয়? পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

২। উদাহরণ "তিন চারি বাক্য লোকের প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ঐ লোকেও সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন। এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমার মানস ছিল না, তবে যে সকল ব্যক্তি আপনার সোমপ্রকাশ ভিন্ন আর কোন পত্রিকা পাঠ করেন নাই, পণ্ডিত প্রবর রাজা রামমোহন রায়ের নিন্দা শুনিলে পাছে উঁহাদের অকলঙ্ক হৃদয় কলঙ্কে পূর্ণ হয় কেবল এই মাত্র আশঙ্কায় লিখিলাম। প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমি যথা সাধ্য আপনার ভ্রম সংশোধনে যত্নশীল হইব।

৩০।৪।৭৩ } বশম্বদ
শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ প্রপৌত্র।

গৃহস্থ ভবন লুঠি দস্যু পায়কর
সর্ব্বস্ব যদ্যপি লয় কি দুঃখ তাহায়?
কিম্বা সেনাদলে লয়ে, সমর সজ্জিত হয়ে
জন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যায়,
ছার খার করে সব করিয়ে সমর।

তাতাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয় ভেদী কষ্ট পাইল রে আজ,
পোড়া কাল কালামুখ, ঘুচায়ে সুখের সুখ
কাড়ি নিল মহারত্ন কাঁদায়ে সমাজ।
আকুল বাঙ্গালাবাসি করে হায় হায়!

তস্কর মাণিক যথা হেরি রাজালয়ে,
পাপ দণ্ড ভয় ভুলি চুরী করি লয়
জীবন তস্করসম, অবিচারি নিরমম,
তাহার গুণের না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টির নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচারকালে কহেন। ৯ দৃষ্টক। পৃষ্ঠ ৮ পাক্তি ১৫।

৩। "এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, — কিন্তু এ ভাষার গদ্যেতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না।" অনুষ্ঠান পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি ২।

৪। "এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর যত্ন অবশ্য করেন, তবে কদাপি এ সকল কথা তে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের বিপরীত এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ের নিদ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে এবং পরলোকে কৃতার্থ হই।"

হরিল হৃতন পাখি এ মধু আদরে,
মারিয়ে শোকের শেল বঙ্গের হৃদয়ে।

চৌদিক আঁধার আজি নিরখি মরমে,
নিশাপতি বিনে যেন নিশায় যেমন,
নিশার জ্বলন্ত বাতি নিভিলে না রহে ভাতি
যেরূপ গৃহের মাঝে, হায়রে তেমন,
অন্ধকারময় হেরি এ বঙ্গ ভবনে!

হে কবীশ! ছাড়ি তব প্রিয় জন্মভূমি
যাহ্নবীরে, গেলে চলি তবে চিরতরে,
কি হে তুমি কি দোষ পেলে বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে আর কি হে পাব দরশন?
আর কি সুধার ধারে ধরাইবে তুমি?

কবিতা কাননে তুমি করি পদার্পণ
তুলিতে প্রফুল্ল সুখ, সুখী হতো সবে
তোমারে নিরখি, আহা আর কি লভিবে তারা
বঙ্গবাসী? হায় আর সে দিন কি হবে?
সে পথে দিয়েছে কাঁটা বিকট শমন।

রত্নগর্ভা পুণ্যময়ী ভারত জননী
হায় আজি কুতান্তের কুলিশ আঘাতে
তোমা হেন প্রিয়পুত্রে হারাইয়ে কর্ম্মদোষে
মৌনব্রতা হয়ে ভাসে নয়নের জলে,
কবিনী বিলাপে যেন হারাইয়ে মণি।

মধুমাখা মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধুধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়ে বঙ্গের বন্ধু হে মধু কবিতা মধু
ঢালিলে তেমতি এই বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা আমাদের পশিবে শ্রবণে?

আর কি তোমার মত হে মধুসূদন।
যশ কবি কুল মধু এ বঙ্গ পাইবে?
আর কি বীণার বাদ্য ঘুচাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অমৃত ফুটাবে?
সে আশে হতাশ হায় করিল শমন!

এ বঙ্গ ভূমিতে তাই কবিতা কাননে,
কোকিল আছিলে তুমি কাব্য কুহু রবে
তাই আরম্ভ দি গীত জনে ভুলাইলে,
আমার সে দিন কবে আর কি গো হবে?
এ ভৌমত্ব [illegible]

হে কাল! [illegible] কি কাজ করিলি
কি হেতু করিলি হায়, এ কার্য্য সাধনে?
বিফ চোর, বিফ তোরে উচিত কেবলি কোপে
তাড়িলি বিদর এঁরে চিরতরে মরমে।
কেমনে কবির দেহ এ কথা লিখিলি!

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন।
তথাপি কবির কীর্ত্তি যে কীর্ত্তির বলে,
থাকে তুমি এ ভারতে না পারিবি কোনমতে
হরিতে নির্দ্দয় তুই হলে বলে কলে।
কীর্ত্তিই ধরণী মাঝে অক্ষয় জীবন।

পাবনা বাটী
১৯ এ আষাঢ়
} বিদ্যাভূষণস্য শ্রীরাজ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৭ এ জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহনার	৬	০
তথা হইতে অম্বিকাপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৭	৬
অম্বিকাপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৫৬ মাইলের মধ্যে	৮	৬

সন ১৮৭৩ সালের ৩০ ইজুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৭	২

বহরমপুর
৩০ এ জুন
১৮৭৩
} শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটিং কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

যাহারা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র পাল
অনুগ্রহপূর্ব্বক ৫৷৷০
" " বরদাগোবিন্দ রায়—বিদ্যাজপুর ১৷০
" " ব্রজনাথ রায়—ইমামগঞ্জ ৫৷৷০
" " হারাধন বসু—কাঁথি ১৷০
" " রামকানাই ঘোষ—গোবিন্দগঞ্জ ১৷০
" " শ্রীনাথক চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ি ১৷৷০

২৪ এ আষাঢ় ১২৮০।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্তের বিশেষ [illegible]।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৷০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে যাহার অগ্রিম বার্ষিক ১৷০, ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। কুড়ি মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, যাবতীয় চিঠি, যদি কর্ত্তা ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু কেহ যেমনটিকিট প্রেরণ না করুন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কার্য্যত করা যাইবে।

মোগলপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে তাহারা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৷৷০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক মূল্য বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৫ সংখ্যা।

" যবক্ষনা প্রক্রান্তিছিনায় যার্থিব যবক্ষনী অতিমক্তনী ন স্থীয়না।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮০। ৩১ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২৲ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

স্কুল ও পাঠশালার ব্যবহারার্থ মৌখিক অঙ্ক ১ ম ও ২ য় ভাগ। মূল্য ৷৵০ ও ৷/০ আনা। ঢাকা রাজার দেউড়ীতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর ভবনে রাজসাহী সভার সাংবৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠ এবং আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ সরকার হইতে দেয় হওয়াই তাহার নিকট লইবার এবং সেন্সসের নম্বর অনুসারে এই দ্বিতীয় দারিদ্র হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক আনা প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাই স্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই সেন্সসে প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয়
২৪ এ জুন। ১৮৭৩
শ্রীরাজকুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্বর ও সুন্দর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিবিধ সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৷ টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ	৵০
ঐ মধ্যম কাগজ	/০
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ	।০
কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ। উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত	১৷০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড	।০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ) শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালানুবাদ সমেত	২
ভগবদ্গীতা (বৈজ্ঞানিক দর্শনি)	২৷০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক সংকলিত বাঙ্গালা অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ৪ পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ৬ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত ৯৷৷

(২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১৷

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ৯ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৷৷

—•—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি উঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাঁইট সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এডেন্টস আফিস ফ্রাঙ্কলিন কোম্পানি
চিৎপুরস্থ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেণ্ট।

—•—

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—•—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।
ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মা ২৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷০ আনা। ইহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। ৮ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট এবং কলিকাতা আলবার্ট লাইব্রেরি হিন্দুস্থান-ষ্টোরে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। খ্রীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, সূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিসি মেডিকাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ৷৵০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।৵০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—•—

ম'পীসহ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আমাদের কুমোরেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভারতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ও ষ্টেজ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ক লকাতা
৭৮২ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যন্ত্র তাহার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে মূল্য ১৮, ডাক মাশুল ১৵০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৩৷০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা। উক্ত প্রাক্টীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে আমার নিকট হইতে ডাকমাশুল সমেত ৮ টাকা মূল্যে লইতে পারিবেন। [illegible]

ডাক্তার

শরের কৃত যাবতীয় চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ১, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার ঔষধ ভাণ্ডার কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

প্রজার সহিত জমীদারের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার উভয়েরই একটী মহান উপদেশ লাভ হইল। উঁহাদিগের মেধা যদি মন্দ হয়, এ উপদেশ মনে থাকিবে না। বঙ্গদেশের চাসাদিগকে মার ধর গালি দাও ও অন্য প্রকার পীড়ন কর, তাহারা গোরুর মত সমুদয় সহ্য করে, কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করে না। কেবল কর বৃদ্ধি তাহাদিগের সহ্য হয় না। সেই সময়েই তাহারা অস্থির হয়, দড়ি ছিঁড়িবার চেষ্টা করে। আমরা আমাদিগের বাস গ্রামে অনতিদূরেই দেখিতে পাই, কোন কোন জমীদার প্রজার নিকটে অল্প কর লন বলিয়া তাঁহারা চাঁদা মাথট প্রভৃতি নান। বাব করিয়া টাকা লইলেও প্রজা অম্লানবদনে তাহা দেয়। তাহাদিগের মনের প্রবোধ এই খাজনা অল্প। পক্ষান্তরে, আমরা কৃষকদিগের নিকটে এরূপ প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছি, যদি তেমরা খাজনা কিছু অধিক দাও, কোন প্রকার বাব দিতে হইবে না। তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে। তাহারা বলে যে বর্ষে বৈ। ছুকিপাকে শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, খাজনা অধিক হইলে তাহারা তাহা দিতে পারে না। বাকি পড়িয়া যায়। জমীদার সুদ সুদে বসেন। যে বাবে শস্য হয়, জমীদার সমুদয় আদায় করিয়া লন। তাহাতে তাহারা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু জমীর খাজনা অল্প হইলে তাহাদিগের এত দুর্দ্দশা হয় না।

প্রজার সহিত জমীদারদিগের সতত সংসর্গ হইতেছে, তাঁহারা প্রজার ভাব গতি দেখিতেছেন, ও মনের ভাব জানিতেছেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়া তাহা দিগকে বিরক্ত করিয়া তুলেন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। তাহারা নিতান্ত আলাতন হইয়াই বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা সহজে বিদ্রোহী হয় না। বাঙ্গলা দেশে করবৃদ্ধি মূলক বিদ্রোহ ঘটনা কেবল পাবনাতেই নূতন হইয়াছে তাহা নয়। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে জিলা রঙ্গপুরে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তখন রিচার্ড গুডলাড রঙ্গপুরের কালেক্টর, ঐ বিদ্রোহ বহ্নি অল্পে নির্ব্বাণ হয় নাই। কয়েকজন প্রজা হত হইয়াছিল। কালেক্টর গুডলাড লেপ্টনণ্ট এ মাকডোনালডের উপরে বিদ্রোহ নিবারণের ভার দেন। তিনি কালেক্টরকে যে পত্র লিখেন, তাহা এই:—

"আমি গত কল্য আপনাকে যে সরকারি পত্র লিখি তাহাতে কহিয়াছিলাম, শরাবতীর উত্তরাংশে কতকগুলি বিদ্রোহী সমবেত হইয়াছে শুনিয়া আমি একদল লোক সজ্জিত করিয়া লই। ঐ দল রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে যাত্রা করে। একজন জমাদার উহাদিগের অধিনায়ক হইয়া যায়। সুজা মহম্মদ টোকা ও তাহার বরকন্দাজ সকল ঐ সঙ্গে ছিল। এখানে যত অশ্বারোহী পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও ঐ সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। প্রত্যূষ সময়ে বিদ্রোহিদলের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগের হস্তে ভীর ধনুক বল্লম বড়শা প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। আমি সিপাহিদিগকে এক এক খান সাদা কাপড় ধারে দিয়া ছত্রভঙ্গে যাইবার পরামর্শ দি। তাহারা বিদ্রোহীদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বরকন্দাজদিগের ভয় করে না। সিপাহিরা নিকটবর্ত্তী হইয়া সাদা কাপড় ফেলিয়া দিল এবং বিদ্রোহিদিগকে গুলি ও বেয়নেটের আঘাত করিল। ওদিকে অশ্বারোহীরা তরবারি প্রহার আরম্ভ করিল। অনেকগুলি লোক হতাহত হইল। জমাদার গণনা করিয়া দেখিল ৬০ জনেরও অধিক হত হইয়াছে। ৫৬ জন বন্দী হইল। পথে আসিবার সময়ে বন্দীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। যে সমস্ত ব্যক্তি হত ও বন্দীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিদ্রোহিদিগের কয়জন অধিনায়ক আছে, আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই উহার অধিকাংশ বেহারের লোক। বন্দীকৃত দলের অধিকাংশ পাতনা রায়ত।"

প্রজারা গুডলাড সাহেবের নিকটে যে আবেদন করে, এছলে তাহাও অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল। উহা পাঠ করিলে বিদ্রোহের কারণটী পাঠকগণের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহা এই:—

আমরা কাজিরহাট কচেপুর কাকিনীয়া ও টেপার মালগুজার রায়ত। বার্ষিক কর এক আনা ও দরি বিনা আধ আনা নির্দ্ধারণ হওয়াতে আমরা উৎসন্ন হইয়াছি। আমাদিগের যাহা কিছু ছিল, এই খাজনা দিতে সমুদায় গিয়াছে। আমাদিগের জীবনমাত্র আছে। দুই বৎসরে পাঁচ আনা দরিবিলা আমাদিগের নিকটে লওয়া হইয়াছে এবং নাগায়দী টাকা রহিত করাতে ফরাসী আরকট টাকায় তিন আনা বাটা লাগিয়াছে। কয়াম বাবু জমীদার ও রায়তের নিকটে টাকা আদায়ের ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তিনি ঐ দুই উপায়ে অঙ্গীকৃত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি কারারুদ্ধ আছেন।

আমরা গোরু বাছুর ও স্ত্রী লোকের গলা ও সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি। এ বৎসর জমার উপরে দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যে সমস্ত তহশিলদার মফস্বলে প্রেরিত হয়, তাহারা আসিয়া আমাদিগকে যারপর নাই কোড়া মারে ও নানা প্রকার কষ্ট দেয়। আমাদিগের বাড়ি পর্য্যন্ত গিয়াছে কপুনে মালগুজারির টাকা কেবল তমাক হইতে হয়। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত উহা প্রস্তুত করিব না। তন্নিমিত্ত আমরা কেবল আমাদিগের প্রাণ লইয়া এই ময়দানে বাস করিতেছি। আপনি ঐ সময়ে লালা মাণিকচাঁদ ও বাবু গোপালের সহিত একজন পেয়দা ও তাগিদিদার পাঠাইয়া দেন। আমরা অনুমান করিলাম, তাহারা আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা পলায়ন করিলাম। আমরা শুনিলাম গৌরমোহন চৌধুরী ডিমলায় আছেন। আমাদিগের এই পরামর্শ স্থির হইল, চল আমরা তাঁহার নিকটে যাই। তিনি যাহাতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, সে চেষ্টা পাই। আর তাঁহার নিকটে এই অনুসন্ধান লই, ঐ সকল ব্যক্তি কেন আমাদিগের নিকটে আসিয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে আমরা ডিমলায় গেলাম। ঐ চৌধুরী ২৫০ সিপাহী ও বরকন্দাজ ও তিন জন অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদিগের এক দল প্রথমে অগ্রসর হইল, তাহার পর আর এক দল গেল যাহারা প্রথমে গিয়াছিল, তাহাদিগের উপরে গুলি করা হইল। চারি জন হত ও পাঁচ জন আহত হইল। ইহাতে মহান্ কলরব উত্থিত হইল যে কাহার দ্বারে জানা গেল না। তাহার পরে শুনিলাম চৌধুরী হত হইয়াছেন। আমরা ডিমলা হইতে কালাপানিতে আগমন করিলাম। ঐ স্থলে লালা মাণিকচাঁদ ও বাবু গোপাল গোস্বামি আমাদিগকে আশ্বাস দিলেন।

আমরা রাইয়ত আপনি দেশের প্রধান। যদি দুইবৎসরের মালিবিলা মোহাই দেওয়া হয়, নায়রণী টাকা পুনরায় চলিত করা হয়, এবং আগামী দুইমাস কর সংগ্রহ বন্ধ করা হয়, আমরা হৃষ্টচিত্তে আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করি। আপনি আমাদিগের দেশের মস্তক স্বরূপ। আমাদিগের যাইবার অনেক স্থান আছে। আপনি প্রধান আমরা রাইয়ত। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি সুবিচারের আজ্ঞাদান করেন (১)।"

ভূমির করবৃদ্ধি ঘটিত অত্যাচারই যে বাঙ্গলাদেশে প্রজাবিদ্রোহের মূল, উল্লিখিত পত্রপাঠে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় রহিতেছে না। জমীদারেরা তাহা জানিয়াও যে বিমুখবৎ ব্যবহার করেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অথবা আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের এমন উদার বুদ্ধিমান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টই যখন সম্মুখে এই সকল দেদীপ্যমান প্রমাণ থাকিতে সাবধান হইতে পারিতেছেন না, তখন জমীদারেরা সাবধান হইবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারে কর করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারান্তরে ভূমির করবৃদ্ধি করা হইতেছে না? কৃষকদিগকেই কি সে ভার বহন করিতে হইবে না? জমীদারেরা কি আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থ হইতে উহা দান করিবেন? গবর্ণমেণ্টের এখানে কোন আগন্তুক ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যেমন এখানকার প্রজার নিকট হইতেই তাহার সঙ্কলন করেন, জমীদারেরাও তেমনি আপনাদিগের স্কন্ধে কোন নূতন ব্যয় দান তার পতিত হইলে প্রজার স্কন্ধে তাহা নিক্ষেপ করেন।

(১) রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মণ্ডিস্টর এ কালে উইলিয়ম ই, ডি, রেজিয়র সাহেবের সমক্ষে এই পত্রের রিপোর্ট।

এখন আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, গবর্ণমেণ্ট ও জমীদারে উভয়ে মিলিয়া প্রজার বিরক্তিকর ভূমির করবৃদ্ধি করিয়া কি সময়ে সময়ে প্রজাগণকে এইরূপে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিবেন? ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে বঙ্গদেশের প্রজারা যে বিরক্ত হয় তাহার সবিশেষ কারণ আছে। ধান্যই এদেশের জীবন সর্ব্বস্ব। ধান্যের ভূমিতে করবৃদ্ধি হইয়া তাহাদিগের পক্ষে সেই ধান্য দুর্ম্মূল্য হইলে সুতরাং তাহাদিগের যার পর নাই মনস্তাপ হয়। এদেশের কৃষকদিগের ধান্য ভিন্ন যদি অন্য জীবনোপায় থাকিত, ভূমির কর বৃদ্ধিতে তাহারা কখন বিরক্ত হইত না। ইংলণ্ডে যে মজুরী লইয়া সময়ে সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়, জীবিকার ব্যাঘাত শঙ্কা কি তাহার কারণ নয়?

সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্ট ভূমির উপর নূতন কর নির্দ্ধারণ, সময়ে সময়ে জমীদারের কর বৃদ্ধির চেষ্টা, আর মধ্যে মধ্যে প্রজার বিদ্রোহে প্রবৃত্তি, এ অবস্থা মঙ্গলের নয়। ইহার উন্মূলন একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট নাম করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রজাকে বিরক্ত করা হয়। তাঁহাদিগের আগন্তুক ব্যয় নির্ব্বাহের সমস্ত দ্বার আছে। তাঁহারা ভূমির কর বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অন্য নামে প্রজার বিরাগ পরিহার করিতে পারেন, কেবল কোন কোন রাজপুরুষের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ভূমির কর বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। সদাশয় সচিবেরই প্রধান পুরুষের আধিপত্য কালে এরূপ করের আবির্ভাব সম্ভাবনা থাকে না। লার্ড নর্থব্রুক হইতে তাহার এক একার প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে। [illegible]

রাস্তার অতিশয় প্রয়োজন, সেখানে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্ভিন্ন ফেরিফণ্ড আছে। তবে সে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী হয় নাই, সেখানকার লোকে রাস্তার নিমিত্ত কাতর নহে। সেই সেই স্থানে আপাততঃ রাস্তা না হওয়াতে বিশেষ অসুবিধা ও অনিষ্টও নাই। ঐ সকল স্থানের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হউক ক্রমে রাস্তা হইতে থাকুক। তজ্জন্য লোকেরা রাস্তার প্রার্থী নহে। তাহাদিগকে রাস্তা গিলাইয়া দিবার নিমিত্ত বিক্রিকর ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া ও তাহাদিগকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করা কেন?

গবর্ণমেণ্টের কর বৃদ্ধি করিবার যেমন অন্য উপায় আছে, জমীদারের তেমন অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র ভূমিই ভরসা। তাঁহারা যদি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কর বৃদ্ধি করিতে যান, গবর্ণমেণ্টের লভ্যাংশী বলিয়া এখনই দণ্ডনীয় হইবেন। ভূমির কর বৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতিরোধ করিতে না পারিলে তাঁহারা যে ক্ষান্ত হইবেন, সে আশা নাই। অতএব সেই হস্ত রোধের উপায় অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই জমীদারের হস্ত রোধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে জমীদারের ইচ্ছা মত কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে বিরক্ত করিবার পথ রুদ্ধ হইবে। প্রজারা অন্যায় বলবদ্ধ হইয়া যদি জমীদারের ন্যায্য কর না দেয়, তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ একটী বিশেষ আইন করিলেই সহজে তাহার নিবারণ হইয়া আসিবে। প্রজার ব্যয় ও তাহার লাভ এবং জমীদারের ও গবর্ণমেণ্টের লাভ বিবেচনা করিয়া যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, সকল দিক রক্ষা হয় সন্দেহ নাই। কাহারই অসন্তোষের কারণ থাকে না।

—:০:—

প্রধানতম বিচারালয় ও নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ।

প্রধানতম বিচারালয়ের নিম্ন আদালতের বিচারপতিদিগের কার্য্যের তত্ত্ব লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটী প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। পাঠকগণ সে দিনের সোমপ্রকাশে দেখিয়াছেন, যেরূপ মুন্সেফদিগের কার্য্য দর্শন ও তাঁহাদিগের দোষ দর্শন করিলে তাহার সংশোধন করিতে হইবে, প্রধানতম আদালত জিলার জজদিগের প্রতি তাহার উপদেশ দেন। সম্প্রতি কাশীর মুন্সেফ ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিরিস্তার বিশৃঙ্খলা আলস্য ও অর্থ প্রত্যর্থি সাক্ষির কষ্টদান প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম স্থগিত করিয়া নিম্ন পদে নিয়োজিত করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বলেন, তাঁহার আলস্য দোষ বিশৃঙ্খলাদির কারণ নয়। কাজের অধিক ভিড় হওয়াতেই ঐরূপ হইয়াছে। তিনি বরাবর পরিশ্রম পূর্ব্বক সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রধানতম আদালত এই অনুগ্রহ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। ক্ষেত্র বাবু যে কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে তাঁহার বিবেচনার এই ত্রুটি হইয়াছে, তিনি অগ্রে কাজের ভিড় হইয়াছে, একথা উপরে জানান নাই।

যাহা হউক, তিনি বরাবর ভালরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছেন যখন প্রমাণ হইল, তখন তাঁহার প্রতি উপরি লিখিত যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড বিধান গুরুতর হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহাকে সতিরস্কার বাক্যে এবার সাবধান করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে প্রধানতম বিচারালয়ের সমধিক ঔদার্য্য প্রকাশ হইত। আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শাসন সংক্রান্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার এই মত দর্শন করিয়া যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি এক বিষয়ে সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এই মত অন্য অন্য বিচারপতিগণের সাবধানতা শিক্ষাদান বিষয়ে আচার্য্যতা করিবে। রাজার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকুক, উপরের তত্ত্বাবধান না থাকিলে আপনা হইতেই কার্য্যে শৈথিল্য হইয়া আইসে। কর্ম্মচারির শৈথিল্য হইল, কিন্তু অন্যকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। অর্থ প্রত্যর্থি সাক্ষি প্রভৃতির কষ্ট উহার প্রধান ফল। যাঁহারা মকদ্দমা করেন, তাঁহারা প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, আজি আমাদিগকে সাক্ষী ফিরিয়া আনিতে হই, এত বার হইয়া গেল। যাঁহারা ন্যায্য মকদ্দমা করিতে যান, এইরূপ বারম্বার ব্যয় করিয়া সাক্ষিসহ যাতায়াত করিতে হইলে তাঁহাদিগের মনে যে কিরূপ কষ্ট হয় এবং গবর্ণমেণ্টের আদালত ও আইনের প্রতি তাঁহাদিগের যে কিরূপ অশ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহার পর দুঃখে দুঃখ বোধ নাই তাঁহার তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। এই কষ্ট হয় বলিয়া ভদ্রলোকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে চান না, আমরা দেখিয়াছি, অনেক বিচারপতি বেলা কাটাইয়া বিচার করিতে বসেন, বাতি জ্বালিতে হয়। লোককে এরূপ কষ্ট দেওয়া যায় পর নাই অন্যায়। উপরি পদস্থ কর্ম্মচারিদিগের যদি তত্ত্বাবধান থাকে, কখন এরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু যাঁহারা অন্যকে সাবধান করিবেন, তাঁহারা নিজে সাবধান নহেন, নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ যদি বেলা একটার

সময়ে বিচারাসন গ্রহণ করেন, উপরের কর্ত্তারা দুইটা না বাজিলে বিচারালয়ে পদার্পণ করেন না। লঙ্কা দাহের সময়ে হনুমানের মুখ পুড়িয়া গেল, কিরূপে অপর বানরগণের নিকটে মুখ দেখাইব, তাহার এই লজ্জা উপস্থিত হইল। সে কাতর হইয়া সীতা দেবীর নিকটে গিয়া আক্ষেপ নিবেদন করিল। সীতা কহিলেন, বৎস! তুমি দেশে গিয়া দেখিবে সকলেরই মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। সকলের যদি এক দশা হয়, কে কাহাকে কি বলে। উপরি পদস্থেরা যদি স্বয়ং অসিদ্ধ হন, অপরকে কিরূপে সিদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

যাহা হউক, আমাদিগের এই আশ্বাস জন্মিতেছে, সে দিন লেপ্টনন্ট গবর্ণর বিচারপতিদিগের বিচারালয়ে উপস্থিতি কাল নিয়ম করিয়াছেন, আবার প্রধানতম বিচারালয় কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, এবার অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষিগণের কষ্ট দূর হইতে পারে। বোধ হয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরকেও উপস্থিতি কাল লইয়া দুই এক জনের দণ্ড বিধান করিতে হইবে। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "সহজে কেহ রাম নাম লয় না।" ভগবান মনু লিখিয়াছেন "সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকো দুর্লভোহি সুচির্নরঃ।"

দলপতিদিগের নিকটে একটী প্রস্তাব।

আহমদ নগরের জামবেরা একজন সুরাপায়ীকে আপনাদিগের সমাজচ্যুত করিয়াছেন, এই সংবাদটীই আমাদিগের ঐ প্রস্তাবের মূল। দলপতিদিগের বিবেচনার দোষেই বাঙ্গালা দেশের দলাদলি অঘনা বলিয়া দূষিত হইয়াছে। কিন্তু দলাদলি যে উদ্দেশে সৃষ্ট হয়, তাহা মন্দ নহে। পাপ ক্রিয়ার নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আমাদিগের দলপতিরা যেরূপ কার্য্য করেন, তাহাতে পাপের দমন না হইয়া প্রত্যুত তাহার বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের প্রস্তাব এই, তাঁহারা এখন অবধি একটী নূতন প্রকার দলাদলিতে প্রবৃত্ত হউন। যে সকল ব্যক্তি মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুরাপান পরদারগমন পরের বিষয়াপহরণ পরপীড়ন প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে তাঁহারা সমাজচ্যুত করিবেন। মফস্বলের স্থানে স্থানে এই উদ্দেশে এক একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইবে, সেই সেই সভার সভ্যগণ প্রথমে তাহাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিবেন এবং তদ্বারা দুষ্ক্রিয়া হইতে দুষ্ক্রিয়াকারীর নিজের সমাজের ও পরলোকের যে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতে যদি নিবৃত্তি না হয়, শেষে সভ্যগণ তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে কেবল যে পাপিদিগেরই ক্রমে পাপ কার্য্যে বৈমুখ্য হইবে এরূপ নয়, যাঁহারা পাপের নিবারণ চেষ্টা পাইবেন, তাঁহাদিগের পাপের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। যে দেশের লোকের ঐ সকল পাপের প্রতি অবজ্ঞা নাই, সে দেশ কখন অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, যে দেশের লোকের যত দিন ঐ সকল কুকর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল, তত দিন তাহারা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আবার যে সময়ে তাহাদিগের পাপের প্রতি বিদ্বেষ শীথিল হইতে আরম্ভ হইল, সেই অবধি তাহাদিগের অধঃপাতে যাইবার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে তাহার উদাহরণ স্থল। বাঙ্গালিদিগের [illegible]

ঘৃণা নাই বলিয়া ইহাঁরা [illegible] নিকট হস্তাস্পদ হইয়া আছেন। যাঁহারা যথার্থ ভদ্র, তাঁহারাও পাপীদিগের সঙ্গে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। লর্ড মর্ডাণ্ট ওয়েলস যখন অবলেহাবলেহে ভাবতীয় বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দেন, তখন ভদ্র বাঙ্গালিরা লজ্জা করিয়া কোপ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের ন্যায়ানুগত ক্রোধ প্রকাশ অনুচিত হয় নাই সন্দেহ, কিন্তু উত্তরকালে এ গালির ভাজন হইতে না হয়, কে সে চেষ্টা করিয়াছেন? যদি সকলেই মিথ্যাবাদিকে ঘৃণা ও তাহাদিগের সহিত সামাজিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি আজি বঙ্গদেশে মিথ্যাবাদির এত প্রাদুর্ভাব থাকিত। এদেশীয়েরা কথায় কথায় মকদ্দমা করেন বলিয়া এদেশের একটী বিষম দুর্নাম হইয়াছে। মকদ্দমা এখানে যত হয়, অন্য কোন দেশে এত হয় না, এ কথাও মিথ্যা নয়। এই মকদ্দমাপ্রিয়তার অনেকে উৎপত্তি হইয়াছেন। এ মকদ্দমার কারণ কি যদি অনুসন্ধান করা যায়, মিথ্যার প্রাদুর্ভাবই সেই কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞ লোকে বলেন, পাপের প্রশ্রয়ই দুঃখের অধঃপাতের কারণ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের চলন্ত দেহ।

১। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের চলন অতি অদ্ভুত। ইহার মূল এক প্রকার ইহার অবয়ব অন্যপ্রকার। ইহা যে মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে এদেশে স্বাধীনতা সুখভোগে বঞ্চিত হয়, কিন্তু ইহার সম্পর্কে অধিকার [illegible]

ক্ষুদ্র গবর্ণমেণ্ট। লোকে জানে তাঁহারা আইনের অ জ্ঞাবহ, কিন্তু কাজে তাই নই তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ। মফস্বলে ক্ষুরি পরিমাণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মফস্বলের হাকিমেরা যাহা মনে করেন, তাহাই করেন। তাঁহাদিগের কেহ নিয়ন্তা আছেন এরূপ বোধ হয় না। ইচ্ছা করিলেন কাহাকে কয়েদ করিবেন, বিচারের মিছামিছি একটী আড়ম্বর করিয়া তাহাকে কয়েদ করিলেন। যাঁহ কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারিকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ক'রলেন। তাহার পর তিনি আপীল করুন, আর আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করুন, সমুদায় ভাসিয়া গেল।

৩। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা ত নিজে এই রূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, কিন্তু যাঁহ এদেশীয় কর্ম্মচারিরা উহাঁদি গর শতাংশের এক অংশ স্বেচ্ছাচার করেন উঁহাদিগের নিস্তার থ কে না। উঁহাদি গের কেবল পদচ্যুতি হও য়, সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে কারাদণ্ডও ঘটিয়া থাকে।

৪। মুখে এই কথা বলা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর এই ঘোষণাও আছেযে, জাতি ও ধর্ম্মভেদ না করিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় রাজকার্য্য সম্পন্ন করা হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়ের প্রতি পক্ষপাত পদে পদে লক্ষিত হয়। লাভকর উচ্চপদগুলি ইউরোপীয়ের। প্রশংসা যাহা কিছু এদেশীয়েরা পান। বিচার ইউরোপীয়ের একরূপ, এদেশী'য়র অন্যরূপ। অধিক কথা কি, অন্য আদালতের কথা থাকুক, এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় ছোট আদালতে বিচারার্থী হইয়া গেলে অগ্রে ইউরোপী য়ের মকদ্দমা হয়।

৫। প্রতিজ্ঞা আছে, এদেশের ধর্ম্ম আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু রাজপুরুষেরা আপনা দিগের প্রভুত্ব প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সম্বন্ধে তাহাতে হস্তক্ষেপে বিমুখ হন না। ও বিষয়ে এমনি লোভ জন্মিয়াছে যে ইউরোপীয় বিচারপতি-রাও এদেশের শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

৬। কর নির্দ্ধারণের ত কথা নাই। সকলের মতামত জানিবার অবসর হয় না। যেমন হাড়কাঠে কেলা, অমনি কোপ।

অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীগত এইরূপ আরো অনেক-গুলি দোষ দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা উদাহরণ সহিত সেগুলির উল্লেখ করিতাম, আজি অবসর নাই বলিয়া বিরত হইলাম।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ আষাঢ় সোমবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "মেদিনীপুরে নিতান্ত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে। ৩০ এ জুন পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্রে পারদ ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১লা জুলাই হইতে অল্প অল্প বারি বিন্দু দৃষ্ট হইতেছে। এবার সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশানুসারে বর্ত্তমান মাসের ২২এ জুলাই কলিকাতা হইতে ইষ্টিমার কেনেলের খাল দিয়া মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর সদর ঘাটে আসিবে। ৪৮ঘণ্টার মধ্যে ইষ্টিমার মেদিনীপুরে পৌঁছিবে। যদি উল্লিখিত আদেশানুযায়ী কার্য্য হয় তবে মেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়"।

আমাদিগের কাবেল সাহেব কেবল রাজনীতি বিষয় লইয়া ব্যস্ত নহেন, এদেশের সামাজিক দোষের সংশোধন বিষয়েও অনুরাগী। রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় এখন থাকুক, যাহাতে ধর্ম্ম সম্পর্ক নাই, অথচ যাহা হইতে এদেশের বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে এরূপ কতকগুলি কুসংস্কার আছে। কাবেল সাহেব সে গুলির উন্মূলনের উপায় উদ্ভাবন করুন তাহা হইলে এদেশ তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞতা গুণে বদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। সেগুলি এই, বাটী চালা বলচালা ভূতহাঁড়ান ডাইন খাওয়ান ইত্যাদি। ঘরিসাল বার্ত্তাবহ এই কুসংস্কার মূলক যে একটী অন্ত্য চাষা সংবাদ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠে দুঃখিত হইলাম। গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি রামমণি দাসের নিকটে কিছু টাকা পাইত। ঐ ব্যক্তি ঐ কর্জ্জা টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত রাম মণি'র বাটীতে যায়। ঐ সময়ে এক ব্যক্তির এক গাছিহার হারাইয়া যায়। রামমণি গুরুচরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে কৌশল ক্রমে হার খানীর মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিল গুরুচরণই হার হরণ করিয়াছে। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বাটী চ'লা আসা হইল। বাটীচালা ও বল চ'লা প্রভৃতি প্রক্রিয়াপূর্ণ কাণ্ড। যাহারা বল ও বাটী বয়ে, তাহাদিগকে অগ্রে শিখাইয়া দেওয়া হয়, যে ব্যক্তির উপরে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহারা বাটী ও বল সেই ব্যক্তির নিকটে লইয়া যায়। বাটী গুরুচরণের গায়ে গিয়া লাগিল। সকলে উহাকেই চোর স্থির করিয়া স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বক্ষস্থলে ঘাঁশ দিয়া ডলিতে আরম্ভ করিল। তথাপি গুরুচরণ বলিতে লাগিল সে হার সে নাই, শেষে তাহার মুখের মধ্যে খেজুর কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া হইল॥ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ বিষয়ের নালিশ হইয়াছে।"

আমরা ৪ ঠা জুলাইয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এখানির বয়ঃক্রম ছয়বৎসর হইল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে উন্নতি হয়, কিন্তু সাপ্তাহিক সংবাদে আমরা ইহার বিপরীত দেখিলাম। প্রথম প্রথম উহার লেখাটী বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধ রীতি অনুসারেই হইতেছিল, কিন্তু এখন উহার আর এক ধরণ হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

যাজকেরা ও'নার খৃষ্টধর্ম স্পর্শ হইলেই কি উহা দো আঁসলা হইয়া যায় ?

খৃষ্টধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তি পাদরী লইয়া অথবা রেজিষ্টর করিয়া বিবাহ না করিয়া অঙ্গীয় অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক ঐ বিবাহকে মিশ্র বলিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কোপ করেন কেন ? হিন্দুরা গান্ধর্ব বিবাহকে আপনাদিগের সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। উহা খৃষ্টধর্মকে আশ্রিত প্রতিপালক জানিয়া উহার

ঐ পত্রের ৫ম সম্পাদক কাম্বেল সাহেবের আসন কর্মচারিদিগের উন্নতি প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করেন, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন এত খেল সেই সেঁকেলে নীলমণি প্রসাদের কসির লড়াই। আজি যিনি অফিসে আসিবেন কালি তিনি অফ হইয়া যাইবেন। এ পা না হইয়া বিচারকের একটী শ্রেণী ধার্য্য করিলেই ভাল হয়। সমাধান যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে যেরূপ নৈপুণ্য লাভ হয় একবার এ ক্লাস একবার সে ক্লাস সেরূপ হয় না। একবার বাসদেব একবার পরিবর্তন হওয়া যাত্রাতেই সোভা পায়।

অযোধ্যার জেনরল বারো সেসন লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সর অর্দ্ধ কুপারের অযোধ্যার প্রধান কমিসনর হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পেট্রিয়ট তাঁহার যে প্রকার গুণ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে ঐ পদ দিলে মঙ্গলের পরিসীমা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট ও সুখী হইবেন প্রজারাও সুখী হইবে। গুণ এই, তাঁহার লৌকিক ব্যবহার একান্ত অপ্রীতিকর, স্বভাবের অনেক দোষ আছে, বুদ্ধি ভাল নয়। তিনি প্রতিদিন কর্ত্তব্য কর্ম ভিন্ন অতিরিক্ত কর্ম করিতে ভাল বাসেন না। যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও যত্ন নাই। স্থির হইয়া গাঢ় চিন্তা পূর্ব্বক, তাঁহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সহসা যে বিষয়ে যে মত স্থির করেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে সৎপরামর্শাদি দান দ্বারা সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি কক্ষ ভাবে তাহা অগ্রাহ্য করেন। কোন কোন শ্রেণীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও কোন কোন শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ আছে। ক্ষমতা সামান্য প্রকার, অধীন জন নাই, দেশের লোকের স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির কিছুই জানেন না। এই সকল যদি ধর্ম ও রাজনীতি জ্ঞানে ঠৈথিল্য থাকে, তাহা হইলেই সোণায় সোহাগা।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠকগণের গোচর করিলাম।

"গত ১ই জুলাই রবিবার বেলা ১০টার সময়ে আগুন লাগিয়া হরিপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল স্কুল সমুদায় দ্রব্যের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়াছে। রবিবার বলিয়া শিক্ষকগণ স্কুলে ছিলেন না এবং মাসীও স্কুলের কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। ঘরটী মাঠের মধ্যে সুতরাং গ্রামস্থ লোকেরা উপস্থিত হইতে না হইতেই একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া উঠে। অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে বহির্ভূত ভিন খানি বেঞ্চ ও দপ্তরখানার কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। এই অগ্নি কাণ্ডে প্রায় ৩৭০ টাকার পুস্তক, যাপ ও কাষ্ঠময় দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। হরিপুরের নিকটবর্ত্তী সুতরাগড় নিবাসী শ্রীশচন্দ্র রায় নামক উপাধি লিখিত স্কুলের একজন ভের চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ছাত্র অগ্নি প্রদাতা বলিয়া অভিহিত ও অভিযুক্ত হইয়াছে। স্কুলঘর পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিবার জন্য হরিপুরাদি তিন থানি সামান্য গ্রামবাসীরা অনুসন্ধিন অবধি বংশ ক্রমাগত নামক করিয়া যথেষ্ট মনোযোগ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহারা যেরূপ অবস্থাপন্ন তাহাতে যে শেষ রক্ষা পাবার সম্ভাবনা লোকের সহায় ব্যতীত কৃতকার্য্য হইতে পারেন এমত বোধ হয় না। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যোগী দ্রব্য সমূহ যে ক্রমশঃ সংগৃহীত হয় ক্রমিতে হইবে তাহাও সম্ভাবিত হইতেছে। স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা সময়ে পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

২৫ এ ফাল্গুন [illegible]

যাজকেরা যাহাকে অন্যায় [illegible] ওয়া হইয়াছিল উহার [illegible] হইয়াছে, ঐ আগষ্ট মাসে খোলসা হইবে।

সার্কিল পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কাম্বেল উইলসন সাহেব অন্যূনাধিক ২৩ জন ডাকাইত ধরিয়াছেন। তাহাদিগের নিকটে বহুসংখ্যক টাকার সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রাদিসহ ডাকাইত ধরা যথার্থ বাহাদুরী।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বাবু রাখাল চন্দ্র রায়, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডের বারে আহূত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির পনানি নামক স্থানে এক দিবস এক ব্যক্তি পুরস্কার লোভে প্রায় ২১০ টী কুকুরের মস্তক মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে লইয়া আইসে। গত ছয় মাসের মধ্যে এক পনানি তালুকে কুকুর মস্তকের পুরস্কার দিতে গবর্ণমেণ্টের ৩৭০০০ টাকা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাতাবাড়ি দেখিয়া পুরস্কার দান বন্ধ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কানুনগু সংবাদদাতা বলেন, আমীর সিরাজউদ্দৌলা নিজ সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। হিসাটে সংবাদ পাঠান হইয়াছে যেন অশ্বগুলি দৃঢ়তর করা হয় এবং সৈন্যগণ যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। কর্ণীয়ার যেরূপ অবস্থিতি তাহাতে আমীরের এ পূর্ব্ব বাসনা [illegible]

[illegible] সম্পাদক মহাশয় বলেন, জয়পুরের [illegible] সম্বন্ধে তত্ত্বাবধারক সভা বাবু [illegible]

হাই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম এই অভিযোগ হইবে।

অযোধ্যার জমীদারেরা নিজ নিজ জমীদারীর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লইতেন, সর জর্জ্জ কুপরের অনুরোধে লর্ড নর্থব্রুক উহার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, ঐ ঋণ তিন বৎসরের মধ্যে দিতে হইত এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, কূপ, পুষ্করিণী ও বাঁধ প্রভৃতির জন্য যে ঋণ করা হইবে তাহা ছয় বৎসর এবং পতিত বা জঙ্গল ভূমি আবাদ করিবার জন্য যদি ঋণ লওয়া হয় তাহা ১২ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিলেই হইবে।

২৮ এ জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১২১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৭০ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ২৩ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়।

গত শনিবার চুচুড়ার গির্জ্জাঘাটে এক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিল, এমন সময় একটী কুম্ভীর আসিয়া উহাকে লইয়া যায়। স্নান করিতে করিতে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ ডুবিয়া যাওয়াতে সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন গঙ্গার মধ্যস্থল হইতে এক বার ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল। তৎপরে আর দেখা গেল না।

২৮ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩১৭৮৫০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩১২৪১০ টাকা আয় হয়।

২১ এ আষাঢ় বুধবার।

আজি বেলা ২ টার সময়ে এ অঞ্চলে যে প্রকার বৃষ্টি হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে। বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। বায়ু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বৃষ্টিরও জোর হইয়াছে। আজি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আকাশের ভাব

আমাদিগের মনে হইয়াছিল, বুঝি দেবরাজ পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের ন্যায় এসেসন ভারতবর্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, গ্লেজিয়ার সাহেব রঙ্গপুর জেলার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সময়ে এবিষয়ের আন্দোলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমরশালিনী নামে একখানি উপন্যাস এ সপ্তাহে আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র ইহার প্রণেতা। অবসর ক্রমে ইহার প্রতি পদ্যে ও গদ্যে যাহা বিশেষ পাঠকগণের গোচর করি, আমাদিগের এরূপে ইচ্ছা আছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের সীমান্তিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কর্ণীয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমীরকে কিয়াটের দুর্গটী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা খিবা অধিকার করাতে তত্রত্য প্রজাগণ কর্ণীয়দিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছেন। এমন কি তাহারা উহাদিগের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। উক্ত সংবাদদাতা পরে লিখিয়াছেন, সর্দ্দার আব্দুল রহমন খাঁ এবং শাহনওয়াজ খাঁ এক্ষণে কর্ণীয় সেনাদলে রহিয়াছেন। তাঁহারা কিয়াট এবং সমুদায় আফগানস্থান অধিকার বিষয়ে কর্ণীয়াকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। কর্ণীয় যদি কিয়াট ছাড়িয়া না দেন, তাঁহাকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। কর্ণীয় বলিয়াছেন তিনি এ বিষয় ইংরাজদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কর্ণীয়ার এই বাক্যের উত্তর দিবেন। শুনা যাইতেছে, আবদুল রহমন আমীরের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

পিয়নিয়র বলেন কোণ্টা রাজ্যের অবস্থা কিন্তান্ত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য রাজা সমুদায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুরা ও বেশ্যাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের রাজপুতনাস্থ এজেণ্টকে উক্ত রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে। এক বিলাসিতাই এদেশের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে।

গত জুন মাসে কলিকাতার ১৮৭২ অব্দ অপেক্ষা ৩৩৪৩৪৩ কম টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে কিন্তু ১৮৩২৮৯০ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। তুলা গন্ধদ্রব্য কাপড় চামড়া অহিফেন পোতদ্বারা এবং রেসম এই সকল দ্রব্য অধিক, কিন্তু চাউল এবং পাট কম রপ্তানী হইয়াছে।

লবণের মাসুল ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯৭৮৩ টাকা অধিক শুল্ক আদায় হইয়াছে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য দ্রব্যের ৭৭৭৫৪ টাকা কম শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছে

অনুমান ১৫০ টাকা বেতন ভোগী কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান ভারতবর্ষে ১৮৬৭ হইতে ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার এক তালিকা চাহিয়াছেন। সিলাত প্রস্তুত হইতেছে সন্দেহ নাই।

বিলিলিয়স নামক একজন ইহুদী নদীয়ার একজন জমীদারের ৪০ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে তুলসী

সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া তাহার এক বৎসর কারাবাস ও ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। মকীমুরের রাজ পরিবারের এক জন উহাতে লিপ্ত থাকাতে জাল কাগজ সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে।

২১ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

শুনা যাইতেছে এবার সিমলায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতেছে না। যে দুই একজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি উক্ত সভার সভ্য তাঁহারা উপস্থিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, এদেশীয়দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করা লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত নহে। পিয়নিয়র বলেন লর্ড নর্থব্রুক সিমলা হইতে প্রত্যাগমন কালে লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া আসিবেন।

আর ডি, কলেল সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসিয়ন জজ এবং তুমি এদেশ বিষয়ক আইন অনুসারী

মকদ্দমার বিচার করিবেন। [illegible]

ঢাকার ৮ম অতিরিক্ত জজ বাবু যেণীমাধব সোম মহকাশে উক্ত পদে ছিলেন তখন রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, তিনি জীবনাবধি এই উপাধি ভোগ করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের যে দুটী স্থানে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিয়রসিয়র বলেন, একটী আলাহাবাদের ৭০। ৮০ মাইল দূরে যাক্তা হোতে এবং আর একটী কতেপুরে হইবে। এ নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট না কি লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আজি কালি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের এই আর একটী নূতন ব্যয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ রাজস্বের বিস্তারে সমর্থ হইতেছেন না বলিয়া কমেট সাহেব তাঁহাদিগকে আরো স্থানীয় কর বৃদ্ধির যে পরামর্শ দিয়াছেন, এই সকল কার্য্য দ্বারা সে আশঙ্কা দূরীভূত হইতেছে।

৫ ই জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র স্থানে এক প্রকার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। মহীরা জল পাইয়াছে। দারজিলিঙ জিল্লার মুরের জাগদীপুর এবং সাওতাল পরগণার পঙ্কপাল আসিয়া কতক ক্ষতি করিয়াছে। পার্ব্বতীয়া পুর্ণী ছোট নাগপুর এবং আসামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কমে নাই। গোয়ালপাড়ার এক দিবসে ৬৫ জন মনুষ্য কাল কবলিত হইয়াছে।

৯ ই আষাঢ় শুক্রবার।

"কাণ লইয়া গেল কাকে, এই কথা শুনিয়া কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাওয়া" এই যে প্রবাদ বাক্য আছে তাহা স্মরণ হয় প্রাতের কবির প্রদোষে শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার একটী নূতন উদাহরণ স্থল করিয়াছেন। আমরা কি লিখিয়াছিলাম, তাহা না দেখিয়া তিনি লোক মুখে শুনিয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার ধর্ম্ম বিষয়ক মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই অবলম্বন করিয়া আমরা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার কোন মূলক মত দূষিত হয় নাই। মেণ্ডেস্ত্রু ফ্রাঙ্কলিন ও শঙ্করাচার্য্যের মতই তাঁহার মত। তাহাতে তাঁহার চাতুরী বা প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা কি। যদি কিছু থাকে, ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্যের আছে।

ইউরোপীয় সংবাদ পত্রসমূহ পারস্যের সাহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ বিষয় লিখিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ইনি মনে করেন তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশীল রাজা পৃথিবীতে নাই। তিনি ইউরোপে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁহাকে যে এত সম্মান করিতেছেন, সে কেবল তাঁহার জন্য ভাল বাসেন বলিয়া নয়। উক্ত সংবাদ পত্রের এক খানিতে বার্লিনের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহা এখানে স্নেহ ও অসভ্য যে অর্দ্ধপিয় রাজ সভা হইতে উঠিয়া গেলে সকলেই সন্তুষ্ট হয়। এক দিবস তিনি নাট্যশালায় বসিয়া বিছানার উপর থুথু ফেলেন, পরে অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, পরে আবার পশ্চাদ্দেশে উত্তমরূপে সুশোভিত এক আসনে থুথু ফেলেন। রাজ্ঞী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তিনি তাঁহার বস্ত্র মেপে বীর দুরূহৎ হস্ত প্রদান করিয়া বসিতে অনুরোধ করেন। চামচের পরিবর্ত্তে হাত দিয়া আহার সামগ্রী ভক্ষণ করেন এবং প্রতিদিন রাত্রি বাটীতে এক একটী ভোজ দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন সাহা একটী বন্য বরাহ মাত্র, ইহার ন্যায় অসভ্য আর নাই।

২১ এ আষাঢ় শনিবার।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন আজিমগঞ্জ হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামীয় জনৈক বিধবার গৃহ ভঙ্গ করাতে তিনি নালিশ করেন। আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি, আমাদিগের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের বিপক্ষ পক্ষের সাক্ষ্য দাতা হইয়া থাকিবেন, তাহাতেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া [illegible]

মালারঞ্জিকা এডিটর পুরুষিয়ার দোষ কীর্ত্তনার্থ একটী দীর্ঘ বক্তৃতা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সকলেই যদি আপন আপন বাটীতে উহা রহিত করেন, প্রথাটী সহজে উন্মূলিত হয়। এখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এরূপ বিষয়ে লোক দেখিতে চান না, কাজ দেখিতে চান।

দেশ হিতৈষিণী প্রবন্ধগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া কিছু আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় নিজের দোষ সংশোধন করিতে পারিলে এরূপ আক্ষেপ করিতে হয় না।

ভক্তিকা বলেন মহীরা জেলার বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরিকা এলাহ মুখোপাধ্যায়ের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ হইবার কারণ কি? রাবিকাপ্রসন্ন বাবু ত বেশ উপযুক্ত লোক।

মুরশিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "যাঁহারা জেলার উচ্চ আদালতে ওকালতী করেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা এবং মুন্সেফ আদালতের উকীলগণকে বার্ষিক ৫ টাকা করিয়া টাক্স দিতে হইত। অল্পদিন হইল মুরশিদাবাদ আদালতের উকীলগণ ঐ একটী বিষয় এ কাল পর্য্যন্ত ছোট আদালতে ওকালতী কার্য্য করিতেছিলেন, এমৎসর এই আদেশ হইয়াছে যে মুন্সেফ আদালতের যে সকল উকীল ছোট আদালতে ওকালতী করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা করিয়া কী দিতে হইবে। যে সকল উকীলের ৫, টাকা দেওয়া তার তাহাদিগেরই বিপদ।

সংবাদ ভাস্কর বলেন, নাড়িয়ালপুরের বিকটস্থ কতেরারা ও রোহিতপুর রেলওয়ের প্রান্তি ঐঁড় রোগ দ্বারা [illegible] গিয়াছে। এতদ্বিষয়ে [illegible] দ্বারে [illegible] প্রতাহে [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible]

শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না অগ্রে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

আগ্রা আকবর বলেন, তাজমহলে যে উৎকৃষ্ট প্রস্তরময় চৌবাচ্চা ছিল, তত্রত্য ইউরোপীয় মালী ফুল গাছ রোপণ করিবার জন্য সেটী মাটী দিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে। এটী ভাল কাজ হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ ব্যবহারের নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, মইলিডাসের লালা মতিরাম সাহা বসতুল্লী নদী হইতে আলমোরা নগরে জল আনিবার জন্য মাটীর পাইপ ক্রয় করণার্থ ১৫০০০ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সকল পাইপের সংস্কার ভার লন, তিনি এই টাকা দিবেন। উক্ত নগরবাসীদিগের অত্যন্ত জল কষ্ট, উহাদিগকে বহুদূর হইতে জল আনিতে হয়। এমন অবস্থায় লালার এ দান আগ্রহসহকারে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

যোধপুরের রাজার সহিত রাজ পুত্রগণের যে বিবাদ হইতেছিল, পলিটিকাল এজেণ্ট তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, হাইদ্রাবাদ অঞ্চলে একটী অদ্ভুত মনুষ্য আসিয়াছে, সে ৭ ফীট ৪ ইঞ্চ উচ্চ। এই অদ্ভুত আকার দেখাইয়া সে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। লোকে এক পয়সা করিয়া দিয়া তাহাকে দেখিতে আসিতেছে। কলিকাতায়ও এক বার এইরূপ একজন দীর্ঘকায় মনুষ্য আসিয়াছিল।

ওনা গেল হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের পুত্র ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ভগবতী বাবু সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রিণী সভার অনুমতি লইয়া পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কি মিষ্টা।

হাইকোর্টে আর একজন এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্ত করিবার কথা হওয়াতে প্রধানতম বিচারপতি আপত্তি করেন, লার্ড মর্ড ক্রক সে আপত্তি না শুনাতে হাইকোর্ট এই পদের জন্য দুইজন দেশীয় উপযুক্ত উকীলের নাম পাঠাইয়াছেন। এটী লার্ড মর্ডক্রকের সদৃশ লোকের উচিত কার্য্যই হইয়াছে।

ইউরোপ আমেরিকা এবং চীন দেখে ৩৪২ জন জাপান দেশীয় যুবক অধ্যয়ন করিতেছেন।

বাঙ্গালোরে ১২৫ বৎসর বয়স্ক একজন মুসলমান আছে, তাহার আর কেহ নাই, নিজেরও খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। সে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ আবেদন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টও সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের একাজ উত্তম হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, আগ্রোরা নগর হইতে কয়েকজন আফগানি একজন এয়েলীয়ের লাভ ও দশবৎসরের দুটী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। উহাদের পিতা অনেক অনুনয় বিনয় করাতে উহারা বলে ১২০০ টাকা দিলে তাহারা কন্যা দুটীকে প্রত্যর্পণ করিতে পারে। পিতা ৬০০ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। আফগানেরাও ইহাতে সম্মত আছে। সে ব্যক্তি এক্ষণে লাহোরে ভিক্ষা করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিতেছে। ৩০০ টাকা উঠিয়াছে। এ ত মন্দ ব্যবসার নয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা সিক্কা	১০৪৬—১৪৬৶
৪	০ কোং	১০৪৬৶০—১০৫
৪৷		১০৭৷০
৪৷		১০৬৷০
৪৷		১০৬৷০
৫৷		১১১৷৶০—১১১৷০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। কমন্স বাটীতে আয়ার লণ্ডের ও ইংলণ্ডের সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের বেতনের সমতা বিধানের যে প্রস্তাব হয়, উহা ১৩০ জনের মতে ও ১১৭ জনের অমতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

পারসেোর সাহা গত কল্য ব্যারন রিউটারকে বিদায় দিয়াছেন এবং পরিশেষ এগ্রীমেণ্টের সমাধা পক্ষে তাঁহাকে সাধ্য মুসারে সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

পারস্যের টেহারণ ও রেস্তের মধ্যে ৫০ মাইল সর্ভে করা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জুলাই। কমন্স বাটীতে লার্ড এনফিলড মিরাল সাহেবকে বলিয়াছেন বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কালের সর্ব্বদা পত্র লেখা লিখি হইতেছে।

স্কটলণ্ডের খনি খোদকেরা শীঘ্র ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। অদ্য বাণিজ্যের কমন্স বাটীতে মসেট সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ রাজস্বের বিস্তারে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন ভবিষ্যতে স্থানীয় কর সকল আরো বৃদ্ধি হইবে।

পারস্যের সাহা নাইট কম্পানিয়ন হইয়াছেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক খচিত ব্যাজ (সম্মান চিহ্ন বিশেষ) উপহার দিয়াছেন।

সভাপতি ব্রাইট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, ১৮৭৬ অব্দে ফলা ডেলফিয়াতে একটী জাতি সাধারণ প্রদর্শনী খুলিবেন।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। শনিবার পারস্যের সাহের ইংলণ্ড ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। তিনি গত কল্য পারিসে উপনীত হইয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ৫ই জুলাই। খিবার খাঁ সেনাপতি কফমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত জুন মাসে গ্রেট বিটন হইতে ১৯৪৬০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ৩৬৯৪৮০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত কল্য আলডার শট রুশীয় রাজ্ঞীর সম্মানার্থ সৈন্যদিগের কাওয়াজ হইয়া গিয়াছে।

পারিস ৮ ই জুলাই। পারস্যের সাহার গমন জন্য জাতিসাধারণ সভা শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। রাজকর্ম্ম ও সমাজ এই উপলক্ষে একটী বন্ধ বুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উভয়েই আহূত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ইউরোপীয় ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা জুলাই। শ্রীযুক্ত আর, ডি কফ্রেল

সাহেব ২য় পরমণ্ড ডেপুটী কালেক্টরীর প্রতিনিধি অ ক্তিরিক্ত ডাক্তারই ও সেসন জজ হইবেন।

এই ডেপুটী কালেক্টর বাবু আরলীকুমার দ ঘ ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্ন লিখিত ডাক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ৫০১ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জলঙ্গি।
" অন্নদা প্রসাদ ঘোষ—জগন্নাথগঞ্জ।
" হরিশ্চন্দ্র ঘোষ—কেন্দ্রাপাড়া।
" আশুতোষ রায়চৌধুরী—আলিপুর।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, এম ব্রুস্ সাহেব—মুর্শিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত টি, ডি এলেন সাহেব কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত নব ডেপুটী কালেক্টরেরা ডুতীয় শ্রেণীর ম জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু—মাটোর।
" ব্রজমোহন রায়—মহাজনজ।
" শশিশেখরেশ্বর রায়—জঙ্গিপুর।

জেপুটার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এস, পাকসাহেব হলে পেসিডি কাল এজুকেশন কর্ম্মে ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ইঁহাকে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্য ভার এই কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত এ, ই, ডব্লিউ এচ, পেস সাহেব কিছুদিনের জন্য ডুতীয় শ্রেণীর সহকারী কলিকেটর হইয়া মানভূম যাইবেন।

নিম্নলিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকুমার দাস কিছু দিনের নিমিত্ত পঞ্চকোট বদলী হইলেন।

বীরভূম সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এস গোপাল নরসিংহাচারি বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত ফে পি গ্রাণ্ট কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ হইবেন।

ডেপুটী কলেক্টরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নলিখিত ৬ জন।

এস, এস, ডি সাহেব
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডুতীয় শ্রেণীর সহকারী কলেক্টর হইবেন।

বাবু কালীকুমার বসু হাজারির একজন ডুতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কালীকৃষ্ণ বসু হাজারির একজন ডুতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্টের অনরেবল
সেক্রেটরি।

আমাদিগের বাইটরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

প্রজা-বিদ্রোহ।

১। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় নয় দশ ক্রোশী প্রভৃতি জাতীয় হিন্দুর প্রজা জমীদারদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অনেক স্থান হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ভয়ঙ্কর সংবাদ আমাদিগের হস্তগত হইতেছে। আমরা ইহার কয়েকটী পাঠকগণকে জানাইতেছি।

গত ২৯ এ চৈত্র পাবনা জেলার অন্তঃপাতী ধাদুড়িয়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়া বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টা পরাণ ৪ টা পর্য্যন্ত ধাদুড়িয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী মাণিকৈক পাকুড়িয়া প্রভৃতি ৭খানি গ্রাম লুট করিয়াছে। এই লুণ্ঠন কার্য্যে একজন প্রাণে মৃত ছিলেন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ প্রবেশে চারি পাঁচ-শত দুর্দ্দান্ত প্রজা একত্র সমবেত হইয়া প্রথমেই ধিগের প্রতি এমন একটা অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের মস্তকস্থ কেশ-মুণ্ডন করণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। ইহারা প্রথমে স্থানীয় লোকদিগের আপনাদিগের বশবর্ত্তী করিতে নানা প্রকার চেষ্টা করে। যদি কেহ সাহসী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না।

পাবনার অন্তঃপাতী কলমা প্রভৃতি স্থানের এক্ষণেও এই প্রকার বলবদ্ধ হইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। গত ১৭ই আষাঢ় সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত সোণাতলার প্রায় একশত প্রজা বলবদ্ধ হইয়া গ্রামবাসিদিগের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করিয়াছে। উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও এই ঘটনা হয়, সোণাতলাতে ৫০।৬০ জন প্রজা সমবেত হইয়া গ্রামের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমেই এই পরস্বাপহারক দস্যুদিগের বলপুষ্ট হইতেছে। এক গ্রাম হইতে ৪০।৫০ জন বাহির হইয়া কোন গ্রামের শিক্ষাদানি করিতে থাকে, অমনি ৩।৪ হাজার লোক তাহাদিগের সহায়তা করে। পুলিসের চক্ষের উপর এই লোম হর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তথাপি কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, এটী নিতান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, প্রজাদিগের এ প্রকার দৌরাত্ম্য আর কখনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই অরাজকতাপ্রিয়তন জনসাধারণের এত প্রাণ মাতাইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধানকারিগণের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইয়াছে, তাহা শুনিলে বোধ হয়, আমরা কোন ঘোর অসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া ঘোর অসভ্য অনুভব করিতেছি। অত্যাচারে পীড়িত ব্যক্তিগণ স্থানীয় [illegible] ঘোর অত্যাচারে [illegible] হইয়াছে। [illegible]

উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বিবন্ধন আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয়। এইরূপ অসময় প্রচারহেতু প্রজাদিগের প্রার্থনা শত শত বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা সাধারণ্যে এক একখানি লিখিত কাগজ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা মহারাণীর ঘোষণা পত্র বলিয়া প্রচার করিয়া সমুদয় লোককে আপনাদিগের দল নিবিষ্ট করিতেছে। এ সময়ে মহেশ বাবুর কিছুই করিতেছেন না, তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য !! সাধারণে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এটী কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক নয় ?

সিরাজগঞ্জের মহকুমার নকাটা স্থানের চাকলাদারী, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়, সরূপের শালযাল, কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির জমীদারী আছে। ইহাঁদিগের প্রায় সমুদয় জমীদারীতেই বিদ্রোহিতা সমুপস্থিত। অনেকে বলিতেছেন জমীদারগণ কর বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে জমীদার জমার কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, আইনে তাহাদিগকে এ ক্ষমতা দিয়াছে। জমীদার যেরূপ কর বর্দ্ধিত করিতে পারেন, অন্যায় হইলে প্রজাও সেইরূপ আইনানুসারে রাজ দ্বারে অভিযোগ করিয়া তাহা রহিত করিতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাগণ তাহা না করিয়া সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে তখন কি গবর্ণমেণ্টের উদাসীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয় ? রাজ্য কামুক লর্ড ডেলহৌসী যেমন ছলে কৌশলে অযোধ্যা ঝান্সী প্রভৃতি ব্রিটিশরাজ্য ভুক্ত করিয়া অন্যায়পরতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, লর্ড মর্লক্কাধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টও কি সেইরূপ জমীদারদিগকে দুরীভূত করিয়া দিবেন ? জমীর খাজনা বৃদ্ধি সকলেই করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও এ দোষ স্পর্শ শূন্য নহেন। গোয়ালন্দের যে জমীর কর বিঘা প্রতি অর্দ্ধ মুদ্রা ছিল, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের জমীতে যাওয়াতে বিঘা প্রতি ১৲০ টাকা হইয়াছে !! কোন্ জমীদার এইরূপ অসঙ্গতরূপে হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ? এটী আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কলতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগ নিতান্ত কষ্টের হইতেছে কোন কোন জমীদার প্রজাদিগের দৌরাত্ম্য করিয়া নানা প্রকার বল করিয়া থাকেন, রাজ দ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলেও অর্থের সাহায্যে মুক্ত লাভ করেন এটী আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ প্রকৃতির লোক এটীতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। জমীদার মাত্রেই পঞ্চদশ লুটর অভাবাক্রান্ত এরূপ নির্দ্দেশ করা যুক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। রাজ পুরুষদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানা প্রকার অনিষ্টপাত হয়। বর্ত্তমান প্রজাবিদ্রোহ ইহার অন্যতম উদাহরণ। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ সৃষ্টি দ্বারা আইন কানুন করিয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের যেরূপ মূল হইয়াছেন, সেরূপ সংহারণের সেরূপ হেতুভূত হইতে পারেন নাই। যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অর্থশোষন করিয়া বহু দূরস্থ সমুদ্রবিহীন আফ্রিকার দাস বিক্রয় প্রথা রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষের ক্রোড়স্থ নদ নদী ভূমিতে জেমিস বী ইকুর লঙ্গ প্রভৃতি ভূত ব্যাপারের যে অভিনয় হইতেছে, তাহাতে দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। ভবিষ্যৎবংশীয়গণ এতদ্বিবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

আমরা শুনিলাম, পাবনার মাজিষ্ট্রেট নাকি পুলিস সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। আগ্রহসহকারে প্রার্থনা করিতেছি প্রস্তাবিত অত্যাচার যেন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। উপসংহার সময়ে জমীদারগণের প্রতি আমাদিগের সাদুনয় বক্তব্য এই, তাঁহাদিগের সহিত প্রজাদিগের ধর্ম্মিষ্ঠ সম্বন্ধ। একপক্ষ উৎপথ গামী হইলে অন্যতর পক্ষের উত্তর অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভ নাই। অতএব যাহাতে বিনা গোলযোগে উভয় দিক রক্ষা পায়, শীঘ্র শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

মফিকগঞ্জ গামী রাস্তার কার্য্য।

২। শিবালয় হইতে মাণিকগঞ্জে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার কার্য্যকারকগণ এত দিন হাত পা গুটাইয়া ছিলেন। এক্ষণ বর্ষার জল আসাতে খাঁদ দ্বারা সেই জল রোধ করিয়া তাড়াতাড়ি পুল নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন, এদিকে জলের অভাবে সমুদয় ধান্য নষ্ট হয় দেখিয়া সকলে বল পূর্ব্বক ওভারসিয়রদিগের সাক্ষাতে খাঁদ ভাঙ্গিয়া জল বাহির করিয়া দিয়াছে। "যেমন বেটী তেমনি মুগুর।"

গোয়ালন্দের জমী।

৩। গোয়ালন্দ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট হইতে যে রাস্তা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলিতে জমীদারদিগের সময়ে বিঘা প্রতি আট আনা কর নির্দ্ধারিত ছিল। এক্ষণ গবর্ণমেণ্ট সেই জমী স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বিঘা প্রতি ১৲০ টাকা কর নির্দ্ধিষ্ট করিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতির অক্ষম উদারতা !!!

অদ্ভুত বিবাহ।

৪। কিছুদিন হইল একটী অদ্ভুত প্রকার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অত্রত্য ব্রাহ্মণের প্রায় পঞ্চ চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্ত্রীবিয়োগ হয়। ইহার কতিপয় সন্তানের মধ্যে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা আছে। অন্য স্থানে ষষ্টিবর্ষীয় একটী বৃদ্ধেরও একটী এক দশ বর্ষীয়া দুহিতা আছে, কিন্তু তাঁহার সে বেবে তিনিও গৃহ শূন্য। এক্ষণে উভয়ে কন্যা পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। নবমবর্ষীয়া কন্যা ষষ্টিবর্ষীয় বরের প্রণয়িনী হইলেন !!! এত বিলম্বে সম্প্রদান করা হইল কেন ? ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গর্ভ স্পর্শ পূর্ব্বক " সম্প্রদানে " বলিয়া দান করিলেই হইত। স্থানীয় লোকে এই বিবাহ ভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। পিতা বিবাহ কামুক হইয়া অল্পবয়স্কা বালিকাটীকে অতল জলে বিসর্জ্জন দিলেন। হিন্দু সমাজের মুখে কালিচন্দন দেওয়া কর্ত্তব্য !!!

আমরা দিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

পার্শ্বে [illegible] জুয়াচুরি প্রভৃতি [illegible] কাহারও প্রতি [illegible] সম্পূর্ণ অজ্ঞাত [illegible] তাহার [illegible] ও অতিথি [illegible] বৎসর [illegible] সে তাবদ্বিধি দিন দিন লোপ [illegible] হে। অর্থ লালসা তাহাদিগের মনে ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে যে, অর্থের নিমিত্ত এমন তাহারা কোন দুষ্কার্য্যে পরাঙ্মুখ নয়। তার কোন উন্নতি দেখিতে পাই না। বিদ্যা চর্চ্চা তাহাদিগের হৃদয়ে আজিও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল দুর্ব্বৃত্ততা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি এখানে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরী হইয়াছে। [illegible] এক ব্যক্তি এক জন ধনি লোকের নিকট আসিয়া বলে " আমি এক [illegible] চুক্তা, আমার [illegible] কলেজে [illegible] তাঁহার বেতন ৩৫০ টাকা। তিনি সাহেবের সহিত সিমলা পর্ব্বতে আসিতেছেন এক্ষণে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব [illegible] আমাকে একটী থাকিবার বাটী দিতে হইবে, আমার বাবু তাহা ভাড়া লইবেন ও তোমার নিকট সমুদয় ভাড়াদি জমা করিবেন।" ধনি ব্যক্তি তাহার কথায় প্রত্যয় করিয়া তাঁহাকে থাকিবার আশ্রয় স্থান দিয়া তাহার [illegible] সমুদয় প্রদান করেন। ৩। ৪ দিবস পরে ধনিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা [illegible] তোমার বাবু কোথা? প্রত্যুত্তর [illegible] সিমলা [illegible] এখনও আসে নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পর দিবস দুষ্ট এক ব্যক্তি [illegible] ধনিকের নিকটে আসিয়া [illegible] সিমলার বাবুর সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ধনিকের [illegible] সহসা বিশ্বাস না হওয়ায় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ধনিক [illegible] দিয়া আমার [illegible] আমা [illegible] বিষয়ের তদন্ত করিতে লাগিলেন। সিমলাতে দুষ্ট লোকের দুষ্ট হইল, যে সিমলা প্রস্তরে পরিপূর্ণ, এক্ষণে সে ভৃত্য-রূপী প্রতারক ধনী হইয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে, কি দণ্ড হয় বলিতে পারি না। অধুনা সিমলা পাহাড়ে এইরূপ অবিশ্বাস ও প্রতারণার কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এটী অতিশয় দুঃখের বিষয়।

গত মাসে সিমলায় একজন অহিফেন সেবন দ্বারা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি দরজির ব্যবসায় করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার নাম মেদি-ও বয়স প্রায় ২২ বৎসর, ইহার চরিত্র মন্দ ছিল। উক্ত ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত হইয়া স্বোপার্জ্জিত জীবন দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ লইয়া নিজ অসদভিসন্ধি চরিতার্থের কার্য্য সম্পাদন করিত। সিমলাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার অনুচর দ্বারা প্রবল প্রতাপ সরকারে সিমলা ইপর্লে [illegible] করিতেছে। দরজি তাহার উপপত্নীর [illegible] নির্ব্বিঘ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

এবার সিমলায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অতি-শয় অনুভূত হয়, কিন্তু এই দিনের পর তাহার অবসান হইতেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে অনেকটও দুরীভূত হইতে চলিল। এবার বৃষ্টি না হওয়াতে রোগের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে প্রায় ৫৫। ৬০ টী রোগী আছে। বসন্ত রোগের অনেক উপশম হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জাতীয় সভা অসভ্য বিবাহ বিষয়ক বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যে বিলাত আপীল করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহার বিষয় সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত বিবরণ আপনার পত্রে প্রকাশিত হইলে বিস্তর ব্যক্তিই অবগত হইবেন।

বিলাত আপীলের বিধির মূল্য ৩০ টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। প্রায় ৩০০ টাকা আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ	৫০০
মহারাণী স্বর্ণময়ী	২০৬
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০০
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব	১০০
বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
" হীরালাল শীল	২০০
" ভূদেবমুখোপাধ্যায়	১০০
" অম্বিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৬
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" কালী প্রসন্ন ঘোষ	১০০

প্রদান করিয়াছেন।

আপনার সুযোগ্য পাঠকগণের সমীপে সভার সবিনয় প্রার্থনা এই, যে তাঁহারা অবস্থানুসারে এ বিষয়ে সাহায্যদান করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিবেন। যদি অর্থের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত এই সদনুষ্ঠান বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে এই কার্য্যটী হিন্দু জাতির গৌরবে পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ীর কলঙ্করূপে পরিণত হইবে।

আপনি এই বিষয়ে যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন ও যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয়সহকারে যাহাতে এই বিষয়ে হাইকোর্টের অধিক ন্যায় বিচারকের বিচার শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ ও অসংখ্য সাময়িক অভিজ্ঞের মুদ্রণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আপনি যে আমাদের এই প্রার্থনার লেখক-কর্ত্তা করিবেন একথা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র।

কলিকাতা ১৭ ই আষাঢ় } শ্রীযদুগোপাল মিত্র শ্রী প্রাণনাথ পণ্ডিত জাতীয় সভার সম্পাদক।

—:০:—

সৌভাগ্য ক্রমে মহারাজ শ্রীযুক্ত লেপ্টে-নেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ১৬ই মঙ্গলবার রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত রঙ্গপুরের প্রধান অধিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেন শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্রের সোয়ারী প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মহারাণী অর্ণময়ী [illegible] হইতে [illegible] রাজ বাটীর [illegible] হইয়া মহা-[illegible]

তির বিশদ জ্যোতিতে, পুষ্পমালা পরি শোভিত শ্রেণীবদ্ধ কদলীবৃক্ষে, মন্দ মন্দ হিল্লোলে উড্ডীয়মান পতাকা মালায়, নানা বর্ণের রঞ্জিল ঝালরে আচ্ছাদিত পৃষ্ঠ আম্বারী ধর শোভিত হস্তি শুণ্ড এবং বলগা রোধ সহিষ্ণু বক্রগ্রীব অশ্বসকলের ইতস্ততঃ সঞ্চালনে সমবেত স্থানের বিশেষ শ্রী সম্পন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এসকল অপেক্ষা জমিদার মহাশয়গণের এবং অপর সাধারণ সকলের রাজভক্তি প্রকাশক উজ্জ্বল মুখশ্রীতে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা নিতান্ত দর্শনীয়।

মহারাজা শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রাতঃ ৫ টার সময় উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইলে সকলে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেন, তিনিও প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ ও প্রতি নমস্কার দ্বারা সকলের প্রতি দাক্ষিণ্য বিস্তার করিয়া জেলার অভিমুখে গমন করিলেন। জমিদার মহাশয়দের এবং অপর সাধারণ সকলের অভিলাষ ছিল যেন গবর্ণর বাহাদুর হস্তী আরোহণে গমন করেন এবং সকলে তাঁহার অনুগামী হইয়া রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে জেলায় আনয়ন করিয়া আপনাদিগকে সুখীবোধ করেন। জমিদার মহাশয়েরা তাঁহাদের এই মনোগত অভিলাষ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে জানাইবার জন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রেজার সাহেবকে বলেন। আমরা গবর্ণর বাহাদুরকে যেরূপ প্রজাবৎসল দেখিলাম, জানাইলে তিনি যে সকলের অনুরোধে হস্তী আরোহণে গমন করিতেন তাহাতে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় না হওয়ায় জমিদার মহাশয়দের ও সর্ব্বসাধারণের মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

সোমবারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ক্রমান্বয়ে জেল, ডিস্পেন্সরি, স্পেসিয়াল ডেপুটী কালেক্টরের কর্ত্তব্য কার্য্য, স্কুল, মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার দেখেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিচার প্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ বাবু যেরূপ সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ লোক তাহাতে তিনি অবশ্য প্রশংসা পাওয়ার পাত্র।

তিনটার পর জেলাস্থ জমিদার মহাশয়গণের সহিত গবর্ণর বাহাদুর সাক্ষাৎ করেন। জেলার প্রায় সমুদায় জমীদার মহাশয়ই উপস্থিত ছিলেন। কেবল বামনডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি ও টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু তারামোহন রায় চৌধুরি প্রভৃতি ৪।৫ জন অনুপস্থিত জমিদারের মধ্যে নবীন বাবু বৃদ্ধির কি তাগের কাহার দোষে বলিতে পারি না অসময়ে উপস্থিত হওয়ায় গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শিওপালের ন্যায় ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। যে সকল জমিদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে জেলার শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি মহাশয় আপন পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রশংসিত বাবুর সহিত স্কুল সম্বন্ধে, কবি সম্বন্ধে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করেন এবং তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট করাইয়া প্রীতি প্রকাশের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তুষভাণ্ডারের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন রায়চৌধুরি মহাশয়ের সহিত ও বাহার বন্দরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের সহিতও সন্তোষের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জমিদারদিগের সহিত প্রথম দর্শন যোগ্য সম্ভাষণ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ আলাপ করেন নাই।

মঙ্গলবার প্রত্যূষে গবর্ণর বাহাদুর এখা হইতে রওয়ানা হইয়া পানিয়ালের ঘাটে নৌকারোহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি মহাশয় সেখানেও যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ফুড়ীগাড়ী দ্বারা শ্রীযুতকে ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। কালীগঞ্জ আউট পোষ্ট হইতে পানিয়ালের ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কদলী বৃক্ষ ও পারাকামালাদ্বারা সুশোভিত করেন। শ্রীযুত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে শঙ্খ নমুচক তোপধ্বনি, শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান মাহুতগণের দুন্দুভিধ্বনি এবং অসংখ্য সোঁটা অাড়ানী ও অশ্বারোহী গজারোহী দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়। এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন বাবু মহাশয়ের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশকান্ত মল্লিক ও মুনসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজদুলাল রায় মহাশয় নিযুক্ত হন। তাঁহারাও বিশেষ দক্ষতার সহিত আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। জগৎ সংসারে রাজভক্তি দর্শনে গবর্ণর বাহাদুর নিতান্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেওয়ান ও মুনসীকেও সাদর সম্ভাষণে বিদায় করিয়াছিলেন।

অত্রত্য সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ তুমারি কারিগণ শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ধীরতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তা দর্শন করায় পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। কবি কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার যার পর নাই উৎসাহ দৃষ্টি গোচর হইল। আমরা বোধ করি তিনি জগদীশ্বরের উচ্ছ্বাস শূন্য অরণ্যে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত না করিলে দুঃখিত বঙ্গভূমির যার পর নাই উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

৩ আষাঢ় ১২৮০ } একজন রঙ্গপুরবাসী।

—:০:—

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল, কোথাও বৃষ্টি নাই, সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রখর হইয়াছে যে বেলা ৮ ঘটিকার পর গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার কিছুই হইতেছে না বরং গ্রীষ্মই বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবী নীরস ও শুষ্ক এমন কি এক ইঞ্চ পরিমিত মৃত্তিকাতেও জল প্রবেশ করে নাই, সুতরাং কৃষিকার্য্যেরও সুবিধা নাই। আমরা কি পাপ পঙ্কেই মগ্ন হইয়াছি যে, প্রতি বর্ষের বৃষ্টির জন্য হাহাকার শব্দ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতেছে। যেমন রাজ নিয়ম সকল দিন দিন

পরিবর্ত্তন হইতেছে, ঈশ্বর কি যৌবনের অনুরোধে এমন দিন পরিবর্ত্তন করিতেছেন? হৃদয়ের নানা প্রকারে ইন্ধন গেল।

আমরা এখান হইতে প্রায় ৩। ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়া থাকি এবং সেখানে পাই যে পার্ব্বতীয় লোকের উত্তর পার্শ্বস্থ ভূমিকা অতি পরিপাটি করিয়া চষিয়াছে। ইহাতে আমরা এখানকার লোকে কৃষিকার্য্যে বড় ভাল বাসে না মনে করিয়া প্রতিদিন দুই কিম্বা তিন আনা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং কৃষি কার্য্যের উপর বিশেষ যত্ন নাই। কিন্তু এখানকার সমস্ত ভূমিই প্রতি বর্ষে বর্ষাকালে জলে নিমগ্ন থাকে। ঐ জল শুষ্ক হইলে ভূমি এত উর্ব্বরা হয় যে, উপযুক্ত কৃষক থাকিলে তাহাতে প্রচুর ফললাভের সম্ভাবনা আছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহারা পুর্ণিয়া জেলাস্থ পতিত ভূমি সমূহের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া যাহাতে ঐ সকল পতিত ভূমি উদ্যুক্ত ও কৃষিকার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগদেন করেন। যদিও আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাউন্সিল সাহেব দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে যাইবার সময় পুর্ণিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী প্রভুর কত দিনে পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিবেন, সেই চিন্তায় তিনি নিতান্ত অস্থির ছিলেন, সুতরাং তিনি যেরূপ দ্রুতগমন ও কর্ণাদিক আসনকর্ত্তা ঐ সকল পতিত ভূমি অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, যে পূর্ণিয়াস্থ গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী এক খানি ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিয়াছে। ইহার কারণ কেহই অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, যে এদেশীয় পুলিসের একজন হেড কনষ্টেবল ইংলণ্ডীয় বিভাগের কতকগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত ডাক বাঙ্গালা হইতে উঠাইয়া ... গিয়াছে।

কারা ... লি
৩১ জুলাই ৮৭৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ ঠা জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৫	
তথা হইতে অজিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৫	
অজিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৯ মাইলের মধ্যে	৭	

সন ১৮৭৩ সালের ৭ ই জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৬	৪।

বহরমপুর ৭ ই জুলাই } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র মহাশয় লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১০
" " ব্রজেশ্বর দাস—বঙ্গেল খণ্ড ৫।০
" রায় যেদরাজ কোটারি বাহাদুর মুরশিদাবাদ ১০
" " শিবচন্দ্র সরকার—কীর্ণাহার ১০
" " চন্দ্রকিশোর সেন—কলিকাতা ১০
" " গুরুদাস মল্লিক—কলিকাতা ১০
" " রামকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫।০
" " উমেশচন্দ্র সেন—ঘুসিয়াড়ি ৫।০
" " ঈশ্বরনারায়ণ প্রধান—জোরো ১০
" যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতা ১৫
" বদ্রুদ্দান খাঁজক—পাণ্ডুয়েদাটা ১৷
শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী দাসী
জোড়াসাঁকো
" কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে বার্ষিক অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। লোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও অল্পকাল কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কার্য্যক্ষম বন্ধ করা যাইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কোন-প্রকারপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৷৷ দুই আনা তাহার পর ৵৷০ ছয় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন [illegible] করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার [illegible] করিতে হইবে।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
নম ১২৮০। ৭ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ জুলাই।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" বিদ্যোদয় " নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রাহকেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

জানবাজার ইষ্ট্রীট নং ৩৯ / শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এণ্ড কোং

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের " ম " চলিতেছে অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

আনবাজার ইষ্ট্রীট নং ৩৯ / শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এণ্ড কোং

—:০:—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার রোগের মহাবিষ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূল্য অল্পে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে ইতস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকটীকিটসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪১ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বাবুর নূতন বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান্তর অগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়মের পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় কারমের লিখিত প্রস্তাব অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের মূল্যাধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং তৌজির সময় অনুসারে এজমালি দায়িত্ব হইতে মুক্ত দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক খান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাই স্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলার প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয় ২৯ এ জুন। ১৮৭৩ / শ্রীরাজকুমার সরকার সহযোগী সম্পাদক

—

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্তায় ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল খাদ অপেক্ষা

সভা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায় এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ হইয়া সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হইবে। কার্য্য সম্বন্ধে এখানে বিষয় সকল লিখিয়া পাঠাইলে এবং নিম্ন আমি শাকীয় ২ পৃষ্ঠ সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ আনা সিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

—:—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া বেচু চাটর্জ্যার ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীতারাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵
ঐ মধ্যম কাগজ /০
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০
কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ম খণ্ড ।০
দিব্য সুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
অধ্যবসায় (বৈজ্ঞানিক দর্শন) ৷৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পৌণ্ডি ১২৫ ফরমা, ৫০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা-অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বঙ্গানুবাদ সমেত।
(২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাহাদিগের চিত্তপ্রসাদ গঙ্গার ষ্টীমবোট দিবার টাইমসলে যাত্রিদিগ দ্রব্য এবং গাড়ির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ ষ্টেশনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—:০:—

যন্ত্রস্থ।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ডাকমাসুল ৷০ আনা। উহার বাঙ্গালা অতি শ্লোক এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার প্রকাশকের নিকট এবং কলিকাতা আলবার্ট লাইব্রেরির ইন্সপেক্টর বাবু ওরদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

ঐ কর্ত্তৃক অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীবন্ধু ছাত্রদিগের শিক্ষা-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ডাকমাসুল ৷০ টাকা দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি কারণে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী সহজ পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিকেল অর্থ্যান অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। নারীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৷৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ৷৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

[redacted]

ব্যবহারের পক্ষে ওয়ার্ণ।

যদি কোন ব্যক্তির অর্থের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার ঔষধ অনধিকার রূপে আবেশ করিলেই উহা [redacted]

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেক্সিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাব ব্রিক।

ফ্লার ব্রে।

ম্যাটা মর্ট্টার ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত সেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রভৃতি করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭নং ক্রিষ্টিন ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি —মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃ শিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল ভিক্ষা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার কবিরাজ ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

ম্যানেজার কম্ভ্র বহুবাজার কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

[৭ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠক গণের গোচর করিতেছি, ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হইবার যে প্রস্তাব হইতেছে, মাহীগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকটে ২৫ টাকার অর্দ্ধনোট পাঠাইয়াছেন। অপর অর্দ্ধ নোট হস্তগত হইলে উহা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

—০—

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের ত শান্তি হইল। প্রজাদিগকে জমীদারকে কর দিতে হইবে, জমীদারও কর পাইবেন। মধ্য হইতে কতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ কে করে? আমরা বলি পাবনার পুলিস ও মাজিষ্ট্রেট ক্ষতি পূরণ করুন। তাঁহাদিগের দোষেই এতদূর ঘটিয়াছে। তাঁহারা যদি প্রথম উদ্যমেই ইহার নিবারণ চেষ্টা পাইতেন, এত অনিষ্ট হইত না। ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে তাঁহাদিগের অললসের সমুচিত দণ্ড হইবে। ক্ষতিপূরণরূপ দণ্ডের কিছু অধিক ভাগ মাজিষ্ট্রেটের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত। তাঁহার কেবল আলস্য দোষ নয়, আর একটী মারাত্মক দোষ আছে। সংবাদদাতাদিগের পত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে প্রজার প্রতি তাঁহার কতক পক্ষপাত ও জমীদারের প্রতি বিদ্বেষ আছে। তাই তাঁহার এমনক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ। জমীদারেরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারেন, ভদ্রলোক মাত্রের এই ইচ্ছা। কিন্তু অত্যাচার নিবারণের এ উপায় নয়।

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যে শাসন প্রণালী আছে, তাহা উপাদেয় নহে। উহার সংস্থানগত কতক গুলি দোষ আছে। প্রণালীর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সংশোধন হওয়া সুসাধ্য নহে। এই নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে মহাসভার কর্তৃত্ব হয় এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। গত বারের সোমপ্রকাশে উহার কারণ স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীগত কএকটী দোষও প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি সাধারণ্যে যে কএকটী দোষের বিষয় আন্দোলিত হইতেছে এবার তাহা আমাদিগের প্রস্তাবের প্রতিপোষক যুক্তির স্বরূপ উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রাজা ও নবাবদিগের প্রতি অবিচার বিষয়টীর উল্লেখ করাই আজি আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। টাকির নবাব লায়া ঠাকুরকে বধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হয়। একজন ইংরাজ আফিসার ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে যান। তিনি নবাবের অসমক্ষে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে দোষী স্থির করেন। এরূপ বিচার বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। নবাব যদি বাস্তবিক ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া না থাকেন বিপক্ষ পক্ষের চক্ষে অনুসন্ধানকারী ইংরাজ আফিসরের চক্ষে তাঁহার দোষী প্রতিপন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ শত শত বৈলক্ষণ ঘটনা ঘটিতেছে। আর যদি নবাব বাস্তবিক ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যেরূপে তাঁহার অপরাধের বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাতে ইংরাজ জাতির অবলম্বিত বিচার পদ্ধতি কলঙ্ক দূষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অপরাধির অসমক্ষে বিচার করা সজ্জন সমাচরিত পদ্ধতি নহে। এই দোষের নিবারণ কামনা করিয়া সেদিন আলবার্টহলে

লার্ড ডার্বি লার্ড ডেবির হাউসে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয় রাজগণের আপীল শ্রবণার্থ প্রিবি কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। লার্ড আরগাইল ইহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, প্রিবি কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি হইতেছে না। ঘটনা স্থলে গিয়া অনুসন্ধান না করিলে দোষ নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন। প্রিবি কাউন্সিলের তাদৃশ সাধারণ নহে। অতএব তিনি কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, যাবৎ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব না হইতেছে, তাবৎ উল্লিখিত কমিসন নিয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজগণের সুবিচার প্রত্যাশা অল্প। মহাসভার সাক্ষাৎ না হইলে ভারতবর্ষীয় রাজগণের বিষয় লইয়া সভ্য গণের মহাসভায় বাদানুবাদ করিবার বিষয়ে বিশেষ যত্ন জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ দিগের অধিকার হইয়া অবধি ভারতবর্ষীয় রাজগণের ব্যবহার পলিটীকাল এজেণ্ট ও রেসিডেণ্ট প্রভৃতি রাজ্য বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনুগ্রহের অধীন হইয়া সুখ দুঃখ ভোগী হইতে হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সচরাচর নিজ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং রাজগণের সুবিচার লাভ হয় না। সময়ে সময়ে বেন্টিংক ও ডেলহাউসি প্রভৃতি শাসন কর্ত্তারাও রাজগণের বিপক্ষতাচরণে ঊদাসীন হন নাই। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। ইহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষে মহাসভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব লাভই সংশোধনের প্রকৃত উপায়।

—০:০—

রাজপুরুষ দিগের অনুগ্রহ প্রতি পালন।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা নিজে না পারুন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম দিয়া যেমন আশ্রিত প্রতিপালন করিতে পারেন, অন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা বোধ হয় এরূপ পারেন না। ওটেহি' সর্ব্বত্র পদং মিথী ভবতে। "গুণঃ সর্ব্বত্র লভ্যতে হয়। "গুণাঃ খ্রিয়ন্তেহ বিকৃতা ন সংস্কারং। "গুণই শ্রীতির কারণ, পরিচয় নহে। বহুদর্শি পণ্ডিত গণের প্রণীত বাক্যগুলি আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। রাজকর্ম্মে তাঁহাদিগের আশ্রিত প্রতিপালন জন্যই অনেক দিন অবধি ভারতবর্ষের অমিষ্ট সাধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এ বিষয় প্রধান শাসন কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হয়। লার্ড ডেল হাউসি প্রভৃতি দুই একজন শাসন কর্ত্তা দুই একটী মিনিটও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দৃষ্ট হয় নাই সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লিবিলিয়া নেরা যে আবেদন করেন, তদ্দ্বারা উহা বিশেষ রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এই বারে উহার নিবারণ হইতে পারে। এখন যিনি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শীর্ষ স্থানে আছেন, সকল বিষয়ের সংস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কলিক লোকও নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ অভাবনার ও দূরদর্শিতা আছে। লার্ড নর্থব্রুক উল্লিখিত দোষের নিবারণ বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞারূঢ় হন, আমরা আগ্রহ সহকারে এই অনুরোধ করিতেছি। আশ্রিত প্রতিপালন দোষনিবন্ধন গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে। আমরা বোধ করি অনেক উপযুক্ত লোক যোগাভ্যাস করেন না, বলিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। যে সকল ইংরাজ উচ্চপদস্থ ভারতবর্ষীয় দিগের অধিকাংশই প্রায় [illegible]

একান্ত বশীভূত। উঁহাদিগের অত্যাচার এক ব্যক্তি এক দিন বলিয়াছিলেন ইহাদিগের দোষোদ্ঘোষ করিতে পারিলে পুরস্কৃত করিয়া দেওয়া যায় এমন কার্য্যই নাই।

—০:০—

বঙ্গদেশের একটী বিশেষ উন্নতি চিহ্ন।

৩১ এ আষাঢ়ের ঝিন্ত হিতৈষীতে বরিশালের একটী সভ্যুদ্ধার ঢেঁকা দর্শন করিয়া সন্তোষের প্রীতিলাভ করিলাম। জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি প্রভৃতির অত্যাচার নিবারণার্থ ঐ স্থানে একটী জনসাধারণ সভা হইতেছে। ঐ সভা হইতে অত্যাচার প্রতিরোধ চেষ্টা করা হইবে। ইহাই অত্যাচার নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এই বঙ্গদেশের উন্নতির একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। দেশের লোকে দেশের লোকের অত্যাচার নিবারণ চেষ্টা পাইয়া যেরূপ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, বিদেশীয়ের সেরূপ কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নয়। পূর্ব্বে দেশের ভদ্র লোকেরা অত্যাচার দর্শন করিতেন; প্রতীকার করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতেন, কেহ নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া অত্যাচারের কথা মুখে আনিলে তাহাকে বিরক্ত ভাবে বল হইতে হইত। এই কারণে কেহ উহা দূর করিতেন না, অত্যাচার দর্শন করিয়াও নীরব হইয়া থাকিতেন। সুতরাং অত্যাচারিরা নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীন শাসন করিত। আমরা যে যে গ্রামের লোকের অত্যাচার প্রতিরোধ চেষ্টা পাই, সেখানে অত্যাচার নিবারণ [illegible]

নিবারণের চেষ্টা করেন, পূর্ব্বে কখন একথা শুনা যায় নাই। উহে গকারিদিগকে এইটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে হইল। তাঁহারা যেন অত্যধিক উৎসাহবশতঃ কায়েল সাহেবের প্রিয় শাসনকর্ম্মচারিদিগের ন্যায় কর্ত্তব্য সীমা অতিক্রম না করেন।

আমরা এস্থলে চিত্তসাধিনীর এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ উল্লিখিত সভার উদ্দেশ্যাদি বুঝিতে পারিবেন।

"বিগত শুক্রবার শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র গুহ উকীলের বাসায় জনসাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় এ জেলাস্থ জমীদার উকীল মোক্তার প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়া ছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয় জনসাধারণ সভার আবশ্যকতা বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থ সমুদয় সভ্যগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই সভাটী চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিলেন।

সভার কার্য্য বিধানের ভার কয়েক জন সভ্যের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, উঁহারা যে স্বনিয়মে কার্য্য চলিবে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব করিলেন, এবং সেই সকল প্রস্তাবে সমুদয় সভ্য সম্মত হইলেন।

এই জনসাধারণ মূল সভা থাকিয়া তাহার অধীনে একটি কার্য্যবিধায়িনী সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার বসিবে, আবশ্যকমত সময়ে সময়ে তাহার অধিবেশন হইতে পারিবে। বিশেষ কোন আবশ্যক হইলে অধীন সভা মূল সভাকে আহ্বান করিয়া লইবেন।

এই সভাতে নিম্নশ্রেণীর লোক সভ্য থাকিবে। দেশীয় জমিদার, উকিল, মোক্তার, বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি সভ্য হইবেন, কিন্তু যাঁহারা সরকারি কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারিবেন না। যেহেতু এই সভাতে কখন কখন রাজকীয় কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা হইতে পারে। এই নিমিত্তই সরকারি কার্য্যকারক বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হইলেন। ঢাকা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে যে সভা আছে, সেই সভার সহিত এই সভার যোগ থাকিবে। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সভ্যগণ বার্ষিক ২ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন, আর প্রবেশ সময়ে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কি সমাজ বিষয়ে এই সভায় কোন কথা হইবে না। জমিদার কি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রপীড়িত প্রজাগণের দুঃখ মোচন করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য, তৎপরে দেশের সুখ সচ্ছন্দতা কিম্বা অন্যান্য হিতকর কার্য্য করিতে সভা সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন।"

প্রহরণ।

যত সভ্যতার উন্মেষ হইতেছে, তত কোথায় নিষ্ঠুর দণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা না হইয়া উহা ক্রমে বিলক্ষণ পুটা বয়ব হইতেছে। আমাদিগের এখানকার রাজপুরুষদিগের ঐ দণ্ডটী বিলক্ষণ মিষ্ট লাগিয়াছে। তাঁহাদিগের ঐ রুচিটী ক্রমে সংক্রামিক হইয়া এদেশীয়দিগের মনোমধ্যেও প্রবেশ করিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত দৃষ্ট হইল, বঙ্গদেশের কোন জেলা স্কুলের একটী বালক স্কুলে অত্যন্ত ঘৃণিত কোন অপরাধ করে। প্রধান শিক্ষক (বাঙ্গালি) প্রহার করাই উহার প্রকৃত দণ্ড স্থির করিয়া এ বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির গোচর করেন। কমিটি স্কুলে সকল বালকের সম্মুখে উহাকে প্রহার করিবার আজ্ঞা দেন। ইহা কমিশনরের গোচর হইলে তিনি প্রহার করিবার কোন আইন খুঁজিয়া না পাইয়া এ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মত কি জানিবার জন্য ডাইরেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠান। ডাইরেক্টর এমন সকল অপরাধে প্রহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া কাগজ পত্র সকল গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। কায়েল সাহেব বলিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী যাহা ইচ্ছা করুন, তিনি এ বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রহার দণ্ড অসভ্য কালোচিত। ইহা কেবল নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন সজ্জন সমাজের উপেক্ষিত নয়, ইহা অনেক সময়ে অসময়ে প্রাণি হত্যার কারণ হয়। দণ্ড দাতাদিগের বিবেচনার দোষে ইতঃ পূর্ব্বে অনেক ব্যক্তি প্রহার প্রভাবে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আজিও একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের কয়েদিদিগের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কত দূর অনুমোদন করেন নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহার সুন্দর পরিচয় হইবে। ইজরা কোহেন নামক এক ব্যক্তি ১২০০ টাকা চুরি করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দুই বৎসর মেয়াদ হয়। সে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকে। গত সোমবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক মাস কাল সে এই জেলে ছিল। ইতিমধ্যে তাহার আত্মীয়গণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন, সে অতিশয় দুর্ব্বল ও পীড়িত, তাহার মেয়াদ কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। কায়েল সাহেব ইহাতে অসম্মত হইয়া বলেন, জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়া তাহাকে কার্য্য করিতে দিবেন। তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন আত্মীয়কে

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাকেও তাহার আত্মীয়গণকে কোন চিঠিপত্র লিখিতে দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ সে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া চিঠি ডাকে দিতে না। একদা সে কয়লা দ্বারা লিখি। এক জন খালাসী কয়েদী ডাকে চিঠি পাঠাইবার চেষ্টা করে ধরা পড়াতে তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে চাবুক মারা হয়। তাহার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পীড়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার আত্মীয়গণ দেখা করিতে যায়। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ পীড়া হয়নাই বলিয়া দেখা করিতে দেন না। তাহার মৃত্যু হইলে পর দিন তাহার আত্মীয়গণ সংবাদ পায়। তাহারা বলে, যখন মৃত দেহ তাহাদিগকে দেওয়া হয় তখনও তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃত্যুর আঘাতের চিহ্ন সকল লক্ষিত হয় যেমন নিয়ম আছে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, পীড়া বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

জেলের অধ্যক্ষেরা বিবা বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করিতেছেন। দুই চারি জন কয়েদী মরে, শত শত কয়েদির ধাতু ও অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কাজ করায় কি সন্তাবিত হয়? বিশেষতঃ কয়েদিদিগের সহিত অধ্যক্ষদিগের সমসুখদুঃখতা নাই, প্রভুত বিরোধ আছে। এরূপ স্থলে বন্দীদিগের অবস্থাদির অনুসন্ধান লইবার সম্ভাবনা অল্প সন্দেহ নাই। যে স্থলে এরূপ ঘটনা সেখানে প্রহার মাত্রাধিক্য যে অনর্থাবহ হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এই সকল দেখিয়াও যদি প্রহার দণ্ড রহিত হয়ে, তাহা হইলে নিশ্চয় হইতেছে দয়ালুতা ও সহৃদয়তা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

সমাজ কণ্টক।

ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কতকগুলি কণ্টক আছে। ঐ কণ্টকের শ্রেণী ভেদ আছে। যাহারা ধর্ম্ম ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া অধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তাহারা এক শ্রেণীর ধর্ম্মকণ্টক। যে সকল ব্যক্তি বাহিরে ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া গোপনে সমুদায় দুষ্কর্ম্ম করে, তাহারা ঐ শ্রেণী ভুক্ত। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যেরা উহাদিগকে বিড়ালব্রতী ও বকব্রতী প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন (১) কি খৃষ্টি কি মুসলমান কি ইহুদী সকল ধর্ম্মেই ঐরূপ কপটী আছে। জাতিবর্ম্ম যে মুসলমান ধর্ম্ম, তাহাতেও ভূরি পরিমাণে ধর্ম্মকণ্টী প্রবেশ করিয়াছে। যদি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ে যথার্থ ধার্ম্মিকের অপেক্ষা ধর্ম্মকণ্টী অধিক দৃষ্ট হয়। আমরা উহাদিগকে ধর্ম্মকণ্টক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, অন্যেরা উহা সঙ্গের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া প্রথমে মুগ্ধ হয়, শেষে প্রতারিত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি হস্ত শ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। উহারাই মন্দ, ধর্ম্ম মন্দ নয়, অন্যেরা তাহা বুঝিতে পারে না।

ঐরূপ রাজনীতিক কণ্টক আছে। তাহারা [illegible] ধার্ম্মিক হয় ও নাম [illegible] এরূপ ভাব করে লক্ষণ দেখে হয় যেন তাহাদিগের মূল রাজনীতির উন্নতিকামুক আর নাই কিন্তু তাহাদিগের রাজনীতিক্ষ হায় পরিশেষে হয়। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মক্ষীন ধীরভাবে পথ দেখে চলেন তাঁহারা দ্বিতীয়। এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের সমাজ বহু ভোগ প্রত্যে উপস্থিত হইয়ে যাঁহারা বিজ্ঞতা করেন, তাঁহারা তৃতীয়। এইরূপ রাজনীতি কণ্টকের বহুল শ্রেণীবিভাগ আছে। সে সকলের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আজি আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, সমাজ কণ্টকের বিষয়ের উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা সমাজের উন্নতিকামুক হইয়া [illegible] যখন করেন, তাঁহারা এক শ্রেণীর সমাজকণ্টক। সমাজ যত দূর ভাঙ্গা করিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে ভাঙ্গাই উচিত। সমাজ কণ্টকেরা সেটী বুঝিতে পারেন না। যে [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ধর্ম্মের [illegible]

(১) ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্চাদ্বিকোলোক বঞ্চকঃ। বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধক॥

বহুজনসমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করে এবং সময় ও পর হইয়া আপনার ধর্ম্ম চরণ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানায় পরন্তু এইরূপ সদা অভিসন্ধায়ী, লোক বঞ্চক হিংস্র বিড়ালব্রতী মিথ্যুক এইরূপ ব্যক্তিকে বিড়ালব্রতী বলে। বিড়াল যেমন মুষিকদিগের প্রাণ সংহার মানসে নিশীথের নিস্তব্ধতা করে, বৈড়ালব্রতিকেরাও সেইরূপ।

[illegible]

আপনি যেন মস্ত [illegible] জানাইবার জন্য [illegible] একান্ত [illegible] এইরূপ [illegible] রূপে কার্য্যসাধন করে।

জ্ঞান নাই, কিসে কি হয় জানে না ও বুঝে না, আপনারা যা খুসি ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যের অণু মাত্র সামাজিক ব্যক্তি ক্রম দর্শন করিলে এক কালে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া ঢাল খড়্গ ধরিয়া সমর সাগরে অবতীর্ণ হয়, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এ সকলের বিষয়েও আজি কিছু বলা আমাদিগের অভীষ্ট নয় সমাজের এক দল যে ক্ষুদ্র কণ্টক আছে, তাহাদিগের গুণ বর্ণনই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ পাপাত্মারা সমাজকে একান্ত অসুখিত করিয়া তুলিয়াছে। উহারা কেবল সমাজের নয়, গ্রামেরও কণ্টক। উহারা অকস্মাৎ বিরোধ। খোঁট বাধিয়া। আদালতে দুই চারিটী সাক্ষ্য দিয়া উহাদিগের মনে এমনি অভিমান জন্মে যেন উহারা আদালতের সমুদায় জানে। আইন উহাদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী, বিচারের রীতি নীতি উহাদিগের কিছুই অবিদিত নাই। কোন্ মকদ্দমায় বাদীর বা প্রতিবাদীর জয় পরাজয় হইবে হাকিম চাঁদ কি লেট উহারা তাহা বুঝিতে পারে। গল্পচ্ছলে লোকের নিকটে আপনাদিগের এ ক্ষমতার পরিচয় দিবারও ত্রুটি হয় না। এইরূপে অজ্ঞ নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করিয়া তাহাদিগের নিকটে বড় লোক বলিয়া পরিচিত হয়। গ্রামবাসিদিগের পরস্পর কোন প্রকার মনোমালিন্য জন্মিয়া বিবাদের সূত্র পাত হইলে উহাদিগের কতক এক পক্ষ কতক অপর পক্ষে গিয়া যোগ দেয়। আপনারা পরামর্শ দিয়া উহাদিগকে আদালতে লইয়া উপস্থিত করে, মকদ্দমা বাধাইয়া দেয়। যে কয় দিন মকদ্দমা থাকে, উহাদিগের দক্ষিণ হস্ত ব্যাপারের বড় ভাবনা থাকে না। বৈরনির্য্যাতনলিপ্ত নির্ব্বোধেরা উহাদিগের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠে। উহারা যাহা বলে তাহারা গুরু বাক্যের ন্যায় তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু আপনারা কাঁদে পা দেয় না। উহারা আদালতে যায়, কিন্তু দূরে থাকে, সেই স্থান হইতে কুমন্ত্রণা দেয়। বিচারপতির নিকটে গেলে বাণীকর বলিয়া পাছে ধরাইয়া দেয় এই শঙ্কা আছে। একটু পীড়াপীড়ি দে খলে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়, কেহ তাহার অন্বেষণ পায় না।

এই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে গ্রামকে মুক্ত করিতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। আমরা পরামর্শ বলি যে যে গ্রামে ঐরূপ দুরাত্মাদিগের প্রাদুর্ভাব আছে, সেই সেই গ্রামের ভদ্র লোকেরা একবাক্য হইয়া রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানান, উহাদিগের হইতে গ্রাম ছারখার হইতেছে। উহারাই আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। উহাদিগের হইতে গ্রামবাসিরা কেবল অসুখিত নয়, দেশেরও সাতিশয় দুর্নাম হইতেছে।

—:০:—

রাজপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়।

আমরা বারুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরির সৎকার্য্যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া বার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তিনি কেবল নিজ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, রাজপুরেও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়াছেন। ১ লা জুন হইতে ১৭ ই জুলাই পর্য্যন্ত রোগির সংখ্যা ও ব্যয়ের কর্দ্দ এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সমুদায়ে ৬০২ ব্যক্তি চিকিৎসার্থ আগমন করে। ১০৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। ৪৮৪ জন চিকিৎসাধীন আছে। ১০ জন অনুপস্থিত হইয়াছে। এই অল্প কাল মধ্যে ১০০ টাকার ঔষধ বিতরিত হইয়াছে। চিকিৎসালয় স্থাপনের পর তত্ত্বাবধান বিষয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে সচরাচর যেমন ভাল বৈদ্য ও ভাল ঔষধ পাওয়া যায় না, এখানে যদি সেরূপ না হয়, রাজপুর যেরূপ স্থান, এই ঔষধালয় দ্বারা বিস্তর লোকের উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

—:০:—

রাজপুরের বিবরণ। (১)

রাজপুর বগুড়া জিলার উত্তর। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে দিনাজপুর। উত্তরে জলপাই গুড়ি। উত্তর পূর্ব্বে কুচবিহার। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ গোয়ালপাড়া ও ময়মনসিংহ।

ইহার সর্ব্বস্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা সমান নয়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। ইহার পরিমাণ ৯৬ মাইল। ঐরূপ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭ মাইল প্রশস্ত। সমুদায়ে ভূমির পরিমাণ ফল ৩৭৮৮ বর্গ মাইল।

সমুদায় জিলাটী সমতল। উত্তরাংশে বিস্তৃত ও সুকোমল পরিসর। অবশিষ্ট ভূমি মিশ্র। মধ্যে মধ্যে বালুকা ও মৃত্তিকা আছে। জিলার মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র নদী ও বিল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব জিলার অর্দ্ধ ংশ বর্ষাকালে জলে মগ্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন করতোয়া প্রভৃতি কয়টী নদী আছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তাতেই বারমাস নৌকা যাতায়াত করে।

জিলার মধ্যে বন জঙ্গল ও হিংস্র জন্তু বড় অধিক নাই। উত্তম চাঁস হয়। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে তুলা অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অংশে তুঁত জন্মে। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ধান্য হয় না, তমাক ও আদা বিস্তর জন্মিয়া থাকে। পাট জিলার সকল স্থানেই বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশে ও ব্রহ্মপুত্রের কোন কোন চরে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। নীলেরও চাস আছে। কিন্তু এখন উহা পূর্ব্বের মত হয় না। ইউরো-

(১) রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর ই, জি, গেজিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত রিপোর্ট অনুসারে লিখিত।

পীর নীলকর নাই এদেশী চাষাই উহার চাষ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা করা হয়, তাহাতে রঙ্গপুরের মফঃস্বলে [illegible] লোক স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৯১৭৯১ মুসলমান। [illegible] অন্যধর্ম্মাবলম্বী। [illegible] মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্মনীতি অতি [illegible]। [illegible] লোকের উক্ত জেলা নানা। এক জিলার ন্যূন নয় বটে। এত অন্য জেলার সামান্য লোক থাকিলে এতদ্দেশীয় অধিকসংখ্যক লোকের সামান্য রূপ লেখাপড়া জানে। ও অল্প অল্প লেখাপড়া জানে। [illegible] রঙ্গপুর ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। তাত বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং রঙ্গপুরে গিয়া উহার কার্য্য আরম্ভ করেন। জমীদারেরা ঐ বিদ্যালয় [illegible] ১৫০০০ টাকা তুলিয়াছিলেন। কুচবিহারের রাজা একটী পাকা বাড়ী দেন। এখন আর ঐ বাড়ীতে স্কুল নাই।

[illegible] রঙ্গপুরের প্রাচীনতা ও ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মুহোদ্যোগী [illegible] অন্যতর লোকে প্রসিদ্ধ ভগদত্তই আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের [illegible] বৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠোরপরাহত। রঙ্গপুর এই নামে যে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা [illegible] হইয়াছে। রঙ্গ অর্থ আমোদ তাহা রঙ্গপুর হয়। এ ব্যুৎপত্তি হৃদয়ঙ্গমী হইতেছে না। আর একটী ব্যুৎপত্তি এই, তথা তত্রত্য কন্যার নাম শিরাবতী তাহারই [illegible] পরে [illegible] এই নাম হইয়াছে

অতি প্রাচীন কালে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্গত ছিল। [illegible] নদী কামরূপ ও মৎস্য এই উভয় দেশের সীমা। মৎস্য [illegible] এক্ষণে বাঙ্গলা দেশ হইয়াছে

রিপোর্ট লেখক পাশ্চাত্য কোচদিগের চারি রাজবংশের বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে চারি এই পাতুপাল কামতাপুর ও কুচবিহার রাজবংশ। পৃথুরাজার সময়ের অংশ বশেষ অর্দ্ধেক চাকলেশ্বরীর ও অর্দ্ধেক জমা পাইস ঢর অন্তঃপাতী বৈকুণ্ঠপুরে অধিক দৃষ্ট হয়।

অন্তঃপুর মুসলমানকৃত জয় ও ইংরাজ অধিকারের সময় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারের যে যে বিশেষ ঘটনা হইয়াছে। সেও যার সময় গুলি উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ সংবাদ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

লার্ড মেওর স্মরণার্থ কতের ৫০ হাজার উদ্বৃত্ত টাকা কি রূপে ব্যয় করা হইবে, তদ্বিষয় লইয়া বড় গোলযোগ হইতেছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বলিতেছেন, কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজে হাসপাতাল বাটীটী এই টাকা দ্বারা সম্পূর্ণ করা হউক এবং ইহাতে লার্ড মেওর একটী প্রস্তরময় অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হউক। কর্ণেল হটন বলেন, এই টাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থ একটী কালেজ স্থাপন করা হউক। পীড়িতদিগের জন্য কোন পর্ব্বত প্রদেশে একটী আবাস নির্ম্মাণ করা কর্ণেল ওয়াটসনের হাউসের মত। বঙ্গদেশস্থ ফিরিঙ্গিদিগের ভিক্টিই এণ্ড লজের মতোরা বলেন, "বঙ্গদেশের জন্য যেমত ফিরিঙ্গিকুল হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করা হউক। যাঁহার যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, তিনি সেই দিকেই টানিতেছেন, এমন অবস্থায় যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় এমন একটী বিষয়ে এই টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে এই টাকায় জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া দরিদ্রগণের উচ্চ শিক্ষার উপায় বিধান করা হউক। অনেক বুদ্ধিমান দরিদ্র ব্যক্তিই বুদ্ধি বৃত্তি শিক্ষা বিরহে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের ধনাধ্যক্ষ মহাশয় যে পেরদা মেজিষ্টরি চিঠি প্রভৃতি চুরি করিয়াছিল সেসিয়নের বিচারে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচবৎসর জেল হুকুম হইয়াছে।

ওমা, বলিতেছে পাষণ্ডের যে সকল বিদ্রোহী প্রজার দোষ প্রমাণ হইয়াছে, উহাদিগকে গঙ্গার জলে পাহাড় কেলে জেলে প্রেরণ করা হইবে। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কি গঙ্গাপার করিয়া দেওয়া হইবে?

ঘোষাইয়ের কবি-চূড়ামণি বিদ্যাসাগর স্ত্রী ও দুটী পুত্র লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। ঘোষাই সকল বিষয়েই এ অঞ্চলের পরাজয় করিলেন। শশি বাবু সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, ইনি সপরিবারে গমন করিলেন।

পারলোর সাধু ইউরোপে মধু আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছেন, এদিকে সিরাজে অরাজক কাণ্ড সকল ঘটিতেছে। তথায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাধু ইউরোপে পাপের স্বরূপ যে বিপুল অর্থ লইয়া গিয়াছেন, তদ্বিনিময়ে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেও আরো অনেক অরাজক কাণ্ড ঘটিবে।

এদিকে ভারতবর্ষে যাহাতে বহু বিবাহ উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে, এ দিকে আমেরিকায় বহু বিবাহের জন্য একটী আইন করিবার চেষ্টা হইতেছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, কতকগুলি স্ত্রীলোক এই চেষ্টা করিতেছেন। সেলফসেটসের কতকগুলি স্ত্রী লোক বহু বিবাহের জন্য একটী আইন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি এই, তথায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, সুতরাং এক একজন পুরুষ কয়েকটী করিয়া স্ত্রীকে বিবাহ না করিলে চলে না। যাই-বলেও বহু বিবাহের প্রতিষেধ নাই। যে স্থানের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ংবর দ্বারা স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করেন এবং ইচ্ছা হইলেই এক একজনকে পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহাদের মধ্যে এ প্রস্তাব [illegible] হওয়া বিস্ময়াবহ নহে।

একখানি ইউরোপীয় সমাচার পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ফ্রান্স হইতে দুটী [illegible] ষ্টেমরে উপস্থিত হয়। [illegible] ঐ খালাসী দুটীও সেই [illegible]। বিশেষের মধ্যে এই ইহাদিগের পরস্পরের [illegible]। ষ্টেমরে [illegible] পড়িয়াছিল, ইহাদিগের [illegible] এই খালাসী দুই খানি ডিঙ্গী [illegible] সাহসে [illegible] হইয়া [illegible]

সম্রাট উইলিয়ম আজি পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইতে পারেন নাই, শীঘ্র যে হইবেন সে সম্ভাবনাও অল্প। মৃত্যু কাহারো শাঁখা হাতে হাতে লাগিল।

লাড লরেন্স ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্য কমাণ করুন। তাঁহার মতে ৬০ হাজার সৈন্যই ভারতবর্ষ রক্ষার্থে পর্য্যাপ্ত। আমরা বরাবর সৈন্য সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। আমাদিগের বিবেচনায় ৫০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী কৃষি প্রদর্শনের জন্য ৮ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য পাঠাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন, কাবেল সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিদ্যাপ্রকাশ হইয়া পড়িবে এই শঙ্কা কি বিরোধিতার কারণ?

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ষ্টেট সেক্রেটারির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি কাবেল সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন তিনি যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বরং বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবে। সংস্কৃত সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও ষ্টেটসেক্রেটারির মতে বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত হইয়াছে। লাড আর্গাইল কাবেল সাহেবের বিষয়ে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেদিন চম্পারণের অন্তর্গত শালগ্রাম পুরে ডাকা হইয়া একটী খুন হয়। উক্ত গ্রামের বাবু রামগোলাম সাহা নামক এক ধনী ব্যক্তি ইহার খুন। সাহরণের সেসিয়ন জজ উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। বাবু রাম গোলাম এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। এই রূপ যতই ধনবান ও প্রবল লোকদিগের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায়।

গত শনিবার নারিকেল ডাঙ্গায় একটী পুষ্করিণীতে একটী বাঙ্গালিস্ত্রীলোক মরহত হইয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মনে অনেক দেখাইল। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের এরূপ মৃত্যু সংবাদ পূর্ব্বে শুনা যায় নাই।

ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষা, প্রভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আর তাদৃশ প্রভাব নাই, শ্রাদ্ধ শান্তি কর্ম্ম কাণ্ড ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, তাহাদেরও অন্ন জুটা ভার হইয়া পড়িতেছে, যজমান শিষ্যের বাটীতে আর পূর্ব্বের ন্যায় লাভ তাদৃশ নাই, মধ্যে মধ্যে কোন কর্ম্মকাণ্ড উপলক্ষে লুচি মণ্ডাটা হইত, তাহারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকে আজি কালি কর্ম্ম কাজ উপলক্ষে সাহেব খাওয়ান আরম্ভ করিয়াছেন। গত শুক্রবার শ্রীরাম পুরের বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা নারকপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ করাইয়াছেন। কলারে দেশে আসিয়া সাহেবেরাও কলায়ে হইয়া উঠিলেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট কোন বন্ধুমুখে শুনিয়াছেন, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফ্রিমেসন হইয়াছেন। চিরকাল একরূপে থাকা ভাল দেখায় না।

অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমেরিকায় আজি কালি অর্থের কিছু সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক টিণ্ডাল আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া চারিমাসের মধ্যে ৪১০০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

ব্রাডফোড অবজর্ভরের সম্পাদক কটলেজ সাহেব রাজস্ব কমিটীকে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরাও বরাবর এই কথা কহিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষে না আইলে কেবল ইংলণ্ডে বসিয়া ইংরাজ দিগের এবং দুই একজন এদেশীয়ের সাক্ষ্য লইলে প্রকৃত কাজ হইবে না। হিন্দুপেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছেন, যে কয়েকজন এদেশীয়কে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবার কথা হইতেছে, তাহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয় যে উত্তমরূপে ইংলণ্ডের হৃদয়ঙ্গম হইবে সে আশা অল্প। কলেট সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ যদি তাঁহাদের অভীষ্ট সাধন করিতে চান, যাহাতে উক্ত কমিটী এদেশে আসিয়া অনুসন্ধান করেন তাহার উপায় বিধান করুন।

পঞ্জাবের ন্যায়র সর্দ্দার গোপাল সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ইংরাজদিগের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন।

১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার।

শুনা যাইতেছে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অন্যান্য স্থানের ন্যায় কলিকাতাতেও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন চেষ্টা পাইতেছেন। এ নিমিত্ত তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটী হইতে অর্থ সাহায্যের মানস করিয়াছেন। যখন লাড আর্গাইল কাবেল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির অনুমোদন করিয়াছেন তখন আর ভাবনা কি?

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, উক্ত নগরে চুরির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে দিবা ভাগেও চুরি হইতেছে। টাকার অধিক দস্তুরি হইলেই দিন রাত্রি জ্ঞান থাকে না।

সীমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে অনেক পেশোয়ারি পীড়া পীড়ি করাতে সোয়াটের আমুন্দ মেজর মাকডোনালডের তত্ত্বাবধারী বিরাম খাঁকে নিজ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার বোধ হয় স্বকৃত পাপের ফলভোগ করিতে হইবে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন হইল, একব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে নিজ সন্তানকে হত্যা করিতে আমেদাবাদের সেসিয়ন জজ উহার ১৪ বৎসর কারাদণ্ড দেন। বোম্বাইর হাইকোর্ট আপীল করাতে উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

হালের অবস্থা হইয়াছে। প্রকৃত পাণিগণ। বিবেচনা করিয়া আপীল করিও।

ষ্টেট্‌সম্যান বলেন, এবার অতি অল্প জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসরে যে পাট জন্মিয়াছিল এ বৎসর তাহার কার্য্যকারক এক অংশ হইবে না।

[illegible] হইতে ভারত-সমীপস্থ [illegible] নিকটে এই মর্ম্মে এক পত্র [illegible] যে দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে একদল বন্দুকিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করিবার জন্য লেপ্টেনেণ্ট [illegible] হইবার ইচ্ছা হইয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, মেদিন বর্ত্তমানের চাঁদার টাকা বিপদ গিয়াছে। তিনি ইউনিয়ন চাপেলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় একটী বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভাঙ্গিয়া তাহার এত নিকটে পতিত হয় যে তাঁর একটি হইলেই তাহার মস্তকের উপরে পতিত হইত।

যেরূপ কাণ্ড পড়িতেছে তাহাতে আর সাবধান লেখা পড়া এবং কাজ কর্ম্মের যো নাই। সেদিবস মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সে রুটে ডাকের কোর্ট ডাকিসের ডেড লেটার অফিস এর জন্য একজন কেরাণীর নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজী হিন্দুস্থানী মারহাট্টি এবং গুজরাটী লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা [illegible] টাকা। বেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে সর উইলিয়ম জোন্স না হইতে পারিলে আর ২০। ২৫ টাকার একটী কর্ম্ম পাওয়া দুষ্কর।

একজন [illegible] টাকা মূল্যের একটী অশ্বস্তুটী [illegible] একটী হাঁস [illegible] টাকা ছিল) চুরি করিয়া [illegible] হাঁসের সাহেব [illegible] উহার ৩ মাস কয়েদ দিয়াছেন।

যেশপুর [illegible] গবর্ণর জেনরলের [illegible] এবং [illegible] জন্য শীঘ্র সমনের আগমন করিবেন।

গত [illegible] হইতে ২১৯৯ ৬১২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও ৫১৭৩৮২ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

কলিকাতা গেজেটে লিখিত হইয়াছে এম এস এণ্ড্রকোপ এবং পার্ট এচ, উইলসন সাহেব দুই বৎসর ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, আগামী ২৪ এ জুলাই বৃহস্পতিবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

মুরশিদাবাদ পত্রিকায় পাটিকা বাড়ির অন্তর্গত জিতপুর নিবাসী কর্ম্মচারির যে শোচনীয় অত্যাচার বৃত্তান্তটী প্রচারিত হইয়াছে, আমরা অনুরোধ করি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যেন তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি পাত করেন।

২ রা শ্রাবণ বুধবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন সেদিন একজন মুসলমান দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পত্নীকে এক কন্যা সহিত পরিত্যাগ করে, পরে দুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া ঐ স্ত্রীকে ভুলাইয়া বাটিবার জন্য উহাকে এক নৌকায় করিয়া গঙ্গার উপর লইয়া যায়। স্বামীর বাসনা বন দ্বীপান্তর বাস এবং ঐ দুই জনের ১০ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

এবার পুরীতে ৮০ হাজার বিদেশীয় যাত্রী হইয়াছিল, এ ভিন্ন পুরী ও কটকের লোক ধরিলে আর ৪০ হাজার হইবে। মাসের সুব্যবস্থা এবং কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পীড়া ও অন্য কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

ডেপুটী পুলিস মাজিষ্ট্রেট বীর আদি পাড়া স্থাপন করিয়াছে। যখন তীর্থ যাত্রা করা হইয়াছে তখন যে কর ডেপুটী এই বার অধিক কাল উপস্থিত।

দিল্লী গেজেট বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাবতীয় ডিবিজনের কমিসনর দিগকে বলিয়াছেন যে সকল যুরোপীয় সেনাদলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নাম রেজিষ্টর করা হয়। কাপেল সাহেব আজিও যে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন?

বঙ্গদেশের মধ্যে নাবিকবর্গের [illegible] অন্যে এমন আর কুত্রাপি নয়। [illegible] লিখিয়াছেন, এবার তাঁহার [illegible] আর নাড়া খাইতে হইবে না। নাবিক [illegible] হইয়াছে। এ সংবাদ অত্যন্ত অকপটিকর সন্দেহ নাই।

নীলকরেরা পুরুষার গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের একটী অত্যাচার সমাচার শুনিতে পাইতেছি। ৩ রা শ্রাবণের অমৃতবাজার পত্রিকায় নীলকরের অত্যাচার সূচক একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। প্রথম উদ্যমেই রাজ পুরুষদিগের উহার উদ্ঘোষ করা কর্ত্তব্য। উহা যেন পুরুষার পূর্ব্বরূপ ধারণ না করে।

আসামমিহির বলেন, আসামে সেল লইয়া আজিও বিষম পীড়াপীড়ি হইয়া থাকে। যাহাদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই এমন লোকেও যদি সেলাম না করে সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হন, যাহারা সেলামের যথেষ্ট বোধ হয় তাহারাই অসন্তুষ্ট হয়।

অযোধ্যার শস্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তত্রত্য প্রধানতম কমিসনর উহার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন। ইহার কিছু পরেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে শস্যের মূল্য অনেক কমিয়াছে।

লোয়াড়ের আমুক্তের সুবিধার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বিবাহগণ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া ৫ শত সওয়ার লইয়া মরুরাজ্যে গিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছেন। আমুক্ত তাহাকে আনিবার জন্য অনেকগুলি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজি কালি লোকের মন একান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

শিবসাগর উপবিভাগের ডেপুটি পুর ও সেরপানিপুরের [illegible] বাসনায় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, যতদিন আমদানি ৯৮ টাকা বাড়ে ততদিন ১০ টাকা অতিরিক্ত [illegible] কলষ্টেবল রাখা হইবে। [illegible] ব্যয় দিতে হইবে। [illegible]

আজি কালি এই এক নূতন দণ্ড প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১২ ই জুলাই পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গেল বর্দ্ধমান রাজসাহী ঢাকা চট্টগ্রাম পাটনা ভাগলপুর এবং উড়িষ্যা বিশেষতঃ পুরীতে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে চাষের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। বসন্ত ও ওলাউঠা অনেক স্থানে আছে বটে কিন্তু ক্রমে কমিতেছে। স্থূল বর্দ্ধমানে সমভাবেই রহিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আগামী কল্য জাতীয় নাট্যশালায় অধ্যক্ষ গণ "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের অভিনয় করিবেন, ইহাতে যে টাকা উঠিবে মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রদিগকে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। যাহাদিগের মাইকেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা আছে তাঁহারা সকলেই এই অভিনয় দর্শন করিতে যান এই আমাদিগের অনুরোধ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি একখানি নূতন মুদ্রিত কপিল সূত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী কুণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি ইহার ভাষা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত লেখাটী অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছা করেন, গত সোমবার তাঁহাদিগের আবেদন পত্র সকল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন বঙ্গদেশের ১৪। ১৫ জন আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একজন দেশীয় খৃষ্টান আছেন। একজন বাঙ্গালিও না কি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঘোষণা পত্র দ্বারা পাবনার প্রজা বিদ্রোহিতার শান্তি হইয়াছে। অতিরিক্ত পুলিষ তাবৎ বিদ্রোহী প্রজাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রজারা অল্প অত্যাচারে বিদ্রোহী হয় নাই, ভূমির মাপ দ্বারা উহাদিগের জমী মাপ করিয়া দেওয়া হয়, নাম মাত্র পরিত্যাগ করিয়া এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর করিতে বলা অন্যায় কর সকল প্রকৃত খাজনার ন্যায় গণ্য করিতে বলা এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট যে সকল টাক্স জমীদারদিগের উপরে ধরিবেন সে সমুদায় দিতে বলা এত অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। যথার্থ করটী উহাদের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হয়। যাহা হউক এক্ষণে জমী সকল যথার্থ রূপে মাপিয়া দেওয়া হইতেছে এবং জমীদার খাজনা নিতে অস্বীকার করিলে উহা কোর্টে জমা দেওয়া হইতেছে। আমরা বলি, জমীদারকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ সকল অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবনা অল্প।

পারিস রহস্য নামে এক খানি নূতন ফরাসীস্ উপন্যাস ২ খণ্ড অক্রূরদত্তের গলি মিরর্জা যন্ত্র হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রেণ্ড রঙ্গপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, এবার তথায় রথ যাত্রায় ৪ জন হত হইয়াছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বড় রথ তুলিয়া দিবার চেষ্টার সমর্থন করিয়াছেন। ক্রেণ্ড রথের বিরুদ্ধে এত লাগিয়াছেন কেন? পুলিষ যদি বিশেষ সতর্কতা সহকারে কার্য্য করেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি কোন দুর্ঘটনাই ঘটিতে পায় না।

উক্তপত্র তারকেশ্বরের মহান্তের বিষয়ে লিখিয়াছেন, নবীনের শ্বশুর ও শাশুড়ী ৫০০ টাকা লইয়া মহান্তের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করে। মহান্ত কিছু দিন লুকাইয়া থাকিয়া চন্দন নগরে পলায়ন করে। তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় বাহিরে পরদার গমন পৌনাল্কোডের দণ্ডনীয় হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র যেরূপে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে তাহাতে লোক ভয় তাহার অল্প মাত্র দণ্ড হইবে।

পাড়ার জমীদার বাবু অক্রূরদত্ত মুখোপাধ্যায় (যেখানে হস্তাক্ষর হয় তাহা উঁহার জমীদারী ভুক্ত) মহান্তের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক সাহায্য করেন। মাজিষ্ট্রেট আপাততঃ তারকেশ্বরের মন্দিরের স্বত্বীয় সম্পত্তির ভার একজন ডেপুটী কালেক্টরের উপর দিয়াছেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজকে আর এক জন মহান্ত নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে। তারকেশ্বরের ভূমি হইতে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা আয় স্থির করিয়া উহার ইসকম টাক্স ধরা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যাত্রিদিগের নিকট আয় আছে। তাহাতে প্রায় ৮০ হাজার-সমুদায়ে ১২০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আয় হয়। কেহ উপসংহারে লিখিয়াছেন, তারকেশ্বরের ভক্তেরা এই টাকার কতক অংশ রাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয়াদিতে দান করিয়া টাক্স প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করুন। যে সকল ব্যক্তি ভূম্যাদি দান করিয়া এই সকলের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য মত যদি কাজ হয়, দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। মহান্ত ধন সঞ্চয় করিবে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করক দাতৃগণের এ ইচ্ছা ছিল না।

৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার।

মাদ্রাজ পুলিসের একজন ইনস্পেক্টর একজন হেড কনষ্টেবল ও একজন কনষ্টেবল এক ব্যক্তিকে দোষ স্বীকার করাইবার জন্য এত প্রহার করে যে উহার সেই দিবসেই মৃত্যু হয়। উহাদিগের বিচার হইতেছে। পুলিস যে কারিয়করাতে পড়িয়াছেন চোর ধরিতে না পারিলেও বিপদ ধরিতে গেলেও বিপদ।

এদেশে সংবাদ পত্রের যেমন দুর্দ্দশা এমন আর কোথায় নহে। সম্প্রতি অটল প্রেসের কনসার্ণেটিরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ৭০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এদেশে উৎসাহ নাই বলিয়া সংবাদ পত্রেরও তাদৃশ উন্নতি নাই। এ সকল বিষয়ের উন্নতি অর্থ

ডাক্তার মর্ফিট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের স্কুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত। সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে

কিছু লেখা পড়া করিতেছিল, তাহাতে অনেকগুলি মরে।

ডিস্‌রেলি কটু বলেন, সে দিন দিল্লী দরবার কতকগুলি দোকানদারের সহিত কতকগুলি কুলুপের (যাহা দ্বারা ঐ শ্রেণীর দোকানদারেরা ব্যবসায়) দাঙ্গা হয়, এই দাঙ্গা এক দিবস এবং তাহার পর দিন পর্য্যন্ত দোকান সমুদায় দোকান বন্ধ ছিল তেপুটি কমিশনর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এদের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

ফরাসিস্‌ রাজ্যে একটী নূতন ও কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়াছে। এক ব্যক্তি বৈবাহিক স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্তির জন্য এক স্ত্রী বিরুদ্ধে নালিশ করে। ইতি মধ্যে অপর একজন সে চলকা দিয়াছে, সে ঐ স্ত্রীর প্রকৃত স্বামী। ফরিয়াদী বলে যে ফাস্পত্য ধর্ম্ম বিধির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তদনুসারে এই মকদ্দমা ডিক্রি করাই কর্ত্তব্য।

ফরাসিস্‌ রাজ্যে নবীন।

পিরিনিজ পর্ব্বতের সন্নিকট মধ্য করাচি ও পোয়াদের মধ্যবর্ত্তী ইতো চটুরোপীয় ইউনিয়ন পাইনের সমুদ্র গর্ভস্থ তারে একটী বড় তেলে মাছ জড়াইয়া যায়, হুঁকরে উঠে পড়িয়া ফেলে। এই জন্য সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ ছিল।

লর্ড ডিউফরিণ উকামুণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শাসন কার্য্যের ভার পার্ব্বত্য বেদে অর্পণ করিয়া এতদিন তাহা জানিতে পারা যায়।

ডিব্রুগড়-গোলপুর রেল ছোট নাগপুরের আড়াইটে বন্ধ হইয়া নাগরাকর পর্য্যন্ত চলিতেছে।

ইংলণ্ডীয় পার্লিমেণ্ট হাউসের কারেস্পণ্ড সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ফ্রান্স এই আমার বিরুদ্ধে আলী পুনরায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এক সেট নূতন প্রমা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন কুশীয়েরা আফগান স্থানের সীমার ১০ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমীর আরো লিখিয়াছেন রুশীয়েরা আর অগ্রসর হইতে না পায় এজন্য ইংরাজদিগের কাবুলে এবং জেলালাবাদে এক কাউন্সলেট স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের সম্বন্ধে কাবুলে নানা মতভেদ হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ইংরাজেরা কাবুলে প্রবেশ করিলে পুনরায় ১৮৪২ অব্দের অভিনয় হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কাবুল ইংরাজদিগের শাসনাধীন হয় দ্বিতীয় দলের ইচ্ছা। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান রাজার অত্যাচার ও পীড়ন অপেক্ষা ইংরাজদিগের শাসন থাকিলে সুখী হওয়া যাইবে। অনেক অধিকার অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে সুখ আছে এ কথা মিথ্যা নয়।

গত বুধবার বেলিয়াঘাটা খালের উত্তর রতন বাবুর ঘাটে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ৮ জন জেলে ৪ খানি নৌকা মাছ বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উক্ত ঘাটের নিকটে আসিবা মাত্র অপরিচিত সাতাল জনক এক ব্যক্তির আজ্ঞানুক্রমে ৪ জন লাঠিয়াল উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মৎস্য ও অন্যান্য জিনিষ পত্র লইয়া উহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখে। পুলিসে সংবাদ যাওয়াতে ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উহাদিগকে মুক্ত করেন এবং আক্রমণ কারিদিগকে ধরিতে গিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি অমৃত বাজার পত্রিকার ত্রয়োদশ ভাগ ও বামাবোধিনীর নবম ভাগের ১০৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্যামপুকুরের মনোমোহিনী নামে একটী স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র বলিয়া তাহার স্বামী তাহার সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া দেয়, স্ত্রীলোকটী অভিযোগ করাতে ডিক্রোজ সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩বার ও মাস জেলের আদেশ দিয়াছেন। মজিদান কালে অভিযোগে দেখা গেল স্ত্রী পীড়াপীড়ি করিলেও বলিয়া ও মাংস খেতে হইল বলিয়া মাস খেতে দিতেন। কি মূর্খতা। এরূপ মিথ্যা করিয়া এরূপ স্ত্রীলোককে জেলে এ সমুদয় স্বামীদের শাস্তি হয়।

বিলাতের মুদ্রা পরিবর্ত্তনের কারণ বিবরণ।

৪	টাকা শিক্কা	১০৪১/—১০৪৭
৪	" কোং	১০৪১/০—১০৪৯
৪১	" "	১০৪৯/০
৪৮	" "	১০৪৯০
৪১	" "	১০৪৯—১০৪৯/
৪১	" ২	১১১৯/০—১১১৯০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯শে জুলাই। [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কেরাণী কমিশন আসাই মাসে আসামের প্রত্যাগমন করিবেন।

লণ্ডন ২২ই জুলাই। ১৮৮০ অব্দের সন্ধি অনুসারে নূতন রাজার সহিত একটী বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পারস্যের রাজার সহায়ার্থে ৪০ হাজার সৈন্যের আগমন হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা যে সকল সৈন্য আসিয়াছিল তাহারা প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২৩শে জুলাই। ডিউক অব এডিনবরা ডচেস মেরি আলেকজান্ড্রোভনার সহিত [illegible] হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহ ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২শে জুলাই। কার্লিষ্টদিগের সর্ব্বার সেবেরস ৫ হাজার সৈন্য লইয়া মোরোক্কো রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মোরোক্কো, কনষ্টিটিউশনের অধীনস্থ ভাবৎ রিপ্রেজেণ্টেটিভ সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছে। মোরোক্কো, কনষ্টিটিউশনের হস্তগত হইয়াছে।

প্যারিস ১৪ই জুলাই। [illegible] সন্ধি অনুসারে ফ্রান্স সাধারণ রাজার আধিপত্যে [illegible] মধ্যে মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৯শে জুলাই। [illegible] ৩ হাজার [illegible] পরাস্ত করিয়াছে। ৩ হাজার [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] সংবাদ।

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৬ হাজার সৈন্য মশাল ধরিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিল।

লণ্ডন ১৭ জুলাই। বোম্বাইর পারসি পার্সোর সহায় নিকটে যে আবেদন করেন, সাতা ত'হ র প্রত্যুত্তরে ব লয়াছেন তিনি নিজ র জো প্রত্যাগমন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন মহিত হ ছের আবেদিত বিষয় সত্য হয়, তাহার নিবারণ করিবেন।

প্রিন্স আর্থর রাজকন্যা খাইয়া পাণি গ্রহ ণার্থী হইয়া কোপেন হেগেনে গমন করিতেছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ঢাকার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার কিছু সময়ের জন্য বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যজ্ঞেশ চন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, হাইলাণ্ড মাওতাল পরগণার প্রথম অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইয়াছেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চট্টগ্রামে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত আর মাকলপিন বাবু ক্ষেত্রগোবিন্দ রায়, উইগাম, চারিকু চৌধুরী ওবামিজি রুলি মৌলবী মজির আলী।

আর এম, ওয়ালার বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন, কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জ ইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ডবলিউ এচ, পেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়া মানভূমে রহিলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ ডবলিউ র্যাডকক্ সাহেব পুর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, মেগাস সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন

২৪ পরগণার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই, এফ টরিয়ার সাহেব পাটনায় বদলী হইলেন।

১৫ ই জুলাই। তৃতীয় শ্রেণীর সব অ. স ষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রকুমার গুপ্ত কাটরাবিভাগে এবং ভদ্রতা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাই লেন।

এফ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১১ ই জুলাই। ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

১৪ ই জুলাই। পালামৌএর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর উক্ত উপবিভাগের সুবডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

এ মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র
সেক্রেটারি

—:০:—

আমাদিগের বাইটবরছ সংবাদ

দাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা অনুকূল হইয়া কন্যা একটী অবিচারের বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি। এটী শিক্ষাবিভাগের কার্য্য বিশৃঙ্খলার অন্যতম উদাহরণ। স্থানীয় স্কুল ইন্সপেক্টর মহাত্মা মার্টীন সাহেব ঢাকা বিভাগ হইতে মেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলে তাঁহার স্মরণার্থ মাণিকগঞ্জের ডেপুটী ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনাধীন বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে "মার্টীন স্কলার্সীপ" নামে একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গবিদ্যালয়ের (ইংরাজী স্কুলের বঙ্গবিভাগও ইহার মধ্যে গণনীয়) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ একটী নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এক বৎসর কাল মাসিক দুই টাকা হিসাবে এই বৃত্তি পাইয়া থাকে। গত ১৮৭০ সালে অত্রত্য স্কুলের জনৈক ছাত্র নির্দ্দেশ প্রতিপত্তি সহকারে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তি পাইবার উপযোগী হয়। বহুদিন হইল, মাণিকগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু মোহনচন্দ্র বসাক এক সময়ে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া উল্লিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ছয় মাসের বৃত্তি স্বরূপ ১২ টাকা প্রদান করিয়া যান। কিন্তু অবশিষ্ট ১২ টাকা উহাকে অদ্যাপি দেওয়া হইতেছে না। এটী নিরতিশয় বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। এই ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হয়। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল অদ্যাপি বৃত্তির টাকা প্রদত্ত হইতেছে না কারণ কি? স্কুলের শিক্ষক এবিষয় ইন্সপেক্টরকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। আমরা সির্ব্বন্ধসহকারে ডিরেক্টরকে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। শ্যামাশঙ্কর বাবু একজন শিকারী রাখিয়া গ্রামের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন। শিকারী কর্ত্তৃক কএকদিনের মধ্যে দুটী বাঘ বধ হইয়াছে। শেষ বারের নিহত বাঘটী নিতান্ত ভয়ানক। ইহা দেখিয়াও গ্রামবাসিগণের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়!

৩। পদ্মা ক্রমেই ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। কএক দিন হইল ১২ জন আরোহী পূর্ণ একখানি নৌকা পদ্মাপারে হইতেছিল, মধ্যস্থলে আসিয়া নৌকাখানি হঠাৎ জলমগ্ন হয়। আরোহিগণ নৌকার ছাদ ধরিয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে থাকে। অবশেষে জনৈক তীরবর্ত্তী সুকৃতি বলে ইহাদিগের অনেকেই কূল পাইয়াছেন। কেবল কএকজন হতভাগ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সোদরীয় ইহারা সর্ব্বনাশিনী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিতেছি একণ অবধি মেইল পার করিবার উত্তম বন্দোবস্ত করা উচিত। নদী যেরূপ ভয়ানক হইতেছে, তাহাতে সামান্য নৌকায় মেইল পার করা নিতান্ত অপরামর্শসিদ্ধ। এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ বিধান না করিলে অনেককে অনেক সময়ে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। একণে যে ক্ষুদ্রায়তন ষ্টীমার খানি প্রত্যহ ঢাকা ও গোয়ালন্দে যাতায়াত করিতেছে, বর্ষা সময়ে সেইরূপ একখানি ষ্টীমারে মেইল পার করা অবিধেয় নহে।

আমরা স্থানীয় লোম হর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়া পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি। বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, একটী কমিশন নিযুক্ত

মূল ব্যক্তির করুন। সম্প্রতি [illegible] সিরাজগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর [illegible] কারণ কি? বিচারাধীন [illegible] দেখিয়া [illegible] কেন মধুরাপুলিস [illegible] ঘটনার বিষয়ে [illegible] কর্ত্তৃপক্ষের ঘটনা[illegible] উপস্থিত না হইবার কারণ কি? অনুসন্ধান করা বিধেয়।

এই প্রস্তাবটীর লেখা সাঙ্গ হইলে একটী বিষম আশঙ্কা আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইল। দেশমধ্যে উপায়হীন ব্যক্তিরা এই প্রস্তাবের হিতা বিবেচনা করিয়া, কাহাদিগকে সাহায্যদান করা বিধেয় তাহাবধারণ করিতে না পারিয়া, কি সম্ভ্রান্ত কি ইতর সকলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বোধ করে।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

[illegible] সম্প্রতি নিউমা মুন্ডে [illegible] প্রাণ বিনাশ অপেক্ষা এক [illegible] যে রক্ষা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান [illegible] তাঁহার সুপ্রজা পালন [illegible] বিতাড়িত বিরক্ত [illegible] নিউমা অবলম্বিত ঔষধের সম্পূর্ণ অনুমোদন [illegible] আমাদের ভারতবর্ষীয় [illegible] যে প্রজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে পারি না। যাহা [illegible] অসভ্য অনভিজ্ঞ [illegible] নির্ব্বাণ ভন, যাহারা সর্ব্ব [illegible] স, সেই লোক দিগেরই, ইংরাজ [illegible] যে তাহাদিগের ভারতবর্ষ [illegible] শাসনার্থে ঈদৃশ সীম, স্থির চিত্ত [illegible] এ পারে? কিন্তু রাজ্ঞীর [illegible] তাহাদিগের যে অনিষ্ট হইল [illegible] তাহার তৎপর হওয়া চাই। [illegible] সুব্যবস্থাও কখন উদিত

কল প্রসবিনী হইতে পারে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট দয়ালু ও ন্যায়পর হইলেও এরূপ দীর্ঘসূত্রী যে, কৃষ্ণাগ্নিগৃহ ভস্মীভূত হইয়া না গেলে প্রায় জলসেকের উদ্যোগ করেন না। বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান, কৃষকেরাই এ রাজ্যের প্রধান যন্ত্র, দুরাত্মা আর্থণার জমীদারেরা দৈনন্দিন প্রহারে সেই যন্ত্র বিভেজ ও ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, সমগ্র দেশটী হতশ্রী ও বিশীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, দেশের মঙ্গলার্থিদের চীৎকার করিয়া ক্লান্ত হইতেছে, কিছুতেই তাঁহাদের দীর্ঘসূত্রতা সংহার হইতেছে না। ইহা সত্যান্ত গবর্ণমেণ্টের সন্তাপকর কলঙ্ক সন্দেহ নাই।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আর একটী দোষ এই যে, এরাজ্যে নিম্ন শ্রেণীর উপযুক্ত বিচারকের পদোন্নতি বিরল। একজন অধীন বিচারপতি যদি সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন নিরপেক্ষ ধূরন্ধরী ও সকলদের অবস্থাজ্ঞ হন, আর তৎকৃত মীমাংসা যদি নথী মাত্রা বলম্বী আপীল আদালতের বিচারপতির মতের সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়, তবেই তাঁহার প্রমাদ; পদোন্নতি ত হইবেই না, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তৎসমান মফস্বলতা অঙ্গীকৃত করিতে হয়। আপীল আদালতের বিচারপতিরা বিদেশীয় ও বিভিন্ন অবস্থাপন্ন; এদেশীয়দের সঙ্গে তাঁহাদের সহানুভূতি অত্যল্প। যে দেশে শেষ মীমাংসকদের অবস্থা এইরূপ, সে দেশের প্রথম অভ্যাসারিদল যে নিয়ত দুষ্কর্ম করিয়াও ভূত বিধির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, আশ্চর্য্য কি? যে বিশেষ উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত প্রস্তাব রাখিয়া সাধারণে বলিতেছিলাম, তাহা মধ্যে রাখার উপযোগীয় বিচারালয় সংস্থাপন।

১ম। প্রায় সকল জেলার অপেক্ষা কটক জেলার প্রজারা সমাক সুবিধাপন্ন ও প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। এজেলার মফস্বলের স্থানে স্থানে উপযুক্তীয় বিচারালয় নাই। এ বিষয়ে দুঃখী প্রজাদের উপকারার্থে গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী পুলিসের বিচারালয় [illegible] বিচারালয় চেষ্টা করিতেছেন।

অন্যায়রূপে [illegible] কিরূপ হইতেছে বিশদ বলিতে পারি না; অধিক রাত্রির বিচারালয় সংস্থাপনের পূর্ব্ব হইতে অনেক বার উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু দুরাত্মা প্রজাদের অদৃষ্ট ক্রমে গবর্ণমেণ্ট এরূপ দীর্ঘসূত্রী যে, কর্ম্ম উৎসন্নে যাইলে ঐ কার্য্যটী ঘটিয়া উঠিল না, তাল পুঁথিটির ন্যায় এ প্রস্তাবও হইয়াই অস্থিমজ্জা বিহীন হইয়া যায়। সহস্র সহস্র প্রবল দুর্বৃত্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পিষ্ট ও অন্ন-সর্ব্বস্ব হইতেছে, ইংরাজ জাতির কলঙ্ক ক্রমশই বর্দ্ধিতকলেবর হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের ক্ষিপ্রকারিতা জন্মিতেছে না। কখন একটী বিচারালয় স্থাপী নির্ব্বাণের প্রস্তাব হইতেছে, কখন অস্ত্রতা করণার আফিলটী জন্তু করিবার কথা হইতেছে, মধ্যে একবার মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় অনুগ্রহ উপলক্ষে এস্থান হইয়া গিয়াছিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম বুঝি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া অধিবরাধার পরিবর্ত্তে যাহাতে স্থায়ী মনোনীত করিয়া যাইবেন এবং অবিলম্বে বিচারালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিবেন। কিন্তু প্রজাদের দুর্ভাগ্য কি অপরিবর্ত্তনীয়! কাহেল সাহেবের দূরদর্শিতা ও ক্ষিপ্রকারিতাও তাহার নিকট নত কলেবরত করিল।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আগামী ১০ ই [illegible] পত্রিকায় "ভারতভূমি মুক্ত না কাহার?" এই প্রস্তাবে "অন্য জাতির পূজ্যতা নাশ তাহাদিগের (কাহাদিগের) একটি আছে। তাঁহারা (কাহারা) [illegible] তাঁহার এদেশের সকল জাতি অপেক্ষা [illegible] বিষয়েই সর্ব্বপ্রধান।" এই লেখাটী [illegible] ১৯শ সংখ্যক [illegible] বিধির সংবাদপত্রে [illegible] ইহা [illegible] কোন জাতির সম্বন্ধে [illegible] তাহা জানিতে [illegible] কারণ [illegible] ইহা উভয়ের [illegible] প্রকাশ করিয়া তাহা স্থির করিতে পারি [illegible] এই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া বিস্ময় [illegible] হইলাম; [illegible]

অসঙ্গত উক্তি শুনিলে কাহার না দুঃখ উপস্থিত হয়?

মধ্যে মধ্যে আপনার সোমপ্রকাশে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা নানা বচন উদ্ধৃত দেখিয়া সাধারণতঃ মনে করিয়াছিলাম, আপনি একজন হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ লোক। কিন্তু আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য কয়টী আমাদিগকে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান করিতেছে।

"অন্য অন্য জাতির পূজ্যত্বলাভ উঁহাদিগের (কায়স্থদিগের) এখনি আছে" ইত্যাদি এবং বৈদ্য জাতি কোন জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। (১) ইত্যাদি বাক্য যে আপনার কতদূর শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও সদ্বিবেচনার পরিচায়ক বলিতে পারি না। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আপনার দৃষ্টি নাই আমরা এরূপ বলিতে পারি না, অবশ্য দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি থাকিতেও যে আপনি এরূপ লিখিয়াছেন ইহাই আমরা সহসা প্রত্যয় করিতে পারি না।

বৈদ্য জাতি কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তাহা প্রায় অত্রত্য সকলেই অবগত আছেন, কেবল আপনিই অনবগত; ইহাও অনল্প দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতিই যে অদ্যাত্যুচিত চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা "বৈদ্য" নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বৈদ্যশব্দ যে চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায়ান্তর মাত্র তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ি মাত্রেই অবগত আছেন, উহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

সেই অম্বষ্ঠজাতি কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং উঁহারা কায়স্থ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, এই বিষয়ের কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। তদ্রসা করি এতদ্দৃষ্টে আপনার সংশয় অপনীত হইবে।

অম্বষ্ঠ উৎপত্তি বিষয়ে মনু কহিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রজাতকে নিষাদ বলা যায়। যাহাকে পারশবশব্দে বলে। (১)

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি
ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো
জাতঃ পারশবোঽপিবা॥"

ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত এবং পরিণীতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং পরিণীতা শূদ্রাতে নিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে, যে নিষাদ পারশবশব্দেও অভিহিত হয়।

পরাশর কহিয়াছেন।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽ
ম্বষ্ঠোঽপি মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণাৎ চিকিৎসাং
নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হয় মুনিগণ কর্ত্তৃক ঐ অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অম্বষ্ঠদিগের যে দ্বিজত্ব আছে তদ্বিষয়ে মনু কহিয়াছেন।

"সজাতিজানন্তরজাঃ
ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণস্তু সধর্ম্মাণঃ
সর্ব্বেঽপক্ষয়সংস্কৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান এইতিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাতেজাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন, এই তিনটী এই ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী হয়, এজন্য ইহাঁরা উপনয়নাদি দ্বিজাতি সংস্কার যোগ্য হইবে। যাহারা প্রতিলোমজ দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন সূতাদিজাতি উহারা শূদ্র ধর্ম্ম হয় অর্থাৎ উহাদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই। (২)

যুনিবর হারীত বলিয়াছেন।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ
বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এবং
যথা পূর্ব্বক গৌরবং॥"

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইপঞ্চ দ্বিজসংজ্ঞক এবং ইহাঁরা যথাপূর্ব্ব গৌরবান্বিত, অর্থাৎ প্রথম ব্রাহ্মণ, তৎপর মূর্দ্ধাবসিক্ত, তৎপর বৈদ্য, তৎপর ক্ষত্রিয় এবং তৎপর বৈশ্য।

পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাক্যসমূহ দ্বারা বৈদ্য জাতির দ্বিজাতিত্ব উত্তমরূপে প্রতি পাদিত হইতেছে এবং উৎপত্তিকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উঁহাদিগের পরিগ্রহও দ্বিজাতির অনুরূপই চলিতেছে। উঁহাদিগের (বৈদ্যজাতির) উপনয়ন সংস্কার আছে এবং বেদাদি পাঠে অধিকারিতা আছে। সম্পাদক মহাশয় কি কোন গ্রন্থে কায়স্থ

(১) অসৎ কথা কহিয়াছিলাম। বৈদ্য জাতির যে মূল স্থির নাই, পত্রপ্রেরকের নিজের লেখাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পত্র প্রেরক বলেন অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য এক। কিন্তু মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর তাহা বলেন না। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অনুলোমজ সন্তান সম্বন্ধীয় বিষয় যদি বিবেচনা করা যায়, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অম্বষ্ঠ বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট ইহাই প্রতীয়মান হয়। তাহার প্রমাণ এই, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে মূর্দ্ধাবসিক্তের জন্ম হয়, সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই স্থলেতে অম্বষ্ঠ যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। যদি অম্বষ্ঠকে ক্ষত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়, তাহা হইলে সে মূর্দ্ধাবসিক্ত স্থলা অধিক হইল। অম্বষ্ঠ ও মূর্দ্ধাবসিক্ত তুল্য পদস্থ, বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তিই একথা স্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে হারীত বৈদ্যকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল, পত্রপ্রেরকের অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক নয়। কোন কোন বৈদ্য উপবীত ধারণ করেন আর কোন কোন বৈদ্য ধারণ করেন না। এতদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে বৈদ্য জাতির মূলের নির্ণয় নাই। স।

(১) শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ।

(২) শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ।

জাতির ঐরূপ কোন অধিকারিত্ব প্রতিপন্ন ক'রতে পারিবেন?

উপনয়ন সংস্কার কিম্বা বেদাদি পাঠে অধিকা'রিতা দূরের কথা, সাধা'রণের বেদাদি শ্রবণেও অধিকারিতা নাই সেই কারণ জাতি বৈদ্য অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তদ্বি ষয়ে সম্পা দক মহাশয় অনবগত, ইহাই সর্ব ধিক বিস্ময় জনক।

বৈদ্যজা'তি যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতেও শ্রেষ্ঠ তা'হা মুনির ঋষীদের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমা'ণিত হইতেছে। বৈদ্যও কায়স্থের যে জাতিগত কত প্রভেদ তাহা বোধহয় সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিবেন।

উপসংহারকালে আরএকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় যে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোন্ জা তি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর ভার সমর্পণ করিয়াছেন ইহার ভাব কি? নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিভেতে কি ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ও পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী লোক ছিল না? যিনি (রাজেন্দ্র বাবু) বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্বদাই উদ্যত এবং উক্ত বিষয়ের ভার অর্পণ করার ভাব কি? সম্পাদক মহাশয়ের ত অন্য কোন অভিপ্রায় নাই? কায়স্থ সমস্ত জাতির অগ্রণী হইবেন কায়স্থ সমাজের ব্যবস্থাপক সভা জাতি যে ঐরূপ ভারার্পণের যোগ্য তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন, সম্পাদক মহাশয় যে কেন অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত হইলেন, পরিশেষে নিবেদন মল্লিখিত প্রস্তাব খানি কায়স্থ পত্রিকাপাঠে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ঢাকা
১ ফাল্গুন

একজন
শ্রীহরমোহন গুপ্তস্য।

মহানন্দা নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১১ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বোচ্চ জল	
	ফুট	ইঞ্চি
মোহনার	৬	৫
ফতা হইতে অদিনপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে		
অদিনপুর হইতে মহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	৩
মহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৯	৯
কাটোয়া হইতে নবীয়া ৪১ মাইলের মধ্যে	১১	৬

সন ১৮৭৩ সালের ১৪ ই জুলাই মহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
	১১	১

মহরমপুর ১৪ জুলাই ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল এফজি কিউটি; ইঞ্জিনিয়র নবীয়া লোকাল বিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের জুলাই ও ১৮৮০ সালের শ্রাবণ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের অবগার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র ঘোষ
হাজারিবাগ।
" " হরলাল সেন—মুরভী।
" " অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত—চৌদ্দগ্রাম।
" " দুর্গাধর আচার্য্য—আগরদাঁড়ি।
" " রাজনারায়ণ কোঙর—সোনড়া।
" " কেশবচন্দ্র বসু—কাটিহার।
" " দীনবোধন চট্টোপাধ্যায়
হাজিলিং।
" " দুর্গাবিহারিলাল সিংহ—উখরা।
" " সাধনচন্দ্র দাস—ভেঙ্গাগড়
" " দীনবন্ধু গোস্বামী—কালিকাপুর।
" " আনন্দীবল্লভ সেন
কাঁসুদগোটিয়া।
" " রাজকালীন বন্দ্যোপাধ্যায়
পোয়াখালি।
" " ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইসলামাবাদ।
" " কৃষ্ণকান্ত দাস—রঙ্গপুর বাজগঞ্জ।
" " যোগেন্দ্রযোগিন রায়
চোরাইল পোস্টাফীস।
" " পাকানন চক্রবর্ত্তী—
" " রাধাকিশোর দাস
আলমগঞ্জ।
" " দীনবন্ধু সেন—

" " জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—
" " পারীমোহন বসু—পোরাদী।
" " মহেন্দ্রনাথ বসু—ভবোলুক।
" " পারীমোহন চৌধুরী
মেদিনীপুর।
" " চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ
মহল শ্রীরামপুর।
" " শিবনাথ মিত্র—বোয়ালিয়া
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—কাশিমপুর।
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায়—অরঙ্গ
মহারাজা বিরাজ নীলমণি সিং
দেও বাহাদুর—কাশীপুর
শিবনাথের গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়
বরিশাল লাইব্রেরি বরিশাল।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও সভা সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাবিলাস সিংহ
কাশীরা ডাঙ্গা ১৲
" " তুলসীনন্দ মুখোপাধ্যায়
সিউড়ী বীরভূম ১
" " রাধাবল্লভ ঠাকুর
ধরমবেড়া ১
" " অম্বিকাযোহন আঢ্য
কলিকাতা। ৫৷
" " রাধাশ্যামজী—মজফরপুর ৩৷
" " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ধরমবেড়া
রাজা [illegible] রায়—অযুধ্যা
কালীপুর [illegible] ১৲
[illegible] ১৲

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৭ সংখ্যা।

" প্রবন্ধনা প্রক্লৃপ্তিনিদ্বিনায় পার্থিব· সরস্বতী স্মৃতিমন্থনী ন স্থীয়না

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮০। ১৪ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ২৮ এ জুলাই।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এরিকশন্ কর্ণিউশন এবং ড্রুইট সর্ত্ত্বি ও ন.টস এবং ডাক্তার কেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল ডেকচার্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পুণারস্তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (শল্যচিকিৎসা) সংকলিত হইয়া ছে। মূল্য ৮ টাকা মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাসুল ও প্যাকিং ১ টাকা ৷৹ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাসুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকাশীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
মহল.সবিশ এণ্ড কো অথবা
ভা.মিপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

—০—

গুরুপদ সংগ্রহ।

এই পুস্তকখানিতে তৃতীয়ভাগ গুরুপাঠে যত শব্দ আছে সেইগুলির লিঙ্গ অর্থ মূল ধ.তু ও প্রত্যয় এবং যত ক্রিয়াপদ আছে, সে সকলের ধাতু ও ঐ ধাতুগুলির পদ অর্থ ও তাহাদের লট ও লুটের প্রথম পুরুষের পদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা।

—:০:—

এক উদাসীনের মহৌষধ।

অধুনা আমি সহর মজাফরপুর হইতে সরকারি কর্ম্মে অবকাশ পাইয়া ৺ কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহলায় অবস্থিতি করিয়াছি, বাজার এই মহৌষধির প্রয়োজন হইয়াছে তিনি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট ৩৲০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

জড়ি বুটির ঔষধ হাঁপানি কাশী রক্তপিত্ত অর্শ প্রমেহ উপদংশ দৌর্ব্বল্য এবং ওলাউঠার পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন দ্বারায় হরিতাল ভস্মের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে ৩৲০ টাক মূল্য প্রদানে লইয়া ন্যূনাধিক ১০০০ লোকে অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের দ্বারায় নানা প্রকার রোগে আরোগ্য লাভ করিয়া সকলেই হরিতাল ভস্মের চমৎকার গুণ বলিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন। তাহার কএকখানি পত্রের নকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ব্বে যেসকল আরোগ্য সমাচারের প্যামপ্লেট ছাপান হইয়াছে পাঠান যাইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হ.ও সাঃ কাশীধাম।

মহাশয়ারাজ নিবেদন মিদং—আমি যে ১৮ টাকা আপনার নিকট হইতে হরিতাল ভস্ম আনাইয়াছি ঐ সমস্ত ঔষধি কাশ রোগ পুরাতন জ্বর অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে সেবন করান হইয়াছিল ২ জনের কোন উপকার হয় নাই মৃত্যু হইয়া ছ। সে কাশ মজা, যন্ত্রী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিবেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধি সেবন করাতে খুব উপশম হইয়াছে।

শ্রীগুণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সোং কলিকাতা ভবানীপুর।

নমস্কারপুরঃসর নিবেদনঞ্চ—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কএকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইদানী এমত ঔষধ প্রাপ্ত পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবেক যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না। ইতাগ্রে সম্বাদ পত্র পাঠে ঐ ঔষধি আপনার নিকটে পাওয়া যাইবেক জানিয়া এই পত্র সঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।

শ্রীমন্থিনাথ বক্সী
সোং মওগা আসাম।

পুজনীয়েষু—

আপনার নিকট হইতে ৩।৪ দফা ঔষধ আনিয়াছিলাম ঐ ঔষধ হরিতালভস্ম সেবন করাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ বিশ্বাস
সোং গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আপনার সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা হইতে ৪ দফা আনাইয়াছিলাম

তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইতেছে তজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪ কৌটা ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহে একপ্রকার কুষ্ঠ রোগ জন্য। সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
মহারাজার স্কুল
কাল্না, বর্দ্ধমান।

মহাশয়ের নিবেদনক বিশেষ—

পূর্ব্বে আমি কএক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধি আনয়ন করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে, সকলে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিয়াছি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি নিকট পাঠান যায়, তাহা তত্রস্থলে লিখিলে টাকা কিম্বা মোট পাঠাইব।

শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়
মোং অমরপুর জেলা পুর্ণীয়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি করিতাল তপ্ত যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছিলাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩।০ টাকা পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নবদ্বীপ স্কুল। জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া, আমার হাঁপানিকাশী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। বোধ করি অনুধায় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার মোজাহাট।

বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনক বিশেষ।

আপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন, যদ্যপি ঐ ঔষধি আপনার নিকট থাকে আর অনুগ্রহ পুর্ব্বক এক থালি শিশি মোং কৃষ্ণপুর জেলা হুগলি। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাদ্যারের ডাক্তর খানায় ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে ঐ গত পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।

শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়েষু—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ পরে মহাশয় যে ঔষধি আমাকে শ্বেতের রোগের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করাতে উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছেন। এক্ষণ মহাশয়কে লিখিতেছি যে দ্বাপাত্রী কাশীর ঔষধ অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালেক্টরি আপীষ হাবিরপুর

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে আনিত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার কাহার সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ দুই প্রস্থ হরিতালতপ্তের জন্য মনিঅর্ডার যোগে মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

শ্রীহারাধন দেব
মোং গোমাস্তিগঞ্জ জেলা বগুড়া।

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের বটীকা এবং হরিতাল তপ্ত অতি দুর্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাহারা সকলে একান্ত ধারণ করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এরূপ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভূয়ঃ ভূয়ঃ যশঃ কীর্ত্তন করিতেছেন অতঃ কারণ নিবেদন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শেঠ।
মোং কাশীধাম।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত পাদুকার ঔষধ মধ্যে দুইটী ব্যবহার করিয়া দুইজন লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন একটী আবীর লোকের অতি অল্পদিন রোগের ঔষধ পাঠাইবেন

নিবেদক শ্রীমধুসূদন বসু।
কুমার খালসন্ধ্যা।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়ের নিকট হইতে ৪ বার ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলাম, উহা সেবন করাতেই ৩ জনের অর্শ রোগ উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরানন্দ সেনাপতি।
কালেক্টরি আপীষ বালেশ্বর।

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি যত্নের ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানার প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সরকারের ব্যবহার্য্য ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিবর্দ্ধক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিবিধ সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে একত্রিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৲ টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

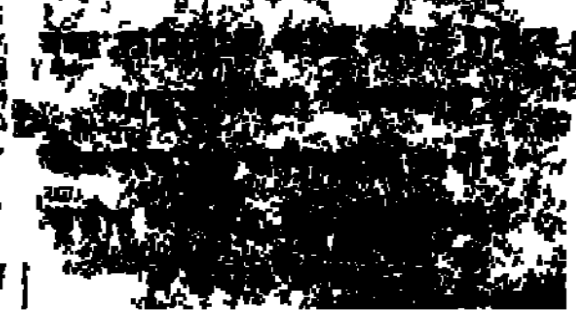

বিক্রয়ের পুস্তক, কলিকাতায় চুনারিয়া কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকালয় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাটীর নিকট

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বঙ্গানুবাদ সমেত ১ম খণ্ড

বিদ্যা সুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

স্তবাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। উহাতে ৯ পর্য্যন্ত ৪ পেজি ১২৫ ফরম পৃষ্ঠ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৷

১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১৷

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ম খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত

বঙ্গানুবাদ সমেত। ৷৷

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং পাটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস কাছারিস প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্ম্মিনস
২৩ এজুলাই ১৮৭৩। এজেন্ট।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্

ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্

অর ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির

নৈদানিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা সালবাজার হিন্দুহিতৈষী যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সূতিকাগারের জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা, দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল /০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণী কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে সুসূতি হইতে পারে, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন অগশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কয়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত শ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কয়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
১৮ নং বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাকমাসুল ।০ আনা

উক্ত এক টন ধর মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অগ্রিম হইতে হয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাঁচানের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ। , আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বাদবাজার কিম্বা কলেজ ষ্ট্রীট } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলেজ ক লক্ষ্য }

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, রাজসাহী প্রেসের শ্রীযুক্ত বাবু অমরচন্দ্র চৌধুরী একটী নূতন সোমপ্রকাশের ছেপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে উহা গ্রহণ করিলাম। এই বার অবধি ঐ ছেপ দিয়াই সোমপ্রকাশ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। পাঠকগণ যদি অগ্রহ ও নূতন শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হন, এই অনুগ্রহে উঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

—:০:—

ইংলণ্ডের রাজস কমিটিতে লার্ড লরেন্সের সাক্ষ্য দান।

অনেক দিনের বিশ্রামের পর কাই সাক্ষ্য কমিটী সংপ্রতি লার্ড লরেন্সের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও লার্ড লরেন্স ভারতবর্ষের অনুরোপযোগী বিশেষ কিছুই করেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক অতি বিরল। তিনি বহু দিন ভারতবর্ষে যাপন করিয়াছেন। অতি ন্যায়বান সিবিলিয়ানের অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আপনাকে এতদূর উন্নত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় কোন সিবিলিয়ান সেরূপ করিতে পারেন নাই। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ইনি এবং ইহাঁর ভ্রাতা সর হেনরি লরেন্স বিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করেন, সেই জন্য ইনি এত দূর সম্মান লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত দিনের পর লার্ড লরেন্স কি বলেন তাহা জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে সেই জন্য আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে লার্ড লরেন্স বলিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিস যখন প্রথম এই বন্দোবস্ত করেন তখন বোধ হয় তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে না থাকিয়া দেশীয় ধনী ভদ্র লোকদিগের অধীনে থাকিলে প্রজারা অধিক সুখী হইবে, এই বিবেচনায় তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থির করেন। ভবিষ্যতে সেই সেই ভূমির আয়ের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা তখন না জানা থাকাতে এই বন্দোবস্ত ভ্রম ও ত্রুটিশূন্য হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা হইতে বাঙ্গালার বহুল উপকার দর্শিয়াছে। ভূমির স্থায়ী স্বত্ব হওয়াতে সেই সেই ভূমির উৎকর্ষ সাধনে জমীদারেরা অধিক মনোযোগী হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অধিকার রক্ষণেচ্ছু এক শ্রেণী লোক প্রস্তুত হইয়াছেন। ১৮৬২ অব্দে সর কারমাইল উড প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত কৃষি কার্য্যোপযোগী ভূমির মধ্যে শস্য করা ৮০ ভাগ ভূমি ভূম্যধিকারীর নামে স্থায়ী করিবেন। পর ভূমির উন্নতির অংশী দায়িত্বের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। লার্ড লরেন্সের মতে সর চার্লসের উক্ত প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য এই প্রকার বন্দোবস্ত করাতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহার মতে যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সেখানে অন্য প্রকার কর সংগ্রহ করা ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য নয়; কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি পরিমাণে অধিক আয় বৃদ্ধি হওয়াতে এ প্রকার দুই একটী কর বৃদ্ধি করিলে বিশেষ ক্লেশকর না হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে যে যে প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কোন প্রকার কর সংগ্রহ করা সম্ভাবিত কি না? এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন, না। এক্ষণে যতগুলি কর আছে তাহাই যথেষ্ট। লবণের শুল্ক অধিক হওয়াতে দরিদ্র প্রজাদিগের যথেষ্ট ক্লেশ হইতেছে। বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ত সেই কষ্ট অত্যন্ত। তিনি বলিয়াছেন যে প্রতিবৎসর সকলের প্রয়োজনীয় একটী দ্রব্যের জন্য মহারাণীর প্রজাদিগকে যে এত কর দিতে হয় ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, আর অধিক কোন প্রকার কর বৃদ্ধি করিলে অত্যাচার করা হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রভেদ করা বিষয়ে তিনি যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল [illegible]

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না, তাহাদের চক্ষে প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ—এরূপ যাহাতে প্রকাশ পায় বরং সেই ভাবে কার্য্য করা উচিত। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল পৃথক পৃথক হওয়াতে আর একটী অমঙ্গল এই হইবার সম্ভাবনা, যদি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তখন প্রধানতম গবর্ণমেণ্টকে অর্থের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তাহাঁদের হস্তে যদি সে সময় অর্থ না থাকে কিম্বা তাহাঁরা দিতে প্রস্তুত না হন তাহা হইলে বিপদ। সমুদায় রাজস্ব প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে গবর্ণর জেনরল বিচার করিয়া আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারেন এবং যে প্রদেশে সাহায্য আবশ্যক বোধ করেন দিতে পারেন। কিন্তু তাহা না হইলে বাঙ্গালার লুসাই যুদ্ধের ন্যায় কোন স্থানীয় যুদ্ধাদির সময় অপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট—যেমন মনে কর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট—অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন যে ঘোর বিপদের সময়েও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন। সুতরাং তাহাঁর বিবেচনায় প্রধানতম ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার পার্থক্য সম্পাদন করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ইহা ভিন্ন ডিউক অফ্ বকিংহেম ও গোডলেস প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অতি উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছেন। লার্ড লরেন্সের শাসন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ করিবার অনেক কথা আছে এবং শাসন কর্ত্তারূপে আমরা তাঁহার প্রশংসা কখনও করি নাই, কিন্তু ফাইনান্স কমিটীর সমক্ষে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে আমরা তাহাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। তিনি ইহার অনেক গুলি অনিষ্ট দেখাইয়াছেন। যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা থাকিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন এবং অনেক সৎকার্য্য ও সংস্কার,—যাহা অপর প্রকার প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে হস্ত হইতে হস্তান্তর বিচার হইতে বিচারান্তর এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে বিফল হইয়া যায়—এ প্রকার প্রণালীতে তদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তথাপি আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ন্যায় অত আত্মম্ভরী ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে এই স্বাধীনতা যে প্রজাদিগকে অনেক ক্লেশ দিতে পারে তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ লার্ড লরেন্স যে সকল বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহাও অমূলক নহে।

—:—

শিক্ষা দান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা।

সম্প্রতি এদেশীয়দিগের শিক্ষার প্রণালী বিষয়ক আন্দোলন পুনরুত্থিত হওয়াতে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এই প্রশ্নের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম মিশনরিগণ "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" যাঁহাদিগের মুখ স্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য এত ব্যয় স্বীকার না করিয়া যদি মিশনরিদিগের হস্তে সে ভার অর্পণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী ত্র স্বরূপ "মিরার" যাঁহাদের মুখ স্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার উচ্চ শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে দেশের একটী প্রধান অমঙ্গল হইতেছে ঐ প্রণালীতে যাঁহারা শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাদের অনেকেই চরিত্র ও নীতি বর্জ্জিত হইয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইতেছেন, সুতরাং যদিও বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃত রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য হয়, কিন্তু ছাত্রদিগের ধর্ম্মনীতি যাহাতে পরিষ্কৃত ও উন্নত হয় সেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষা ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী বলিয়া মনে করিতে পারেন, এরূপ পাঠনার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ৩য় শ্রেণীস্থ লোকেরা (ইংলিশম্যান ইহাদের মত প্রকাশ করেন) বলিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত নয় যাহাতে নাস্তিকদিগেরও আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের নিকট দায়ী এরূপ কথা বলিতে গেলেও ধর্ম্ম বিশেষের পোষকতা করা হয়, কেবল মাত্র জ্ঞান শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমরা ইহার কোনটীর সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারি না। মিশনরি মহাশয়দিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা যাহাই বলুন শিক্ষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ মহা ভ্রমের কার্য্য হইবে এমন আর কিছুই নহে। আবার মিরার ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ যুবকদিগকে যে প্রকার ধর্ম্মনীতি শূন্য মনে করেন আমরা তত দূর করি না। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ উচ্চ শিক্ষা পান, ততদূর চরিত্রের স্থিরতা ও বিশুদ্ধতা যে সকল সময় দেখা যায় না তাহাও সত্য এবং মিরার যে গুলিকে সর্ব্ববাদিসম্মত

ও ফুল সভা বসিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও যে অনেকের আপত্তি হইতে পারে উহাদিগমানের একথাও অসঙ্গত নয়; কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য, যে চরিত্র গঠন ও ধর্ম্মনীতির বিশুদ্ধতা সে বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া বিধেয় নহে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থ গুলির পরিবর্ত্তন করিয়াও ধর্ম্মনীতিরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে আমরা এইরূপ মনে করি। তবে ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষাবলম্বন না করিয়া উদার ভাবে ধর্ম্মনীতির আলোচনা করে এ প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। এরূপ স্থলে তদুপযোগী গ্রন্থ নির্দ্ধারণ করাই দুষ্কর। কিন্তু তথাপি যাহাতে ছাত্রদিগের সত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, চরিত্রের সাধুতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং উপযুক্তরূপে জীবনের সকল কার্য্য করিবার জন্য একটী আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় তাহার সদুপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদুপযোগী গ্রন্থ সকল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হউক এবং শিক্ষকেরা এবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

—•—

১৯ ধারার বিদ্রোহ সম্বন্ধে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের ঘোষণা পত্র।

পাবনার বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে সার অজ্জ কাম্বেল যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"পাবনা জেলার জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে প্রজারা ঘোর করিয়া তাহার বাধা দিতে উদ্যোগ করাতে ভারি ভারি দলের লোকেরা স্থানে স্থানে জমায়ত হইয়া হাঙ্গামা ও গোলযোগ করিতে লাগিয়াছে ও ভারি ভারি ডাকাতি হইয়া এই কারণে এই পত্র [illegible] বিষয় একদা তাঁহাকে আদি করিয়া এই কথা উল্লেখ করা যাইতেছে প্রথম, এখন যে টাকা বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া না লওয়া যায় এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন ও জমিদারদের কোন দাওয়া থাকিলে আদালতের নিয়মিত প্রণালী মতে তাঁহাদের সেই সেই দাওয়া সাবুদ করিতে হইবে। কিন্তু প্রজারা বলপ্রকাশ করিয়া বেআইনী কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দুরকরণে ক্ষান্তি করাইয়া দিবেন ও যে কোন শ্রেণীর লোক ঐরূপ আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট আঁটাআঁটি রূপে বিচার করিয়া তাহাদের দণ্ড করিবেন। রায়ত প্রভৃতি যে লোকেরা জমায়ত হইয়াছে তাহাদের প্রতি আপন আপন স্থানে চলিয়া যাইতে ও উপদ্রবের যে কোন নালিশ থাকে তাহা শান্তভাবে ও নিরুৎপাতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল। তাহারা তদ্রূপে উপস্থিত হইলে ধীরভাবে তাহাদের কথা শুনা যাইবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা হাঙ্গামী লোকের কথা শুনিতে পারেন না। বরং তাহাদের বিপক্ষে সুকঠিন বিধান করিবেন। যে লোকেরা জমিদারদের দাওয়ার বিপক্ষতা করিতে রোখ করিয়াছে তাহারা বলে যে, আমরা মহারাণীর প্রজা, কেবল তাঁহারই প্রজা হইয়া থাকিব। তাহাদিগকে ও অন্য যে সকল লোক তাহাদের কথা শুনে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া এই কথা জানান যাইতেছে, আইন মতে যাহাতে [illegible] রক্ষা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হাত দিতে পারেন না, বিশেষতঃ এ [illegible] মতে যে ব্যক্তির নিকট কর্ত্তব্য খাজনা পাওনা থাকে তাঁহাকে তাহা দিতেই হইবে। জমিদারের অধিকার [illegible]

[illegible] ঘোষণা পত্র প্রচার করার উদ্দেশ্য কি? এবং ইহাতে কতদূর সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা তাহা এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পাবনার বিদ্রোহের শান্তি হইল। প্রজারা যে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহারা সে জন্য লজ্জিত, ভীত, বিরুদ্ধে অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোক যেরূপ অজ্ঞ তাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে যে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ড অবলম্বন করাই বুঝি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অজ্ঞ জমিদারেরাও মনে করিতে পারেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে [illegible] হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। সুতরাং দুই পক্ষকেই এরূপ অনুচিত সম্ভাবনার বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন হইয়া জমিদারদের বিপক্ষে [illegible] পাইয়া জমিদারেরা [illegible] পারেন যে [illegible] এজন্য তাঁহারা [illegible] যে গবর্ণ[illegible]

বিরুদ্ধ অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই উত্তর প্রদান উদ্দেশেই বোধ হয় কায়েল সাহেবের ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্টের অনেক অনুরক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুঃখ করিয়াছেন যে এই ঘোষণা পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার যে বিদ্বেষ আছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা প্রজাদিগকে জমিদারদের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান হইতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। সকলের শীর্ষভূত গবর্ণমেণ্টের কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি বিরাগ থাকিলেও সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে অপর শ্রেণীদিগকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। প্রজারা যদি একবার জানিতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের জমিদারদের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ তাহা হইলে তাহারা অভিযোগের উপর অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু জমিদারদের পক্ষ হইতে ভয়ানক অত্যাচার না হইলে আর এই উপদ্রবাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। এসময় অত্যাচারী জমিদারদিগের জানা উচিত যে তাহাদের এই সকল অত্যাচারকে গবর্ণমেণ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং সমুচিত শাস্তি দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় এই ঘোষণা পত্র সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট সাধিত হইবে না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার অমূলক আশঙ্কা।

বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে বলিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে কঠিন নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন ১৮৬৮ অব্দে "ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র কর, ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র কর" বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে বৎসর বৎসর অস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। ১৮৭০। ৭১ অব্দে ৭৪২৯৭০ টাকার অস্ত্র আমদানী করা হয়, পর বৎসর ১৩৭৫৯০ টাকার অস্ত্র ভারতবর্ষে আইসে এবং ক্রমেই অধিক টাকার অস্ত্র আসিতেছে। কলিকাতা বোম্বাই ও রেঙ্গুন এই তিন স্থানে পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ফ্রেণ্ড সন্দেহ করেন যে এই সকল অস্ত্র ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজ্যে গিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গোপনে বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংস্কার করা চলিতেছে। ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য লাইসেন্স লওয়ার যে আইন আছে তাহা থাকিয়াও না থাকার ন্যায় হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে ভাবে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন যেন কোন দিগে কোন ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র পড়িতেছে আর রক্ষা নাই। ইংরাজদিগের যে ধর্ম্মনীতি অনুসারে ভারতবর্ষ গ্রহণ করা সেই ধর্ম্মনীতি অনুসারেই ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র করা। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় কুলক্ষণী লোকের মতে রাজ্য রক্ষার উপায়ান্তর নাই। সৈন্যে সৈন্য ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া ফেল এবং ভারতবর্ষীয়দের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লও, তাহা হইলে ইংরাজ রাজত্ব নির্ভয় হইল। ইহা অতি নীচ দর্শী রাজনীতিজ্ঞের কথা। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি সৈন্য বৃদ্ধি ও নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি সুশাসনের গুণে ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করা যায় তাহা হইলে ইংরাজদের রাজত্ব প্রকৃতরূপে সুরক্ষিত হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠক বর্গের গোচর করিতেছি, স্বর্গত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রগণের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী মূল ধন সংস্থানের চেষ্টা হইতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক সভা করিয়া এ নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বারিষ্টর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার অন্যতর সভ্য এবং সেক্রেটারি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকটে ঋণী আছেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দুয়ের বিদ্যা শিক্ষা ও ভরণপোষণার্থ সাধারণের সাহায্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। স্বর্গত কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই এক সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যদান করেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই শ্রাবণ সোমবার।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী জানুয়ারি মাসে লার্ড নর্থব্রুকের মাদ্রাজে যাইবার সম্ভাবনা আছে। লার্ড মেয়ো উৎকামুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া অন্ধ্র প্রদেশের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া বেঙ্গলুরে, ডিসেম্বরের মধ্যে আর মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করিবেন না। যখন বৎসরের অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসটী শূন্য ফেলিয়া,

না করিয়া উৎসাহদাতার অনুসন্ধিত কাল পর্য্যন্ত তাহা গোপন রাখা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অন্যান্য তাহাদিগের অধম ব্যক্তিও ইহা হইতে উপদেশ পাইতে পারে।

শিবপুরের অন্তর্গত ভড়পাড়ার নীচে ২ রা শ্রাবণ একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর মারা পড়িয়াছে। কুমীরটী প্রথমে চড়াতে উঠে, পরে জেলেরা নদীর ধারে ডিঙ্গি কিনারায় ভিড়াইয়া উহাকে ঘিরিয়া দাঁড় দিয়া প্রহার করিতে থাকে। কুমীরটী ঐ লোকদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে একজন বলবান ব্যক্তি তাহার মস্তকের উপর সবলহস্ত আঘাত করে, তাহাতেই মরিয়া যায়। কুমীরটী প্রায় দশ হস্তদীর্ঘ তাহার মুখের হাঁ টী ঠিক এক হস্ত। যাহারা এই ভয়ঙ্কর জন্তুটী মারিয়াছে তাহাদের পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা আছে।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, শ্রীহট্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রম হওয়াতে তত্রত্য জজ ও মাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার অতিশয় অপমান বোধ হয়। তিনি হাইকোর্টে এ বিষয় জানিয়াছেন। হাইকোর্টের জনেরা না জিলার জজদিগকে কর্ম্মে নূতন প্রবিষ্টদিগের কাছ শিখ ইবার উপদেশ দিয়াছিলেন?

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, ২ রা জুলাই জামালপুর মাতৃভাষা সম্মিলক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, উদ্দেশ্য কতকগুলি ঔষধ। সেগুলি এই-

প্রথম, অন্ধত্বনিবারণ অন্ধ ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত প্রভৃতি কৃপাপাত্র করিয়া ক জাতি নির্ব্বিশেষে অবস্থানুসারে ৪ টী মাসিক বৃত্তিদান।

দ্বিতীয়, দরিদ্র সম্বলহীন বিদ্যার্থি বালকদিগকে স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ সাহায্যদান।

তৃতীয়, নিঃসম্বল দরিদ্রদিগকে অদেশে প্রত্যাগমনার্থ পাথেয় দান।

চতুর্থ, বিনা পয়সায় ঔষধ বিতরণ ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে সাহায্যদান।

সভা এই উদ্দেশ্যের [illegible] সাধারণের সাহায্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন।

শিলঙ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে দিন তথায় দুইবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রথম কম্পনটী অর্দ্ধ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল, ইহাতে আমালা দরজা প্রভৃতি পর্ব্বতে কাঁপিয়াছিল। দ্বিতীয় বার পাখাদা মাত্র কম্পন হইয়াছিল।

ডেকাদের বিজয় বরদার ও চুনুখার এবং মরিশুয়ের চাঁদার সম্মানার্থ এপর্য্যন্ত ২১টী করিয়া তোপধ্বনি হইত। ষ্টেট সেক্রেটারি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন ব্রিটিশ রাজ্যের সীমা মধ্যে উহাদিগের সম্মানার্থ ১৯ টী মাত্র তোপধ্বনি করা হইবে। উহারা কিন্তু আজিও নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে ২১ টী করিয়া সেলামি তোপ পায়। ষ্টেট সেক্রেটারি কি ব্যয় সংক্ষেপ মানসে দুটী তোপ কমাইলেন?

মাজ্রাজ এডিনিষ্ট্রেটর জেনেরল ডিপার্টমেণ্টে ২ দুই লক্ষ টাকার গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া যে লিখিয়াছিলেন সেজর ষ্টুয়ার্ট তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত ওই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। একজন প্রাচীন কর্ম্মচারির বিশেষ অনুমতি ব্যতীত মাসিক ৪।৫ টাকা পেন্সন দেওয়া হইত, এবং কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে জরিমানায় যে টাকা আদায় হইত, উহা অন্যান্য কর্ম্মচারির পুরস্কারার্থ ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহাতেই এই দুই লক্ষ টাকা হিসাবে মিলে নাই। কর্ম্মচারিগণ আন্দোলন করিবার জন্য এইরূপ হিসাব বিলাইয়া দিয়াছে অথবা এটী প্রকৃত ঘটনা, তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

বোম্বাইর সাইকেল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এক্সিবিশনে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও আমেরিকার কোটের বিচারপতি গ্রিন রাডিনির আলেক্সি সাহেবকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন। তত্রত্য সাওটার নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, আলেক্সি সাহেব ঘোড়া করিবার সময় তাঁহাকে এক প্রকার বিদ্যাবাগীশ বলিয়া গালি দেন। [illegible] ও অপরাধের কোন [illegible]

এই ঘুষাঘুষি [illegible] অন্যান্য ব্যক্তিরাও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি [illegible] একটী সভা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সাহেবটী সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চপদের জন্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিবপুর হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, ইহাদের ডাক্তারখানা হইতে টাকার ঔষধ বিক্রয় হয়, আপেক্ষা করেন, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। বোধ হয় এই আপেক্ষের এই কথা হইবে ভূমির সিবিলিয়ানদিগের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইবে। বোম্বাইর কতকগুলি ভূমির সিবিলিয়ানদিগের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইতে এরূপ সভা বলা দেখা যাইতেছে।

সেদিন বিলাতে [illegible] যাহা লইয়া ঘোড়াদৌড়ওয়ালিদিগের সহিত যে গোলযোগ হয়, তাহার ফল এই হইয়াছে, কতকগুলি ঘোড়াদৌড়ের শাস্তিরক্ষার জন্য ৪ চার ও দুই শত টাকার পোলিশ লওয়া হইয়াছে। আদেশের জরিমানা ৪ জনের ২ দুই শত টাকাও হইয়াছে, কর্ণেল [illegible] বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে। [illegible] ঘোড়াদৌড়ের বিরুদ্ধে এক্সপ্রেস্ট মামলা করিয়াছে।

বোম্বাই হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, উরণ্ডুরের [illegible] খাইয়া বোম্বাইর [illegible] মারা যান হইতে তোপধ্বনি এবং [illegible] আলোকময় ও উৎসবময় করেন। [illegible] ১৫ এই দুষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ইহার [illegible] আমিরের ও [illegible] [illegible] করেন। সম্প্রতি [illegible] [illegible] [illegible]

একটী ছাতর ধরা পড়িয়াছে। এবার গঙ্গায় ছাতরের বড় উপদ্রব হইয়াছে।

একজন কাবুলী কলুটোলাতে অর্থ বলিয়া একখণ্ড পিতল দিয়া প্রতারণা করিয়াছিল বলিয়া কাশীঘাটের যে এক মহাজনের ৫০ টাকা জরিমানা ও এক বৎসর কারাদণ্ড এবং তাহার একজন সহচরের ৬ মাস কারাদণ্ড হয়, আপীলে সেসিয়ন জজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৮ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

অযোধ্যার একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ভূপালে একটী ভয়ানক ঘটনা হয়, ঐ সময় বেগমের স্বামী মৌলবী সিদ্দিক হোসেন আক্রান্ত হন। দুই তিন জন হত হইয়াছে।

লর্ড মর্ডাণ্ট বাগপুরের লক্ষ্মীবাইকে মাসিক ৮৫ টাকা পেন্সন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাঁর স্বামী ১৭১ টাকা পেন্সন পাইতেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল দেশীয় সৈন্যকে ব্রিচ-লোডার দেওয়া হইবে। এই আজ্ঞা পালন জন্য ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষগণ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

পেসোয়ার হইতে এক ব্যক্তি দিল্লী গেজেটে লিখিয়াছেন, তথায় গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে। টক বালু এবং পঙ্গপালে অনেক শস্যাদি নষ্ট করিয়াছে। অনেক কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আদৌ বৃষ্টি হয় নাই।

জানজিবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সুলতান দাস ক্রীতদাস বিক্রয়ের বাজার সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং নূতন সন্ধির নিয়ম সকল সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে ক্রীতদাসের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে কুইলোতে ৪ হাজার দাস ছিল, উহাদিগকে অর্দ্ধ মূল্য দিয়াও কেহ ক্রয় করিতে চাহিতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যদি উহাদিগের মূল্য অর্দ্ধ মূল্যেও হইল না, তবে আর উহাদিগকে আহার দিয়া অধিককাল রাখিবার প্রয়োজন কি?

লিগাল কম্পানিয়ন বলেন, হাই কোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন, কোন অবিভক্ত পরিবারের এক ব্যক্তি তাহার নিজের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করিলে ঐ সম্পত্তিতে কেবল তাহারই স্বত্ব হইবে। কিন্তু সাধারণ অর্থ দ্বারা স্ত্রীর পুত্রের নামে যদি বিষয়ী কোন বিষয় ক্রয় করা হয় তাহা সমুদায় পরিবারের সম্পত্তি হইবে।

লক্ষ্ণৌএর একখানি সংবাদ পত্রে একটী নর ব্যাঘ্রের কথা লিখিত হইয়াছে। একটী শিশুকে (এক্ষণে ইহার বয়স ১২ বৎসর) বেকড়ে বাঘে লইয়া যায়। সেই অবধি সে বনমধ্যে ব্যাঘ্র কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, সম্প্রতি তাহার পিতা মাতা কোন স্থলে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছে। উহার চুল বড় বড়, প্রথমে সে চারি হাত পায়ে চলিত, এক্ষণে দুই পায়ে চলে, কেহ নিকটে গেলে কামড়াইতে আইসে। কাঁচা মাংস মুখে চিরিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভোজন করে। কাহার কথা বুঝিতে পারে না, রাত্রি কালে পিতা মাতাকে কামড়াইতে যাইত। এজন্য তাহারা তাহাকে মাতুলালয়ে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। কেহ যদি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যায়, অমনি তাহাকে বাঘের মত ধরিতে আইসে।

শিবরাজপুর সবডিবিজনের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একজন মুসলমান পল্লী ব্যক্তি চারিণী হয়। তাহার স্বামী টহা জানিতে পারিয়া উহার উপপতিকে ধরিবার জন্য যত্ন করে। এক রজনীতে উহাদিগকে একত্রে দেখিতে পাইয়া উপপতির একটী কাণ কাটিয়া লেয়। কাটা কাণের যন্ত্রণা দূর হইতে না হইতে সে পুনরায় তাহার উপপত্নীর নিকট যাইতে আরম্ভ করে। এবার ঐ ব্যক্তি স্বীয় ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটী এক্ষণে হাসপাতালে আছে। তাহার স্বামী পলায়ন করিয়াছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল বাবু আশুতোষ দেব সলী ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দীর পুত্র। রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দির পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ নন্দী এটী ওঁনতে মন্দ কৌতুকাবহ নহে।

মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের অনেক কর্ম্ম ও প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন।

৯ ই শ্রাবণ বুধবার।

মান্দ্রাজের স্কুলের বালকেরা খ্রীষ্টীয়ান হও উঠ ইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তত্রত্য প্রিন্সিপাল বে ।ক স্কুলের একটী বালক সম্প্রতি প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এক সমন বাহির করিয়াছে। ইহার কারণ এই, ঐ বালক ভূগোলের পাঠ অভ্যাস করে নাই বলিয়া প্রিন্সিপাল তাহাকে বেত্র ঘাত করিয়াছিলেন। বালকগণের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যদি তাহারা এ বিষয়ে জয় লাভ করে, তবে তাহারা শিক্ষক কিম্বা প্রিন্সিপাল কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আদালতে অন্তর্ভুক্ত কাউর নালীশ করিতে সাহসী হইবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙে পুনরায় পঙ্গপাল আসিয়াছিল। কিন্তু চাষের কোন অনিষ্ট করে নাই। দার্জ্জিলিঙ মিউনসিপলেন, হোপ টাউন এবং কার্সিয়ঙের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলে ঐ সকল পঙ্গপাল বহু দিবস পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, মৌলবী আমদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর রেবরেণ্ড জগদীশর ভট্টাচার্য্য, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং আর কয়েক জন লণ্ডনের জুরর কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া আরো ও বলিয়াছেন সেক্রেটরি গবর্ণর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কয়েক জন প্রধান সভ্যকে সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কাম্বেল সাহেব মহোদয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনকেও এ নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু ষ্টেট্সম্যান বলেন, উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন মৌলবী ইমদাদ আলী ও তাঁহার পুত্র সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য আদেশিত হইয়াছেন।

গত সোমবার কলিকাতা মেডিকল কালেজের মিলিটারি ক্লাসের ইউরোপীয় ছাত্রদিগের সহিত ইংরাজী ক্লাসের বাঙ্গালি

ছাত্রবর্গের যে [illegible] করিয়া গিয়াছে। সাক্ষাৎ ছাত্রেরা যে পড়িয়া বশ করিয়াছেন তাহা, বলা বাহুল্য। পাঠকগণ এত দূরে স্থানান্তরে দর্শন করিলেও আমরা তাঁহাদের বিবাহটী ক্রমযোগে ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে, প্রতিমিনি লিখিলে পাল [illegible] হইলে এতদূর হইতে পারিত [illegible] প্রথম হইতে ইহার নিবারণ চেষ্টা দূরে থাকুক তিনি একান্তরূপে দুর্বাক্ত ইউরোপীয় ছাত্রগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। প্রায় বহু দূর গড়াইলে পর তাঁহার চৈতন্য হয়। যেভিকল মেডে এ বিষয়ের বিচার হইতেছে। স্মিথ সাহেব বা অন্য ইউরোপীয় ছাত্রগণের পক্ষে বিলক্ষণ টাকা [illegible] করিয়াছেন। বিচারের ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

এ প্রদেশে আমরা "সংগীতিকসমাজার" মাহন একখানি সম্বাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি এত [illegible] হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার প্রস্তাব [illegible] করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। [illegible] কার্য্যও যত্ন সহকারে

৮ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

[illegible] লাভা কলিকাতা বন্দরের উন্নতি [illegible] পুরস্কার একজন কমিসনর [illegible]

[illegible] নামে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৮৫০ ৫০০ ৬ ফুলের ১২৩৮৪ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

গত কল্য কলিকাতা মেডেলেটে মেডিকল গবর্ণমেণ্ট [illegible] লইয়া যাইবার এবং বিজয় করিবার সার্টিফিকেট [illegible] মনোনীত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে এক একটী বালককে তাহার শিক্ষক [illegible] করিয়াছিলেন প্রহারটী কিছু গুরুতর হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট শিক্ষকের [illegible] করিয়াছেন। শিক্ষকের [illegible] সাবধান হইয়া বালকগণকে প্রহার করেন।

মাদ্রাজে [illegible] ভুলা [illegible] এক [illegible] আছে তাহা নিতান্ত অধিক। মাদ্রাজ এই অসুবিধা নিবারণার্থ একটী রেলওয়ে সোসাইটী করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতায় এইরূপ একটী সমাজ করিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু কাগজে প্রস্তাব লিখা ভিন্ন এ পর্য্যন্ত উহার আর কিছুই হইল না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল হাইড ইউরোপীয় কিরিঙ্গি এবং দেশীয় খ্রীষ্টিয়ন ও মিজিদিগের শুদ্ধরূপ শিক্ষার জন্য সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ ঘাটীতে একটী অবৈতনিক শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬॥০ টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজ টাইমস বলেন, আগামী বর্ষে উদ্ভিদ্য গবর্ণমেণ্ট আদর্শ ফোর্ম একটী কৃষি প্রদর্শন হইবে। চল্লিশ কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ এবং নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য ৯০০০ টাকা পুরস্কার ধার্য্য হইয়াছে। সমুদায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সিংহল মরিসস, কুর্গ এবং বাইজাবাদের লোকদিগকে উহাতে আহ্বান করা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর সহিত কলিকাতার যে ঘোড়া খেলা হইতেছিল তাহাতে কলিকাতার জয় হইয়াছে। কলিকাতা দুটী বাজীই জিতিয়াছেন। বোম্বাই এ বিষয়ে কলিকাতাকে পারিয়া উঠিল না।

১১ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

পারসোর সাহা ইংলণ্ডে গমন করাতে বঙ্গদেশীয় নবাব নাজিমের প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বোম্বাই গেজেটের সম্পাদক একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে দিন ভিন্ন হইলে যে এক ভোজ হয়, তাহাতে তিনি প্রবেশাধিকার পান নাই। নবাব নাজিমের আর কোনও কথা পাওয়া যায় নাই।

সিন্ধিয়ান লিখিয়াছেন, গত ২০ দিবস ধরিয়া মুসবেলা প্রবেশে বহুবার ঘুষিকম্প হইতেছে। কম্পগুলি বিশেষ সাংঘাতিক হয় নাই, তবের কলসী প্রভৃতি ঐরূপিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় এই, ইহাতে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

দিল্লী গেজেটের [illegible] লিখিয়াছেন, সে দিন ১২ ঘটিকা [illegible] বড়ের ন্যায় হইয়াছিল। ২৩টী [illegible] একটী হইতে [illegible] পড়িয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস [illegible] হইতে পারে। ৪ ক্রোশের অধিক হইবে, [illegible] ও আলিতে ১০ ক্রোশের অধিক পথ। এক ব্যক্তি ৩ ঘণ্টা ২ মিনিটে এবং আর একজন ৩ ঘণ্টা ৭॥ মিনিটে [illegible] পথ দৌড়িয়াছিল।

১৯ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমাদিগের আলায়াবাদস্থ সংবাদদাতা বলেন, তারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটিকে সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য যে ১৯ জন মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা উহাদিগের মধ্যে ৪ জনকে মনোনীত করিয়াছেন। এই চারি জনের সকলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম চারী।

গবর্ণমেণ্ট আগ্রা প্রদেশে স্থায়ী বন্দিক নির্দ্দেশ করিবেন বলিয়া গত ৮ বৎসর ধরিয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল নাজলায় সৈন্যগণ রহিয়াছে, সেগুলি ১৮৫৭—৫৮ সালে নির্ম্মিত হয়, নাজলাগুলি ৫ বৎসরের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৫ বৎসর অতীত হইল অদ্যাপিও সেগুলি রহিয়াছে, ইহার নির্দ্দেশে যে খরচ পড়িয়াছিল, এই ১৫ বৎসরের সংস্কারে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে। স্থায়ী বারিক নির্দ্দেশ করিলে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় লাঘব হইবে আমাদিগের এ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বিদ্যারম্ভিদের যে কল তাহাতে বারিকগুলি নির্দ্দেশ করিলে না করিলেই উহার সুবিধার অনেক করিয়ে হইবে সন্দেহ নাই।

বিদ্যুদ্বিদ্যুতের মূল্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিক্রীত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই জুলাই। জে ব্লাণ্ডরেল কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে সাতক্ষীরার প্রতিনিধি ডেপুটী কলিশনর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি গড ফ সাহেব কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

১৩ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস, আর ডেবিস মোরাদাবাদ বিভাগের ভার পাইবেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম, মর্টি সাহেব কিছু দিনের জন্য আমুই বিভাগের ভার পাইবেন।

কাছাড়ের সহকারী কমিশনর ই, ওয়াই ওয়া লকট হিলাকান্দি উপবিভাগের মুন্সেফের ভার পাইবেন।

এস, ওয়াইয়ার সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে আলমবের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুরের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সী হবিবর রহমান লাল সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়া চিত্রলে রহিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৯ এ জুলাই। রাজস্ব বীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু কিছুদিনের জন্য পাবনায় বদলী হইলেন।

২১ এ জুলাই। আর ডি, হাইম সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে মীরাটের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কাপ্তেন এ, এস ব্লেকেয়ার কিছুদিনের জন্য রামপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

কাপ্তেন ডবলিউ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য দমদমার প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

বিহারের কেবাল রেবেনিউ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এফ, ডবলিউ আর কাউলি পাটনার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ওয়াড কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ বাবরমঙ্গে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বি, এল, গুপ্ত ভাগলপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে ই, বি জেকি শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

মাদারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারকনাথ মল্লিক ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিরহাট বিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রায়কানাথ দে কিছুদিনের জন্য সাতক্ষীরা বিভাগের ভার পাইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণ বেড়িয়ার ভার পাইবেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাইকেল কিণ্ডুকেন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু লালগোপাল সেন এবং রমাকান্ত পাট নায় অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু হরশ্চরণ নাহা কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি সি,) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

এইচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। টেলেগ্রাফে লিখিত হইয়াছে, আমাদিগের রাজ্ঞী প্রিন্স আলবার্টের বিবাহ দানে সম্মত হইয়াছেন।

মন্ত্রি কমিটী ব্রিয়াল সাহেবকে ১ লক্ষ টাকার একটী উপহার দিয়াছেন।

লর্ড ওডেইচের যেরূপ কঠিন পীড়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবনের আশা অল্প।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। কোল কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কয়লার যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কয়লার কাটতি বৃদ্ধিই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কালিষ্টরা ইসমালাডা অবরোধ করিয়াছে।

বাসিলোনার কর্ত্তৃপক্ষগণ শান্তিরক্ষার্থ এক সভা করিয়াছেন।

রুষী য়রা কওরাদ অধিকার করিয়াছে। ওস্তরভা খাঁ। ককন হামের সহিত সেণ্টপিটরসবর্গ গমন করিয়াছেন। খাঁ কাস আবসায় উঠিয়া দিবার জন্য যে বথা প্রচার করিয়াছেন।

লাড ও ষ্টইবেরির মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। উইকেইটের বিশপের অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

পামারসন সভা পরিষদে গমন করিয়াছেন।

কালিষ্টরিগের সর্দ্দার সবল স ইসমালাড নগর আক্রমণ করে কিন্তু ছই দিবস যুদ্ধের পর তাড়িত হয়। তদ্ন কালস ১০ হাজার সৈন্য লইয়া বিলবেএর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

মাসেলিসের সভা ৫ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত আছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। লণ্ডনে প্লেগাধিক্য হইয়াছে।

কমন্স সভায় মুডিকেরর আইন গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

স্পেনিশ গবর্ণমেণ্ট অরাজকতা নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন।

আফিসরের পদ ক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে তাঁহাদের অসন্তোষ জন্মিয়াছে কি না, তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক রয়াল কমিশন নিয়োগের জন্য রিচমণ্ডের ডিউক যে প্রস্তাব করেন, লার্ড পামী তাহা ৪৩ ভোটের বিরুদ্ধে এবং ১২৯ ভোটের মতে গ্রাহ্য করিয়াছেন। ডেরিমের ডিউক আফিসরদের মধ্যে এ অসন্তোষ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয় তাঁহার ইচ্ছা।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। খিবার সহিত রুষী য়ার যে সন্ধি হইয়াছে ত হার প্রথম নিয়মগুলি যে পর্য্যন্ত না পালন করা হইবে সে পর্য্যন্ত

...রেন্‌বর্ণ এর ...এণ্ড্রুজ্‌সাহেবের সেবা ...খিতে থা ...। এই বিষয় কি, ...ক ...জানা যায় নাই।

আমাদিগের কাবাগোলাস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন—

জল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ত... এদ্বানিটী গঙ্গা ও কুমীর সঙ্গম স্থল। দুইটী নদী বৃদ্ধি হইয়া একত্রে প্রবাহিত হইলে কতদূর ভয়ানক হইয়া উঠে তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। পাকলিক রোড ভিন্ন এখন স্থান অবশিষ্ট থাকে না যে যা জলে প্লাবিত না হয়। অধ্বরা গত বৎসর এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলাম, আবার এবৎসরও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের বাসনা এই আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপিল সোসাইটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করেন।

রেলওয়ে কেরী ষ্টিমার ঘাটের তীরে যে ... দোকানি আছে, উপরে জল উঠি... করায়, যে কোথায় দোকান ক... রহিল কিছু স্থির নাই। গত বৎসর যাহারা তাহার উপর দোকান চালন করিয়াছিল, তাহারা এবার উ... করিতে না পারিয়া একত্রে উক্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহোদয়ের নিকট সম্পূর্ণ নিরোপায় হইয়াছিলেন, তৎপরে পুলিস তাহাদিগের পক্ষে সহায় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করায় তিনি পরদিন, যেন যে, দোকানীরা আর কয়েক দিন রাস্তার উপর থাকিতে পারিবে। কিন্তু ও দিনের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের যে কি অভিপ্রায় তাহা আর বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই। সুলতঃ আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, দোকানীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করাতে প্রথমে তিনি বলেন যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহিত পরামর্শ না করিলে তিনি কোন হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু তাহার দুই তিন দিবস এখানে ঢোল পিটাইয়া দেওয়া হয় যে, রাস্তার উপর যে কোন ব্যক্তি দোকান উঠাইবে তাহার ঘর তৎক্ষণাৎ নীলাম করা যাইবে। ইহার ভাব কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই না। ঘোষ যায়, ইঞ্জিনিয়র সাহেব মহাশয় উহাতে লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক দোকানীরা একণে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহোদয়ের নিকট এক আপিল আবেদন করিয়াছে এবং গত বর্ষের ও বর্ত্তমান বর্ষের তিন মাসের জন্য খুচরা কর দিতে সম্মত হইয়াছে। উপসংহারকালে গবর্ণমেণ্ট ও উক্ত সাহেব মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা উল্লিখিত দোকানীদিগের প্রতি একটু বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, যেহেতু এখানকার সমুদায় লোক আহারীয় দ্রব্যাদির অভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবে। বিশেষতঃ দোকান না থাকিলে রেলওয়ে কেরী ষ্টিমারের আরোহীদিগের আর দাঁড়াইবার স্থল নাই।

২। অধ্বরা একটী আশ্চর্য্য চুরির কথা শ্রবণ করিলাম। কয়েক দিবস হইল, আমাদিগের অনতিদূরে গোপাড়া নামক স্থানে গাড় কোম্পানির কুলকটেণ হইতে একটী ছ...র বাক্স চুরি যায়, চাপরাশি এবং গাড়োয়ানেরা এই কথা বলে যে, তাহারা এবিষয়ের কিছুই জানেনা। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল, ঐ বাক্সটী একটী জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। কোন ব্যক্তির দ্বারা যে একার্য্য হয় নাই, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তাহা হইলে বাক্সটী জঙ্গলে রাখিয়া যাইত না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। পাবনার প্রজা-বিদ্রোহের মর্ম্মজিজ্ঞাসা না হইতে হইতে আবার মেডিকেল কালেজের ছাত্রগণ আর এক অঙ্কের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত কল্য মেডিকেল কালেজের গা লাইনে [illegible] সুবর্ণ বিলিটারি ক্লাসের ছাত্রদিগের [illegible] বাঙ্গালী ছাত্রদিগের অধীনস্থ ক্লাস [illegible]

শিয়াছে। বিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ [illegible] ঘরে [illegible] পার্শ্বস্থ ক্লাস বিলিটারী ক্লাসে [illegible] ছাত্র সেই ক্লাস-অধিকার করাতে তাহারা উপস্থিত হয়। তাহারা এসময়ে [illegible] উপস্থিত ছিলেন না। এইজন্যে [illegible] বাঙ্গালী ছাত্র ক্লাসের [illegible] উপস্থিত। বিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ [illegible] সমবেত হইয়া তাহার [illegible] তাহাকেই ধরিয়া প্রহার করিতেছে। হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের দুই অধ্যক্ষের এই রূপ প্রহৃত হওয়াতে উক্ত স্কুলদ্বয়ের সমস্ত ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া বিলিটারী ক্লাসের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছে। লাঠি ইহাদিগের প্রধান শস্ত্র। পুলিস যথোচিতরূপে গোল যোগ নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না। কালেজ ষ্ট্রীট দিয়া লোক যাতায়াত [illegible] হইয়াছে।

মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালী ছাত্রগণ প্রস্তুত হইয়া প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল সিম্‌থ সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি মনোযোগ দেন নাই। অদ্য হিন্দু ও হিন্দুস্থান বাঙ্গালা ও ইংরাজী ক্লাসের সমুদয় বাঙ্গালী ছাত্র একত্র হইয়া কালেজে সেই সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়াছে। ছিউটী করিতেও কেহ গমন করিতেছে না। শুনিলাম, সিম্‌থ সাহেব বাঙ্গালী ছাত্রদিগের প্রতি তাদৃশ প্রসন্ন নহেন। ইংরাজী ফ্রিস্কুল ও ফ্রী ক্লাসের ছাত্রগণ তাঁহার অধিকতর স্নেহের পাত্র। মিউনিসিপালিটীর [illegible] পারিষদ বিদ্যাভূষণ কালীপ্রসন্নের পরিচালক বলেই বাঙ্গালী ছাত্রদের [illegible] তদ্বিতে যাইয়া অপমানিত হইল। অবশ্য [illegible] বিলাত [illegible] বিরক্তিভাজন [illegible] ছাত্রগণ [illegible] হইতে [illegible]

মিলিটারী ক্লাসটী দুর্দ্ধর্ষ ছাত্রদলে পরিপুষ্ট। মধ্যে মধ্যে ইহাঁদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত আমাদিগের শ্রুতি প্রতিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার অবিনীতদিগকে কিছু শিক্ষা না দিলে পরিণামে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইয়া যদি রক্তাক্ত কলেবর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়, যমালয়ের অপর পর্য্যায় হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

২। সম্প্রতি কাশী হইতে শ্রীযুক্ত জয়রাম ভট্টাচার্য্য ও জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে দুই জন সামবেদজ্ঞ মাদ্রাজী পণ্ডিত এখানে আসিয়াছেন। ইহাঁরা মধুময় স্বর সংযোগে সামবেদ গান করিয়া থাকেন। গতকল্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরীর পাথুরিয়া ঘাটস্থ ভবনে ইহাঁদিগের গান হইয়াছিল। যদিও আমরা বেদাভিজ্ঞ নই তথাপি গায়ক পণ্ডিত যুগলের মধুময় নিনাদ উক্ত সামবেদ গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। শ্রোতৃবর্গের সকলেই বেদানভিজ্ঞ হইলেও গান সময়ে একতানচিত্ত নিস্পন্দভাবে ছিলেন। অনুরোধার্থ বিষয়ের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ইতিপূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শ্যামাশঙ্কর বাবুর ভ্রাতা বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরীর যত্নে এই বেদ গান হয়। বেদ আমাদিগের আদিম আর্য্য গণের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। কতবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি ইহার মাহাত্ম্য তিরোহিত হয় নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সংযতচিত্তে এই বেদগান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। সুসভ্যজাতিমাত্রেই এই বেদের নিকট অবনতমস্তক হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ মধুময় ঈশ্বর স্তোত্র পদ্ধতি অন্য কিছুতেই দৃষ্ট হয় না। হিন্দু মাত্রেরই এই বেদগান শুনিতে কৌতূহল জন্মে। পার্ব্বতী বাবু আমাদিগের সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন, এতন্নিবন্ধন তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। গান সময়ে পার্ব্বতী বাবু গায়ক পণ্ডিত দ্বয়কে এই উপহার প্রদান করেন:—

"শান্তিময় তপোবনে সৌম্যদরশন
ঈশের প্রেমিক যত তপোধনগণ,
সংযত হইয়া সদা প্রফুল্ল অন্তরে
গাইতেন বেই বেদ সুমধুর স্বরে।
তুমি আজ বিমোহন সেই সাম গান—
মহেশ-মহিমা স্তুতি মুক্তির সোপান,
উদিল হৃদয় পটে, ভক্তি উদ্দীপন-
বিগত বিষয় চিত্ত মানস মোহন।
কল্পনা কুহকপরা, নয়ন মুদিয়া
দেখাল সে চিত্রপট যতন করিয়া।
দেখি যেন তপোবনে শান্ত দরশন-
ঋষিকুল, ভক্তিভাবে জ্বালি হুতাশন,
সুখময় উষাকালে প্রদোষ সময়ে
আহুতি প্রদান করি, এক চিত্ত হয়ে
করিছেন বেদ পাঠ, ভেদিয়া অম্বর
উঠিছে শিবার সহ সেই বেদস্বর।
অপরূপ চিত্র আজ দেখিনু অন্তরে
ভাসিল হৃদয়তরী আনন্দ সাগরে।
বেদের আশ্রয় তুমি পণ্ডিত রতন,
বেদ মাতা সরস্বতী করিয়া যতন
দিয়াছেন রত্নরাজি আদরে তোমায়,
অতুল তাঁহার কীর্ত্তি—অমূল ধরায়।
নিয়ত সে রত্নরাজি রক্ষণের তরে,
সুরিবে তোমায় সবে ভক্তিরস ভরে
ভারতের পূজনীয় তুমি গুণময়,
ঘুষিবে ভারতকীর্ত্তি বেদগুণময়।
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজ পণ্ডিত প্রধান।
প্রণয় অঞ্জলি এই করিলাম দান।"

সং ৭ ১৯২ }
৭ ই শ্রাবণ }

শ্রীঃ—

মহাশয়! আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত কাম্বেল মহোদয়ের শাসন ও রাজনীতিজ্ঞতা প্রভাবে এই হতভাগিনী বঙ্গভূমির নিত্য নূতন ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় অপ্রতিহতা, কোন ক্রমেই প্রতিরোধের উপর নাই। আজ কাল জেলা উটার ধুমধাম সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে। কখন কাহাদের ভাগ্যে ঐ ধন উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলাবাসী আপামর সাধারণ সকলেই অস্থির। এরূপ জনরব যে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বহু অন্তর সমাকীর্ণ আমাদের এই বঙড়া জেলাটিকে উঠাইয়া একটি সব ডিভিজনে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যদি কথিত জনরবটি কেবল জনরবেই পরিণত হয়, তবে ত আমাদিগের এই প্রসঙ্গই বলিতে হইবে। আর যদি উহা বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে আর আমাদিগের কষ্টের সীমা থাকিবে না। মহাশয়! যদিও এতদুপলক্ষে লেখনী ধারণ করা অরণ্যে রোদনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মনের ব্যাকুলতায় জেলাটি উঠিয়া গেলে আমাদিগের যে যে অসুবিধা ও অসুখের কারণ হইয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কতিপয় পঙক্তি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। প্রার্থনা করি, মহাশয়ও আমাদের হইয়া সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টকে বঙড়া জেলাটির রক্ষা বিষয় কিছু লিখিয়া উপকৃত ও চিরানুগৃহীত করিবেন।

প্রথমতঃ। গবর্ণমেণ্ট এজেলার আয়তন অতি সামান্য মনে করিয়া ইহার জন্য ন্যায় বাহুল্য অসঙ্গত জ্ঞান করিতেছেন এবং নিকটবর্ত্তী (যাহা বস্তুতঃ ভ্রমসঙ্কুল) কতিপয় জেলাতে উহার এলাকা সকল বিভক্ত করিয়া দিলে সুচারুরূপে শাসনাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে, ইহাও মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের এই মত নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই জেলার উত্তরে রঙ্গপুর, উত্তর পশ্চিমাংশে দিনাজপুর, পশ্চিমে দক্ষিণাংশে রাজসাহী, দক্ষিণে পাবনা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে ঢাকা, পূর্ব্বে ময়মনসিংহ; এই সকল সীমান্তর্গত স্থান লইয়া বঙড়া জেলা হইয়াছে এবং ইহার পরিমাণ ফল অনুন ৩০ হাজার বর্গমাইল। বয় ত তুলনা করিলে ইহার সুবিস্তৃত আয়তন ফটলণ্ড অথবা আয়ারলণ্ড অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।

এই জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বে এ অঞ্চলে কত শত ভীষণমূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত নরব্যাঘ্রের অধিবাস ছিল এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতই যে ঘোর অত্যাচার, উপদ্রব ও নরহত্যা প্রভৃতি দোষ দুষ্কর্ম্ম ব্যাপার অনুষ্ঠিত

হইতে পারে না, যদিস্তাৎ কি, তখন লোকের ধন মান প্রাণ রক্ষা এবল উক্ত দুরাত্মাদিগের করণার উপরই নির্ভর করিত। যদ্যপি [illegible] ও পণ্ডিত সাহেব [illegible] (অতীত বৈশাখ প্রীতার্থ [illegible] প্রভৃতি কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপি [illegible] সমুৎপাদন করিয়া [illegible] করিতেছে তখন এতদ্রূপ কত মজলু কি কত পণ্ডিত সাহে যে প্রাদুর্ভূত থাকিয়া নিরীহ প্রজা পুঞ্জের জীবন সহ ধর্ম্ম অক্ষয় করিত, পতিপ্রাণা রমণীগণের জীবনের সারভূত সতীত্ব রত্ন বিলুপ্ত করিত তাহার সংখ্যা করিয়া কে শেষ করিতে পারে ? ধন্য ইংরাজ রাজত্ব ! তোমার প্রসাদে আজি কালি সে সকল পাপাত্মা পণ্ডিত সাহেব এ অঞ্চলে একরূপ অদৃশ্য ছিল। ঘোর অরাজকতা, বিশৃঙ্খল কালের সময়ে সময়ে যাহার উপনিবেশ সংস্থাপিত হইত, যাহা স্থানের [illegible] ছিল, তথায় পাত্র মিত্র [illegible] ছিল। উপরোক্ত দুর্ভাগ্য প্রাণ [illegible] হইলে [illegible] অগত্যা উপরোক্ত [illegible] এবং [illegible] প্রজাবর্গ সদা পুরুষানুক্রমে [illegible] অরাজক হইলে, নিরুদ্যম হইয়া উঠিল দেখিয়া এবং [illegible] প্রভৃতি অতীব দুরবর্ত্তী জেলার [illegible] অত্যাচার নিবারণ বা সুশাসন হইতে পারিবে না বলিয়া এখানে বর্ত্তমান সপ্তম জেলাটি সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার সুশাসন ও রাজস্ব আদায় সুশৃঙ্খল হইবার আশা দৃঢ়তরূপে নির্দ্ধারণার্থ এই ক্রমে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের পদের সৃষ্টি করিলেন। সমরবহ্নি এদেশের ধন মান প্রাণ অরক্ষিতরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, প্রজারা সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে। এক্ষণে যদি জেলাটি উঠিয়া যায় তাহা হইলে কোন প্রকার বন্দোবস্ত অটিল হয়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, অচিরেই পুনর্ব্বার পতিত [illegible]

আমল উপস্থিত হইয়া এ অঞ্চলকে ছারখার করিবে, দিনে দুপুরে ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হইবে এবং ইংরাজ রাজত্বের অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য প্রবেশ হইবে। সম্প্রতি এই জেলাটী সুযোগ্য কমিশনর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর দ্বারা শাসিত হইতেছে বলিয়া ডাকাইতি রহমাইসী প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের উপর তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, তথাপি ঐ সকল উপদ্রব বিস্তর হইতেছে। অন্যান্য জেলার সহিত তুলনা করিলে এখানে অত্যন্ত বহু তস্কর প্রকৃতি বদমায়েসের অধিবাস এবং ইহাদের হইতে যত উৎপাত উপদ্রব ও লোকের সর্ব্বনাশ এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইতেছে, বোধ হয় এরূপ আর কোথাও নহে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বে ইহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল কিম্বা সপ্তবিভাগ হইলে ইহার যেরূপ গতি হইত জেলা সংস্থাপন অবধি তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে, আশা বিষয়ে অনেক বিধ উন্নতি হইয়াছে এবং যদি আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় না হয়, তবে ইহার উন্নতি চরমসীমা পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে পারিবে। ইহা কেন স্বীকার করিলাম যে, একজন ক্ষমতা পন্ন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে যেরূপ সুশাসন হইতে পারে সপ্তবিভাগের তদপেক্ষা কি আসিষ্টণ্ট হইতে কখন সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, এ জন্যে জেলাটি এবোলিশ হইলে যে আমাদিগকে পুনর্ব্বার অচিরাই ঘোর অরাজকতার মুখাবলোকন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ বিরহ।

দ্বিতীয়তঃ। একণ রাজস্ব ও ফৌজদারি এলাকা সংক্রান্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও জেলাটি উঠিয়া যাওয়া নিতান্তির ক্লেশ ও ব্যয় পর মাই মিপ্রয়োজন বলিয়া বোধ হইবে। আমাদিগের পূর্ব্বতন কর্ত্তৃপক্ষগণ বিলক্ষণ অনুসন্ধিৎসার সহিতই জেলাটিকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা সমস্ত ডিষ্ট্রিক্টের [illegible] প্রধান [illegible] ও [illegible] সুবিধাজনক স্থানেই বিশেষ, [illegible]

হইয়াছে। জেলার সর্ব্ব দক্ষিণ দিকস্থিত থানা খাদরগাছির আদালত সদর ষ্টেসন হইতে দূরবর্ত্তী ৬৪। ৩৭ মাইল, এবং সর্ব্বোত্তর দিক স্থিত শিবগঞ্জ থানার এলাকা সদর অপেক্ষা ১৭। ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। উহার দিক স্থিত গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকা এবং সর্ব্ব পূর্ব্ব দক্ষিণ স্থিত ঘাটগড় থানার এলাকাও (যাহা ইতি পূর্ব্বে এই মহকুমাই অন্তর্গত ছিল) ৪০। ৪২ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। গবর্ণমেণ্টের যে নজিরের অনুসারে শেষোক্ত থানা দুইটি জেলে রঙ্গপুর ও পাবনার অধীন হইয়া গিয়াছে, সেই নজিরের অনুসারেই অন্যান্য জেলার এলাকা সকল এই জেলাভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না যে, আমাদিগের বিচার প্রার্থী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মহোদয় কি কারণ বশতঃ আপন জেলার অধীন সমীপবর্ত্তী উক্ত থানা দুইটী ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ অন্যান্য জেলার এলাকা সকল (যাহা এই জেলার নিকটবর্ত্তী) মহকুমার অধীনে আসিতে বড় বা একান্ত পাপ নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারায় শেষোক্ত থানা দুয়ের অধীনস্থ প্রজাবর্গের রঙ্গপুর ও পাবনা যাইয়া রাজস্ব আদায় করা কত দূর ক্লেশ, অসুবিধা ও বিরক্তির হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহারাই বুঝিতেছেন। যদি জেলাটি উঠিয়া যায়, তবে মহকুমার অধীন জমীদার, তালুকদার প্রভৃতির অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা আমরা বুঝিতেছি না। ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর সুযোগিগণের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী উত্তরস্থিত রঙ্গপুর ও দক্ষিণস্থিত পাবনার অন্তর্গত জমীদার, তালুকদার প্রভৃতি সুযোগিকারিগণের বক্তব্য অপেক্ষা [illegible] সকল জেলার

পথ নাই বলিলেই হয়, যাহা আছে, তাহাও এরূপ দুর্গম দস্যু সমাকীর্ণ, হিংস্র জন্তু পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্যবর্ত্তী কিম্বা নির্জ্জন সুপ্রশস্ত প্রান্তর নয় যে, স্মরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গের শোণিত শুষ্ক হইয়া উঠে। এদিকে বর্ষাকালে অকূল সমুদ্রের ন্যায় চলন ও রক্তদহ প্রভৃতি বিলগুলি সামান্য বায়ুভরেও এত চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হয় যে, যাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই ঐ বিলগুলির এতদ্ভয় প্রভাব তর্জ্জন গর্জ্জন কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। একালে ঐ সকল স্থান নরপিশাচ দুর্দ্দান্ত দস্যুগণেরও যে অনির্দ্দর্য্য বলবীর্য্য প্রকাশের এক মাত্র প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। উত্তরে রঙ্গপুর ও পূর্ব্বে ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা সকলের বিষয় যদে হইলেও উক্ত বিষ শোচনীয় ঘটনাবলী স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করে। অধিক দিনের কথা নয় মুরসিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় লছমীপৎ সুগড় বাহাদুরের বগুড়া হইতে রঙ্গপুর প্রেরিত টাকা বোঝাই কয়েক খান গাড়ী দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও রক্ষিগণ হতাহত হইয়াছিল। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, মধ্যে মধ্যে এতদ্রূপ শোণিত বর্ষী ভয়ঙ্কর ব্যাপার এ অঞ্চলের অনেক স্থানে অদ্যাপি ঘটিয়া থাকে ও ক্রমশঃই ঘটিতে পারে। কেবল জেলাস্থিত শাসনকর্ত্তার সুদৃঢ় শাসন প্রভাবে অনেক অংশে শান্তি ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ। একণে রাজ্যের সাধারণ অবস্থা বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইতে পারিবে যে, জেলাটি উঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর ও ন্যায়সঙ্গত কি না? সম্প্রতি দেশের শাসন শান্তি বিধান এবং শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর কার্য্যই মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহারা দিব্য চক্ষু বলে যে, একস্থানে বসিয়া বহুবিস্তৃত এলাকার প্রতি সম্যক প্রকারে দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সাহেবের হস্তের উপর যে স্থান আছে, কি অবসর মত অনতি দূরবর্ত্তী যে সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্ব্যতীত অপর স্থানগুলির যে কি গতি হইবে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারিবেন। সচরাচর ইহাই প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যেস্থান জেলার যত নিকটবর্ত্তী তাহারই সর্ব্বথা উন্নতি এবং যেস্থান যত দূরবর্ত্তী তাহার শিক্ষা শান্তি ও সামাজিক প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অবনতি হইয়াছে। এই বগুড়া জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে যুগান্তর উপস্থিতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইদানীং বগুড়ার শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মহোদয় হইতে এঞ্চেলায় যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে শতাধিক মাইল ব্যবহিত রাজসাহী, দিনাজপুর কি রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে কি তদ্রূপ হইতে পারিবে? পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি মফস্বলীয় স্থানসমূহের উপর তত দূর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন? ইহাদ্বারা প্রজাপীড়ক ঘোর অত্যাচারী জমীদারগণকে কি দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা করা হইবে না? শোণিত শোষক দুরাত্মা পুলিষ কর্ম্মচারীর কি উৎসাহ ও প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে না? মহাশয়! একে যমসা তাহাতে দুনার গড়। ফলতঃ এ অঞ্চলের সাধারণ অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ। খাঁহা গোবিন্দগঞ্জ ও রাই গঞ্জ এজেলা হইতে বাহির হওয়ার পর ইহার আয়তন ও আয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি বিবেচনায় ঐ দুই ষ্টেসন বগুড়া হইতে বিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। রঙ্গপুর ও পাবনা অপেক্ষা বগুড়া জেলা যে ঐ দুই ষ্টেসনের সর্ব্বাধিক সন্নীপবর্ত্তী এবং ঐ ঐ ষ্টেসনের এলাকাভুক্ত লোকদিগের ফৌজদারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বিষয়েই বগুড়া সুখ ও সুবিধার কারণ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। যাহা হউক, সমুদয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে এজেলাটি সম্প্রতি ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া উঠাইবার কারণ ভিন্ন অন্য কিছুই অনুমান হইতেছে না, তথাপি বগুড়ার বর্ত্তমান আয় এতদ্দেশীয় ব্যয় ও শাসন শান্তি প্রকৃতির সবিশেষ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা থাকা যে নিতান্তই প্রয়োজন তাহা সহজেই সোপগম্য হইতে পারে। ইহা এখনও পাবনা কি মালদহ অপেক্ষা অধিক এলাকা ও আয়বিশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান আয় ৫৩০,০০০ পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। ব্যয় ও কোন কোন প্রথম শ্রেণীর জেলার প্রায় তুল্যরূপ হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট কি ভাবিয়া এতদ্রূপ শান্ত ও সচ্ছলভাব কোলে এই জেলাটিকে এমাপিশ করিয়া নিরীহ প্রজাগণের অপরোনাস্তি ক্লেশোৎপাদন করিয়া দুঃশাসন ও অসুবিধার মূলোচ্ছেদন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ প্রজার অপরিসীম ক্লেশ ও দুঃখ সমুৎপাদন পূর্ব্বক রাজ কোষের আয়বৃদ্ধি করা কিম্বা অন্য জেলার পুষ্টি বর্দ্ধন করা কি আমাদিগের বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায়ানুমোদিত প্রজারঞ্জন কার্য্য হইবে? হায়! কোথায় বগুড়ার ক্রমোন্নতি দর্শনে এখানকার ছোট আদালত ও সুবর্ডিনেট জজের আদালত সংস্থাপিত হইবে বলিয়া মনেমনে কতই আশা করিয়াছিলাম, না, একণে লক্ষিত মন জেলাটি লইয়াই টানা টানি উপস্থিত!!

মহাশয়! ক্রমে প্রস্তাব বড়ই দীর্ঘ হইয়া উঠিল। আর বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল মহোদয় সমীপে সবিনয় প্রার্থনা এই, তিনি কৃপাধিলোকন পূর্ব্বক অগতির গতি এই বগুড়া জেলাটির মূলোচ্ছেদনের সঙ্কল্প পরিহার করিয়া দীনজনপ্রিয় নিকপায় প্রজাবর্গকে সুগভীর চৈত্য সমুদ্র

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের সূচনা।

এক্ষণে মূল্য না পাইলে কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যাইবে না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৲ টাকা, বাণ্মাসিক ৭৷৷০ টাকা, মফস্বলে বার্ষিক অগ্রিম বার্ষিক ১৫, বাণ্মাসিক ৭৷৷০ টাকা। দুই মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, ষ্ট্যাম্প ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অধিক দিবস হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একখানি কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

যাহারা কাগজ না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম দিন প্রতি পঙ্‌ক্তি [illegible] দেড় আনা হিসাবে [illegible] সহিত মূল্য

হইবেন জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

যশস্কর
শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কলিষ্ঠ
প্রপৌত্রিত্র।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৮ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহনার	৬	
তথা হইতে জলিপুর		
৭। মাইলের মধ্যে		
জলিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে		
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে		
কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ		
৪১ মাইলের মধ্যে	১৩	৯

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	১৬	৮
বহরমপুর ২১এ জুলাই ১৮৭২	শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজি কিউটীব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন	

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার চৌধুরী
ঘাটশিলা ১৲
" শ্রীনারায়ণ পাল—মেদিনীপুর ১৲
" কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী
কারাগোলা ৪৷৷০
" রাধাকৃষ্ণ মৌলিক—বালুচাড়ী ১৲
" শ্যামাচরণ পাল—দারজিলিং ১৲
" পদ্মলোচন আচার্য্য চৌধুরী
মুঙ্গেগাছা ১৲
" রজনীকান্ত গুহ—কলিকাতা ১৲

পরোপকারিতা সাধন [illegible]

---

(১) আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া লেখকের [illegible] বাবু যে এতদূর [illegible] পারিবেন, আমরা তাহা বোধ করি নাই। একটী বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদিগের তর্ক বিতর্ক হইয়াছে এই মাত্র। তাহাতে [illegible] হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা [illegible] এ বিষয়ে তাঁহার যে মতান্তর আছে [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই আগষ্ট।

মফঃস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "দ" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বিদ্যম মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূলতমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক অপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে বিনা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। | শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

এরিদ্‌শন্ কর্ণিউশন এবং ড্রুইট সর্জ্জরি ও সাইন এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ফিমিক্যাল সেকচন্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পুণারত্নে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (শস্ত্রচিকিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাসুল ও প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাসুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকাশীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
মহলানবিশ এণ্ড কোং অথবা
ভবানিপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

ক্ষুদ্রপদ সংগ্রহ।

এই পুস্তকখানিতে তৃতীয়ভাগ ক্ষুদ্রপাঠে যত শব্দ আছে সেইগুলির লিঙ্গ অর্থ মূল ধাতু ও প্রত্যয় এবং যত ক্রিয়াপদ আছে, সে সকলের ধাতু ও ঐ ধাতুগুলির পদ অর্থ ও তাহাদের লট ও লুটের প্রথম পুরুষের পদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা।

—:০:—

এক উদাসীনের মহৌষধি।

অদ্যুনা আমি সহর অযোধ্যা পল্লীস্থ হইতে সরকারি কর্ম্মে অবকাশ পাইয়া ৺ কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহলায় অবস্থিতি করিয়াছি, যাহার এই মহৌষধির প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট ৩৷০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

জড়ি বুটীর ঔষধ হাঁপানি কাশী রক্তপিত্ত অর্শ প্রমেহ উপদংশ দৌর্ব্বল্য এবং ওলাউঠার পূর্ণ বিজ্ঞাপন দ্বারায় হরিতাল ভস্মের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে ৩৷০ টাক মূল্য প্রদানে লইয়া ন্যূনাধিক ১৫০০ লোকে অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের দ্বারায় নানা প্রকার রোগে আরোগ্য লাভ করিয়া সকলেই হরিতাল ভস্মের চমৎকার গুণ বর্ণিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন। তাহার কএকখানি পত্রের নকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ব্বে যেসকল আরোগ্য সমাচারের প্যামপ্লেট ছাপান হইয়াছে পাঠান যাইবে।

শ্রীবেদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
এঃ সাঃ কাশীধাম।

নমস্কারান্ত নিবেদন মিদং—আমি যে ১৮ দফা আপনার নিকট হইতে হরিতাল ভস্ম আনাইয়াছি ঐ সমস্ত ঔষধ কাশ শ্বাস পুরাতন অর অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে সেবন করান হইয়াছিল ২ মাসের কোন উপ-

কার হয় নাই মৃত্যু হইয়া ছ। সে কাশ বন্ধ, বন্ধী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিবেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধি সেবন করানতে খুব উপশম হইয়াছে।

শ্রীহুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মোং কলিকাতা ভবানীপুর।

নমস্কার, নস্তর নিবেদনঞ্চ—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কএকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইদানী এরূপ ঔষধ প্রাপ্ত পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবেক যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না। ইত্যগ্রে সম্বাদ পত্র পাঠে ঐ ঔষধি আপনার নিকটে পাওয়া যাইবেক জানিয়া এই পত্র সঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।

শ্রীনন্দিলাল বসুরা
মোং সরগা আসাম।

গুরুমহাশয়েষু—

আপনার নিকট হইতে ৩।৪ সপ্তা ঔষধ আনিয়াছিলাম ঐ ঔষধ ও হরিতালভস্ম সেবন করাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীবামচরণ বিশ্বাস
মোং ঘোষাড়ি চক্রনগর।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আপনার সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম নামক মহৌষধি আমি ক্রমিকাতা করিতে ৪ সপ্তা আনাইয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে ভজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪ সপ্তা ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহা একপ্রকার মূর্চ্ছ রোগ জন্য। সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত থাকিব।

শ্রীনরনারায়ণ ভট্টোপাধ্যায়
মহারাজার স্কুল
কাল বর্দ্ধমান।

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

ইতিপূর্ব্বে আমি কএক ব্যক্তির উদরাময় পীড়ার ঔষধি আপনার দ্বারায় আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এইক্ষণ ২ ব্যক্তির পীড়ার জন্য তেঁহি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া, উহার যেমনি নিকট পাওয়া যায়, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিলে টাকা কিম্বা নোট পাঠাইব।

শ্রীব্রজলাল ভট্টোপাধ্যায়
মোং অমরপাশ জেলা পুর্ণিয়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি হরিতাল ভস্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছিলাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন; কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩৲ টাকা পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

নবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নবদ্বীপ কুল। জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আপনি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া আমার হাঁপানিকাশী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। বোধ করি সমুদায় নিরাময় করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম, দুরাদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার মোরাদাবাদ।

বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

আপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন, যদ্যপি ঐ ঔষধি আপনার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক খানি চিঠি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুর বাবার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়েষু—

এখানা নিবেদনঞ্চ বিশেষ আপনার যে ঔষধি আমাকে সেবনে দিয়াছিলেন, তাহা আমার [illegible] ঔষধ [illegible]

মহাশয়কে লিখিলেই ঐ মহাপাপী আপনার ঔষধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible] আসানসোল বরাকর।

মহাশয়ের লিখিত ঔষধি সেবনে আমিত ঔষধিতে [illegible] কিন্তু সমস্তের [illegible] সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ ছুই প্রস্থ হরিতালভস্মের জন্য কলিকাতায় পৌঁছে মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ সেন
মোং সোমাবিলাক জেলা বরদা।

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের কৃপাতে হরিতাল ভস্ম অতি ছুর্ল্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাহারা মনে এমত ধারণ করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এরূপ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করিয়া মহাশয়ের মুক্ত মুক্ত যশ কীর্ত্তন করিতেছেন আমু কাহার নিস্তেজন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শেঠ।
মোং কাশীমগঞ্জ।

প্রণামা নিবেদন বিদং—

মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত তিনটী ঔষধ মধ্যে ছুইটী ঔষধ সেবন করিয়া ছুইজন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। একটী আমার রোগের জন্য আনাইয়া রোগের ঔষধ পাইয়া ছিলাম।

নিবেদক শ্রীবৈদ্যনাথ বসু
মোং [illegible]

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়ের [illegible] আমার [illegible] হইয়াছে—

গুপ্ত যন্ত্র

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্তায় ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যক প্রায় সমস্ত বিষয়ও ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্বারা অংশীদারগণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি উঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাড়ির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এডেন্টন আর্কস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
সিয়ালদহ ৭ সুমন
৩ এ জুলাই ১৮৭৩। এজেন্ট।

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা উহার বাঙ্গালাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল /০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে সুসূতি হয় পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ), মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যত ডাক্তারি প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হেষ্টেল ৮ কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণ।

পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণ আজি কালি সকলের আলোচনার ও কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপলক্ষ করিয়া নানা সংবাদ পত্র নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাস্তবিক আসিয়া নিবাসী একজন মুসলমান রাজা যে ইউরোপীয় জাতিদের অবস্থা রীতি নীতি ও শাসনপ্রণালী দেখিবার অভিপ্রায়ে ইউরোপ যাত্রা করিবেন ইহা একটী কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। এই ঘটনার মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার একটী প্রধান ফল দেখিতে পাইতেছি। সাহা যে কি উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্য যে কতদূর সফল হইতেছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই ভ্রমণে যে বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপের চারিটী প্রধান প্রধান জাতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, রুসিয়া অর্ম্মণী ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড। রুসিয়া এক্ষণে সভ্য আসিয়াতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টায় আছেন পারস্যের রাজাকে হস্তগত করিতে পারিলে তাহার কার্য্যের অনেক সাহায্য হইতে পারে এরূপ স্থলে কোথায় উপযোগিতা দিয়া পারস্যে যুদ্ধ প্রেরণ করিয়া এবং বহুমূল্য যুতক পাত্রাদি দিয়া সাহার মনস্তুষ্টি এবং তাঁহাকে হস্তগত রাখিবেন তাহা না হইয়া সাহা নিজে রুসিয়ার ঘরে উপস্থিত, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে। রুসিয়, সাহাকে সেই আনন্দের অনুরূপ অভ্যর্থনাও করিয়াছেন। রুসিয়া যখন আসিয়াতে এরূপ অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে ইরা পারস্যের সহিত বন্ধুতা না হইলে পারস্যের উচ্ছেদ এই উক্ত অন্যতর ব্যক্তিদের তাঁহার অধিক অগ্রসর হইবার কিম্বা মধ্য আসিয়ার তাঁহার অধিকার সুপ্রস্থির ও নিরাপদ করিবার সহজ উপায় নাই। এজন্য পূর্ব্বাবধি রুসিয়া পারস্যের বন্ধুত্ব অন্বেষণ করিতে ছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহাকে পাইয়া তাঁহার বিশেষ লাভ বোধ হইয়াছে। সাহার মনস্তুষ্টি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। রুসিয়া হইতে সাহা অর্ম্মণিতে গমন করেন। সেখানে তিনি যৌথিক ভদ্রতা মাত্র পাইয়াছেন। সভ্যতার প্রতি প্রীতি জন্মে না থাকাতে প্রজারা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি অর্ম্মণ রাজ্ঞীর সহিত কোন নাট্যশালায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি উঠিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তদিয়া বলপূর্ব্বক বসাইয়া দেন। এরূপ ব্যবহার একজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ রাজ্ঞীর পক্ষে ক্লেশকর তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আরও অনেক ভদ্রনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের জন অর্ম্মণির লোকেরা তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্ম্মণি হইতে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছিল। কি মহারাণী কি মন্ত্রিগণ কি রাজবংশীয়েরা সকলেই তাঁহাকে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ড এ বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। এরূপ ধুম ধাম করিবার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম একজন স্বাধীন বিদেশীয় রাজা অতিথি হইলে ত যথেষ্ট সমাদর করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ পারস্যের সহিত বন্ধুতা বর্দ্ধন করা সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে যেরূপ বিস্তার, তাহা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে ইংলণ্ডের সতর্ক হইতে হইয়াছে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের যে ১৮৩৮ অব্দে আফগানিস্থান লইয়া পারস্যের সহিত বিবাদ করা হয়, তাহাতে বিবেচনার অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছিল; কারণ দূত প্রেরণ করিয়া পারস্যের সাহার সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিলেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত এবং এক্ষণে রুসিয়ার কার্য্য দেখিয়া যে শঙ্কা অন্তর্হিত হয় তাহা আর থাকিত না। তাঁহাদের বিবেচনায় পারস্যকে সাহায্য করিয়া প্রবল করাই রুসিয়াকে দমন করিবার প্রধান উপায়। পারস্য দুর্ব্বল থাকিলে রুসিয়ার বলের নিকট পরাজিত হইবে এবং তাহা হইলেই রুসিয়া ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যদি রুসিয়ার সঙ্গে কখন যুদ্ধ করিতে হয়, ভারতবর্ষ হইতে দূরে অর্থাৎ পারস্যে সেই যুদ্ধ করাই উচিত; কারণ ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া যদি রুসিয়ানেরা দুই একটী যুদ্ধে জয় লাভ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে সকল প্রজা ইংলণ্ডের শাসনে সন্তুষ্ট নয় তাহারা একেবারে রুসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে এবং অবশেষে কায়ক্লেশ বর্ম্ম হারা হইতে হইবে। এই সকল কারণে পারস্যের সহিত যোগ স্থাপন করা বিশেষ। আরও তাঁহারা বলেন, সেই যোগ স্থাপন করা রুসিয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের পক্ষে [illegible] পারস্যের [illegible] এমন কোন [illegible] হইতে [illegible] যাহাতে [illegible] এবং [illegible]

অনেক প্রদেশ আছে যাহা হস্তগত করিতে না পা'রলে যদ্যপি আসিয়াতে রুসিয়ার রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে না। অতএব পারস্যের সহিত যদি যোগ স্থাপিত হয় তাহা হইলে সাহায্য ১০ সৈন্য ইংলণ্ডের হস্তগত হইতে পারে। ইংলণ্ডীয় উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা এই এক লক্ষ লোক শিক্ষিত হইলে একটী উপযুক্ত সৈন্য দল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড হইতে যুদ্ধাগার দিয়া ৩০ দিনের মধ্যে পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডীয় অস্ত্রাগার হইতে ক্রয় করাও যাইতে পারে। এই জন্য সাহায্য ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার চিত্ত অনুরঞ্জনের চেষ্টা পাইয়া ছেন। কিন্তু তাহা নিজে কিরূপ ভাব লইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

ইংলণ্ড এপ্রকার সম্মান ও সমর্দ্ধনা করাতে রুসিয়ানেরা বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন রুসিয়া হইতে সাহা যে লক্ষ্মৌ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ড এত আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল ইংলণ্ডের রুসিয়ার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ "মীর" নামক একখানি রুসীয় সম্বাদ পত্রের কথার কিছু কিছু ইংরাজী পত্র হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"পারস্যের ভ্রমণকারীরা যদি ইংরাজদিগের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা কি জানেন না ইংরাজদিগের চাতুরী ও অসৎ ব্যবহারে পারস্য কিরূপে খোরাসান ও আফগানিস্থান হারাইয়াছেন? ইংরাজেরা কৌশলের সাহায্যে ক্রমশঃ রাজ্যরূপী ইংলণ্ড অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে কোন কোন মূর্খ লোকে মনুষ্য বলিয়া যে ভাবিয়াছিল, তাহা এক দিন সম্ভব। কিন্তু মহীসুর ও মহারাষ্ট্রের যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা যে নাট্যের অভিনয় করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য যে তাঁহাদের রাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছেন? কেবল ইংলণ্ডেরই জন্য পারস্য আপনার দুইটী প্রধান অধিকার হিরাট ও কাবুল পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কি বিশ্বাস করেন যে এত অল্প দিনের মধ্যে পারস্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন? সাহার সঙ্গে অনেক উত্তম রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী আছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের মিষ্ট কথার মধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছেন এবং ইংলণ্ডের বক্তাদের বক্তৃতা ও মৃদু গর্জ্জন গর্জ্জন সত্ত্বেও বুঝিতে পারিতেছেন যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমা রক্ষা করা ইংলণ্ডের সাধ্য নয়। ১৮৫৭ অব্দে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভয়ানক নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া ইংরাজেরা কিরূপে বিদ্রোহী প্রজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে রক্ত স্রোতে ডুবাইয়াছিলেন তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। সে জন্য মুসলমানেরা প্রতিহিংসা করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র তাহাও বোধ হয় তাঁহারা জানেন এবং আফগানিস্তানের লোকেরা অনিচ্ছাক্রমে পারস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজিও যে পারসিয়ানদিগকে আপনাদের আত্মীয় মনে করে তাহাও বোধ হয় তাঁহারা অবগত আছেন।"

সম্প্রতি একটী ইংলণ্ডীয় পত্রিকা কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ দর্শন করুন:—

"সাহার এদেশে (ইংলণ্ডে) অবস্থিতি কালের মধ্যে আমাদের রাজনীতিজ্ঞেরা বোধ হয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করিবেন না যে, রুসিয়ার কথা শুনিয়া চলিলে পারস্যের কি কি অনিষ্ট হইবে এবং আমাদের পরামর্শানুসারে চলিলেই বা কি হইতে পারে। সন্ধির পর সন্ধি এইরূপ প্রত্যেক সন্ধিতেই রুসিয়া পারস্যের এক একটু হীনবল করিয়া আসিতেছেন। কাস্পিয়ান সাগর, যাহা এক সময় পারস্যের অধীনস্থ একটী হ্রদ ছিল, তাহাতে আর পারস্যের একটীও বন্দুক কিম্বা কামান লইয়া যাত্রা করিবার অনুমতি নাই, ইত্যাদি। যদি রুসিয়া এবং ইংলণ্ডের পরস্পর এই বিদ্বেষ ও বিবাদের মধ্যে আমাদের কোন স্বার্থ না থাকিত তাহা হইলেও আমরা পরের কোন্দল "দুর্গোৎসব" বলিয়া এই কোন্দল দেখিয়া হাস্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কারণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া দুইটী জাতি একেবারে উৎসন্ন হউক, সহস্র সহস্র রমণী বিধবা হউক, লক্ষ লক্ষ শিশু নিরাশ্রয় হউক, ইহা কাহারও হৃদয়ের ইচ্ছা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এস্থলে আমাদের সুখ শান্তির সহিত সম্পর্ক আছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও রুসিয়ার এই বিদ্বেষানল প্রধূমিত দেখিয়া আমরা অতিশয় ভীত ও ক্ষুব্ধ হইতেছি। যদি কেহ বলেন যে আমরা ত পরাধীন, এক রাজার অধীন না থাকিয়া আর এক রাজার অধীন থাকিব তাহাতে ক্ষতি কি? সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না। ইংলণ্ডের রাজনীতি কিরূপ এবং প্রজাদের সহিত ব্যবহার কিরূপ তাহা আমরা দেখিতেছি, বিশেষ বিশেষ স্থলে রাজনীতির এবং শাসনের দোষ আছে এবং স্থূল বিশেষে

প্রদেশীয়দিগের প্রতি ও উপযুক্ত ব্যবহার করা না হয়, কিন্তু সমুদয়ের উপর যে ইংলণ্ডের শাসন সুশাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। রুসিয়ানেরা কিরূপ আমরা জানি না। কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞান বিষয়ে রুসিয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা নীচ তাহাতে আর সন্দেহ নাই যে রুশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার অনেক অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, যে রুশিয়া আপনার অধীনস্থ সাইবিরিয়া সুদক্ষ প্রভৃতি স্থানের প্রজাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই, তিনি ভারতবর্ষ লইয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা সুশাসন করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ পাইলে জিন কত প্রজাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইতে পারেন; কিন্তু সে কত দিন? যদি কেহ বলেন, যে রুশিয়া যদি উন্নত না হইবে তাহা হইলে তাহার এত বল বৃদ্ধি হইবে কেন? তাহার উত্তর এই, আমরা যুদ্ধ করিবার বল বৃদ্ধিকে প্রকৃত উন্নতি মনে করি না, ইহাতে কোন জাতির সভ্যতা প্রকাশ না পাইয়া বরং অসভ্যতা প্রকাশ পায়। এ সময়ে যদি আমাদের কোন জাতি রুসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে মহা ভ্রমের কার্য্য করা হইবে। গবর্ণমেণ্টেরও এসময় বিশেষ সতর্ক হইয়া চলা উচিত। গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজাদিগকে আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ করিয়া সাক্ষাৎ করা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ইনকম টাক্সের ন্যায় সাধারণের বিরক্তিকর দুই একটী টাক্স উঠাইয়া দিয়া সাধারণ প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা এবং সকলকে নিরস্ত্র করিয়া না রাখিয়া দেশীয়দিগকে যুদ্ধ শিখাইবার এবং সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বাসে সৈন্যদিগকে ভাল করে এবং অবিশ্বাসে তদপেক্ষা বেশি করে এটী নিতান্ত সত্য। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" মত লোকের পরামর্শে না ভুলিয়া গিয়া এক্ষণে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দ্বারা প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল উপায় দ্বারা ইংরাজেরা যদি প্রজাদের রাজভক্তির উদ্রেক করিতে পারেন, প্রজাদের ভয় অপেক্ষা ভালবাসার উপর যদি রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংরাজ রাজত্ব প্রকৃতরূপে সুরক্ষিত হইবে।

আমাদের একটী অপবাদ।

"বাঙ্গালীরা মামলাবাজ" আমাদের দেশীয় লোকদিগের এই এক অপবাদ অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। এটী নিতান্ত অমূলকও নহে। সচরাচর এতদ্দেশীয়েরা কিছুতেই উত্তেজিত হন না। কোন সুপ্রথার সংস্কার বল, দেশের কোন হিতকর কার্য্য বল, কিছুতেই তাঁহাদের আলস্যনিদ্রায় অভিভূত আত্মা জাগ্রত হয় না। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকার বলিয়াছেন "বাঙ্গালি যাহা করে অবসন্নপ্রায় হইয়াই করে"। কিন্তু মকদ্দমা করিবার কোন সুবিধা উপস্থিত হইলে আর সে আলস্য নিদ্রা থাকে না। যিনি কখন ঘরের বাহির হন না, তিনি কেবল আদালত ও ঘর করিতে থাকেন, যিনি মহা মহা সদনুষ্ঠান হইলেও এক কপর্দ্দকও ছাড়িতে প্রস্তুত নন, তিনি অকাতরে উকীল ও মোক্তারদিগের হাতে অনায়াসে শতাধিক টাকা বিদায় করিয়া উকীল ও মোক্তারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে থাকেন, যিনি কখন দুই দিন কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তিনি এ সময়ে অম্লানবদনে [illegible] এই সকলবিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। [illegible] অনেক প্রয়াস পাইয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। উকীলের মুখ বর্দ্ধিত হইল এবং মকদ্দমার সংখ্যা অনেক বিস্তৃত হইল তথাপি মকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস হয় না। এমন কি অনেক স্থানে এক একজন মুন্সেফ দিয়া আর চলিতেছে না, আবার "এডিশনাল মুন্সেফ" প্রভৃতি দ্বারা নানে মুন্সেফ নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এই সকল বিচারপ্রার্থীরা একবারের বিচারে প্রায় সন্তুষ্ট হন না, তাঁহার আপীল এবং আপীলেরও আপীল পর্য্যন্ত না দেখিয়া প্রায় নিরস্ত হন না।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার চারি প্রকার আদালত আছে। ১ ম মুন্সেফের আদালত, ২ য় সুবর্ডিনেট জজের আদালত, ৩ য় ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, ৪ র্থ হাইকোর্ট। ইহার প্রত্যেকেরই বিচারের উপর তাহার উপরের আদালতের পুনর্বিচারের ক্ষমতা আছে। আপীল উপস্থিত হইলে উপরের আদালত প্রায় নিম্ন আদালতের প্রেরিত রায় প্রভৃতি দেখিয়াই পুনর্বিচার করিয়া থাকেন। অতএব পক্ষেরা সাক্ষ্য প্রভৃতি আর গ্রহণ করা হয় না, কেবল মাত্র নিম্ন আদালতের রায় দেখিয়াই তাহা মকদ্দমার প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা সহজ নহে। পক্ষেরা [illegible]

তাহা বাহির করা উপর আদালতের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং সে স্থলে নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তিই বাহাল থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি নিম্ন আদালতের বিচারের মধ্যে কোন আইনবিরুদ্ধ মত বা সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয় তাহা হইলে উপর আদালত হয় নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তিত করেন, নতুবা তাঁহারই উপর পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে এখানকার কোন আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে লোকে বিলাত আপীল পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে একবার মকদ্দমা রূপ চক্রে পাদ বিক্ষেপ করিয়া লোকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াযায়। প্রত্যেক আদালতই শোষিতশোষক আইনাবতারে পরিপূর্ণ, একবার তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহারা সেই হতভাগাকে ঘেরিয়া ফেলে এবং অন্ত তার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে এক গুণের স্থানে দশ গুণ দায় করায়। ইহা ভিন্ন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রত্যেক গ্রামে প্রায় কতকগুলি করিয়া সমাজ কণ্টক আছে, উহারা সর্ব্বদা পরের বিবাদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং নির্ব্বোধ মূর্খ লোক পাইলে, পরামর্শ দিয়া মকদ্দমা করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত করে, তাহার মকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাকে ভিতরে ভিতরে শোষণ করিতে থাকে। যতদিন তাহার এক কপর্দ্দকও থাকে ততদিন তাহাকে ছাড়ে না। এইরূপে মকদ্দমা এবং আপীলের সংখ্যার আর কখনই হ্রাস হয় না॥ ১৮৬৯ অব্দে বার্ণেস পিকক্ বলিয়াছিলেন যে, সে বৎসর হাই কোর্টে একশত টাকার কম সম্পত্তির জন্য ১৫৩৩ টী, ১০ দশ টাকার নূন সম্পত্তির জন্য ১৭৫ টী এবং ৫ টাকার নূন সম্পত্তির জন্য ১৪৬ টী আপীল উপস্থিত হয়। এই সকল সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বিরক্তির সহিত এই কথা বলেন যে, এই সকল মকদ্দমা শ্রবণ করিবার জন্য এত বিচারপতি নিযুক্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বাদীর সমুদায় টাকা, বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্ব মকদ্দমার খরচ এবং আর তাহারা মকদ্দমা না করে এজন্য আরও কিছু টাকা ধরিয়া দেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের এত হার হয় না। মকদ্দমাপ্রিয় লোকদিগের এই সকল অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মকদ্দমার বিশেষতঃ আপীলের সংখ্যার হ্রাস করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই সকল মত গ্রহণ করিয়া উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

এই উপলক্ষে আমাদের আইন সচিব মন্ত্রী হবহাউস সাহেব কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ ২০০ শত টাকার নূন সম্পত্তির জন্য একবারের অধিক আপীল হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম আদালতের বিচারের সহিত প্রথম আপীলের বিচার মিলিলে তাহার আর দ্বিতীয় বার আপীল চলিবে না। তৃতীয়তঃ এডভিস এবং ১৮৬১ অব্দের ২৩ আইনের ২৭ ধারার মকদ্দমা ভিন্ন অন্য সকল মকদ্দমার আপীলের উপর হাইকোর্টে পুনর্ব্বার আপীল হইতে পারিবে। চতুর্থতঃ প্রথম আপীল আদালতের উপর দ্বিতীয়বার আপীল করিবার অনুমতি দিবার ভার থাকিবে। পঞ্চমতঃ (১ মতঃ) এই শীর্ষে যে নিষেধ করা গিয়াছে সে নিষেধ সত্ত্বেও বিশেষ আবশ্যক বোধ হইলে এবং টাকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তির মকদ্দমা হইলে হাইকোর্ট তাহার দ্বিতীয় বার আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যে প্রকারেই হউক এ বিষয়ের কোন সংস্কার হইলে বোধহয় অশেষ মঙ্গল হয়।

বাস্তবিক আমাদের দেশীয় লোকদিগের স্বার্থপরতা এবং বৈরনির্য্যাতন স্পৃহাই যে এই মকদ্দমাপ্রিয়তার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার অপর কারণ আছে। গত বৎসর জষ্টিস কিন্নার "বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোসিএসনে" এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি এই প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। তিনি মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির যতগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান।

১ মতঃ ১৭৯৩ অব্দের নিয়মবিধি নিবন্ধন ভূমির স্বত্ব ঘটিত অনেক বিবাদ জন্মিয়া থাকে, ২ মতঃ পৈতৃক দ্রব্য লইয়া একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ জন্মিয়া থাকে। ৩ মতঃ বার বার আপীলের সুবিধা থাকাতে লোকে সহসা ক্ষান্ত হয় না। ৪ র্থতঃ প্রথম আদালতের বিচারকদিগের অসাবধানতা নিবন্ধন ন্যায় বিচার হয় না। ৫ মতঃ বেনামি প্রথা চলিত থাকাতে সহজ গোলযোগের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। হবহাউসের প্রস্তাবানুসারে তৃতীয় কারণটীর প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু অপর গুলির প্রতীকার করিতে না পারিলে এই রোগের সম্যক প্রতীকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

উপসংহারকালে আমরা দেশীয় ভদ্র লোকদিগেরও স্কন্ধে কতক দোষ না দিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা এক প্রকার এই মকদ্দমাপ্রিয়তার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। দেশের শত শত লোক মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিতেছে, জাল করিতেছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের আয়োজন করিতেছে, তাহাতে তাঁহারা সেই ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রীম হুরাচার-

হিংসক দৃষ্টি ও নিন্দার দ্বারা হনন করিতেছে না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সকল স্থানে সমাদর পাইতেছে, এমন কি অনেকে তাহাদের গাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিছু দিন হইল ডলিমিউসের সম্পাদক বলিয়াছি শুন সে, "যে দিন এই প্রকার লোকদিগের উপর বাঙ্গালী অত্যুদ্যোগিদিগের ঘৃণা দেখিব সেই দিন সুদিন বাঙ্গালীরা সভ্যবাদী হইয়াছেন, সুতরাং যে দিন এরূপ লোকেরা অত্র সমাজে স্থান পাইবে সে দিন বাঙ্গালি জাতির অধম মিথ্যাবাদী এ অপবাদ যাইবে না।" ইহা অপেক্ষা আমাদের চিরস্কার কি হইতে পারে? দেশের লোকের যদি কোন ক্ষমতা থাকে এই রূপ সমাজ কণ্টকদিগকে হনন করুন। সত্যের দেশে ভণ্ডতা নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

আমরা অতীব আহ্লাদিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি কয়েক দিবসাবধি ৩ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে কৃষকগণ আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে।

সম্প্রতি প্রবর্ত্তন কালে সকলেই বলিয়াছিলেন এবং এখনও বলিতেছেন, এতদুপলক্ষে জমীদারেরা অদ্য এ প্রজাদিগের নিকট হইতে না [illegible] বৃদ্ধি কর আদায় করিবেন, ইহা দ্বারা প্রজা যাইতেছে এবং অধিক [illegible] চেষ্টার ক' [illegible] ন্যায় কর [illegible] কোন কর [illegible] এই বিজ্ঞাপনই জমীদারদিগের অতিরিক্ত কর আদায় পক্ষে সুবিধা করিয়া দিবে। প্রজাগণ অজ্ঞ, জমীদারেরাই তাহাদিগের শিক্ষা দাতা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সমুদায়। তাঁহারা ঐ বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম জানিবার জন্য জমীদারের নিকটেই যাইবে। তাঁহারা যাহাতে বিনা আপত্তিতে আপনাদিগের অর্থ সিদ্ধি হয় এরূপ করিয়া উহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। "গবর্ণমেণ্টের হুকুম এই, তোমাদিগকে এই দিতে হইবে, এতদিনে আর তাহাদিগের আপত্তি করিবার সাধ্য হইবে না। তদ্ভিন্ন জমীদার অন্যায় করিয়া কর লইতেছেন জানিতে পারিলে যে প্রজারা কর দিবে না, এটীও বিশ্বাস করা যায় না। অনেক প্রজা জমীদার কত অন্যায় বৃদ্ধিতে পারিয়াও তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় কোন জমীদার এতদুপলক্ষে ন্যায্য অধিক কর আদায় করিলে বিশেষ রূপে দণ্ডনীয় হইবেন, জমীদারদিগের উপর এইরূপ একটী নিয়ম করিলে অনেক কাজ হইতে পারে। তাঁহারা অন্যায় কর আদায় করিতেছেন যদি এ প্রমাণ হয় তাহাদিগের [illegible] হইবেন, এজন্য থাকিলে সহসা তাহাতে অগ্রসর হইবেন না।

কাবেল সাহেব কত জেলার জজদিগের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধরাহিত্য পদোন্নতি ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া হাইকোর্টের জজেরা লাড মর্লক্রকের নিকটে যে পত্র পাঠান এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তর দেন, মর্লক্রক নিজে তাহার কিছুই না করিয়া সমুদায় কাগজ পত্র ষ্টেট সেক্রেটারি আর্গাইলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। লার্ড মর্লক্রক কাহার অসদ্ভোষের কারণ হইবেন এই ভাবিয়া উভয়ের রক্ষা করিলেন কিন্তু উভয়ের এক পক্ষ কাবেল সাহেব, তখন আর্গাইলের হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পণ করা আছে "কাবেল সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই ঠিক" এখন হইতেও বলিয়া করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কুচি কেশবের অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগ ও ঈশ্বরপরায়ণতার দোষের উদ্ভাবনীশক্তি পূর্ব্ব হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে দেখা গেল তিনি বোম্বাইয়ে গিয়া সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন যাঁহার "মহারাণী কলেজ" এতদূর তিনি ঢেউ দেখিয়া ভয়ে ফিরিয়া আসিবেন, আশ্চর্য্য কি?

ইংলিসম্যান বলেন, মেডিক্যাল কালেজের দ্বারায় কায়স্থ অনুলম্বানার্থ এক কমিটী বিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিনিধি ডিক্সিপাল সিল, ডাক্তার হরকুমার ঠাকুর ও [illegible] ক্রমশঃ এই কমিটীর সভ্য হইবেন কায়স্থ [illegible] সভ্য নিযুক্ত করা হইল না কেন?

বোম্বাইর উত্তর বিভাগের সম্বন্ধে আইরৌজী কমিশনর রাজস্ব কমিটির নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছেন, উক্ত বিভাগের রাজস্ব কমিশনর এল, অর্থবর্থার সাহেব টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় এক পত্র লিখিয়া প্রায় তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে, যে রাজস্ব কমিটীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ক্রমে সকলের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের আলাবাদের সহযোগী বলেন, পার্লিয়ামেণ্টের সেসিয়ন বন্ধ হইবার পূর্ব্বে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে ব্যবস্থার নিবারণার্থে আইনাদি প্রচলন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, জলের একটী গুণ আছে তাহা এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানিতে পারেন নাই। জলে [illegible] পড়িলে [illegible] পারে [illegible] [illegible]

ঐ জলধারায় স্বীয় অঙ্গুলি প্রদানে উদ্যত হইলে শকট চালক বলিলেন, উহা করিবেন না, সেদিন একটী বালক উহাতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। এই বার বুঝি রজাসের অন্ত পা'য়া যা'য়।

পঞ্জাবের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লুধিয়ানার লোকদিগের এই এক অদ্ভুত প্রথা আছে উহারা স্ব স্ব কন্যাগণকে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় রাখে। তাহা'রা কুলত্যাগিনী হইতে না পা'রে এজন্য প্রহরী রাখা হয়। আমাদিগের দেশে হুসীমদিগের মধ্যেও এ প্রথা আছে, তবে বিশেষের মধ্যে এই, প্রহরী রাখা হয় না।

১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

পিয়ারিঙ্গর টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন জাঞ্জিবারের সুলতান ইংলণ্ড দর্শনার্থ যাইবার জন্য তথা প্রকাশ করেন, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এ সময় তাঁহাকে আহ্বান করিবার সুবিধা হয় না।

এক ব্যক্তি পিয়ারিঙ্গরে লিখিয়াছেন, লণ্ডনের দুইজন প্রধান ব্যক্তি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগে আছেন। অদ্যাপি ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা অপ্রতিহত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সীমান কমিশন যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, পারস্য ও আফগানিস্থান উভয়েই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কারেস্পণ্ড সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সর্দ্দার মহম্মদ জাকুব খাঁ সীমানে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেন তাহারা প্রত্যাগমন করিয়াছে। সীমানের সীমায় যে সকল সওয়ার রাখা হইয়াছিল উহাদিগের সহিত সিন্ধীমুসলমানদিগের যুদ্ধ হয়, কিন্তু সওয়ারেরা পরাজিত হইয়া ফিরাটে প্রত্যাগমন করে। সর্দ্দার জাকুব খাঁ অসন্তোষী দলের উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন এবং সাক্ষিসাবিদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

কাবেল সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। সহজ অধিচার হউক অত্যাচার হউক তাহাতে যা না হয় একজন মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে একটী কথা তাঁহার পক্ষে তত্তোধিক কষ্টের হয়। পিয়ারিঙ্গর বলেন, পুর্ণিয়ার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ওয়ার্ণার সাহেবের মকদ্দমার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি কেম্প তাঁহার প্রতি কয়েকটী দোষারোপ করেন, কাবেল সাহেবের তাহা অসহ্য হইয়াছে, তিনি লেণ্ডলর খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে কেম্পের সহিত কাবেলের নরম গরম পত্র লেখা লিখি হইতেছে। কাবেলের যোঁটা'র জোর আছে, তিনিই জয় লাভ করিবেন বোধ হইতেছে।

১৬ ই শ্রাবণ বুধবার।

ইজারা কোরেম নামক যে কয়েদির প্রেসিডেন্সি জেলে মৃত্যু হয় এবং যাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় চুপে চুপে যাইতে দেন নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বের অবস্থা বিষয়ে তিন চারি জন ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, কয়োদার বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কোন বিষয়েরই ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এতদ্ভেও হতভাগা কোরেমের মৃত্যুর একটী নূতন কারণ আবিষ্কৃত হইল না, সেই পুরাণ কারণই বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় ক'রণটী বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, রক্তের পীড়া। যক্‌ৎের পীড়াটী জেল রক্ষকগণের বড় রজমী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, গত ১৬ই জুলাই সেতারার রাজার প্রথম স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। রাজ্য রক্ষা হইল।

মান্দ্রাজের একজন মাত্র অনিয়মী রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম মেসিলোমি মুদিলিয়ার, ইনি মান্দ্রাজের একাউণ্টেণ্ট জেনরল আফিসের একজন আসিষ্টাণ্ট। মান্দ্রাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উন্নতি কিছু অধিক।

এবার মান্দ্রাজের প্রাদেশিক কণ্ড হইতে পবলিকওয়ার্কে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দেওয়ানী বিচারালয়াদি নির্ম্মাণে করা হইবে। আমাদিগের এখানে পবলিকওয়ার্কে যে টাকা ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশ বাটীক নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কারেই ব্যয়িত হয়। এ দিকে মফস্বলের জুলেফেরা গোরুলহদ্দে বসিয়া বিচার করেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির আদর্শ ফেরা যাঁরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তিগ্রস্ত হইতেছেন। ঐ সকল আদর্শক্ষেত্র হইতে ১১ হাজার টাকা আয় হইয়াছে, কিন্তু ব্যয় ৩৮ হাজার টাকা।

সম্প্রতি যশোহর জিলায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ৪০ কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। যশোহর জিলায় বিধবা বিবাহ কি এই প্রথম হইল

অমরাবতীর ডেপুটী কমিশনরের এক জন কেরাণী ক এই বলিয়া কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, যদিও তাঁহার দোষের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু সে দোষ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সিজার বলিয়াছিলেন, আমার স্ত্রী কেবল সতী হইলে চলিবে না কেহ তাঁহাকে অসতী বলিয়া সন্দেহও না করে এই আমি চাই। এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।

কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির ৪ হাজার টাকা প্রতারণা করিয়া লয় বলিয়া যে একজন ইহুদীর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ ও ৪ হাজার টাকা জরিমানা হয়, সেসন [illegible] টেলিগ্রাফ আপীল করাতে [illegible] কমাইয়া ৮ মাস মেয়াদ ও ১ [illegible] জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছে, [illegible] না দিলে আর ১ মাস কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

ফ্রান্স বিকাশিনীর একজন আমেরিকা সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তত্রত্য অমুকের বাটীতে পরিশিষ্ট একটী সর্প দেখা গিয়াছে। দর্শকেরা ভয়াকুল হইয়াছে, সম্বাদ দাতাও যেন নিরাপদ নহেন।

ইটালির বিসিন নগরে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প কালে একটী গির্জ্জা পড়িয়া গিয়া প্রায় ৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পেপার বলেন, মেপাকের রাজা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে একটী বেতাল উপাধি দিবার আয়োজন করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, একজন উচ্চপদস্থ গার্ণ মর্ষ্ট কর্ম্মচারী সস্ত্রীক রাজা দিয়া যাইতে ছিলেন, উহার একটী ছাগ দিয়া যাইতে হইলে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সে নিয়ম নয়, তাঁহাদিগকে শুল্ক দিতে হয় না। কর সংগ্রাহক সেই নিয়ম অনুসারে উক্ত কর্ম্মচারিকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রীর মাশুল প্রার্থনা করে। তিনি দিতে অসম্মত হন। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হওয়াতে নিয়ম হইয়াছে, কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর স্ত্রীকেও আর মাশুল দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর স্ত্রী কি রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারের লগেজ রূপে গণ্য হইল?

হুগলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে এক স্বর্ণকারের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া প্রায় ২ হাজার টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি অপহৃত হইয়াছে। ইহাকে ডাকাইতি না বলিয়া বাটপাড়ি বলিলেই ভাল হয়।

১৭ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

মহিশূরের একজন জজ এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দানকালে তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন "যদি তুমি সত্য সত্য ই দোষ করিয়া থাক তোমার মুখ দর্শন অপরাধই হইয়াছে, আর যদি তুমি বাস্তবিক অপরাধী না হও, তোমার মনে মনে এ আক্ষেপ হইবে যে তুমি বিনা অপরাধে প্রাণত্যাগ করিয়াছ"। জজটী উপযুক্ত বটে।

এবার রাজসাহী অঞ্চলে বড়দীন আসে নাই। ঐ সংবাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশ হয় কি না সন্দেহ। ধীবর ও চতুর্থাংশ হইল, কিন্তু ধীবরের অত্যাচার এবার চতুর্গুণ হইবে।

সিবিল সর্ব্বিসের এক এক, কলিকাতা সাহেব হিন্দীভাষায় বুৎপত্তিলাভ করাতে এক খানি প্রশংসা পত্র ও ১ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বরফের ওইলুথারের আর একটী ঘোরালের উপাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যে ভয়ানক পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করেন তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে কলাই রোয়া এক বার কাল পর্য্যন্ত এবং বীধরোয়া মসুরা করিতে পারিবে না। উক্ত সম্পাদক চিন্তিত হইয়া বলিয়াছেন "বোধ হয় বরফাচ্ছন্ন ইংরাজদিগের পক্ষে এ নিয়ম বর্ত্তে ওইলুথারের এমন ইচ্ছা নয়"। তাহা হইলেই বিপদ।

গত কল্য একটী শ্রেণীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী কালেক্টরীতে দিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে এক খানি গাড়ি বেগে আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়, গাড়ী ও ঘোড়া উহার উপর দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে অক্ষত শরীরে বাটীতে গমন করিল।

গত কল্য যখন ৯॥ টার ডাউন ট্রেণ সম্পূর্ণ বেগে বৈদ্যবাটী ষ্টেষণের নিকট আসিতেছিল, সেই সময়ে একটী মুসলমান যুবতী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়ে। তখন ট্রেণের গার্ড কিম্বা ষ্টেষণের কর্ম্মচারিরা কেহই কিছু জানিতে পারে নাই। ঐ গাড়িতে তাহার স্বামী ছিল, ষ্ট্রেণ শ্রীরামপুরে আইলে তাহার স্বামী এ বিষয় রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের গোচর করে। কর্ম্মচারিরা তথায় গিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটির কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

এক ব্যক্তি হাইকোর্টে পতিত মামলা একজনের একটী কন্যার সাহায্যে হইতে কতকগুলি রৌপ্য অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সিকদার সাহেব কর্ত্তৃক পরিচয়ের সহিত উহার ৬ মাস কারাবাসের আদালতের, নীমা [illegible] হইতেছে। অতঃ আপা আর [illegible]

ঐ সিকদার সাহেব, যোরাকি আসামিকে দোষিরূপে "অনুভব" করিয়াছেন, তাহাতেই সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। কথা বড় সংঘাতিক নয়।

গত বুধবার সন্ধ্যাকালে যে ভোপবন্দি হয়, উহা ডিরেক্টরির ভেলাম. অনিউ খাঁর সাহেব রামপুরহাটে গমন করিয়া ছেন বলিয়া হইয়াছিল।

[illegible] ১৫ জন মাত্র ভারতবর্ষীয় জাতব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দানার্থ গমন করিতে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের ৫ পাঞ্জাবের ২, বোম্বাইয়ের ৪ এবং মাদ্রাজের ৩ জন আছেন। আর্ড গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় ইহা হইতে আবার কতক কর্ম্মচারিকে বাছিয়া অনেকজনের নাম ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইয়াছেন। আবেদনকারিদিগের মধ্যে অযোধ্যা কন্যাকুব্জ ও ত্রয়ুদেশের কেহ নাই। কেহ কহেন, অনেক হিন্দু সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিতেন কেবল জাতি যাইবার ভয়ে করেন নাই; কেবল জাতি যাইবার ভয়ে নয়, কারণ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা এ বিষয়ে অভয় দিয়াছেন, উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের কোপে পড়িতে হইবে এ ভয়েও অনেকে অগ্রসর হন নাই।

[illegible] একটী নিয়ম হইয়াছে, কোন কর্ম্মচারী যদি এক জেলার মত ছুটীদিগের মধ্যে অধিক বিভিন্ন হয় তিনি সে জেলায় যাই কোর্ট ইন্সপেক্ট করিতে পারিবেন। এটী ভাল নয়।

মাজিষ্ট্রেটী কোন ডেপুটির কর্ম্মের শিক্ষক একটী মামলার [illegible] করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার [illegible] ভাহাকে [illegible]

[illegible] কটক [illegible]

পিয়ঙ্গিয়ঙ্গে এক ব্যক্তি একটী বড় কৌতুকাবহ ইবরদিদ্যাতিনের বিষয় লিখিয়াছেন। ক খর নিকট কিছু টাকা পাইত, ক স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া বাস করে। খ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারাতে ক স্বদেশে আসিয়া খর স্ত্রী চুরি করিয়া লইয়া যায়। খ ইহাতে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব লইয়া কর বাটী আক্রমণ পূর্ব্বক কর স্ত্রী ও তাহার একটী আতুষ্পুত্রীকে লইয়া আইসে। স্ত্রীতে স্ত্রীতে শোধ হইল, আতুষ্পুত্রীটী বেশির ভাগ।

১৯ এ শ্রাবণ শনিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গণনা করিয়া লেখা হইয়াছে, পারস্যের সাহা যখন মূল্য খ'ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন তখন তাঁহার মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা। পরিচ্ছদগুলি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার মূল্য কত হয় আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

২	টাকা	সিক্কা	১০৪৬—১০৪৬৶৵
৪	"	কোং	১০৪৬৶৵—১০৫
৪৲	"	"	১০৭৷০—১০৭৷৷
৪৷	"	"	১০৬৬৷০—১০৭
৪৲	"	"	১০৬৬৶৵
৫৲	"	"	১১১৬৶৵

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সাধারণ বিজ্ঞাপন।

২১ এ জুলাই। মেজর সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত এফ এস ডাম্পিয়ার সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি মেম্বর হইবেন।

২৮ এ জুলাই। এম কেঞ্জি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

এফ, জে এস কটন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইলেন।

২৫ এ জুলাই। কাপ্তেন এফ, জে পিট লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর হইলেন এবং কিছু দিনের জন্য উত্তর লক্ষ্মীপুর বিভাগের ভার পাইবেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর লেপ্টনেণ্ট ডবলিউ এ, হলকোম্ব কিছুদিনের জন্য অন্যত্র বিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বর্দ্ধমান বিভাগের স্থানে স্থানে, সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় প্রথম শ্রেণী বর্দ্ধমান।
" মীরমহি কোম্পা " মেদিনীপুর।
" শ্যামাপদ চৌধুরী " "
" রাধাশ্যাম সিংহ " হুগলী।
" অন্নদা প্রসাদ পাঠক দ্বিতীয় শ্রেণী বর্দ্ধমান।
যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত
দীননাথ সেন হাবড়া।
দীননাথ সেন বাকুড়া।
বিনোদবিহারী সরকার বীরভূম।

জলপাইগুড়ির এক, মাসিসন সাহেব অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নমিত হইলেন।

২৮ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বাবু যদুনাথ রায়—মেদিনীপুর।
" দ্বারকানাথ রায়—বাকুড়া।
হাবড়ার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এ ডবলি সাহেব হুগলী হইতে বদলী হইলেন।

ই জে, পি প্রাণ্ট কিছুদিনের চতুর্থ শ্রেণীতে হাবড়ার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৯ এ জুলাই। লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন এ এম ফিলিপস ফৌজদারী প্রক্রিয়া বিধির ১৪২, ১৬৭ এবং ৪১৭, ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

কটকের কালেক্টর সিক্ত কর্দ্দা ভিন্ন অন্যান্য কেলাস রেবেনিউ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইলেন।

৩১ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আফিসরেরা ১৮৬১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু নীলমণি আঢ্য—রাণাঘাট।
" আর, সি, দত্ত—বরাহনগর।
" নগেন্দ্র চরণ চট্টোপাধ্যায়—ফিলিপ।
" চন্দ্রনারায়ণ সিংহ—খুলনা।
" রামচরণ বসু—বসিরহাট।
এফ, এচ, বি, স্কাইন—চুয়াডাঙ্গা।
এচ, জিলস—কুষ্টিয়া।
অর্জ্জ কার্পেণ্টর—যশোহর।
ডবলিউ, জি, ডিয়ার—মাগুরা।
জে, কেলহার—ঝড়াইল।

মি, ই'র্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২৭ এ জুন। নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমার বিচারার্থ জজের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মেদিনীপুর
" নিবিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তমোলুক।
" জগবন্ধু মজুমদার বি, এল,—হুগলী
" জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—নিমক।

২৮ এ জুলাই। বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ মেদিনীপুরে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

আরার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু মদনমোহন মিত্র ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

বাবু কৃষ্ণদাস সে বি এল মেদিনীপুরে এক জন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই খিবার সহিত রুশীয়দিগের যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে খিবার রুশীয় কেণ্ট বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ রুবল দিতে হইবে। খিবা এতদ্ভিন্ন যুদ্ধ ব্যয় উঠিয়া দিয়াছে। খিবার যুদ্ধকালে খোখন্দার রাজা রুশীয় দলের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে খিবার অধিকৃত কতকগুলি স্থান দেওয়া হইয়াছে। ২৭ এ আগষ্টের মধ্যে খিবার রাজধানী হইতে সমস্ত রুশীয় সৈন্য প্রস্থান করিবে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। বলটিমারে এক অগ্নি কাণ্ড হইয়া বহু সংখ্য বাটী এবং চারিটী গির্জ্জা পুড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের দেশীয় সেনা দলে কিরূপ প্রথা

লীর ইউরোপীয় আফিসর সকল নিযুক্ত করিলে ভ ন ইয় ব ক সাহেব তাহার অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিশন বিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব করেন গত রাত্রিতে কমন সভাতে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব এডিনবরাকে আর ১ লক্ষ টাকা এবং রাজ কন্যা যেহি যদি তাঁহার পর জীবিত থাকেন তাঁহাকে ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার জন্য গ্লাডষ্টোন যে প্রস্তাব করেন, কমন সভা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

সপ্তম ২৮ এ জুলাই। ইটিয়ন এবং মিলানে পারসেবে মাহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত আহ্বান করা হয়।

বল টিমোরে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৬০০০০ ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে।

মিডিড ২৭ এ জুলাই। ব্যানের নিয়াতে ৫ ঘণ্টা কাল বর্ষিয়া একটী বৃক্ষ হইয়া গিয়াছে।

মাডিড ২৮ এ জুলাই। অদ্য রেপবলিকান সেনা পুনরায় ব্যানেবসিয়া আক্রমণ করে, বিদ্রোহীরা একণে ইহা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ৫ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের পর সরকার সৈন্য আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকে। বিদ্রোহীরা বলে, যদি তাহাদের প্রার্থনামত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত করা হয়, তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত নহেন। বিদ্রোহীরা বলেন যদি উহারা এ আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা কোনমতে আত্মসমর্পণ করিবেন না। সৈন্যদল এবং মাদরিদ একণে বিদ্রোহীদের হস্তে রহিয়াছে।

গতকল্য ১৯ এ জুলাই রাত্রিতে কমন সভাতে এনসিলভ কেলস সাহেবের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ কালে বলিয়াছেন, কালি ইহা উঁহার শেষ অধিবেশন কাল।

এলড শর লাড ছাড়িলে এ অঞ্চলের কার্য্যাদি বিষয়ে মনে যোগী হইতে বলিয়া প্রস্তাব করি লেন। ১৮ ৪ অব্দের সকল সংক্রান্ত পত্রাদি অর্পণ করা হয়। লাড ডার্বি বলিলেন সন্ধিটী অসার, ও অকর্ণধার বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন;—

পঞ্জাব সীমা।
ভের, এপ্রিল ৯ই।

১। অদ্য শ্রাবণ মাসের একুশ দিবস

শেষ হইল, তথাপি বর্ষার মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার বাটীর চতুর্দ্দিক ও গ্রামের রাস্তাঘাটে ভয়ানকরূপে প্রণীড়িত হইয়াছি, যাতায়াত বন্ধ হইয়া অতিশয় হইতে হইয়াছে, সম্প্রতি ঈশ্বরেচ্ছায় দুই তিন দিন হইতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটী পশলা বৃষ্টিও হইতেছে, ইহাতে কৃষির অনেক সুবিধা হইতেছে এবং আমাদের কষ্টেরও অনেক লাঘব হইয়াছে। এ অঞ্চলের অনেক গৃহে যদি খাল না থাকিত আর ছুপোদক দ্বারা চাসের প্রথা প্রচলিত না হইত তাহা হইলে আর কষ্টের সীমা থাকিত না। পারস্য চক্র (এক প্রকার জল তুলিবার কল) খনন দ্বারা প্রায় প্রতি ক্ষিতি দুর্ব্বিক্ষ হইতেছে এবং একটী একটী কূপ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্রমাগত জল উঠিতেছে এবং পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী ক্ষেত্র সমস্ত জলসিক্ত হইতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য যাহাতে কূপের জলের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় না, এ সকল ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

২। এখানে শ্রীষ্মের এই কয়েক মাস প্রতি পূর্ণিমায়ে আটক সহর বহু সংখ্যক নরনারী স্নান ও জলক্রীড়া করিতে সমাগত হয়, সমস্ত দিন নদের উপকূলে অবস্থান করে, সন্তরণ গীত, আমোদ বিহার প্রভৃতি আমোদে অতিবাহিত করে। এদেশের লোককে বিশেষ আমোদপ্রিয় বোধ হয়। পিতা পুত্র ও ভ্রাতার ভ্রাতার একত্র বসিয়া বেশ্যার গান শ্রবণ ও তাহাদের সহিত হাস্য কাতাকাতি করে ইহাতে দোষ বা লজ্জা বোধ করে না। ভঁহারা অবাক হইলাম, মধ্যে এক দিন এখানকার বৃদ্ধি ভোলী একটী নবাব আতা, পুত্র জামাতা ভাগিনের প্রভৃতিকে লইয়া এবং সঙ্গে প্রায় সত্তর বেশ্যাকে লইয়া জলক্রীড়া করিয়াছেন। সুরাপান করিয়া উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া যে কিরূপ পাশবভাবের পরিচয় তাহা পাঠক ভাবিয়া দেখুন, অথচ এখানকার লোকে ইহা সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ বলে।

৩। পঞ্জাবিদের যে অনেকটী নৃশংস প্রকৃতি আছে, তাহাতে তাহারা বিবাহেই প্রায় প্রাধান্য অধিক আশা করে, অনেক বিবাহিত অধিক শুভলক্ষণ ১০ বৎসরের বালকের পরিণয় সম্পূর্ণরূপ বর্ষীয়সী কামিনীর সহিত হইয়া থাকে। ১২ বর্ষ বালকের সহিত ৩০ বর্ষীয়া নায়িকার, ১৫ বর্ষ বালকের সহিত ৪০ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ প্রায় হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক কঠিন স্ত্রীলোকের চরিত্র কিরূপে বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, এই কারণে অনেকের সহিত পুত্রবধূর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ প্রায় শুনা যায়। অনুকূলের মুলতান ও এখানে এরূপ ব্যভিচার প্রসিদ্ধ যে কখন বালক, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ বুঝিতে পারে যাই তখন তাহার সন্তান হয় !!!

৪। কয়েক দিন হইল, এখানে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। একজন সিপাহী বন্দুকে গুলি ও বারুদ পুরিয়া ঘরের এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ভিক্রমে বন্দুকের ঘোড়াটী কোনরূপে হাথে লাগে, তাহার স্ত্রী কার্য্যান্তরে যেমন বন্দুকের নিকট যাইল তাহার মস্তক লাগিয়া বন্দুকের ঘোড়া ছুটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হইল। এরূপ মৃত্যু নিতান্ত শোচনীয়।

৫। সম্প্রতি সর্দ্দি গর্দ্দি হইয়া একজন সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে এ অঞ্চলে শ্রীষ্ম কালে সর্দ্দিগর্দ্দিতে প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। গত ১ ই জুলাই সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ে বিভাগের ডেপুটি কণ্ট্রোলার মুলতানে সর্দ্দিগর্দ্দিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। এই ডেপুটি কণ্ট্রোলার ইত সাহেবটী বড় ভদ্র লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ [illegible]

৬। অদ্য এক দিন রবিবারের ছুটির খেলার [illegible] করিতে করিতে [illegible] হইয়া [illegible] পতিত হইয়াছেন। [illegible]

মৃত্যু কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, তথাপি মোহান্ধ মনুষ্য আপনাকে অমর মনে করে।

৭। আটক নদের উপরে তরণী সেতুর বন্দোবস্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য প্রায় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু তরণীসেতু ত কেবল শীতকালের জন্য, বার মাস ত থাকে না, এ সময় নদী যেরূপ বিক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হয় তাহাতে পার পারে উত্তীর্ণ হওয়া আর প্রাণ হাতে করে যাওয়া সমান।

৮। কোয়গর নিবাসী বাবু যাদবচন্দ্র দেব রাওলপিণ্ডিতে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন এবং এত দিনে এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইতেন, দুই তিন বৎসর হইল সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তৎকালে পঞ্জাবের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি কর্ণেল ম্যাকলেয়ান ছুটী লইয়া বিলাতে ছিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে যাদব বাবু আবেদন করেন। যখন দেখিলেন যাদব বাবুর তাদৃশ দোষ ছিল না, তখন গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার নিকট সুপারিস করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদ দিলেন না, ১০০ শত টাকা বেতনে ওভারসিয়ার করিয়া অত্রত্য এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মচ্যুত হইয়া কষ্ট হওয়াতে, আর বাঙ্গালীর চাকুরী বই গতি না থাকাতে এত কষ্ট করিয়া এই বিদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাদব বাবু যেরূপ ভদ্র ও উপযুক্ত লোক এবং যখন কোন গুরুতর অপরাধে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়, কোন সাহেব হইলে কখনই এরূপ বিচার হইত না।

৯। এই সময়ে অত্রস্থ লোক কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যায়, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র শস্যাদি বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য। শীতকালের প্রারম্ভে উর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্র বেওয়া প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসে। শুনিলাম, কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু আছে, কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া কেহ হিন্দু বলিয়া বুঝিতে পারে না। লাহোর অমৃতসর মুলতান বিশেষতঃ এস্থানের হিন্দুগণ পলাণ্ডু কুক্কুট মাংস কোন কোন সম্প্রদায় শূকরের মাংস পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে, কেবল গোমাংসটা সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ দেখা গেল। বাস্তবিক বঙ্গদেশস্থ হিন্দুদিগের যে সকল কঠিন নিয়ম ও শাসন দেখা যায়, উক্ত পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি কোন স্থানের হিন্দুদিগের এরূপ একতর শাসন নাই। তথায় এক হিন্দুনাম ধরিয়া হিন্দুরা মুসলমানের সহিত তামাকুর ধূমপান করেন এখানে তাহাতে কোন হাঙ্গি নাই অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল এ সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিব।

১০। ইংরাজী শিরোনামা না দিয়া এ সকল অঞ্চলে বাঙ্গালা শিরনামা দিয়া পত্র পাঠাইলে যে প্রায় দোলযোগ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। কএকদিন হইল "চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী টাকীর ডাকঘরে পৌঁছে" এই ঠিকানায় এক পত্র আমার নিকট আসিল, পত্রখানি কাশী হইতে প্রেরিত, এক ব্যক্তি টি, এ, ইউ, কে, ওয়াই এই রূপ ইংরাজী অক্ষরে টাকী লিখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী ইউ কখন কখন এল্ বলিয়াও বোধ হয়। যাহা হউক, উহা টাকী না বুঝিয়া টাঁকী বা টাঁক বুঝিয়া এই নগরের নিকটবর্ত্তী টাঁকে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সীমার কোন ডাকঘরে অনুসন্ধান না হইয়া ডেড্ লেটার আফিসে পত্র খানি প্রেরিত হইতেছিল দৈবাৎ আমার হাতে পড়াতে আমি পরিষ্কার করিয়া দিলাম। মনে করুন কোথায় টাকী আর কোথায় টাঁক। অতএব উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আত্মীয় স্বজনকে যাঁহারা পত্র লিখিবেন তাঁহারা যেন কাহারও নিকট হইতে ইংরাজী ঠিকানা লিখিয়া পাঠান নতুবা অনর্থক কষ্ট ও কার্য্যের ক্ষতি হয়, উক্ত পত্র বিলাতি হইলে বলিয়া এত ঘুরিয়াছে দেশ হইলে ঘুরিত না ফেলিয়া দিত।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস মহোদয়ের নিকট আমাদের একটী নিবেদন।

সে দিন আমাদিগের নিকট একটী সুযোগ্য যুবক এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন, যে হাইকোর্টের নিয়ম আছে যে ফল (রেজল্ট) ও গুণ দেখিয়া প্রমোশন বা কার্য্য দেওয়া হইবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করা হয়। বাস্তবিক আমরা দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষও করিয়াছি যে এক ব্যক্তি এনট্রান্স পাশ করিয়া কমিটীতে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক মাস ওকালতী করিয়াই যুবক হইলেন, অথচ এল এল, বি এল, দাড়ী বহুদর্শী সুপারিণক উকীলের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যুবক সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই সুবরডিনেট জজ হইলেন, কিন্তু ৫। ৬ বৎসরের কার্য্য কুশল বিচক্ষণ প্রথম শ্রেণীর যুবককে উক্ত পদ দেওয়া হইল না। পাঠকবর্গ এটী যে কেবল বাঙ্গালী বিচারকগণের ভাগ্যে ঘটে এরূপ নহে, ইউরোপীয় বিচারপতিগণও ইহা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন নাই। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর জুনিয়র জজ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কিন্তু সিনিয়র অথচ উক্ত প্রথম শ্রেণীর পদে ২। ৩ বৎসর অফিসিয়েটিং থাকার মুচ্‌করূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতি দুর্বিবেচনা করা হইল না। এতদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা হইল এমত নহে, যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া প্রজাগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইল না। যাহা হউক, যুবক সুবরডিনেট জজ প্রভৃতি পদের যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন করা অতি গুরুতর কার্য্য। ডষ্টিশ জাতিগণ মহোদয়ের হস্তে এই কার্য্যের ভার আছে। ভ্রম মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তিনিও এই ভ্রমরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে মুক্ত নহেন। আমরা দেখিতেছি তাঁহার ভ্রম ও বিবেচনার দোষে দুই একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। এটী

সম্পাদনা দুঃখের বিষয় নহে। অতি পূর্ব্বে জর্জ্জ এক্‌র্ড্‌ এই এক প্রথা ছিল যে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার ন্যায় যুগোক যুবরাজের জজ প্রভৃতির পদাকাঙ্ক্ষিগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে প্রতিপক্ষের উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাতে অনেকটা কাজও হইত, প্রার্থীগণও সন্তুষ্ট হইত, কর্ত্তা পক্ষে মধ্যে মধ্যে নির্ব্বাচন কর্ত্তার পরীক্ষা লইবারও প্রয়োজন হইত না। উপসংহারকালে আমরা প্রধান টীক জষ্টিস কোর্ট মহোদয়ের নিকট বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে হয় যুগোক যুবরাজের জজ প্রভৃতির পদ নির্ব্বাচন বিভাগে দুইজন জজ (জষ্টিস আকশন এবং বিল, কিংবা জষ্টিস আকশন এবং কিরার) নিযুক্ত হউন, নয় পূর্ব্ব প্রথাই অবলম্বিত হউক। জগৎ-বিখ্যাত মেপোলিয়ন বোনপার্টির উপদেশ এই যে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের সৃষ্টি করিতে হইলে নূতনটী যদি পুরাতন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তবে নূতনের সৃষ্টি করিবে, আর যদি ৭ জনটী উৎকৃষ্ট না হয় তবে পুরাতন ভাল।

১৪ ই শ্রাবণ, ১২৮০ সাল।

কস্যচিৎ হলধরিয়া মোতলাই সিদ্ধ সিনঃ

নবদর্শন।

(সচিত্র পত্র ও সমালোচন।)

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

(১ ম খণ্ড, ৪ র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৮০)

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে যখন "নবদর্শন" সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন আমরা ইহার অভিনয় দর্শন করিতে লিপ্সায়ুক্ত হইয়াছিলাম। প্রথম বারের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা তৃপ্তি-মুখ অনুভব করিতে পারি নাই। সে সময়ে অনেকগুলি অন্তরায় আমাদিগের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার নবদর্শন উত্তোলন সময়ে এগুলির অপনোদন হইবে। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে আশা ফলবতী হইল না। সেকল কেবলমাত্র হলধরিয়া-দিগের আশা করা হইয়াছিল। লেখক যদি বিদ্যু-দিগের বাহ্যাভিনয়, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুখ-বন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় হইত। বাবুদের বাটী প্রবেশকালীন হলধরিয়া বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে না। আমরা তাঁহার এই চেষ্টায় প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তিনি কোন কোন বিষয়ে কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার নির্দ্দেশ করেন তাহা হইতে বোধ হয় বিষয়ের সংগ্রহ করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি প্রস্তাবের মূল বিষয়ের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েন, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

"জাতিভেদ" প্রস্তাবটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ইহাতে লেখকের কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু লেখক, প্রস্তাবে যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা তাহার সকলই করিতে পারেন নাই; যাহা হউক, এ দোষ সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য প্রস্তাব অপেক্ষা জাতিভেদের প্রশংসা করিতেছি।

"চন্দ্রশেখর" ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীমুখ হইতে এটী বিনির্গত হইতেছে। প্রস্তাবিত সংখ্যক নবদর্শনে উহার "শৈবলিনী", "প্রতাপ", "দলনীবেগম" ও "নবাব কটক" নামে তিনটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত "বিষবৃক্ষের" প্রারম্ভেই যেরূপ মুক্তাবয়বস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ [illegible] সেরূপ করা হয় নাই। [illegible] কথা স্মরণ করিলে যে [illegible] উদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার সাক্ষ্য [illegible] করিতেছে। [illegible] বাঙ্গালা [illegible] হইবে।

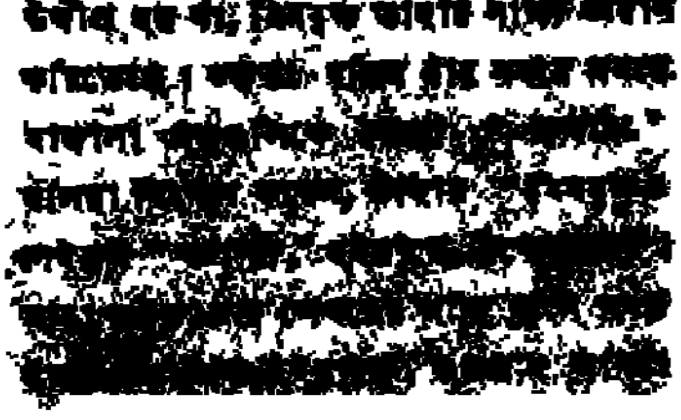

অবতারিকা উত্তোলিত হইতে লাগিল, প্রতি মাসে বহু সংখ্যক ব্যক্তি দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আমরা সেই ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের অভিনয় দেখিয়া যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিছুতেই তাহা তিরোহিত হইল না। মধ্যে দুই একটী অভিনয় আমাদিগের কিছু হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণে বিবেচনা করিলে তাহাই বলিতে হয়, যে বঙ্গদর্শনের কোনও অভিনয় মনীষা সাহিত্য রসের উৎকর্ষসাধক হয় নাই।

সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের "বঙ্গদর্শন" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও সুখিত হইতে পারিলাম না। এবারকার "বঙ্গ-দর্শনে" যে সমুদয় দোষ দৃষ্ট হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে ১। জন ইুয়ার্ট মিল। ২। হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়। ৩। জাতিভেদ। ৪। চন্দ্রশেখর। ৫। খণ্ড প্রলয় ৬। গর্ভস্থ। ৭। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এই কয়টী বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়গুলির কোন কোন-টীতে অতি যাষ্টি কোন কোনটীতে বা অল্পাংশে দোষ দৃষ্ট হইল। "জন ইুয়ার্ট মিল" প্রস্তাবটী "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া, সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক, উপসংহার সময়ে জীবন চরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মে না। এরূপ অব্যাপ্তি নিতান্ত দোষাবহ সন্দেহ নাই। "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" প্রস্তাবে কতক গুলি সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধার করা হইয়াছে মাত্র। সাময়িক পত্রিকায় এরূপ "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" শোভা পায় না। রামদাস বাবু, 'হিন্দু-দিগের নাট্যাভিনয়" লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের কি উপকার সাধন করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহার প্রস্তাবে কিছুই মূতন দৃষ্ট হইল না। [illegible] সমাজে [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] এক্ষণে [illegible] বিষয়ের [illegible] যাত্রা [illegible] সংক্ষেপে [illegible] হইত। [illegible] বাবুদের [illegible] সুখ্যাতি [illegible] সমাজে [illegible] হইয়া [illegible] বিষয়ের [illegible] সংগ্রহ [illegible] বিষয়ের [illegible] সমর্থ [illegible] প্রয়াস [illegible]।

ইহার গ্রন্থন-চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার বৈদর্ভিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই বৈদর্ভিনী-চরিত্র আমাদিগের একান্ত কতিপয়কার অন্যায়িয়া দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যেরূপ অসম্ভব ভাবে বৈদর্ভিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভব ভাব দুরস্থা বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটী বঙ্কিম বাবুর অসম্ভবয়তা ; উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।

" চন্দ্রশেখরে " বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছু হইয়াছেন। এতদ্বিষয়েই লরেন্স ফষ্টরের ইংরেজী কথায় " ছড়াছড়ি " হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু, উড়িয়া ভাষার অভিজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ লীলাবতীতে রঘুরাকে প্রবেশিত করিয়া যেরূপ উপহসিত হইয়াছেন, বঙ্কিম বাবুও ফষ্টরের ইংরেজী কথায় ছড়া বান্ধিয়া সেইরূপ উপহাস ভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। " লরেন্স ফষ্টর " ইংরেজ। তাহার মুখ হইতে বাঙ্গালা কথা বহির্গত হইলে যদি পাত্রা নৌচিত্য দোষ ঘটে, এই ভয়ে কি লেখক ইংরেজীর অবতারণা করিয়াছেন ? তাঁহার অন্তঃকরণে যদি এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে দুর্গেশনন্দিনীতে " জগৎ সিংহ " ওস্মান খাঁ প্রভৃতির মুখ হইতে তাঁহাদিগের দেশীয় ভাষা বহির্গত হইল না কেন ? " কপাল কুণ্ডলাতে " দিল্লীশ্বরের মুখ হইতেই বা পারস্য ভাষা নির্গত হইলনা কেন ? কপাল কুণ্ডলাতে এক সময়ে কাপালিকের মুখ হইতে " অম্বু " " মাষমুদ্গর " প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বহির্গত হইল, পরক্ষণেই আবার সমাসবহুল বাঙ্গালার অভিনয় আরম্ভ হইল, এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার কেন ; এটী কি সাময়িকতার অনুমোদিত ? কলে সাধারণে এইরূপ বিশ্বাস করিবেন রাজপুত ভাষা প্রভৃতিতে বঙ্কিম বাবুর অধিকার নাই, এতদ্বিষয়ক তিনি জগৎ সিংহ প্রভৃতিকে বাঙ্গালী ভাষাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা, লেখকের প্রধান উপায়ান্তর-ভূত। ইংরেজী অনুশীলনেই ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভাষা গ্রন্থকারের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছে। এই ইংরেজীর কোনরূপ অমর্য্যাদা করিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। এতদ্বিষয়ক লেখক লরেন্স ফষ্টরকে রঙ্গভূমিতে আনিয়াই ইংরেজীর উপসংহার পূর্ব্বক বলিয়াছেন " আইকম এণ্ডেইন কেয়ার লেডী " এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসে কি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গুণ সমূহ অপহৃত হয় না ?

কেবল যে " চন্দ্রশেখরেই " ইংরেজীর " ছড়াছড়ি " হইয়াছে, এরূপ নয়। ইংরেজী বঙ্গদর্শনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বহু সংখ্যা প্রস্তাবেই ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভঙ্গী দেখিতে পাইবে। যত্র তত্র বাঙ্গালা কথা খুঁজিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয় বলিয়া ইংরেজী কথাগুলিই বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করা হয়। এটী বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালা ভাষাকে " বেওয়ারিস " পাইয়া সকলে ইহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কি লোকপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুও ইহাকে কিরিঙ্গী ভাষাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। বঙ্গদর্শনের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে:— " এখন আন্‌সোলিউটিউ " বলিয়া তাঁহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়। " অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে:— " অর্থ শাস্ত্র " ল অব্ সপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড " নামক বিষয় কেবল পণ্য দ্রব্যের প্রতিই বর্ত্তে এমত নহে। " পাঠকগণ ! বঙ্গদর্শন লেখকদিগের বাঙ্গালা ভাষা নৈপুণ্য দর্শন করুন। আপনারা ইদানীন্তন অন্য সম্প্রদায়কেই (ইহাঁরা বাঙ্গালা কথায় ইংরেজী ব্যবহার করেন বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকদিগের লিখন ভঙ্গী দর্শনে বুঝিতে পারিবেন, বড় লোকের মধ্যেও এরোগ আছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কথা যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন করিলে কি বীর শূন্যহৃদয়তা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না ? যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া ইংরেজীর শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা কি সুলেখক পদ বাচ্য ? তাঁহাদিগকে ইংরেজীর কৃতদাস বলিলেও অসঙ্গত হয় না সত্যকথা বলিতে কি, " বঙ্গদর্শন " বঙ্গভাষার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গভাষার অঙ্গ বৈকল্য সাধন করেন, ভবিষ্যবংশীয়গণ তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।

" অশ্রুমতী " পদ্যময়। এরূপ অসম্বদ্ধ পদ্য ইতি পূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইহার ছন্দ যেরূপ শ্রুতি কটু বর্ণনাও সেইরূপ ইতর ভাবাপন্ন।

বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য !!! " গর্দ্দভ ভোত্রটী " তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দ্দভবুদ্ধি যখন যাঁহার যাঁহাতে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দ্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দ্দভের স্তুতি গান করিয়াছেন। বিভীষিকীর্ষু ব্যক্তির মনোরঞ্জন করা কৃতঘ্নের কার্য্য। গর্দ্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ তব না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হয়। পরিহাস দূরে থাকুক, বঙ্গদর্শন যাহাদিগকে গর্দ্দভ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহারাও তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গদর্শনের লেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করা যায় না বলিয়াই হইয়াছে। বঙ্গদর্শন, স্তোত্রের একস্থলে বলিয়াছেন:— " তুমি কখন ঘাস খাও কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থ কর্ত্তার মাথা খাও, হে গোদেশ ! তোমার কীর্ত্তি অর্ব্বাচীনকে বলিয়া যাও। " বলা বাহুল্য, ইহাতে বঙ্গদর্শনের গর্দ্দভ বুদ্ধিই পরিস্ফুট হইতেছে। " এই গ্রন্থের " সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় " বঙ্গদর্শনের সম্পা

আর কেহ আগ্রহসহকারে গ্রন্থকারদিগের "যুগু ভক্ষণ" করেন কি না সন্দেহ।

বঙ্গদর্শনের লিখন প্রণালী যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অনুগত নহে, আমরা অনেকবার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রস্তাবিত সংখ্যক বঙ্গদর্শনেও অনেক কদর্য বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরের" "ঈশ্বরলিপী" পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকটী পাঠ করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুমিত হইবে। আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি:—

"পরন্তু বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করিলে বল্লালসেন ও লেবীবর ঘটকের কীর্ত্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিয়ম এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।"

এরূপ অবিশুদ্ধ বাঙ্গালা উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নয়। আজিও যদি ৺ রামমোহন রায়ের সময়কালীন বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূর পরাহত। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

উপসংহার সময়ে কথা এই—"বঙ্গদর্শন" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় "নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকে।" উঁহার মতে বঙ্গভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ই গণ্যার্হ। কোন গ্রন্থকারকে রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ভয় দেখান, কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ অকর্ণণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ উৎকট্যের পরিচয় দেওয়া বঁর অসাধিত কার্য্য নহে। বঙ্গদর্শন কেবল পরের দোষ খুঁজিয়াই বেড়ান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অপার্থ উপন্যাসের পাঠকদিগের বিরক্তিই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটী উপন্যাস শেষ হইতে না হইতে আর একটীর জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাতেই আমরা দিগের মনে যথার্থ প্রতীত হইবে। অন্যথা বঙ্গদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের [illegible]

নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া কেবল পরের দোষগ্রাহী হয়, সাধারণগণ, তাহাদিগকে "অপদার্থ" ব্যক্তিদিগের মধ্যে অভিহিত করেন না। সম্পাদক যেন অন্যান্য সাবধান হইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৫ এ জুলাই।

স্থানের নাম — ক্রোশ — ফীট

মোহানার জয়রামপুরের ঘাটে ১১ ৪
তথা হইতে গড়িয়ার উপর উত্তরার যোহানায় ১২ মাইলের মধ্যে ১১
তথা হইতে অলিপুর ৭৪ মাইলের মধ্যে ১১
অলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে ১২
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে ১৪

সন ১৮৭৩ সালের ১৮ এ জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট — ইঞ্চ
২০ — ৭১

বহরমপুর ২৮ এ জুলাই ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি ডিউটির ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিসার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা ক্রতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা হেমন্ত নারায়ণ রায় পুটিয়া
শ্রীযুক্ত বাবু নারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাহাদা
" " রবীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধাবড়া
" " রামরাজাতলাবর্ত্তী মাগরাজার
" " রাজেন্দ্রনাথ [illegible] চন্দ্রা

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২৮০ টাকা, বাণ্মাসিক ১৪০ টাকা, ষান্মাসিক ৭০ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৫ টাকা। মূল্য পাঠাইবার সময় ১০, ৫, ২॥০ টাকার নোটের মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট, ইহার অন্যতম পাঠাইবার সুবিধা থাকিলে যিনি যেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য বিশেষরূপে অগ্রিম পূর্ব্বে প্রকাশ প্রেরণ আরম্ভ হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিস্তাইয়া লওয়া যাইবে না।

অবিক্রীত রিসি, সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইলে, তাহা সত্বর রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও আগমনীর নাম সমেতাবয়ব লিখিয়া, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেওয়া যায়।

যাঁহাদিগের মূল্যের মূল্য ফুরাইবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সম্পাদক পূর্ব্বে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিবেন। মূল্য অতীত হইয়াও একখানি কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর গ্রাহকশ্রেণী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

[illegible] সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নে কতিপয় নিয়ম লিখিত হইল।

[illegible] বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদিগের [illegible] করা যাইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবেন। [illegible] বিজ্ঞাপন [illegible]

রেজষ্টার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

৩৯ সংখ্যা।

" ঈশ কেনা প্রক্ষালোচনায় প্যাশ্যব' ক্ষন্তব্যনী মুনিমন্তনী ন ষীযসা।"

অগ্রিম বাষ্পাসিক ৫। টাকা | ... ১২৮০। ২৮ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ১১ ই আগষ্ট। | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাষ্পাসিক ৫।০ টাকা।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহিবিদ্রোহের পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত ও অতন্ত্র কার্য্য কর্ম্ম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, ভরসা করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার, দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অল্প বিস্তর সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা দাবলা মকদ্দমার ভার গ্রহণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন কিছু রক্ষা করা এবং টাকা দেনা পাওনার কারবার প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক এবং প্রতিনিধির দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুত আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দর তাহা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয় যাহার মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয় তদবধি গুপ্ত যন্ত্র মিরজাফরলেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস গুপ্তযন্ত্র ২৪ নং মিরজাফরলেন ১ লা আগষ্ট ১৮৭৩।

শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ

দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত কলিকাতাস্থিত বাটীসকল আদিয় মাল মশলা, যাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে সন ১৮৭০ সালের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের বিধানমতে ক্রয় করা হইয়াছে, বিক্রয় করা যাইবেক। প্রার্থনেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবেন।

রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	৫ নং বাটী	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪৩ নং বাটী	সমস্ত
কালীপ্রসাদ দত্তের	ষ্ট্রীট	৫৭ নং বাটী	সমস্ত
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	৯ নং বাটী	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১০।১১ নং বাটীর	ঐ
ঐ	ঐ	১২ নং বাটী	ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	১৯ নং বাটীর	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	৪০ নং বাটী	ঐ
রাজা কালীকৃষ্ণের	লেন	১ নং বাটী	সমস্ত
ঐ	ঐ	২ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	৩ নং বাটীর	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১১ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	১৮ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	১৯ নং বাটী	সমস্ত

মিঃ ডবিউ, এচ, ভারণার এণ্ডোএর
সিভিল সার্ভেণ্ট

কলিকাতা সহর ও রাজা কালীকৃষ্ণের লেনে ৯ নং বাটীতে

সন ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে কলিকাতা টাউনের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক কালেক্টরসাহেব

এরিক্‌শন্, কর্ণিটশন এবং ডুইট
পারি ও লাইন এবং ডাক্তার কেরার
ক্লিনিক্যাল লেকচার্স অবলম্বনে রচিত
হইয়াছে, পুণরায়তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি
মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (অস্ত্রচি-
কিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা,
মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাশুল ও প্যাকিং
চার্জ্জ ৸০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের
লিখিত ঠিকানায় ডাকমাশুল সহিত টাকা
পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকাশীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
১ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
২ লোয়ার সার্কিশ এণ্ড কোং অথবা
৩ বালিগঞ্জ ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

পূর্ব্ববাঙ্গল রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি উঁহাদিগের চিত্তপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার ষ্টামিনলে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাড়ির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস্ আফিস কলিকাতা ষ্টেরিডেন্স
কলিকাতা ষ্টার্লিনস
২৩ এ জুলাই ১৮৭৩। এজেন্ট।

—০০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গালা অতি পোক্ত এবং সুন্দর। ১৮ চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গর্ভিণীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বন্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।৵০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে যে যে নিয়ম রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করা যাইতে পারে আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এই গুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন যাবতীয় রোগের ঔষধ, পথ্য, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তরূপে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিসি মেডিকাল ডর্পাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।৵০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়।

—০০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

চোঙ্গ বসা প্রস্তর নির্ম্মিত সন্ধ্যার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত লাইকম জলপাত্র ও বেঞ্চ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কণার ক্লিফ।

কাদার চে।

স্নানীয় মর্জ্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত দ্রব্য সকল পাইপ, টাইল এবং কাদার ক্লিফ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } রাণীগঞ্জ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের ছাত্র বন্ধু ডাক্তার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ঔষধালয় পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাকে মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১৵ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে দুইখণ্ড ১৮৵ ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ পাঁচ উত্তম-রূপে সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫৲০ ডাকমাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ৸, ডাক মাসুল ।০ আনা। উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা দেড় টাকা ডাক মাসুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যাবেন।

ডাক্তার কুমুদনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত আশুচিকিৎসা মূল্য ৸, ডাক ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

আলবার্ট বিল্ডিং ৩৯ নং বহুবাজার কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ শ্রাবণ ইংরাজী।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রণালী।

পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষার পর্য্যবেক্ষণের ভার যে সকল ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা বিদ্যালয়ের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যে সকল রিপোর্ট করিতেন, তাহাতে প্রায় সকল বিদ্যালয়ের অবস্থাই সন্তোষজনক বলিয়া লিখিত হইত। ফলতঃ ঐ সকল রিপোর্ট পাঠ করিয়া বোধ হইত, বঙ্গদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেরূপ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি হইতেছে, বিদ্যালয়ের উন্নতিও সেইরূপ দ্রুতবেগে হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছাত্রদিগের মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। [illegible]

পের সম্ভাবনা আছে। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয়ের দায়ী হইলে সুতরাং তাঁহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

প্রস্তাব কিছু মন্দ নয়। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভূত, তাঁহারা যদি মহানুভব লোকহিতৈষী কার্য্যদক্ষ হইতেন, উহা বিলক্ষণ ফলোপধায়ী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে এ প্রণালী ইংলণ্ডের না হইয়া অণিটের অন্তর্ভূত হইল। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমণ্ট শীর্ষস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রস্তাবকর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে আয় ব্যয়ের দায়ী করিলে তাঁহারা আপন আপন অপব্যয় নিবারণ বিষয়ে যত্ন করিবেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া নূতন নূতন প্রাদেশিক করের সৃষ্টি করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা বিধান চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপব্যয় যেমন তেমন রহিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমণ্টের শিরঃস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা নূতন নূতন করের উদ্ভাবন বিষয়ে আপনা দিগের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। নূতন নূতন করের সৃষ্টিমূলক অত্যাচার হইতে লাগিল। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইল। লাভ নর্থব্রুক গবর্ণর জেনরল পদে অধিষ্ঠিত না হইলে ক্রমিক নূতন কর ক্রমিক তন্মূলক অত্যাচার ক্রমিক তন্মূলক অসন্তোষ বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যে অভীষ্ট ফলপর্য্যায়িনী হয় নাই, মহাসভার যে সকল সভ্য তা ভারতের হিতৈষী, তাহা তাঁহাদিগেরও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সেদিন মহাসভায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত করা হইলে কমেট সাহেব স্পষ্টাক্ষরেই প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্ট সকল পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একান্ত পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতেন এখনও সেইরূপ করেন। প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যেরূপ ফল প্রসব করিল, তাহাতে কেবল কমেট সাহেবের কেন ভারতবর্ষের হিতৈষি মাত্রের এই ইচ্ছা হইয়াছে যে উহা অবিলম্বে উঠিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির প্রধান পুরুষেরা প্রজার হিতসাধন বিষয়ে যত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুন না পারুন নূতন নূতন কর করিয়া প্রজার বিরাগ উৎপাদন বিষয়ে বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আর কিছুদিন তাঁহারা স্বাধীনভাবে কর সৃষ্টি করিতে পান, প্রজার হৃদয়ে যে বিরাগরূপ বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে তাহা নির্ব্বাণ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক দিন লাগিবে সন্দেহ নাই।

—•—

✓ ভারতবর্ষে নূতন করের প্রয়োজন আছে কি না?

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মহাসভায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণনকালে বলেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম টাক্স পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় আছে। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ, এই নিমিত্ত দশ বৎসরের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণ বিষয়টী যেরূপ সংশয় পূর্ণ তাহাতে অন্যূন দশ দিনের কথা বলিতে সাহস হয় না। অদ্যতা গবর্ণমেণ্ট কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, কোন গবর্ণমেণ্ট এরূপ করেন না, করিতে সাহসীও হন না। এ বিষয়ে ইহাঁদিগের "ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে।" ইচ্ছা করিলেন বৎসরের মধ্যেই ইনকম টাক্স বৃদ্ধি করিলেন। রাজস্ব বিষয়টী এমনি জটিল করিয়া রাখিয়াছেন যে অন্যের ইহাতে প্রবেশ করিবার যো নাই। রাজপুরুষদিগের "মুখেই আমাদিগের কাল খাওয়া।" একজন রাজস্ব মন্ত্রী কহিলেন অর্থের অনটন হইয়াছে ইনকম টাক্স না হইলে কোনক্রমে চলে না, গবর্ণমেণ্ট সেই মতে মত দিলেন, ইনকম টাক্স হইয়া গেল। প্রজারা চীৎকার করিল, তাহা অরণ্য রোদন তুল্য হইল। তাহার পর আর একজন রাজস্ব মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, অর্থের অনটন নাই, ইনকম টাক্সের প্রয়োজন কি? টাক্স উঠিয়া গেল। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণ বিষয়টী যেরূপ অব্যবস্থিত অন্য কোন বিষয় এরূপ নয়। এ অংশে স্বয়ং রাজপুরুষদিগেরই অন্ধকারে লোষ্ট নিক্ষেপ করা হয় যাহা হউক, আতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদিগের এমন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়টী স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথবা যাবৎ ইহাঁদিগের এবিষয়ে ঐচ্ছিক ব্যবহার থাকিবে, তাবৎ স্থির করাই ভার। ভারতবর্ষীয় সভা এতৎ সম্বন্ধে একটী কমিটি নিয়োগের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের তাহা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে রাজস্ববিষয়ের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থার ক্রমে সংশোধন হইয়া আসিত।

এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা আবশ্যক। আমাদিগের মূল প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষে নূতন করের প্রয়োজন আছে কি না? যে সমস্ত অপব্যয় স্রোত মুক্তরোধ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে সেগুলি যদি রুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষে কোন কালেই নূতন করের প্রয়োজন হয় না। এক সৈনিক ব্যয় আয়ের প্রায় তৃতীয়াংশ উদরসাৎ করিতেছে। এক্ষণে ১৫৯৮০০০০ টাকা সেনাদলে ব্যয় হইয়া থাকে। মার্কেণ্ডেয় মুনি

নারায়ণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন ব্রহ্ম ওদর্শন করাইয়াছিলেন, তেমনি যদি আমাদিগের পাঠকগণের বোধবল থাকে, তাঁহারা ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও সেনাপতিগণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন এই স্বল্পোদর লোল কোটি টাকায় পনর কোটিরও অধিক উদরপূর্ণ হইতেছে। ইউরোপীয় সেনাদলের একবিধ উপনর্গ নয়। উহাদিগের ইংলণ্ড হইতে পাথেয় বায় ও পর্ব্বত বাস প্রভৃতি অনেক বায় আছে। উহার পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিলে অনেক বায় করিয়া যায়। এখন ৬২ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য আছে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ৩৫৫২২ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এখন যে কমাইয়া সেই ৪৫ হাজার করা হয়, অনেকগুলি টাকা দেওয়া কিংবা অবলীলাক্রমে স্বর্গারোহণ করে সন্দেহ নাই এখন শান্তির সময়, অতএব এখন ৪০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়। যদি বলক্রমে পরাধীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, সে শঙ্কা এখনও অনেক দূরবর্ত্তিনী, তত্রাচ ভারতবর্ষের রক্ষে বহুসংখ্যক অনাবশ্যক ইউরোপীয় সৈন্যের ব্যয় ভার নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে বিপন্নপ্রায় করা উচিত নয়। সীমান্ত মিত্র রাজ্য গণের সহিত দৃঢ়তররূপে সৈন্যীয়মান ও উহাদিগের সাধারণ স্থানেই অস্ত্রিবারণের সুবিহিত পথ।

—•—

অনুরূপ জাতীয় সংখ্যা বৃদ্ধি।

এদেশীয়েরা ক্রমে আপনাদিগের বিষয় আপনারা মীমাংসা করিতে শিখিবেন এই উদ্দেশে লেপ্টনন্ট গবর্ণর প্রতি জিলাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের অতিরিক্ত বিচার করিবার জন্য কয়েক গুলি করিয়া অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। অধিকাংশ স্থলে উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হইতেই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ এই আপত্তি করিয়াছেন ইহাতে দরিদ্র ভারতবাসিদিগের বিশেষ আনুকূল্য হইবে না। অভিজাতের সহিত ভারতবাসিদের বিবাদ হইলে সুবিচারের সম্ভাবনা অল্প। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া একটী মরকুলার বাহির করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশিষ্ট ভারতবাসিগণকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা সেই মরকুলারটী অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অনেক বিভাগে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা গিয়াছে, তদনুসারে বিচার কার্য্যেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানের মাজিষ্ট্রেটেরা আপত্তি করিয়াছেন যে সকল মকদ্দমার বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্পৃক্ত থাকে সে সকল স্থলে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক অনেক স্থানে এইরূপ শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা এত অধিক পরিমাণের যে কেবল মাত্র এক শ্রেণীর মধ্য হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে অভিযোগের আশঙ্কা আছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিগকে যে প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং কার্য্যের যে প্রকার ব্যবস্থা করা গিয়াছে তদনুসারে তাহাদের অভিচার করিবার সুবিধা অল্পই ঘটে কিন্তু লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই আশঙ্কা করেন যে এদেশের সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা একেই ত মাজিষ্ট্রেটের নাম ও ক্ষমতাকে ভয় করে, তাহার উপর কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে সেই শঙ্কা বৃদ্ধি হইতে পারে। কেবল মাত্র এক শ্রেণী বিশেষের হস্তে বিচারের ভার থাকিলে যে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটে তাহা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতির উক্ত প্রণালী দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। যখন কোন শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত না থাকে তখনও মাজিষ্ট্রেটেরা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া তাঁহাদের অনায়াস বিচারে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। আয়র্লণ্ডে শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা অধিক হওয়াতে উচ্চশ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা সমধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের সকল স্থলেই আর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে বেতনভোগী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা প্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। অতএব লেপ্টনন্ট গবর্ণর ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া আর শ্রেণী বিশেষে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক নন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া যে উপকারের আশা করা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। অধিকাংশ স্থলে উচ্চ শ্রেণীর লোক তাহার [illegible]

* * * * * * * * *

[illegible] লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে অনেক দেশীয় ব্যক্তিকে [illegible] উপযুক্তলোক পাওয়া যাইতে পারে। [illegible]

টির সভ্য প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করা যাইবে। রায়তেরা যত দিন এই সকল বিষয়ে অংশগ্রাহী না হইতেছে তত দিন অভীষ্টসিদ্ধ হইতেছে না।"

এটী রায়তদিগের আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। এই সংকুলানটী পড়িয়া কে আর সন্দেহ করিবেন যে লেপ্টনন্ট গবর্ণর দরিদ্র প্রজাদের বিষয় চিন্তা করেন না। পাঠশালা, পাবনার ঘোষণাপত্র, এই সংকুলান এইরূপ কয়েকটী কার্য্য দ্বারা তিনি যে প্রজাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাহার পরিচয় হইতেছে, কিন্তু এস্থলে আমাদিগের একটী মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর রায়ত শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জানি রায়ত শব্দের অর্থ কৃষক। লেপ্টনন্ট গবর্ণরের যদি ঐ অর্থ অভিপ্রেত হয়, তাহাদিগের মধ্য হইতে এই সকল গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে এরূপ বোধ হয় না। বহু দিন হইতে শিক্ষার অভাবে তাহাদের অধিকাংশই এরূপ অজ্ঞ ও কিঞ্চিৎ জ্ঞানশূন্য যে তাহারা যে স্বাধীনভাবে আপন আপন শ্রেণীর মত অকাশ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ স্থলে বড় লোক দিগের মতেই মত দিয়া নীরব থাকিবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা দেশে তিনটী শ্রেণী আছে। এক জমীদার শ্রেণী, আর, কৃষক শ্রেণী। এই উভয় শ্রেণীর মধ্য স্থলে আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা যে সব জমীদারী নাই, তাহারা কৃষিকার্য্য ও করে না। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই স্বদার্য্য বিদ্যা শিক্ষাসম্পন্ন ও কলেজের লোক হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি ইহাদিগকেও রায়ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তিনি তাহা না করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাকে পরামর্শ দি, এই শ্রেণী হইতেই তিনি বহুল পরিমাণে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে কৃষক ও জমীদার উভয়পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। কারণ, ইহাঁরা উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী। ইহাদিগের কোন পক্ষেই পক্ষপাত নাই। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই শ্রেণী হইতেই যথার্থ উপযুক্ত লোক পাইবেন।

মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকার বিনিয়োগ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে মসিন ফণ্ডের টাকার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, অদ্য ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। মুসলমানেরা এত দিন অভিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম ক্রান্ত মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকা তাঁহাদের স্বশ্রেণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় না হইয়া অধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শানুসারে গবর্ণর জেনরল সে সমুদায় টাকা মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ ব্যয় করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ অন্য উপায়ও অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের আদেশানুসারে লেপ্টনন্ট গবর্ণর মহম্মদ মসিনের টাকা ও অন্যান্য যে কোন অর্থ আছে তাহা যে প্রকারে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহার একটী নিদর্শন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের হস্তে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ব্যয়োপযোগী যে টাকা আছে তাহা এই—১ম কলিকাতায় মাদ্রাসা ও তদধীন স্কুল সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের দান ৩৮,০০০ টাকা। ২য়, মহম্মদ মসিনের টাকার সুদ বার্ষিক ৫২০০ টাকা, সর্ব্ব সমেত ৯৩০০০ টাকা। ইহা ভিন্ন মহম্মদ মসিনের টাকার বার্ষিক সুদের মধ্য হইতে এত দিন ধরিয়া প্রায় ৯০০০০ সহস্র টাকা ট্রষ্টিদের হস্তে জমিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৯৩০০০ টাকা লেপ্টনন্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বার্ষিক ৭০০০ টাকা হুগলি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকিবার বাটীর খরচের জন্য থাকিবে। বার্ষিক ৩৫০০০ টাকা কলিকাতার মাদ্রাসার জন্য ব্যয় হইবে এবং এখন হইতে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে পূর্ব্বোক্ত মাদ্রাসার একজন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবেন। ৪৮৮০ টাকা ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে যে মাদ্রাসা খুলিবার কথা হইতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ থাকিবে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই তিন স্থানে যে যে কলেজ বিদ্যা হাই স্কুল আছে তাহার সহিত মুসলমানদিগের শিক্ষার উপযোগী বিশেষ বিশেষ শ্রেণী খুলিবার আদেশ করিয়াছেন। নূতন যে সকল মাদ্রাসা খোলা হইবে, তাহাতে ছাত্রদের বাসোপযোগী বাটী থাকিবে। ছাত্রদিগের পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে, কতকগুলি মুসলমান কর্ম্মচারি এবং বাড়ীতে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন ইংরাজীজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজনের হস্তে ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার থাকিবে। এই সকল থাকিবার বাটী সেই সেই কালেজ কিম্বা হাই স্কুলের নিকটে নির্ম্মিত হইবে। উপযুক্ত মুসলমান ছাত্রেরা সেই সেই স্কুলে পড়িবার জন্য মাদ্রাসা ফণ্ড হইতে তাহাদের

বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য পাইবে। ইহা ভিন্ন ২০০ হইতে ৫০ টাকা বেতনে এক একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। এই সকল বিষয়ে ৭০০০ করিয়া টাকা ব্যয় হইবে। কেবল ঢাকার মাদ্রাসায় ব্যয় কিছু অধিক ১০০০ টাকা থাকিবে। মাদ্রাসার ছাত্র। তাহাদের কলেজ কিম্বা স্কুলে ইংরাজী আইন, অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়িতে পাইবে। তাহাদের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মহম্মদ মহসিনের ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মাদ্রাসা এক একটী কমিটীর অধীন থাকিবে। ইউরোপীয় ও মুসলমানেরাই এই কমিটীর সভ্য হইবেন। মুসলমান সভ্যদিগের মতেরই অধিক সম্মান করা উচিত। এই সকল মাদ্রাসার বাটী নির্ম্মাণ করিবার ব্যয় পূর্ব্বোক্ত উদ্বৃত্ত ৯০০০০ টাকা হইতে দেওয়া হইবে। প্রতিবিভাগে বার্ষিক ৭,২০০ টাকা মজঃফরপুর ভাগলপুর পাবনা ফরিদপুর বারাসত মালদহ টিপারা নোয়াখালি এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের জেলা স্কুল সমূহে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে। ১ম ৩; ছাত্রদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য করা হইবে। ২য় ৩; পারসী ও আরবী শিক্ষকদিগের বেতনের কিছু কিছু সাহায্য করা হইবে। কোন মাদ্রাসার যে সে ছাত্র হুগলী কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ কিম্বা ঢাকা কলেজে পড়িতে ইচ্ছা করে তাহাদিগের বেতনের সাহায্য করিবার জন্য ৮০০০ টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট রে. ১১৮০০ টাকা থাকে লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর তাহা মুসলমান ছাত্রদিগকে বৃত্তিরূপে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে যে মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের যে সকল কলেজ কিম্বা স্কুল আছে তাহাতে ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগকে গ্রহণ করিতে কখনই আপত্তি ছিল না। তথাপি যে মুসলমানেরা সেরূপ সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, দুঃখিত পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন মনে করেন। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যখন অগ্রসর হইয়া উৎসাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তখন এদেশীয় মুসলমানদিগের এই সাহায্য শীঘ্র গ্রহণ করা উচিত। এই বন্দোবস্তে দেশের অপর কোন শ্রেণীর আপত্তি হইতে পারে না; কারণ ইহা দ্বারা মুসলমানদিগেরই বর্ত্ত মুসলমানদিগের জন্যই হইতেছে। রাজস্বের কোন অতিরিক্ত অংশ ব্যয় করা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী সাময়িক-আকৃতি তাহা নীতির অনুমোদিত হইয়াছে। অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট হইলে মুসলমানদিগের উপর দোষ বশ এ অনুগ্রহ করিতেন না।

প্রাপ্ত।

রুশিয়া ও ইংলণ্ড।

রুশিয়া ও খিবা পরাস্ত করিয়াছেন কিন্তু পরাস্ত করিয়া অন্য ধর্ম্ম জাতিদের ন্যায় নিজ ধর্ম্মগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং খিবার প্রতি যথেষ্ট সদয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের পর শত্রুর প্রতি এরূপ সদাচরণ অন্যান্য সভ্যের মধ্যে তাহাতে সম্ভবে না। খিবার সহিত এরূপ সদ্ভাব চিরস্থির থাকিবে কিনা সন্দেহ। "ইংলিশম্যান" বলেন যে, রুশিয়া অবশেষে খিবা উদরস্থ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসে প্রবল ও দুর্ব্বলের সদ্ব্যবহারের যে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় তদনুসারে বিচার করিলে বোধ হইবে "ইংলিশম্যান" পত্রের কথা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সেই রাজনীতি ক্রমশঃ অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ [illegible] করিয়া ইংলণ্ড [illegible] করিয়া বলিয়াছেন যাহা অনেকেই অসার ও নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, যার সভ্যতাকে ব্যাঘ্র করিতে আহ্বান করিয়া নির্দ্দোষ, আফ্রিকাদেশে উৎপন্ন করা, অসভ্য অধিবাসীদের অসম্পূর্ণক অধিকারচ্যুত করা, কিম্বা অপরে আসিয়ে মুসলমানের সাধে বাণিজ্য সুখসাধন করা যে ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কিম্বা অন্যায়ের উদ্দেশ্যে ছিল তাহা সকল জাতিই জানে বুঝিতে পারিতেছে। তাহাতে "ঘোর ঘোর রবে ঘোর" এই প্রবন্ধের কারণের অসভ্য মত করেই চলিয়া যাইতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন বর্ত্তমান আফ্রিকের কার্য্যের মধ্যে দেখা যাইতেছে। খিবা পরাস্ত করিয়া রুশিয়া যেরূপ ভাবাপন্ন আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন ইংলণ্ডেও কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ রিপুবিজয়ের সহিত এই রূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খিবার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় রুশিয়ানেরা যে অকারণ খিবা আক্রমণ করেন নাই এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে রুশিয়া বহু আসিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং খিবা তাহার পথরুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। ১৭ ২৭ খৃ অব্দে প্রবল পিটার খিবার নিকট এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। কারণ খিবাধিপতি [illegible] ও [illegible] বলিয়া [illegible] হইয়া [illegible] ছিল।

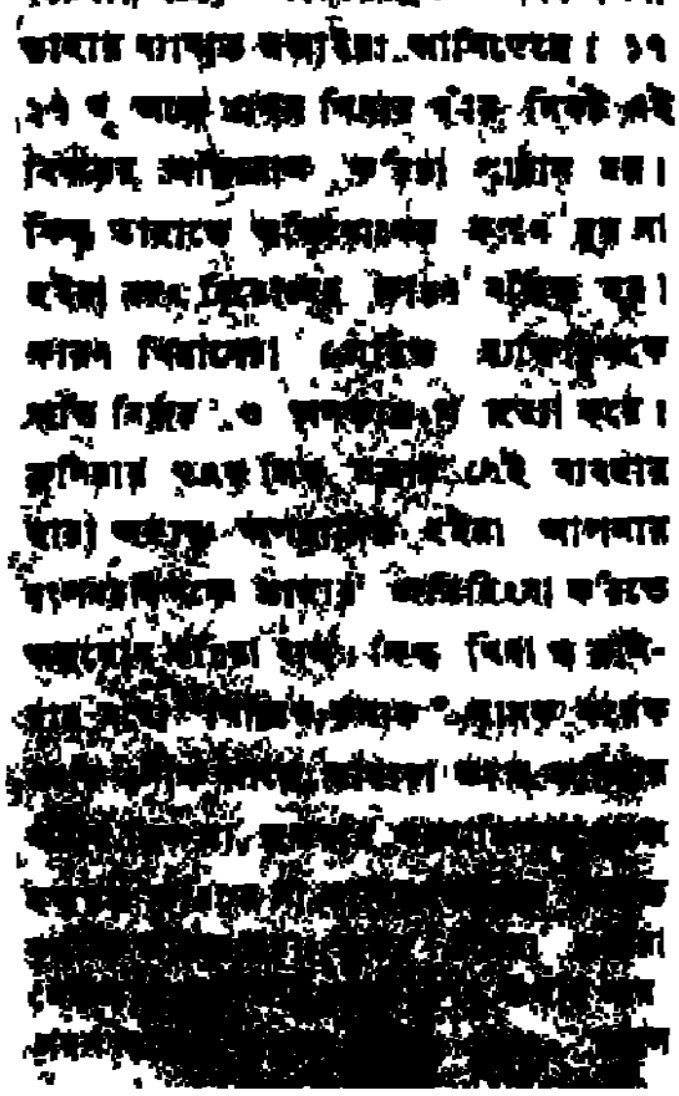

হইতে এই কল জাতি এক একটী করিয়া রুসিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং যে যাত্রা ও খিবার পথ মুক্ত হয়। খোখন্দরা প্রথম হই তিন বৎসর কথা শ্রবণ করে, কিন্তু খিবা কোন প্রকারেই বশ্যতা স্বীকার হইতে প্রস্তুত হয় নাই। খিবা বহু অসভ্য ও লুণ্ঠন ব্যবসায়ী জাতিদিগকে আশ্রয় দিত এবং সেই সকল জাতিরা প্রায় খিবা হইতে বাহির হইয়া রুসিয়ার বণিক দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত এবং কতিপয় দিগকে ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ১৭৩১ সালে কলেল ইবার্গ নামক একজন এলচী রুসিয়া হইতে খিবাতে প্রেরিত হন। এই সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা তাঁহার যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু খিবাধিপেরা তাঁহাকে খিবা পর্য্যন্ত যাইতে দেয় নাই এবং ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তদবধি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত খিবাকে দমন করিবার জন্য রুসিয়া কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন নাই রুসিয়ানেরা বলেন যে, কোন উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা ছিল না, কারণ খিবাধিপেরা তাঁহারই অধীনস্থ খিজিল কসাক জাতির একজন খাঁকে আপনাদের খাঁ পে মনোনীত করিয়া এক প্রকারে তাঁহারই অধীনতা স্বীকার করে। সে যাহা হউক, কতানি বিদ্রোহের পরিচয়ের দৌরাত্ম্য এত অধিক হয়, কারণ রুসিয়া গত শতাব্দীতে খিবার দমনের জন্য কিছুই করে নাই।

অবশেষে রুসিয়ার বিদ্রোহীর নির্য্যাতনে ১৮১৯ সালে রুসিয়া নয়া আর খিবাতে দূত প্রেরণ করেন। এ যাত্রাতেও বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। দমন করা দূর থাকুক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে খিবানেরা একটী একাও রুসীয় বণিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ইহাতে রুসিয়ানেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য খিবার খাঁ রুসিয়ার সম্রাটকে একটী সুন্দর ঘড়া উপঢৌকন দিয়া দূত প্রেরণ করেন তখন রুসিয়া এই কয়টী কথা স্বীকার করাইয়া লইতে চায়। ১ ম, রুসীয় বণিকদিগের প্রতি আর উপদ্রব করা হইবে না। ২ য়, সমুদায় রুসীয় দাসদিগকে খিবানেরা ছাড়িয়া দিবেন। ৩ য়, খিবাতে দাস ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে খিবার দূতকে সেণ্টপিটর্সবর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তদবধি খিবা বরাবর পূর্ব্বের ন্যায় রুসিয়ার বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়া আসিতেছে। বৎসর বৎসর রুসীয় দরিদ্র প্রজাদিগকে ধরিয়া দাসরূপে ক্রয় ও বন্দী করিয়া আনিতেছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এরূপ দাসের সংখ্যা ২ সহস্র নিরূপিত হয়। এদিকে আবার যুদ্ধের নিকট নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে রুসিয়া তখনও এই বন্দী প্রজাদিগের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। এরূপ শুনা যায় রুসিয়ার সম্রাট অর্থ দিয়া এই বন্দিদিগকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। খিবার অসভ্য খাঁ তাহাতেও সম্মত হন নাই। সুতরাং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করাই স্থির হয় এবং তদনুসারে খিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়, এবারেও খিবানেরা ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রুসিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। রুসীয় বন্দীরাও মুক্তি লাভ করে। তদবধি কিছুদিন রুসিয়া অবাধে সুখে আসিয়ার সহিত বাণিজ্যাদি করেন, কিন্তু অসভ্য খিবানেরা আবার শীঘ্রই পূর্ব্বের ভাব ধারণ করে। সুতরাং এইবার আবার তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। এই যুদ্ধের ফল কি ঘটিয়াছে তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন।

যুদ্ধের পর রুসীয়ার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই প্রীত হইতেছেন। কিন্তু ইংরাজেরা মধ্য আসিয়াতে রুসিয়ার এত অগ্রসর দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও রুসিয়ার মধ্যে খিবা এক প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল, সম্প্রতি সে বাধা দূর হওয়াতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ উন্মুক্ত হইল, এই জন্য বোধ হয় ইংলণ্ডের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি অবলম্বন করিলে ইংরাজদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বেষের এই কয়টী কারণ হইতে পারে। ১ মতঃ রুসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ দৃঢ় উন্মুক্ত হয় এবং সুলোচনা লেসেপসের পরামর্শানুসারে যদি রুসিয়া হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক মাত্র ইংলণ্ডের হস্তগত থাকিবে না, আসিয়া তাহাতে অংশী হইবেন। ২য়তঃ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে আসিয়াতে এক্ষণে ইংলণ্ডই প্রায় একমাত্র সম্মানভাজন ও ক্ষমতাশালী, মধ্য আসিয়াতে রুসীয়ার প্রতাপ বিস্তার হইলে এই সম্মান ও ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইবে। ৩য়তঃ ক্রমশঃ ভারতবর্ষও রুসিয়ার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। এই তিন প্রকার আশঙ্কার মধ্যে প্রথমটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিরক্ত হওয়া ভাল দেখায় না। ভারতবর্ষে ত তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে পোর্টুগীজেরা এবং ফরাসিরা বাণিজ্য করিতে ছিলেন, তবে তাঁহারা কেন আসিয়া তাহাদের বাণিজ্যে ব্যাঘাত করিলেন? আর ইংলণ্ড ভিন্ন আর কেহ ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দকও লইতে পারিবে না, এক মুদ্রা বাণিজ্যার্থ জাহাজ প্রেরণ করিতে পারিবে না, ভূমির উপর বাণিজ্যার্থ রেলওয়ে করিতে পারিবে না, ইহার অর্থ কি? এই জন্যই বুঝি "মুরের দেশাল" খসন হইবার সময় ইংলণ্ড এত আপত্তি উত্থাপন এবং এত অনিচ্ছা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহাঁরাই না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে "মুখখোপ করিয়া" বাণিজ্য বিষয়ে সকল জাতির স্বাধীনতা" সকল জাতির স্বাধীনতা "বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। তবে অপরের সময় সে বিষয়ে এতদূর কাতর চান কেন? পূর্ব্বটীর ন্যায় দ্বিতীয় আশঙ্কাটীও আমাদিগের নিকট অযৌক্তিক বোধ হয়। নিজের সম্মান ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য অপর কোন সম্মানোচিত ব্যক্তিকে নিকটে আসিতে দিব না ইহাই বা কিরূপ কথা। বাস্তবিকই এ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ইংলণ্ডের কলঙ্ক থাকে সম্মুখে আসিয়া [illegible]

রুশিয়াকে পরাস্ত করুন, তাহা হইলে আলি ভাই আফ্রিদিদের মধ্যে তাঁহার যে মহত মান সম্ভ্রম ও ক্ষমতা আছে তাহা রক্ষিত হইবে। তুরীয়টী ইংলণ্ডের পক্ষে বাস্তবিক আশঙ্কার বিষয় ঘটে কিন্তু রুশিয়া যে প্রকার মূর্তি ধরিতেছে প্রকাশ করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কখন তাহা হইলে তিনি সমুদয় গুপ্ত আফ্রিদি আফ্রিদি ও মহাদুষ্টি হইতে রক্ষিত হইবেন। কংগ্রেসেরা যাহাই বলুন না কেন ইহা হইলে অনেক ইংরেজের পক্ষ হইবেন। আমরাও প্রার্থনা করি যে সে দিন যেন উপস্থিত না হয়। স্বদেশীয় বিদেশীয় জাতিদের বিবাদে বিবাদে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, আর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ইচ্ছা নাই। পরের ভরে থাকায় ও পরমুখাপেক্ষী হওয়ার সুখ ভারতবর্ষীয়েরা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়াছেন। আর সে সুখের ভোগ নাই। সুখের মত অসার অখাদ্য ও অপেয় দ্রব্য ইতিবিরুদ্ধ কার্য আর নাই। এ দেখে সুখ ঘটে সে দেশের ধর্মনীতি অত্যন্ত এক শত বৎসরের জন্য ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়, সদাচারের কলঙ্কালি হয় এবং উন্নতির পথের ব্যাঘাত হয় এ সুখ আর ভারতবর্ষের দেখিবার ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ড ইউরোপীয় সকল জাতির পালিসি গ্রাহ্য করিয়া চলুন এ বিবাদের মীমাংসা করুন। বিবেচনা থাকিলেই বাড়িতে পারে, কিন্তু সুখ যাহা যে সকল সময় অবস্থায় উৎপন্ন হয় না তাহা ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইতে পারে।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

যে সকল কালেজের বাঙ্গালি ছাত্রদিগের সহিত ইউরোপীয় ছাত্রদিগের হাঙ্গামা হইবার পর দিবসে যে একজন ইউরোপীয় ছাত্র মেয়ার ফুলের একটী ছাত্রকে প্রহার করে, পুলিসের বিচারে উহার ১৩ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

পারসোর সাহা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য একখানি রাজকীয় জাহাজ ইংলণ্ডের কূলে অপেক্ষা করিতেছিল। [illegible] দিগের রাজা পুত্রগণ যখন সাহেবকে আহারে ডাকিয়া যেন, করাসী সাহেবেরা তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আমেরিকার সংস্কার এই, গত করাসী যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড করাসীদিগের সাহায্য করেন নাই বলিয়া আজিও তাহাদের সে ক্ষোভের শান্তি হয় নাই। এই জন্য করাসী সাহেবেরা রাজপুত্রগণকে যথোচিত সম্মান করে নাই। কেবল ফ্রান্স বলিয়া নয় আজি কালি পৃথিবী মধ্যে যে কয়েকজন প্রধান প্রধান আছেন ইংলণ্ডের সকলের সঙ্গেই প্রায় এইরূপ সদ্ভাব।

ডায়কবারের মহারাজ পলায়ন করিয়াছিলেন, ব্যারিষ্টরদিগের উৎসাহ পাইয়া তিনি পুনরায় দেখা দিয়াছেন। ১৮ ই আগষ্ট তাঁহার বিচার হইবে। ৩৫ হাজার টাকায় আইন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার জয়লাভ হইবে বলিয়া ব্যারিষ্টরেরা তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। প্রথম একটী সুযোগ হাতছাড়া হইয়াছিল বলিয়া ব্যারিষ্টরদিগের আক্ষেপ ছিল, এক্ষণে তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া লইল।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, একখানি কোঁর বোট কারার নদী পার হইবার সময় জলমগ্ন হয়, উহাতে ১৫০ জন এতদ্দেশীয় আরোহী ছিল, ৫ জন ভিন্ন উহাদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের মৃত পূর্ব্ব রাজার অন্যতর স্ত্রীর পোষ্য পুত্র রাজা মোদাজী ভসলিসকে বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা বৃত্তিদানে আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু দেবেন্দ্র কর কলিকাতায় আসিয়া এ বৎসর পাট কিরূপ জন্মিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

পুণাতে যে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, ইহাতে কুলাইবে না বলিয়া মোসাইয়ের কর্তৃপক্ষগণ আর ৫০ হাজারের জন্য আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট এ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক লক্ষ টাকায় কি পূজা আমোদ হইবে না?

ফরেশবাজার পত্রের, গত সপ্তাহে ৭ টী বালক মেদিনীপুরের কলেক্টর সাহেবকে দেখিতে, অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হইয়া তাঁহার ১ মাসীমানে পড়িতে আরম্ভ করে। [illegible] তাহা শুনিয়া সাহেব বালকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের পরিচয় লইয়া তাহাদের পিতাকে আনিতে করেন, তাঁহার এ বিষয় জজ সাহেবের নিকট জানান, জজ সাহেব হুইলর সাহেবকে ইংরাজি-ভাষায় অনুবাদ করেন, তিনি ইংরাজিতে যাহা লিখিয়াছেন, জজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ফিরিয়া হাইকোর্টের রেজিষ্টর করেন, হাইকোর্টে এ বিষয় এক কমিটী বসে, কমিটীতে হুইলর বাবু দোষী এই স্থির হয়। এখনে অবশ্যই এই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হুইলর বাবুকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সংবাদটী যদি সত্য হয় তত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। হুইলর বাবু বিস্তর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের মুখের ভাষা এ বিষয় হয় না। এটী সম্পূর্ণের একটী কারণ বলিতে পারে।

ইংলিসম্যানের সম্পাদক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, সম্মা যত দিন তথায় ছিলেন, তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন ৮ হাজার টাকা ব্যয় হইত। তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন ৫।৬ শত টাকার কলাই ক্রয় করিতে হইত। তাহা ইংলণ্ডে গত জাহাজে প্রেরিত হইয়াছে।

[illegible] বারে যুদ্ধে আগমনকালে প্রায় ৭।৮ হাজার ভগ্নীর ইংরা কাশ্মিরাল হুদে মারা [illegible] ভূমিতেও প্রায় ১৫ [illegible]

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, আমেরিকার এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া বিচারার্থ নীত হয়, তাহার বারিষ্টর তাহার পক্ষ সমর্থন কালে জুরয়দিগকে বলেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রে হত্যা করিবার নিষেধ আছে, আমার মক্কেলকে যদি দোষী প্রমাণ কর, তাহার ফাঁসী হইবে, সুতরাং তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করা হইবে। আমি যেন বলিতেছি যে আমার মক্কেল হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা খুন করিতে যাইবে কেন"? জুরয়েরা আসামীকে মুক্ত করিয়া দেন। বারিষ্টরটীর প্রশংসা করিতে হয়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় মেজর সাহেবের একটি কেরাণী চিৎপুর চৌরাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় কতকগুলি লস্কর আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া যায়। সমুদয় লুঠিয়া গেলে পর পাহারাওয়ালা সাহেবেরা আসিয়া ধুমধাম করেন।

পাঠকগণ! পক্ষপাতে রেলের গাড়ি বন্ধ করিয়াছিল এ সংবাদ শুনিয়া যদি বিস্মিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা নিম্নে যে সংবাদটী দিতেছি তৎপাঠে আমাদিগকে কি মনে করিবেন বলিতে পারি না। কিন্তু এটী আমাদিগের মন গড়া নয়। সংবাদ পত্রে দেখা গেল লণ্ডনে জর্জ্জ ডেভন্যাম নামক এক ব্যক্তির সম্প্রতি মশায় কামড়ে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে! তবে বিস্ময় না জন্মিবার এই এক কারণ হইতে পারে মশা ডেভন্যামকে কামড়াইয়াছিল। মস্তকে হুল ফুটাইয়া দেওয়াতে তাঁহার বেদনা বোধ হয়, কিন্তু তখন গ্রাহ্য করেন নাই দুই তিন ঘণ্টা পরে সমস্ত গাত্র ফুলিয়া উঠে, পর দিন সমুদায় রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিত না, যাহাতে তাহার পুত্র কুপিত হইয়া পিতাকে হত্যা করিয়াছে। পরশুরাম বোধ হয় আমেরিকায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার মেটিং ডাক্তারদিগের কপাল ভাঙ্গিয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সরকারী কার্য্যে যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয় তাঁহারা পাল্কী ভাড়া পাইবেন, ডিস্পেন্সরির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন এবং উপযুক্ত হইলে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের অনুপস্থিতকালে তাঁহাদের প্রতি নিধি হইতে পারিবেন।

২২ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

একজন বিধবাবিবাহ অবস্থায় কাপ্তেন একটী সুন্দরী যুবতীকে বিবাহকরেন, প্রথম বৎসর এক প্রকার সুখে গেল, খরচ পত্রের সঙ্কুলান নাই বলিয়া দ্বিতীয় বৎসর উহার মধ্যে বিবাদ হইল, কিন্তু তৃতীয় বৎসর আর কোন গোলযোগ রহিল না, উভয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকটী স্বামীর অর্থের বড় অপেক্ষা রাখিতেন না, অথচ তাহাকে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইতেন, আপনিও মূল্যবান বেশভূষা পরিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সৌভাগ্যের কারণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাপ্তেন আদালতে স্ত্রীপরিত্যাগের নালীশ করিলেন। বিচারপতি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপ্তেন তাঁহার প্রতি কখন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না। সাধ্বী বাষ্পাকুল লোচনে উত্তর করিলেন, না, তিনি সর্ব্বদা আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন, তিনি আমাকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত থাকিতেন, আমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি বলিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অর্থাগমের পন্থা দেখি। "এমন গুণবতী ও সাধ্বী রমণীর চক্ষু হইতে মুক্তাফল বিনির্গত অশ্রু বিন্দুর পতন দেখিয়া কাপ্তেনের হৃদয় প্রেমে আপ্লুত হইল"। জজ মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। পাঠকগণ! পণ্ডিতজীর এমন অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত কখন কি শুনিয়াছেন?

ঢাকাইপুর মহকুমাটী উঠিয়া যাইবার যে কথা হয়, তথা যাইতেছে অনেকে আবেদন করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আপাততঃ এটী উঠাইয়া দিতেছেন না। সংবাদটী সত্য হইলেই সুখের বিষয়।

বোম্বাই গেজেট এদেশীয়দিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের বিবাহ বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "উভয় জাতির নীতিজ্ঞান বিষয়ে বহু অন্তর লক্ষিত হয়। যদি একজন হিন্দুকে 'মিথ্যাবাদী' বলা যায়, তিনি তাহা গ্রাহ্যই করিবেন না, তদ্ভিন্ন অনেক মিথ্যা কহিলে তাহাকে বরং গৌরব জ্ঞান করিবে। কিন্তু একজন ইউরোপীয়কে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি তাহা সহ্য করেন না, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের ধর্ম বিষয়ে যদি শিক্ষা করা যায় সেইটীই তাঁহাদের আন্তরিক কষ্টের কারণ হয়। একজন হিন্দু দোকানদারকে যদি প্রতারক বলা যায় সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে কিন্তু "সিয়ার" বলিলে আর রক্ষা থাকে না, জ্বলিয়া উঠে।" বোম্বাই গেজেট যেরূপ হয় ঐরূপ প্রকৃতির দুই এক জন হিন্দুর ব্যবহার দেখিয়া এই জাতি সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক সংখ্যা অতি কম এবং তাহা সকল সমাজেই আছে। ইউরোপীয় সমাজে কি নীচ প্রকৃতির লোক নাই? সকলেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যে জাতি পাঁচে ক্রমক্রমে মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে ভীত হন, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রভৃতি বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বোম্বাই গেজেট কোথা হইতে এটী জানিলেন?

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম দুই মাসে ভারত বর্ষে গতবর্ষ অপেক্ষা ৩১১৯৮১৫ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, কিন্তু এতদ্দেশ হইতে ১৮১৮৮১১ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী শুল্ক ৫১০৩৩ এবং রপ্তানী শুল্কে ৭৩৩৩ কম টাকা আদায় হইয়াছে।

মান্দ্রাজের যে একটী স্কুল মাষ্টার সেদিন একটী বালক কে সেলাম করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া সেইটীর পিতা পুলিসে এত্তেলা না করিয়া কিম্বা আর পুত্রকে ভর্ত্সনা করিবার জন্য শিক্ষককে লিখিয়াছেন, কারণ তাহার পুত্র বলিতেছে, শিক্ষক তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। মান্দ্রাজের লীলা অনন্ত।

গত ১২ এ জুলাই মেহেল সিংহ নামক একজন শিখ কলিকাতাস্থ সত্যসিংহ নামক অধিবাসীর একজন বঙ্গপুত্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহি চাহিয়াছে ও অধিক টাকার যুক্তা ঔষধাদি মূল্যবান দ্রব্য সকল চুরি করিয়াছে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বিচারপতি কিম্বারের ঘরে চুরি করিয়া ইহাকে ৫ বৎসর মেয়াদ দেয়া হয়। ইহার মেয়াদ সাঙ্গ হইলে কোন দিন গবর্ণমেণ্ট হইতেল সহি খালস করিয়া দেয়।

গত রবিবার চোরবাগানের পদ্মপুকুরে বীচ খাঁড়ার এক ব্যক্তি অতিরিক্ত মুরা-পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। মদ্য পানের এই সকল বিষময় ফল প্রত্যক্ষ হইয়াও লোকে যে সাবধান হয় না, ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

আগামী ৫ই পঁতিরে হাইকোর্টের সপ্তম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

গত ৫ই আগষ্ট সেখ মিরাজান নামক এক ব্যক্তি কুমার সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তিকে লাঠি মারিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। এ ব্যক্তি এক্ষণে হাঁসপাতালে রহিয়াছে, জীবনের আশা অল্প। মৌলবী আবদুল লতিফ নিকটে মিরাজানের বিচার হই-

কানাডিগের গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অধী-নস্থ একটী উৎকৃষ্টতর ভূখণ্ড, এডমণ্টনের অধিপতি প্রকাশ করিয়াছেন। লোক সংখ্যা ৩৫ হাজার এডমণ্টন হইতে বঙ্গদেশের রি-ভার বন্দোবস্তের বিস্তারণ এডমণ্টন অঞ্চ-লের মধ্যে তাহাদের যেসকল কেট আছে, উহার উপস্বত্ব হইতে লক্ষাধিক টাকা স্থানীয় রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যয় করিবেন। গবর্ণমে-ণ্টের এই উদারতার ভিতরে কিছু বিশেষ আছে।

জবানীপুরের অনেকগুলি হাসপাতালে হাই কোর্টের প্রধান বেঞ্চীর জজ মুক্ত মহাশয় পাঠিয়ার সঙ্গে শস্ত্র চিকিৎসার একটী

পিয়ারির মতেন, ভারতবাসীরা যে স্থায়ী বাসিক বিনিয়োগের আশা করে, তাহা হইবে না। পর্যটিকদিগের ব্যবসায়ের আশা ছাড়িয়া এ সংবাদে সকলকে সন্তোষ পাই।

২৩ এ শ্রাবণ বুধবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, টাকা বাজারে আর তেজ উপস্থিত হইয়াছে। তেজ কি দেশ অবশ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে আসিবার সংকল্প করিয়াছেন?

কাবুলের রাজদূত ৩০ এ জুলাই ইংরাজ রেসিডেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে তাহা এখনি গোপনভাবে রহিয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে 'ইরাবতী' নামক দাক্ষিণ বিদ্যুতে আর কোন গোলযোগ নাই।

পিয়ারিসন বলেন, অবাধ আমদানির যত লাভের আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইংলণ্ডের যেসকল বৈশ্য করেন গবর্ণমেণ্টের অধীনে সেই সকল ভূমি তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহারা ঘোড়াদিগের খোরাক জুটিতেছে।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "একাধারে ইংরাজের শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয় বিশেষতঃ ছাত্র, বালিকা, পরীক্ষিকা না হইলে তাহারা শিক্ষা-দানের ভার, ঐশব ও পবিত্র জলদ্বারা ছাত্র-দিগের গ্রহণ করিতে পারেন কি না, ফাদার পাত্রিক আলবস্তুমার অর্থ, অধিকারী সভা-ভব পরীক্ষিকী সভার নিকট এই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

আমরা আহলাদিত হইলাম, পুনর্বার হইতে উঠিয়া গেলেও যে এই খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল, এজন্য ধন্যবাদ উহাকে পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণ অবধি উহা পূর্ব্বের ন্যায় ছাপে প্রতি মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজী ও উড়িয়া উভয় ভাষাতেই লিখিত হইবে। গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ইহার মূল্য কমাইয়া বার্ষিক পারিশ্রমিক ৩ টাকা করা হইয়াছে। উক্ত সভ্যগণ হইতে যাঁহারা পূর্ব্ব বর্ষ দেয় মূল্য প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে

বর্দ্ধমান বলেন, "প্রাচীন বিক্রমাদিত্যের সভাতে সভাসদ কালিদাস নয় জন-রত্নের সভা হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় আমাদের মহারাজের সভাতে নয় জন রত্ন কালে নানাদিগদেশ হইতে আসিয়া বিদ্যুৎ করিয়াছেন। তাহাতে এই সভা নবরত্নের সভা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।"

মহারাজের অনুমতি ক্রমে "কবিতা-মুক্তাবলি" বিক্রয় প্রচার করেন যে সমস্ত বিদ্যা মহারাজার অনুপাদিত থাকিয়ের [illegible]

ঘারজিলিঙ পেপর বলেন, পূর্ণিয়ার বিখ্যাত মকদ্দমার আসামী আবদুল কাদেরের বিচারার্থে যে ম্যাজিক সাহেবকে পাঠান হয়, তিনি তহবিল তছরূপের দুটী অপরাধে আবদুল কাদেরকে সেসিদনে দিয়াছেন।

এবৎসরের প্রথম ৩ মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্মে ১৩৮৪৮৮১ টাকা শুল্ক আদায় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ১৪১৮৩১৪ টাকা হইয়াছিল।

আগামী মাসে রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে আগ্রা হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত খুলিবে।

অষ্ট্রেলিয়াতে যেমন স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে বোধ হয় হীরাও সেইরূপ পাওয়া যাইবে। কিছুদিন হইল ঘিপ্লরাতে ২০টী হীরক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা বড় ভাল নয়।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের আপীল সম্বন্ধে প্রিবি কাউন্সিল সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। প্রিবি কাউন্সিলে প্রায় ১২০ টী আপীলের মকদ্দমা পড়িয়া আছে, আপীলকর্ত্তারা আপীল করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, ইহাই এই বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণ। প্রিবি কাউন্সিলের বিচারপতিগণ বলিয়াছেন, এই সকল আপীল কর্ত্তা যদি ১২ মাসের মধ্যে উহার নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা না করেন, এগুলির সমর খারিজ করা হইবে এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা আপীল করিবেন, আপীল মঞ্জুর দিবস হইতে ৬ মাসের মধ্যে যদি তাহার নিষ্পত্তির জন্য কোন চেষ্টা করা না হয় মকদ্দমা খারিজ হইবে। কেহ যদি এই সকল কুটম নিয়ম জানি না বলিয়া আপত্তি করেন সে আপত্তি শুনা যাইবে না। এই বিজ্ঞাপনটী ভারতবর্ষীয় গেজেট সকলে প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু যাদব চন্দ্র সেন পদত্যাগ করিয়াছেন। কারণ কি?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল কাবুলের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা একজন আত্মীয়ের সহিত রোমান কাথলিকদিগের একটী ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করে। ধর্ম্মযাজকের ৩ জন কুমারী তাহার হাত ধরিয়া একটী গুপ্ত গৃহ মধ্যে লইয়া যায়। তথায় যাজকেরা এই যুবতীকে বলাৎকার করে। উহার পিতা আদালতে এবিষয় জানান, কিন্তু কোন্ কোন্ স্থান দিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিল উক্ত যুবতী তাহার সন্ধান করিয়া দিতে না পারাতে মকদ্দমা ডিসমিস হয়। যাজকেরা মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে ঐ যুবতীর নামে নালীশ করেন, সে মকদ্দমাও ডিস্মিস হইয়াছে। যুবতীর পিতা নিতান্ত অপমানিত হওয়াতে এবং আদালতে তাহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কি দুঃখের বিষয়। ইউরোপের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম মন্দিরের সহিত আমাদিগের মেড়ামেড়ির আখড়ার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। আর দিন কত পরে আমাদিগের উন্নতিশীল মেড়া মেডিদিগেরও ধর্ম্মমন্দিরে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল প্রবেশ করিবে।

ইংলণ্ডের কতকগুলি মেডিকাল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাটীতে সংবাদ দিবার জন্য টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া দেখে কতকগুলি বালিকা (এদেশের যুবতী) টেলিগ্রাফের কার্য্য করিতেছে। দেখিয়া উহারা চতুর্দ্দিক হইতে উহাদিগকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করে, একজন কেরাণী উহা দেখিতে পাইয়া পুলিসে সংবাদ দেন, কিন্তু বালিকারা বলিল ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় নাই, এনিমিত্ত ছাত্রদিগের নামে আর নালীশ হইল না। অসন্তুষ্ট হইবে কেন? উহাদিগকে ত আর প্রহার করে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধন্য!

পারিসে এক প্রকার আশ্চর্য্য দোয়াত প্রস্তুত হইয়াছে, উহাতে জল দিলে কিঞ্চিৎ পরে উত্তম কালী হয়, এবং ঐ কালী বহু দিবস পর্য্যন্ত থাকে, এমন কি প্রতিদিন এক ফর্দ্দ করিয়া কাগজ লিখিলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। একদিন লোকের এক কলমে অনেক দিন কাটিয়া ছিল এখন এক দোয়াতে অনেক দিন কাটিবে।

২৯ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

গড়কল্যাণ গেজেটে একটী মিনিট প্রকাশিত হইয়াছে। কাবেল সাহেব প্রত্যেক কমিশনরের অধীনে এক একটী প্রথম শ্রেণীর এবং প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে এক একটী ফুলকার নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিভাগীয় নর্ম্মাল স্কুলে মধ্য শ্রেণীর দেশীয় স্কুলে শিক্ষা দিতে পারেন এবং কাবেল সাহেব যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা দিতে পারেন এমন লোক সকল প্রস্তুত হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট নর্ম্মাল স্কুলে কেবল এই শেষোক্ত শিক্ষকদিগকে শিক্ষা প্রণালী শিখান হইবে। যে সকল সেকেলে গুরু আছেন উহাদিগকে এই স্কুলে একবার করিয়া "রেফ্রেস" করিয়া লইতে হইবে। ইহাঁরা যত দিন এই স্কুলে "রেফ্রেস" হইবেন তত দিন বেতন দিয়া প্রতিমাসে রাখিয়া ইহাদিগের পাঠশালার কার্য্য করান হইবে। ইহাদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল বালক নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়া শিক্ষক হইবার জন্য চেষ্টা করিবে তাহাদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্রেরা বর্ষে বর্ষে নর্ম্মাল স্কুলের এই ছাত্রবৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে। কোন নর্ম্মাল স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না, কারণ কালেজ এবং উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে তাহারাই ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টর ও শিক্ষক হইতে পারিবে।

স্কুল হইবে। সমুদয় নর্ম্মাল স্কুল [illegible] ১৮৭১—৭২ অব্দের গবর্ণমেণ্ট [illegible] অপেক্ষা অধিক হইবে না। তবে [illegible] নূতন স্কুলে যে [illegible] হইবে তাহা [illegible] পাটনা চাকা ও কলিকাতার স্কুলের [illegible] গুলির ব্যয় কমাইয়া তদ্দ্বারা সম্পন্ন হইবে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হুগলী প্রভৃতি স্কুলের ব্যয় কমাইয়া যে এই নূতন স্কুল গুলির পোষণ করা হইবে এটীই উহার মধ্যে অন্যায়, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে যেমন 'স্কুল সেস' আছে এখানে তাহা নাই

করিয়াই এইরূপ করিতে হইতেছে। যাহা হউক, কাবেল সাহেব ব'ম্ব'লেদেশে আর তাঁহাকে থাকিতে দিবেন না প্রতিজ্ঞা ক'রয়াছেন। ড'নবর ও ইথার উপর কোর্টের পরামর্শানুসারে কাজ করেন সোণায় সোহাগা হইবে।

গমের শুল্ক কমিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত এই বাণিজ্যের উত্তমরূপ চলিবে বোধ হইতেছে। সে দিন করাচি হইতে এক জাহাজ গম লিবরপুলে যায়, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, তথাপি এ গম ভাল প'ড়বার ছিল না, ভাল গম পাঠাইলে আরো অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে।

লার্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকটে যে সাক্ষ্য দেন তাহার এক স্থলে তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ ক'রয়াছেন বঙ্গদেশের জমীদারেরা যে প্রকৃত অধিকারীর ন্যায় প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা চালন করেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রতে পারেন এমন একটী আইন নাই। লার্ড লরেন্সের এ আক্ষেপ অমূলক নহে। জমীদারদিগের এই ক্ষমতা নিবন্ধন অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। জমীদারেরা অধীন প্রজাদিগের কিছু অধিক টুঁটি টিপিয়া ধরিলে এই আশঙ্কা, থাকাতেই কৃষকদিগের টুঁটির প্রতি মধ্যে মধ্যে অত্যাচার হয়, যাহা না জমিদারের ঐ টুঁটির উপরিভাগে সামান্য চেষ্টা হয় না। কেহ কেহ প্রাণপণ করিয়া একটী জমীর জমী ক লক্ষণ উর্ব্বর করিয়া তুলিল, জমীদার তাহার ক ত্ত্ব করিতে পারিলেন না, উহার কর বৃদ্ধি ক'রলেন, না হয় অন্য ব্যক্তিকে প্রদান ক'রলেন উহাদের সমুদয় শ্রম পণ্ড হইল, মন অবস্থায় উহাদিগের শ্রম ক'রতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? উহারা অত্যাচারের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিয়া থাকে। আমরা যেমন নত হইতে বলিয়া আসিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যদি জমীদারদিগকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজাদিগের ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটী বন্দোবস্ত করেন, তাহাদিগের শ্রম প্রবৃত্তিজনিত দুর্দ্দান্ত উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক অর্থকে ঘটাবে, তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়।

সোয়াজ়ে ৪০ জন ভারতবাসী ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে গোলাইয়া যাইতে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে সকলতান্ত্রিক করিয়া সোয়াজ়ে পোর্টুগিস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, শুক্রবারের মেইলে রাজব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য কয়েকজন এদেশীয় সাক্ষির নাম পাঠাইতে, কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা অল্প।

ভাগলী সাময়িক এক প্রকার পক্ষী আছে, ইহারা সর্ব্বদেহ বক্ত পক্ষী, পালকগুলি সোজেট এই পক্ষী ভারতবর্ষে আসিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বেজি প্রভৃতি অনেক জন্তু ভারতবর্ষে আছে ইহারা সর্প বধে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু তাহাতে কি হইতেছে?

আউড আফরার বলেন, সোদিন মুলতানে আর একটী সোলবেগ হইয়া গিয়াছে। মুলতান কন্যা মুলতান জিলার যোগের সহিত আপিসের একজন অধিবাসীর বিবাহ এই সোলযোগের মূল। গবর্ণর জেনরলের প্রতিনিধি এজেণ্ট কর্ণেল ওয়াটসন সময়ে উপস্থিত হওয়াতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী মুরশিদাবাদ চট্টগ্রাম পাটনা এবং উড়িষ্যার কোন কোন স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে এত অধিক হইয়াছে নদী সকল প্লাবিত হইয়া ভয়ানক করিয়াছে। সাধারণতঃ শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়। পঞ্জাবে ঝড় এবং শস্যের ক্ষতি উহা এখনও হইতেছে। শিবসাগরে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে কিন্তু সেখানে পঙ্গপালের শক্তি হইয়াছে। এবারের বর্ষা অনেক স্থানের নদী প্লাবিত হইয়াছে।

ফিরোজপুরের বলেন পঞ্জাবের অন্তর্গত কপুরথলার রাজা পুত্রের বিবাহোপলক্ষে জমীদারদিগের নিকট হইতে এত টাকা লইতেছেন যে জমীদারেরা কপুর পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছেন। কিরূপ টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে নিম্নলিখিত বিবরণী দেখিলে তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। পুত্রের বিবাহে [illegible] পরগণা আছে, ইহাদের [illegible] টাকা ধরা হইয়াছে। ইহাদের জমীদারগণ যেমন, তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল অবৈধ কর লইয়া থাকেন তাহা তাঁহাদিগের নিকট হইতে লইবার নিয়ম এইরূপ হইলে তাঁহারা [illegible] হইবেন।

১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার।

মুরশিদাবাদ জা-বাসাবাড়ীস্থ পঞ্চপাল [illegible] ইহারা [illegible] ক্ষেত্রে বসিয়া ছিল, [illegible] গাত্রে আক্রমণে বহুসংখ্যক মরিয়া গিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কাশিমবাজারের পৌত্র প্রতাপ চন্দ্রসিংহ তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য নালিশ করেন, কিন্তু তাহার [illegible] ডিক্রি দিয়াছেন। ইহার মূল্য ৩২ লক্ষ টাকা।

বোম্বাই হইতে এক শত বর্ণমোহর [illegible] টাকা মূল্যের একটী বর্ণমুদ্রার নির্ম্মাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মুদ্রাটী অলঙ্কারের সহিত ব্যবহার হইবে। ইহার ব্যাস ৩ ইঞ্চ এবং স্থূলতা ১ ইঞ্চ হইবে। এটী আজিও মুদ্রণের ন্যায় রহিয়াছে।

[illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] শিবলিঙ্গ যেরূপ সম্মান [illegible] আক্রমণ করিয়াছেন। এ সময় [illegible] ভাসিয়াছে।

শিবসাগরের বলেন, [illegible] রাজা [illegible] যে কাণ্ডের জন্য, করিয়াছেন তাহার কার্য্য [illegible] হইতেছে। তাহাতে [illegible] বাপক [illegible] হইয়া অতি [illegible] বিক্রীত হইতেছে। সে কেও [illegible] সাহায্য [illegible] করিতেছে। [illegible] এই [illegible] একটী [illegible]

[illegible] হইতেছে।

খেলাত কতকগুলি সৈন্য ও ছুটী কাবাব পাঠাইয়াছেন।

২১ এ শ্রাবণ শনিবার।

অদ্য আমরা একটী শোচনীয় সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি, গত বুধবার বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বকার হিন্দু কালেজের এক জন বিখ্যাত উত্তীর্ণ ছাত্র ছিলেন। ইনি যেমন সুবিদ্বান ছিলেন তেমনি উচ্চ উচ্চ পদ লাভও করিয়াছিলেন। কিছুকাল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, পরে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ খেটি আদালতের জজ হইলে ইনি মেট্রপলিটন ফুলিয়র মাজিষ্ট্রেটের পদ পান। ইহাঁর লিখিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, যখন হিন্দু পেট্রিয়ট্চন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল রেকর্ডার নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন কিশোরি বাবু উহাতে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে হিউম সাহেব ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্ড নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে ইনি সেই কর্ম্ম প্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে ইনি প্রায়ই কলিকাতা রিবিউ পত্রে লিখিতেন। এই সকল মহৎ গুণ সত্ত্বেও ইহাঁর একটী প্রধান দোষ ছিল, দোষ না থাকিলে সোদর তুল্য আজি আমাদিগকে ইহাঁর অকাল মৃত্যু জন্য শোক করিতে হইত না।

বেকলি পাঠে অবগত হওয়া গেল প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আইনাধ্যাপক বাবু শ্যামাচরণ সরকার মুসলমান আইনের বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে উক্ত পদে আর এক বৎসর রাখা হয় এ নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারী সভা বিশ্ববিদ্যালয় সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন বিভাগের ছাত্রগণ শ্যামাচরণ বাবুর উপদেশ শ্রবণে এত অনুরক্ত যে শ্যামাচরণ বাবু গিয়া তাঁর এক জন নূতন অধ্যাপক আসিলেন এই অনরব শুনিয়া অধিকাংশ ছাত্র শ্যামাচরণ বাবুকে তাহার নিজের বাটীতে একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুকে আর এক বৎসরের জন্য রাখা হয় আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিকা	১০৪৪—১০৪৫/
৪	"	কোং	১০৪৬—১০৪৮/
৪৷৷	"	"	১০৭০—১০৭৪
৪৷৷	"	"	১০৮০—১০৭
৪৷৷	"	"	১১১৷—১১১৷/

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই—ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার করিয়া শতকরা ৫৲ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে অদ্য ২০৩০০০ এবং গত কল্য ৯০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সক্সনির রাজার ওয়ালক পীড়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই—অষ্ট্রীয় মজলর পর্য্যন্ত পারলিয়ামেণ্ট মহা সভার কার্য্য স্থগিত আছে।

ডন কারলস বিদেশ উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

সিবিলির বিদ্রোহীরা পিটোলিয়ম টৌল দ্বারা গুহদাহ আরম্ভ করিয়াছে।

কণ্টিয়াস ছইবানি রণতরির সহিত আলমিরায় উপস্থিত হইয়া নগরে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

কমলবাটী ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণের অনুবাদন করিয়াছেন।

উইগানে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া ১৪ জন হত হয়। ইহার মধ্যে সত্ত জন এজন ছিলেন।

অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ মাণ্টি হইতে প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২রা আগষ্ট—কমন্স বাটীতে ক্যাপ্টেন বুথ সাহেব রাজদ্রোহের অন্তর্ধানের বিষয়ে দোষারোপ করেন। লো সাহেব বলিয়াছেন, এক্ষণ অবধি শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, আর কোন গোলযোগ হইবে না।

এডিনবরার ডিউকের বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হয় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা আগষ্ট—ইংলণ্ড বাসী ও অন্যান্য সাহেব তাঁতিয়া টোপির পরিবারের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়াছেন। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁতিয়ার পুত্রদ্বয় তদ্রূপ উচ্চ পদ স্থাপিত হইবে কি না তাহাতে অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমে ঐরূপ করিতেছে ও তাহা সুসিদ্ধ হইতে চলিল ভিন্ন হাঙ্গেরির ভবিষ্য অবস্থা ভাল হইবে এই সম্ভাবনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে যে সংবাদ গিয়াছে তাহাতে লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, লাড মহাশয়কে কর সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন করটীর বিষয় তাহা তিনি স্থির করিয়া বলেন নাই। ইনকম ট্যাক্স আরো কমবে তাঁহার এ আশা বলবতী ছিল। পরে স্থানীয় কর নিরূপন যে সকল পীড়ন হয় তৎসম্বন্ধে কমেটি সাহেব যে প্রস্তাব করেন তাহার আলোচনা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্সি সমস্তার হ্রাস করিয়া উহাকে প্রধান সহরের অধীন করিতে এবং অধিক সংখ্যক এদেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের পরামর্শ দেন। অন্যান্য অনেক সভ্য আরো মিতব্যয়িতা ও ব্যয় সংক্ষেপের পরামর্শ দেন।

সক্সনির রাজা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন।

মাড্রিড ১লা আগষ্ট—রাজবিদ্রোহী সৈন্যগণ সিবলি অধিকার করিয়াছে। যুদ্ধোপযোগী সকল অস্ত্র লইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। কার্লেজের শত্রুদিগের নৌ আলিকাণ্টে যুদ্ধ করিতেছে। আর একটী রণতরি কেডেজের নিকটে ইংলণ্ডের সহিত যোগ দিয়াছে। সৈন্যগণ বার্সেলনা সহর গোলা বর্ষণ করিয়াছে। ৩ সহস্র কার্লিষ্ট কাটালনিয়াই আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট—ডেনমার্কের রাজকুমারী মেরির সহিত ডিউক অব কেম্বরিজের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

সর চার্লস ফিজরয় প্রিবি কৌন্সিলর এরূপ সভ্য হইয়াছেন।

বার্সেলনা সহর এখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত হয় নাই।

বিদ্রোহী দলের রণতরি কার্থেজনা ধৃত হইয়াছে। সেনাদল অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হয় ইংলণ্ডের সেনাপতি বলা হইয়াছিল যেন ব্রিটিশ প্রজাদিগের রক্ষার জন্য এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন। কোন পক্ষেই কেহ কর করেন না।

লণ্ডন ৪ঠা আগষ্ট—গারনে গুলি বড় প্রচণ্ডতার হইয়াছে।

স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট কে ভঙ্গ করিবার সম্ভাবনা। বুলিয়ার বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে।

বিদ্রোহী রণতরি সকল আলজিরাসে উপস্থিত হয়, কিন্তু সেখান হইতে তাহা তাড়িত হইয়া কার্থেজনাতে পলায়ন করিয়াছে। সেনাপতি কাস্টরা

সাক্ষ্য দর্শন প্রভৃতিতে প্রতিভূস্বরূপ রাখা হইয়াছে।

পালির যে পঞ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সভ্যগণ এডুকেশনের ডিরেক্টরের জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে রাজী। উহাঁদিগকে ধন্যবাদ দিতে হইবে। রাজী আশা করেন এডিনবরার ডিউকের সহিত কলীয় সম্রাট কন্যার বিবাহ দ্বারা উভয় রাজবংশের সম্বন্ধ আবদ্ধ হইবে। রাজী বক্তৃতা করিতে বলিয়াছেন বিদেশীয় রাজগণের সহিত সদ্ভাব আছে। ভারতীদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি এবং আবিসিনিয়ার দাস ব্যবসায় নিবারণ পক্ষে কৃতকার্য্য হওয়াতে সভ্যেরা আনন্দিত হইয়াছেন। রাজ্যের অবস্থাও উন্নত। লোকের সাধারণ অবস্থারও উন্নতি হইতেছে।

—:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

সভ্য ও সাধারণ বিভাগ।

৩ এ জুলাই। ডাক্তার জি ব্রিকিথ সিলেটে একজন অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডাগলস সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ঐ স্থানে যে, সে নিযুক্তের সাহেব মুন্সীগঞ্জে বদলী হইয়া সেখানকার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাষ্টিস অফ পীস হইলেন।

১ লা আগষ্ট। চাঁদপুরস্থ প্রতিনিধি কালেক্টর মহেন্দ্র বাবু কালী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক এ, এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও আইনের ৩ ধারানুসারে সেটেলমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট

মনোনীত হইয়া সেটেলমেণ্ট অফিসর হইলেন।

শ্রীযুক্ত ব্লেনট, এলেন পাটনার একজন অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এডুকেশনের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মানভূমে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত ব্লেনট কি, কি টেলর, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৩০ এ জুলাই। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মতিকান্ত ঘোষ বর্দ্ধমানের হাসপাতাল চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

৪ ই আগষ্ট। শ্রীযুক্ত সি, সি, এস, ইলবর্ট সাহেব মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটীর একজন সভ্য হইবেন।

এইচ এল ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন।

৩১ এ জুলাই। বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ তিন দিনের জন্য ২৪ পরগণার একজন অতিরিক্ত জুরর হইয়া আদালতে বসিলেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুডিয়ল সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গোয়ালপাড়া জেলার আদালত কামরূপ প্রচলিত হওয়া উচিত কি বাঙ্গালীর ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্পেল সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ালপাড়ার হাকিম ও জমীদার মহোদয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তেপুটী কমিশনর সাহেব দেশীয় রাজা ও জমীদার মহাশয়দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এস্থলে কোন্ ভাষা প্রচলিত হওয়ার উচিত নির্ণয় করেন। বাস্তবিকও এখানকার লোকেরা যে সংস্কৃত কথোপকথন করে তাহা বাঙ্গালা, আসামীয় ভাষার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। এমন কি এই স্থানীয় ভাষাতে সহস্রের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ আসামীয় শব্দ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এতদ্দেশীয় লোকে আসামীয় ভাষা কহিতে বা বুঝিতে পারে না। এমত স্থলে আসামীয় ভাষা প্রচলিত হইলে যে, তাহা বিলক্ষণ উপদ্রুত হইবে, তাহা তাবিল সাহেবই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় শুনিতে পাইলাম যে এই ঢেঁকিলার কোন অবজ্ঞাত আসামীয় হাকিম বাকি এস্থানে [illegible] তা হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে তেপুটী কমিশনরের [illegible] বুঝাইয়া দিয়াছেন। তেপুটী কমিশনরের নিকট আমাদিগের অনুরোধ যে তিনি এক আদেশ [illegible] পাঠান না হয়।

গোয়ালপাড়া [illegible]
[illegible]

যাহা হউক মহাত্মা ডাম্পিয়ার সাহেবের প্রস্তাবের বিপক্ষে পক্ষে আন্দোলনের সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন মহোদয় যে এডুকেশনাল রেজিষ্টারের লিখেন, তাহার নিম্নে মহাশয় যে একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন, তৎপাঠে আমরা বিস্মিত হইলাম। আপনি যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ সম্পাদক বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি ছিল, তাহা কিরূপে? ইহা ও অন্যান্য ভিন্ন জাতি ইহা কোন্ ন্যায়পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ মনে করেন? মনু ও বাজ্ঞবল্ক্যের কি-ও বিষয়ে একটিও শ্লোক নাই? আপনি কি এমন সর্ব্বশাস্ত্রটীকাকার পণ্ডিতবর মহাত্মা ভরত মল্লিকের একখানিও গ্রন্থ দেখেন নাই? তাঁহার সকল গ্রন্থেই "ধর্ম্মস্তু সৌম্যে" ইত্যাদি শ্লোক লিখিত আছে, তৎপ্রমাণ স্বরূপ মতী টীকার মুখবন্ধ শ্লোক উদ্ধৃত করিল।

"নত্বা শ্রীহরিং সর্ব্বশাস্ত্রসারবিচারজং।
তদ্টীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুদ্বোধিনীম্॥

ভরত মল্লিক কি উন্মত্ত ছিলেন? এপর্য্যন্ত সেই শ্লোকের শেষ হয় নাই। শ্লোক লিখিত আছে:—

"শ্রেয়স্কামাস্তোহি বৈদ্যাঃ
সাধয়ন্ত্বৌ অন্যপুরুষ" ইতি।

এটীও কি আপনার দেখা নাই। আরও উক্ত আছে।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

তবে নিরপেক্ষ সম্পাদক নামে কখনই পরিচিত হইতে পারিবেন না। আপনি যে লিখিয়াছেন, কোন বৈদ্য উপবীত গ্রহণ করেন, কেহ করেন না। সে সম্বন্ধে সেন দ্বারা বিদ্যমধ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণী, সুতরাং দাসী পুত্রও হইতে পারেন, কিম্বা আচারভ্রষ্ট হওয়ায় আমাদের শ্রেণী হইতে নিঃসারিত হইয়াছেন। এদেশের কেহ কেহ যে উপবীত গ্রহণ করেন না, সে কেবল নাস্তিকতার জন্য, অনেক ব্রাহ্মণও এরূপ দৃষ্টিগোচর হয়।

বৈদ্যজাতির মূল স্থির নাই, ইহা যে হরিবাবুর উদ্ধৃত বা ধর্মশাস্ত্রের কোন বচন দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সকল ধর্ম শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের দ্বারা যে বৈশ্য হইতে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় আছে। তবে কোন মতে বা ব্রাহ্মণের অনুলোম বৈশ্যার গর্ভে কোন মতে বা ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি নির্ণীত আছে। এই বিভিন্নতা কল্পান্তর ভেদে (১) তাহাতেই সকল শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা হয়। তাহাতে বৈদ্যজাতির মূলের স্থিরতার প্রতি সন্দিহান হওয়া তাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রকাশ।

বৈদ্যজাতি যে কায়স্থের সেবার্থ তাহা ও আপনার কায়স্থ পক্ষপাতিনী লেখনী হইতেই নির্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, সকল ধর্ম শাস্ত্রেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

কায়স্থ জাতি করণ হইলেও শূদ্র। যদিচ অনুলোমজাত সন্তানের মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা শূদ্রগর্ভ সম্ভূত সন্তানের পক্ষে নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণের শূদ্র বিবাহ ধর্মশাস্ত্রের অনভিমত, মনু কহিয়াছেনঃ—

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং।"

আপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ কোনমতে উচিত নহে, মোহ হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যা মুদ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য প্রভৃতি হীন জাতি স্ত্রী অর্থাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে শীঘ্র সন্তান সহিত কুল শূদ্রতা পায়। যাজ্ঞবল্ক্যও

"বহুষ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রা দারোপসংগ্রহঃ
নৈতন্মম মতং যস্মাত্তস্মাদ্যা জায়তে বরং।"

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজশুশ্রূষা ভাগীর শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা আমার মত নহে যেহেতু তাহাতে অধমা জন্মায়। এই সকল বচনে স্পষ্ট জানা যায়, দ্বিজাতির শূদ্রা বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনভিমত। তবে যে মধ্যে মধ্যে কায়স্থেরা উচ্চাশা সম্বলিত হইয়া স্বীয় ক্রুরতার চিহ্ন দর্শায়, তাহা কেবল অধার্মিকতা প্রকাশ মাত্র। উদ্বাহ তত্ত্বে কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিত আছে—

"কাকারোদ্ভূতং যদ্বাৎ
ক্রৌর্য্যং মৃগপতেরথ কুক্কুরং।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য
কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

তাঁহারা ইহা স্মরণ করেন না, যে স্ব লেখনীতেই সতত শূদ্র পরিচিত হয়েন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে।

"সর্ব্বত্র্যক্ষণস্যাস্তং
বর্ণেষ্বিহ ন সংযুতং।
গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং
বৈশ্য শূদ্রয়োঃ।"

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা বৈশ্যের গুপ্ত শূদ্রের দাস উপাধি। কায়স্থেরা সতত দেবদাস প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়! শূদ্রের কি ধর্ম শাস্ত্র স্পর্শের অধিকার আছে? কোন্ যুক্তির বশীভূত হইয়া রামদাস বাবুকে এবিষয়ের স্থিরতা করিতে বলিয়াছেন? শূদ্রের দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ কি সামান্য লজ্জা কর! এই কি আপনার সহৃদয়তা বা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞতার কর্ম?

হরিবাবুর প্রতি নিবেদন তিনি যেন কোন শূদ্রের কথায় কথা না কহেন, এটি স্মরণ রাখিবেন যে "নীচ যদি উচ্চ ভাসে বুদ্বুদ উড়য় হাসে।"

উপসংহার স্থলে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই পত্রখানি স্বপত্রিকা দেশে প্রকাশিত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান ও আমাকে বাধিত করিবেন।

ক চাঁড়াপাড়া
১৯ এ শ্রাবণ
১২৮০

বশম্বদ
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়স্য।

সম্পাদক মহাশয়! ভারতবর্ষীয় স্কুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত শ্রীযুক্ত ডাক্তর মর্ডক সাহেবের এই অভিপ্রায়। আপনকার ৭ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদকতন্তে লিখিত হইয়াছে, উহা যে সঙ্গতি প্রায় তাহা সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি বিদ্বেষ শূন্য হৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বীকার করেন। পরন্তু সেই সঙ্গতি প্রবন্ধের উপর আপনার কটাক্ষ পাত দেখিলাম, লিখিত হইয়াছে "সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে কিছু লেখা পড়া হইতেছিল তাহাতে জলাঞ্জলি দিবে" এ কি কথা! একি আপনকার অপক্ষ পাতিনী ও কুরস প্রসবিনী এবং ন্যায়পরায়ণা লেখনী হইতে বহির্ভূত হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গীত শিক্ষা করিলে অধঃপাতে যায় এ কথাটী এতদ্দেশীয় কুসংস্কারাবিষ্ট অবিবেচক সকলই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতেই কি

---

(১) রামমোহন রায় আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানি প্রকাশিত হইল বলিয়া সেখানি অপ্রকাশিত হইল। হারীত বৈদ্যজাতিকে যে পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অনুলোম প্রণালীর বিরুদ্ধ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে গতবারে ঐ সংবাদ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে সংশয় জন্মিবার কোন কথা নাই। তবে যে পত্রপ্রেরক মহাশয়ের কেন সংশয় জন্মিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা রামমোহন বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি নৃপেন্দ্র বাবুর পত্রের এই অংশটুকু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন তাহা হইলে বৈদ্য জাতির মূল স্থল আছে কি না, তিনি নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বুঝিতে পারিবেন। স।

আপনকার অনুপ্রবেশ ইহা ত কদাচ আমার বোধ হয় না, তবে যদিই আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য নিবন্ধন ঐ মতই আপনার দাঁড়াইয়া থাকে বলিতে পারি না। তাহা হইলে কিন্তু মহাশয়ের নিকটে নিম্নলিখিত কএকটী লেখা পাঠাইতে হইল, বিরক্ত হইবেন না। কেনই বা হইবেন সাধারণের সংশয়াপনোদন করা সম্পাদকীয় ভারের অন্যতম এবং যথোপযুক্ত বিষয়ে সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন বলিয়াই সম্পাদকগণ এত গৌরবান্বিত। অতএব সাহস করিয়া কএকটী সামান্য প্রশ্ন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে একবার দর্শন করিবেন।

প্রশ্ন।

সঙ্গীত শিক্ষার সহিত দেবা পূজার জলাঞ্জলি দিবার কি নিয়ত সম্বন্ধ আছে? (১)

কম্বু মল্লিনাথ দামোদর প্রভৃতির কি বিদ্যালিক্ষার অভাব ছিল?

আমাদিগের আরাধ্য দেবতা সরস্বতী দেবীর হস্তে কি বীণা ও পুস্তক অবিরোধে শোভিত নহে?

সঙ্গীতের কি কি দোষ আছে?

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে কি সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয় না? যদি হয় তবে তথায় কিরূপ বিদ্যালিক্ষা হইতেছে? মহাশয় এই কএকটী মাত্র প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দানার্থ আপাততঃ প্রত্যাশা করি সদুত্তরদানে আমার কুসংস্কার অপসারণ করেন সবিনয়ে ইহাই আমার প্রার্থনা।

১০ ই শ্রাবণ ১২৮০ } কস্যচিৎ সোমপ্রকাশ পাঠকস্য।

(১) বাঙ্গলা দেশের বালকেরা গান ও খেলা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ইহাদিগের মন যে প্রকার আমোদে মগ্ন। যাহাতে ঐ আমোদ আছে, এমন বিষয় পাইলে ইহারা তাহা ত্যাগ করে না। অন্য বিষয়ে তেমন অনুরক্ত হয় না। বিষয়ে তেমন হয় না। আমরা দেখিয়াছি এদেশে নাট্যাভিনয় প্রচারে অনেক বালক উপকৃত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক কি বলিতে চাহেন এদেশের অধিকসংখ্যক যুবক ইংরাজী শিক্ষা না করিয়া বাঙ্গলা বা সংস্কৃত শাস্ত্রে বুৎপন্ন? ইউরোপ খণ্ডের সহিত ত আমাদের দেশের তুলনা হয় না। আমরা অদ্যই হইতে শিখিয়াছি, এই কারণেই সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিবাদ করিয়াছি বলিয়া [illegible]

সঙ্গীতরত্নাকর মন্ত্রী।

সন ১৮৭৩ সাল ১ লা আগষ্ট।

স্থানের নাম	সমষ্টিসংখ্যা অঙ্ক	
	কোটী	ইং
বোয়ালিয়ার অরঙ্গাবাদের নীচে	১৩	
তথা হইতে গাড়িয়ার ষ্টেসন ইংরাজার		
বোয়ালিয়ার ১২ মাইলের মধ্যে	৮৮	
তথা হইতে অরিদপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে	১৪	
অরিদপুর হইতে মহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১৪	
মহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১৪	
কাটোয়া হইতে নদীয়ার		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১৪	৬

যাতায়াতের নদীয় অঙ্কের মাপ।

গঙ্গার বোয়ালিয়ার	১৩	৩
তথা হইতে আড়ার পাড়া	১০	৩
তথা হইতে ৪ মাইল বোয়ালিয়া	১১	৪
তথা হইতে কাটি ১	১৪	
তথা হইতে বোলবাড়ি	১৩	
তথা হইতে আরিদহর	১৪	৫
তথা হইতে কুইলগঞ্জ	১৫	৬

সন ১৮৭৩ সালের ৪ ঠা আগষ্ট মহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জমের মাপ।

কুইলগঞ্জ	১৩
	৪৫

মহরমপুর ৪ ঠা আগষ্ট } শ্রীযুক্ত গিরীশ, উহার একাকে কিউরিয়ার ইংরাজিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ভবিষ্যজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও সভাগণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিশ্র চৌধুরী	
মুলফা	১০
" হরিনাথ দাস—কৃষ্ণনগর	১০
" কৃষ্ণবিহারিলাল মিশ্র—উখরা	১০
" চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ	
শ্রীরামপুর	১০
" লোহারাম শিরোরত্ন	
মহরমপুর	১০
শ্রীমতী রাণী সুখদেবী	
" কৃষ্ণনগর	১০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন দুর্যশাঃ। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৩রা ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৮ ই আগষ্ট।

মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের বেতন কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও ধূমহীন এবং বাতিতে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় ফাটিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মহুয়ার তৈল—[illegible]
[illegible] এজেন্সীর কার্য্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহিবিদ্রোহের পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার নিয়মাদি নির্দ্ধারিত ও স্বতন্ত্র কার্য্যকর্ম্ম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, ভরসা করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার, দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অল্প বিস্তর সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা মামলা মকদ্দমার ভার গ্রহণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন কিছুরক্ষা করা এবং টাকা দেনা পাওনার কারবার প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক এবং প্রতিনিধি দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুত আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দরের তালিকা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয় যাহার মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয় তদবধি গুপ্ত যন্ত্র নির্ম্মাকর্ণলেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস
গুপ্তযন্ত্র ২৪ নং
মিল্ক ফলনেল
১ লা আগষ্ট
১৮৭৩।

শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইশতেহারনামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এজলাস শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেনরি সাহেবএকটীং রেলওয়ে ডেপুটীকালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইই

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্ব স্থিত বিঘা প্রতি ১৭৫৲৷৴৮০ দিয়া জমি যাহা ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব কলিকাতা সেরেস্তে প্রকাশিত নীলামী ইস্তাহারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১ লা, সেপ্টেম্বর বুধবার সন ১২৮০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে এবং তৎপর যোকাম সিউড়ির অন্তরের কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের তিন অংশঅপেক্ষা বেশী জমি বন্ধকাদে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ জরিপ দ্বারা করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, ঐ জমিতথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমার কৃষিগণ লয় জমা বোলি করে এবং নিম্ন নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

তারিখ ৭ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

—•—

ইশডেহার মাদা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এজলাস শ্রীযুক্ত মেং উই মিয়ম হেনাম সাহেব একটীং রেল ওয়ে ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেদনীপুর ষ্টেসনের উত্তর পার্শ্বের ইতক বর্দ্ধমান সাং রাণীগঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঘা প্রতি সালের চুনাধিক ৩৪৲৴ বিঘা জমি যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ এ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে মোকাম সিউড়ির অন্তরের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ [illegible] অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার [illegible] নাধিক মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্ট ৵৪ সামান্য মূল্যের আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি রেলওয়ের ধারের ভূমি, কৃষিগণ তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষি লয় জমা বোলি করে এবং ঐ জমি নিম্নের নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আ॥ আর সিয়র অন্তরের নিকট এ আপীলে আসিতে পারিবেন।

৯ আগষ্ট
সন ১৮৭৩

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত শিশুশিক্ষার ভাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮৲ ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সম্বলিত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৷৷০ ডাক মাসুল ৷৵০ আনা মাত্র।

ম্যাটেরিয়া মেডিকা মূল্য ২, ডাক মাসুল ৷৷০ আনা। উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসিন দুইখানার ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে আর দুই মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা মেল টাকা ও ডাক মাসুল লিখিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত ব্যবচ্ছিদবিদ্যা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷, আনার নিকট প্রাপ্তব্য।

এতদ্ভিন্ন ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা আর্থাৎ ঔষধাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ ঐ কৃত ভিষক্‌তত্ত্ব ইহাতে মহাত্মা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ৷৷০ [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

মহাশয়ের [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

বিক্রয় করা যাইবেক। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবেন।

বালাখানা	ষ্ট্রীট	৫ নং বাটী কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪৩ নং বাটী সমস্ত
কালীপ্রসাদ দত্তের	ষ্ট্রীট	৫৭ নং বাটী সমস্ত
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	১ নং বাটী কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১০।১১ নং বাটীর ঐ
ঐ	ঐ	১২ নং বাটী ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	১৯ নং বাটীর কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	৪০ নং বাটী ঐ
রাজা কালীকৃষ্ণের	লেন	১ নং বাটী সমস্ত
ঐ	ঐ	২ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	৩ নং বাটীর কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১১ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	১৮ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	১৯ নং বাটী সমস্ত

মিঃ ডব্লিউ এচ, ডারবার এক্সেঞ্জর
সিভিল সার্ভেণ্ট

কলিকাতা সদর বাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেনে ২০ নং বাটীতে } সন ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে কলিকাতা টাউনের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক কালেক্টর সাহেব

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্ অব ডিজীজ্ অর্থাৎ রোগ বিচার এবং ব্যাধির ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহেরল্ডে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। স্ত্রীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুহেরল্ড } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০:০—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ব" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এণ্ড কোং

—০:০—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূলমূলো সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সদ্য উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র ৺হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাকোল মুনবসিটি থার্কিস } শ্রীনবীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্ট্রর

—০—

এরিক্শন্ ফর্গিউশন এবং ভ্রুইট সর্জ্জরি ও সার্জন এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেকচার্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পুণরায়তনে (৭৩৩ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (৩প্রতি-

চিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, মফস্বলের সিবিল ডাকমাশুল ও প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাশুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
মকল সর্জ্জন এণ্ড কোং অফিস
ভবানিপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা ভাদ্র সোমবার।

অত্রত্য প্রধানতম আদালত ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, প্রিবি কৌন্সিলে তাহার আপীল করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, মিলা সলপুরের অন্তঃপাতী মাহিশল্লের শ্রীযুক্ত বাবু জানকী বল্লভ সেন তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকট ৪০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উহা সত্বর যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

বাকুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। বাকুইপুরে তাঁহার বাটীতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেই স্থানে সম্প্রতি তিনি একটী কুষিবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। কৃষকেরা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে।

৩ রা ভাদ্র কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।

বিরাজ উৎকোলায় যখন রাজা যায়, তাহার পূর্ব্বে সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। জমীদারদিগেরও তেমনি সকলে বিপক্ষ হইয়াছেন। আমরা আর কাহাকে জমীদারের পক্ষে দেখিতে পাই না। কৃষকপুঞ্জেরা ধর্ম্মাবলম্বী, কৃষিবিদ্যা বলবিদ্যা, প্রজারাও অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে। পার্লমেণ্ট প্রজাদিগের বিরোধভাব প্রদর্শন করে, উহা নবীনা বঙ্গেশ্বরী প্রভৃতি অনেকেও সংজ্ঞাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবার যে একটা মহান বিপ্লব উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ভূমির একবিধ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত নহে। আমরা দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালাদেশের জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অন্যত্র প্রজাদিগের সহিত জমীদারের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর। জমীদার প্রজার সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করুন, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বারাণসীতেও এই প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবে গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত। ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত ঐ বন্দোবস্ত। যে গ্রামকে যে খাজনা দিতে হইবে, ১৮৪০ অব্দে তাহা স্থির করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে জমীদারী গ্রামওয়ারি রায়তী, এই তিন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। জমীদারী বন্দোবস্ত আবার দুই প্রকার। প্রথম যাহাদিগের পৈতৃক জমীদারী ছিল, তাহাদিগের সহিত সেই পুরুষমত বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট ১৮০২ অব্দে যাবজ্জীবন রাজস্ব গ্রহণ নিয়মে কতকগুলি লোককে জমীদারী দেন। গ্রাম ওয়ারি বন্দোবস্ত এই, গ্রামের লোকেরা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি লয়, তাহার পর আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদন করে। রায়তী বন্দোবস্তের স্বরূপ এই, রায়তেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দেয়-এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি গ্রহণ করে। এই সকল ভূমি রায়তেরা [illegible] বিক্রয় বন্ধক দিতে পারে, অন্যকে দান করিতে পারে। উহারা যাবজ্জীবন ভূমি ভোগের অধিকারী হয়, তাবদ্দিন গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে তাড়াইতে পারেন না। ইহার উপক্রমে চারেক বিঘা হইলে গবর্ণমেণ্ট, খাজনার বিষয়ে বিবেচনা করেন। এইরূপই প্রেসিডেন্সিতে নানা-রূপ ভাড়ারী বন্দোবস্ত।

এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। সর্ব্বত্র একবিধ বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি রায়তদিগের সহিত ঠিক বন্দোবস্ত করেন এবং তহসিলদার নিযুক্ত করিয়া খাজনা আদায় করেন, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভূমি কখন্ হস্তান্তর হইয়া যায়, এ শঙ্কা রাখিলে কোন্ ব্যক্তির তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্ন জন্মে? এ বন্দোবস্তে প্রজার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন জমীদারদিগের অধীনে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা পরস্পর স্পর্দ্ধা হইয়া এক এক ভূমির এত খাজনা বৃদ্ধি করিয়া তুলে যে তাহাতে রাজস্ব দিয়া তাহাদিগের লাভ থাকে না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে ঐরূপ না হইবার কথা নাই। এ উদ্দেশ্যের [illegible] সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যেরূপ আছে, প্রজার সহিত যদি সেইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় তাহাতেও ত্রুটি, আপত্তি আছে। প্রথম, ঐরূপ দুর্ব্বিপাকে ভূমি কার্য্যের [illegible] রাজস্ব [illegible] এ [illegible]

করিতে হইবে। তাহা ভঙ্গ করিলে গবর্ণমেণ্টের কেবল যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে তাহা নহে, একটী বিষম বিপ্লব ঘটিয়া উঠিবে। জমীদারী ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা উহার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেকে অনেক প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে দোষ তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পাবনায় প্রজা বিদ্রোহ উহার ফল। এ বন্দোবস্ত কোন মহাত্মার ব্যক্তিরই অভীষ্ট নহে। অতএব যাহাতে এ সকল দোষ না ঘটে এরূপ একটী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমরা যেরূপ বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সেই প্রস্তাব। ভূমির কৃষিকার্য্যাদির ব্যয় বাদে ভূমির উৎপন্ন হইতে কৃষকের লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য জমীদারের কমিশন বিবেচনা করিয়া যদি বন্দোবস্ত করা হয় দোষাপাত সম্ভাবনা থাকে না। জমীদারেরা কোন প্রকার বাব আব লইতে না পারেন বিশেষ রূপে তাহার নিষেধ করিতে হইবে। অথবা তাহার নিষেধ করিবারও প্রয়োজন থাকিবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা অতিরিক্ত এক পয়সাও দিবে না, তাহাদের ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে তাহারা যদি সেই সেই ভূমি অন্য প্রজাকে ধরায় সেই নিয়মিত রাজস্ব ধরাইতে হইবে। কলতঃ ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রজার লাভ ও জমীদারের কমিসনে এই বন্দোবস্তটী করিতে হইবে। যিনি সেই ভূমি গ্রহণ করিবেন তিনি ঐগুলি দিলেই নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাকে আর অতিরিক্ত এক পয়সাও দিতে হইবে না।

—•—

অকর্ম্মণ্যদিগের একটী গতি না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই।

আমরা বাল্যকালে নিষ্কর্ম্মাদিগের যেরূপ দলপুষ্টি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। তখন গ্রামের যে পল্লীতে যাইতাম দেখিতাম এক স্থানে বসিয়া কতকগুলি লোক দলাদলি পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কাল হরণ করিতেছে। কোন স্থানে দেখিতাম কতকগুলি লোক তাস ও পাশা ক্রীড়াদির আমোদে মগ্ন আছে, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি দিতেছে, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতেছে, মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে পরিহাস করিয়া অঙ্গীপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। এইরূপ যে পল্লীতে যখন যাওয়া যাইত সেই খানে ঐরূপ অকর্ম্মণ্য দল নয়নগোচর হইত। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ ছিল। অল্প আয়েই অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং অকর্ম্মাদলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি ছিল। ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াতে ঐ অকর্ম্মা দল অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করে। এখন মাথার ঘাম পায়ে না পড়িলে জীবিকা অর্জ্জন হয় না। সুতরাং নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আমোদ প্রমোদে আর কালযাপন চলে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যের গুণে অনেক অকর্ম্মা অন্তর্হিত হয়, যাহারা অবশিষ্ট ছিল কায়েল সাহেব এদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস ও গুরুপাঠশালার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অনেকের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও ঐ দল সম্যক নিঃশেষিত হয় নাই। এখন যাহারা আছে, তাহারা বড় ভয়ঙ্কর লোক। তাহারা গ্রামের কণ্টক স্বরূপ। গ্রামে যত মামলা মকদ্দমা হয়, তাহারা তাহার মূল, একথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগের একটী গতি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই। কায়েল সাহেব এদেশে আসিয়া অনেক কাজ করিলেন, এখন তাহাদিগের একটী গতি করিয়া দিলেই আমাদিগকে চিরকাল কিনিয়া রাখেন। আমরা সে উপায়টী বলিয়া দিতেছি। তাহাদিগকে পুলিষে ভরতি করিয়া দিন। বেঙ্গল পুলিষের কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবল প্রভৃতি যে যে গুণে পুলিষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, আমাদিগের বর্ণিত উল্লিখিত নিষ্কর্ম্মাদিগের সেই সেই গুণ বিলক্ষণ আছে। কায়েল সাহেব ঐ অকর্ম্মাদিগের এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাইবেন যে তিনি তাহাদিগকে পুলিষে নিযুক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তাহাদিগের অনেকের নিকটে হাবড়ার পুলিষের কৈলাস মণ্ডলও লজ্জা পাইয়া যায়। কায়েল সাহেব এমন মনোহর গুণের অনুরোধ পরিহারে কি সমর্থ হইবেন?

—•—

ইংলণ্ডস্থ জয়েণ্ট কমিটির নিকটে এদেশীয়দিগের সাক্ষ্য দান।

গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে উল্লিখিত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত মনোনীত করিয়াছেন। পাবনার সুযোগ্য শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উড়িষ্যার অন্যতর জমীদার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুল লতিব খাঁ বাহাদুর, রেবরেণ্ড জগদীশর ভট্টাচার্য্য, হেয়ারের সুবর্ডিনেট জজ সায়দ ইমাদ আলী, পটলডাঙ্গার বাবু দীনবন্ধু মিত্র, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মহম্মদ হায়াত খাঁ

সি, এস, আই, বোম্বাইর শান্তরাম নারায়ণ, হরিদাস বিহারিদাস, এপাজী রামচন্দ্র, ডেপুটি কালেক্টর সুরেন্দ্র পাণ্ডুরঙ পণ্ডিত।

গবর্ণমেণ্ট পাথেয় দিয়া ইঁহাদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। উল্লিখিত কমিটীর অগ্রে এত দিন যত লোক সাক্ষ্যদান করিলেন আমাদিগের বিবেচনায় এদেশীয়দিগের সাক্ষ্যদান তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গুরুতর। ইঁহাদিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাস্তবিক পরীক্ষা হইবে। ইঁহারা যদি অপক্ষপাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত দোষ ও গুণগুলি কমিটি অগ্রে অবিকল ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই মহাসভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দোষ সংশোধনে যত্নবতী হইবেন। তাহা হইলেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা দোষ ও অপব্যয়াদিনিবন্ধন আমাদিগকে যে কষ্ট পাইতে হইতেছে তাহার লঘুতা প্রতীকার হইয়া আসিবে। অন্যথা গবর্ণমেণ্টের যে দোষগুলি আছে, তাহা অনুমূলিত থাকিবে, আমাদিগের যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইবেন সাহেবের মধ্যে এই হইবে ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের দোষগুলির সংশোধন পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সকল বিষয় বিশেষ করিয়া জানিয়া যান। তাঁহারা যেন লায়ার্জ্জি কর্জ্জনস্লির ন্যায় লোক না হারান। এদেশের যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে যাইবেন, তাঁহাদের উচিত সৈনিক বিভাগের যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগ অনালোড়িত না থাকে। আফিসগুলির বিষয়ও বিশেষরূপে জানা উচিত। গবর্ণর জেনরল পদ রেবিনিউ বোর্ড অবধি নমুদয় পদ ও কার্য্যালয়গুলির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখা উচিত। ইহার মধ্যে কোন্ গুলি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের কোন হানি হয় না, অথচ বিপুল অর্থ বাঁচিয়া যায়। যিনি পরিশ্রম পূর্ব্বক এই গুলি বিশেষ করিয়া না জানিবেন, আমাদিগের মতে তাঁহার সাক্ষ্য দিতে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইংলণ্ড দেখিয়া আসিবেন এ উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় দিতেছেন না। এটী সাক্ষ্যদায়ীদিগের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

আমরা নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া প্রস্তাবটি এই স্থানেই প্রকাশ করিলাম।

প্রথম পত্র।

মহাশয়! এ সম্পাদক সিবিলেস আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব আইন আনিলেন না, অমুক কাজ করিলেন। ও সম্পাদক সিবিলেস হাইকোর্ট যে বিচার করিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অমুক অপরাধিকে ছাড়িয়া দিলেন। সে সম্পাদক সিবিলেস, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগের নিকট সিবিল এবিকে এক পয়সা দিতে চাহি না, কিন্তু অমুক ধর্ম্মাধ্যক্ষ টাকা চাহিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তখনি রাজ ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। এগুলি সম্পাদকদিগের রাগের লেখা। কিন্তু আমি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঐ সকল কাজে কোন দোষ দেখি না। কর্ত্তা হইয়া যদি ইচ্ছা মত কাজ করিতে না পারিলেন, কর্ত্তা হইয়া কাজ কি? লেপ্টনণ্ট গবর্ণরী গবর্ণরী ও গবর্ণর জেনরলী দূরে থাকুক, যদি আমার হাত পা বাঁধিয়া কেহ আমাকে ইস্তফা দিতে চায়, তাহাতেও আমি নই না। আইন আবার কি। কর্ত্তার ইচ্ছাই আইন। সিরাজউদ্দৌলাই একজন যথার্থ কর্ত্তা ছিলেন। যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই করিয়াছেন। ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি খুঁজে আইন এখন তাঁহার জুতার তলায় থাকিত। পার্লিমেণ্টের লিখিত আইন আইন করিতে [illegible] কি সুখ হইত। রাজারা রাজনীতিজ্ঞ [illegible] বুঝে, তাহারাই মনের নিষ্ঠুরতা [illegible] ধর্ম্ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ কাজ, সিবিল অফিসারিরাই ঐ সকল করিয়া থাকে। অনেকেই রাজনীতির মর্ম্ম জানেন না। রাজার আইন রাজনীতির নামই রাজনীতি। রাজনীতির নিকটে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি সকলকেই মস্তক নত করিতে হয়। [illegible] এক দিন ভারতবর্ষে ঈশ্বরের [illegible] শিখাইয়াছেন। কর্ত্তা হইয়া যেরূপ করিতে হয়, তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত সকল কাজই করিয়াছেন। অন্য কর্ত্তা কি ডিরেক্টর দিগের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কার্ষ্ণ দামি হয় বেচিয়া অমায়াসে নন্দকুমারকে ফাঁসী দিলেন। ইহাকেই বলি কর্ত্তা। এখন কি আর সেদিন আছে। এখন কি আর ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইয়া সুখ আছে।

আমাকে যদি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদ গ্রহণ করিতে হয় আমি যদি নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে পাই, তবেই গ্রহণ করি, নতুবা করি না। প্রথম দিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়াই এই আইন করি, বাঙ্গালাদেশের জমীদারেরা অতি বজ্জাত লোকদিগের, প্রজাপীড়ক, অতএব আজি অবধি তাহাদিগকে জমীদারী হইতে রহিত করা হইল। উহাদিগের ভরণপোষণার্থ পরিবার বিবেচনা করিয়া ১০৲ ৬৫। ২০ বিঘা জমী দেওয়া হইবে। উহারা নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া উহার কৃষিকার্য্য করিবে। যদি অবশ্যে কৃষিকার্য্য না করে, সে ভূমিও তাহাদিগের হাতে থাকিবে না। তাহারা অনেক বাবু রাখিয়া প্রজার অনেক টাকা খাইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে যে এই অনুগ্রহ করা হইল ইহাই যথেষ্ট।

আমি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া প্রথমেই এদেশের [illegible] করিবার চেষ্টা করিব। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

লইতে হইবে। যদি ভূমির উপর প্রতি টাকার এক আনা করিয়া লওয়া যায়, প্রজারা তাহাতে কাতর হইবে না, অম্লানবদনে দিবে। আমি গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে করিবার নিমিত্ত ঐ টাকাগুলি রাজকে যথাক্রমে করিব, তাহার যে দুলট জন, বলিয়া আর একটী জন্ম হয়। ঐ জন্মটী এরূপ করিয়া করা হইবে যে ঐ টাকায় রাস্তা নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। প্রজারা রাস্তায় চলিলে তাহাদিগের পদ ঘর্ষে রাস্তা ক্ষয় হইয়া যে ধূলি উড়িয়া যাইবে, তাহার নিমিত্ত কর দেওয়া কি তাহাদিগের উচিত নয়?

রাস্তার করের বিষয় ত এই গেল। তদ্ভিন্ন শতকরা ৮ টাকা করিয়া, পুলিষকর করিব। পুলিষকর দিব না প্রজাদিগের এ কথা বলিবার যো নাই তাহারা যদি কোন ইচ্ছা ব্যক্ত করে, আমি রাজা হইলে এই ঘোষণা করিয়া দিব, তোমাদের ধর্ম্মপু কর্ম্মেরা হিন্দু ও মুসলমানের রাজত্বে যা করিয়া গিয়াছেন ও তাহা কি তোমাদিগের মত সুখে রাত্রি যাপন করিতে পারিয়াছিলেন? পুলিসের এমন উৎকৃষ্ট প্রণালী কি তখন ছিল? পুলিষের ও এখন যেমন বাহুল্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তখন কি তেমন হইয়াছিল? অতএব তোমরা পুলিষকর না দিবে কেন? সুতরাং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র পুলিষকর দিতে হইবে। ঐ করে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা রাজ ভাণ্ডারে জমা হইবে। ও দিকে একণে যত পুলিস কর্ম্মচারী আছে, তাহার তৃতীয় অংশ কমাইয়া দিব এবং এই নিয়ম প্রচার করিয়া দিব যে গ্রামে চুরি ও ডাকাইতি হইয়া যে গৃহস্থের যে ক্ষতি হইবে গ্রামবাসীরা সমুদায় তৎপূরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সেই গ্রামের রক্ষার্থে যে পুলিষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে পাঁচ বৎসর কাল গ্রামবাসিদিগকে তাহাদিগের বেতন দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়! কেমন রাজনীতি বলুন, গবর্ণমেণ্টের কত দিকে লাভ হইল, অথচ প্রজা উপরোধির শাসন হইয়া গেল।

মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিরূপ করিব তাহাও শুনুন। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র মিউনিসিপালিটীর ও সর্ব্বদা পাড়া হইতেছে। গ্রাম ও নগরাদি পরিষ্কার না রাখিলে প্রজা রক্ষা হওয়া ভার। উহার নিমিত্ত যে কর করা হইবে, সকল প্রজা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা দিবে সন্দেহ নাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় বঙ্গদেশ একণে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। আমার

যদি প্রতি বালক ও , চারি আনা, প্রতি যুবক আট আনা ও প্রতি প্রৌঢ় একটাকা করিয়া কর করি, বোধ হয় কেহ অসন্তুষ্ট হইবে না। ঐ টাকা গুলি গবর্ণমেণ্টের কোষ পূর্ণ করিয়া আমি গ্রাম নগরাদির পরিষ্কারার্থ অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার কালে সমষ্টি বুঝিয়া তার কতকগুলি নূতন নূতন কর করিব। প্রজারা এই সকল উৎসব কালে দশ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। তাহারা এ কর দিতে কখনই কাতর হইবে না। ঐ সকল টাকায় গ্রাম নগরাদির বিল,

কি হইবে কাহারই কষ্ট হইবে না, অথচ গবর্ণমেণ্টের দশ টাকা লাভ হইল সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি বিবেচনা করেন এ রাজনীতিতে প্রজারা সুখী হইবে না? আমি ত বোধ করি তাহারা সুখ সাগরে সাঁতার দিতে থাকিবে আজি এই পর্য্যন্ত, শরীর অসুস্থ বলিয়া সুদীর্ঘ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলাম না।

নূতন পুস্তক।

সমরসঙ্গিনী ১ ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্র উহার রচনা করিয়াছেন। উহার গল্পটী এই—যোধপুরের রত্নপতি নামক একজন শ্রেষ্ঠী একটী কন্যার কন্যা প্র ন করেন। সেই কন্যার নাম হেমনলিনী রাখা হয়। হেমনলিনী যে বর বিদ্যায় পারদর্শিনী হন, যোধপুরের রাজকুমার অরিন্দিৎসিংহের প্রতি উহার অনুরাগ সঞ্চার হয়। কিন্তু একদা সম্রাট আরঙ্গজেব উহার এক খানি প্রতিকৃতি দেখিয়া উহাকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরে আনয়ন করিবার জন্য বদ্ধসংকল্প হন। ইত মধ্যে রাজকুমার অরিন্দিৎ পিতার আদেশে সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সেখানে কারাগারে বদ্ধ হন। এদিকে সম্রাট বহুপরিবারে কন্যার সহিত দিল্লী নগরে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। রত্নপতি এক বেশ্যাকে কন্যা সাজাইয়া সম্রাটের সমীপস্থ হন। কিন্তু প্রতারণা প্রকাশ হওয়াতে কারারুদ্ধ হন। হেমনলিনী দাক্ষিণাত্যে গমন কারণে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইতেও দিবে এই আশায় পুরুষবেশে লুক্কায়িত হইয়া সম্রাটের নিকট হইতে এক সৈন্যের পদ গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। প্রথম খণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত। হেমনলিনী কে? এবং পরে তাহাদের প্রণয়ের কি দশা ঘটিল তাহা বর্ণিত হয় নাই। এই পুস্তকে রত্নপতি, পদ্মা, হেমনলিনী, মাধবিকা, দামোদর ও করিম সিংহ এই কয়জনের চরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ইহার কোন চরিত্রের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল না। উদ্যান বাটীর ব্যাপার সকল এবং রাত্রিতে রাজকুমারের নিকট অভিসার করিতে প্রস্তুত হওয়া এই সকল স্মরণ করিয়া হেমনলিনীর বিষয় ভাবিলে একবার তাঁহাকে যেমন ধর্ম্মপরায়ণা বুদ্ধিমতী ও গম্ভীরপ্রকৃতি করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। অরিন্দিৎ সিংহের বীরত্ব ও হেমনলিনীর সাহস অনৈসর্গিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভয়ও বিশেষ হৃদয় গ্রাহী নয়। এই উপলক্ষে আমাদের দুটিকত কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেশের পক্ষে বড় অনিষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। দেশের লোককে। মনে করেন যে কোন প্রকারে দুটিকত অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, একটী গল্প রচনা করিতে পারিলেই যেন প্রকৃত উপন্যাস লেখা হইল। এই ভ্রমে পড়িয়া দেশের রুচি বিকৃত হইতেছে। এক মাত্র আনন্দ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উপন্যাসের উদ্দেশ্য নহে। অবস্থা চক্রে পড়িয়া মুখ্য প্রকৃতির কিরূপ ভাবান্তর হয় তাহা অঙ্কিত করা উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ। ঘটনা সকল ভাবে কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে

শিক্ষা ও চরিত্রের কদাকার বিকল্প ? যাহারা ঐ মতাবিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই সকল চিত্রিত করা প্রভৃতি কদভ্যাস ত্যাগ করিয়া ঘটনার অবতারণা করিয়া ক্ষণকালের জন্য তার বিনোদের উদ্রেক করা ও আমোদ প্রমুদ্ধ চরিতার্থ করা অতি সহজ ব্যাপার।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ শ্রাবণ সোমবার।

পার্লমেণ্টের সাহায্য সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সন্ধি হইবার কথা হইতেছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ অধীনস্থ স্থান সকলে কর বৃদ্ধি করিতেছেন। উত্তর প্রদেশ সকলে লবণের ওজন টাকা পর্য্যন্ত কর বৃদ্ধি হইয়াছে এমনি স্থানে স্থানে শত করা ৮০ পর্য্যন্তও বৃদ্ধি করা হইতেছে। এদিকে সেসিল গবর্ণর লর্ডসাধারণকে জানাইয়াছেন, যে কর বৃদ্ধি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বলেন যে এই সকল কর বৃদ্ধি যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে ও প্রজাদের অবস্থানুসারে করা হইতেছে এবং সেই সেই স্থানের কৃষি কার্য্যের উন্নতি হওয়াতে এই বর্দ্ধিত কর দিতে প্রজাদের বিশেষ ক্লেশ হইবে না। যাহা হউক, ভারত সচিব লর্ড সলসবরি তাঁহার কৌন্সিলের গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পুষ্ট করার যে আপত্তি দেখাইয়াছিলেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত হাতে হাতে উপস্থিত।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, লেট পিটর্সবর্গ ও কাশ্মীর উত্তর প্রদেশ সকলে আইসলণ্ড দ্বীপের এক প্রকার লোহা হইতে যব প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে প্রায় শত করা ১০০ টাকা লাভ হওয়াতে দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রকার যব পরস্তুত করিবার প্রণালী এখনে হইতেছে যে প্রকৃত হয়, তাহার পর সেখান হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইতেছে এবং হইতেছে এক প্রকার গাছের শিকড় হইতে তৈল প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্যের ভক্ষণের অযোগ্য [illegible]।

রহস্য নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পার্লিমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের গবর্ণমেণ্টের বলিয়াছেন, যে মহৎ মহৎ ভারতবর্ষে মহা অনিষ্টকারক মনুষ্য ও পশুর প্রাণ হত্যা হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার কোন উপায় করিতেছেন না কেন? এই বিষয় লইয়া পার্লিমেণ্ট মেম্বরদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন যে এবিষয়ে তিনি শীঘ্র কোন উপায় বিধান করিবেন।

কলিয়ার রাজকুমারীর সহিত অযোধ্যার মহারাজ পুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হওয়া স্থির হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের লোকেরা কহিতেছেন যে ভেপর্টের রাজকুমারীর সহিত রাজকুমার আর্থারের বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।

স্পেন দেশে সম্প্রতি বড় গোলযোগ চলিতেছে। স্পেনে সম্প্রতি সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু কতকগুলি লোক আবার রাজতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ উপস্থিত হইয়াছে। ফ্রান্স এক আশ্চর্য্য দেশ কতবার যে কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইল ও হইবে বলা যায় না। এ সকল বিপ্লব ও যুদ্ধে ফ্রান্সের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে আশ্চর্য্য এই তবু ফরাসিদিগের চৈতন্য হয় না। জর্ম্মণি হাত পা খোঁড়া করিয়া না রাখিলে এতদিনে বোধ হয় আবার ফ্রান্সে অস্ত্র শস্ত্রের অগ্নি জ্বলা যাইত।

ইংলিশম্যান বলেন মেরিডিতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৭ই আগষ্ট রবিবারে মেজর হ্যারিস সাহেব এবং অপর দুইজন কর্ম্মচারী এক গৃহে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একজন পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখস্থ একটী স্ত্রীলোকের বাড়ি আক্রমণ করিয়াছে। সে ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং একখানি ছোরা দ্বারা বার বার আঘাত করিল। মেজর সাহেব এবং তাঁহার বন্ধু [illegible] এবং তাঁহার সঙ্গে [illegible] লইলেন। অনেক অনেক [illegible] বিদেশে। তাহার [illegible] তাহাদের বাড়ি দিয়া স্ত্রীলোকটীর আঘাত [illegible] স্থলে এবং ছিন্নভিন্ন হইয়া ১০ মিনিটের পর [illegible]। অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল। এই হত্যার কারণ আজিও জানা যায় নাই।

পিটরিয়র বলেন, যে কাবুলের আমীর নিজের আমীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী নিরূপণ লইয়া ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে তাঁহাকে সহজে উত্তরাধিকারী হইতে দেন এরূপ বোধ হয় না। আমীরের মরণের অতি দীর্ঘ অবিষয়ের একটী নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সকলে কাবুলে এরূপ কথা উঠিয়াছে যে আমীর মহম্মদ আমীরের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিষ্ণু পিটেডিনীতে দৃষ্ট হইল যে লেণ্ট মণ্ট গবর্ণর পুনরায় আসিবেন এরূপ সংবাদ আসিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত খড়্গ মহলের বন্দোবস্ত স্থগিত রাখিয়াছেন। বোধ হয় তহশীলদার বিদ্রোহী হইবে। সব ডেপুটিগণই বোধ হয় সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। আমরা তহশিলদার বিদ্রোহীর কোন দোষ দেখি না। তাল লোক যদি তহশিলদার পদে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার দীর্ঘকাল পদস্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশীয় লোকের অত্যাচার প্রতিরোধের বিলক্ষণ ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে। "যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য" আর বড় লেকচার নাই।

ডায়মণ্ড হিউজ বলেন, বর্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহার কার্জ্জনহিত স্থাপন করিবার জন্য [illegible] করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং [illegible]

সহিত লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সাক্ষাৎ হওয়ার | ছেন। এ মকর্দ্দমার সাহেবের গাত্র উহা সিক্ত হইয়া উঠিল সন্দেহ নাই।

অন্য কোন ছকল কলুক, আর না কলুক আপাততঃ একটী মন্দ ফল ফলিয়াছে। তিব্বত দেশের লোকেরা শুনিয়াছে যে এই সাক্ষাৎকারের সময় সিকিমের রাজা ইংরাজ দিগের নিকট হইতে অনেক মহামূল্য উপহার সামগ্রী পাইয়াছেন। তিব্বতের লামারা সেই উপঢৌকনের অংশ পাইবার আশয়ে শকুনির ন্যায় সিকিম রাজকে বেড়িয়াছে রাজা এক্ষণে "চোলা" পথের অপর পার্শ্বে দুই মাইল স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যায়, তিব্বতবাসীরা রাজাকে তিব্বতের অধিকার ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিবে। তাহাদের শঙ্কা জন্মিয়াছে যে ইংরাজেরা সিকিম রাজাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তিব্বত হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আগামী বর্ষে তাঁহারা "চোলা" পথ বন্ধ করিয়া দিবে তিব্বতের সহিত আর বাণিজ্য করিতে দিবে না। ইহাকেই বলে "লাভঃ পরং গোবধঃ।" ইংরাজদিগের উপরে অন্য অন্য রাজ্যের লোকের যেরূপ মনের ভাব এতদ্দ্বারা তাহারও পরিচয় হইতেছে।

উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, এবারে নেপালে পঞ্চপাল আসিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি নষ্ট করাতে সেখানে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

২৯ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

নেশনেল পেপর বলেন, "কেটলি সাধারণ তন্ত্র সভা" নামক এক সভার সভ্যেরা পারস্যের সাহায্য সংবর্দ্ধনা বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পার স্যার বর্ত্তমান সাহা একজন অত্যাচারী ও প্রজা পীড়ক রাজা এবং ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ অনেক কদাচরণের মূর্ত্তি স্বরূপ এই বিশ্বাসে "কেটলি সাধারণ তন্ত্র সভা এই বিবেচনা করেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে এবং একটী স্বাধীন জাতি হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধ এরূপ ব্যবহার করিয়া এবং এরূপ ব্যবহারে অপরদিগকে উৎসাহিত করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া

সম্প্রতি "ইণ্ডিয়ান লোনাইট" বলিয়া নগরে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সভার সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সহকারী সম্পাদক সভ্য প্রভৃতি সকলেই এতদ্দেশীয় লোক। আজি কালি ইংলণ্ডে এতদ্দেশীয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে চলিল। বৎসর বৎসর দলে দলে লোক বিলাত যাইতেছে সেখানে তাঁহারা পরস্পর পৃথক না থাকিয়া যদি এইরূপ সকলে একত্র হন এবং দেশের মঙ্গল ও নিজের মঙ্গলের বিষয় যথানুবাদ করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই।

৩০ এ শ্রাবণ বুধবার।

ইংলিশম্যান বলেন, সিকিমের মহারাজ এক চমৎকার উপায়ে তাঁহার রাজ্যে চুরি দমন করিয়া থাকেন। যখন চুরি হয় যতদিন না সেই সকল চোর ধরা পড়ে ততদিন কোতোয়াল ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারিরা বেতন পায় না।

সিমলা পর্ব্বতে বিশপ কটনের একটী স্কুল আছে। এক দিন সেই স্কুলের কতকগুলি বালক একত্র হইয়া এক ঝরণার জলে স্নান করিতে যায় ইতিমধ্যে খুব এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে জলের স্রোত এত বৃদ্ধি হয় যে তাহাদের মধ্যে একটী বালক ভাসিয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, যে পাটের চাস ও ব্যবসায়ের তদন্ত করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন কাজ হইতেছে না। কমিশনর দিগের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া ছুটী লইয়াছেন এবং তাহার সহযোগী বাবু হেম চন্দ্র কর কেবল বসিয়া খাইতেছেন। বেঙ্গল টাইমসের সম্পাদক বলেন, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার অপেক্ষা অনেক সবিশেষ সংবাদ দিতে পারিতাম।

৩১ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ইংলিশম্যান বলেন, হাবড়ার মহেন্দ্রনাথ সাহা নামক এক ব্যক্তি মদের ব্যবসায় করে। তাহার দোকানে ভাল মোহর প্রভৃতি থাকাতে তাহার কর্ম্মচারীরা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই মকর্দ্দমার বিচার হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিরর অবগত হইয়াছেন যে সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রদেশে অনুমান ১২৫০০০ জন স্ত্রীলোক নানা প্রকার কর্ম্মদ্বারা আপনাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন। ইহাঁরা দরজি দর্জ্জি প্রভৃতি নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্র বলেন, যে কার্কশোয়ালিতে একটী চমৎকার ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সে খানে ইরল কায়ম নাম স্থানে মেরি ও কেট নামক দুই ভগিনী আপনাদের আতার বাটীতে বাস করিতেছিল। একদিন প্রাতঃকালে বেলা ১০ টার সময় দুই ভগিনী একত্র ক্রীড়া করিতেছিল ইতি মধ্যে মেরি হঠাৎ তাহার ভগ্নীকে বলিল আমি তোমাকে গুলি করিব, এই কথা বলিয়া একেবারে বন্দুক লইয়া ভগিনীকে গুলি করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

গত বৎসর বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক সিরাজগঞ্জে একটী শাখা ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন এবং অচিরে যোজাকরপুর ও চট্টগ্রামে এক একটী শাখা ব্যাঙ্ক খুলিবার সংকল্প করিছে। সিরাজগঞ্জ পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। যোজকর পুরে যথেষ্ট নীল বিক্রয় হয় এবং চট্টগ্রাম চাউলের একটী প্রধান বাজার।

৩২ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

মান্দ্রাজের গবর্ণর সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বৎসর যে অর্থ ব্যয় হয় এখন হইতে তাহার অধিকাংশ টাকা সাধারণ প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া উচিত। এই জন্য তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি দ্বারা এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সদুপায় বিধান করুন। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু নিম্নতর শিক্ষার জন্য

উচ্চ শিক্ষার সমাদর হইলে দেশের একটী বিশেষ ক্ষতি হইবে।

"বেঙ্গল সিভিল কত" সভার গত অধিবেশনে মনরো সাহেব প্রস্তাব করেন, যে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে সেই কতে প্রবেশ করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুবিবাহ বালা বিবাহ অন্তঃপুর প্রথা চিরবৈধব্য প্রভৃতি থাকিতে ততদিন হিন্দুসমাজের কাহাকে এই কতের মধ্যে লইলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। মার্শম্যান সাহেব এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই কতে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে লওয়া উচিত। বিশেষ যে সকল কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া জাতির আশঙ্কা করা হইয়াছে তাঁহার মতে তাহারও উপায় করা যাইতে পারে। যেমন কোন সিবিলিয়ান এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কত হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় কেহ বালিকা বিবাহ করিলে তাহারও উপায় বিধান করা যাইতে পারে। এই সকল প্রস্তাব ও কথাবার্ত্তা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। হাসিপায় তাহার কারণ এই, যে আমাদের রাজারা হিন্দুসমাজকে যেন একটা ভয়ানক ব্যাপার মনে করেন। 'হিন্দু সভ্য শিক্ষিত হউন না কেন বিলাতে গিয়া অবস্থান করুন না কেন, তিনি উচ্চপদের উপযুক্ত হইতে পারেন না। কি চমৎকার সংস্কার!

১লা ফাল্গুন শনিবার।

শিরোমণির মহেশ, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানের মধ্যে কার্য্যানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি বিভাগের জন্য তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থানের স্কুল ও ছাত্রদিগের সংখ্যার তুলনায় বর্দ্ধমানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য কমিশনর সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন। এজন্য শিক্ষাবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করায় শঙ্কা করিতেছেন যে যদি অন্যস্থানে উঠিয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই ছোটা কর্ত্তার প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু এতদিন কত লোকে কত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং বর্দ্ধমানে কেন এ প্রকার স্কুল অনেক স্থলেই রহিয়াছে।

মরিসন সাহেবের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে মরিসন সাহেব গোমস্তা মরিচ প্রভৃতি কারবারী পতুর্গীজ যে প্রকার বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষীয় কুলিদের কপালে সেরূপ বিশ্রাম ঘটে না কেহ যদি মরিসাস পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে যাবে তাহার সে বিষয়ে লেখন হইয়া থাকে। আমরা চিরদিন দেখিতেছি সকল স্থানেই কুলিবিষয়ে এই রূপ দুর্ঘটনা।

আমরা বিস্ময়ে লিখিত হইয়াছে, "ফরাসের পুর্বরাজধানীর আধিপত্য গায়ে এখানে যে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা সমকায়ে বন্ধ হয় নাই। পূর্বে গোলাম ও গোলামিনীদের জীবনের মত কিছিৎ অর্থ দিতে হইত এবং তাহাদের সহিত এরূপ নিয়ম করা হইত যে তাহাদের পুত্রপৌত্রগণও গোলাম হইবে, এখন সেই রীতি কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে অবলম্বিত হইয়া থাকে। পূর্বে গোলাম ক্রয় করা হইত এখন তাহাদের নিকট সম্মতি পত্র লইয়া কতকালের আজীবন রাখা হয়। কিন্তু যাহারা আপনাদের সন্তানদিগকে এইরূপে অর্থের সহিত বিনিময় করে তাহাদের সংস্কার পূর্বমতই আছে তাহারা কাগজে লিখিয়া দিলে হইলেও মনকরে যে গবর্ণমেণ্টের আইন মতে তাহাদিগকে অথবা তাহাদের সন্তানদিগকে চিরকাল দাসত্ব করিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এইরূপে লেখাপড়া করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধারের আশা অন্ধকারেই [illegible]

[illegible]

সভার [illegible] অবসরপ্রাপ্ত [illegible] বিদ্যালয়, [illegible] যত্নের সহকারে [illegible], কিন্তু তিনি যখন [illegible] কেবলমাত্র [illegible], কলিকাতা হইতে [illegible] মাস মাত্র অনুপস্থিত [illegible]। এতদিন অবধি সংখ্যায় [illegible] গণনায় [illegible] হয়, তাহা [illegible] না। তবে [illegible] কিপ্রকারে কালের [illegible] তাহা বলিতে [illegible]

সাধারণশিক্ষাবিভাগের "গত বৎসরের রিপোর্ট" হইতে, শুভ ও পরিণত বিষয়ের নিদর্শন নিম্নলিখিত কয়েকটী স্কুল সংস্থাপন হইয়াছে। গোপীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি [illegible] সাধারণ প্রবেশে সমুদয়ে ৬টী নরমাল স্কুল হইবে এবং ঐ স্কুলগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। হুগলী, কলিকাতা, হরিণঘাটা, শিবপুর, ঢাকা [illegible], চুয়াডাঙ্গা, [illegible], কটক, এবং [illegible], এই নয়টী স্কুলে প্রথম শ্রেণীর নরমাল স্কুল হইবে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, [illegible], দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পাবনা, কাঁকিনপুর, বাখরগঞ্জ, [illegible], [illegible], [illegible],

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর আবশ্যক মত খাল্‌র জন্য হইতে কিছু ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে উইলিয়ম হেন্‌রি আর্থার সাহেব একজন কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কাঞ্চাড়ের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর উইলফ্রেড কেণ্ডাল ক্লেমেণ্টসন সাহেব (যিনি এখন ছুটী লইয়াছেন) পাটনা ডিবিজনে বদলী হইলেন।

এডমণ্ড ষ্টিবন গডফ্রে সাহেব বাবু বিহারিলাল গুপ্তের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভাগলপুর ডিভিজনের ভার পাইলেন।

টমাসাক্রসলেন সাহেব আপাততঃ তাঁহার অপরাপর কার্য্যের সহিত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এণ্ড রিমেমব্রর আর অব লিখাল এফেয়ারসের কার্য্যও করিবেন।

চট্টগ্রাম ডিভিজনের কমিসনর এইচ হাড সাহেব যতদিন অনুপস্থিত থাকেন ততদিন ফলওয়ার ক্রেডন ফাউল সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার ডেপুটি এবং সেসন জজ এফ সি ফাউল সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত টমাসটনের এলেন সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

শিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহুর এবং বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন উইলিয়ম লিসেষ্টার কাবুয়েলস সাহেব ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়র আইনের ২২২ ধারার অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

এডোয়ার্ড মিলিএল মাউয়াস সাহেব আপাততঃ বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসের কার্য্য করিবেন।

লেপ্টনণ্ট কেবরি সেণ্টপ্যাট্রিক মাক্রগরেল গত মাসের ২১ এ হইতে সৌতালীর সব রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট এপ্রধিকারি এইচ এ ডেভিস সাহেব প্রেসিডেন্সি জেনরেল হাঁসপাতালে নিযুক্ত হইলেন।

এইচ আর বাইলি সাহেব সালদহে চকলা নামক স্থানের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য হইলেন।

জে সি মরে সাহেব বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭০ সালের ৫ আইন অনুসারে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি করিবার জন্য কমিশনর নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রামচাঁদ আঢ্য বেঙ্গল কাউন্সিলের ৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে পুরী বিভাগের রোডসেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

সি বার্ণার্ড
বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

মৌলবি আলি আহম্মদের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মৌলবী মোহাম্মদ আলি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

এ মেকেঞ্জি
সেক্রেটারি বেঙ্গল
গবর্ণমেণ্ট।

পলিকলিকওয়াক ডিপার্টমেণ্ট। বাবু রাধা মোহন দাস চতুর্থ শ্রেণীর আকাউণ্টেণ্ট কটক ওয়ার্কশিপ ডিভিজন হইতে মদীয়া বিভাগে বদলী হইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর আকাউণ্টেণ্ট বাবু কালীকমল সরকার মেদিনীপুর বিভাগ হইতে কটক ওয়ার্কশিপ ডিভিজনে বদলী হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট এম এণ্ডুস সাহেব কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলেন।

মুরসিদাবাদ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র জে বিটী সাহেব আপাততঃ দিনাজপুর এবং মালদহের ইঞ্জিনিয়রের কার্য্য করিবেন।

জে, ই, টী, নিকলস সেক্রেটারি প ও ডি, প্রথম শ্রেণীর ওভরসিয়র বাবু বিশালচরণ মল্লিক মুর্শী হইতে হিজলিবিভাগে বদলী হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব ওভরসিয়র বাবু মহীয়া রাম মুখা দক্ষিণ হুগলি ডেনেজ হইতে মুর্শীতে বদলী হইলেন।

উত্তর ডেনেজ এবং এষ্টাব্লিষমেণ্টের প্রথম শ্রেণীর প্রোবেশনরি সব ওভারসিয়র বাবু ক্ষেত্র মোহন পালিত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এইচ ডবলিউ গলিভার সেক্রেটারি প ও ডি ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

হুগলি বিভাগের হরিপালের মুন্সেফ বাবু অক্ষয়চরণ দে ত্রিপুরা বিভাগের মোহাবালিতে বদলী হইলেন।

এবং বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল মোহাবালি হইতে হরিপালে আসিবেন।

ডবলিউ এম সাউটার হাইকোর্টের রেজিষ্টার।

ইউরোপীয় সমাচার।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং চ্যান্সেলর অব দি একশেকর এই উভয় কর্ম্ম করিতেছেন। ডডসন সাহেব তাঁহার রাজস্ব সম্বন্ধীয় সেক্রেটারি এবং আর্থর পীল সাহেব স্কেলটির সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আয়ারটন সাহেব তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এডাম সাহেব তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারস্যের শা ভিয়েনা হইতে কষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা করিয়াছেন।

ফ্রান্স জার্ম্মণিকে তাঁহার তৃতীয় কিস্তির টাকা দিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। খার্সণ হইতে লেষ্টপিটর্সবর্গে যে দূত প্রেরিত হয় তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ১২ ই আগষ্ট। সাধারণ তন্ত্রের বিপক্ষেরা ফ্রান্সে পুনরায় এক রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য একটী প্রস্তাব করিয়া তাহাতে নাম সহি করাইতেছেন।

মাড্রিড ১২ই আগষ্ট। জেনারেল কণ্টেরাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অনুচরেরা প্রায় ছই সহস্র লোক মাড্রিডের বিপক্ষে যাত্রা করিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছে। কণ্টেরা পলায়ন করিয়াছে। সাধারণের সংস্কার যে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট। সিংহলের গবর্ণর প্রেগরি সাহেব পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার পদে আরল জারাড সাহেবের নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

ষ্টার কলেজের রেভ রেণ্ড ইরাটি সাহেব কলিকাতার ধিশপস কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডনে সম্প্রতি টাইফয়ড জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

পারিস ১৫ ই আগষ্ট। ডিউক অব ব্রগলি বলিয়াছেন যে সাধারণ তন্ত্র মতাবলম্বী দলকে বিশেষরূপে দমন করা গবর্ণমেণ্টের উচিত।

মাড্রিড বিদ্রোহিরা বিবোয় ঘেরিয়াছে।

করেরা আবার কার্পেটিলাভে প্রবেশ করিয়াছে, এই স্থানেই বিঘ্নে ইতি একত্র হইতেছে।

আমাদিগের ধীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

যে পরিমাণে এদিকে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহা কার্য্যোপযোগী বড় বাই বলিলেই হয়। আমোন ধান্যের রোপণ জন্য ভূমিতে যত জল থাকা আবশ্যক তাহা এখনও অনেক ভূমিতে দেখা যাইতেছে না। শ্রাবণ মাস অতীত হইল, কিন্তু আষাঢ় কার্য্য সুচারুরূপে শেষ হইল না। পূর্ব্ব আশায় ছাই দিয়া থাকুক, অর্দ্ধেক ফসল পাইবার আশাও লোকের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ দিকে দরিদ্র প্রজাকুল (রোজসেস) স্থাপনের আদেশ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি এটী টাকা স্থাপনের উপযোগী বৎসর নহে। গবর্ণমেণ্ট এ টাকাটী আর এক বৎসর স্থগিত রাখেন এই আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা।

বিপদ বিপদেরই অনুগমন করিয়া থাকে রাইপুরের অধিবাসিরা সে দিবসের অগ্নিদাহ বিবরণ অদ্যাপি পূরণ না করিতে করিতেই আর এক নূতন বিপদমুখে পতিত হইয়াছে। রাইপুর গ্রাম খাসি অঞ্জয় নদীর তটে অবস্থাপিত। রাইপুরের দক্ষিণ অংশ প্রায় প্রতি বৎসরেই বন্যায় প্লাবিত হয়। সে দিন অঞ্জয় একটু বিশেষ বর্দ্ধিতকলেবর হয়। এই হেতু বন্যা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে গ্রামের দক্ষিণ দিকে যে গৃহগুলি আছে তাহার অর্দ্ধেকাংশ ভূতলশায়ী হইয়াছে। এখন এই নিঃসহায় দুরদৃষ্টদের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্বদান করা একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

ধনহাটী আবাদের অতি নিকটে কুমারপুরে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। যাহাকে অপরাধী স্থির করা হইয়াছে সে আপন অপরাধ স্বীকার করে নাই। ঘটনা স্থলে কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সে দিন উপস্থিত হন। মকদ্দমা বিচারাধীনে রহিয়াছে বলিয়া আমরা কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম না। ঘটনার এইরূপ স্থূল বৃত্তান্ত শুনা যাইতেছে। কুমারপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ কুলা (উড়িষ্যক অপরাধী) একটী শূকর তাহার বাস গৃহে প্রবেশ করায় রাগান্ধ হইয়া শূকরটীর প্রাণ বধ করে। উক্ত শূকরটী একটী নীচ জাতীয় বৃদ্ধ স্ত্রী লোকের ছিল। সেই স্ত্রীলোকটীকেও বিশেষ রূপে প্রহার করায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত পরশ্বঃ রাত্রে ধনহাটী আবাদের সন্নিধানে অন্যমূর্ত্তি গ্রামে একটী স্ত্রীলোক উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী একজন কুষকের কন্যা। শুনিলাম, স্ত্রীলোক টীর চরিত্র তাদৃশ পরিশুদ্ধ ছিল না।

শুনিলাম, ময়ূরাক্ষী নদীর পুল ভগ্ন হওয়ায় লাভপুর থানার অন্তর্বর্ত্তি হইয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথবা অথবা এই পুল ভগ্ন হইয়া যায় বলিয়া ঐ সকল স্থানের অধিবাসী দিগকে যে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়, তাহা আমরা সোমপ্রকাশে কয়েকবার লিখিয়াছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য হইয়াছিল। কয়েকবার সে বিষয়ে তদন্তও হইয়া গিয়াছে। কার্য্য সময়ে আর কোন উচ্চ বাচ্য হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট এ সকল কার্য্যে উদাসীন থাকিলে রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না।

১১ ই ফাল্গুন
১৮৭৯

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা পণ্ডিতদিগকে হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিত নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষিণী সভা বাঙ্গালিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এমন কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, যাহাতে হিন্দু ধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি পাইতে পারিবে। আশা করি, সহৃদয় প্রতিবন্ধকেও তাঁহারা এ কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা করিয়াছেন পণ্ডিতদিগের [illegible] রাজপুর পাঠশালেও অনুরূপ [illegible] দেখিতেছি। তাঁহাদিগকে [illegible] দিগকে এই সংবাদ পাঠাইয়া [illegible] যেন তাঁহারা উক্ত [illegible] ছিতে থাকিতে বিশেষ [illegible] করেন। কলতঃ যুবারাও [illegible] সংস্কৃতের প্রবর্ত্তনা অবশ্যকর্ত্তব্য [illegible] সংস্কৃত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হিন্দু-মাত্র স্বীয় সন্তানদিগের পরিচালনের কার্য্যে যথাশক্তি যত্নবান হইবেন। সাংসারিক বিষয়ের উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়া যদি তাহাদের সংস্কৃতের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহারা আপনাদের [illegible] সন্তানদিগকে নিজ ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ রাখিয়া প্রত্যেক হিন্দুই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিলে এরূপ পুণ্যকার্য্য আর কোন হিন্দু ত্যাগে পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা এই মহোদ্যমের মূলই কার্য্যের মূল বিবেচনা করিবেন, পরকালে তাঁহাদিগের স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন।

হুগলী
১২ই ফাল্গুন
১২৮৬ সাল

শ্রীঃ—

অন্যায়ীর প্রতি উপদেশ।

[illegible] কহি [illegible] বিদ্যাসিন্ধু
নিকট বসনাবলি বাড়িয়া বদন
বহু কাঠ যার জলে পরাজয় মানে
আহা কি অপূর্ব্বশোভা। যেন কেহ যায়
অমাবস্যা রজনীতে লাজহ'না কাটে
হাঁড়ি হ'ল হ'ল নাম লাহার বদনে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আদি কবি বাল্মীকি পুরাণ রামায়ণে
গাইল তোমারি কীর্ত্তি ওহে কীর্ত্তিমান্
ব্যাস সাঙ্খ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক আর
মীমাংসা বেদান্ত বহু সপ্ত দর্শনেতে
নব্যকাব্যে নাটকে মহেশে যথাযথ
তব মৃত্যুগীত হয় পাই দেখিবারে
সকলি কিচ্‌কিন্ধ্যা কাণ্ড প্রাণ্ডহে কবলি
কৃতার্থ করহ তব টিয় দাস জনে।
কি ভ্রম কূপেতে পড়েছিল এতকাল
জগতের লোক সব। জামিত ভ্রমান্ধে
লোক পিতামহ বলি। কিন্তু কতকাল
প্রচলিত থাকে বল কল্পিত ঘটনা
হইলেও বাধিকন্ত? থাকে কি গোপনে
বহু দিন তনুকথা? বন্য কলিযুগে
ইংলণ্ড দেশেতে জন্ম লভিলা দুকণে
মহামতি ডারুইন! দেহ বিদ্যাবলে
প্রকাশিলা মহোপকারক গুপ্ত কথা
"বানর হইতে নর উৎপন্ন হয়েছে"
কালক্রমে ক্রমে ক্রমে বদিও লাঙ্গুল
খসেছে, অঙ্গার মুখ লুকোচুরি হয়েছে
তথাপি কি পিতৃগুণ যায় একেবারে?
বিস্তীর্ণ তোমার বংশে বংশধর যারা
তোমাকেও ছিনিয়াছে মানসিক গুণে
পিতা চেয়ে পুত্র বড় বিষয়ের বলে।
যদি পিতামহ আদি যদি তব পদে।
প্রবাদ আছিল কিন্তু তোমার ঔরসে
রাক্ষসীর গর্ভে লঙ্কাকাণ্ডের সময়
জন্মিল অপূর্ব্ব জাতি বড় ঘেঁতকায়।
লক্ষ লক্ষ কাষ্ঠাসন কদলিতে টান
নির্ম্মায়িক ভাব স্বার্থপরতা প্রভৃতি
দিতেছে তাহার সাক্ষ্য। বড়পুত্র এঁরা
কিন্তু হায় সকলে তোমার মত নয়
প্রাণপণে সাধে যারা স্বজাতির হিত
একতা বিবাদ করে মানে মান্য জনে
কুলাঙ্গার বত! তুমি কত অবতার
মহাপ্রলয়ের তার ব্যস্ত তব করে
একতা ভাঙ্গিবে কিসে হয় তত্ত্ব তবে
সমাজ বন্ধনী তব চেষ্টা অবিরত।
কেবল এসব গুণে বিভূষিত আছে!
আছে কতগুলি তব প্রকৃত সন্তান
তনুবাদ গোত্রে তারা কুলের তিলক
"ডেপুটি" নামেতে খ্যাত বাবাদুর সবে
গর্ব্বে মত্ত পরিপূর্ণ দেখে পৃথিবীরে
সরাখানি তুলা। তারা করে পদে পদে
মানিজন অপমান শক্তি শেলকালে
তুমি যথা সূর্য্যদেবে বগলে করিয়া
বিশ্বব্যাপী তেজো রাশি চাকিতে চাহিলা
ইহারা রাবের দোষে শ্যামে দেয় ফাঁসি
তুমি যথা সকটকে রাম ছিন্ন লাগি
রাবণের অপরাধে নির্দ্দোষি সাগরে
পাষাণে বান্ধিলে (১)। পাত্র উপযুক্ত বুঝি
ইহাদেরি হতে নাস্ত কৈলা খড়্গাখানি
বীমান কমল বীর—মূর্ত্তিমান তুমি
কলিযুগে যার বলে ইহারা এখন
শিরীহ আতির কুলে পাঠাবে "শ্রীঘরে"।
উচ্চতম বিদ্যালয়েতে এত দিন
কুল থেক হইত। এক্ষণে মকঃসলে
মাজিষ্ট্রেটি কুল থেক হইবে নিয়ত
অনয়ারিগণ সনে। ইহাদেরি ঘটে
"বড় পুত্র, গুণবত্ত বর্ত্তিয়াছে দেখি
অক্ষতভাবেতে। ওহে বাদুর নন্দন!
কেহ কেহ পাইয়াছে তব পিতৃগুণ
উনপঞ্চাশত মানে উত্তরাধিকারে
বল পিতামহগুণ না পাইবে কেন?
পুরাণ প্রবন্ধে লেখে পুরাণ বারতা
ওয়াল টর স্কটাদির মধুর ভাণ্ডার
গোপনে লুটিয়া, মুখে বলিয়া বিস্তর
আপন খেয়ালে আমি রচেছি এ সব।
সর্ব্বদা আক্ষেপ হয় সব শিক্ষিগণ
পড়ে না এ সব গ্রন্থ। লাগে কি খেয়াল
ক্রপণের কাছে ভাল? বাঙ্গালা ভাষার
গ্রন্থের শরীর রচি শিরো ভাগে দিল
সংস্কৃত শোল কত! ঠিক যেন হায়
বুট পায়ে জামা গায়ে মধ্য বাবু শিরে
জড়াইল মাথাবলি। কখন কখন
ইংরাজী বচন রাজী প্রবন্ধের মাঝে
রাখে যেন সে বাবুর উত্তমাঙ্গ দেখে
পরাইল শোলাহ্যাট। নিখিল আপার
ভারত বিখ্যাত ভারতেরে। বাঙ্গগুণে
জিনিয়াছে তোমারে যে দন্তবিকারক!
লিখিয়া বাবু পুরাণ কিছু কিন্তীর বোলে
কাহ কি অঙ্গুলি তাঁর? কণ্ডুয়ন রোগে
কাহার অঙ্গুলি কত? ফুটাইয়া দল
মললীলে তুমি যথা ফুটাইয়াছিলে
ত্রেতাযুগে দর্পণি লিখিতে দিল যম
খ্যাত বঙ্গদেশে দেবে না রহিতে দিবে
বেদব্যাস নাম। বেদ করিয়া বিভাগ
দুর্গারে করেছে কাইত সরস্বতী সনে।
দোষগুণ যদি কেহ করিতে বিচার
বলে কোন কথা যথা ফুস্‌ফুসের দল
লাগে তব পাছে তুলি খেউ খেউ রব
অমনি সে বীরবর উঠে লম্ফ দিয়া
আস্তরস্ত বিটপির সর্ব্বাগ্র শাখাতে
বলি তথা নির্ভয়ে তাহার সমমুখে
তোমার সন্তানগণে অন্য পশু বলি!!!
পাল মধ্যে গোবা কভু মিশিবার নয়
সন্ন্যাসির দলে সদা সর্ব্বদা উপরে।
মিত্র তাঁর গড়াইল দর্পণ সুন্দর
তাহাতে হেরিয়া মুখ কৃতজ্ঞতা করু।
তুমিও রচিয়াছিলে তমিহে প্রবাদে
মহানাটকের গ্রন্থ অমৃত লহরী
লোক প্রিয় হইবে না ভাবিয়া তাহার
নিজ হস্তে ছিঁড়িলা। দন্তের বীজ তবে
আছিল প্রচ্ছন্নভাবে তোমার দেহেতে
প্রভূত হইল যাহা বংশাবলি ক্রমে
কিছু নাহি যায় যায় যা এসে কলমে
লেখে এরা ভাবে মনে না হয় বঞ্চিত
ভূষিত বঙ্গের লোক সে অমৃত পানে।
পুনরপি নমে মুঢ় তব পদযুগে
কৃতার্থ করহ মোরে খাইয়া কবলি।

শ্রীঃ—

ভাল করতে পারবো না
মন্দ করব কি দিবি তা দে।"

মহাশয়! বঙ্গীয় কতিপয় বিদ্যাভিমানী কিন্তু বস্তুতঃ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ও অন্তঃসারহীন ব্যক্তি এই আবহমান প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারিণী ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। পরপদদলিত অনধিকারী বঙ্গভূমির এমনি দুর্ভাগ্য যে কেহই ইহার দুঃখোপশমের নিমিত্ত একপদও মাত্রও মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিবে না, কেহ যদি অপর কেহ চেষ্টা করে সংসারসাগর তরণের সাধ্য কার্য্যের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত

(১) অহার সীতা হরণকরণের, যজ্ঞপরোধীরঘুনন্দনের। কুতোঽমলপ্রাণি ইহ বিচিত্রং, পরাপরাধের পরাপমানং॥

হইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই। দুই জনে একত্র কার্য্য করিলে যে কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে, সেই কার্য্যে যদি একজনের সহিত অপরের অনৈক্য ঘটিল, অমনি এক-জন অপরের কার্য্যের ব্যাঘাতে প্রবৃত্ত হই-বেই হইবে। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গা-লীদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের প্রতি অভিনি-বেশ করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে। এই প্রকার বিসদৃশ ভাব ও অনৈক্য হেতুই আজি ভারতবর্ষ পঞ্চশত বর্ষা-ধিক কাল যাবৎ পরজাতি পদানত, এই হেতুই আধুনিক বঙ্গ-সমাজের এতদূর হীনা-বস্থা, এই হেতুই আমরা রাজদ্বারে রাজসার অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত।

কলিকাতা বঙ্গ-দর্শন" বিদ্বেষভাবপরবশ জন সমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ বিবর কলুষিত হইল। যখনি কেহ কোন প্রস্তাব বা পদ্য " বঙ্গদর্শনের " বাহি-কটা নিন্দাবাদ করিয়া বা তৎসম্পাদককে গালি দিয়া চিত্ত প্রসাদন করেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন কোন সম্বাদ পত্র সম্পাদকও এই প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে তৎসমুদায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি, তবে কর্ত্তব্যানু-রোধে ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনায় সাধারণকে দুটিকত কথা বলিব, তাহা করি মহাশয় পাঠকে কৃপিত হইবেন না।

" বঙ্গ-দর্শন " চিরন্তন ব্যাপি বঙ্গ ভূমি-কার ক্ষুদ্রে লিকাসমাকীর্ণ বঙ্গ-সাহিত্য সংসা-রের হৃদয়োদয়। প্রতি সংখ্যায় আমরা তাহার সমাক্‌রূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। বঙ্গ-দর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। যে প্রণালী অনুসারে " বঙ্গদর্শনের " প্রস্তাব-গুলি লিখিত হয়, তাহা সুমার্জ্জিত ও সমু-জ্জ্বল। ইতস্ততঃ দুই একটি সামান্য লিপিগত প্রমাদ ব্যতীত এমন একটি দোষের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহাতে বঙ্গ-দর্শন অপাঠ্য। তবে আপনার " শ্রী " আকর্ষিত লিপি প্রেরকের নাম যাহারা দেখিতে ও পরমসেহসিক্ত, " বাহিরের এ বিষয় যোগদান না হইতে পারে। কতক-গুলি শিক্ষক সর্ব্বদাই গালিয়া থাকেন, যে " বঙ্গ-দর্শনের " লেখকগণ বিদ্যাবিদ্যোপাধি-ধারী, কিন্তু আমরা তাহাদিগের কথায় মত দান্না করি না, যেহেতু " বঙ্গ-দর্শন " নিজেই নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করি-তেছে। সহস্র কথা বলিলেও নিম্নস্থ শিক্ষ-কই থাকিবে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু তাহারা সকলের ও সকলে তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করি-বেন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে সকলগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার গণনা না হউক, অধিকাংশই অপাঠ্য; মধ্য অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রণীত পুস্তকাবলি ভিন্ন এমন এক খানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহা যথার্থ পাঠ্য বলিবার প্রার্থী। আমাদিগের কথায় আস্থা না করুন স্বদেশ হইতে সাহিত্য সমাজ উচ্ছেদ করিয়া দেখুন। এ অভাব যে কতদিনে পূর্ণ হইবে, তাহা দুরদৃষ্টের বোধ অগম্য, কিন্তু সেই অভাবের নিমি-ত্তই " বঙ্গ-দর্শনের " সৃষ্টি এবং তাহা যে আংশিকরূপে সিদ্ধ হইতেছে যে বিষয়ে কাহার সন্দেহ হইবে? " আরব-উপন্যাস " " উদ্ভিদ-বিদ্যা, " " উত্তর চরিত " " ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত, " " বঙ্গদেশের কৃষক, " " সাধ্বী স্ত্রী " " সাধ্য " " অর্থনীতি " প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব যাহা পাঠ করিয়া কি বিদ্বান, কি মূর্খ কাহার মনে না হইবে যে এই সকলের ন্যায় উত্তম আর লিখিত হইতে পারে না। পরন্তু দেখার পার্শ্বিপাট্য " বঙ্গ-দর্শন " অনুকরণীয়। বঙ্গভাষায় যে কয়েক খানি সম্বাদ পত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ বা নিকটস্থ হইতে পারে নাই। " বঙ্গ-দর্শন " যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন লোকের মনোরঞ্জন করে আর কোন পত্র তদ্রূপ করি-তে পারে নাই। ইহাতে সুশৈক্ষক আমাদি-গের উপর বিরক্ত হইবেন এবং বয়স্ক আমা-দিগকে " বঙ্গ-দর্শনের " দোষক মনে করি-বেন কখন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতেছি যে কাঁহারা এ কথায় আস্থা না করেন তাঁহারা " বঙ্গদর্শনের " অন্তরেই প্রবেশ করেন নাই।

[illegible] " শ্রী " আকর্ষিত পত্রপ্রেরক [illegible] বলের [illegible] " [illegible] [illegible] [illegible]

প্রণালী প্রভৃতি অনেকাংশে অনুকরণ করি, এটি সংসর্গ দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গুলিই যে দোষ একথা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের যেগুলির অভাব আছে বা যেগুলি মন্দ তৎপূরণার্থ বা তৎ পরিবর্ত্তে বিজাতীয় প্রকরণগুলি গ্রহণ করিলে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই। একটি বিষয় আমাদিগের ছিল না তাহার চিরাভা-বাপেক্ষা অপর জাতি হইতে সেটি পূরণ করা ভাল, অথবা আমাদিগের একটি দোষ ছিল সেই দোষে মগ্ন থাকা অপেক্ষা অপর জাতির অনুকরণ করিয়া তাহার সংশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদতিরিক্ত দূষণীয় সঙ্গেত নাই। ইংরাজী ভাষার কতকগুলি এমন সমুন্নত ভাব আছে যাহা বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয় না এমন স্থলে সেগুলি গ্রহণ করিয়া সেই অভাব পূরণ করিলে তাহাকে দোষ বলি না, বরং তাহাতে আরও লেখার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। একথা যিনি অস্বীকার করিবেন তিনি ভাষা প্রকরণই অবগত নহেন। তিনি আরও বলেন "বঙ্কিম বাবু ইহাকে ফিরিঙ্গি ভাষা-পন্ন করিয়া তুলিতেছেন" কেন না ইহার রচনা মধ্যে কদাচিৎ এক আধটি ইংরাজী শব্দ দৃষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে বলা আবশ্যক যে বঙ্গভাষার আজিও এরূপ সম্যক পুষ্টি-সাধন হয় নাই যে তাহাতে সকল বিষয়ক সকল শব্দই পাওয়া যায়। এতদভাব পূরণের নিমিত্ত বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার দোষাবহ নহে, অপিচ তাহার পুষ্টি এইরূপেই সম্পাদিত হয়। ইংরাজীতে এমন একটি শব্দ থাকিতে পারে যাহার সম শব্দ বাঙ্গালায় নাই, সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য? দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে এ বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "বিষ বৃক্ষের" এক পরিচ্ছেদে "সোকা" এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। "সোকা" শব্দ আমরা সকলেই বুঝি বিশেষ ইহা দ্বারা একটি বস্তু বিশেষ বুঝাইতেছে। "সোকার" অনুরূপ বাঙ্গালায় কোন শব্দ নাই, যাহাদ্বারা সেই বস্তুটিই বুঝাইবে, তাহা থাকিলে "সোকা" শব্দ প্রয়োগ দোষাবহ বটে। মনে করুন, তৎপরিবর্ত্তে আমরা "আসন" বলিলাম তাহাতে কি অধিকন্তু সেই বস্তুটিই বুঝাইল কখনই না, আসন অনেক প্রকার হইতে পারে। পীঠ পর্য্যন্ত প্রভৃতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কেহ অভিপ্রেত বস্তুটি বুঝাইল না। অতএব উদ্দেশ্য বস্তু নির্ণয় নিমিত্ত "সোকা" শব্দ প্রয়োগ দূষণীয় নহে। অপিচ এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা এক প্রকার মোটামুটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে লোকে তদভিপ্রেত বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেই শব্দটি রাখিলে সেই বিষয়টি স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা এই স্থলে আপনার পত্রপ্রেরকোল্লিখিত 'আবসোলিউটিউ' শব্দটী গ্রহণ করিলাম। আবসোলিউটিউ" শব্দটী বাঙ্গালায় প্রকারান্তরে অনুবাদ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লেখকের অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল না। অনুবাদ দ্বারা সে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্তু ইংরাজী শব্দটী রাখিলে সহজেই বুঝা যায়। এস্থলে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ দূষণীয় নহে। এতদতিরিক্ত হইলে তাহাকে দোষ বলা যাইবে। "নব নাটকের" মতে "দাবা না বলিয়া কাদার বলিলে তাহা অবশ্যই দূষণীয়।

আপনার পত্রপ্রেরক "চন্দ্রশেখর" সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত নহি কারণ এখানি অসম্পূর্ণ। কেবল দুই একটি কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইব। "চন্দ্রশেখরে" বর্ণিত 'লরেন্স ফষ্টর' সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বঙ্কিম বাবু "লরেন্স ফষ্টরকে" চিত্রিত করিয়া নিজ ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় প্রদানে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য যে, কয়টি ব্যক্তির অবতারণা করা যাইবে তাহাদিগের চরিত্র সম্যক চিত্রিত করা। এতদ্বিষয়ে যিনি কৃতকার্য্য তিনিই উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা লেখক। বঙ্কিম বাবু এবিষয়ে যেরূপ পারদর্শী তাঁহার প্রণীত উপন্যাসগুলিই ইহার সাক্ষী। কলতঃ চরিত্র প্রদর্শন করিতে তাঁহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালায় নাই তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে উজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। "লরেন্স ফষ্টর" ইংরাজ। তাহারা স্বভাবতঃই চঞ্চল বা অধৈর্য্য সেই চিত্র চিত্রিত করিবার নিমিত্তই বঙ্কিম বাবুর তদনুযায়িনী ইংরাজীর অবতারণা। যে সময়ের বর্ণনায় এই আখ্যায়িকা প্রবৃত্ত সে সময়ে ইংরাজেরা সুতন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা বাঙ্গালীদিগের প্রকৃতি বা ভাষা তখনও সম্যক অবগত নহে, কেবল তাহাদিগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংসর্গে যাহা কিছু শিখিয়াছিল। "চন্দ্রশেখরেও" এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। "লরেন্স ফষ্টর" কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার প্রমুক্ত দুই কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ প্রকার চিত্র সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। "আই কম এগেইন কেয়ার লেডি" বলার তাৎপর্য্য এই—লরেন্স ফষ্টর মনে করিয়াছিলেন যে "শৈবলিনী" মুঠীর কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু যখন দেখিলেন "শৈবলিনী" সে প্রকৃতির নহে, তখন আপনার ক্ষমতানুযায়ী বাঙ্গালা বলিলেন। ইংরাজদিগের অভ্যাসই এইরূপ, যাঁহারা তাহাদিগের সংসর্গ করিয়াছেন একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। নতুবা ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় এই সামান্য কথা দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না। "দুর্গেশ নন্দিনীতে" "জগৎসিংহ," "ওসমান" বীরেন্দ্র প্রভৃতির মুখ হইতে তাহাদিগের দেশীয় ভাষা নির্গত হয় নাই কেন তাহার অনেক কারণ আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল বিবৃত করিব না। যাঁহারা উপন্যাস কাহাকে বলে অবগত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন চিত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন, তদ্রূপ তাহা করিলেও ক্ষতি হয় না। 'কপালকুণ্ডলায়" কাপালিকের মুখ হইতে এক সময় যে "তৃক্‌ং" "মাংসুস্য" প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বাহির হইয়াছিল তাহারও কারণ ঐ কাপালিকের চরিত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ টুকু প্রয়োজনীয়। ঐ দুই কথাতেই আমরা তাহার চরিত্র সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি। কাপালিক পরম ধার্ম্মিক, তাহার মুখ হইতে ঐ প্রকার বাক্য নিঃসরণ

ওওয়া বিচিত্র নহে। পরন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষ কিনি তাহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, লোকদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত ও লোকের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত ঐ প্রকার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে দোষ ঘটে নাই। "নরেশ কটরেও তদ্রূপ।

পত্রপ্রেরক "বিল্ব-বৃক্ষকে" অপাঠ্য বলিয়াছেন, তদালোচনায় আমরা বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব। তবে এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না যে বঙ্গভাষায় যত উৎকৃষ্ট পুস্তক দেখা হইয়াছে "বিল্ববৃক্ষ" তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং কোন কোন অংশে তদপেক্ষা মনোহর ও হৃদয় গ্রাহী।

"প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার" সম্পাদক যাহা বলেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ যথার্থই অপাঠ্য তাঁহাতে তাহার উন্নতি ইচ্ছা যুচে যাউক বরং অবনতি হয়। তবে যেগুলি যথার্থ ভাল সম্পাদকও তাহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে আমরা বঙ্কিম বাবুর এই উদ্যমকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেরূপ বিদ্যাবান ও লিপিকুশল মহাত্মা তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিন্দুকে যাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদার হৃদয় যেন একথায় মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্বের ন্যায় অবহিত চিত্ত থাকুন। বঙ্কিম বাবুও সকল লেখের অন্যান্য লেখক বর্গের "জয় জয়কার রউক"। তাঁহারা বঙ্গভাষার দুর্দশা দেখিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন তাঁর মত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গল চিন্তন করিতেছি। ঐ দুজনের "লেখনীর উপর (সমস্বন) পুষ্পবৃষ্টি হউক।

২৫ এ ফাল্গুন ১৮৭৩ | একান্ত মনসিজ কলমাচিৎ "বঙ্গদর্শন" পাঠকস্য। কলিকাতা চন্দ্রকান্ত

নদীয়ার নদী।

গত ১৮ই ও ১৯ই আগষ্ট।

স্থানের নাম	পরিষ্কৃত জল
	ফীট ইঞ্চ
মোহনায় জয়রামপুরের বাঁধে	১৫
তথা হইতে গড়িয়ার উপর চড়ায় ১২ মাইলের মধ্যে	১৬ ৩
তথা হইতে অভিপুর ৭ মাইলের মধ্যে	১৮ ৩
অভিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫ ৭
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬ ৬

সন ১৮৭৩ সালের ১১ ই আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট ইঞ্চ
	২৪ ১৪

বহরমপুর ১১ই আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল বিভাগ ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও সভাগণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বিদ্যার্ণব চৌধুরী সংস্কৃত কলেজ	৫৷৷০
" শ্যামাচরণ মিত্রোপী—ভূতবিহার	১৷০
" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোরাবাগান	১৷০
" গণেশচন্দ্র বসু মেডিকেল খাঁ	১৷০
" গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—গোপীকৃষ্ণ	১৷০
" শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেতড়ষ্টেটপুর	৫৷৷০
" আনন্দীমোহন সেন কাঁসুন্দে কোটোয়া	১৷৷
বেহালা ব্রাহ্মসমাজ হাজারোপ্য	৫৷০
শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর	৫৷০
মাধবচন্দ্র তাঁতুড়ী—মধ্যপাড়া	৫৷০

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, ফরাসডাঙ্গা সহরের অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ইহার মাসের মূল্যে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। পোষ্ট, ছুটি, বারাণ্ড ছুটি, বন্ধ অর্দ্ধ, ইহার মূল্যাদায় যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় করা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন ভিঃপিঃ প্রেরণ করিয়া ভিঃপিঃ ফেরত দিতে বাধ্য হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

গ্রাহকদিগের মূল্য দিবার সময় ফুরাইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সংখ্যা পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। স্মরণ করাইলেও একবার কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে টিকি ফেলিলে আমরা লাভ পাইব।

যাঁহারা সোমের জন্য টিকি পাঠাইতে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে নূতন পত্রাদি প্রেরণ করা যাইবে না।

একবার টিকিতে সোমপ্রকাশ বিক্রয় করিয়া কলিকাতার কোন গ্রাহক তিন বার প্রতি পত্রাদি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

[redacted] সোমপ্রকাশ [redacted] শ্রীযুক্ত [redacted] আছে [redacted]

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪১ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ২৫ এ আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ত্তা। ব্যাঙ্কের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যে নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইশতেহারনামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এজলাস শ্রীযুক্ত মেং উই-লিয়ম হেসাম সাহেবএকটীং রেল-ওয়ে ডেপুটীকালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্বস্থ ডিঃ ষ্টাফের ছাদ্দিক ১৭-০।৫৷/ বিঘা জমী যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ জমির শ্রীযুক্ত সরকার যাহাদুরের মালিকী স্বত্ব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইস্ তাহারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর ৺ জন্মা সন ১২৮০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে এবং তৎপরে মোকাম সিঙ্গিয়ার অন্তরের কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের তিন অংশ অপেক্ষা বেসী জমি বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ অল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, ঐ জমিতথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষিগণ সন সন জোত করে এবং নিকর নীলাম হই বেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

তারিখ ৭ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

হস্তি বিক্রয় বিজ্ঞাপন।

মধুরা হস্তি উত্তম শিকারী, উচ্চে ৯।ফিট্ বয়স ত্রিশ বৎসর বিক্রয় আবশ্যক গ্রাহকেচ্ছু গণ আমার নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীমনোমোহন সিংহ
পোষ্ট আপীষ অদিপুর

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে আর সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্য চিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ষ্টেণ্ডার্ড অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনটীন কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক

কালে থাকে। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল আগুনের ভয়ে সভয় এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা তিন চৌর ইন্দ্রাণ প্রভৃতি মহিলা বস্ত্র হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন টৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অভয় পাঠা ইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া দেন।

মল্লিক ব্রা
ক্লাইভ ষ্ট্রীট
৮১ ন বাড়ী
} ওয়াইজম্যান মিচেল হিউ
কোম্পানি

শুভ যন্ত্র।

২৪ নং মুক্তারাম বাবুর লেন, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্বা পেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ শুভ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইণ্ডিয়ান নাব্য ষ্টীমার কোম্পানির ডেপুটী কালেক্টরি এজেন্সীর শ্রীযুক্ত মেসর্স ইষ্ট লিয়ন কোম্পানির এজেন্সির সেল এবং ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেদিনীপুর সেনের উত্তর পার্শ্বের ইস্টর্ন বর্ডিবার দ্যার ষ্টেশনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত স্থিত ক্লাসের ন্যূনাধিক ৩৬০/ বিঘা জমি রাখা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি মহাশয়ের পরিত্যাগ করিয়া দেন ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার ব হাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ এ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে যৌকাম লিহিয়ার অন্যদের কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির ভিন্ন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার অবশিষ্টাংশ আবাদের জমি আছে। অবশিষ্টাংশ ঐ মাজারি বন্দোবস্তের জমির খোলা হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি রেলওয়ের কার্য্যের জমি, কলিকাতা এবং খড়গপুর কার্য্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত কয় জমার এজেন্ট করে এবং ঐ জমি নিলামে নীলাম হইবেক যে কেহ উহা খরিদ করিতে চাহেন তিনি আর এখন হইয়া পাইবেন না।

আর আর বিষয় অন্যদের নিকট এ আপীসে জানিতে পারিবেন।

৯ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৯

—:০:—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানির পুনরুজ্জীবনের প্রতি ঘরে ঘরে এই পত্র হইতে প্রবন্ধাদি পড়িয়া, সাপ্তাহিক সংবাদ, বাজারদরাদি দেখিয়া, ব্যবসাদির যথেষ্ট উন্নতি, বিবিধ বিষয় জানিতে হয়। মূল্য অগ্রিম মাসুল সমেত ত্রৈমাসিক ৷৷৷০ ষাণ্মাসিক ৷৷৷৵০ আনা।

শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের ক্রয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে।

আকবরীয় অর্থাৎ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মূল্য ৸৵০ ডাক মাসুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ৸৵০ ডাক মাসুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৷৵, ডাক মাসুল ১৷৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এক্টারির প্রথম খণ্ড মূল্য ৩৷৷০ ডাক মাসুল ৷৷০ আনা মাত্র।

আকবরীয় মূল্য ৸, ডাক মাসুল ৷০ আনা। উক্ত আকবরীয় ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক খরচা পাঠাইয়া অগ্রে পত্র লেখেন।

ডাক্তার কালিদাস মুখোপাধ্যায় এম্ ডি—মহাশয়ের কৃত বাঙ্গালিদিগের মূল্য ৵, ডাক মাসুল ৵, আমার নিকট আছে।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ৺ দুর্গাচরণ কর মহাশয়ের কৃত ছোটদিগের ঔষধ ও পথ্যাদি মূল্য ৸৵০ ডাকমাসুল ৵০ আনা, আমার নিকট আছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত, সুলভ মাত্রা অর্থাৎ অল্প চিকিৎসা পুস্তিকা সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল সহ কিং বড় ৬০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুলোম ও পরিমিতি নামক পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাসুল /০। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত অনুলোম চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পদাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য ৸৵০ ডাকমাসুল /০ আনা, উহা আমার নিকট আছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

—

ষ্টীমার পাঠাইবার এজেন্সি।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে [illegible] ষ্টীমার [illegible] করিয়াছি, তাহারা প্রতিবারে [illegible] যাতায়াত করিবে।

[illegible] ষ্টীমার [illegible] ষ্টীমার [illegible] ষ্টীমার [

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তৌত্তিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীবন্ধুরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল

২। কলায়া অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিকেল অর্য্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।/১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্পণ যে বাঙ্গালা ভাষার এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বাবিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন, ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্পণের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঞ্চারণ ও বলবিঘাত তারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাপমান দ্রব্য ন ক্রান্ত বিষয় সমাহিত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। উক্ত পরীক্ষার সাহিত্য বিষয়ে কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্পণ ।০ আট আনা।

পদার্থ দর্পনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা মর্ম্মাল স্কুল।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই ভাদ্র সোমবার।

নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মুক্তিলাভ।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হাবড়া পুলিসের নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করাতে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যদি অন্যায় করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি ক্রোধ হওয়া অসঙ্গত নয়। তিনি অন্যায় করিয়াছেন, এ কথা কিরূপে বলা যায়। হাবড়ার ৫। ৬ শত ভদ্রলোক নিমচাঁদকে নির্দ্দোষ ও ভদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় কাম্বেল সাহেবের নিকটে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নিমচাঁদ হাবড়ার পুলিসের লোক, হাবড়ার লোকেরা তাঁহার চরিত্র সুন্দররূপে জানেন সন্দেহ নাই। তাঁহারাই যখন তাঁহাকে নির্দ্দোষ ও ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন অন্যের সংশয় হওয়া সঙ্গত নয়। তবে আবেদনকারী ভদ্রলোকদিগকে ও ন্যায়কারী লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে আমাদিগের কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা

হইল। নিমর্চাদ যে কৈলাস মণ্ডলের কুকর্ম্মের বিষয় জানিতেন কি না? হত্যার প্রমাণভূত মস্তক ও শোণিতাদির কে সংগ্রহ করিল? নিমর্চাদের অজ্ঞাতে সেগুলি সংগৃহীত হয় কি না? কৃত্রিম হত্যা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত মস্তকাদি সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত বাস্তবিক হত ব্যক্তির মস্তকাদির যে বৈলক্ষণ্য থাকে, নিমর্চাদ তাহা জানেন কি না? প্রস্তাবিত স্থলে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না? যদি জানিতে না পারিয়া থাকেন, কেন পারিলেন না? তিনি কৈলাস মণ্ডলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না রাখিলেন কেন? মোহিনী উপস্থিত না হইলে ঈশ্বর নাপিতের প্রাণদণ্ড হইত কি না? নিমর্চাদ কি নিজ অজ্ঞতা গুণে যথাসময়ে প্রকৃত বৃত্তান্তের উদ্ভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রাণ রক্ষা করিতেন?

—:০:—

নারায় জি কর্দ্দম জি এ রাজস্ব কমিটী।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার রাজস্ব কমিটির নিকটে নারায়ণি কর্দ্দমজির যে সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছিল, ১৯ এ জুলাই উহার শেষ হইয়াছে। আমরা তাঁহার বাক্য গুলি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি অনেক ভাল ভাল কথা কহিয়াছেন কিন্তু দুটী দোষে তাহা উপাদেয় বলিয়া সমুদয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। প্রথম, বিশেষরূপ সমুদায় জানিয়া শুনিয়া ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যেরূপ সমজ্ঞ হইয়া যাওয়া উচিত, তিনি সেরূপ সমজ্ঞ হইয়া যান নাই, এই কারণে তিনি সময়ে সময়ে অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে যান এবং কমিটি একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সমুদায় আলগা করিয়া দেন। তিনি প্রায়ই প্রস্তাবযোগ্য প্রমাণ দ্বারা নিজ বাক্যের সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং সমুদয় দান দ্বারা কমিটির প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়, বিনা পক্ষপাতে সরল ভাবে যেরূপ বস্তুর স্বরূপ বর্ণন করা কর্ত্তব্য তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বোম্বাই বাসিদিগের প্রতি অস্বাভাবিক পক্ষপাতী হইয়া অনেক অন্যথা বর্ণন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার অনেক গুলি বাক্য অযুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছে। পক্ষপাত প্রযুক্ত বাক্যের নির্গম কালে প্রায়ই কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। লার্ড নরেন্দও এই দোষে কমিটির নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে, সাক্ষ্যদান কালে তাহা প্রবল হইয়া তাঁহার গলরোধ করে। সুতরাং তিনি যাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসিদিগের মঙ্গল হয়, এরূপ উপদেশ স্থানে সমর্থ হন নাই। আমরা আলস্য নিবন্ধন এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ তাঁহার পক্ষপাত বিষয়টী সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যে এই—

"লার্ড নরেন্দের প্রজাহিতৈষিতা ইংরাজহিতৈষিতার নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে জিলার কর্তৃত্বভার বাঙ্গালীদিগকে দেওয়া উচিত কি না, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীদিগকে বিচার কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাসন বিভাগে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা তাঁহার অভিমত নহে। বিচারবিভাগের প্রকাশ্য অভিযোগিতার পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করা বিধেয় নহে। দেশীয়দিগকে কমিশণ্ড কর্ম্মচারী করাও তাঁহার মতে অন্যায়, কারণ সমযোগী ইংরাজকর্ম্মচারীরা তাহা হইলে অতিশয় অভিমান দুঃখিত। যদি এই যুক্তিতে কাজ করা হয়, তাহা হইলে দেশীয়দিগের উন্নতির আর কোন আশা থাকে না। ইংরেজদের জাতীয় গর্ব্ব যাইবে না আমাদেরও কতদিন কখন অনুচিত হইবে না। কিন্তু মারপয়ারণ কলেট মহোদয় লর্ড লটেরের এই স্বার্থপরতাকে অতিরঞ্জিত থাকিতে দেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহা হইলে মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বিপরীত কার্য্য করা হয় কি না? তিনি স্বীকার করিলেন যে তাহাতে পক্ষপাত হয়, কিন্তু জাতীয় গর্ব্ব তাঁহার পক্ষে প্রবলতর যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। লার্ড নরেন্দ কিরূপে এই কথা তুলি উচ্চারণ করিলেন তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কলেট সাহেব যখন সভায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, লর্ড নরেন্দ তখন আমতা আমতা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা বড় সঙ্কট এবং একটু এদিক ওদিক হইলে অনেক অনিষ্ট হয়।"

উপসংহারে বক্তব্য এই, নারায়ণি কর্দ্দমজির অকৃতার্থতা লাভ এদেশীয় রাজপুরুষদিগের অবধানতা শিক্ষার [illegible] তাঁহারা যদি সমুদায় বিশেষ করিয়া জানিয়া শুনিয়া না যান বিনা পক্ষপাতে সরলভাবে কমিটীর সমক্ষে সমুদায় বিষয় ব্যক্ত করিতে সাহসী না হন, তাঁহারাও ঐরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

—:—

আদালত সুবর্ণমেণ্টের আদরণীয়।

[illegible] আছে, দ্বিতীয় [illegible] আছে।

পানা ও শৈবালাদি হইয়া তাহার জল বিকৃত ও দূষিত হইয়া গেল। উহার বিকারনিবন্ধন গ্রাম মধ্যে পীড়ার নানা প্রকার প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। সেই পুষ্করিণীর জল যে রূপ সংশোধন করিবার চেষ্টা না পাইয়া গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন চেষ্টা যেরূপ, প্রজার সহিত জমীদারের বর্ত্তমান সময়ের দোষ সংশোধন না করিয়া আবওয়াবের নিবারণ চেষ্টা সেইরূপ বিড়ম্বনাবহ সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সেই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সামান্য কৌতুকাবহ নহে। ১লা অক্টোবর হইতে আর কর সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট তাহার এক ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এই রাস্তার কর ভিন্ন অন্য প্রকার আবওয়াব আইনসিদ্ধ নয়। রাইয়তরা জমীদারদিগকে অন্য কোন প্রকার আবওয়াব না দেয়, ইহা অতি প্রত্যক্ষ। যাঁহারা কায়েল সাহেবের চাটুকার, তাঁহারা অজ্ঞাতে আটখান হইয়া এই পরামর্শ দিতেছেন যে ঐ ঘোষণাটি বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া প্রজাদিগের গোচরার্থ থানাতে ছুটি সকল স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা মনে করিতেছেন, ঐ ঘোষণাটী জমীদারদিগের আবওয়াব গ্রহণ নিষেধের অমোঘ অস্ত্র। কায়েল সাহেব এদেশের অন্তর্বৃত্তান্ত অবগত নহেন। তিনি ঐ প্রয়োচনা বাক্য ভুলিয়া ঘোষণার মহাফল অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যে ফল হইবে, আমরা তাহা দিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি প্রজার জমীদারকে ন্যায্য কর দিবারও ইচ্ছা নাই। তাহারা একটী সূত্র পাইলেই মহা গোলযোগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জমীদারের খাজনা বন্ধ করিয়া বসে। আমরা জানি কলিকাতার দক্ষিণে জনা অষ্টেলের কতকগুলি প্রজা একবার এই হুজুক তুলিয়া দেয়, খৃষ্টান হইলে আর জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে না। এই হুজুকে শত শত লোক খৃষ্টান হইয়া গেল। সম্প্রতি পাবনায় যে গোলযোগ হয়, তাহাতেও এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে। হিন্দু পিটেরিয়টে লিখিত হইল, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল ও রাজা কমলকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির জমীদারীতে কোন প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করিবার রীতি নাই, সুতরাং অত্যাচারেরও প্রসক্তি নাই। কিন্তু সেখানকার প্রজারাও ঐ এক সূত্র পাইয়া দলবদ্ধ হইয়া খাজনা দিবে না এই চেষ্টা পাইতেছে।

আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত ঘোষণা কেবল দুষ্ট প্রজাদিগের উদ্দীপন বিতান হইয়া উঠিবে। তাহারা ঐ ঘোষণার এই অর্থ করিবে, প্রজাদিগের জমীদারদিগকে খাজনা দিতে হইবে না, মহারাণীর এই আজ্ঞা হইয়াছে। উহাতে প্রজার হিতনা হইয়া কেবল অহিত হইবে। দুষ্ট প্রজাদিগের সহিত জমীদারদিগের বিষম গোল যোগ বাঁধিবে, এবং মকদ্দমার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইবে। যাহারা ভাল মানুষ তাহারা জমীদারদিগকে যেমন আবওয়াব দিয়া আসিতেছে তেমনি দিবে, গবর্ণমেণ্ট কিরূপে তাহার নিবারণ করিবেন? জমীদারেরা অধিকাংশ জমীটিকা যখন যে প্রজা অধিক দিতে স্বীকার করিবে তাঁহারা তাহাকেই বসাইবেন। এক খাজানাতেই তাঁহারা আওয়াব পোষাইয়া লইবেন। গবর্ণমেণ্টের তন্নিবারণের উপায় কি? অগ্রে গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করুন, তাহার পর ঘোষণার কাজ হইবে। প্রজারা আবওয়াব দিবে না এ ঘোষণা না করিয়া জমীদারেরা আবওয়াব লইতে পারিবেন না, এই ঘোষণা হইলেই ঠিক হইবে।

—:০:—

কায়েল সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা।

কেহ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করেন, বাঙ্গলাদেশের ভূতপূর্ব্ব কোন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। এরূপ ক্ষিপ্রকারী লোক রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ আছেন কি না সন্দেহ। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কায়েল সাহেব পদে পদে এই অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অবিমৃষ্যকারিতা এবম্বিধ ক্ষিপ্রকারিতার প্রায়ই সহচরী হইয়া থাকে। কায়েল সাহেব সময়ে সময়ে এই অবিমৃষ্যকারিতা সংকৃত ক্ষিপ্রকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়পরতার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক অন্যায়পরতার অধিকার মধ্যে প্রায় তিন চারি হস্ত গমন করিয়া থাকেন। জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে কতকগুলি অন্যায় আব লন। তন্মূলক অত্যাচারও ঘটিয়া থাকে। ইহার নিবারণই কায়েল সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি উল্লিখিত ক্ষিপ্রকারিতাবশে জমীদারদিগের যেগুলি ন্যায্য প্রাপ্য, তাহারও উন্মূলনে উদ্যত হইয়াছেন। জমীদারেরা হাট ও বাজারে তোলা লন এবং তাঁহাদিগের জমীদারির মধ্যগত নদী ও খাল প্রভৃতিতে নৌকা প্রভৃতি হইলে তাঁহারা মাসুল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এগুলি অন্যায় বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বোধ হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কেমন করিয়া অন্যায় হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। জমীদারদিগের অধিকৃত স্থানে হাট ও বাজার হয়, যাহারা লাভার্থ তথায় দ্রব্য বিক্রয় করিতে আইসে, জমীদারেরা তাহাদিগের নিকট হইতে সেই ভূমির খাজনা স্বরূপ কিছু কিছু তোলা লন, তাহাতে দোষ কি? প্রস্তাবনা কি? ঐ তোলা লওয়া যদি

অন্যায় ও অত্যাচার হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঘৃণা অত্যাচারীর আর নাই। আমরা যে ভূমিতে বাস করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজস্ব লইতেছেন, যেই ভূমিস্থিত বাটীর টাক্স গ্রহণ করিতেছেন, আমরা সেই ভূমিতে বসিয়া যদি বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা দশ টাকা আয় করি, গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স ও ইনকম টাক্স লন, ঐ ভূমি হইতে রোডসেসও লইবার উপক্রম হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ও ভবে কাহেল সাহেবের মতে অত্যাচার হইল।

যাহা হউক, কাহেল সাহেবের এই চেষ্টাটী জমীদার মহলে ১৮৭৫ অব্দের সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহার বৃত্তান্তটী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যদি কেহ আসিয়া জমীদারের নামে নালীশ করিল তৎক্ষণাৎ সুপ্রিমকোর্টের পরওয়ানা বাহির হইল। জমীদার যদি আসিতে বিলম্ব করিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। যদি তিনি জামীন দিতে না পারিলেন, তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করা হইল। পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া তিনি কারাগারে পচিতে লাগিলেন তাহার তত্ত্ব হইল না। দুই শত ক্রোশ দূর হইতে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পাঁচ ছয় মাস তাঁহার কারা ভোগ হইল, তাহার পর বিচার হইয়া প্রমাণ হইল, তিনি নির্দ্দোষ। তাঁহাকে অমনি বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এক পয়সা পাথেয় দেওয়া হইল না। কে সুপ্রিমকোর্টের অধিকারস্থ কে নয়, বিচারপতিদিগের অনুসন্ধান বশতঃ সে বিবেচনা ছিল না। এ সকল যে অন্যায় ও অত্যাচার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদিগকে কেহ একথা বলেন, এমন লোক ছিলেন না, বলিলেও তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না, তাঁহাদের হস্তে সর্ব্বময় ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করিলেও ইংলণ্ড নাকী গবর্ণর ও সেইরূপ অনধিকার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁর "নাচের পা" আর থামিতেছে না। ইহাঁকে নিবারণ করেন, এমন কাহাকে দেখিতেছি না। নিবারণ করা যাঁহার কর্ত্তব্য তিনি উৎসাহ দিয়া, ইহাঁকে বর্দ্ধে তুলিতেছেন।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের যে সবিশেষ চেষ্টা আছে, তাহাতে আমরা তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করি কিন্তু তিনি অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া স্বয়ং যে অন্যায় ও অত্যাচার করিতে উদ্যত হইতেছেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

দ্বিতীয় পত্র।

সম্পাদক মহাশয়। আমি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া যে যে কার্য্য করিব, তাহার সমুদায় তালি বলা হয় নাই, আর আমার বলি শুনুন। আমি আসিতেছি ব্রাহ্মণ। আপনি জানেন "ব্রহ্মতেজো পরমা কীর্ত্তিঃ" আমি ব্রাহ্মণদিগকেই সমুদায় উচ্চপদ তালি প্রদান করিব। ব্রাহ্মণেরাই উচ্চপদ পাইবার যোগ্য পাত্র। এ পদ তালিতে উহাঁদিগের স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার আছে। আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকে মানুষ জ্ঞান করি না। আমার সিদ্ধান্ত এই, অন্যে সহস্র লেখা পড়া জানুক মূর্খ ব্রাহ্মণেরও সমান নয়। আমার উচ্চ রাজ্যের সমুদায় কর্ম্ম তালি ব্রাহ্মণদিগকে দিব তাহা হইলেই আমার চিত্ত নির্ব্বৃত হয়, কিন্তু কি করি আমাকে নিতান্ত বঞ্চিত করিলে লোকে পক্ষপাতী বলিয়া গালি দিবে। সভ্য সমাজে পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় হওয়া অতি লজ্জার বিষয়। আমি কেবল এ বিষয় ঢেকে রাখা করি। ব্রাহ্মণেরা যখন আমার সভায় আসিবেন, তখন আমি আর কোন সভ্য করি না। এরূপ সভ্য সমাজে উপযুক্ত [illegible] কর্ম্মচারী আর অন্যকে দিব কিরূপে [illegible] কর্ম্মচারী অন্যকে দিবার আর একটী কারণ এই ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ কর্ম্ম ঘৃণা করেন।

এইরূপ কর্ম্মের প্রণালী করিয়া এমনি অপক্ষপাত ব্যবহার করিবেন যে সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই ত ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণ কখন অপরাধ করেন, তাঁহার দণ্ড নাই। তাঁহারা হত্যা করুন, রাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করুন আর যেরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করুন, তাহার দণ্ড নাই। তাঁহারা হত্যা করুন, রাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করুন আর যেরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করুন, সে কেবল তাঁহাদিগের অসাধারণতা মাত্র। অসাধারণের আর দণ্ড কি? তাঁহাদিগকে বিনয় গর্ভ উপদেশ বাক্য দ্বারা সাবধান করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের কথা ছাড়িয়া দিন। অন্য অন্য কর্ম্মচারীর বিষয় এমনি তাঁহাদের হইবে যে লোকে আমার অপক্ষপাতিতা দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। চতুর্দ্দিক হইতে আমার প্রশংসা করিবে। পদ্যাবতি ও ফুলকামার মত ত কথায় কথায়। অধিক কথা কি, কাহাকে একটী সামান্য ভুল হইলেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত করিব। ব্রাহ্মণ যে আজ্ঞা দিবেন যিনি তাহার বিরুদ্ধ কাজ করিবেন, তাঁহার নিস্তার থাকিবে না। তিনি ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে যে যে করিয়াছেন, এ ওজরে তাঁহার রক্ষা হইবে না। এক আসনের উপরে দুই জনের স্থান হইবে না। তবে যদি কেহ নিতান্ত আমার পায়ে ধরিয়া পড়ে তাহা হইলেই ক্ষমা করিব। যাহারা আমার খোসামোদ করে, আমি যদি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি তাহাতে আমার অপক্ষপাতিতার ব্যাঘাত হইল, আপনি কি ইহা বিবেচনা করেন? তখনই যে খোসামোদ করিবে অনুগ্রহ করা আমাদিগের ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাব, আমরা সকলেই তাহা করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব আছেই ত। ঐ প্রভুত্বের [illegible] আমি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। সম্পাদক মহাশয় আমার [illegible]

কার্য্যের একটী উপদ্রব। আপীলের অর্থ এই, নিম্নস্থ কর্ম্মচারিরা যে বিচার করেন, তাহাতে যে ভ্রম প্রমাদ ঘটে উপরিস্থ বিচারপতিরা তাহার সংশোধন করেন। ব্রহ্মাণ বিচারপতিরা যে বিচার করেন তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটে ইহা কি কখন সম্ভাবিত হয়? তাঁহাদিগের কি ভ্রম প্রমাদ আছে? আপীল প্রথাটী ব্রহ্মাণ জাতি কলঙ্ক স্বরূপ। ঐ প্রথাটী যাহাতে উন্মূলিত হয়, আমি প্রাণ পণে সে চেষ্টা পাইব। আমি আপীল প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিব যে ব্রহ্মাণ জাতি ভ্রম প্রমাদ শূন্য, উঁহারা যে কাজ করেন, তাহা ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য, সে কার্য্যের কোন ক্রমেই অন্যথা হয় না।

আমি যে প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইব সেখানে অত্যাচারের নাম গন্ধ থাকিতে দিব না কেবল যে জমীদারেরাই অত্যাচারী এমন নয় সময় ও বিষয় বিশেষে প্রজারাও অত্যাচারী হইয়া থাকে। সম্প্রতি, চা কর কাফিকর প্রভৃতি এদেশের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত কত দূর দূর দেশ হইতে সাগরপার হইয়া আসিয়াছেন। এদেশের শ্রীবৃদ্ধি করাই উঁহাদিগের উদ্দেশ্য। উঁহাদিগের আগমন দেশের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের কর্ত্তব্য উঁহারা যাহা কিছু দেন, তাহাতেই তুষ্ট হইয়া উঁহাদিগের কৃষিকর্ম্ম করিয়া দেয় কিন্তু প্রজারা যদি দলবদ্ধ হইয়া কৃষিকার্য্য না করে তাহা হইলেই তাহারা অত্যাচারী হইল। ইহাদিগের দমন পক্ষে বিশেষ আইন করা আবশ্যক। সে আইনটী এই নীলকর ও চা-করের যে যে ক্ষেত্রে কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত কৃষকদিগকে দাদনে দেয় কোন কৃষক না খায়, আর নীলকর কাফীকর ও চা করেরা এই আইনের আশ্রয় লন, তাহা হইলে সেই অবাধ্য কৃষককে তাহার প্রদেয় পর্য্যন্ত বলা পরমার নীল ক্ষেত্রে চা ক্ষেত্র ও কাফী ক্ষেত্র চাস করিয়া দিতে হইবে। একের অপরাধের ফল তেপ অন্যকে করিতে হয়, এটী সুতন কথা নয়। আমাদিগকে আজিও আদমের অপরাধের ফলভোগ করিতে হইতেছে।

এক দল অত্যাচারির অত্যাচার নিবারণের ত এই উপায় দেখ আর একদল অত্যাচারী জমীদার, তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশেষ আইন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। জমীদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার অথবা বাব আব গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলে প্রজারা বলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে, আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটী কোনরূপে প্রজারা জানিতে পারে, এমন কৌশল করিব। তবে শঙ্কা এই প্রজারা মূর্খ পাছে তাহারা সেই প্রতিরোধ চেষ্টা করিতে গিয়া, বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসে। তাহারা বিদ্রোহী না হয়, এই কারণে আমি পাঠশালায় তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইব। অর্দ্ধচীনেরা বলবে পাঠশালায় যে প্রকার লেখাপড়া শিখা হইবে, তাহাতে বি ব্রাহ প্রবৃত্তি হ্রাস না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে তাহারা যাহাই বলুক আমি সে কথায় কর্ণপাত কার না। আমি যখন ঐ সকল পাঠশালায় পড়াইয়া উহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিব, তাহাদিগের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া সেই বিপক্ষ দলই অবাক হইয়া থাকিবে।

প্রাপ্ত।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপাল আইনের সহকারী সভাপতি ষ্টারণডেল সাহেব ১৮৭২—৭৩ অব্দের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক পৃষ্ঠও কতক দিন হইতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অন্য নানা কারণে এতদিন তাহার উল্লেখে সমর্থ হই নাই। এই রিপোর্ট খানি যে খুব আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলাম। কেবল মাত্র রিপোর্ট পড়িতে হয় বলিয়া সচরাচর যে সব রিপোর্ট লেখা হয় এখানি তাহা নহে। এবার সকল বিভাগেই রিপোর্ট প্রায় এই প্রকার ও সারগর্ভ লেখা যাইতেছে। কাহার সহিতের অবিমৃষ্য কারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষ থাকুক না কেন তাঁহার আসন আরম্ভ হওয়া অবধি যে সকল বিভাগ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্টখানিতে সংক্ষেপে ও পরিষ্কাররূপে উপবিভাগ সক লের অনেক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। ষ্টারণডেল সাহেব বলিয়াছেন যে উপবিভাগ সকলের স্বাস্থ্য ভাল মন্দ এবং ভাল ও মন্দ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ম জল নির্গম হইবার উপযুক্ত নর্দ্দামা প্রভৃতির অভাব। ২য় পানের উপযুক্ত উত্তম জলের অভাব। ৩য় পচা ও দুর্গন্ধ দিঘিই পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতির বাহুল্য। ৪র্থ মেষ মহিষ প্রভৃতির প্রতিপালক নীচ শ্রেণীর লোকদিগের অপরিষ্কৃত বসতির বাহুল্য। আমরা অনেক দিন অবধি উপবিভাগ সকলের এই কয়টী অভাব দেখিয়া আসিতেছি। ১ম ও ২য় উপযুক্তরূপ জল নির্গম না হওয়াতে এই সকল স্থানে বর্ষাকালে বাহিরান্ত করা দুষ্কর। সমুদায় নর্দ্দামা পচা পঁক ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং অল্প বৃষ্টি হইলে প্রায় রাস্তার উপর জল দাঁড়ায়। পানোপযোগী উত্তম জলেরও অভাব। সেয়ার সারকিউলার রোডের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা কল হইতে জল লইয়া যায় মাত্র, কিন্তু অধিকাংশ লোকই পচা পুকুরের জল খাইয়া থাকে শেষোক্ত কারণটীর প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত সেয়ার সারকিউলার রোডের দুই চারি রসির মধ্যে মহিষ ও মেষ পালকদিগের আড্ডা। সেখানে গেলে বোধ হয় জীবন্ত নরক। কর্দ্দম গোময় মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি একত্র হইয়া বর্ষার জলে রাস্তার উপর ঢেউ খেলিতে থাকে। বৈদ্যেরা সে সব পথে গিয়া পক্ষিলে যে বিপদ উপস্থিত হয়। উপবিভাগের মিউনিসিপালিটী এবিষয়ের কোন উপায় করিতেছেন না কেন? কলিকাতার মিউনিসিপালিটীও এবিষয়ে মনে যোগী হওয়া উচিত কারণ ইহা দ্বারা কলিকাতারও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। অবশেষে ষ্টারণডেল সাহেব কয়েক জন কর্ম্মচারিকে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩রা ভাদ্র সোমবার।

ইংলিসম্যান কানপুর হইতে প্রবণ করিয়াছেন, একজন কয়েদীর অত্যাচারে অত্রত্য জেল দারোগা ও ডাক্তার কয়েক দিবস হইল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। জেলে কয়েদির প্রাণ লইয়া ডাক্তার ও জেল সাহেব মনে করেন কয়েদিরা জেলে সুখ ভোগ করে।

১৮৭২—৭৩ অব্দে আগরার সাধারণ হিতকর কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১২১৪৫ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে মান্দ্রাজ হইতে ৪৫ টন সিঙ্কোনার ছাল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এত সিঙ্কোনার ছাল এদেশ হইতে যায় নাই।

অনরেবল কর্ণেল সাহেব বোম্বাই কাউন্সিলের সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাঁহার অন্যান্য কার্য্য এত আছে যে তিনি সভার কার্য্য উত্তমরূপ করিতে পারেন না, কোনরূপে কাজ চালাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। এরূপ কর্ত্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত বিরল।

কর্ণেলের স্বামীর সিয়ার আলী অবাধ্যতার যেরূপ কামান দেখিয়াছিলেন সেইরূপ কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন, মিত্রেলুস কামানও প্রস্তুত করা হইতেছে। আমীরের এ সকল অনুষ্ঠান অসাময়িক হইতেছে না।

পায়নিয়র বলেন, এক আলকেও কত আলোকের প্রকৃত গতি স্থির করিবার জন্য বহু পরীক্ষা করিয়া শেষে স্থির করিয়াছেন, আলোক প্রতি সেকণ্ডে ১৮৯০০০ মাইল গমন করে।

সম্প্রতি সম্বলপুরের লেফ্‌টেনেণ্টের সহিত [illegible] খাঁর সৈন্যগণের একটী ঘোর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। [illegible] পক্ষে [illegible] এবং বিপক্ষ [illegible] বন্দীকৃত হইয়াছে।

১৫ ই আগষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে একটী বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী কোন প্রদেশে একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজই হউন, কিম্বা অন্য কেহ হউন, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র ব্যতীত কেহই ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না। কেহ এ নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার গুরু অর্থ দণ্ড অথবা কারা দণ্ড হইবে। ব্রিটিশ প্রজারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ঐ সীমার বহির্ভাগে ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

অন্য প্রদেশ হইতে কতকগুলি প্রজা লোলকরের রাজ্যে উঠিয়া গিয়াছে। তত্রত্য প্রধানতম কর্ম্মচারী বলেন, তথায় যে উহাদের জন্য যে কঠিন আইন আছে, তাহাই উহাদিগের উঠিয়া যাইবার কারণ। অন্য প্রদেশে ভূমির রাজস্ব নিতান্ত অধিক বলিয়া প্রজারা উঠিয়া যাইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান করা বৃথা।

আমাদিগের রাজ্ঞীর মুকুটে যে সকল হীরকাদি আছে, কিন্তু পেট্রিয়টে উহার এইরূপ কাল্পনিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মুকুটের চতুর্দ্দিকে ২০ টী হীরক আছে, উহার প্রত্যেকের মূল্য ১৫০০০ টাকা। মধ্য স্থলে যুটী আছে উহার একটার মূল্য ২০০০০ টাকা। আর ৫৪ টী ছোট ছোট হীরকের মূল্য ১০০০ টাকা। করিয়া ৪ টী ক্রস আছে উহার এক একটীতে ২৪ টী করিয়া হীরক আছে মূল্য ১২০০০০ টাকা, ক্রসের উপরি ভাগে ৪ টী বৃহৎ হীরক খণ্ড আছে উহার মূল্য ৪০০০০ টাকা। আর ৩০ টীর মূল্য ১২০০০০ টাকা। ক্রসের উপরে আর যত ছোট ছোট হীরকাদির মূল্য ১০০০০০ টাকা। আর আর সামান্য হীরকের মূল্য ৩৮০০০ টাকা। ধাতু ভিন্ন ওত মুকুটস্থ প্রস্তরগুলির মূল্য ১১১৯০০০ টাকা হইবে। ইউরোপীয়েরা না জানিয়া রাজগণকে পরিহাসের সহিত শালিতার নিমিত্ত উপহার করিয়া থাকেন?

ডাবলু বেয়ালস বলেন, ডাকরা পুলিসের বিষয়ে উক্ত শালিত মন্তব্য আলোচনা করিতে [illegible] এবং যে সাধারণ [illegible] এবং সাধারণ লোকের [illegible] যাহারা সালকিয়ার [illegible] করিতে করিতে যায়, "ঘুসিখোটা" ষ্ট্রীটে উহারা প্রায় ২০ জোড়া মারামারি হয়। পুলিস বিলক্ষণ বাহবা লইয়াছিল।

সে দিন খোকাবাবু রায়গাড় জেলার সাহেব লাহোর হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। লাহোরস্থ ইংরাজপত্র বলেন, ইনি আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন না। কোরান যাহেবের ন্যায় সদাশয় লোক যত ভারতবর্ষে না আইসেন সেই মঙ্গল।

যে সকল এদেশীয় সভ্য বিদ্যার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ইংলিসম্যান উহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, যে সকল ইংরাজ অধিক কাল ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহারাই শীতকালে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে ভয় পান, আর যে সকল এদেশীয় কখন বিদেশ গমন করেন নাই, তাঁহারা হঠাৎ সে দেশে যাইলে কতদূর সহ্য করিতে পারিবেন? ইংলণ্ডে নানা বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে। এইগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া জাহাজের ইংলণ্ড যাত্রা করা উচিত। ইংলিসম্যানের এদেশীয়দিগের প্রতি এইরূপ স্নেহপূর্ণ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু সাধারণার্থীরা যে বিপদ বীক্ষণ করিয়াই যাইতেছেন।

কাবেল সাহেবের কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া যে ইংলণ্ডে যাইবার কথা হইতেছে, পেট্রিয়ট বলেন, তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ে চৌপল ঔষধে প্রতিনিধি হইবেন বটেই প্রফুল্ল।

৪ঠা ভাদ্র সোমবার।

ভারত হিতৈষী সর উইলিয়ম গ্রে [illegible] কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। [illegible] রাখা হইবে। এই মাসের শেষে আসন ত্যাগ এদেশীয় [illegible] হইতে এই কথাগুলি সাক্ষ্য [illegible] কাবেল সাহেব যেরূপ আসন করিতেছেন, [illegible] যেরূপ [illegible] ঘন ঘন [illegible] তাহাতে [illegible]

অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তন্মা গোল অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, দুটী স্ত্রীলোক ইহার মধ্যে ছিল। নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ যদি বেশ্যা না লইয়া নাটকের অভিনয় করিতে না পারেন তাঁহাদের নাটকাভিনয় চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের অংগ্রাহ্য সহযোগী বলেন, গবর্ণমেণ্ট আফিস সকল নির্ম্মাণের জন্য সিমলায় কতক ভূমি ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ যে দেখি সিমলাবাসের পাকা পাকি বন্দোবস্ত হইতে চলিল।

দিল্লী গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বহু দিন ধরিয়া অতি তওয়াতে মথুরার প্রায় ১০ হাজার লোক পড়িয়া গিয়াছে; ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ কামারার লোকে গোবীজে টীকা গ্রহণ অসম্মত হওয়াতে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যিনি গোবীজে টীকা লইবেন, তাহাকে দুই আনা করিয়া দেওয়া হইবে। এ মন্দ উপায় নয়।

মাদ্রাজের হিন্দুদিগের ১৪ টী শ্রেণী বিভাগ আছে, ইহাদিগের পরস্পর বিবাহ বা একত্র আহারাদি চলে না। সমুদায় হিন্দু অধিবাসীর প্রায় ৩।০ ভাগ ব্রাহ্মণ। হিন্দু দিগের বহু শ্রেণী বিভাগই ইহাদিগের একতা সাধনের প্রধান অন্তরায় এবং উহাই হিন্দু সমাজের অবনতির অন্যতর প্রধান কারণ।

বোম্বাইয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ৪ কোটি টাকার দাবী করিয়া মকদ্দমা হইতেছে, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ ৪ কোটি টাকার সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী এসাম্পসনের একজন ইহুদী। ঐ ব্যক্তির যদি কে ডেরা ধকারী থাকেন আসিয়া সম্পত্তি করুন, গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া এক দিন ধরিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তৎকালে কেহই উপস্থিত হন নাই। এক্ষণ দুই ব্যক্তি আসিয়া ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। টাকা অল্প নয়, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা সহকারে বিচার করা উচিত।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১১ টার সময় বিচারক দিগকে আদালতে উপস্থিত হইবার যে আদেশ করিয়াছেন তাহা হকর প্রতি পালিত হইতেছে মুরশিদাবাদ পত্রিক বলেন, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ১ টা ২ টা কোন দিন তৎপরেও কাছারীতে আগমন করেন। আসিয়া একটী বুঠরীতে বসিয়া প্রায় ৩ টা বা তদ্ভোধিক কালও মিছা প্রভৃতি লিখিয়া পরে দরবারে উপস্থিত হয়েন। আমলারা চাউকের ন্যায় কখন হুজুর বাহির হইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। তৎপরে হুজুর আসিয়া চাঁক ঘুরাইয়া কখন বা প্রদীপ জ্বালিয়া চলিয়া যান।

জান সিকাশিনী বলেন, বিদ্রোহী ৫৭ দিগকে সুখাসনে রাখিবার জন্য চাটগেঁয়ে ষ্টেবণে ছয় জন বন্দুকধারী কনষ্টেবল এক ভাবার অধীনস্থ করিদপুর মাউটপোটে ৷ জন বন্দুকধারী কনষ্টেবল পাঠান হইতে আসিয়াছে ইহাদের প্রত্যেকের নিকট দশ দশ কার্ত্তুরের উপযুক্ত গোলা বারুদ রহিয়াছে। বর্ষা কাটাইয়া আলি খাঁরা হইতেছে।

ঢাকাপ্রকাশে লিখিত হইয়া ছে, গত ৯ই আগষ্ট তারিখে নওয়াবগঞ্জ ষ্টেসনের অন্তঃপাতী সমসাবাদনিবাসী পরমহংস বৈরাগী হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গেরস্তাব লাগিয়া একেবারে অজ্ঞান হয় এবং তাহাতেই সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। বৈরাগী দিগের অনেক প্রকার দশা পাওয়ার কথা শুনা হইয়াছে কিন্তু এরূপ দশা পাইবার কথা কখন শুনা যায় নাই।

বারক্ষণ ক্রমেই গোলযোগের বৃদ্ধি হইতেছে। কিজাগঞ্জ হইতে ১১ ক্রোশ দূর সন্তী নাকলি নামক স্থানের লোকেরা এক প্রকার বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে বারক্ষণ একটীও সৈন্য থাকিতে পাইবে না তথায় কোর্ট বসান হইবে না এবং আদালতের সংক্রান্ত পরামর্শ করিয়া দুষ্টদমন গবর্ণর নিযুক্ত করিতে হইবে, এগুলি না করিলে তাহারা রাজস্ব দিবে না। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সংখ্যক অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য ও কামান প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাইয় আনেষ্টি সাহেবের মৃত্যু হেতু তত্রত্য হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট এবং বহু সংখ্যক দোকান বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি স্থলেও বহু সংখ্যক লোক গমন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা পার্সিরাই তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। নগর মধ্যে এক খানিও পার্সির দোকান খোলা ছিল না। সমাধি স্থলে প্রধানতম সিভিলিয়ন, হাইকোর্টের ৪ জন জজ এবং প্রায় সমুদায় বারিষ্টার ও উকীল গিয়াছিলেন। আনেষ্টি সাহেবের প্রতি বোম্বাইয় লোকের যে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি ছিল এবং তাঁহার মৃত্যু হেতু তাহাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

৫ ই ভাদ্র বুধবার।

একজন কিরিঙ্গি মদ্যপানে মত্ত হইয়া অসাবধান পূর্ব্বক পথিমধ্যে হোঁচট খাওয়াতে উহা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একখানি পাল্কিতে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার ঘোড়ায় আঘাত লাগে। মিলার সাহেব উহার ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

কটন কমিশনরের পদটী উঠিয়া যাইতেছে। রাজস্ব কমিসংক্রান্ত সেক্রেটারিয়েটের দ্বারা ঐ কাজ সম্পন্ন হইবে।

অতি বৃষ্টি নিবন্ধন দার্জ্জিলিঙে বহু বঙ্গপাল পড়িয়াছে। এগুলি দ্বারা চক্ষেত্রের অনেক উপকার হইতেছে। ক উহাতে মরা পড়িতেছে।

বোম্বাইয় পার্সিরা আইন [illegible] স্থাপন করেন চন্দ্র স্বর্গের জন্য চ[illegible] সংগ্রহ করিতেছেন।

সম্প্রতি [illegible] বারাণসীর কালীতে মৃত্যু হইয়াছে।

৯ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে [illegible]

কলিকাতায় ১৭৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২২ জনের মৃত্যু হয়।

ইউরোপীয়দিগের বিচার।

গত মঙ্গলবার হুগলীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তের বিচার হয়। যে দাসী উহাকে নিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে মহান্তের সাক্ষী করা হইয়াছে। মহান্ত বলেন যে আমাদের সাক্ষ্য শ্রবণে সকলেরই হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। মহান্তের এক জন ভৃত্য ইহার প্রধান সাক্ষী, আর একজন মহান্তও সাক্ষ্য দিয়াছে। মকদ্দমা সেসিয়নে গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সেপ্টেম্বরের সেসিয়নে বিচারের হুকুম দিবেন।

সোসাইটি অব দি ফ্রেণ্ডস নামক ইংরাজ ধর্ম্মসম্প্রদায় এদেশীয় ছাত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষার্থ বৃত্তি দেন। এ বৎসর উহাঁদিগের বন্ধুগণ ৩৮০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ইহার সহিত পূর্ব্ব সঞ্চিত ১ হাজার টাকা যোগ করিয়া ৪ টি ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

এলিপোর সহরে একদা বৈদ্যুতিক আলো করা হয়। একজন ইংরাজ উহার তত্ত্বাবধারক হন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া যেখানে উক্ত আলোক দেদীপ্যমান হইয়াছিল তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার কালেজের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর জন্য একটী কালেজ স্থাপনের আবশ্যক হইয়াছে।

ঐ কালেজের আবশ্যক নিম্ন স্থাপনের জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয়, উহাতে ৫৩ হাজার ৮ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই টাকা কোন বিষয়ে ব্যয় করা উচিত তদ্বিষয় আলোচনার্থ কালেজে একটী সভা হইয়াছিল। ৫ জন সভ্যের সভায় বলিয়াছেন, তাহারা অবসর মত এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মতামত স্থির করিবেন। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে কালেজ হেমোরিয়াল ফণ্ডের টাকা ব্যয় করিতে পারিবে এই ৫৩ হাজার টাকা [illegible]।

ইউরোপীয়দিগের বিচার।

কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয়দিগের জন্য কমিটি এমন একটী কমিসন হইয়াছেন, হাজি কেন্ত সাহেবের আবিষ্কৃত ঔষধের পরীক্ষার তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার তত্রত্য কতকগুলি সর্প পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। দেশীয় সর্পে কিছু হইল না এখন বিদেশীয় সর্পের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

এক ব্যক্তি কীরপাই ডাকঘরের দোষোল্লেখ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পত্রপ্রেরক দিগকে পরামর্শ দি তাঁহারা পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকটে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবেদন করেন। তত্র লোকে সমুখ যুদ্ধেই প্রশংসা করেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কলিকাতার দক্ষিণ মগরাহাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথায় একে চিকিৎসক নাই, যাহারাও আছে, মোড় হচকে এক জ্বরা হওয়াতে রোগীরা সেই খানেই মরিতেছে, তাহাদিগের নিকটে কেহ যায় না। পত্র প্রেরক জ্বরার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলেন, রোগীরা অকারণ কষ্ট পাইতেছে। পত্র প্রেরকের এ আক্ষেপ বৃথা। জ্বরা প্রচারকদিগের প্রস্তাবনা মাত্র যে পর্য্যন্ত লোকের এ সংস্কার না জন্মিবে, তাবৎ আক্ষেপ করিয়া ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কার্পণ্যও জ্বরার প্রতি বিশ্বাসের একটী প্রধান কারণ।

মহারাজ বলেন শব্দকল্পদ্রুমের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ হইতেছে। এটী অত্যন্তের সংবাদ।

মদ্যবিধায়ের চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্ত, শাস্ত্রজ্ঞান ধর্ম্মতত্ত্ব পত্নি, বিজ্ঞান, চিত্তরঞ্জনী, সমীক্ষ সমাচার, উদ্যান তত্ত্ব গীত এই আটটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাপেল সাহেব কোন বৈদেশিক ঠাকুর মারিতে ছাড়িলেন না সম্প্রতি লিখিয়াছেন "ভিন্ন। সে দিন অষ্টিস কেন্ত সাহেবকে লিখিয়াছেন কাপেল সাহেব এই পূর্ব্বিয়া কালেজের সম্বন্ধে যে রায় প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে "পূর্ব্বিয়া কালেজের যথার্থ অবস্থাবীকে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে অপ[illegible] লিখিতে লাগিলেন এই

পদটী আর একবার বিবেচনা করিয়া লিখিলে ভাল হয়।" কেন্ত সাহেব উত্তর করিয়াছেন "ঐ শব্দের আমাদের হাতের লেখাটেই নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি নাই। আমরা এই হাতের অনুরোধ করিয়াছি যে আবদুল করিমের কিরূপে পুর্ব্বিয়ার যে মকদ্দমা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারিকে তথায় প্রেরণ করুন। উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে।"

ইউরোপীয়দিগের বিচার।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। কেম্বিজের ডিউক সৈনিক আফিসরদিগের অসন্তোষ সম্বন্ধে এক আজ্ঞা প্রচার করিয়া ছেন এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ করা উঁহার অভিপ্রেত নয়। রাজ্ঞী উহাদের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইলে পর আফিসরেরা যে সকল আবেদন করিয়াছিলেন তাহার বিষয় জানা যাইবে।

মরিসস অক্টাভিয়স এবং এডমের মধ্যে একটী সামুদ্রিক যুদ্ধ হইয়াছে।

ফার্ণিজিয়া বিদ্রোহীদিগের প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিদ্রোহী রাজ্যের সকল বিদেশীয় জাহাজে গোলাবর্ষণ করে ও [illegible] করে। উহার পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। পারসোর সাহা কল ষ্টাণ্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন।

এডমবরার ডিউককে আক্রমণ করিবার জন্য ফেনীয় ধরা পরিবার নিযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ হইতেছে। জানুয়ারি মাসে সেই পিটসবর্গে গমন করার কথা হইয়াছে বিবাহ হইবে।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। গবর্ণমেণ্ট গোল্ড কোষ্ট হইতে আশান্টিদিগের রাজধানী বিরুদ্ধে একদল সেনা প্রেরণ ইচ্ছা করিয়াছেন।

কাফ্রিরা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে এ কথা আমাদের পূর্ব্বে লিখিয়াছি। উহার আরো অনেক ভীষণতর অবস্থার পূর্ব্বে উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। কর্ণেল সেণ্ডারসেন, ক্যাপ্টেন্ সেণ্ডারসন্ [illegible] বিদ্রোহী দলপতিকে ধৃত করিয়াছেন।

লণ্ডন [illegible] উহার মূলা

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই আগষ্ট। উড়িষ্যার প্রতিনিধি কেমাল বেটিসি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ আর ক উলি সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং কটকের একজন কালেক্টর হয়ে ক্ষমতা পাইলেন।

রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, হিওয়াড সৌজন্যারী কার্য্য বিধর ১২২ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, এম স্মিথ সাহেব নদীয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ ওয়াইয়ার সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিতে হইবে।

১৯ এ আগষ্ট। পি ডি ডিকেন্স সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি পুলিস মাজিষ্ট্রেট থাকিতে হইবে।

পূর্ণিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডব লিউ এস আর ডেবিস সাহেব ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কার উবের ক্ষমতা পাইলেন।

কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ই, ক্রফোড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অন্তর সেক্রেটারি হইবেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর শ্রীযুক্ত এফ সি কাউল সাহেবকে বিভাগের ত্রিপুরাস্থ জাইণ্ট সেটিলমেণ্ট অফিসর কার্য্য করিতে হইবে।

১৪ ই আগষ্ট। কাছাড়ের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু হরকিশোর গুপ্ত উক্ত পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত এ স্প্রেঙ্গর সাহেব সহকারি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে বঙ্গদেশীয় শিক্ষা কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

সার্জ্জন আসগর আলী আহম্মদ কিছু দিনের জন্য শিবসাগরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ জে, মিউরেহি সাহেব ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি সি) ৪৯ ধারানুসারে মুন্সেফের রোল সেদ করণের একজন সভ্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত জি, আর কে মীহিন সাহেব গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটীর চাইস চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই আগষ্ট। বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু অক্ষয়চরণ সে কিছুদিনের জন্য মানভূম সিংহভূমের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু বামাচরণ সে কিছুদিনের জন্য সিলহটের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

এ মার্ক জ
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

কুচবিহারের অন্তঃপাতী বোদরা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

"গত ১০ ই আগষ্ট রবিবার অত্রত্য ইং বং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এস্থলে বলা অসঙ্গত হইতেছে না যে রাজদত্ত পুরস্কার ব্যতীত স্থানীয় জমিদার ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী ও অন্যতর মেম্বর শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় স্বয় আপন আপন পুস্তকাগার হইতে ছাত্রদিগকে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন জমীদার বাবু ছাত্রদের উৎসাহ দানের নিমিত্ত আগামী বৃত্তি পরীক্ষায় যে সকল উচ্চ মূল্যের দুইটী রৌপ্য মেডেল (পদক) বিতরণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। একটী উঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ে, অপরটী পরীক্ষায় যে স্কুল সুচরিত্রের মধ্যে প্রথম হইবে।"

পঞ্জাব নীলা ডেরা এস্মাইল খাঁ হইতে সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ ১৮। ১৯। এ শ্রাবণে গগন মণ্ডল এখানে প্রকৃত বর্ষাকালের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছিল, অদ্য শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ ভাগ, কএক দিন হইতে এমনি গুমট পড়িয়াছে যে রাত্রি দিবের মধ্যে আমরা স্বস্তি পাই না, এক এক দিন বিন্দুমাত্রও বায়ু প্রবাহিত হয় না। এই রূপে এ অঞ্চলে আসিয়া অবধি আমরা শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুর সমান অত্যাচার ভোগ করিতেছি, বঙ্গদেশে ছয় ঋতুর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় এ অঞ্চলে শুদ্ধ দুই ঋতু।

২। এ অঞ্চলে তাদৃশ বর্ষা হয় না বলিয়া সমস্ত গৃহই মৃত্তিকা নির্ম্মিত, সুতরাং একটু তেজে বৃষ্টি হইলেই অনেক গৃহ ভূমি সাৎ হয়, বিগত বৃষ্টির সময় অত্রস্থ জেল খানার এক অংশ পতিত হইয়া দশ জন লোক হতাহত হইয়াছে জেলখানা হিচ-রালয় প্রভৃতি যে যে স্থানে অনেক লোক একত্র হয় সে সকল স্থানের গৃহ সকল বিশেষ রূপে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা ভাল। নতুবা প্রায়ই বিপদ ঘটে।

৩। এই সময়ে সিন্ধু নদের জল অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে, স্রোতেরও বিক্রম কম হয় নাই, কএক দিন হইল কতকগুলি মহিষকে রাখালেরা জল পার করিয়া লইয়া যাইতেছিল স্রোতে মহিষ সকল তিন ক্রোশ দূরে নীত হইয়াছিল, মহিষের জলে ডুবা অভ্যাস আছে এবং সন্তরণ জানে এই জন্য মরে নাই অন্য জন্তু হইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত।

৪। সর্ব্বত্রই কুকুর হত্যার ধুম পড়িয়া

গিয়াছে, এখানে ডেপুটী কমিশনরের আদেশানুসারে কএক দিন ধরিয়া শত শত কুকুর হত হইতেছে, যদিও এইরূপ কুকুর হত্যা নিষ্ঠুরতার এক শেষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বেওয়ারিস দেশী কুকুর এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র এত অধিক ও বিরক্তিজনক যে এরূপ হত্যার হুকুম মধ্যে মধ্যে না হইলে লোকের কষ্টের আর সীমা থাকিত না, পথে ঘাটে বিনা ছুতে হইতে যাওয়া তার ইহা ছাড়া কুকুরের দংশন বিশেষ বিপজ্জনক, এই সকল বিবেচনা করিলে শৃগাল কুকুরের সংখ্যা যত কমে ততই অমণ সকল নিরাপদ ও আনন্দজনক বর্দ্ধিত হয়।

দিন হইল, অজ্ঞাত এক ব্যক্তি এই বলিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল যে, তাহার ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভগিনীকে নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে কয়েকজন উড়িয়া লইয়া গিয়াছে পাঁচ শত টাকা পাইলে প্রত্যর্পণ করে। এ ব্যক্তি কহিল ৩।৪ শত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে অবশিষ্ট টাকা হইলে ভগ্নীকে আনিতে পারি। শুনিলাম এরূপ মধ্যে মধ্যে সুযোগক্রমে লোকের সন্ধানাদি লইয়া উড়িয়েরা পলায়ন করে এবং অনেক টাকা দাওয়া করিয়া প্রত্যর্পণ করে। পল্লীর সীমাগুলি এখনও এরূপ নিরাপদ হয় নাই যে লোকে নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে। এখনি হইতে কোহাট অথবা বন্নু যাইবার সময় কেহ একাকী যাইতে চাহে না, তাহা হইলে উড়িয়াদের হাতে পড়িয়া ঋণ স্বীকারাইতে হয়, কত দিনে যে সমস্ত অসভ্য বর্ব্বরোচিত লোলুপ জাতিরা আসিত হইবে বলিতে পারি না, যত দিনে এই সীমাগুলি বিপদ শূন্য না হইতেছে তত দিন ভারত নব বিপ্লবাগ্নির আক্রমণ ভয় হইতে মুক্ত হইতেছে না।

১। গত বারে লিখিয়াছি এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের সহিত এক এক বিহানায় এক সঙ্গে শয়ন করে। আমাদের দেশের হিন্দুর এমত স্থলে ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না। এখন দেখিলাম, ভদ্র হিন্দুরা মুসলমান নহে, কতী মুসলমান এই প্রাণ অর্পণার্থ মুসলমানের স্পর্শ করিলে যাইয়া থাকে, আমাদের অঞ্চলে মুসলমান গৃহে প্রবেশ করিলে পানীয় জলের কলসী পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়, এখানে হিন্দুরা ভোজনের স্থানে একটী গণ্ডি দেয় এই গণ্ডীর বাহিরে যে কোন স্পৃষ্ট জাতি আসুক না কেন তাহাদের তাহাতে আহারীয় দ্রব্য অপবিত্র হয় না, বঙ্গদেশ ছাড়া উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিধবা স্ত্রীলোকেরা কলপ্তার পরিধান করে এবং একাদশীর দিন কেহ নিরম্বু বা অনাহারে থাকে না, নিরম্বু একাদশীর অষ্টের বিষয় অনুধাবন করিলে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপককে বিশেষ নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয়, প্রতিমাসে দুইবার সমস্ত দিন রাত্রি অনাহারে থাকিলে শরীরের তেজ অনেক কমে এবং বিপুলকলের প্রবলতাও তাদৃশ থাকে না যথার্থ বটে, কিন্তু সমস্ত পাপের ও পঙ্কিলের মূল যে ইচ্ছা, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাসনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? শারীরিক কষ্টকর কতকগুলি ব্রত নিয়ম পালনে শরীরই শুষ্ক হইতে পারে মনের মলকালি কে নিষ্কাশ করিবে? যত দিন আমাদের দেশে নীত সমন্বিত বিদ্যার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কৃত না হইতেছেন, ততদিন পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষীর পোষমানার ন্যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপরীক্ষিত থাকিবে, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি দেবী সমা নারীগণ যে নীতি সমন্বিত বিদ্যায় বর্জ্জিত ছিলেন এমন বোধ হয় না।

বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সতী দেখা যায় বাঙ্গালীরা স্ব স্ব স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব যেরূপ কঠিন নিয়মে রক্ষা করেন, এমন অঞ্চলের পুরুষেরা সেরূপ করে না এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, দেখা যায় এ কুলিকাতার ইউরোপীয়দের জন্য যেমন একটী একটী 'খালি বাড়ী' আছে, তথা যায় তাহাতে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় কোন [illegible] স্ত্রী বা কন্যা আসিয়া স্ব স্ব [illegible] চরিতার্থ করিয়া যায়, অনুরূপ লাহোর এমন কি এই পিরাজু নগরেও অনেকগুলি [illegible] বাড়ী আছে ইহাতে ভদ্রলোক পর্য্যন্ত আসিয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তির চরিতার্থ করে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার এই প্রতীতি হইয়াছে যে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বলবান না হইলে মানুষ প্রবৃত্তি সকলকে পরাজয় করিতে পারে না। বঙ্গদেশ যদ্যপি বহির্ভাগে প্রকাশ্যরূপে থাকিলেও সতীত্বের যে গৌরব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলে তাদৃশ আঁটা আঁটি নাই, সুতরাং অপবিত্রতার স্রোতও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

৭। যে সর্ব্বনাশকর দুর্ভিক্ষে দেশ ছারখার হইয়াছে যাহার স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে এসকল অঞ্চলে তাহা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, আমাদের দেশে বন্ধুবান্ধব আসিলে যেমন তাহাদের খুব সেবন করান ভদ্রতা রক্ষা করার মধ্যে গণ্য, এখানে দুগ্ধপান করান সেইরূপ ভদ্রতা রক্ষার মধ্যে গণ্য, বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দোৎসবে দুগ্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়, মদ্যপা সে উৎসবই নহে। বাঙ্গালীরা যেরূপ ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে গৃহ স্থাপনের শিক্ষা করিয়াছে ইহারা সেরূপে এ পাশে যে অভ্যাস করে নাই। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ দেশীয় দুগ্ধ পান করিয়া আসিতেছিল, তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ভাল মন্দের জ্ঞান পাইয়া ইহা ধরিয়াছে, এখন ত ইহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত অবস্থায় আছে, যখন আমাদের শিক্ষিত বাঙ্গালিদের ন্যায় সাহেব হইবে তখন মদ্যে কতক এ সকল অকল্প কিরূপ ভয়ানক হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রেই ত লিখিয়াছি পিতা সূত্রে আমার আত্মীয় একজন ইংরেজ বন্ধু পান করিয়া অত্যন্ত করে, ইহার পরে কিরূপ হইবে মনে করি, বোধ হয় [illegible] তখন এখানি [illegible]

দোষ নাই এবং ইহারা আর্থপর ও সংকীর্ণ মনা নহে, কিন্তু এই সকল অকলের সাহেবদিগকে দেখিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে, অবিবাহিত ও স্ত্রী বর্জ্জিত প্রায় সকল সাহেবই স্ব স্ব খানসামার দ্বারা বেশ্যা গৃহে লইয়া যান, ইহাতে দোষ মনে করেন না, কোন কোন সাহেব আবার বেতন দিয়া বেশ্যা রাখেন। এ অকলের প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত নগরে এই জন্য অগণ্য ট্যাঁস দেখা যায়, সমস্ত আফিসে ও সমস্ত কার্য্যালয়েই ট্যাঁস, এই পশুবৎ ট্যাঁসের অত্যাচারে অনেকে বিরক্ত হয়, ইহারা সাহেব হইতে যায় এবং দেশীয় লোককে ড্যাম্ নেটিভ " বলিয়া উপহাস করে!!! আপনার কার্য্য উদ্ধার হইলে এমনি ভাব করে যেন আর তাহাকে চিনিতে পারে না, তবে সকলেই যে এরূপ তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অনেকের ভাব এইরূপ এ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আমার মর্ম্ম প্রকাশ করিব, অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! দিন দিন আমাদিগের দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই দক্ষিণ বাহাসত্ত গ্রামটী দুষ্কর বনের এলাকার অন্তর্গত হইয়া উঠিবে। বৎসর বৎসরই জঙ্গলের বৃদ্ধি ও পাড়ার সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ ১০ বিঘা ভূমিও একত্র পরিষ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়ানক জঙ্গল অন্তরে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু বাস, ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ অদ্যাপি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু আর দুই এক বৎসর এরূপ থাকিলে ক্রমশই গ্রামটী উহাদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মারাত্মক হিংস্রের মধ্যে পীড়া নানা আকারে ঘরে ঘরে লোক সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও একাকী এক পাড়া হইতে অপর পাড়ায় যাইতে সন্ধার উদয় হয়। গ্রামের ভিতর একটী রাস্তা ভিন্ন সকল রাস্তাই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পাশাপাশি দুই জনের কথা দূরে থাকুক, জঙ্গলে স্থানে স্থানে এক জনেরও গতি রোধ হইয়া থাকে। শ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেও গ্রামের অতি অল্পাংশ ভূমি শুষ্ক হইতে দেখা যায়। গ্রামের সমুদায় স্থানই অপরিষ্কৃত ও বন্য বৃক্ষ লতাদিতে আকীর্ণ, ক্রমে বর্ষার বৃদ্ধিতে গ্রামেরও দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে থাকে, রাস্তাগুলি কর্দ্দমময়, গলিত বৃক্ষলতাদির দুর্গন্ধে গ্রামটী দুর্গন্ধময়। চারি দিকে দুর্ব্বহ বাষ্প উত্থিত হইতেছে ও জল নির্গমের পথগুলি সকলে আছন্ন হওয়াতে নীলবর্ণ জলে গ্রামের প্রত্যেক জলপথ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, প্রতি গৃহস্থের গৃহেই প্রায় তিন চারিটী রোগী শয়ান, কবিরাজ বাড়ি বাড়ি ঔষধের বড়ি বন্টন করিয়া দিতেছেন, প্রায় প্রত্যেক রন্ধনশালারই কোন স্থানে সাগুদানা, কোথাও তালসাডার রস, কোথাও বা পাঁচন সিদ্ধ হইতেছে। যখন কবিরাজ বহির্গত হন, তখনই তাঁহার সহিত দশ পনর জন মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য প্রায়ই রাস্তায় জন মানবের সম্পর্ক নাই, শৃগাল প্রভৃতি বন্য জন্তুগণ নিঃশঙ্কচিত্তে রাস্তায় গমনাগমন করিতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে অন্য আলাপের নাম মাত্রও হয় না কেবল কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে এইমাত্র আলাপ শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদাই আশে পাশে দৃষ্টি না করিলে রাস্তায় এক দণ্ডও দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না। পুষ্করিণীর জলও গলিত বৃক্ষাদি সম্পর্কে দুর্গন্ধময় ও বিবর্ণ, অভাবেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিতে হইতেছে এবং সেই পাপে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প বলিয়াই হউক, বা সরল লোক নিরক্ষর বলিয়াই হউক, গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। তাহা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? রাজার প্রজার সম্পর্ক কি? রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে সুখে রাখিবেন, কিন্তু সুখ স্বর্গে বিচরণ করিতেছে, অথচ দিন দিন নূতন রাজকর নূতন আকারে রোগকগ্ন দুঃস্থ গ্রামের হৃদয় হইতে শোণিত শোষণ করিতেছে। কলিকাতায় শোভা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পাদন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লীগ্রামের উপকার কি? যেখানেই ইংরাজের বাস সেখানেই ত গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আকুল, এদিকে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক দেখাইয়া এদেশীয়দিগকে ঘার পর নাই সদাশয়তা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে আমাদিগের দেশে একটী সরকারী রাস্তা ও একটী কেরিফণ্ড রাস্তা ভিন্ন দেশের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি এবং বিশেষ ব্যয় দেখাইতে পারিবেন না। যদি আজি ঐ গ্রামে সামান্য একজন গোরাও থাকিত, তাহা হইলে কখনই গ্রামের এরূপ দুরবস্থা থাকিত না। আমরা যেরূপ রাজকর দিয়া থাকি, একটী ইংরাজাধিষ্ঠিত দেশও সেইরূপ রাজকর দিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে কি নিমিত্ত এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়? এক্ষণে হয় ত গবর্ণমেণ্টের কর্ণ এককালে বধির হইয়া থাকিবে, কিন্তু যদি এই প্রস্তাবে একটী লাইবেল কথা সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সেই মুক্তিত কর্ণ এককালে জাগরিত করিয়া মহা অক্ষালনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিবেন। রাজা সমদৃষ্টি না হইলে তাঁহার রাজত্ব বিশৃঙ্খলা মাত্র। ভয়ে ভয়ে প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে না পারুক, কিন্তু মনের উপর রাজ শাসনের অধিকার কি? এক অধিকারে এক ভাবে এক আকার পাকাও যে, কেহ স্বর্গ কেহ নরক ভোগ করিবে, ইহা কিরূপ বিবেচনা বলিতে পারি না। রাজার সন্তান চাহিলে রাজার ন্যায় মনের ভাবও থাকা কর্ত্তব্য, নতুবা ভয়ে

তবে রাজার প্রতি সম্মান প্রকাশ বাক্তিচারিণীর ভর্তার প্রতি ভক্তির আতিশয্যের ন্যায়ই হইয়া থাকে। অতএব আমরা কিছু বলিতে চাহি না কে যা শুনিবে, তাকেই বা বলিব, অরণ্যে রোদন অরণ্যেই মিশাইল। এক্ষণে আমাদিগের (কাপুরুষের) অগ্রিম স্থান দৈবের উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম, যদি রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি হয়, মঙ্গল না হয় তথাপিও মঙ্গল। যেরূপে হউক, আমাদের উপসংহারেই প্রস্তাবের উপসংহার হইবে (১)।

তথাপি আমাদের অজ্ঞাতীয় বলিয়াই মহিম বন্ধুর নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি আর কিছু করুন না যাই করুন, আমাদের অনুরোধে ও তাঁহার মহাশয়তা গুণে যদি এই প্রস্তাবটী একবার পাঠ করেন, তাহা হইলেও আমরা যার পর নাই সুখী হইব।

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী
দক্ষিণ রায়পাড়া।

সম্পাদক প্রবর! আপনার পত্রিকার সুতন হেডিংটী দেখিয়া ভ ম মের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল। অর্থাৎ বাবুর শিল্প নৈপুণ্যের আমরা অবশ্যই প্রশংসা করিব, তিনি যিম যিম এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করুন তাহাও আমরা ইচ্ছা না করিব এমন নয়, কিন্তু এই দায়ের অপেক্ষের যে আপনার মত ধীর সম্পাদক সমাকে বিবেচনা না করিয়া একমাত্র জগৎ বাবুর উৎসাহ দানার্থ লোক খ্যাত সোমপ্রকাশকে বিকলাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এমন লোক অতি বিরল যিনি সাহিত্য ভাণ্ডারের সুধা

---

(১) প্রতি গ্রন্থে যদি আপন আপন সীমা পরিষ্কার রাখেন, গ্রামের এত দুর দুরস্থা হয় না। দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এমন হতাদর যে এই সামান্য বাহ্য বিষয়েও কুণ্ঠতা প্রদর্শন করে। কপাল গুণে পুলিষও তেমনি জুটিয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারিরা যদি গ্রামবাসিদিগকে আপন আপন সীমা পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলেও অনেক কাজ হয়। [illegible]

সোমপ্রকাশকে একটী মূল্যবান্ বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ না করেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকা সুতনের শিরোভূষণ হওনে যখন এই বিশ্বাসটী অপ্রতিহত ভাবে রহিয়াছে, তখন তাহাকে অন্য সাজাইলে কাহার না দুঃখ উপস্থিত হয়? পূর্ব্ব হেডিংটী পত্রিকার উপযুক্তই ছিল, কিন্তু সুতনটী তাহার গৌরবের না হইয়া যেন হানির উপরই হইয়াছে। স ত্রের ও এবং প ত্রের র এমন দর্শিত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে বোধ হয় পত্রিকা যেন আপন মুখশ্রী দেখাইতেও লজ্জাবগুণ্ঠন উত্তোলনে সমর্থ হয় না, সৌরবের আপন ভক্তির আধার গাম্ভীর্য্যের আদর্শ সকলের মনের মত সোমপ্রকাশের এমন চঞ্চলা মূর্ত্তি কি পাঠকগণ ভাল বাসেন? মহাশয়! আপনি যেমন দেখুন না কেন সত্যের অনুরোধে বলিতে গেলে আমরা বড় ভাল দেখি না। কেবই ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রীত রবেন। আপনি জগৎ বাবুর প্রতি যে পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত দেখাইয়াছেন, এখন আপনার পাঠকগণের মনোরঞ্জন করা কি উচিত নয়? আপনাকে অনুরোধ করি, পুরর্ব্বার পূর্ব্ব হেডিংটী প্রকাশ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করুন। ভরসা করি, আপনি জগৎ সাধারণের মনোরথ পূরণে শিথিলপ্রযত্ন হইবেন না (১)।

বাবুর
শ্রীকালীকমল ন্যায়রাজ
প্রধান শিক্ষক।

যে জানে না এবং শিখে না কিন্তু
আমায় যে আমি জানি, তাহার
দুর্দ্দশা কখনও
ঘোচে না।

কতকগুলি অসারগর্ভ বাক্য বিন্যাস করিয়া প্রতিবাদ করা বিবাদ ভঞ্জ বিবোধন

---

(১) পাঠকগণের অনুরোধ দেখিয়া আমরা পূর্ব্ব হেডিং দিয়া সোমপ্রকাশ মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা করিয়াছি অতএব বাবুকে অনুরোধ করি, [illegible] সোমপ্রকাশের মনোরঞ্জন হেডিংটী করিয়া [illegible] অনুগৃহীত করিবেন। ম।

এগ্রাসী ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হবে। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ নানা বেশভূষা নানা রঙ্গের অঙ্গরাগ পরিধান করিয়া বাহ্য মনে উদিত হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; এই প্রকার জ্ঞানের মূল্য অনুসন্ধান করা, উহাতে উপকার কেমন করণ ইত্যাদির উল্লেখ করা বাহুল্য হওয়া হেতু বক্তব্যের কার্য্য অগ্রসর হইল।

৩ রা ভাদ্র প্রকাশিত, বঙ্গদর্শন পাঠের পক্ষপাতি এই প্রস্তাব উপায়গর্ভ বাক্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পক্ষপাতি আমাদিগের ভ্রম প্রদর্শনার্থে উহা দ্বারা বিজেই মহাশয়কে বিপাতিত হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবে কোন প্রস্তাব লোকাদরণীয় দেখায় না। পক্ষপ্রেরক বঙ্গদর্শনের প্রতি একান্ত স্নেহ বান, সুতরাং তাঁহার চক্ষে দোষ ভূষিও গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যদি ঐ দোষ গুলিকে উপলক্ষিত বিষিত তাহার উল্লেখ না করা বীমলস বিবিত চাটুকারিতার লক্ষণ। আমরা দুঃখিত হইলাম, পক্ষপ্রেরক এই চাটুকারিতা দোষে দুষিত হইয়াছেন।

পক্ষপ্রেরকের মতে বঙ্গদর্শন বিগত বাঙ্গালার আদর্শ। যাহাদিগের কর্ণ বিকৃত তাহারিগের নেত্রও কি বিকৃত হইবে যে এই প্রকার অসম্ভাবনার অসম্ভব বাক্য নির্গত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। বঙ্গদর্শন কিসে বিগত বাঙ্গালার আদর্শ হইল, তাহা আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইতেছে না। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে আমার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত অবনতি যথেষ্টরূপই হইয়াছে। [illegible] যাহারা কাঁথারিদিগের প্রধান অবলম্বন খাঁথারিদিগের অনুসরী লেখনী হইতে একেবারে প্রকাশ অশ্লীলতা চমৎকার ভাবনাবলী, পরাবাহিনী, অশ্লীল ব্যাখ্যাগুলি প্রভৃতি বাক্যসমূহ, অধিকাংশ বিগত হয়, পরে প্রকাশের [illegible] অশ্লীলতা-দোষের [illegible] কাথার অধিকাংশ সংস্কৃত [illegible] অনুসরী কাথারিগণ আর সাহসিক [illegible] কাথার

অমর্য্যাদাকারক ব্যক্তিরিক্ত অন্য নামে পরিচিত হইবেন না।

উদ্দীপনা প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। আমরা বঙ্গদর্শনের প্রথম সমালোচনা (১) স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তা বলিয়া উক্ত চরিত প্রভৃতি উন্নতভাবাপন্ন প্রস্তাব নয়। পত্র প্রেরক যে কয়েকটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ে ভাষাগত দোষ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এরূপ প্রস্তাব বঙ্গভাষায় দেখাই যায় না। পত্রপ্রেরক বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের কয়েক পাত উল্টাইয়া "বঙ্গদর্শন" ধরিয়াছেন, অন্যথা এরূপ ভাষাভিজ্ঞতার সম্ভাবনা কোথায়?

পত্রপ্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন, "ভাষার" পারিপাট্যে "বঙ্গদর্শন" অতুল্য ও অননুকরণীয়"। পত্র প্রেরক যে ভাবেই এই বাক্য উপন্যস্ত করুন না কেন আমরা প্রকারান্তরে ইহাতে আস্থাবান হইতেছি। বঙ্গদর্শনের ভাষা বিশুদ্ধ প্রণালীর অনুগত নহে, সুসংস্কৃত বঙ্গভাষার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে না। ভাষা এইরূপ অসংস্কৃত বলিয়া সামাজিক গণও উহার অনুকরণপ্রয়াসী নহেন। সুতরাং বঙ্গদর্শনের ভাষা "অতুল্য" ও "অননুকরণীয়" এই উক্তি বিশেষণেই বিশেষিত।

রামদাস বাবু যে ভ্রান্তোদ্ভাবন করেন, অনেক অপ্রচলিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এটী আমরা অস্বীকার করি নাই। পত্রপ্রেরক এই প্রসঙ্গে যেরূপ অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। বস্তুতঃ রামদাস বাবু যেরূপ পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন বিষয়ের সমুদ্ধের অনুসন্ধান করিতেছেন, তদ্রূপ কল প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তৎপ্রণীত "মহাকবি কালিদাস" ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই বিষয়ের অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, রাম দাস বাবু যেরূপ ভাবে কালিদাসের অভ্যুদয় কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে কেহই আস্থাবান হইবেন না।

ইংরাজী হইতে ভাব (বাক্যগত গূঢ় তাৎপর্য্য) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসম্পাদন দূষণীয় নয়, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি। ইংরেজী ভাব (তদীয় ধর্ম্ম) ও বাঙ্গালী ভাব উভয়ই বহুদূর ব্যবহিত। সুতরাং ভাবপ্রয়োগ বিষয়ে ইহাদিগের অনুকরণ বিধেয় নহে। ইংরাজেরা সে বিষয় যে ভাবে প্রয়োগ করেন, আমাদিগের পক্ষে ঠিক তদনুরূপ না করিয়া বাঙ্গালীভাবে ভাষা যেরূপে শোভা পায়, তাহাই করা উচিত। যিনি এই প্রথার বিপর্য্যয় করেন, তিনি অবশ্যই অসহৃদয় বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদর্শনের অনেক বাক্য বাঙ্গালী ভাবে প্রযুক্ত না করিয়া ইংরেজী ভাবে গ্রথিত হয়। এতদ্বিবন্ধনই আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শনে যেস্থানে ইংরাজী শব্দের "হুড়াহুড়ি" করা হয়, তাহা অত্যন্ত দূষণীয় ও অমার্জ্জনীয়। যাঁহারা "আবসোলিউট" "পবলিক ওপিনিয়ন" "কেসয়ান" "পলিসেমী" প্রভৃতি বাঙ্গালা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালী লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত্র। উল্লিখিত ইংরেজী শব্দগুলি বঙ্গভাষায় গ্রথিত হইলে কি ভাষার উৎকর্ষ হইবে? আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, যাঁহারা এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রদর্শন করেন তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা এবং যাঁহারা এই অনাত্মজদিগকে প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহারা মাতৃহত্যাজনিত অপরাধে অপরাধী। পত্র প্রেরকের মতে "আবসোলিউটিষ্ট" বলা দোষের নয়, কাজেই বলাই দূষণীয়, জগদীশ্বর এই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য দুষ্কৃতদিগের হস্ত হইতে ফৌণাক্ষী বঙ্গভাষাকে রক্ষা করুন

বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদানার্থই লয়েন্স্ কটর চিত্রিত করিয়াছেন পত্রপ্রেরক এরূপ বাক্য কোথায় দেখিতে পাইলেন? প্রতিবাদ স্থলে এইরূপ অকপোলকল্পিত বাক্য উপন্যস্ত করা কি ঘৃণিত অন্যায়াচরণ কার্য্য? ইহাতে কি অন্তঃসার শূন্যতা ও বিবাদপ্রিয়তা পরিস্ফুট হয় না? বঙ্কিম বাবু অবশ্যই কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চন্দ্রশেখরের ফষ্টরচরিত্র পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা ইহার অপলাপ করিতেছি না। পত্রপ্রেরকগণ আমাদিগের লেখার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ ঔদ্ধত্য এরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা নিতান্ত ক্ষোভজনক। আমাদিগের আক্ষেপ এই, বঙ্কিম বাবু ফষ্টরচরিত্র ইংরাজী কথা দিয়া নিরবচ্ছিন্ন অসহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, অশ্লীল ব্যবহার বর্ণন দ্বারা কি সুসঙ্গত চরিত্র উন্নতরূপে চিত্রিত হয় না? ইংরেজীর ছড়া না বসিয়া ব্যবহারে কি ফষ্টরের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইতে পারে না? পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "লয়েন্স ফষ্টর" এদেশের ভাষা ভাল জানিতেন না বলিয়াই ইংরেজীর অবতারণা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, জগৎসিংহ, এসমান্ বা জাহাঙ্গীর কি সংস্কৃত কালেজ মর্ষ্টন মূল প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া কি সমালঙ্কৃত বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন? পত্রপ্রেরক এস্থলে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপারেশে দুষ্টীভাব অবলম্বন করিয়াছেন কেন? অদ্ভুত মত পোয়ণী ন
না কি?

পত্র প্রেরকের মতে "জগৎ" "মুন্ময় সুন্দর" এই দুটী সংস্কৃত কথা দ্বারাই কপালিক চরিত্র সমাকরূপে হৃদ্গত হয়। পত্র প্রেরক কি গভীর মর্ম্মস্পর্শ হৃদয় তত্ত্ববিৎ" এই দুই কথার স্থলে বাঙ্গালা প্রযুক্ত হইলে কি তাহার চরিত্র উন্নতরূপে চিত্রিত হইত না? দেশ কাল ও পাত্রানুসারে ভিন্ন ভাষাতেই লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দুই একটী সংস্কৃত কথা শুনিলেই যদি লোকের মন ভক্তিবিগলিত হয়, তাহা হইলে এরূপ অল্প ভক্ত পত্র প্রেরকের হৃদয়ে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা। ফলে ভক্তি-

(১) ১২৭৯ সালের ১১ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশ দেখ।

লার্ড ক'রণ'র নি'মত্তই "কন্ত্ং" "মানযু সয়" প্রযুক্ত হইয়'ছে। এরূপ বাক্য বিন্যাস বিদ্যাবিহীন মূঢ়তার পরিচ'য়ক।

পত্র প্রেরক "বিবৃক্ষের" কিরূপ সমা-লোচনা করেন, জানিবার নিমিত্ত আ'ম'র একান্ত কুতূহল জন্মিতেছে।

"প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমা'লো'চনা" ব্যাপদেশে বঙ্গদর্শন সময়ে সময়ে নিতান্ত অধীরতার প'রচয় দিয়া থাকেন। সমা'লো-চন স্থলে ধীরতা সহকারে দো'ষ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জগদীশ্বর বঙ্গদর্শনের কে'ণীতে এই "ধীরত্ব" লিখেন নাই। পত্র প্রেরক -ক স্থলে লিখিয়াছেন সমালোচক সমা'লো'চন স্থলে যাহা বলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি এরূপ মোহান্ধ পক্ষ-পাতী তিনি যে বঙ্গদর্শনকে বঙ্গভাষার শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

আমরা বিদ্বেষ তা'ড়িত হইয়া বঙ্গদর্শনের সমালোচন ক ও রত্ত হই নাই। পত্র প্রেরক অকা'রণে আমা'দিগকে "পর হ সা'হসিক নিন্দক" বলিয়া নিতান্ত অসা-নুভবতার প'রচয় প্রদ'ন ক'রয়াছেন। বঙ্গ-দর্শন দোষ পরিত্যাগ সুসংস্কৃত ভাষার অনু গামী হয় ইহা'ই আ'মাদিগের উদ্দেশ্য। সমা'লো'চন স্থলে দো'ষ প্রদর্শন ক'রলেই যদি নিন্দক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমা লো'চকই এই দো'ষ স্পর্শ শূন্য নহেন। পত্র প্রেরকের পরমসেব্য বঙ্কিম বাবুও বিশিষ্টরূপে উক্ত বিশেষণ ভাজন হইবেন। ফলে পত্র প্রেরক না জানিয়া অথবা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই পত্রের শীর্ষ লিখিত প্রথম বাক্যটীকেই অন্বর্থ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

উদাসীন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৫ ই আগষ্ট।

স্টে'শ নাম	সর্ব্বসম্মত জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মুরারই	২৩	৮
তথা হইতে তাড়ার পাড়া	১৪	৩
তথা হইতে ঘাট বোয়ালিয়া	২০	
তথা হইতে ১ মং কল	১৫	
তথা হইতে বোলবাড়ি	১৯	
তথা হইতে আলিকদহ	১৯	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২০	
অলঙ্গী নদী।		
মহানায়	১০	৬
তথা হইতে অলঙ্গী	১১	১
তথা হইতে	১১	১
তথা হইতে নদীয়া	১৭	১

১৮৭৩ স'লের ১৮ ই আগষ্ট রঙ্গপুর ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	১

রঙ্গপুর ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

তথা হইতে গড়িয়ার উপর		
১২ মাইলের মধ্যে		
তথা হইতে অগ্নিপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে		
অগ্নিপুর হইতে রঙ্গপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে		
রঙ্গপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১৮	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২২	
মাতাভাঙ্গা নদীর জলের মাপ।		
গড়ার মোহানায়	১৭	৯
তথা হইতে তাড়ার পাড়া	১৪	৩
তথা হইতে ঘাট বোয়ালিয়া	২০	
তথা হইতে ১ নং কল	১৫	
তথা হইতে বোলবাড়ি	১৯	
তথা হইতে আলিকদহ	১৯	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২০	
অলঙ্গী নদী।		
মহানায়	১০	৬
তথা হইতে অলঙ্গী	১১	১
তথা হইতে	১১	১
তথা হইতে নদীয়া	১৭	১

১৮৭৩ স'লের ১৮ ই আগষ্ট রঙ্গপুর ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	১

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা ক্রতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

" " হরিমোহন মজুমদার—রাজপুর ৪৫
" " হ'রাণচন্দ্র সিংহ—নড়াল ১০
" " দুর্গাধর শর্ম্মা—আমার দাঁড়ি ৫।০
" " নবীনচন্দ্র নাগ—মেদিনীপুর ১০
" " [illegible]লাল মজী চৌধুরী
[illegible]পুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা জানাইবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪২ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৭ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১ লা সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ৷৷০ আট আনা। বাগবাজার, বহুপাড়া, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

—০—

"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বেণীপুর গ্রামে এ পর্য্যন্ত বালক শিক্ষার্থে কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল না, সম্প্রতি গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র লোক একত্র হইয়া একটী বিদ্যালয় "বেণীপুর বঙ্গবিদ্যালয়" নাম করণ পূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিয়মিত অর্থ সাহায্য ব্যতীত বিদ্যালয়ের দীর্ঘায়ু হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অর্থাভাবে শিক্ষাকার্য্যের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এ নিমিত্ত দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী সদাশয় মহোদয়গণ সমীপে নিবেদন যে যদি তাঁহারা এই বিদ্যাশিক্ষার্থী নিরুপায় বালকগণের উপর কৃপাকটাক্ষ পূর্ব্বক এই গুরুতর স্বদেশ মঙ্গলকর বিষয়ের সাহায্যে কিঞ্চিৎ মনে যোগী হন, তাহা হইলে আমাদিগের আশা তরু সফল হয়।"

বেণীপুর। ১২৮০

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরামা চন্দ্র দাস বসু
ও শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস বসু

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০—

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ৩৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

—

গুপ্ত লাইব্রেরী।

[illegible] পুস্তকালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীরামচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—০—

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ডিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ডিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল জ্বালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা কানেস্তারা গ্যালন। যখন যিনি অর্ডর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া

সলিক এণ্ড ক্লাইব ষ্ট্রীট ১ নং ঘর। ওয়াইজম্যান মিচেল রিড কোম্পানি

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং বৃন্দাবন বসু লেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় এরূপ লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:০:—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা ষাণ্মাসিক ৪। ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বহু ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাসুল ৷/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ৷০ আনা।

ঐ প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ঐ পুস্তক প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে আনা হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা ৯৲ টাকা ও ডাক মাসুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ভক্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৷৷০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাসুল /০।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ঢেউ করা প্রস্তর নির্ম্মিত পর্জ্জাবার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জলপদ ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ঢেউ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা।
বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

—০০—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

এতদ্বারা উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রোগের সামান্যবিধ অকৃত্রিম ঔষধ তৈয়ার ঘৃত ও পাচনাদি সুসভ্যভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৯ নং মোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা।
শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

বাঙ্গালা শব্দ তাহার বাঙ্গু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ক্লিনিকাল ডায়গনোসিস
এবং ডিফীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তৌত্তিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ রয়েল সাইজ ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ ডাকমাসুল ৷৷০ আনা, উহার বাঙ্গালাই অতি

পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা, শালবাজার হিন্দুস্কুল-ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী সুকঠিন পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায় মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৹। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ৵০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ৷৵০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুস্কুলষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্দ্বারা দিনাজপুর সিবিল ষ্টেসনে ১৯ লক্ষ পাকা ইট দিবার জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

যাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের আফিস দিনাজপুর ২২ এ আগষ্ট ১৮৭৩ } এচ, হিটলি সি, ই দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মহারাজা সর রাধাকান্ত বাহাদুরের (কে, সি, এস, আই) ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকলের পাট্টা দেওয়া যাইবে।

লাট নং ১—বাটী নং ১৫৫ চিতপুর রোড (তত্রত্য সভাবাজার নামক বাজার ইহার অন্তর্গত নয়)

বাটী নং ১৫২ চিতপুর রোড
ঐ ঐ ১৫৩ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৫৪ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৫৭ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৬ (১৬১ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৯৪ বালাখানা ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৭ বেচারাম চাটুয্যের লেন
ঐ ঐ ৬৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৮১ করণ ওয়ালিস ঐ
ঐ ঐ ২৮ হাতীবাগান ঐ
ঐ ঐ ৩২১ চিতপুর রোড
(দ্বিতল বাটী, এক খণ্ড বৃহৎ ভূমিরসহিত)
ঐ ঐ ৫১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১৫০ শ্যামবাজার ঐ
ঐ ঐ ১৫৪ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৬ কম্বুলেটোলা লেন
ঐ ঐ ১১ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৩ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৬ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১১ কুমার টুলী ষ্ট্রীট
বাটী নং ১৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১৫ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৩০ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১০১ অপার সারকি উলার রোড (ইহার যে অংশে মাণিকতলা বাজার আছে তাহা ভিন্ন)

লাট নং ২—তালুক কিসমত ইছাপুর এবং মবারকগঞ্জ, হাবিলিসবার পরগণা এবং উক্ত জিলা, কালেক্টরের তৌজী নং ৬৫৭, গবর্ণমেণ্টের খাজনা ২৯২৸৶৫।

লাট নং ৩—তালুক কিসমত হাবড়া এবং চর হাবড়া, পরগণা বেরো পাইকান, জিলা হুগলী, কালেক্টরের তৌজী নং ৩৮২৯ এবং ৩৯৯৩, গবর্ণমেণ্টের খাজনা ৭৫৷৵০।

লাট নং ৪—বাটী নং ৫০ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৫৫ ঐ ঐ

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার নিয়মাদি জানিতে হইলে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং আফিসে বাবু আনন্দ কৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের নিকট অথবা ওল্ড্ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীতে তাঁহাদের এটর্ণি বাবু দীননাথ বসুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং উক্ত এক্জিকিউটরদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অব্দের ৬ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১ ও ২ ঘটিকার মধ্যে পাট্টার জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে একটী সাধারণ ডাকের নিয়ম করা হইবে, যিনি ১ম্বর পেক্ষা অধিক ডাকিবেন (অন্যান্য নিয়ম সকলও সুবিধামত হইলে) তাঁহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

সাধারণ মহাসভার সভ্য মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

বঙ্গদেশে সাম্বৎসরিক সুরের আরম্ভ অবধি গবর্ণমেণ্ট নানা কারণানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, কুতর্ক হইতে পারিতেছেন না, তথাপি চেষ্টা পরিত্যাগ

করিতেছেন না, ইহাতে আমাদিগের মনে এই আশা জন্মিতেছে, উহার কারণ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। আমরা প্রজাহিতৈষী লার্ড মর্লক্রককে এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান দেখিতেছি। তিনি পূর্ব্বে স্বয়ং পুরস্কার দান ঘোষণা করিয়া কারণানুসন্ধায়িদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আবার নিম্নলিখিত কয়টী প্রশ্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে উহার সদুত্তর প্রার্থী হইয়াছেন।

১। স্বরে অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কি না? যে সকল গ্রামের জলকী স্বত্ব আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের, না, যাঁহারা তাহাদিগের কোর্পা প্রজা তাহাদিগের অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে? গত কয়েক বৎসর ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তি যে দ্রব্য ভোজন করে, তাহার পরিমাণ কত?

২। যে জেলার বসতি অল্প, তথাকার লোকেরা আক্রান্ত হইয়াছে কি না? এবং ঐ জ্বর সংঘাতক হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তথাকার নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা বর্ত্তমান ও হুগলীর অপেক্ষা ভাল কি না?

৩। যে জেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় তাহাদিগকেও কি ঐরূপ জ্বরক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে?

৪ যে জেলায় বসতি অতি ঘন সেখানকার লোকে কি ঐ জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে? যদি পাইয়া থাকে, সে জেলার সহিত যে জেলার লোকে জ্বর ভোগ করিয়াছে তাহার কি অন্ন বস্ত্র পরিশ্রম ও কৃষ্যাদি ঘটিত কোন ইতর বিশেষ আছে?

৫। যে সকল জেলায় সাংক্রামিক জ্বর হইয়াছে, তাহার যে যে উপবিভাগে ঘন বসতি কিম্বা যেখানকার লোকের অবস্থা অতি মন্দ, সেই খানেই অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৬। লোকে সচরাচর কি আহার করিয়া থাকে? প্রতি পুরুষ, প্রতি স্ত্রী, প্রতি বালক বালিকা যে ভাত খায় তাহার আনুমানিক ওজন কত? উহারা বিদেশের অন্যে কয় বারই বা আহার করিয়া থাকে?

৭। লোকে ছাউল অথবা প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের সম্বলরূপে উপযোগ করে না, এরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৮। ১৮৪০ অব্দ অবধি এ অংশে লোকের অবস্থার কি কোন পরিবর্ত্ত হইয়াছে? অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণে বস্ত্র ব্যয় আহার করিত, এখন কি সেই পরিমাণে তত্তদ্রব্য আহার করে না? অথবা পূর্ব্বে যে দ্রব্য ভোজন করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা অপকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করে? তাহারা কি খাদ্য দ্রব্যের উপযোগ কালে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক সাবধান হইয়াছে?

৯। দৈনিক মজুরির হারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইয়াছে? দৈনিক মজুরদিগের জীবিকা অর্জ্জনের কি কোন কষ্ট হইয়াছে? ভিক্ষুক ও নিঃস্ব ব্যক্তি কি অধিক?

১০। লোকে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা হীন বস্ত্র পরিধান করে? এখন কি তাহাদিগের বস্ত্র পাইবার অধিক কষ্ট হইয়াছে? এবং কি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুরাণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে না?

১১। এখন ভূমির উপরে কি অধিক চাপাচাপি হইয়াছে? গ্রামস্থ কি [illegible]? কোন গ্রাম কোন [illegible] শ্রমিক লোকে কি তাহার

১২। [illegible] যদি স্যানিটরি কমিশন, লোকে কি [illegible] অংশে, আক্রমণের অর্থ) আনায়ে দিয়া বাস করিবার ইচ্ছা করে?

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের এই আয়ত্ত। প্রশ্নগুলির সদুত্তর লাভ হইলে, লোকের নিদান নির্ণয় হয় হউক না হউক, এই একটী লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট এদেশের ব্যবহার বৃত্তান্ত অনেক জানিতে পারিবেন। ভাল করিয়া যদি প্রশ্নগুলির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করা যায়, স্পষ্ট বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা হইয়াছে, প্রজার অন্ন বস্ত্রের কষ্টই ঐ পীড়ার কারণ। কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, এটী কারণ নয়। আমরা বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীর অন্ন বস্ত্রের যে প্রকার কষ্ট দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার সপ্তাংশের এক অংশ নাই। দিবাভাগে একবার রাত্রিতে একবার দুইবার ভাত খাওয়া এদেশের রীতি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, নীচ শ্রেণীর অধিকাংশের দুই সন্ধ্যা অন্ন জুটিত না। পূর্ব্বে এক আনা দেড় আনায় মজুর খাটিত। ঐ মজুরীও সকল দিন জুটিত না। এখন মজুরীর হার বৃদ্ধি হইয়াছে, খাটনীও প্রায় বন্ধ থাকে না। বিলাতী কাপড়ের আমদানী হওয়াতে বস্ত্রও বিলক্ষণ সুলভ হইয়াছে। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পীড়ার কারণ নহে। তবে যাহাদিগের অবস্থা মন্দ, পীড়া হইলে তাহাদিগের অধিকাংশের মৃত্যু হয়, ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য। অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদিগের ভাল চিকিৎসা হয় না। পীড়ার সময়ে যেরূপ থাকিলে হয়, তাহাদিগের তাহা [illegible] অকাল মৃত্যু [illegible] লোকের উপর [illegible]

গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যকর প্রদেশে ডাক্তার পাঠাইয়া দেন। ডাক্তারেরা স্বস্থ নিবারণার্থ বিষম ব্যগ্র হন। সুতরাং তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। রোগের পূর্ণ অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে আপাততঃ জ্বর বন্ধ হয় বটে, কিন্তু প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগী সাবধান থাকিতে পারে না, কুপথ্যসেবী হয়, ক্রমে শরীর জর প্রবেশ করে, তথায় সাবধান হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ ও পথ্যের নিয়ম অতি শয় আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ডাক্তারদিগের এই উভয় বিষয়েই প্রায় যথোচিত মনোযোগ নাই।

আমরা ডাক্তার নহি, চিকিৎসা শাস্ত্রেও আমাদিগের বিদ্যা নাই, দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া তাহার দোষ গুণ নির্ণয় করি, আমাদিগের সে সামর্থ্যও নাই। অতএব আমাদৃশ জনের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। আমরা সে সাহস করি না। তবে দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমরা তাহাই গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছি। বর্ষা কালে যাবতীয় পল্লীগ্রামেই পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তাহার কারণ এই, বর্ষা প্রভাবে গ্রাম মধ্যে বন জঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হয়। বৃষ্টিতে ঐ সকল পঁচিয়া দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়, পুষ্করিণী প্রভৃতিও ভাল থাকে না। তবে যে বর্ষে বর্ষে অধিক হইয়া গ্রাম ধৌত হইয়া বিকৃত পদার্থগুলি মাঠে গিয়া পড়ে সে বৎসর পীড়া হয় না। গ্রাম ধৌত হইয়া সুন্দর রূপে জল নির্গম হইলে গ্রাম নীরোগ থাকে, আমরা তাহার আর একটী প্রমাণ দিতেছি। দামোদরের যখন উত্তর পার্শ্ব খোলা ছিল, তখন বন্যা হইয়া গ্রাম ধৌত করিয়া জল সত্বর নির্গত হইত, পীড়ার প্রসঙ্গ ছিল না। এখন বন্যা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের গ্রামগুলি দীর্ঘ কাল জলে মগ্ন থাকে, তাহাতেই তথায় অধিকতর পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই, গ্রামগুলি যদি বন জঙ্গলশূন্য পরিষ্কৃত ও শুষ্ক থাকে, পীড়ার হ্রাস হয়। গবর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বর্দ্ধমান পীড়ায় উৎসন্ন প্রায় হইল, তথায় আপাততঃ কর্ণেল হেগের প্রস্তাবিত খাল খনন আবশ্যক। ঐরূপ অন্য অন্য স্থানেও জল নির্গমের পথ ও গ্রামগুলি পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বিচার।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের সুযোগ্য অণ্ডর সেক্রেটারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ও ভারতবর্ষের হিতৈষী মহাত্মা ফসেট সাহেবের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের কথা উপস্থিত করা হয়। তাহাতে ফসেট সাহেব প্রস্তাব করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বিবেচনায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা চলিতেছে এবং শীঘ্র তাহার সদুপায় বিধান করা উচিত। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "যে অনর্থক ভয় প্রদর্শন করা ফসেট সাহেবের স্বভাব। তিনি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ দেখেন বাস্তবিক তাহা নহে"। ইত্যাদি ফসেট সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। তাহার মধ্যে তিনি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনকম টাক্স অন্যায় নহে এবং নিজ মত পোষণ করিবার জন্য লার্ড লরেন্স সর বার্টল ফ্রিয়র প্রভৃতি অনেকের মত তুলিয়াছেন এবং আর দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম টাক্স পুনরায় প্রচলিত করা হইতেছে না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ছানীর করের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ছানীর কর অধিক হইয়াছে বলিয়া যে লোকে চীৎকার করেন, তাহা নিতান্ত অমূলক, কারণ সমুদায় ভারতবর্ষ আয়তনে ফ্রান্স ভিন্ন প্রায় সমুদায় ইউরোপের সমান; এই বৃহদায়তন স্থান হইতে ছানীয় করের হিসাবে সমুদায়ে ২৭৫০০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়, অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ১৸৹ মাত্র পড়ে। ইহাকে কি গুরুতর কর বলে?

গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে ফসেট সাহেব প্রার্থনা করেন যে সে দিন ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কথা বন্ধ থাকে, কারণ সে বিষয়ে তাঁহার বলিবার অনেক কথা আছে, সে দিন তাহা বলিবার সময় হইবে না, তিনি বারান্তরে সে সকল বলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে দিন কথা বন্ধ রাখা সভ্যদিগের মত না হওয়াতে তিনি গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রত্যুত্তরে একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাটী পড়িয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এত অল্প সময়ের মধ্যে সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রত্যেক কথা এক একটী করিয়া কাটিয়া দেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ এক বক্তৃতাতে ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের যে প্রকার হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ না দিয়া

থাকিতে পারি নাম না তাঁহার মত বন্ধু প্রায় আমাদের তাগ্যে মিলে না। আমরা পাঠকগণের জন্য সমুদায় বক্তৃতাটী অবিকল অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিব ভাবিতেছি। সম্প্রতি তাহা হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ যে খলেই বুঝিতে পারিবেন ফসেট সাহেবের ক্ষমতা ও সহৃদয়তা কত।

"যদি সেই টাক্স (ইনকম টাক্স) ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী হইত, তাহা হইলে তাহা নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভয়ানক ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন টাক্স এক দেশের উপযোগী হইলে যে অন্য দেশের পক্ষেও উপযোগী হইবে এ বিবেচনার তুল্য ভ্রমও আর নাই এবং ইনকম টাক্স যে ভারতবর্ষের উপযোগী নহে তাহার প্রচুর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে অতএব সেক্রেটারি তাঁহার মতের পোষকতার জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে বিজ্ঞ কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার। প্রত্যুত্তরে তিনি (ফসেট সাহেব) তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে চান, যাঁহারা এক সময়ে তিন জনে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রজাদিগের নিকট হইতে ইনকম টাক্স আদায় করিবার দলের একজন লোক হওয়া অপেক্ষা কর্ম্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়, মনে করিয়া গবর্ণর জেনরল ভিন্ন যাহার উপরে কেহ নাই এমন পদ পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, এই টাক্স অপেক্ষা বিরক্তিকর ও সাধারণ মত বিরুদ্ধ টাক্স মনে কল্পনা করা অসম্ভব এবং তৃতীয় ব্যক্তি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যে যদি তিনি রাজস্বের জন্য ইনকম টাক্স সংস্থাপন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজার বা কোন শক্তির সাধ্য নাই যে তাহাকে আর নিজ কর্ম্মে থাকিয়া যাবে। অতএব সেক্রেটারি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া লাভ লরেন্সের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লাভ লরেন্স যে বলিয়াছেন যে, এই টাক্সের ন্যায় আর কোন টাক্স লোকের এতবিরাগ উৎপাদন করে নাই, সে কথাটী তিনি উল্লেখ করেন নাই। অতএব সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে কয়েক বৎসর পরে আবার ইনকম টাক্স স্থাপন করিলে বড় যাইতে পারে, কিন্তু তিনি (ফসেট সাহেব) বলেন, যাইতে পারে কেন, সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের যেরূপ অপরিমিত ব্যয় হইতেছে তাহাতে নিশ্চয় ইহা স্থাপন করিতে হইবে। ইহা তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব সেক্রেটারি সেই বক্তৃতে তাঁহাকে এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে তিনি (ফসেট) রাজস্ব সম্বন্ধীয় সকল বুদ্ধি ভর লইয়া চাকে কাটি দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি জানেন যে তাঁহার এইরূপ আন্দোলনের এই ফল ফলিয়াছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। এই ঘটনাটি তাঁহাকে করিয়াছেও এই প্রকার আন্দোলন করিতে উৎসাহিত করিতেছে।"

এই কথাগুলি পড়িয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করে এবং কে না ফসেট সাহেবের সাহস ও সহৃদয়তার প্রশংসা করেন? সাহস শুনুন, অতএব সেক্রেটারি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের স্থানীয় কর সমুদায়ে ২৫০০০০০ টাকা বই নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অবস্থাগত কি অসামান্য প্রভেদ তাহা তিনি মহাসভাকে বিস্মিত করিতে ক্রটি করেন নাই। এখানে [illegible] টাক্স লইয়া ৫০০০০০০ টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তু সেখানে ৫ গুণ বাড়িয়া টাক্স লইলে ৫০০০০০০ কই টাকা উঠিতে পারে না। তবে ভারতবর্ষের প্রজারা ইংলণ্ডের প্রজাদিগের অপেক্ষা ৮ গুণ দরিদ্র। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, ইংলণ্ড অপেক্ষা লাভজনক আয়তনে বৃহৎ একটী দেশ হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, ইংলণ্ড হইতে তাহার আট গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ০০০০০ এ সকল বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম বিজ্ঞ লাভ লরেন্স বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের অধিকাংশ এত দরিদ্র যে তাহাদের কষ্টে দিন যাত্রা করাও কঠিন।" ইহা অপেক্ষা প্রাঞ্জল তর্ক সাহেবের ভ্রমের আর কি উত্তর হইতে পারে? (আমাদের হুজুরেরা বিলাতে বসিয়া মনে করেন যে ভারতবর্ষে বুঝি বড়ই সোণা ফলিয়া থাকে। দেশের রাশি রাশি মুখুয্যে প্রাণী যে কি ক্লেশে দিনপাত করেন তাহা একবার ভাবেন না। আজিও দেশের দশ আনা লোক আট আনা বেতন দিয়া বালক দিগকে পড়াইতে পারে না। ইহা ভিন্ন যাঁহারা চাকরি করেন তাঁহারা যে ছুটি কত টাকার জন্য কিরূপ মুখে হস্ত উঠিয়া পরিবার কলেবর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে চক্ষে জল আইসে। বাসিলেরা উন্নতি হওয়াতে বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে লোকের অতি অল্প পরিমাণে কর বসান হইতেছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমুদায় দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। উড়িষ্যার দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ কর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ লোকদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখ। আমরা গুরে [illegible] ভারতবর্ষের এতদ্দেশীয় প্রজাদের দুঃখ দরিদ্রতা। যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষের [illegible] তাঁহারা এই প্রভেদ [illegible] ইহা [illegible] কি [illegible] কারে। আমরা কি [illegible]

সাহেবের শেষ কথাগুলি না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষীয়দিগকে ভারতবর্ষ শাসন বিষয়ে অধিকতর অধিকার দেওয়া আর একটী অত্যাবশ্যক সংস্কারের কার্য্য। ভারতবর্ষীয় কোন লোক সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পায় না যদি সে ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে না আসে, কিম্বা নিজ দেশের ইঞ্জিনিয়ার হইতে পায় না যদি এখানকার কুপার্স হিল কলেজে প্রবেশ না করে। টাইমস পত্রিকা সম্প্রতি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক রাজকীয় মুরুব্বিয়ানা, কারণ আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই কেবল বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। প্রধানতম পত্রিকার সেই মতটী তুলিয়া তিনি (ফসেট) তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাহাতে তাঁহার (ফসেটের) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মতের সার মর্ম্ম বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে কি চাই—না মিতব্যয়িতা চাই—সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় পর্য্যন্ত দেখা চাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে একটী পরিবারের গৃহের ন্যায় সকল বিষয়ে মনোযোগ চাই। সর্ব্বোপরি প্রার্থনীয় বিষয় এই যে রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত শাসন, আইন বিষয়ক সংস্কার এ সকল কিছুই হইবে না, যত দিন না ভারতবাসীরা বুঝিতে পারে যে দেশের শাসন বিষয়ে তাহারা অধিকার লাভ করিবে। যত দিন না ইংলণ্ড তাহা করিতে পারেন তত দিন যে তিনি অনাবৃত হইয়া ২০ কোটি লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রবল করিয়া গুরুতরো দায়ী হইয়াছেন তাহার উপযুক্ত কিছুই করা হইবে না।"

ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট মহাশয়দিগের কর্ত্তাদের বিপক্ষে এরূপ কথা বলিবার লোক আছেন ইহা জানিলেও অনেক আনন্দ হয়। আমরা ফসেট সাহেবকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করুন। আমাদের ক্ষমতা অল্প আমরা তাঁহার কি প্রত্যুপকার করিব, এইমাত্র তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইতেছে।

—•—

সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটী।

বেহালা হইতে দক্ষিণ হরিনাভি মাদক পর্য্যন্ত স্থান সকল সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটী নামক এক মিউনিসিপাল কমিটীর অধীন। ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কার্বস সাহেব এই মিউনিসিপালিটির সভাপতি। বেহালা গ্রামে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ১২ জন, তাহার মধ্যে অন্যূন ১০ জন বেহালার লোক, অবশিষ্ট দুই জন মাত্র গড়ফা রাজপুর হরিনাভি মাদক প্রভৃতি স্থান হইতে লওয়া হইয়াছে। এই মিউনিসিপালিটি, হাউস টাক্সের হিসাবে বাৎসরিক প্রায় ২২০০০ হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে প্রায় ১৬০০০।১৭০০০ হাজার টাকা পুলিষ রক্ষার্থে ব্যয় হয় এবং টাক্স আদায় প্রভৃতি অন্যান্য কারণে বৎসরে প্রায় ২ হাজার টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং অবশিষ্ট প্রায় ৪০০০ হাজার টাকা মিউনিসিপালিটীর হস্তে থাকে। এই টাকার অধিকাংশই বেহালার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। মেম্বরদিগের মধ্যে অধিকাংশই বেহালার অধিবাসী এবং মিউনিসিপালিটীর কার্য্যটীও বেহালাতে বসিয়া থাকে সুতরাং বেহালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেরই উপর মিউনিসিপালিটীর বিশেষ দৃষ্টি। বেহালার অভাব অগ্রে দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া হয়। সেই সকল অভাব পূরণ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা হইলে মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়া থাকে। এইরূপ রাজপুর হরিনাভি মাদক প্রভৃতি স্থান সকল কলে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে গত কয়েক বৎসর হইতে সাংক্রামিক জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে এখানকার রাস্তা পুল জলনির্গমের পথ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত এবং এখানকার অধিবাসীরা যখন রীতিমত টাক্সও দিতেছেন তখন এসকল সুবিধার জন্য তাহাদের অনুযোগ করিবার অধিকারও আছে, কিন্তু বেহালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল সমুদায় অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাঁহাদের অনুযোগ কোন কার্য্যের হয় না। অথচ এতৎপ্রদেশীয় অধিবাসীদের আবেদনে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি গ্রিবল সাহেব রাজপুর প্রভৃতি স্থানের রাস্তা ঘাট প্রভৃতির পুনঃ সংস্কারের জন্য কিছু টাকা দিতে সম্মত হন, এবং বর্ত্তমান সভাপতিও আরও কিছু দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় বেহালাতে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত টাকা হস্তগত হইল না, এবং যে হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প।

এই সকল কারণে রাজপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র মিউনিসপালিটীর জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ আবেদন করিবারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটী স্বতন্ত্র হইলে এতৎপ্রদেশীয় লোকেরা বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের দত্ত টাকা অন্য স্থানান্তরে ব্যয় হইবে না, সুতরাং তাহাদের যথাসাধ্য

টাকা দিতে প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত অর্থের ব্যয় বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিলে তাঁহারা আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারিবেন, তাঁহার ব্যয়ের ভার যদি থাকিলে অনুদান দাতৃগণ অন্য উপায়েও কার্য্যোদ্ধার করিতে বাধ্য হইবেন। তৃতীয়তঃ সম্প্রতি এ প্রদেশীয় দুইটী মাত্র লোক সভ্য আছেন এরূপ অবস্থায় আশা করা যায় না যে সেই দুইজন এই সকল গ্রামের অবস্থা অবগত থাকিবেন এবং এতদ্দেশের অভাব মিউনিসিপালিটীর গোচর করিতে পারিবেন, কিন্তু একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে তদ্বারাই সকল গ্রাম হইতেই সভ্য মনোনীত হইতে পারে এবং সমভাবে সকল গ্রামের অভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ উপস্থিত প্রণালী অনুসারে সমুদায় টাকা স্থানান্তরে ব্যয় হইয়া যাওয়াতে এ প্রদেশীয় ভদ্রলোকেরা মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে এক প্রকার প্রতারক মনে করিতেছেন, কিন্তু নিজেদের অর্থ নিজেরা ব্যয় করিতে গিয়া যদিও অনুলাভ হয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন বিরাগের কারণ থাকিবে না। পঞ্চমতঃ একণে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে প্রকার লোক রাখিতে হয় এবং একারণে যেরূপ ব্যয় হয় স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে সে প্রকার ব্যয়ের অনেক সংক্ষেপ হইতে পারে, কারণ স্থানীয় মিউনিসিপালিটী আপনার সভ্যদিগের দ্বারা যে সকল কার্য্য করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ একণে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বিদেশের লোক অধিকাংশ সুতরাং এ প্রদেশীয় লোকেরা অনেক সংস্কারের কার্য্যে (সংবাদের স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতি) অনেক সময় বাধা দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন বলিয়া আপনাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে এই সকল কার্য্য অনেক সহজে সুচারু হইতে পারে। কারণ দেশের মান্য গণ্য লোকের অনুরোধ সকলেই শুনিয়া থাকেন।

এই সকল কারণে আমরা গবর্ণমেণ্টকে প্রার্থনা করিতেছি যেন তাঁহারা এই আবেদন গ্রাহ্য করেন। কিন্তু সকল মিউনিসিপালিটী সমভাবে উন্নতি আবশ্যক করে এবং বিশেষ বিবেচনা উপযুক্ত কতকগুলি কারণ আছে তাহা এই স্থানে বলা উচিত। প্রথমতঃ যে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হইবেন, বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর সভাপতি একজন গবর্ণমেণ্ট সংস্কার থাকে। বাটিপুরে নিজের মিউনিসিপালিটী আছে, তাহারও সভাপতি একজন গবর্ণমেণ্ট সংস্কার লোক হইবেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সংস্কার একজন লোককে সভাপতি করার গবর্ণমেণ্টের কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে। সাধারণের বিবেচনায় ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। ১ম গবর্ণমেণ্ট সংস্কার একজন লোক সভাপতি থাকিলে মিউনিসিপালিটীর গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। ২য় এতদ্দেশীয় লোকেরা যেরূপ অজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের হাত না থাকিলে মিউনিসিপালিটীকে কার্য্য না করিতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে অধিক ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে বলিয়া এই সকল উপায়ের অবলম্বন হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ভয় না করিয়া দিতে পারেন তবেই ভাল। গবর্ণমেণ্ট সংস্কার কোন লোক না থাকিলে বিরোধ হইবার যত সম্ভাবনা, থাকাতে তাহা অপেক্ষা অধিক বিবাদের কারণ হয়। কারণ গবর্ণমেণ্ট সংস্কার লোক মেম্বরদিগের [illegible] মিউনিসিপালিটী করা আছে। অধিক টাকা [illegible] ব্যয় করা যায় না, তাহার অর্দ্ধেক [illegible] এক [illegible] শেষে [illegible] এক [illegible] কারণে [illegible] বিষয়ে [illegible] ভাহার উপায় করুন।

উপসংহারকালে আমরা এতদ্দেশের [illegible] করিয়া [illegible] বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হউন। কেবল বিদ্বেষ ভাবের জন্য ও সাধারণের [illegible] হইয়া [illegible] অনুরোধ করা [illegible]

মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা করুন। দেশের অবস্থা ও হিতাহিত বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করুন। দেশের ও গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখুন এবং সেই সকল লইয়া আন্দোলন করিতে আরম্ভ করুন। এ সমুদায় যদিও আমাদের পক্ষে নূতন ব্যাপার তথাপি উঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই ইউরোপীয় জাতিরা স্বাধীনতা ও সভ্যতাতে অগ্রসর হইয়াছেন। মাতব্বরি ও বৃথা আমোদ দ্বারা দেশীয় বৃদ্ধ ও অজ্ঞ লোকদিগকে বিরক্ত না করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই সকল ভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের সুখের অবস্থা আসিবেই আসিবে

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই ভাদ্র সোমবার।

পাবনার প্রজা বিপ্লবের শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গোলযোগ মিটে নাই। প্রজারা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঘোষণানুসারে শান্তভাবে জমীদারদিগের দাওয়ার প্রতিবাদ করিতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। এদিগে ত এই, আবার বাজারের তোলা সম্বন্ধে কাবেল সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে পাবনার মাজিষ্ট্রেট এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, জমীদারদিগের বাজারের তোলা তুলিবার কোন অধিকার নাই, ইহাতে বাজারের দোকানদারেরা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমীদারদিগের প্রতি কাবেল সাহেবের ভাবগতি দেখিয়া আমাদিগের মনে নানা চিন্তার উদয় হইতেছে।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাবেল সাহেবের লীলা বিচিত্র। সম্প্রতি তিনি নিয়ম করিয়াছেন, যদি কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া হাসপাতাল কি ডিস্পেন্সরি স্থাপন করেন, তিনি উহাতে যে টাকা দিবেন, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যাবৎ ঐ টাকা দিবেন এরূপ লিখিয়া দিতে হইবে। হিন্দু পেট্রিয়ট বলিয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিশ্রুত টাকার সহিত তাহাদিগের উত্তরাধিকারিদিগের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এটী ঠিক নীলকরদিগের দাদনের ন্যায় হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, সেসিয়ন কোর্টের বিচারে জুরির সংখ্যা ৯ জনের অধিক হইবে না।

রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ের রামগঙ্গার উপরে যে সেতু ছিল তাহা ভাসিয়া গিয়াছে এবং উজ্জয়িনীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভরতপুর প্লাবিত হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতে একটী মকদ্দমা উপলক্ষে এই একটী প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, মিউনিসিপালিটী একটী বাটীর উপর দ্বিবিধ কর ধার্য্য করিতে পারেন কি না? একটী কর ভূস্বামীকে অপরটী বাটীওয়ালাকে দিতে হইবে। এবিষয়ের এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই।

বারাণসীতে গঙ্গার উপরে একটী সেতু হইবার কথা হইতেছে।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বাঙ্গালা বিভাগের পোষ্টআফিস সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত বর্ম্মপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পত্নী এককালে ৪ কন্যা প্রসব করিয়াছে। কিছুকাল পরেই সন্তানগুলির মৃত্যু হয়। ৪ দিন পরে প্রসূতীও পরলোক গমন করিয়াছে।

বোম্বাইর একজন ইউরোপ মাষ্টার একজন মেথরকে একটী উচ্চ জাতীয় হিন্দুর সহিত এক গাড়িতে তুলিয়া দেওয়াতে হিন্দু তাঁহার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন।

গত ১০ বৎসর মধ্যে মাদ্রাজের অন্ধ নিবাসে ১৩০০০ অন্ধ একবারে চক্ষু রোগ হইতে মুক্ত হয়। ৫০০০ লোকে কতক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে উক্ত নিবাসে ১৪১৯ জন অন্ধ আছে।

দ্য ডেলিগ্রাফ নিউস বলেন, তথায় সাধারণের সংগৃহীত শূকরের চর্ব্বি খ্রিষ্টান করিয়া বিক্রয় করে। কেবল দার্জ্জিলিঙ বলিয়া কেন পণ্য দ্রব্য এইরূপ প্রতারণা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, একজন অন্ধ একদা এক চৌমাথা পার হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একখানি গাড়ি বেগে আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময় এক অজ্ঞাত যুবতী দাঙ্গা মারিয়া এরূপ কৌশলে ঐ অন্ধকে ঘুরে ফেলিল যে তাৎক্ষণেই তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। ঐ গাড়িতে যিনি ছিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ব্যক্তি। তাঁহারও বিবাহ হয় নাই। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহস ও পরহিতৈষিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। স্ত্রী লোকটী সকল বিষয়ে সামান্যা হইলেও কেবল ঐ কারণে তিনি উহাকে বিবাহ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে বড় একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে এখন প্রতি দিন অনেক অজ্ঞাতা সুন্দরী চৌমাথার ধারে বৃদ্ধ ব্যক্তির গাড়ি চাপা পড়িবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ইচ্ছা এই, তাহা হইলে তাহারাও ঐরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস দেখাইয়া বড় লোকের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে।

বিদ্যুৎ বলেন, প্রসন্নকুমার পাল সংক্রান্ত জমালীপুরের এক ব্যক্তিকে গোক্ষুর সর্পে দংশন করে, ভদ্রতা সেখ সেচু ডাক্তার উহাকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, এক ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে অপনার একটী কন্যাকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া আমেরিকার দেসিয়ন কোর্টে উহার ৪ বৎসর কালাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করাতে উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সাজার আজ্ঞা হয়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আবার ঐ দণ্ড কমাইয়া ৬ মাস কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কন্যা হত্যা করে, সে সময় সেসিয়ন আদা-

লক্ত ও গবর্ণমেণ্ট কমপেক্ষা ভাল অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মকাটের কুতপূর্ব্ব ইমাম বেলুচিস্থানে পলায়ন করিয়াছেন।

ডাক্তোরের একজন পুলিষ ইন্সপেক্টর একজন অপরাধীকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ইন্সপেক্টরের ফাঁসী হইয়াছে। এতদ্দর্শনে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

মেটিব পত্রিকা ওপিনিয়ন বলেন, এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দুই জন সবচর সমভিব্যাহারে মথুরায় গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে এক বৃক্ষ তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, একটী সর্প জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া একটী ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। উহার গমনে সমুদায় ঘাস পুড়িয়া গেল।

সিন্ধিয়ার রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে চৌর্য্য নিবারণার্থ একটী চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংলিসম্যান বলেন, চৌর্য্য কার্য্য সংঘটিত হইলে যত দিন না চোর ধরা পড়ে ততদিন তিনি কোতয়াল ও অন্যান্য পুলিষ কর্ম্মচারীকে বেতন দেন না। এটী মন্দ উপায় নয়।

গত মে মাসে কলিকাতা হইতে ৬৭৩ কুলি মরিসসে এবং ৫৭৭ কুলি সরিশাসে গমন করে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সিলেটকে আসামের অধীন করাতে তত্রত্য কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার প্রস্তাব করিয়া কাছেল সাহেবের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

ডে, ডগলিস গার্ডিনার সাহেব কিছু বিষয়ের জন্য রাজস্ব বিভাগে অস্থায়ী লেফ্‌টেনাণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার দুই খানি আসে বিক্রয়ার্থ প্রেরণার্থ পত্রে লিখিত হইয়াছে এক এক খানির একটী মূল্য ছিল, উহা কিনিয়া বাঙ্গক মদ্য পান করিলে এক দিবসে অতিরিক্ত কিছু পান করা হইবে না, অতএব [illegible] হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। অপরাধী মনে ভাবিলেন যে তাহা অধিক বিলম্ব পাছে করিয়া মরিয়া গিয়াছে এবং এই নিমিত্ত করিয়া তিনি তাহার শরীর হইতে সমুদয় চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইলেন। চর্ম্মশূন্য মৃত অঙ্গ পড়িয়া থাকিল। পরদিন প্রাতে অপরাধী গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, যে কি একটী ভয়ানক জন্তু, গাত্রে চর্ম্ম নাই, লোম নাই, তাহার মুখের সম্মুখে ফুল আসিয়া করিয়া দেওয়াইতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া প্রথম ভয়ে পলাইবার উদ্যোগ করেন, শেষে আপনার চাকর ও প্রতিবাসী সমুদয় একত্রিত হইয়া মশুক ভরবার প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গ আপনার স্বামীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মৃতস্বামী তখন চৈতন্য পাইলেন যে এটী তাহার অঙ্গ। তিনি তখন জানিতে পারিলেন যে অঙ্গের মৃত্যু হয় নাই অধিক বিলম্ব পাছে হওয়া উহা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অঙ্গ স্বামী তখন হাত সবল হইয়া একজন অঙ্গ চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন এবং তিনি তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে চর্ম্ম আনিয়া উহার শরীরে চর্ম্ম ও লোম লাগাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদটী সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যিনি প্রকাশ করিয়াছেন তিনি ইহা সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী গল্প মনে পড়িল। একদা পশ্চিম দেশীয় একজন বলবান পুরুষ জঙ্গল মধ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উহার হস্তে অস্ত্রাদি কিছুই ছিল না, সে দুই হস্ত দ্বারা প্রাণপণে ব্যাঘ্রটীকে ধরিল, ব্যাঘ্র বিপদ দেখিয়া উহার হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল, শেষে ঐ ব্যক্তি উহার লাঙ্গুল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, কিয়ৎক্ষণ টানাটানির পর ব্যাঘ্রটীর কপোলদেশের চর্ম্ম কাটিয়া গিয়া সমুদয় চামড়াখানি খুলিয়া উহার হাতে আসিল, ছাড়ান বাঘ চীৎকার করিতে করিতে বনে পলাইয়া গেল। [illegible] পুনরায় নূতন [illegible] পশ্চাৎ বধ করিয়া [illegible] করিতে লাগিল কি না, জানিয়া তাহা জানি নাই।

এক ব্যক্তি আবেদন করিয়া আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, [illegible] পুত্র আমাদের [illegible] মেডিকেল কালেজের [illegible] বিদ্যালয়ে ছিল, পরীক্ষা দিবার কতকগুলি ছাত্র উপস্থিত ছিল না বলিয়া বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতি তালিকা হইতে পুত্রের নাম গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী বহু করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক ক্ষুব্ধচিত্ততা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত সভায় ২০ মুদ্রা চাঁদা দান করিয়াছেন।

১১ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে পুনরায় আগামী বৎসরের জন্য প্রথম কুমার ঠাকুরের আইন অধ্যাপক মনোনীত করা হইয়াছে।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের মধ্যে এদেশীয় ভ্রাতৃবর্গও ক্রমে পর্য্যন্ত দান প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। মহিসুরের রাজা উৎকৃষ্ট মুক্তে "ফারস্ হিল" নামক একটী বাটী ১০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। রাজা শীঘ্র কালে এই বাটীতে অবস্থান করিবেন।

গতবার আষাঢ়ে একটী ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া ৩৫ টী বাটী পতিত হইয়াছে এবং ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। যেখা সেখি দুর্ঘটনাস্থলে আজি কালি কিছু ভীষণ দুর্ঘটনা হইতেছে।

বিক্টোরিয়া ক্রাইসিস্ বোধের মতে আগ্রার গবর্ণর জেনারলের ভবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ সৈন্যদিগের জন্য আর একটী শিক্ষা শিবির করিবার মানস করিয়াছেন। আমাদিগের একজন [illegible] দুইজন ইংরাজদিগের [illegible] প্রণালীটী [illegible] কোথায় [illegible]

ডবলিউ এচ, ম্যাগাউন সাহেব মধ্য প্রদেশের পোষ্ট আফিস সমূহের প্রধান ভম ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, আলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি আর্ডসের মৃত্যু হইয়াছে;

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, লোনসিংহ নিবাসী ককণাচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য রাখা হয়। উঁহার উপযুক্ত পৌত্র এক দিন দুরা পানে উন্মত্ত হইলে পিতামোহের অস্থি গঙ্গায় দিতে হইবে মনে হয়। তিনি মনে করিলেন, উদরের মধ্যেই ত গঙ্গা দেবী রহিয়াছেন, তবে আর অপেক্ষা কি? তৎক্ষণাৎ মিলাতি গঙ্গা জলে মিশ্রিত করিয়া অস্থি উদর গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেই দিবসেই তাহার ও গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে।

১২ ই ভাদ্র বুধবার।

ষ্টারজিলিড মিউস বলেন, পাণ্ডাবাড়ীর নিকটস্থ একটী চা-ক্ষেত্রের কুলিরা এতদূর সভ্য হইয়াছে যে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা সামান্য কুলিদিগকেও এত দূর সভ্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহাদিগের ক্ষমতাকে ধন্য।

চাকায় সর্ব্বোচ্চ হারে এবং অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধহারে রথযাত্রার সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সম্প্রতি আর একজন টিপু বংশীয় পেন্সনভোগীর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মাসিক ১ টাকা পেন্সন পাইতেন। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজমে একটী বিষদন্ত সর্প আনা হইয়াছে।

রাণীগঞ্জ কোল কোম্পানির পার্শ্ববর্ত্তী বাবু পান্নালালের একটী কয়লার খনি আজিও পুড়িতেছে। কিরূপে আগুন লাগে তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যাহাতে ঐ আগুন অন্যান্য খনিতে বিস্তৃত হইতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছে।

১৩ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

অতিবৃষ্টিনিবন্ধন আগ্রার অনেক গৃহ পতিত হইয়াছে।

মধ্য আসিয়ার সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য মুরীতে এক কোম্পানি হইয়াছে। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট এ নিমিত্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সিমলার ব্যবস্থাপক সভার মুরসিদাবাদের নবাবকে উঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। তাহার ঋণগুলি স্থির করিয়া তাহার একটী ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিল প্রস্তুত হইবে।

ষ্টারলেরিলিডে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের একজন সংবাদদাতা কুলুর একজন পুরাতন রাজার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। রাজার এই সংস্কার ছিল, স্বর্ণ মোহরগুলি রৌদ্রে দিলে ভাল হয়, ঐগুলি উলটাইয়া দিবার জন্য যে সকল চাকর নিযুক্ত হইত উহারা পারে আঠা মাখাইয়া মোহর চুরি করিত। গণনা করিয়া তুলিবার সময় মোহর কমিয়া গেলে রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইত রৌদ্রে শুকাইয়া কমিয়া গিয়াছে। আমরা নবাবের মণিমুক্তা ও মোহরাদির এইরূপ শুকি যাবের কথা শুনিয়াছি।

১৪ ই ভাদ্র শুক্রবার।

প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে কর আদায় সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে আজ্ঞা দেন এবং যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বনের প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। কাবেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, যদি কোন জমীদার অন্যায়রূপে কর আদায় দ্বারা প্রজাপীড়ন করেন, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা অবিলম্বে সে বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং প্রজাদিগের অন্য অত্যাহত রাখিয়া যাহাতে এরূপ পীড়নের উন্মূলন হয় তাহার নিমিত্ত আইনসঙ্গত এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন। সে দিন রথযাত্রা সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র দ্বারা যাহাতে জমীদারদিগকে অতিরিক্ত কোনরূপ কর দেওয়া না হয় তদ্বিষয়ে প্রজাগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা জমীদারদিগের বড় বিপদ দেখিতেছি। কাবেল সাহেবের দৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর পতিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

হুগলী জিলাতে ডে-ডাল খেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া বর্দ্ধমানের কমিশনর বকলাণ্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় জুয়াখেলার আইন উক্ত স্থানে প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেবের প্রস্তাব মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত আইন হইলেই কাজ হয় না। কলিকাতা ও উপনগর কি উক্ত আইন প্রচলিত নাই? কিন্তু থাকিলে কি হইবে জুয়ারেরা প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিসের সম্মুখে নিঃশঙ্ক চিত্তে খেলিতে থাকে।

গত মঙ্গলবার গঙ্গায় একটী শ্বেত হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে।

আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছে, উহা "সিন্ধিয়া স্টেট রেলওয়ে" নামে অভিহিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহার দিক রক্ষণ রাখিলেন।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী স্বীয় রাজ্যের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে যত্নযোগী হইয়াছেন। তিনি রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনার্থ সময়ে সময়ে মিত্র কাউন্সিলের অধিবেশন করিবার মানস করিয়াছেন।

১৫ ই ভাদ্র শনিবার।

আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের নাজীর বাবু কুমুদনাথ ঘোষাল উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। উপরি লাভের এই মধুময় ফল।

পিয়রসিয়র বলেন, জানজিবারের সুলতান ইংলণ্ড দর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্যের সাহা যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন সুলতান তথায় যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইংলণ্ড তখন সম্মত হন নাই, দোষ হয় তাহাতেই অপমান বোধ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ এ আগষ্ট। শ্রীযুক্ত জে, এফ ডিবেল সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২২ এ আগষ্ট। হাবড়ার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, এম, ডুয়াণ্ড সাহেব ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল রাজ্যের জন্য গবর্ণর জেনরলের নিয়োজিত এজেণ্ট লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এম, টয় সাহেব উক্ত রাজ্যের বাসস্থানের সীমার মধ্য হইতে যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৫ বর্ষ ২য় পরগণার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রজনীলাল মিত্র প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, এফ, ওয়াসলি সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ত্রিহুতের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

কটকের সহকারী কলেক্টর শ্রীযুক্ত জি, এফ, ওকিলভন সাহেব পুরী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

লক্ষ্মীপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনণ্ট ডব লিউ ই হলবর্ড সাহেব মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। লেপ্টেনণ্ট এম, এ জে সাহেব অসময় বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২২ এ আগষ্ট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লার অস্থায়ী সবর জজের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু বিপিনলাল চন্দ্র ফরিদপুরের অস্থায়ী সবর জজের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

সি মার্শাল

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২০ এ আগষ্ট। সিলেটের অতিরিক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু শ্যামাচাঁদ রায় বি এল কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতের প্রতিনিধি জজ হইলেন।

২১ এ আগষ্ট। মৌলবী মোবারক আলী কিছুদিনের জন্য ছাপরার অতিরিক্ত সবজজালির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কিছুদিনের জন্য ছাপরার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে যাহারা ঋণ করিয়া টাকা লয় উহাদিগের বিচার হইতেছে। উহারা মিউনেট হইতে যেরূপে পলায়ন করিবার চেষ্টা পায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক লোক অব্যাহতে উৎকোচ দেওয়া হইয়াছিল।

কার্লিষ্টরা বার্গসে জয় লাভ করিয়াছে, বিলবোয়াতে আরো সৈন্য পাঠান হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। মেটকোতে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া অনেকে হত হইয়াছে। মজেল সাহেব পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পদস্থ থাকিবেন।

টাইমস পত্র আর্ণাল্ড সাহেবকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, মিউনিসিপ অব আর্ণিল যদি অবসর গ্রহণ করেন, লোমসাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কাসে জীর্ণ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আলাবামার মেণ্ট মেরির নির্ব্বাসন প্রায় ৫০০ ইংরাজ যাত্রা করিতেছে।

কার্থেজিনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। নেপলি কাস্পদ আরো অধিক সৈন্যের প্রতীক্ষায় আছেন। স্পেনের লাভয় চরণ সকল প্রস্থান করিয়াছে। বিলবোয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদেশীয় ডাক্তার সকলকে বন্দর পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডে আজি কালি লেপ্তরে দুর্ঘটনায় কিছু আধিক্য হইয়াছে। গত কল্য বার্মিংহামে যাত্রি পরিপূর্ণ একটী আরোহী টেণের ধাক্কা লাগিয়া অনেকে আহত হয়।

কার্থেজিনা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া [illegible] যাবজ্জীবন কারা দণ্ড হইয়াছে।

মেলকাফ এর [illegible] ইন্সারাজ কোম্পানির ১০ লক্ষ অংশের অধিক হইয়াছে। ১৩০ পরিষার খণ্ডীন হইয়াছে।

ডর্বির গ্রাণ্ড ডিউক এলবার্ট আক্রান্ত করাতে তিনি বালিন দর্শনার্থ গমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৯ এ জুলাই এবং বোম্বাই হইতে ১ আগষ্ট যাত্রা করে উহা অদ্য আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১১৭ ই শ্রাবণ দিবসীয় সোমপ্রকাশে বৈদ্যজাতীয় হরিমোহন গুপ্তের একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি বৈদ্যজাতির উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও করিয়াছেন আপনিও সেই পত্রের একটী নোট দিয়াছেন। পত্র প্রেরক অবশ্য জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন আপনি অবশ্য এ বৈদ্যকে এক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক অবশ্য ও বৈদ্য এক ইহা অনেকের সংস্কার আছে, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও সেই মত, সুতরাং মহুলা আপনার মূল্যবান্ উক্তিতে যে বিশ্বাস করিবে? আমি এতৎসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞাত আছি তাহা লিখিতেছি। প্রার্থনা যে পত্র আমি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এক দিবসীয় পাত্রিকার সমুদয় পত্রখানি প্রকাশ করি যেন তাহা হইলে গ্রাহকগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়।

হরিমোহন প্রেরক শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় অবশ্য জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন এবং সেই অবশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎসা দ্বারা [illegible] পাত্রিকায় [illegible] লিখিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় তিনি [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] লিখিয়াছেন, সুতরাং [illegible] অন্যান্য [illegible] বক্তব্যবাদ [illegible]

৩। ভরত নিজে বৈদ্যজাতিস্থ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার কৃত অভিধানের টীকাতে উল্লেখ আছে " নত্বাশঙ্করমম্বষ্ঠ গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজঃ অভিধানীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুদ্ধ বোধিনীং "। তিনি বৈদ্য কুলতত্ত্ব নামক গ্রন্থে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলিয়াছেন। তিনি স্বমত পোষণ জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা এই—বিপ্রাম্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং। অম্বষ্ঠোহম্বষ্ঠকন্যায়াং নিষাদঃ পার্শবযোপিথা। বৈশ্যাত্ত্বয়োক্ত রাজন্যা-মা বযোর্ধো সুতৌ স্মৃতৌ। বৈশ্যাতু করণঃ শূদ্রায়াং বিন্নাষেব বিধিঃস্মৃতঃ। এতদ্দ্বারা পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জাত সন্তান অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত, অতএব তিনি বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্র কন্যকা উপযেমিরে, ইত্যাদি। যুক্তি যুক্তি করিয়া তিনি অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলিয়াছেন। কিন্তু কোন শাসন উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি পরাশর সংহিতার বচন বলিয়া নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণা জ্জাতো হ্যম্বষ্ঠোহি মুনি সত্তম। ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনি পুঙ্গবৈঃ। কিন্তু সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে মুদ্রিত পরাশর সংহিতাতে ঐরূপ কোন বচন দৃষ্টি গোচর হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে পরাশর সংহিতাতে " বৈশ্য কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ। আম্বিকাঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ভোজ্যা বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ। তিনি শঙ্খের বলিয়া নিম্নলিখিত বচন তুলিয়াছেন " বেদাজ্ঞা ভোহিবৈদ্যঃ সাম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ কিন্তু শঙ্খ সংহিতাতেও তদ্রূপ কোন বচন দেখা গেল না। তিনি হারিতের বলিয়া "ব্রহ্মা মুর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি অম্বষ্ঠাপক দ্বিজাএবাং বথা পূর্ব্বক গৌরবং বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে হারীত সংহিতাতে ঐ বচনটি পাইলাম না হারীত সংহিতাতে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সঙ্কর জাতির উল্লেখ নাই। পরিশেষে তিনি বলেন " আয়ুর্ব্বেদোপদয়নাৎ বৈদ্যোহিজ ইতি স্মৃতঃ। ইতি বৈদ্যকেপ্যয়ং প্রবেশঃ। কোন্ প্রমাণানুসারে ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৪। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক জাতি ইহার কোন প্রমাণ নাই পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য ভিন্ন জাতি। অমর সিংহ কৃত অভিধানে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলা হয় নাই। বরং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়বর্গে "রোগহার্য্য ভক্কারোম্বিষক্ বৈদ্য শ্চিকিৎ সকঃ" বলিয়া বৈদ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যস্থানে শূদ্রবর্গে সংকীর্ণ জাতিরগণনায় অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন " আভীরাম্বষ্ঠ সংকীর্ণা মম্বষ্ঠ করণা দয়ঃ। এতদ্দ্বারা বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ এক বলিয়া প্রতীতি হয় না। টীকাকর্ত্তা কহেন, অম্বষ্ঠঃ অয়ং চিকিৎসা বৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। সেই টীকাকর্ত্তা ঘোষ হয় বৈদ্যজাতীয় হইবেন। তাহার নাম ভরত। যাহা হউক, তিনি যে জাতি হউন অম্বষ্ঠ যে বৈদ্য ইহার কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। সংহিতাতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে মনু সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে—ব্রহ্মণা মম সাধর্ম্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং " লেখা আছে। ইহা দ্বারা অম্বষ্ঠের চিকিৎসা ব্যবসায় থাকা জানা যায়। এইরূপ ব্যবসায় দেখিয়া জাতি অনুমান করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। বিশ্বামিত্রের পুত্র শুক্রত ক্ষত্রিয়বং দিবোদাস হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারাও চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। তাহা বলিয়া কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ কি বৈদ্য হবে? মনু সংহিতার ঐ বচন এবং বৈদ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এই দুইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বৈদ্যগণের সপক্ষ একটি অনুমান হয় মাত্র, কিন্তু নিম্নলিখিত যুক্তিযুক্ত প্রমাণ সকলে তাহা খণ্ডিত হইতেছে।

৫। অমর সিংহ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়া দুই জাতি বলিয়া প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিতেছেন। অম্বষ্ঠগণ সংহিতার লিখনানুসারে যদিচ দ্বিজ বর্ণের মধ্যে বলিয়া বোধ হয় এবং ভরত ও তদনুসারে পত্র প্রেরক ঐ অম্বষ্ঠকে বৈশ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহকর্ত্তা বাচস্পতি মিশ্র ও তৎপরের স্মৃতিতত্ত্ব কর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কলিযুগে অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ নামে এক প্রকার কায়স্থ অদ্যাপি আছে।

৬। সকল সংহিতা হইতে মনুর প্রাধান্য আছে ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু মনুসংহিতাতে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে এক ইহা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে উশনা সংহিতাতে ভিষক ও অম্বষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উক্ত ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দেশ হইয়াছে। উশনা সংহিতার লেখার সহিত মনু সংহিতার লেখার বিরোধ না হওয়াতে এবং উশনা সংহিতাতে বিশেষ করিয়া দুই সংকীর্ণ জাতির উল্লেখ থাকাতে উশনা সংহিতার লেখা এস্থলে বলবৎ। তিনি অম্বষ্ঠ বিষয়ে লিখিয়াছেন, " বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জা-তোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে। কুর্য্যাজ্জীবো ভবেত্তস্য ভটৈবাজ্জয় বৃত্তকঃ। ধাত্রেয়ী জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠঃ শস্ত্রজীবিকঃ। অনেকেই অবগত আছেন ভিষক ও বৈদ্য এক, এবং উপরে যে কোন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও ঐকথার প্রমাণ হইতেছে। উশনা সংহিতাতে ভিষকের (বৈদ্যের) জন্ম নিম্নলিখিত মতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—[illegible] শূদ্রায়াং ভেষজালয় বিপো [illegible] শূদ্রায়াং বড়ঙ্গুলহরো জনো [illegible] জাতশ্চ অম্বষ্ঠোধি পরাদ্বে [illegible] শূদ্রায়াং ভেষজালয় বিপো [illegible]

উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যে উক্তি হইয়াছে তাহার মূলমূল বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কথং ব্রাহ্মণ পশ্চাত্ত সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনী সুতঃ। অহোরূপেণ বিপাকেন বির্ব্যাপারং চকারসঃ। উত্তর—গচ্ছন্তীং তীর্থ যাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং সুরূপবতন দর্শনং কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে তয়া বিবাহিতো মর্ত্ত্যাৎ বলেন বলবান স্বয়ঃ শক্তীয় সুন্দরীং দৃষ্ট্বা নীয় যাধানং চকারসঃ। শ্রুতং তত্যাজ গর্ভংসা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে। সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভঃ। সপুত্রা স্বামিনং গেহং জগাম ক্রীড়িতা তদা। স্বামিনং কথয়ামাস বন্ধ্যাত্বৈবাদি শঙ্কটং। নিঃপ্রা রেণ তত্যাজ তব পুত্রং ময়া মিনীং। সম্বন্ধকুল যোগেন নাম গোদাবরী সুতা। পুত্র চিকিৎসা শাস্ত্রক পাঠয়ামাস বত্নতঃ। নানা শিল্পক শস্ত্রক স্বয়ং স ক্রবিনক্ষম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়।

৮। উশনঃ সংহিতার প্রমাণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে ক্ষত্রিয়াতে অথবা গোপনে ক্ষত্রিয়াতে গমন করাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে সন্তান জন্মে তাহারি নাম ভিষক। প্রতলমুসংহিতার লিখক জাতি কোন রূপেই বৈদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখন মতে জানা যায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণ পত্নীতে অশ্বিনীকুমার হইতে বলাৎকারে জাত পুত্র বৈদ্য। উভয় প্রকারেই কি বৈদ্য অম্বষ্ঠ কিম্বা অম্বষ্ঠ কি দ্বিজবর্ণাবলম্বী নহে।

আপনি বলিতেছেন বৈদ্যের মূল স্থির নাই। কারি তাহার সহিত এক বাক্য হইতে পারিলাম না। উপরে পৌরাণিক যে বচন উদ্ধৃত হইল তাহাতে মূল ঠিক হইতেছে। বৈদ্যজাতির মধ্যে অনেকগুলি লোক সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ঐরূপ ভ্রম প্রমাদ বোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এমত অনুমান করা যাইতে পারে। কেবল তাহারা অম্বষ্ঠ ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এমত নহে। অতি পরাবর প্রভৃতি গ্রন্থকেও বৈদ্য বলিয়া করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে আদিশূর বৈদ্য জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ভট্টনারায়ণের পৌত্রের কৃত মনোরমা নামক গ্রন্থে আদিশূর বঙ্গীয় রাজা বলিয়া উক্ত আছেন। বৈদ্যেরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলেন। সম্প্রতি যে সকল অনুসন্ধান হইতেছে তাহাতে প্রকাশ হইতেছে বল্লাল সেন কায়স্থ ছিলেন।

৯। বৈদ্যগণ, বোধ হয় আপনারাই আপনাদের বিষয় ভ্রান্ত মনে। কেহ উপবীত ধারণ করেন কেহ উপবীত ধারণ করেন না কেহ সোমরস দিয়া ঔষধ গ্রহণ করেন কেহ এক বার। কিন্তু অন্য কোন জাতির মধ্যে এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

১০। কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া বৈদ্য কি কায়স্থের অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। তবে শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈদ্য ও কায়স্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া গেল তাহাই উদ্ধার করা গেল।

পত্র প্রেরকের লিখার আভাসে বোধ হইতেছে, আপনি বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার ভার রামদাস সেনের উপর অর্পণ করিয়াছেন। যদি বাস্তবিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বোধে কার্য্যটা ভাল হয় নাই। রামদাস বাবু ত কায়স্থ বটেন, তাঁহার মীমাংসাতে বৈদ্যগণ কেন শঙ্কট হইবেন? আমার স্মরণ হইতেছে একজন লেখক (বোধ হয় ইনি কায়স্থ হইবেন) চন্দ্রা সেন খণ্ডন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে বৈদ্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন যে লেখা এই "বৈদ্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অপত্য স্নেহপ্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহা তেই তাহারা ব্রাহ্মণের তুল্য অন্ন ও বিবাহ করিয়াছে। ব্রাহ্মণী গর্ভজাত পুত্র সন্তানকে যে চণ্ডাল না বলিয়া অন্ন স্বীকার করতঃ অন্ন ব্যবসায়ে নির্দ্দিষ্ট করিলে তাহারাও শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবে কি? বিবিধার্থ সংগ্রহ লেখক পণ্ডিতগণই [illegible] বিষয়ের ভার কেবল ব্রাহ্মণগণই গ্রহণ করিতেন। অদ্যাপিও ব্রাহ্মণের দ্বারা অনেক গ্রন্থ ঐ গুলির পূর্ব্বে পাঠের বিষয় [illegible] যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইতে কেবল কায়স্থ মাত্র গ্রন্থ ব্যাখ্যার্থ নিযুক্ত লাভ করিয়াছে।

আমি বহুদিন হইতে শুনিতেছি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন কালে শূদ্রগণ ধর্ম্মকর্ম্মী ছিলেন, সেই হেতু ধনবান্ বিদ্যাবান্ মহাত্মা পরাক্রান্ত কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমে অগ্নি পুরাণের যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—আদৌ ব্রহ্মাপদেশে জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদায়কা বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বো বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্ছূদ্রঃ সমুদ্ভূতঃ। শ্রিবর্ণস্যাস্য লেখকঃ। বীমনাম্না সুত জন্য প্রতীপজন্য পুত্রকঃ। কায়স্থস্য পুত্রোদ্ভূৎ বসুর লিপিকারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়পুত্র্যঃ বিখ্যাতা জগতীতলে চিত্রগুপ্ত চিত্রলেখো বিচিত্রশ্চ তদ্বংশজ। চিত্রগুপ্তোগতঃ স্বর্গে নিত্যিস্তো বাগ সন্নিধৌ চিত্রলেখঃ পৃথিব্যাং চৈব ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষাতে। কায়স্থ শব্দের স্থানে গৌড়ে পক্ষ ব্রাহ্মণ আগমনের বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আদিশূর ও বীরসিংহের পত্রার্থ গ্রহণ করিলে ইহা অনুভব হইবে যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারা শূদ্র ছিল। কিন্তু সেই সকল শূদ্র ভৃত্য যে জাতি গাথহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, এমত বোধ হয় না। একজন ইতিহাস লেখক কহেন যেরূপ ইউরোপের কোন কোন উপনিবেশী বীরগণের সঙ্গে কোন যুবক রাজকীয় ভৃত্য থাকিত সেইরূপ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গেও যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারাও রাজকীয় ছিল। যদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-সঙ্গীয় ভৃত্য শূদ্র হইল, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বীরত্বের কিরূপ [illegible] হইতেছে। [illegible] ব্রাহ্মণগণকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইলে [illegible]

গোল উপস্থিত হয়। শূদ্র হইতে কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে যে পূর্ব্বে উক্ত হইল যাহারা তাহা স্বীকার না করেন তাহাদের পক্ষে এই কয়েকটী পথ দেখিতেছি। প্রথম স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, পরশু রামের নিঃক্ষত্রিয়কালে চন্দ্রসেন রাজা হত হন, তাঁহার সগর্ভা স্ত্রী ঔর্ব্বা মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরশুরাম গর্ভ নষ্ট করার নিমিত্ত ঔর্ব্বাশ্রমে বাস, মুনিবর পরশুরামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গর্ভ যাচ্ঞা করেন। তাহাতে পরশুরাম বিমাতার সহিত গর্ভ নাশের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কহেন—যাচিতস্ত ময়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তম। তস্মাৎ কায়স্থ উত্তাখ্যো ভবিষ্যতি শিশোঃশুভ। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে ঐ জাত সন্তান আর ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইল না এবং দ্বিজ ধর্ম্ম পালন করিতে তাহার অধিকার ছিল না। ইচ্ছামতে বৃত্তি অবলম্বন করিত। মনু কহেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যাহারা ক্রিয়া লোপাদি দোষে যাজ্য জাতি ভাবাপন্ন হয় তাহারা ম্লেচ্ছ ভাষি বা সাধু ভাষি হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়। ১০ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক। রঙ্গপুরের উত্তরস্থ ও কুচবিহারের কোচগণ কহিয়া থাকে তাহারাও ক্ষত্রিয়। যৎকালীন পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করেন তৎকালীন সঙ্কোচ অর্থাৎ ভয় প্রযুক্ত যে সকল ক্ষত্রিয় পলায়ন করিল, তাহারা কোচ বলিয়া অভিহিত হইল। সঙ্কোচাৎ কোচ উচ্যতে॥ ইহা হইলে স্কন্দপুরাণোক্ত সহ্যাদ্রি খণ্ডোক্ত কায়স্থ ও কোচে ইতর বিশেষ কি হইল অমরকোষের টীকাকার ভরত কহেন করণের নাম কায়স্থ, ইহার লিখন বৃত্তি, তাহা হইলে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর হইল। শূদ্রা বৈশ্য যোজাতঃ করণঃ। পক্ষান্তরে উশনঃ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে "বৈশ্যান্নাংং বিপ্র স্ত্রৌর্য্যাত কুম্ভকারঃ স উচ্যতে॥ কুলাল বৃত্ত্যা জীবেত মাপিতোযা তদন্তাতঃ।

যাপনং॥ মাতৃকর্ম্ম যাপনং তস্মাদ্যাপিত উচ্যতে। কায়স্য ইতিজীবেতু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥ কাকারোল্যাং যথাৎ ক্রৌর্য্যাৎ স্বপতেরথ স্তুতৎং আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

২রা ভাদ্র ১২৮০ } কস্যচিৎ পাঠকস্য

মহাশয়! রাইপুরের আর মঙ্গল দেখি না। বুঝি বা গ্রামখানি একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যায়। ছয় মাসের মধ্যে দুইটী মারাত্মক বিপদে অধিবাসীদিগকে আকুলিত করিল, আবার একটী দুরন্ত বিপদ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে। অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, ঝড়-দের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে যদি কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া রহিল, আবার সেই বর্ষার সহগামী সংক্রামক জ্বর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদের দুর্দ্দশা পূর্ণাঙ্গ করিতে বসিয়াছে!!! এই গ্রামখানি আজি দুই বৎসর সংক্রামক জ্বরে অভিভূত হইয়াছে। এবারকার গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ মধ্যে পীড়া কিছু মন্দ ভাব ধারণ করে। আজি কয়েক দিন বর্ষা একটু বিশেষ প্রবল হইয়াছে বলিয়া পীড়ার প্রকোপ এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে গ্রামের অধিকাংশ লোকই সপরিবারে শয্যাগত হইয়াছে। শুশ্রূষা করে এরূপ নীরোগ শরীরে এমন এক ব্যক্তিও নাই। পীড়ার এরূপ প্রচণ্ড ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পরিলক্ষিত হয় নাই যখন পীড়ার প্রথম বাহা এত ভয়ঙ্কর না জানি পরিণাম অস্থায় (আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে) ইহার ভীষণতা কত হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিবে। এই উপস্থিত বিপদে অধিবাসিরা যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অনুভবশীল সহৃদয় পাঠক মাত্রের অবোধগম্য থাকিবে না। দুঃখি তন্তুবায়দের দারুণার একশেষ হইতেছে। তাহাদের দুরবস্থার আর ইয়ত্তা নাই॥ একে তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়, তাহাতে দুই বৎসরের আহার ঔষধ ব্যয়ে কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিল। আবার যাহা কিছু সম্বল অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্নিদাহ, জলপ্লাবনে গ্রাস করিয়া গিয়াছে। গ্রামখানিতে তন্তুবায়ের সংখ্যাধিক্য।

মহাশয়! আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রজাবৎসল প্রতিপন্ন করিয়া থাকি। বাৎসল্য ভাব কার্য্যে প্রদর্শন করিবার এটী কি উপযুক্ত স্থল নহে? রাইপুরের দিকে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমরা বরাবর চীৎকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহা এক সামান্য বাঙ্গলা কাগজের সংবাদস্তম্ভের রোদন বলিয়া তদ্রূপ কার্য্যকর হয় নাই। যাহা হউক, প্রজা রক্ষা করা যদি রাজ কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দুঃখি অধিবাসীদের পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অন্ততঃ ৩।৪ মাসের জন্য একটী অন্নছত্র না খুলিয়া দিলে রাইপুরের দুঃখি প্রজাগণ কোন প্রকারেই রক্ষা পাইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই রাইপুর গ্রাম খানি বলপুর রেলের সন্নিধানে অজয় নদীর তটে অবস্থিত

৯ই ভাদ্র ১২৮০ } একান্ত সমবদ অনন্যাশ্রি আবাস প্রবাসিনঃ

মহাশয়! গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিলেন, রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডে যাইবেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন। অনেকে আবেদন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া আমাদের বিশেষ পরিচিত তাঁহারা কেহই অগ্রসর হইলেন না। কেবল শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মাধব রাও এই দুই জন আমাদের আশা স্থল রহিলেন। তবুও অনেকটা আশ্বাস। আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ জানিবার নিমিত্ত আশা পথ চাহিয়া রহিলাম। কয়েক দিন কাটিয়া গেল। সিমলা পর্ব্বত হইতে সংবাদ আসিল এই দুই জনের একজনকেও গ্রহণ করা হইবে না। বাঙ্গলা হইতে যাঁহারা আবেদন করিয়াছিলেন ভূদেব বাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ পরিচিত। আর মাধব রাও অনেক দিন হিবা-

---

ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এক্ষণে মহারাজা হোলকারের রাজস্ব মন্ত্রী। ক্ষেত্র অর্থ ইতিহাস প্রণেতা সম্পাদক কটলেজ সাহেব মাদ্রাজকে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আমাদের রাজপুরুষদিগের বিবেচনার সাক্ষ্যস্থলে অনুপযুক্ত, সুতরাং মনোনীত হইতে পারিলেন না। আর দেশে যত লোক যাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও ইহার পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই, তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে চলিলেন। বলিতে কি অনরেবল মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর ভিন্ন কাহাকেই আমরা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাজপুরুষেরা কি ভিন্নদেশের লোক পাঠাইবার ভয়ে পড়িবার ভয়ে অধিকতর উপযুক্ত লোকদিগকে মনোনীত করিলেন না। সেই ভয়ই যদি হয়, তবে এতদ্দেশীয়দিগকে রাজস্ব কমিটির সম্মুখে না পাঠাইলেই ত ভাল হয়। অনর্থক সাধারণের ধন নষ্ট করিবার আবশ্যকতা কি? একেইত ভারতবর্ষের অনেক টাকা ইংলণ্ডের পক্ষে। তাহাতে আবার এইরূপ অনর্থক অপব্যয় হইলে কি জাতি হয় ত আবার মুডম টাক্সের স্কন্ধে লইতে হইবে। অথবা আবেদনকারিদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা দেশের যথার্থ হিতৈষী হইলে ইংলণ্ডে যাইতে বিরত হউন

উপসংহারে মণ্টকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সাধারণ লোকের যাহাতে [illegible] পেছেন তাঁহারা দেশের প্রতি [illegible] পারেন কিনা, রাজস্ব কমিটির [illegible] প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে কি না, তাঁহারা কি একবারও অনুসন্ধান করিয়াছেন? কখনই নহে। আরও যাহারা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারীদিগকে একেবারে কার্য্য কোন বিষয়ের সাক্ষ্য। গবর্ণমেণ্টের [illegible] কিছু গোল না থাকে [illegible] লোকদিগকে পাঠাইয়া দিন [illegible] বাবু তাঁহাদের

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২২ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি জল ফীট ইঞ্চ
মে'হানার জয়রামপুরের নীচে ১৩	
তথা হইতে সাহিয়ার উপর	
১২ মাইলের মধ্যে	১৬
তথা হইতে অগ্নিপুর	
৭॥ মাইলের মধ্যে	২১
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	

সন ১৮৭৩ সালের ২৫ এ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৫	৩।

বহরমপুর ২১এ আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের আগষ্ট ও ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, বিনে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

রাজা গোপীলাল পাকড়ে—পাকোড়
পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার
* * রামানাথ বসু—গৌরাঙ্গী
* * যদুনাথ বসু—হোসেনাবাদ
শ্রীমতি ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা
* * মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
হেঁসদী পাণ্ডা।
[illegible]

* * গঙ্গানারায়ণ মজুমদার, গোঘাটী।
* মথুরের পাহাড়ী—কীরপাই।
* গৌরীকান্ত সেন উকিল হোসাঙ্গ বাঁ।
* অক্ষয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায় হালিসহর।
* কালীপ্রসাদ বিশ্বাসী মুরবিবার।
* ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি—বর্দ্ধমান।
* মনোমোহন দাস—কামনাই।
* আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—আরগঞ্জ।
* তারামোহন চৌধুরী চৌকী বক্তবাড়ী।
* কালী বিহারী সাহিড়ী—কুমকল।
* মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাতিলপাড়া।
* তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় করিদপুর।
* মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিগঞ্জ।
* শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় হরিহরপুর।
আধিকদিন সরকার—কুচবিহার।
* * নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—চাউভাঙ্গ।
* * নবীনচন্দ্র গুপ্ত—যোরপুর।
* * রাধিকা প্রসাদ মিত্র—জোয়ানপুর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চাঁদগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর	১৩
* * চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ডায়রিক্টিস	১৩
* * গোলোকচন্দ্র কানুনগো ঝাড়িহাটী	১৩
* * [illegible] বহরমপুর [illegible]	১৩
[illegible]	১৩

[illegible] প্রতি সোমবার [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনা প্রকৃতিসিদ্ধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৯০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ৮ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

অদ্ভুত উপন্যাস।

প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা (পৃষ্ঠা কথ র আকারে) প্রকাশিত হইবে। মূল্য প্রতি সংখ্যা নগদ দুই পয়সা। ডাকে বিদেশে ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পুস্তক প্রেরিত হইবে না। কলিকাতা মধ্য বড়বাজার ঠিকানায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পত্র ও মূল্যাদি প্রেরিতব্য।

শ্রীসীতারাম ভট্টাচার্য্য।

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাটমহরস্থ 'জ্ঞানবিকাশিনী' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ ফরমা। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক নূতন কথা—প্রবন্ধ বৃত্তান্ত।

১২ পেজী ফর্ম্মা এক ফর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য /৫ আনা।

মেসারীর অধীন চকদিঘী পোষ্ট
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
হেড মাষ্টার
দ.মো.ফ্রী স্কুল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

নারিকেলডাঙ্গা হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ।০ আট আনা। বাগবাজার, বঙ্গবাসী, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আকতদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের ছেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

—

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও ধূমহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল

আলোক দেয় না, কিন্তু যাহা অন্ধকার অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংসর্গে থাকে না। বিশেষ ইহা যে কেবল আলাইবার পক্ষে সস্তা এবং সার্বাকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুকে মরিচা পড়া হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা ধরিয়া দ্যাজন। যখন যিনি অর্ডর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে তেল মসলা টাকা-পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা
ক্লাইভ ষ্ট্রীট
৮১ নং বাটী
} ওয়াইজম্যান মিত্তের সিড কোম্পানি

—:০:—

শুভ সম্বাদ।

২৪ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেন, খেলিতেছনী কাম্পেনির উদ্যোগে দ্বিতীয় পল্লি কলিকাতা।

অধম মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ শুর
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:০:—

"প্রভু কল্প-দ্রুমিণী"

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা "প্রভু" অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কর্ত্তা অর্থাৎ ঋষিগামী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলে ইংরাজি বঙ্গী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীরাজ বাহাদুর ও মাটোরাধীশ্বর মহোদয়ের প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও স্বর্ণময়ী প্রভৃতি, রাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা জগদিন্দ্র সিংহ রাজা বাহাদুর প্রভৃতি অনরেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও ৺ শ্যামাচরণ সরকার শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি "সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী" সভার অধ্যক্ষ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ও "আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয়" শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বেরিলীর হরচন্দ্র চৌধুরী, আগরের চিরানন্দ চৌধুরী ডাক্তিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, মন্দীপুরের পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুরেন্দ্রমোহন দেবরায় ছত্রধার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও মূলাজোড়ের রায় প্রভৃতি মেম্বরদার (যথাস্থানে নাম) রমানাথ সেন তথা মুন্সীগঞ্জের গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল ওয়াদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বোষ প্রভৃতি কলিকাতার (সৎসঙ্গ তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তরত্নাকর ও মাদ্রাজের (অভিনবগুপ্ত) রামচন্দ্র মজোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকার প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্র নয় না থাকিলে ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবার শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের, অধিকারে গত ১লা মাঘ একটী যন্ত্র স্থাপন করা হয়। তাহার কার্য্য কিছুমাত্র আর অগ্রসর হইবার উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ের স্বীয় ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক সওয়াশত টাকা মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা আদায় উহার প্রাপ্য আছে। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিষয় এই যে উল্লিখিত অবশিষ্ট টাকা শীঘ্র পরিশোধ করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইয়াছে ইহার যাহা (ঋণটী ও মূলধন নষ্ট হইতেই পারে।) অবশ্যকে সুইবার টানাটানি না পড়ে। অথচ এই স্বদেশহিতৈষি গ্রাহকবর্গের সাহায্য ভিন্ন অন্যোপায়ও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা গ্রাহকবর্গ সমীপে পরিচিত বা অপরিচিত সকল স্বদেশ হিতৈষী, প্রভৃতি [illegible] অধিক নহে। তবুও [illegible] কতিপয় মহোদয়ের অধিকাংশ টাকাই [illegible] যেই ইহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাঁদিগের এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্বরই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বান্তঃ আশা করে যে, যন্ত্রটী নিষ্কণ্টক হইলে সেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি অঙ্কিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "বিশ্বহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা কীয়ারপের লেন ৬ নং ভবনে সত্বর প্রেরণ করিলে আমরা সমীপে পাঠাইয়া দিবার [illegible] আমরা প্রতি মাসেই [illegible] সোমপ্রকাশ পত্রিকার [illegible] করিব।

একান্ত মনিষী ও সভাসদ্গণের অধীন
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:০:—

পারিভাষিক পরিভাষিক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি ত্রৈমাসিক শুভ্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, জলাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা মাণ্ডাষিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৸০ আনা।

শ্রীসত্যচরণ শুর
সহকারী সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রথম শিক্ষার্থিদিগের সুবিধার্থ তাক্তারি পুস্তকখানি আমার নিকট আছে।

আকটির অর্ধ মোড়শিল প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ টাকা মাসুল ৵০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য [illegible] মাসুল ৵০।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ০ আনা। উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।০ উহার কৃত ডিষপছু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত ফরেন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল পাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

রসীদ বহি পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উক্ত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার ছাপাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহেষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল /০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী ভয়ঙ্কর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বোটানি) ।৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহেষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্দ্বারা দিনাজপুর সিবিল ষ্টেসনে ১১ লক্ষ পাকা ইট দিবার জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

যাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের আফিস } এচ, বিটলি সি, ই
দিনাজপুর } দিনাজপুর ও মালদহ
২২ এ আগষ্ট ১৮৭৩ } বিভাগের প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ন্যাচুরাল থিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বাঙ্গালা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজ তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স পড়িয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল থিলসফি বিষয়ে কোন

জাহাজ পুস্তক রাখা যায় তে ইমি তৃতীয় পরিচ্ছেদ ভূগর্ভের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক গুণ আকর্ষণ বিদ্যুদ্বিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ধ্বনি ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসংক্রান্ত ও শব্দবিষয়ক তারকেন্দ্র বস্তু বিজ্ঞান, বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাপমান দ্রব্য ঘটিত বিষয় সন্নিবিষ্ট প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নিবিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বক্তৃতার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

মৃত রাজা সর রাধাকান্ত বাহাদুরের ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকলের (১ লা সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপনে যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়, ইহাতে সেগুলি এবং তদতিরিক্ত আরো কতকগুলি আছে) পাট্টা দেওয়া হইবে—

		জাট নং ১ কলিকাতা সহর ভুক্ত।	
		টীকা সহিত ভূমি।	
বাটী	নং	১৫৫	চিতপুর রোড, দ্রষ্টব্য সভাবাজার নামক বাজার ও মার বাটী ও গুদাম সহিত।
ঐ	ঐ	১১২	চিতপুর রোড, বাটী ও গুদাম সকল সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৩	চিতপুর রোড গুদাম সকল সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৪	চিতপুর রোড, বাটী ও গুদাম ইত্যাদি সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৭	চিতপুর রোড।
ঐ	ঐ	১৬০।১৬১	ঐ
ঐ	ঐ	৩২১	ঐ বিস্তর বাটী এবং বৃহৎ ভূমির সহিত।
ঐ	ঐ	২৩	ঐ
ঐ	ঐ	৪৮	বাগবাজার ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	৭	বেচারাম চাটুর্য্যের লেন।
ঐ	ঐ	৩৫	রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	৫৯	ঐ
ঐ	ঐ	৫৫	ঐ
ঐ	ঐ	৫০	ঐ
ঐ	ঐ	৮১	বরন্ ওয়ালিস ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	২৮	হাটীবাগান।
ঐ	ঐ	১৫০	শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১৫৪	ঐ
ঐ	ঐ	৩	কম্বুলিয়া টোলা ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১	
ঐ	ঐ	১৩	
ঐ	ঐ	৩	শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১	কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১৩	ঐ
ঐ	ঐ	১৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩০	কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১১	আপর সারকিউলার রোড তদ্রষ্টব্য মাণিকতলা বাজার ও মার বাটী গুদাম ইত্যাদি সহিত।
বাটী	নং	১৫৯	মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, তদ্রষ্টব্য মেছুয়াবাজার নামক বাজার ও মার গুদাম ইত্যাদি সহিত।
ঐ	ঐ	১	ঐ
ঐ	ঐ	১৩০	ঐ
ঐ	ঐ	১৫৮	ঐ

জাট নং ২।

তালুক হিজলদত্ত হাবড়া ও চর হাবড়া (ম্যাপলিটের তৌজী নং ৩৮১১ এবং ৩৯৯৩) জিলা হুগলীর বোরো পাইকান পরগণার অন্তর্গত।

জাট নং ৩।

তালুক হিজলদত্ত হাবড়া ও চর হাবড়া (ম্যাপলিটের তৌজী নং ৩৮১১ এবং ৩৯৯৩) জিলা হুগলীর বোরো পাইকান পরগণার অন্তর্গত।

এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টা নিম্নাদি জানিতে হইলে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৩৫ নং আফিসে উক্ত ষ্টেটের একজিকিউটার বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামবাজার ডিক্রের নিকট অথবা গুলত পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীতে তাহাদের এটর্ণি বাবু দীননাথ বসুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং উক্ত এক্জিকিউটারদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অব্দের ১৬ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১ ও ২ ঘটিকার মধ্যে পাট্টার জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে। একটী সাধারণ ডাকের বিষয় করা হইবে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকিবেন (অন্যান্য বিষয় সকলও সুবিধা মত হইলে) তাঁহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা স্কুল বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও উৎপত্তীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ১৮২৮ ও ১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ১/০ ।

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ

সোমপ্রকাশ
[illegible]
[illegible]

অনেককেই ইংরাজ সভ্যতার নিতান্ত পক্ষপাতী দেখা যায়। ইঁহারা অশন বসনাদি সাবতীয় বিষয়ে ইংরাজদিগেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয় আমরা যে কখন অসভ্য ছিলাম, আমাদের আচার ব্যবহার বিজ্ঞান সমস্তই বুদ্ধ ভ্রান্ত ছিল ইহাঁদের এ সংস্কার নাই। কিন্তু চলিত কথায় এই এই বলে যাঁহারা সাগর অনুকরণ করেন, সেই জাতির প্রধান প্রধান লোকেরাই এই সকল স্তবের জন্য আর্য্য জাতির প্রশংসা করেন এবং ইঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রধানতম অধ্যাপক মাক্স মুলার সাহেব বহরমপুরের বাবু রাধাদাস সেনকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, এই স্থলে সেই পত্র খানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিতেছেন, "তোমাদিগের জাতীয় তেজ স্বতঃ উত্তেজিত হয় এবং তোমরা তোমাদিগের পুরাবৃত্তে গণিত ও প্রাচীন সাহিত্যে যেরূপ ব্যুৎপন্ন হও এই আমার অভিলাষ। ইউরোপের যাহা ভাল আছে তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু ইউরোপীয় হইতে চেষ্টা করিও না। তোমরা যেমন মনুর পুত্র তদ্রূপ ভারতসন্তান সত্যানুসন্ধায়ী এবং এক মাত্র পরমেশ্বরের আরাধনাকারী সংরক্ষিত থাক। যে আর্য্য জাতির প্রতি একজন বিদেশীয়ের এত ভক্তি, সেই আর্য্য জাতির প্রতি স্বদেশীয়দিগের অনাস্থা দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়? স্বদেশীয় নবাদল মাক্স মুলার সাহেবের এই সারগর্ভ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

—:০:—

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদিগের শিক্ষা।

সেক্সপিয়রের আক্ষেপ করিয়াছি-লেন "আজি অবধি যে কিছু আমার মনের প্রথম, তাহা আমার হস্তেরও প্রথম হইবে।" কায়েল সাহেব তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সংকল্প আর কার্য্য উভয়ের দূরত্ব অতি অল্প। এরূপ কর্ম্মঠ হওয়ায় অনেক স্থল সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে সকল সংকল্পিত বিষয় কেবল পত্র লেখালিখির চক্রে পড়িয়া মাস যাইত তাহা কায়েল সাহেবের হস্তে শাসন ভার হইয়া অবধি অচিরে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্র বিংশতি বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে কায়েল সাহেবের হস্তে পড়িয়া তাহা দুই বৎসরের মধ্যে আর এক বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত ব্যগ্রতা বশতঃ সকল কার্য্য সুসঙ্গত হইতেছে না। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের নিম্নশ্রেণীর লোক দিগের শিক্ষাদানের উপদেশ দান একটী প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এত দিন তাহার কোন বিশেষ উপায় বিধান করা হয় নাই। কায়েল সাহেব সেই অভাবটী পূরণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কতকগুলি উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য মৎস্থদ মসিনের প্রদত্ত অর্থের বিনিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ বিহারের মুসলমানদিগের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে প্রবিষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি বিহার প্রদেশীয় মুসলমানেরা দুটী অভিযোগ করিয়াছেন। প্রথম, শিক্ষা সম্বন্ধে বিহার প্রদেশীয় মুসলমানদিগের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট অথচ তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ উপায় করা হয় নাই। মহম্মদ মুসিনের টাকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের সমুদায় স্থানের মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। বিহারে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে কিছু করা হইল না।

দ্বিতীয় অভিযোগ এই, লেপ্টনণ্টগবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য তিনি বিহারে যে সকল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাগরী বর্ণমালা প্রচলিত করা হইবে। এই নিয়মটী তৎপ্রদেশীয় মুসলমানদিগের অত্যন্ত অসন্তোষের হেতুভূত হইয়াছে। তৎপ্রদেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর উর্দ্দু ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, এবং পারসী অক্ষরে লেখা পড়া করেন। যে কারণেই হউক নাগরী বর্ণমালার উপর তাঁহাদের অত্যন্ত বিরাগ আছে। বিশেষতঃ উর্দ্দুর মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে তাহা নাগরী বর্ণমালার কোন অক্ষর দ্বারা প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। এই কারণেই হউক কি হিন্দুদিগের উপর বিদ্বেষ থাকাতেই হউক তাঁহারা নাগরি বর্ণমালার উপর অত্যন্ত বিরক্ত। এরূপ স্থলে তাহাদিগের অনিচ্ছাতে অভ্যাসের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার তাহাদিগকে নিরস্ত করা সন্দেহ নাই। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর স্থানান্তর মত প্রকাশ করিয়াছেন যে "যে যে স্থানের মুসলমানদিগের পারসী বর্ণমালা ব্যবহার সেসকল স্থানে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থ পারসী বর্ণমালা চলিত হইবে।" তাঁহার এই আদেশের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত আদেশের বিলক্ষণ বিরোধ হইতেছে। বিহারের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ও পারসী বর্ণমালার আদেশ হইল, কিন্তু সেই সকল পাঠশালায় শিক্ষা দিবার জন্য নর্ম্মালস্কুলে যে সকল লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা নাগরী বর্ণমালা শিখিবেন। এরূপ অদ্ভুত বিরোধ কায়েল সাহেবের ব্যস্ততার ফল সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বিহারের মুসলমানদিগের উক্ত উভয়বিধ অভাবমোচই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বিহার প্রদেশে মুসলমান অনেক। অতএব তাঁহাদের সুবিধা ও অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের সকল জাতিই প্রায় সভ্যতা ও উন্নতিলাভ করিতেছেন কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, যেন ক্রমে ক্রমে আরও মূর্খ ও দরিদ্র হইয়া যাইতেছেন। সম্ভ্রান্ত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া বাস্তবিক উদারতার কার্য্য করিয়াছেন। অতএব বিহারের মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সদয় দৃষ্টিদান একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গদর্শনের উৎপত্তি
অথবা আত্মকথা হইবার
সম্ভাবনা।

বঙ্গদর্শন বালক বলিয়া আমরা এতদিন উহার বিষয়ে কোন কথা কহি নাই, মৌনাবলম্বী হইয়া উহার বঙ্গদর্শন করিতেছিলাম। সম্প্রতি কএক জন পত্র প্রেরক আমাদিগের সেই মৌন ব্রত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কএক সপ্তাহ কাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দা পূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে আমরা যদি উহার সমুদায় গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, তাহাতে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের এরূপ শত্রু ও মিত্র বৃদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে বঙ্গদর্শন কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না, সকলেরই নিন্দা করেন, উনাই তাঁহার শত্রু ও মিত্র উভয় বৃদ্ধিরই এক মাত্র কারণ। আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেকেই অশ্লীল

ভাল বাসেন। যে লেখায় পরের নিন্দা থাকে, তাঁহারা আদর পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই দুর্বলতা সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড় লোকের নিন্দা পরিহাস ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন। উহাতে বঙ্গলোকের ক্ষতি নাই। "অলোকসামান্যমচিন্তারেতুকং বিধিস্থ মন্দাস্করিতং মহাত্মনাং।" "ন কেবলং যোমহতোপতাপতে শুণদ্ধি তন্মাদর্পি যঃ সপাপভাক্।" এই নিয়মে বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া স্বার্থ সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের রুচির সংস্কার না হইয়া রুচি বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরনিন্দা শ্রবণে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িক পত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ ব্যবহার একান্ত অনুচিত। যাহাতে দেশের লোকের রুচি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বিপরীত পথে গামী হইয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের পিশোক্তি দণ্ড হওয়া উচিত। ইউরোপ খণ্ড হইলে ঠিক পিশোক্তি দণ্ড না হউক ঐরূপ একটী দণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। যাহাদিগের রুচি বিকৃত হইয়াছে তাঁহারা বঙ্গদর্শনের এই দোষ দর্শন করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে

[illegible] পাইতেছেন

বটে; কিন্তু তাঁহাদের লেখা [illegible] পাঠিক বিস্তারে বাধাদায়ক হইতেছে।

বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক প্রকার বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালাভাষার একটা প্রধান অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা আবার মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা সমাজের যে অবস্থায় যে ভাষায় কথোপকথন করি, ঐ ভাষা লেখাতেও উহা প্রচলিত হইলে তবেই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ সমাসাশ্রিত সংস্কৃত শব্দও তাঁহাদের নিকট বর্জ্জনীয় নহে। উভয়েরই সমান সম্মান আছে, কিন্তু কোন্ স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লেখকদিগের জ্ঞান নাই। আশ্চর্য্য বঙ্গদর্শনের লেখা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যিনি সকলে এই লেখার অনুকরণ করেন তাঁহার ভাষাটী অদ্ভুত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গদর্শন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ব্ব আকার সম্প্রতি কল্পনা করিতেছি, পাঠকগণ বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধেই দুই তিনটী উদাহরণ দর্শন করিলেই সমাধানে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্তই বঙ্গদর্শন আমরা [illegible] শব্দ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, যতগুলি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে যে সমুদায় [illegible] শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তাহা [illegible] হইয়া থাকে। আর [illegible] শব্দ প্রয়োগ করিবার [illegible] পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ [illegible] প্রয়োগ করিতে [illegible] মনোযোগ [illegible] পোড়ায় [illegible] করি, পাঠকগণ [illegible]

কাবহ হইয়া উঠে। এক গালে চুণ ও এক গালে কালি দিলে সেই দিব্য মূর্ত্তী দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শর পোড়ান ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে পাঠকগণ শুঁনতে কি সেই রূপ মধুর হয় না? বঙ্গ দর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন॥

উপসংহারকালে পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা বঙ্গদর্শন সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করিয়া আমাদিগের সময় ক্ষতি ও সোমপ্রকাশের স্থান গ্রহণ চেষ্টা না করেন। "কস্যাপিস্তার্থসিদ্ধির্নিশ্চয়ং মনঃ পরস্ত নিরাকৃতিমুখং প্রতীপয়েৎ," মহাকবি কালিদাসের এই মহার্থ বাক্যটীর অর্থ চিন্তা করিয়া পত্র প্রেরকগণ বিরত হউন। মত্ত হস্তী ভিত্র তর অঙ্কুশের আঘাতেও বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না।

উভয় সঙ্কট।

সম্প্রতি জমিদারের সহিত প্রজাদিগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, আমরা তাহার উভয় সঙ্কট নাম দিলাম। সেদিন পাবনাতে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতে আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে সদর সিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রজারা জমিদারদিগের বিপক্ষ হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছে। সকল স্থানেই যে কর বৃদ্ধি কিম্বা জমিদারদিগের অত্যাচার এইরূপ দলবদ্ধ হইবার কারণ তাহাও বোধ হইতেছে না। আমরা যাঁহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া জানি, এরূপ কোন কোন জমিদারের অধিকারের মধ্যেও এইরূপ ধর্ম্মঘট হইবার কথা শুনা যাইতেছে। এ সকল নিবারণের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে দিকে যাইবেন সেই দিকেই বিপদ। প্রথম, জমিদারেরা যে সকল আইনবিরুদ্ধ কর আদায় করেন, তাহা অন্যায় বলিয়া যদি প্রজাদিগের নিকটে ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে মূর্খ প্রজারা বলিয়া বসে যে খাজনা করও দিব না। আবার যদি বলেন যে প্রজারা অতি গর্হিত ব্যবহার করিতেছে, ন্যায়সঙ্গত সমুদায় কর আদায় করিবার বিষয়ে জমিদারদিগের অধিকার আছে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের এ অন্যায় আপত্তি শুনিবেন না, তাহা হইলে আবার প্রজারা হতাশ হইয়া পড়ে এবং জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে অনুকূল মনে করিয়া অবাধে অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই কারণেই এ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে নানা কথা কহিতে হইতেছে। সেদিন পাবনা ঘটিত ঘোষণাতে বলিলেন যে আইন বিরুদ্ধ কর গ্রহণ নিবারণের জন্য প্রজা দলের ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার আছে। আবার সম্প্রতি তাঁহার যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ভূমির ন্যায্য কর ভিন্ন অনেক গুলি কর জমিদার ও প্রজা উভয়ের সম্মতি অনুসারে নির্দ্ধারিত এবং চিরক্রমাগত, সুতরাং সেগুলির নিবারণ করিলে জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এ কথার এই ফল হইবে যে জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি জানিয়া এই সকল করের উপলক্ষ করিয়া হয় ত অনেক অত্যাচার করিবেন। এই পত্রে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে যদি কোন জমিদার বল প্রকাশ কিম্বা অত্যাচার দ্বারা ন্যায়বিগর্হিত কর আদায়ের চেষ্টা পান, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কোন কর গুলি ন্যায়বিগর্হিত এবং কোন গুলি চিরপ্রথাসিদ্ধ ও উভয়ের সম্মতিতে স্থাপিত, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। লোকে সচরাচর যে গুলিকে "বাব" বলিয়া জানেন, তাহা সকল প্রদেশে কিম্বা সকল বিভাগে সমান নহে। সুতরাং এক প্রদেশ ধরিয়া মীমাংসা করিলে সে মীমাংসা প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। আবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে ক্রমেই ভূমির আয় বৃদ্ধি হইবে, যদি সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের বৃদ্ধি না হয়, জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রজারা যেরূপ মূর্খ, তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাজিয়ের "বাব" দিতে পারে কিন্তু বর্দ্ধিত কর দিতে সহজে সম্মত হয় না। এই কারণেই এই সকল বাবের সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদারেরা এক দিকে যেমন কর বৃদ্ধি করিতে পান না অন্য দিকে এই সকল উপায় দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করেন। প্রজারাও এই গুলিকে সাময়িক ও আইনবহির্ভূত জানিয়াও সম্মত হয়। কারণ, তাহারা মনে করে যদি কোন কারণে তাহারা এগুলি দিতে অসমর্থ হয়, জমিদারেরা আইনের সাহায্যে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় এই কারণেই অত্যাচার করা অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল বাব আদায় না করিলে জমিদারদিগের লাভ হয় না কিন্তু আদায়ের জন্য রাজ দ্বারেও যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ কিম্বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লইতে হয়। প্রজারা যদি ভূমির আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহজে বর্দ্ধিত কর দিতে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে এই

সকল ধার এবং ত ৷ আদায়ের জন্য অত্যাচার এত হইত না। প্রজার বিরুদ্ধে রাজ দ্বারে অভিযোগ উত্থাপন করিলে কর বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যেক প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতে গেলে জমিদারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই সকল কারণেই ভূস্বামী ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যত দিন ইহার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত না হয়, তত দিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক হৃদয়শূন্য জমিদার সর্ব্বপ্রকারে প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। সকল বারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের লাভ হয় বটে কিন্তু প্রত্যেক বৎসর বৎসর নূতন বারের সৃষ্টি হয়। জমিদারের পুত্রের অন্নপ্রাশন জমিদারের মাতৃশ্রাদ্ধ, জমিদারের বাটীতে পূজা প্রভৃতির সকল ব্যয় অবশেষে প্রায় প্রজাদিগের স্কন্ধেই পড়িয়া যায়। বাস্তবিক বিষয়টী বড় জটিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজারই সমূহ কষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের দেয় কর চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের সীমা নাই। দরিদ্রজন জমিদারদিগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং রোড সেস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। লেপ্টনল্ট গবর্ণর রোড সেস সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন যে প্রজারা বৎসর বৎসর নানা বারে জমিদার দিগকে যে টাকা দেয় তাহার সহিত তুলনা করিলে রোড সেস সম্বন্ধে যাহা দিবে তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। এই সেস অপক্ষ পাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের উপর ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে প্রজারা চিরকাল যে সকল বার দিয়া আসিতেছে তাহার নিবারণ করিয়া যদি রোড সেস স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের ভারের লাঘব হইত। প্রত্যুত ইহাতে তার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়তঃ জমিদারদিগের উপর সেসের যে অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে গোপনে গোপনে তাহার অধিকাংশ প্রজাদিগের স্কন্ধে পড়িবে। প্রজারা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদারদিগের কার্য্যাদির উপর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকিলে এই সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইতে পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে এ সকলের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত যাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেণ্ট যদি ১৫ কিম্বা ২০ বৎসর অন্তর এক একবার সমুদয় প্রদেশের আয় বৃদ্ধি দেখিয়া যদি এক একটী করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও বুঝিতে পারে যে কোন পরিমাণে কর দিতে হইবে এবং জমিদারেরাও বুঝিতে পারেন যে তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। তাহার অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইলেই কঠিন দণ্ড দ্বারা সেস তাহার নিবারণ করা যায়। তাহা হইলে জমিদারদিগের [illegible] পারে। কিন্তু [illegible] সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের দ্বারা [illegible] সেই সেই প্রদেশের স্থায়ী আয় কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নিরূপণ করিতে পারেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে জমিদারদিগের নিজ জমির কর বৃদ্ধির যে স্বাধীনতা আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তাহা না হইলে প্রজারা বাঁচে না, তাহা না হইলে কৃষকদিগের হস্তে কোন কালে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিবে না। কৃষকদিগের হস্তে অর্থ সংগ্রহ না হইলে এবং তাহাদিগের মনে সুখ না থাকিলে কৃষির উন্নতি হইবে না এবং তাহাদের দরিদ্রতা ও যন্ত্রণার অবসান না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

প্রজাদিগের দুঃখ একটী প্রধান কষ্টের কারণ এই ঘটিয়াছে যে তাহারা সর্ব্বতোভাবে এক ব্যক্তির নিকট, সমুদায় কর না দিয়া অনেক সময়, এক জমীদারের ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে অর্থ দিতে হয়। সেই অর্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে গোমস্তার খরচা প্রভৃতি নানা বারে ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার লিখিত হয় যদি কোন জমীদারির ভাগ হয় সেই সমুদায় অংশীরা একজনকে কার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রজারা তাহারই নিকট সরকারি কর জমা দিবে। উক্ত পঞ্চবার্ষিক আইনেও এই মত কার্য্য হইতেছে, কিন্তু ১৮০৫ অব্দে হইতে কতকগুলি জমিদারের আবেদনে বাঙ্গলা দেশে এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। সুতরাং [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible]

চাহেন। গবর্ণমেণ্ট পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলিত করিয়া এই কষ্ট দূর করা উচিত।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশীয় জমিদারেরা যদি ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পর হইতেন তাহা হইলে এত কথা বলার প্রয়োজন হইত না। কিছুদিন হইল আয়রলণ্ডের কয়েকটী প্রদেশে উপযুক্ত রূপ শস্যাদি না হওয়াতে প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয় তাহাতে সেই সেই প্রদেশের অনেকগুলি জমিদার আপনা হইতে প্রজাদিগকে লিখিয়া পাঠান যে বৎসর তাহাদের নির্দ্ধারিত করের অর্দ্ধেক মাত্র দিলেই হইবে। জমিদারেরা যদি এইরূপ সদ্বিবেচক ও সহৃদয় হন, তাহা হইলে উঁহাদের অধিকারে বাস করা সুখের বিনা অসুখের ব্যাপার হয় না। আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেরূপ অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে ত্বরায় আপনাদের স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃত বিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটী সভা করিয়া সর্ব্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজি অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। জমিদারদিগের সকলেই যে অত্যাচারী এবং প্রজার যে সকলেই নিরপরাধ এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বাস্তবিক দয়ার প্রজাদিগের দুঃখ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনেক প্রজা এরূপ দুরন্ত যে বিনা অত্যাচারে বশীভূত হয় না। কিন্তু সবল দুর্ব্বলের সমাগমে দুর্ব্বলের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা, ইহা একটী চির প্রসিদ্ধ কথা। দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। এই জন্যই আমরা গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ের একটী উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ফল কথা এই প্রজাদিগের কষ্টের কথা আর সহ্য হয় না। শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্ম্মণ্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্ত মাংস প্রতিপালিত হইবে, যতদিন এই অধর্ম্মাচরণ প্রচলিত থাকিবে ততদিন দেশের ভদ্র হওয়া নাই।

—•—

কলিকাতা শিমুলীয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহার বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ সাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইয়া একখানি প্রার্থনা পত্র প্রচার করিয়াছেন। উহার একখণ্ড আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। সেখানি প্রকাশে প্রকাশ করিলে বিদ্যালয়ের যদি কিছু উপকার হয়, এই ভাবিয়া সাধারণের গোচরার্থ ঐ পত্র খানি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"মহাশয়! প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতৎকাল পর্য্যন্ত উহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে স্বদেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ৺ কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়, প্রধানতম বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মেসুর্স জে কিনার মেকিঞ্জির আটীর মেনেজর ৺ নীলমাধব দেব এই বিদ্যালয়ের বিশেষ সাহায্য ও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ উঁহারা একে একে কাল গ্রাসে পতিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়টীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ একটী সভা স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইবার মনস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অর্থসাধ্য, কিঞ্চিৎ মূলধনের সংস্থান না থাকিলে কোন মতেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভবনা নাই। অতএব স্বদেশহিতৈষী বদান্যতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণের প্রতি আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আপনারা বিদ্যালয়ের মূলধন সংস্থাপন বিষয়ে সকলে অথবা একজনে কিছু কিছু দান করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও স্থায়িত্ব বিষয়ে যত্নবান হউন।

—•—

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় ভাগ (১)। গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে আদ্য, মধ্য, ইদানীন্তন বিশেষণ দিয়া তিনটী কাল কল্পনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে ইদানীন্তন কালের লেখকদিগের জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণিত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ সমালোচিত হইয়াছে। মহা কবি ভারতচন্দ্র রায় অবধি ইদানীন্তন কাল গণনা করা হইয়াছে। আমরা এখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেই বিষয়গুলি পাঠে চিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়। আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা তদনুসারে আমরা কতকগুলি এখানি বঙ্গভাষার একখানি পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন কল্পে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপনের শেষাংশে লিখিয়াছেন "এতাদৃশ পুস্তক রচনা পক্ষে ইহা

(১) রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত হুগলী বুদ্ধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ২ টাকা।

এক এক সময় প্রথম উদ্যম। অন্ততঃ এজন্যেও যদি তাঁহারা (পাঠকগণ) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই সকল ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করেন এবং উপদেশ বাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। এই টুকু দেখিয়া তাঁহার কৃত গ্রন্থসকল কেমন ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল। চতুর্থ পরি ছেদের আরম্ভেই তিনি বর্ত্তমান গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের নিরপেক্ষভাবে গুণ দোষ বিচার করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মধ্যস্থতা ও ধীর ভাব অল্পেই পরিচয় হইয়াছে। "কলের পরিচ্ছদে" এই একটী চিরপ্রসিদ্ধ মহার্ঘ বাক্য আছে। ব্যাসদেব সেই বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যদি সঙ্কলিত গ্রন্থগুলির গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া নিজ নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহা হইলে অনুসন্ধেয়গণের যথার্থ মেহরাজন হইতেন আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে, ঐ তিনটী পৃষ্ঠ অবিলম্বে পুস্তক হইতে উঠিয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পুস্তিকা লিখিবার গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু যে দুই স্থলে জীবন বৃত্ত পাঠকের অধিকতর আদরণীয় হয়, তাঁহার সংক্ষেপিত জীবন চরিত গুলিতে সেই দুই স্থলেই অভাব দৃষ্ট হইল। এক অভাব পূরণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে জীবন বৃত্তে অনেকপ্রকার ঘটনা সন্নিবিষ্ট থাকে তাহাই অধিকতর বিনোদকারী হয়। এই গ্রন্থসন্দর্ভের বিশেষতঃ এদেশীয় গ্রন্থকারদিগের জীবন মধ্যে ঘটনা বাহুল্য হয় না। বোধ হয় ঘটনা বাহুল্য বিবেচনা করিয়াই তিনি সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, চরিত্র বর্ণনা দ্বারাই জীবন বৃত্তের সম্পাদন উপাদেয়তা হয়, পাঠকগণও উহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ আনন্দ লাভ করেন। সাধুচরিত্রকে আদর্শ করিয়া অল্পে২ স্বচ্ছ বস্ত্র সংশোধনে যত্ন জন্মে।

সাধারণ গ্রন্থগুলির যে গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে তাঁহার নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এতন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার উপরে যাদৃশ সন্তুষ্ট হইলাম। তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। তবে কোন কোন স্থলে তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ও বহুতর প্রতি ক্ষেপ চিত্ত কার্য্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার স্থূল অধিক নয় বলিয়া আমরা তত্ত্ব ধর্ত্তব্য করিতেছি না। ভারতচন্দ্রকৃত গ্রন্থের তিনি যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সামান্য মাত্র। যে যে বিশেষ দোষ অর্পণ তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের অনেক স্থল এরূপ আছে যে তাহাতে সহজে হস্তক্ষেপ করা যায় না। সেই সেই স্থলের অর্থ বোধ করিবার প্রয়াস পাইতে গেলে মস্তক ঘূর্ণমান হইতে থাকে। তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থল নীরস আছে। প্রস্তাব লেখক সেগুলির উল্লেখে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল অতএব আজি আমরা অন্য অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না।

বিবিধসংবাদ।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

কলিকাতা একজেলসর জজকোর্টে শ্রবণ করিয়াছেন, প্রধানতম বিচারপতি অনরেবল সর বিচার্ড কাউচ সাহেব কুলিয়র বারিষ্টারদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না বলিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছেন। প্রধানতম বিচারপতিকে সর বর্ডল ফ্রেরেলনের রোগে পাইয়াছে কি?

পাঠকগণ বোধ হয় বর্টল ফ্রেরেলের কথা শুনিয়া থাকিবেন। পর্ব্বত কাটিয়া এই পথটী প্রস্তুত করা হয়, ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ৭ মাইল হইবে। সম্প্রতি রফি মাউন্টেন্সের মধ্য দিয়া যে একটী পথ প্রস্তুত হইতেছে, সেটী সম্পন্ন হইলে পৃথিবী মধ্যে ইঞ্জিনিয়রদিগের দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড সাধিত হইয়াছে, এটী তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, এটী দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল হইবে। এই সুদীর্ঘ, [illegible] উপরে ৩ হাজার ফীট [illegible]। ইহাতে যে বহু-[illegible] প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই পথের হইলে [illegible] ছোট ছোট [illegible] অনেক [illegible] হইবে। তাহার পর্ব্বত [illegible] অর্দ্ধ ক্রোশ [illegible] আছে। অর্দ্ধ পর্ব্বতের [illegible] সংখ্যা হইয়াছিল, [illegible] এই [illegible] হইবে [illegible] তাহাকে বড় হইতে দিবেন না।

ফিরোজপুরের ডেপুটী কমিশনর সর হার্টল ফ্রিয়র এক স্থলে লিখিয়াছেন, তাঁহার হাউয়েরদিগের এই রীতি ছিল, সেই স্থান দিয়া কোন পশু গমন করিলে সেই তাহারা চোলাঘাতে করিত। ইহার কারণ এই, তাহাদের বিশ্বাস ছিল চোলাঘাত একজন মৃত মনুষ্য পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রভুভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাইয়ার রাজা গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা পরিশোধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আর্থা দিগের গবর্ণমেণ্টের এমনই টানাটানি এই ১৬ বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা শুদ্ধ পরিশোধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এই ১৬ বৎসরের মধ্যে আমদানী ষ্টাম্প প্রভৃতির কর দ্বারা ১১ কোটী আয়বৃদ্ধি হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে সকল ব্যক্তির বার্ষিক ৪০০ টাকার আয় হবে উহাদিগকে কলিকাতায় জেরেই রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

বোম্বাইর স্বাস্থ্য অফিসর এবং মিউনিসিপাল কমিশনর একটী প্রস্তাব সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বাজারের ব্যবহারীয় ময়দা ও চাউল কলাই প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের পরীক্ষা করিতেছেন। কেমন ঐ গুলির কোন সকল খাদ্য দ্রব্যের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই প্রস্তাবের অনুকরণ একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা [illegible]

[illegible] সমাজের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যু সংবাদে অনেকের হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। যদিও তিনি সাধারণের তত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহাকে এক বার দেখিয়াছেন কিম্বা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই হায় হায় করিতেছেন।

১৮ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

কোলাপুর রাজ্য মধ্যে একজন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক উপাসনা দেবতাকে নরবলি প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইক্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটে নাই এই প্রথম হইল তৎপূর্ব্বে এই জঘন্য রীতি তথায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

অনেক বড়লোক নানারূপ ভাল ভাল কথা মন্ত্র শিক্ষাইতে শিক্ষা করেন, অনেকে ধর্ম্মোপদেশ এডিনবরার ডিউক বাহাদুর মন্ত্র উচ্চারণ করাইতে পারেন, কিন্তু মণীন্দ্রের যুবক রাজা চাকে বড় অনুরাগী হইয়াছেন। কিরূপে চাক বাজাইতে হয় তাহা শিখিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়াছেন এ বিষয় ডিউক অব আর্গাইলের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাজপুত্রের বুদ্ধি বোধ হয় তাঁহার অভীষ্ট বাধ্য মন্ত্রের অপেক্ষা সুক্ষ্ম হইবে না, নতুবা এ কচি কেন?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট ৮ই সেপ্টেম্বর মধ্যে নবেম্বর [illegible] বন্ধ হইবে।

আগ্রা নগরে বসে যে মেলা বাইচ খেলা হয়, গত বুধবার সেই খেলার সময় একখানি নৌকা তরঙ্গাঘাতে সেতুকে ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হয়। ঐ নৌকায় ২০ জন লোক ছিল। উহার মধ্যে ১০ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

১৯ ই ভাদ্র বুধবার।

সম্প্রতি পারলিক ওপিনিয়নে ইউরোপের ৫, ৭টী ক্লক ঘড়ির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নির্ম্মাতাদিগের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। যে কয়েকটী ঘড়ির বর্ণন করা হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত একটী ঘড়ি স্ট্রাসবর্গ নগরে ছিল। ১৫৭১ অব্দে আরম্ভ করিয়া ১৫৭৪ অব্দে [illegible] সময় এই ঘড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার নির্ম্মাণ [illegible] ব্যাপক কন্ট্রাক্টর ডেসপোডিয়স এই প্রস্তুত করিতে করিতে অন্ধ হইয়া যান। অন্ধ হইয়াও নিজে ইহা সম্পন্ন করেন আর কাহাকে ইহার প্রণালী শিখাইয়া দেন নাই। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতির গতি প্রদর্শিত হয় উহাদের প্রকৃত গতির সহিত এক মুহূর্ত্তেরও তফাৎ নাই। উহাতে একটী পক্ষী আছে, উহার মধ্যে এই সকল গ্রহাদির গতি প্রদর্শিত হয়। কোন সময় সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হইলে উহা দ্বারা তাহাও সূক্ষ্মরূপে গণনা করা হয়। রবিবারে ঘড়িতে সূর্য্যরথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া অস্তগমন হয়, আবার সোমবারে চন্দ্র ঐরূপ ভ্রমণ করিয়া অস্ত গমন করেন। প্রতিদিন এইরূপ চন্দ্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করেন। ঘড়ির দুই দিকে দুটী বালক মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইয়া আছে। উত্তর দিকস্থ বালকের হস্তে একটী রাজদণ্ড আছে, ঘড়িতে যে কয়টী বাজে এই বালক দণ্ডটী সেই কয় বার সঞ্চালন করে। দক্ষিণদিগের বালকের হাতে ঘড়ির গ্লাস আছে সেটী ঘণ্টের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চালন করে। চারিটী ছোট ছোট ঘড়ি আছে, উহার প্রত্যেকে কোয়ার্টার বাজে প্রথম কোয়ার্টারে একটী বালক উত্থিত হইয়া একটী ফল দ্বারা ঘণ্টা বাজায় এবং বাজাইয়া চতুর্থ কোয়ার্টারের ঘণ্টার নিম্নে গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এক যুবক আসিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজায় এবং প্রথম বালক যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেই খানে গিয়া দাঁড়ায়, তৎপরে এক বৃদ্ধ আসিয়া [illegible] প্রথম দুই দ্বিতীয় [illegible] ঘণ্টা বাজায়া যুবকের স্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। চতুর্থ কোয়ার্টারে এক বৃদ্ধ কঙ্কাল কাঠি হস্তে উপস্থিত হয়, সে চারিকোয়ার্টার বাজায়, [illegible] অমনি মৃত্যু আসিয়া ঘড় বাজ হইতে থাকে। সে স্থলে বালক যুবা প্রভৃতি দণ্ডায়মান করে, তাহার মস্তকের উপরে মৃত্যু থাকে। বালক যুবা প্রভৃতি কোয়ার্টার বাজাইবামাত্র মৃত্যু অমনি পতিত হয়া বাজাইতে আসে কিন্তু সেই সময় আসার উহার মধ্যে হইতে যীশুখৃষ্ট আসিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মাইয়া দেন। মৃত্যুকে ফিরিয়া যাইতে হয়। চারি কোয়ার্টার বাজা গেলে পর যীশু পুণ হইয়া দেন, তখন মৃত্যু আসিয়া নিজ অস্ত্র দ্বারা ঘড়ি বাজায় এবং তাহার পরের কোয়ার্টার পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান থাকেন। ১২, টা সাঙ্গ হইলে মৃত্যু ১২ বার উপস্থিত হন এবং যীশুর সম্মুখে আসিয়া উপাসনা করেন, যীশু তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। ঘড়ির চূড়াদেশে একটী [illegible] আছে উহা ৩, ৭, ৯, ১১ টার সময় ভিন্ন ভিন্ন গান বাজে। ঐ [illegible] সেণ্টমাইকেল প্রভৃতি তিনটী দূতের পর্ব্বাহে যীশুর প্রতি তিনটী প্রশংসাবাদ গীত হয়। ইহা সমাপন হইলে ঘড়ির চূড়ার উপর একটি মোরগ আসিয়া পাখা নাড়িতে থাকে এবং [illegible] করে। এই [illegible] কিরূপ বুদ্ধিমান কর্ম্মচারীর কার্য্য প্রণালী দর্শনে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

২০ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

আজ শুনিয়া বাঙ্গালা বন্ধ হইলাম, নবীন-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার [illegible] উপস্থিত হইয়াছে উভয় পক্ষ [illegible] হতে পারেন তাহার সাক্ষ্য, সম্পাদক টাকা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতক টাকা উঠিয়াছে। এ বিষয়ে সকলের কিছু কিছু গাহায্য দান কর্ত্তব্য।

ব [illegible] বিভাগের একজন গমস্তা এক জন মুহুরী ও আর কয়েক জন গবর্ণমেণ্টের ১৪ হাজার টাকার অধিকার প্রত্যর্পণ করিতে গাজিপুরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটের নিকট উহাদের বিচার হইতেছে।

২৭ পরগণার রথযাত্রার সর্ব্বোচ্চ ছাত্র সংগৃহীত হইবে। কলিকাতা এবং পুর্ণিয়ার ৫০ টি ভিন্ন ভাগ হইয়া আবার হইবে। ২৮ সেপ্টেম্বর হইতে বীরভূম এবং বাঁকুড়ার উক্ত কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। ২৪ পরগণার [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এত কোপ কেন?

২ এ ভাদ্র শুক্রবার।

কল্য কালি কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলিয়া গিয়াছে। যে অঙ্কে যে দিনে ৬৫ টি ছাত্র বিদ্যা লয় খোলা হইল, গত মঙ্গল বার কলু টোলার বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের [illegible] একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও দুই এক স্থানে ঐরূপ বিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। অতি উত্তম প্রস্তাব কাহার এ বিষয়ে কেহ অগ্রসর হবেন

চন্দননগরে দুষ্ট ছেলে সম্প্রতি পুলিস দারোগার মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা [illegible] ছ ছাড়া মুক্তা পায় না বলিয়া কেহ [illegible] কোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না। দারোগা আজিও সেই পুরাণ দেশী [illegible] বিস্মৃত হইতে পারেন নাই?

[illegible] মূল্য হ্রাস [illegible] তদ্ধারা [illegible] ভয় ও দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তথা হইতে [illegible] পরিমাণে পাঠান হইতেছে।

[illegible] ফ্রান্সীর জন্য প্রিফেক্ট সাহেবের সিভিল ফোর্সের [illegible] হইয়াছে, তিনি আসিয়া [illegible] মহাশয়ের বিচার করিবেন।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। অদ্যবধি ব্রডষ্টইকের [illegible] হইয়াছে। তিনি যে [illegible] করিয়া গিয়াছেন তাঁহার আত্মা বলিয়া [illegible] সেইটিন [illegible] প্রস্তুত হয়।

প্যারিস ১ এ আগষ্ট। জেনারল ডি'ডবাট সমস্ত সাধারণের প্রধান সেনাপতি পদের [illegible] ছয় জন সভ্যবিশিষ্ট নূতন কমিটি এক মাস মধ্যে নূতন হইবারই সম্ভাবনা।

গত [illegible] পারিসের সহর, টিকসে উপনীত হইয়াছেন।

ইটালি এবাসী বিপ্লবী ও বালন চর্মনার্দ গরিবল্ডি [illegible]। ইটালির সর্বত্র অস্ত্রিয়া ও অস্ট্রিয়ার [illegible] সংস্থাপন তাঁহার এই গমনের উদ্দেশ্য।

স্পেন হইতে [illegible] পারসকে মুক্ত করা হয় তিনি [illegible] সকল উদ্যোগ করা করেন তাহাতে সব বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে।

আমেরিকা ১০ এ আগষ্ট। ডন কার্লসের অধীন অস্ত্র [illegible] ক্রিস্টিনার [illegible] পরাজিত হইয়াছে।

[illegible] এবোস [illegible] ক্রিস্টিনা এবং [illegible] স্পেনের [illegible] কোন প্রতিবন্ধকতা করেন নাই।

গত [illegible] ক্রিস্টিনা [illegible] সিভিল যুদ্ধের [illegible] সব ইউরোপ [illegible] ইউরোপ।

[illegible] সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে [illegible] ও [illegible] হইবে যে [illegible] প্রাদেশিক [illegible] সমস্ত [illegible]

লণ্ডন ৩১ সেপ্টেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের [illegible] ১৫৪০০০ টাকা [illegible] হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জাহানাবাদের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডি ডবলিউ কাবেল।

" রেবরেণ্ড [illegible] লঙ।

" [illegible] বি, লিসবইয়া।

এস সেণ্ট জেভার কাটির

বাবু প্রসাদ সরকার।

" [illegible]

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সহরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু বলদেব লাল খুকেরা, সহরওয়াল সহর ষ্টেসন।

বাবু ওয়াজদ লাল এবং লালা দীনদয়াল হোসেন, নওয়া দা উপবিভাগের অধীনস্থ।

২৮ এ আগষ্ট। হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর ই বি, পডকে কিছুদিনের জন্য বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে সদরের প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু বিমল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বহরমপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

ষ্টুয়ার্টস মাহেব কিছু দিনের জন্য বিতীয় শ্রেণীর মেদিনীপুরের ডিক্টিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

মিঃ [illegible] এক্স সিভিল সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতা পুলিস মাজিষ্ট্রেট বিশাখাপত্তনের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী বা জয়েণ্ট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া পশ্চাল্লিখিত স্থানে রহিলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible], সি, সে।

" [illegible]।

[illegible], এস ডি মাণ্ট।

এফ, ডব্লিউ ব্যাডকক।

সে, বায়লো।

সি,এ, সাদারলণ্ড।

সে, এ মোকি লস।

সে, পসকোড।

ষ্টি, সে, মায়।

আর কার্বিন।

এ, ডবলিউ পাল দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়াছেন।

১ লা সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রতিনিধি ডেপুটী বা জয়েণ্ট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া পশ্চাল্লিখিত স্থানে রহিলেন।

২৪ পরগণার সব ডেপুটী বাবু মহেন্দ্র গুপ্ত হুগলীতে রহিলেন।

মিরাজপুর স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু কৃষ্ণকুমার সেন—রঙ্গপুরে রহিলেন।

কৃষ্ণনগরের অনারেরি সব ডেপুটী বাবু মহেশ চন্দ্র সেন—কৃষ্ণনগরেই রহিলেন।

বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ২৪ পরগণার একজন প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন।

বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কৃষ্ণনগরের এক জন সব ডেপুটী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা তৃতীয় শ্রেণীর বা জয়েণ্টের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু হরানন্দ গুপ্ত (অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) বাবু কৃষ্ণকুমার সেন (প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট), বাবু মহেশচন্দ্র সেন (প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট), বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ (সব ডেপুটী) বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (সব ডেপুটী)।

সি মার্শাল
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অতি অল্প সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

সাদরের শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদকমহাশয়। [illegible] হইয়াছে। [illegible] মনে পড়িল। আপনাদের [illegible] সমুদয় বিষয় অনুগ্রহীত [illegible]

সচরাচর যে দুর্গাপ্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাতটী প্রধান পুত্তলিকা আছে। উহার মধ্যে তিনটী কাজের, দুর্গা অসুর ও সিংহ। দুর্গার অসুরে যুদ্ধ হইতেছে সিংহ আঁচড় কামড় করিয়া দুর্গার সাহায্য করিতেছে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক ও গণেশ ইহারা কেবল বসিয়া বসিয়া ভোগ খান। কোন কাজেরই নন। সর জর্জ্জ ক'য়েল সাহেব শিক্ষাবিভাগে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতেও এই রূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটেরা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইনস্পেক্টরেরা বসিয়া বসিয়া ভোগ লইতেছেন, একথা বলিলে বোধ হয় অধিক বলা হয় না। ক'য়েল সাহেবের নূতন বন্দোবস্তে ইনস্পেক্টরদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষাবিভাগের সোতা সম্পাদন অথবা অজাতি প্রতিপালন ইহার কোন্‌টী মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করা কঠিন। বোধ হয় কমেট সাহেব এ অপূর্ব্ব বিষয়টী জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় আমি উপরে যে উপমাটী দিলাম তাহা সঙ্গত হইল কি না ইহার নিচে একটু লিখিয়া দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন।

১২৮০ সাল
১৮ ই ভাদ্র

শ্রীঃ—

শ্রীযুক্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মফঃস্বল স্কুল সকলের যে নূতন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে একটী বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। হুগলি কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল প্রথম শ্রেণীর মফঃস্বল স্কুলে আপাততঃ ২৫০।৩০০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, ঐ সকল স্কুলে উপযুক্ত লোক আছেন বলিয়া ঐ রূপ উচ্চ বেতন দানে তিনি অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঐ সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু ট্রেণিং স্কুল গুলির প্রধান শিক্ষকেরা কি অপরাধ করিয়াছে? যাহারা ঐ স্কুলে বহুকাল হইতে ১০০ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অনুরোধে উহাতেও ৭০ হইতে ১০০ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করা উচিত ছিল। বোধ হয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এ ভ্রম অবশ্য সংশোধন করিতে পারেন। ভ্রম সংশোধিত না হইলে যাঁহারা ১০০ টাকা পাইতেছেন, তাঁহারা ৭০ টাকা পাইবেন। হয় ত তাহাতে অনেকে কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বা অন্য কোন বিভাগের কর্ম্মচারীর বেতন এ পর্য্যন্ত উক্ত মহাত্মা হ্রাস করিয়া দেন নাই।

মহাশয়! কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত পঙক্তি কতিপয়কে আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা পার্শ্বে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। "বিপদ বিপদের অনুগমন করে" এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। অত্রত্য অধিবাসীগণ সাংক্রামিক জ্বরের কবল হইতে মুক্তিলাভ না করিতে করিতে একটি অধিকতর ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ সমষ্টি একবারে বৃদ্ধি করিয়াছে। একেত গবর্ণমেণ্ট দামোদর নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রান্তবর্ত্তী বাঁধ ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়াতে তথায় দিয়া বন্যার জল গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বর্ষাকালে লোককে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়া থাকে। তবে আবার এ বৎসর বিগত শ্রাবণ মাসে নদের স্রোত প্রভাবে জোৎশ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণপুর এই দুই গ্রামের মধ্যস্থিত বাঁধ ভগ্ন হইয়া "গোবের উপর বিষ ফোড়া" হইয়াছে। আর লোকের রক্ষা নাই। বন্যার সময় দুঃখজনসমূহের দুরবস্থা অবলোকন করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়। অনেক কুটীরবাসিকে সমৃদ্ধিশালী প্রতিবেশীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহাদের কষ্টের বিষয় সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে হইলে এস্থলে হইয়া উঠে না। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে এই প্রশ্নটি স্বতঃই দেশের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বন্যাপীড়িত গণকে সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিবার পরামর্শ চিত্তেই প্রবৃত্তি জন্মে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত গ্রামবাসীদিগের অবস্থা দেখিয়া কখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিরত হইতে পারিবেন না। দামোদর নদী গর্ভে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হয় আবার কিয়দংশ এই উদ্দেশে অর্পণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সামান্য টাকার জন্য দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কখনই এতগুলি প্রজাকে দামোদর গর্ভে নিক্ষেপ করিবেন না। পিতার সহিত পুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ গবর্ণমেণ্টের ও প্রজার সহিত সেই রূপ। এমতাবস্থায় তাঁহাদিগকে বাস্তবিক বিপন্ন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণের উপায় গ্রহণ না করিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? উপসংহার কালে আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে অনুগ্রহ করিয়া দুঃখীগণের সপক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুই চারি পঙক্তি লিখিয়া তাহাদিগকে উপকৃত করিবেন। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে স্থানীয় চাঁদা দ্বারা বাঁধটির সংস্কার হওয়া সুদূরপরাহত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

শ্রীঃ—

মহাশয়! আপনার সোদর তুল্য [illegible] কতিপয় শ্লোকার্দ্ধ অবলোকন করিয়া আমি [illegible] হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকার্দ্ধের [illegible] পূর্ণ করিয়া [illegible] উদ্ধৃত। উহা গ্রন্থ সমাপ্তি [illegible] আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ বাক্য। [illegible] সহকারে রাজার এবং আপনার [illegible] উহার উদ্দেশ্য। আপনিও [illegible] বেঙ্গলীতথা সংবাদ পত্রের প্রাণের

'সীতয়া' স্বরূপে উক্ত অর্দ্ধভাগ শ্লোক সন্নিবেশিত ক'রয়াছেন, ইহা পণ্ডিতবর্গ মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু সর্ব্বগুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত ও মুদ্রিত কালিদাস শকুন্তলে উহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতি মহতাং মহীয়তাম্" এবং "সর্ব্ব ভূতানাং" ইহার পরিবর্ত্তে "সর্ব্ব ভূতাত্মা" ১।১।২।৩।৪। পুস্তকে 'মহীয়সাম' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সোমপ্রকাশের শিরোভাগে "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি-হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতি মহতাং মহীয়তাং" শ্লোকার্দ্ধ সন্নিবিষ্ট আছে। "শ্রুত মহতাং মহীয়তাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "শ্রুত মহতাং মহীয়তাং" প্রযোজিত হইল কেন? স্পষ্টই বোধ হয় আপনিই এই পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং তদর্থে আপনারও অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। অথবা উহা কি আপনার কল্পিত? না অন্য কোন মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত? যদি আপনার কল্পিত হয়, তাহাতেও ত বিশেষ অর্থ গৌরব দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় মূল পাঠ সন্দিগ্ধ হইলে আপনার মনোগত সিদ্ধির ব্যাঘাত হইত না। মূল পাঠ কোন্‌টী তাহার সন্দেহ স্থল। যে কেন অনেকানেক সাধুবর পণ্ডিত কর্ত্তৃক অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনেক স্থানেই নূতন নূতন পাঠ কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত গ্রন্থের কোন স্থান কলঙ্কিত ও কোন কোন স্থান বা রসাল যোগে ঊর্জ্জস্বল হইয়া রহিয়াছে। বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুধাময় শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোনীত পাঠই এক প্রকার মূল বলিয়া এখন অনুভূত হয়। তিনিও মূল নির্ণয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পণ্ডিত বিশেষ কর্ত্তৃক প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন বোধ হয় তাদৃশ সুখকর নহে। এই প্রকার পাঠান্তর কল্পনা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গৌরবহানি হয় কি না? মূল গ্রন্থগত [illegible] পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহাদের মন [illegible] করে

তাঁহাদের গ্রন্থগুলি একরূপ থাকাই সম্ভব। অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিয়া পাঠান্তর স্থলে বোধ হয় কেহই কালিদাসকে চিনিতে পারিবেন না। আজিকাল সিদ্ধিপ্রার্থী বিদ্যার্থিগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পাঠান্তরীকৃত হইয়া মূলের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তদানীন্তন মহাত্মা কর্ত্তৃক এই প্রকার পাঠান্তর কল্পনায়ও বোধ হয় সেই ক্রম বোধ আরও বাহুল্য হইতেই চলিল। এক মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কবিতা বিষয় কথাই কি উচিত নহে? মনুষ্য এপ্রকার পাঠান্তর কল্পনা সন্নিহিত হইতে থাকিলে শেষে আর্ষ্য মত অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে চিনিতে অক্ষম হইবে। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠান্তর কল্পনা পূর্ব্বক সংবাদ পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সম্পাদক মহাশয়ই উহার জন্য পাঠদোষণা করিয়াছেন, বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহা অনুমোদিত হওয়া দুষ্কর। তখন ইহাই কালিদাসের পাঠ বলিয়া (১) প্রতীতি হইবার আশঙ্কা কি?

ভবদীয় গুণগ্রাহ
শ্রীবিদ্যার্থিন জন্ম ভট্টাচার্য্য।

(১) বিদ্যাসাগর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইহা মনের অবাক্তর কেহই সোমপ্রকাশের শিরোভূষণ শকুন্তলার কবিতাদ্বয়ের পাঠ বদলান নাই। সোমপ্রকাশ সম্পাদক মুদ্রাঙ্কণ এক ভিন্ন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর পণ্ডিত যেরূপ মুদ্রিত পুস্তকদ্বয়কে আদর্শ করিয়া শকুন্তলা মুদ্রিত করিয়াছেন; এই উভয় বেঙ্গল প্রচলিত শকুন্তলার পাঠ রীতি বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই বৈলক্ষণ্যের কারণ এখন অনুধাবন করা নিষ্প্রয়োজন। কালিদাসের সময়ে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। বোধ হয় এদেশে প্রাচীন কালে এই রীতি ছিল গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব গ্রন্থকে পুস্তক গ্রন্থের অবাধ্যতা করিয়া উহার প্রচার করিতেন। কালিদাসও ঐ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া স্বকৃত শকুন্তলার স্বয়ংপরা করেন। অবাধপরা কালে যে যে স্থানের পাঠ তাহার অনুরোধী না হয় পশ্চাৎ তিনি পরিবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে যে যে [illegible] লিখিত হইতে [illegible] পাঠ

মহাশয়! আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, ঘোষকী পুরের অন্তর্গত কাশীরামবাটী, পরগণা, বলরাম করিতেছিল পূর্ব্বে এই জেলার স্থানে স্থানে অনেক লোকসানের কার্য্য থাকায় অনেকানেক বিদেশীয় অনেকেরই দুখেলহাতে নগদ হাতিয়াছিল হইল, পোড়াদল নিবাসিদের সঙ্গেই থাকায়দিগের সে দেশীয়ের দুর্দ্দশা কথা ক্রমে গণক করিয়াছেন, রোগের ঔষধ, ও ঈশ্বর কৃপায় ইদানী ভূত ও রোগহীন ওটীর উপজাতে কষ্টে কষ্টে ঘরে ঘরে নিবারণ হইতে ছিল, এইক্ষণে তাহাদেরও শঙ্কিত হইয়া দেশত্যাগী হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ এই জেলায় কাঁসাই কালীয়াবাই এবং কাঁসজুরী নাদি নামে যে কয়েকটি নদী আছে তন্মধ্যে কাঁসাই নদীর মহিমা অতি অত্যাশ্চর্য্য। উক্ত নিবন্ধ লোকান জন্য জেলার অন্তর্গতী অবলম্বুক ঈষদাকার মহিমা ও জলঘাটা আদি পরগণায় যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে বাঁধবন্দি না থাকিয়া নীচ কালে নিবন্ধ লোকান হইত এবং বর্ষাকালে তাহা ভাসিয়া ঐ নদীস্রোতের জল হলুদি বাঁধক নদীর পথে সমুদ্রে যাইত। লোকান এমনিত হইলে পর-সেই সকল স্থানে বাস্য দি আবার ছাড়ন গণবন্দোবস্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ-দিকারীগণের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যত হইয়া ঐ সকল স্থানে ভূমিতলে বাঁধবন্দি করিয়া নদীস্রোতের

দেখিতে পাই না এই জন্যই শকুন্তলা পাঠের বহু পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এদেশীয় পণ্ডিত বিশেষ একটী দোষ আছে ইহারা অন্যের কৃত গ্রন্থের পাঠ বজায় করিয়া এবং একবার বিদ্যা প্রকাশ করিতে ভালবাসেন। তুলনা আলোচনা করা বিশেষ ভালবাসে। যে সকল গ্রন্থ সমালোচিত হইয়া যায় তাহার উপর সময়ে সময়ে যে যে স্থলের অর্থ বোধ করা দুরূহ হয় সে সকলেই পাঠ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শকুন্তলার দোষও এই রূপ। ইহা যে কখন কালে কিরূপ ছিল এখনও তাহা নির্ণয় হয় না। বোধ হয় মূল পাঠের অনেক স্থানই অপরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এজন্য অনেকগুলি শকুন্তলার পুস্তক পরীক্ষা করিয়াছি যে যে স্থলের পাঠ সন্দেহে বোধ হয় সে সে স্থলের কিন্তু ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঠ আছে। এই সকল কারণেই আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার [illegible]

জল নির্গমের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ করায় ঐ নদীত্রয়ের বন্যায় তাহার পার্শ্বস্থিত পরগণা সকলের বাঁধ সময়ে সময়ে ভগ্ন হইয়া বন্যাজল আমাদিগের যেরূপ দুর্গতি করিতেছে তাহা অধিকাংশ রাজপুরুষগণের অগোচর নাই। কিন্তু এই বিপদের মূল কারণ প্রধান রাজপুরুষেরা দেখিতে পান নাই, কারণ ঐ পোতাম মহল যাহাতে এইক্ষণে নূতন বাঁধ হইয়া দেশ উচ্ছন্নের হেতু হইয়াছে সে অঞ্চলে প্রধান রাজপুরুষ গণের গমন ভয় নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। প্রধান রাজপুরুষেরা কেবল বন্যার প্রাবল্যই দেশ উৎসন্নের হেতু বিবেচনা করিয়া থাকেন কিন্তু উল্লিখিত কয়েক পরগণায় যে সময়ে নিমক পোতাম হইত তৎকালের এবং পোতাম এবালিশ পরে এইক্ষণ কার মাপ দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন যে উল্লিখিত পোতাম মহলের নূতন বাঁধ স্থাপনে বর্ষা কালের বন্যা অধিকন্তু তাহা কটালসময়ের জুয়ারের যোগে কয়েকটী পরগণার কিরূপ দুর্গতি করিতেছে এবং করিবেক। এইক্ষণে পোতাম মহলের বাঁধের দ্বারা গবর্মেণ্টের এবং ঐ মহালের অধিকারী জমিদার মহাশয়গণের উপকার হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি পরগণার দুঃখী প্রজাগণের সর্ব্বনাশ সম্বন্ধে সুসভ্য ও সুবিচারক গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপকারে মনোযোগ রহিত, ওরে সকল দিগে উপকার হয় ইহার উপায় সত্বর করা কর্ত্তব্য। এমতে প্রার্থনীয় যে কাঁসাই নদীর বন্যার কিয়দংশ রূপনারায়ণ নদীতে যাইবার আর একটি নূতন পথ আবিষ্কার অথবা অন্য প্রকার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া এ দুর্ভাগা দেশের পরম বিপদ নিবারণ করিয়া দেন, মজুদা সাহাপুর ফাঁসীযোড়া, সবঙ্গ মরনা, জনাব টাঁদি কয়েকটি পরগণার দুর্গতির সীমা থাকিবেক না।

কাশীযোড়া
১৮ই৩
২৪ এ আগষ্ট

একান্ত বশম্বদ
কাশীযোড়ার কতকগুলি
প্রজা

সবিনয় নিবেদনং—

বহোশের ৮ আপনার ১০ ই ভাদ্রের সোম প্রকাশে নিমচাঁদের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন আছে, আমরা ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর স্বরূপ ঈশ্বর মাপিতের মকদ্দমার স্থূল বিবরণটী লিখিতেছি পাঠ করিলেই এই ব্যাপার সংক্রান্ত আপনার সমুদায় সন্দেহ নিরাকরণ হইবেক। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে, ঈশ্বর মাপিতের কন্যা মোহিনীকে প্রথমে কলিকাতায় একটী লোক বাহির করিয়া লইয়া যায়, সেখানে ঈশ্বর মাপিত গোপনে তাহাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনে, কিন্তু মোহিনী ২।৪ দিন পিত্রালয়ে বাস করিয়াই পুনর্ব্বার পলাইয়া যায়, এবারে ঈশ্বর মাপিত প্রকাশ করে যে মোহিনীকে বাটীতে আনিয়া কাটিয়া ফেলিব এই কথা বলিয়া ঈশ্বর অনুসন্ধান করিয়া মোহিনীকে বাটীতে আনিয়াছিল। মোহিনী এবারে এক দিনও পিত্রালয়ে বাস করে নাই। ঈশ্বর যে দিবস ফিরাইয়া আনে সেই দিবস রাত্রিতেই পলাইয়া যায়। ঈশ্বর মাপিত লোক লজ্জা ও স্বজাতীয় দলপতিগণের ভয়ে মোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার এই কথায় কেহই বিশ্বাস করে নাই। ঈশ্বর মাপিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া পল্লীস্থ অনেক লোকেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ ঘাটে পথে সর্ব্বত্রই এই কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকে। সুতরাং এই কথা ক্রমে ক্রমে দেশময় হইয়া উঠে। সেই সময়ে ঈশ্বর মাপিতকে অনেকেই নারী হত্যা বলিয়া ঘৃণা করিত। মোহিনীর মৃত্যুর কথা এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে একজন স্ত্রীলোক এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে" ঐ যে গো কেলেরালে মোহিনীকে ঘাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া খাইতেছে" কৈলাস মণ্ডল ঈশ্বর মাপিতের পাড়ায় বাস করিত, সে তাহার চাঁদ রায় ডেপুটি কনষ্টেবলকে মোহিনীর হত্যার সংবাদ দেয়, তাহারা আবার নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায় (তৎকালিক এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) কে ঐ সংবাদ অবগত করে। নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায় মোহিনীর হত্যার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য শিবপুরের পুলিষ ইন্সপেক্টার ডিঃ পাওয়েল সাহেবকে অনুমতি করেন এবং মকদ্দমাটী গুরুতর বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। পাওয়েল সাহেব ঐ বিষয় তদারক করেন। নিমচাঁদ কেবল দুই একটী ইংরাজী শব্দের অর্থ সাক্ষীদিগকে ও বাঙ্গালা শব্দের অর্থ পাওয়েল সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুই দিন তদারক হয়, পাওয়েল সাহেব প্রথমে ঈশ্বর মাপিতকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেন, ঈশ্বর মাপিতের পুত্র মধু মল্লি এবং পুত্র ভূতনাথ পাওয়েল সাহেবের নিকট ঈশ্বর মাপিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, পাওয়েল সাহেব তদারক কালে ঈশ্বর মাপিতের গৃহে এক খানা ছোরা কাটী ঝাঁড়া ও একটা কলা পাকাইবার জালা এবং ঈশ্বর মাপিতের বাটীর পশ্চিমে বাঁশবনে মড়ার মাথা প্রাপ্ত হইয়া ফৌজদারি আদালতে পাঠাইয়া দেন, পরে সাক্ষ্য দিবার জন্য ভূতনাথ ও মল্লিকে ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করেন। ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিকেট সাহেবের নিকট ঈশ্বর মাপিতের বিচার কালে ভূতনাথ ও মল্লি আপনাদের পূর্ব্ব কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলে যে তাহারা মোহিনীর হত্যার বিষয় কিছুই জানে না, সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বর মাপিত অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল, এমন সময়ে আবার মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঈশ্বর মাপিত তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিল। যে কালে মোহিনীর হত্যা লইয়া আন্দোলন হইতেছিল তাহার চতুর্দ্দিকের ইতর লোকেরা তথায় বসতি ত্যাগ করিতে যায়, শুনা গিয়াছে, ঐ স্থানে এখন কখন কখন ভাড়াদি আসিয়া ফেলিয়া যায়, এখনও ঐ স্থানে কতক গুলি ঘর ভগ্ন অবস্থায় আছে। যে সময় মাথা পাওয়েল সাহেব তদারক কালে পাওয়া গিয়াছিল ঐ মাথা ঐ স্থানে তদারকের পূর্ব্ব হইতে পতিত ছিল। এমন কি যখন পল্লীস্থ স্ত্রীলোক পরস্পরায় মোহিনীর হত্যার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিল ঐ সময় গ্রাম হইতে কয়েকজন (মকদ্দমা বাধাইয়া ও মিটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। হুণ্ডী দ্বারা মূল্য প্রেরণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, খরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে টিকিট ভাঙ্গিলে আমরা লাভ পাইব।

যাঁহারা মাসুল সহ, দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা যাইবে না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵৫ দুই বার তাহার পর ৵১০ হিসাবে আনা হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৯ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকল্পিত জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মেহেরপুর অয়স্টাপুরের ঘাটে	৬	৩
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৪	১০
তথা হইতে অভিপুর ৯। মাইলের মধ্যে	১৮	৬
অভিপুর হইতে মহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৭।
মহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৭৯	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১ লা এপ্রেল মহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের বাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১০	৯

মহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভট্টাচার্য্য

রাজনগর	১০
* * পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—সোহাগা	৫।
* * গোলোকচন্দ্র দত্ত—কাজিরাবাদ	১০
* যৌলবী মোজা মোবারক আলম পুকুরিয়া	৫।০
* * গঙ্গে গঙ্গা সিংহ—মুরলিধারা	৫।০
* * রাধিকানারায়ণ ঘোষ মহলদার	১০
* * দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর	৫।০
* * রাধাকিশোর লীল—রাধানগরি	১০
* * মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিপাড়া	১০
[illegible] মুখোপাধ্যায়	[illegible]
[illegible]	১০

বাহাদের নাসা) এ যাবা মোহিনীর আধা বলিয়া একজন, শেষ ইং ঈশ্বরের নিকট হইতে অর্থ স [illegible] ক'রয়াছিল। কৈলাস [illegible] ঐকজন [illegible] ক [illegible] মোহিনীর [illegible] কিরূপ কৈলাসের প্রস [illegible] ছিল কি না নিমচাঁদ তাহা অবিকল না। মোহিনীর হত্যার পিছনে কৈলাসের বা গ্রাম্য মণ্ডলদিগের হাত ছিল কি না নিমচাঁদ তাহা ইঙ্গিতে পারেন নাই। ফলতঃ তৎকালে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, যে হেতু তৎকালে পল্লিস্থ অনেক ভদ্র লোকের মুখে নিমচাঁদ মোহিনীর হত্যার কথা শুনিয়াছিলেন, মোহিনীর হত্যা এ বিষয় যথার্থ বলিয়া নিমচাঁদ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কৈলাসের বা গ্রাম্য মণ্ডল দলের চক্রান্ত উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বোক্ত সময়ই ঈশ্বর মালিতের মকদ্দমার মূল হইয়াছিল। কৈলাস অথবা গ্রাম্য মণ্ডলগণ বা পৃথ্বীপাল কুম্ভকারে ঈশ্বর মালিতের দাসীর পাশ্চাত্যে বাঁশ মধ্যে মড়ার মাথা আনিয়া ফেলিয়াছিল। পুলিষ তদারক কালে গ্রাম্য মণ্ডলদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর মালিতের পক্ষ হয়, তাহাদের পরামর্শে ঐ কুম্ভকার ও মতি পুলিসের নিকট মোহিনীর হত্যার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অস্বীকার করে। ঈশ্বর মালিত মুক্তি লাভ করিবার পর নিমচাঁদের কয়েকজন শত্রু বৈরনির্য্যাতন মানসে ঈশ্বর মালিতকে হস্তগত করিয়া তাহার দ্বারা নিমচাঁদের নামে সকলকথা উপস্থিত করায় তাহাতে নিমচাঁদ খুনির বিচারে কয়েকটী অপরাধে দোষী হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের বিচারে নিমচাঁদ অন্য অন্য অপরাধে নির্দ্দোষী হন কেবল খুনির বিচারে বলিয়া ৩০২ ধারায় অপরাধে হাইকোর্ট এপীল করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু নিমচাঁদ ৩০২ ধারার অপরাধেও অপরাধী ছিলেন।

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনে কেবাণিত
বিশেষজ্ঞানার্থে।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাটগাঁকস্থ 'জ্ঞানবিকাশিনী' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ করমা। আগামীতে আয়তন বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক নূতন কথা—প্রথম বৃত্তান্ত।

১২ পেজী ফর্ম্মা এক ফর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য ৵০ আনা।

মেসার্য়ীর অধীন ৷ পোষ্ট } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত হেড মাষ্টার ভ.জ.নো.ম্যাল স্কুল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাসুল ৵০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সাগরাজার 'সিন্ধু ৷ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হরেন ক সকাতা ৷

—:—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ৷৹ আট আনা। বাগবাজার, বঙ্গবাসী ৷ ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আফতদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০০০—

" প্রত্ন কত্র-নন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা ' প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কত্র অর্থাৎ অভিনবীকরণ ' তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মাহাতাব চাঁদ বাহাদুর ও মাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অমরেন্দ্র যতিশ রাজকৃষ্ণ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাত্য মীনাক্ষর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি " সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি ও অন্যান্য

প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, পেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী ভাতিয়েদের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, ঝালকাটীর পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেবরায়, ছাতকার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস নীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুলদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি নেবুতলার (ধন্বন্তরি যন্ত্র) রমানাথ সেন ওগা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বোস প্রভৃতি কাশীর (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবরঘুনন্দন) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইয়া শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সত্ত্বযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রত্নের কার্য্যে কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট না রহে বায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাসুলের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়ায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থকারদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্য

নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উদ্ভিষ্ট ও গীর ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ঢ সকলে নষ্ট হইতেই পারেন) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই অনুশোধে গ্রন্থকর্ত্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গ্রন্থকর্ত্র মহিলাদিগের গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, গ্রন্থকর্ত্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আমার হইতে পারে। (ই তঃপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সহজেই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বান্তঃ আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা ভীমদেবের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া দিতে করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকার্য্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

গ্রন্থকর্ত্র সঙ্গিনী ও সত্যযন্ত্র অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:০:—

শুভ যন্ত্র।

২৩ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

কলিকাতার জন্য উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় এরূপ যাহা, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে অধিক ব্যয় পড়ে তাহাতে করা যায়।

শ্রীনবীনচন্দ্র শুভ

সাপ্তাহিক পরিচয়লিপি।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার শুভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর এতদ্ভিন্ন বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪। ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীসত্যব্রত শুভ
সহকারী সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৷৷০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ৷৷০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ১০ আনা।

উক্ত প্রাক্টীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ড গ্রাহকশ্রেণী হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার কালিদাসরায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷০ আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিড ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ গুণাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উহার কৃত ডিসপন্সু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র লিখিত [illegible] ডাকমাসুল ৷৷০।

শ্রীকাশীচন্দ্র শুভ
[illegible]

নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা শালখাড়ার বিদ্যারত্নের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শুভ লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে অন্যান্য পুস্তক ক্রয় সমাধান করা যায় মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমতে পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীসত্যচরণ শুভ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেড বরা প্রস্তুত নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন গুলপন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকিয়াতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফলার ব্রিক।
কার্ণার ব্রে।
বাটীর ওয়ল ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নির্ম্মিত উপরি উক্ত রেড বরা পাইপ, টাইল এবং ফলার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ম মরাটী } মরল এণ্ড কোং।
৭নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট }

বঙ্গভাষার।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ক্লিনিক্যাল ডায়গ্নসিস্
অব ফিভার্স
অর্থাৎ
বোগীশয্যার পার্শ্বে বাঙ্গালা

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহিতৈষী ষ্টেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীত্রয়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল ১ সেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্‌বিচার (বোটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্‌ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহিতৈষী } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য চুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজ তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স লিখিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান অতি উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নির্ম্মিত বলপ্রোত ও বলবিঘাত দ্বারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগবর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ।০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, ইহাতে ১৮১৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।/০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

বাঙ্গালা শব্দ ভাণ্ডার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯৬ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ ভাদ্র সোমবার।

হংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন।

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসমান আবার এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া গুটিকত কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুইটী শাখা অর্থাৎ একটী ইংলণ্ডে ও দ্বিতীয়টী ভারতবর্ষে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার কালে এখানকার গবর্ণর জেনরলই প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অনেক স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে ইংলণ্ডে একটী সভা ছিল এবং তাহার উপর ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল বটে, কিন্তু এখনকার মত সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধার অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে সেই সভার বিশেষ হস্ত

ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫৮ অব্দে তা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহারাণীর হস্তগত হওয়া অবধি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অন্যথা হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডে একজন সেক্রেটারি এবং তাঁহার অধীনে একটী সভা আছে। ইহাদেরই হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার। ইহাদের অধীন হইয়া গবর্ণর জেনরলকে কার্য্য করিতে হয়, সুশাসনের পক্ষে প্রজাগণের অবস্থা ও অভিপ্রায় অবগত হওয়া যেরূপ আবশ্যক আমাদিগের বিবেচনায় আর কিছুই সেরূপ আবশ্যক নহে। ইংলণ্ডে যাঁহাদের অবস্থিতি ইংলণ্ডের স্বার্থই সর্ব্বদা যাঁহাদের দৃষ্টি পথে তাঁহারা কিরূপে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইবেন এবং কিরূপেই বা ভারতবর্ষের শুভাশুভ বুঝিতে পারিবেন। আমরা গতবারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের যে বক্তৃতার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি তাহাতেই এই কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। ফসেট সাহেব বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইংলণ্ডস্থিত কর্ত্তারা অনেক সময় ইংলণ্ডের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে শাসনের ফল এই। সকল বিষয়ে এই বিদেশীয় সভার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে গেলে এখানকার শাসনকর্ত্তাদিগকে কিরূপ বদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতে হয় তাহা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন। এখানকার শাসনকর্ত্তারা প্রজাদিগের অবস্থা ও প্রয়োজন অনেকাংশে বুঝিতে পারেন, সুতরাং তদনুসারে কার্য্য করিতেও পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকাতে অনেক শুভকর বিষয়েও তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। মনে করুন লর্ড নর্থব্রুক ইলবর্ট টাক্স সহিত কর্ম্মচারিত বিবেচনা করিলেন [illegible] ইংলণ্ডের এতদ্বিষয়ে বলিয়া তাহা রহিত করার আবশ্যকতা বোধিত পাইলেন না। সুতরাং ইলবর্ট টাক্স না। এইরূপ অনেক শুভ অনুষ্ঠানের যে ব্যাঘাত হয় এমন নহে, তাঁহাদের আদেশে অনেক অশুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এখানকার শাসন কর্ত্তাদিগকে অনেক সময় লোকের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। ১ম অযোধ্যা অপহরণের জন্য আমরা অনেক সময় ডেলহাউসির বিপক্ষে অভিযোগ করিয়া থাকি, কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করার বিষয়ে তিনি অনুকূলতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক বরং তাহার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড অব কণ্ট্রোলের আদেশে তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ২য় ভঃ ইংলণ্ডীয় রাজত্ব সভার সাহায্য দিবার জন্য এদেশীয় যে যে ব্যক্তি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ সার আলব রাওর মত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হইল না কেন, এই জন্য সকলে সন্দেহ করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ষ্টেট সেক্রেটারির গুপ্ত পরামর্শ আছে এবং তাহা হইবারই সম্ভাবনা। কারণ সার আলবরাওর মত ব্যক্তিরা সেখানে গেলে অনেক মন্দের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে; তাহা হইলে ফসেট প্রভৃতি ভারতবর্ষের বন্ধুদিগের হস্তে অনেক অস্ত্র সংগৃহীত হয় এবং ষ্টেট সেক্রেটারি ও অন্য সেক্রেটারিকে লোকের নিকট অপদস্থ হইয়া পড়িতে হয় সুতরাং সাম্রাজ্ঞী মনোনীতেরা বিষয়ে অসম্মত হইতে পারে। যাহা [illegible] হইতেও পারে। যাহা [illegible] হইবে, [illegible] করিয়াছেন [illegible]

নয় বৎসর দুর্ঘটি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বরং ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে সেই বৎসর কতকগুলি অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। এই ব্যয় সামান্য নহে। ১৮৭০ অব্দে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যয় ৫৩৩৮২০২৬০ টাকা। ইহার মধ্যে১০৫১০১৩০ টাকা ইংলণ্ডে বার্ষিক ব্যয় হয়। বৎসর বৎসর ১০ কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। এ ব্যয়ের লঘুতা সম্পাদন কি সম্ভব নহে? কি উপায়ে তাহা হইতে পারে? একেবারে ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রহিত করাও যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের পরামর্শ ও মত লইয়া যদি এখানকার রাজকার্য্য চলিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ হইয়া এক দিন চলিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার কার্য্য প্রণালী চলিতেছে তাহাতে প্রজাদিগের হস্তে মধ্যে ইংলণ্ডে আবেদন করা আবশ্যক হয়। ভারতবর্ষের কথা শুনিবার এবং ভারতবর্ষীয়দিগের মতের উত্তর দিবার যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে প্রজারিগকে অনেক সময় অনেক অন্যায় সহ্য করিতে হয়। ফসেট সাহেব ও ষ্টেট সেক্রেটারি মি গ্রাডষ্টোন কাহেন সাহেব ও এবার উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃত কলেজ তুলিয়াছিলেন। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের আবেদন শুনিবার এবং ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে একটী সভা নিযুক্ত থাকে এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত লোকদিগের মধ্য হইতে যদি সেই সভায় সভ্য নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এক [illegible] স্বীকার না করিবার সুযোগ হইতে পারে।

[illegible]

বিশেষ কষ্টের কথার উল্লেখ করিয়াছি। সে কষ্টটী এই প্রজাদিগকে অনেক সময় এক জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট পৃথক পৃথক রূপে খাজনা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট গে জটে সেই সম্বন্ধে লেপ্ট নণ্ট গবর্ণরের একটী আদেশ দেখিলাম। তাঁহার লেখা ত প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি এ বিষয়ের যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া প্রজাদের ক্লেশ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

প্রজাদিগের এই কষ্টের কথা তাঁহার গোচর করিবার জন্য কিঙ্কলী ও অপরাপর কয়েক স্থান হইতে তাঁহার নিকট আবেদন প্রেরিত হয় এবং গত পাবনার প্রজাবিদ্রোহের সময়ও সকল প্রকার অভিযোগের মধ্যে এ অভিযোগটীও ছিল। এই সকল কারণে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ে তাঁহার অধীনস্থ কমিশনর কালেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় জানিয়া পাঠান। প্রায় সকলেই এই কথা বাস্তবিক ও অশেষ ক্লেশের কারণ বলিয়া তাঁহার গোচর করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মিলর মত প্রকাশ করিয়া এই কষ্ট নিবারণের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন যে এ বিষয়ে একেবারে আইন করিবার পূর্ব্বে জমিদারদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা উচিত, কারণ যদি ইহার কোন উপায় করিতে হয় এমন উপায় করা উচিত, যাহা জমিদার ও প্রজা কাহারও পক্ষে কষ্টকর না হয় এবং জমিদারের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা না হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই পরামর্শ অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সকল জমিদার ও ভূম্যধিকারীর বিবেচনার জন্য এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এ বিষয়ে আইন করা উচিত কি না এবং যদি আইন করা উচিত হয় তবে কিরূপ আইন করা উচিত। আমরা বলি এরূপ একটী আইন হওয়া উচিত যে কোন ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারীর নিকট প্রজারা এইরূপ কষ্ট জানাইলে তিনি সমুদায় অংশীকে ডাকিয়া একজন সাধারণ সরবরাহ কারক কিম্বা গোমস্তা নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিবেন; যদি তাঁহারা আপনা হইতে এরূপ কোন সাধারণ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে না চায় তাহা হইলে তিনি একজনকে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি এবিষয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন প্রভৃতির মত জানিতে চাহিয়াছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন আমরাও জানি যে অনেক ছোট ছোট জমিদারিতে ভিন্ন ভিন্ন অংশীরা সাধারণ হইতে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং অনেক অনেক বড় বড় জমিদারিতেও এক একটী সরকারি দপ্তর থাকে। অনেক স্থলে বংশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি থাকেন তিনিই প্রায় সরকারি বিষয়ের মানেজর নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের দেশে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা না থাকাতে পৈতৃক বিষয় লইয়া ভায়াদ বংশের মধ্যে যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস যোগ্য এরূপ ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্য হইতে বাহির করা অনেক সময় দুষ্কর হইয়া উঠে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হইতে একজন গোমস্তা নিয়োগ করার বিষয়ে অংশীদিগের কেন যে বিশেষ আপত্তি হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কালেক্টরকে যদি লোক নিযুক্ত করিয়া দিতে হয় তাহার খরচ অবশ্য জমীদারদিগের সাধারণ বিষয় হইতে দিতে হইবে। কিন্তু জমীদারেরা নিজে লোক নিযুক্ত করিলে যে তাহা অপেক্ষা অল্প খরচে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন গবর্ণমেণ্ট হইতে লোক নিযুক্ত হইলে যাহা খরচা পড়িয়া অংশীরা আপনা হইতে লোক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন এরূপ বিবেচনাও অযুক্ত নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে জমীদারদিগের পরামর্শ গ্রহণ যে প্রকৃত যুক্তিযুক্ত কার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা কিরূপ উপায় দিতে চাহেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাঁহারা কিরূপ উপায় বুঝিবেন এমন অন্য কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যেরূপ হউক, কোন পক্ষের কাহারও অসুবিধা জন্মে না করিয়া যাহাতে

কোন সম্প্রদায় বিবাদ করিলে প্রজাদিগের একটী প্রধান ক্লেশ দূর করা হয় এবং এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রজারা সকলেই পর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের দুরবস্থা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচপোকা একণ্ড প্রকাণ্ড টেলপায়িকাকে কি প্রকারে বল বীর্য্যবিহীন করিয়া যথেচ্ছ লইয়া বেড়ায় তাহা দেখিলে যেমন সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইতে হয়, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ শাসনের বিষয় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় সেইরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় ভারতবর্ষ। একটী আয়তনে শিশু অপরটী এক দীর্ঘাকৃতি দৈত্য কি রাক্ষস। কিন্তু এই শিশু এই প্রকাণ্ড অসুরের স্কন্ধে চাপিয়া কিরূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ইংলণ্ডের অপেক্ষা সাত আট গুণ অধিক। ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের মধ্যে আবার সহস্রজনের এক জনও ভারতবর্ষের সংবাদ জন কি না সন্দেহ স্থল। এই মুষ্টিমেয় মহাজাতির হস্তে বিংশতি কোটি জীবের জীবন মরণের ভার, ইহা আবার স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা ভারতবর্ষের উন্নতি ও অবনতির জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকটে এই বিষয় কেবল মাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার না হইয়া ক্ষোভেরও ব্যাপার হইয়া উঠে। ইংলণ্ড বিংশতি কোটি লোকের সুখ দুঃখের ভার হস্তে লইয়া কিরূপে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন মনে ধারণা হয় না। ধারণা হউক আর না হউক, ইংলণ্ডের এক কালে হৃদয়ে হইতে, আমরা এবং আমাদের ভাগ্য বিধাতা হইয়া বসিয়াছেন, ইহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিবার যো নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার সময়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভ্যগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন কেহ ভারতবর্ষের কথা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় জানিতেন কি না সন্দেহ। সেই এক একবার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতা করিবার, অথবা ভারতবর্ষ লইয়া প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং অবকাশের জন্য ইংলণ্ডের অধিবাসিদিগের অথবা পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যদিগের চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট করিতেন কিন্তু তাহাদের আগ্রহ শীঘ্র নিবৃত্ত হইতে না হইতে ভারতবর্ষ পুনরায় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। তবে সৌভাগ্যক্রমে একাধিক্রমে কতকগুলি দক্ষ ও কার্য্যপটু গবর্ণর জেনরলের শুভ কতকগুলি দূরদর্শী ও উদারপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞের সাধুসাধনে আমাদের ইংলণ্ডের এরূপ ঔদাসীন্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই। তথাপি অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ভারতবর্ষীয় রাজত্বের সম্বন্ধে এরূপ সকল অবস্থা হইয়াছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি পতিত হওয়া আবশ্যক তাহার অন্যথা হইতে পারিত না। হক সকলও প্রভৃতি দুই একজন মহাত্মা কি কোম্পানির সময়ে কি মহারাণীর সময়ে অকর্ণ্যতা ও মাকী মোপাল গবর্ণর জেনরল আসেন নাই। এই সকল কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন যে উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর গবর্ণর জেনরল সংগ্রহ করিয়া তাহার হস্তে অধিকাংশ ভার প্রদত্ত হয়। ইংলণ্ডের অধিক ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য অস্থিত হওয়া বিধেয় নহে।

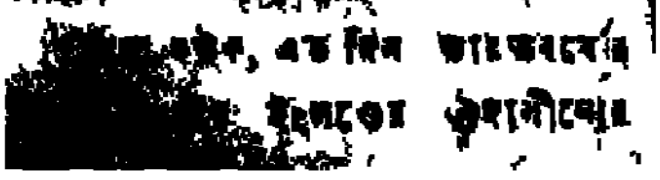

যাহা হউক, এত দিন ভারতবর্ষের ইংলণ্ডের ঔদাসীন্যের

ফলে কুফলের অধিক হয় নাই। ইহার পর কোন সময় দূর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্ট এবং পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে ভারতবর্ষের কথাবার্ত্তা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের কথা শুনিতে ও বলিতে ক্রমশঃ ইংলণ্ডে ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক দিকে মহাত্মা ব্রাইট প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টের এবং পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে ভারতবর্ষের কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন অপর দিকে প্রায় সমুদায় সংবাদ পত্র ভারতবর্ষের বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার সময় অক্ষয় সেক্রেটারি ষ্টার্লি ডক সাহেব যেরূপ কড়া সাহেবের নিকট প্রত্যুত্তর পাইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। ইহাতে পার্লিয়ামেণ্টের সকল কাজ শেষ করিয়া ভারতবর্ষের সময় সময় (যখন সকল সভ্যই অনুপস্থিত থাকেন) ভারতবর্ষের কথা তুলিয়া অনেক ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু কখনও তাহা এত সহ্য করা হয় নাই। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিয়াছে। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং অপেক্ষাকৃত অনেক সভ্য ভারতবর্ষের সংপ্রতি করিয়াছেন। তাহারা এই দুই বৎসর মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের যত দূর সংস্কার করিতে পারিতেছি তাহাকে আমরা সুপ্রকারে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলাম না, আমরা আমাদের কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ, যুক্তির তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি কিছু উদ্ভূত করিয়া রাখিতেছি পাঠকগণ দেখিবেন যে তাহাদের আমলে ইংলণ্ডের [illegible] আমাদের

ছেছে। এই পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি কারণ আছে, তাহা মধ্যে এই কয়টী প্রধান ১ম ভারতবাসীদিগের বহুল পরিমাণে ইলণ্ডে গমন (২য়) ফসেট সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষের বন্ধুদিগের ভারতবর্ষের বিষয়ের আন্দোলন (৩য়) যেন টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা। এইরূপ নানা কারণে ইলণ্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের বিষয়ে ক্রমশই মনোযোগী হইতেছেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিচারের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভায়। মহা ফসেট সাহেবের বিরুদ্ধে এই কথা বলেন, "যে তাঁহার (ফসেট সাহেবের) কথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে সুতরাং কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষ না ধরিয়া তাঁহার মধ্যে মধ্যে ইলণ্ড ভারতবর্ষের কত উপকার করিয়াছেন তাহাও স্মরণ করা ইয়া দেওয়া উচিত"। ইহাতে মার চালস উইল্‌কিনসন এই উত্তর করিয়াছিলেন "দেশীয়দিগের কোন সংবাদ পত্র ত ইংলণ্ডের উপকার অস্বীকার করেনা, যদিও তাহারা বিদেশীয় দের অধীন থাকা প্রার্থনীয় বলে না, যদিও তাহারা আমাদের শাসন সম্বন্ধে অনেক ভ্রম ও ত্রুটী দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে, ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা ইংলণ্ডেরই পক্ষ হইবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে—" আমরা আনন্দিত হইলাম যে মার চালস আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব অবগত হইয়াছেন। বিশেষ কারণ বর্ত্তমান থাকিতে উপকারের কথা স্মরণ করাইলে বিশেষ ফলোদয় হয় না। ভারতবর্ষ যে অনেক বিষয়ে ইংলণ্ডের নিকট ঋণী তাহা বোধ হয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকার করেন না। মার চালস আর ও দুটিকত মার কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ১ম পব্লিক ওয়ার্কস সম্বন্ধীয় ব্যয় সঙ্কোচ (২য়) বম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর নিয়োগের প্রথা তুলিয়া দিয়া বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিয়োগ করা। তাহা হইলে গবর্ণরের কাউন্সিলের আবশ্যকতা থাকে না সুতরাং অনেক ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে। (৩য় ঃ) এদেশীয়দিগকে উন্নত পদস্থ হইবার অধিকার দেওয়া, ইহা দ্বারাও যথেষ্ট ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে, কারণ এখন সেই সকল পদের জন্য ইউরোপ হইতে লোক আনয়ন করিতে যত ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে এদেশীয় উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা ভিন্ন অপরাপর সভ্যেরাও ভারতবর্ষের হিতকর অনেক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক জন বলিয়াছিলেন 'আমরা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং মুখে যেরূপ বলিয়া থাকি, তদনুসারে সকল প্রকার উন্নত পদে দেশীয় দিগকে অধিকার দেওয়া উচিত এবং এখানে আসিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও যাহাতে তাহারা ঐ সকল পদের উপযুক্ত হইতে পারে এরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য, কারণ কুপার্শিল কলেজে উত্তীর্ণ না হইলে কাহাকেও কর্ম্ম দিবনা বলা ও বাঙ্গ আর কাহাকেও নিযুক্ত করিব না বলা ও তাহা"। অন্য একজন সভ্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অবশেষে আমরা ভারত হিতৈষী ফসেট সাহেবের শুটি কত কথা মুখ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। "অবশেষে তিনি ফসেট সাহেব) বলিতে চান যে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ক্ষমতার হ্রাস করা কখনই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, বরং ভবিষ্যতে যাহাতে সুশৃঙ্খল রূপে ভারতবর্ষ শাসন হইতে পারে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। তাহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে কমন্স মহাসভার সতর্ক দৃষ্টি থাকা ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদের রাজ্য শুভজনক হইতে পারে এবং তাহা হইলে সেই ভারতবর্ষবাসীরা বুঝিতে পারে যে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবার লোক ইংলণ্ডে আছে।" পাঠকগণ বলুন দেখি একথা গুলি শুনিলে ভারতবর্ষের সুখের দিন আসিতেছে মনে হয় কি না? ইংরাজকে সুহৃদ্ভাব বলা যায় কি না? আমাদের মধ্যে উক্ত শোণিত ও বলবীর্য্য সম্পন্ন যদি কেহ থাকেন, যিনি তরবারের আশ্রয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সুখের দিনের সম্ভাবনা দেখেন না, আমরা তাহাঁর পক্ষ নহি। তরবার ও যুদ্ধের মুখ অবসান হইয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের যদি কখন সদ্গতি হয় সে সদ্গতি কেবল সকল জাতির ন্যায় বিচারের দ্বারাই হইবে। ভারতবর্ষ আত্মসাৎ করা বিষয়ে ইংলণ্ড অনেক ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত রাজ্যের শাসন যদি ন্যায় সঙ্গত রূপে করিতে না পারেন, তবে ইংলণ্ডকে ধিক্! ভারতবর্ষের সন্তানেরা যদি আপনাদের যোগ্যতা ও চরিত্র দেখাইতে পারেন ইংলণ্ড কত কাল বধির হইয়া থাকিতে পারিবেন, স্বার্থপর নীচ প্রকৃতি ও ক্রূর হৃদয় ইংরাজদিগের স্বার্থপরতা দূষিত রাজ নীতি কত কাল রক্ষা করিতে পারিবে, অর্থ-পিশাচ হৃদয় শূন্য ভাক্ত খৃষ্টান সাহেবেরা কতকাল ভারতবর্ষীয়দের ধন মান লুটিয়া খাইতে পারিবে? যে সমাজ শাসনের ভয়ে ইংলণ্ড আবিসিনিয়া হাঁড়য়াছেন, যে সমাজ শাসনের ভয়ে

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই সমাজ শাসন একপ্রকার তাঁহাদের হাতেই ছিল। অথচ এই সময় কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের গোড়ার প্রভু ও যিনি যিনি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া বলিতেছেন ও লিখিতেছেন তাঁহাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি। তাঁহারা সেই সমাজ শাসন প্রস্তুত করিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

—০—

অমরনাথ নাটক (১) নাটকে আমাদিগের নিতান্ত অরুচি হইয়াছে। নাটক দেখিলে মন উৎপাঠে লোলুপ ও ব্যাঘ্র হয় না। অমরনাথ নাটকে ছুলুহম অমরনাথ ঐ অরুচির বিশুণতর বৃদ্ধি করিয়া দিল। কিন্তু কি করি কর্ত্তব্যের অনুরোধে নাটকখানি পড়িয়া দেখিতে হইল। পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম, এখানি অপদার্থ নাটকদল প্রবিষ্ট নহে। ইহাতে কিছু রস আছে। আমরা ইহাতে নাটক রচয়িতার দুটী ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। এক তিনি প্রশ্ন প্রতি বাক্যই উপমা দ্বারা সরস ও মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক উপমাই সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ উপমা সংগ্রহের শক্তি আছে সেরূপ যদি কবিতা রচনা করিবার শক্তি থাকিত তিনি একজন ওকরী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। গ্রন্থে যে কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার একটীর ৩ " অবিদিত ওবাপি সংক্ষ ব তন্মিতি কর্ণের বমতি মধ্য ধারাং। অনাধনত পাবনম, প হরকি দুখং শ্রীমতী যানা।" কলেবরু ম.ন। বর্ষণ করে না.

দ্বিতীয়, গ্রন্থকার যে নাটকের নায়ক প্রতিনায়কাদি মনোনীত করিয়াছেন তদ্বি ষয় তাহার বিলক্ষণ, সমদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। উভাদিগের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের

(১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা সিমুলিয়া বাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৯৮ নং সুকুল যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য [illegible]

মনে হয় অমরনাথ নাটকের গ্রন্থকার নূতন লেখক, তাঁহার যে এরূপ পরিমার্জিত রচনা করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় নাই। তিনি যে সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তিনি হয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এ প্রকার গ্রন্থের রচনায় আসিয়া অধিকাংশ প্রসংসার বিষয়ী গ্রন্থের লেখনীর ন্যায় ভাষা ও ভাব রিতি বিপন্ন হইয়াছে। এখানিকে রামনারায়ণ ন্যায়রত্নের নীতিবিষয়ক গ্রন্থগুলির ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার এক খানি পাঠ্য গ্রন্থ হইত।

উদ্যোগুক পত্রিকা। (৩) এখানি মাসিক পত্র। ইহাতে পাঠ যোগ্য অনেক গুলি উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার লেখাটী বিষয়ের অনুরূপ হইতেছে না পত্রিকা খানির নাম উদ্যোগুক পত্রিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ ভদ্র নাই। উদ্যোগুকের বুদ্ধাস্ত অধিক পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশিত হইলেই ইহার নামটী যথার্থ হইত। কিন্তু আমরা পত্রিকা মধ্যে উদ্যোগুকের নাম গন্ধ পাইলাম না।

অবকাশ রোধিনী (২) এখানিও মাসিক পত্র। এখানির লেখা উদ্যোগুক পত্রিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিষয় গুলি সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট নহে।

বিবিধসংবাদ।

সংবাদ পত্রের মুখ্য কার্য্য, আমাদিগের রাজানুগত প্রতিনিধিরূপে, রাজপুরুষদিগের নিকট যে কর্ত্তব্য ঋণে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ পরিশোধিত হইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-কল্পে যেরূপ আচরণ করিয়াছে। কবির নাহেব বক্তৃতায় করেন। তাহার সঙ্গে একপ্রকার [illegible] তাহার আছে, উহা সেই

(২) [illegible] ১০৩ নং [illegible] [illegible] মূল্য [illegible]

(৩) [illegible]

ভিন্ন আর কেহ তুলিতে পারে না। কফির সাহেব যাস খান কি সুইডীয়ের লোকে ঘাস খায় পরে জানা যাইবে।

ডেনমার্কের এক ব্যক্তি একদা লুইসবিলের ডুরণ্ড খেলার আফিসে গিয়া ৯,৯৯, ৯৯৯ অথবা ৯৯৯৯ নম্বর টিকিট প্রার্থনা করে। এরূপ বিশেষ প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, সে ৯ বৎসর বয়সের সময় স্বদেশে আগমন করে, এখানে ৯ বৎসর থাকিয়া বিবাহ করে, বিবাহের ৯ মাস পরে তাহার একটী সন্তান (বোধ হয় বিবাহের পূর্ব্বে কিম্বা সেই দিবসেই গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকিবে) জন্মে। ৯ম দিবসে ঐ শিশুর নাম করণ হয়। সে ৯ বৎসর তাহার স্ত্রীর সহিত একত্র ছিল, ঐ সময়ের মধ্যে ৯ টী সন্তান হয়। তৎপরে স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে সে তাহাকে ৯ বার প্রহার করিয়াছিল। এ জন্য সে ৯ দিবস কারাগত ছিল, তৎপরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ৯ বৎসরের শেষে ঐ টিকিটের জন্য আসিয়াছে। ৯ নম্বর টিকিট দ্বারা অনেক টাকা পাইবে আশা ছিল কিন্তু তাহা না হওয়াতে ৯ টা বেলার সময় চলিয়া গিয়া ৯ গ্লাস বিয়ার মদ পান করিয়া চলিয়া গেল।

২৫ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

ইচ্ছামত ঘরের ভাড়া ধরিয়া রথ্যা কর নিরূপণ অত্যাচারের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার সামান্য প্রকার একটী বাটী আছে, উহার বার্ষিক ভাড়া ৩ হাজার টাকা স্থির করিয়া ৯ টাকা কর ধার্য্য করা হইয়াছে। যদি এইরূপে কর ধার্য্য করা হয় অত্যাচারের এক শেষ হইবে। বাটীর ভাড়া ধরিয়া গৃহস্বামীর আয় নিরূপিত হইতে পারে না। অনেক স্থলে এমন আছে পুরুষেরা অট্টালিকাদি করিয়া দেশ ভ্রমণ সব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, কিন্তু সেরূপ ধনশালীতা নাই, দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাদের সেই বাটীর ভাড়া ধরিয়া কর ধার্য্য করিতে গেলে তাহাদের প্রতি কি অবিচার করা হয় না?

শুনা যাইতেছে, কতকগুলি লোকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, সঙ্গীতের উন্নতি বিধানার্থ সাধারণ লোকে যে চেষ্টা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সাহায্য দান করেন এবং কালেজ ও স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীত চর্চ্চাও প্রবর্ত্তিত করেন। বোধ হয় এ নিমিত্ত শীঘ্র গবর্ণমেণ্টে আবেদন হইবে। কলিকাতা এজেলসর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন সাংক্রামিক আক্রান্ত প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের এমন অর্থ নাই যে এ সময়ে উহাদিগের উপযুক্তরূপ সাহায্য করেন, এমন সময়ে সঙ্গীত বিদ্যার পোষণার্থ সাধারণ সমাগার হইতে কদাচ কোনরূপেই সম্মত হইতে পারে না। কথা অযথার্থ নয়, যে সকল দেশীয় ধনবান ব্যক্তির ইহাতে অনুরাগ আছে, তাঁহারা মনে করিলে আর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক হইবে না।

২৬ এ ভাদ্র বুধবার।

গত বুধবার কলিকাতার বিশপ উত্তর পশ্চিম ধর্ম্মার্থ গমন করিয়াছেন। গত রাত্রিতে আড়ংঘাটা বেলি পঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন।

পুনার ক্ষৌরকারেরা মাগদালার লার্ড নেপিয়রের নিকট যে আবেদন করিয়াছিল, তাহার কোন উত্তর না পাওয়াতে তাহারা একেবারে রাজ্ঞীর নিকটে আবেদন করিবে স্থির করিয়াছে। লার্ড নেপিয়র সৈনিক দিগের ক্ষৌরকার্য্যের সামান্য ব্যয় সংক্ষেপ না করিয়া যদি এক বৎসরের জন্য আপনাদের পর্য্যন্ত বাস ও দেশ ভ্রমণ বন্ধ করেন সাধারণ ধনাগারের অনেক উপকার হয়।

আলাহাবাদে মেটন সাহেবের স্মরণার্থ যে ১৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, পিয়নিয়র বলেন, উহা আলফ্রেড পার্কে একটী সুন্দর ঘণ্টা নির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে। সাহেবদিগের আমোদের জন্য, একটী টেনিস খেলা নির্ম্মাণ অপেক্ষা প্রকৃত কাজ হয় এমন কোন বিষয়ে ঐ টাকা ব্যয় করা কি ভাল হয় না?

গবর্ণর জেনরল আগ্রায় যে দরবার করিবেন, বোধাইর গবর্ণর তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া সে দিন পার্লিয়ামেণ্টে যে তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে ফসেট সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহা এবং তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তৃতা শীঘ্র ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

আগামী এ সেপ্টেম্বর সোমবার কলিকাতা ম্যাকেট বন্ধ হইয়া ১৭ ই সেপ্টেম্বর সোমবার পুনরায় খুলিবে।

কাবুলের আমীর সিরার আলী ক্রমে আস্কালাভ করিতেছেন।

জে, ডবলিউ গাডিনার সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারির কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাই সমাচার বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া লিখিয়াছেন, বিরাজী জীজী ভাবর গ্রেগরিয়ান নামক বেটে একটী বৎসী ছিল। একদা প্রাতঃকালে উহাকে দেখিতে না পাওয়াতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল কিঞ্চিৎ দূরে একটী বৃহৎ সর্প ওকরর আহার নিমজ্জন চলাচ্ছল রহিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সর্পটীকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলা হইল, কি আশ্চর্য্য উহার উদর মধ্যে সেই বৎসটী জীবিতাবস্থায় রহিয়াছে, উহার একটী পালকও নষ্ট হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র বাহির না করিলে সর্পের উদর মধ্যে বৎসটী হজম পাইত।

২৭ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মাকেটরের ডিউক স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড হইতে কানাডা যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে সান ফ্রান্সিসকোতে গমন করিবেন, পরে জাপান ও চীন হইয়া আগামী শীত কালে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ডিউকের স্ত্রী ত্রিভিসি হইয়া আসিয়া কলিকাতায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইংলণ্ডের বড় বড় লোকে ভারতবর্ষে আগি-

মন করিয়া তাহার অবস্থা-পরিবর্তন করিয়া লন আমাদিগের ইচ্ছা।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা ক্রমে সকল বিষয়েই পুরুষের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। কি চিকিৎসা কি বিচার কি শিল্প সকল বিষয়েই ত তাহারা পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছে, সম্প্রতি আবার তাহারা স্কার্ট পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের ন্যায় পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন তাঁহাদের মধ্যে ওয়াকার পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল বলিয়া পুলিস তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে উন্নতি শীলা স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া অনায়াসে বেড়াইতে পারিবে আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তাহারা পুরুষদিগকে দেখে গাউন পরিয়া সৌখিন বাড়ি কামাইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতে বয়।

সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে একজন ফিরিঙ্গী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতে ছিলেন, বেঞ্চের উপর তাহার বাস ছিল। শ্রীরামপুর ষ্টেসনে একজন বাঙ্গালি ঐ গাড়িতে উঠিয়া ব্যাগ সরাইয়া উপবেশন করেন। অনন্তর তিনি একখানি বহি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। সাহেব অমনি তাহার হাত হইতে বহি খানি কাড়িয়া লইয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, বাঙ্গালি বাবুর গায়ে জোর নাই তিনি হাত তাড়া আসিয়া রেলওয়ে পুলিসে নালিশ করেন। পুলিস সেখানের সাহেবের নামে নালিশ, মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন। [illegible] হইয়াছে।

ঢাকার উত্তরবর্ত্তী মেহারিস্ত নামক স্থান হইতে এক ব্যক্তি ঢাকা প্রকাশে লিখিয়াছেন, উক্ত গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকান্ত ঘরের পুত্রবধূ রাত্রিকালে স্বীয় ছয় মাসের শিশু সন্তানকে লইয়া যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে সেই গৃহে একটী সর্প প্রবেশ করিয়া তাহার শিশু পুত্রকে দংশন করিয়াছে। শিশুটী এখনও জীবিত আছে, স্ত্রীলোকটী নিদ্রাবেশে সর্পটীকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু সর্পটী পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৫। ১৬ দিন হইতে সর্পটী এইরূপ করিতেছে।

সম্প্রতি [illegible] নগরে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে বিবিধিগকে [illegible] করে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এবিষয়ে আমার গত কাগজে [illegible] দেখিয়া [illegible] ও এ রকম কাজ [illegible]

[illegible] ঠ [illegible]

পারিয়াসের সাহা সেপ্টেম্বরের শেষে [illegible] প্রত্যাগমন করিবেন।

ম্যাকমাহন সাহেব পুনরায় পালিয়ামেণ্ট সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। এ সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লণ্ডন নগরে প্রতিদিন ৫১৩০০০ সংবাদ পত্র বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে ডেলি টেলি গ্রাফ ১১০০০০, ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০০০০, ডেলিনিউস ৯০০০০ এবং ৮০০০০ টাইমস ৭০০০০।

চকদীঘী হইতে এক ব্যক্তি লিখিতেছেন—গত ১১ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে কালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চকদীঘির সন্নিকটবর্ত্তী ওঁড়া নামক গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় দুই ব্যক্তির (ইহারা সহোদরদ্বয়) সামান্য কথা কলহ উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে হিংসার আজ্ঞা একবারে বিবেক শূন্য হইয়া এক খণ্ড লাল কাষ্ঠের দ্বারা তদীয় জ্যেষ্ঠের মস্তকোপরি এরূপ একটী আঘাত করিল যে আঘাত স্থান হইতে অপ্রতিহতে প্রভাবে রুধির-ধারা নিঃসৃত হইয়া দুই ছিদ্র পথের মধ্য তাহাকে অসময় ও সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল রজনী প্রায় দ্বিপ্রহরা অবধি সময়ে তাহাকে চকদীঘী চিকিৎসালয়ে আনয়ন করা হয় তথায় নীত হইবার অব্যবহিত পরেই আনুমানিক পঞ্চম ঘিনিট পরে এই হতভাগ্য মানবলীলা সম্বরণ করে। পরদিন (১২ ই ভাদ্র প্রাতঃকালে বর্দ্ধমান প্রেরণ জন্য শবটিকে স্থানীয় পুলিসের বক্তে অর্পণ করা হইল।" এরূপ অমানুষিক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা সচরাচর শ্রুতিগোচর হয় না।

১৯ এ ভাদ্র শনিবার।

পালিয়ামেণ্ট সভায় বক্তৃতাকালে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের কাগজ পত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ভারত মৃত্যুসংখ্যা ইংলণ্ড হইতে ৫৬গুণ বেশী ইংলণ্ডের [illegible] ভারতবর্ষ।

[illegible]

[illegible] ঠাকুর [illegible] ঠাকুর [illegible] ঠাকুর [

চিঠিপত্র বাতায়াতের সুবিধার জন্য কুলপুকুরে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার জমিদারী এলাকা লক্ষ্মীপুর গ্রামের প্রজাসমূহের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ২৫০০ আড়াই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটী খাল খনন করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩০ এ আগষ্ট। বাবু প্রসন্নকুমার সরকাল জামাল পুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন বলিয়া যে আজ্ঞা প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু ভৈরবীপ্রসন্ন সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু সময়ের জন্য হুগলী পলসরা অন্তর্গত বলিহাটি বিভাগের ভার পাইলেন এবং যে পর্য্যন্ত এই ভার তাঁহার হস্তে থাকিবে সে পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সাহানন্দ গুপ্ত হুগলিতেই থাকিয়া মেদিনীপুরে থাকিবেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু পুরস্কার রাজসাহী হইতে বদলী হইলেন।

মালদহের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

উত্তর লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিসনর কাপ্তেন এচ জে, পিট সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু জানকীনাথ সিংহ মজফরপুর বিভাগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর। হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি লিডকে সাহেব কিছু দিনের জন্য কটকে বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পক্ষ লিখিত বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন—

বাবু সূর্য্যচন্দ্র রায় চাকদহবাসী, বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জিরিয়াবাসী এবং মাওরা, বাবু সূর্য্যকুমার সেন, বাবু বিনোদনাথ চট্টোপাধ্যায় বারাসত অন্নদাপ্রসাদ সেন মজঃফরপুর, ভগবতচন্দ্র সোম আলীপুর ইন্দ্রনারায়ণ পালিত বর্দ্ধমান, গোপালদাস বিশ্বাস বাঁকুড়া।

শ্রীযুক্ত জে এণ্ডার্সন সাহেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজারের উপবিভাগের ভার পাইবেন।

কক্সবাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে এলফিন্ষ্টন সাহেব শ্রীহট্টে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ ডবলিউ ফ্রেজর সাহেব প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ এচ, হ্যারাট সাহেব কিছুদিনের জন্য ফরিদপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

মি বিক্লর্ক সাহেব উণ্ডা সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইন্স্পেক্টর হইলেন।

আর এক হ্যাম্পরি সাহেব কিছুদিনের জন্য পূর্ণিয়া বাঙ্গালা বিভাগের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর হইলেন।

মি বার্ণ্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ৩ ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের মন্ত্রিসভার যে গোলযোগ হইতেছিল এখনও তাহার শেষ হয় নাই। কার্থেজিনার আক্রমণকারীরা কৃত কার্য্য হইতে পারিতেছে না।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। কার্লিষ্টেরা পুনরায় সৈন্যের নূতন সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বোধ হয় দলের মৃত্যু ব্যয়ের লাঘব করিতে তাহাদের ইচ্ছা।

কার্লিষ্টেরা উত্তর দেশ অধিকার করিতেছে।

পোপ পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন

মাড্রিড ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিগর কাষ্টিলার মন্ত্রিসভার প্রেসিডেণ্ট হইয়া রহিলেন।

লণ্ডন ৯ ই সেপ্টেম্বর। কেপ এবং কফির মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। রেড সিডের মূল্যও বৃদ্ধি হইয়াছে।

ফ্রান্স ইংলণ্ডের ধার হইতে ৯১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হয়।

লণ্ডন ১০ ই সেপ্টেম্বর। আমাদের রাজী প্রসন্নের মুখবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তথা হইতে বিদায় গমন করিতেছেন।

মিলড ফ্রেডের নিকটে আর একটী ফেন ওয়ে হইয়াছে। ইহাতে ৩ জন হত ও ১৫ জন আহত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের বী ভূষণ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। রাইপুরে আর একটী ভূমিকম্প দেখা দিয়াছে। এই বারে গ্রাম খানি জনশূন্য হইল। আশ্চর্য্য এই রাইপুরে এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন অনুসন্ধান লইতেছেন না। আমরা কি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছি? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবেন আমরা কোন বিষয়েরই অণুমাত্র অযথাযথ বর্ণন করি নাই। গবর্ণমেণ্ট একটু কৃপানয়নে রাইপুরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অধিবাসীদের প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন হইল। গৌড়নগরের ন্যায় একটী জনপদ লোকশূন্য হইলে ইংরাজ রাজ্যের কলঙ্কের আর সীমা থাকিবে না।

২। কাবেল সাহেবের কাজ গুলি যে তাদৃশ পরিপাটি হইতেছে তাহা পরিস্ফুটরূপে কলসকাঠির প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি অনেক গুলি চৌকী উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন যে চৌকীগুলি রক্ষিত আছে, তাহাদের এলাকা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে একজন সুযোগ্য পুলিষের কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না আর একজন অতিরিক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিয়োগ প্রয়োজন হইতেছে। ডাকাতগণ সুযোগ পাইয়া কাটোয়া চৌকী লুটপাট করিয়াছে। কাঁদরায় একটী ভয়ানক ডাকাতি হইল। তাহার কথা বন্ধ করিয়া কিয়দংশ এলাকা, বলপুরের চৌকীর সঙ্গে একত্রে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বক্রী অংশ কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এত বিষয়ের বিচার যে কত কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য

হইতে হইবে, তাহা অনুভবশীল পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এত যে পরিবর্ত্তনে ঘুষ খাওয়া বন্ধ হইবে, তাহা কত দূর কার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক বার দেখা যাউক। কাটোয়ায় এক মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে যে একজন মুন্সেফ কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না, এই হেতু একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং কাঁদরায় চৌকী থাকাতে যে ব্যয় হইতেছিল তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। অথচ দুখি প্রজাদের বিচার পাইবার পথে নানা কণ্টক নিক্ষেপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। কলিকাতার জমিদার বাবু শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়কে মানা পীড়ায় এত আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, যে তিনি আপন বিষয় কার্য্য পরিদর্শনে নিতান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবুর সদৃশ কার্য্যদক্ষ উদ্যোগশীল পুরুষকে এরূপ শোচনীয় অবস্থা পর দেখিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। শুনিলাম তিনি আপন বিষয় কার্য্যে এত ভাল অনেকদিন হইতে নিযুক্ত করিয়া সংসার ক্ষেত্র হইতে একেবারে অবসৃত হইতে মানস করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থকায় করিয়া যেন এই আমাদের ক্ষীণ স্বর শ্রবণ করেন।

৪। একজন মুসলমান শ্রেণী মধ্যে একজন বেশ উদ্যোগশীল পুরুষ দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইয়াছি। তিনি আপন বাসগ্রামকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন, একান্ত যত্ন করিতেছেন। তথায় একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এই বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষকদিগকে উৎসাহী করিবার, ও পারিতোষিক দেওয়া হয়। ইহার জন্য যে সমস্ত ব্যয় হয় তাহার সমস্ত ভার আপনি বহন করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের এক কপর্দ্দকও সাহায্য লন না। তিনি একজন মুসলমান পুরুষ। তাঁহার এত অল্প বয়সে সহকারে দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে তিনি আপন বাল্য প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হবেন। আমরা যে মহাশয়ের যত প্রশংসা করিলাম, তিনি [illegible] নিবাসী মুন্সেফ

মৌলবী গোলাম সবদার সিরার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত কুদী সিরাজ রহমান সাহেব বাহাদুর। তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এত অনুরাগ যে তিনি বাঙ্গলা ভাষার প্রচারিত অনেকগুলি সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু, কি মুসলমান, ভদ্রলোকের ঘরের ছেলেদের মন অসৎপথে প্রধাবিত না হইলেই দেশের অনেক মঙ্গল হয়। উপসংহারে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই প্রাতঃস্মরণীয় সিরা সাহেব দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করেন। তালিমপুর গ্রাম-খানি মমরাজী আবাদ হইতে অনেক দূর হইবে না।

৫। সম্প্রতি কাবেল সাহেব শিক্ষা বিভাগে একটী নিয়ম করিয়াছেন যে প্রতি জেলায় মিউনিসিপালিটীতে কতক টাকা দেওয়া হইবে, তাহাতেই সেই জেলার শিক্ষাবিষয়ক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ঐ নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম বর্দ্ধমান জেলার স্কুলগুলির পোষণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১৪০০০ টাকা দিবেন। কিন্তু স্কুলের বর্ত্তমান সংখ্যা বজায় রাখিতে গেলে রাজকোষ হইতে প্রতি বর্ষে ৩৭০০০ টাকা দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং ১৩ হাজার টাকার অনুলাভ পড়িতেছে। আর ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধনের অন্য উপায় না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল স্কুল সুচারুরূপে চলিতেছে না, তাহাতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়াছেন। এই হেতু বর্দ্ধমানী আবাদের চতুষ্পার্শ্বে যে স্কুল গুলি ছিল তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য স্কুলের কথা বলিতে পারি না, গঙ্গাটীকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ের কি অপরাধে যে সাহায্য উঠাইয়া লওয়া হইল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এটী এ অঞ্চলের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয়। এক এক বার পরীক্ষার বীজবপনের সময় স্কুলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমরাও সোমপ্রকাশে ইহার [illegible] প্রণালী দেখিয়া প্রীত হইয়া কয়েকবার

[illegible]

করাতে আমরা যার পর নাই সুখান্বিত হইয়াছি।

৬। এবারে পূজার বন্ধের পূর্ব্বে মমরাজী আবাদ স্কুলের বালকদের বাৎসরিক পরীক্ষা হইবে।

৭। বর্দ্ধমান আজি কালি নীরফুয়ের একটী প্রধান স্থান হইয়াছে। বড়পুরের সঙ্গে কাটোয়া প্রভৃতি স্থানের যোগ করে, এরূপ একটী পাকা রাস্তা থাকা প্রার্থনীয় হইয়াছে। রোডসেস কমিটীর মেম্বরেরা সভায় এ বিষয়টী আন্দোলন করেন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু।

মহাশয়! আমি নানা সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য পাবনা ও নের জগন্ন অঞ্চলের জমীদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের বিবাদের বিবরণ অবগত হইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা ও তাহার যে প্রকৃত কারণগুলি অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কএক বৎসর হইল এ অঞ্চলের জমীদারেরা কতকগুলি গ্রামের প্রজার খাজনা অসঙ্গত রূপে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ঐ সমস্ত প্রকার খরচা আদায় করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা তাহা দিতে অসম্মত হয়। তাহাতে জমীদার বাবুরা প্রজাগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অত্যাচার এক প্রকারের হয় নাই। জমীদারগণের পক্ষ হইতে প্রজাগণের প্রতিকূলে নানা প্রকার অনুমতি, [illegible] ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং জমিদারদের ন্যায় তাঁদের অনেক [illegible] প্রজাদের সর্ব্বনাশ হইতে লাগে। অনন্তর প্রজারা যৌথভাবে বিবাদী [illegible] রাজকীয় [illegible] তাহার [illegible] প্রজাগণকে [illegible] ঐক্যবদ্ধ [illegible] আবশ্যক [illegible]

দায়ি আদালতের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ দেন। প্রজা'রা তদনুযায়ী কর্ম্ম করে, সেরাজগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বলেন সাহেব জমিদার বাবুদিগের স্থানে প্রচুর পরিমাণে টাকা'র সূচলকা ও কোবালা আমিনী গ্রহণ করেন, তাহাতে জমিদা'রের দৌরাত্ম্য আপাততঃ কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু উঁহা'রা একবারে ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহা'রা অসঙ্গতরূপে মিরিখ ও জমা বৃদ্ধি করিয়া কএক খানি গ্রামের প্রজার নামে অনূন ২০০ শত বাকী খাজনার মকদ্দমা

জাদপুরের মুন্সেফী আদালতে উপস্থিত করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু পরগণা আপিল করাতে জেলা রাজসাহির সেসন জজ শ্রীযুক্ত আলেকজেণ্ডর সাহেব জমিদারগণের দাখিলি দলিল সকল কৃত্রিম তা'র প্রমাণ পাইয়া প্রজাগণের স্বীকৃত মত বস্তু প্রতি বিঘা ২৷৷০ টাকা ও ফসলী প্রতি বিঘা ৷৷০ আনা মিরিখ অনুসারে খাজনা ধার্য্য করিয়া তদনুসারে ডিক্রী করেন। প্রজাগণের অবাধ্য হইবার এই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দৌলতপুরের জমীদা'রেরা দৌলতপুর প্রভৃতি গ্রাম জরীপের প্রার্থনায় আবেদন করেন। কালেক্টরের উপরে উহার বিচার ভার সমর্পিত হয়। সেরাজগঞ্জের প্রথমসিভ বলেন সাহেব ২৩৭ ইঞ্চির হাতে জরিপের আদেশ করেন (বলেন সাহেবের এই কার্য্য যে নিতান্ত অসঙ্গত এমত বলা যায় না, কেন না ১৮৬৯ ইংরাজীর ৮ আইনের যে স্থানে যে মাপ দণ্ড প্রচলিত আছে সে স্থানে তদ্দ্বারা মাপ হইবার বিধান থাকায় এবং ইশফসাহি পরগণায় "মোকদম সাহেবের" অর্থাৎ ২৩৬ ইঞ্চির হাত প্রচলিত থাকার দলিল ও প্রমাণ পাইয়া বলেন সাহেব ঐরূপ মীমাংসা করেন) কিন্তু জমিদারেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন কোন জমীদার কতকগুলি প্রজার নাম করিয়া আপন ইচ্ছা মত জমি, মিরিখ এবং তদনুসারে রেজিষ্টরি করিবার জন্য সেরাজগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার বলেন সাহেবের সমীপে উপস্থিত করেন এবং প্রকৃত প্রজার পরিবর্ত্তে আপন বাধ্য অন্যান্য লোককে উপস্থিত করিয়া তদ্ভাবৎ রেজিষ্টরি করাইয়া লন পরে প্রকৃত প্রজারা তাহা টের পাইয়া ঐ সকল কবুলীয়ত কেরত চা'হিবাতে বলেন সাহেব উক্ত রূপ চা'তুরী হইয়াছে জা'নিয়া তাহা প্রজাগণকে ফেরত দেন।

এইরূপে সেরাজগঞ্জ প্রদেশে কতক দিন গোলযো'গ চলিতে চলিতে পাবনা অঞ্চলের কতকগুলি জমিদারের সহিত তত্রত্য প্রজাগণের বিরোধ এবং তদ্দ্বারা ভয়ানক অত্যাচা'র উপস্থিত হয়। কো'ন কোন জমীদার প্রজাগণের বাড়ি কাটিয়া কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে টি কট লাগাইয়া নটকাইয়া দেন এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রজা ও তা'হা দিগের পরিবারগণকে উলঙ্গ পর্য্যন্ত করিয়া অপমান করেন। প্রজারাও তাহা'র প্রতিশোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পাবনা প্রদেশের গোপাল নগরের প্রজারা'ই প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠে, পরে তাহারদিগের সঙ্গে নানা স্থানের দস্যু দল এবং জমিদা'র বাবুদিগের পুষ্ট পালিত লাঠিয়াল দল মিলিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গোপাল নগরের মজুমদার'দিগের বাড়ী লুঠ করে। তাহার পর মুরাল্যায়া ক্রমশঃ দলে বলে পুষ্ট হইয়া হুটু'রিয়া নাকা'লিয়া এবং কাঁড়াসিয়া প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অত্যা'চা'র করিয়া অবশেষে সাগর কান্দিতে ধ'ক্কাদ্ধ করে। ইহার মধ্যে পাপাত্মারা কত কত স্থানের স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্র করিয়া তাহারদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইয়াছে এবং কত প্রকার অপমান করিয়াছে।

গোপালনগর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর কান্দি পর্য্যন্ত শেষ করিতে অত্যাচারিদিগের প্রায় ৫।৬ দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যেও পাবনার মহাত্মা মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবের চৈতন্য হয় নাই। নানা স্থানে লুট আরম্ভ হইয়াছে এবং দুষ্যুদল স্থানে স্থানে সমবেত হইয়াছে এ সংবাদ তিনি কএক জন পুলিস কর্ম্মচারি দে'য়ে প্রথমে তাহার কিছুই বিশ্বাস করেন নাই। যখন গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে গোচর হইল তখন টেলর সাহেব বজরায় যাইয়া নিজে নৌকায় বসিয়া থাকিয়া পুলিস কর্ম্মচারিগণের দ্বারা দে'খীয় সঙ্গে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে ধরিয়া আনিলেন। টেলর সাহেব সতর্ক হইলে কি ঐরূপ অত্যাচার হইতে পারিত?

যাহা হউক দস্যুর অত্যাচা'রই হউক বা বিদ্রো'হী প্রজার অত্যাচারই হউক যেন তেন প্রকারেণ দরিদ্র প্রজারই যে সর্ব্বনাশ তৎপ্রতি সন্দেহ মাত্র নাই। যে প্রদেশে লুঠ পাট হইয়াছে অথবা কালি সেই প্রদেশের অবস্থা দেখিলে অরাজক বলিয়া বোধ হয়। যে সকল লোকের বাড়ী লুঠ হইয়াছে তাহারা'ও নালিশ করিতেছে, যাহাদের বাড়ী লুঠ হয় নাই তাহা'রা'ও নালিশ করিতেছে এবং যে সকল লোকের সঙ্গে শত্রুতা আছে তাহাদিগের নাম আসামির মধ্যে লিখিয়া দিয়া পরে পুলিস কর্ম্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক এক ব্যক্তির নিকট ১০। ১৫। ২০ টাকা পর্য্যন্ত সন্ধোবস্ত করিয়া লইয়া ক্রমে ছাড়িয়া দিতেছে। ওদিকে যে নিরপরাধ ব্যক্তি টাকা দিতে না দিতেছে তাহাকে কোমদারি আদালতে চালান করিতেছে। এইরূপে যে কত শত নির্দ্দোষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অকারণে জেলে আবদ্ধ আছে তাহার সংখ্যা নাই।

দহ শয়। আমি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যেরূপ আন্দোলন শুনিয়াছি তাহাতে পাবনা ও সেরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজাগণের রক্ষার উপায় নাই। আজি কালি এ প্রদেশে যাহার নিকটে সত্য কথা পাওয়া যাইতে পারে এমন একটী নিরপেক্ষ লোক পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারা সকলেই প্রায় জমিদার অথবা তাঁহা'র দিগের পক্ষাবলম্বী লোক। প্রজারা অধিকাংশই ঘোর মূর্খ এবং দরিদ্র। তাহারা সংবাদ পত্রেও লিখিতে জানে না এবং রাজ দ্বারে দণ্ডা-

৫।৬ শত টাকার দরকার, এত টাকা কে যায় পায়। এদিকে পাকড়াশী স্বামীর অস্তি ব্রজকেশরীর মোকদ্দমার গতিকে ঋণগ্রস্ত হইয়া করিয়া আপন আপন দোষ সংশোধন করি পার চেষ্টাতেই তৎপর। কিরূপে দেশে প্রচলিত শান্তি সংস্থাপিত হইবে তাহার কোনও প্রতি লক্ষ্য নাই। পাবনা পুলিস কর্মচারিগণের নিরপেক্ষতা এক প্রকার জগদ্বিখ্যাতই হইয়াছে। ২।১ টী ভাল লোক থাকিলেও তাহারা ভয়ে কে কথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তর কেহ সাহস পূর্ব্বক প্রজাদিগের অনুকূলে কথা বলিলে জমিদারেরা অমনি সাহেবকে পিয়োহীর রাজা বা দলপতি ইত্যাদি নামে প্রকাশ অপদস্থ দিতে এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক মুখে বলেন, তাঁহারা প্রজার বন্ধু, কিন্তু কাজের বেলায় জমিদারগণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাহারা প্রজার কিম্বা প্রজার পক্ষাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে কোন মন গড়া কথা লিখিয়া জমিদারগণের সন্তোষ সাধন ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবার কি মন্ত্র অবগত আছে, যদি কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কিছু লেখে প্রায়শ্চিত্তও তাহা প্রকাশ করেন না। করিবেনই বা কেন? তাহারা ত টাকা দিয়া সংবাদ পত্র প্রচার করিতে পারেন না। জমিদারের বিরুদ্ধে লিখিলে দেশে দেখে ভ্রমণ করিয়া যে প্রজাকে বুঝি করিয়াছে তাহা যে করিয়া যাইবে তাহার উপায় কি? আজি কালি সেরেস্তা। পুর মহেশ সাহেব এবং হেলাতে পুলুর নবীন ঈশানচন্দ্র রায় সম্পাদক দিগের লক্ষ্য হইয়াছেন। মহেশ বাবুকে লৈ 'অমৃত' হইতে ছাড়ান্তর এবং ঈশানচন্দ্র কে কথা দেওয়াইতে পারিলেই জমিদার কি লিখিবার কথা লিখি হয়। তখন জমিদার বাবুরা স্বচ্ছন্দে বলিয়া প্রজার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করিবেন এবং বাহিরে পুলুর কাটিবেন কথাটি বলিবার লোক থাকিবেক

মহাশয়! লিখিতে লিখিতে এত দূর আসিয়া আর লিখিতে পারি না,

শেষে পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবকে একটি কথা বলিয়া পত্রের উপসংহার করি। প্রবণসিদ্ধ সাহেব কি মনে করিয়াছেন যে ঈশানচন্দ্র রায়কে আবদ্ধ রাখিলেই জমিদারে প্রজার সম্প্রীতি হইবে? যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন তবে সে তাঁহার ভ্রম। তিনি যদাপি এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও প্রজার বন্ধু হইতে চাহেন তবে স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখুন এবং যে সকল জমিদারের অত্যাচার অসহ্য হইয়া প্রজাগণকে বিদ্রোহী হইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে ঐ অত্যাচারী জমিদারদের কঠিন দণ্ড বিধান করুন তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে অথচ কেহই তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না। তদ্ভিন্ন অন্যরূপ যত চেষ্টা করিবেন সকলই বৃথা হইবে।

ভ্রমণকারিণোজমস্য

ওয়ারকেশ্বরের মহান্তের নামে যে অভি যোগ উপস্থিত হইয়াছে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে সম্বাদপত্রসমূহে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কোন কোন অধীর প্রকৃতি ব্যক্তি মহান্তের উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিদারুণ বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীন হইয়া বিচার শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মহান্তের উপর পরস্ত্রীগমনাপরাধের আরোপ করিতেছেন। "মোকদ্দমার এই কি কাজ?" এই শব্দের একখানি নাটকও মুদ্রিত হইয়াছে। যে কুৎসিত অপরাধের নিমিত্ত মহান্ত অভিযুক্ত হইয়াছেন, সংসারের কার্য্যপরাঙ্মুখ ঈশ্বরসেবানিরত ব্যক্তির পক্ষে তদপেক্ষা মহাপাপজনক দুষ্কর্ম আর নাই। কিন্তু মহান্ত বস্তুতঃ সেই অপরাধে অপরাধী কি না, আমরা কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। এমত স্থলে চূড়ান্ত বিচারের পূর্ব্বে অভিযুক্ত মহান্তের বিরুদ্ধে কিছু লেখা যাইতে পারে না বোধ হয়। ইহাতেই যে কেবল অধীর প্রকৃতিসুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইতেছে এমত নহে, সম্বাদপত্রসমূহে বিচারপতির আসনে অধিরূঢ় [illegible]

অপরিহার্য্য এবং প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহারা সাক্ষ্য শাস্ত্র অনুসারে একান্ত নিষিদ্ধ। যাহা হউক, আমরা ঔদাস্য করি অন্যায় কিনি মহান্তের অপরাধের বিচার করিবেন, সেই দুর্বিজ্ঞ বিচারপতি মহাশয়, এই আন্দোলন জন্য উৎসাহবেগ নিরোধ করিয়া সাবধান বিবেচনা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

অবশেষে এই স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বোধ হয়, "সেসন" বিচারালয়ে এই গুরুতর অপরাধের বিচারকার্য্যে জুরীর সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। যেমনে উভয় পক্ষের অন্যতর পক্ষ বিশেষতঃ অভিযুক্ত পক্ষ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন হন, সেমনে প্রায়ই জুরীর বিচারে লোকে শঙ্কান্বিত হইয়া থাকেন। তাহাদের ঐরূপ আশঙ্কার কোন যুক্তি যুক্ত হেতু আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু যখন সাধারণে উক্ত বিষ আশঙ্কা করেন, তখন বিচারপতিরও সমধিক সতর্ক হইয়া জুরী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। আরো এতদ্বিষয়ে [illegible] সাধারণ জুরীর বিচারে লোকের আস্থা অতি কম। তৎ প্রমাণার্থে আমরা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, যথা—"কিন্তু বিচার জুরির হাতে! জুরর মহাশয়েরা একাজে জুরেন জ্ঞানী, প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষির জবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাহাঁরা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের হেসাব পাওনা মনে মনে বিচার করিতেছিলেন, কেহ বা অন্য অন্য চিন্তাতে নিমগ্ন। উকীল যখন বক্তৃতা করিতে ছিলেন, তখন তাহাঁরা কিঞ্চিৎ ঘুমাইতে [illegible] ঘুমে [illegible] করিয়া [illegible] সেরেস্তায় [illegible] লেন। [illegible] সাহেবের [illegible] বাঙ্গালায় "চম্পট" দিতেছিলেন, তখন তাহাঁরা মনে মনে অন্য সাহেবের হাতিটী পাওয়া যায় কি না তাহাই ভাবিতে ছিলেন। অন্য সাহেব [illegible] শেষ করিলেন, "সম্প্রতি [illegible] পারিবে" তাহাই [illegible]

নাই, কিছুই বুঝেন নাই, ভনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয়ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। ইত্যাদি।" যদি এস্থলে মহান্ত সত্যই নিরপরাধী হন, তথাপি জুরীর বিচারে মুক্তি লাভ করিলে সাধারণের ইহা বলিবার অধিকার হইবে যে, মহান্তের প্রদত্ত প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত হইয়া জুরেরা তাদৃশ পাপিষ্ঠকে নির্দোষী বলিয়াছেন। অথবা তাহাঁদিগের মূর্খতা নিবন্ধন মহান্তের নিষ্কৃতি হইল। আর যদি তাহাঁর যথোচিত দণ্ড হয়, তাহা হইলেও সম্ভ্রান্ত সাধারণেরা ইহা অনুমান করিতে পারেন যে, এই চুক্তুরার বহুল আন্দোলন হওয়াতে জুরদলের মনে মহান্তের বিরুদ্ধে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহাতে বশবর্ত্তী হইয়া সম্যক প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত হয়ত তাঁহারা মহান্তের দণ্ডবিধান করিয়াছেন। অতএব উপসংহার কালে আমরা বলিতেছি, যে মহামতি বিচারপতির হস্তে মহান্তের এই মকর্দ্দমার বিচার হইবে, তিনি যেন জুরী নির্ব্বাচন কালে এরূপ সাবধান হন যে, "জুরীর দোষে সুবিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে" সাধারণে এরূপ দোষোদ্ঘাটন করিতে ছিদ্র না পান। অপর, এই অভিযোগের বিচারার্থে যাহাঁরা জুরী হইবেন তাহাঁদিগকেও আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই ভয়ঙ্কর অপরাধের বিচার কালে পদে পদে ধর্ম্মের দিকে—লোক সমাজের দিকে সম্বাদ পত্র সম্পাদক মণ্ডলীর দিকে তাহাঁরা যেন দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। "অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্। অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।" ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনুর এই শাসন, বিচারপতি মাত্রেরই স্মর্ত্তব্য।

বহুবাজার } বশম্বদ
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে বিশেষ তদন্ত করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেছেন। যে সকল গ্রামে খাল নাই সেখানে খাল খনন জন্য তিন লক্ষ টাকা প্রদানের অনুমতি দিয়াছেন। এই সম্বাদটী পাঠ করিয়া আমাদের মৃতকল্পদেহে পুনর্জীবন প্রাপ্তির আশা সঞ্চারিত হইল। কতদিনে যে জেলার স্থানে স্থানে খাল হইয়া দেশরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নদী ও আবাদীখাল না থাকাতেই প্রতিবৎসর অধিকভূমি অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকে। বিশেষতঃ গতবৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত অনেক মহালের অর্দ্ধেক ভূমি আবাদ হইয়াছে কি না সন্দেহ। একারণ কৃষকগণের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। একে ত কতকগুলি বৎসরাবধি ম্যালেরিয়ার জ্বরে দেশটী জীর্ণ হইয়াছে, আবার এবৎসর ঘরেও অন্ন নাই, সুতরাং মজুরী না করিলে উদরান্ন সংস্থান হয় না। ভগ্নশরীরে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলে জ্বর হয়, এই প্রকার উপর্য্যুপরি কিছুদিন জ্বরের যাতনায় অস্থির হইয়া কেহ অন্যত্রে কেহ বা বিনামত চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়া হতভাগ্য পরিবারবর্গের শোকাশ্রু ও দারিদ্র্যদুঃখ প্রবাহিত করিতেছেন। কোন পরিবারের হয় ত তিনি এক মাত্র সংসার ছিলেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সংসারও সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নদশাগ্রস্ত হইল। এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা অনেক গ্রামেই দৃষ্ট হইবে। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই জেলার স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি বহুবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে কিছুতেই দুর্ম্মদার সংক্রামক জ্বরের শান্তি হইতেছে না। তাহার কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথম, এজেলার স্থানে স্থানে জল নির্গমনোপযুক্ত নদী বা খাল নাই দ্বিতীয়, যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহার অনেক গুলি ভরাট হইয়া যাইতেছে সেই কারণে মাঠে কৃষিকার্য্যের বিঘ্ন উৎকৃষ্ট পানীয় জল লাভের ব্যাঘাত হইতেছে। তৃতীয় যে নদী বা খাল আছে তাহার অধিকাংশই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই, বর্দ্ধমান জেলাস্থ নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রামগুলির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া খাল খনন করিয়া দিলে নিঃস্ব প্রজাসমূহের জীবন দান করা হয় এবং জেলাটীকে সম্যক উর্ব্বর করিয়া কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা প্রকৃত মঙ্গলসাধন করা হয়।

বর্দ্ধমান জেলাস্থ
কোন্নগর নিবাসী জনৈক প্রজা।
শ্রী —

—:০:—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আজি কালি ইংরাজদের ভারতবাসীদিগের প্রতি যেরূপ বিসদৃশভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে এদেশের আর মঙ্গল নাই। বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর দিবসের ইংলিসম্যান মৃত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রসঙ্গে অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের আশানুরূপ উন্নতি হয় না কেন এই বিষয় মীমাংসা করিতে গিয়া উপসংহার কালে করেন "এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান পরীক্ষে উত্তীর্ণ ছাত্রের (গ্রাজুএটদিগের) ইংরাজ জাতির প্রতি বৈরভাব তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিদ্যোন্নতির একটী মহান্ অন্তরায় স্বরূপ" ইত্যাদি (গ্রাজুএটরা) অত্যন্ত দাম্ভিক ও বিদ্যাভিমানী। ইহাঁদের পূর্ব্বকালের কৃতবিদ্য বৃন্দের ন্যায় অন্তরে গভীরতা নাই। এই সকল কারণের সমবায়ই তাঁহাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়" ইত্যাদি। কুসংস্কার বর্জ্জিত ও সভ্যতার পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া লিখিতেছেন, করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে একথাগুলি কেবল সত্যের অপলাপ মাত্র। ইংলিসম্যানের ন্যায় এক খানি এদেশের সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থানস্থিত ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ এক জন সম্পাদক বিদ্বেষ কলুষিত বাক্যে একটী গ্রাজুয়েট সম্প্রদায় গঠন করিতে যেখানে আমাদের হৃদয়ে সেরূপ পরিতাপের আবির্ভাব হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজ সম্প্রদায় তাঁহার

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, যাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপবার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে পর ৸০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র মুদ্রিকাকার মুদ্রিত হইয়া সোমপুর [illegible]

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ ঠা সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	দূরত্ব মাইল	ফীট	ইঞ্চ
মোহানার অরঙ্গাবপুরের নীচে	৪		৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর			
১২ মাইলের মধ্যে	১৪		৩
তথা হইতে অধিপুর			
৭॥ মাইলের মধ্যে	১৭		০
অধিপুর হইতে মহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮		১
মহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে	১৩		১
কাটোয়া হইতে নবীয়া			
৪৩ মাইলের মধ্যে	১৯		৩

সন ১৮৭৩ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর মহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের বাপ।

ফীট ইঞ্চ

মহরমপুর } শ্রীযুক্ত সি, ই, ষ্টীবন্স এসাই
১লা এপ্রেল } কিউটর ইন্ডিয়ার নদীয়া
১৮৭৩ লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

বাবু মধুসূদনমোহন পাল চৌধুরী	
বালিতাড়া	১০
* রায় হরিশ্চন্দ্র ছাকি বাহাদুর	
মুরশিদাবাদ	১০
মুন্সি জিল্লার রহমন	
তালিবপুর	১০
* মহাভারত রায়—সিরাল রহ	৫॥০
* রায় চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
জলঙ্গীপুর	৫॥০
* কেদারনাথ পাঠক	
শ্যামনগর	৫॥০
* সুধেন্দুমোহন রায়	
রোয়াইল	১০
* ঈশানচন্দ্র চৌধুরী	

তাহা না দেখিয়া ঘটকারিতা পরতন্ত্র হইয়া দীর্ঘ প্রকাশ করিলে তাঁহারা [illegible] হইতে পারেন এরূপ আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। যতদিন দেশের বিভিন্ন লোকের পরিণয় সম্বন্ধে [illegible] উন্নত না হইতেছে, ততদিন এদেশের অনুরাগ কোথায়? যাহাদিগের উপরে মেয়ে পছন্দ করিয়া সংস্কার থাকে, তাহাদের প্রতি সম্মানপূর্ব্বক সহানুভূতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা বহুদূর অবগত আছি স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি ডুমরিয়াস্থ দোষ অধুনিক শিক্ষিত দলের অনুচিতের কারণ নহে। [illegible] শিক্ষিতদিগের পরীক্ষা প্রণালী সংস্কৃত না হইতেছে ততদিন উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এদেশের ভূতবিদ্য মাত্রেই বিদ্যাভিমানী ও গর্ব্বিত এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদেশীয়দিগের (অন্যান্য বাঙ্গালিদের) রাজভক্তি কৃত্রিম দৃঢ় ও ইহাদের ইংরাজদের প্রতি কিরূপ ভাব তাহা পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসজ্ঞ ইংরাজ মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহারা মেঘের ন্যায় শান্তভাবে অনুচেতা ইংরাজদের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না এবং তাহাদের কোন যুক্তিসঙ্গত কার্য্য দেখিলে সংবাদপত্র সরলভাবে তাহার প্রতিবাদ করে এই তাহাদের দোষ। কিন্তু ইংলিসম্যানের জানা উচিত যে প্রজাবৎসলা মহারাণীর সুশাসনে বিদ্যা শিক্ষার যত প্রচার হইবে ততই তাহাদের এরূপ সাহসিকতা লক্ষিত হইবে। ইংরাজেরা আপনারাই ইহাদের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়া আপনারাই তাহা বন্ধ করিতে প্রয়াস পান কেন বুঝিতে পারি না। এদেশীয় ইংরাজেরা আমাদের কতদূর উন্নতিকীর্ত্তি উল্লিখিত পঙক্তি কতিপয় তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ধন্যবাদ
জনৈক এদেশীয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

" যবক্ষারা প্রক্রান্তিথিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী অনিমঘতী ন খীরসা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৭ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ২২এ সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাটমহরস্থ 'অনধিকাশিনী' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ ফরমা। আগামীতে আয়তন বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক ভূতন কথা—প্রমথ বৃত্তান্ত।

১২ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য /০, আনা।

মেসারীর অধীন চকদিঘী পোষ্ট } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত তেঘরী মাষ্টার তাজামোড়া স্কুল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

জানবাজার 'হিন্দু হেরল্ড' কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মা থাকের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

" প্রত্ন কত্র-মন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা ' প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কত্র অর্থাৎ অভিনাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর ও নাটোরাধিপতি মহারাজ প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা মহীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপত সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি " সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি উদার রামদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আমাদের চিদানন্দ চৌধুরী ভাতিবন্ধের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, মজীপুরের পদ্মী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেবরায়, হাজরার অমলমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও মুন্সরাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি মেডুতলার (ধন্বন্তরি কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কাশীর (মৎস ঔর্ব) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবভাষ্যকৃৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে গ্রন্থের কার্য্যে কিছুমাত্র আর অঙ্কিত না হইবায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে এবং টি স্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত ভগ্নাংশ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে

হুগার দ্বারে, যন্ত্রটি ত সমূলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই অল্পশোধে গ্রন্থকর্ত্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রী নন্দিনীর গ্রাহক শ্রেণী পরিচিত বা অপরিচিত ধর্ম্মী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, গ্রন্থকর্ত্রী মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আমার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্য যোগ হইলে আমার হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইংরাজে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সম্মত হইয়াছেন)। আমাদিগের সর্ব্বতো আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাহা যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সম্পাদকে অথবা কলিকাতা জীমবোষের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

গ্রন্থকর্ত্রী নন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:০:—

শুভ যন্ত্র।

২৪ নং বৃন্দাবন বসু লেন, বেলিয়াঘাটা কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

মধ্যম মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি শুদ্ধরূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য অতি বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহা করা যায়।

শ্রীসত্যব্রত শুভ
অধ্যক্ষ।

—:০:—

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার শুভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, বিজ্ঞাপনাদি, রপ্তানি, জব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪। ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীসত্যব্রত শুভ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ৷/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ৷০ আনা। উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত ব্যাধিচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক ৷৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য বর্ণাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উহার কৃত ডিসপেন্সরি ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র শুভ মহাশয়ের কৃত কুষ্ঠের সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিংখরচ ৸০। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আরিপ ও পরিমি-

ভিন্ন অর্ডর পুস্তক মূল্য ৷৵ ডাকমাসুল ৷৵
কলিকাতা জানবাজার হিন্দুহিতৈষিণী } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শুভ লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে আর সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে অন্যান্য পুস্তক ও সত্বরবাহে করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র শুভ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভাণ্ডারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত মর্ত্তমান পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জলশৌচ ও বেত ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে, বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কার্ণার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

মার্টার মর্ত্তমান ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজ করা পাইপ, টাইল এবং কার্ণার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আদেশ করিলে ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৯ কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরদ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ক্লিনিকাল সার্জরি মেডিসিন
এবং ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
চৌকিক শুভ নির্ণয়
ডাক্তার [illegible]

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফরমা ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা আলবার্ট লাইব্রেরি হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায় মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকে ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। *

কলিকাতা বিদ্যারত্নের লেন } শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য চুম্বক ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষার এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইংরাজ তালিকার ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ম্যাগ্নেটাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাত দ্বারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা মর্ম্মাল স্কুল।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইংরাজি মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ১৮২৮ ও ১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।৵০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

—০—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ যুক্ত এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

৭ ই আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমামী সোম বার অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

—:০:—

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও নবীনকে লইয়া দেশের লোক যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। আজিও এই মকদ্দমার কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। মোহন্ত প্রকৃত দোষী কি না, তাহা সাক্ষ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। অথচ ইহার মধ্যে তাহাকে দোষী করিয়া সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। মোহন্ত প্রচুর ধনের অধিপতি, ভোগ সুখে বাস করে, তাহার এরূপ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য কি বিস্ময়কর? যাঁহারা ইহা লইয়া এত গণ্ডগোল করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি এলোকে-

শীর হত্যা না হইত, তাহা হইলে কি তাঁহারা মোহন্তের এ অপরাধটী (যদি সত্য হয়) এত গুরুতররূপে লইতেন? কখনই না, তবে এলোকেশীর হত্যাই এত আন্দোলনের কারণ। কিন্তু সেই হত্যা বিষয়ে অপরাধী কে? নবীন নিজ আদালতে স্বীকার করে যে সে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু উপর আদালতে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। জুরিরা তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলেন কিন্তু সেসন জজ দু'একজনের মত এক মত না হওয়াতে ঐ মকদ্দমা পুনঃ হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনের অপরাধ কতদূর সপ্রমাণ হয় তাহার স্থিরতা নাই যদি নবীন বাস্তবিক অপরাধী হয়, দেশের লোক কি তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বলেন? একটী স্ত্রীহত্যা করা কি সামান্য কথা? বিশেষতঃ, শুনিতে পাওয়া যায়, যে সময় পূর্ব্বে এলোকেশী নবীনের নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল, সে অনিচ্ছা সত্ত্বে অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া মার্জ্জনা চাহিয়াছিল এবং নবীনের সহিত শ্বশুরালয়ে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; যদি প্রকাশিত কথা সত্য হয় এত কথা শুনিয়াও সেই অসহায়া বালিকাকে পরের উপর আক্রোশ করিয়া হত্যা করা কিরূপ কাপুরুষতা তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। প্রলুব্ধ না হইয়াও, অপরের দ্বারা বাধ্য না হইয়াও পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে যেরূপ চরিত্রের অধমতা প্রদর্শন করেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এলোকেশীকে ভগিনীর ন্যায় বলিতে হয়। এই বালিকাকে বলিদান করা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে এরূপ অবস্থায় ক্রোধ সম্বরণ করা সহজ নয়; কিন্তু আপনার স্বামীকে দুশ্চরিত্রা জানিয়া যদি কোন স্ত্রী তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতেন দেশের লোক কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেন? আমরা প্রাণ-দণ্ডের বিরোধী, নবীনের প্রাণ দণ্ড হউক, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং নবীন কিরূপ অবস্থায় ইহা করিয়াছে তাহাও জানি না কিন্তু যদি বাস্তবিক নবীন অপরাধী হয়, তাহার কোন প্রকার দণ্ড হওয়া উচিত। সে যে ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহা জানা উচিত। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা মোহন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছি। যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ হয় তাহারও গুরুতর দণ্ড

নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বে একটী বালিকাকে নানা উপায়ে তাহার সতীত্ব বিক্রয় করিতে যে বাধ্য করে, আইন আপনার সকল অস্ত্র শস্ত্র সেই দুরাত্মার শিরে বর্ষণ করুক। এরূপ কার্য্য স্মরণ করিতেও হৃদয়ে ঘৃণার সঞ্চার হয়, বিশেষ যেখানে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক যাতায়াত করিয়া থাকেন সেই স্থানের মঠাধিপতির এই চরিত্র মনে করিলে এই ক্রোধ দশ গুণ বর্দ্ধিত হয় এবং যদি সে বাস্তবিক অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হয় কে ইচ্ছা করে যে সে বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ করুক। কিন্তু ইহার মধ্যে তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নাম উঠিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেশের লোকে কেহই তাহার নাম করি তেছেন না। সে ব্যক্তি শ্রীলকমল;—তুচ্ছ এলোকেশীর পিতা। তাহার অপরাধ মোহন্তের অপরাধ অপেক্ষা শতগুণে নীচ; মোহন্ত একটী সাধারণ স্থানের রক্ষক হইয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই জন্য তাহার উপর এত আক্রোশ; কিন্তু মোহন্ত এলোকেশীর মুখের নিকট অনুসন্ধান করিলে সে এক একজন ধনী জমীদারের গৃহিণী ইহা অপেক্ষাও অসমুযোচিত দুষ্কার্য্যের ঋণে ঋণিয়া থাকেন। কিন্তু পিতা হইয়া অপরিপক্ক মতি নিজ কন্যাকে সামান্য অর্থের লোভে তাহার সতীত্ব বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য করা এরূপ অধমাচার মুটীর স্থান অতি বিরল। তবে এই কথাটী কল্পিত হইতেও পারে।

যাহা হউক, আমাদের এইমাত্র বক্তব্য এ বিষয়টীর যখন এখনও মীমাংসা হয় নাই, তখন ইহা লইয়া এত আন্দোলন করা উচিত হয় না। যাঁহারা নবীনের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন এবং দিতেছেন তাঁহারা তাহা করুন, কিন্তু প্রকৃত দোষীকে বিনা দণ্ডে যাইতে দেওয়া যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না হয়। মোহন্তের দোষেরও অবধিই কিছুই থাকিতেছে না। অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অপমানেরও সীমা থাকিতেছে না। দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে দেশের লোকে যে এরূপ রক্তাহস্ত, তাহা সুলক্ষণ, কিন্তু দোষ সপ্রমাণ না হইতে হইতে কাহাকেও দোষী বলিয়া আক্রমণ করা সাধারণ-বিগর্হিত কার্য্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

দুর্গোৎসব।

দেখিতে দেখিতে হিন্দুদিগের অপরাপর বারিদ্বয়ের মহোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ৭ অথবা ৮ দিবসের ন্যূন বলিলাম, কারণ এই উৎসবকে বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য প্রদেশের উৎসব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহাও সর্ব্বত্র অন্যান্য স্থানে ইহা প্রচলিত নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও ইহা [illegible] বাঙ্গালি সেই সময় [illegible] ছেলেরা [illegible]

সব আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা হইতে এই উৎসবের জন্ম হয়। এ কথা ইহার প্রকৃত ইতিহাস অবগত নই। যদি আমাদের কোন পাঠক পূজার ছুটীর মধ্যে ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া, আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইব।

যাহা হউক, তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকারে এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রথম শ্রেণী,—হিন্দু ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবান বৃদ্ধগণ, তাঁহারা আজ হর্ষ ও বিষাদের সহিত জগদম্বার পথ চাহিয়া আছেন। হর্ষের কারণ এই তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম্ম যে অদ্যাপি জীবিত আছে, এই উৎসব তাহার পরিচয় দিবার জন্য আসিতেছে, বিষাদের কারণ এই—প্রায় তাঁহাদের সকলেরই পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন সেই ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইতেছেন। কালে সকল ক্রিয়াকাণ্ড লোপ হইবার সম্ভাবনা। বহুৎসর পরে তাঁহারা দুর্গার নিকট এই মনের কষ্ট নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী,—শিক্ষিত ও আমোদপ্রিয় যুবক দল, ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইহাঁদের যে আস্থা ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের পিতা পিতামহদিগের ন্যায় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত উৎসবের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন না, কিন্তু উৎসবের সময় মুক্তভাবে আমোদ করিতে পারিবেন, সেই আশায় এখন হইতে আনন্দিত হইতেছেন। প্রবাসীরা নব বস্ত্র ও নব ভূষণে ভূষিত হইবেন, বন্ধুগণ মিলিত হইবেন, নৃত্যগীতে বাটী কোলাহল পূর্ণ হইবে, সুখের আগমনে চারিদিক আমোদিত ও সকল হৃদয় উল্লসিত হইবে, এরূপ নানা কল্পনায় তাঁহাদের হৃদয় নৃত্য করিতেছে। তৃতীয় শ্রেণী,—সুশিক্ষিত সভ্য চিত্র ব্যক্তিগণ, তাঁহারা ও হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত। আমোদেরও আকর্ষণ তত নাই। সুতরাং তাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির নিয়ম পুস্তক অনুসন্ধান করিতেছেন। যখন সকলেই গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিবার সংকল্প করিতেছেন, তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এইরূপে যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে ততই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থার হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আমরা যদিও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সুতরাং বন্ধুদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না; যদিও সংক্রামক জ্বরের উপদ্রবে এতৎ প্রদেশের লোকদিগের কষ্ট দেখিয়া, এবং নিজেরা সপরিবারে অর্দ্ধমৃত হইয়া, দেশের অপরাপর স্থানের বন্ধুদিগের আনন্দের অংশী হইতে পারিতেছি না, কিন্তু তাঁহারা উৎসবের সময় সুখে যাপন করুন হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি। হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত আস্থা না থাকিলেও এত লোকে আনন্দিত হইতেছেন দেখিলে আনন্দ হয়। পতিব্রতা ভার্য্যা বহু দিনের পর প্রোষিত পতির মুখ দর্শন করিবেন, স্নেহময়ী মাতা অনেক দিনের পর বিদেশগত প্রাণাধিক সন্তানকে নিকটে পাইবেন, যিনি যেখানে আছেন সকলে অন্ততঃ কয়দিনের জন্য একত্রে মিলিত হইবেন, এ দৃশ্য স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়।

এমন সাধারণ সম্মিলনের দিন আর নাই। অতএব এ সময় কিছু দীর্ঘকাল অবকাশ দেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট এ সময় যেরূপ অবকাশ দেন তাহাতে যাহারা দূর দেশ হইতে আসিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের অনেকের বাটীতে যাইবার সুবিধাই হয় না। এই জন্য সওদাগর আপীসের কর্ম্মচারিরা অবকাশের দিন বৃদ্ধি করিবার জন্য 'চেম্বর অব কমার্সের' নিকট আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু এ সময় বাণিজ্য বন্ধ করাতে তাঁহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সুতরাং তাঁহারা যে এ আবেদন গ্রাহ্য করেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইণ্ডিলমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এ সময় অবকাশ পাইলে ইংরাজদিগের কোন লাভ নাই। বর্ষাকাল সুখের প্রভৃতিতে যাইবার সময় নয়, কোন স্থানে স্বাস্থ্যের জন্য যাইবার ও সময় নয়। ইহা অপেক্ষা শীতকালে অধিক অবকাশ পাইলে ভাল হয়। আমরা অনেক বার বলিয়াছি শীত কাল আমাদের কার্য্য করিবার সময়। মুক্তিমেয় ইংরাজ কর্ম্মচারির সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশ হিন্দু সুতরাং হিন্দুদিগের সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে অবকাশাদি দেওয়া উচিত।

উপসংহারকালে আমরা পাঠকগণের নিকট দুই সপ্তাহের মত বিদায় লইতেছি। আমাদিগের কোন কথা যদি কাহারও অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, আমাদিগের কোন কথায় যদি কেহ ক্লেশ পাইয়া থাকেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে প্রসন্ন-চিত্তে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করুন। আমরা জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিতেছি কয়েক দিবস বিশ্রামের পর আবার তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইব।

দেশীয় সংবাদপত্র ও লেখক অবহেলা।

দেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ চিহ্ন।

প্রত্যহে প্রত্যহে দুই এক খানি করিয়া নূতন পত্রের সৃষ্টি হইতেছে, এবং সুখের বিষয় এই যে, অল্প গ্রহণ করিয়া অনেকেই জীবিত রহিয়াছেন। দিন দিন সংবাদ পত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি যেমন একদিকে লোকের সকল বিষয় জানিবার ও শুনিবার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে, অপরদিকে দেশের হিতকর বিষয়ে যে সাধারণের রুচি পড়িতেছে তাহাও প্রমাণ করিতেছে। সংবাদপত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই আনন্দজনক তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রেই এই একটী প্রশ্ন করিতে পারেন যে সত্য সমাজে সংবাদ পত্রের যে মহৎ লক্ষ্য এই সকল পত্র দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইতেছে। মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের লোকের কর্ণ ও চিত্ত আকর্ষণ করিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে ১ম, সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া ২ য়তঃ পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হওয়া"। বাস্তবিক ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য সমাজ সকলে সংবাদ পত্রের প্রভুত্ব ও প্রতাপ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহার নির্ব্বাক শাসনের নিকট রাজা ও প্রজা সকলেই অবনত। এই জন্যই লোকে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে চারি অঙ্গবিশিষ্ট করিয়া সংবাদ পত্রকে তাহার চতুর্থ অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ১ম এষ্টেট সভা, ২য় লর্ডস, সভা ৩য় মহাশয়গণ চতুর্থ সংবাদ পত্র। ইহা অপেক্ষা সংবাদ পত্রের লক্ষ্য ও কার্য্যের সম্বন্ধের অন্য কি পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে? কিন্তু এদেশীয় সংবাদ পত্র সকল কি সেই লক্ষ্য সাধন করিতেছেন? আমাদের সুযোগ্য সহযোগী [illegible] এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু অপক্ষপাতে কতক গুলি দোষ ও ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত দোষগুলির সত্যাসত্য বিচার করা এবং কারণানুসন্ধান করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমাদের সহযোগী যেরূপ সদ্ভাবের সহিত কথাগুলি বলিয়াছেন তাঁহার সহিত বিরোধ অসম্ভব। তিনি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান ১ ম কতক গুলির ভাষাতে রাজ ভক্তির অত্যন্ত অভাব। ২ য়তঃ সাধারণের হিতজনক বিষয় বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ব্যক্তি বিশেষ কি ঘটনা বিশেষ লইয়া আপনাদের ঝিঁসা বিদ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন—৩ য়তঃ রাজনীতি বিষয়ে সচরাচর এরূপ অসার ও অযৌক্তিক কথা বলা হয়-যে, যেঁথারা যাহাঁরা রাজনীতির কিছু জানেন তাঁহাদিগের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। এই তিনটী অতি যোগই গুরুতর কিন্তু এই তিনটী বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে দুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি। উপরে সংবাদ পত্রের মহৎ লক্ষ্য ও কার্য্যের কথা যাহা বলা হইল, দেশীয় সংবাদ পত্রের অতি অধিকাংশ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অক্ষম। এমন কি? এদেশেরই যাহা কিছু সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশীয় সংবাদ পত্র পাঠের অযোগ্য বিবেচনা করেন। উহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাহারা একটু সুশিক্ষিত হয় তাহাঁরা প্রায়ই ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। সুতরাং তাঁহারা ইংরাজীতে সংবাদ পত্র লিখিয়া থাকেন এবং ইংরাজী সংবাদ পত্রই পাঠ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকল ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি-মাত্র বিবেচনা করিয়া তাহা পাঠ করা আর

শাক মনে করেন না। [illegible] দেশের মধ্যে সর্ব্বশিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদিগের প্রায় অধিকাংশ সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও পাঠক হইবার জন্য পড়িয়া থাকেন। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের মধ্যে আশানুরূপ—স্বাধীনতা চিন্তাশক্তি ও বহুদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা কোন পত্র বিশেষ কিম্বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না কিন্তু সাধারণ সম্বন্ধে দোষ হয় একথা সত্য। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকল হেয় ও অশ্রদ্ধেয়র মধ্যে হইয়া আছেন।

প্রথমতঃ অর্থ ইতিহাসে উল্লিখিত প্রথম দোষ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এ বিষয়ে উভয় পক্ষকে আমরা দোষী মনে করি। ১ ম, স্বাধীন ভাবে গবর্ণমেণ্টের দোষ প্রদর্শন করিলে এবং অসংযত ভাবে ইংলণ্ডের কার্য্যাদির আলোচনা করিলে অনেক সময় এদেশীয় ইংরাজেরা মনে করেন যে বিদ্রোহ কিম্বা রাজবিপ্লব প্রচার করা হইতেছে। ২ য়তঃ বাস্তবিক কতকগুলি পত্র এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান। অজ্ঞ ও দুর্ব্বলের পক্ষে সত্যের প্রতি দৌড়িক আক্রোশ প্রকাশ করা যেমন দুঃখজনক এরূপ আর কিছুই নহে। এই সকল পত্র সাধারণ লোকের নিকট সুপ্রচারিত হইবার জন্য অনেক সময় এই দৌড়িক আক্রোশে যোগ দিয়া থাকেন। দেশীয় অজ্ঞ ও ছিন্নবুদ্ধি লোকেরা বিবেচনা করিতে পারে না, রাজপুরুষ দেশহিতৈষী একটী ব্যবহার দেখিলে তাহার উপকারের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়, এই সকল সংবাদ পত্র সম্পাদক সময় বুঝিয়া বিবেচনা না করিয়া বিদ্রূপ বর্ষিত করিয়া [illegible] বিদ্বেষ দেশীয় [illegible]

মধ্যে একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার অধিয়াছে সটী এই গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিন্দ কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে না পারিলে প্রকৃত দেশ হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না-এই ভাবটী জন্মগ্রহণ করাতে সত্যের অত্যন্ত অনাদর হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের প্রতি এক একটী দুরভিসন্ধির আরোপ করা হয়; যেখানে কোন দুরভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না সেখানেও কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির সম্ভাবনা করা হয়। এইরূপ ব্যবহার যুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ। ভালই হউক মন্দই হউক সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিতে না পারিলে, কিম্বা কাপ্তেন সাহেবের মস্তকে কটূক্তি বর্ষণ না করিলে আর স্বাধীনতা কিম্বা তেজস্বিতা প্রকাশিত হয় না, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর হইতে পারেনা।

ফ্রেণ্ডের দ্বিতীয় কথা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, এবিষয়ে কেবল অসহায় দেশীয় সংবাদপত্রেরা কেন, উচ্চশ্রেণীস্থ ইংরাজী সংবাদ পত্র সকল ও নিন্দার উপযুক্ত যে উদারতা স্বার্থ ও প্রতিহিংসা বিস্মৃত হইয়া সাধারণের হিত সাধনে ব্রতী হন সে উদারতা কোথায়? ফ্রেণ্ডের স্বজাতীয়দিগেরই বা তাহা কই? দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের যে এ বিষয়ে ত্রুটী আছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি আমরা আমাদের সমুদায় বন্ধুদিগকে অনুরোধ করি, যে তাঁহারা আর সংবাদ পত্রদিগকে স্বার্থ কিম্বা বৈর সাধনের যন্ত্র স্বরূপ না করেন, কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা ঘটনা লইয়া হৃদয়ের বিদ্বেষ কিম্বা ঘৃণা প্রকাশে অগ্রসর না হন। দেশীয় সংবাদ পত্রের এ কলঙ্ক অনেক দিন আছে; কিন্তু এ কলঙ্ক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। দেশের হিতসাধনে সকলেই ব্রতী, অতএব পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সেই শুভসাধনে রত থাকুন।

তৃতীয়তঃ রাজনীতি। এ বিষয়েও আমাদিগের ত্রুটী দেখিতে পাইতেছি, তবে ফ্রেণ্ড যে এই কথা বলিতে পারি যে, দেশের শাসন বিষয়ে এদেশীয়দিগের হস্ত না থাকাই এবিষয়ে অজ্ঞতার প্রধান কারণ। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর গুণে সর্ব্বসাধারণকে প্রায় দেশের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি আলোচনা করিতে হয়, সুতরাং ইংরাজদিগের বালককাল হইতে রাজনীতি বিষয়ে এক প্রকার শিক্ষালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশী দের স্বাধীন ও রাজ্য শাসনের সহিত সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক, সুতরাং এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদের প্রায় আবশ্যক হয় না। রাজনীতি বিষয়ে বিজ্ঞতা অল্প, অথচ সম্পাদকতার অনুরোধে দুই এক কথা বলিতে হয়, এই জন্যই অনেক সময় অসার ও অযুক্ত কথা বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু এবিষয়ে যে ক্রমশই উন্নতি হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আমরা যে আমরা অপক্ষপাতে কৃষক দলের পক্ষ সমর্থন করিয়া ফ্রেণ্ড আমাদিগকে যে প্রশংসা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আমাদিগের দেশীয় দুঃখী কৃষকদিগের ন্যায় অরক্ষিত ও কৃপাপাত্র প্রায় কোন শ্রেণী নাই। তাহাদের নানা প্রকার কষ্টের কথা স্মরণ হইলে এক এক সময় বাস্তবিক অশ্রুপাত করিতে হয়। এই জন্যই তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি যাহা করেন তাঁহার প্রতি সহজেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। আমাদের যত বলাই চলুক তাহাদের অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা না থাকাতে সকল সময়। তাহা করিতে সমর্থ হই না বলিয়া দুঃখিত হই। জগদীশ্বর এই নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে দেখুন, সকল মানব হিতৈষী একত্র হইয়া এই নিরাশ্রয় নিরাশ্রয় ও সহিষ্ণু প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করুন, তাঁহাদের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হইবে। কাপ্তেন সাহেব ইহাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে

অপভাষা ও অশ্লীলতা দূষিত সাহিত্য।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক এমার্সন এক স্থানে বলিয়াছেন "যে দেশের লোকে যে প্রকার গ্রন্থকারের প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই প্রশংসা সেই দেশের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপক। এই কথাটীর অর্থ এই— কোন দেশের সাহিত্য দেখিলে তাহার অধিবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের লোকের রুচি প্রবৃত্তি এমন কি চরিত্র পর্য্যন্ত গঠন করা বিষয়ে, প্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের যে কতদূর ক্ষমতা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক সীতার চরিত্রে বাল্মীকি কায়স্থললনাদিগকে যে কি সতীত্বের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজে সতীত্বের এত মূল্য কেন? হিন্দু রমণীদিগের স্বামীর প্রতি এত ঐকান্তিকতা কেন? বাল্মীকির সীতা কি ইহার মধ্যে প্রতিফলিত নন? হিন্দুপুত্রকন্যাদিগের এত গুরুপরতন্ত্রতা কেন? বাল্মীকির রাম কি ইহাতে প্রতিফলিত নন? এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ সাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও যেমন, গ্রন্থকারদিগের অসাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও সেইরূপ একটী অসদ্গ্রন্থে শত শত পাঠক পাঠিকার অধঃপাত হয়, বিশেষ অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক যুবতী দলের

হস্তে এই সকল কুৎসিত গ্রন্থ কিরূপ কুৎসিততর ফল প্রসব করে তাহা বর্ণনা নীক। অতএব দেশের ধর্ম্মনীতির উন্নতি যাঁহারা প্রার্থনা করেন, দেশের রুচি পরিষ্কৃত করিতে যাঁহাদের বাসনা আছে, এই বিষয়ে তাঁহাদের সতর্ক হওয়া উচিত, এবং গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় ভদ্র লোক সকলে, ইঁ সমাজের এই গুপ্ত শত্রু দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠকগণকে সংবাদ দিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত পুস্তক পত্রিকা ও চিত্র প্রভৃতি দমন করিবার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটের কন্ত্রেস মহাসভা আইন প্রস্তুত করিয়াছেন সম্প্রতি আমরা আর একটী সুসংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

কিছু দিন হইল এইরূপ পুস্তক পত্রিকা চিত্র প্রভৃতি এবং প্রকাশ্য স্থান কিম্বা রাজপথে অশ্লীলতা ব্যবহার প্রভৃতি দমন করিবার জন্য কলিকাতার ভদ্র লোকেরা একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে ইহাতে কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের বড় বড় লোকেরা অগ্রসর হইয়াছেন। গত শনিবার টাউনহলে এই সভার একটী অধিবেশন হইয়াছিল। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ্জ স্মিথ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, মনক্রিফ সাহেব, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক এবং বারিষ্টার মুন্সী সাদত আলী আদি ইহাতে অনেকে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোক একটী শুভ কর্ম্মে একত্র সম্মিলন আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। এইরূপ উদারতা দেখিয়া সকলেরই ইচ্ছা হয়। ইঁহারা চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। যদি তাহা হইলে দেশের একটী বিশেষ অমঙ্গল নিবারিত হইবে। এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা কেবল বালকদিগের মধ্যে বদ্ধ নাই, অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং এই সময়ে অসৎ সাহিত্য দমনে বিশেষ যত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এবং দেশীয় প্রাসঙ্গ কবিদিগের কাব্য সকলে অনেক দূষণীয় স্থান আছে; সে সকল তুলিয়া দিলে তাহাদের সৌন্দর্য্য অপহরণ করা হয়, সে বিষয়ে বোধ হয় সভা হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। অপভাষী অসভ্য লোকদিগের সৌরাত্ম্যে এক এক সময় পথে চলা দুষ্কর। বিশেষ পল্লীগ্রামে এ বিষয়ে লোকের অত্যন্ত অসাবধানতা, সভা যদি স্থানে স্থানে শাখা সভা স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি এরূপ অপভাষী ব্যক্তি দিগকে পুলিষে দিবার ভার দেন এবং পুলিষকে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে ভার করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

সমালোচনা।

ভূল কালিমা (১)। ইহাতে গ্রন্থ কর্ত্তার নাম নাই। আজি কালি নাটকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব এই গ্রন্থ খানি হস্তে পড়িয়া মাত্র নাটক মনে হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার হস্তে লিখিত এক পংক্তি দেখিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক ভূল বোধ বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহার দুই এক স্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে উহাতে বঙ্গীয় দেবের ও হোসেনী প্রথার মূল ইতিহাস নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার এ গ্রন্থ খানির অন্তরঃ কিছু অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিষয়াংশ পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ করা যাইবে।

(১) কলিকাতা ঐক্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৴৩ আনা।

মহাবিদ্যা (২) ভারবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে যে সকল গুহ্য-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা শুদ্ধিবাচক মূলে লিখিত। মূলে মন্ত্র সকল দিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ খানির একটী ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

পদ্যলতা (৩) ইহার মূল্য কাগজের ও বিষয় ভূমি দেখিয়া দ্বিতীয়ের পাঠার্থ প্রণীত বোধ হইল। তাহা হইলে অধিক উপযোগী হইতে পারে। বিশেষ এই পুস্তক খানির কোন আবশ্যকতা নাই। ইহা সরল বা সুশ্রাব্য বা কাব্যপূর্ণ।

সর্ব্ব তত্ত্বালোচনা (৪) ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা জিজ্ঞাসু ও আচার্য্যের কথোপকথনের ছলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, একত্ব নিত্যত্ব, প্রভৃতি প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বিষয় গুলি এত দুরূহ ও এত অল্প পৃষ্ঠায় যে উহার জন্য তর্ক করা অনাবশ্যক ও পণ্ড শ্রম মাত্র।

বিবিধার্থ (৫) ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অনেক উত্তম বিষয় সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। "সৌর জগৎ" "গ্রহণ প্রভৃতি কয়েক খানি ছবি থাকিলে ভাল হইত। যাহা হউক পুস্তক খানি দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। এইরূপ পুস্তকই বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী। আমরা

(২) ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বাঙ্গালা মতে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ কড়ি।

(৩) কৃতীচরণ তর্কচূড় প্রণীত। মূল্য আনা। সুবোধ যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৪) রঘুনাথের বর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা বি পি এমন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আনা মাত্র।

(৫) রাজকৃষ্ণ রায়, [illegible] কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে [illegible]

বাঙ্গালা স্কুল সমূহে এই পুস্তক ব্যবহারের অনুরোধ করি।

প্রেম কুল-মালী (৬) এখানি হিন্দী পুস্তক। দুঃখের বিষয় আমরা হিন্দী জানিনা, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারা গেল, তাহাতে বোধ হইল এটী কোন নায়ক নায়িকার প্রেমের সঞ্চার ও বর্দ্ধন অবলম্বন করিয়া রচিত। এইরূপ বোধ হওয়াতে হিন্দী না জানায় জন্য দুঃখ রহিল না। প্রেমের নামে অনেক জন্মিয়াছে। এখন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল কদাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার কথিত আছে। মহাত্মা চৈতন্যের বাক্য কিছু জানি তাহার কিছু মিলে না। এই সকল পুস্তক দ্বারা সে বিষয়ে অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যেরা তাঁহার ধর্ম্মকে কি প্রকারে বুঝিয়া ছিলেন তাহা জানিতে পারা অল্প লাভের বিষয় নহে। অতএব এরূপ কার্য্যে সাধারণের সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য।

স্মৃতিতত্ত্ব।(১১) এই পুস্তক খানি স্বর্গীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মূলের অনুবাদ। মূল ও ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতির যেরূপ আদর ও সকল কার্য্যে যেরূপ প্রয়োজন সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহা এক খণ্ড খানি থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলেই সাধারণ লোক দিগকে ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইতে হয়। এবং যাহা দেখা যায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক চেটে করিয়া রাখিয়াছেন, এই পুস্তক নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইলে সাধারণের বিশেষ সাহায্য হইবে।

বহু বিবাহ রাহিত্যারহিত্য বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক (৯) ইহার ভাষা যেরূপ কটু ও বিদ্রূপ পরিপূর্ণ ও মত সকল যেরূপ ঘোর আড়ম্বরের মধ্যে প্রচুর দেখিয়া আমাদের পড়িতে সাহস ও সময় হইল না ইহাতে কবিরাজ মহাশয় বিদ্যাসাগরের উত্তর দিয়াছেন।

শান্তি প্রদায়িনী (১০)। এই গ্রন্থ খানি শ্রীরূপ গোস্বামির বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মূল সহিত অনুবাদ। ইহার সংস্কৃত জীবগোস্বামির বিরচিত টীকাও আছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব বিষয়ে অল্প সাধারণের জ্ঞান। বৈষ্ণব

বহু বিবাহ রহিত্যারহিত্য বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক (৯) ইহার ভাষা যেরূপ কটূক্তি ও বিদ্রূপ পরিপূর্ণ ও মত সকল যেরূপ ঘোর আড়ম্বরের মধ্যে প্রচুর দেখিয়া আমাদের পড়িতে সাহস ও সময় হইল না ইহাতে কবিরাজ মহাশয় বিদ্যাসাগরের উত্তর দিয়াছেন।

শান্তি প্রদায়িনী (১০)। এই গ্রন্থ খানি শ্রীরূপ গোস্বামির বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মূল সহিত অনুবাদ। ইহার সংস্কৃত জীবগোস্বামির বিরচিত টীকাও আছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব বিষয়ে অল্প সাধারণের জ্ঞান। বৈষ্ণব

(৬) কথা মেডকাল হল প্রেসে মুদ্রিত। হরিশ্চন্দ্র প্রণীত।

(৭) এখানিও হরিশ্চন্দ্রের কৃত। বেনারস প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

(৮) চন্দ্রশেখর তর্করত্ন প্রণীত। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ।৵০ আট আনা।

(৯) বহুবিবাহ কবিরাজ প্রণীত।

(১০) কাশীনাথ মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

বক্তৃতা। (১৩) ইহাতে গ্রন্থকার শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় উপায় অবলম্বন করিয়া অসবর্ণ বিধবার অনধিকার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্রের এরূপ সৎ বিষয়ে উৎসাহ ও শাস্ত্রানুসন্ধান দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এই বক্তৃতার মধ্যে ইঁহার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আশা করা যে তিনি পিতার নাম রক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট। ইহাতে ভোড দেশ, বেঙ্গল মিউনিসিপালিটী বিল, ক্রিমিনাল ট্রেসপাস ভিন্ন ভিন্ন কোড প্রভৃতি অনেক আবশ্যক বিষয়ে বিচার আছে।

পুরীটয়ারস্ টুর ইউরোপ (১৪) এখানি ইংরাজী গ্রন্থ। কোন হিন্দুস্থানী হিন্দু যুবকের পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত। আমরা ইহার আরও কিছু পাঠ করিয়া পরে মতামত প্রকাশ করিব। যে পাঠে দেখা যাইতেছে, ইহাতে ইউরোপের অনেক কথা পাওয়া যায়।

বিবিধসংবাদ

৩১ এ ভাদ্র সোমবার।

আগামী ২৬ এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলিকাতা ছোট আদালত বন্ধ হইয়া ৩রা অক্টোবর সোমবার খুলিবে।

উত্তর পশ্চিম কলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইসলামিয়ার যে শিক্ষা বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, উহা [illegible] নবেম্বর আগ্রাতে হইবে, তৎপরে তিনি ফতেপুর, বন্দা, বেরিলি সাজাহানপুর, ফরক্কাবাদ এবং কানপুর ভ্রমণ করিয়া যাইবেন। জানুয়ারির শেষে কানপুরে উপস্থিত হইবেন। অধিবেশক লোকে বলে তাঁহাদিগের শাসন কর্ত্তৃত্বের রাজ কার্য্য [illegible] সংযোগ নাই, [illegible] শ্রীযুক্ত পঞ্চতন্ত্রকার [illegible] যে সকল দেশের [illegible] দুঃখের প্রতি মনোযোগ [illegible]

(১) [illegible]

[illegible]

Fisher বলেন, এটা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, পাবনার যে ১৪২ জন সিভিল্ বন্দীকে প্রেরণ করা হয় তাহার মধ্যে ৮৭ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে ১৯ জন পলায়ন করিয়াছে, ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১২ জনের বিষয় এখনও স্থির হয় নাই। এক মাস মধ্যে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং তদুপরি কোন কোন ব্যক্তির জরিমানাও হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে শান্তিভঙ্গের নিমিত্ত দণ্ড হইল কিন্তু যে মূল কারণে এই প্রজা-বিপ্লব উপস্থিত হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কি করিলেন!

ইণ্ডিয়ান মরুর কলিকাতার ছোট আদালতের 'জুরী' জজ টমসন সাহেব (যিনি শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাইবেন) পূজার বন্ধের পর আদালত খুলিলে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

যে তকাল কালেজের ছাত্রসংখ্যা ১৪০০ হওয়াতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাজলা ক্লাশগুলি সিয়ালদহে স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কলেজ ও ক্লাশগুলের উন্নতি নিমিত্ত ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। পাটনা এবং ঢাকার নূতন কলেজ, চট্টগ্রাম-বিদ্যালয় সকল খোলা হইবে। কলিকাতার 'ফ্রিসিটাঁর ক্লাশটী বোধ হয় শীঘ্র উঠিয়া যাওয়া হইবে। কারণ উক্ত ক্লাশের ছাত্রগুলি বিশৃঙ্খলী। কোন কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সে দিবস সে তকাল কালেজে যে গোল হইয়াছিল, তাহার মাজলা ক্লাশগুলি সিয়ালদহে যাইবে বলিয়াই এরূপ হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ অলীক। কালেজের দালান সকল খালি হইলে মাজলা ক্লাশগুলি লইয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সে দিবস সিঙ্গাপুরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

কাবুলের নিকটে বহুসংখ্যক সৈন্য রাখা হইয়াছে শুনিয়া তথায় অনেকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন।

এদিকে ক্ষুদ্র বাঙ্গালার জ্যোতিপুরে শীঘ্র মুরলিধারার হইতে উৎসবের বাজা বাজিবে।

যেখানে ফ্রিস্কার মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন বহুতর গভর্ণমেণ্ট বাটী আছে সেখানে "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" খোলা হইবে।

ডবলিউ এচ, কেরার সেন সাহেব শিক্ষা বিষয়ে বৃদ্ধিশীল বংশধরের এক চমৎকার ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, একদিন আহারে বৃদ্ধিকে সংশয় করে, তাঁহার এক মজুর পরামর্শানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ একটী বাড়ি ভাড়াইয়া ঐ স্থানে বিদেশে বিদ্যা যাত্রা সমুদায় ভাসা বন্ধুরা শেষ হইয়া গেল।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, শ্রীযুক্ত উমেশের অন্তপাতী সিংপাড়া নিবাসী কালী চট্টোপাধ্যায় ঢাকা লক্ষ্মী বাজারের জগবন্ধু গোপকে ডাকর রাখিয়াছিলেন। উক্ত গোপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কোন কোন সময় সিংপাড়া যাইত। অন্তর মহলেও তাহার যাতায়াত ছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে জগবন্ধু ঘোষের নিবাসী গুরুচরণ গুহের নৌকা ভাড়া করিয়া সিংপাড়া যায় এবং আহারাদির পর পশ্চিমের ঘরে শয়ন করে। পরদিবস বাটীর সকলে উক্ত গোপ নৌকা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা স্বর্ণময়ীকে (ইনি কুলীন কামিনী) দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করে জগবন্ধুর সঙ্গে স্বর্ণময়ী বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, সিন্দুক হইতে সোণার গহনা অলঙ্কার পত্রে প্রায় ২৬০৲ টাকা মূল্যের বাসন অপহৃত হইয়াছে। উক্ত বাসের সিন্দুকের চাবি স্বর্ণময়ীর নিকট ছিল। পুলিস অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। ইহাতেও কুলীনদিগের চৈতন্য হয় না।

ফরাসী ও আমেরিকানগণ স্বীকৃত যুদ্ধ নিমিত্ত বিখ্যাত। সম্প্রতি মণ্টেলিমের এক হোটেলে একজন ফরাসী গমন করেন। তিনি নিজে ঔষধালি চৌকিতে উপবেশন করেন, পার্শ্বস্থ আর একখানিতে আপনার বাগ রাখেন। ৮টা মিনিটের পর হোটেল পরিচারক দুই জন মাংসের মূল্য চাহিলে ফরাসী কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি আমার ব্যাগ আনায় করে নাই, তথাপি তুমি মূল্য চাইতেছ! কথা সে আবার করিতেছে! দেখ, তাহাই কি একটা প্রশ্ন মুখ ও গভীর ভাব। অবশ্য আমার ব্যাগ উত্তমরূপ না করিয়া ছাড়িতেছে না। "ধর্ম কর্ম্মকে পূর্ব্বদিনের ঘটনা স্মরণে তাঁহারা ক্ষমা করিলেন। হোটেল অধ্যক্ষ ফরাসীস ব্যাগকে আহার করিতে বিশেষ অনুরোধ, আদি সে দিনের মূল্য কেহই দিতেছি না।

সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত খাদার মহীন গাউলাড়া নিবাসী মুসলমান ইবকবরণ শা গ্রামের একজন প্রাইমারি পাঠশালার গুরু মহাশয়-পুত্র মধ্যাল ট্রেণিং স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে আসিয়াছে। তাহার দুই বাহু হয়ই নাই এমন কি যেখানে হাত থাকে সেখানে পর-মেশ্বর যেন রেখা মাত্র টানিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে হাতের কাজ সমুদায় পায়ে করিয়া থাকে, যখন পড়ে কলম লইয়া এরূপ দেখিয়ে যে অনেক লোকে তাহার মত লিখিতে পারেন না। দুই পায়ে ধরিয়া বসিয়া থাকে, কাগজ ভাঁজে পুস্তকের পাত উল্টায়, টাকা লইয়া বাক্সে বন্ধ করে, বেত লইয়া বালকদিগকে শাসন করে, ছুরি দিয়া কলম কাটিয়া লয়, কোন [illegible] করিয়া থাকে [illegible] কেলে তুল্য পারিয়াছে।

পালি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য শিক্ষার জন্য লণ্ডন ইউনিবার্সিটি কালেজে একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার শুনিয়াছেন, হুগলী বিভাগের প্রজারাও পাবনার প্রজাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন।

১ লা আশ্বিন। মঙ্গলবার।

ইয়ারখন্দের রাজদূত বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ১৬ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অম্বালায় উপনীত হইবেন। লাট মর্ণক্লক ২২ এ সেপ্টেম্বর মধ্য-প্রদেশে যাত্রা করিবেন এবং ২ রা অক্টোবর প্রত্যাগমন করিবেন।

মধেমধ্যের প্রথম সপ্তাহেই সিমলার নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগকে কলিকাতা যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

মার্ণিঙ পোষ্ট বলেন, পুণিয়ার সেসন্স জজ লক্ষে আবদুল কাদেরের যে বিচার হইতেছিল, তিনি তাহাতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সম্প্রতি কাকুরির সারল টাকি আলী সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি আরবীতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সম্পাদক লিখিয়াছেন "আমরা প্রার্থনা করি তিনি স্বর্গ গমনে কৃতকার্য্য হউন"।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আজি কালি পাটের চাসের প্রতি একটু বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। মান্দ্রাজে পাট জন্মে কি না এবং সেই পাট কি কাজে ব্যবহৃত হয় সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে।

সিমলার বাজারে বস্ত্র আমাগার এবং পাক-গৃহ আছে, উহার প্রত্যেকের প্রতি মাসিক দুই আনা করিয়া কর গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছে। নূতন নূতন করের সৃষ্টি বিষয়ে আমাদিগের রাজপুরুষগণের উর্ব্বরা শক্তি যেমন প্রবল এমন আর কিছুতেই নহে। আমাদিগের হইল, এইবার বোধ হয় শয়নের একটী কর হইবে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বন বিভাগের ইনস্পেক্টর যেডোস সাহেব বন্য পশু বধের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন এ নিমিত্ত তিনটী কোম্পানি করা হউক, প্রতি কোম্পানিতে দুইজন ইউরোপীয় অফিসর ও ১৫ জন করিয়া সিপাহী থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির সেনাদল কিম্বা পুলিস হইতে এই সকল সিপাহী সংগ্রহ করা হইবে। পাথেয় স্বরূপ সিপাহিদিগকে মাসিক ১০। ১২ টাকা এবং অফিসর দিগকে দৈনিক ৬। ৭ টাকা দিলেই হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বন্য জন্তু বধের নিমিত্ত পুরস্কার দানে যে ব্যয় (মান্দ্রাজে এক একটী ব্যঘ্র বধের নিমিত্ত ৫০। ৬০ টাকা দিতে হয়) হইতেছে, যেডোস সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিলে অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে যেমন পুরস্কার দেওয়া আছে ইহাদিগের সে প্রলোভন নাই। ইঁহারা তাঁহাকে বলেন, পথ খরচটী উপরি দেওয়া করিতে পারেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএর অন্তর্গত আমালিগঞ্জের নবাব আসগর আলীকে একটী মহিষে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। মহিষে কামড়ায়, গরুতে গুঁতো মারে ইহা এত দিন জানিতাম না, যাহা হউক কলের যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, ইহার পর সাপে লোককে গুঁতাইতে আরম্ভ করিবে।

২ রা আশ্বিন। বুধবার।

বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই সেদিন এক ব্যক্তি বেগে গাড়ি হাঁকাইয়া যাওয়াতে, উহা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পতিত হয়, পুলিস মাজিষ্ট্রেট উহার অর্থ দণ্ড করেন। ঐ সপ্তাহে ঐরূপ আর দুইটী ঘটনা হয়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এবিষয়ে পুলিস কমিশনরকে বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তিনি ইহার নিবারণার্থ রাস্তায় রাস্তায় পুলিসম্যান রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। পুলিস কমিশনর বলিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আছে। কিন্তু তাঁহার মতে অপরাধী পুলিস ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই আজ্ঞার জন্য কেন কল হউক না হউক, ঠিকা গাড়ির ঘোড়া গুলির আর প্রাণপণে দৌড়িতে হইবে না।

সে দিন মান্দ্রাজে একটী হিন্দু বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহা মান্দ্রাজে এই প্রথম হইল।

৬ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২৩২ জনের মৃত্যু হয়। ৪০৯ মধ্যে ৫ জনের কেবল এলাউঠার মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টের আপীলেট বিভাগ ২২ এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। ছুটীর সময়ে বিচারপতি ম্যাকফার্সন ও বার্চ সাহেব বিচার কার্য্য করিবেন। ১৯ এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হেয় পক্ষ জজেরা আসিবেন না, কিন্তু আপীল গ্রহণ এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সোমবার পর্য্যন্ত আফিস খোলা থাকিবে। ২৩ এ সেপ্টেম্বর অবধি আফিস সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইবে।

২ রা আশ্বিন। বৃহস্পতিবার।

সাংক্রামিক জ্বরাক্রান্ত দেশে ড্রেণেজ দ্বারা উপকার হয় কি না, তাহার পরীক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট টেলারাবাদে ৬০ বর্গ মাইল স্থান লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা মনের সাধে বই যে সাংক্রামিক জ্বরের অনেক বিশেষ কারণ এদেশের অনেক বিশেষ স্থানে আছে। গবর্ণমেণ্ট যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহার সন্তোষজনক নির্ণয় হইতে পারে।

জাস্টিস মিত্তর বলেন, সম্প্রতি গোয়ালন্দ পাড়ার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এক জন দেশীয় উকীলকে "বজ্জাত" ও "হারামজাদা" বলিয়াছিলেন। উক্ত বাবুটী সাহেবকে মোকদ্দমা করেন নাই এই তাঁহার অপরাধ। এরূপ কতকগুলি সেমন ও হৃদয়হীন অসভ্য প্রকৃতি লোক কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় জাতির কলঙ্ক রক্ষা হইতেছে।

পেট্রিয়টে একজন লিখিয়াছেন, সেদিন বিচারপতি জ্যাকসন একটী মকদ্দমা

বিচার করেন, কোর্টের উকীলদিগের পোষাক বিশেষতঃ পাগড়ী সম্বন্ধে বিস্তর রহস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ছিলেন, কোন কটাক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ঐ সকলের যিনি উকীল ছিলেন, তাঁহাকে স্বাভিমত রূপে পাগড়ী পরাইতে ছাড়িয়া দিলেন। উকীল বাবুটী কিরূপ সাজিবেন ছিলেন, জজই বা কিরূপ সাজ হইলে আমরা বুঝিতে পারি না।

এডুকেশন গেজেটের (সি, এস) ১১ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে যাত্রা করি

[illegible]

ডেলহৌসিস্কোয়ার এবং গার্ডনরীচের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন স্ত্রীলোকদিগকে ছাত্রীরূপে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা কোন প্রস্তাবে উক্ত শ্রোত প্রবাহিত হয় তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি সিন্ধিয়া রাজার তালুকে একটী স্ত্রীলোক হইয়া [illegible] করিতে পারিতেছেন না। হাকিমদিগের [illegible] ১২ হাজার টাকা ও [illegible] এবং দুইজন প্রধান [illegible] পুরস্কার রেখে, তাহাদিগকে [illegible] করান হয়। এত লোকের [illegible]

৮ই আশ্বিন শুক্রবার।

শুর [illegible] মহাশয় কলিকাতায় [illegible] বর্ম দর্শনার্থ আগমন করেন।

আমরা শুনিয়া, কাঁথি দত্ত হইয়াছি, বাবু কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন, এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তত্রত্য ইংরাজী স্কুলের মাষ্টর হইয়াছেন।

কলিকাতার পুলিস কমিশনর ষ্ট্রাকোপ সাহেব ৩ এ অক্টোবর হইতে দুই বৎসরের বিদায় লইয়াছেন।

গত জুন মাসে ব্রিটিশ অন্ধ হইতে ১২৪২৭৬ টাকা মূল্যের ২৩৯৩ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরল সাহেব কলিকাতার পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কাপ্তেন লাহেবকে আমরা কখন এরূপ অপব্যয় করিতে দেখিলাম না।

প্রথম শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ বহুকাল অবধি সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এ উপাধি লাভে আর সুখ নাই, আজি কালি যাহার তাহার হুকা হুকি হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বঙ্গদেশের প্রায় সকল বিভাগেই বৃষ্টির অভাব, বিশেষতঃ রাজসাহী পাটনা ও ঢাকায় বৃষ্টির অভাবে অধিক কষ্ট হইতেছে, বর্ত্তমানে অন্নের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে কিন্তু ওলাউঠা করিতেছে।

গত সপ্তাহে কলিকাতার ৫ বৎসর বয়স্ক একটী পর্টুগিজ বালকের অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা হইয়াছে। সে ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া ত্রিতালা বাটীর ছাদ হইতে পতিত হয়, সৌভাগ্যক্রমে জলপূর্ণ একটী গর্ত্তমধ্যে পড়াতে মৃত্যু হয় নাই, সামান্য আঘাত লাগিয়াছে।

৫ই আশ্বিন শনিবার।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল যে যিনি উমচরণ বিশ্বাস, রামদয়াল কুণ্ড এবং শশি কুণ্ড নামক তিন ব্যক্তি বেলেঘাটার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে সন্ধি খনন করে। উহারা ঘরে প্রবেশ করিলে পর একটী শব্দ হওয়াতে সকলে জাগরিত হয়, উহারাও পলাইবার চেষ্টা পায়, পলাইবার সময় একজনকে ধরা হয়, কিন্তু আর দুই জন পলিস উহাকে ছিনাইয়া লইয়া সকলেই প্রস্থান করে। পর দিন এক ধোপার বাটীতে উহাদের তিন জনই ধরা পড়িয়াছে। সিমলাবাসের মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইতেছে। এই [illegible] লকে অনেককে প্রেসিডেন্সি জেলে [illegible] যাইতে হইবে।

সিমুতে পুনরায় গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি করে নাই।

সিন্ধী গেজেটের কানুলহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল, রাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক্ষণে কেবল বাসা খেলিয়া সময়াতিপাত করিতেছেন তবে রাজ কার্য্য করিবার বাধা কি?

একজন পুলিস ইন্সপেক্টর চোর ধরাইবার জন্য একজনকে অত্যন্ত প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া ট্রাজুরিবারের সেসিয়নে জজ তাহার যে মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট সে আজ্ঞার পরিবর্ত্ত করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সে দিন কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক ব্যক্তি গিয়া এক আশ্চর্য্য প্রার্থনা করে। তাহার ২৬ বৎসর বয়স্কা একটী পুত্রকে আরোগ্যের একটী স্ত্রীলোক বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, অতএব উহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয় (মাজিষ্ট্রেট এ বিষয় যে কতদূর করেন তাহা জানা যায় নাই। ছেলেটী সাবালক বলিয়া কি?

বিজ্ঞাপন।

ফৌজদারী কার্য্য বিধায়ের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক যে আইন সমূহের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছে) বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, ই, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল [illegible]
প্রাপ্তিস্থান [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই সেপ্টেম্বর। মহম্মদ প্রতিনিধি ক ষ্টোমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ক ন ডর্বলিউ চপ কিশন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন নারাক পুরের ক.ষ্টোনমেণ্ট ম জিষ্টেট এবং উক্ত কাণ্টোন মেণ্ট ের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি ক মিশনর।

লেপ্টনণ্ট এম এ গ্রে বিনি সম্প্রতি আসাম .বঙ্গের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়া ছেন, শিবসাগরে য় বলেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মোয়া ল পাক্তার এবজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন এবং ডপুটী ক লেক্টর ও তৃতীয় শ্রেণীর মা.জষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

র অসাদীয় ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চ ট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই সেপ্টেম্বর। কটকের ডেপুটী ম াজ ষ্টেট ও ডপুটী কালেক্টর ই, বি, সাঙ্কে সাহেব প্রথম শ্রেণীর মা জষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের প্র তিনিধি ডেপুটী মা.জষ্টেট ও ডেপুটী ক লেক্টর বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু কিছু দিনের জন্য, ভবে মুক বিভাগের ভার পাইয়া রাজমহলের অতি রিক্ত সহকারী কমিশনর সি, এ এস বেডফর্ড গোডডা উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই এম মর্মি ন সাহেব কিছু দিনের জন্য বেতড়ার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ব াবু হেরিনাথ দাস বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের প সনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

যে সকল ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাজস্ব ইর প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

মুর্শিদাবাদের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডনাল্ড্ট্ট্ট, ব্যাটলসেন কাজ বিশেষ জন্য পূর্ণিয়ার বদলী হইলেন।

ই সেপ্টেম্বর। বাবু নবীনচন্দ্র রায় চট্ট গ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

ব াবু কৃষ্ণচরণবসাক মহম্মদ সিংহের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বাবু কালীকান্ত মজুমদার নারায়ণ গঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

ছুটীর শ্রেণীর সব আসিষ্টণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সার্জ্জন এচ, ডবলিউ হিল কিছু দিন জন্য বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

১৪ ই সেপ্টেম্বর কে ই বি ক্রেক শ্রীরামপুর এবং উত্তর পাড়ার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন এবং এই উভয় স্থানের মিউনিসিপাল কমিশনর দিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। ডবলিউ এচ, পেক সাহেব গুড়লিয়াস মিউনিসিপাল কমিটীর অনারারি সভ্য হইয়াছেন।

দি গার্ণাড
বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাইভেট সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ৭০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে গ্রহণ করা।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। উলসলি সাহেব স্বদল সহিত মোলড কোটে যাত্রা করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সকল সামগ্রী জাহাজে করিয়া পাঠান হইতেছে।

অর্থাৎ ইসমাইল পাশার পরিত্যাগ করাতে তন্ত্রতা অধিক সীমা ত অনন্ত প্রকাশ করেন। কোন গোলযোগ হয় নাই

কার্পে জনার ছুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

গত সপ্তাহের মধ্যে পারিস নগরে ওলাউঠায় ১০৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সেনাপতি লর্ডলি অ.সাণ্টি রাজধানী পর্য্যন্ত এক া ও রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। গত কল্য এডিন বরার ডিউক লিথাডিয়ার যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৯ এ এবং বোম্বাই হইতে ২২ এ আগষ্ট যাত্রা করে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকায় তুষারপাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবার তথায় লক্ষ গাঁইট তুলা জন্মিবে।

লণ্ডন ১৭ ই সেপ্টেম্বর। গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এপ্রেল পর্য্যন্ত উদ্ভূত আয়ের উপর শতকরা ৫ টাকা আয়কর পরিশোধ বিষয়ে ইত করা হইয়াছে।

সেনাপতি এ ডাল্টন বঙ্গদেশের অন্তর্বর্ত্তী সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া শীঘ্র ভারতবর্ষে যাত্রা করিবেন।

মাদ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে. তোলোসার নিকটে কার্লিষ্টরা পরাজিত হইয়া ছে উহাদের সংখ্যা ১৫০০০ ছিল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীঃ—কলিকাতা চড়কডাঙ্গা আমরা বড় কবিতাপ্রিয় নহি বিশেষ দুর্গোৎসবের আগমনী সোমপ্রকাশের উপযুক্ত সোধ হইল না।

হ'র বসু মহাশয় সমীপেষু। আপনার পত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষ থাকাতে প্রকাশ করা গেল না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এই করিমাতি গ্রামে বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট রাস্তার অতি নিকটেই শবদাহ কার্য্যটী বন্ধ হইল না। এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় শবদাহ কার্য্যটী গ্রামের অতি নিকট হইতে উঠাইয়া না দিলে ক্রমশই মেলেরিয়া বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। এক্ষণে যেখানে শবদাহ করা হয় সে স্থানটী অতি ভয়ঙ্কর, অথচ গবর্ণমেণ্ট রাস্তার পার্শ্বেই। এক দিকে একটী খাদ। খাদটী মৃত কদলীবৃক্ষ ও নানা প্রকার দ্রব্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল বৃক্ষপত্র পচিয়া এমনি দুর্গন্ধ বাহির হয় যে নিকট দিয়া চলিতে কষ্ট হয়। স্থানের অন্য দিকে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দিয়া সেই পুষ্করিণীর জল সেচনের [illegible] হইয়াছে। গ্রামে পরিপূর্ণ কেবল একটী [illegible] স্থান করিবার জন্য এইটী খোদা হয়। এই রূপ নানা প্রকার অব্যবস্থা [illegible] হইতে স্থানটী বড় ভয়ঙ্কর হইয়া [illegible] সোণাপুর সে [illegible] একটী বিদ্যালয়

আছে। এই বিদ্যালয়ে ১২০।১৩০ জন ছাত্র প্রতিদিন নিয়মিত শিক্ষালাভ করে। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত যেখানে এত লোকের সমাগম হয়, তাহার দক্ষিণ দিক [illegible] মল মূত্রপূর্ণ স্থান কি ঘৃণা, জুগুপ্সা, লজ্জাকর! [illegible] বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া [illegible] কিন্তু এখানে সেই শিশুদিগের [illegible] সম্ভাবনা তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। এই [illegible] সৎসর অবধি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই ছাত্রশূন্য। তাহার কারণ কি? কোন বিদ্যালয়ের অতি নিকটেই অবস্থান করা? এক একদিন এরূপ দুর্গন্ধ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যে অনেক সময়ে স্কুল বন্ধ করিতে হয়। এরূপ ভয়ানক অবস্থা কি গবর্মেণ্ট একবারও চক্ষের উপর দেখিবেন না? এ সকল দেখা কি কেবল "মেলেরিয়া" ফলে জন্মে "মেলেরিয়া" কিসে জন্মে বলিয়া চীৎকার করিতে হয়?

[illegible] বৎসর গত হইল যখন এই [illegible] ঐ মহাত্মা হাকিমপুরের মহকুমার [illegible], তখনকার চতুর্পুর্ব্ব আজিজ্রেট [illegible] এই অবজ্ঞাকার্য্য যাহাতে [illegible] উপর না হইতে পারে [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে [illegible] করিল, আমরা অধিক [illegible] করিলেন, আমরা [illegible] করিলে [illegible] কলঙ্কের পাকে [illegible] সংঘটিত হইবে। [illegible] এক সম্প্রতি সাউথ [illegible] নটির অধীন হওয়াতে ইহার [illegible] উপায় হইতেছে। এক দিন [illegible] বহাশয় আসিলেন কোথায় [illegible] পর নির্জ্জাহ হইবে দেখিয়া [illegible] করিলেন, তৎপরে [illegible] সহকার টাকা [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] বলিল, আমাদিগের কিছুই হইল না এক দেশের টাকা আর এক দেশের উপকার হওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। শিক্ষক সাহেব এ বিষয়ে দোষ হয় মনোযোগ করেন না। তাহা হইলে নীচ উপায় বিধান করিতেন!!!

একেত হরিনাভি গ্রাম মেলেরিয়া রোগে উৎসন্ন প্রায় হইতেছে তাহাতে এই সকল উপদ্রব! কত ম্যাজিষ্ট্রেট, কত প্রধান প্রধান লোক স্বচক্ষে এই শবদাহ কার্য্য দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার প্রতীকার চেষ্টা করেন নাই। হরিনাভি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মহাশয় যাহাতে এই সাধারণের অস্বাস্থ্যকর কার্য্যটী বর্ত্তমান স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে করিয়া যায় তাহার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার একা চেষ্টায় কি হইবে। গ্রাম বাসীরা একবার তাঁহার সহায়তা করুন, আর কেনইবা সাহায্য না করিবেন কারণ তাঁহাদের সন্তানগণ ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদেরও ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে!

হরিনাভি
১৮ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৩

অনুগত
শ্রীঃ—

নীলকরের অত্যাচার।

নীলকর একটী সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা প্রায়ই বিদেশীয়, সুতরাং এতদ্দেশীয় প্রজাগণকে স্বীয় বশতাপন্ন করিতে না পারিলে উক্ত সম্প্রদায়ের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। অনেক অনভিজ্ঞ লোকে এতদ্বিষয়ক কারণ জিজ্ঞাসু হইতে পারেন, কিন্তু ভরসা করি ক্রমশঃ নীলকরের অভিপ্রায় অবগত হইলে তাঁহাদিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। যাহা হউক, কোনরূপে প্রজাগণকে স্বীয় করতলীন করাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য্য। যে গ্রামে প্রজারা কোন বিচক্ষণ লোককে তাহাদিগের পরামর্শ দাতা ও কর্ণধার মনোনীত করিয়া নীলকরের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত ও প্রকাশ করে, তথায় তাহাদিগের অধীনে আনিতে তাঁহার অধিকতর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রথমতঃ প্রজাদিগকে নিস্তেজ করিতে পারিলে স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনায় উক্ত মহাশয়কে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বলে, তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হইলে ঘুষ দেওয়ার কার্য্য করে, পরে মারপীট পর্য্যন্তও প্রয়োগ করিতে সম্মত হয়। তাহাতেও তাঁহাকে বশে আনিতে না পারিলে বহুতর অর্থ অপেক্ষাকৃত অল্পলোভন অথবা, ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টা পায়। ইহাতেই কৃতকার্য্য হইলে যদি প্রজাগণ হতোৎসাহ হইয়া অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল, কিন্তু এইরূপে যদি তাঁহাকে হস্তগত করিতে কৃত কার্য্য না হয় অথবা তিনি তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেও প্রজাগণ সে পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের আর কোন উপায়ের সংস্থান লইতে হয়। এই উপায় অপেক্ষাকৃত বহু ব্যয় সাধ্য। সেই সেই গ্রামের জমীদারকে আদায়ী অপেক্ষা অধিক জমা দিয়াও বহুতর অর্থ নজর দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইজারা গ্রহণে অসমর্থ হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় পরে বলিব। ইজারা গ্রহণ করিয়া কি উপায়ে প্রজাগণকে শাসন করিতে হয় তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই সম্প্রদায় জমীদারি হইলে প্রজাদিগের মনে যতদূর বিশ্বাস জন্মের সম্ভাবনা, তাহার কারণ এই যে উহাদিগের দুই সংস্কার জন্মে, নীলকর আমাদিগের মাটির রাজা, সুতরাং কোন না কোন সময়ে উহার অধীনস্থ হইতেই হইবে। অতএব এক্ষণে তাঁহার সহিত অসৌজন্য করিলে পরিশেষে ক্রোধানলে পতিত হইবে। প্রজাগণ কি নির্বোধ। উহারা জমীদার হইতে ভূস্বামীরই আদরের। জমীদার যাহা করেন তাহা তাহারা অকাতরে সহ্য করে। যাহা হউক, এই ভাবিয়া যদি উহারা নীলকরের অধীন হইল তাহা হইলেই দুরাত্মা সফল হইল, মাটির [illegible] নাই। তৎক্ষণাৎ কর বৃদ্ধির [illegible] হইল। নীচ আদায়ের [illegible] কর কতক টাকা [illegible] এক্ষণে ৪০ পাকার টাকায় [illegible]

টাকা বার্ষিক হয়। প্রজা কোথায় পাইবে? সর্ব্বস্বান্ত গরু সকল ক্রোক করিলেন, তাহারা নিকপায় হইয়া পড়িল। এতদ্ব হ'য়, উক্ত সম্প্রদায়ের শরণাগত হইবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সম্ভবতঃ কোন কোন ধনী প্রজা জেলায় আপিল করিল। আপিলের বিচার প্রায় ২।১ বৎসরে হইয়া উঠে না। ইহাতেও যাঁহারা শরণাগত হইলেন, কয় বৃদ্ধির মকদ্দমা তাহাদিগের উপর আর চালাইলেন না। (এবার এই পর্য্যন্ত প্রকাশ্য ডিক্টীয়বারে এই স্থান হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য) এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট পৌণ্ডে এই উপায়ের প্রধান যন্ত্র। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি গ্রামস্থ সমস্ত পতিত জমীতে নীল বোনা হয়; এবং প্রত্যেক গ্রামে নীলরক্ষক অন্যূন ঠিকা লাঠিয়াল ২০।২৫ জন নিযুক্ত করা হয়। নীলকর মহাশয়ের হুকুম থাকে প্রজাগণের গরু যে খানে পাইবে নীল খাইয়াছে বলিয়া পৌণ্ডে দিবে। শুনিতে পাই এই সকল নীলরক্ষক (তাগাদগির) দিগকে বেতন দিতে হয় না। উহারা প্রজাগণের গরু যে খানে পায় পৌণ্ডে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়। প্রজাগণ প্রত্যেক গরুর নিমিত্ত পৌণ্ডে ৵০ পাঁচ আনা জরিমানা দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়া গরু লইয়া আইসে। তাহাতেই শুনিয়াছি উহারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। প্রজারও বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। এমন কি প্রজার কোন গরু খাটীতে বাঁধা রহিয়াছে কএক জন দুরন্ত আসিয়া দড়া খুলিয়া পৌণ্ডে লইয়া চলিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন প্রজারা কোর্টে নালিশ করে না কেন? ইহারা নালিশ করা দূরে থাকুক, যদি ২।১ জন লোক সাক্ষ্য করিবার জন্য ডাক দিল, অমনি তাহারা ছাড়িয়া দেয়, কুঠীতে গমন করে, সাহেব দুই এক জনকে বেত্রাঘাত করিয়া কোর্টে পাঠাইয়া দেন, তখন উহারা নালিশ করে যে প্রজাগণ আমাদিগকে মারপিট করিয়া গরু ছিনিয়া লইয়াছে। কেহবা ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষ্য। মামলায় যদি প্রজাগণের কটক কিম্বা জরিমানা হইল তাহা হইলেই সন্তোষের বিষয়। না হইলেও মন্দ নহে, কারণ, প্রজার অর্থ ব্যয় হইয়াছে: দুর্ব্বল প্রজাগণ কত দিন এই ব্যয় ভার বহন করিবে। বশতাপন্ন হইল। নীলকরের অভিষ্ট সিদ্ধির বাধা রহিল না। এক্ষণে প্রজাগণ বিচারার্থী, সুতরাং বিচারকগণের বিষয়ে এই স্থানে কিছু বক্তব্য আছে। বিধির বিড়ম্বনা বশতঃ যে স্থানে অথবা যাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নীলকর বসতি করে, অথবা তাহার প্রাদুর্ভাব থাকে, তথায় প্রায়ই মন্য সিভিলিয়ান ভিন্ন অভিজ্ঞ বহুদর্শী মাজিষ্ট্রেটগণ তার প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় না, নীলকর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ইংরেজ সুতরাং তদ্দেশবাসী কোন মন্য সিবিলিয়ান তত্তৎ মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া নীলকরের চরিত্রের কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। নিরীহ প্রজার প্রতিও তাঁহাদের মমতা জন্মে না। সুতরাং স্বদেশীয় লোকে নিঃসহায় প্রজাগণের উপর দোষারোপ করিয়া কোন কথা বলিলে বিশেষ বিশ্বাস হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি? ইহাতেই প্রজাগণ অনেক অযথার্থ মকদ্দমার মর্ম্মভেদী কষ্ট প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এই মাজিষ্ট্রেটগণই কিছুকাল এদেশে থাকিলে যখন নীলকরের চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, যখন তাঁহাদের বিচার শক্তি প্রশংসাস্পদ হইয়া উঠে নীলকর পীড়িত প্রজারা তখন আর তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মুরাতাড়া ও মেহেরপুর এ স্থানে প্রবণ করিলাম। এখন কার নীলকর সমুদায় ইংলণ্ড দেশবাসী। বোধ হয় তাহাদেরই শুভাদৃষ্ট এবং প্রজাগণের দুরাদৃষ্ট বশতঃ এস্থানে কখন আমরা বাঙ্গালি হাকিম দেখিলাম না। যাহা হউক প্রজার মাথে মিথ্যা ফৌজদারি মকদ্দমা করাই উক্ত সম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধির আর একটী প্রশস্ত উপায়। এই ফৌজদারি মকদ্দমার কিরূপ প্রকৃতি তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। ২।৩ জন সাহেব কোন মাঠে গমন করিয়া একজন দুর্ম্মতে গতাগতি দিলেন, টুপি ভাঙ্গিলেন গাত্রে ধূলি দিলেন এবং পেণ্টুলেন ছিঁড়িলেন অপর কয়েক জন সাক্ষ্য দিলেন তুমি আসিয়া স্বীয় গমস্তা মুহুরি প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গকেও সাক্ষ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়া কোর্টে নালিশ করিলেন। মিথ্যা আদালতের বিশ্বাস জন্মিল (কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) আসামীর কাটক হইল, প্রজাগণ ভয়ে বশতাপন্ন হইল। কে হাইকোর্টে গমন করিবে কে অব্যাহতি প্রার্থী হইবে, চার্লস মিয়ার করিয়াদী, আসামী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মকদ্দমা ইহার যথার্থ প্রমাণ কত লোক হাইকোর্টে গমনে অশক্ত হইয়া এত কষ্ট ভোগ করে। মহেশ বাবু একজন ভদ্র লোক ও ধনী কাযেই তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ প্রজা হইলে কাটকেই থাকিতেন। এইরূপে প্রজাগণ ক্রমাগত কটক থাকিতে ও জরিমানা দিতে থাকে, পরে ক্রমে অসক্ত ও দীনবল হইয়া আসিলে অগত্যা নীলকরের অনুগত হইয়া অব্যাহতি লাভ করে নীলকরের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ আবিষ্কার হইয়া উঠে। * ইহার অবশিষ্ট আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।*

১ লা আশ্বিন খ্রীঃ—
১২৮০

—:০:—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়। সাতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে মেলেরিয়া নিবন্ধন মেদিনীপুরের উত্তর পূর্ব্বাংশের কয়েকটী পরগণা উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। এ প্রদেশে প্রায় তিন বৎসর হইল মেলেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বৎসর অল্প পরিমাণে হইয়াছিল বটে, কিন্তু গত বৎসর হইতে প্রকৃতরূপে দেখা দিয়াছে। গত বৎসরে দেশের অধিকাংশ লোকই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তাগা ও পরমায়ু গুণে এবং স্থানান্তর গমনে যাহারা বাঁচিয়াছিল, এবৎসর আবার তাহারাই আক্রান্ত হইয়াছে। এখন অবধি মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা আর ৩।৪

মাণ থাকিলে নিশ্চয়ই গ্রামগুলি লোক শূন্য হইবে।

সত্য বটে, গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিয়াছেন এবং ডাক্তার ও ঔষধ প্রেরণ দ্বারা মেলেরিয়াক্রান্ত প্রধান স্থান গুলির অনেক উপকার করিতেছেন, কিন্তু তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠ ও কাতর স্বরে বলিতেছি যে, যেরূপ পীড়া তাহার অনুরূপ চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান হইতেছে না।

পুলিশ কর্ম্মচারী ও ডাক্তারদের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও পীড়ার কারণ ও তারতম্য জানিবার জন্য এক স্বতন্ত্র বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়; অথবা মেলেরিয়া পীড়িত গ্রাম সমূহের ভদ্র লোকদের কথা যদি শুনেন তাহা হইলেও অনেক জানিতে পারিবেন।

ডাক্তারদের স্বাধীন ভাবের চিকিৎসায় ও দাতব্য চিকিৎসায় অনেক অন্তর আছে, কিন্তু সাধারণের এরূপ সামর্থ্য নাই যে স্বাধীন ভাবে ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসা করেন লোকের অর্থ সামর্থ্য আর নাই। দিনে দিনে লোকে জীবনে নিরাশ ও উৎসাহ হীন হইতেছে, আবার এ প্রদেশে এমন সঙ্গতিপন্ন লোক নাই যে তাঁহাদের দ্বারা দেশের কিছু উপকার হয়। উপরে ঈশ্বরও পৃথিবীতে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমাদের বাস গ্রাম বলিহারপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বাসদেবপুর চাঁদপুর ও দাসপুর প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে ও আত্মীয় আর দেখিতে পারা যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে একটী লোক ও ভাল আছে কি না সন্দেহ। অতএব ডাক্তার মহাশয়দের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন এই কয়েক খানি গ্রামের প্রতি বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারদের হস্তে এখন এদেশের লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। পরিশেষে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিনয় নিবেদন, যে তাঁহারা আরও কয়েক জন ডাক্তার এবং স্থান ও পীড়ার পরিমাণ। ঔষধ প্রেরণ করেন।

জেলা মেদিনীপুর
পং চেতুয়া
থানা হাসপুর
১৫ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৩
} কস্যচিৎ
বলিহারপুর নিবাসিনঃ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১২ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকল্পতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মোহাবার অন্তরাবপুরের নীচে	৭	৬
তথা হইতে গড়িরার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৫	
তথা হইতে অগ্নিপুর ৭৷ মাইলের মধ্যে	১৮	
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	২।

বহরমপুর
১৫ সেপ্টেম্বর
১৮৭৩
} শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল বিভাগ ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ৺ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন দত্ত
হোসেনাবাদ ১০
" " দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ভবানীপুর ৪৷৷৷
" " হরচন্দ্র চৌধুরী—লিমুলিয়া ১০
" " মহেন্দ্রনাথ মল্লিক
আন্দিলপাড়া ৫৷৷৷
" " দুর্গাচরণ মজুমদার হাঁসেরা—শিবিয়া ১০
" " রামগোপাল ঘোষ
গোবিন্দপুর
" " জেম্‌স আরেল কোং—বহরমপুর ১০

১৮৭৩ অব্দের সেপ্টেম্বর ও ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামরামচন্দ্র—শ্রীরামপুর।
" " মঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলগড়।
" " শ্রীনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটীকুরী।
" " মণীলাল বসুজা—মওগাঁ আলাম।
" " নবীনচন্দ্র সরকার—খোলাবাদা।
" " উপেন্দ্রনাথ রায়—খলিসহাট।
" " রঘুনাথ কা—ঠাকুর গাঁ।
" " মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
প্রতাপাটা।
" " উমাচরণ দত্ত—শিবাই
" " কাশীবিহারি লাহিড়ী—মুনকল।
" " বিহারিলাল সেন—শ্রীরামপুর।
" " শিবনাথ বসু—বুলিয়ারি।
" " অমরচন্দ্র সেন—সিলিগুড়ি।
" " তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
কটক।
রাজা শ্রীযুক্ত [illegible] বাহাদুর
গাজিপুর।
[illegible] মুদীর পাড়া মুক্তিলাল এণ্ড লিমিটেড গয়া।
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল—মুলুপাড়িয়া।
" " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—ক্লার্ক অব দ্যে ছোট আদালত।
" " হরিশচন্দ্র সেন—ত্রিবিক্রমপুর।
" " পুটিয়া ষ্টুডেণ্টস এসোসিএসন
" " [illegible] ঘোষ ষ্টাট ছোটআগলপুর
" " কুলার মহেন্দ্রলাল বাল জমীদার
রাজবাটী।
দশঘরা কুলের হেড মাষ্টার
" " ভূধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালীরা ডাঙ্গা।

[illegible]

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

৮ম। ৫৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং। "

প্রতি বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
প্রতি ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ১৩ ই অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত প্রতি বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৪ এবং ২২০ নং মকদ্দমার-যাহাতে শ্রীমতী কুকমণি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু অ.নন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমার হাইকোর্ট হইতে যে ডিস্পাতি হয় এবং ১৮৬১ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার ডিস্পাতি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে মৃত ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেক্টরীর হৌলী ভুক্ত ১৫৩ নং ইষ্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত, এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে ঘুষড়ির ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিষহাটী ভুক্ত সমুদায় ভূমি ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর হৌলী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত নারায়পুর ও অমরহাড়া। ৩ য়। ১২৩৬ নং কলেক্টরীর হৌলী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৩৬ নং কালেক্টরীর হৌলী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা টিকা মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ ভূমি অথবা ঘাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে।

যথা বিধি মোটের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা টীকা মহল সকলের কিম্বা ঘাট প্রভৃতির খরচা বাদে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হইতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণকারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কুকমণি দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব, কুমার ভূজেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ ব্যতীত অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাহাঁর আবেদন গ্রাহ্য হইবে কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও হইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাহাঁদের উকীল বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টী, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাসুল ৸০ আনা।

ক্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

" প্রত্ন কল্প-সন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় যতীন্দ্রপতি সিংহ রায় বাহাদুর

প্রভৃতি, অনরেবল বঙ্কিম দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাতা দীনাময় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও "আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয়" প্রভৃতি। উমাচরণ রামদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী, উত্তিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী লক্ষ্মীপুরের পৃথ্বী পাল চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেওয়ান, ছান্দড়ার অম্বিকামোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আশুতোষ পণ্ডিত ও কুমারটুলির রায় প্রভৃতি, মেসুতলার (মন্থন্তর ফল) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি, হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বোস প্রভৃতি, কাশীর (সৎসঙ্গ তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবভরত) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইয়া শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে গ্রন্থের কার্য্যে কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হইবায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগপূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাসের পর মাসে প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিষয় এই যে পরিশিষ্ট ঋণটীর ভার নষ্ট করে [illegible] সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রী মহিলাদিগের গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, গ্রন্থকর্ত্রী মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আমার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। তরুণী কবি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আমার হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বান্তঃ আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলে সেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পুরঃসর "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা জীমবোসের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

গ্রন্থকর্ত্রী ও সত্যযন্ত্র স্বত্বের অধ্যক্ষ
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কলিকাতা গুপ্ত এসেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আফতবার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এসেন্সির দ্বারা সুসম্পন্নরূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এসেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কার্য্যাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এসেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও মাসিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যে সকল গ্রন্থ আমার প্রকাশিত নিম্নলিখিত তালিকা পুস্তকস্থলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্র্যাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৯, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৩।০ ডাক মাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা।

উক্ত প্র্যাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ তত্ত্বাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বস্তু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত সুশ্রুতি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল পার্সিং ।৵০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অতি পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল ।৵০।

কলিকাতা
লাটসাহেবের হিন্দুহরেডে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক সকল সহরহাট হইতে আনয়ন করা যায়, সুমুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীকালীচরণ গুপ্ত

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদৃশ্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গোল করা প্রস্তর নির্ম্মিত সন্ধানার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সকেটসহ জলের ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ ইট, টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নক্সা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত নেত্র কর্ম্ম কৃত হইল, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে অবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

৯ লকাডা
৭ নং চেরিটোলা ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দিকের গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কর্ম্ম বিবেচনায় দেওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্ব ৫ কা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসন এণ্ড
থিরাপিউটিক্স
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
ঔষধিক তত্ত্ব নির্ণয়।
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গালাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রীশিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণী কি কি বিষয়ে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ করা অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কতকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্ভিন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল ১ সমেত ৬ টাকা।

৪ শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুস্থান ষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

———

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, কামদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪। ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

—•—

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেণী পরীক্ষার পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান ও বায়ুবিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষার এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকার ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঞ্চালক ও বলবিঘাত তারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ, বর্দ্ধমানবেগ পতনশীল বস্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য ঘটিত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার ১ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড মূল্য এক টাকা।

ম ক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ।০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা। মর্ম্মাল ফণ্ড।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।/০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ আশ্বিন সোমবার।

গোয়েন্দা নিয়ে।

প্রজা এক জাতি, এক ধর্ম্মী ও এক দেশী, এবং রাজা অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্মী ও অন্য দেশী হওয়ায় অনেক অসুবিধা। এরূপ অবস্থায় দেশ অধিকার করিয়াও অধিকারের সম্পূর্ণ সুখ দুর্লভ। এই জন্যই কিছুদিন হইল একজন বুদ্ধিমান ইংরাজ বলিয়াছেন, আমরা ভারতবর্ষীয়দের শরীর অধিকৃত করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের হৃদয় হস্তগত হইল না। এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট নিজের শাসনাধীন কোন শ্রেণীর অভাবের কথা জানিতে পারিতেছেন না। যদিও রাশি রাশি সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে প্রজাদিগের ভাব ও অবস্থা রাজাদিগের গোচর করিতেছে তথাপি কত কথা যে সমাজের মধ্যে লুক্কায়িত রহিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। কোথায় কত প্রকারে বলের নিকট দুর্ব্বলের নিগ্রহ হইতেছে তাহার তত্ত্ব কয় জন রাখে? অন্যায় অত্যাচার দুষ্কর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা বিধিমতে হইতেছে বটে, কিন্তু কয়টী অত্যাচার বা দুষ্কর্ম্মের কথা সমাজের উপর ভাসিয়া উঠে, সহস্র সহস্র অজ্ঞ দুর্ব্বল ও অসহায় ব্যক্তি যে প্রপীড়িত ও বিপন্ন হইয়া ক্রন্দন করে, তাহাদের রোদন ধ্বনি কয় জনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়?

সমাজের এইরূপ অবস্থায় সহজেই মনে হয় যে হয় ত গোপনে গোপনে অনেক অত্যাচার, অনেক অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা সাধারণের চক্ষুর উপর উপস্থিত হয় না। এই জন্যই বোধ হয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, যে অতঃপরে কোন আইন-বিগর্হিত অপরাধ কৃত হইলে, সকলকে নিকটস্থ পুলিসে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার সংবাদ দিতে হইবে। এই বিজ্ঞাপনের সহিত সেই সেই অপরাধের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। পুরাতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনের ১৩৮ ধারাতে এই মর্ম্মের কথা লিখিত ছিল এবং বর্ত্তমান ফৌজদারি আইনের ৮৯ ধারাতেও এই আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পুনরায় সকলকে সেই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এরূপ পুরাতন কথার উল্লেখ করিবার প্রকৃত অভিসন্ধি কি বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু এক্ষণে এই এই; এতদিন ত এই কথা প্রচারিত হইয়াছে তথাপি এতদিন ইহার অনুসারে লোকে কার্য্য করিল না কেন? ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ কোন অপরাধের গোয়েন্দা হইলে প্রায় সংবাদদাতাকে বাদী হইতে হয় সুতরাং আরোপিত অপরাধের প্রমাণোপযোগী সাক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহের ভার তাহার হইতে হয়। সেই সকল বিষয়ে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে পারে এমন সুবিধা কয় জনের? দ্বিতীয়তঃ অত্যাচার নিবারণ এবং দুষ্টের দমনের জন্যই গোয়েন্দা হওয়া, কিন্তু সংবাদ দিয়াও সে অভিপ্রায় প্রায় পূর্ণ হয় না। পুলিষ তদন্ত করিবার জন্য আসিলেন, সেই উপলক্ষে অপরাধী হয় ত নিজ অপরাধ গোপন করিয়া ফেলিল অথবা বলবত্তরকে দেখাইয়া পুলিষকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল; পুলিষ তদ্বিষের অনুসন্ধানের পর প্রকৃত সংবাদ অমূলক বলিয়া রিপোর্ট করিয়া গেল। তৃতীয়তঃ কাহারো নামে কোন গুরুতর দোষারোপ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে অক্ষম হইলে বিপক্ষে সাক্ষিবাধ সম্ভাবনা। চতুর্থতঃ যাহার বিরুদ্ধে সংবাদ দেওয়া হয় তাহার সহিত চিরশত্রুতা স্থাপিত হয়। অনেক সময়ে এই রূপ গোয়েন্দার কার্য্য করিতে গেলে দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে হইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই সকল কারণেই কেহ সহজে পরের বিবাদ নিজের স্কন্ধে লইতে চান না। এই সকল কারণেই অগ্রসর হইয়া অপরাধীকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা মূলে থাকুক, সকলেই প্রায় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, কারণ পাছে সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। সচরাচর অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে কিম্বা দুষ্কর্ম্মের উপর কোন দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিলে কোন ভদ্রলোকের হৃদয় অতীব ক্রোধে আন্দোলিত হয়, যাঁহাদের ন্যায়পরতা বুদ্ধি কিছুমাত্র বিকশিত হইয়াছে, তাঁহারা কি কখন সমাজের সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিকটে ও অবাধে পাপাচরণ করিতে দেখিয়া [illegible] বিরত রহিতে পারেন? অপরাধের বলই অধিক হউক না, [illegible] অত্যাচার ও অনুষ্ঠান

হণের ইচ্ছা যতই বলবতী হউক না কেন, অপরের সাহায্য ব্যতীত সকল গুপ্ত কথা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই এই সকল গুপ্ত অপরাধ অনুসন্ধান ও গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার উপায় পুলিস, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পুলিস কর্ম্ম চারিদিগের যেরূপ ঔদাসীন্য এবং তাহাদের ধর্ম্মাধিকরণ যেরূপ নিকৃষ্ট তাহাতে সে আশা করা দুরাশা মাত্র।

আমরা কয়েকটী ঘটনা জানি যেখানে সংবাদ দিয়াও কোন ফল হয় নাই বরং পুলিস, কর্ত্তৃক অপমানিত হইতে হইয়াছে। যত দিন না পুলিসের কুক্কুর জিহ্বার মুখ সরস্বতী সদৃশ লু এবং অন্য কর্ম্মচারিগণ তাহাদের কার্য্যে মনোযোগী হইবে, যত দিন না তাহারা ভদ্রলোক মাত্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে, যত দিন না আদালতের শোণিত-শোষক রাক্ষসেরা শাসিত হইবে এবং আদালত ভদ্রলোকের গম্য স্থান হইবে, তত দিন লোকের উপর কথা কথি করা বিফল। এখনো বিচারকেরা প্রায় কিবাদী, কি প্রতিবাদী, কি সাক্ষী সকলকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক স্থির করিয়া বিচার আরম্ভ করেন। এরূপ স্থলে কোন ভদ্রলোক সে ঘরে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবেন? যাঁহাকে দুই বারের অধিক আদালতে দেখিতে পাওয়া যায়, আদালতের এবং বাহিরের লোকে তাঁহাকে সাক্ষী ব্যবসায়ী স্থির করিয়া বসে। পুলিস ও আদালতের এরূপ হীনাবস্থা থাকিতে কোন ভদ্রলোক গোয়েন্দা হইতে পারেন না। বিশেষ হিন্দুদের চক্ষে গোয়েন্দা গিরি অতি নীচ কার্য্য। অপরের যে সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে বিপদস্থ করা হিন্দুর হৃদয়ের পক্ষে ভয়ানক দুঃসাধ্য। অপরাধীকে ধরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া, আহার দেওয়া, গতি স্থানান্তরে অনেকে দয়ার অনুরোধে আশ্রয় দিয়া থাকেন।

অতএব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অপরের উপর কথা কহি না করিয়া যদি পুলিস বিহারী নরাধমদিগকে একটু সজাগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা।

✓ বঙ্গীয় সংবাদ পত্রদিগের নিন্দুকি।

আমরা গতবারের সোমপ্রকাশে "ক্রেওসর ইণ্ডিয়া এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র" নামক প্রস্তাবে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার প্রায় সকল বলিয়াছি; কিন্তু আর ও কিছু বলা উচিত বোধ হওয়াতে পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইতেছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ত সকলের চক্ষু শূল হইয়া উঠিয়াছে, এদিন "পিয়ার্সন" বলিলেন, ইহাদিগকে দমন কর ওদিন ইংলিসম্যান বলিলেন, এই বিবেচনা শূন্য চীৎকার; পটু নিকর্ম্মাদিগকে শাসন কর, এই রূপে ত ইংরাজী সংবাদ পত্র দিগের অধিকাংশই মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের আক্রোশ কিম্বা আক্রমণে ভীত হইবার কারণ অতি অল্প, কিন্তু কিছুদিন হইল সুক্ষ্মদর্শী' ন সাহেব এক আইন রূপ মেঘে সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার গর্জ্জনের ধ্বনি যদিও এপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেই মেঘের মধ্যে যে ভীষণ বজ্র নিহিত আছে, তাহা বুদ্ধি মান মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে এবং সময় উপস্থিত হইলে, কালে সেই বজ্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের মস্তকে পতিত হইতে পারে। সে আশঙ্কা ও বিশেষ চিন্তার কারণ নহে, কারণ তাহা আইন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রদিগের নিন্দুক যন্ত্রে চিহ্নিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে তাহাদের উপর আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কোপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। কায়েল সাহেব যে কি ধাতুর লোক তাহা এত দিনে সকলে এক প্রকার বুঝিয়াছি। তিনি তাহাঁর দেশের পূর্ব্ব-পুরুষ ম্যাকবেথের ন্যায় ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে বড় অন্তর রাখিতে চান না। কলিকাতায় পা দিয়াই ফ্রবার্ট সাহেবকে বরখাস্ত করা, ব্রডলি সাহেবকে সাত সমুদ্র ও তের নদীর জল পান করান; এবং গেডিস সাহেবকে পদচ্যুত করা এই সকল কথা স্মরণ করিয়া কে না তাহাঁর ভ্রূকুটিকে ভয় করিবে। আমরা কেবল তাহাঁর স্বজাতীয়দিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, কারণ ইহা হইতেই এদেশীয় দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহারের সম্ভাবনা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সেই জন্যই আমরা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি, পাছে মহারাজা কায়েলের চক্ষু আমাদিগের উপর পড়ে। কিন্তু অবশেষে বোধ হয় তাহাই ঘটিল, অম্মরা নিম্নে তাঁহার রাজনীতি শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট বিষয়ক আদেশ হইতে কয়েক পঙ্ক্তি তুলিয়া দিতেছি—

"লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে যে দেশের সর্ব্বসাধারণের উপর বাঙ্গালা সংবাদ পত্র দিগের ক্ষমতা অল্পই। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিবেচনায় বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন,—সাধারণ লোকের যে গবর্ণমেণ্টের উপর এত অবিশ্বাস, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরা তাহার প্রধান কারণ" সে কথা অনেক পরিমাণে সত্য। এই সম্বন্ধে কমিশনর মন্টগোমেরি বলেন "আমার বিবেচনায় এতদ্দেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের বারণ না হওয়া অমঙ্গলের কারণ হইবে। এত দেশীয় পত্র হইতে কোন বিশেষ উপকার দর্শিবে না, বরং এতদ্দ্বারা

এপ্রদেশী শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে চঞ্চলতা ও বিরাগের উৎপত্তি হয়। এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি নিজে কোন মত স্থির করিতে পারে না, কেবল মাত্র সংবাদ পত্রের মত লইয়াই চলে—

আমরা গত বারে প্রায় এই সমস্ত কথাই বলিয়াছি। বাস্তবিক আমাদিগের কতকগুলি সহযোগীর অমনযোগিতা ও অনুদারচিত্ততাবশতঃ যে এই রূপ অপকার হইতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা অনর্থক গণ্ডগোল করিয়া বিশেষ কোন উপকার করিতে পারুন আর না পারুন, হয় ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের স্বাধীনতা হানির কারণ হইতে পারেন। ভাল হউক মন্দ হউক গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিব, ঘৃণা ভিন্ন কৃতজ্ঞতা দেখাইব না, কোন প্রকার দুরভিসন্ধি না পাইলেও গুরু দুরভিসন্ধির আরোপ করিব, এপ্রকার প্রতিজ্ঞা সম্পাদকের সভ্যতার ও পক্ষপাত-শূন্য ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। ইংলণ্ড রাজার অনুরোধেই অথবা পরকালে মুক্তির আশাতেই ভারতবর্ষের গুরুতার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা ভিন্ন ভারতবাসীদিগের অন্য কথা হওয়া উচিত নহে, এরূপ প্রস্তাব আমাদিগের নিকট যেমন অসত্য ও অসঙ্গত বোধ হয়, আর ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কখন কোন উপকার করেন নাই এবং করিবার ইচ্ছাও করেন নাই, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভিন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে ইংলণ্ডের অন্য কিছু প্রাপ্য নাই, একথাও সেইরূপ অন্যায় এবং অসঙ্গত বোধ হয়। [illegible] আমাদিগের [illegible] ভাল হউক মন্দ হউক, তাহা হইতে উন্নতি, [illegible] আকর্ষণ করিতে পারেন। অন্যায় চীৎকার ছাড়িয়া যদি সার কথার আলোচনা করেন এবং দেশের লোকদিগকে ন্যায় নীতি এবং সুবিচার শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা বিশেষ ইষ্ট সাধিত হয়।

—০—

জমীদার প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট।

কিছুদিন হইল উত্তর সঙ্কট শিরোনামে আমরা একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলাম তিনি আজিও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। বস্তুতঃ এস্থলে গবর্ণমেণ্টের যে কি করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পাবনা ও বগুড়ার জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের অনেকবারই চেষ্টা করা হইতেছে। গ্রেহাম কমিশনর মনসি সাহেব এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজা প্রজাদিগের প্রজাদিগের অভিযোগ অনুসন্ধান ও সদুপায় বিধানের জন্য নিজে তাঁহার বগুড়া যেলার অন্তর্গত জমিদারিতে গমন করিয়াছেন, বিখ্যাত রায় যশপত সিঙ্ক অন্যায় কর কিম্বা কোন প্রকার বাধ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কলিকাতার টাকুরদিগের কর্ম্মচারীরাও মোলান সাহেবের সাক্ষাতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এ সকল ত হইল। এ সকল উপায়ে পাবনা কিম্বা বগুড়ার প্রজারা শান্ত হইতে পারে, কিন্তু এপ্রশ্ন ত আর এদেশে কেবলমাত্র পাবনা কিম্বা বগুড়াতে বদ্ধ নহে। অন্যান্য স্থানের প্রজারাও গোল করিয়াছে। তাহারা খাজনাও দিতে চাহে না। ঘোষ বসু রায় জমিদার দিগের যাহা জমা দিবে তাহা রাজের হিসাবে কাটা যাইবে, পুনরায় সমস্ত খাজনা ফেরে হইবে, এই আশঙ্কায় যতদিন না অতিরিক্ত বার গ্রহণ সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় ততদিন খাজনা পর্য্যন্ত দিতেছে না। যাহা হউক যে প্রশ্নটী উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। যে প্রকারে হউক ইহার মীমাংসা না হইলে কোন পক্ষের শান্তি নাই। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের যে দুই একটী কথা আমরা শুনিয়াছে তাহাতে তিনি যে কোন বিশেষ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। রাজস্বাহির শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর তিনি যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, এই রিপোর্টে উল্লিখিত কতকগুলি সুস্পষ্ট বিষয় দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা রায়তদিগের মধ্যে অধিক স্বাধীনতার ভাব জন্মিতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা আপনাদের স্বত্ব এবং অধিকার অধিক বুঝিতে পারিতেছে। দেশের সর্ব্বসাধারণের যাহা যে অভাবটি তুখাস্থী প্রজার মধ্যে মহত্ত্ব যেমন অনির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত উন্নত মহত্ত্ব স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে এবিষয়ে ত্রুটি হইতেছে এবং এই সময় সিবিলি হইবে। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে এখনকার আইন সমস্ত সেরূপ মন্দী ও আইন ব্যবসায়ী লোকে পরিপূর্ণ, সেখানে গিয়া বিহারের মীমাংসা করা দরিদ্র প্রজার পক্ষে সুখের হইবে না। এবং যতদিন উকিলপক্ষ ব্যবসায়ীদিগের কার্য্য, [illegible] ততদিন সেখানে প্রকৃত বন্দোবস্তের প্রায়শ্চিত্তে আইনের মীমাংসা [illegible] করা তাঁহার ইচ্ছা। [illegible]

যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা সমূলক বোধ হয়। বাস্তবিক আদালতের ও আইনের বর্ত্তমান অবস্থা থাকিতে সে দ্বারে গিয়া যে প্রজার কষ্ট দূর হয় এমন আশা করা যায় না। আবার এদিকে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যদিগকে জমিদারের ইচ্ছার তলে ফেলিয়া রাখাও উচিত বোধ হয় না। দেশের অধিপতি ভিন্ন তাহাদের অরক্ষিত মস্তককে রক্ষা করে কে? সেই কোটি কোটী নিরুপায় জীব, যাহারা জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া চিরদিন অন্ধকারে বাস করিতেছে, যাহাদের সংবাদপত্র নাই এসোসিএশন নাই মনের কষ্ট জানাইবার অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের হইয়া বলে অথবা ভাবে কে? এই উভয় পক্ষের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কিম্বা আইনের দ্বারা মীমাংসা করিতে গেলে, কেবল উভয় পক্ষের ক্লেশ বৃদ্ধি করা হয়, এই ভয় কাপ্তেন সাহেব সেদিকে হঠাৎ অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু এখন হস্ত গুটাইয়া বসিবার ত সময় নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট নিজে জমিদারদিগকে সৃষ্টি না করিতেন, ইংরাজী আইন রূপ লবণবারি আনিয়া যদি পুরাতন হিন্দু গ্রাম্য শাসন প্রণালী নষ্ট না করিতেন, যদি অন্ততঃ মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দু গ্রাম সকলকে হিন্দু প্রণালী অনুসারে সকল কার্য্য করিতে দিতেন তাহা হইলে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবার লোক থাকিত। গ্রামের পঞ্চ লোক দ্বারা তাহাদের দেয় কর নির্দ্ধারিত হইত এবং বিবাদের মীমাংসা হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আপনা হইতে সে সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। একবার ইংরাজী আইন প্রয়োগ করিয়া হিন্দুদিগের চিরন্তন প্রণালী, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর আইন প্রয়োগে হস্তক্ষেপ হইলে কি হইবে? হয় আমাদের প্রথম প্রস্তাবানুসারে প্রজাদিগের সহিত চির স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের স্বত্ব ও অধিকারের সীমা নির্ণয় করিয়া দিন, নতুবা আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে ১০। ১৫ বৎসর অন্তর সকল গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মত খাজনার হার স্থির করিয়া দিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূস্বামি করা হইয়াছে, কিন্তু লাঙ্গল যাহাদিগকে ধরিতে হয় ভূমির উপর তাহাদের স্থায়ী স্বত্ব না হইলে ভূমির উপর তাহাদের মায়া ও স্নেহ না জন্মিলে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব

জমিদারদিগকে সৃষ্টি করিবার সময় বোধ হয় লর্ড কর্ণওয়ালিস বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক শ্রেণী ধনী ও ভূস্বামি লোক থাকিলে তাহারা অনায়াসে নিশ্চয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং সময় বিশেষে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক আশঙ্কা করিয়া গিয়াছেন যে, যদি কালে কখন এই শ্রেণী প্রজাদের সহিত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা ভার হইবে এবং এ আশঙ্কা অমূলকও নহে, কারণ আমরা ত ইতিহাস পাঠে জানিয়াছি ইংলণ্ডের রাজাদিগকে দেশের ধনী ও লর্ডদিগের ভয়ে চিরকাল কিরূপ শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে, বিপদের সময় যেমন এক একবার এই লর্ডেরা রাজাকে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি সময়ে সময়ে প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদস্থ করিতে চাহেন। অতএব লর্ড কর্ণওয়ালিসের আশা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির আশঙ্কা উভয় নিতান্ত অমূলক নহে। পাবনার বিদ্রোহ উপলক্ষে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রজাদিগের দিকে পক্ষপাত দেখাইতেছেন বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করাতে ফল এই হইবে যে অবশেষে জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া প্রজাদিগের সহিত মিলিত হইবে এবং দ্বিতীয় লেখকের আশঙ্কা পূর্ণ হইবে; কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবে উঁহাদের বিবেচনায় এ বিবাদে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

আমরা বলিতেছি গবর্ণমেণ্টের কোন শ্রেণীর দিকে পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে; কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচার নিবারণ এবং ন্যায় বিচার করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত। জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি অবধি এই ৮০ বৎসরে বঙ্গ সমাজ আর এক ভাবে গঠিত হইয়াছে, সকল বিষয়ে এক প্রকার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন সেই শ্রেণীর উচ্ছেদ করিলে বিষম গোলযোগের সম্ভাবনা। আবার হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া উদাসীন হইলেও প্রজারা বাঁচে না। অতএব এই সময়ে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিশেষ দৃঢ়তার আবশ্যক। কোন শ্রেণীর ক্ষতি করিয়া অপরের লাভ হউক আমাদের ইচ্ছা নহে, কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার হউক, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলেরা রক্ষিত হউক, নিরাশ্রয় অজ্ঞান ও নির্ব্বাক প্রজাদের দুঃখের রাত্রি অবসান হউক, এই আমাদের প্রার্থনা

বিবিধসংবাদ।

৭ই আশ্বিন সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশীর যেরূপ চাঁদের উৎসব [illegible] করিয়া অতিশয় সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন। মহারাজা গহকে হইয়া তাঁহাকে ও নিরা-

দেয়, এবং তাঁহার বেতন ১৩০০ টাকা হইতে ২৩০০ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজা প্রজাদিগকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব এই রেশমের কারখানা করণ প্রণালী দেখিয়া [illegible] সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। নীলাম্বর বাবু যেরূপ সুযোগ্য লোক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি কাশ্মীরের বিশেষ উপকার করিবেন।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে জানাযায় যিনি 'লঘিত অপরাধগুলি কৃত হইলে সর্ব্বসাধারণকে তাহার সংবাদ দিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেনঃ—১ম। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কিম্বা যুদ্ধ বিষয়ে সাহায্য করা। ২য়। পূর্ব্বোক্ত অপরাধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা কিম্বা তদ্বিষয়ে প্রকাশ অথবা বলপ্রকাশ দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করা। ৩য়। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে অস্ত্র শস্ত্র বারুদ প্রভৃতি কিম্বা সৈন্য সংগ্রহ করা। ৪র্থ। গবর্ণর জেনেরল কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কিম্বা কোন মন্ত্রি সভার সভ্যকে আক্রমণ করা কিম্বা বল প্রকাশ দ্বারা ভীত করিবার চেষ্টা করা। ৫ম। গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকদিগকে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করা। ৬ষ্ঠ। মহারাণীর কোন বিশ্বস্ত রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিম্বা তাহার রাজ্যের অপকার করা। ৭ম। কোন রাজা বন্দীকে মুক্ত করা কিম্বা মুক্ত করিবার চেষ্টা করা অথবা কোন পলায়িত [illegible] ধরিয়া দেওয়া। ৮ম খুন। ৯ম [illegible] ১০ম। খুন বলা যায় না, এরূপ নরহত্যা [illegible]

সাংঘাতিকরূপ হস্তে ঠাকাঠকি করা। ১৭শ ঠাকাঠকির জন্য বোমাদি যন্ত্র করা। ১৮শ। ঘরে আগুণ দেওয়া। ১৯শ। কোন জঘন্যতর অপরাধ করিবার জন্য বলপূর্ব্বক জাহাজের বাটীতে প্রবেশ করা। ইত্যাদি।

৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

হাইকোর্ট সম্প্রতি এক বিষম প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে এই আদেশ করিয়াছেন যে যাহারা বাঙ্গালা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগকে বি এল পরীক্ষা দিতেই হইবে, ইহা ভিন্ন দুই বৎসর কাল কোন আর্টস কিম্বা উকীলের বা টিকেল ক্লার্কের কাজ করিতে হইবে কিম্বা কোন মফস্বল আদালতে ৪ বৎসর মিসলিখনরূপ ওকালতি করিতে হইবে। তাহার পর এই সকলের সার্টিফিকেট এবং পরিচয়ের সার্টিফিকেট দিলে তাহারা হাইকোর্টে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন। একেবারে আডাভা উকীল না লইয়া হাইকোর্টে একটী পাকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন সে ভালই।

৯ই আশ্বিন বুধবার।

জাপান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ভূকম্পের উপর একটী টাক্স ধরা হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষগণের মস্তিষ্কে এরূপ একটী টাক্স উদয় হয় নাই কেন বলা যায় না।

ডিন্ন গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিরার আলী পীড়িত অবস্থায় বলিয়াছিলেন "আমি ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু উঁহারা আফগানস্থানে রাজত্ব করিবার আমার এ ইচ্ছা নয়।" কেবল আমীরের কেন আফগানস্থানের অনেকের এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজরা তথায় গমন করেন।

মর্ণিংপোষ্ট বলেন, এলোরোপীয় সিপাহী ৮ রেজিমেণ্টের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই ও মাদ্রাজে পতঙ্গদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থ সভা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

পঞ্জাবের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ [illegible] হইতেছে। সম্প্রতি লাডক হইতে

প্রায় ৫ শত মোটক আবিষ্কার করা হইয়াছিল এবং এখনি [illegible] যাইতেছে।

বাঙ্গাল মেসিন বলেন, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হেলথরের টেলিগ্রাফ ইন্সিপিয়র জি কে উইলিয়ম সাহেব এক নূতন প্রণালীতে টেলিগ্রাফ প্রেরণের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এক সময়ে একটী তার দ্বারা উভয় দিকেই সংবাদ প্রেরণ যায়। কিন্তু দিন রহিল তাহা সাহেব এখনি করিয়াছিলেন এরূপ উপায়ে টেলি গ্রাফ পাঠান যায়।

১৬ ই বৃহস্পতিবার।

কলিকাতা ক্রনিকেলের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, তুর্কির সুলতান পাশলের সাদা উৎ বিষয়ের [illegible] এই তিন জনেরই বয়স এক। এই তিন জনই ১৮৭০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

ফরাসীর ওইমুখ বলিয়াছেন অতঃপর প্রেসিডেণ্ট কেরির পরামর্শানুসারে তিনি মন্ত্রীর আসন কর্ম্ম করিবেন। তিনি বীর দ্বারা মন্ত্রি বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা উহার কার্য্য সম্পাদনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্রান্সের মুখ সিবেট জন্য মন্ত্রণাভ মুক্তিপ্রাপ্তের মন্ত্রণায় হাইকোর্টের জজ হইবার জন্য টেলি গ্রাফ করিয়াছেন। ফ্রান্সের ক্রমে লোকা হইয়া আসিতেছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, পৃথিবীতে ১৪০০০০০০০ লোকের বাস আছে, ইহার মধ্যে বর্ষে বর্ষে ৩৩০০০০০ অথবা প্রতিদিন ৯০০০ কিম্বা প্রতি মিনিটে ৬ জনের মৃত্যু হয়। মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা বড় অধিক নয়।

ফ্রান্সিসকোতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনী লিখিত হইয়াছে। এক জন চিকিৎসক একটী রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগীর মৃত্যু হইলে চিকিৎসক আপনার [illegible] তাহার বিরুদ্ধে [illegible] [illegible]

ইয়া বিষয়ে সন্দিহান হন, আমি শপথ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি উত্তর করিলেন "আপনাকে শপথ করিতে হইবে না, আপনি যে চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুই তাহার পরিচয় দিতেছে" এই বলিয়া টাকাগুলি ফেলিয়া দিলেন।

১১ ই আশ্বিন শুক্রবার।

প্রত্যক্ষদর্শী বলেন ৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী এদেশে আসিয়া বলে যে আমার হস্তের এক পর্ব্বতের উপর একটি নারিকেল বৃক্ষ জন্মিয়াছে, অতএব এদেশে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত হইবে। এখন সেই সন্ন্যাসী গ্রামবাসীদিগের নিকট বলিয়া বেড়াইতেছে যে সেই নারিকেল গাছের ফল হইয়াছে অতএব আর ১৫ বৎসর পরে ভারতের সিংহাসনে হিন্দুমান রাজা উপবিষ্ট হইবে দেখিতে পাইবে। এ ব্যক্তি কি না করিতে পারে বলিয়া বেড়াইতেছে?

"ফিরোজের ভাওলপুরস্থ কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রত্যূষে টেলিস্কোপের গোল পারার মত একটী আলোকযুক্ত আকাশের পূর্ব্বভাগে হঠাৎ দৃষ্ট হয়, তাহা অগ্নি শিখা উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে; কিন্তু কোন প্রকার অনিষ্ট করে নাই। ইহার প্রভাবে উষার গোধূলি সময় হঠাৎ মধ্যাহ্নের ন্যায় আলোকময় হইয়া উঠে। আলোক স্তম্ভ এত বেগে বায়ু মধ্য দিয়া গমন করে যে তাহাতে বজ্রধ্বনি অপেক্ষা গম্ভীর নাদ শ্রুত হয় এবং চলিয়া গেলে একটী প্রবল ঝঞ্ঝা উত্থিত হয়।"

১২ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

আমেরিকার কাণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে ডভাপোরাথে একজন অন্ধের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের প্রাচীন সংবাদপত্র আলাদিন বুঝে সংবাদদাতা লেখেন করিতেছে

মেলবর্ণ ইভিনিং লেটার এক খানি স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন, পায়রোর সাহায্য যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি ৮ হাজার ভিক্ষাপত্র পান। তিনি ঐ পত্রগুলি সিন্দুকে করিয়া পারিসে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি ঐ পত্রগুলি একটী চিত্র শালিকায় রাখিবেন মানস করিয়াছেন।

মাদ্রাজ টাইমস বলেন বোম্বাইয়ে একটী স্ত্রীলোক স্বামীর একটী শিশুকে ডুবিতে ঝাঁপাইয়া দিয়া ফেলে। উহার ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না।

১৪ ই আশ্বিন সোমবার।

ইংলিসমান পাঠে জানা গেল যে লণ্ডন নগরে "ডেলি টেলিগ্রাফ ১৭০০০০ সংখ্যা মুদ্রিত হয় ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০০০০ ডেলিনিউস ৯০,০০০, ইকো ৮০,০০০ টাইমস ৭০,০০০, অন্য অন্য সমুদয় সংবাদ পত্রের সমষ্টি ৮১০০০ সংখ্যা হইবে।

দিল্লী গেজেট বলেন কানেরা প্রদেশে বৃক্ষের উচ্চতা মাপিবার এক আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। বৃক্ষের তল হইতে ঘুরে যাইতে আরম্ভ কর, মধ্যে মধ্যে এক একবার উত্তর আঙ্গুল মধ্য দিয়া বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া দেখ, এইরূপে দেখিতে দেখিতে যে স্থানে গিয়া ঠিক বৃক্ষের অগ্রভাগটী মস্তকে দেখা যাইবে সেই স্থান হইতে বৃক্ষের তল যত হস্ত বৃক্ষটী উচ্চে তত হস্ত।

পিয়ঁনিয়রের একজন সংবাদ দাতা বলেন পারিস নগরের একজন বড় চিকিৎসক একদিন রাত্রে যেতে পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, পথি মধ্যে এক স্থানে একজন বড় কাঁদ করিয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে ছিল। ডাক্তার সাহেব তাহাকে কোন পীড়িত ব্যক্তি মনে করিয়া নিকটস্থ হইলেন, তিনি নিকটস্থ হইবা মাত্র সে, হঠাৎ উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহাতে তিনি আপনার পকেট হইতে বড় নিক্ষাশনের অস্ত্র বাহির করিয়া তাড়া করাতে ঐ দুর্বৃত্তের মস্তক কাটিয়া আঘাত করিলেন। সে ব্যক্তি আঘাত পাইয়া কাতর হইয়া পড়িল এবং পুলিসে লইয়া যাইবেন বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, ডাক্তার সাহেব তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুইটী বন্ধু উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। বন্ধুরা আসিয়া পঁহুছিলে পর তিনি তাহাদিগকে ঐ কথা বলিলেন, ডাক্তার সাহেব অস্ত্র ধরিয়া অস্ত্র সঞ্চালনে তাহার দুইটী হস্ত তুলিয়া লইলেন। বন্ধুরা হস্ত দিয়া পুলিসের হস্তে লইতে চলিল।

১৫ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন সোথাই প্রেসিডেন্সিতে বড়ে চমৎকার ঘটনা হইয়াছে একজন ফৌজদার একটী অমূত্র যুবক ব্রাহ্মণকে তাহার পৌরহিত্য কর্ম করিতে বলে তাহাতে যুবাকার সকল নাপিতে একা হইয়া আর অমুক্রম ব্রাহ্মণের কেশ [illegible] করিয়াছে। সেখানকার ধোপারা নিশ্চেষ্ট হইয়াছে কেন [illegible] দলের অন্তর্ভেদ ছিল। [illegible] নাপিতের ক্ষৌরকার্য্য করিতেন না, এখন তার সে দিন নাই, ধোপা নাপিতের কর্ম না রাখিলে চলিবে না।

—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পান্নাকোটা নামক স্থানে একজন গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইবার সময় একটা কুকুরকে চাকে মারিয়া গাড়ির সম্মুখস্থিত পথ হইতে সরা ইয়া দিয়াছিল। ঐ কুকুরটী সেখানকার ডাক্তার সাহেবের। সাহেব [illegible] অপমানে অপমানিত বোধ করিয়া গাড়োয়ানকে প্রহার করিতে করিতে পাড়ি হইতে পথে ফেলিয়া দেন। অনন্তর তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই ঘটনা লিখিয়া পাঠান। মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পেয়াদা পাঠাইয়া গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া যান, এবং এক দিন জেলে রাখিয়া, তাহাকে ডাক্তার সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ দেন। তৎপর দিন ঐ গাড়োয়ান [illegible] একজন উকিল, মাজিষ্ট্রেটের [illegible] উপস্থিত হইয়া তাহার [illegible] ডাক্তার ছিল, এই বিষয়ে [illegible] দেন গোলযোগ [illegible] করিলেন। গাড়ো [illegible] সাহেবের নামে নালিশ করিতে [illegible]

গাহেব কর্ত্তৃক পাকে প্রকারে মানের মানেও বাধিত হইয়াছে। ইবচন সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে। এই তাক্তার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের মত অনেক সাহেব তাঁহাদের বিরুদ্ধে [illegible] করিতেছেন।

১১ এ অক্টোবর বুধবার।

"পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ডগলাসের আপনার স্ত্রীর ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রীণ সাহেবের [illegible] তাঁহার স্ত্রী ঘটিত [illegible] ডাক যোগে যে পত্র লেখেন ঐ পত্র সাহেব [illegible] করেন। এরূপ শিষ্টাচার [illegible] ঐ পত্র [illegible] না দিয়া ডাকঘরের কর্ম্ম কর্ত্তৃক [illegible] করিতে পারে না। ডগলাস সাহেব তাঁহার সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ হইয়া এইরূপ গর্হিতাচরণ করাতে ইংরাজি পত্র সম্পাদকেরা কয়েক দিন তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন। এক্ষণে শুনিতেছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডগলাস সাহেবকে অসন্তুষ্ট করিয়াছেন। ডগলাস সাহেবের জোর [illegible] হইলে সাস্ত হেলের মা পরিবর্ত্তে [illegible] পুরস্কারপ্রত্যাশী হইত না, তিনি [illegible] সম্পাদক হইতেন না।

৭ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

[illegible] কয়েকটি ব্রাহ্মণ মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

[illegible] গুইকুয়ারের গর্ভবতী রাণী এতদিন একটী নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলেন [illegible] তিনি প্রসব হইবার জন্য [illegible] করিয়াছেন। তিনি পুত্র প্রসব করিলে [illegible] গুইকুয়ারের বিপক্ষ দেখা যাইবে।

ডিবেটর বলেন, সম্প্রতি লাহোর গবর্ণমেণ্ট ৭০ পঞ্জাবি সহিত একখানি জাহাজ [illegible] ভারতবর্ষে পত্র লেখেন। সুলতান এ সকল লোক ও জাহাজ অন্যান্য [illegible] ভারতবর্ষে পাঠাইয়া উক্ত জাহাজখানি নষ্ট করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। [illegible] সহিত এ বিষয়ে যে সন্ধি [illegible] তাহাতে এই কার্য্যটী অন্যায় বলিয়াছে।

১৮ ই আশ্বিন শুক্রবার।

[illegible] সাহেবের জাহাজ [illegible] তৎকল্প হইয়া গিয়াছে। ট্রেণ যাইবার সময় যেরূপ শব্দ হয় তুর্কিকল্পের সময় সেই রূপ শব্দ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি সর ওয়ালটর স্কট পুনরায় বীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সিলীগেজেট বলেন, পণ্ডিচারিতে ফরাসী ভাষায় আর এক খানি সংবাদপত্র প্রচার হইবার কথা হইতেছে।

লাবিলি সাহেব কোলার প্রদেশে করলা এবং স্বর্ণ খনি আবিষ্কারার্থ কতদূর প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। তিনি গোপনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পরিশ্রম করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে।

১৯ এ আশ্বিন শনিবার।

ইণ্ডিয়ান পলিটিক ওপিনিয়ন বলেন সিমলার লাহা পুরস্কার বাহাদুরে ২ সহস্র পদাতিক সৈন্য সহ গমন করেন। তথায় বীর যোদ্ধৃবেশের সহিত যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষেই সৈন্যক্ষয় হয় কিন্তু কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে পারে নাই। রাজের অধ্যক্ষ ৭ দিন অলস থাকিয়া বীর বেগের সাহায্যার্থ তিন দল পদাতিক ও ৪ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছেন।

ইরার খণ্ডের রাজদূত মুরীতে আসিবার এবং তথা হইতে যাইবার সময় ১৫ টী সেলামি তোপ পাইয়াছেন।

২১ এ আশ্বিন সোমবার।

সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি রাজস্ব বিভাগের ৪ জন ইউরোপীয় শিক্ষানবিশকে এদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহারা কলিকাতার রাজস্ববিভাগে প্রত্যেকে মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া ভাল ভাল কর্ম্ম কাজগুলি এক রেটিয়া করিয়া লইয়া সহস্র সহস্র গাদি যোড়া ভাড়িয়া বেতন আর এদেশীয়েরা চষা ঘাস ও মজুরি করিয়া কোন রূপে দিন যাপন করেন ষ্টেটসেক্রেটারির [illegible] ইহাই অভিপ্রেত?

[illegible] সাহেব এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা পুরস্কার এবং [illegible] কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদিগের এক আপনের সম্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। বিবিরাণীর [illegible] প্রজাদিগের সহিত সদ্ভাব করিবার জন্য বক্তৃতা দিতে অধীনস্থদিগে গিয়াছেন। অন্যান্য অধীনস্থেরাও এই রূপ করিতেছেন।

কলিকাতার অনেক পাষণ্ড পূজার ৩ দিবস রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জল পাওয়া যাইবে জমীদারেরা এই রূপ বলিয়াছিলেন, তথা সেদ একদিনও রাত্রিকালে জল পাওয়া যায় নাই। জমীদারেরা কোতুক করিয়া বলিয়াছিলেন না কি?

টেলিগ্রিফিতে লিখিত হইয়াছে এবার অষ্টমী পূজার দিবসে কালীঘাটে স্ত্রীপুরুষ বালকে প্রায় দশ সহস্র যাত্রী হইয়াছিল, প্রায় দুই সহস্র ছাগ বলি হয়।

২২ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

গ্রেনেডবর্গ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার যে প্রস্তাব হয়, সেটী কেবল প্রস্তাব মাত্র নয়। কে মু ষ্টেম্ স্থান দিয়া রাস্তা করিলে সুবিধা হয় তাহার অনুসন্ধানার্থ লেফেপের পুত্র পেশোয়ারে আসিতেছেন। এই নিমন্ত্রিত লেফ্ টিনেণ্টবর্গ হইতেও একজন কর্ম্মীয় ইঞ্জিনিয়র শীঘ্র যাত্রা করিবেন এবং ওয়েস্ট মর্গে যাত্রা করিবেন। কাশীরা এ বিষয়ে লেফেপের সাহায্য করিবেক স্বীকার করিয়াছেন। লেফেপ যেরূপ অধ্যবসায়শীল, লোকে তাহাতে যোগ দিলে তিনি এই প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িবেন না।

১০ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লার্ড মেয়োর কলিকাতায় আসিবার কথা আছে। ১ লা ডিসেম্বর সিমলার ডারেক্টর লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল কলিকাতায় আসিবেন।

২৩ এ আশ্বিন বুধবার।

পিয়নিয়র বলেন, বিক্টোরিয়ার দুর্গ-[illegible] উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি [illegible] পুরস্কার উপলক্ষে এক [illegible] পাঠ [illegible] করিতেছে, এমন [illegible]

গায়ে মশাল ভাঙ্গিয়া পড়াতে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরে ঐ হতভাগার মৃত্যু হইয়াছে। মানুষ হইয়া মানুষের সঙ্গে বিপদ এই।

১৮৭২ অব্দে ইংলণ্ড হইতে ৪৪২৪৮০ টাকা মূল্যের পুস্তক ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে।

সংবাদপত্র দৃষ্ট হইল, বিএনার প্রদর্শনে এক আশ্চর্য্য ক্ষুদ্র হস্তাক্ষর প্রদর্শিত হইতেছে। এই অক্ষরে হোমরের সমুদায় ইলিয়াডখানি এরূপ ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে লিখিত হইয়াছে যে উহা অনায়াসে একটী সাধারণ খোলের মধ্যে রাখা যায়।

৬ ই অক্টোবর লার্ড মর্ড ব্রুকের মন্ত্রী প্রবেশ হইতে সিমলার প্রত্যাগমনের কথা আছে।

লক্ষ্ণৌএ ব্যবসার শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

বোম্বাইর খাঁজিসা নাউরোজী পারাথ নামক একজন পারসী লণ্ডনের ইউনিবার্সিটি কালেজ আর একটী স্বর্ণমেডাল পাইয়াছেন।

কর্ণীয়ার সম্রাট সম্রীক ক্রিমিয়ায় আসিতেছেন, তাঁহারা ওডেসায় উপনীত হইয়াছেন। ওডেসবরার ডিউক শীঘ্র তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

মিস্রীর হাকিম আগুস্তা খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। অনেকে বলেন, ১৮৪১ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ইনিই প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা।

২৪ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ভারতসংস্কারক লিখিয়াছেন, "২৪ পরগণার জয়নগর মিউনিসিপালিটির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। দিনকত হইল হইতে জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী পরিষ্কার করা এবং রাস্তা, যাহার মুমূর্ষ হইয়াছিল এবং তাহাতে কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি পালিত হয়। কিন্তু এক্ষণে ইহার অধীনস্থ মজিলপুর জয়নগর প্রভৃতি প্রায় সকল পুষ্করিণী জঙ্গল পূর্ণ হইয়াছে, পুষ্করিণী সকল শুখে ভরিয়া গিয়াছে এবং রাস্তা সকল অতি অযত্ন হইয়া আছে। শুনিতে পাই এই মিউনিসিপালিটিতে প্রচুর আয় হয় এবং বর্ষে বর্ষে ইহার টাকা অনেক জমিতেছে। তবে তত্রত্য বসবাসীদিগের এ দুরবস্থা কেন? সকল স্থানের মিউনিসিপালিটীর অবস্থাই কি এক রূপ?

পূর্ণিয়ার আবদুল কাদরকে অন্যান্য বিষয়ে নির্দ্দোষ করিয়া তাঁহার অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাঁহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

পাটনা এবং সেরাজের আদালতসমূহে হিন্দুস্থানীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর প্রচলিত হওয়াতে তত্রত্য অধিবাসীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া কৌন্সেল সাহেবের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন।

পিরুমিয়ার কচ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন বৃষ্টির অভাবে তথায় শস্যাদির বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। ২৪ পরগণা ও নদীয়া প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষকেরা যাহার হাত দিয়া কি দিতেছে, এবার ধান্য উত্তম জন্মিয়াছিল, বৃষ্টির অভাবে সমুদায় শুকাইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি হইলে অর্দ্ধেক ধান্য পাওয়া যায়। বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, অনেকে এ আশঙ্কাও করিতেছেন।

অযোধ্যায় একদল বলণ্টিয়ার সেনা করিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে কেবল এদেশীয়গণ থাকিবেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কলিকাতায় দুর্গাপ্রতিমা কতক কম হইয়াছে।

সেদিন কমলাপুর নদীর সেতু খোলা হইয়াছে। সাত বৎসর ধরিয়া এই সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ বৃহৎ সেতু এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০০ ফীট পরিসর ৯৯ ফীট। ৮০ ফীট অন্তর এক একটী করিয়া ১২ টী খিলান আছে, উহার উচ্চতা ৮০ ফীট এবং নির্ম্মাণে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২৫ এ আশ্বিন শুক্রবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম শুনিলাম বাবু আনন্দ রাম বরুয়ার আত্মা বলি দাতা রায় বাহাদুর মুন্সিফ সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশার্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ডারজিলিঙ্গ টাইমস বলেন, তত্রত্য পর্ব্বতসকলের নিম্ন দেশে বহু পরিমাণে ভাল ভাল স্লেট প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ লা অক্টোবর হইতে আউড এক্সেমস নামক পত্র খানি প্রাত্যহিক হইয়াছে, এবং উহার মূল্য এক আনা করিয়া করা হইয়াছে। অল্প মূল্যের প্রাত্যহিক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রার্থনীয়।

গত আগষ্ট মাসে বোম্বাই হইতে ১৩৮ ১১২৩ টাকা মূল্যের ৫১২৮৮০৪ পাউণ্ড তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, দাদাভাই নাউরোজী স্বীয় সম্প্রতি ভারত রমণীর রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিয়াছেন, বরদার গুইকুয়ার তাঁহাকে ইংলণ্ডের পথে অভিষিক্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। গুইকুয়ার যদি এ সুমতি হইয়া থাকে আহ্লাদের বিষয়।

বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ে করিবার উদ্যোগ হইতেছে। পূর্ব্বে সে ভাবের উপরে রেল বসাইয়া ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব হয় সেই রূপ হইবে না কি?

অদ্য হুগলীতে ডারকেশ্বরের মহাদেবের পুনরায় স্নান যাত্রা হইবে।

২৬ এ আশ্বিন সোমবার।

ইণ্ডিয়ান মিরর দুঃখ সহকারে জানাইতেছেন যে নগর উইলসন এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐ ঐ সভাধিবেশন পরিষার করার জন্য ২০ হাজার টাকা, পাঠাগার প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষাবিষয়িণী সভার জন্য, ছয় হাজার সংশোধিত [illegible]

তাঁহার সাহায্যার্থে তিনি জন যোড়শি সাহেবকে তাঁহার কাপি রাইটগুলি দিয়া ছেন। উইলাট দিল ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যিল স্ত্রীলোকদিগের যে পরম বন্ধু ছিলেন তাঁহার কৃত উইলই তাহার অনন্তর পরিচায়ক।

দ্বিতীয় সিমিয়ার যুদ্ধের পর ইংলণ্ডকে যোদ্ধৃবেশে আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে হয় নাই, কিন্তু এইবার তাহা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আফ্রিকায় আশান্তি ও জাণ্টি জাতি একতা আছে। আশান্তি জাতি ইংরাজদিগের বন্ধুগত। আশান্তিরা উপনিবেশ আক্রমণ করাতে ইংরাজ দিগের সহায়তা প্রার্থনা করে, ইংলণ্ড আশান্তিদিগকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছেন। ইংলণ্ড যুদ্ধে চলিলেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার কথা মনে হইয়া আমরা ভীত হইতেছি।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ঠা অক্টোবর। তাহাদের বর্ত্তমান প্রতিনিধি চেতগুলি ক এসনই মেজর ডবলিউ এফ, এলাদা সাহেব পদচ্যুত হইলেন।

মেজর ই এম ডবলিউ সাহেব কিছু বিশ্রামের জন্য কলিকাতা হেদুয়ী কমিসনরের প্রতিনিধি হইলেন।

এফ এম, ডিন সিমলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হেদুয়ী কমিসনরের প্রতিনিধি হইলেন।

এফ, এস জেকব সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর ডিপুটি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, এফ, কেমস সাহেব পঞ্চম শ্রেণীর ডিপুটি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, এফ, কেমস সাহেব পঞ্চম শ্রেণীর ডিপুটি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টনণ্ট ডবলিউ এফ, উইলস সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কাপ্তেন আর এম, ফিনার সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপুটি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

যে কমিসনরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপুটি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

সি এস মেকলিন মেজর সি ই ডিক্সন সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ডিপুটি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ডবলিউ সি বাউলস প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২৩এ সেপ্টেম্বর। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসি ষ্টাণ্ট সার্জ্জন বি পল মিহরী ডোম জীবনুসের এসিষ্টেণ্ট সিভিল সার্জ্জনের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মেডী মাধব দাস (ইনি এক্ষণে মেডিকেল কালেজ হাসপাতালে কার্য্য করিতেছেন) বরদাকোটের এ পদে এক ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

সি, বার্ড্রে
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাডমিনি ষ্ট্রেটার।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। ডিসরেলি সাহেবের এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহে লিখিয়াছেন যে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব করিতে ইচ্ছা করেন।

পারিস ৭ই অক্টোবর। তুরস্ক কি রুষিয়ার একটী প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে আর সে পেশ পাইল হওয়া সম্ভাবিত নয়।

লণ্ডন ৮ই অক্টোবর। সেবাদলে পরস্পর প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে আফিসারদিগের অনুরাগ হ্রাস হইয়াছে কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ

লাভ ক্যাম্পবেল যাহা [illegible]
লিখিয়াছেন তাহার [illegible]

রুষিয়ার ক্যাবিনেট [illegible]
ইতিমধ্যেই ঘটিয়াছে।

অদ্য ঐশ্বর্য্যশালিনীর বিবাহ হইবে।

যোধপুরিকার উপনিবেশ উপস্থিত হওয়াতে কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে আনন্দ করিতেছে।

লণ্ডন ৫ই অক্টোবর। ইংলণ্ড এক পত্র দ্বারা রাজপ্রতিনিধি প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ তন্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যদিগের রাজদূতি সকল সাহেব বৈদেশকে পরাজয় করিয়াছে।

টিকাদোর রাজা সকল [illegible] ইতিমধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে আনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। [illegible] ব্রহ্মদেশের যেসুদ মিনিষ্টরিয়ল হইতে আইরাবতীর ব্যবসায়ের ইংরাজ দিগের হাতে দিয়া ইউরোপে যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। [illegible] ব্রহ্মদেশের ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ই অক্টোবর। [illegible] ব্রহ্মদেশের যেসুদ দ্বারা ইউরোপে যাত্রা করিবার যে চেষ্টা করেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কনেষ্টিকটে উহা রটিকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পতিত হয় কিন্তু কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

"[illegible] নাম ধাম [illegible]" ইত্যাদি পত্র। এই আদেশ [illegible] ইত্যাদি পত্র। এই আদেশ [illegible] ব্যক্তির [illegible] অবশ্য [illegible] হইবার প্রয়োজন নাই। [illegible] পরামর্শ দি [illegible] অবশ্যকতা নাই। [illegible] প্রয়োজন নাই। মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া [illegible] প্রকাশের ভার উল্লেখ করা [illegible] হইল না।

[illegible]

কোডরঙ বংশী কতিপয় ভদ্র লোক। আপনাদের পত্রটীর ভাষা ও রীতি দুর্ব্বোধ হওয়াতে আমরা তত সময় দিতে পারিলাম না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নীলকর—ইতন্য

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(গত প্রকাশিতের পর)

এইরূপে যে কোন উপায়ে নীলকর প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া ফুসলিতে লইয়া যায় এবং যথেচ্ছ খাটা লিখাইয়া লয়, তাহাকে দাস খত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডীয় মহাত্মারা আফ্রিকার দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, কিন্তু স্বীয় শাসনাধীন ভারতবর্ষে যে নীলকর সম্প্রদায় দাস ব্যবসায় করিতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। খাটা কিরূপ ও তাহাতে প্রজাদিগের উপর কতদূর অত্যাচার হইয়া থাকে তাহাই এস্থলে বলিতে হইতেছে।

নীলদাদনের মেয়াদী খাটার মর্ম্ম এই।

"আমার আবাদী জমির মধ্যে আপনার ইচ্ছামত জমি দিব, আপনার ইচ্ছামত সময়ে, আপনার ইচ্ছামত চাষ করিব, প্রথম বৃষ্টি হইলেই বীজ বুনিয়া দিব আপনার ইচ্ছামত নিড়ানি আদি কারকিন্ত করিব।

এই খাটা গৃহীত হইলে ২ টাকা দাদন স্বরূপ প্রদত্ত হয়, কিন্তু ঐ টাকা লইয়া বাহিরে আসিতে না আসিতে খাতেদের সুদ ১ টাকা এবং দেওয়ান ও আমীনের খরচ টাকা দিয়া প্রজা রিক্ত হস্তে দাদ খত লিখিয়া বাটী আইসে। দাদখতে ক্রীত দাসেরা খোরাকী পাইয়া থাকে এবং এক জনের নিমিত্ত বিক্রেতা কিছু টাকাও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহারা আপনি খাইয়া পরিয়া পরের দাসত্ব করে, ইহা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত বিবেচনা করিলে অজ্ঞান হইতে হয়।

নীলের জমী চাস করিবার সময় আসিলে প্রজারা নীলের জমী ও ধান্যের জমী করিয়া রাখিয়াছে। নীলকর কর্ম্মচারী তাঁহার ইচ্ছামত জমী গ্রহণ করিবেন, সুতরাং তাঁহার শুভাগমন হইল। কোন এক স্থলে প্রজা ৫ বিঘা জমী ধান্যের নিমিত্ত রাখিয়াছে তাহাতেই কর্ম্মচারীর দৃষ্টি পতিত হইল। তাহারই মধ্য দেশে প্রজার দাদনের এক বিঘা জমী চিহ্নিত করিতে উদ্যত। যদ্যপি দেশে নীল জন্মিলে অনেক কারণে পল্লীগ্রামে ধান্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে, প্রজা তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব ধান্যের জমী যাহাতে চিহ্নিত না হয় সেই জন্য কর্ম্মচারি মহাশয়কে উৎকোচ প্রদান করিল, তখন তিনি অন্য জমীতে চিহ্ন করিলেন এবং একবিঘা স্থানে দেড় বিঘা মাপিয়া বসিলেন। হতভাগা প্রজার উৎকোচ দান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কর্ম্মচারী মহাশয়ের লাভের সময় উপস্থিত কোন মতে টাকা পাইলেই যথার্থ বিচার করিলেন, তবুও প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইতে শঙ্কিত হইবেন কেন? এই সময়ে কর্ম্মচারী মহাশয়ের একটী কথা আমার স্মরণ পথে পতিত হইল। যখন কোন রাইয়ত নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতেছে দেওয়ানজী মহাশয় আমি আট আনার অধিক দিতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন (৮/১৯৫) পনের আনা উনিশ গণ্ডা হইলেও হইবে না। এক টী টাকা আন তবে হইবে অন্যথা যা করিবার তা করিব। এই সময়ে প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

যাহা হউক, প্রথম জল হইলে নীল বুনিবার তারি গোলমাল পড়িয়া গেল। প্রায় সকলেই অবগত আছেন এই সময়েই ধান বুনিবার উপযুক্ত সময়। প্রজারা এই সময়েই নীলের দাদন গ্রহণের ফল প্রাপ্ত হয় এবং একবার যে ঐ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে সে আর সাধ্যমতে পুনর্গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না।

প্রজারা মহাজনের নিকট হইতে [illegible] জমীর ধান্য ও টাকা বৎসর বৎসর [illegible] করিয়া থাকে, এবং ধান্য অর্দ্ধে [illegible] উক্ত মহাজনের ঋণ পরিশোধ কালে। যদি পরিশোধ না করিলে, অথবা পরিশোধ হইবে এরূপ আশা না থাকিলে, মহাজন মহাশয় কখনই প্রজাগণকে পুনরায় ঋণ দান করিতে সম্মত হন না, সুতরাং প্রজাদিগকে অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় ধান্যের প্রতি প্রজাদিগের কীদৃশ যত্ন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। এই ধান্য বুনিবার এক মাত্র সময়, সুতরাং প্রজাদিগকে ধান্য বুনিতে যত্নবান হইতে হয়, কিন্তু কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করে এবং কখন কখন প্রহারও করিয়া তাহাদিগকে নীলের জমীতে লইয়া যায়। পরে তাহাদিগের দাদনের জমী মেপা হইয়া গেলে নীলকরের নিজাবাদের (১) জমী বুনানি আরম্ভ হয় এবং যত দিন সম্পন্ন হইয়া না যায় ততদিন প্রজাদিগকে তাহাতেই থাকিতে হয়। সন্ধ্যার সময় তাহাদের লাঙ্গল আদি কাড়িয়া রাখে, নিজাবাদের জমীতে কাজে কাজেই গমন করিতে হয়। এই সময়ে নিতান্ত পক্ষে কর্ম্মচারী মহাশয়দিগকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান না করিলে উপায় নাই। তাঁহারা অনাবশ্যক হইলেও তাহাদের কার্য্য বন্ধ করিয়া রাখেন,। এস্থলে আমার বক্তব্য যে ঐ সকল নিজাবাদের জমীতে কার্য্য করিতে হইলে প্রজাগণ কিছু কিছু পাইয়া থাকে। এই প্রাপ্য নিরূপিত ধান্যের অর্দ্ধেকেরও ন্যূন হইবে। কিছু প্রাপ্ত হউক বা না হউক জীবনোপায় ধান্যের চারা রোপণ অবধি ধান্য [illegible] সম্পন্ন হইয়া উঠিলে নির্দ্দিষ্ট [illegible] একটী উৎকোচ আছে

[illegible] মাসের [illegible] করিয়া [illegible]

তাহা চুকান ক'রলে এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন ইহা কি নীলকর সম্প্রদায়ের উচ্চ কর্ম্মচারিগণের

হইবে, [illegible] ক'রলে কখন না হয় তাহাই [illegible] আটা প্রভৃতির [illegible] এবং কেহ কখন দিতে পারেও না) আপনার ইচ্ছামত মিত্যামি করিয়া এই কথা লিখিয়া লইবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে নিম্ন কর্ম্মচারীগণ যাহাতে অত্যাচার ক'রতে পারে তাহারই উপায় স্বরূপ মিত্যামি খানপাতিয়া রাখা হয়, সুতরাং ইহা যে ঐ দলের অভিমত তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ জন্মিতে পারে না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অত্যাচার করিবার পথ না থাকিলে এত লোক অত্যাচার করিতে না পারিলে ইচ্ছামত লাভ করিবার পথ এক প্রকার রুদ্ধ হয়। সুতরাং নীলকর এক প্রকার অত্যাচার [illegible] একথা সকলেরই অন্তরে জাগরূক আছে। [illegible] আমি নীল চুক্তিনামা, আমি লাভ পাইব আমি [illegible] দিব অথচ কাহার লোক নদিয়া [illegible] গমন করে অমনি [illegible] আগাইয়া লইয়া গিয়া [illegible] করিয়া লইল। অথচ [illegible] নীল করিতে করে না কেবল নীলের [illegible] যাহাতে তাহারই উপায় স্বরূপ নীলের মধ্যে [illegible] গমন করিতে থাকে। কিন্তু [illegible] কখন হুকুম দিবে তখন আর নীলের মধ্যে [illegible] দিতে কোন ক্রমে না [illegible]

যাহা হউক নীলকর্ত্তনের হুকুম দাঁড়াইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নীল দুই প্রকার [illegible] অর্থাৎ দাদনের নীল এবং নিজাবাদের নীল। এই সময়ে সকল প্রকার লোকেরই বিপদ ঘটিতে থাকে। [illegible] দাদনের নীল আছে তাহারা [illegible] নাই কখন কখন [illegible] কাটিবার সময় উপস্থিত তখাপিও কোন প্রকারে তাহারা দাদনের নীল কাটিয়া দিল বলিয়া রক্ষা হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে নীলকরের কি? তাঁহার নিজাবাদের নীল ত কাটিতে হইবে। এই নীল কর্ত্তনের কারণ স্বরূপ প্রতি বাড়ী ২।১ টাকা দিয়া যেন তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। এক্ষণে কিরূপে ঐ টাকা ফিরিয়া দিয়া আপনাকে নীলকর্ত্তন দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতে থাকিল। হতভাগা প্রজার ধান্য পাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে তবু যদিও নিজাবাদের নীল কাটিতে সময় ব্যয় করিতে পারে না। যাহার ধান্য মাঠে সেও তদ্রূপ অল্প কালে নিজাবাদের জমীতে গমন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ এই যে এই সময়ে তাহাদের সাধারণ লোকের মুখ হয়, সুতরাং কিছু প্রাপ্ত হইবে ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবে এই আশায় ব্যাকুল থাকে। কিন্তু দুর্ব্বল প্রজাগণের উৎকোচই এক মাত্র সহায় সুতরাং ১ টাকার আর এক টী কা উৎকোচ প্রদান করিয়া ঐ টাকা ফিরিয়া দিয়া আসিল। ইহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনেকেরই স্বীকারি টাকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে এই স্বীকারি টাকার নিমিত্ত সকলেরই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় এবং কি গাড়োয়ান কি বেহারা ওয়ালা প্রভৃতি সকলকেই কিছু কিছু লোভ দিতে হয়, না দিয়া কি করিবে। গত ১৪ এ পৌষ তারিখের অমৃতবাজার প্রজার সভায় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল যে কোন নীল বন্ধের সময় সাহেব আমাকে ৪ মাস খাটা ইয়াছেন কিন্তু ২ টাকা আড়া খরচা দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এরূপ সময়ে আমরা প্রতি দিনে ১ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই বক্তা একজন গাড়োয়ান। এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উৎকোচের টাকা সমুদায় দরিদ্র প্রজাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া লইতে হয়। পর বৎসরে ঐ টাকা, উহার নিমন্ত্রিত সুদ আসলীয় ধান্য (যাহা মহাজনের নিকট হইতে লইয়াছিল) এবং তাহার বাড়ী

(আহারীয় ধানের একত্রিশ ধার ফিরিয়ে প্রজাদিগকে বেত্রিশ দিতে হয় এই অতিরিক্ত আর বিশকে বাড়ী কহে) পরিশোধিত না হইলে অথবা কতক পরিমাণে শোধ না হইলে পুনর্ব্বার তাহারা আবারীয় ধান্য প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু নীল হইতে তাহাদের যতদূর লাভের সম্ভাবনা তাহা প্রদর্শিত হইল। (ক) কাপাসের এক বিঘা জমী (খ) নীলের জমী সাহেবের কাপাসে এক বিঘা কিন্তু (ক) র বেড়া তাহার কারণ সাহেব বেত বসী। সুতরাং ঐ জমি বিঘায় যে ধান্য হইত তাহাও প্রজার লোকসান, পরে (ক) ও (খ) তে ধান্য ও নীল বপন করা হইলে কোন জমীতে কতলাভ বা লোকসান হয় তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রতি বিঘায় ধান্যের চাসে ৫৸৵ লাভ হয়, কিন্তু নীলের জমী আবাদ করিয়া প্রতিবিঘায় ১১ টাকা লোকসান দিতে হয়। এই টাকা মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া খাকে সুতরাং এই (খ) র নিমিত্ত দেনা টাকা পরিশোধ করিতে তাহাদের (ক) র লাভ বৃথা ব্যয়িত হয় অথচ সাহেব বাহাদুর ৩০ বাণ্ডিল নীল ২৷৹ টাকা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই নীলকরের অভিলাষ। আমরা একজন বাঙ্গালি নীলকরকে দেখিয়াছি তিনি প্রতি বাণ্ডিল ৬০ হাতে প্রস্তুত করেন এবং প্রতি বিঘায় যথার্থ লাভ করিয়া ৩০ বাণ্ডিল করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। স্থূলতঃ করিতে হইলে নীলকর যে জমীতে ২৷৹ টাকা প্রদান করেন উহা হইতে ২১৷৹ টাকা প্রদান করেন সুতরাং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে নীলকর ঐ নীল বিনা মূল্যে প্রজাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। বিনা খরচে কাহা চলিবে অথচ বিলক্ষণ লাভ হইবে ইহাতে কাহার অভিলাষ না হয়? এই লাভের আশায় তাঁহারা প্রজাগণকে প্রলোভনে [illegible] প্রথমে এক বার ও পরে [illegible] যাহা হউক, এইরূপ প্রলোভনে [illegible] ও বাঙ্গালিরা আবার নীল করিতেছেন

কে সম্মত হইবে ? সম্মত না হইয়াই বা তাহাদের উপায় কি ? কেহ কেহ অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহারা কোর্টে নালিশ করে না কেন ? এ কথার উত্তর নিম্নলিখিত বিবরণে প্রকাশ পাইবে। জয়রামপুরের প্রজার সভার বিগত ২৪ এ পৌষ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে খাদম পুর নিবাসী নালমাধব বিশ্বাস কোন নীলক রের অত্যাচার প্রকাশ্যরূপে বর্ণনা করেন। পরে ১৪ ই ফেব্রু তারিখের সাধারণ অধি বেশনে বোয়ালিয়ারী নিবাসী কৃষ্ণ হরি বিশ্বাস ও গোবিন্দপুর নিবাসী বদুই বিশ্বাস সাতিশয় ভীত হইয়া বলিতে লাগিল

নীলকরের কোন অত্যাচার আমরা কোন স্থানে প্রকাশ্যরূপে বলা দূরে থাকুক ওই স্থানে থাকিয়া অত্যাচারে গোলাম মাত্র বলি লেও প্রাণ সশঙ্কিত হইয়া উঠে, নীলকর কর্ম্মা দক্ষ আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, যার পিঠ করে, কখন কখন গুদামেও পুরিয়া রাখে। দোহুদ মহাশয়! গত সভায় যে মাল মসুদ বিশ্বাস প্রভৃতি নীলকরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছিলেন, নীলকর সাহেব শুনিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, জরি মানা করে এবং কিছু দিনের নিমিত্ত গুদামে পুরিয়া রাখে, আমরা এই কথা বলিলাম কিন্তু পরে আমাদের অদৃষ্টে কি হইবে কি জানি।" বাস্তবিক তাহাদের যে কি দশা হইয়াছে অদ্যাপিও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। কি ভয়ানক দৌরাত্ম্য !! নিরুপায় প্রজা গণ এতদূর অত্যাচারে অগত্যা নীল করিতে ও বশম্বদ হইয়া থাকিবে, না করিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইল। যাহা হউক, অক দর্ম্মা করিতে অক্ষম হইবার আর একটী কারণ আছে। বিবেচনা করুন প্রজার উপর নীল কর একটী অত্যাচার করিলে সে তাহা কোর্টে জানাইল। বিচার হইতে না হইতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] কারণতঃ তাহারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকে সিংহের সহিত শৃগালের যুদ্ধ করা কখন উচিত নহে।

—•—

জাহানাবাদ কেসনের এলাকাভুক্ত দুরদুট পরগণায় সাঁওতা নামক একটী তালুক মাটে আছে। তন্মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ লোক বাস করে। উক্ত তালুক জনাইয়ের শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নিকট হইতে কোন্নগর নিবাসী শ্রীমতী বিরাজ মণি দেবী গত বৎসর দরপত্তনি গ্রহণ করেন। দখল করিবার সময়ে উক্ত জাহা নারাদ সহ ডিক্রিজমের নিকটস্থ কয়েক জন জমিদার উক্ত সাঁওতা গ্রামের কয়েক ঘর প্রজাকে পরামর্শ দিয়া, রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে না দিয়া দরপত্তনি দারকে কতিগ্রস্ত করে, সুতরাং দরপত্তনি দার ঐ সকল খাদি বিগত ২০ এ শ্রাবণ তারিখে এস্তফা দিতে বাধ্য হন। তাহাতে ঐ সকল পত্তনিদারের ধৃত হইয়া যায়। গত ৩রা মাঘে ঐ স্থানের নিকট বাসী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সেন নামক এক ব্যক্তি পুনরায় দরপত্তনী গ্রহণ করিয়া ছেন। এক্ষণে উক্ত সেন রীতিমত সকল দখল করিবার চেষ্টা করায় উক্ত বিবাদী জমীদারগণ তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় প্রজাকে হস্তগত করিয়া বসিয়াছেন। বর্ত্তমান তালুকদার যে কি পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। সাঁওতার নিকটস্থ উক্ত কয়েকটী জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য : দৃঢ় আশা করিতেছি এই কথা শ্রীল—শ্রীযুক্তের কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই বর্ত্তমান তালুকদার রাজস্ব আদায় করিয়া লাভ করিতে পারে। অধিক লিখিত হইলে সমুদ্র সাগর হইয়া পড়ে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ—

আ কালি আমাদের এ অঞ্চল ভয়ানক [illegible] য়া দাঁড়াইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্দ্দিকস্থ, ৯ ক্রোশ ব্যাপিয়া ৩০। ৩২ খানি গ্রামে জ্বরের এমনি প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, যে সমগ্র লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ শয্যাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক গ্রামের লোকের সহ এক গ্রামের লোকের সাক্ষাৎ হইলে কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে, এই আলাপই শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একজন মাতব্বর গোছ লোক এ অঞ্চলে চিকিৎসা করিয়া থাকে। সম্প্রতি তাহাদেরও আর গায়ে পা দিতে পারিতেছে না। এ অঞ্চলবাসি লোকের ধান্যের চাষই প্রধান উপজীবিকা। রাজা মহাজন ইত্যাদি সমস্ত দায় ঐ ধান্য চাষের উপর নির্ভর করে। একে আশ্বিন মাসে তাহাতে আবার প্রতি বৎসর সমস্ত চাষি মাত্রেরই বিলক্ষণ খরচের সময়, যে ধান্য মাত্র ১০।১৫।২০ সংগ্রহ ছিল; তাহা কৃষি কার্য্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এ সময়ে যে তাহারা দুই এক টাকা ব্যয় করিয়া রোগ প্রতীকারের চেষ্টা করে এরূপ সম্ভাবনা নাই। হাট বাজার প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলে, কয় পীড়িত, ও দুর্ব্বল মানবই অধিকাংশ মৃত্তি পথে পতিত হইয়া থাকে। কেহ বা জ্বর প্রকাশে হউশালায় মোটা চাদর দিয়া গাত্রাচ্ছাদন করত হু হু শব্দ করিতেছে; কেহ বা জ্বরের সময় আগত, এই বলিয়া হাটের মধ্যে সমধ্যায়, কেহ বা জ্বর ও ক্রীত দ্রব্যের ভার স্কন্ধে করত ঊর্দ্ধশ্বাসে হু হু শব্দ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। এই রূপে লোকে সর্ব্বদাই বিব্রত। এক্ষে এপিডেমিক জ্বরে লোকের প্রাণান্ত ও সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাতে আবার যে সকল গ্রামের অধিকাংশ চিকিৎসার দ্বারা পুরাতন জ্বর প্লীহা যকৃৎ ও গুটিকা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন ও সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। এমন কি পরমধার্ম্মিক গ্রামের সর্ব্বশুদ্ধ ২৮।১৯ জন বসন্তের মালা সংযুক্ত প্রায়ন্ত অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২১।২৮ জন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া ও লোকের অনুরোধ শ্রবণ করিয়া হৃদয় মন ব্যথিত হইতেছে।

উপদংহারকালে আমরা মগরা নিবাসি বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রমজান আলী মণ্ডল মহোদয়ের নিকটে সাম্বুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে তিনি উল্লিখিত পীড়া নিবারণের জন্য অন্ততঃ কিছুদিনের মত একজন সুশিক্ষিত (মেটিক) ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া অর্থ লাভা রূপের মহোপকার সাধনে যত্নবান হউন। তাঁহাকে অনেক বিষয়কর কার্য্যে রত দেখিতে পাই। এই ভত্ত্বানুসন্ধানটী করিলে তিনি এদেশীয় দরিদ্র প্রজাদিগকে কিনিয়া রাখিবেন।

মগরারহাট
১২৮০ সাল
অনুগত
শ্রীগোপীমোহন দত্ত
শ্রীগীরিশচন্দ্র সরকার

মহাশয়! অদ্য ৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার ইংরাজী ১৩ এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে এখানে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পঁ চটা বাজিতে ছয় মিনিট থাকিতে (ভাগলপুর টাইম) একটি বৃহদাকার অগ্নির সদৃশ তেজপুঞ্জ কোন একটি পদার্থ পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অর্থাৎ রাজ পুতানার দিকে গমন করিতে করিতে ১।০ মিনিট পরে শত২খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অগ্নি বৃষ্টির ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হয়। সেই সময়ে অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ দ্বারা চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বোধ হইল যেন এক কালে শতাধিক বজ্র সবেগে সাতিশয় আস্ফালন করত পৃথিবী বিদীর্ণ করিতেছে। এত'দৃশ ভয়ানক শব্দ আর কখনই আমাদি গের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!!! পূর্ব্বোক্ত অগ্নির পদার্থটির আকার ঠিক একটি বৃহৎ ঘুড়ের ন্যায় লৌহকে অগ্নিদ্বারা গরম করিলে যেরূপ বর্ণ হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ বর্ণ। আর ধূমকেতুর ন্যায় একটি পদার্থ উহার সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছে। প্রথমে উহাই দেখা গিয়াছিল। একজন ইউরোপিয়ান ইহিদি মার প্রথমে ঐ পদার্থটিকে দেখিবামাত্র বলিলেন যে দেখ একটি গ কারার আসিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতেই উহা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। সেই সময়টি ঠিক যেন দ্বিতীয় প্রহর দিবা ১২টা বাজে বোধ হইল। আর লেজও পশ্চাৎ আর একটী পদার্থ সবেগে আসিয়া উহার উপর পতিত হইবা মাত্রেই উহা ভাঙ্গিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই ঘটনাটি হইতে ২ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ লোকেই উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর যাঁহারা সে সময়ে নিদ্রিত ছিলেন পূর্ব্বোক্ত শব্দে তাঁহাদিগের যে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বোধ হইল অনেক দূরে পতিত হইয়াছে।

এরূপ অসম্ভব ঘটনা আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই, ইহাই আমাদিগের প্রথম। অনেক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে সকলেই ইহার অনুভব প্রকাশে অক্ষম। আপনার পাঠকগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ ইহার বিশেষ কারণ অবগত থাকেন লিখিলে বাধিত হইব। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তদ্বিষয়েই অবশ্যই ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হইবেন।

১৩ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭৩
ভাগলপুর
বশম্বদ
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত

মুদ্রাপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসুমজুমদার	
বহরমপুর	৫৷০
" গোপীনাথ চৌধুরী—ভোরা	১০
" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়	
লাউদাহ	১০
" পঞ্চানন লাহিড়ী—বার্ষ্ণাগ্রাম	১৷০
" ভগবতীচরণ লাহা—মীনঠদে	১০
" সতীশ সরকার—কলিকাতা	৫৷০
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঐমরি	১০
" হরীশচন্দ্র সরকার—গোপীনাথ	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে বাহুল্য সংবেদ অগ্রিম বার্ষিক ১০৷০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। পোষ্ট, ইণ্ডিয়া, বরাহ সিরি, বম্বে আর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ কেন টিকিট প্রেরণ করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন কিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা স্পষ্ট লেখিয়া করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও ষ্টেশনের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

মফস্বলস্থ মহাশয়দিগের মূল্য ফিরাইয়া লইবার সময় নিকট হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম বোধ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একবার স্মরণ করা হইবে, তাহার পর আমরা বন্ধ করা যাইবে।

ভোগপুর ডাকঘরে হিন্দি আনিলে আমরা পাইব।

যাঁহারা মাহুল দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যেই গোমস্তাদিগের নিকটে টাকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের স্বাক্ষর ফিরে পত্রাদি লিখে হইবে, তাহার অভাবে টাকা ফিরিয়া দিবার ইচ্ছা রাখিবেন, তাঁহারা লিখিত অঙ্গীকার করিবেন।

এই পত্র [illegible] ভোগপুর ষ্টেশনারি [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রতি [illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনা প্রকৃতিসিদ্ধিনায় যাবিদ্য সন্তনা প্রতিমহতী স ছীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৫ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ২০ এ অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা ১৪ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট প্রেসিডেন্সি কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখে বটতলার গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গলা ও ইংরাজী নানাপ্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প খরচে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয় যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন, তাহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তদ্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিরূপণাদি অবগত করা যাইতে পারে। মাশুল দিয়া কর্ম্মধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীহরচন্দ্র গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

" শব্দ কল্পদ্রুম। "

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের

সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়

বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেব।

রাজকরে ডিমাই ৪ পেজি কর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অগ্রিম পূর্ব্বক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি ৺ কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টি, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাসুল ৸০ আনা।

খাঁকার স্টিম এণ্ড কোং

—:০:—

৺মধুসূদনকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্ত রহস্য, মূল্য ।৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার মিস্ত্রি হষ্টেল কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

" প্রত্ন কল্প-দর্শিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা)।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাহারা " প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ আচারাদি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীদিগের প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা মহারাজাধিরাজ মহতাব চন্দ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপত সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি, অনরেবল বঙ্কিম চন্দ্র দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাত্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, " সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি উমার রামদাস মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আলমের চিদানন্দ চৌধুরী, জাতিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী সন্দীপুরের পৃথ্বী রায় চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন ঘোষাল, হালসহরের অজমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুলদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি, মেদুতলার (ধর্ম্মতত্ত্ব কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি, হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি, কাশীর (মহেশ তীর্থ ; শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মহেশের (অভিনবগুপ্ত) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

স্বাধীন। ... খরচে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে লক্ষ্ণ,যন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে ... ফলের ... কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হইবায় উক্ত ... যন্ত্র লয়ে বীর স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বকল্পিত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রার্থনা অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করিয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে ... এখন বিলের অধীন ও কর্ত্তৃত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে তন্নিখিত ভাণ্ডারীর ভ্রমে নষ্ট করিতে ... ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইয়াছে ইহার ... (যন্ত্রটি ভ্রমমূলে নষ্ট হইতেই পারে) অদ্যাবধি কই মাইরাও টাকাটাসি না পড়ে। অথচ এই কলশোধে প্রত্নকত্রগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সংস্করণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্নকত্র মন্ত্রিণীর গ্রাহক শ্রেণীর পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, মানী, বিদ্যোৎসাহী, প্রত্নকত্র রাত্রেরই নিকট এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নয়। তবল, করি প্রতিজ্ঞ প্রতিজ্ঞ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই উহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সকলেই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে আশা আছে যে যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলে সেই ... যন্ত্রিকার বিবিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

সাহায্য সাহায্য দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "চন্দ্রিকাবিলাসিনী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সম্পাদকের নিকটে অথবা কলিকাতা জীবনযোগের লেন ৩ নং ভবনে সত্য বন্ধে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকৃত হইব। সে সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকত্র মন্ত্রিণী ও সত্যব্রত যন্ত্র অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃ শক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য গুণাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহার কৃত ডিবগ্রু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃত সুতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
আলবাজার
হিন্দুহষ্টেল
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•০•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক্স।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভাণ্ডারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত বর্ষাকার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত পাইপের জলশাল ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার টুল।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কে,ম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
বরণ এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
দৈহিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ম্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার ছাপাই অতি পরিপাটী এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা আলবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গভাষায় অন্যান্য পুস্তক।

১। পুরিয়োগ্রেরই ফ্রান্সস্থ ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল /০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিতে হয় প্রভৃতি গর্ভিণীদিগের নিরাপদে প্রসব করিতে ... ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ...

তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী এতদ্ভিন্ন বাল কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ১ টাকা অবধারিত করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে রক্ষা করিতে পারা যায়।

৩। রেক্ট। রোগের চতুর্দ্দশ জন্যালে অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ নামক পুস্তিকা, চিত্রিত বর্ণিক মূল্য ১ টাকা চারি আনা।

৪ শরীর-পালন (যন্ত্রসংস্কৃত)

মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬ কুটনাইন্ প্রস্তুত-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত ছই চিকিৎসার পাইবার ঠিকানা

কলিকাতা
হিন্দুহিতৈষী ঐ শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগর সারস্বত গ্রন্থ

উহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের উপযোগী বৎসরের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। উহাতে ১৮১৮ ও ১৮১৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ও প্রস্তাবনাও প্রদত্ত হইয়াছে কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে ইহা পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালা শব্দ পরিচায়ক ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজ ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। অক্ষর হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বরবর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের 'ন' চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—০—

হাবু বক্তিয়ার হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে পুলটী হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে সকল নৌকা ডিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এটর্ণি জুবলিউ গলস্টর
গেণ্টলেমেণ্ট কাগেল আর ই
অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পব্লিকওয়ার্কস
ডিপার্টমেণ্ট ইণ্ডিগোসন ব্রাঞ্চ।

টেলিগ্রাফ

৫ই কার্ত্তিক সোমবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধের বিচারের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এরূপ শুনা যাইতেছে, যে অয়জন সিংহের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর রেণল্ডস সাহেব একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং আসামের ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল লাষ্ট সাহেব এই কয়জন বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচার শ্রীহট্টে হইবে। এবং গবর্ণমেণ্ট ওহাবি ব্যাপার প্রসিদ্ধ ওকেনলি সাহেবকে নিজের বিশেষ জবানী নিযুক্ত করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্র বাবুর উপর মিথ্যা হিসাব দেওয়ার দোষারোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে সুরেন্দ্র বাবু যে রিটরন পাঠান তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর ছিল না। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব অনেক হ্রাস হয় সন্দেহ কি? এবং অনেকে এই সামান্য অপরাধে এত আয়োজন করা অকারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়টী অবস্থার জন্য গুরুতর

শেষ অনুসন্ধান না করিয়া নিজের বিশ্বাসমত তাঁহাকে দণ্ড দেন, তাহা হইলে এদেশীয়েরা মনে সন্দেহ থাকিবে যে বোধ হয় তাঁহার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল। আবার যদি নিজে বিশ্বাসানুসারে লঘু দণ্ড করেন, তাহা হইলে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ, বিশেষ রাজা গৌরবী সাহেবদিগের চীৎকারে দেশ ফাটিয়া যাইবে। সুতরাং বোধ হয় বাধ্য হইয়াই গবর্ণমেণ্টকে অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইতেছে সে ভালই। যদিও সুরেন্দ্র বাবু আমাদের স্বদেশীয় এবং তাঁহার গৌরবে আমাদের দেশের গৌরব, তথাপি আমরা এক দিনের জন্য প্রার্থনা করি, যে তিনি যদি বাস্তবিক অপরাধী হন, বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করুন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুকে যাহাতে এই বিচারের জন্য আর অধিক ক্লেশ কিম্বা ব্যয় স্বীকার করিতে না হয়, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ করা উচিত। সুরেন্দ্র বাবু নির্দ্দোষ বলিয়া যদি প্রমাণ হয় তাহা হইলে বাঙ্গালিদিগের পক্ষে কি সুখের সংবাদ হইবে বলা যায় না।

—০—

অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা।

যতই সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতেছে আর চতুর্দ্দিক হইতে এবারকার ধান্যের সম্বন্ধে ভয় ও দুঃখের সংবাদ আসিতেছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রায় সমুদায় প্রদেশেই বৃষ্টির অভাবে কিছু হইল না

"বৃষ্টির অভাবে কিছু হইল না" এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পদ্মার দুই পার্শ্বের স্থান সকল প্রায় প্রতি বর্ষে পদ্মার প্লাবনে ভাসিয়া যায়, এবার বন্যার ও সেরূপ প্রবলতা দেখা যায় নাই। পূজার পূর্ব্বেই সে সকল স্থানের জল শুখাইয়া গিয়াছে, এবং পূজার সময় হইতেই কৃষকেরা এক প্রকার ধান্যের আশা ছাড়িয়াছে। কুষ্টিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানের বড় বড় আড়তদারেরা পূজার পর হইতেই চাল আটকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নৌকা সকল উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্ষার অভাবে ঐ সকল নৌকা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

রাখরগঞ্জ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান ধান্যের জন্য ভূমি। এই স্থান হইতেই প্রায় বাঙ্গলা দেশের অর্দ্ধেক লোকের আহারের সংস্থান হয়, সেই রাখরগঞ্জ এখন পর্য্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একবারে জ্বলিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে বোধ হয় সেখানেও হাহাকার ধ্বনি উঠিবে। একে জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সমুদায় বঙ্গদেশের কৃষকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবার ধান্যের হানি! এবার যে কৃষকবর্গের কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা বলা যায় না। জমীদারেরা নিয়মিত খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না, শ্রমজীবিরাও কার্য্য পাইবে না; নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী বহু-পরিবারপোষী কর্ম্মচারিগণ গৃহস্থদিগের আহারের সঙ্কলন করিতে পারিবে না; এইরূপে সর্ব্বসাধারণেরই যৎপরোনাস্তি ক্লেশের সম্ভাবনা, কিন্তু কৃষকদিগের ভাবী দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। [illegible] নির্দ্দিষ্ট আয় নাই।

ধান্যই তাহাদের সর্ব্বস্ব; ধান্য হইতে তাহারা মহাজনের ঋণ শোধ করে; ধান্য হইতে তাহারা জমির খাজনা দেয়; ধান্য হইতেই তাহারা পরিবারের অন্ন প্রস্তুত করে, ধান্য হইতেই তাহারা সংসারের সম্বৎসরের অপর ব্যয়ের সংস্থান করে এবং ধান্য হইতেই তাহারা পুত্র কন্যার বিবাহাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করে, সেই ধান্যের অভাবে তাহাদের কি বিপদ একবার ভাবিয়া দেখ।

আমাদের এপ্রদেশেও জলের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। মুক্তাগাছা মোমারচক প্রভৃতি যে সকল স্থানের ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাহাতে এখনো ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু উচ্চভূমি সকলের ধান্য প্রায় জ্বলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পরগণা সকলে এবৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছিল তাহার অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতেও চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসিবর্গের বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। হায়ণ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশীয় বিপণিতে বৎসর বৎসর যত তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহার অনেক এই সকল স্থান হইতে গিয়া থাকে। এই সকল স্থানের তণ্ডুল প্রথমে চেতলার হাটে প্রেরিত হয়, এবং সেখান হইতে সওদাগর আফিসের কর্ম্মচারিরা আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে আমাদের কার্য্যদক্ষ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার মধ্যেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কমিশনর এবং ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—

"এবারে শীঘ্র শীঘ্র বর্ষা বন্ধ হওয়াতে এরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে," [illegible] প্রদেশে নানা প্রকার ফসলের ব্যাঘাত হইবে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ফসলের অবস্থার বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এরূপ ইচ্ছা নহে, কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারিরা যেন ফসল কাটা না হইতে হইতে যতদূর পারেন স্বচক্ষে দেখিয়া অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবারে ফসল কত কম তাহা নির্দ্ধারণ করেন।"

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বীডন সাহেব যে কলঙ্কের ভাগী হইয়াছিলেন, ক্যাম্বেল সাহেব কখনই সে কলঙ্ক আপনার মস্তকে লইবেন না। তিনি যখা সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি। তিনি মনোযোগী হইলে নিশ্চয় সদুপায় বিধান করিতে পারিবেন। এবং এই বিপদের সময় প্রজাদিগকে বাঁচাইতে পারিলে তিনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

দুর্গাদের রক্ষা।

ইংলণ্ড ধনী প্রধান দেশ। সেখানে ধনীর পূজা এবং দরিদ্রের দুর্দ্দশা। সুতরাং ইংলণ্ডের ছাঁচে যে শাসন প্রণালী গঠিত, তাহাতে ধনীর সমাদর এবং দরিদ্রের অনাদর হইয়া থাকে। শাসনকর্ত্তারা দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ধনীদিগেরই উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল। ধনীদিগকে চিরদিনের জন্য কর-মুক্ত হইতে অব্যাহতি দেও; ধনীদিগের পুত্র পৌত্রের আত্মীয় স্বজনের শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর, এইরূপ [illegible] উপস্থিত ধনীদিগের [illegible] প্রথমে আন্দোলন [illegible]

লের চক্ষের নিম্নে যে আর এক শ্রেণী মুখ মুদ্রিত করিয়া রহিল, জগতের আইন পুস্তকে যাহাদের নাম কৃষক ও শ্রমজীবী, দয়ার পুস্তক যাহাদের নাম দরিদ্র ও অসহায়, এবং ন্যায়ের পুস্তকে যাহাদের নাম সমাজের মূল, ভিত্তি অথবা বহু তাহাদের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল না। গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করিলেন, তাঁহারা আপনাদের অধিকার ও পদ বুঝিয়া লইলেন এবং আপনাদের কষ্ট দুঃখ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই দরিদ্রেরা যে মুখ মুদ্রিত করিয়া ছিল, তাহারা মুখ খুলিল না কেন? সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট তুমি তাহাদের মুখ খুলিবার জন্য কি করিয়াছ? দেশবাসি তোমরাই বা তাহাদের জন্য কি করিয়াছ? রাজ্যের রক্ষা কর্ত্তা রাজা, কিন্তু তাহাদের রক্ষা কর্ত্তা কে? আর কত দিন তাহারা কষ্ট পাইবে? আর কত দিন তাহারা মুখ মুদ্রিত করিয়া সহ্য করিবে?। আমাদিগের শ্রদ্ধেয় সহযোগী হেরল্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উপায় স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি ৫০৪ টী থানা এবং পুলিস ষ্টেসন আছে, তথাপি সেই সকল পুলিস কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নীচ-প্রকৃতি হওয়াতে, তাহাদের দ্বারা আশানুরূপ দুর্ব্বলের রক্ষা হয় না, যে ১১৫টী মহকুম আছে সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন তাহা দ্বারাও প্রকৃতরূপ দরিদ্রের রক্ষা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত কর্ম্মচারির সংখ্যা ৮০১। ইহার মধ্যে শত করা ২০ জনকে নানা কারণে অনুপস্থিত বিবেচনা করিলেও ৬৪১ জন কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারি অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি প্রত্যেক থানায় এক এক জন চিহ্নিত কর্ম্মচারি নিযুক্ত করেন এবং অবশিষ্ট ১৩৭ জনের উপর তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে দুর্ব্বলের রক্ষার বিশেষ উপায় হইতে পারে।

এক্ষণকার পুলিস কর্ম্মচারিরা যেরূপ অশিক্ষিত এবং ধনের বশীভূত তাহা দিগের দ্বারা দুর্ব্বলের রক্ষা হয় না। দরিদ্রেরা অত্যাচারের কথা তাহাদের গোচর করিলেও তাহারা কোন উপায় করে না, সুতরাং যদি প্রত্যেক থানায় এক এক জন শিক্ষিত চিহ্নিত কর্ম্মচারি থাকেন, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা দুর্ব্বলের রক্ষার অনেক সদুপায় হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিকটে উপযুক্ত কর্ম্মচারি থাকার অভাবে যে দুর্ব্বল দরিদ্র দিগের এত ক্লেশ হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না; কারণ কলিকাতার পূর্ব্ব দেশে, চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের, পশ্চাতেই বলিলে হয়, যে সকল অত্যাচার হয় তাহা ও উক্ত কর্ম্মচারিদিগের কর্ণ পর্য্যন্ত ও আসে না। কোন জমীদার কেবল নজরের দ্বারাই পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, নজর না দিলে নিস্তার নাই। কোন কোন জমীদার জরিমানার টাকাতেই বাগান বাটী, ক্রিয়া কাণ্ড সারিবার চেষ্টা করেন। জরিমানা জমিদারদিগের উপরি লাভ। গ্রামের কোন দুই দরিদ্র বিবাদ করিল, জমিদার উভয়কে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং উভয়কে জরিমানা করিলেন, এবং সকল কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া বসাইয়া রাখিলেন, পরে জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বলিতেছি আদালতের পার্শ্বেই এই সকল হইয়া থাকে, তবে এ সকল অভিযোগ বিচারালয়ে উপস্থিত হয় না কেন? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আদালত দরিদ্রের গম্য স্থান নহে। সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমার যেরূপ ব্যয় বাহুল্য করিয়াছেন, তাহাতে সে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনা করা দরিদ্রের পক্ষে অসম্ভব, এবং বিচার প্রার্থনা করিয়াও সহজে নিষ্পত্তি হয় না বলিয়া আবার দরিদ্রেরা নিরাশ হইয়া পড়ে। অতএব কেবল মাত্র প্রথম প্রস্তাব অবলম্বন করিলে ইষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই।। গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেনের ন্যায় সুযোগ্য কর্ম্মচারি নিয়োগ করিয়া দরিদ্রদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও সুখ দুঃখ অবগত হইবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে অনেক গুপ্ত অত্যাচার প্রকাশিত হইবে এবং অবশেষে কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইবেন।

মিউনিসিপালিটীর বৃদ্ধি ও আর্য্য।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনের ভার নিজের মস্তকে লইয়া এক প্রকার কষ্টের অবস্থায় পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা প্রত্যেক ইংরাজের প্রিয় সম্পত্তি। সেই ইংরাজ জাতি যদি আসিয়ার স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের ন্যায় বিংশতি কোটি জীবের সুখ দুঃখ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার অগৌরব, তাঁহাদিগের সভ্যতার অগৌরব এবং তাঁহাদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অগৌরব, আবার এদিকে যদি একটু রাজনীতি ও উন্নত ধর্ম্মনীতির অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে যান, তাহা হইলে ভারতবর্ষেরই হিতের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতে হয়, অর্থাৎ সুখের গ্রাস অবশেষে ফিরাইয়া দিতে হয়। ইহার কোন পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য আজও ইংলণ্ড প্রস্তুত নন। সভ্যতার অগৌরব কিম্বা ধর্ম্মের অগৌরবের ভয়ও যদি ভক্ত না করেন, অন্যান্য সভ্য

জাতিদ্বেষের উপকার ও অশ্রদ্ধা বহন করিতে সাধ্যমত যত্ন, আবার যাহার যত ভাহাকে ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় এমন ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইংরাজদিগের জন্মে নাই। সুতরাং এই উভয় যুক্তি যুগপৎ কার্য্য করাতে, ইংলণ্ডের কথা ও কার্য্যের মধ্যে এত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। অন্য সভ্য রাজারা সুখ্যাতির অনুরোধেই হউক, এবং সভ্য জাতিদের অনুরোধেই হউক কিম্বা ধর্ম্মবুদ্ধির অনুরোধেই হউক, মুখে বলিতেছেন "আমরা ভারতবর্ষের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি, ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত দেখিলেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিব" অথচ আবার কার্য্যের সময় অনুপযুক্ততার দোহাই দিয়া ভারতবর্ষবাসিদিগকে সকল প্রকার উচ্চ উচ্চ পদ ও কার্য্য হইতে দূরে রাখিতেছেন। শুদ্ধতর কার্য্যের ভার না পড়িলে কি মনুষ্যের উপযুক্ততা প্রকাশ পায়? স্থল বিশেষে একটু একটু কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দিতেছেন বটে, কিন্তু সে কেবল গলের রজ্জু খুলিয়া যুবককে কাটারির মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়ার ন্যায়। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল আইন ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করিলেন অধীনস্থ জনপদ সকলের পথ ঘাট প্রভৃতির উন্নতি করা রাজার একটী প্রধান কার্য্য এবং সে বিষয়ে মনোযোগী না হইলে রাজার সুখ্যাতি নাই। অতএব দেশের এই সকল উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু প্রজাদের অর্থেই সে কার্য্য করিতে হইবে, এই লও কি গুং হইতে অর্থ আনিয়া ব্যয় করিবেন? কখনই না। তবে উক্ত অর্থ সংগ্রহার্থ একটী নূতন করের সৃষ্টি হউক। কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদের মত গ্রহণ করাতে আপত্তি নাই। কারণ প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহাদেরই ক্ষতি। অথচ অল্প মূল্যে, ইহলণ্ড প্রজাদিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিতেছেন এ সুযোগ ভিত লাভ হয়। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক কিম্বা সরল ইচ্ছাতেই হউক গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আইনের সৃষ্টি করেন। ১৮৬২ সালে প্রথমে এই আইন প্রচারিত হয়। সম্মতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্মতি বলে না, সুতরাং প্রথমে বলপ্রয়োগের কথা ছিল না। এই আইনের উপকার গ্রহণ করা না করা প্রজাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা যত্ন ছিল দেখিলেন যে এ প্রস্তাবে বড় কেহ অগ্রসর হইল না। একে আমাদিগের সাধারণ লোক অজ্ঞ তাহাতে আবার তাহাদের কোন বিষয়ের সহিত কোন সংস্রব নাই, এরূপ অবস্থায় সকলে যে সহসা এরূপ আইনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অনুভব করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট অল্প অল্প বল প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে আইন চলিতেছে তাহার নিয়ম এই, যেখানে অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভদ্রলোকের বাস এরূপ কয়েকখানি গ্রাম বা স্থান লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী প্রস্তুত হইবে। মিউনিসিপালিটীর অধিবাসী স্থান হইতে কয়েক জন সভ্য মনোনীত করিয়া একটী মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপিত হইবে। সভ্য মনোনীত করিবার ভার গবর্ণমেণ্টের। সভ্যদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হওয়া আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্য হইতে সভাপতি নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে [illegible] সভাপতি নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন; এবং তাহাই সচরাচর হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর টাকা যারা যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে সেই সেই স্থানের পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এতদ্ভিন্ন টাকা তৎ তৎস্থানের পথ ঘাট প্রস্তুত ও সংস্কারার্থ ব্যয় হইবে। পুলিসের ব্যয় কত দিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন, এবং তাহা দিতেই হইবে। কাহাকে কত টাকা দণ্ড হইবে তাহা মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যেরা স্থির করিয়া দিবেন সম্মতি গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। পাঠকগণ! বিবেচনা করুন, ইহা কতপ্রকার কাটারির মধ্যে যুবককে স্বাধীনতা দেওয়া কি না? উভয়ে গবর্ণমেণ্ট, দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট, পশ্চিমে গবর্ণমেণ্ট, তবে প্রজার স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি কোথায়? এই জন্যই বোধ হয় উড়িষ্যার কমিশনর রাবেন্সা সাহেব বলিয়াছেন; রোডসেস কমিটী, মিউনিসিপাল কমিটী, এবং ইলবার্ট ইচ্ছা হইতেছে যে অন্য সকল কমিটীই কেবল ছেলে খেলা মাত্র। এই কথার উত্তরে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে "সুখের বিষয় যে তিনি যাহা ইচ্ছা ছিল বলিবার পূর্ব্বে বিদায় হইয়া ছেন। তিনি (লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর) বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন যে প্রজারা ক্রমে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে নিজের মনোযোগী হইবে, তিনি আরও বলেন "আমি বোধ হইতেছে যে সকল স্থানেই এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটীর সভ্যেরা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস যে এই ভার আরও বিস্তারিত হইবে এবং সেইজন্যে এবং মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যেরা যখন দেখিবেন যে [illegible] তাঁহারা [illegible]

এদেশীয় দিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিবার যতগুলি উপায় আছে ইহা তাহার মধ্যে একটী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাই যদি লক্ষ্য হয় এত উত্তরে দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের নাম শুনিলেই লোকে ভাবিয়া বসে যে এসকল গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থ সাধনের অন্যতর উপায় নাত্র। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীকে আরো একটু স্বাধীনতা দিয়াছেন। ১৮ জন সভ্যের মধ্যে তিন জন মনোনীত করিবার ভার লেপ্টেণ্ট গবর্ণর নিজের হস্তে রাখিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ১৫ জন মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের হস্তে দিয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীরামপুর হইতে ৯ জন কোন্নগর হইতে ৩ জন এবং রিসড়া ও মাহেশ হইতে ৩ জন। এইরূপ উত্তরোত্তর এদেশীয়দিগকে যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেন তাহা হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি আত্ম শাসন শিক্ষা দিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যত গা ঢাকা দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত

—০—

গো বংশের দুর্গতি।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য একটী একাও সভা আছে। বড় বড় লোক তাহার সভ্য। মধ্যে মধ্যে আমরা এই সভার এক একটী কার্য্যের কথা শুনিয়া থাকি। বাস্তবিক যাহারা কষ্ট পাইলে, কষ্ট জানাইতে পারে না, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনেকদিন হইতে আমাদের দেশের গোবংশের অবনতি হইতেছে, সে বিষয়ে কাহাকেও বিশেষ মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না। গাভী হিন্দু দলের অতি প্রিয় ধন। হিন্দুরা গোকুলকে যে কি চক্ষে দর্শন করেন, আমিষাশি শাক্ত ও পশুরাক্ষস মুসলমানেরা কিম্বা ইউরোপীয়েরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। সে গৃহে সবৎসা বৎসতরীর অধিষ্ঠান নাই, সে গৃহস্থের গৃহ নহে। হিন্দু রাখালেরা প্রেম করিয়া এই শান্ত প্রকৃতি জাতির চরণ ধৌত করিয়া, দেহ, যত্নের সহিত পক্ক, কদলীও নব দুর্ব্বাদল আহরণ করিয়া ইহাদের মুখে ধারণ করে, এবং ব্যজন করিয়া আহারের সময় দংশ মশক প্রভৃতিকে বিরক্ত করিতে দেয় না। গৃহপতিরা প্রতিদিন স্বচক্ষে ইহাদের তত্ত্বাবধান করেন, এবং গৃহিণীরা অনুরাগের সহিত ইহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এমন গো বংশ ক্রমশ হীন অবস্থাপন্ন হইতেছে। লোকের আবাসস্থান ভিন্ন সমুদায় ভূমিই প্রায় ধান্য প্রভৃতির চাষে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং পশুদিগের চারবার স্থানের ক্রমশই অভাব হইয়েছে। বৈশাখ মাসে লোকে ধান্য বপন করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গাভীদিগকে গৃহে রুদ্ধ করিতে হয়, বৈশাখ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে ধান্যের ফসল থাকে সুতরাং এ কয় মাস তাহারা গৃহে বদ্ধই থাকে। পৌষ মাসে ধান্য কর্ত্তন হইলেও ক্ষেত্রে কড়াই প্রভৃতি থাকে, সুতরাং তখন গাভীদিগকে বদ্ধ রাখিতে হয়। সমুদায় ফসল উঠিতে, প্রায় চৈত্র মাসের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হয়। তখন গাভীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু সে কয় দিনের জন্য, বৈশাখ মাসের দিন কত গত হইতে না হইতে লোকে আবার ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে; বিশেষ এ সময়ে মাঠ শুষ্ক ও তৃণ-শূন্য থাকে। অতএব গাভীদিগের মাঠে চরা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে মাঠে উত্তম উত্তম ঘাস জন্মে, কিন্তু প্রতিদিন গাভীদিগের জন্য তাহা আহরণ করা সকলের পক্ষে সুবিধা হয় না। ইংলণ্ডে গাভীদিগের চরিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে; সেখানে কেহ চাষ করিতে পারে না, সুতরাং গোবংশের এত দুর্গতি নাই। কলিকাতার অনেক গাভী গড়ের মাঠে চরিয়া থাকে; কিন্তু গড়ের মাঠে তেমন উত্তম ঘাস জন্মে না, সুতরাং সহরের অধিকাংশ গাভীই সমৎসর বদ্ধ থাকিয়া ভুসি প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করে। সেই কারণেই বোধ হয় কলিকাতার দুগ্ধ এত জলবৎ ও অল্প স্বাদ। ক্রমে পল্লীগ্রামের গাভীদের ও সেইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। সুদৃশ্য, সবল ও সুন্দর গাভী প্রায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশই প্রায় দুর্ব্বল এবং শ্রীভ্রষ্ট।

গোকুলের ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার বিশেষ আর একটী কারণ এই যে দেশের মধ্যে সতেজ ও বলিষ্ঠ বৃষ দেখা যায়না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেখানে সেখানে ত্রিশূল চক্র-অঙ্কিত সচ্ছন্দ বিহারী বলবান অনেক বৃষ দেখিতে পাওয়া যাইত, ধর্ম্মের ষাঁড় বলিয়া কেহ ইহাদিগকে ধরিত না, কেহ ইহাদের স্কন্ধে লাঙ্গল দিত না, কেহ স্বাধীনতা রোধ করিত না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকেও পূর্ব্বের স্বাধীনতা (ও সুখের) অবস্থা হইতে বিচ্যুত হওয়া মিউনিসিপালিটির ময়লা ফেলার গাড়ি টানিতে হয়। উপযুক্ত সুষ্ঠকায় বৃষের অভাবে, গ্রামবাসিদিগকে লাঙ্গলবাহী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র আঁড়িয়া দ্বারা গোবৎসের উৎপত্তি করিতে হয় সুতরাং গোবংশ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শীঘ্র ইহার কোন সদুপায় বিধান করা উচিত।

কিছু দিন হইল কতকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া গোবংশের রক্ষা ও উন্নতির উপায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আর কোন কথা শোনা যায় না। সকলেরই ইহার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত। যদি যুদ্ধ প্রভৃতি যে ক্রমেই এত দুর্মূল্য হইতেছে তাহার কারণ গোবংশের অবনতি। এদিকে আবার মাংসপিশাচ মনুষ্যদলের উদর পূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন শত শত গোধনের প্রাণ যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের রক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা প্রস্তাব ক'র কতকগুলি ভদ্র লোক একত্র হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সভার ন্যায় একটী সভা করুন মূল সভার অধিবেশন কলিকাতাতে হউক এবং মফস্বলের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু জনপদে এক একটী শাখা সভা স্থাপিত হউক। সভা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিলাতি এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় বৃষ ক্রয় করুন। সেই বৃষের কতকগুলি কলিকাতাতে রক্ষিত হউক, এবং অবশিষ্টগুলি মফস্বলের স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন। আমরা বিলাতি বৃষ দ্বারা এদেশীয় গাভীতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি, সে সন্তান এদেশীয় গাভী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হয়। এবং অন্যদিকে সভা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া কয়েক ক্রোশ মাইলের মধ্যে এক একটী পশুচর রাখিবার বিধান করুন। তাহা হইলে আবার গোবংশের উন্নতি হইতে পারে।

হুগলী ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একটী দুর্ঘটনার বিবরণ।

যাহারা পক্ষপাত শূন্য, পক্ষপাত তাহাদিগের বিস্বাদ লাগে না; কিন্তু যাহাদিগের তাহাতে একান্ত অরুচি, তদ্দর্শনে তাহাদিগের অতিশয় ক্লেশকর হয়। নিঃসন্দিগ্ধ পত্র খানি তাহার প্রমাণ। যিনি পত্র লিখিয়াছেন ইষ্টই ডিয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের সপক্ষপাত ব্যবহার দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি কেমন অনুখিত হইয়াছেন, পাঠকগণ পত্রখানি পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। পত্রলেখক আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে এই বিষয়টি আমরা মহানুভব আর্ল মর্ণ্টক্রকের গোচর করিয়া উহার প্রতীকার চেষ্টা পাই। আমরা জানি লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ লোক, তিনি পত্র খানি পাঠ করিয়া উদাসীন থাকিবেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদিগের এবিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু লিখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। তবে যদি অনুরাগক মহোদয় নিরনুগ্রহ হন এই এক সন্তা আছে। পত্রখানির ভার তাঁহার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল।

"আমি ৫ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে বৈদ্যনাথ যাত্রা করি। আমার জন্য ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর প্রকটারোহিদিগের নিকটে রেলওয়ে কোম্পানির আর অধিক, উহাদিগের দুই কই অধিক। আমি কখন তৃতীয়শ্রেণী হই নাই, সুতরাং আমার ঐ কষ্টের ধারণা জন্মে নাই। ঘটনাক্রমে ঐ কষ্টটী এই বার হাতের রূপে আসা হইল। আর তাহি পাঁচ ব্যক্তি আমরা সঙ্গী ছিলেম। উঁহাদিগের এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে উঁহারা অন্য শ্রেণীর শকটে যাইতে পারেন, আমারও এরূপ সঙ্গতি নয় যে আমি লাগিয়া উঁহাদিগকে অন্য শ্রেণীর শকটে লইয়া যাই। সুতরাং উঁহাদিগের অনুরোধে আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল। আমরা ৫। ৬ জন একত্র হিসাব মত কষ্ট হইল না। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে বেলা ৯ টার সময়ে উঁহারা সঙ্গে অবতীর্ণ হইলাম। বিবাহাদি ঐ স্থানে থাকিয়া রাত্রি ৯ টার সময়ে আমরা পুনর্ব্বার শকটে আরোহণ করিলাম। আমরা যে গাড়িতে উঠিলাম সেটি আমার পাঁচেই গাড়িতে একজন ভদ্রলোক রোগী আছে। দুর্গন্ধে গাড়ি খানি পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইষ্টিয়াই আমাদিগের বোধ হইল আমরা কি নরকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কোন ক্রমে সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ঐ বিষয় কর্ম্মচারিদিগের গোচর করিলাম। "তাঁহারা আমাদিগকে আর এক গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। সেখানে গিয়া আমাদিগের কষ্টের নিবৃত্তি হইল। তৃতীয় শ্রেণীর শকটের মধ্যে মধ্যে লোহার শীক দেওয়া এক একটী বেঞ্চ স্বতন্ত্র ফুটানো আছে, আমরা যেখানে নীত হইলাম সে গাড়ি খানি সেরূপ নয়। উহার দুই পার্শ্বে কাঠের বেঞ্চ। উহাতে প্রবিষ্ট হইলে অন্য গাড়ির লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। গাড়ির মধ্যস্থলে একটী আলোক আছে। ঐ গাড়ি খানি যেরূপ দেখ, আমি তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। চিন্তা করিতে করিতে ২। ৩ ষ্টেষন পার হইয়া গেল ম। ক্রমে নিদ্রা আকর্ষণ হইল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। ঐ ভাবে আমি কতক্ষণ গেলাম তাহা বলিতে পারি না। কতক্ষণ পরে আমার সহচরগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, শীঘ্র এ গাড়ি হইতে নামিয়া যাইব, সাহেব বড় রাগিয়াছেন। আমিও ঘুমের ঘোরে উঁহাদিগের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিলাম, কিন্তু মনটা বড় চটিয়া উঠিল। ষ্টেষন মাষ্টরকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদিগকে এ গাড়ি হইতে নামাইয়া দিবার কারণ কি? এখানি কি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি নয়; তিনি উত্তর করিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি বটে কিন্তু ইহাতে ইউরোপীয় ভিন্ন অন্যের যাইবার হুকুম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি যেরূপ ইউরোপীয় বার, তাহাতে ঐ অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহা শুনে এরূপ [illegible]

তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। ক্ষণে বিস্ময় ক্ষণে ক্রোধ সঞ্চার হইয়া হৃদয় একান্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। কি আশ্চর্য্য কি পক্ষপাত? এক শ্রেণীর গাড়ি এক ভাড়া অথচ ফরাসিসে এত ইতর বিশেষ? সে কোন রূপে কতক এদেশীয়দিগের অর্থ লইয়া ইউরোপীয়দিগকে সুখিত করাই কি ইংরাজ জাতির উদ্দেশ্য? বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় জানেন না। জানিলে কখন এরূপ স্পষ্ট পক্ষপাত থাকিতে দিতেন না। লাড মর্লবরক অবিলম্বে এই কলঙ্ক দূর করেন এক্ষণে এই আমার প্রার্থনা।

পুস্তক সমালোচনা।

কমলে কামিনী (১)। এই নামটী শুনিবামাত্র অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা শ্রীমন্ত সওদাগরের কমলে কামিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। কিন্তু তাহা নহে। এ আর এক কমলে কামিনী, ইনি ব্রহ্মরাজের কন্যা রণকল্যাণী। গ্রন্থকার সমালোচকদিগকে কুটে কুটে মাছি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, কিন্তু মাছির একটা বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে সে ছোট বড় বিচার করে না। একটু ঘা পাইলেই ভ্যান ভ্যান করিয়া বসে। হত মহাত্মা জনষ্টুয়ার্টমিল এক স্থলে বলিয়াছেন "এক প্রকার রচনা আছে যাহাতে কবিত্ব (অর্থাৎ আন্তরিক ভাবোদ্বোধন এবং বর্ণনা, অর্থাৎ বাহ্যিক ঘটনার সাহায্য) অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তাহার নাম নাটক ও ও ও এই উভয় প্রকার চমৎকারিতা একত্র হওয়াতেই সেক্সপীয়রের গ্রন্থ সকল সর্ব্বাংশে এত অদ্ভুত। এই সকল গ্রন্থে সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই আপন আপন শক্তি ও রুচির অনুযায়ী দ্রব্য পাইয়া থাকেন। অনেকের নিকট তাঁহার নাট্য রচনার চাতুরী চমৎকার, অল্পসংখ্যক লোকের নিকটে তাঁহার আন্তরিক ভাব বর্ণনের ক্ষমতা আশ্চর্য্য"। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও এই উভয় প্রকার অঙ্গকে যথাক্রমে "বস্তু" এবং "রস" বলিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থে এদুয়ের বিশেষ সদ্ভাব দেখা গেল না। দর্শক এবং পাঠকগণের বিস্ময়, ভয় কিম্বা ভক্তির উদ্রেক করিতে পারে, মনের উপর একটী ভাব মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিতে পারে গল্পটীর মধ্যে এমন কোন বিশেষ চাতুরী দেখিতে পাওয়া গেল না। বঙ্গেশ্বরের মৃগয়া একটী হাস্য জনক অংশ বটে, কিন্তু সেক্স পয়রের সার জন ফলষ্টাফের রাজকুমার হেনরির সহিত বনমধ্যে চুরি করিতে যাওয়ার কথা মনে হইবামাত্র ঐ স্থানের হাস্য রসের কিছু ব্যাঘাত হইল। সারজন ফলষ্টাফকে যেমন স্বপক্ষীয় লোকেরা বেশান্তর পরিধান করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, বঙ্গেশ্বরকেও তেমনি নিজের লোকেরা বিপক্ষ সাজিয়া আক্রমণ করে। তবে গোঁজ ধরাটী বোধ হয় মুতন। মাষ্টোর্জিবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই কয়জন প্রধান শিখণ্ডিবাহন মকরকেতন, বঙ্গেশ্বর, রণকল্যাণী, সুরবালা ও সুশীলা। এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্রের পূর্ণাপর সঙ্গতি নাই। রণকল্যাণী সহসা শিখণ্ডিবাহনের যেরূপ কথা বার্ত্তা দেখা গেল, এবং সুশীলা ও মকরকেতনের উঁহার উপর যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে শিখণ্ডিবাহনকে গম্ভীর প্রকৃতি ও বিজ্ঞ বলিয়া মনে হইল কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ সাজা রাজার সম্মুখে মৃত্য করিয়া মিলন প্রকাশ করা, দেখিয়া সেক্স পয়র উড়িয়া গেল। পিতার নিকট সলজ্জ ভাব ও পূর্ব্বকার কথা বার্ত্তা দেখিয়া রণকল্যাণীকে শান্ত ও ধীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু রাধিকা সাজিয়া অভিসার করা দেখিয়া এবং বুড়িকে বৌ সাজাইয়া শিখণ্ডিবাহনের কোলে ধরা ধরি করিয়া দেওয়া দেখিয়া সেক্সপীয়র চলিয়া গেল। মকরকেতনের মন পরিবর্ত্তন যেন এক কথায় হইয়া গেল। যে শৈবলিনীকে এত ভাল বাসিতেন তাঁহাকে এত সহজে ভোলা অস্বাভাবিক। মনের মধ্যে আরও কিছু সংগ্রাম হওয়া উচিত ছিল। গান্ধারীর অনুতাপ ও স্বপ্ন সঞ্চরণ যেন লেডি ম্যাকবেথের ছবি খানি। লেডি ম্যাকবেথের পাপ ভয়ঙ্কর ও অপ্রতিবিধেয় সুতরাং তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও ভয়ানকত্ব আছে। গান্ধারীর পাপ অপ্রতিবিধেয় নহে সুতরাং তাঁহার অনুতাপ বড় মনে লাগিল না। ইহা ভিন্ন বস্তুগত দোষও আছে। রণকল্যাণীর স্বাধীনতা সূচক করিতে যাওয়া, ও পাকশালা বিদ্যালয়ে যবাক, মৃত্যুশয়নে বিদায় দিবার সময় গলা ধরিয়া মুখচুম্বন এ সমুদায় ইংরাজী ভাব, আবার ছাঁদলাতলা, বুড়ীকে বউ সাজাইয়া ঘরের কোলে দেওয়া, এসকল দেশী ভাবও আছে। সুরবালা গ্রন্থ স্থির রসিকতা ভত মধুর বোধ হইল না।

মানস বিকাশ (৪) এখানি পদ্যগ্রন্থ কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। ইহাতে অনেক ভাল কথা আছে। এখানি বোধ হয় গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল তিনি চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে একজন সুলেখক হইতে পারেন।

বিবিধসংবাদ।

১৮ ৩ সাহেব সে যায়।

এবার বঙ্গদেশের অধিকেনের সাওয়ায়ের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অধিকেনের ১ মাসের শুল্কে ৪৫৫৫১২০ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অধিকেনে ৩১৪১১০ এবং মালওয়ার অধিকেনে ৩১৮১০১০ টাকা হয়।

এতদিনের পর ইংরাজরা অনেক কষ্টে আবদুল আজিজের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী একরার পত্র লইয়াছেন যে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ও মন্ত্রির কাউন্সিল গঠন করিবেন না; এবং তাঁহাকে যে সালতান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজদিগের মত না লইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১০৬ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১১ জনের মৃত্যু হয়।

---

(১) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর প্রণীত মুদ্রিত সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১ টাকা মাত্র।

(২) গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

অনেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়েছে।

অদ্য কলিকাতার ঠিকা গাড়িওয়ালাদিগের একটী সভা হইবে। যেগে গাড়ি চালান বন্ধ করাতে এবং এতদ্ভিন্ন পুলিস কর্ত্তৃক কয়েক জনের দণ্ড হওয়াতে এই সভা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহার নির্দ্ধারণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ি চালান বন্ধ করিবে এই কল্পনা করিতেছে। এক ব্যক্তি দুরা পানে মত্ত হইয়া অতিশয় বেগে গাড়ি হাঁকাইয়াছিল বলিয়া উহা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পতিত হইয়া তাঁহার ঘোড়াগুলীকে আঘাত লাগে, এ নিমিত্ত আর কেহই বেগে গাড়ি হাঁকাইতে পারিবে না এরূপ আজ্ঞা দেওয়া কিন্তুর ন্যায় সঙ্গত বলা যায় না। একটী মদ খাওয়া লাট বেণ্ড একজন ওহাবির অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছিলেন বলিয়া যাবতীয় ওহাবির অস্ত্র সকল কাড়িয়া লওয়া উচিত।

পারস্যের সাহা টিহারণে উপনীত হইয়াছেন।

যাঁহারা ট্রামওয়ে দ্বারা যাতায়াত করেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য মিউনিসিপালিটী দুইটি কটের বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রস্তাব এই, কেবল আফিস হইতে ফিরিবার ট্রামওয়েটী উঠাইয়া দেওয়া হবে। এটী উঠিয়া গেলে কতকগুলি অপর বেতন ভোগী সাহেব পরিবার বর্গ কোম্পানির অংশীদারের ক্ষতি করেন। তাহাদের যে কয়টী টাকা প্রায় বেল ট্রামওয়ে প্রভৃতি হইতে পাওয়া সিত হয়।

গি ...মহম্মদ খাঁ তাঁহাকে কয়াইবার জন, ...তে যে আবেদন করেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, মান্দ্রাজ আফিসের ডাইরেক্টরেরা আঁহাদিগের সভার পত্র অধিবেশনে যাবতীয় কর্ম্মচারীর বেতন কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। যুবক চাকরী ত ছুটা তার মাহাদের-দিলে তাহা যে কত কষ্ট তাহা ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা হইবে, চাকরী ত এই সুখ, ইং...

টকে চাকরী চাকরী করিয়া প্রাণান্ত হইবে তথাপি বাণিজ্য বা শিল্প প্রভৃতি অন্য কোন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা পাইবে না।

পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনরল রগ সাহেব পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া পুনরায় এই পদ দিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিছু দিন হইল প্রতাপ গড় এবং বাল্যুবড়ার লোকদিগের মধ্যে সীমা লইয়া যোরতর দাঙ্গা হয়, ইহাতে ৩৪ জন হত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হয়।

শুনা যাইতেছে কাবেল সাহেব দার্জিলিঙ্গকে কেহ যেন্যা বুঁত শিকা দিতে পারিবে না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ব'র দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মস্থানে গমন করিবেন।

ইংলণ্ডে পুনরায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা মুদ্রিত হইতেছে। যিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিলাতে লকিয়া বাক্সে এক ব্যক্তি এক খানিমাত্র লৌহ অথবা ইস্পাত দ্বারা কলের জাহাজ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি কোন রূপ ঝিল না দিয়া কেবল লৌহপাতের দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন উহা দ্বারা এই কার্য্য অতি অল্প মূল্যে সম্পন্ন হয়।

আমেরিকার এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে মেসাচুসেট্স নগরে একটী আশ্চর্য্য বিড়াল আছে, সে আলপিন অনুসন্ধান করিয়া পাইলে উহা জিহ্বা দ্বারা উঠাইয়া লয় এবং একটী কাগজে বিদ্ধ করিয়া রাখে। এইরূপ একশত পিন সংগৃহীত হইলে সে উহা তাহার মোকদ্দমে লইয়া গিয়া উহার পরিবর্ত্তে...

ভারত সংস্কারক সভের প্রেরিতগণ ডাকাইতীকারী ধরিয়া কৃষ্ণ হইয়া যে ৪ জন খোলসা পায়, তাহাদিগের ঘরে যমালের লক্ষণ দেখিয়া গেছে, অনুসন্ধানে অন্যান্য স্থানের ডাকাইতির যমাল প্রকৃত ধরা পড়াতে তাহারা পুনরায় শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান হইয়াছে, পুনরায় তাহাদিগের বিচার হইবে।

জেলা ২৪ পরগণার মজিলপুর, জয়নগর প্রভৃতি স্থানে অল্পদিন মধ্যে বসন্তের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত্তে ২ খানি নৌকায় আছে, তদ্দ্বারা সকল অভাব দূর হয় না, এজন্য অত্রত্য ডিস্পেন্সরীওয়ালা ডাক্তার বাবু ঐশব বলিয়া অদ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। যাহাহউক তাঁহার দুর্ভাগ্য যে রয়া পড়িয়া ২০০, টাকা দণ্ড দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে অনেক ডিস্পেন্সরী ঘরে ঘরে ভাঁটী মিলিতে পারে।

মাগপুরে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে। ১০ করিয়া ৫০০ টী অংশ করা হইয়াছে ইহার মধ্যে ৩০০ অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

মফস্বল জেলরদ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন উহাতে সেপাদের সব জজ যাহা হুর উপস্থিত থাকিবেন।

কালী পূজা উপলক্ষে আগামী সোম ও মঙ্গল বার সমুদায় আফিস বন্ধ থাকিবে।

ঊর্দ্ধপদে মৃত দেহ কবরিত করিবার রীতি আছে। সম্প্রতি অন্যান্য অনেকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদ্যুদ্বিগের ন্যায় শব দাহ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান অফিস, হাবড়ার বিজের এবং ফোরসিথ পুলবন্দি পুলিসের তার পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কাছুল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। হাবড়ার ধারের নেপীয় মহাশয় এই আবেদন [redacted]

কিন্তু নিম চাঁদের আধেয়ন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নয়চাঁদের ন্যায় অনেক সোণার চাঁদ পুলিস বিভাগ আলোক ময় করিয়া আছেন, সেগুলি অস্তমিত না হইলে পুলিস বিভাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম বঙ্গদেশীয় সিবিল সার্ব্বাণ্ট হুযোগা কক্রেল সাহেবের স্কন্ধ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার মৃত্যু কেবল আমাদিগের নহে, অনেকেরই শোকের কারণ হইবে।

শুনা যাইতেছে উইলাট হগ সাহেব শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া পুলিস কমিশনর এবং জষ্টিস দিগের সভাপতি এই উভয় পদ গ্রহণ করিবেন। এই দুটী পদই গুরুতর, এই কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর রূপে সংসাধিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। এ বন্দোবস্তে অনেকেরই মত নাই, কিন্তু মত না থাকিলে কি হইবে, ডিউক অব আর্গাইল ইণ্ডিয়া আফিসে বসিয়া যাহা করিবেন তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস ও ক্ষমতা কি কাহারও আছে?

১১ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিএট প্রেসের প্রায় ১৫০ জন কম্পোজিটর প্রেসে কর্ম্ম করণের বন্দোবস্ত করাতে, সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় বেতনের বন্দোবস্ত না করিলে আর তাহারা কর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্মঘট ক্রমে সাংক্রামিক রূপে ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন সম্প্রতি শোলাপুরে কতকগুলি হিন্দু একটী সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। এ সাবান এরূপ প্রস্তুত হইবে, যে অতি সূক্ষ্মবস্ত্রেও ইহার ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকিবে না। বিশেষ প্রয়োজনীয় ভিন্ন কোন বিলাতি দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না বলিয়া বোম্বাইর লোকেরা যে প্রতিজ্ঞা করেন, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে এই সকল ফল ফলিতেছে। দেশের প্রকৃত উন্নতি পক্ষে বোম্বাইর লোকেরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোকদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন।

৩০ এ আশ্বিন বুধবার।

গত শুক্রবার কলিকাতায় তিন বৎসর বয়স্ক একটী শিশু ত্রিতল ছাদের উপর হইতে পতিত হওয়াতে মারা যায়।

সম্প্রতি ভাগলপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাকের নিকট একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা উপস্থিত হয়। একটী বালক একটী দোকানে খাবার চেষ্টা করিত। কিছুদিন পরে সে কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সে সমুদায় স্বীকার করিয়া বলে সে ঐ জিনিসগুলি লইয়া বাটীতে যাইবার পথে দেখিল তাহার মাতার মৃত দেহ পতিত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া সে শবটী লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে দাহ করিয়া ঐ অপহৃত দ্রব্য গুলি তীরে রাখিয়া স্নান করিতে যায়। স্নান করিয়া উঠিয়া দেখে কে সেগুলি লইয়া গিয়াছে। উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ ঘাটা প্রহার হইয়াছে। জরিমানা দিতে না পারিলে আর ছয় সপ্তাহ মেয়াদ খাটিতে হইবে। চোরের ধন বাটপাড়ে লইল, চোর কারারুদ্ধ হইল।

ইণ্ডিয়ের মাগলাদার লার্ড মেণ্টিয়রের সিমলা পরিত্যাগের কথা ছিল, কিন্তু তিনি সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ২৪ এ অক্টোবরের পূর্ব্বে আর সিমলা হইতে যাত্রা করিতেছেন না। রাজধানীতে আসিতেই হইবে এমন কোন বিধি নাই। যখন গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তখন এত শীঘ্র শীঘ্র নাই আসিলেন।

১ লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত কল্য রাত্রে করিমাতিস্থ কোন ভদ্র লোকের গৃহে সিঁধ হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। প্রথমে চোর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রলোকটীর গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া ছিল। মনে করিল গহনা লইব। ভদ্র লোকটী তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া চোর চোর বলিয়া উঠিলেন, অমনি চোর সিঁদ দিয়া পলায়ন করিল। পাহারাওয়ালা তাহারা যে কি করেন বলা যায় না। সোনাপুর থানার ইন্সপেক্টর বাবু যদি যত্নে যোগ দেন, তাহা হইলে উপকার হয়। করিমা ও রাজপুরের মধ্যে প্রায়ই সিঁদের কথা শোনা যাইতেছে।

আমেরিকায় সকলই সুন্দর। তথায় শূন্যের উপর একটী স্নানাগার স্থান প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। গ্যালবেষ্টন নামক একটী স্থানে একটী বড় বেলুন রাখা হইবে, উহা সৌহ তার দ্বারা ভূমির সহিত আবদ্ধ থাকিবে। বেলুনটী একশত জনের বসিবোপযোগী করা হইবে। একটী ছোট বেলুন দ্বারা ঐ বেলুন উঠিতে হইবে। স্নানাগার যন্ত্রে কয়লার উপক্রম দেখিলে গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, বেলুনটী তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নামিয়া পড়িবে, কয়লা নামিয়া গেলে পুনরায় শূন্যে উঠিবে।

দিল্লী গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের সাধারণ নামক স্থানে সেদিন বড় হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। সে দিন বৈটকখানার একজন ফিরিঙ্গির বাটীতে একটী ফিরঙ্গী স্ত্রীলোক একজন এদেশীয় দাসীকে ছুরিকা দ্বারা গুরুতর আঘাত করে। তাহা স্ত্রীলোকটীকে মেডিকল কোলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

গারজিলিও ‘এউস বলেন বৃষ্টির অভাবে তথায় এবার চা অতি অল্প ক্ষতি হইয়াছে, যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তা অপেক্ষা অনেক কম জন্মিবে।

কটন কমিসনর রিবেট কার্পেক সাহেব পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে দোষে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা হয় গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন সে গুলি অমূলক।

লক্ষ্ণৌএর কতকগুলি হিন্দু সম্ভ্রান্ত ও অমৃত বাজার পত্রিকার নিকট যে লক্ষ্ণৌয়ের নালীশ করেন, তাহাতে অপরাধ আসামীর সপক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আদালত বলেন যাহা লেখা হইয়া

ছিল তাহাতে লাইবেল হইতে পারে না। ইহাতে ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহারা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন কিন্তু ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আদালত অন্যায় করিয়া একজন সম্পাদককে জেলে দিতে পারেন না।

গত শনিবার জয়পুরের রাজা সিংহলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হুগলী নদীর উপরে যে সেতু হইতেছিল গত বৃহস্পতিবার উহা খোলা হইয়াছে।

আউড এক্সেলসিয়র বলেন, অযোধ্যার অনেক মর্চ্চার এবং সাপুকদারের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কত মন্দ বলিয়া গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, লক্ষ্ণৌএ যে দরবার হইবে তাহাতে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বরীতানুসারে নজর দিতে হইবে না। ভারতবর্ষের দরিদ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

গত ৪ ঠা অক্টোবর চম্বার যুবরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার অভিষেকের পর এক দরবার হয়, এবং সন্ধ্যা কালে নগর আলোকময় করা হয় এবং নানা রূপ বাজী পোড়ান হয়।

গ্রেহাম সাহেব পদত্যাগ করাতে পাদ্রি সাহেব অডবোকেট জেনরলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তের পুনর্ব্বিচার হইতেছে। গত ১০ ই ও ১১ ই অক্টোবর কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আসল সাক্ষী তেলী বৌএর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সেই জন্য আগামী ২২ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত মকদ্দমা বন্ধ হইল। মক দ্দমা চলিতে চলিতে এলোকেশীর পিতা মাতার মৃত্যু হইল, তেলীরো উধিয়া গেল। ঐ সকল কেমন কেমন লাগিতেছে। যাহা হউক মহান্ত বাবাজীকে ধন্যবাদ !!!

শিশু রক্ষার আইন ব্রিটিশ ভারতের একজন উকীল একটী হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। যে সকল দরিদ্র বিধবা পতান্তর গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ ইনি একটী ফণ্ড করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া তাবিদ তাবার বিধবা বিবাহ বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করাও তাঁহার ইচ্ছা। অনেকে এবিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন বলেন, হিসাব বিভাগের ডেপুটী কমিশনর একজন সিবিলিয়ানি সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একটী মুসলমান বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। সাহেব ১৯ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া পূর্ব্ব কলত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছেন। এমত অবস্থায় তাঁহাকে বিবাহ বিষয়ক আইনের নিকটে জবাব দিতে হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক সাহেব বুড়ো বয়সে এ কাজ করিয়া ভাল করেন নাই।

গত পূর্ব্ব বুধবার বোম্বাইয়ে পোর্ট কমিশনর কোম্পানির এক সভায় অধিবেশন হয়। তাই রেক্টর বিগের রিপোর্ট অনুসারে ১০৭০৪ টাকা লাভ হইয়াছে। চেয়ার মান বলিলেন, কোম্পানিকে নীত্র ডাউনের কলের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, অতএব এ টাকা অংশিদার দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিয়া ঐ টাকা কল চালাইবার জন্য মূল ধন স্বরূপ রাখিলে অনেক কাজ হইবে।

২ রা কার্ত্তিক শুক্রবার।

সানফ্রান্সিস্কো কোষ্ট শিশুদিগের কাশ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত রোগাক্রান্ত অনেক শিশু তত্রত্য গাসের কারখানায় গিয়া আরোগ্য লাভ করে। গ্যাস হইতে গন্ধকের একরূপ ধূম নির্গত হয়, তৎ সেবনদ্বারাই এই রোগের উপশম হয়। এ ভিন্ন যাহারা এই কারখানায় কর্ম্ম করে তাহাদের প্লেগ হইতে হয় না। এই সংবাদটী চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

গয়াতে যত গয়ালি আছে তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ডের গয়ালি সর্ব্বাপেক্ষা বড়ী ও মহান্য। অদ্যাপি ইনি গয়া জিলা স্কুলে বার্ষিক ১৬ টাকার একটী ছাত্রবৃত্তি দিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা কোন বন্ধু হইতে এই সংবাদটী পাইয়াছেন। মুটী মুবক সেদিন কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। একজনের পিতা পুত্রের বিরহে কাতর হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার পুত্র যে জাহাজে যাইতে ছিলেন, সেখানি জলমগ্ন হইয়াছে। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তার পরদিবস তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমত সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তারে কি সংবাদ আসিয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাম দেখেন যে ঠিক যে সময় তিনি স্বপ্ন দেখেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্রের জাহাজ জলমগ্ন হয়।

সকলেই জানেন আমাদের দেশে নখ চুল ছাই এ সকল দ্রব্য কোন কাজে আইসে না, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার ব্যবসায় আছে, ইহাতে তথায় বার্ষিক ৮ কোটী টাকা হয়। এদেশের কৌরকারেরা ছোট কেন বড় মানুষ হইতে পারিবেন।

৩রা কার্ত্তিক শনিবার।

ম্যাঞ্চেষ্টার গোপার পাঠে জানা গেল বারাণসির কতকগুলি পণ্ডিত একজন কায়স্থের প্রার্থনানুসারে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, শূদ্র নহে।

রাজপুতনার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

লর্ড রে প্রথম মেসোপোটেমিয়া ১৮১৪ অব্দে একবারীপেল যে বাটীতে বাস করেন সেটী বিক্রয় করা হইবে। উহার মূল্য ৪০০০০০ টাকা স্থির হইয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন তিনি আপাততঃ ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতের দুর্ভাগ্য।

বোম্বাইয়ে পাণ্ডুরঙ্গ নামক এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়া আপনাকে বর্ণ হিন্দু বলিয়াছে কহিবার জন্য খানসামা

জমজ্রুতি এই, দেওয়ান যাকু ভোবাল্-। ভের হত্যাকারী নায়াজ খাঁ কাবুল হইতে পলায়ন করিয়াছে।

মাদ্রাজে আর একটী কোম্পানি হইতেছে, সুতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়ন ইহাদিগের উদ্দেশ্য। কলিকাতা কি কেবল দাবা খেলিয়া রাজধানী হইবেন?

গত কল্য আগ্রা হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত রাজপুতনা রেলওয়ে খুলিবার কথা ছিল ইহা দ্বারা আগ্রা হইতে ভরতপুরে প্রায় আড়াই ঘণ্টায় যাওয়া যাইবে।

বোম্বাইর একজন পারসী উৎকৃষ্ট লৌহ কারখানা সকল দেখিবার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। এব্যক্তি একটী লৌহ কারখানাতে আছে। ইউরোপের ভাল ভাল কারখানা সকল দেখিয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করা ইহার উদ্দেশ্য।

মিরর শুনিয়াছেন, পহলা নবেম্বর হইতে শিয়ালদহের নব হাসপাতালটী উঠিয়া যাইবে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, ১৮৫৯ অব্দে লার্ড ডেলহাউসি কাপ্তেন গোলাব সিংহ এবং সর্দ্দার উত্তার সিংহকে যে পঞ্জাব হইতে দূরীকৃত করেন এবং যাহারা এ পর্য্যন্ত রাজবন্দীভাবে এলাহাবাদে ছিলেন সম্প্রতি তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের আদেশ করা হইয়াছে। ইহারা রাজা শেরসিংহের ভ্রাতা ছত্রসিংহের পুত্র।

এক ব্যক্তি মিরাটের জেলে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবদ্ধ হয়। ৯৫ বৎসর জেলে থাকিয়া সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মিরাটের জেলে বোধ হয় কাবেলি বন্দোবস্ত নাই।

কিরর বলেন, কতকগুলি কিছু কুলি ন্যারেডোসের কন্ভিংটন কালেজে অধিষ্ঠান করিতেছে।

মান্দ্রাজ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রেসিডেন্সিকে পরাস্ত করিয়াছে। এক্ষণে তথায় ৫১১২ টী বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। বোম্বাইএ ইহার অষ্টমাংশ মাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে যায়।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন। সর উইলিয়ম হার্শেল ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার কর সম্বন্ধে প্রজাদিগের যে গোলযোগ হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থে বিশেষ কমিশনর হইবেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সর্ভিসের পরীক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজের মেডিকেল কালেজ হইতে ৫ টী ছাত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছে।

দিল্লীগেজেটের কোরেসপণ্ড সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কোথাও বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহুসংখ্য লোক ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে। বিদেশীয় পথিকদিগকে কান্টোনমেণ্ট দিয়া যাইতে দেওয়া হইতেছেম।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

রঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই অক্টোবর। পূর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ ডবলিউ র‍্যাডক্লফ সাহেব পুরে বদলী হইলেন।

৯ ই অক্টোবর। বাবু তারিণীলাল চৌধুরী চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন, বাবু গৌরমোহন বসাক ত্রিপুরায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু রসময় দত্ত নওয়াখালির দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১১ ই অক্টোবর। দানাপুরের প্রতিনিধি কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ কাপ্তেন এ এস ব্লাকেয়ারকে নিজ কার্য্য ভিন্ন দানাপুরের দেওয়ানী ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিতে হইবে।

পাটনার ছোট আদালতের জজকে আর দানাপুরের দেওয়ানী ছোট আদালতের কর্ম্ম করিতে হইবে না।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পূর্ণিয়ার সেসন জজ সিবিল মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

পাবিকুদর রাজা (ভবানীদাস) সৌরচন্দ্র হরিচন্দন মানসিংহ বাহাদুর অমরবর। মহাত্মা রাম-রতন দাস বাবু রামচরণ অধিকারী, পণ্ডিত চরণ কমল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মা।

১৫ ই অক্টোবর। এফ এচ পিলেট প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মৌলবী সালামত আলী পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মৌলবী সিরাজুলহক দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সি, এ এফ পাটলি সব কমিসনের জন্য প্রতিনিধি পুলিস ইনস্পেক্টর জেনরল হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টেণ্ট সর্জ্জন নবীন চন্দ্র দত্ত কিছুদিনের জন্য মধুবনীর চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সি মার্শাল
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাইবেট সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। টাইমসের সংবাদদাতা লিখিতেছেন, নবরত্নে কালিফর্ণিয়ার এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটী ভয়ানক হইয়াছিল। স্লিপ বলিকানেরা পুনরায় সিউদাদ ক্রুসিএনার আক্রমণ করিয়াছে। এক বার্ত্তা আসিয়াছে সে আপনাকে অটল বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

লর্ড হাউটনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। সর সাদুএল এবং লেডি বেকার উপনীত হইয়াছেন।

কলেরা আফ্রিকার অভ্যন্তর সেক্রেটারি অনরেবল টাইসন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মন্ট্রিয়লে কলেরা প্রবলরূপে হইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। ১ লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে যে মেসেজ প্রেরিত হয় তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১২০০০ টাকা অধিক হইয়াছে।

লণ্ডন ১ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার কমিয়া শতকরা ৪ টাকা করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ ই অক্টোবর। ১ লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে যে মেসেজ প্রেরিত হয় তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১২০০০ টাকা অধিক হইয়াছে।

লণ্ডন ১ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার হ্রাস করিয়া শতকরা ৬ টী করা হইয়াছে।

[illegible] ব্যাঙ্কের [illegible] উৎসের [illegible] অন্তরায় [illegible] ।

পোপ [illegible] সম্রাটের [illegible] লিখিয়া [illegible] লিখিবার [illegible] না [illegible] [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

" মার দা আচিলে ও
ওকাইয়া যাও "

অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অতি সামান্য ভাবে এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বিষয়ক নূতন বন্দোবস্তের সহিত এই কথাটীর বেশ সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীকে শিক্ষাবিভাগের এক প্রকার সর্ব্বে সর্ব্বা করিয়াছেন। যিনি কমিটীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার হস্তে এত কাজ যে, আমাদের বোধ হয় তিনি ক্ষণকালের জন্যও শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা মাকি সাধারণ মেম্বরকপে পরিগণিত, তাঁহাদের অধিকাংশই সাক্ষিগোপাল স্বরূপ। তাঁহারা কমিটীর স্থানে পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। এমতাবস্থায় উক্ত কমিটী দ্বারা যে শিক্ষা বিভাগের কতদূর উন্নতি হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই নওগাঁও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী গত অধিবেশনে যে একটী অসার ও চিন্তা-শূন্য কাজ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, উক্ত কমিটী শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কতদূর চিন্তা করিয়া থাকেন। এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের কতদূর অভিজ্ঞতা আছে।

মর্ব্বাল স্কুল সমূহের নূতন বন্দোবস্তানুসারে এই নওগাঁও মর্ব্বাল স্কুলে একজন দ্বিতীয় শিক্ষক নিয়োগ করিবার আদেশ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কমিটী পূর্ব্বে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণ উক্ত তত্ত্ব জানিয়াই, কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। শুনিলাম, সেক্রেটারী মহাশয়, কমিটী.ভ ৮ খানা আবেদন পত্র উপস্থিত করেন। আবেদন কর খানি মাকি সেপাকা হইতেও বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু আদেশ হইয়াছে, " প্রার্থীদিগের নিম লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহাতে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকেই উক্ত কাজে নিয়োগ করা যাইবে। " কিরূপ ব্যক্তিরা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হয় নাই। কিন্তু প্রার্থীদিগের কাহারো কাহারো অবস্থা ও তাঁহাদিগের পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কমিটীর কার্য্যপটুতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা শ্রুত হইলাম, প্রার্থীদিগের মধ্যে অন্যূন ৮।৯ জন স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক, দুই জন এণ্ট্রেন্স স্কুলের শিক্ষক, অপর কয়েক জন জিলা স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। প্রার্থীদিগের মধ্যে অপর কাহারো সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। বাঙ্গলা স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক সম্বন্ধে কমিটীকে কিছু বলিতেছি। দ্বিতীয় শিক্ষক একজন বাঙ্গালী তিনি বাঙ্গলা দেশে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ৬ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত আছেন। মধ্যে মধ্যে একটীং রেড পণ্ডিতও হইয়াছেন। তৃতীয় শিক্ষক একজন আসামিয়া, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ। প্রায় ৪।৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়। এরূপ অবস্থায় কয়েক জন স্কুলের বালকের সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ করা কি ইঁহাদের অবমাননা করা নহে? আর শ্রুত হইলাম, উপরোক্ত আদেশ প্রচার হওয়ার পর অত্র বাঙ্গলা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমরা একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইব। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উপসংহারকালে আমরা কমিটীকে একটী সুপরামর্শ দিতেছি তলাসা করি, আমাদের এ স্কুলে একেবারে বধির হইবেন না।

আসাম দেশে আসামিয়া ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। যদি আসামিয়াদিগকে কাজ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করুন। যদি কোন দিকে পক্ষপাত না করেন, তবে বোধ হয় বাঙ্গালীদিগেরই দাওয়া অধিক হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আসামিয়া ভাষায় পরীক্ষা করিয়া ঐ কাজে নিয়োগ করা উচিত ইতি।

১। আসামিয়া ভাষা ও সাহিত্য।

২। অঙ্ক-চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত।

৩। ক্ষেত্র ব্যবহার সামান্য ক্ষেত্রের পরিমাণ।

৪। যৌজাদারী ও মহাজনী হিসাব।

৫। খত, পাট্টা, ও কবুলিয়ত সমেত রসিদ বাটী বেচা কেনার ইত্যাদি।

৬। যৌজাদারের পিয়াদা ও গোলার হিসাব

৭। ভূগোল পৃথিবীর চারিখণ্ড ভারতবর্ষ ও আসাম দেশের বিশেষ জ্ঞান।

৮। আসামিয়া সরার মিত্রও থাকা ভারতবর্ষ, আর আসাম দেশের মুরব্বি।

১৮৭৩ সন সেপ্টেম্বর } আসাম নওগাঁও

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! বিগত রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় এই হরিনাভি, রাজপুর, বালকপ্রভৃতি স্থানের সমুদায় টাকাদাতা একত্রে হরিনাভি স্কুল বাটীতে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সভাটী আহ্বান করিবার কারণ এই যে, এ প্রদেশ সাউথসুবারবন মিউনিসিপালিটী ভু এই প্রদেশ বর্ষে বর্ষে টাক্স দিয়া থাকে, কিন্তু টাক্স দিলে কি হইবে? টাক্স দাতাদিগের উপকার যৎপরোনাস্তি হইতেছে। প্রায় ১০ বৎসর এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে এ পর্য্যন্ত একটি ও রাস্তা কিম্বা ঘাট প্রস্তুত হয় নাই, প্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, যে সকল পথ আছে তাহার সংস্কার হয় নাই। কেবল গবর্ণমেণ্টের যে পাকা রাস্তাটী আছে তাহাই এক এক বার পারিষ্কার হয়, হয়। সেটী আবার গ্রামের বাহিরে, সেটীতে গ্রামবাসীদের কোন উপকার হইতে পারে না।

পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেহই মিউনিসিপালীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন নাই।

সম্প্রতি হরিনাভিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ বে য মহাশয় সভ্য হইয়াছেন। উনি সভ্য হইয়াছেন বলিয়া আমরা মিউনিসিপালিটী বিষয়ে কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি। এপর্য্যন্ত যত টাকা উদ্ভূত হইত তাহা দেহাতী গ্রামের রাস্তা ঘাট প্রভৃতি পতুক ও মেরা ম ত হইত। আমাদের কিছুই হইত না। উক্ত নবীন বাবু প্রাণপণে আমাদের জন্য সভায় অনুরোধ করিতেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না। কারণ সভা বেহালা গ্রামে হইয়া থাকে এবং সেখানকার সভ্য অধিক, সুতরাং তাঁহাদেরই কথা থাকিয়া যাইত।

এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া এতদেশের ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া মনস্থ করিলেন যে মিউনিসিপালিটী ভিন্ন অন্য তাহার আবেদন করিলেন। তৎপরে সোমপ্রকাশে লেখা হইল। এই অবসরে ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় জানিতে পারিয়া টালিগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর বাবু কালিদাস বসু মহাশয়কে ইহার তদন্ত করিতে পাঠান। তিনি যাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই সপ্রমাণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কতক গুলি সাধারণ সামান্য লোকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মিউনিসিপালিটী টাক্স আদায় হইয়া কি হয়? শুনিয়া তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তদন্ত করিয়া কি ফল হইয়াছে তাহা অদ্যাপিও জানিতে পারা যায় নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনার্থ এই সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রায় ১৫০।২০০ ভদ্রলোক এবং টাক্সদাতা সমবেত হইয়াছিলেন। দেশের রাস্তা ঘাটের উপকার হইবে ও'নল সকলেই আহ্লাদে প্রস্তুত হইলেন, প্রথমে হরিনাভি স্কুলের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক বাবু শিব নাথ শাস্ত্রী এম, এ, বলিলেন "এবিষয়ে সভা করিতে গেলে একটী সভাপতি এবং একটী সম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক। সকলেই সম্মত হইয়া বাবু নবীন চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি এবং উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্পাদক করিলেন। তৎপরে সম্পাদক সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। অনেকেই সেই সময় বক্তৃতা করিলেন। অনেকেই বলেন "মিউনিসিপালিটী এই রূপ পদার্থ দ্বারা এতদিন জানি নাই।" এই সভার কার্য্য নিম্নলিখিত রূপ নির্ব্বাহ হইবার জন্য রাজপুর হরিনাভি এবং বালক হইতে কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত করা হইল। সকলেই সম্মত হইলেন। তৎপরে সভার যত লোক উপস্থিত ছিলেন তাহাদের অন্য সভ্য লেখার খাতা গ্রহণ করা হইল। এইরূপে সেই দিবস প্রথম অধিবেশন হইয়া উক্ত বিষয় গুলি বিবেচনার্থ সময় কাটিয়া গেল। অন্য কিছুই হইল না। আগামী অধিবেশনের দিবস সমুদায় হইবে। যত আবেদন কিম্বা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যত চিঠী, পত্র সমুদায় এই সভা হইতে যাইবে। এই সভা দ্বা। কখনই উহা নিক্ষিপ্ত হইবে। ঈশ্বর করুন যেন সভাটী চিরস্থায়ী হয়।

হরিনাভি
১১ ই অক্টোবর
১২৮০ সাল

অনুগত
শ্রীকো—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১০ ই অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমেত জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মেহেলার অন্তরাবপুরের নীচে	১৪	
তথা হইতে ছয়পুর	৫	
তথা হইতে অধিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১২	
অধিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে	১৮	৬
কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৬

সন ১৮৭৩ সালের ১৩ ই অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ
১২

বহরমপুর
১৩ অক্টোবর
১৮৭৩

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্কিন্সন্
কিউটিং ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
লোকাল বিষয়ে ডিরেক্টর।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, মরাত কিম্বা মনি অর্ডর, যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

ডাঁকমাশুলের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোকাম পুরুষ তালবরে চিঠী আসিলে তাহা শীঘ্র পাইবে।

ডাকঘর বাদে যে স্থানে পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা আবশ্যক।

যে গ্রাহকদিগকে কিস্তিবন্দি দিতে হইবে তাহাদিগকে প্রথম কিস্তি বার্ষিক ৫।০ দুই আনা তাহার পর ৩।০ ছয় আনা দিতে হইবে। যিনি আরক কাল বিদ্যালয় দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

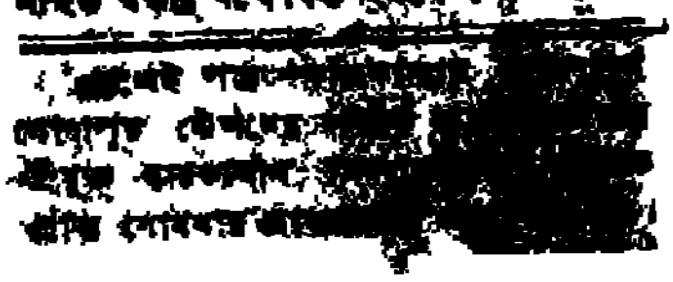

এই পত্রাদি মোকাম পুরুষ তালবরে ডাকঘরে
শ্রীযুক্ত কালীনাথ
ঘোষের নামে

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

৯ ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

" প্রজানাং পরিপালনায় পার্থিবঃ সম্ভবতী ন ভীষনা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা / অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা / সন ১২৮০। ১২ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ২৭ এ / মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ২৩, সপ্ত টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

[illegible]

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাকশা কেনেরে মেডিকেল কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ বিতায় গলি।
শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী
অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সার অনুসারে
শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির
জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র, জন্মাবধি স্বধাম গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অন্বয় সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় বটে। অবলীলক্রমে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপায় বোধ হয় যে মহাশয়ের গ্রন্থ ক্রয় করিবেন তিনি হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৮৮ নং গুপ্ত প্রেসে ও বারাণসী সেনাপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে পৌষিম গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন, পত্র রেজিষ্টরি পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।
যাহারা কারীগরের প্রতি
প্রতি খণ্ড ১।০
বিনা যাহারকারী ১
ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড ৵

শ্রীনন্দলাল গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দেব ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত জানবিলহর পরগণাস্থিত এবং ৬১৭ নং কালেক্টরীর চৌহদ্দীভুক্ত তালুক কিসমত ইচাপুর এবং নবাবগঞ্জ।

২ নং লাট। হুগলী জেলার অন্তর্গত বক্ত পাইকান পরগণাস্থিত ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩ নং কালেক্টরীর চৌহদ্দীভুক্ত তালুক কিসমত চাবড়া ও চর চাবড়া।

৩ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা পরগণাস্থিত এবং ১৫৬ নং কালেক্টরীর চৌহদ্দীভুক্ত তালুক মৌজে দুকচা। এবং উক্ত পরগণাস্থিত ১৭৬ নং কালেক্টরীর চৌহদ্দীভুক্ত সেরপুরস্থ লাখরাজ ভূমি সকল।

অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার অপরাপর সর্ত্তের জন্য উক্ত রাজবাটীর একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মিত্রের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬ নং বাটীস্থিত আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন।

১৮৭৩ সালের ৭ ই নবেম্বর শুক্রবার বেলা ৫ টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে পাট্টা দেওয়া রহিত করা হইবে এবং ৪ মাসা ৮ রতি বেলা ১ টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত সালের ডাক হইবে এবং (অন্য সকল সুবিধা সত্ত্বে) হাইয়েষ্ট বিডারকে দেওয়া হইবে।

" শুষ্ক কল্পদ্রুম। "
সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের
সংস্কৃত অভিধান বিহিত
বাঙ্গালা মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেবনাগরাক্ষরে ডিমাই ৪ পেজি ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।
(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টী, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল ৸০ আনা।

ঐ 'কম্প্লিমেন্ট এ কোং

বাবু [illegible] কর্ত্তৃক প্রণীত

জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৶০ ডাকমাসুল ১০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

জানবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এল্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা। উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল ভিন্ন লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহাঁর কৃত ভিষক্‌বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র নানা রোগের লিখিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন মার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ।০। বাবু কেদারনাথ গুপ্ত চার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
জানবাজার হিন্দু হষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার গ্লে

যাহার আবশ্যক ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } মেসর্স এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং বাহ্যিক
লৌকিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল্য ৮ পেজি ক্রাউন ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই সুন্দর পোক্ত এবং ছাপার। ইহা কলিকাতা ও মফস্বলের সিভিল এবং মিলিটারি ডাক্তার মহাশয়দিগের নিকট পাঠান গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো অনেক ডাক্তার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রশংসা পত্র আসিয়াছে

বাঙ্গালা শব্দ তাহার বাঙ্গালা প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল অক্টেভো পেজি করমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ করমা প্রেরিত হয়। একণে ৯২ করমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—•—

ইডুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডুবলিউ গলডার
লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জেনেরল সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পব্লিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেসনব্রাঞ্চ।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মকদ্দমার-যাহাতে শ্রীমতী কুরুমণি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমার হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৬৯ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে ইত স্বর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত ১৫৩ নং ইষ্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে সুখচর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে খরিদহাটী সুদ্ধ সমুদায় ভূমি ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও অম্বলহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কলেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি ৪ র্থ। ২৩৬ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা টীকা মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত মহারাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এক্জিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয় দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৩৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা টীকা মহল সকলের কিম্বা হাট প্রভৃতির খরচা বাদে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হইতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণ কারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যখনি স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কুরুমণি দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব, কুমার ভূজঙ্গনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ ব্যতীত সমস্ত জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিনসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে এবার ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই অনাবৃষ্টি সংবাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়াছেন। রাজপুরুষেরাও এই চিন্তার অংশ গ্রহণে উদাসীন নহেন। কোন্ স্থানের শস্যের কিরূপ অবস্থা তাঁহারা তার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ সংবাদ লইতেছেন। যদ্যপি এক বিপৎপাত হয়, রাজপুরুষদিগের পূর্ব্ব সংস্কারে প্রজার কষ্টের অনেক লাঘব সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে রাজপুরুষদিগের আর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহারা জলসেচন বিষয়ে প্রজার সাহায্যদান করুন। বর্দ্ধমান নদীয়া প্রভৃতির এরূপ অনেক স্থান আছে, সেখানকার পুষ্করিণী ও নদী প্রভৃতির জল সেচিয়া দিলে অনেক শস্য রক্ষার সম্ভাবনা আছে। প্রজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে সকলের রক্ষা করিবে, সে আশা অল্প। বঙ্গদেশে সে প্রকার প্রজা সংখ্যা বিরল। ইহা দিগকে ঘরে ভদ্র বটু হইতে হয়।"

রাজপুরুষেরা বঙ্গদেশের এক সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধান চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত, আবার তাঁহা দমনে অনাবৃষ্টির কারণানুসন্ধান ও তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে হইল। প্রাচীন লোকেরা বলেন, তাঁহারা অনাবৃষ্টির এরূপ ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব কখন দেখেন নাই। অনাবৃষ্টিতে দেশের যে প্রকার অনিষ্ট হয়, অতিবৃষ্টি বল আর ঝড় বল বিদ্যুৎ বল সেরূপ হয় না। অতএব ইহার কারণানুসন্ধানে উদাসীন থাকা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। অনেকে অনাবৃষ্টির অনেক কারণ নির্দ্দেশ করেন। জ্যোতিষের নিয়োজিত

বিজ্ঞ লর্ড র[illegible]ব্রুক ষ্ট্রীটার কি পরি বেন। অ[illegible] বিষয়ে অধিকার নাই। তবে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অনিষ্ট প্রতিবন্ধ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলি বার আবশ্যকতা আছে, তা তাহার অন্য অন্য প্রস্তাবের ন্যায় স্থানে স্থানে খাল খনন [illegible] দ্বারাও নদীমাতৃক [illegible] কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি নিবারণ হবে যে শস্য সম্পত্তি রক্ষার উপায় হইবে এরূপ নয়, আমাদিগের জল গমন পথ বন্ধ হওয়াতে সাংক্রামিক [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেকে যে অনুমান করিতেছেন, তাহারও সহজে প্রতিবিধান হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে স্থানে স্থানে বাণিজ্যাদির উন্নতি হইয়া জনপদ গুলির শ্রীবৃদ্ধি ও গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে সন্দেহ নাই

বন্দোবস্ত।

হিন্দু সাধারণ জন প্রবাদ এই, কাশী পৃথিবী ছাড়া, সেখানকার মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ও পৃথিবী ছাড়া। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীবাসিদিগের সে দিকে দৃষ্টি নাই, বিশ্বেশ্বরের উপরে তাহাদিগের সমুদায় বিষয়েরই নির্ভর। মিউনিসিপালিটীও বিশ্বেশ্বরের উপরে কাশীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। কাশীর তুল্য হিন্দু জাতির অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থ স্থান অল্প আছে, কিন্তু মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের দোষে উহা নরক কুণ্ড হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গলিগুলি একে ১ হাত ৯ হাত প্রশস্ত, তাহার স্থানে স্থানে ময়লা জমা আছে, তাহা যথা সময়ে পরিষ্কৃত হয় না। আমরা মিউনিসিপালিটীর কেবল এই একমাত্র দোষের উল্লেখ করিতেছি এরূপ কখন এরূপ বিবেচনা করিবেন না। যে বক্ষে বক্ষের গুণে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীর মিউনিসিপালিটী সে বিষয়ে একান্ত উদাসীন। নগরের যত ময়লা নলের যোগে রাস্তার ভিতর দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়ে। এই নিয়ম থাকাতে গলিগুলিতে আস্তাকুড় প্রস্তরের ছিদ্র দিয়া সর্ব্বদা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। ঐ পথে চলা যাওয়ার অভ্যাস নাই এমন কোন ব্যক্তির সাধ্য নয় যে নাসিকা আবৃত করিয়া গমন করে। এই দোষ থাকাতে কাশীর জল বায়ু ক্রমে দূষিত হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের যদি কোন উপায় করা না হয়, পৌত্তাদি প্রাচীন নগরের ন্যায় কাশী নিঃসংশয় উৎসন্ন হইবে। কাশীর মিউনিসিপালিটী ঐ দোষের প্রতীকারের কোন উপায় চিন্তা করেন না। ইহা শোচনীয় সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করিতেছি, মিউনিসিপালিটী যদি আপাততঃ অন্য উপায়ের অবলম্বনে অসমর্থ হন, রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার রীতিটী বন্ধ করিয়া দিন। রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা অনাবৃত নীত করিয়া কাশীকে কুৎসিতরূপ পরিবৃত ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখা সহজ নয়, গলিগুলি অতিশয় সংকীর্ণ বসতি যাহার পর নাই ঘন। কলিকাতার ন্যায় ময়লা নিঃসারিত করিবার স্থান নাই। গঙ্গায় ময়লা নিক্ষিপ্ত হইলে বহুগুণ অনিষ্ট ঘটিবে। কাশীর সকল লোকেই প্রায় গঙ্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পান করিয়া থাকে। তাহারা কখনই ইহার অন্যথাচরণে সম্মত হইবে না,

রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার রীতি রহিত হইলে আর একটী মহান্ উপকার লাভের সম্ভাবনা এই, পাই খানার বন্দোবস্তের দোষে কাশীর গলিগুলি বাড়ীর বাস যোগ্য নহে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সকলে বাড়ীর বাহির দিকে পাইখানা করে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে, কাশীর জল বায়ুর উৎকর্ষ বহু গুণে সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

হাঁস অপেক্ষা কঠিন শক্ত।

আমরা বহুদিন হইল একটী গল্প শুনিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার একটী উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। সে গল্পটী এই— একজন নবাব-প্রকৃতির জমীদার ছিলেন। এক দিন তিনি আহার করিতে বসিয়া বুটের ডাউলে একটী সমগ্র ছোলা দেখিতে পান, দেখিবামাত্র চক্ষু কুলিয়া পার্শ্বস্থিত তোষামোদজীবী ভৃত্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বুটের ডালে ছোলা?" অমনি শত শত ব্যক্তি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল "সে কি বুটের ডালে ছোলা"। এইরূপ বলিয়া কেহ বা পাচক ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে যায়, কেহ বা ভৃত্যকে আঘাত করিতে যায়। অবশেষে যে দোকানদার সেই ডাউল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া আনা হইল, এবং শত শত ব্যক্তি তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। সকলেই বলে "এত বড় বেয়াদা বুটের ডালে ছোলা দা। আমাদিগের নবাব প্রকৃতি-বিশিষ্ট লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর-ও তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। তিনি ধরিয়া আনিতে বলিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা বাঁধিয়া আনেন। প্রাক্টোরালদিগের সম্বন্ধে পুলিসের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। একদা একখানি শকট লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের ভাগিনেয় মহারাজাধিরাজের [illegible] ভাগিনেয়! ও অমনি পুলিস [illegible]

চীৎকার আরম্ভ করিলেন, "কি এত ক্রতগতে গাড়ী চালান।" এই উপলক্ষ করিয়া পুলিস-কর্ম্মচারিরা গাড়োয়ানদিগকে এত নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে অবশেষে তাহারা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইল। আমরা শুনিলাম মুসলমান গাড়োয়ানদিগের শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অপমান করা হইয়াছিল। এ কি আশ্চর্য্য কথা। কোন জাতির ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়াও পুলিস কর্ম্মচারিরা কেন এমন ব্যবহার করিলেন। আমরা বহু দিন হইতে গাড়োয়ানদিগের মুখে ঠিকা গাড়ির রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। সে কথা গাড়োয়ানদিগের অত্যুক্তি হইতে পারে; বিশেষ অপমান না হইলে এত লোকের ক্রোধাগ্নি কখনই উদ্দীপ্ত হয় না কলিকাতার গাড়োয়ানেরা অতিশয় উদ্ধত ও দুষ্টস্বভাব সে কথা যথার্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে এরূপ অপমান করা, বিশেষ তাহাদের ধর্ম্ম সংস্কারের অবমাননা করা নিতান্ত যুক্তি ও ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তদন্ত করা উচিত এবং যাহা হউক এরূপ দুর্ব্বহার হইয়া থাকে তাহার বিশেষ শাস্তি হওয়া আবশ্যক।

"রক্তদর্শন"

আমরা গত বৎসর দুর্গোৎসব সমাধা হইলে প্রস্তাব পত্রস্থ করার পর অবসর ক্রমে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে টেঙরার হত্যালয় দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হত্যালয় ছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই হত্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। খিদিরপুরে অকুল গঞ্জের নিকট আর একটী হত্যালয় আছে। সেটী গবর্ণমেণ্টের অধীন। এই দুই স্থান হইতে কলিকাতার মাংস ভোজীদিগের প্রতি দিনের মাংস যোগান হয়। আমরা এই হত্যালয়টীর বাহ্যিক সৌষ্ঠব ও বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রীত হইলাম। রক্ত নির্গম ও অন্যান্য দ্রব্যের দূরীকরণের জন্য অতি উত্তম উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পশুদিগের হত্যার পরই কলের জল ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সমুদায় রক্ত প্রভৃতি একেবারে ধৌত হইয়া যায়। এবং নাড়ি ভুঁড়ি প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্য মিউনিসিপালিটীর ট্রেণের দ্বারা খাপার জলাতে নীত হয়। এই হত্যালয়ের এক পার্শ্বের একটী বাড়ীতে একজন ইউরোপীয় কর্ম্ম চারি থাকেন, এই হত্যালয়ে প্রতিদিন কি প্রকার কত পশু হত হয়, তাহার মধ্যে রোগ বিশিষ্ট ও স্বাস্থ্যের হানিজনক কোন পশু থাকে কিনা এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপর। কিন্তু সে স্থানে হত্যার্থ যত গোধন সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক গুলি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল-সার ও রুগ্ন দেখিলাম। এসকল পশুর মাংসে উদর পূর্ত্তি করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় কি না বিশেষ সন্দেহ।

ইহা ভিন্ন এই হত্যালয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে প্রথম, ইহার যে স্থানে ফেলিয়া পশুদিগকে হত্যা করা হয় তাহার চারি দিক অনাবৃত। রাস্তার উপর হইতে তাহা অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়। বৈকালে বেলা ৪ টা হইতে রাত্রি ৭।৮ টা পর্য্যন্ত হত্যা কার্য্য চলিয়া থাকে। ইহার সম্মুখেই কতকগুলি হিন্দুর বাস। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর উঁহারা বায়ু সেবনার্থ যে একটু গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন তাহার উপায় নাই। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেই শত শত গোধনের প্রাণ হত্যা চক্ষুগোচর করিতে হয়। বিশেষ, হত্যা কার্য্যের পর রাস্তায় অবাধ্য পার্শ্বে রেলের নিকটে আনিয়া সেই সকল কাটিতে ও ভাগ দিতে আরম্ভ করে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাহার ১০।১২ ঘণ্টের মধ্যে যাঁহাদিগকে বাস করিতে হয় তাঁহাদিগের কিরূপ যন্ত্রণা। আমরা সেখানে গিয়া শুনিলাম যে পল্লী বাসী হিন্দুরা একত্র হইয়া হত্যালয়ের চারি দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিবার জন্য মউনিসিপালিটীর নিকট আবেদন করেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদের আবেদনের কোন ফল দর্শে নাই। এই ক্লেশ প্রতিবাসি দিগের এত অসহ্য হইয়াছে যে কেহ কেহ উঠিয়া গিয়াছেন এবং একজন ভদ্র লোক উঠিয়া যাইবার সংকল্প করিয়া বৎসরাবধি নিজের দ্বারে "বিক্রয়ার্থ রক্ষিত" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বাটীটী প্রস্তুত করিতে তাঁহার ৫০০০। ৬০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাটীর উপযুক্ত মূল্য হইতেছে না, বলিয়া তিনি উঠিয়া যাইতেও পারিতেছেন না। এই সামান্য বিষয় মিউনিসিপালিটী যে কেন অবহেলা করিতেছেন বলা যায় না।

দ্বিতীয় কথা। কলিকাতার যে যাহা প্রতিদিন বাজারে যে মাংস বিক্রয় করে তাহা এখানে আনিয়া হত্যা করিয়া লইয়া যায়। একটী গো হত্যা করাইতে চারি আনা এবং ছাগ হত্যাতে আনা করিয়া দিতে হয়। হত্যার পর করাইয়া হয় গরুর গাড়ি করিয়া নতুবা মুটের মস্তকে দিয়া এই সকল পশু তাহার নিজ দোকানে চালান করে। ইহা সহরের আইনে আছে, যে লোকের বিশেষ গতি-বিধি শূন্য নির্জ্জন পথ দিয়া এই সকল অবপূর্ণ গাড়ি লইয়া যাইতে হইবে, এবং উত্তমরূপ আবৃত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু প্রতিবাসি

বিষয়ের নিকট শ্রবণ করা গেল যে প্রায় ঐ সকল শবপূর্ণ গাড়ি অপসারিত করিয়া বহুজনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এমন কি এ জন্য ইটালীর কোন কোন ভদ্র লোক তাহাদের সঙ্গে যাত্রা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী এবিষয়ে পুলিষকে যদি একটু সতর্ক করিয়া দেন তাহা হইলে অনেকের ক্লেশ দূর হয়।

কিন্তু আমরা যাহা দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম, তাহা এখনো বলা হয় নাই। এখানে প্রতিদিন কত গোধনের প্রাণ নষ্ট হয়। আমরা গিয়া দেখিলাম যে হত্যার কিছু পরিশ্রম কসাইরা দলে দলে গোপাল হত্যার স্থানে সংগ্রহ করিতেছে, একে প্রখর রৌদ্র তাহাতে কসাইদিগের নির্দ্দয় প্রহার, গরুগুলি আকুল হইয়া হত বুদ্ধি-প্রায় এক স্থানে সমবেত হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষে জল আসিল এবং মনে মনে বলিলাম পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা তুমি কোথায়॥ দেখিলাম একটী শান্ত প্রকৃতি গরু ভাল করিয়া একখানি পা পাতিতে পারিতেছে না। কসাইএর নির্দ্দয় আঘাতে সেখানি বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অথচ তিন পায়ে ভর করা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু অবশ্য তাহার কষ্টের অবসান হইবে ভাবিয়া ক্লেশের কিছু লাঘব হইল। যেখানে যে সকল কসাই হত্যা করাইতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল যে সেখানে প্রতি দিন দুই শত গোধনের প্রাণ নষ্ট হয়। অর্থাৎ বৎসরে ৭২০০০ হাজার গোহত্যা হয়, আমরা একথা যথার্থ কি না প্রমাণ করিবার জন্য উহাদের সাহেবের রিপোর্ট অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, যে গত বৎসর ৯৩০৮৩ টী গোহত্যা হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিদিন ২৫০ টী গোধন ও উপরে গোধনের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। এ সকল গরু কোথা হইতে আসে; কলিকাতা হইতে কখনই এত গরুর সংস্থান হয় না। চতুর্দ্দিক হইতে কসাইদিগের লোকেরা গরু সংগ্রহ করে। আমরা আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে কসাইদিগকে গরু লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। লোকে গর্ভিণী বৎসতরীদিগকে প্রায় বিক্রয় করে না। আঁতড়িয়া কিম্বা অকর্ম্মণ্য গাভী হইলেই বিক্রয় করে। এই জন্য এই সকল হত গোধনের মধ্যে আঁতড়িয়া অধিক। ইহার চতুর্দ্দিকে গোবৎসোৎপাদনোপযোগী দুগ্ধের অভাবের একটী প্রধান কারণ।

আমরা এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ দেশ বাসিদিগের এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দিন দিন গোবৎসের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে সময় থাকিতে উপায় না করিলে তাহাদের রক্ষার পথ দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্ব বারের প্রস্তাবে যে প্রস্তাব করিয়াছি সে সম্বন্ধে আমাদের আরো কিছু বক্তব্য আছে। এবারে কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি দুগ্ধবতী ক্রয় করিলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার আর অধিক দুগ্ধবতী ক্রয় করিতে হইবে না, এবং ঐ সকল দুগ্ধ প্রতিপালন করিবার ব্যয় ও তত বোধ হইবে না। কারণ এই সকল দুগ্ধ দ্বারা যে আর এক শ্রেণী দুগ্ধবতী উৎপন্ন হইবে, তাহার মূল্য দ্বারা ইহাদের ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন উক্ত সভা যদি নিজের অধীনে একটী গোশালা রাখেন এবং তাহাতে কতকগুলি গাভী রক্ষা করিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা দুই প্রকার কার্য্য হইতে পারে। প্রথম তাহাদের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে তাহাদের প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আর এক শ্রেণী সবল দুগ্ধবতী পাওয়া যাইতে পারে। মফস্বলে যে সকল বৃষ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহাদিগের প্রতিপালনের উপায় করা যাইতে পারে। একটী গ্রামে একটী কি দুইটী বৃষ থাকিলে অন্ততঃ তাহার দুই তিন ক্রোশের মধ্যের গাভী সকলের বৎসোৎপত্তির উপায় হইতে পারে। প্রত্যেক গাড়ীতে চারি আনা করিয়া শুল্ক লইলে বৃষদিগের ব্যয়োপযোগী অর্থ ও উদ্বৃত্ত পারে। আমরা বাস্তবিক গোবংশের ভাবী দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি, সেই জন্যই সভাকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। গোবংশের উন্নতির পথ বন্ধ অথচ বৎসর বৎসর এত লক্ষ গোধনের প্রাণ সংহার হইতেছে। পরিণামে বলুন সর্ব্বনাশের কি বাকি থাকিতে পারে?

একটী সুখের সংবাদ।

আমরা শুনিয়া রাজপুর হরিনাভি ও মাদড়ের ট্যাক্সদাতা দিগকে একটী সুখের সংবাদ দিতেছি। নাইথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটী সাধক প্রস্তাবে তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছিল, যাহা নিবারণের জন্য তাহারা মিউনিসিপালিটীর সভাপতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, এবং যাহা নিবারণের জন্য তাঁহারা কিছুদিন হইল সভা করিয়াছিলেন, এতদিনের পর তাহাদের সেই কষ্ট নিবারণ হইবার আশা হইতেছে। উক্ত মিউনিসিপাল কমিশনর জন্য আবেদনের সভাপতি পীকক সাহেব আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন যে আগামী বর্ষের প্রথম হইতে বেহালা, রাজপুর প্রভৃতি স্থানের রাস্তার বিষয় পৃথক করা আছে। স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর

অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সভাপতি বলেন যে কেবল চারিটী গ্রাম (যাহার বার্ষিক আয় ৩০০০ হাজার টাকা মাত্র) লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী হইতে পারে না। মিউনিসিপালিটী এক রাখিয়া দুইটী কিসার স্বতন্ত্র রাখিলে ও এ প্রদেশের টাক্সদাতাদিগের সময়ে টাকা পাইবার এবং পথঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হইবার আশা থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে এবং সে জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি। দুই স্থানের কিসার যখন স্বতন্ত্র হইল, তখন রাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আরও কয়েক জন সভ্য গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি এপ্রদেশের দুইজন মাত্র সভ্য আছেন। ঘরিয়াতি নিবাসী জমীদার বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ এবং বারুইপুরের জমিদার পরিবারের মধ্যে বসন্তকুমার চৌধুরি। ইহার মধ্যে বসন্ত বাবু প্রায় সভাতে উপস্থিত হন না এবং মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহিত প্রায় সংস্রব রাখেন না। নবীন বাবু এক মাত্র লোক যিনি নিয়মিতরূপে সভায় উপস্থিত হন এবং এই সকল স্থানের জন্য দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। এই এক মাত্র সভ্যের দ্বারা কিরূপে সকলের অভাব দূর হইবে। অতএব আমাদের প্রস্তাব যে গড়িয়া হইতে একজন রাজপুর হইতে তিন জন, ঢদিনাড়ি হইতে তিন জন এবং মালঞ্চ হইতে দুইজন সভ্য নিযোগ করা হউক। সভাপতি ইহাঁদিগের সহিত এই সকল স্থানের তত্ত্বাবধারণ বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্দ্ধারণ করুন। বেতালার সভ্যদিগের সহিত এসকল স্থানের কার্য্যের সম্পর্ক রাখা পোলোযোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। এখানকার কোন্ পথ অগ্রে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, কোন কার্য্যের জন্য কি প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত এস্থানের অধিবাসীরা যেরূপ বুঝিতে পারিবেন বেতালার লোকেরা দূর হইতে কখনই সে প্রকার বুঝিতে পারিবেন না। আমরা স্থানীয় সভা গ্রহণের যে প্রস্তাব করিলাম ইহা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ দুই এক ব্যক্তির উপর এই সকল কার্য্যের ভার থাকায় কি প্রকার ফল আমরা তাহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ধনী ও জমীদার দেখিয়া এক একজনকে গড়ে মধ্যে এইরূপ কার্য্যের ভার দিয়া থাকেন বাবুর হস্তে অর্থ আসিল গ্রামের রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে, বাবু আপনার বাটী হইতে বাগানে যাইবার রাস্তাটী পাকা করিয়া লইলেন। নিজের বাটীর চতুর্দ্দিকের এবং বাগানের চারি পার্শ্বের জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু গ্রামের অপরাপর পথ পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গম ও অচল রহিয়া গেল। প্রতি কার্য্যে জমীদার, তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি কেবল দায়ের অ বরণে ব্যস্ত না হইয়া, গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং ন্যায়দর্শী লোক বাছিয়া তাঁহাদের উপর এই সকল কার্য্যের ভার দেন কিম্বা অন্ততঃ তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দায়িত্বের সঙ্গী করেন তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা এক্ষে ত গবর্ণমেণ্ট রোডসেস কমিটী মিউনিসিপাল কমিটী প্রভৃতির সভ্য মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের উপর দিতেছেন না, তাহাতে যদি উপযুক্ত সভ্য মনোনীত করিবার ক্লেশও স্বীকার না করেন, তাহা হইলে এ সকল ছেলেখেলা ভিন্ন আর কি?

—:০:—

বাবু সুরেন্দ্রনাথ ও সাধারণ সিবিল।

বাবু সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ উপলক্ষ করিয়া অনেক ইউরোপীয় আমরা সেই পুরাতন চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা আজিও সিবিল সর্ব্বিসের উপযুক্ত হয় নাই। আমরা এই জাত্যাহঙ্কারপূর্ণ স্বার্থান্ধ ও অদূরদর্শী লেখকদিগের আর কতবার প্রতিবাদ করিব? যাহাদিগের বিচার শক্তি ন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয় তাঁহাদের সহিত বিচার করা বিফল। কিন্তু তথাপি আমাদিগের দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ সুরেন্দ্র বাবু বাস্তবিক অপরাধী কি না, তাহা আজিও প্রমাণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যদি অসাবধানতা ভিন্ন অন্য গুরুতর অপরাধ না প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য, এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকেই সিবিল সার্ব্বিসের অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির করা উচিত বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ যদিও তিনি বাস্তবিক অসাবধানতা অপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, তাহা অবলম্বন করিয়া সমুদায় এদেশীয়দিগকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা কখনই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। আমাদের কোন সুযোগ্য সহযোগী বলিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, জাতির ভয় ইহারা লঙ্ঘন করিতে পারিবেক না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সে ভয় উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না; ইহাদের বন্ধু বান্ধবেরাও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বৎসর বৎসর ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, সুতরাং এক্ষণে সাবধান হইয়া ইহাদের গতিবিধি দেখা উচিত। মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই এদেশীয় সিবিল সার্ব্বিসের কর্ত্তাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ত একাধিপত্য থাকে না। তাঁহারা বলেন যে যদি সুরেন্দ্র বাবু [illegible]

শক্ত জাতি পদানত হইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ হইলেও এত ভয় হইত না। সে কথা যথার্থ। কিন্তু যদিও তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ঘটেন, তথাপি তাঁহার দোষে সমুদয় জাতিকে দোষী করা কি ন্যায়সঙ্গত? প্রথম গবর্ণর হেষ্টিংস উমীচাঁদের সহিত জুয়াচুরি করিয়াছিলেন বলিয়া কি ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের গবর্ণর হইবার উপযুক্ত নয় বলিলে শোভা পাইত? ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত ইংরাজ আসিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কি ধর্ম্ম ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছেন? কখনই না। শুক্ল বর্ণ নীলকরেরা যে অমানুষ ব্যবহার করিয়াছে এবং অদ্যাপি করিয়া থাকে এদেশীয়েরা তাহা স্বপ্নেও জানে না, তবে এদেশে ইংরাজদিগকে ব্যবসায় করিতে দেওয়া উচিত নহে; বড় বড় মানী গণ্য ইংরাজেরা মুরশিদাবাদের এবং অর্কটের নবাবদিগের সহিত যেরূপ জুয়াচুরি করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তবে ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে। কর্ণার সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর হইয়া পরস্ত্রী হরণ করেন। অতএব ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে অথবা পরস্ত্রী হরণ অসাধারণতা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ নহে।

সৌভাগ্যক্রমে সিবিল সর্ব্বিসের সুখ্যাতি চিরদিন আছে। এই শ্রেণীর অনেক হক ও নন্-এসেন্সিয়ল কর্ম্মচারির গুণে সিবিল সর্ব্বিসের নামের সহিত একটী শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আছে। আমরা বলিতে এ সুখ্যাতি বর্ত্তমান কম্পিটিশনরাজদের গুণে তত নহে যত পুরাতন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের গুণে। ইংলিশম্যান বলিয়াছেন কম্পিটিশন অর্থাৎ পরীক্ষা উপযুক্ত [illegible]

এদেশীয়দিগের পক্ষে কেন ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও যথার্থ। দুই এক পাত চলন ও স্পেলিং এবং একটু গ্রামার ও একটু সংস্কৃত প্রভৃতি জানিলে কিরূপে প্রমাণ হইবে যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা লক্ষ লক্ষ লোকের উপর শাসন কার্য্য করিতে পারিবে? সিবিল সার্ব্বিস পূর্ব্বে অতি যৎসামান্য ছিল। প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লেখা পড়া করিবার জন্য এক এক দল কেরাণীর মত আসা হইত। তাহারা অতি অল্প বেতন পাইত এবং যৎসামান্য কর্ম্ম করিত। তাহারাই সিবিলিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষ। ক্রমে ইংরাজ জাতি বাণিজ্য করিতে করিতে রাজা হইয়া পড়িলেন এবং এই কর্ম্মচারিদিগের উপর শুরু ভার পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহাদিগকে অধিক শিক্ষিত করা আবশ্যক হইতে লাগিল, এই জন্য হেলিবরি কালেজের সৃষ্টি হইল এবং এই জন্যই লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃষ্টি করিলেন। যখন কেরাণীর কার্য্য করা সিবিলিয়ানদিগের ভাগ্যে ছিল, তখন ক্লাইবের মত ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরাই সেই কার্য্যে আসিত। কিন্তু সিবিলিয়ান দিগের পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল এক সিটার দলের কর্ত্তারা তাহাই আপনাদিগের আত্মীয় কুটুম্ব দ্বারা সিবিল সার্ব্বিস পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখনও কি অকর্ম্মণ্য ও সাকী গোপাল কর্ম্মচারী আসে নাই? অনেক আসিত, কিন্তু সে সময় কার অনেক কর্ম্মচারির যে এরূপ দুরবস্থার কথা শ্রবণ করা যায় তাহার কারণ কি? কর্ণেল চেসনি তাঁহার "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স" ইহার এরূপ উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বড় হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিত না কিন্তু বড় পদে তাহারি [illegible]

সারগর্ভ কথা। গুরুতর কার্য্যের ভার না পড়িলে মনুষ্যের যোগ্যতা বিকশিত হয় না। অবস্থা ও পদের গুণে মনুষ্য মহত হয়। এদেশীয়দিগকে গুরুতর পদে দিলে যে তাঁহারা সেপদের উপযুক্তরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন না একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? কেন ইহার কি প্রমাণ নাই? বাবু দ্বারকানাথ মিত্র কি হাইকোর্টের বেঞ্চের অপমান করিতেছেন? বাবু মাধবচন্দ্র রায়ের চাঞ্চল্য/ভঙ্গতা কি নিন্দনীয়? টাইমস পত্রিকা না তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী করিবার পরামর্শ দেন? বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের একজন সামান্য লোক; কিন্তু তাঁহা হইতে কাশ্মীরের যত উপকার হইতেছে। ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? যেখানে যেখানে উচ্চপদে এদেশীয়েরা প্রতিষ্ঠিত আছেন সেখানেই ত তাঁহারা প্রশংসা ভাজন হইতেছেন।

এই এক সামান্য দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা যাঁহারা এমন সার্থ যুক্তিযুক্ত কথা প্রচার করেন তাঁহাদের বিচার-শক্তিকে নমস্কার। সমগ্র জাতির উপর যাহাঁরা এরূপ কলঙ্ক আরোপ করিতে সাহসী হন তাঁহাদের সাহসকে ধন্যবাদ। এখনো কি লর্ড মেকলের দিন অবসান হইবে না? ইংরাজেরা কিছু সমাজের কিছুই জানেন না। এত সদ্‌গুণ ইহার মধ্যে আছে বাহার নিকটে তাঁহাদিগে নত মস্তক অবনত করা উচিত। যাহা কিছু সদ্‌গুণ ইংরাজ দিগের মধ্যে, এবং যাহা কিছু হীনতা হিন্দুদিগের মধ্যে, এই সংকীর্ণ অনুমান কথা যাঁহারা বলেন আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের [illegible] বলিতে বাধ্য [illegible]

[illegible]

নহেন। আমরা আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। এখানির বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে ইহার বর্ণিত বিষয় গুলি এরূপ সহজ ও স্বাভাবিক যে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় অথচ পড়িতে আসক্তি জন্মে। শিবির-সেবাচ্ছন্ন ধর্ম্মাধিক ; তামসী নিশার নিশীথকাল, বিজন প্রান্তরে বিজন দেবমন্দির, তাহার মধ্যে এক নিরুপম রূপ বতী যুবতী, এরূপ ঘটনার যোগাড় করিলে ত সহজে মন চমকিত ও স্বভাব আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে রোমাণ্টিক লেখা বলে। সার ওয়াল্টর স্কট, উহার অবতার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম বাবু উহার ভক্ত। কিন্তু আমরা এ প্রকার অসম্ভব ঘটনা রাজির সঙ্কলন অপেক্ষা, সেই সকল অধিক ভাল বাসি, যাহা মনুষ্যের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যেখান হইতে সৌন্দর্য্য এবং কদর্য্যতা দেখাইতে পারে, স্বর্গ এবং নরক আবিষ্কার করে এবং সাধুতার পুরস্কার ও দুশ্চরিত্রতার ফলাফল দেখাইয়া দেয়। মৃত মহাত্মা ডিকেন্স এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত স্থল। এই জন্যই ক্ষেত্রপাল বাবুর গ্রন্থটি আমাদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইল। তিনি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন ধনের অপব্যবহার দেখান তাঁহার এক উদ্দেশ্য, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ধনীর সহিত দরিদ্রের প্রণয় কিরূপ তাহা ইপেন বাবু ও নবীনের ব্যবহারে সুপ্রকাশ। বৃদ্ধ পিতার বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন কিরূপে নিজ স্ত্রীর উপপতিদিগের সাহায্যে বেশ্যার চরণে ব্যয় হইল স্মরণ হইলে হৃদয় কাঁপে। সৌরেন্দ্র ও যুবা হেমলতার প্রণয় একটী আমাদের জিনিষ। সুলোচনা, আহা সুলোচনা! নিখিল দাম্পত্যপ্রেমের অবতার। আমরা অবলার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া বলিতেছি যে সুলোচনার মৃত্যুর সময় কাঁদিতে হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহারটীও মন্দ হয় নাই। সৌরেন্দ্রের শেষে সুখ হইল, গোলোক বসু ধরা পড়িল, হরিপ্রভৃতি জব্দ হইল, কেবল নবীনের সর্ব্বনাশ হইল। কেন হইল? মনে এই কথাটী রহিয়া গেল কেন হইল?

হেমলতা (২) আমরা নাটক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাও কমলে কামিনীর ন্যায় একজন বীর পুরুষ ও একজন রাজ কন্যার প্রণয় ঘটিত নাটক। কমলে কামিনীর ন্যায় ইহার নায়ক ও একটন রাজ পুত্র কিন্তু সাধারণ্যে অজ্ঞাত। কমলে কামিনীতে রণকল্যাণী শিখণ্ডিনীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মালা ফেলিয়া দেন, ইহাতেও হেমলতা সভাসখার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দেন

কমলে কামিনীতে শিখণ্ডিনীকে পাগড়ী ফেলিয়া যান, এখানে সভাসখা তরবার ফেলিয়া যান। কমলে কামিনীতে সুরবালা পাগড়ী দিতে যান, এখানেও হেমলতার একটি সখী তরবার দিতে যান। যদিও দুই এক স্থলে চক্ষে জল আসিয়াছে বটে, কিন্তু নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। প্রকৃত প্রেমের গণ্ডি বিচিত্র এই জন্যই চালিত হইয়া গ্রন্থকার এই প্রেমের বর্ণনায় এত চমৎকার করিতে প্রয়াস পাইয়া ছেন যে এক প্রকার অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামবাসী। আমরা এ সপ্তাহে গ্রাম বাসী বলিয়া এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এখানি রাণাঘাট হ প্রকাশিত হই তেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ক স্থল সাহেব অদ্য কালি যেরূপ লোকের প্রিয় হয়া প্রকাশ করিতেছেন যদি তাঁহার সেই ভরসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণের প্রবাহিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভয়ানক প্রজাবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ঈশ্বর নিয়োজিত মহাপুরুষ নিমর্চাদ কিরূপ অভিনয় করিয়া ছিল বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। সেই নিমর্চাদ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মহত্ত্ব পাত্র হন। সেদিন হেরিওলস নামক একজন ইহুদী প্রতারণা করিয়া মহাত্মা একজন জমীদারের সর্ব্বনাশ করে। পুনঃ ম ষ্টে কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার দু

(২) বাবু হরলাল রায় এণ্ড।

বৎসর কারাদণ্ড বিধান করেন। সেসন জজের নিকটে আপীল করাতে তিনি দুই বৎসর কয়েদ ও ৬ মাস করা দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করাতে তিনি আবার উহা কমাইয়া ৩ মাস করিয়াছেন। এ ব্যক্তি যদি গবর্ণর জেনরলের নিকটে

এবং তিনি যদি কাষেল সাহেবের ন্যায় মহাত্মা হইতেন তাহা হইলে এই ইহুদী একটী গুরুতর পাপ কর্ম্ম করিলেও অনায়াসে গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতে পারিত সন্দেহ নাই। যাঁহার হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে তিনি সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার দ্বারা যেরূপ উপকার করিতে পারেন অসদ্ব্যবহার দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকেন।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি রেজিষ্টার জেনরল উইলসন সাহেব দুই বৎসরের বিদায় লইয়াছেন। কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট বিগমোলড সাহেবকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে কিন্তু বেতন বৃদ্ধি নাই বলিয়া তিনি আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লার্ড মর্লব্রুক আগামী ১৪ ই নবেম্বর আগ্রাতে যাইবেন তথায় এক পক্ষকাল থাকিয়া লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যায় গমন করিবেন পরে ৩ সপ্তাহ প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় উপনীত হইবেন। লর্ড মর্লব্রুক মান্দ্রাজে গমন করিবেন কি না এ পর্য্যন্ত তাঁহার কিছুই স্থির হয় নাই।

মফস্বলের ছোট আদালতের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি কাষেল সাহেবের যে কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তিনি উহাদিগের বেতন কম করার আজ্ঞা দিয়াছেন। মফস্বলের ছোট আদালতের আয় ত অল্প নয় আবশ্যক ব্যয় কুলাইয়া বরং উদ্বৃত্ত হয়, তবে এরূপ কেন?

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতার পুলিস কোর্ট হইতে কোন ভদ্র পরিবারস্থ বিদেশী তাঁহার বাটী একজন কণ্ডাক্টিরের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছেন।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পাবনার রাইয়তদিগের সহিত জমীদারদিগের বন্দো-

হয় হইতেছে। মোলাস সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, একটী জমীদারীতে অনেক গুলি গরীব প্রজা জমীদারদিগের জন্য খাজনার হারে সম্মত হইয়া থাকনা দিয়াছে। এই সকল জমীদার যেরূপ খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেরূপ নহে, সাধারণের গোচর করেন যে কোন স্থানে সেরূপ হয় অন্যান্য স্থানেও প্রজারা সেই রূপ খাজনার হারে জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারে।

উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জমীদারদিগের সহিত প্রজাদিগের গোলযোগ সম্বন্ধে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম গত ১৩ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক উপবিভাগে বাকি খাজনা, খাজনা বৃদ্ধি এবং জোত হস্তান্তর জন্য কত নালীশ হইয়াছে। দ্বিতীয়, কিরূপ হারে কত বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আদালতই বা কিরূপ নিয়মে ডিক্রি দিয়াছেন ইত্যাদি। জয়কৃষ্ণ বাবু যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান হইলে অনেক কাজ হইবে।

৬ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারা হত হইবে কেবল তাহাদিগে কই আন্দামানে পাঠান হইবে।

ই সমাচার প্রকাশ করিয়াছেন, রাঁচিতে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। যে ৮ সের টাকায় ৩২ সের বিক্রীত হইত এক্ষণে তাহা ১৮ সের বিক্রীত হইতেছে। এখনও যদি বৃষ্টি না হয়, মূল্য আরো বৃদ্ধি হইবে। এখনও যদি বৃষ্টি হয় অনেক রক্ষা হইতে পারে, নতুবা দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

ঢাকায় যে একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপনের কথা হইতেছে, তাহার সহিত মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য তত্রত্য মুসলমান অধিবাসিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহে আশানুরূপ একটী [illegible] করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

মেপালে তুলার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ বৎসর অনেক তুলা তথায় রপ্তানী হইয়াছে। যাঁহারা তুলা লইয়া যাইতেছেন তাঁহারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন জামেকার গবর্ণর সর জন পিটর গ্রাণ্ট এরূপ অসুস্থ হইয়াছেন যে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লর্ড্ রিপণ বলেন আগামী ১ লা নবেম্বর লক্ষ্ণৌ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবে। কেবল রাজঘাট এবং বেতিয়ার নিকটে গণ্ডকীর উপরে যে সেতু হইতেছে সেটী সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তথায় এক একবার ট্রেণ হইতে নামিয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিতে হইবে।

বোম্বাইর এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, বোম্বাইর মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী বলেন্দে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এদেশীয়দিগের প্রতি ইংলণ্ডের লোকের সমবেদনা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য করাই তাহার উদ্দেশ্য। ঐ সিরিজ তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি বিষয় ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরের লোকদিগের গোচর করিবেন। কর্ম্মচারী যেরূপ স্বদেশহিতৈষী এবং মেধাবিতাবী তাহাতে তিনি ভারতবর্ষীয় সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

যে মেডিকার প্রেততত্ত্বের প্রামুখ্যে বিবরণ অনেক শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি চিকাগোতে "যীশু খৃষ্টের প্রকৃত বৃত্তান্ত" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার জন্ম, যৌবন কাল, তাঁহার আদিম মত ও প্রচারাদি, তিনি যেরূপে লোকদিগকে চিকিৎসা করিতেন এবং উপদেশ দিতেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটনা এই সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলির সত্যতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার যো নাই কারণ ইহা কোন পুস্তক দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া করা হয় নাই, মৃতের সমাধি

যে সকল ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া তাহার কার্য্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করিয়া সেই আত্মা হইতে এই সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আলেকজণ্ডার সিথ মিডিয়ম হইয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা এত দিন যে সে করিয়া খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমেরিকার ভূতের নিকট সেই ঈশ্বরত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে ভূত বশীভূত করিতে না পারিলে আর খৃষ্ট ধর্ম্মের মঙ্গল নাই।

গত বৎসর ইংলণ্ডে ৭৪০ জন আত্ম হত্যার চেষ্টা পায়, তন্মধ্যে লণ্ডনে ৪০৫ জন। প্রোফেসর বিউকানের শিষ্যেরা বা কি?

৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া বলেন, মান্দ্রাজের সিভিলিয়ান কমিশনরেরা যেরূপ কর বৃদ্ধি করাতে তত্রত্য জমীদারা কর্ম্মচ্যুত করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। আজি কালি এদেশে কর্ম্মচ্যুত প্রোপ্রাইটর হইবার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় চ্যাণ্ড নামক এক আশ্চর্য্য মনুষ্য আসিয়াছে। মানুষটী দিনে ৮ ঘণ্টা ও ইঞ্চ হইবে। ইহার সঙ্গে কিন্তু নামক একটী স্ত্রী লোক আছে, তাহার পরম অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহি আবার গান বাদ্য বিলক্ষণ জানেন। ইহাঁরা ডেলহাউসি ইনষ্টিটিউটে রহিয়াছেন। গতের মাঠে আজও কলিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

আটোয়া এবং ত্রিপুরার রাজা এক্ষণে কাশীতে রহিয়াছেন।

অনেকে অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন, বিবাহে ৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

তথা যাইতেছে বোম্বেয়ারের এহাদি যৌলবীরা কামাল্ড বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। আজি কালি প্রায় সকল জাতি যেই যুদ্ধের আয়োজনে, ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

আমেরিকার [illegible] একটী কন্যা জন্মিয়াছে [illegible] এবং [illegible]

আমেরিকায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কায়রোর একজন জজ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি একটী মকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন, এক জনের নিকট হইতে অধিক টাকা লইয়া তাহাকেই মকদ্দমা জিতাইয়া দিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা বহু কাল হইতে এইরূপ উৎকোচ লইয়া আসিতেছিলেন। ইহার পণ্ডিততা স্ত্রী আমীরের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমীরের স্ত্রীর নিকট বহু মূল্য নানারূপ উপহার পাঠাইয়াছেন।

এদিগে আমরা এক বিন্দু জলের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছি ওদিগে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জল-প্লাবন হইতেছে।

অহহা কেবল আমাদের দেশে নয় ইউরোপেও ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইংলণ্ডের বহু সংখ্যক লোক ব্রিঅলি নামক একটী স্থানের একটী প্রাচীন কূপ হইতে জল আনয়নার্থ যাইতেছে। উহাদিগের সংস্কার এই, ঐ জলে অচিকিৎস্য রোগও আরোগ্য হয়।

কতকগুলি এদেশীয় ও ইউরোপীয় স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া "অবলাবান্ধব" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয়।

ইংলিসম্যান বলেন কাবুলের আমীর সিরার আলী নারাজ খাঁকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করিয়া পুনরায় লালপুরার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

জাপানের সহিত এদেশের সকল বিষয়েই সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। জাপানিরা ভাত মাছ খায়, এদেশীয়েরাও ভাত মাছ খায়, এবার এদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্যাদি নষ্ট হইতেছে। সেখানেও বৃষ্টির অভাবে ধান্যাদি জন্মে নাই, দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

৮ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত শনিবার আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে বেরিলি পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

সি, ডি, ফিলড সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

এবার বিহারে শস্যাদির অবস্থা শুনিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পাটনায় গমন করিয়াছেন। তিনি শনিবার হাজিপুর হইতে যাত্রা করিয়া সোমবার পাটনায় উপনীত হইবেন। ৫ ই নবেম্বরের মধ্যে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বৃষ্টি না হয়, নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে।

১৮ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে, ধানের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। উচ্চ ভূমির ধান্য সকল এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লোকে ঐ ধান কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে নিম্নভূমির ধান্যও নষ্ট হইবে। যশোহর বাখরগঞ্জ ভাগলপুর পূর্ণী বালেশ্বর এবং লক্ষ্মীপুর এই কয়টী স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে পাটনায় দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে তথায় অনেক চাউল প্রেরিত হইতেছে। তথাপি সেখানে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য স্থানে পৌষ ভাদ্রমাস প্রায় বিনা বৃষ্টিতে কেবল বর্দ্ধমানে ভাল এবং ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে ম্যালিরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৯ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ১৭ ই অক্টোবর লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বোম্বাইর হাইকোর্টে অনেক মকদ্দমা পড়িয়া থাকাতে ঐ সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ৬ মাসের নিমিত্ত একজন চতুর্থ জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্প সংখ্যক বিচারপতির হস্তে বহু-সংখ্যক মকদ্দমার ভার ন্যস্ত হইলে কেবল যে সকল মকদ্দমার বিচার হয় না এমন নয় যে সকল মকদ্দমার বিচার হয় সকল সময়ে তাহারও সুবিচার হয় না।

সংবাদপত্রে দেখা গেল উত্তরানা নামক একটী স্থানে এক ব্যক্তির ৩ টী বিবাহ। ৮ কিন্তু স্ত্রীর দ্বারা উহার সমুদায়ে ১৮ টী সন্তান হইয়াছে। এই ১৮ টীতেই মাগ্‌ড হয়ে নাই, এখনও সন্তান হইবার যো নাই।

গ্যালিনামক স্থানে কয়েকজন সাহেবের মধ্যে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন ব্যারিষ্টর কৌতুক করিয়া আর এক জন বন্ধুর নিকট হইতে ৫ টাকায় একখানা নোট চুরি করিয়া উহা আর এক জনের হস্তে দেন। ঘটনার নোট তিনি সংবাদ করিয়া এই শেষোক্ত ব্যক্তির নামে নালীশ করেন। মাজিষ্ট্রেট যথারীতি নালীশ গ্রহণ করেন। অভিযোগ কর্ত্তা ক্রমে গুরুতর হইয়া, উঠিল দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারি হইতে নোটটি চুরি করেন। মাজিষ্ট্রেট এ নিমিত্ত তাঁহাকে ৭ দিনের জন্য কারাগার দেন। হাইকোর্টে আপীল করাতে আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমোদ গড়াইল মন্দ নয়।

এক ব্যক্তি দক্ষিণ আমেরিকার একস্থল ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটী বৃক্ষের গুঁড়ির উপর উপবেশন করেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বোধ হইল যেন বৃক্ষটী নড়িতেছে, পরে দেখিলেন বৃক্ষটী বৃক্ষ নয় একটী বৃহৎ সর্প। আমরা গল্প শুনিয়াছিলাম এক ব্যক্তি এরূপ একটী সর্পের উপর রন্ধন করিয়া খাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন আগুন প্রজ্বলিত করিলে পর সর্পটী নড়িতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

বোম্বাইর ইউরোপীয় কলেজের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছে, কোন একটী স্থানের ৪ টী নির্দ্দিষ্ট খণ্ডের বৃক্ষতলে ১২৫০০০ টাকা পোঁতা আছে, অতএব কলেজের ট্রষ্টীদিগকে ঐ টাকা খনন করিয়া লইবার অনুমতি দেন। কালেক্টর অনুমতি দেওয়াতে তাঁহারা বিস্তর কুলি লাগাইয়া ঐ স্থান খনন করিতেছে। কবিগুরু কলিদাস যেমন ভোজরাজ দত্ত নিদর্শন পত্র পাইয়া তমাল বৃক্ষ মূল হইতে লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়াছিলেন ইহারাও বোধ হয় সেইরূপ কোন নিদর্শন পত্র পাইয়া থাকিবে।

অতিশয় শোক নিবন্ধন মানুষ এক একটী উৎকট রোগাক্রান্ত হয়, কিন্তু শোকে মাথার চুল পাকা যায় এ কথা এত দিন

তথা যায় না। অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, বাগিনে একজন দুষ্ট ও সম্বলক্ষ ডাক্তার তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে একটী আত্মীয়ের স্থানে পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহাদের [illegible] করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল তাঁহার কন্যার অত্যন্ত [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া [illegible] ডাক্তার অত্যন্ত শোক পাইলেন এবং আসিয়া তাঁহার সমুদায় চুল শাদা হইয়া গেল। সেলিসবরিতে ৩১ বৎসর বয়স্ক একটী যুবা [illegible] বাইতে দেখিয়া [illegible] একটী [illegible] হইয়াছে, তিনি তাহাকে [illegible] তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বালকটীকে বাঁচাইবার জন্য ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন দেখেন সেটী তাঁহারই পুত্র, তিনি এত শোক পাইলেন যে তাঁহার সমুদায় চুল শাদা হইয়া গেল।

১০ ই কার্ত্তিক শনিবার।

লণ্ডন ইউনিবার্সিটী কালেজে বাবু প্রসন্ন কুমার রায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখ, বি উপাধি পাইয়াছেন। বোধাইর ডি [illegible] পর্য্যন্ত এই কালেজে একটী অর্থ যেতাল পাইয়াছেন।

[illegible]

হাইকোর্টের বিচারে নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে। মতটা কিছু [illegible]

৩য় পৌষ্ট আফিস হইতে প্রতি-[illegible] কোটি পত্র ৮ কোটি কার্ড একশত [illegible] বার পত্র এবং একশত কোটি [illegible] গতায়াত করে।

সম্প্রতি একজন রোমান ক্যাথলিক [illegible] এক [illegible]-রূপে [illegible] উইলিয়ম ফিগের স্ত্রীরা বিবাহিতা স্ত্রী [illegible] পরিগণিত হইতে পারে না, তাহারা এতদ্রূপ উপপত্নী মাত্র।

[illegible] মকদ্দমা পুনরায় [illegible] হইবে স্থির হইয়াছে। এই [illegible] একজন সাক্ষী চন্দননগরে পলাইয়া [illegible] [illegible] করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট উহাকে ধরিয়া দিবার জন্য বলা হইবে।

কলিকাতার ন্যায় বাম্বাজেও বসন্তের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বসন্তের একটীমাত্র মৃত্যু অধিকের মূল।

লর্ড নর্থব্রুক আগ্রার যে দরবার করিবেন সিন্ধিয়ার রাজা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কারণ সে দিবস তাঁহার নিজের বিবাহ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। জলপ্লাবন এই [illegible] সহিত ইটালির যোগাযোগ ঘটিয়াছে। [illegible] সম্রাট পোপকে যে পত্র লিখেন তাহার সংবাদ পত্র প্রকাশের অনুমোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছেন অর্থাদি প্রভৃতির [illegible] ইংলণ্ডেরও কর্ত্তব্য পোপের অভ্যুদয়ের প্রতিবাদ করেন।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। স্পেনের রাজধানী [illegible] প্রণালী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা বিতীয় বার যে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাতে সম্মত হন নাই বলিয়া উক্ত রণতরির অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

পারিস ১৮ ই অক্টোবর। মেক্সিকোর বিচার বিষয় লোকের আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রেসিডেণ্ট তাঁহার যে পরীক্ষা করিয়াছেন সেটী অপক্ষাকৃত গুরুতর। তিনি বলিয়াছেন মেক্সিমিলিয়ন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ কখন আশা করা যায় নাই।

ভিয়েনা ১৮ ই অক্টোবর। আর্চ্চ ডিউক উইলিয়ম এখানে আসিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার শতকরা ৭ টাকা হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২২ এ এবং বোম্বাই হইতে ২৩ এ সেপ্টেম্বর যাত্রা করে তাহা সাউদে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার কৃষিসংক্রান্ত রিপোর্টে আমরা যাহা এবার দেখিতে পাই তাহার অধিক ফুল [illegible] কীটাদিতে এবং এবার বৃষ্টিতে অনেক ফুলা নষ্ট হইয়াছে

লণ্ডন ২২ এ অক্টোবর। মার্শল ম্যাকমেহন বলিয়াছেন, তাঁহার পদরক্ষা সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন এবং মন্ত্রীসভার মত হইতে কখন পৃথক হইবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর, মরিসন কাঁথিপুরে বদলী হইলেন।

২৬ ই অক্টোবর। ডি, এফ মিলমোলড এফ বিয়রলি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে রেজিষ্ট্রির প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর জেনরল হইবেন।

সি, এ বকল্যাণ্ড কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীস্থ বোলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ,এফ, এম বর্ণ কিছুদিনের জন্য আদি পুর বিভাগের ভার পাইবেন।

হাজারিবাগের নিম্নলিখিত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেটগণ ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাজমোহন রায়।

" হরিহরানন্দ সেন।

হাজারিবাগের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণবিলাস কুণ্ডুর তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ইডেনলী সাহেব উক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১৭ ই অক্টোবর। বাবু গঙ্গাধর রায় সাহাবাদে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বীরভূমের [illegible] কিছুদিনের জন্য চন্দননগরে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডি, সি ফিলেন [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডি, আর ল্যাম্বার্ট প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এডওয়ার্ড তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

[illegible]

ডবলটন এচ, ডব্লল রাজসাহিতে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল দা রসন যে দর্শীপুরে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ কয়র চতুর্থ শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে ওকন এ লপম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এ স্মিথ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন। ডি এস পার্ট তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে এস ম রমষ্টক তৃতীয় শ্রেণী প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই জ স্মিথের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ বি বীমস পটিয়ার মহকুমী হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন হটী স্থ বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় জগচ্চন্দ্র সোম গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও পরমেশ।

বাবু কৃষ্ণ কুমার সেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস নবীন।

বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বসু, অন্নদাপ্রসাদ সেন, ব.শীধর।

সি ভি কলভিন কর্ম্মচারিদের জন্য কলিকাতা ও ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

২২ এ অক্টোবর। কল্য ওয়াকোপ সাহেব কলিকাতার পুলিষ কমিসনরের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবেন। ওয়াকোপ সাহেব যেরূপে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ই বি, বেকর কিয়দ্দিনের জন্য পুলিষ প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর জনরল হইয়াছেন।

১২ ই অক্টোবর। তৃতীয় শ্রেণীর ব আর্চিবাল্ড সাহেব সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বিহারের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ব্রজনাথ দে বর্দ্ধমান মেডিকেল স্কুলের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন মেথে ব্রজনাথ দে বর্দ্ধমান মেডিকেল স্কুলের ভার পাইবেন।

সি মর্ণর্ড
বঙ্গদেশীয় কর্ম্মচারিগণের
প্রতি নিবেদন।

—:০:—

আমাদিগের বা ভুরাহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

মহাশয়। এবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। পূজার বন্ধে বীরভূমের অনেক স্থান স্বচক্ষে দেখিবার অবসর হইয়াছিল। সর্ব্বত্রেই ভূমি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ধান্য ফলন পাইবার কিছু মাত্র আশা নাই। আজি এক মাস এদিকে বৃষ্টি পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। এখন হইতেই দুর্ভিক্ষ সময়ে যে দরে ধান্য বিক্রীত হইয়া থাকে, সেই উচ্চ দরই চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাইপুর অঞ্চলে প্রতি টাকায় ১৬ ষোল সের চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। মহাজনেরা অনেক স্থলে চাউল বিক্রয় একবারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মহাশয়। এইত দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ। এখনই যখন এত গোলযোগ উপস্থিত না জানি ইহার পর কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবে। আশ্চর্য্য এই মফস্বলে এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের চৈতন্য উদয় হইতেছে না। সময়ে তাঁহারা মফস্বলে বহির্গত হইলে অনেক ধান্য রক্ষা হইত। পুষ্করণী হইতে জল সিঞ্চনে প্রজাদিগকে বিশেষ রূপে উত্তেজিত করিতে পারিলে অনেক কাজ হইত। সে যাহা হউক এখন এই মহামারীর (দুর্ভিক্ষ) হস্ত হইতে প্রকৃতি-কুল যাহাতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তৃপক্ষের প্রেরুকল্প হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহা কতদূর যুক্তি সংগত একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন, এই আমাদের অনুরোধ প্রার্থনা।

১। বলপুর, আমদপুর, সাইতা প্রভৃতি বীরভূমের কতকগুলি স্থানে চাউলের ব্যবসায় বিশেষ রূপে চলিয়া থাকে। এই স্থানের মহাজনেরা যে চাউল বন্ধ করিয়াছে তাহা বাহির করিতে বাধ্য করিবার বিশেষ যুক্তি রাখা।

২। ঐ ঐ স্থানের প্রত্যেক বিক্রয়ের সংগত রূপে এক একটী হার নিরূপণ করিয়া দেওয়া।

৩। বীরভূমের কতিপয় প্রধান লোক ও মহাজনের অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে। অল্প মূল্যে দরিদ্র প্রজাদিগকে ধান্য (ধারী) দিতে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করা।

৪। দরিদ্র মজুর লোকেরা কার্য্য পাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া।

৫। বীরভূমের স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়া দেওয়া।

৬। বীরভূমের যে জমিদার এ সময়ে বিশেষ [illegible] করিবেন তাঁহাকে বিশেষ রূপে [illegible] করা হইবে, এরূপ ঘোষণা পত্র বাহির করিয়া দেওয়া।

[illegible]
ই কান্তিক

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান। আপনি যে [illegible] কথা লিখিয়াছেন তাহা [illegible] নাই। তাঁহাকে গোপনে [illegible] কার্য্য হয়।

[illegible] জন কয়েক ভদ্র। পৌষ [illegible] বাবুর বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা [illegible] তাহা ডিসমিস হওয়াতেই তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রমাণ হইয়াছে সে [illegible] লেখা বাহুল্য বোধ হয়।

[illegible] সাহেবের সম্পর্কে [illegible] পত্র লিখিয়াছেন তিনি [illegible] সাহেবের [illegible] সম্বন্ধে এতদিনে [illegible] তাঁহার কোন বিপদ হইয়াছে। [illegible] বিদেশী ভদ্রলোক সাহেবের দুঃ [illegible] হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা সংকুচিত হইলাম।

শ্রী—কী—টক। আপনি যে প্রচার

বিগের যে দোষ বর উল্লেখ ক'রেছেন, আপ | অতিশয় শক্ত হইয়াছিল। অধিক এই অবধি।
ার উদ্দেশ্য দোষ কয় তাহার সংশোধন
ক'রিয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল করা। যদি
তাহাই হয় তাহা হইলে এই পত্রখানি
ব্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা ব্রাহ্ম-প্রচারকদি-
গের ... ... ব্রাহ্মদিগের কোন সম্পর্ক
... ... একজন সহযোগীর দোষের
কথা পাঠকদিগকে আমরা প্রকাশ ক'রতে
কুণ্ঠিত হইলাম।

ভাগলপুর
১০ই অক্টোবর } শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্ট
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। অনিচ্ছা অভাবে আপনার নিকট শেষ সংবাদটী পাঠাইতে অক্ষম ছিলাম।

পূর্ব্বোল্লিখিত তেজঃপুঞ্জ আগ্নেয় পদার্থটির নাম মিটিয়রিক বালেটিস আইরন। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ মনাবের রাজ্যের অন্তর্গত ফরিদপুর নামক স্থানে পতিত হইয়াছে। ইহা স্থানটি এখান হইতে প্রায় ৪০ মাইল অন্তর। তদন্তসিদ্ধ হ'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে যে উহাতে ক'বারো কোন অধিক হয় নাই। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে উহা শতাধিক অংশে পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে বৃহ ... ক'রার গোলার ন্যায় তিনটি অংশ পলিটি ... এজেণ্ট সাহেবের দেখিবার নিমিত্ত ... স্থানের তদন্তসিদ্ধার পাঠাইয়াছিলেন ... এলাম উহা ওজনে ক্রমান্বয়ে ৬২,৫২ এবং ... সের হইয়াছে। যেখানে ঠিক কাল্‌ই আইরন নয় সদৃশ। এক্ষিয়া ফেলিলে ঠিক সেই রকম ছোট ছোট কালা ছোকলা উঠিয়া আসে। উহার এক টুক্‌রা আপনার নিকট পাঠাইব বলিয়া আনিয়াছিলাম, কোথায় ফেলিয়াছি, এক্ষণ স্মরণ করিতেছি না।

মনাবের সংবাদদাতা বিশেষ জানেন না ... ...

(১০)

এক পর দুইপর ক্রমে বয়ে যায়,
এলো এলো এলো করে সজাগ সকলে,
গভীর আঁধার হলো সূচি-ভেদ্য প্রায়,
ফাঁকা ঘরে তা'কে নিশি, তার পর চলে
মৃত-প্রায় স্তব্ধ সব অঘোরে ঘুমায়,
একাকী চিতোর শুধু ভাসে চক্ষু-জলে।
তার সে দুঃখের সাক্ষী তুমিলো যামিনি।
দয়া ক'র ঢাক তার অশ্রু বিনোদিনি।

(১১)

কে ঘুমায়। কেবা জাগে। চিতোরনগরে
রজনীর সঞ্চারিত্রী ভ্রমে ঘরে ঘরে,
কে থাও না পায় স্থান। শয়নের ঘরে
বিধবা যুবতী কেহ প্রাণের কুমারে
মুখ পাতাইয়া, নিজে চিন্তার সাগরে
মগ্ন আছে, পতি তার ভাসায়ে তাহারে
সেই দিন রণ ভূমে করিল শয়ন।
একা বসে ভাবে সতী ঘরে চুনয়ন।

(১২)

এহেন সময়ে তন্দ্রা তাহার নয়নে
দেখা দিল ক্ষণকাল; দেখিল যুবতী
দুরন্ত যবন এক তাহার ভবনে
এসেছে, পুত্রটী তার বধিতে দুর্ম্মতি;
ঊর্দ্ধস্বরে অভাগিনী কাঁদিল অপনে।
প্রকাশ হলোনা স্বর; শোকভরে সতী
গোঁ গোঁ করে লুটিতেছে শয্যার উপরে;
সহচরীগণ তার ছুটে এসে ঘরে।

(১৩)

এরূপে চিতোর-পুরী সজাগ সত্বরে;
হেন কালে ওকি শুনি রব ভয়ঙ্কর?
একেবারে দশদিক গোল পূর্ণ করে;
কাঁপিল পুরীর মূল, "মার মার" রবে
উঠিল রোল; অস্ত্র শস্ত্র লয়ে
রাজপথে ছুটা ছুটি করে শত নর;
সাজো সাজো বলে দুর্গে সৈন্যগণ ধাইল
তোপের উপর তোপ দাগিতে লাগিল।

(১৪)

তুমি কিরে কাল-রাত্রি পোহাইবে আর।
সাজো সাজো আর নয়। রণহতে যারা
এসেছিল, ওইতারা সাজিল আবার।
"আবার বিদায় দেও" মৃদু অস্ফুট যারা,
বলি যাহিয়াছিল বীর, এক মুষ্টি তার
হাজ পথে, অনাবৃষ্টি যথা ঘর্ম দিয়া
কণী প্রায় ভতাশ্বাস তাহার কামিনী
অঞ্চলে মুঁছিয়া মুখ কাঁদে অভাগিনী।

(১৫)

আরকি অভাগী দেখা পাবে প্রাণেশ্বর!
ক্ষণকাল রও নাথ। বারেক তোমারে
প্রদক্ষিণ করি। ঘরে ব্যাকুল অন্তর
ওই বসিতেছে বালা প্রাণের সখারে,
যত প্রদক্ষিণ করে, প্রেমের সাগর
উথলিয়া চক্ষুদিয়া বহে অশ্রুধারে।
প্রস্তরের মূর্ত্তিমত প্রাণেশ্বর তার
দাঁড়ায়ে, তাহারো চক্ষে বহে মুক্তা ধার।

(১৬)

বসু বসু আর নয়। ওই মার মার
শব্দ শোন ক্রমে যেন আসে আগাইয়া,
বিদায়। বিদায়। যদি ফিরিলো আবার
দেখা হবে; মুখামুখি। আবার আসিয়া
দিব প্রেম আলিঙ্গন বিপরীত তার
ঘটে যদি তবে প্রিয়ে লওলো দেখিয়া
শেষ দেখা; জগদীশ দেখুন তোমায়
আসি তবে আসি তবে বিদায়। বিদায়।

(১৭)

বিদায়। বিদায়। বীর উচ্চ দেয় রব
ছুটিল দুর্গের দিকে। অনাথা ললনা
যেরূপ চাহিয়া থাকে, যে পথেতে যায়
পতি তার, সেই পথ চাহিয়া কামিনী
রহিল প্রস্তর মত, সলিল ঝরয়
ভাসিল মুখাংশু মুখ, আহা অভাগিনী
বাঁচে কি? উঠে না পড়, ভিত্তিচের মত
রহিল দাঁড়ায়ে যেন বুদ্ধি শুদ্ধি হত।

(১৮)

ক্রমে সে দুন্দুভি রোল হয় অগ্রসর
ঘন ঘন রাজপুরী নিতান্ত অস্থির,
খরতরবেগে ঘন-ঘন বাঁধে পরিকর;
দ্বাররক্ষী ঘরে যত রাজপুত বীর
দাঁড়াইছে দ্বারে দ্বারে, এবে প্রতি ঘর
এক এক দুর্গ হলো, পুত্রের রুধির
চিতোরের বক্ষ দিয়ে বহিবেরে আজ,
সাজরে অভাগা পুরী সাজ সাজ সাজ

(ক্রমশঃ) শ্রীশঃ—

সম্পাদক মহাশয়। গত বৎসর ওলাউঠার এই ক্ষুদ্র কুচবিহার রাজ্যের দুরবস্থার এক শেষ করিয়া গিয়াছে। এমন গৃহ নাই অল্প, যেখানে অন্ততঃপক্ষে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত নাই। কথায় বলে মড়ার উপর খাঁড়া, এবার তাহাই হইয়াছে। একেত রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে ভয়ের প্রাদুর্ভাবে লোকে আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ মাত্র পাইতেছে না। জ্বর যে কেবল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে এমন নহে, স্থানে-স্থানে অনেক লোক মৃত্যু-গ্রাসে ও পতিত হইতেছে। এরূপ হইবার বিশেষ কারণও দেখা যাইতেছে। গত দুই বৎসর বন্যা না হওয়াতে জল বায়ু দূষিত হইয়া রহিয়াছে। গলিত বস্তুর মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এস্থানে পাট অধিক পরিমাণে জন্মে। খাল ডোবা প্রভৃতিতে জল না থাকায় নদীতে ঐ সকল জাগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একে জল অল্প পাট জাগে জল দূষিত হইয়া উঠিতেছে, লোকে ব্যবহার না করিয়াও পারে না, এদিকে বায়ুরোগের হাত হইতে নিস্তারেরও কোন উপায় নাই। যাঁহারা রাজ্যের শান্তি রক্ষক, যে পুলিসের হস্তে স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার রহিয়াছে, তাঁহারা সুনিদ্রায় অচেতন। নাবালক রাজার প্রচুর অর্থ বিতরিত হইতেছে বটে, কিন্তু পুলিস কুচবিহারের লোকদিগকে বিন্দু মাত্রও উপকার দিতেছে না। দুঃখের বিষয় এই, উপরিস্থ কার্য্য সঞ্চালকেরাও যথোচিত প্রতি বিধানে পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ নিরুদ্যোগিতা দেখিয়া আমাদের মনে বিষাদ ও ভয়, উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা, তিনি ইহার একটী সদুপায় সত্বর উদ্ভাবন করুন না হইলে আর রাজা রক্ষা পায় না। আমাদের প্রগাঢ় আশা, তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া [illegible] উদ্বেল অন্তঃকরণকে প্রবোধিত [illegible]

[illegible]

স্থাপিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় যে যে ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া রাজ-দত্ত বৃত্তি পাইবে, তাঁহাদের কলিকাতা মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক চারি টাকা করিয়া সাহায্য দান করিবেন, এরূপ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার প্রথম দানের চিহ্ন এরূপ নহে। বিদ্যার উৎসাহ বিধায়কল্পে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বেতন (পদক) অনাথ বালক দিগকে বেতন ও পুস্তক দান করিয়া শিক্ষা দিতেছেন। কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত তিনি বিদ্যালয়; মাণিকতলার জন্য বালিকা বিদ্যালয়, এবং ইংরাজী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গ্রামের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। লোকের স্নান ও পানাদিসম সুবিধার্থ পরিষ্কৃত দীঘি ও পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দীনহীন প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য প্রচুর বেগশালী গঙ্গা নদের উপর সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ধন ব্যয়ের সার্থকতা জন্মাইয়াছেন। রোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অধিক মূল্যে উত্তমোত্তম ঔষধ পাত্রাদি ও আজ্ঞারি মতের ঔষধ অকাতরে প্রদান করিয়া অনেক লোকের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার অন্তঃকরণ লোকের উপকার চিন্তনে নিযুক্ত তিনি সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ তাহার সন্দেহ নাই।

গোপীনাথপুর স্কুল
১৮৭৩
৯ই অক্টোবর

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৭ই অক্টোবর।

গ্রামের নাম	সর্ব্বত্রগতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াগাছি ঘাটে	১৩	৩
ভবা হইতে মুরলীপুর	৬	৩
মুরলীহইতে জলিপুর		
মাইলের মধ্যে	৮	৩
জলিপুর হইতে মহেশপুর		
১ মাইলের মধ্যে		
মহেশপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে		
কাটোয়া হইতে নবীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	১২	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২০ এ অক্টোবর মহেশপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
মহেশপুর ২০ অক্টোবর ১৮৭৩	৮	১১

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় কিউটীর ইন্সপিক্টর নদীয়া লোকাল রিসার্চ ডিবিসান।

মূল্য প্রাপ্তি:

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে লোকপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ মজুমদার
গোপালী খণ্ড ১০
" " ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়
জলপাইগুড়ি ১৭
" " রাধানাথ বসু
গোহাটী ১৮

১২৭৩ বঙ্গের ৩রা কার্ত্তিক ও ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের লোকপ্রকাশের মূল্য শেষ হইয়াছে, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয়
মেহেরপুর গ্রাম।
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উলা নীরনগর।
" " মধুসূদন রায় মুন্সেফ
চৌকী নবীনাবাদি।
" " শ্রীনাথচন্দ্র দত্ত
ডাকঘরী পোষ্টমাষ্টার।
" " কালীচন্দ্র দত্ত বাগবাটী
পোষ্ট আপীস।
" " পূর্ণচন্দ্র রায়—কলমাকান্দা রাজা
" " মহেশ্বর মুখোপাধ্যায় মুন্সীগঞ্জ
পীলা গ্রাম।
" " কুল আপীস [illegible]

" " ঈশানচন্দ্র রায়
মহেশপুর ষ্টীমারঘাট।
" " ভোলানাথ কাক—এলাং পোষ্টাপীস
" " হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মোক্তার
রাজমহল।
" " হলধর পাল—ডায়মণ্ড হারবর
" " বুধি গণিকার মাতোয়ারা—আলাং
" " মহাশয় ডাক্তারজী—রাজারামপুর।
" " বুধি [illegible] আলী মিয়া কোং[illegible]
লাহেব—[illegible] আপীস
" " সলিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরকার—ষ্টীমার
" " ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস জমীদার
মহেশপুর।
" " ঈশানচন্দ্র দত্ত—মহেশ্বর।
" " কিসমতুল্লা আহম্মদ খাঁ
আখাবলর গ্রাম।
" " ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ—গ্রাম চাঁচিয়াড়
" " [illegible]খাঁ—মুন্সেফ ভিন আরি
" " [illegible]
ডাকঘরী আড়ী মণগ্রাম।
" " শিবচন্দ্র আচার্য্য
মহাশিলুর মুন্সেফী।
" " মহাশিবী রায়—মহাশিলুর।
" " [illegible]
মৌজে মুরলীডাঙ্গা গ্রাম।
" " মহেশচন্দ্র [illegible]
ডাকঘর কাঁকিনা।
" " [illegible]
পুলিসকাছারী।
" " নবীনচন্দ্র ঘোষাল—মহেশপুর।
" " [illegible]—মহেশপুর।
" " [illegible]
[illegible]
" " কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পোষ্টমাষ্টার।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৯ সংখ্যা।

"যথাশ্রুতা গ্রন্থনিষ্ঠিতায় পার্থিব সম্বন্ধনী অনিমন্থনী ন ছীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৯ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ৩ রা নবেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

গুপ্ত যন্ত্র হ.প.খানা।

কলিকাতা ১৪ নং নিমতাকবর্ণ লেনগ্রেস ডেলি কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখবিতীয় বাটী।

শঙ্কর বিজয় অন্তরী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় মতে মুসারে শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র, জন্মাবধি স্বর্গারোহণ সময় পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচিত্র ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষার পদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

গ্রন্থ অতি উপাদেয় বাঙ্গালা অবলম্বনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপায় বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রহণ বিলাষ হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গায় গুপ্ত প্রেসে ও বারাণসী সেণ্ট্রারপুরে ৺ মুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌলিম গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন, পত্র বেয়ারি পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

যাকর কায়ীগণের প্রতি প্রতি খণ্ড	১৷৷০
যিনা যাকরকারী ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড	৷৷০

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উইলে মুক্ত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকল পাওয়া যাইবে।

১ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত, হাবিলিসহর পরগণাস্থিত এবং ৩১৭ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত তালুক কিসমত ইচাপুর এবং নবাবগঞ্জ।

২ নং লাট। হুগলী জেলার অন্তর্গত বড় পাইকান পরগণাস্থিত ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত তালুক কিসমত হাবড়া ও চর হাবড়া।

৩ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা পরগণাস্থিত এবং ১৫৩ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত তালুক মৌজে মুক্ত চর। এবং উক্ত পরগণাস্থিত ২৭৩ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত মোঘলপুরস্থ লাকরাজ ভূমি সকল।

অন্যান্য বিষয় এবং পাটার অপরাপর সত্বের জন্য উক্ত রাজা বাহাদুরের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মিত্রের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত অফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন।

১৮৭৩ সালের ৭ ই নবেম্বর শুক্রবার বেলা ৫ টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে পাটার দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত মাসের ৮ ই শনিবার বেলা ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত রিজাল্যের তাহা হইবে এবং (অন্য সকল সুবিধা সত্বে) হাইয়েষ্ট বিডারকে দেওয়া হইবে।

"শব্দ কল্পদ্রুম।"

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের

সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়

বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেব-নাগরাক্ষরে তিনাই ৪ পেজি ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রিম পূর্ব্বক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট হেদুয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১৲ ডাক মাশুল ৷৵০

দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১৲ ডাক মাশুল ৷৵০

ফিজিওলজি মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ফার্ম্মাকোলজি মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ক্লিনিকেল লেক্চর মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব উইমেন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব চিলড্রেন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব স্কিন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ব্লড মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব নার্ভস মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ব্রেষ্ট মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ইউরিনারি অর্গেন্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডাইজেষ্টিভ অর্গেন্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব রেস্পিরেটরি অর্গেন্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব সার্কুলেটরি অর্গেন্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব জেনিটো ইউরিনারি অর্গেন্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ইয়ার মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব আই মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ব্রেন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব স্পাইনাল কর্ড মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব বোন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব জয়েন্টস মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব মাসল্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব গ্লান্ডস মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডক্টলেস গ্লান্ডস মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ভেসেল্স মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ইনটেগুমেন্টস মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ইনফেক্সন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ইনটক্সিকেসন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিফিসিয়েন্সি মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিজঅর্ডার্ড নিউট্রিসন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিজঅর্ডার্ড মোসন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিজঅর্ডার্ড সেন্সেসন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিজঅর্ডার্ড ইনটেলেক্ট মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিজঅর্ডার্ড জেনারেসন মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵

ডিজিজেস অব ডিজঅর্ডার্ড ডিজঅর্ডার্ড

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম চার্ট সমেত এলোপ্যাথি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

ঐ প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল লিখা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৹, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ শব্দাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷৹ উক্ত কৃত ডিসপত্ত ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ভক্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্রচিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল পার্সিং খরচ ৷৹। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
ল,লবাজার
।০নম্বরহেদো

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহার এতদ্বারা নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি তথায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেড ওয়াটার ফিল্টার সর্ব্বাসমেত পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন অভাব ও সেড ইত্যাদি ৪

ইতালী সেমেন্ট ছাদের টাইল ইট। সেমেন্টের ঢালাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার সে।

বাটির-ওয়ার্কস ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত সেস পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রস্তুত নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে ঐ নির্ম্মিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য এহণ করিয়া দিবেন ৪

কলিকাতা
৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্
} মানেজার।

বঙ্গভাষায়
ক্লিনিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকা,
ক্লিনিক্যাল ম্যানুয়েল অব
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরোক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ডাকমাশুল ৷৹ আনা। উহার বাঙ্গালা ভাষা পোক্ত এবং উত্তম। চুঁচুড়ার এতৎকর্ম্মের নিকট এবং কলিকাতা আলমবাজার বিদ্যা ছেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট ও অন্যান্য পুস্তক।

১। মুষ্টিযোগেরই অতিশয় আদরণীয় দুই ভাগ একত্র সম্প্রতি, মূল্য ১৷ ডাকমাশুল ৷৵০ উক্ত দুই কিতাব পাওয়া যায়। পুস্তকে কি কি লিখিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যেক সময় কি কি ক'রলে প্রসূতি সহজে নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, তাহার নিয়ম ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের আরোগ্যকারী ঔষধাদি পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের যাবতীয় চিকিৎসা, অল্প পুরুষ সংক্রান্ত নিবারণোপায়, গর্ভবতীর চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় অনেক আছে। ইহাতে ১৮৬৬ সালের ৯ই মার্চ্চ তারিখে [illegible] ১৮৬৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে [illegible] ২২০ পৃষ্ঠা [illegible] ১৮৬৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে [illegible] ২৪০ পৃষ্ঠা [illegible] ১৮৬৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে [illegible] ২৬০ পৃষ্ঠা [illegible] ১৮৭০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে [illegible] ২৮০ পৃষ্ঠা [illegible] ১৮৭১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে [illegible]

১ ম। কালেকটরীর তৌজী ভুক্ত ১৫৭ নং ইষ্টেটের মধ্যে গোকুলনগর, বিক্রমপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে সুখচর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিদহাটীস্থিত সমুদায় ভূমি। ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও অম্বলহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কলেকটরীর তৌজী ভুক্ত লাখেরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৩৬ নং কালক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাখেরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস জিন্না টিকা মহল আছে এবং যে সকল লাখেরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত মহারাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিক্রয় গ্রহণ করা হইবে।

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস জিন্না টীকা মহল সমূহের জিন্না হাট প্রভৃতির খরচা বাদে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হইতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর ধর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণকারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব, কুমার ভূজেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ বাদ অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিগম্বর মিত্র ৯৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ৫ নং ধর্ম্মতলাস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টরি এজলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়ম হেসাম
সাহেব একটী রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্ব স্থিত বাজে অপ্পি মিঃ শ্রেণীর ১৫৯৵ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব, বর্ত্তমান মাহার ১৫ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়মানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ৯ ই নবেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার এবং তদ পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির সোকাম সিউড়ীর কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমী নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে, অবশিষ্টাংশ বন্দোবস্ত করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমার কৃষিগণ সন করারে জোত করে এবং ঐ হার নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা ঘাট ইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ সাল
২২ অক্টবর } মে উইলিয়ম হেসাম সাহেব একটী রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ কার্ত্তিক সোমবার।

আর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবার বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত। গতবার ভাল চাস হয় নাই, কৃষকেরা অবসন্ন হইয়া আছে, এবার তাহার উপরে এই নিদারুণ আঘাত। এবার কৃষক ও ইতর শ্রেণীর রক্ষা নাই। গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও ধনবানদিগের এই সময়ে তাহাদিগের রক্ষার্থ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট কেবল রাস্তা ঘাট প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় চিকিৎসাদি কার্য্যের ন্যায় এ কার্য্যেও অনেক উপসর্গ আছে। সেই উপসর্গ ভাবে কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত উপকার লাভ হয় না। আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট রাস্তা ঘাটাদির কার্য্য আরম্ভ করুন এবং বঙ্গদেশ হইতে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিন। বিহারের ব্যবসায়ীরা শস্য ক্রয়ের সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্য ক্রীত শস্য বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া একবারে বড় মানুষ হইবে এই তাহাদিগের বাসনা। অতএব যাহাতে তাহারা ইচ্ছামত অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধি করিতে না পারে, এরূপ করিয়া চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থানে আমদানী কম হইবে, গবর্ণমেণ্টকে নিজে সেস্থানে আমদানী করিতে হইবে। এ ব্যবহার বাণিজ্য নিয়মের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু আপৎকালে এতদ্রূপ কার্য্য একান্ত আবশ্যক। আপৎকালে নিয়ম প্রতিপালন প্রায় চলে না। নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলে অনেক সময়ে সেই আপদের আরাম বৃদ্ধি হয়। বিদ্রোহকালে তাহার প্রমাণ স্থল। বিদ্রোহকালে কয় জন লোকের অপরাধের অনুরূপ বিচার হইয়া দণ্ড হয়? তৎকালে শত শত লোক কি বিনা বিচারে হত হন নাই? ষ্টীভন সাহেবের সময়ে আমরা তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সময়ে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের কথায় আস্থা করেন নাই।

শেষে তাঁহাকে অপমান করিতে হইয়াছিল। কারেল সাহেব সুচতুর লোক, ইনি তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব উঁহার প্রতি আমাদিগের এই উপদেশ বিফল হইবে আমরা ইহা মনে করি না।

গতবারে আমরা বলিয়াছি যে নবীনের দণ্ডটী অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। বিচারপতি আইন অনুসারে যাহা করা উচিত তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে দেশের সকল ভদ্র লোকে একত্র হইয়া নবীনের দণ্ডমুক্তির জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করুন। রামতনু পুলিসের নিমচাঁদ তারাচাঁদ এবং ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক বেলিওলস যখন তাঁহার কৃপার পাত্র হইল তখন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবা নিশ্চয়ই অনুগ্রহের উপযুক্ত। নবীন যে কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কোন দুরভিসন্ধি প্রকাশিত হয় নাই। এলোকেশীর উপর বিদ্বেষ বা ক্রোধ পরবশ হইয়া সে এ কার্য্য করে নাই, বিপদে পড়িয়া হতাশ হইয়া এই কাপুরুষতা করিয়াছিল। কার্য্যটী অতি দুষ্কর হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই সেই জন্যই আমরা তাহার কিছু দণ্ড অত্যাবশ্যক মনে করি। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই হতভাগা যুবার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। ইহার আত্মীয় স্বজনের নিকট সংবাদে শত শত লোক প্রাণে বেদনা পাইয়াছে, দণ্ডের লঘুতা সম্পাদন করিলে তিনি অনেকের [illegible] ও প্রশংসার ভাজন হইবেন

কালে সমান। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় অবধি ইহার মহিমা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। যিনি ইহার দাস হন, তাঁহার উৎসন্ন দশা যত শীঘ্র আসন্ন হয়, অন্য কোন ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির তত শীঘ্র দশা বিপর্য্যয় ঘটে না। কোন দেশেই জুয়া খেলার এ গুণের বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু ইহার দণ্ড বিধির দেশ ভেদে বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, কলিকাতায় হাটে বাজারে রাস্তায় ঘাটায় জুয়া খেলা হয়, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। দণ্ড দূরে থাকুক, পুলিসের লোকেরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে। সে দিন তার কেসরে যাইবার পথে জুয়াড়িদিগের দৌরাত্ম্য লইয়া আন্দোলন হইল, কিন্তু তাহার কি বিশেষ ফল হইল আমরা জানিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আইন এই, কেহ গুপ্ত করিয়া জুয়া খেলিলে তাহার দণ্ড হয় না, জুয়া খেলা যাহার ব্যবসায় তাহার দণ্ড হয়। সম্প্রতি গাজিপুরে আবার একটী নূতন দণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি কতকগুলি লোক লইয়া অন্তঃপুরের অতি নিভৃত স্থানে জুয়া খেলিতেছিল। পোলেসা পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে সংবাদ দিল; তিনি দল বল লইয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ক্রীড়া স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনেকেই প্রস্থান করিল। যাহার বাটী, সে ব্যক্তি ও আর কয় জন ধৃত হইল; যাহারা পলাইয়া যায়, তাহাদিগের জুতা সেই খানে পড়িয়াছিল। পুলিস সেই জুতাগুলি প্রধান জুয়াড়ির মস্তকে দিয়া রাস্তা দিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। মাজিষ্ট্রেট তাহার ৫০ টাকা দণ্ড করিলেন। পাঠকগণ দেখুন গাজিপুরে এক জুয়া খেলায় দুই দণ্ড। আর একটী মাজিষ্ট্রেটের এবং জুয়া বন্ধ

দণ্ডটী পুলিসের রাজপথ। পাঠকগণ বলুন এটী কি যুক্তিসিদ্ধ দণ্ড নয়? যাহাকে জুতা মারা হইয়াছে, শুনিলাম তাহার অনেক টাকা আছে। পাঠকগণ! একটী কথা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, যাহারা ইচ্ছা করিয়া জুয়া খেলে তাহাদিগের দণ্ড হয় না, এরূপ নিয়ম হইবার কারণ এই সাহেবেরা সময়ের সময়ে খেলিয়া থাকেন।

— ৫ —

বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম কষ্ট-স্বীকার ও সাংসারিক দুঃখ দর্শন করিলে বঙ্গবাসী কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত অনেক সুখী বলিয়া বোধ হয়। এখানকার কৃষকেরা যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের ন্যায় কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে, বোধ করি ইহাদিগকে কোন প্রকার সাংসারিক দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় না। বঙ্গদেশের লোকেরা অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা অধিকতর দৈবপরায়ণ, এখানকার কৃষকেরাও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইহারা কৃষিকার্য্যের বিষয়ে পর্জ্জন্য দেবের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, যদি দেব প্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, যদি তিনি অপ্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের দুঃখের অবধি রহিল না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা এরূপ দৈবপর ও অদৃষ্টবাদী নহে। তাহারা দৈবকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্ম-পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি বৃষ্টি হয়, তাহাদিগের ধান্য ও শস্যের লাঘব হয় এইমাত্র, কিন্তু যদি সময়ে বৃষ্টি না হয়, তাহারা বঙ্গদেশের কৃষকদিগের ন্যায় [illegible] করে না। তাহারা [illegible] যে অনুবিধা ভোগ করিয়া

নির্ব্বাহ করে, তদ্ভূতান্ত শুনিলে বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের মস্তক লজ্জায় অবনত হয় সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমির ন্যায় উর্ব্বরা নয়। উহার উর্ব্বরতা সম্পাদনার্থ কৃষকদিগকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে ও বিস্তর ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রভৃতি দিতে হয়। পরিশ্রমের পরিসীমা নাই। কৃষক স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সমস্ত দিন ক্ষেত্রের কাজ করে। ক্ষেত্রগুলি এমনি পরিষ্কৃত করিয়া তুলে দেখিলে নয়ন ও মনের সবিশেষ তৃপ্তিসাধন হয়। বঙ্গদেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রের এরূপ কাজ করিতে জানে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদেশে কৃষকেরা ক্ষেত্রের ঐরূপ কাজ করিলে নিঃসংশয় দ্বিগুণ ত্রিগুণ শস্য লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা অত্যন্ত অধিক। এক বিঘা (১০০ হাতে বিঘা হয়) ভূমির খাজনা সচরাচর ১০। ১১ টাকা। ৫। ৬ টাকার ন্যূন নাই। তৃতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় বৃষ্টি হয় না। কূপের জল তুলিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। জল তুলিতে বলদে ও লোকে অনেক ব্যয় হয়।

এস্থলে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জমীদারদিগকে কিছু প্রশংসা করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা আপন আপ অধিকারের অধিকাংশ স্থলে কূপ খনন করিয়া দেন। কূপ খনন করিয়া দিলে ভূমির গৌরব ও খাজনা বৃদ্ধি হইবে, এই আশয়ে তাঁহারা কূপ খনন করেন সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশের জমীদারেরা এ কৌশল জানেন না। তাঁহারা যদি আপন আপন অধিকার মধ্যে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন কেবল যে তাঁহাদিগের ভূমির অধিকতর আদর ও খাজনা বৃদ্ধি হয় এরূপ নয়, অনাবৃষ্টিকালে প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হয় না। যে বৎসর শস্য না জন্মে, জমীদারেরা সে বৎসর প্রজার নিকটে সম্পূর্ণ খাজনা পায় না, পর বৎসর শস্য জন্মিলে সুদ সমেত দুই বর্ষের খাজনা আদায় করেন, ইহাই প্রজার প্রতি অত্যাচার ও তাহার দুর্দ্দশার হেতুভূত হয় কিন্তু ভূমিতে জল দিবার কোন উপায় থাকিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু তাহাদিগের দুই বেলা অন্ন জুটে না। এক বেলায় আহারও অতি অঘন্য ও কদর্য্য দ্রব্য। বাঙ্গলা দেশের তাহাদিগের ভ্রাতৃ কৃষকগণের সহিত ইতর বিশেষ এই যে ইহারা দুই সন্ধ্যা খাইতে পায়। কিন্তু বাস গৃহ ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে উভয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই শোচনীয় দশা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। একি সামান্য ক্ষোভের বিষয়, যাহাদিগের শ্রমোৎপাদিত শস্য দ্বারা দেশ রক্ষা হইতেছে তাহারা দুই বেলা উদর পূরিয়া অন্ন পায় না॥ তাই কি ভাল সামগ্রী খাইতে পায়। পরের ভোগার্থ তাহাদিগের উত্তম দ্রব্য উৎপাদন প্রয়াস। বাঙ্গলা দেশের কৃষকের অতি মোটা চাউল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা বাজরা জুয়ার প্রভৃতি নিকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। যেমন অন্ন তাহার উপকরণও তেমনি, অনেকের অদৃষ্টে সেই সামান্য উপকরণও জুটিয়া উঠে না।

কৃষকদিগের এই দুরবস্থা, ইহার উপরে জমীদারাদির পীড়ন আছে কি উপায়ে ইহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হয়, তদন্বেষণে অল্প লোককে অনুদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। কতক গুলি লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, কৃষকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলেই তাহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। স্থানে স্থানে তাহাদিগের পাঠনা কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এটী কৃষকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত উপায় নয়। মানুষ যে লেখা পড়া শিখিয়া আপনার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়, কৃষকদিগের সে লেখা পড়া শিখিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ। তাহাদিগের যে লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাও অতি সামান্য। যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, যদ্দ্বারা তাহাদিগের অবস্থার বাস্তবিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে সে উপায়ের অবলম্বনে প্রায় কেহই যত্নশীল নহেন। আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন শ্রেয়ঃকল্প। প্রথম, জমীদারেরা যাহাতে ইচ্ছামত অসঙ্গত কর বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহার একটী পাকা বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কৃষকেরা যাহাতে অনায়াসে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেওয়া বিধেয়। তৃতীয় কৃষকেরা আবহমান এক বিধ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে, তাহা দিগকে সেই প্রণালীর পরিবর্ত্তন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষকদিগের দুরবস্থার উৎকর্ষ সাধন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অপরাপর উদ্দেশ্যের মধ্যে ভূমির উৎকর্ষ সাধন একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ কথা বলিয়া দিবার

অপেক্ষা নাই এইটী একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিলেই হয়। কিন্তু তদবধি এত দিন গত হইল আজিও বঙ্গদেশের ভূমির সকল অসুবিধা দূর হইল না। আমরা সম্প্রতি বঙ্গদেশের ভূমির তিনটী বিঘ্ন দেখিতে পাই। ১ ম, অনাবৃষ্টি। ২ য়, বন্যা ও জলপ্লাবন। ৩ য়, বর্ষার জল নির্গমের উপায়াভাব। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমীদারদিগের ন্যায় এদেশীয় জমিদারগণ যদি স্ব স্ব ভূমিতে কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি এত বিপদে পাড়তে হইত না। দ্বিতীয় উপদ্রব নিবারণের উপায়, বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা ভূমি রক্ষা করা। এই উপদ্রব নদীর খাতের পার্শ্বের ভূমি সকলেরই অধিক। পদ্মা, দামোদর প্রভৃতি নদীর জলপ্লাবন সচরাচর দুই চারি দিবস থাকে, সুতরাং তাহাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ২৪ পরগণা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এই উপদ্রবে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ এখানে যে সকল খাল আছে তাহার অধিকাংশেরই জল নোনা। সেই জল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে আর শস্য রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই এসকল স্থানে আবাদ করা এত দুষ্কর।

জমীদারেরা বহুতর ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই সকল ভূমির অনেক উদ্ধার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ কথায় বিশেষ ন্যায় এখনো অনেক বিঘ্ন ও বাধা পড়িয়া আছে। বৎসর বৎসর লোণা জল প্রবিষ্ট হওয়াতে বাঁধ সকল স্থানে চাস করা যায় না। কোন এক জমীদারের অধিকার হইলে বোধ হয় তিনি যে কোন প্রকারে হউক, ইহার উপায় করিতেন, কিন্তু নানা জনের অধিকার হওয়াতে কেহ বিশেষ মনোযোগী হন না। সকলেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া চলিয়া থাকেন। তৃতীয় উপদ্রবের সম্বন্ধেও এইরূপ। পদ্মার তীরের তালতলীর জলা যেমন এত দিন পতিত হইয়াছিল; এ পারে ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগে এবং বাখরগঞ্জ প্রভৃতির স্থানে স্থানেও সেইরূপ অনেক স্থান পতিত হইয়া আছে। সমুদ্রের জল সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না; সুতরাং ধানের চাসও হইতে পায় না। যাঁহা জমীদারের অধিকার স্থিত হওয়াতে এতদ্বিষয়ে প্রতিও জমীদারদিগের মনোযোগ নাই। এই ভূমির উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট অবশেষে বল প্রয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। বাঁধ ও খাল প্রভৃতি মরাজীর আইনের সংশোধনার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের হাতে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার ৪০ ধারাতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, যে সকল জমীদারের ভূমির উপর দিয়া এই সকল বাঁধ কিম্বা খাল প্রভৃতি যাইবে এবং এই সকল উপায়ে যাঁহাদের ভূমির বিশেষ উপকার হইবে তাঁহাদিগকেই এসকল ব্যয় দিতে হইবে। এই নিয়মটী জমিদারগণের পক্ষে কম উৎপীড়নের কারণ হইবে না। কারণ, জমীদারদিগের হস্তে যে কার্য্য এক শত ব্যয়ে হইতে পারিত গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহাতে দশ গুণ ব্যয় হইবে। সকল কার্য্যগুলি সাধারণের মনোমত এবং সুবিধাজনক না হইতেও পারে। কার্য্য গুলি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিরূপ করিলে সকলের সুবিধা হয় অথচ অল্প ব্যয়ে হইতে পারে, কোন জমীদার কত সাহায্য করিতে পারেন, এই সকল বিষয়ে জমীদারদিগের সহিত পরামর্শ করিবার

যদি বিশেষ কার্য্যকারক হয় তাহা হইলেও তাঁহাদিগের একটু মত থাকিবে। কিন্তু বিলে দেখা যেন যে কর্ত্তা খাঁর হইবে এবং কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ভার গবর্ণমেণ্টের, টাকা দিবার ভার জমীদারদিগের। তাঁহারা যে এত টাকা এই সকল কার্য্যে উপস্থিত করিয়াছিলেন এটী তাহার মত স্বরূপ। জমীদারদিগের এ বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা রাখিলে আশু উত্তম কার্য্য হইতে পারিত। শেষোক্ত দুইটী উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র বঙ্গদেশের অনেক ভূমির উদ্ধার হইবে। কলিকাতার রাজপথ কাওরাপুকুরের খালটী কয়েক বৎসর হইল বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াতে এখানে অনেক পতিত ভূমিতে ভাল ধান জন্মিতে পারা গিয়াছে। এইরূপে খাল কাটিয়া দিলে অনেক স্থানের বিশেষ উপকার হইবে। বাঁধ দেওয়াতে লোকের অত্যাচারের অনেক সুবিধা হইবে এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির সময় জলসেচনেরও উপায় হইবে।

—:—

রোডসেস কমিটী।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বিশ্বাস রোড্‌সেস আইন বঙ্গদেশের অর্দ্ধেকের মতোপযুক্ত, সকল অসুবিধা দূর করিবার এক আর উপায়। মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক একটী খেয়াল উপস্থিত হয়, রোড সেস কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচন সেইরূপ একটী খেয়াল। সহর বাসী, মফস্বল বাসী, অমুক জমিদার ও অমুক কিম্বা সভা সমূহ নির্ব্বাচিত হইলেন বটে কিন্তু এদেশীয়দিগের আত্মশাসনের কি অবশিষ্ট রহিল। এবার তাহাদের নিজের পুরস্কৃত ও মনোনীত ব্যক্তিরা সভ্য নহে, সেই জন্য বোধ হয় তাঁহারা আদৌ [illegible] দেখিবার কথা নাই? [illegible]

এরূপ উপায়ের কার্য্যকারিতা বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান। আমরা বার বার বলিতেছি সভ্য মনোনীত করা বিষয়ে এদেশীয়দিগের মত গ্রহণ না করিলে বিশেষ ফলের আশা নাই। রোড সেস কমিটীর সভ্য মনোনীত করা বিষয়েও আমাদিগের সেই কথা।

অপরাপর স্থানের কমিটীর বিষয় বিশেষ বলিতে পারি না। বারুইপুর সব ডিভিজনের কমিটীর বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। এই কমিটীর সভ্যসংখ্যার মধ্যে বারুইপুর নিবাসী বাবু দেবনারায়ণ গুহ মজিলপুর নিবাসী বাবু হরিদাস দত্ত ও জয়নগর নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ এই কয় ব্যক্তিকে আমরা জানি। ইহাঁদিগকে রোডসেস কমিটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইল কেন? প্রথমতঃ ইহাঁরা মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ত। দেবনারায়ণ বাবু বারুইপুর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, হরিদাস বাবু জয়নগর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, এবং আনন্দ বাবু একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট, ইহাঁদিগকে আবার রোডসেস সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলে কোন কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহাঁদিগের বাসগ্রামে রোড সেস নাই, যাঁহারা সকলকে রোডসেস দিতে হয় তাঁহাদের মধ্য হইতে সভ্য মনোনীত করিলে ভাল হইত। তৃতীয়তঃ, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারো বাহিরে উপর সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং লোকের সেপ্রকার বিশ্বাস হইবে না। চতুর্থতঃ বারাসত জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাঁদিগকে চিনিয়া লইয়াছেন, ইহা দিগকেই বাঁধিয়া দিলেন। যাঁহারা আপন আপন মিউনিসিপালিটীর কার্য্যই ভাল করিয়া করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে কেবল রোডসেস পুকুরের সভ্য সাজাইলে ফল কি? অমুক জমীদার অমুক তালুকদার, অমুক চক্রবর্ত্তী, অমুক ঘোষদার, অমুক পত্তনীদার ইত্যাদি কেবল দায়ের মালা দেখিতে ও শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু কার্য্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। ছেলে খেলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

যাহা হউক আমরা সময়ে আমাদিগের এই বন্ধুদিগকে একটী বিষয় অবগত করিয়া যাইতেছি, দেখি কার্য্যে তাঁহারা কতদূর করেন। চাঁদড়িপোতা ও কোদালিয়ার পূর্ব্বপার্শ্বে যে বিলটী আছে, তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গোবরে ঘোষপুর, চাপাটি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম আছে; এই সকল স্থান বারুইপুর সব ডিভিজনের অন্তর্গত। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে গ্রামবাসীরা বর্ষাকালে ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে পারে না। এমন কি চাষালোকেরা গতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা বলিয়া বাটীতে বসিয়া অল্পমূল্যে ধান্য চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রাস্তার সুবিধ হইলে তাহারা অনায়াসে কোদালিয়া এবং রাজপুরের বাজারে আসিয়া লাভ করিতে পারে। বহুধন ব্যয় গোবরে রক্তনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরায় একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হওয়াতে এবং বহুধন সংস্কারের অভাবে দুর্গম হইয়া রহিয়াছে কমিটী এই রাস্তাটী যদি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন সে অঞ্চলের লোকের অনেক ক্লেশের শান্তি হয়। তাহাদিগকে রোডসেস দিতে হইবে, সুতরাং তাহাদের এই কষ্টটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। এই কার্য্য অল্পব্যয়েই সুসিদ্ধ হইবে অথচ বহু লোকের কষ্ট দূর হইবে।

বিবিধ সংবাদ

১১ ই কার্ত্তিক সোমবার।

জর্ম্মণির এক খানি সংবাদপত্র বলেন, ১৮৭১ খৃষ্টে এলসেস্ লরেন্স সেণ্ট এণ্ড্রুস এবং এবার ডিন হিথ দাঙ্গার ৮ ১৮ ছাত্রের মধ্যে সমস্ত করা ১৭ জন ছাত্র সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্র। সমস্ত করা ১৯ জন শিল্পী চামার ছুতার কামার এবং তাঁতির পুত্র। উপরিউক্ত ৮২৮ সংখ্যার মধ্যে ১৫০ জন কৃষক ১১২ পাদরি ২৪ বণিক এবং ৩৯ জন শিক্ষকের পুত্র। দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য যে কত আছে তাহাতেই ইহাদিগের চলে এ ভিন্ন ভাল ভাল ছাত্রেরা যে টাকা পুরস্কার স্বরূপ পায় তাহাতে তাহাদিগের ব্যয় কুলাইয়া যায় স্কটলণ্ডের সমুদায় অধিবাসীর মধ্যে হাজার করা ১ জন করিয়া ছাত্র আছে। ইংলণ্ডে ৫০০০ মধ্যে একজন জর্ম্মণিতে ২৬০০ মধ্যে একজন। শিক্ষা কার্য্য শীতকালে সম্পন্ন হয়। প্রীষ্মকালে সমস্ত ছাত্রগণ এরূপ গুরুতর শারিরীক পরিশ্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে তুলনা করিলে শীতকালের পাঠদশা তাহাদের বিশ্রাম কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ভূতপূর্ব্ব তীর মেণ্টোনিয়নের পীড়ার সময় সর জোসিয়ার উইলসন নামক একজন মার্চেণ্ট তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আপনার টাকা খরচ করিতে চাহিয়াছিলেন। মহাত্মার অন্তর্দ্ধান হইলে তিনি উইলের মর্ম্মে টাকা আদায়ের পাওনা দিয়াছেন।

প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিবাহিত স্ত্রীদিগকে ডচেস বলিয়া লেখা বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত যে একজন রোমান কাথলিক পুরোহিত প্রকাশ্যরূপে এই কথা বলিয়াছিলেন, প্রতিবাদে তাঁহার ৭৫ দিনের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছে।

ফ্রেড অর ইতিহাস আবাদান দ্বীপের এক বিস্তৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি শেষ তয় পূজা'র অবকাশে ইহার সংগ্রহ ক'রয়াছিলেন। পূজার বন্ধের পূর্ব্বে অনেকে অনেক কারণে আপনাদের গিয়াছিলেন, সম্পাদক কি জন্য গিয়াছিলেন আমরা জানি না।

কলিকাতায় বিংশতি বর্ষী মাকোয়া নাম্নী অপচারিণার মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি কি ধনসম্পত্তির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিল। ইহার বিলক্ষণ নামশক্তি ছিল। ইনি কলিকাতা সিমুরিয়া পল্লীর মসজিদে লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মেডিকাল কালেজ হাসপাতালের ডাক্তার কটস্ফিল্ড পরলোকগত হইয়াছেন। অয়ষ্টিক-সার ইহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি রিবর্ণ টমসন সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি বোধ হয় ডিসেম্বরমাসে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন ১৩ই নবেম্বর উদ্যান হইতে যাত্রা করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী বৎসরে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর আয় ৩০৭৮০০০ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বোম্বাইর একজন পুলিসম্যান মিরিয়মের পেরেষ্ট স্কুলে আগুন দিয়াছিল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। আজি কালি পুলিস বিভাগে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে। এই সকল মহাত্মা অন্তঃ কিছু কালও হউন না শিক্ষিত লোক অর্পণ করিয়া পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের উন্নতি আশা করা যায়।

২১ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে হুগলীর দ্বিতীয় মুন্সেফের পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গত শনিবার হাজারিবাগ হইতে গিরিধিতে যাত্রা করেন। গত কল্য সন্ধ্যে চারিটার সময় বিশেষ ট্রেণে করিয়া পাটনা গিয়াছেন।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি ইংলিশম্যানে লিখিয়াছেন, উক্ত জিলার উত্তর বিভাগে জল বিহনে শস্য সকল শুকাইয়া যাইতেছে। বৃষ্টি করিবার জন্য লোকে মহা দেবতাকে জলে ডুবাইতেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রজাদিগের নিকট হইতে কোন রূপ রাব প্রহণ করিতে নিষেধ করাতে জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ওদিকে প্রজারা এই আজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের সংস্কার জন্মিয়াছে তাহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না এবং তাহারা যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে তাহারও সুদ দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য উহাদিগকে শীঘ্র এই ভ্রম বুঝাইয়া দেন, অন্যথা ঘোর গোল যোগের সম্ভাবনা।

বাঙ্গেলের এগজামিনর বলেন, সম্প্রতি দায়িত্বগ আদালতে একজন দেশীয়ের চৌর্য্যাপরাধের বিচার কালে সে ব্যক্তি পীড়ার ভাণ করে, কিন্তু জজ যখন তাহার কান্দাতের আজ্ঞা দেন, সে সময় সে ঘড়ি পাড়িল জজকে গালি দিতে লাগিল; তৎপর দিন ঐরূপ আর একজনের বিচার কালে দণ্ডাজ্ঞা হইবা মাত্র সে জুতা ফেলিয়া জজকে মারিয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে জুতা খানি জজকে না লাগিয়া পাশায় গিয়া লাগে।

আমরা দুঃখিত হইলাম সিমলার বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন অকপট বিন্দু ছিলেন।

গত কল্য কলিকাতার হেড আফিস খুলিয়াছে।

১৮ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৩১০৩০ টাকা আয় হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটী শিল্প বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কাশী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে লক্ষ্ণৌএ রহিয়াছেন।

লাহোরে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের কথা হইতেছে।

তেজু আজিও কারওয়ার পরিত্যাগ করে নাই। উহার পশ্চিমাকাশের সমস্ত দূরে হয়া এক্ষণে ঘোর আবিলতা বিস্তার করিতেছে। গত বারের অপেক্ষা ইহাতে ২০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে কশীয়ার সহিত জাপানের শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা। কশীয়া কোরেয়ার বন্দর প্রবং করিবার জন্য [illegible] হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনরলও এবিষয়ে বিশেষ সাবধানী হইয়াছেন।

সন্ত্রাস্ত লোকালে দুটী স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীর মৃতদেহ সহগমন করিয়াছে।

ইণ্ডিয়া লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে মুর্শীর নিকটে একটী ইংলিস দেশীয় স্কুলের বলি বিষয় উত্থাপন করা হয়, তাহাতে অনেক বালুর সাহায্যে ব্রাহ্মণ রক্ষা পায়। কাশীতেও কি তাই আছে না কি?

শিমলার নিকটে একটী বাঘ আসিয়াছে। এটী মেরে [illegible] কোন বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা হইবে?

সাহারিয়ার দুর্গ কাণ্ডটির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পুলিস কি নিদ্রা যাইতেছেন?

জাপান গেজেটবলেন, ওয়াকা একজন দুঃখ ১১ বৎসর কাল বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছে। সম্প্রতি স্কুলের কোন বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক জাপানীর তাহাকে উপরোক্ত কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তি উহার কিছুই বলিতে পারে না। সে মাত্র ভাষা এক কালে ভুলিয়া গিয়াছে। আত্মীয়দের আশঙ্কা হইতেছে, সে ব্যক্তি ক্রমে, অল্পে অল্পে দুঃখ ইংলণ্ডও ভুলিতেছে, পরে [illegible] ভাষা ভুলিয়া যাইবে।

[illegible]

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, বেওয়ালীর রাত্রিতে যে ভাসাঁকোর একজন মিঠাইওয়ালা ২৪ ঘণ খাজা বিক্রয় করে। এসংবাদে অনেকের সন্দেহ গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা হইবে সন্দেহ নাই।

শুনা যাইতেছে গত সপ্তাহে বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে এক সভা হইয়া আসন্নিক দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ ভারত ব ীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিবার প্রস্তাব হয়। চাঁউলের রপ্তানী বন্ধ উহার অন্যতর উপায় স্থির হয়।

১৪ কার্ত্তিক বুধবার।

আগামী ১৭ ই নবেম্বর আপ্রাণ গবর্ণর জেনরলের রওয়ানা হইবে।

পিরমিয়র বলেন, সর ষ্টিচার্ড টেম্পল লাভ নর্থব্রুকের সহিত কলিকাতায় আসি ছেন।

বিকেনিয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন এবার তথায় লোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইন্দাস, মঙ্গলকোট মন্ত্রের এবং যেমারি, বর্দ্ধমান বিভাগে রেজিষ্টরির জন্য এই চারিটী নূতন সব রেজিষ্ট্রি হইয়াছে।

বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের গতন সাহেব কিছু ভাষার পরীক্ষা দিয়া সম্মান সূচক উপাধি এবং দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং বোর্ডিলন সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা দিয়া এক প্রশংসা পত্র ও দুহাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজস্ব বিভাগ হইতে অপসৃত হওয়াতে জেমস টেলর সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে এবং ষার্ট সাহেব পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

১১ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২১৬ জনের মৃত্যু হই য়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৭ জনের মৃত্যু হয়। অন্যেই অধিক লোকের মৃত্যু হয়।

কিছুদিন হইল কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার নামক এক ব্যক্তি আহিরিটোলাতে চারি বৎসর বয়স্ক একটী বালককে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল বালকটী তাহার জাতা সে তাহার ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ, অতএব কেহ যদি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয় সে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহ য় কথা বার্ত্তায় সন্দেহ হওয়াতে একজন পুলিসে সংবাদ দেয়। ঐ ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছে, সিয়ালদিয়া হইতে সে উহাকে চুরি করিয়া আনে। বালকের বাটীতে সংবাদ দেওয়াতে উহার পিতা আসিয়া লইয়া গিয়াছে। আজিও ছেলে ধরার ভয় গেল না?

ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ নামক যে এক সংবাদ পত্র আছে উহা প্রতি দিন ১১০০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরালড সংবাদ পত্র প্রতি দিন ১৫০০০০ খণ্ড এবং রবিবার ১১০০৮০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। এক দিবস এই পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যা প্রচারিত হয়, সেই দিবস দুই লক্ষ পত্রিকা বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৫ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

রেলওয়েতে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ইউরোপীয় আরোহির সহিত রেল গাড়ীতে যাওয়া ক্রমে ভার হইয়া উঠিল। সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান পত্রে লিখিত হইয়াছে, সেদিন এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে গাড়িতে যাইতেছিলেন। একজন সাহেব সেই গাড়িতে উঠিয়া উহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং উহার দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করেন। ভদ্র লোক টীর দুর্ভাগ্য, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার অপরাধ কি? এ উত্তরও সাহেবের সহ্য হইল কেন? তৎক্ষণাৎ প্রহার আরম্ভ করিলেন। সে সময় একজন কনষ্টেবল আসিয়া উহার জীবন রক্ষা করিল। সাহেব তাহাকে এরূপ প্রহার করেন যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়াছিল। আমরা রেলওয়েতে এরূপ ঘটনার বিষয় প্রায় শুনিতে পাই। ইহার কি নিবারণ হইবে না?

বারিষ্টার আমেণ্ট সাহেবের জামাতা শ্বশুরের সম্পত্তি অধিকারের জন্য বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে এক লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় তাহার ৮০ লক্ষ টাকা আছে। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ডে তাহার বিস্তর আছে। তাঁহার অনেকগুলি বিড়াল আছে, উহাদের এক একটীর এক একরূপ গুণ। ঐগুলি এবং তাহার লাইব্রেরি নীলামে বিক্রীত হইবে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক ডবলিউ ম্যাকলারেন্ স্মিথ সাহেব এক বৎসরের বিদায় লইয়াছেন।

আগামী ২৭ এ নবেম্বর হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসিয়ন বসিবে।

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত তাঁহার দুটী কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইঁহার কন্যা দুটীকে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন।

গত কল্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচারের শেষ হয় নাই, ৪ ঠা নবেম্বর মঙ্গলবার পুনরায় মকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে। যদব চন্দ্রভারতী নামক যে একজন সাক্ষী ছিল সে উপস্থিত হয় নাই, পুনরায় তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। তাহার সমুদায় সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। গত কল্য আর এক জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে মাত্র।

কেও অর্থাৎ ইংরাজ বলেন একজন কফীর একটী মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য আজমীরে অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল, সে ব্যক্তি হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়, পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়াছে, সে এখন আজমীরের জেলে মসজিদ বাস করিতেছে।

আজমীরের এক ব্যক্তির দুইটী স্ত্রী ছিল। একজন তাহার প্রিয় ও একজন অপ্রিয় ছিল। সে ব্যক্তি আপনার বিশেষ অনুরাগের পাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অপর টীকে হত্যা করে। হত্যা কারী কোন ক্রমেই অপরাধ স্বীকার করে নাই, কিন্তু তাহার প্রেয়সী সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনি নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং হত্যা কারী স্বামীকে ফাঁসি কাষ্ঠের আলিঙ্গনে অর্পণ করিয়াছে।

বরদার গাইকুয়ার সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষে একটী হাইকোর্ট খুলিবার বাসনা করিয়াছেন।

মুরাদাবাদ বিদ্যালয়ে কাস্টালিয়োগের বেহালার লোকদিগের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। পাটনীর কবিবরের বলেন, বেহারে দুই পাখীর সংখ্যা অতি অল্প। যে দুরা তাহারা পরম করে তাহা বিলাতি ভেজাল দুরা অপেক্ষা মহার্ঘ হইতে প্রস্তুত হয়। এক সংসরের মধ্যে তথায় দুরার দোকান ৮০০ করিয়া গিয়াছে।

১৯ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

ডাক্তার কট্‌সের মৃত্যুতে ডাক্তার টমসন পাখার সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত কর্ম্ম ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালে মুসলমানদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের বড় অনুগ্রহ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি তত্রস্থ কউন্সের কলেজের অধ্যক্ষ গেজেটে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন "১৫ টাকা বেতনে একজন কেরাণীর প্রয়োজন মুসলমানদিগের আবেদন অধিক আদরণীয়"।

ডাক্তার কর্ণবিলাস যে রায় বাহাদুর ভারতবর্ষের কতকগুলি উৎকৃষ্ট এষধি এবং তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়া বিলাত প্রবর্ণমেণ্ট পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটী মেডাল দেওয়া হইয়াছে।

দুর্কির সুলতান নিজ সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ বন্দুকধারী হইয়াছেন।

চীনের ৬০ জন ছাত্র আমেরিকায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে; কিন্তু তাহাদের প্রতি ১০০ ছাত্র আমেরিকায় হইয়াছে।

নেপালে খাদ্য সামগ্রী এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে অনেক কুলি তথা হইতে দার্জিলিঙ্গে উঠিয়া আসিতেছে।

কাশীধাম হইতে অনেক লোক আমেরিকায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। গত আগষ্ট মাসে ৪০০ কাশীর আমেরিকায় গমন করে। কাশীধামে দুই একটী প্রদেশ একবারে জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পাদ্রি সাহেব এডগার সাহেবের পরে কিছু দিনের জন্য দার্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিশনর হইয়াছেন।

ফিজী গোজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, কোরাজী সুলতানি নামক একখানি লাহোরস্থ সংবাদপত্রে কাবুলের সংবাদ লিখিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া আমীর তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজা আপনার ভিসেরের বদলে অন্যতে একটী কৃষি প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রজাহিতৈষী লার্ড মর্লক দুর্ভিক্ষ বন্ধ সংবাদ পাইবামাত্র লিখনা পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। যাহাতে দুর্ভিক্ষের নিবারণ হয় কাহার সংহারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার উপায় বিধান করিবার জন্যই তিনি সত্বরায় প্রস্থান করিয়াছেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ বন্ধ সময় সাহেব যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, লার্ড মর্লক আজি যদি সেইরূপ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সংবাদ অবধেলন পূর্ব্বক আত্মোন্নতিতে মত্ত হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশও যে উৎসন্ন যাইত না কে বলিতে পারে? লার্ড মর্লক তাই সকল ভাবে প্রজাদিগের অনুরাগ ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

ডেলি নিউস বলেন, ইয়ারকণ্ডের নিকটবর্ত্তী ওক্তলগাছা নামক গ্রামে এক ব্যক্তি একটী ইদুরের বল পাতিয়া রাখেন। কলে ইদুর না পড়িয়া একটী সর্প পড়ে, মনে করিলেন ইদুর পড়িয়াছে, এই মনে করিয়া সেই অন্ধকার ঘরে [illegible] কলে হাত দিয়াছেন অমনি সর্পে দংশন করিয়াছে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

এইবার যুদ্ধ কেরাণীর অন্ন মারা যায়। আমেরিকার এক ব্যক্তি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা দ্বারা প্রতি মিনিটে ৭৫ টী কথা লেখা যায়।

বীজন গ্রামের রাজা বাঙ্গালে একটী কোঠারা নির্ম্মাণার্থ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সাত সমুদ্রকে, আপনার কবিত্বের গর্ব্ব সাগরে ডুবে আপনাকে নীলকবি ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ভাল হইবে।

আমাদিগের অন্তঃপাতিনী সহযোগী সাধারণী হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে ৺ভবানীপুরের অন্তর্গত কালের অধিষ্ঠাত্রী ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবে না।

কাশীধামের বেলা ৩ ঘণ্টা প্রদর্শন ৩১ এ অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত থাকিবে।

গত অধিবেশনে মিউনিসিপাল গবর্ণর জেনরেল কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়া এই স্থির হয় যে লার্ড মর্লক কলিকাতায় গিয়া কাউন্সিলের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে কাউন্সিলও মর্লকের অনুপস্থিতিতে নিয়মের কাজ করিতে পারিবেন। মর্লকের অনুপস্থিত কালে কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হইবেন।

দিনাজপুর রাজা রাজার সহরের খানি ভেঙ্গে দিয়ে অন্য বিদ্যালয়ের আর একটী জমি স্থির করিয়াছেন।

[illegible] পুলিসের বাবু একটী অন্ধকারের [illegible] পড়ে দেখা গেল। [illegible] পুলিস ইন্সপেক্টর একজন [illegible] গুদামকে [illegible] করিবার জন্য [illegible] গুদামের সরকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বাঁধিয়া বাখি [illegible] বিকট চালাক [illegible] পুলিসের [illegible] করিয়াছে। [illegible] পুলিসেরা এই সংবাদ হওয়াতেই এই ঘটনা হয়। অনেকেই অনুসন্ধানে উহাদিগকে বিশেষ খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছিল। তখন বাহিরেতে [illegible] বাহির পুলিসের বিকদ্ধে [illegible] করিবে। [illegible] পুলিসেরা [illegible] একবারে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

লিকাতার গঙ্গাদিগের প্রতি একটু টণাত কর্ত্তব্য।

আগামী জানুয়ারি মাসে লিবাডিয়াতে মাংসের রাজপুত আলফ্রেডের সহিত নীয়ার প্রাণ্ট ডচেস মেরির বিবাহ হবে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে যে ক্টী ব্যবসায় শ্রেণী খুলিবার কথা হই ছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তদ্ভিন্নিক্ত মাসিক টাকা এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় রবার জন্য এককালে হাজার টাকা ার আজ্ঞা দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মিরাটে লিখিয়াছেন, ২১ এ ক্টোবর বুধবার ইটালির একজন চাষা ক মুসলমানের দোকানে প্রেক কিনিতে য়। প্রেক ক্রয় করা হইলে সে দোকান-রের অনুমতি না লইয়া আর দুই তিনটী প্রেক তুলিয়া লয়, ইহাতে ঐ মুসলমান কানদার ক্রুদ্ধ হইয়া উহার পেটে পদাঘাত রে, উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে মরে একজন পাহারাওয়ালা সেখানে াড়াইয়াছিল, কিন্তু সে হত্যাকারীকে রিবার চেষ্টা না করিয়া কাঠের পুতুলের ায় দাঁড়াইয়া রহিল, হত্যাকারীও অনা সে পলাইয়া গেল। পুলিস অনুসন্ধান রিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে রিতে পারেন, নাই। তাহার মৃত দেহ হাঁস াতালে পাঠান হইয়াছে।

গত বুধবার আমাদিগের গ্রামের ার্শ্ববর্ত্তি কোদালিয়া গ্রামে দুইটী ত্রীর হত্যা হইয়া গিয়াছে। একজন াড়াল একেবারে স্ত্রীদ্বয় আরোগ্য ইয়া দিব বলিয়া দুইটী বালককে একটী ঔষধ খাওয়ায়। বালক দুটী খেলিয়া বেড়াইতেছিল, ঔষধ খাইবার পর ১ ঘণ্টার ধ্য তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এখানকার ডাক্তার বাবু অক্ষয়লাল ভট্টাচার্য্য একখা ন পত্র লিখিয়াছেন। তাহা প্রকাশ্যস্থানে সন্নিবেশিত হইল, অনুবাদক মহাশয় যেন সেখানি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে বিস্মৃত না হন।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"এ প্রদেশে জলাদির অবস্থা নিতান্ত মন্দ দৃষ্ট হইতেছে। মহাজনেরা অনেক চাউল ধান্য গোলাজাত করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহি দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছে না। কৃষকদিগের ঘরাকার জন্য উচিতমূল্যে আউস চাউল, কাঁচা ৷৷১ ।৷২ সের মোটা ধান্যের চাউল ৷৷ ।৷৹ সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

১৭ ই কার্ত্তিক শনিবার।

মরিষাতির গবর্ণমেণ্টের রাস্তার পার্শ্বস্থিত যে শবদাহ স্থানটীর বিষয় দোষ প্রকাশে লিখিত হয়, সেই কষ্টটী দূর হইবার আশা হইতেছে। সাউথ সুবারবান মিউনিসিপালিটীর সভাপতি ও ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অদ্য প্রাতঃকালে তদারকের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। শ্মশানটী স্থানান্তর করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন অবধি গ্রামবাসিরা আর যেন সেখানে শবদাহ না করেন। বাবু নিমচাঁদ বসুর গঙ্গার দক্ষিণ ধারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সকলের বিশেষ অসুবিধা হইবে না অথচ অনেকের ক্লেশ নিবারণ হইবে।

সাউথ সুবারবান মিউনিসিপালিটীর গত অধিবেশনে হরিনাভির নয়ন রোডের সংস্কারের জন্য ১১০ টাকা পাশ হইয়াছে। এই রোডের কতকগুলি পুল আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ঠিকাদার তদারক করিতেছেন। নবীন বাবু যেরূপ ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিলেন তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। মিউনিসিপালিটী অধিক টাকা দিবেন না। অথচ অল্প ব্যয়ে সারিবার চেষ্টা করিতে গেলে পুল কয়টী কম মজবুত হইবে। অধিম বাবু ইচ্ছা করিলে ইহার উপায় করিতে পারেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু রায় বাহাদুরের পীড়া আবার বৃদ্ধি হইয়াছে ডাক্তারেরা নাকি হতাশ হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু পেটী আফিসে অনেকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এবং দেশে তাঁহার সুখ্যাতির ও অভাব নাই। তাঁহার এই পীড়ায় কলিকাতে সকলেই দুঃখিত আছেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, মাণিকগঞ্জ ৯।১০ ঘর বাজার নিম সী ৮ ঘর কাহার নামক এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। সে তাহার একটী স্ত্রীকে সর্ব্বদা প্রহার করাতে ঐ স্ত্রী তাহার নামে মাণিকগঞ্জের ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। তাহাতে উক্ত কাহারের ২ টাকা দণ্ড হয় এবং তদ্বিষয়ে উক্তরূপ মাইর পিট না করে এই নিমিত্ত সাত টাকার মুচলকা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু চামার তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় ঐ স্ত্রীকে প্রহার করে। সুতরাং পুনরায় তাহার নামে নালিশ উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার সমন জারি হওয়ার পর এক দিবস ঐ চামার কিয়ৎ পরিমাণ শরাপ ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজে পান করে ও ঐ স্ত্রীকে পান করিতে দেয় এবং এ সময়ে ঐ স্ত্রীকে মকদ্দমার দত্ত বয়দারী দিতে অনুরোধ করে কিন্তু স্ত্রী তাহাতে কোনরূপ সম্মতা না হওয়াতে চামার ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দাত্রঘা মারা স্থানে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। তদ্বিধায় লোক জমা কতিপয় লোক অগ্রসর হইলে তাহাদিগের মধ্যে পতিতাও দুই ব্যক্তিকে টাঙ্গি অর্থাৎ এক প্রকার কুঠার দ্বারা জখম

গলাও টাঙ্গির আঘাত করিয়া কাটিতে হয়। আহত ব্যক্তিরা এ স্পটালে নীত হইয়াছে, বিচারে যাহা হয় পশ্চাৎ জানা যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আক্টোবর। সমাজতন্ত্রে প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে আনার্কিষ্টেরা যে আপত্তি করেন এবং তাহা দূর সেই সকল আপত্তি সমূলক। তাহার অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

এডন হইতে ২০০ টাকা [illegible]

এডেন ১৫ এ ডিসেম্বর। ২০০০ তুর্ক সৈন্যের অধিনায়ক হবু উপক্রম করিতেছে। ইয়ামিদের ৫ অশ্বারোহী পলাতিক ও কোলাজার এমির অধীনে এডেন যাত্রা করিয়াছে। অদ্যই ইহার নির্দ্ধারণ যাত্রা করিয়াছে।

[illegible] ৯ই আষ্টোবর। দারিদ্রের নাম্বে-[illegible]ছিয়া আপনার সাময়িক সংবাদ পত্রে কাউন্ট ডি [illegible]ছাবাতের বিরুদ্ধে [illegible]পিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত [illegible] [illegible] দেওয়া হইয়াছে

[illegible] [illegible] হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible]

করিয়া থাকে, তন্মধ্যে গত মেলেরিয়া জ্বর ও প্লীহাযকৃৎ জীর্ণরোগীর সংখ্যা অধিক। যাহা হউক যাঁহারা কেবল সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া নিজ মন্তব্যমতে পুরাতন দুরের ও মেলেরিয়ার আসাল স্থান নির্ণয় করেন তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন সন্দেহ নাই।

কি সর্ব্বনাশ! কার্ত্তিকের অর্দ্ধেক অতীত হইতে চলিল তথাপিও এক বিন্দু বৃষ্টি হইল না সাধারণের ও দুঃখী প্রজার। কৃষক এক্ষণে হাহাকার করিতেছে। ধান্য সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং তৎপ্রযুক্ত কড়ুই কলাই মুগ মটর কি জমীর সংস্কার সমস্থিত হইয়াছে তণ্ডুলের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি যে গত শুক্রবার ২৫ সের (১০ সিক্কার) হিসাবে, গত ৫ ই কার্ত্তিক ২৩ সের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, অদ্য অতি সামান্য চাউল ২১ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ করিতেছি এবারে যেন ভিন্ন দেশে চাউলের রপ্তানি করা না হয়, যেহেতু এবারে দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৮৬৬ খৃ অব্দে সার সিসিল বীডন মহোদয়ের সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশে যে রূপ দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য হত্যা হইয়াছিল। তাঁহাদের সেরূপ সার জর্জ্জ কেম্বেল হওয়ার অধিকারে সেরূপ অভিনয় না হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূজার পূর্ব্বে আমরা অত্রত্য বিচারালয়ের প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুবিচারকতায়ও বহুদর্শিতার বিষয় লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এক জন পুরাতন বহুদর্শী বিচারপতি হইয়াও অনেক বিষয়াবধি উপস্থিতলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। এই বিষয় আমরা আক্ষেপ করিয়া সোমপ্রকাশ দ্বারা হাইকোর্টের গোচর করিয়াছিলাম, বোধ হয় আমাদের ঐ লেখা দেখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ জজ কখন ন, ময় উক্ত বিচারপতির প্রতি সদয় হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা কর্ত্তৃ আহ্লাদিত হইয়া পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যাবতীয় জাইকোর্ট বিচারালয় অপেক্ষা মেদিনীপুরের জজের কর্ম্ম সকল সুসম্পাদিত হইতেছে এবং সেই কারণ সকল বিষয়ে সুবিচার হইতেছে।

আমাদিগের মাইটঘংস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন —

রেলওয়ে কোম্পানির অবাধিতা নিবন্ধন সময়ে সময়ে আরোহিগণের বহুপরোনাস্তি অসুবিধা হইয়া থাকে। আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছি। সুরাপানে মত্ত আরোহিদিগকে রেলওয়ে সকটে প্রবেশিতে দেওয়ার নিয়ম নাই। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ঐ সময় লিখিয়াছিলাম যে ইউরোপীয়কে এক খানি ফার্ষ্ট ক্লাস সকটে যাইতে দেওয়া হইয়া ছিল। এই ঘটনার পর আরোহিদের অসুবিধা যেরূপ হইয়াছে, তাহা আমরা সেই সময় পাঠকগণকে জানাইতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু আমরা ঐরূপ একটী বিষয় পাঠক দিগকে জানাইতেছি। গত ১১ ই আশ্বিন মঙ্গলবার সকট শ্রেণী রাত্রি ৮ টার সময় শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দে যাত্রা করে, তাহার ষষ্ঠীর শ্রেণীর এক খানি সকটে ধরা ধরি করিয়া একজন হতজ্ঞান ইউরোপীয়কে তুলিয়া দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি এত মাতাল হইয়াছিল যে এক বার সিটের উপর শুইয়া পড়িলে আর উঠিতে পারে না। সে ব্যক্তি সকটে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই ঘটনার পর আরোহিদের অসুবিধা যেরূপ হইয়াছে, তাহা আমরা সেই সময় পাঠকগণকে জানাইতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু আমরা ঐরূপ একটী বিষয় পাঠকদিগকে জানাইতেছি। গত ১১ ই আশ্বিন মঙ্গলবার সকট শ্রেণী রাত্রি ৮ টার সময় শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দে যাত্রা করে, তাহার ষষ্ঠীর শ্রেণীর এক খানি সকটে ধরা ধরি করিয়া একজন হতজ্ঞান ইউরোপীয়কে তুলিয়া দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি এত মাতাল হইয়াছিল যে এক বার সিটের উপর শুইয়া পড়িলে আর উঠিতে পারে না। সে ব্যক্তি সকটে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] সকটে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] ইউরোপীয়দিগকে [illegible] ইউরোপীয়দিগকে [illegible] ইউরোপীয়দিগকে

ব্যাঘ্র মত হইয়াছে। বাইটন্‌র ক্রমে দুঃখের ঘন হইয়া উঠিল।

অতিপয় দিবস হইল লক্ষ্ণৌ হাস নামক অনেক কৃষাণের পল্লী একবারে চারিটী সন্তান প্রস [illegible]। সন্তানগুলি তুমিষ্ট হইয়া [illegible] ছিল।

পরীক্ষকদিগের প্রতি।

শ্রীযুক্ত শুভচন্দ্র মণ্ডল, চাঁইপাট। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার সমস্ত উত্তর দেওয়া [illegible]। ৭ই অক্টোবরের গবর্ণমেণ্ট গেজেট খুলিলে বিশেষ জানিতে পারিবেন। তবে আপনার প্রার্থনানুসারে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। যাঁহারা সিভিল শ্রেণীর টৈকাল হইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের এগুলি আবশ্যক। ১ম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে অথবা হাইকোর্টের তিন জন জজের সমক্ষে এমন পরীক্ষা দিতে হইবে যাহা প্রবেশিকা পরীক্ষার সমান। ২য়। সেই বৎসর নবেম্বর মাসের ১লার মধ্যে পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরীক্ষকদিগের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৩য়। সচ্চরিত্রের সার্টিফিকিট দেখাইতে হইবে। ৪র্থ। বয়স ২০ বৎসরের অধিক হওয়া আবশ্যক। ৫ম, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের খজানায় ২০ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৬ষ্ঠ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিবার সময় আবার ৭৫ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৭ম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করিতে হইবে। ইহাতেই বোধ হয় পত্র প্রেরক সন্তুষ্ট হইবেন।

কদাচিৎ সমীক্ষা। বাবু রাজেন্দ্র কুমার [illegible] ঔষধালয় দ্বারা দরিদ্রদিগের উপকার হইতেছে কি না? পত্রপ্রেরক মহাশয়ের নিকট যদি সমস্ত বিবরণ জানিতে পারি তবে ও রাজেন্দ্র বাবুর পরোপকারের বিষয়ে এ প্রকাশে আর এক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। এ বিষয় একবার বলা হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি যাই!

আমি যাই! বঙ্গবাসি! তবে আমি যাই,
অকূল সাগর জলে জীবন ভাসাই।
হা জননি! বঙ্গভূমি! কোথায় রহিলে তুমি
জনমের মত তবে আজ আমি যাই,
মনে রেখ, মনে রেখ, বঙ্গবাসি ভাই!

(২)

এলোকেশি! মা প্রেয়সি! রহিলে কোথায়
নবীন জনম মত জলে ভেসে যায়।
তোমারে পাঠায়ে দিয়ে, ভাবিলাম নিজে গিয়ে
মিলিব তোমার সনে, সে বাসনা হায়!
পূর্ণত হলো না, ঘরে রাখিল আমায়।

(৩)

প্রিয়াহীন বঙ্গভূমি ঘরেছে আঁধার,
তাই আমি হেন দেশে থাকিব না আর!
অশিলাম সিন্ধু পারে, সে নির্জ্জনে অনায়াসে
জানিব, জীবন সাধ ঘুচেছে আমার!
সঙ্গেহি সন্তান আমি ছাড়িনু সংসার!

(৪)

বন্ধুজন বন্ধুগণ! পাষাণের ঘরে
রয়েছ অনেক স্নেহ সদয় অন্তরে,
ভেবে কি বলিব আর, নমস্কার নমস্কার!
জানাইতে কৃতজ্ঞতা বাসনা অন্তরে,
কিন্তু যাই, থাকিব না প্রিয়া-হীন ঘরে।

(৫)

কেউ ত আমায় যাই কে দেয় বিদায়!
তাই আজ বঙ্গভূমি ডাকি মা তোমায়!
দেও মা বিদায় দেও, জননি গো দুখেরও
যাই আমি, কেন আজ বুকফেটে যায়,
অধীর হৃদয় কেন। সংসারীর প্রায়।

(৬)

হৃদয়রে! সে সুখের প্রিয়ার শরীরে
অস্ত্রাঘাত করিয়াছ, এ সময়ে কিরে
হারালে সে কঠিনতা? আমি যাই এই কথা
বলিতে আকুল আজ তার অশ্রুনীরে,
তপস্যা করিতে যাই আসিব তা ফিরে?

(৭)

হে ঈশ্বর! কি বলিব যাবার সময়

শক্তলা হারিয়া যা(ও)য়া ভাবিত ত নয়,
যাব্জিয়া করিয়া যাই, দুখে দুখি কাজ নাই,
কিন্তু এই নিবেদন করো ধর্ম্ম তায়,
করোনা কাহারো সুখ আর বিষময়।

(৮)

বঙ্গদেশে লীলা খেলা ফুরাল আমার,
আমি যাই, বঙ্গবাসি তবে নমস্কার!
রেখ হে আমারে মনে, বল পুত্র-পৌত্রগণে
কি কারণে, কি রূপে যা ছাড়িনু সংসার,
প্রিয়াহীন বঙ্গভূমে থাকিব না আর!

হতভাগ্য

শ্রীনবীন

হাতুড়িয়া বৈদ্যের কি ভয়ানক চিকিৎসা।

মহাশয়! আমি ৫ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে যে প্রেরিত পত্র লিখি তাহাতে মহাশয় লিখিত আছেন যে যে গ্রামে মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেই সেই স্থানে হাতুড়িয়াদিগের বড় প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ আমরা নিম্নলিখিত শোচনীয় ঘটনাটী বিস্তারিত রূপে প্রকটিত করিলাম।

আমাদিগের বাসভূমীর নিকটস্থ কোন গ্রামে দুই জন কৃষকের দুইটী পুত্র গত কল্য বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় একস্থানে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একের বয়ক্রম প্রায় ৭-৮ বৎসর ও অপরের অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিক বয়স্কটী আমার চিকিৎসা দ্বারা পূর্ব্বাবধি মেলেরিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সবলকায় হইয়াছিল, কেবল এপিডেমিকের সময় প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে তাহার দুই এক দিন সামান্য জ্বর হইত। অপরটীও উক্ত পীড়ায় বহুদিবসাবধি আক্রান্ত ছিল, কিন্তু তাহার কোন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয় নাই। এই বালকটীর পিতা তাহার প্রতিবাসীর মুখে শুনিল যে তাহাদের একজনের বাটীতে প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ করিতে সক্ষম এমন এক ব্যক্তি আসিয়াছে এই কথা শুনিয়া সে তাহাকে আপন বাটীতে ডাকিয়া আনিল এবং পুত্রের পীড়ার বিষয় আদ্যোপান্ত বলিল। তখন হাতুড়িয়া চিকিৎসক একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধে অপরাপর কি কি দ্রব্য ছিল [illegible]

পারিনী; তদ্বিলম্বে যে রোগী ভয়ানক জলে ভিজাইয়া সেই জল ও সজনার শিকড়ের ছাল বেঁটে করিয়া তাহার রস, এই উভয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঐ হতভাগা শিশুকে সেবন করান হয়। অপর বালক টীর পিতা তাহার পুত্র একবারে মেলেরিয়া জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়া প্রতিবাসীর দৃষ্টান্তানুকরণ করিল। ঐ ভয়ানক ঔষধ উদরস্থ হইবা মাত্র তাহার কার্য্য সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রোগীর সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত ও কম্পিত হইতে লাগিল। উহার সঙ্গে ভয়ানক দারুণ পিপাসা উপস্থিত হইল, নিশ্বাস মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে শরীর অবসন্ন হইয়া তাহাদিগের উভয়েরই মৃত্যু হইল। যে ব্যক্তি ঔষধ সেবন করাইয়াছিল সেও তৎকাল তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর লক্ষণাদি পূর্ব্বেই প্রকাশ করে। ঔষধ সেবনের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে লইতে আইসে, কিন্তু তৎকালে আমি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে রোগী দেখিতে গমন করা হিসাব মুতবং সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা চলিয়া যায়। এই ঘটনার প্রায় ৪। ৫ ঘণ্টা পরে আমি প্রত্যাগত হইলে তাহারা পুনরায় আমাকে ডাকিতে আইসে। আমি শুনিবা মাত্র তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেখিলাম যে উভয়েই অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আমি বাহ্যিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে চক্ষু উন্মীলিত, তারা প্রশস্ত, উদর স্ফীত ও কণ্ঠনালী ও মুখ বমনের চিহ্ন লক্ষিত হইল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তৎকাল পর্য্যন্ত শিথিল আছে। পোষ্ট মর্টেম এক্জামিন করিতে না পারাতে অপরাপর চিহ্ন সকল বলিতে পারিলাম না। কিন্তু জীবিতাবস্থার লক্ষণ সমুদায় শুনিয়া এবং মৃতাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইল যে উক্ত ভয়ানক ঔষধ বিষের কার্য্য করিয়াছে। রোগীর ইহার প্রধান কারণ। আমি তাহাদিগকে এবিষয় পুলিষের গোচর করিতে বলিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করি। অদ্য প্রাতঃকালে শুনিলাম যে তাহারা সেনা পুরের সব ইন্সপেক্টরকে জানাইয়াছিল, কিন্তু কেহ করিয়াদী না হওয়াতে তিনি মৃত বালকদ্বয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমরা সর্ব্বদাই এই সকল বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেছি, কিন্তু ঔঁহারা এ সকল বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া বধির হইয়াছেন। প্রথমতঃ যদ্যপি এই এবিষয়টী উপেক্ষিতহয় তাহা হইলে এই সকল হত্যাকারী হাতুড়িয়াদিগের বল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ও নিম্ন ব্যক্তিদিগের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়তঃ করিয়াদী নাই বলিয়া সব ইন্সপেক্টর মহাশয় অপরাধ মৃত্যুর পোষ্ট মর্টেম এক্জামিনেশন ব্যতিরেকে যে অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ার আজ্ঞা দেন তাঁহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

এইরূপ হইলে অনেকেই হত্যা করিয়াও পার পাইতে পারে যেহেতুনিষিদ্ধ ঔষধ সেবন করান এ অস্ত্র দ্বারা হত্যাকরা এই উভয় বিষ হত্যার কিছু উত্তম বিশেষ নাই। যখন দেখিতেছি যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিলে করিয়াদী না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট করিয়াদী হইয়া তাহার তদারক হয় তখন এরূপ হত্যার বিশেষ রূপ তদারক না হইলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই নিন্দনীয় হইবেন। উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট হইতে এবিষয়টী বিশেষ তদারকের হুকুম হয় এবং যে সকল হাতুড়িয়া হত্যাকারিরা এইরূপে হত্যা করিয়া পার পাইতেছে তাহাদের শাসনের নিমিত্ত কোন বিশেষ আইন জারি হয়।

চাঁদ্দিপোতা
১২ ই কার্ত্তিক ১২৮
শ্রী অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য
এল, এম, এস,

এপিডেমিক কিবার এদেশে এরূপ প্রবল প্রতাপ হইয়াছে যে প্রত্যেক গৃহে আবাল বৃদ্ধ বনিতা পীড়িত। কেহ কাহারো তত্ত্বাবধান করে এরূপ সামর্থ কাহারো নাই। জগদীশ্বর দরিদ্রগণকে মুখমণ্ডলীর এক মাত্র আধার করিয়াছেন। এরূপ দুরবস্থাতেও এদেশে চিকিৎসক ছিল না। যদিও ঘরটা অধিক সংখ্যক ডাক্তারগণ হইতে চিকিৎসক আনাইয়া কাপালাদের চিকিৎসাকরণে সক্ষম। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্রদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুঃসাধ্য, একারণ আমরা অসমবেত হইয়া ইতিপূর্ব্বে দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট একজন ডাক্তার প্রেরণার্থ আবেদন করিয়াছি। উক্ত মহোদয় আমাদিগের প্রতি সাতিশয় অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক একজন নেটিব ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচন্দ্র নাগ তিনি আমাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক আন্তরিক যত্ন ও যথাসাধ্য কায়িক পরিশ্রম সহকারে চিকিৎসা করিয়া অসংখ্য মুমূর্ষাপীড়িত দরিদ্রগণের প্রাণরক্ষা করতঃ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন এবং সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার এস্থানে উপস্থিত থাকাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। বাবু দেশের হিতসাধনার্থে স্বয়ং প্রতিদিন পাঁচক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক এক কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রোগীদিগের বাটী পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনেক দুঃসাধ্য রোগের যথোচিত চিকিৎসাকরতঃ তাহাদিগকে জীবন দান করিতেছেন। ইনি কতিপয় সজ্জন ও সদ্ধর্ম্মাক্রান্ত এদেশস্থ ইনি এস্থলে উপস্থিত না থাকিলে অনেকেই কাল কবলে পতিত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। এদেশ ইহাঁর এলাকায় থাকিলে, এস্থলে ইহার ডেথকে রেট কম হইলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই।

সৌভাগ্যবশতঃ সিবিল সার্জ্জন মহোদয় এবিষয় সুস্পষ্ট মনোযোগিতার সহিত ঔষধ নিষেধিত হইলে যথাসময়ে ঔষধ প্রেরণ ও মধ্যে মধ্যে তদধীনস্থ ডিস্পেন্সরির সমুচিত তত্ত্বাবধান বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান আছেন।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনীয় এই যে রোগী সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, একজন চিকিৎসক দ্বারা সকলের চিকিৎসা সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না অতএব শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব

...ত'দুর কি...কর্ণিক অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এদেশে আর একজন ডাক্তার প্রেরণ ক'রলে আমরা চিরবাধিত ও সান্ত্বিশয় অনুগৃহীত হই।

ক্ষীরপাই। ৮ ই কার্ত্তিক ১২৮০ সাল — অনুগত শ্রীযজ্ঞেশ্বর পাত্রাড়ী

—:০:—

হুগলী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মুড় মুড় সমস্তিবিভাগের অধিন গোষাঁইখণ্ড প্রভৃতি ১৪।১৫ খ'নি গ্রামে ...মেরিয়া জ্বরে বহু সংখ্যক লোক পী'ড়িত হইয়াছে এবং অনেকেরই মৃত্যু হইতেছে। অল্পস্থ অধিবাসিগণের অধিকাংশই অত্যন্ত দুঃখী সুতরাং অর্থব্যয় ক'রিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে এমত লো'ক অতি বিরল। সিভীল্ সার্জ্জন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার চিকিৎসালয় নাই যে বিনাব্যয়ে তাহারা চিকিৎসা করাইতে পারে, এজন্য চিকিৎসাভাবে বহুলোক কাল কবলিত হইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে মুড় মুড় সমস্তিবিভাগের বিখ্যাত লোক হিতৈষী, হুগো'লা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারা'য়ণ সিংহ মহাশয় ধ'নি'য়ার নিকট আবেদন করায়, তিনি সরেজমিনে অবস্থাগুলির অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে অদ্য বিস্তারিত রিপোর্ট করেন। বিগত ৫ ই কার্ত্তিক বিবা ৪ টার সময় বর্দ্ধমানের ডাক্তার সাহেব মহোদয় গোষাঁইখণ্ড গ্রামে পৌঁছিয়া গোষাঁইখণ্ড প্রভৃতি সকল গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর আবাসস্থলে গমন করত রোগী দিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া গোষাঁইখণ্ডে গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন ডিষ্ট্রিক্ট ডাক্তার পাঠাই বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শেষ সিভীল ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের এই অভিপ্রায়টী সফল হইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ দিন দিন যেরূপ মৃত্যু হইতেছে, ইহাতে কাল বসন্তে ডাক্তার প্রে' ত হইলে অনেক স্থল এক কালে শূন্য হইয়া যাইতে পারে। অতএব আমরা বিনম্র ভাবে ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, ...

ভিন্ন ঔষধাদি অবিলম্বে গোষাঁইখণ্ডে আবশ্যকমত ঔষধ ও একজন উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করুন।

গোষাঁইখণ্ড ১২৮০ সাল ৮ ই কার্ত্তিক — শ্রীগদাধারায়ণ বসুমহাশয়

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৪ এ অক্টোবর।

স্থানের নাম	মাইলমতি অন্তর	
	ক্রোশ	ঘণ্টা
চৌয়ালির নীচে	১২	৬
তথা হইতে হুড়পুর	৫	৪
তথা হইতে অভিপুর		
১ মাইলের মধ্যে	৫	৩
অভিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৮	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ অক্টোবর বহরমপুর নম্বর ঘাটের জলের স্তর।

ক্রোশ	ঘণ্টা
৬	১০

বহরমপুর ২১ অক্টোবর ১৮৭৩ — শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্ এণ্ড্রিউস ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকেল ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু এক ডৌড়ি সিংহ	
ঝিনেদা	৩।০
" বিশ্বম্ভরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
ডাঙ্গাড়ী	১০
" ঈশানচন্দ্র বসুমহাশয়	১০
কৈমরগঞ্জ গেন্দী—যোগেন্দ্রনাথ	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে বাহুল্য ব্যয়ের অগ্রিম বার্ষিক ১৫, ষাণ্মাসিক ৭।০ টাকা। মূল্য মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য প্রদান করা যায় না। চোর, ছুতি, মরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার কোনটার দ্বারাতে আঁকার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ মেমটীকিট প্রেরণ না করেন টীকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহা যেন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

ইহার পরিবর্ত্তনের সুতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের আবেদন করিয়া তাঁহাদিগের নাম ধাম জানাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেই একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোদাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা পাইব।

যাঁহারা কাহাকে না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

মেসার্স সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই, আর্দ্ধ তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

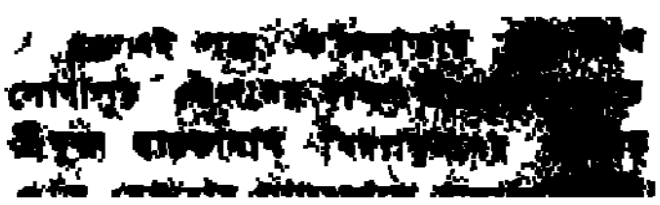

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৫০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮০। ২৩ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ১০ ই নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা ২৪ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট সংস্কৃত কলেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

শঙ্কর বিজয় অরতী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সার সঙ্কলনে

শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির

জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র, জন্মাবধি স্বর্গারোহণ গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় যাহা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপলব্ধি বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রহণাভিলাষ হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গার গুপ্ত প্রেসে ও বারাণসী সোণারপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌলিম গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র রেজিষ্টরি পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

স্বাক্ষর কারীগণের প্রতি প্রতি খণ্ড	১৷৷০
বিনা স্বাক্ষরকারী	২
ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড	৵

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য ও ময়দা প্রভৃতির ভাড়ার লঘুতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে যদি কেহ চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য অথবা ময়দা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে ১ মণের অন্যূন বোঝার পক্ষে প্রত্যেক মণে মাইল পিছু এক পাই এর আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেশন হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন ষ্টেশনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মলহাটী ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল ময়দা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে লঘুতার কথা হইল, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মুসারে ও ব্যয় হওয়াতে, যাঁহারা রপ্তানীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা কলিকাতার বন্দরে রপ্তানীর জন্য যে সকল দ্রব্য আনীত হইবে তাহার পূর্ণ ভাড়া দিতে হইবে।

এজেন্সি ই, আই, রেলওয়ে
১ লা নবেম্বর ১৮৭৩
সি, সিল টিকেনস

বাগণ্ডা এনট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টার ৩০ টাকা। পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। ৩১ এ অক্টবর
শ্রীবিনোদ চন্দ্র সেন সম্পাদক বাগণ্ডা, পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

"শব্দ কল্পদ্রুম।"

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেবনাগরাক্ষরে ডিমাই ৪ পেজি ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রিম পুরা ক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিখিয়া কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীনন্দ কান্ত মিত্র সেন

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৵০

ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা | শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৸০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

ধাতু শিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা। উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ॥০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু ঔষধে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত সুশ্রুত সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা ৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট | শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংসান ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাস ব্রিক।

কারার ব্রে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত সেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং মেটকাফ ষ্ট্রীট | বরণ এণ্ড কোং

—০—

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গলিভার
সেণ্টলমেণ্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েণ্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পব্লিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—০—

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে
ডেপুটী কলেক্টরি এজলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়ম হেমাম
সাহেব এক্টিং রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রেলওয়ে আইনের উত্তর পার্শ্বস্থিত বাজে

অস্তি বিঘা শ্রেণীর ১২৯০/ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত নরকায় মাহাতোর মালিকী স্বত্ব, বর্ত্তমান সালের ১৫ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত মিয়াদানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর মোং মাজনা সন ১২৮০ সালের ২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার এবং তৎ পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির মোকাম সিঁদ্রায় কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমী নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে, অবশিষ্টাংশ যত্ন করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কবিগণ সন করায়ে ভোগ করে এবং নিম্নের নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে, চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ ২২ অক্টোবর | মে উইলিয়ম হেমাম সাহেব একটিং রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার।

লর্ড ডর্ব্বি কাবেল সাহেবের প্রিয় রোড সেস এক দুর্ভিক্ষকে সহচর করিয়া বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতেছে। এই নবেম্বর মাস তাহার অধিকার কাল। সেণ্ট লর্ড গবর্ণর কি তৎসংগ্রহের অনুমতি বলবতী রাখিবেন? যদি রাখেন, উহা দুর্ভিক্ষকে আরো ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় রোডসেস তুলে থাকুক জমীদারদিগের দেয় নিরূপিত রাজস্ব ৪ এ বৎসর সম্পূর্ণরূপে আদায় করা কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লন, তাঁহারা প্রজাকে দুর্ভিক্ষের মুখে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য [illegible]

যেমন শস্য জন্মিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া তত্রত্য জমীদার দিগের দেয় রাজস্বের অর্দ্ধ চতুর্থ ও তৃতীয় অংশ পরিত্যাগ করুন। যদি একে বারে পরিত্যাগ করিতে না চান, এবৎসর জমীদার দিগকে ঐ পরিমাণে রেহাই করুন, আগামী বর্ষে আদায় করিয়া লইবেন। যদ বলেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগকে এ জন্য রেহাই করিলে তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় কিরূপে চলিবে। তাহার উত্তর এই, আপৎ কালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রক্ষা আছে, রক্ষা না থাকিলেও তৎকালের উপায় বিধান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুরূহ হয় না। পক্ষান্তরে জমীদার দলের অধিকাংশের আপৎ কালের রক্ষা নাই, তাঁহাদিগের রক্ষা করাও দুরূহ। প্রজারাই তাঁহাদিগের রক্ষা স্থল। সেই প্রজারা যদি অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাঁহাদিগের ভাণ্ডার শুন্য হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পীড়া পীড়ি করিলে তাঁহারা যে প্রজাপীড়নে উদাসীন থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

উপসংহার কালে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সহৃদয় ঐশ্বর্য্যবান জমীদারদিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই অবসরে অনাবৃষ্টি কালে ক্ষেত্রে জল সেচনার্থ নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে খাল পুষ্করিণী কূপাদি খনন করাইয়া লউন তাহাতে তাঁহাদিগের প্রজাহিতৈষিতা আশ্রিত-বাৎসল্য ও মহানুভাবতা প্রকাশ পাইবে, প্রজারা তাঁহাদিগের অনুরক্ত হইবে অথচ তাঁহাদিগের বিলক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি হইবে। ভূমীর উৎপন্ন বৃদ্ধি হইবে এবং ভবিষ্যৎ অনাবৃষ্টি কালে তাঁহাদিগকে প্রজার সহিত বিপদাপন্ন হইতে হইবে না।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় দিগকে ঘৃণের চক্ষে দেখা ভাল যাসেন কি না?

এদেশীয়ে এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে যেরূপ প্রণয় এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে সেরূপ প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেরূপ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যদি না থাকে তাহার কারণ কি? এ প্রশ্নের সমাধান বঙ্গদেশের মেলেরিয়া জ্বরের ন্যায় অনাবৃষ্টির কারণ নির্ণয়ের ন্যায় নিতান্ত দুরূহ। ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি এবং এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি দোষারোপ করেন। সাধু সদাশয় লোকেরা বলেন উভয়ে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, উভয়ের ভ্রাতৃভাব আছে, অতএব পরস্পর বন্ধুবান হইলে পরস্পরের প্রণয় ক্রমে বদ্ধ মূল হইবে। তাঁহারা এই উদ্দেশে নানা প্রকার সভা ও সুভাবিতা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই বাক্যগুলি শুনিতে অতি মধুর ও চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা শুনি ইউরোপীয়েরা সাধারণ গম্য রেলওয়ের এক গাড়িতে এদেশীয়কে দেখিলে বিরক্ত হন, সময়ে সময়ে এদেশীয়কে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হন না, আপনাদিগের নৃত্য গীত সমাজে এদেশীয়দিগকে যাইতে দেন না, তাঁহারা যেখানে গিয়া বাস করেন, তত্রত্য আদিম নিবাসিদিগকে নির্ম্মূল করেন, তখন আমাদিগকে একান্ত হতাশ হইতে হয়। ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের যে কোনকালে প্রণয় হইবে সে আশা থাকে না। প্রত্যুত আমাদিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হয় ইউরোপীয়েরা কবে আমাদিগকে নির্ম্মূল করেন। আমরা তাঁহাদিগের অনুগ্রহ দ্বারায় বাস করিতেছি। কোন অংশে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা ঘটিলেই বিপদ।

আমাদিগের আতঙ্ক অমূলক হউক, আর মূলক হউক, এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের যে যথার্থ প্রণয় নাই এটী নিশ্চিত কথা। তবে যে দুই এক স্থানে মিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় লার্ড রেকন প্রধান ও অপ্রধানে যে মিত্রতার কথা কহিয়া গিয়াছেন, সে সেই মিত্রতা। এদেশীয় যত দিন ইউরোপীয়ের অনুগত রহিলেন, যত দিন চাটু বচন দ্বারাই তাঁহার চিত্ত রঞ্জন করিলেন, তত দিন প্রণয় রহিল। কিন্তু যেক্ষণে এদেশীয় ইউরোপীয়ের সহিত সমকক্ষবৎ আচরণ আরম্ভ করিলেন, অমনি ইউরোপীয় চটিয়া গেলেন, উভয়ের প্রণয় বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। কয়জন ইউরোপীয় এদেশীয় মিত্র বিপদাপন্ন হইলে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তত্ত্বাবধান করেন? পীড়া হইলে শুশ্রূষা করেন?

আমরা অকারণ এ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া জাতি বৈর উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছি, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। সে দিন একজন ইউরোপীয় বিরক্ত হইয়া একখানি সংবাদপত্রে লিখিলেন, মধ্য শ্রেণীর গাড়ি এদেশীয়দিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এদেশীয়দিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে দেওয়া হয় কেন? আর এক দিন আর এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইল একজন ইউরোপীয় একজন এদেশীয় ভদ্রলোকের দ্রব্য সামগ্রী গাড়ি হইতে ফেলিয়া দিলেন। ঐ ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না, তখন বিবাদ বিসম্বাদ হয়ও নাই। এদেশীয়দিগকে এরূপ ঘৃণা করা কি ভাবাভবিষ্যৎ পণ্ডিতদিগের প্রতিপাদিত ভ্রাতৃভাবের লক্ষণ? এটী কি উচ্চতম

সভ্যতার ফল ? যে খানে এত বিদ্বেষ এত ঘৃণা সেখানে সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা কি ? একজন ঘৃণা করিলেন আর একজন তাঁহা করিলেন ইহা কি সভ্যতা বিরুদ্ধ ? এদেশীয়েরাও এই কারণে ইউরোপীয়দিগের প্রতি সন্তুষ্ট নন ? ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশীয়ের যে যথার্থ প্রেম হয় না ইউরোপীয়ের এই গর্ব্বিত ব্যবহারই তাহার কারণ। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বলা আছে, তাঁহারা এদেশ জয় করিয়াছেন, এই তাঁহাদিগের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে মানুষ জ্ঞান করেন না। এদেশের এরূপ অনেক আছেন, তাঁহারা অনেক ইউরোপীয়ের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। সেই নিকৃষ্ট ইউরোপীয়েরাও শরীরে বল আছে বলিয়া সেই উৎকৃষ্ট এদেশীয়দিগকে ঘৃণা করেন। এটী সামান্য কৌতুকাবহ নহে। ফলতঃ ইউরোপীয়দিগের মনে আপনাদিগকে বড় বলিয়া যে অভিমান আছে, যাবৎ তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দিগের সহিত অমায়িক ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ এদেশীয়দিগের সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে ইউরোপীয় অমায়িক ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের সহিত এদেশীয়দিগের কেবল যে অকপট সৌহার্দ্দ হয় এরূপ নয়। এদেশীয়েরা তাঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন। যে সকল ইউরোপীয় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এদেশীয়দিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া এদেশে বাস করা আর ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়া স্বতন্ত্র থাকা ইহার অন্যতর কোন্‌টী অহঙ্কের কাজ ও সুখের বিষয় ? যাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য প্রতিপালন হইতে-

ছেন, ভারতবাসিদিগের সহিত মিশিয়া অপর উন্নতিসাধন করা কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নয় ?

আশার কথা।

ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দেশবাসী সকলেরই মুখ ম্লান হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সুখের বিষয় এই, কর্ত্তৃপক্ষেরাও ভীত হইয়া কষ্ট নিবারণের যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা লার্ড লর্ড ব্যস্ত হইয়া সিমলা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, দেশের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমদানি হইবার বন্ধ রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিবিধমতে প্রজাদিগকে অভয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও এই সময়ে তাঁহার কার্য্য-পটুতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইতি মধ্যেই শোণ খাল ও দারভিঙ্গি রেলওয়ে নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, সমুদায় কর্ম্মচারীদিগকে অচিরে কার্য্যারম্ভ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, বিদ্যার প্রভৃতি বিশেষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে তণ্ডুল প্রভৃতি প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ঐ সকল দ্রব্যের ভাড়ার লাঘব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে শোণ খাল দারভিঙ্গি রেলওয়ে এবং অপরাপর কার্য্য বিষয়ে গবর্ণর জেনরল এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং বিজ্ঞাপনের ভাবে পেরোক্ত বিষয়ক একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে রেলওয়ে কোম্পানিরা আমাদের 'দয়া

ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যাইবে বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্ববারে মলিয়াছি ছাগীরা শস্য-হরণের সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা লইয়া গেলেও দীন দুঃখীদিগের কিছু আসিবে কি না সন্দেহস্থল দুর্ভিক্ষ পক্ষে কোন প্রকার না থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগের হস্তে যে কিছু অর্থ দিবেন তাহাতে তাহারা কুলাইতে পারিবে না যে কষ্ট সেই কষ্ট থাকিবে।

ভূমিতে পাওয়া খাজানা বন্ধ করিলে চলে কি না অধিকারিদিগের সহিত যে পরামর্শ চলিতেছে এ সকল সংবাদ শুনিলে মনে আশার ও ভরসার উদয় হয়। ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় যে কমিশন নিযুক্ত হয় কাহার সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন সুতরাং সে সময়ের কষ্টের কথা তাঁহার হৃদয়ে চির-মুদ্রিত হইয়া আছে এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের সদুপায় কি তাহাও তাঁহার চিন্তা করা আছে। এটী আমার বিশেষ আশ্বাসের কারণ। লোকে যে প্রকার হাহাকার করিতেছেন এখনও সেরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই, গত বৎসরের ধান্য এখনও ফুরাইয়া আসিল, এবারে দুই চারি আনা ধান্য হইবে তাহাতেও দুই চারি মাস চলিবে; কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিক মাসই বিশেষ ভয়ের সময়। অনাবৃষ্টি বশতঃ সচরাচর এই সময়ে ধান্যাদির কিছু ক্ষতি হয় এবারে সর্ব্বনাশ। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বেলা এই সময়েই বিশেষ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। সেই কারণের জন্য এখন হইতে সাবধান করিয়া [illegible]

ব্রহ্ম দেশে এবার প্রচুর ধান্য হইয়াছে সেখান এবং মান্দ্রাজ হইতে তণ্ডুল আমদানী করিয়া এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যব গম প্রভৃতি আমদানী করিয়া গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি গোলাজাত করিয়া রাখা উচিত। অন্য ব্যবসায়ীরা এ সময়ে এত টাকা বসাইয়া রাখিতে চাহিবে না। এবং এত ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিলে সে সময়ে কিছু অধিক মূল্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে পারেন। অনেক মহাজনের নিকট এখন অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিলে ভবিষ্যতের জন্য রাখিবার উপায় হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট তথায় এই সকল জানিবার উপায় অবলম্বন করুন। রাজ কর্ম্মচারি নিয়োগ দ্বারা জানিবার চেষ্টা করিতে গেলে জানিতে পারিবেন না, কারণ দেশের অজ্ঞ লোকেরা মনে করিবে যে বোধ হয় সে সকল কাড়িয়া লওয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, কিম্বা নূতন কোন টাক্স করার অভিপ্রায়, সুতরাং তাহারা প্রকৃত কথা প্রকাশ করিবে না। গোপনে জানিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা।

—:০:—

নূতন আইন বিধি সংশোধন করা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক আবশ্যকীয়?

কোন রাজ্যের নিকট আইনের যত আদর রাজার তত আদর নয়। ইংরাজেরা এক এক আইনের এক একটী অক্ষরের জন্য রক্ত পাত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডের গত ৭০০ ৮০০ বৎসরের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন করার প্রথা থাকাতে ইংলণ্ডের আইন অত্যন্ত জটিল ও দুর্গ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। কোন বিল পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিলে তাহাতে দশ জন তাহাতে দশ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন এবং অবশেষে হয় সে আইন প্রচলিত হইতে পায় না নতুবা দশটী ধারা, বিংশতিটি উপধারা, বিংশতিটী অতিরিক্ত কথা, এইরূপে সেই আইনের অঙ্গ বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। এই কারণেই কোন অসৎ আইনের সংশোধন করা ইংলণ্ডে যত দুষ্কর অপর স্থানে সেরূপ নহে ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচার প্রণালী প্রচলিত থাকাতে অপর অনিষ্ট যাহা কিছু থাকুক এখানকার আইন বড় সরল ও সুগ্রহ। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড তাহার প্রমাণ স্থল, এমন পরিষ্কার সরল ও সুগম আইন জগতে অধিক আছে কি না সন্দেহ। সৌভাগ্য ক্রমে এই সকল আইন প্রস্তুত করিবার ভার কতকগুলি উদার-প্রকৃতি ও প্রকৃত-বুদ্ধি শক্তি-সম্পন্ন লোকের উপরে পড়িয়াছিল। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে এমন সুন্দর করিতে পারিয়াছিলেন।

যিনি যাহাই বলুন আইনের জটিলতাকে আমরা কখনই প্রার্থনার বিষয় মনে করি না। বিশেষ ভারতবর্ষে। এই আইন রূপ অস্ত্র দ্বারাই দেশের ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা দরিদ্র ও অজ্ঞদিগকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক না হইয়া অনেক সময় দুর্ব্বলের পীড়ন যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। আইনের সংখ্যা যত অল্প হয় এবং সাধারণের পক্ষে যত সুগম হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা করিলে আইন ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আইন কর্ত্তারা ইংরাজ, ইংলণ্ডে তাঁহাদের আইনের শিক্ষা হইয়াছে, আইনের সৃষ্টি করাই ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি করিবার পথ। সেই জন্য তাঁহারা হিমালয়ের সুশীতল ও সুখদ অধিত্যকাতে বসিয়া এক বিলের পর অপর বিল এক আইনের পর অপর আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা এ বিষয়ে দুইটী প্রধান কথা বিস্মৃত হইয়া যান। প্রথমতঃ প্রজারা সে আইন প্রার্থনা করে কি না? দ্বিতীয়তঃ সেই আইন এই বিংশতি কোটি নিরীহ প্রাণীর সুবিধা জনক হইবে কি না? যাহাদিগের জন্য আইন, তাহাদের সে আইনের আবশ্যকতা না থাকিলে তাহা করা বিফল। যদিও তাহাতে কোন বিশেষ মঙ্গল সংকল্প থাকে, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না বরং কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করিয়া অনেক সময় বিরক্ত হয়। এই জন্যই "প্রয়োজনের অনুরোধে আইন" এটী সভ্য রাজনীতির একটী শ্রেষ্ঠ মত।

দ্বিতীয়তঃ আইন কর্ত্তারা বিদেশী কোন আইন কি প্রকার হইলে এদেশীয়দিগের বিশেষ উপযোগী হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাদিগের কষ্ট দূর করিবার জন্য যে আইনের সৃষ্টি করেন তাহাতে অনেক সময় কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। আমাদের আইন কর্ত্তাদিগের মধ্যে কাহারই প্রায় ভারতবর্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। বিলাত হইতে আসাতে লোক ধরিয়া মন্ত্রী করিলে এ উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইবে না। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের সুযোগ্য সদবেগী বহুসমান এখনকার বারিষ্টার এবং বিচারক শ্রেণী হইতে আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করা কিম্বা দেশীয় বারিষ্টারদিগকে নিযুক্ত করা তাঁহার পরামর্শ কি না করা

খিত হয় নাই। বোধ হয় এদেশীয়দিগকে এতদূর ক্ষমতা দেওয়া তাঁহার পরামর্শ না হইতেও পারে। সে যাহা হউক, বিলাতের আজাড়া লোক অপেক্ষা এখানকার সম্ভ্রান্ত লোক সকলকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে এদেশের অনেক দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সকল লোককে যত দিন সে বিষয়ে অধিকার দেওয়া না হইবে তত দিন সে সকল কখনই আশানুরূপ ফল হইবে না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে এক এক জন দেশীয় বড় বড় রাজা ধরিয়া গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে বসাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের সেখানে পুতুলের ন্যায় বসিয়া থাকা মাত্র। আইনের তর্ক বিতর্কে অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাদের সে প্রকার শিক্ষা নাই। বিশেষ ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার অবস্থা বিষয়ে তাঁহারা সাহেবদিগের অপেক্ষা ও বোধ হয় অধিক অনভিজ্ঞ। এরূপ লোক দেওয়া কেবল অধিকার দেওয়ার ভাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র সুপ্রম কাউন্সিলের জজ হইবেন বলিয়া, জনশ্রুতি উঠিয়াছিল, কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে চিহ্ন মাত্রও নাই। সেই জনশ্রুতি যাহাই হউক, এই রূপ কতক সকল শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ লোক লইলে ভাল হয় বটে, কিন্তু তাঁহার মত লোক বোধ হয় কখনই সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে ভাল বাসিবেন না। সেণ্টলমেণ্ট গবর্ণরের সভাতে ত কয়েকজন এদেশীয় সভ্য আছেন, কই তাঁহাদের থাকায় বিশেষ ফল দর্শিতেছে না কেন? ইহাঁরা থাকিয়াও ত সেণ্টলমেণ্ট গবর্ণরের মতামতের খর্ব্ব করিতে পারিতেছেন না এবং দেশের লোকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেছেন না। [illegible]

করা তাহাই বা কই সুসিদ্ধ হইতেছে? দেশের কয় জন লোক জানে যে অমুক রাজা, অমুক বাহাদুর, অমুক খাঁ উপাধিধারিরা রোডসেস আইন প্রচলিত হইয়াছে। কে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ?—

ফল কথা এই এদেশের লোকে আইন তত বুঝে না। আজিও তত সুশাসনের অবস্থা হয় নাই। শাসন প্রণালী অপেক্ষা শাসন কর্ত্তার উপর দেশের লোকের অধিক দৃষ্টি। এদেশীয়দিগকে অনুরক্ত করিবার ইচ্ছা থাকে ভাল ভাল আইন সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হইও না, ভাল ভাল শাসন কর্ত্তা আনিয়া দেও। যাঁহারা প্রজার দুঃখে দুঃখী ও প্রজার সুখে সুখী হইবেন, প্রতিদিন দীন দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণ ও শুভ সাধনের চেষ্টায় থাকিবেন, এবং স্নেহ ও অনুগ্রহ দ্বারা বশীভূত করিবেন। এরূপ একজন শাসন কর্ত্তাকে ভণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকে যত অনুরক্ত হয় দশটী উৎকৃষ্ট আইনে তাহা হয় না। এদেশীয়েরা কি এমনি নরাধম যে কৃতজ্ঞতার কারণ দেখিলে কৃতজ্ঞ হয় না? কখনই নহে। অধিক কি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময় যখন ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখনও সার হেনরি লরেন্স ও সার জন লরেন্স প্রভৃতির নামের গুণে কত কাজ হইয়াছিল? ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদে কোন বাঙ্গালির হৃদয় না কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়াছে। ভারতবাসীরা ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় প্রকৃতি নাস্তিক নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এত দিন ইংরাজেরা ভূস্থির হইয়া রাজ্য করিতে পারিতেন [illegible]

তাঁহাদিগকে বাধ্যবাধ্য হইতে হইত। এমন আশুতোষ প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিতে আবার ভাবনা কি? লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও দেশের লোককে এত বিরক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যে প্রকার মাতিয়াছেন তাহাতে সকলেই মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে এবং অবশ্যই যদি তিনি প্রজাদিগের রক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিনি এখন বিদায় লইলে এদেশের অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাঁদিয়া বিদায় দিবে। বিদেশীয় লোক, যাঁহারা প্রজাদের সকল কষ্টের কথা জানেন না, তাঁহাদের একটু স্নেহ মাত্র দেখিয়া যখন এদেশীয়েরা এত বশীভূত হয় তখন এদেশীয় লোক, যাহারা প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কত শুভে অধিক ইষ্ট সাধন ও প্রজার ভক্তি ভাজন হইবার সম্ভাবনা? গবর্ণমেণ্ট এই এই কথাটী আজিও বুঝিতে পারিতেছেন না এই আশ্চর্য্য!!

গবর্ণমেণ্টের এ বৎসর দুর্ব্বিসহ।

কেবলমাত্র দরিদ্র বঙ্গবাসিদিগের এই এ বৎসর দুর্ব্বিসহ নয়, গবর্ণমেণ্টকেও এবারে বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের আয়ের যে কয়টী দ্বার আছে ভূমির কর ও অহিফেনের কর তাহার মধ্যে প্রধান।

ভূমির কর সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবার জমিদার দিগকে কিছু কিছু ছাড়িয়া না দিলে অনেক জমীদারকে বিপন্ন হইতে হইবে, অনেকে জমীদারি রক্ষা করিতে পারিবে না এবং প্রজাদিগের [illegible] উৎপীড়ন হইবে। কি প্রকারে ভূমির কর, সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত

এবিষয়েও বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে, কারণ এরূপ শুনা যাইতেছে যে বৃষ্টির অভাবে এ বৎসর অহিফেণের চাষও ভাল হয় নাই। বিহার প্রদেশ যথেষ্ট অহিফেণ জন্মিয়া থাকে, এবার বৃষ্টির অভাবে সে প্রদেশে অহিফেণও ভাল জন্মে নাই। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার এডিটর সংবাদদাতা এই সকল স্থান স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, "এবার ধান্য এবং অহিফেণের বিশেষ ক্ষতি হইবে। মিডিয়ার ৩৬ বৎসর এই প্রদেশে বাস করেন তিনি এমন ক্ষতি কখন দেখেন নাই। মুঙ্গেরের অহিফেণ ফসলের অবস্থা বড় মন্দ। আমার বিশ্বাস ইহা অপেক্ষা আর অধিক মন্দ হইতে পারে না।" এ অংশেও গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

একদিকে আয়ের এই রূপ ব্যাঘাত জন, ডিউক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিবার পরামর্শ করিতেছেন তাহাতে ব্যয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে। কিরূপে এত ব্যয়ের সঙ্কুলান হয়। এই সকল অবস্থার জন্যই গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইনকমটাক্সকে অসময়ের বন্ধু বলিয়া মনে করেন কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক ত তাহা বন্ধ করিয়াছেন; তবে শূন্য রাজকোষ পরিপূরণের জন্য কি উপায়ান্তর আছে, রোডসেস সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য বলিয়াছি, এ বৎসর রোডসেসের জন্য টানাটানি করিলে প্রজাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। যাহাদের স্ত্রীপুত্রের আহারের নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট প[illegible] ওয়ার্ক আরম্ভ করিতে হস্তে কোন প্রকার কিঞ্চিৎ অর্থ [illegible] দিতে চেষ্টা করিতেছেন, আবার কোন প্রাণে তাহাদের প্রাণপণ [illegible] সেই অর্থ দোহন করিবেন? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে দয়া করিয়া এটীও একবার বিবেচনা করিতে হইয়াছে।

তবে গবর্ণমেণ্টের আয়ের উপায়ান্তর কি? পবলিক ওয়ার্ক হিসাবে ঋণ করা। এ উপায়টী সহজ বটে। গবর্ণমেণ্ট অনেক ঋণ পাইতে পারেন। কিন্তু এই ঋণ রূপ মেঘ যে খরা আমাদের শঙ্কা হয় তাহা পূর্ব্বেই এখানে এবং ইংলণ্ডে যথেষ্ট আছে, তাহার উপর আবার ঋণ বৃদ্ধি। ইহা কোন নূতন নয় হিচ ত টেম্পল আবার আসিবেন, আসিয়া বলিবেন কি এত ঋণ। আর আয় ব্যয়ের বিবেচনা করিয়া দিব এবং ঋণ শোধ করিব। এই বলিয়া হয় ত কোন নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব করিয়া বসিবেন। এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি ডবচন্দ্র ডিউক এবং তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রী গ্রাণ্ট ডফ তখনো পদস্থ থাকেন আবার এই ইনকম টাক্স বেশান্তর পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে পারে। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ফসেট সাহেবের কথার উত্তর দিবার সময় এক কাল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিয়াছেন "আবার ইনকম টাক্স প্রচলিত করা আবশ্যক হইতে পারে"। ফসেট তাঁহার উত্তরে বলেন "পারে" কেন? ভারতবর্ষীয় রাজস্বের আয় ব্যয়ের এরূপ গোলযোগ থাকিলে অবশ্যই হইবে। আমরাও বুঝিতে পারিতেছি, ঋণ বৃদ্ধি হইলে ইনকম টাক্স না হউক রোডসেসের ন্যায় অর্থবা তাহা অপেক্ষা ক্লেশকর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এখন উপায় কি? পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময় লার্ড লরেন্স ডিসেণ্ট্রালিজেসনের অর্থাৎ লাট বর্ণীয় গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক করার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী

কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিপদ ঘটিলে অপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেরা সাহায্য না করিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমুদায় স্থানের রাজস্বের নিয়োগের ভার থাকিলে তিনি আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারেন। এই ত লার্ড লরেন্সের কথার একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। "ইম্পিরিয়াল ট্রেজরিতে" কত টাকা আছে আমরা জানি না, যে সকল কার্য্যের প্রস্তাব হইতেছে সে সমুদায় নির্ব্বাহ তাহা হইতে হইবে কি না, তাহাও জানি না। আমাদের "লিটার প্রেসিডেন্সিরা" অর্থাৎ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কি এ সময় উদাসীন থাকিবেন? ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট বলিয়া কি তাঁহারা সাহায্য করিতে চাহিবেন না? তাঁহাদের ধনাগারে যদি উদ্বৃত্ত টাকা থাকে কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক হউক সকলে ত এক মহারাণীর প্রজা এবং এক গবর্ণমেণ্টের অধীন, আমরা বাঁচিলে অসময়ে তাঁহাদিগেরও সাহায্য করিতে পারি।

উপসংহারকালে আমরা ভারতবর্ষের সকল স্থানের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কাবেল সাহেবের শুভ অনুষ্ঠানে সাহায্য করুন গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করুন, বিপন্ন বঙ্গবাসীদিগকে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করুন এবং ভবিষ্যৎ টাক্সের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি দিন।

দীনবন্ধু মিত্র।

নীল দর্পণের গ্রন্থকার আর এ জগতে নাই। এই বিষাদের সংবাদে অনেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর চক্ষে জল পড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দীনবন্ধু বাবুর রচনা শক্তি ও কবিত্ব সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা বলিয়াছি। এমন কি সে দিনও তাঁহার

"কখনো কামিনীর দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে যত দোষের একটী অহঙ্কারের ধন নষ্ট হইল এ কথা কে অস্বীকার করিবে, তাঁহার কি মহিমার সময় হইয়াছিল। এই অল্প সময়ে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে চির দুঃখিনী ও শিশু সন্তানদিগকে পিতৃহীন করিয়া তিনি পর লোকে প্রস্থান করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অনেক সাধুতা ও সদ্ভাব নিহিত ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থেই সুপ্রকাশ। তিনি নিজের কোন কার্য্য যদি কখন কাহার নিকট প্রকাশ করিতেন, তাহা বন্ধুতার অনুরোধে। এমন বন্ধুপ্রিয় লোক অতি অল্প দেখা যায়। দুই দিন যাহার সহিত আলাপ হইত তিনি তাহাকেই ভাল বাসিয়া ফেলিতেন এবং উত্তরোত্তর সেই ভাল বাসা বর্দ্ধিত হইত। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রশংসা এই যে তিনি কাহাকেও শত্রু রাখিয়া যান নাই।

তিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করিতেন তাহাতেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্বকর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের সকল স্থানে যাইতে হইত, সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইত, তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার কর্ম্ম করা স্বীকার করিতে উদাসীন ছিলেন না। তিনি সব্ জজের উপাধি উপার্জ্জন করিতে ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অতি কঠিন কঠিন কার্য্যের ভার দিতেন। গত সুনামির সময় তাঁহার উপর জাজের পদ নিযুক্ত করিবার ভার হইয়াছিল। তিনি যে প্রকারে কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার উন্নতি হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু যে জন্য একজন ইংরাজ প্রার্থী হইলে এদেশীয়দিগের পাইবার আশা থাকে না সেই জন্যই তিনি উন্নত হইতে পারেন নাই। তিনি এত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও যে এত পুস্তক রচনা করিবার সময় পাইয়াছিলেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের আর একটী দুর্ভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১১ এ কার্ত্তিক সোমবার।

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় গবর্ণর জেনরল যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তিনি এক্ষণে আপ্রা কিম্বা লক্ষ্ণৌএ গমন করিতেছেন না। গবর্ণর জেনরল এই উভয় স্থানে গমন করিবেন এবং এ দেশীয় রাজা ও সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিবেন কিন্তু যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন তাঁহারা যেন অধিক সংখ্যা লোক জন সঙ্গে লইয়া না আইসেন। লাট সাহেব এ সময়ে যত্নবান হইয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন কিন্তু তিনি শীঘ্র রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন আমাদিগের এ ইচ্ছা নয়, এরূপ বিপদের সময় প্রধান শাসন কর্ত্তার রাজধানীতে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের ইংলিসম্যানে লিখিত হইয়াছে, ১৮৫৮ অব্দে কোম্পানির রাজত্ব রাজ্ঞীর হস্তগত হয়। অদ্য তাহার সাদৃশ্য সম্বিক বিষম। এই পঞ্চ দশ বৎসরের মধ্যে দেশের কি বিশেষ উপকার হইয়াছে? যদি এই প্রশ্ন করা যায়, অতি অল্প লোকেই ইহার অনুকূল উত্তর দিবেন সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন কোম্পানির রাজত্ব কালে লোকে অপেক্ষাকৃত সুখী ছিল, তাহাই যদি রাজ্ঞীর হাস হওয়া অবধি কেবল লোকের দুঃখ ও কষ্টেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। একথাও অযথার্থও নয়। এই পঞ্চ দশ বর্ষের মধ্যে চারিটী দুর্ভিক্ষ [illegible]

জল প্লাবন হয়। রাজ্ঞীর সাম্রাজ্যিক স্বত্ব ঘোষণা প্রচারিত হইলে পর উৎসব এবং [illegible] প্রভৃতি সুখের চিহ্ন [illegible] লোকে অঙ্কিত হইয়াছে।

[illegible] অবধি সমুদায় ইতিহাস লোকের মুখস্থ [illegible] হইতে আরম্ভ হইবে।

১৯এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

আমরা দুঃখিত হইলাম, [illegible] লার একেবারে সাহেবলোক শূন্য, কি ইংরাজের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

একজন ধনবান্ ইংরাজ [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কলীর গবর্ণরকে আপনার [illegible] ঘড়ি উপহার দেওয়া করেন, কিন্তু তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন নাই, কালেক্টরে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে ১৭৮৩ জন তীর্থ, যাত্রীর ছিল সালিয়ানা জরিপ করিতে বসে, এতদ্মধ্যে ১৫২১৯ জন পুরুষ ও ১০৫৯ জন স্ত্রীলোক, এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৯৯৯ পুরুষ এবং ১৫২ স্ত্রীলোক গমন করেন।

একজন ব্রাহ্মণ উকীল স্ত্রীলোকের নিকট হইতে [illegible] এবং তার একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ১০০ টাকা এই মর্ম্মে গ্রহণ করেন যে, সে ঐ টাকায় তাহার [illegible] দেবতাগণের পূজা দিলে তাঁহারা ঐ স্ত্রীলোক করিগকে মারিতে পেরেছে [illegible] ফিরাইয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ গত শনিবার হাইকোর্টের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। তাহাতে একজনে অর্থের উদ্ধারের পরিবর্ত্তে আপনার ইষ্ট [illegible] নিজ উপাস্য দেবতাদিগের পূজা দিল।

লাহোরের নিকটস্থ [illegible] একটী বালককে [illegible] সমাচার, উহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুপারিন্ টেন্ডেণ্ট ডাক্তার সাহেব পিতামাতার নিকটে [illegible] মৃত্যু, আর একথা [illegible] সাহেব, তাহাদিগের নিকটে বিচারের কথা বলাবার না।

[illegible]

তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মিরর পাত্রে অবগত হওয়া গেল, সিংহল দ্বীপে ইলু এবং পালী ভাষার উন্নতি জন্য উক্ত দ্বীপে একটী বৌদ্ধ কালেজ খোলা হইবে।

দুধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করাতে লণ্ডনের কয়েকজন গয়লার যে জরিমানা হয় তাহাতে সকল গয়লা মিলিয়া একসভা করিয়া দুধের মূল্য বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছে।

জাইজাবাদে ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সর সালার জঙ এতদ্বিষয়ে একজন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিমলাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, আগামী গ্রীষ্মের জন্য সিমলার বাটী সকল পুনরায় ভাড়া হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুকের সিমলা পাহাড় বড় ভাল লাগিয়াছে। তিনি যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, প্রতি গ্রীষ্ম কালে সিমলায় যাইবেন। সিমলা পাহাড় কাহার অধিক ভাল লাগিয়াছে, সংবাদদাতার, কি লার্ড নর্থব্রুকের, আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

কৃষি সমাজের প্রতিনিধি মেকটারি উড সাহেব বৃহস্পতিবারের ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, সে দিন পূর্ব্বরাত্রে এক প্রকার বীজ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে আর একবার এরূপ বৃষ্টি হয়, বীজ গুলি কি গাছের, তদ্রত্য অধিবাসীরা বলিতে পারে না। উড সাহেব উহার কতক গুলি বীজ ইংলিসমান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন। এদিকে মিরর লিখিয়াছেন পূর্ব্বরাত্রে ক্রমাগত মটরের ন্যায় এক প্রকার বীজ বৃষ্টি হইতেছে, তদ্দেশবাসীরা ইহাকে কুমুর'ছটা কহে। কেহ কেহ বলেন, নিকটবর্ত্তী ডেরাইয়ে ঐ কুমুরছটা অনেক পাওয়া যায়, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, ঘূর্ণ বাতাসে ঐ বীজগুলি আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঘূর্ণ বাতাস হইয়াছে কি না কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক ইহার প্রকৃত কারণ স্থির হয় নাই।

গঙ্গার উপর যে সেতু হইতেছে, গত কল্য তথায় একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শিকল দিয়া একটী লৌহ কড়ি তুলা হইতেছিল, হঠাৎ শিকল ছিঁড়িয়া উহা নিম্নস্থ একটী পন্টুনের উপর পতিত হওয়াতে কয়েকজন খালাসি ও তিন জন ইউরোপীয় জলমগ্ন হইয়াছে।

সংবাদে ক্রমেই রেলওয়ে দুর্ঘটনার আধিক্য হইতেছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজেও অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ডেক্কু অবশেষে বঙ্গলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

মণিওবীম বলেন, ১৮৭৭। ৭৩ অব্দে বঙ্গদেশের আবগারি হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ৬৫ লক্ষ টাকা হয়। ইহার গত ৫ বৎসরে যে'টে প্রতি বৎসর ৬১ লক্ষ করিয়া টাকা আবগারি হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের আর কিছুতে যত হউক না হউক আবগারি বলক্ষণ উন্নত দেখা যাইতেছে।

শ্যামের রাজা বাঙ্ককের রাজা ঘাটের উদ্ঘাটন বিধান স্বয়ং করিয়াছেন। একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মানস করিয়াছেন। শ্যাম রাজ যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এ গুলি তাঁহার ফল।

উদ্দোর হইতে সিমক পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার কথা হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন।

বারাণসীর রাজা আগ্রার উপনীত হইয়াছেন। তিনি মথুরা এবং বৃন্দাবন দর্শন করিয়া দরবারে প্রত্যাগমন করিবেন।

১১ এ কার্ত্তিক বুধবার।

এ দিগে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে, ওদিগে আবার মওয়াখালি মুক্তীর কুমুরা প্রভৃতি স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে।

হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ প্রিন্সেপ সাহেব কন্যা সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারার্থ সিলেটে গমন করিবেন।

জামজিবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সমুদ্রপথে দাস ব্যবসায় বন্ধ করাতে আরব দেশীয় দাস ব্যবসায়ীরা স্থলপথে দাস প্রেরণ করিতেছে।

মিরর পার্সি অবগত হওয়া গেল, আবাকাশা নামক এক ব্যক্তি টাঙ্গিয়ের সিংহাসন প্রাপ্তির আশে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেয়, টাঙ্গিয়ের প্রকৃত রাজা কাসী (এক্ষণে ইনি আসিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোহানি এই নামে অভিহিত হন) উহাকে ধরিয়া উহার কর্ণমধ্যে বারুদ পুরিয়া আগুন দিবার আজ্ঞা দেন, আগুন দিবামাত্র মস্তকটী কাটিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ইনি ইতি পূর্ব্বে প্রায় ২১ জন স্বকীয় রক্ষিণ হস্ত এবং বামপদ আপনার সম্মুখে কাটিয়া ঐ হতভাগাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের সম্মুখে নিক্ষেপ করে। কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!! নিরো কি পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে?

লার্ড নর্থব্রুক গত শনিবার কলিকাতার প্রধান প্রধান বণিককে আহ্বান করেন, কলিকাতার কত চাউল মজুত আছে, তাহা জানাই উহার উদ্দেশ্য। কলিকাতার এক্ষণে ৭।৮ লক্ষ মণ চাউলের অধিক নাই। চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি বম্বের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানিও ব্যয় চাউল প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, বিচারপতি কিয়ার অদ্য কাজরিং ঘ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

গত রাত্রিতে এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাস হইবার কথা ছিল, সর্ব্বগ্রাসই হইয়াছিল, পূর্ণিমার রাত্রি অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় হইয়াছিল।

১৮ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২২১ জনের মৃত্যু হয়।

গতকল্য হুগলীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] কেশব [illegible] মহাশয়ের সকাশে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে [illegible] অর্পণ করিয়াছেন।

[illegible] সাহেব বাবু সুরেন্দ্র [illegible] সাহেব সিভারার্থ সিলেক্ট [illegible] ম্যাজিষ্ট্রার সিভার ছিলেন [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছেন। মহাশয়কে হাজত [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের একান্ত ইচ্ছা ছিল, [illegible] বারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব, [illegible] হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় [illegible] মুক্ত আছেন। [illegible] তাঁহাকে পাওয়া যায় [illegible] সম্পত্তি সকল ক্রোক করা হইবার টাকার মধ্যে ৫৭৮৶ [illegible] হইয়াছে। টেলিগ্রাফ অদ্যাপি [illegible] আছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, পীড়িত মৎস্য বিক্রয় করাতে একজন মৎস্য বিক্রেতার জরিমানা হইয়াছে।

কলিকাতার সন্নিহিত স্থানসমূহের একটী মাপিয়া সংক্রান্ত সাঙ্কেতিক সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে পিপ্লিমিরর লিখিয়াছেন, "হাইকোর্ট মহীন্দ্রকে [illegible] করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি অবস্থা বিবেচনা করিলে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর [illegible] প্রতি, যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মহীন্দ্রের [illegible] করিতেন।

২৮ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

অদ্যকার [illegible] ইণ্ডিয়ান মিরর [illegible] সম্পাদকীয় সম্ভাষণ পাঠ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সাহেব [illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible] কলিকাতার [illegible] সাহেব [illegible] সাহেবের [illegible] জন্য যে আবেদন করিয়াছেন ঐ আবেদন পত্র হাইকোর্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইবে।

কাশীরের রেসিডেণ্ট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, ১৪ ই অক্টোবর কর্ণেল সাহেব সদৈন্য কারাকোরম পাস অতিক্রম করিয়া স্কাটলাগো উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চাঁদপুরস্থ ষ্টেসনের সম্মুখস্থ ষ্টীম বয়লার নির্ম্মাণের জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কর্ম্মচারিগণকে ২৪৪৩৯ টাকা কর্ণেল সাহেবের অনুমতি দিয়াছেন।

গত বুধবার অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীতে জাতীয় সভার অষ্টম মাসিক সভার অধিবেশন হয়। রাজা কমল কৃষ্ণের অনুপস্থিতি নিবন্ধন রাজা কালীকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহকারী সেক্রেটারি গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর "বাইবল তগর গীতা হইতে অথবা তর্জ্জমাগীতা বাইবল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে" এই বিষয় উপস্থিত হয়। কিন্তু একজন সভ্য (যিনি এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন) পীড়িত ছিলেন বলিয়া এ বিষয় আগামী সভার জন্য বন্ধ থাকে। তৎপরে বাবু নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। নবগোপাল বাবু দুর্ভিক্ষের নিবারণ জন্য চাউলের রপ্তানী বন্ধ এবং জলসেচন দ্বারা শস্যাদি রক্ষা এই রূপ কয়েকটী উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন, সভাপতি এ বিষয়ে দুএকটী প্রমাণ দেন, এবং সবিশেষ চেষ্টা অনুমোদন করেন। সভাপতি একটী ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিলে পর সভার কার্য্য বন্ধ হয়, পরে ন্যাশনাল থিএটরের বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কয়েকটী গান করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করেন।

[illegible] ষ্ট্রীটে এবং কলিকাতা [illegible] সাহেব ২৯ নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা পোর্টআফিসে বঙ্গদেশের [illegible] পত্র রেজিষ্টর হইয়াছে। "ফিলুমিউস্" নামক সংবাদ পত্রখানি সর্ব্ব শেষে রেজিষ্টরি হইয়াছে

বোম্বাই আর্গস বলেন, গুইকুয়াড়ের আজ্ঞানুসারে বরোদাস্থ মাউরোজী ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

হিন্দু বলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ বারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবকে লইয়া যাইতেছেন।

২৩ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

গত সোমবার দার্জ্জিলিঙ্গ এবং তরাইয়ের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বরদার গুইকুয়াড়ের বিবাহের জন্য মহা উদ্যোগ হইতেছে। লক্ষ্মী বাই বালক একটী বালিকার সহিত বিবাহ দিবেন। ইনি এক জন মন্ত্রীর কন্যা। এমন আহ্লাদের সময় কতিপয় সিন্ধী তাঁহার শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ সন্দেহ নাই।

গত বৎসর বাম্বাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্প দংশনে এবং বন্য পশু দ্বারা ১৭১৭ মনুষ্য এবং ১১৭০৩ গো মহিষাদি হত হয়। বন্য পশু দ্বারা ২৭৪০৭ টাকার শস্য নষ্ট হয়। উক্ত বৎসরে ৪ হাজী ২০৫ ব্যাঘ্র মারিয়া যায় ১১১ ভল্লুক ১০৮ নেকড়িয়া বাঘ এবং ২ টী কুম্ভীর হত হয়। উক্ত সালের সর্প দংশের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ১৫২২০ টাকা ব্যয় হয়। [illegible] বিষেরসমূহ সর্প দংশের নিবারণ প্রতি বৎসর, গবর্ণমেণ্টের যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয় ঐ টাকায় সর্প বিষ নাশক ঔষধের আবিষ্কারার্থ কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় কাজ হইতে পারে। উক্ত ঔষধ সাধারণে আবিষ্কৃত হয় নাই কারণ [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বঙ্গদেশের একাউন্টেণ্ট জেনরল এচ, এ ম্যাকলস সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে ইংলণ্ডে ডগ সাহেবের স্ত্রী পণ্ডিত্যাগের অকস্মাৎ পুনর্ব্বিবাহের জন্য প্রস্তাব হইয়াছে।

২৪ এ কার্ত্তিক শনিবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বর্দ্ধমান বিভাগের সাংক্রামিক জ্বর নিবারণার্থ যে সকল চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় তাহার সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা পূর্ব্বে যে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার উপরে আর ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা বলেন, পাবনার নিকটবর্ত্তী সাঁতুরিয়া নামক স্থানে যে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহার ফল এই হইয়াছে নাটোরের রাজা রায় প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের ৯ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার জমীদারি হইতে তাবৎ মহালের সাহেবকে তাড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের মধ্যে কমিশনর সাহেব রাজা কমলকৃষ্ণ, কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ, বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী এবং সিবলক সাহেব এই কয়েকজন জমীদারের সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজা কমলকৃষ্ণ এবং বসন্তবাবুর এই বলিয়া সুখ্যাতি করা হইয়াছে, ইঁহারা নিজ জমীদারীতে ডিস্পেন্সরি স্থাপনে বড়ই যত্নবান, কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণের কোন কার্য্যের উল্লেখ করা হয় নাই, এই মাত্র বলা হইয়াছে, নরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন উত্তম জমীদার।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বর্দ্ধমান। শস্যের অবস্থা মন্দ, নিম্ন ভূমি সকলের স্থানে স্থানে জল সেচন করা হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কম। বাঁকুড়া। জল সেচন দ্বারা অনেক ধান্য রক্ষিত হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য অল্পাই রাহে। বীরভূম। শীঘ্র শীঘ্র যে সকল ধান্য পাকিয়া থাকে, সে সকলের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ নিরীক্ষণ করা গিয়াছিল তত মন্দ নহে। অনুমান দশ আনা রক্ষা পাইবে। কিন্তু অন্য সকল ধান্য ৫।৬ আনার অধিক পাওয়া যাইবে না। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মেদিনীপুর। ফসলের ভাগের ৩ ভাগ মাত্র বাঁচিবে। হুগলী। পূর্ব্বে যেরূপ ভয় করা গিয়াছিল সেরূপ নহে। এখনো বৃষ্টি হইলে অর্দ্ধ আনা পরিমাণ ধান্য রক্ষা হইতে পারে। হাবড়া—প্রজারা জল সেচন আরম্ভ করিয়াছে। অনেক ধান রক্ষা পাইবে। ২৪ পরগণা—নিম্ন ভূমি ভিন্ন অপর সকল ধান্য একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নদীয়া—উচ্চ ভূমির ধান্য বাঁচিবার আর আশা নাই। নিম্ন ভূমি বৃষ্টি হইলে কিছু কিছু রক্ষিত হইতে পারে। যশোহর—উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিশেষ ক্ষতি, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগে দশ আনা কি বার আনা পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। মুরশিদাবাদ। চারি আনার অপেক্ষাও ন্যূন ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। মালদহ। অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বাড়িতেছে। রাজসাহী—ধান্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হয় নাই। রঙ্গপুর—বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।—বগুড়া। শেষের ধান্যের আশা নাই। পাবনা—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ—অনুমান বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। গোল আলু পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হয় নাই। চট্টগ্রাম এবং ফরিদপুর। পূর্ব্বের ন্যায়। বাখরগঞ্জ। দেশের লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে কিন্তু রপ্তানীর মত হইবে না। ময়মনসিংহ—অবস্থা মন্দ হইয়াছে। চাউলের মূল্য টাকায় ৮ হইয়াছে। কাছাড়—ধান্যের অবস্থা অতি উত্তম। চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি। অবস্থা উত্তম। ত্রিপুরা—[illegible]

যাইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিবপুর। দিন দিন অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইতেছে। পাটনা গয়া সাহাবাদ হইতে অতি অল্প সংবাদ আসিতেছে। ত্রিহুত অতি অল্প ধান্য পাওয়া যাইবে। রবি খন্দ বপন করা হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতেছে না। কিন্তু এ সপ্তাহে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। মুঙ্গের। ধান্যের আশা নষ্ট বলিলে হয়। রবি খন্দ বপন হইতেছে না। ভাগলপুর পরগণা। অত্যন্ত মন্দ। ছোটনাগপুর। ক্রমেই মন্দ হইতেছে। হাজারিবাগ—অর্দ্ধেকমাত্র পাওয়া যাইবে। লোহারডাগা—একেবারে নষ্ট হইবে না। সিংহভূম—অবস্থা অত্যন্ত মন্দ এবং দিন দিন আশা দূর হইতেছে। মানভূম—স্থানে স্থানে জলসেচন হইতেছে অন্য স্থানের ধান্য একেবারে শুকাইয়া যাইতেছে।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনরলের আদেশ।

মন্ত্রিসভাবিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে বঙ্গদেশের স্থানেস্থানে শস্যের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে যে প্রজাদিগের রক্ষার জন্য শীঘ্রকোন কার্য্য আরম্ভ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইবে। যেখানে যেখানে এরূপ সাহায্য অত্যাবশ্যক অথচ যেখানে পূর্ব্ব হইতে কোনপ্রকার কার্য্যের প্রস্তাব নাই, কিম্বা অচিরে কার্য্য আরম্ভ করিবার মত কোন যে গাঢ় মত, সেখানেও সত্বর কোন প্রকার কার্য্যারম্ভ হওয়া আবশ্যক। পাটনা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ বঙ্গদেশের মধ্যে এই দুই স্থানেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিভাগের দক্ষিণভাগে শোণ খালের কথা হইয়া আছে। এতদ্বারা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তিনি যে যে স্থানে বিশেষ সাহায্য আবশ্যক সেই স্থানে কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন ৪০৩ রাজসাহী বিভাগের বিষয় বক্তব্য এই, কিছু দিন হইল উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে নামক একটী রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়া আছে,

গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা মহারাণীর সম্মতি হইলে বিশেষ ক'রয়া মন্ত্রিসভা ... ছেন যে ... নির্ম্মাণ কার্য্য ... ১৮৬৯ সালের ... পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থা- ... ছিল তখন রেলওয়ে ... হইলে প্রতি মণে ... হইতে অনুরোধ ... সেজন্য রেলওয়ে কোম্পা ... হইয়াছে তাহা গবর্ণ- ... হইয়াছিল। কোম্প ... সেই উপায় ... গবর্ণমেণ্ট সে ভার দিতে প্রস্তুত আছেন।

এই কাজের উপর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"এ ... গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে শোণ খাল ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অধ্যক্ষ ... করা হইবে। ... রেলওয়ের ভাড়ার সমুদায় বিনামূল্যে ... কার্য্য করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সাহায্যের ... যাহা যাহা করা আবশ্যক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সে সমুদয় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ... কার্য্য প্রকার কার্য্যারম্ভ করা ... সাহায্য করিবার ... যে সকল প্রজার কার্য্য ... পাইলে সেই সকল ... পাইতে পারে এবং বিশেষ ... পূর্ব্বে উপায়ুক্ত ... সকল করিয়া রাখিতে পারে। মনে করুন, ... গিয়াছে যে কার্য্য দ্বারা ... হইতে লোকদিগকে ... করা যাইতে পারে কিন্তু যাহারা ... শীঘ্র ও সুফল হইবে তাহারা ... পড়িয়াছে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করা ... বিশেষ কথনো যাহাদের মজুরি করা আবশ্যক নাই তাহাদের সেই কার্য্য বিশেষ করিতে সময়-সুযোগে, সুতরাং যখন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে তখন যত শীঘ্র কার্য্যারম্ভ হয় ততই ভাল। ...

দেশের কতদূর অনঙ্গল হইবে এখনো তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আমরা এখনো আশার সহিত ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া আছি যে তিনি আর অধিক দুর্গতি করিবেন না। কিন্তু এখনো যদি বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি না হয় তাহা হইলে শস্যাদি অল্পই পাওয়া যাইবে এবং শীতকালের ফসলের ও আশা চরিতার্থ হইবে, তখন যে কার্য্যের অত্যন্ত অভাব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অদ্যই যে কার্য্য আবশ্যক মনে করেন তাহা এই, সরকারের এই বন্দরের সকল ডিষ্ট্রিক্টে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার আয়তন বর্দ্ধিত করা। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার যথেষ্ট পাইবা এবং ভাগলপুরের কমিশনরসাহেবের সহিত এবিষয়ের পরামর্শ স্থির করিয়া ছেন। এবং তাঁহার অধীনস্থ সমুদায় স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁহারা যেখানে যেখানে কার্য্যের বিশেষ অভাব মনে করেন সেখানে সেখানে ঐ সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। দেশের প্রত্যেক স্থানে, যেখানেই বিশেষ সাহায্য আবশ্যক বোধ হইবে কোন না কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। ... স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের স্থানীয় কর্ম্ম যদি শেষ হয়, সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ দেওয়া যাইবে। ... "উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে" এমন সকল স্থানের মধ্যদিয়া হইবে যেখানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু এখানকার লোক ... মজুরি করা অজ্ঞান যাই। বিস্তার ... না হইলে তাহারা বাটী পরিত্যাগ ... করা ... ঠিক আসিবে না, অতএব এক ... উহা দ্বারা এ প্রদেশের সকল ... সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। ... টেবে আবশ্যক পথ সকল ও ... বের অন্তর্ভূত বিবেচনা করিয়া লেপ্টে ... গবর্ণর প্রস্তাবকারের যে প্রস্তাব করিয়া আরও অধিক কার্য্যের সুবিধা করা হয়।

... ১৮ ই সেপ্টেম্বরের গেজেটের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত লোটে কাষত হইয়াছে যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের মতে বহুজনাকীর্ণ পল্লিতর প্রদেশ সকলের এবং পূর্ব্ব দেশীয় প্রদেশ সকলের মধ্যে যাতায়াতের উপায় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মিত হইতে পারে। ত্রিহুত জেলার উত্তর ভাগে এবং ভাগলপুরের উত্তর সীমান্তে বিশেষরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং সেখানে রেলওয়ে নাই এই সকল রাস্তা যাইবে সুতরাং সেখানে শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। ... সৌভাগ্যক্রমে ছাপরাতাহার কার্য্যাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়র মিঃ ষ্টীভেন্স এই সকল স্থানের অবস্থা বিশেষ জানেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই যেখানে যেখানে তাহা আবশ্যক নির্ণয় করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পাটনার কমিশনর এবং ষ্টীভেন্স সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ষ্টীভেন্স সাহেব ছাপরা হইতে দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবেন। একটী সরলভাবে পুর্ণীয়ার দিকে যাইবে। দ্বিতীয়টী মাটপুর হইয়া উত্তরে ঠিটালিয়ার দিকে যাইবে। ভাগলপুরের কমিশনর এই রাস্তার সহিত পুর্ণীয়া ও ঠিটালিয়ার যোগ স্থাপন করিবার উপায় দেখিবেন। পুর্ণীয়া হইতে এক্ষণে যে পাকা রাস্তা মরঙ্গাবাটে গিয়াছে সেখান হইতে বিদ্যাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ হইয়াছে। ঠিটালিয়া হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহার সংস্কার করা যাইতে পারে, এবং সেখান হইতে ফুলঝরিয়া হইয়া মহকুমা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা করা যাইতে পারে। ... বর্ত্তমান বাহুল্যের ও কার্য্যকরীর যোগ করিবার বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে, ইহা দ্বারা ... পাওয়া যাইতে পারে, এবং ... যাইতে পারে। সেখানে ... যে যে স্থানে তাল পুষ্করিণী ... পাত্র ... সেই ...

শক। এই ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি মহৎ কার্য্যের ন্যায় আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এ উপায়ে নিম্নস্থ প্রজাদিগের দ্বারে কার্য্য উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির উপর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আরম্ভ করা ও তাহার তত্ত্বা ধারণ করা এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুষ্কর হইবে। যাহা হউক, এবিষয়ে ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কমিশনরদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে জমিদারেরা এ সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক কি না স্থির করেন। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের হেট হুকুম রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দৃঢ় সংস্কার যে জমিদারেরা যদি আপনাদের পদের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া চলেন তাঁহাদিগের এই সুবিধা ছাড়া উচিত নয়। তাঁহারা মনোযোগী হইলে এ সকল কার্য্য অনায়াসে হইতে পারে ৩০

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ অক্টোবর। তমলুকের সবডেপুটী কালেক্টর ঈশ্বর চন্দ্র বসু বহুল রহমন খাঁ তৃতীয় শ্রেণীর ম. জষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ এ অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনারারিউপ্রিতে অবৈতনিক মাজিষ্টেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু বেণীমাধব দত্ত বেণীচরণ দাস ইবক-রাজবংশী (রায়ত এবং পাটওয়ারি) মথুর ইবকরাজবংশী (তহসিলদার) রামকৃষ্ণ দাস, রাজবংশী (জোতদার)।

১ লা নবেম্বর। ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে ২৪ পরগণার প্রতি নাথ আইচ মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ডবলিউ জে, রিস সাহেব উক্ত বিভাগের মা জষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন ইনি সাউথ সুবারবণ টাউন মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইলেন।

জন সাবলো সরাব মাজিষ্টেট এবং কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

জে, ই, বি জেফ্রি ১৮৭১ অব্দের ৫ আইনের (বি সি) ৪ ধারানুসারে একজন ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

৩ রা নবেম্বর। হুগলী এবং ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ সি ডি, ফিলড সাহেব প্রিন্সেপ সাহেবের অনুপস্থিতকালে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

জলাপথ বিভাগের প্রতিনিধি জাইণ্ট মজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ বোডিলন সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর এ সি। ম্যাকডনেল সাহেব কিছুদিনের জন্য দরস্তাজ বিভাগের ভার পাইবেন।

এ, ডবলিউ কলেজ মধুমতী বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর এফ বি বীমস সাহেব গয়ার অন্তর্গত নওদা বিভাগের ভার পাইলেন।

৪ঠা নবেম্বর। অনরেবল এফ, এফ আরবাথনট সাহেব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সলের সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর। সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হারাণচন্দ্র দত্ত কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন এস, রিড্‌টন সাহেবের সহকারী হইবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩রা নবেম্বর। মৌলবী আহম্মদ উল্লা ম হের অন্তর্গত সালিগ্রাম নামক স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ অক্টোবর। মেদিনীপুরের সেসান জজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার সি ষ্টোক্স সাহেব যে সকল অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড হয় তাহার বিচারার্থ বিশেষ মাজিষ্টেট হইলেন।

জি এস পার্ক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইলেন কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট কালেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন, নিম্নলিখিত স্থানের মাজিষ্টেট এবং কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এ, ডবলিউ কেম্প ২৪ পরগণা।

২৪ এ নবেম্বর। সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর এ লি ম্যাকডোনেল পাটনায় নিযুক্ত হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের এবং দৌজদারী বিধির ১৪২ ১৪৭ ২৯২ ও ৭ এবং ৪ ৪ কমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন পশ্চাল্লিখিত স্থানের মাজিষ্টেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এচ, এচ, রিস এ। মেদনীপুর।

এস এস, থোন্স। মুর সদাবাদ।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই বি, গডফ্রে বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী প্রসাদ রায় মহিষবাথা বিভাগের ভার পাইলেন।

জে, বিস এ প্রথম শ্রেণীতে কটকের মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ কাসিম চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন, পশ্চাল্লিখিত স্থানের মাজিষ্টেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত। বাখরগঞ্জ।

জি, এ গ্রিয়রসন। বগোহর।

এচ বিচ। হুগলী।

এচ এম টরন হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনরের সহকারী হইলেন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ ই ওয়াড কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

কটকের এ, সি কালেক্টর ও ডেপুটী ম জষ্টেট বাবু নন্দকিশোর দাস পুরীতে বদলী হইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইবরাম রসুল কটক বদলী হইলেন।

ফিনান্সিয়ল এসিষ্টাণ্ট ইজি নয়র জে, বি, ষ্টোরি সাহাবাদে অবৈতনিক মাজিষ্টেট হই

লেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এক্টোবর। ডিষ্ট্রিক্ট সিবিল সার্জ্জিনের আদু মুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ৮৫০ আক্টের ১ আইনের ২ সারাহু সারে নিম্ন লিখিত সাক্ষিগণকে কমিশন স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন

এচ, টি [illegible] সাং (প্রেসিডেন্ট)।

এচ, জে [illegible]।

কর্ণেল, [illegible] (সভ্য)।

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ এচ, এ কর্ণেল সাহেব যে কমিশনর নিযুক্ত হন, তিনি সম্প্রতি রাজীনামা দিয়াছেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সে রাজীনামা পত্র গ্রাহ্য করিয়াছেন।

সিনিয়র ইনস্পেক্টর শিবলাল ডেওয়ারি ব্রাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের ভার পাইলেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর। কলিকাতা হইতে ৭ মেইল ৩৭ এবং বোম্বাই হইতে ৬ ই অক্টোবর যাত্রা করে উহা ২৭ এ অক্টোবর লণ্ডনে উপনীত হয়।

পারিস ৩০ এ অক্টোবর। [illegible] বলিয়াছিলেন রাজা শুদ্ধ স্থাপিত হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে [illegible] হইতে [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] ৮ [illegible] অপেক্ষাই উন্নতি একবারে [illegible] হইয়াছে

লণ্ডন [illegible] নবেম্বর। কাপের নিযুক্তি লইয়া [illegible] মধ্যে [illegible] হইতেছে [illegible] বলিতেছেন।

রুষীয় গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বিদ্রোহী টর্কিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমেরিকার বাণিজ্য কার্য্যের অবস্থা অতি মন্দ। একটী বৃহৎ কাপড়ের হাউস ফেলিয়া দিয়াছে এবং ১০০০ কারখানা বন্ধ হইয়াছে

সিসিলিতে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়াছে।

পোপ পিউসের মৃত্যু হইয়াছে।

আমেরিকা।

নিউইয়র্ক ২৯ এ অক্টোবর। আমেরিকিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে। কংগ্রেস মোতায় সর গবর্ণর উলসলিকে বলিয়াছেন, আমেরিকা কেপকোষ্ট কাইলে অগ্রসর হইতেছে।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

১। বৃষ্টি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে সকলেই এরূপ আশঙ্কা করিতেছে। ধানের গাছ সকল শুখাইয়া উলু খড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। অনেক কৃষক শস্যের বিষয় নিরাশ হইয়া ধান্যের গাছ সকল কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে। যে সকল স্থানে অন্যান্য বৎসর ৪। ৫ হাত জল হইত এবৎসর সে স্থানে জলের "ক" এ আইসে নাই। অনেকে (বোধ হয় অনেক জেলাই) বর্ষাকালে স্বাভাবিক এক প্রকার ঘাস উৎপন্ন হয়, তাহা কাটিয়া গরুদিগকে খাওয়াইয়া থাকে। এবৎসর জল সর্ব্বত্র না থাওয়াতে ঐ ঘাস উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং গরুর আহারের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত পোয়াল (খিচালি) যাহার আছে সে উহা বিক্রয় করিতেছে না, সুতরাং পয়লা থাকিতে গরুর খাওয়ায় অনেক কষ্ট হইতেছে। ফলতঃ এবার বঙ্গে প্রাণে এদেশ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২। এপ্রদেশীয় কৃষকেরা অল্প পরিশ্রমে যেই অপর্য্যাপ্ত শস্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই শস্য বিক্রয় করিয়া এত টাকা লভ্য করে, চৈত্র, বৈশাখ মাস হইতে মহাজনের নিকট হইতে যে সিকি, দেড়া সুদে টাকা ও ধান কর্জ্জ করিয়া খায় তাহা পরিশোধ করে এবং অতি সমারোহে কুটুম্বদিগকে আদর করিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাইয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়া থাকে। এজন্য চাষারা ঐ মাসের নাম "সোণার আস" সোণার অন্ন কারণ" বলিয়া থাকে এবং সেই কারণ পাইবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু এ বৎসর তাহার বিপরীত হইয়াছে। [illegible]

তাহাদের গ্রামে পানীয় [illegible] করিতেছে। জল [illegible] কীটিয়া [illegible] হইতেছে। যাহাদের [illegible] জল দিবার অভ্যাস আছে তাহারা এক পণে জল দিতেছে, সকলেরি মত নহুলে জলে কি করিবে? জল দিবার জন্য অধিকার মহাশয়েরা বিলে জল দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক বেলে দোম দিন জল যেমন করিয়া জল দেয়? অধিকাংশ কৃষকের তাহাও কেহ দি [illegible] অধিকারের চেষ্টায় কি হইবে।

৩। প্রথম জল হইলে সিকি কি হয় আবার সকল ধান কর্দ্দা পাইতে পারে। কিন্তু আকাশের গতিক যেরূপ তাহার আশা করা যায় না। রৌদ্রের এখন গ্রীষ্মের ন্যায় তেজ। সকল বস্তুই কি নিজ নিজ কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন?

৪। ধান্য ও চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এখানে ৫৷৷০ টোলার ওজনের ১৫ সের দোম করিয়া যেরূপ চাউল বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বে এসময় এক দোণ করিয়া বিক্রয় হইত। ইহাতেই আর দিন আছে।

৫। গ্রাম্যবর কাছেরা গরুকে খড় যোগাইতে হয় তিনি প্রতি জোয়ায় খড়ের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন এবং বিক্রয়ে যাহাতে চাউল রপ্তানি না হয় তাহার প্রতি বিধানের জন্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হউক।

আমাদিগের মাইটরমহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। [illegible] এখানে বর্ষা ভাল হয় নাই। কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে চলিল, এপর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বারিপাত হইল না এ জেলার অবস্থা লিখিতে [illegible]। বিলাতীয়ার ধান্য অনেক স্থলে পাইয়াছে। উচ্চ ভূমির ধান্যের অবস্থা দেখিলে, কৃষকের চোখে জল আসে। [illegible] উচ্চ ভূমির ধান্য [illegible] হইয়া, অধিকাংশ [illegible] [illegible] [illegible]

দেশ দেবমাতৃক, তাহার অবস্থা মধ্যে মধ্যে এইরূপই শোচনীয় হয়। আমাদিগের বিবেচনায় খাল খনন ও ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কেবল দেবতার মুখ পানে চাহিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। উপসংহার সময়ে আমরা আগ্রহ সহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা চাঁটলের রপ্তানি আপাততঃ বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করুন। অন্যথা দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

২। অত্রত্য শিকারীর কৌশলে এখানে আর একটী ব্যাঘ্র হত হইয়াছে।

৩। অনেক দিন হইল এখানে বিশেষ বৃষ্টি অনুভূত হইতেছে। আকাশে সময়ে সময়ে মেঘ দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্য্যকারী হইতেছে না।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ ও ছারখারে উপস্থিত। দেশ একবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় সকলেই আকুলিত। এ সময়ে আমরা একবার চিন্তার বেগ রাইপুরের দিকে ফিরাইয়া দেই। আহা! তথাকার অধিবাসীদের কতই না দুর্গতি হইতেছে। তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া কত প্রকার বিপদ একে একে চলিয়া গেল। তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে বলিয়া কাতর স্বরে কতবারই আমরা চীৎকার করিলাম। গবর্ণমেণ্ট ত সে দিকে অপেক্ষাই করিলেন না। আমাদের দেশের যাঁহারা প্রকৃত দানশৌণ্ড বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের অনেকেরই নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলাম। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে তাঁহারা যে নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের কোন ক্রমেই প্রতীতি হইল না। আমরা অতি সামান্য লোক। এক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা মাত্র। আমাদের আকার দেখিয়া তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় নাই। প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ভিন্ন সকলেরই নিকট আমাদের প্রার্থনা পরিচালিত হইয়াছে। দেখিলাম তিনিই কেবল আকর দেখিয়া দান করেন না। সাহায্যের স্থল উপস্থিত হইলেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি ৫০ টাকা দান করিয়া আপন নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদে রাইপুরের প্রজাদের কি হইবে, ইহা আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। অগ্নি দাহে তাহাদের কুটির একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বন্যা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক গুলি গৃহকে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়া গিয়াছে। এ সকল ভয়াবহ ঘটনা যদি তাহারা কোন প্রকারে সহ্য করিল গ্রাম মধ্যে পুনরায় সাংক্রামিক জ্বর দেখা দিয়াছে। তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এই হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি, এই চিন্তাই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে। তাহাদের যে কিছু মাত্র সংগতি নাই, তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। যখন অপর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তখন ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টই একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আর কণকাল বিলম্ব না করিয়া তথায় একটী অন্নসত্র খুলিয়া দিন। অন্নসত্রে সামান্য অক্ষম লোকদের আহার করা চলিবে। অনেক ভদ্রলোক ও কষ্টে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তথায় তাঁহারা যে যাইতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই হেতু আমাদের প্রস্তাব এই শ্রেণীর লোকদিগকে মাসিক টাকা না দিয়া কিছু কিছু তণ্ডুল দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। অবশেষে আমাদের সানুরোধে প্রার্থনা এই অনুবাদক মহাশয় যেন এই প্রস্তাবটী অনুবাদ করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সম্মুখে ধরিয়া দেন। রাইপুর বোলপুর ষ্টেসনের অতি নিকট।

শুনিলাম কেতুগ্রাম থানা অধিবাসীরা ছোট লাট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন করিতে চলিল, তাহাতে অনেক গুলি প্রার্থনা থাকিবে। তন্মধ্যে একটী প্রার্থনা এই যেন জমিদারেরা এ বৎসর রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের এ প্রার্থনা অসংগত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। অধিকাংশ প্রজার ধান্য ফসলই রাজস্ব সংস্থানের একমাত্র আয়। সেই ফসল যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহাদের রাজস্ব দিবার উপায় কি? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, বুঝিবা পাবনার অভিনয় আমাদিগকে অনেক স্থলে দেখিতে হয়।

অবল গ্রামের প্রজারা জমিদারের প্রতি কুলে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত হইতেছে, বলিয়া আমরা অদ্য ইহার বৃত্তান্তগুলি দিলাম না। অবল গ্রাম খানি বনয়ারী আবাদের অতি নিকট।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বহুদিবসাবধি জগদ্দল ও এলাচী উত্তর গ্রামের মধ্য স্থলে এক বঙ্গবিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় মহোদয়গণের সাহায্যে এক প্রকার চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিদ্যালয় গৃহটী পুনঃ নির্ম্মাণের আবশ্যক হওয়াতে দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে সাধারণের যথাযোগ্য কৃপা বলোকনই কেবল আমাদিগের বর্ত্তমান অভাব মোচনের এক মাত্র উপায়।

এলাচী
বঙ্গবিদ্যালয়

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আজ কাল বঙ্গদেশের লোকে একটি নূতন কর্ত্তব্য বিষয় উদ্ভাবিত করিয়াছে। যাঁহারা দু আক্ষর শিখিয়াছেন, দু এক খানা বাঙ্গালা বই পড়িতেছেন, দুপাত ইংরাজি উল্টাইতেছেন, তিনিই এক জন লেখক হয়ে পড়িলেন। ভাল লেখক হয়ে যদি লোকের কোন না কোন উপকার

করা যায় সে স্বতন্ত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সোমের বিষয়, সকলেই কোন বড় লোককে সমাজের কোন উন্নতি সাধককে অথবা কোন সম্প্রদায়কে কুৎসিত রূপে গালাগালি দিয়া আপনাদের লেখক নাম প্রচারণে তৎপর হয়। দোষের উল্লেখ করা দোষ সংশোধন আর্থ যদি দুকথা বলা যায়, কটু হোক আর মধুর হোক লোকে তাহাতে তত কষ্ট হয় না। গালি দিবার অভিপ্রায় হয় অথবা ঠোগা হয় সে কথা কে ভাঙ্গিয়া দেখে, অমুক মহাশয়কে, যাঁকে সকলে বিশেষ মান্য ভক্তি অথবা আদর করে সেই মহাত্মাকে আজ দুটা দুকথা বলে দিলাম লোকের কাছে এই মতলবের জন্য, এই আর হাসাবার জন্য সম্পূর্ণ ঘৃণনীয় বিষয় লিখি অকাতরে অক্লেশচিত্তে লেখক লজ্জা করেন না, ভয় করে না, লিখিবার সময় হাত কাঁপিয়াও যাইলে না। আমাদের কলদেশটির দিন লেখক শূন্য হইয়া যায়, কোন কালে বঙ্গভাষার উন্নতি না হক, আমাদের এমন লেখকের প্রয়োজন নাই। সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দূরে থাকুক, তাহাকে বরঞ্চ অন্ধকারে ডুবিয়া করা দূরে থাকুক, উহা দেখিয়া সমাজ দিন দিন কলুষিত হয়ে উঠছে, তাহার অঙ্গরাগ দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি উহারা যেন আর এ উদ্দেশে লেখনী ধারণ না করেন। এই সেদিন একখানি সম্বাদ পত্রে দেখিলাম কেবল পরনিন্দা লালস চরিতার্থ করিবার জন্য এক ব্যক্তি আমাদের পূজার ব্যক্তিগণকে (মাইকেল মধুসূদন কেশব সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি) মিছামিছি কতক গুলিন গালি দিয়াছেন। তিনি যে উদ্দিষ্টরূপ স্বভাব সম্পন্ন একজন লোক ইহাতে তাহা বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত মহাত্মাগণ যে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখাইয়া দুন, এমন কি বঙ্গবাসী বঙ্গভাষানুরাগী কেহই একথা অস্বীকার করেন না করিতেও পারেন না। কৃতজ্ঞতা পরিশূন্য লোকেরাই উহাদের প্রতি কটু কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। সত্য, সকলেই কিছু কেহ পরিশূন্য হৃদয় নয় সকলেরই কোন না কোন ত্রুটি আছেই আছে, আমরা তার পরিগ্রহ করিয়া অজ্ঞাত হওয়া যায় না। আবার যদি কাহার ও সেই দোষ অতি অল্পই থাকে তবে কি তিনি ক্ষমা যোগ্য নন? তিনি কি আমাদের পূজ্য নন? তাঁহাকে ভক্তি করা কি আমাদের অনুচিত কাজ? অসঙ্কুচিত-চিত্তে বলিতে পারি, অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি উক্ত মহাত্মাগণ, হৃদয়সম্পন্ন বঙ্গবাসী মাত্রেই দুই সাধুবাদের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র।

খৃ ১৮৭৩ ৫ই নবেম্বর } শ্রীমধুসূদন বসু মহেশ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩১ এ অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্বনিম্নের জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াদির নীচে	১২	
তথা হইতে ভুরপুর	৩	৯
তথা হইতে অদিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	
অদিপুর হইতে মহেরপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
মহেরপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৪	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	১২

সন ১৮৭৩ সালের ৩ রা নবেম্বর মহেরপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	৩

মহেরপুর } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
৩ রা নবেম্বর } লোকাল ডিবার ডিবিজন।
১৮৭৩

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল গোস্বামী
শান্তিপুর ১০
" আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ ১০
" ব্রজমোহন রায় চৌধুরী ১৫
মুন্সী মহেন্দ্রলাল খাস্তগীর
মেদিনীপুর ৫০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে বাহুল্য সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চোট, ছুটি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টীকিট প্রেরণ না করেন টীকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পূর্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও এক মাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুলী বা মুদ্রাঙ্কিত পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রতিবার প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵৷০ দুই, তিন, তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

এই পত্র সোমপুর [illegible] সোমপুর [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হ

সোমপ্রকাশ

৬ শ ভাগ। ৯ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।"

প্রতিমাসিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ৩ রা অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ১৭ ই নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

কাশ শূল ও মেহের চিকিৎসা।

আমার পিতা ঠাকুর শিতারাম মহাশয় কাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানি বেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ খাস, কাশ কয় কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি আমি মেদনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল

—:০:—

শুদ্ধ যন্ত্র ছাপা খানা।

৫ নং, ১৪ নং মির্জ্জা ফকীর লেন হোতে ডেমি সাইজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

শঙ্কর বিজয় তরঙ্গ।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সার সংগ্রহ

শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র জন্মাবধি স্বর্গধাম গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষার পদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় বাহা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপলব্ধি বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রন্থপাতিলাষ হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গার গুপ্ত প্রেসে ও বারাণসী সোণারপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌলবি গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র দ্বারা২ পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

বাঙ্কর কারীগণের প্রতি প্রতি খণ্ড	১৷৷০
বিনা বাঙ্করকারী	১
ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড	৵

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, ষ্টীমর প্রভৃতি জাহাজীয় দ্রব্য ও মসল্লা প্রভৃতির ও ভাড়ার লঘুতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনে যদি কেহ চাউল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য অথবা ময়দা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে ১ম মন ২য় মন বোঝাই পক্ষে প্রত্যেক মণে মাইল পিছু এক পাই এর আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেশন হইতে যদি কালী কিম্বা কালীর নিম্নের কোন ষ্টেশনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মলকাটা ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল ময়দা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে লঘুতার কথা হইল, এটা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মুসারে ও ব্যয় করণার্থে, যাঁহারা রপ্তানীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা কলিকাতার বন্দরে রপ্তানীর জন্য যে সকল দ্রব্য আনীত হইবে তাহার সম্পূর্ণ ভাড়া দিতে হইবে।

এজেন্সি ই, আই, রেল ওয়ে ১ লা নবেম্বর, সিসিল ষ্টিফেন্সন

বাসন্তী এনষ্টীনস স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ শূন্য আছে। প্রথম শ্রেণীর বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং

দ্বিতীয় মাষ্টারের ৯০ টাকা। সদাশয় শিক্ষা-বিভাগের উপযুক্ত কর্ত্তার পরিচয় লইয়া দ্বিতীয় মাষ্টারের মাসমধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইণ্ডিসিয়ারিটি জানা আবশ্যক।

৮-৭৩ ১
৩১ এ অক্টোবর } শ্রীবিনোদ চন্দ্র সেন
সম্পাদক
বাসণ্ডা, পোষ্ট আফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

—:০:—

রায় রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

আলবার্ট হিন্দু হোটেল ৫ কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি—মহাশয়ের কৃত যন্ত্র ভাষার প্রকাশিত বিস্তৃত [redacted] পুস্তকগুলি [redacted] নিকট [redacted]

প্রোকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ঐ ১০ ডাক মাশুল ।৵০ একত্রে দুইখণ্ড ১৮ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাশুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ১ ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিদাস ৺ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ-রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল।০ উহার কৃত ডিসপেন্সরি ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভারিণ ও পারিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
আলবার্ট হিন্দু হোটেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষেত করা প্রস্তর নির্ম্মিত স্নানের পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জলপাত্র ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, দেওয়ালে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যে নিম্নিত্ত উপরি উক্ত ষেত করা পাইপ টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } রায় এণ্ড কোং।

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি সমাপ্তির জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এই [redacted] পঞ্জিকার [redacted] অফিসিএটিং অনেক [redacted] স্বাধীনভাবে পত্রলিখকদিগের [redacted] ; ইডিটরেরদিগের।

সোমপ্রকাশ।

৩য় অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশ বেঙ্গল বর্ষ বৃদ্ধি।

এই অগ্রহায়ণ মাসে সোমপ্রকাশ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। যখন বিদ্যার কর্ত্তারা বয়সের যে এক এক সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সোমপ্রকাশের এক এক সীমা উত্তীর্ণ হইয়া অদ্য নূতন সীমায় অবতীর্ণ হওয়া হইল। অতএব সোমপ্রকাশ এত দিন যে পথ যে যুক্তি যে নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিল, তাহার উল্লেখ করা অদ্য হইতেছে না। উল্লেখ করিবার একটী বিশেষ কারণও ঘটিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় সোমপ্রকাশের বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে। সেই ভ্রম ভঞ্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সোমপ্রকাশ বিস্তৃত পথ অবলম্বন করিয়া বরাবর স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। অনুরোধ উপরোধ বা আকাঙ্ক্ষা ইহাকে কখন ইহার বিপথগামী করিতে পারে নাই। উহার মুক্তি ও উহার নীতি ইহার একমাত্র অবলম্বন। এই মুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইহা কি রাজনীতি কি জমীদারী কি সমাজ কি আচার ব্যবহার কি ধর্ম্ম সকল বিষয়েই উহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। [redacted] বিরুদ্ধকালে ইহা কখন [redacted] হইতে হয় নাই।

যখন যে বিষয়ে দোষ দেখিয়াছে অম্লান মুখে তাহা কহিয়াছে। রুষ্ট বা তুষ্ট হইবেন সে ভয় বা সংকোচ করে নাই, গুণ বর্ণনাবসরেও ইহা কখন মৌনাবলম্বী হয় নাই। এই কারণে অনেকে ইহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। অনেকেই ভাবেন সোমপ্রকাশ তাঁহাদের শত্রু। কিন্তু তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না যে তাঁহাদিগের নিজ দোষই তাঁহাদিগের শত্রুতা করিতেছে। যে দোষ দেখাইয়া দেয় সে শত্রু না মিত্র? সোমপ্রকাশ বাস্তবিক তাঁহাদিগের মিত্রের কাজ করিয়াছে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

সোমপ্রকাশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর আলোচনাকালে সময়ে সময়ে অপ্রিয় কথা কহিয়া থাকে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে শত্রু জ্ঞান করেন, প্রজাগণের অনেকেও ভাবিয়া থাকেন সোমপ্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ। কিন্তু তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশের ফাইল খুলিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন অপ্রিয় বাক্য অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা বাক্যই অধিক। যে ব্যক্তি সময়ে কোন ব্যক্তির কার্য্যের দোষ কীর্ত্তন ও সময়ে তাহারই কার্য্যের গুণানুবাদ করে, সে কি বিপক্ষ? বিপক্ষতার কি এই লক্ষণ? গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে সোমপ্রকাশের অভিমত এই, গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন করুন, নূতনবিধ কর করুন, আর প্রজার হিতার্থ কোন চেষ্টা করুন, প্রজাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করিয়া করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মন্বন্তর লাভ গর্ভাক্রান্ত করা অবধি সন্তানের পূর্ণবয়স পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে অভ্রান্ত গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতি দাঁড়াইয়াছিল, যে কোন কাজ করুন, তাহাতে প্রজার অভিপ্রায় জানা অথবা সন্তোষ সাধন করা অতি ক্ষিপ্রকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন তাহাই করিতেন। তাহাতে ক্রমে প্রজার অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজার মনের ভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করাই সমাচার পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সোমপ্রকাশ সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানার্থ প্রাণ পণ চেষ্টা পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিবার নিমিত্ত তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যের দোষ গুণের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ প্রতিবাদ করা মিত্রের না শত্রুর কার্য্য? সোমপ্রকাশ যে ভয় মৈত্রীর বশীভূত না হইয়া অবিচলিত ভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এতদ্দ্বারা কি তাহারই পরিচয় হইতেছে না?

জমীদারেরাও সোমপ্রকাশকে শত্রু ভাবেন। সেটীও তাঁহাদিগের মহাভ্রম। তাঁহাদিগের অনেকগুলি অন্যায় কাজ আছে। তাহাতে প্রজারা যার পর নাই কষ্ট পায়। তাঁহারা মনে করেন, সেই কার্য্যগুলি করিয়া তাঁহাদিগের লাভ হইবে, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা নিজেই তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহারা সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রজার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হন, সোমপ্রকাশের এই অভিমত। সোমপ্রকাশ নিরন্তর তাহারই উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহারা হিতে বিপরীত ভাবিয়া থাকেন। সোমপ্রকাশে তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ দেখিলেই জ্বলিয়া উঠেন। সোমপ্রকাশ যদি তাঁহাদিগের শত্রু হইল, প্রজা তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে সোমপ্রকাশ প্রজার কার্য্যের প্রতিবাদ ও তাঁহাদিগের সপক্ষতা করে কারণ কি? শাস্ত্রকারেরা এই ব্যবহারকে কি শত্রুতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? পক্ষপাতবিহীন হইয়া কার্য্য করিতে গেলে উভয় পক্ষেরই সমভাবে দোষ গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়।

অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, আমাদিগের আচার ব্যবহারগত যে সমস্ত দোষ আছে গবর্ণমেণ্ট হস্তবিধি করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার নিবারণ করেন। কিন্তু সোমপ্রকাশের সে মত নয়। উহার মত এই, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের সামাজিক কোন বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করেন। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষা দান করুন, এদেশীয়েরা আচার ব্যবহারের দোষগুলি বুঝিতে পারুন, তাহার উন্মূলনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন, অধ্যবসায়বান্ ও সাহসসম্পন্ন হউন, ক্রমে দোষগুলি অন্তর্হিত হইবে। অনেকে এ মত বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, সোমপ্রকাশ সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক। কিন্তু ফোতের এই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না গবর্ণমেণ্ট যদি একবার আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পান, হস্তক্ষেপ করিয়া স্বকৃত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দোষী নহেন বলিয়া প্রশংসিত হন, ক্রমে এরূপ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন যে যাহারা এক্ষণে উদ্যতপ্রায় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারাই আবার তখন ব্যাকুল হইয়া হস্তক্ষেপ চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু তখন তাঁহাদিগের সে চেষ্টা আশি কাটিয়া গোবা জল আনিবার ন্যায় বিফল হইবে সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশকে ব্রাহ্মবিদ্বেষী বলিয়া একটা অপবাদ আছে। এ অপবাদ টী নিতান্ত অমূলক। ইহা গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মদিগের অবলম্বনে দোষ কীর্ত্তন ও গুণানুবাদ করিয়া থাকে এক

কথাতে; এবং সমাজ মনুষ্যদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যটী মহামূল্য রত্নের ন্যায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া অলিন ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ অজ্ঞান দূরে ক্ষেপ করিয়া উহাকে সাজ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা সেই [illegible] ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যদি সেই অজ্ঞান গুলি [illegible] করিয়া কেবল অজ্ঞান দ্বারা উহাকে পুনরায় আচ্ছন্ন করেন, তাহা হইলে কি [illegible] যোগ্য হইবে? কি ধনী কি দরিদ্র, কি ভদ্র কি নীচ, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে সকলেই সমান অধিকারী। উহার দেশকাল পাত্র ভেদ নাই, স্থান ও আসন বিচার নাই, অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না সামাজিক আচার ব্যবহারাদিও উহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না, উহার নিমিত্ত কোন প্রকার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইবারও প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ কিয়ৎ-দিবস অনুষ্ঠান পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন; নবদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপসর্গ আছে। উপাসনা-প্রণালী নিয়মিত ক্রমে হইয়া উঠিতেছে যাহা সোমপ্রকাশ প্রভৃতি [illegible] না হইত নব দলের অধিনায়ক বাবু কেশবচন্দ্র সেন এত দিনে হয় ত একটী অবতার হইয়া উঠিতেন, যে দল সোমপ্রকাশ কেশব বাবুর অগ্রে [illegible] বাজাইবার প্রতিবাদ করে, সেই দিন অবধি ব্রাহ্মেরা সোমপ্রকাশকে শত্রু জ্ঞান করেন!!! কিন্তু যদি তাঁহারা [illegible] পরিহাস অসহ্য হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগের স্থির ভাবে গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে শিখিয়া থাকে, যদি তাঁহাদিগের প্রকৃতি শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, সোমপ্রকাশ কখন তাঁহাদিগের শত্রুতা অথবা মিত্রতা কারণান্তরে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশের রচনা প্রণালী বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধ রীতির অনুযায়িনী। প্রচলিত সাধু ভাষাই ইহার অবলম্বন। তবে সময়ে সময়ে দুই একটী সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অজ্ঞান প্রযুক্ত হয় না। তৎপ্রয়োগের কারণ এই, সংক্ষেপে, সংস্কৃতে অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়। সেই সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে পাঠকগণের ক্লেশ হয় এরূপ বোধ হয় না। সোমপ্রকাশের রচনা প্রণালীতে সম্পাদকের বলে সেই সংস্কৃত শব্দগুলির সহজেই অর্থ বোধ হইয়া যায়।

সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন, প্রস্তাব, বিবিধ সংবাদ, সংগৃহীত সংবাদ, ও প্রেরিত পত্র এই পাঁচটী প্রকরণ আছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নহেন। যিনি যেরূপ লিখিয়া পাঠান, তাহাই অবিকল প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কেবল এই মাত্র দেখেন, বিজ্ঞাপন মধ্যে রাজদ্রোহসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ অথবা কাহার গ্লানি আছে কি না? প্রস্তাব ও সম্পাদকের নিজের ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টের লিখিত। অন্যের লিখিত প্রস্তাব উৎকৃষ্ট হইলে তাহাও সময়ে সময়ে প্রস্তাব মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবে রাজনীতি সমাজ ধর্ম্ম প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয়। পাঠক গণের অনেকে পরিহাস ভালবাসেন। কিন্তু পরিহাস করিতে গেলে বিষয়ের গুরুতা রক্ষা হয় না। এই কারণে প্রস্তাব মধ্যে প্রায় পরিহাস রসের প্রযুক্ত [illegible] না। যে সমস্ত পরিহাস বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাঁহারা পরিহাস ভালবাসেন, তাঁহারা বিবিধ সংবাদ পাঠ করুন। বিবিধ সংবাদের অধিকাংশ ইংরাজী সমাচার পত্র ও অন্য অন্য সংবাদ পত্র হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সোমপ্রকাশের পরিচিত সংবাদদাতারা যে সকল সংবাদ পাঠাইয়া দেন, তাহা সংগৃহীত সংবাদ স্থলে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা প্রেরিত পত্র প্রেরণ করেন, তাঁহারা অপরিচিত। সোমপ্রকাশে অজ্ঞাত প্রেরিত পত্র প্রকাশের নিয়ম নাই। যে গুলি উৎকৃষ্ট হয়, সেই গুলিই বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাহার কারণ এই, সম্পাদক সকল সময়ে সকল প্রেরিত বাছিয়া লিবার অবসর পান না।

বঙ্গদর্শনের প্রত্যাবর্ত্তিত মূর্ত্তিক।

উক্তিখানার মূর্ত্তিক্রমের কথা স্মরণ হইলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এবার বঙ্গদর্শনে তাহার অভিনয় হইবে, ইহা মনে করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক ও মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তবে এক আশ্বাস এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শিরস্থানস্থ দুই প্রধান পুরুষ স্বর্গারোহণে আশঙ্কিত অনিষ্টের প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [illegible] কাবেল সাহেবের অধ্যবসায় শান্তিস্থাপক ফিজরাল্ড সাহেব মহোদয়ের বিঘ্নকারী বীর স্বভাবের পরিচয় মিলিত হইয়া অনেকদূর প্রতিবন্ধ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি উঁহারা দুই জনে পরিচিত হইয়াছেন। [illegible]

ক্ষেপে অনিচ্ছা প্রকাশ করাছেন। বুক ইহারাও বীডন ও লাড লরেন্সের ন্যায় কতকগুলি মানুষ মারেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এড মণ্টন সাহেবের যে দৃষ্টান্ত এক্ষণে হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশের পক্ষে সুসঙ্গত হইতেছে না। বঙ্গ দেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহুবৈলক্ষণ্য আছে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকেরা অনাবৃষ্টি হইলেও একেবারে হতাশ হয় না। তাহারা নিজ পরিশ্রমবলে কূপোদক সেচন করিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করে। কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকদিগের সে ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, আমরা সর জর্জ কাম্বেল সাহেব ও লার্ড মেয়ো সাহেবের বিবেচনার্থ দুটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও ভদ্র জাতির মধ্যে অনেক দরিদ্র আছেন। অতিশয় আত্মাভিমান থাকাতে তাঁহারা প্রাণান্তেও মজুরি করেন না। অন্নসত্রেও যান না। অতএব পবলিকওয়ার্ক এবং অন্নসত্র স্থাপন দ্বারা তাহাদিগের উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের রক্ষার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। দ্বিতীয়, ১২৮০ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। ৮১ সালের বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত যার পর নাই উহার প্রকোপ হইবে। এই সময়ে তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তন কর্ত্তব্য।

আমরা উপরে যে দুটী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, তাহা সফল করিতে পবলিকওয়ার্ক প্রভৃতি দ্বারা ভদ্রবারণে সমর্থ হইবেন আমাদিগের মন বোধ হয় না। মহাজনেরা যদি ইচ্ছা মত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করেন গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ না করিলে, ভদ্র দরিদ্রেরা অন্নে মারা পড়িবেন সন্দেহ নাই। ইহার লোকেরাও কেবল পবলিকওয়ার্ক দ্বারা আপন আপন জীবন রক্ষায় সমর্থ হইবে না। আমরা অনুরোধ করিয়াছি এক্ষণেও অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যদি সামান্য নিয়ম লঙ্ঘন দোষ অপেক্ষা সহস্র সহস্র প্রজার জীবন নাশ গুরুতর বিবেচনা করেন, চাউলের একটী মূল্য স্থির করিয়া দিন তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই প্রজা রক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। টড ও লরেন্স সাহেবের গবর্ণমেণ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উড়িষ্যার অসংখ্য লোকের অপমৃত্যু তাহার প্রমাণ। উপসংহারে বক্তব্য এই, আপৎকালে নিয়ম লঙ্ঘন দোষাবহ নহে। অপর বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যখন মহাজনদিগের হইতে দেশ রক্ষা কঠিন হইবে, তখন তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে অসময়ের চেষ্টা যে ফলোপধায়িনী হইবে সে সম্ভাবনা নাই। সময়ে বীজ বপন না করিলে শস্য পণ্ড হইয়া যায়।

কলিকাতার দক্ষিণ স্থ ন সকলের রক্ষার উপায় কি?

সার জর্জ্জ কাম্বেলের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হউক। এই সময়ে তাঁহার উদ্যোগ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক আশ্বাস পাইতেছে। তাঁহার অধীনস্থ কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার উপর যে তাঁহার দৃষ্টি তাহার তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। দরিদ্র লোকেরা ঘর ফেলিয়া আসিতে পারিবে না বলিয়া তিনি তাহাদের ঘর পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত। আমরা পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছি পাঠ করিয়াই পাঠকগণ আমাদের এই মত যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন। খোন কানোরে বিহারের লোকেরা মরিতেছে, যার অতিশয় রেলওয়ে দ্বারা উক্ত প্রদেশের লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে কিন্তু আমাদের এদিকের দরিদ্রদিগের জন্য কিছু আবশ্যক কি না? নিম্ন ভূমি ভিন্ন সমুদায় স্থান জ্বলিয়া গিয়াছে। তবে এ অঞ্চলে নিম্ন ভূমিই অধিক এবং পড়ে দশ বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যত দিন ক্ষেতের ধান্য গোলাজাত না হইতেছে ততদিন কৃত অবস্থা জানা যাইতেছে না। কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইতি মধ্যে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি যে চাউল পূর্ব্বে ২৷৷০ দরে বিক্রয় হইতেছিল তাহা ৩৷ ৩৷০ সিকা বিক্রয় হইতেছে এ প্রদেশের ধান্যের ভূমিই অধিক সুতরাং অধিকাংশ লোক ধান্য জীবী, মজুরি করা তাহাদের অভ্যাস নাই, সুতরাং যদি বাস্তবিক কার্য্য কক্ষ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সময় থাকিতে এদিকেও কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত। আমরা কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এবং কর্ম্মচারিদিগের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি।

১ম। কুলপী ব্রাঞ্চ রেলওয়ে। মাতলা রেলওয়ে যখন কলিকাতা সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ছিল তখন এক রেলওয়ের মোগলপুর হেষিম হইতে দক্ষিণ কুলপী পর্য্যন্ত একটী ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার কথা হয়। সে জন্য জরিপ ও ষ্টেশন ইত্যাদি হইয়াছিল, এবং একটী প্লানও প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু ব্রাঞ্চ লাইন হওয়া দূরে থাকুক কোম্পানি কিস্তিবন্দী হইয়া গবর্ণ

মেণ্ট হস্তে দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মাননীয় রেলওয়ের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি, গবর্ণমেণ্টকে আর ব্রাঞ্চ লাইন খুলিতে বলিতে সাহস হয় না কিন্তু লেণ্ট গবর্ণর নাকি বলিয়াছেন কায় বন্ধ করা ভাল হয় আমার মতে কেবল চলতি লাইনকে কার্য্য ও অর্থ যোগাইবার জন্য, সুতরাং তদনুসারে একার্য্য আরম্ভ করিলে লোকের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে এবং এই সকল স্থানে সর্ব্বদা বহুজনের গতায়াত থাকাতে বিশেষ ক্ষতি না হইতেও পারে।

দ্বিতীয়, আকনার বিলের বাঁধ ও স্লুইসগেট। পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে অনেক বার লেখা হইয়াছে যে বাঁধ ও স্লুইসের অভাবে এস্থানের অনেক ভূমি পতিত হইয়া আছে। লোণা জল প্রবেশ করিয়া শস্যাদি জন্মিতে দেয় না, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন এবং ১ লক্ষ টাকা এষ্টিমেট হয়; জমিদারেরা এই বন্দোবস্ত অতি অল্প অংশ মাত্র দাঁতারা করিতে স্বীকৃত হওয়াতে তখন কিছু হয় নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, গত বৎসর আবার একটী এষ্টিমেট হইয়া আছে আর কত বার এষ্টিমেট হইবে। ত্বরায় এ কার্য্যটি আরম্ভ করা উচিত।

তৃতীয়, গড়িয়া হইতে সূর্য্যপুর পর্য্যন্ত যে পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া আছে তাহার পুনরুদ্ধার। এই স্রোতটী যখন প্রবল ছিল তখন লোকের যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। গড়িয়া এবং সূর্য্যপুর এ প্রদেশের মধ্যে দুইটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান এই সকল স্থান হইতে জ্বালানি ক্রয় করিয়া আনিতে লোকের অনেক ব্যয় ও অসুবিধা হইয়া থাকে। এই খালটী কাটিয়া দিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে; বিশেষ পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া থাকাতে নানা প্রকার পদার্থ পড়িয়া চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত করিয়া থাকে। এবং মেলেরিয়ার বৃদ্ধি করে

চতুর্থ, দক্ষিণে মেলো ও উত্তরে সূর্য্যপুর, একটী খাল কাটিয়া এই দুই স্থানের যোগ করিয়া দিতে পারিলে অনেক পূর্ব্বে মজিলপুরের পূর্ব্ব দিকে বুড়োর খাল নামে একটী খাল ছিল। সেটি বোধ হওয়াতে তাহার সন্তার অপকার ভিন্ন উপকার হইত না। সেই জন্য লোকেরা সেটীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মেলো প্রভৃতি স্থান হইতে কত নানা প্রকৃতি নানা দ্রব্য পূর্ব্বে আসিতেছে হইত সেগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি মেলো হইতে সূর্য্যপুর দিয়া খাঁড়া পর্য্যন্ত জলপথে আসিবার সুবিধা হয় তাহা হইলে বাণিজ্যের যে কি প্রকার উন্নতি হয় তাহার বর্ণনা করা যায় না।

পঞ্চম, অন্নদার হইতে সরিয়া কামারপোল, বারেরোণ প্রভৃতি স্থানে লোকদিগকে অর্ব্বাচীন যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ পথ নাই। বর্ষাকালে সাতক্ষিরোতে যাইতে হয় গ্রীষ্মকালে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। এখানে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। আমরা যে কয়গুলির প্রস্তাব করিলাম ইহাতে সকল স্থানের লোকে কায়া পাইবে এবং প্রজাদের অল্পব্যয়ে বিস্তর বিশেষ সুবিধা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

—:১:—

বেঙ্গল অ্যাক্টের বিস্তার।

পাঠকগণ! আপনারা অবশ্যই অতি লোভ পক্ষপাত অকর্ম্মণ্য নিরোধ ইউরোপীয় প্রতিপালন শিশুদের উৎসাহ হতাশ ও ওদাসীন্যের উৎপাদক এইগুলি যদি এক স্থানে দেখিতে চান আমাদিগের সঙ্গে চলুন মুরিদের বিস্তারে দেখিতে পাইবেন। মুরিদের জেলখানায় কলোডগণের ন্যায় (১) ঐ স্থানের লোক কৃষি নির্ব্বাহের ব্যয় করিতেছে, সেখানে আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, কাহাদিগের (মেলেরিয়া) প্রাণ বিনাশ করা নাই। কেহ কেহ তাহা নিবারণ করিবার বিবিধ সময়ে সময়ে যত্ন করেন বটে কিন্তু সে সকল বৃথা হয়। যাঁহারা ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি বড় বিরক্ত, তাঁহারা তাহাদিগকে পাখা ঝাঁকাইয়া রাখিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মুরিদের জেলখানায় অধিকের বিস্তারের কার্য্য হইতেছে। মোয়াসুলস্ত্রাসার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় কমিটির কর্ত্তৃত্ব অধিক সম্ভাবনা বড় আর। কারণ যাঁহারা কমিটির মেম্বর হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অধিকের বিস্তারের লোক। তাঁহারা কাল কাটাইবার নিমিত্ত ঐ মোয়গুলির সহিত তাঁহাদিগের পরম আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। [illegible] তাঁহাদিগকে দোষ বলিয়াই বুঝিতে পারিবেন না। তবে যদি কাহার সাহেব(২) স্বয়ং কোমর বাঁধিতে পারেন, আপিস, ঐ বিস্তারে বাসস্থান করিয়া তত্ত্ব তল্লাস করিয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তবে যদি কিছু করিতে পারেন। আমরা জানি তাঁহার ঔষধ, বুদ্ধি এড়াইতে পারে এমন দোষ অল্প আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা একটী কথা বলিয়া দি, যদি কাহার পরামর্শ অনুসারে চলেন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

(১) কার্লিপুরের সাহেব ও বাঙ্গালী দুই শ্রেণীর। ইঁহারা পরস্পর দেখিতেই পারেন। ইঁহারা পরস্পর কাহারও বাসস্থানে যান না। কেন যাওয়া নাই তাহা বলা বাহুল্য। দেখাতে ও ভাল ভালিবার বিস্তর আছে। পরস্পরাপ্রতি তাহা দুর্লভ নয়।

(২) মেরিয়ন সাহেবের ডিরাইবেকটী উহার পাঁচজন কুলিদের মেণ্টেকে কয়দিনের অধিকারের, তাহা নিম্ন বাঙ্গালার মেণ্টেকে মধ্যে হইবে।

আমরা উপরে অডিকেম ডিপার্টমেণ্টের অপব্যয়াদি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম বোধ হয় পাঠকগণ তাহার স্বরূপ জানিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। অডিকেম ডিপার্টমেণ্টে কাজ অতি অল্প, কর্ম্মচারী অনেক অধিক কাজ এত অল্প যে কর্ম্মচারিদিগের আফিস আসিয়া দিন কাটান ভার হয় কেহ কেহ হুঁকা বসিয়া চুরুট খাইতেছেন কেহ চুরুট খাইতেছেন কেহ তুড়ি দিতেছেন কেহ ঘরের কড়িকাঠ গণিতেছেন কেহবা ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে সেই দিকে কাণপাতিয়া আছেন। যতক্ষণ আফিসে থাকিতে হয় উঁহাদিগের ঐ রূপ করিয়া বসিয়া বোধ হয়। একটা বাজিলেই একে একে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মচারিরা অন্তর্দ্ধান হইতে থাকেন। পক্ষপাত ও ইউরোপীয় প্রতিপালনের কথা পাঠকগণকে আর কি কহিব। এই ডিপার্টমেণ্টে অনেকগুলি ইউরোপীয় আসিষ্টাণ্ট নিয়োজিত আছেন। উঁহারা না জানেন এদেশের অবস্থা, না বুঝেন লোকের মনের ভাব, না জানেন লোকের চরিত্র। উঁহাদিগের বয়স অধিক নয় বহুদর্শিতাও কিছু মাত্র নাই। উঁহাদিগের হইতে এবিভাগের কোন উপকার হইতেছে না বরং প্রকারান্তরে অপকার হইতেছে। চমৎকার এই, ঐ সকল ব্যক্তি মোটা মোটা বেতন পাইতেছেন বাহিরে গেলেও মোটা মোটা পদের পাইয়া থাকেন। কিন্তু এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি উঁহাদিগের অপেক্ষা শত গুণে উপযুক্ত, যাঁহাদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পিত হইলে [illegible] সম্পাদিত হয় উঁহারা নীচে পড়িয়া আছেন। উঁহারা বেতন অল্প পান এবং বাহিরে গেলে পদের যৎকিঞ্চিৎ কার্যসম্বন্ধে দুই চারি আনা পাইয়া থাকেন। সকলে তাহাও পান না। পাঠকগণ। ইহার পর পক্ষপাত আর কি আছে? এতদ্বিষয়ে আমাদিগের একটী প্রাচীন কবি [illegible] কহিয়াছেন—

উত্তম ভৈষজ সঞ্চয় স্থূল পাদপানাং
কাকঃ কুশেশয়পি ফলমালভতে সপক্ষঃ।
সিংহোবলী দ্বিরদকুম্ভ বিদারণেঽপি
নীরত্যহো কুহরে শুনঃ খলীনঃ।

কাক কুশ হইলেও উচ্চ পর্ব্বতে স্থূল স্থিত বৃক্ষের ফল লাভ করে কারণ সে পক্ষ বিশিষ্ট কিন্তু সিংহ বলবান ও গণ্ডস্থল বিদারণে কুশল হইলেও তাহাকে গুহা তলে পড়িয়া থাকিতে হয় সে সে বৃক্ষের ফল লাভ করিতে পারে না কারণ সে পক্ষ (সহায়) হীন

অডিকেম ডিপার্টমেণ্ট হেমন্তের উপযুক্ত কর্ম্মচারিরাও ঐরূপ সহায় হীন বলিয়া নীচে পড়িয়া পচিতেছেন।

আমরা উপরে যে অডিটেমেণ্টের কথা বলিলাম, তদ্বিষয়ে কিছু বলবার আমাদিগের কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। কিন্তু কি করি যখন প্রসঙ্গ উপস্থিত, তখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে মৌনাবলম্বনও বিধেয় হইতেছে না। এ বিভাগটী কেবল কর্ম্মচারিদিগের নয় গবর্ণমেণ্টেরও অতিশয়ের পরিচয় দিতেছে। গবর্ণমেণ্টের এ অংশে অর্থলোভ দস্যু তস্করাদির অর্থলোভ অপেক্ষাও অধিক ভয় নিন্দনীয়। দস্যু তস্করাদি যে ব্যক্তির বাটীতে চুরী বা ডাকাইতী করে, কেবল তাহারই ক্রমার্জ্জিত অর্থের হানি হয় অন্য কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ নাম দ্বারা অডিকেম উৎপাদন করিয়া জগতের যে অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা এমন বিধ নয়। যাহারা অডিকেম সেবন করে, তাহাদিগের বুদ্ধি বল শরীর অর্থ সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায় এ বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের অনেকেরই ঠোক অতি প্রায়। উঁহারা যখন যাঁহার কাছে আসিয়া থাকেন, কীট পতঙ্গ যে কিছু সম্মুখে পড়ে পক্ষিরাও [illegible]

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে গবর্ণর জেনরল যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মিরার তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে:—

কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে শস্যাদির যেরূপ অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এবং বিহারের স্থানে স্থানে আমন ধান্য অতি অল্প জন্মিয়াছে, রবি শস্যেরও বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। তবে আগামী ৩ মাসের মধ্যে কাহার কিরূপ হইবে তদনুসারে এই শস্যের অবস্থা ভাল মন্দ উভয়ই হইতে পারে। বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই সকল বিষয় যথা সময় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, এবং অবিলম্বে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধানার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করা হয়। এক্ষণে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অতএব এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন না। রপ্তানী বন্ধ করা হউক, গবর্ণমেণ্ট সমুদায় চাউল ক্রয় করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন, কিম্বা বাজারে চাউলের একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দিন, এই রূপ অনেক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। যদি আবশ্যক হয় গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু এখনও এরূপ আবশ্যকতা উপস্থিত হয় নাই। যে সকল স্থানের অধিক সংখ্যক লোকের মরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইবে সেই সকল স্থানে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি পর্ব্বতিক কার্য্য সকল আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইবে। এক্ষণে মোন সন্দের খালের কার্য্য বৃদ্ধি ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এরূপ কার্য্য সকল অন্যান্য স্থানে আরম্ভ করা হয় সেজন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রতি ভার অর্পণ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মজুরদিগকে বেতন না দিয়া, বেতনের কিয়দংশ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইবে। এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিয়া রাখিবেন এবং যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ নাই সেই সকল স্থান হইতে শস্য আনয়ন করিবেন, এজন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মার কর্ম্মচারিদিগকে ক্রমে ক্রমে শস্য ক্রয় করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। জমীদারের নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে কত টাকা খনন অথবা ভূমির উৎকর্ষ সাধন বা অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অগ্রিম টাকা দিতে প্রস্তুত

আছেন যে সকল [illegible] কই পণ্ডিত হইবে সেই সকল [illegible] কর সংগ্রহ করা হইবে [illegible] দেশের মধ্যে শস্যাদি সহজে চলিত হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন। এই নিষ্পত্তি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] কোরার নিবারণার্থ স্থানে স্থানে কমিটি বসিবে। অন্নাভাবে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা [illegible] বীজ ক্রয় করিবার [illegible] বিবেচনা পূর্ব্বক জরী [illegible] করিতে পারিবেন। শস্যের [illegible] অবস্থা জন্য [illegible] সাহায্য করিবেন। এই [illegible] সংবাদ [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] আফিসরের পরামর্শ [illegible] পরিশেষে [illegible] বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] প্রকার শস্যের অবস্থা

[illegible] ন [illegible] ভিন্ন ভিন্ন প্রকার [illegible] পরিমাণে বৃষ্টি [illegible] নিম্নভূমি ভিন্ন শস্যের অবস্থা মন্দ, এ অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়। হাকড়ার নিম্নভূ [illegible] আনা শস্য পাওয়া যাইবে। [illegible] চাউল আমদপুর [illegible] রপ্তানী হয়, কিন্তু মূল্য সমান রহিয়াছে। মেহেরপুরে মূল্য বড় বৃদ্ধি হইতেছে। তথা হইতে অনেক চাউল বাকুড়া ও কলিকাতায় রপ্তানী হইতেছে। হুগলী— [illegible] ভূমির ৩ ভাগ এবং নিম্ন ভূমির অর্দ্ধেক ধান্য নষ্ট হইয়াছে। হাবড়া—উচ্চ ভূমির ধান্য [illegible] হইবে। প্রোসডেন্সি-বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রবি শস্য বপনের [illegible] সুবিধা হইবে। হুগলী—উচ্চ ভূমির [illegible] গিয়াছে। মধ্যম, পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে উচ্চ ও নিম্ন ভূমি [illegible] হইতেছে। [illegible] পাণ্ডুয়ার মহাজনদিগের নিকট অনেক চাউল মজুত আছে, তাহারা দর বাড়াইতেছে। মেহেরপুর এবং [illegible] স্থানে স্থানে চাউল এক টাকা মণ আনা মণ বিক্রীত হইতেছে। যশোহর—প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় আছে, যেখানে বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। যশোহরের সর্ব্বত্রই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু হেড কোয়ার্টারে মূল্য কম আছে। মুরসিদাবাদে এবং রাজসাহী বিভাগের হেড কোয়ার্টারে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্বিবন্ধন মুরসিদাবাদে কতক উপকার হইয়াছে বটে কিন্তু চাউলের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর—শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। রঙ্গপুরে দুই আনার অধিক ধান্য পাওয়া যাইবে না। চাউলের মূল্য একণে কম আছে অনেক চাউলও মজুত আছে। রাজসাহী বিভাগের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল্য সমান রহিয়াছে। রঙ্গপুরে চারি আনার অধিক ধান্য পাওয়া যাইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। বগুড়ার অধিকাংশে শস্যের অবস্থা মন্দ, তবে জল সেচন দ্বারা কতক স্থানের উপকার হইয়াছে। পাবনায় এখনও বৃষ্টি হইলে বাবি ধান্যের উপকার হয়। কুষ্টিয়ার কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] মেহেরপুরে যে ধান্য জন্মিয়াছে লোকের অধিক কষ্ট হইবে না, কুষ্টিয়ার দশ আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। এখানে দুর্ভিক্ষের [illegible] সম্ভাবনা নাই গত দুই বৎসর বিলক্ষণ [illegible] হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের মধ্যে বাকরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। ত্রিপুরা ও [illegible] মধ্যম শস্যের [illegible] সিলেটের কতক [illegible] বৃষ্টি হয়। ঢাকা বিভাগের শস্যের অবস্থা মন্দ। ফরিদপুরের নিম্ন ভূমিতে বার আনা পাওয়া যাইবে। মূল্য অল্প কমিয়াছে। বরিশাল গত বৎসর চৌদ্দ আনা পাওয়া যাইবে মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় আছে। [illegible] শস্য জন্মিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা ভাল। নওয়াখালিতে কীটাদিতে এবং বৃষ্টির অভাবে শস্যের [illegible] করিয়াছে। ত্রিপুরার শস্যের অবস্থা মন্দ; মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশে এবং হিল টিপারার অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়, কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই। মজুরী পাইলা বিভাগে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, হেড কোয়ার্টারে যে শস্য আছে, তাহা লোকার [illegible] করিতেছে। পাটনা বিভাগে সাতদার বৃষ্টি হওয়াতে কতক উপকার হইয়াছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। গয়াতে যে ৩০ হাজার একার ভূমিতে জল সেচন করা হয় তাহা ভিন্ন আর সমুদয় ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। ভিন্ন ভূমির রবি শস্যের অবস্থা এখন ভাল। মজুরী ভিন্নতে বিভাগে ধান্য নষ্ট হইয়াছে, রবিশস্য যাহা রোপণ করা হইয়াছিল তাহা অঙ্কুরিত হইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, লোকের কষ্ট হইবে আশ্বিনের জলে বৃষ্টি হইতেছে সাহেবে বাস কাটিয়া গবাদিক খাওয়ান হইতেছে। ভাগলপুর বিভাগে ভূমির তারতম্য এবং [illegible] পরিমাণের স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বড় উপকার হয় নাই। সাঁওতাল পরগণার—উচ্চ ভূমিতে উচ্চ মধ্যম [illegible] চারি আনা এবং নিম্নভূমিতে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে। মূল্য কিছু কমিয়াছে। ভাগলপুরে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ। ভাগলপুরের [illegible] উপকার হইয়াছে। আমদানী বন্ধ হওয়াতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ণিয়ার কোসি নদীর নিকটে প্রথমে যে ধান্য [illegible]

করা হয় তাহা উত্তম ধ ধর,ছে কিন্তু পূর্ব্বাদিগের ধ'ন্যের অবস্থা মন্দ। সমুদায়ে চারি আনা জ'ন্মিয়াছে অ,গদানী আরম্ভ হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণ পশ্চিম ভিন্ন আট আনা দানা পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যার সংবাদ ভাল, কিন্তু বালেশ্বরে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে ৫ টী নাগপুরে দরিদ্র কৃষক দিগেরই ধান্য অতি মন্দ হইয়াছে। বোধ হয় লোহার ডম্ব য় শীঘ্র লোকের কষ্ট হইবে কন্ধ সিংহভূম এবং মানভূমে যে ধান্য জ'ন্মিয়াছে তাহাতে এতদ্রতা লোকের কষ্ট হইবে না। আসাম এবং নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত প্রদেশের যে সকল স্থানে ধান্য জন্মে তথা হইতে মন্দ সংবাদ আসিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১ এ কার্ত্তিক সোমবার।

বর্দ্ধমান ও হুগলীর সাংক্রামিক জ্বর ক্রমে বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিতেছে না। কয়েক মাস'বধি কোদালিয়া চাঁকুড়িপোতা হরিনাভি রাজপুর মালঞ্চ গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে ইহ'র অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সবল সুস্থকায় ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটী চারিটী পীড়িত নাই এমন বাটী প্রায় দেখা যায় না। এমন অনেক বাটী আছে, তথায় রোগীদিগের শুশ্রূষা করে এমন একটীও লোক নাই, সকলেই পীড়িত। যে সকল লোকের সুস্থ ও সবল দেহ দেখিয়া মনে আনন্দ হইত, তাহারা রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া শীর্ণ কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসে। ইহার উপরে আবার হাতুড়িয়া চিকিৎসকের দল বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়াছে। এ অঞ্চলের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া ভাল চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করান তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, অগত্যা তাহাদিগকে এই সকল যমদূতের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে হয়। ইহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ তাহা যাঁহারা একজন হাতুড়িয়া কর্ত্তৃক সে দিবসকার কোদালিয়ার দুটী বালকের হত্যা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহাদের অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় ইহাদিগের জীবন রক্ষার একটী মাত্র উপায় আমাদিগের নয়ন পথে পতিত হইতেছে, সে উপায় গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের এ সময়ে কর্ত্তব্য অবিলম্বে এঅঞ্চলে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন এবং একজন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করেন

১৮ ই নবেম্বর গাজিপুরে হত্যাপরাধে একজনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। যাহার ফাঁসী হইল সে যাহাকে হত্যা করে, তিনি গাজিপুরের একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন।

একজন লিখিয়াছেন, ৪১৫ দিন হইল খান সেলেমাবাদের শরহদ্দ কাঁশড়া গ্রামে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের নিকটস্থ ক'ল্লা গ্রাম নিবাসী মাখন লাল নামক ময়রা সামান্য অলঙ্কারের লোভে উপরি উক্ত গ্রামের ৫।৬ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে দিবা দুই প্রহরের সময় হত্যা করিয়াছে। সে ঐ হত্যা করিয়া তন্নিকটস্থ ওড়ে গ্রামে এক বণিকের নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিতেছিল, এমত সময় কাঁশড়া গ্রামের চৌকিদার গিয়া অলঙ্কার সমেত তাহাকে ধৃত করিয়া সেলেমাবাদের সব ইন স্পেক্টরকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রধানাদি লইয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেন। শুনিলাম ঐ ব্যক্তি স্বয়ংখুন করিয়াছি বলিয়া এজাহার দেয়, বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

এম, জোগসেট নামক যে একজন ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়র কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, একজন বণিক তাঁহার নিকট হইতে ১১০০০০০০ টাকায় ঐ আবিষ্ক্রিয়াটী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করিতে কল কিনিতে কৃত্রিম টাকা ও দেওয়া নাই?

ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্র সমূহে আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের এই রূপ আয়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কর্ণীয় সম্প্রতি কন্যা পিতার নিকট হইতে ৫০,০০০ ও নগদ টাকা যাহা পান তাহা ভিন্ন ক্রিমিয়াতে বিস্তর ভূসম্পত্তি পাইবেন। গণার ডিউক তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীকে অর্থাৎ আমাদিগের ডিউককে বার্ষিক ৩০০০০ টাকা পেন্সন দিবার মানস করিয়াছেন ডেবন্ ডিউকের ডিউকও কিছু দিবার কল্পনা করিতেছেন। কর্ণ্ডয় প্রিন্স কনসট তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রগণের জন্য যে একটী কণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমাদিগের ডিউক বর্ষে ১৫০০০০ টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। এ ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্টের দান আছে। ডিউকের এ বিবাহ নয়, কতকগুলি তামুক হইল।

ইংলণ্ডে ক্ষেত্রে জল সেচনের এক নূতন বিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমির কিছু উপরে কতকগুলি লিশার পাইপ পাতা হয়, ঐ পাইপগুলিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। একটী কলদ্বারা ঐ সকল পাইপে জল লইয়া যাওয়া হয়, সেই জল বৃষ্টির ন্যায় ঐ সকল ছিদ্র দিয়া ভূমিতে পতিতে থাকে।

গত বৎসর গ্রেট ব্রটনে ৪৩৭১৩৩ লোকের ইনকম টাক্স ধার্য্য হয়। ইহাদিগের আয় এবং যে ইনকম টাক্স দিতে হইয়াছে তাহা একত্রে ধরিলে ১২২২১৭৪১৮০ টাকা হয়। ঐ টাক্সে ৩০৫৫০৩১০ টাকা হয়। ১৮৫৭ জনের চারি হইতে ৫ লক্ষ পর্য্যন্ত টাক্স ধরা হয় এবং ১০ জনের ৫ লক্ষের অধিক করিয়া টাক্স ধরা হইয়া ছে। এই তালিকাটী ইংলণ্ডের ধনশালিতার পরিচয় দিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, কাজির বিচারের এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সম্প্রতি আর একটী বিচারের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পায়সে একজন রাজমিস্ত্রী ছাত নির্ম্মাণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়। সেখান দিয়া একজন ফেরিওয়ালা গমন করিতেছিল। মিস্ত্রী প্রাণ ত্যাগ তাহার মাথের উপর পড়িয়া যায়। ইহাতে

ফেরিওয়ালার প্রাণত্যাগ হয়। তাহার পুত্র মিস্ত্রীর নামে কাজীর নিকট নালিশ করে। মিস্ত্রী আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিল যে, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাদ হইতে পতিত হয় নাই এবং ফেরিওয়ালার উপরে পতিত হইবে তাহা সে জানিত না কি কিছু ফেরিওয়ালার পুত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রার্থনা করিতে লাগিল যে তাহার পিতার হত্যাকারী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়। কাজি বলিলেন, যে মকদ্দমা উকীল বিচার হইবে, এবং এমত চিন্তা করিয়া হুকুম দিলেন যে, মিস্ত্রী ছাদ হইতে ফেরিওয়ালার উপর পতিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছে। অতএব মিস্ত্রী সেই পথে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক এবং তুমি ছাদ হইতে উহার উপরে নিপতিত হও। তাহা হইলে উপযুক্ত বিচার হবে।" ফেরিওয়ালার পুত্র এ বিচার মত কাজ করিল কি না তাহা আমরা অবগত হই নাই। কিন্তু যাহারা এরূপ খুনকারির মত প্রার্থনা করে, তাহাদের পক্ষে এটী একটী বহু মূল্য উপদেশ।

ইংলণ্ডিএকদিন কাগজে আপনে যেরূপে অপরাধিদিগের প্রাণদণ্ড করা হয় তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এক দিবস আটটী অপরাধীর প্রাণ দণ্ড করা হয়। এক জন সাহেব সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইরূপ বলেন, খানিকটা জমি বেড় দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে তিনটী গর্ত্ত করিয়াতাহার পশ্চাদ্দিকে মাটির পাটিয়া অপরাধিদিগকে বসান হয়। এই বেড়ার এক দিকে দুই জন প্রাজ্ঞ কর্ম্মচারি বসিয়া থাকেন। অপরাধিদিগকে একসারিতে বসাইয়া কাগজ দিয়া তাহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধারক পক্ষে আর এক ব্যক্তি ছিল সে একেক অপরাধীর কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলে সে উঠিয়া একটী গর্ত্তের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইতেছে। সেখানে লইয়া তাহাকে বাম দাঁড়াইতে বলা হয়। মাত্র দাঁড়াইবামাত্র চক্ষু-নিমেষে মস্তক ছেদন করিয়া ফেলা হয় ছিন্নমস্তকটী গর্ত্তের ভিতরে পড়ে। তত্ত্বাবধারীর সঙ্কেতের লোকটী উহা উঠাইয়া লইয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া তাহাকর্ত্তাদের নিকট অর্পণ করে। সাহেব এই ঘৃণা ব্যাপার অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তিনি কি জিজ্ঞ দেশে লোকের ফাঁসী হইতে দেখেন নাই?

ঢাকা প্রকাশ বলেন "মুসলমানদের মধ্যে কার। কিছুকাল হইল, [illegible] পরস্পর বাদ বিবাদ এক জন স্কুলের সব ডেপুটী ইন্সপেক্টরের আবশ্যক হওয়াতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট এক জন বি, এ, উপাধিধারী বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করিয়া একজন অপেক্ষা কৃত অল্পবিদ্য মুসলমানকে ঐ কর্ম্ম দিয়াছেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজ নগরে একটী কর্ম্ম খালি হওয়াতে তথাকার কালেক্টর সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে কর্ম্ম প্রার্থী জাতিতে মুসলমান হইলেই আবশ্যক হইবে। হিন্দু ও মুসলমান যখন এক দেশের অধিবাসী ও এক গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন তখন উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিলে কোন কথা বলার না। যোগ্য হইলেই কর্ম্ম পাইবে এই সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে কোন জাতীয় প্রজা অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে রাজনীতি পক্ষপাতিতার আভাস দেয় তাহা নিন্দিত নহে।

সম্বাদ বহন, মজঃফরপুরে মৌলাগুড়ার কল নামক একটী জুয়াচোরের ধরা পড়িয়াছে। ইহারা পাঁচটী ভাই, জুয়া খেলিয়া লোককে নানা প্রকারে ঠকাইয়া লয়। গত শুক্রবার একজন লোক আলিপুরের কালেক্টরিতে হইতে তিন সহস্র টাকা লইয়া নিজ গ্রাম মুহেরে যাইতেছিলেন। মজঃফরপুর ছিল অল্প লোক তাঁহাকে বলিল যে তাঁহাদিগের সিরাজপুরে যাইতে হইবে, কিন্তু গাড়ী নাই। অতএব তাঁহার সহিত গাড়ীতে করিয়া সঙ্গে যাইতে চাহিল। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন এবং বসিলেন, যে তাহারা মৌলাগুড়ার লোক। মজঃফরপুরে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কতক মদ খাওয়াইবার উদ্যোগ করে, কিন্তু তিনি কোনমতে খাইলেন না বলিয়া চীৎকার করাতে কতকগুলিন লোক ইংরাজ [illegible] পাঁয় হস্তপদের ঐশ্বরিক হইলেন। আর চোরেরা কোথায় পলায়ন করিল তাহা নির্ণয় করা গেল না। পরিশেষে, একজন কনষ্টেবল তাঁহাকে পিতালয়ে পহুছিয়া দিয়া গিয়াছিল। মৌলাগুড়ার পুলিষ কি পুলিষ সাহেব না? উহাদিগের অধিক টাকার কোন জামিন লইলে মৌলাদের কতক করিতে পারে।"

বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছে, "মা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতেছেন না বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালীর ন্যায় পুরস্কার মুক্ত ভাবে পরিলে লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে পারে এই আশঙ্কায় বোধ করি তিনি আর বাঙ্গালী হইতে চাহেন না। কোন ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও বলিয়াছেন যে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে টেল্‌হিরিদীর ন্যায় দেখায়। যখন তিনি সাহেবী পরিচ্ছদ ছাড়িতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার স্ত্রীকেও অবশ্য বিবি সেজ পরিচ্ছদ (গাউন) পরাইবেন, বিবি শিখা শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু যে ললাটে উল্‌কীর স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাকে গাউন পরাইলে এক অপূর্ব্ব সেজের ন্যায়ই দেখাইবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে বিলাতের ভদ্রলোকেরা মনে করে যে পরিচ্ছদের বলেই তাঁহারা ইংরাজদের সমকক্ষ হইবেন, অথবা তাঁহাদের মনে নিশ্চিন্তেন। কিন্তু যাহারা স্ত্রীকে সাহেবী সাজে দেখিলে ইংরেজ দিগের সঙ্গে নিতান্ত বিরোধ ভাবের উদয় হয়, দেশীয় আচার ব্যবহারে কিন্তু তোষিলে তাঁহাদের তাহা হয়না। বঙ্গদেশে জন্মিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতি ঘৃণা করিলে তিনি এদেশের কি উপকার করিবেন? একজন ইউরোপীয় এদেশ অপেক্ষা অনেক দূরে থাকে দেশীয়দের উপকার করিতে পারেন। সুতরাং বাঙ্গালী সিবিলিয়ান দ্বারা বঙ্গদেশের কিছু মাত্র উপকারের আশা নাই। মহাত্মা [illegible] সাহেব প্রমাণ করিয়াছিলেন, উহারা এই জন্য রোদন করিতেছেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু দেশীয় লোক তাঁহার শিক্ষা জন্য [illegible] পিতাকে [illegible] দুই [illegible]

[illegible] অপরাধিদিগের [illegible] বাঙ্গালী [illegible]

যাছে, তিন জনেই মরিয়াছে। ব্যাঙচারই এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কারণ।

২৯ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গত পূর্ব্ব সোমবারে ঢাকার নিকটে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৬-২০২১ টাকা মূল্যের ১১৪৪৪ মণ ডাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, মণ্টেগু সাহেব বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষসমর্থনার্থ যাইতেছেন। জ্যাকসন সাহেবের যে কথা হয় তাহা অমূলক।

বঙ্গদেশের অধিকেনের ৮ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অধিফেনের ৭ মাসের শুল্কে ৪৫০১২২০ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অধিকেনে ১০৯৪৯৭০ টাকা এবং মালওয়ার অধিফেনে ৩১০১৭৮০ টাকা হইয়াছে।

ইংলিশম্যান বলেন, আগামী বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল বর্গণ সহিত এক বিশেষ ট্রেণে হাবড়া হইতে আগ্রা যাত্রা করিবেন।

বুধবার প্রাতঃকালে টাউনহালে দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট উপাসনার্থ এক সভা হইবে। রেনরেণ্ড জে, এম উয়লস সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

দিল্লীগেজেটের কর্ণেলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কাবুলের সৈন্যগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে না, আমীর আজ্ঞা দিয়াছেন আপাততঃ আর না নূতন সৈন্য গ্রহণ করা হয়।

১৮৭১ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ৫৩৪০৮১০ হাজার চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৮৭২ অব্দে ৪৯০৯০২১ হাজার চাউল যায়। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ৮ মাসে ৩৭২১২১১ হাজার চাউল গিয়াছে। এই তালিকা দ্বারা প্রতি পন্ন হইতেছে, এদেশে যে ধান্য জন্মে, তাহা যদি রপ্তানী না হয় এক বৎসর ফসল না হইলে আমাদিগকে হাহাকার করিতে হয় না।

গতকল্য পুর্ণিয়া হইতে ৬ জন পুরুষ ও দুই স্ত্রীলোককে আদালতে পাঠাইবার জন্য আলীপুর জেলে আনা হইয়াছে। ইহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মিরর বলেন, ভাগলপুর হইতে বারাণসীতে অনেক চাউল আমদানী হইয়াছে।

কলাসর উইলিয়ম মিউরের আগ্রার উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

গাজীপুর বারাণসী মিরজাপুর আজমগড় এবং গোরক্ষপুরে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অতি ধান্য ভাল জন্মে নাই গোরক্ষপুরে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, চুরি ডাকাইতিও আরম্ভ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে পঞ্জাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার কথা হইতেছে। কিন্তু ভরসা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ডেবিস সাহেব এ প্রস্তাবের বিরোধী।

বোম্বাইয়েও বুঝি গাড়িওয়ালাদিগের ধর্ম্মঘট হয়। জরুরি বেগে গাড়ি হাঁকাইবার জন্য অনেকগুলি গাড়িওয়ালার জরিমানা হইয়াছে।

বরদার মলহররাও একজন মহুরের কন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া যে ক্ষেপিয়া উঠেন, কি কারণে বলা যায় না, এক্ষণে সে খেয়াল পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাকে একটী পৃথক বাটীতে রাখা হইয়াছে এবং উহার পিতাকে অনেক টাকা ও বহুমূল্য জব্যাদি দেওয়া হইয়াছে। উহাকে পৃথক বাটীতে রাখা অপেক্ষা বিবাহ করাই ভাল ছিল।

মিরর বলেন, সর রিচার্ড টেম্পলের পুত্র টেম্পল সাহেব এক্ষণে কলিকাতায় রহিয়াছেন, ইনি পিতার সহিত সিমলায় ছিলেন। ইনি পিতার নিকটে রাজ্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন না কি?

ঢাকার একটী ব্রাহ্মণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কে ইহাকে মুসলমান করিল, কোরাণ, না, কোন ষোড়শী মুসলমানী?

২৮ এ কার্ত্তিক বুধবার।

পিপলস্ কেুণ্ড বলেন, মুঙ্গেরবাসীরা রাইয়তেরা ভয়ানক অত্যাচারে কষ্ট পাইতেছে। অনেকে চুক্তির পাত্তা ও মুলাদি আইন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে।

আগামী ১২ ই জানুয়ারি কলিকাতায় অশ্ব প্রদর্শন হইবে। তাহাতে ১২ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত অদ্ভুত ঘটনাটী সত্যরূপে লিখিত হইয়াছে। আমতা নব ডিবিজনের অধীন গোবিন্দপুর নামক গ্রামে কতকগুলি কৃষক সন্তান ক্রীড়া করিতে করিতে শ্যামা পূজার দিবস একখানি প্রতিমা করিয়া একটী ঘরের ভিতর পূজা আরম্ভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ পুরোহিত কেহ পরিচারক কেহ কর্ত্তা কেহবা কর্ত্তা হয়। পূজা আরম্ভ হইলে একটী বালক বলিল ভাই আমাদের পাঁঠা কই? পাঁঠা না হইলে পূজা কি? অতএব আমি পাঁঠা হইতেছি, তোমরা হাড়কাঠ পুত। আমি হাত কাটে গলা দিয়া পড়িলে এক জন মাথার চুল ধরিয়া টানিবে আর দুই জন আমার হাত পা পৃষ্ঠের দিকে ধরিয়া টানিয়া থাকিবে। যখন দেখিবে আমি চীৎকার করিতে করিতে নিস্তব্ধ হব সেই সময়ে আমাকে বলিদান করিবে। ক্রমে ঐ বালক হাড়কাঠে গলা দিয়া শয়ন করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, আর আর বালকেরা পূর্ব্ব কথানুসারে কেহ হাত কেহ পা কেহ চুল ধরিয়া টানিয়া রহিল। পশুসদৃশাভিলাষি বালকের চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠাস্থর কম্প প্রায় হইয়া আসিল যে বালকটী কর্ত্তা হইয়াছিল সে কোপের উদ্যোগ দেখিতে না পাইয়া এমন সময় উহাদের মধ্যে একজন বালক এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গিয়া নিকটস্থ কৃষকদিগকে ডাকিতে লাগিল, কৃষকেরা শীঘ্র আসিয়া ঐ বালককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। এ ঘটনাটী কতদূর সত্য বলা যায় না। ইহার মূল কিছু থাকিতে পারে তা- হইতে বাড়াইয়া এতদূর করিয়া তুলা হইয়াছে।

৮ ই এবং ২১ এ অক্টোবরের মধ্যে হাবড়া হইতে ৩৮৭০০০ মণ চাউল রেল-

ওয়ের দ্বারা রংপীগঞ্জ এবং বজ্রাঘাতের যথা-যথা স্থান সকলে প্রেরিত হয়। চন্দননগর হইতে ৬০ কলসার যল পাঠান হয়। চন্দন নগর হইতে আর ৬০ কলসার যল পাঠান হইবে।

বিশ্বস্তসূত্রে লিখিত হইয়াছে একজন ধনাঢ্য এক মোকদ্দমায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করেন, ১৫ মাসের পর উহার মধ্যে ১৭০২৫ টাকা ফিরিয়াছেন। সম্পাদক এতদ্বিষয়ে আটর্ন দ্বারা মূলের একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক ইংরাজ মফঃস্বলের অত্যাচার এই জন্যই তাঁহারা লোকের বিপদকে আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের উপায় করিয়া লয়।

মফঃস্বলের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাবক্তব্যীয় এবং বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। দীন্ন লোকেরা খাটিয়া খাইতে পারে এ নিমিত্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সকল প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমা রেলওয়ের কার্য্য তত্ত্ব কেণ্ট মহাশয় এই রেলওয়ে সম্বন্ধীয় অন্যান্য রাজা নির্দ্দিষ্টের আদেশ দিয়াছেন। বর্দ্ধমানে মোহর মধ্যে কাণাড়ীর সহযোগে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কোন পুষ্করিণী নাই বলিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, জমীদারেরা যদি তাঁহাদের নিজের স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করেন, তিনি অগ্রিম টাকা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত আছেন।

১১ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সে দিবস ডুইকেলসের রাজা, যার কথিপয়দিনের মধ্যে ফাঁসি করিবার হুকুম হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কয়েদীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি না? কমিশনর ইহার এই উত্তর দেন, ডুইকেলসের রাজা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অদ্যাপি রাজা, তাঁহার সহিত সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ করা উচিত নয়। তিনি যখন জেলে যাইবেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া ডুইকেলসের রাজা কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। কমিশনর সাহেব বিষয় মনে পরিত্যক্ত রাজার বাসা বাটীতে গমন করিয়া রাজাকে এই সম্বাদ জানাইয়া আসিলেন। কিন্তু ডুইকেলসের রাজার কথা মনে হইলে আমাদিগের কলিকাতা অবস্থিতি কালীন একজন ইংরাজ সম্পাদকের নিকট এরূপ সম্বাদের আশা করিতে পারেন না।

রেজল টাইমস বলেন, মারাত্মক গাছে ওলওঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওলওঠা সাংক্রামিক জ্বর এবং দুর্ভিক্ষ এবং এই তিনে মোর ভয় বঙ্গদেশে দুঃখদায়ক করিবে।

বোম্বাইর গবর্ণর সর সি এল ভাউস গত শনিবার বারাণসীতে উপনীত হইয়াছেন।

গবর্ণর যেমন আগ্রায় গমন করিলে তত্রত্য মিউনিসিপাল কমিশনরেরা অসহন অঁদোকর করিবার এবং বাজী পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যাঁহার সন্তোষ নিমিত্তার্থে আড়াই হাজার টাকা পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি বোধ হয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন।

একজন মাদি অতিরিক্ত আরোহী লইয়া ছিল বলিয়া রিবার পুলিষ তাহার ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। প্রতিনিধি প্রেরণ হত হইয়াছে, তথাপি লোকের চৈতন্য হয় না এই আশ্চর্য্য।

খৃষ্ট বল, মুসলমান বল হিন্দুধর্ম্মের নিকট কাহারই প্রতিভা খাটিয়া উঠে না, হিন্দু ধর্ম্মে যেমন আঁটাআঁটি দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন ধর্ম্মেই নয়, বহু চিন্তা করিয়াছে তথাপি এই গুণে ইহা আর্য্যজাতীয়দিগের সকল ধর্ম্মের উপর একক উচ্চ স্থান করিয়া আছে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান, মুসলমানের খৃষ্টান অথবা হিন্দুর খৃষ্টান বা মুসলমান সওয়া অনা-য়াসে ঘটে, কিন্তু খৃষ্টানের অথবা মুসলমানের হিন্দু হওয়া সহজ নয়। পাঠকগণ মুসলমান বা হিন্দুর খৃষ্টান কিম্বা খৃষ্টানের মুসলমান হওয়ার কথা অনেক শুনিয়াছেন, মুসলমানের হিন্দু হইবার চেষ্টা কখন শুনেন নাই। সম্প্রতি যখন ভারতবর্ষের সুবাদার দৌলত রাও খাঁ নামক একজন মুসলমান হিন্দু হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বের স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কেবল হিন্দু বেশভূষা ধারণে ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন, মুসলমানদিগকে অজ্ঞান ঘৃণা করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জ্ঞানে ভক্তি করেন, ব্রাহ্মণেরা যদি তাঁহাকে লইয়া একত্রে আহার করেন, তিনি প্রচুর অর্থ দিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু কিছুতেই হিন্দু হইতে পারিতেছেন না, তিনি এত করিয়াও হিন্দু হইতে পারিতেছেন না, কখনও যে পারিবেন আমরা সে সম্ভাবনাও করি না। দুঃখের বিষয় এই, সেই হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি নবা দলের আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩০ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

সিপিলস ক্লেণ্ড বলেন, গত সপ্তাহে কাটোয়া বিভাগের স্থানে স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু খানা আউসগ্রাম মুরুল এবং সাহেবগঞ্জের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন গত ৩০ এ অক্টোবর তাঁহাদিগের রাজা প্রতাপ সিংহের রাণী বসন্ত রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি প্রথম রাজার কন্যা। রাজা গোবিন্দ সিংহের সমাধি স্থানের নিকটে রাজবাটীতে ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়। প্রায় ২০ হাজার লোক ইহার সমাধি স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

গত শনিবার হাইকোর্ট জিউরিগণ কমিশনরেরা নিমতলার ঘাটের ঘাটিয়ালদিগের কষ্ট নিবারণার্থে তাঁহার উত্তরণের জন্য এক সভা করেন। অনেক পরিষ্কার মুক্ত দিবী থাকে অথচ অনুপযুক্ত পুষ্করিণী সংস্কার করিতে প্রস্তাব হয়। গবর্ণমেণ্টের গোচরে বিষয়টী সাহায্যের জন্য প্রার্থিত

করা হইবে। দরিদ্রদিগের জন্য মিউনিসিপালিটি হইতে একজন মেডিকল ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ সময়ে অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপালিটীরও নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া উচিত।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, রাণী শ্যামমোহিনী দিনাজপুরের দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণার্থ যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহার জমিদারী বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ প্রভৃতি পল্লিতে গিয়া পঞ্চায়ত স্থাপন করিতেছেন, পঞ্চায়ত রাইয়তদিগের অবস্থা পরগণার প্রধানকে জানাইবে যাহারা বাস্তবিক দয়ার পাত্র তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। প্রজাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না, তাহাদিগকে জঙ্গল কাটা এবং অন্যান্য কাজ দেওয়া হইতেছে। প্রজাদিগকে বাস্তবিক সাহায্য করা হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধানার্থ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

১লা অগ্রহায়ণ শনিবার।

টি টি এলেন সাহেব কিছু দিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, গত অক্টোবর মাসের মধ্যে দিল্লী হইতে ৬০ হাজার মণেরও অধিক চাউল বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে রপ্তানী হইয়াছে।

গত শনিবার ভরতপুরের রাজা আগ্রায় উপনীত হইয়াছেন। ঢোলপুরের রাণার এবং জালত্রার রাজার সোমবার আসিবার কথা আছে।

গত বুধবার প্রাতে সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল এক বিশেষ ট্রেণে আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদিগের কাবেল সাহেবের ন্যায় সর জর্জ ক্যাম্পবেলও বিপদে পড়িয়াছেন, নেপালে যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু ইহার নিবারণার্থ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, জর্জ বাহাদুর সে পথে যান নাই। তিনি শস্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন বণিক এই আজ্ঞা পালন করেন নাই বলিয়া তাহার কল ভোগও করিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতার ইহুদিরা বেলিলিয়সের ক্ষমার জন্য গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করেন। নর্থব্রুক এ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ব্যক্তির প্রথমে যে কারাদণ্ড হয় তাহা ক্রমে উপরিস্থ আদালতের সুবিচারে এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের দয়ায় কমিয়া ৩ মাস হয়। তাহার এই তিন মাস দণ্ড কালেরও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এ আবেদনের কারণ কি বোধ হয় পাঠকগণের তাহা বুঝিবার জন্য বড় আয়াস পাইতে হইবে না।

২১ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৩২ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। বঙ্গল সিবিল সর্ব্বিসের এল হার সাহেব ঢাকার এবং ডি বি এলেন সাহেব পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলীতে বদলী হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ক কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৬ ই নবেম্বর। বাবু শ্যাম চরণ মিত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

টি টি এলেন সাহেব কিছু দিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মিষ্টাই ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

এফ, এচ বারো সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটে ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এচ, গ্রাইলাণ্ড কিছু দিনের জন্য সিয়ালদহের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইলেন।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ সেন ত্রিহুতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র দাস রায়কানাথ রায় এবং ব্রজমোহন রায় উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাবনার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজমাধব রায় কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মুন্সিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু জগচ্চন্দ্র সেন চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐ এচ ডামাণ্ড চতুর্থ শ্রেণীতে রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

আর এচ পলি প্রথম শ্রেণীতে মনমনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

৫ ই নবেম্বর। কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটী পুলিষ কমিশনর জে লা ঘাটি সাহেব অল্পদিন ফেরেদ পরিদর্শক হইলেন।

সি বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১০ ই নবেম্বর। বাবু অমৃতলাল অধিকারী কিছু দিনের জন্য নেত্রকোণার অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। সর গর্ডন উলসলি পুনরায় চীন রাজ্যের সহিত কথা বার্ত্তা করিয়া চলিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া চলেন। উলসলি অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য উদ্যত হয়েন। পেকিং হইতে সমুদ্র হইতে ৬৫ দিনের পথে আসাশিরা শিবির স্থাপন করিয়া আছে।

ঐ রস পত্রের সম্পাদকেরা ইংলণ্ড হইতে শীঘ্র অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতে বলিতেছেন।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হইতে দুই [illegible] খণ্ডলায় দুর্ভিক্ষের সৌম্য উপর করিয়াছেন।

মর্শাল [illegible]সেনের হস্তে যে কতক বৎসরের জন্য ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাঁহার ঐ ক্ষমতা কাসাঁড়োরও কিছু বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হয়, তাহাতে সভ্য নিযুক্তিক [illegible] সভার ১২ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। উহা [illegible] সভার সভ্যদের চক্ষুর [illegible] ভয় [illegible] সুতরাং মার্শাল সাহেবের [illegible] হইল। কিন্তু আমাদের [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

(৪)

সকলের কাছে বাপ দিমুরে করিয়া,
বিদায় লওগে অতি বিনয় করিয়া,
শুন বাপ বলি তোরে, যাবার সময় ওরে,
ক'রো না'থে অপ্রণয় বেওনা রাখিয়া,
সুধমুর ভাবে সবে যাওরে ডুবিয়া।

(৫)

আজিও তোমারে বাপ পেতেছি দেখিতে,
কিন্তু কাল যাবে কোথা ভা'সতে ভা'সতে।
তত বাপ যেখানেতে, যেঁচে থা'কপরা'ণেতে
আজি হতে জেনো ওরে তোমার শোকেতে
বঙ্গভূ'ম মাতা তোর রহিল কা'দিতে।

(৬)

আজিও জননী বলে ডাকিছ আ'মা'র,
কিন্তু কাল মা জানিবে মা বলিবে কার
কেবা আর স্নেহভরে, ও বিধুবদন ধরে
প্রবোধ মধুর ভা'ষে তু'ষবে তোমায়,
ভা'নে কি পরের দু ে মা'য়।

(

ক'রো এমা এলোকে ।ইলে কোথায়,
মরণ তোমা'র লা'গি দেশ ছেড়ে যা'য়,
বিষ ক সা'ধিল বাদ, ক'টিল মনের সাধ
এতদিনে মোর প্রিয় ধীমের হায়!
জনমের মত তারে দেওরে বিদায়।

(৮)

বাছাগণ দেখ দেখ বৈ আ'মার
জনমের মত যা'য় জন্মি'র এ'র,
বিদায় দেওগে এবে, প্রা'ণভ'রে মনে সবে,
ধৈর্য্যভাব যদি মনে থা'কেরে কাহার।
ক্ষম সেই ভাব মনে রেখোনা রে আর।

(৯)

হায়! ধর্ম্ম হলো তব এই কি বিচার?
বিনাশিলে যেই জন অধীন তোমার,[প্রাণ
রা'খিতে তোমার মান, ছেয় ভাবি নিজ
প্রা'ণাধিক প্রিয়া প্রাণ ক'রল সংহার
তাহারে পা'ঠালে তু'মি জনমের পার?

(১০)

জানিলাম কালদোষে ঘটিবে সকল
অধর্ম্মের জয় এবে ধর্ম্ম রসাতল,
তবু প্রিয় পুত্রগণ, সবে হয়ে এক মন
চিন্তহ সকলে মেলি ভ্রাতার মঙ্গল,
সতত করিলে কার্য্যে হইবে কুশল।

শ্রীহেমনাথ দত্ত।

মফঃস্বল। সমাজগল্পের। যদি আপনার

পশ্চিমে মন্দ সাত মাইল দূরে কুসুমকল নামে একটী পল্লী আছে। ইহা একটী গণ্ড-গ্রাম ছিল, বিবিধ ব্যবসায়ী লোক বসবাস করিত। এক্ষণে তাহার পূর্ব্ব গৌরব সমুদায় তিরোহিত হইয়াছে। গ্রামটী দেখিবা মাত্রেই "সুখান্তে দুঃখের ভয়" স্মৃতি পথে নিয়ত এই উদয় হইয়া দর্শকের মর্ম্ম পীড়া জন্মায়। চতুর্দ্দিকে গাঢ় বেত্রবনে ও অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষের পরিখায় গ্রামটী বেষ্টিত। গ্রামের নিম্নে কোন স্রোতস্বতী নদী নাই, যে একটী শাখা আছে, আষা. কেবল বর্ষা তেই প্রবাহিত হয়, অন্য সময়ে প্রায় শুকাবস্থাতেই পরিণত হইয়া যায়। কর্দ্দম মিশ্রিত অগাধ শূন্য যে কিছু জল সঞ্চিত থাকে, লোকে অগত্যা তাহাই ব ে ব্যবহার করে। মৃত্তিকার অবস্থান-নুরূপ কূপ খনিত হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহাও দূষিত পরিপূর্ণ। সেই দূষিত জল অতি অপেয় লোকের ব্যবহৃত হইতেছে। মহাশয়! এখন বুঝিতে পারিলেন গ্রামটী কেমন স্বাস্থ্যকর। এরূপ গ্রামবাসীরা যে অকালে কাল কবলিত হইবে তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দিহান থাকিতে পারেন না। লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহারা কেহ প্লীহা, কেহ জ্বর, কেহ কাশ ইত্যাদি রোগের কর যোগাইতেছে। কুমারকারীর এমন সংস্থান নাই যে, তিনি একা গ্রামের সংস্কার করিয়া উঠেন। সকলের যত্ন এক পথাবলম্বী না হইলে উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। সকলেই গ্রামের উন্নতি বিমুখ। উপকার বুঝাইয়া দিলেও কেহ বুঝেন না। এইরূপ উদাসীন থাকিলে গ্রামটী অচিরাৎ অরণ্য হইয়া উঠিবে। এখনি সন্ধ্যা হইলে ব্যাঘ্রের ভয়ে কাহার সাধ্য যে গৃহের বহির্গত হয়? যাহা হউক আপনার অপ্রীতি লইলাম। অনেককে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে ঘুমাইয়া থাকে, সংবাদ পত্রে যখন দুরবস্থা বোধ দেখিতে পায়, তখন তাহাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়। আমার উদ্দেশ্যও তাই। দুরবস্থা এক বার চিত্র ে দেখিতে পায়, অন্ততঃ লজ্জার অনুরোধেও গা ঝাড়া দিয়া উঠি ে করা যায়। সকল উপায়ই বিফল হইয়া গিয়াছে, এখন আপনি আমাদের শেষ লক্ষ্য, যদি ইহাতেও কিছু না হয় ত বলিব, গ্রামের পতন কাল ক্রমে ঘনা ইয়া আসিতেছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনি এইটি মুদ্রিত করিয়া পল্লী সংস্কারকে সৎকর্ম্ম সাধনে উত্তেজিত করিবেন।

রঙ্গপুর
শ্রীকালীকমল সরকার।

ঠর মহেশ্বর }
গোবরাছড়া }

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয় আপনার লিখিত দুই পত্রিকায় গো ের উন্নতির প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহাদের আপাততঃ চারিদিগে বিশি এ দেশীয় লোকদিগের ভাবিয়া এক কালে গোবংশের ধ্বংস হইবে এরূপ উপলব্ধি হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। গোধন যে ভারতবর্ষের মহোপকার সাধন করে এ ভারতবর্ষ সন্তানের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ে মহৎ পাত্র তাহা আপনি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মহোপকারিত্ব বুঝিয়া ই পূর্ব্ব কালের মহাত্মারা গোহত্যা নিষেধ করা দূরে থাকুক গোধনকে একান্ত ভক্তি ও ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকাল অপেক্ষা চুম্ব যে মহাশয় হইয়াছে, তাহার কারণ যদিও কিছু গোহত্যা দিয় ব্যয়াধিক্য বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় গাভি ও গরু দুগ্ধ প্রদায়িনী শক্তির হ্রাস হওয়া সেই যে দুগ্ধের অসদ্ভাব হইয়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং কিসে সেই শক্তির হ্রাস হইয়াছে দেখিতে গেলে গোকুলের অধিক সন্তানোৎপত্তির পথে ব্যাঘাত দিয় অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া বাহির করা

যা। যাহা হউক ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে তাদৃশ ব্যক্তি এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং অপর অপর সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এবিষয়ে তাঁহাদের পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিলে যে [illegible] আমাদিগের ভরসা হইয়াছে তাহা একটু [illegible] পারা যায়। ইক এক [illegible] হইয়াছে। যাহা পাওয়া [illegible] উহাতে ক্রমশঃ [illegible] আমাদের [illegible] মাংসাদি সরবরাহ করে না, বলিলে একি আহা-দের মধ্যে কেবল চুগ্ধ। সেই দুগ্ধ অভাবে দেশের যে কি পর্য্যন্ত হানি তাহা মনুষ্য দেহস্থ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এবিষয়ে চক্ষে পরে যাহা দেখিতে পাইতেছি তাহা অতি ভয়ানক বলিয়া উঠিতেছে।

আমাদিগের সভা ও আর্য্য সভা স্থাপন এবং সমবেত [illegible] পুষিয়া গোকুলের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিবিধান করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশা হইয়াছে। কিন্তু সোম রস নিম্নলিখিত দেশ হইতে অল্প সায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে।

প্রশ্ন [illegible] করা বৃথা। স্বভাবতঃ মনে [illegible] দ্বারা এতদ্দেশ সম্বন্ধে [illegible], এবং পূর্ব্বে তাহা দিগের [illegible] করিতে [illegible] দেখা যায়।

কিন্তু [illegible] সম্প্রতি [illegible] হইয়াছে তাহাতে আমাদের আশা হইয়াছে এই আশঙ্কায় লোকে আর এদেশে [illegible] বুদ্ধোৎসর্গ করা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং উহাদিগের বৃষ আমাদের সোম পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। [illegible] কিন্তু কোন প্রকারে বিউ-গিল-গিটীর হস্ত হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে দিতে পারিলে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহার জন্য আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সভ্য মহোদয়গণ একটু মনোযোগ করিলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেই হইবে। সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইহাতে অসম্মতি কি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন এ কখনই সম্ভব হইতে পারেনা।

—০০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৭ ই নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াসির নীচে	১২	
তথা হইতে সুরপুর	৩	৬
এথা হইতে অগ্নিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	০	০

বহরমপুর ১০ ই নবেম্বর ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় পাবনা	১০
" " বঙ্গবিহারি সিংহ—খাজিরা	১০
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি	১০
" " সূর্য্যকান্ত আঢ্যবন্দ্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০
" " শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণপুর	৪১০
" " কৈলাসচন্দ্র মজুমদার	১০
" " মহারাজা স্যর যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর পাথুরিয়াঘাটা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা অর্দ্ধ বার্ষিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প টিকিট, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাহক, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতি [illegible] পত্রিকা [illegible] প্রথম বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵১০ দ্বিতীয় বার ৵১০ যে কয়বার বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি অগ্রিম তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহার অধিক হইলে বিজ্ঞাপন [illegible] হইবে।

[illegible] কলিকাতার [illegible] লোমপুর [illegible] দক্ষিণ [illegible] বিজ্ঞাপনের [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

প্রতি

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাংবাৎসরিক ৫৷৷ টাকা।

সন ১২৮০। ১০ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ২৪ এ নবেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সুশ্রুত।

এই গ্রন্থে আর্চ্চ ন হিন্দুদিগের মতে শল্য সংহিতা, ঔষধ প্রকরণ, শারীর স্থান দ্রব্য গুণ বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং বংশীবদন অঙ্কুরের লেনে ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি ফরমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই ফরমা বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফরমা /০ ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ ২৯ এ কার্ত্তিক } শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং নিমতাকবরেস প্রেসি
ডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ
দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সংস্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিসন দিয়া থাকি।

মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাশুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীশ্যামচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—

কাশ শূল ও মেহের চিকিৎসা।

আমার পিতা ঠাকুর ভিন্তারাম মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস, কাশ, হুপ কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি আমি মেদনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা রঙ্গাপুরের ফকির চাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সালবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এল্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃ শিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার করিমারণ ৭ নং লোয়ার মলাপারের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ১৫, ডাক খরচ ।৵, আমার নিকট প্রাতব্য।

এতদ্ভিন্ন ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিসন অর্থাৎ চৈকিৎসা রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।৷০ উহার কৃত ভিষগ্‌বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত ফ্রেচার অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা অস্থিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভরিপু ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
বিশ্বহরেন্স
} শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেল বা অন্যের নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অভার ও বেণ্ড টব, ডি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিমাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কম্পোজিসন।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল নল পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন নির্দ্দিষ্ট কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ক মহাশয়
৭ নং চৌরঙ্গি ষ্ট্রীট
} বরাবর এত্তা কোং।

উলুবেড়িয়া হইতে মোকামীপুর পর্য্যন্ত ১৮ খান কাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না তাহারা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গলিভার
সেক্রেটরেট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—০—

ইট টালি রেলওয়ে টাইল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য ও মরদা প্রভৃতির ভাড়ার অনুমতি বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে ইট কেট চাউল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য অথবা মরদা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে ১ মণের অন্যূন বোঝাই পক্ষে প্রত্যেক মণে সাড়ে তিন পাই এক সাইলের আট আনের এক আনা অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেশন হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন ষ্টেশনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম প্রাটিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মধ্যবর্ত্তী ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে ছাউন মরদা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে অনুমতার কথা হইল, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ও তারে হওয়াতে যাঁহারা রপ্তানীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি রেলিকাতোতে প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা কলিকাতার নিকটে রপ্তানীর জন্য যে সকল দ্রব্য আসিয়া হইবে তাহার অনুমতি ভাড়া দিতে হইবে।

এসোসিএটেড ই, আই,
রেলওয়ে
১ লা নবেম্বর
১৮৭৩
} ডিপোজিট রিসেপ্টর।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

১১ এ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে নবীনের উপাখ্যান "আমরি যাই" বলিয়া একটী কবিতা প্রকাশিত হয়। আমাদিগের কোন কোন পাঠক ঐ কবিতা করিয়াছেন কিন্তু অপর পাঠের সাধ মিটা ঘুচিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ গ্রন্থে কেন পতিত হইলেন জানিতে ঘুচিয়াছে পারিতেছি না।

—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে দীনবন্ধু বাবু পুত্র কন্যাদিগের জন্য কিছু মাত্র সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সংবাদে আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি নিজে যথেষ্ট বেতন পাইতেন এবং পুস্তক সকল যথেষ্ট বিক্রীত হইত। তথাপি তিনি কিছু মাত্র সংস্থান করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ কি? তাঁহার স্বভাব দোষ বশতই কি তাঁহার দরিদ্রতার কারণ? অথবা অন্য কোন কারণ আছে? যে সকল কবিবর মাসিকেরও [illegible] দরিদ্রতার করালগ্রাসে উপস্থিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাবু উমেশচন্দ্র দাসজি ও মধুসূদনের পুত্র কন্যার উপায় করিতেছেন দীনবন্ধু বাবুর বান্ধবেরাও একটী সভা করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যা [illegible] উপায় করিয়াছেন, চেষ্টা করুন। দেশীয় সাহিত্যের গঠন বিষয়ে [illegible] করুন কন্যা [illegible]

[illegible]

না, সেই অভিমানে আঘাত করা হইবে সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরাগ না জন্মিয়া বিরাগের উৎপত্তি হইবে, ইত্যাদি আপত্তি করিয়া সোমপ্রকাশ দরবারের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু তখন নবানুরাগ, কে কাহার কথা শুনে। বরং তখন কেহ কেহ অকারণ প্রতিবাদী বলিয়া সোমপ্রকাশের উপরে বিরূপ হইয়াছিলেন। এখন ক্রমে অনুরাগ কমিতেছে, এখন দেখিতেছি, কোন কোন ব্যক্তির চৈতন্য হইতেছে। সে দিন পায়োনিয়র দরবারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখন যদি প্রধান রাজপুরুষদিগের চৈতন্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল হয়। লার্ড নর্থব্রুক যদি দরবার প্রথাটী উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ভারতবর্ষের অন্য অন্য হিতকর কার্য্যের মধ্যে ইহাও পরিগণিত ও প্রশংসিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য কাষেল সাহেবের উদ্যোগ।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন, নানা জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিলেন, রপ্তানী বন্ধ করা, দ্রব্যাদির মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া, বিশেষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে চাউল আমদানী করা, সময়ে অন্য স্থান হইতে চাউল আনাইয়া গোলাযাত করিয়া রাখা, প্রভৃতি অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন। লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিমলা হইতে রাজধানীতে আসিলেন লোকের মনে আশার সঞ্চার হইল যে এবার একটা কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক আসিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রজাগণ বিশেষ আশ্বাসিত ও সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে পারৎপক্ষে রপ্তানী বন্ধ কিম্বা দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন না। বাণিজ্যের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা গর্হিত কার্য্য ও তাহার অপকার অনেক তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি, কিন্তু বিপত্কালে সময়ান্তরের নিয়ম সকলও লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অসময়ে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার সপরিবারে অনাহারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবার এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা এখনো কি পলিটিকাল ইকনমির একটা মত লইয়া বসিয়া থাকা উচিত? গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন যে হস্তক্ষেপ না করিয়া যদি চলিতে পারে তাহা হইলে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। যদি না চলে তাহা হইলে কি করিবেন? বোধ হয় তখন হস্তক্ষেপ করিবেন, কিন্তু হস্তক্ষেপ করিবার সময় আসিল কি না স্থির করিতে করিতে এই দুর্ভাগ্য দেশের অসংখ্য দরিদ্র প্রাণী নিশ্চয় অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সাধারণ লোকেরা পলিটিকাল ইকনমির মত বুঝে না, তাহারা কেবল ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল মাত্র বুঝে। যদি দেখিতে পায় রাজার হস্ত অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে এই দুইটী যোগাইতেছে, তাহা হইলেই তাহারা আশ্বাসিত কিম্বা কৃতজ্ঞ হইতে পারে, নতুবা গবর্ণর জেনারল সিমলা হইতে একদিনেই আসুন আর একঘণ্টাতেই আসুন, বড় বড় মত প্রকাশই করুন, আর মৌনীই থাকুন তাহাতে তাহাদের সুখের সংবাদ কিছুই নাই।

লার্ড নর্থব্রুকের এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে আপাততঃ কিছু হউক, না হউক, বাজারে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। গত কয়েক দিবস কলিকাতাতে তন্ত্র লোকদিগের আহারোপযোগী চাউল, ৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীন লাভ মাত্র দর্শী ও অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীরা শস্য দুর্ভিক্ষের সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা এই উপলক্ষ করিয়া লাভের অবধি রাখিবে না। শুনা গেল কলিকাতার বড় বড় বণিকেরা সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিতেছেন। কিন্তু সে সকল বিদেশে প্রেরণ না করিয়া এখানেই গোলাযাত করিতেছেন। চাউলের মূল্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহারা এখানেই যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবেন।

এদিকে ত বাজার এইরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ওদিকে লর্ড নর্থব্রুক পুনরায় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় দরবার করিতে গিয়াছেন, সেখান হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করিবার সঙ্কল্প আছে।

ইংলণ্ডের লোক আসান্টি যুদ্ধ এবং কন সারবেটিব ও রাডিক্যালদিগের বিবাদ লইয়াই ব্যস্ত, আমাদের দুই কর্ত্তাও বোধ হয় সেই তরঙ্গে ভাসিতেছেন, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দূরে বসিয়া আপন আপন কার্য্য দেখিতেছেন, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, রাজ্যেশ্বর রাজা দরবার করিতে গিয়াছেন, কেবল সার জর্জ্জের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম। তিনি সময় থাকিতে সাধারণ ধনাগার হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় গবর্ণর জেনারল আপাততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে যাহাতে অন্ততঃ এদেশের সাধারণ লোকদিগের প্রতিদিনের আহারোপযোগী সামান্য চাউল রপ্তানী না হয় এরূপ আজ্ঞা দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে সকল পথ বন্ধ হইয়া তিনি যে পথ মুক্ত পাইয়াছেন তাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহার ১৭ ই নবেম্বরে প্রকাশিত কথার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না, তাহা পাঠ করিলে

পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে তিনি চেষ্টার অবশিষ্ট রাখিতেছেন না। তিনি ব্যবসায়ীদিগকে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলে চাউল ধান প্রভৃতি লইয়া যাইতে উৎসাহিত করিবার জন্য রেলওয়ের ভাড়া অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন, সমুদায় গার ঘাটের ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়াছেন যেখানে পারাপারের অসুবিধা ছিল সেখানে সুবিধা করিবার জন্য আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কটক হইতে রাজসাহীতে এবং অন্যান্য দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য কতকগুলি ষ্টিমার ও বোট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এত ভিন্ন যদি কোন জমিদার, নীলকর কিম্বা অন্য কোন মান্যগণ্য ব্যক্তি সেই সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার জন্য তাঁহাকে সকলে ধন্যবাদ করি।

লর্ড নর্থব্রুক যে নিতান্ত উদাসীনের মত কার্য্য করিতেছেন তাহাও নহে। তিনি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে এবৎসর যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের রক্ষার জন্য এই সকল অর্থব্যয় করিবার সংকল্প আছে। আমরা স্থান থাকিলে তাঁহার কথাও উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু লেপ্ট নেণ্ট গবর্ণরের শেষ প্রার্থনাটী কেন আছ করা হইল না আমরা বুঝিতে পারিতেছি

দায় দর্জ্জী ক্যাবেল ও জেল।

জেল বিষয়ে সোমপ্রকাশে অনেকবার অনেক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। ডাক্তর মাউএটের সময় একবার কয়েকটী জেল উদারক করিবার ভার পর্য্যন্ত আমাদি-গের উপর অর্পিত হয়। আমরাও তদনুরূপ করিয়া আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি জেল সমূহের ডাইরেক্টর হিলি সাহেবের রিপোর্টের উপর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দোষ গুণ বিচারের জন্য পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইতেছে।

অপরাধীদিগকে জেলে প্রেরণ হয় কেন? বুদ্ধিমান মাত্রেই বলিবেন যে এপ্রশ্নের দুইটী মাত্র উত্তর সম্ভব। প্রথম অপর দুষ্টস্বভাব ব্যক্তিদিগকে ভীত করিয়া সমাজকে নিরুপদ্রব করা, দ্বিতীয় কয়েদীকে সংশোধন করিয়া তাহার হস্ত হইতে সমাজের যে অপকারের সম্ভাবনা ছিল তাহা দূর করা। সমাজকে নিরুপদ্রব করা চরম লক্ষ্য। দুষ্টদিগকে দমন করা ও অপরাধীর সংশোধন করা তাহার উপায়। কিন্তু এই দুইটীই জেলের শাসন প্রণালীর লক্ষ্য। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, এই দুইটীর মধ্যে কোনটী মুখ্য ও কোনটী গৌণ। কাডেল সাহেব বলেন প্রথমটী অর্থাৎ লোকদিগকে ভীত করা মুখ্য এবং কয়েদীর সংশোধন গৌণ। ডাক্তর মাউএট সাহেবের মতে অপরাধীকে সংশোধন করা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দুষ্টদমন করা গৌণ। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে কি দেখা আবশ্যক? আমাদের দেখা আবশ্যক যে দুইটীর মধ্যে কোনটীতে অবহেলা করিলে লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। সেই অনুসারে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় একজন কয়েদী যেরূপ দুষ্টিত স্বভাব লইয়া কারাগারে গিয়াছিল যদি সেই প্রকার অথবা তাহা অপেক্ষা বিকৃত প্রকৃতি লইয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার সমাজের উপদ্রবের কারণ হয় এবং তাহার দৃষ্টান্তে আর দশজন দুষ্ট লোককে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয় কারাগারের মধ্যে শাসনের কি প্রণালী অবলম্বিত হয় তাহা কেহই দেখিতে পায় না। প্রত্যাগত কয়েদীদিগের মুখে ও কার্য্যে তাহার পরিচয় পায়। তাহারা যদি জেল হইতে অদগ্ধ থাকিয়াই ফিরিয়া আসে তাহারা কেবল একবার জেলের কষ্ট সহ্য হওয়াতে সাহসের সহিত অধিক পাপাচরণ করে এমন নহে, অপরেও তাহাদের সাহস দেখিয়া মনে করে যে তবে বুঝি জেলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং তাহারাও আর পাঁচজন লোক লইয়া ঘটনা ঘারত করে ও সমাজের অশেষ উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠে। অতএব জেলে দিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যায়।

আমাদিগের বিবেচনায় অপরাধীর সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, অবশ্য দুষ্টদিগের দমনের উপায়ও অবলম্বিত হওয়া উচিত। সংশোধনের পক্ষে আর শাস্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই সংশোধনের তিনটী উপায় হইতে পারে। প্রথম, ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা দ্বিতীয়, যন্ত্রণা ও নিগ্রহের ভয় দ্বারা, তৃতীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সুলভ উপায় প্রদর্শন দ্বারা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা অপরাধীর সংশোধন কাডেল সাহেবের সম্পূর্ণ অনভিমত। দ্বিতীয় উপায়টী প্রথম উপায় বিরুদ্ধ বলিয়া ইহাতে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার সকল অংশই সমর্থনযোগ্য হয় না।

বিশেষ যাঁহাদের মনুষ্য প্রকৃতি পরিবার শক্তি আছে তাঁহারাই জানেন যে নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্যবহারে অতি অল্প সংখ্যক স্থলে অসদনুষ্ঠান দমন হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই প্রবৃত্তিকে আরও বিস্তৃত করিয়া ফেলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাম্বেল সাহেবের মনে বোধ হয় এই এক মাত্র উপায়। তৃতীয় উপায়টী অবলম্বিত হইলে সকল কালেতে পারে। যদি কারাগারের মধ্যে চৌর্য্য কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী কোন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কয়েদীরা যদি দেখিতে পায় যে তাহারা সেই সকল কার্য্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং তাহা হইলে পরিবারের বিচ্ছেদের ক্লেশ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, লাঞ্ছনা অপমান এসকল সহ্য করিতে হইত না, তাহা হইলে আপনারা হয়ত সৎপথে থাকিতে তাহাদের রুচি হয়। বন্দীদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করান হয় তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু গালিচা বোনা প্রভৃতি কার্য্যে যেটি পরিশ্রম ব্যয় না করিয়া পরিপাটি করিয়া বেতের ব্যাগ কম্বল, সতরঞ্চ, থালা, মোড়া, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করান, চর্ম্মের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া, লোহার বেল প্রভৃতি ঢালিতে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি পার্শ্ব ব্যয় করিলে তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যতে সহজে জীবন নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া হয়, এবং তৃতীয় ব্যয় না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি দ্রব্য পাইতে পারেন। এই উপায়টী অবলম্বিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বেনারস অহিফেন বিভাগ

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এবিভাগের অপব্যয়ের দুটী প্রধান কারণ। এক, অকর্ম্মণ্য ও অনাবশ্যক কর্ম্মচারি নিয়োগ, দ্বিতীয় চৌর্য্য। যে কারণে ও যেরূপে চুরী হয় তাহার নিবারণের উপায়ই বা কি এই গুলি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের গোচর করা আজিকার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ বিভাগে যে কতক গুলি অপ্রাপ্তশ্মশ্রু লোকব্যবহারানভিজ্ঞ নূতন ব্রতী আসিষ্টাণ্ট আছেন, তাহারাই চৌর্য্যের উৎপত্তি স্থান। পাঠকগণ কি এ লেখার এই অর্থ বোধ করিতেছেন তাহারাই চুরী করেন আমরা এই কথা কহিতেছি? তাহা নয়। তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা অপটুতা অপদার্থতা হইতেই চৌর্য্য স্রোত নির্গত হইতেছে এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। গবর্ণমেণ্ট নিজে অহিফেনের চাস করেন না। দাদন দিয়া এই কার্য্যে কৃষকদিগের উৎসাহদান ও প্রবৃত্তি বিধান করিয়া থাকেন। যেরূপে চুরী হয় এক্ষণে পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। কৃষকদিগের যাহার যেমন ক্ষমতা সে তেমনি দাদন লইয়া থাকে, কৃষকেরা দাদন লইয়া টাকা উদরায় যাহা করিল অথবা চাস করিল তাহার অনুসন্ধানার্থ উল্লিখিত আসিষ্টাণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ মফস্বলে যান। কৃষকদিগের সকলেই ভাল মানুষ নন। উহাদিগের মধ্যে অনেক দুষ্ট লোক আছে। দুষ্টেরা বড় বিশ্বাস দাদন লইয়া যায় প্রায়ই তাহার সমুদায় চাস করে না। তাহারা আসিষ্টাণ্টদিগকে পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হয়। আসিষ্টাণ্টেরা বালক, তাহাদিগকে ঠকান তাহাদিগের বড় কঠিন হয় না। কয়েকজন ধূর্ত্ত কৃষক যোগ করিয়া যে সকল ক্ষেত্রে বাস্তবিক অহিফেনের বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতেই তাহাদিগকে কলুর গরুর ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহারা বালক, অল্পেই ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ বালকদিগের অল্পেই লোকের উপর বিশ্বাস হয়। পরিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা যে ধূর্ত্ততা সহজে ধরিতে পারেন না বালক আসিষ্টাণ্টেরা তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? যে ক্ষেতগুলি দেখিলেন তাহাতেই তাহাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিল, যে ব্যক্তি যত ভূমি আবাদ করিবে বলিয়া দাদন লইয়াছে সে সে সমুদায় ভূমিতে অহিফেনের চাস করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা তাবুতে ফিরিয়া গেলেন। কৃষকেরা নিশ্চিন্ত হইল। তাহাদিগের আত্মরক্ষার বড় সুবিধা হইয়া রহিল। ইহার পরে তাহারা অনায়াসে বলিবে তাহারা যত ভূমির দাদন লইয়াছিল সে সমুদায় চাস করিয়াছিল। কিন্তু সকল ভূমিতে অহিফেন উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা যে সকল ভূমিতে চাস করিয়াছিল, আসিষ্টাণ্টরা তাহার সাক্ষী, তাঁহারা আর "না" বলিতে পারেন না। কৃষকেরা সকলে নির্দ্দোষ হইল। গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। কত টাকা পাথের ব্যয় হইয়া গেল। দাদনের অনুযায়ী সমুদায় ভূমিতে চাস করিলে গবর্ণমেণ্টের কত লাভ হইত, এক আসিষ্টাণ্টের দোষে সে সমুদায় নষ্ট হইয়া গেল।

এই ত গেল চৌর্য্যচুরি। তাহার পর যে দ্বিতীয় এক চুরী আছে, তাহাও সচরাচর বালক আসিষ্টাণ্টদিগের দোষে ঘটিয়া থাকে। তাহা এই, যখন অহিফেন ওজন হয়, মুহুরিরা একটী আসিষ্টাণ্টের নিকট হিসাব রাখেন। আসিষ্টাণ্টেরা যদি উক্ত হিসাবের ঠিক দিয়া মোট করিয়া দেন এবং আপনাদিগের নাম আসাম করেন, চুরী বন্ধ

হইতে পারে কিন্তু আসিষ্টাণ্টদিগের ঠিক দিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহারা আপনাদিগের হাতের কাগজ বিনা টিকে ছাড়িয়া দেন। এ অবস্থায় ১১ মণের স্থানে ১ মণ ও ১০ মণের স্থানে ১ মণ করা কঠিন হয় না। এই কারণেই সম্প্রতি ১৪০০০ টাকা চুরী হইয়া গিয়াছে।

অহিফেন ডিপার্টমেণ্টের সমুদায় কার্য্য উর্দ্দুতে সম্পাদিত হয়। ইহা চৌর্য্যের আর এক কারণ। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা তাণ করেন উর্দ্দু ভাল জানেন পরীক্ষাও দিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যা যত হয়, চুরীই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা উর্দ্দু কিছুই বুঝেন না। কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান আছে।

পীড়ার নিদান নির্ণীত হইলে ঔষধের আবিক্রিয়া দুরূহ হয় না। উপরে চুরীর যে কারণগুলি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা উন্মূলিত হইলে যে চুরী সহজে উন্মূলিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় প্রতিপালন ব্রত পরিত্যাগ করুন এবং আফিস্ হইতে এককালে উর্দ্দুর সম্পর্ক উঠাইয়া দিন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষা হিন্দী। যে কৃষকদিগকে লইয়া অহিফেন ডিপার্টমেণ্টের অধিক সম্বন্ধ, তাহারা উর্দ্দু জানে না, হিন্দীতে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। অতএব উর্দ্দু রহিত করিয়া হিন্দী ও ইংরাজীতে কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম করা হউক। আর এই নিয়ম করা হউক যাঁহারা ইংরাজী ও হিন্দী জানেন ও নানা কার্য্য করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে নিযোজিত হইবেন। নিয়োগ কার্য্য বর্ণ ও জাতিভেদ করা যেন না হয়। রঙের সঙ্গে কি গুণের কোন সম্পর্ক আছে? কৃষ্ণবর্ণ কি গুণের কালিমা সম্পাদন করে। যাহার রঙ কাল, তাহার উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ গুণ জন্মে না এরূপ কি কোন কার্য্য কারণ ভাব আছে? অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টে ইউরোপীয় কর্ম্মচারি নিয়োগের এক চেটিয়া নাই, এখানে সে এক চেটিয়া কেন? এটী কি লজ্জার হইতেছে না? অহিফেন এক চেটিয়া বলিয়া কি এখানেও ইউরোপীয় কর্ম্মচারিনিয়োগের এক চেটিয়া? জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া সকলকে সমান রূপে কর্ম্ম দেওয়া হইবে বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহাতে কি "অহিফেন ডিপার্টমেণ্ট বাদে" এইরূপ লেখা ছিল? এক চেটিয়ার ফল কখন উপাদেয় হয় না। গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে একমাত্র ইউরোপীয় আসিষ্টাণ্ট নিয়োগের এক চেটিয়া করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তথাপি কি চৈতন্য হইবে না? আসিষ্টাণ্টদিগের দুই তিন শত টাকা বেতন। এই বেতনে কি সুশিক্ষিত বিষয়কর্ম্মজ্ঞ বহুদর্শী কর্ম্মদক্ষ এদেশীয় পাওয়া যায় না? তাহাদিগের হস্তে কার্য্য ভার সমর্পিত হইলে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? সুশিক্ষিত উপযুক্ত এ দেশীয়েরা কি বড় বড় রাজকার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিতেছেন না? উপযুক্ত এদেশীয়েরা কি কাশ্মির প্রভৃতি মিত্র রাজগণের কার্য্য ধুরন্ধর হইয়া সর্ব্ব প্রতিষ্ঠ হইতেছেন না? তাঁহাদিগের হইতে সেই সেই রাজ্যের কি উন্নতি লাভ হইতেছে না? তবে কেন ইউরোপীয় এদেশীয়েরা অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে প্রবিষ্ট হইলে কি এ বিভাগের এতাদৃশ সমধিক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই? উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট ভ্রান্তদিগের বাক্যে মোহিত না হইয়া পুনরায় কমিসন দিবার ব্যবস্থা করুন।

করেন, পঞ্চশাত তৌলের পরিহার বাসনা করেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্রের অনুসারে কার্য্য করিবার অভিলাষ করেন, ইউরোপীয় এদেশীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত বিশ্বাসপাত্র বহুদর্শী লোক দেখিয়া আসিষ্টাণ্ট ও অন্য অন্য পদে নিযুক্ত করুন।

আরও একটী বিষয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের গোচর করা আবশ্যক হইল। পূর্ব্বে গমস্তাদিগকে কমিসন্ দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে তাহারা উৎসাহিত হইয়া অধিক সংখ্য ক্ষেত্রে অহিফেন চাস করাইত। এখন আর কমিসন দিবার প্রথা নাই, অহিফেনের চাস কমিয়া গিয়াছে। ভূমির পূর্ব্বের ন্যায় উর্ব্বরতাগুণ নাই এই নিমিত্ত চাস কমিয়াছে এই কথা যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেন তাঁহারা নিজে কিছু বুঝেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা যেরূপ পরিশ্রম করে, ক্ষেত্রে যে প্রকার সার দেয় তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা গুণের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূমি প্রতি বৎসরই নূতন হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট ভ্রান্তদিগের বাক্যে মোহিত না হইয়া পুনরায় কমিসন দিবার ব্যবস্থা করুন।

পরিশেষে কাবেল সাহেবকে আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। অহিফেন বিভাগে [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible]

গত শনিবার রাত্রিতে আমাদের ছাপাখানা বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রস্তুত করা প্রস্তাব সংবাদ প্রভৃতি সমুদায় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে আমরা যে এবারে সোমপ্রকাশ বাহির করিতে পারিব সে আশা ছিল না। সেই কারণেই এবারে কিছু বিলম্ব হইল এবং এক ফরমা কম প্রকাশ করিতে হইল, সহৃদয় গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

বিবিধসংবাদ।

৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য আমরা আর একটী শোকাবহ সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। কলিকাতা সিবিল সার্বিসের বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। ইংরাজিতে ইনি সুন্দর গদ্য লিখিতে পারিতেন এইজন্য ইনি সভ্যদিগের "ইন্ডিয়ান বার্ড" নামে অভিহিত হইতেন। ইনি অতি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫৩৬ জন প্রবেশিকা এবং ৪৩৭ জন প্রথম পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ৩ মুরজির একটী পাটের কলের রিটী মজুরের মৃত্যু হয়। কলের অধ্যক্ষগণ ঘাটীটীর ভালরূপ সংস্কার না করাতেই উহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উঁহারা বিচারার্থে আদালতে নীত হন। উঁহারা অবশ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ মান্দ্রাজ হইতে শস্য আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে মান্দ্রাজে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে মূল্যও কমিয়াছে কিন্তু মান্দ্রাজ টাইমস লিখিয়াছেন, শস্যের মূল্য শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইতেছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে আরও বৃদ্ধি হইবে। অতএব এতদ্দেশের শস্যের প্রকৃত অবস্থা না দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য হয় না। শস্যের প্রকৃত অভাব নিবারণ পক্ষে যতই কাল বিলম্ব হইবে ততই চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে অসম্ভব বৃদ্ধি হইতেছে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় লাহোরে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

পিয়ার্সনের জীবন হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে এক ইংরাজ সেনাপতির অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীকে অকারণ প্রহার করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ১০০ টাকা জরিমানা ও মকদ্দমার খরচ স্বরূপ ২০০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। এরূপ ছুই একটী দণ্ডের কথা শুনিলে আমাদের আহ্লাদ হয়।

সোমপ্রকাশে প্রেরক অনেকে লিখিয়াছেন যে ছুই মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন প্রেসিডেন্সির তিনজন প্রধান সেনাধ্যক্ষ এবং তিন জন এডজুটাণ্ট জেনরলের পদ উঠাইয়া সমুদায় সেনাদলের কর্তৃত্ব ভার ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাধ্যক্ষের হস্তে দিবার কথা হইতেছে। ইংলিসম্যান ইহাতে বলিতে ছেন এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ বুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ করিলে বিলক্ষণ বুদ্ধির কাজ হইবে। এক্ষণে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, এক দিনের মধ্যেও যুদ্ধাদি উপস্থিত হইতে পারে না, অর্থের এই অসচ্ছলতার সময়ে এই তিনটী পদ উঠাইয়া দিলে অনেক অর্থও বাঁচিবে, কার্য্যেরও কোন ব্যাঘাত হইবে না, ইংলণ্ডীয় সেনাধ্যক্ষের এবং এই তিন প্রেসিডেন্সির অন্যান্য নিযুক্ত সৈনিক পুরুষের দ্বারা বিলক্ষণ কার্য্য চলিবে। আজি কালি যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে এদেশ হইতে অতি অল্প দিনের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে লোক আনিয়া অনায়াসে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

লরিসায় ব্যালিকাটিয়ার সেক্রেটারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাণী অবৈধী তাঁহাদের স্কুলে ১৫ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

কেও অব ইণ্ডিয়া বলেন জনইর অধ্যক্ষ জনীয়ার বাহাদুর সি. সুবোপ যাত্রা করিবেন প্রজাদিগের চারি ঘণ্টা মধ্যে চাউল ক্রয় করিয়াছেন। তিনি ঐ চাউল লাভ না রাখিয়া প্রজাদিগকে বিক্রয় করিবেন। অন্যান্য জমীদারেরাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য। যাহাদিগের টাকার সুবিধা নাই, গবর্ণমেণ্ট এমিনিয়ে তাহা দিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেও প্রস্তুত আছেন।

লীলসিরি করিয়াছেন একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি কুছুর দেশের একটী স্ত্রীলোককে কুষ্ঠে পায়। উহার চিকিৎসার্থে একজন ডাক্তার আনা হয়, ডাক্তার নিজে কিছু করিতে না পারিয়া কুষ্ঠ ভাল করিবার জন্য কতকগুলি ঔষধ দিতে আহ্বান করিতে বলেন। স্ত্রীলোকটী তাহাই করিল, পরিশেষে উহারা ছুই জনে অন্য কোন উপায় না পাইয়া কুষ্ঠের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটীকে একটী ঘর দেখা করিয়া একদি শুভক্ষণে এখানে অবস্থিতি করিল যে পরদিন প্রাতঃকালেই উহার মৃত্যু হইল।

ব্রহ্ম দেশে এই রীতি আছে, চন্দ্রগ্রহণের সময় বৃক্ষের কতকগুলি পত্র ছিন্ন শাখা রাখিয়া যায়, গ্রহণের শেষ হইয়া গেলে সেই পাতা কিম্বা শাখাগুলি কাটিয়া ফেলে। উহাদের সংস্কার এই ঐ পত্র দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয়। কোন কোন পীড়ার পক্ষে ভিন্নভিন্ন পত্র বিশেষ উপকারী হয়। এদেশে স্ত্রীলোকদিগেরও এই সংস্কার আছে গ্রহণের সময় কোন একটী গাছ তুলিয়া রাখিলে উহা দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয়।

ফ্রান্সের সহিত পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, মার্কেঞ্জি সাহেব পুনর্ব্বার অন্তর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া ছুঃখিত হইলাম উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা যেরূপ আছে তাহাতে সকলে চিন্তিত হইয়াছেন।

গত সোমবার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক মেডিকাল কালেজের একটী ছাত্র (ইনি বরাহনগরের একজন জমীদারের পুত্র, লালবাজারের বিপুহটেলে থাকিতেন) ব্রাইট্রো এসিড

...ইয়া এ ব্যবস্থা করিয়াছে। অন্যান্য জাতি এপর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। তাহা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। ...ছিল সে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিবেন। ...ন্নার পাঠকগণই অবগত আছেন যে ছাত্রেরা আপনাদের মাকলদারীর সার্টিফিকেট লইয়া যাইবার জন্য ...ন্ত লইয়া বিনা ফিতে স্কুলে পাঠাইতে ফুলিবে ... হয়। তৎপরে তাহাকে কালেক্টরে লইয়া গিয়া মুচ্ছুদ্দি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

এক এন্ট্রেন্স সার্টিফিকেট ভাগলপুরে বঙ্গদেশীয় হওয়াতে এক আর এস, কলিয়র সাহেব ২৪ পরগণার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

সর লি ষ্টেডহাউস এক্ষণে আগ্রার গবর্ণর জেনারলের আভিষেক গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারলের কেন সাধারণেরই মাথায় হাত বুলাইয়া থাকেন।

৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

এডুকেশনগেজেট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন পাবনার ... জমীদারদিগের কিরূপে উন্নতি হইবার উপক্রম করিয়াছে। সকলে ভাবিয়াছিলেন যাইতেছে যে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট এ ... দেশের মঙ্গলোদ্দেশে কিছু না হইলে অন্যান্য স্থানের প্রজাগণ ক্রমে এই কার্য্যে উৎসাহিত হইবে।

... সাহেবের আগমন হেতু যশোহর প্রদেশের যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট গিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর ও রাজসাহী এবং সমুদয় পূর্ব্ব অঞ্চলের বিলক্ষণ ... হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের ... জমীদারদিগের অবস্থা এরূপ মন্দ নহে, তবে অনেক ... সকল ইস্তাহার ... হইয়াছে। অধিকাংশ ... স্থানে স্থানে ... হইয়াছে।

... কালেক্টরের ... সাহেবের নিকট একটি ...

... ইয়াছে। ... সাহেব ... ছিলেন যে প্রজারা তাহাকে মাকলদারীর সার্টিফিকেট লইয়া যাইবার জন্য ...

১ ই নবেম্বর এক ব্যক্তি ভাগলপুরের অন্তর্গত রাজপুর হইতে ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, তথাহাতে লোকের মৃত্যু হইতেছে। যাহাদের চাউল আছে তাহারা উহা বিক্রয় করিতেছে না। যদিও বা কোথায় কিছু কিনিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রতি দিন খাটিয়া খায় তাহারা কাজ পাইতেছে না বলিয়া উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা তাহাও কিনিয়া খাইতে পারিতেছে না।

বাঁকিপুরের চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু তথায় এখনও প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল মজুত আছে। প্রকৃত অভাব না হইলেও এ সময় মহাজনেরা যে ইচ্ছা পূর্ব্বক মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন এটী তাহার প্রমাণ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৪ই নবেম্বর। কিউবাতে যে সকল হত্যা করা হয় সেক্রেটারি ফিশ তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। স্পেন এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি তাহার যাহিতা বুঝেন এবং এই হত্যার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

হেজিসের বিচার কালে কর্ণেল ষ্টকেল আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ই নবেম্বর। ইংরাজেরা এলমিনাতে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আশান্টিদিগকে পরাভূত করেন। ৫টী পল্লী জ্বালাইয়া দিয়া আশান্টিদিগের শিবির ভস্মকরেন। ২০ জন ইংরাজ আহত হয়, ঘাটেবিয়াতে এখনও গুলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর। ১৭ই অক্টোবর সর পার্সি উলস্‌লি আশান্টি দিগের পলায়ন বার্ত্তা প্রচার করেন যে ইহা পূর্ব্বক মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন এটী তাহার প্রমাণ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৪ই নবেম্বর। কিউবাতে যে সকল হত্যা করা হয় সেক্রেটারি ফিশ তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। স্পেন এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি তাহার যাহিতা বুঝেন এবং এই হত্যার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

হেজিসের বিচার কালে কর্ণেল ষ্টকেল আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ই নবেম্বর। ইংরাজেরা এলমিনাতে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আশান্টিদিগকে পরাভূত করেন। ৫টী পল্লী জ্বালাইয়া দিয়া আশান্টিদিগের শিবির ভস্মকরেন। ২০ জন ইংরাজ আহত হয়, ঘাটেবিয়াতে এখনও গুলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর। ১৭ই অক্টোবর সর পার্সি উলস্‌লি আশান্টি দিগের পলায়ন বার্ত্তা প্রচার করেন যে ইহা পূর্ব্বক মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন এটী তাহার প্রমাণ।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ। খাকইপুর। আপনি সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তিনি মদ্যপান করিয়া মত্ত হইলে ষ্টেশন ষ্টাফের রিপোর্ট করিবার সময় বাবুর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকেন সে অপরাধ ত পত্রের নয়। মর্ড ইউলিস ষ্টাফের পূর্ব্বে বাবুর নাম উল্লেখ কেন করিলেন রিপোর্টে তাঁহার নাম উল্লেখ কেন করিলেন না তাহা আমরা জানিনা। রাজেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তিকলাপের বিষয় অনেক বার অনেকপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং সোমপ্রকাশেও কয়েকবার প্রকাশ হইয়াছে, সেই জন্য আর এবিষয়ে স্থান দেওয়া অনুচিত বোধ হওয়াতে আমরা আপনার পত্র খানি মুদ্রিত করিলাম না। বিশেষ অধিকারিদিগের সৎকার্য্যের ঘোষণা বিষয়ে আমরা কিছু মৌনী—কারণ অনেক স্থানে জানা গিয়াছে যে প্রজাদের শোণিত শোষণ করিয়া এই সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই সকল অধিকার আমাদের প্রশংসার পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের আন্তরিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র।

দুঃখিনী বিজয়বিনী! আপনার পত্রখানি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। পাছে আপনার মনের কথা কয়টী লইয়া লোকে হাসা পরিহাস করে এই জন্য ছাপা গেল না। আপনার ঠিক নাম ও ঠিক ঠিকানা জানিলে আমরা আপনার সাহায্যের জন্য বিশেষ উপায় করিতে পারিতাম। আমাদের নিকট গোপনে নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে প্রকাশ হইবে না। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও সেইগর্ভে সন্তান জন্মিলে সে আজ তর্পণে অধিকারী হয়। কিন্তু আমাদের এই পরামর্শ, আপনি অপরিণতমতি অতএব বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন॥

বীরশিখুল হইতে একজন লিখিয়াছেনঃ—

এক আশা ছিল, আউ ধান্য হইলে কষ্টের কিছু লাঘব হইবে, কিন্তু তাহাও ঘটে নাই একারণ এক্ষণে কৃষকগণের ক্লেশের এক শেষ হইতেছে। মজুরী বাড়ীও জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই, তাও সকলকার অদৃষ্টে সব দিন ঘুটিয়া উঠে না। তদ্ভিন্ন কতকগুলি নদীর এ প্রকার জলাজীর্ণ যে কোন প্রকারেই জলসাৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, এদিগে বরেও একটী তণ্ডুল কণা মাত্র সঞ্চয় নাই। এজন্য অনেক দিন সেই হতভাগ্য দিগকে অন্যান্য আত্মকুলের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হয়, যদি কোন পুণ্যাত্মা দয়া করিয়া কিছু কর্জ্জ প্রদান করিলেন তবেই তাহার ভাগ্য প্রসন্ন নচেৎ অন্নাভাবে অবোধবদনে দিন যাপন করিতে হয়। টাকা প্রাপ্ত হইলে ও নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ধান্য বা তণ্ডুল ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। যে চাউল গত বৈশাখ মাসে ৩৸ সেরের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, এবং গত পূর্ব্ব সপ্তাহে যে চাউল ২।১২ সেরের কথা আমরা লিখিয়াছিলাম সেই চাউল এক্ষণে ১৸ সেরের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

সম্প্রতি কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু এখানকার দ্বিতীয় সদর মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন, শুনিলাম ইনি নাকি কৃতবিদ্য ও অমায়িক লোক। বাবা হউক ইহাঁর বিচার প্রণালী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

৩। অস্মত্য মহারাজার, লক্ষ্মীজনার্দ্দন সর্ব্ব মঙ্গলা প্রভৃতি ঠাকুর বাটীতে প্রায় ৩৪ শত কাঙ্গালী প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কালে আহার করিয়া থাকে, গত কয়েক সপ্তাহ অবধি কিছু বেশী কাঙ্গালির আমদানী দেখা যাইতেছে, ইহা দুর্ভিক্ষ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ

৪। ঘাসাগড়ের শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয় এখানে হোমিওপাথী মতে চিকিৎসা করিতেছেন। যে সকল জীর্ণ জ্বর ও প্লীহাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে অত্রত্য বড় বড় এলোপাথীক ডাক্তারেরা ছাড়িয়া দিয়াছেন মহেন্দ্র বাবু তন্মধ্যে কতকগুলিকে একেবারেই পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া লোকের আশ্চর্য্যস্থল হইতেছেন। বর্দ্ধমানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাঁর চিকিৎসা প্রণালী দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ইনি অনেক দুঃখী রোগীকে বিনা দর্শনীতে (ভিজিটে) দেখিয়া থাকেন, এবং মূল বিশেষে বিনা মূল্যেও ঔষধ প্রদান করেন। কলে মহেন্দ্র বাবু এতদ্দেশীয় সাধারণের কৃতজ্ঞতা ও দুঃখী অনাথ পীড়িতগণের অজস্র আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতেছেন, বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা প্রার্থনা করি মহেন্দ্র বাবু এখানে কিছুদিন অবস্থান করিবেন।

আমরা নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, বাঁশবেড়িয়া নিবাসী, মহারাজার বিদ্যালয়ের ম্যানেজার এবং মহারাজের সেরেস্তার অন্যতম অধ্যক্ষ সুবিজ্ঞ-শান্ত-বিনীত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহোদয় ইহ লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে মহারাজ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? মহারাজ বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া মহাভারত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করিতেছিলেন, পণ্ডিত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অপেক্ষা আমার মহাভারত উৎকৃষ্ট হইবে এই মহারাজের বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতা সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণেই উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। যাহা হউক তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুতে মহারাজের

সেরেস্তা পণ্ডিতের হইলেন বলা বিবেচনাযুক্ত। মহারাজ মূলসন্ধী অনুপযুক্ত পণ্ডিতকে উক্ত পদ মহারাজ পদ প্রদান করিয়া তাঁহার আসলের অব মাননা না করুন ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

৩। অন্যান্য কোন ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহারের কথা আমরা যতদিন শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি। তিনি যদি অতঃপরও স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করেন, তবে আমরা তাঁহাকে অগত্যা সাধারণের নিকট হেয় করিতে বাধ্য হইব।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি ছোট আদালতের বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাবচান্দ বাহাদুর এ বৎসরে মেসেরিয়া সাহেবকে ডিসপেন্সরিতে আর দশ সহস্র টাকা দিয়াছেন, ইতি পূর্ব্বে পঞ্চাশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন এজন্য বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল ও তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়ের অপবাদ দূরীভূত হইবে।

২৯ শে কার্ত্তিক।

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। মলকারী আমাদের অতি পরিধানে জল সুক্তি নামে একখানি গ্রাম আছে। তথায় কৃষিজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। সংবাদপত্র সেখানে যায় বলিলেই হয়। সেখানে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সুনিলাম কয়েকটী পরিবারের অন্নের শেষ হইয়াছে। এক বেলাও উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহারা আহার করিতে পাইতেছে না। এই ঘটনাটী কতদূর সত্য স্থানীয় কর্ম্ম চারী মহোদয় সংবাদ দান, এই আমাদের প্রার্থনা।

২। শুনিলাম কীর্ণাহার স্কুলের অবস্থা ক্রমেই অবনতির ভাবে গমন হইতেছে। ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইতে হইয়াছে। স্কুলের সেক্রেটারি বাবু হারাণ সাহেবের যাহা ভাল করিয়াছেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। শুনিলাম তিনি এখন হতাশ হইয়া আর স্কুল রিসিভারি দিতে হইবেন এই ভিতায় আছেন। স্কুলে বালকদের বেতন বেতন আদায় প্রথা নাই বলিলেই হয়। প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী ছাত্রকে (বিদেশীয় হইলে) আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। এ সকল সুবিধা সত্ত্বেও পোড়া স্কুল এ স্কুলটীর মহা অবনতি হইয়াছে কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দের নিকট আমাদের অনুরোধ এই অবস্থাতেই স্কুলটী অধীনে রাখিয়া দেন।

৩। এই দুর্ভিক্ষের সময় বেতমপুরের স্বপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরঞ্জন বাবুর দিকে আমাদের দৃষ্টি যাইতেছে। রামরঞ্জন বাবু বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি আজি কালি বীরভূমের প্রধান জমিদার মধ্যে পরিগণিত। সেদিনার বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের রিপোর্টের তাঁহারই কেবল নাম প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বীরভূমের মধ্যে তিনিই যে কেবল উদ্যোগ-শীল এটী কমিশনর সাহেবের ধারণা হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই তিনি যে উচ্চ গৌরব পাইয়াছেন, তাহার অনুরূপ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হউন। কাজ দেখাইবার সময়ও উপস্থিত। বীরভূমের অনেক স্থানেই এখনই হইতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মল্লারপুরেই উত্তর লোকের বাস পর নাই হেন হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়ার অনেকেই কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম জুটিয়া উঠিতেছে না। এ সময় স্থানে স্থানে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। মধ্যে মধ্যে একটী অন্নসত্র খুলিয়া দিন। মল কথা তাঁহার নিকট আমাদের অনেক আশা আছে। এ পর্য্যন্ত তিনি বীরভূমের কোন স্থায়ী উপকার করেন নাই। এ সময়ে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। রাইপুরের ডাকাতি প্রভাবের দিকে যেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়।

আমাদিগের ভ্রমণকারী সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। আজ কাল রেলের ভাড়া ও মালই যতে যতে-লাগ হইতেছেন, এবার সহজ ভেড়া আসিলেও দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। এ অঞ্চলে পশমাদির অবস্থা দৃষ্টে সকলেরই মনে শোণিত শুষ্ক হইতেছে। এমন সময় আমার দুরা খেলার মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্থান খেলায়, শুনিলাম এক জন মুসলমান অন্যান্য দিগের নিকট হইতে ১৫০ টাকা খাজনা নিয়া খেলা করিবার আদেশ লইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই আর এক জন আমলা বিনা খাজনা দিয়া খেলা করিবার প্রার্থনা করিয়াছি। তাহাতে অন্যান্যের ন্যায় এখনই কিছুই আসিতে পারি নাই। দুরাখেলায় যে লোকের দুর্দ্দশা হয় তাহা আমাদের বোধ হয় দুরাখেলা দিতে হইবেক না এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে যে কতকগুলি টাকা দান হইয়াছে, তাহাও সাধারণে অজ্ঞাত নহে। বিশেষ এই দুরাবস্থার সময়ে এ খেলায় যে সাধারণের কত দূর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা আমাদের স্থানীয় ডিপুটি কমিশনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। পুলিশের ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। খেলার দিন পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় এক মাস কাল চলিতে থাকে। পূর্ব্বেই আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচর জন্য প্রকাশ করিয়াছি, সাধারণের কষ্ট হইবে বলিয়া আমরা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। যদ্যপি আমরা আজ কাল দুরা খেলায় প্রাদুর্ভাব এবং পুলিশের তাহাতে সম্পূর্ণ যোগ সকল দিকেই শুনিতে ও কোন কোন স্থান দেখিতেও পাইতেছি। সেদিন রাজসাহীর অন্তর্গত নওগাঁগ্রাম মহকুমার সেলাতেও আমরা ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।

২। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অন্যান্য ষ্টীমার ব্যতীত ষ্টীমার বিভ্রাটে অবশ্য পয়লা লাভ করিতেছে। বাজারে প্রকাশ যে উক্ত ব্যাণ্ডাই দুই আনা মূল্যের ষ্টীমার বল পয়লায়, তাহি আনার ষ্টীমার পাঁচ আনায়, এক টাকার ষ্টীমার এক টাকা দুই আনায় বিক্রয় করিয়া সে বাজারের পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। আমার শুনিলাম যে ব্যক্তি উপরি পয়লা দিতে অস্বীকার করে, তাহার অদৃষ্টে ষ্টীমার মিলে না। দুর্ভিক্ষের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করেন। তাঁহার চক্ষুকর্ণীলন কি কষ্টকর হইয়াছে!

গত ৭ই কার্ত্তিক গোয়াবী দুর্গাপুরের সন্নিকট মাওরা পল্লিতে একেবারে তিন চারি বাড়ীতে ৭ টি সিঁধ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ আসিয়া [illegible] করিয়াছেন। পুলিশের কথাতে যারা হইয়াছে এক পরে যারা [illegible] অনুসন্ধানে তুলিয়া নাই বোধ। [illegible] সাহেব বিশেষ সাহেব কিছু [illegible] দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। [illegible] দিয়া [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গত ২ রা সপ্তেম্বর আমরা বিশেষ কোন কার্য্যবিশতঃ ডুমারখালী হইতে শকটারোহণে হালসা পর্য্যন্ত আসিয়া অবতীর্ণ হই। ঐ তারিখে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কোম্পানির এজেণ্ট মেঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টন সাহেব ঐ ট্রেণে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তত্রাচ আরোহিদিগের কষ্টের সীমা ছিল না অর্থাৎ যে গাড়ীতে ৪০ জন মাত্র লোকের স্থান পাওয়াই কর্ত্তব্য সেই গাড়ীতে এমন কি ৮০ জন পর্য্যন্তও প্রবেশ করান হইয়াছিল। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ৪০ জন যাত্রির স্থানে ৮০ জনকে প্রবেশ করান হইলে সকটস্থ লোক সমূহের কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি? এক মাত্র কর্ম্মচারিদিগের পর্য্যাপ্ত সংখ্যা সকট না রাখাই কি ইহার যথার্থ কারণ নয়? যদি তাহাই হইল তাহা হইলে ইহা কি যার পর নাই অন্যায়াচরণ নহে? আমরা গবর্ণমেণ্টকে এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত গোবামী দুর্গাপুর একটী সমৃদ্ধশালী গ্রাম। ইহাতে বহুতর ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের বসতি আছে, কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে তত্রত্য কাহারই কোন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ বা আন্তরিক যত্ন নাই, অধিকাংশই আমোদপ্রিয়। এখানে একটী ডাক পোষ্ট আফিস আছে। তাহাতে একটী মাত্র হরকরা থাকায় এদেশীয় পত্রাদি আদান প্রদান যথেষ্ট বার পর নাই কষ্ট হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম আফিসটীতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আয়ও হইতেছে; কিন্তু তত্রাচ এ পর্য্যন্ত একজন হরকরা দ্বারা একবার ভিন্ন ক্রোশ পথে ডাক প্রেরণ ও পুনরায় তথা হইতে ডাক আনয়ন এবং তদনন্তর ৪।৫ ক্রোশ দূরস্থ গ্রাম সমূহের পত্রাদি বিলি করা কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল সাহেব মহোদয়কে অনুরোধসহ পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি উপস্থিত হরকরার ৬৪০ টাকার পরিবর্ত্তে ৪ এবং আর ৩৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট ১৲ ও উক্ত ৩৲ একত্রে ৫ টাকায় আর এক জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া দেওয়ার আদেশ করুন। তাহা হইলে সাধারণের কার্য্যের যে বিশেষ সুবিধা হইবে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টেরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক লাভ হইবে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কুচবিহারের জল যান।

অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে কোচ বিহারস্থ শিশু রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে রাজ্যের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। যে স্থান ভদ্র লোকের অগম্য ছিল, যে স্থান, কুৎসিত রীতি নীতিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে স্থান পশু সদৃশ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহার আবাস যোগ্য ছিল না, সেই স্থান ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যালোক সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, সেই স্থানে গ্রামে গ্রামে, বিদ্যালয়, বিভাগে বিভাগে বিচারালয়, চিকিৎসালয়, শান্তি রক্ষক, এক জন পদ হইতে অন্য জন পদ সংযোজক রাজ পথ, রাজ ধানীতে শিল্প বিদ্যালয়, সঙ্গীত শালা, মুদ্রা-যন্ত্র, ডাক ঘর ও নানা প্রকার সৌধ এবং পরিষ্কৃত প্রশস্ত পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। এ সমস্ত মঙ্গল কার্য্যই স্বর্গীয় রাজ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হটন সাহেব বাহাদুরের একান্ত যত্নে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যদিও তিনি কয়েকটি অন্যায় কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নাবালক রাজার হিত সাধনে একান্ত মনোযোগী ছিলেন। এ জন্য সে সকল অপব্যয় মার্জ্জনীয়।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত কমিসনর মেটকাফ সাহেব বাহাদুর তৎপদাভিষিক্ত হইয়া নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া রাজ্যটী সুশৃঙ্খলায় রাখেন। কিন্তু তাহা না হইয়া সংক্ষেপের বদলে ব্যয়ের বৃদ্ধিই লক্ষিত হইতেছে। যে সকল কার্য্যে ব্যয় করিতেছে, অমাটে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন হওয়াতে কর্ম্মচারি মাত্রেই যে রূপ সশঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কোন লোকের মনে এরূপ আশা নাই যে আমি আগামী কল্য আপদে থাকিয়া কর্ম্ম করিব। তাহের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মচারিদিগকে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

তিনি এস্থানে আগমন করিয়া অবধি যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এই যে বিগত ইংরেজী মাসের ১ লা তারিখে দুই খানি নৌকা মনুষ্য ও দ্রব্যাদি লোকাই হইয়া, ক্রমান্বয়ে গমনাগমন করিবে। আরোহীদিগকে আদ মণ পর্য্যন্ত ওজনে আবশ্যক দ্রব্যাদি সহ পাঁচ টাকা ভাড়ায় গমন ও পাঁচ টাকা ভাড়া আগমন করিতে হইবে। তদুপযুক্ত সামগ্রীর মণ প্রতি আট আনা ভিন্ন যে অতিরিক্ত লাগিবে। ২০ জন মনুষ্যের অধিক মনুষ্য লওয়া হইবে না এবং নৌকার অর্দ্ধাংশ মহাজনী, সমগ্র নৌকা ভাড়া দেওয়া হইবে না। ইহা কেবল সাধারণের উপকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপর ইংরাজী মাসের ১৫ ই তারিখে আর এক খান ষ্টীমার যাতায়াত করিতে থাকিবে, এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যে লোকের কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা চিন্তা দ্বারা অনুভূত হয় না। গমনাগমনের সুবিধার বাণিজ্য কার্য্যের কত অভিবৃদ্ধি হইতে হয়, তাহা ব্যবসায়ী লোক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। জলপাইগুড়ি বিদ্যা, কাছাগোলা পথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ ও আমদানি করিতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াও সুশৃঙ্খলা অবস্থায় পাওয়া যাইত না। এই দেশ হইতে কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে অন্যান্য বৎসর এখানে

(১) ইহার কোচবিহার ও রঙ্গপুরের মধ্য দিয়া জমিদারি ছিলেন খৃষ্টি ব ৮৪১।

[illegible] বিশ্বম্বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন; তিনি সেইরূপ দেশ মধ্যকর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া অপগণ্ড শিশু রাজাটীকে রক্ষা করিলে এতদ্দেশীয় জনগণের কতদূর উপকার সাধন থাকিবেন, তাহা বলা বাহুল্য।

গোপাল চন্দ্র [illegible]

[illegible] বন-মধ্যে, পাখী সে জনমে,
[illegible] যে যেমন করিয়া,
সেই সে [illegible] বঙ্গবাসীগণ,
[illegible] এ দরিদ্রে জীবন।
[illegible] প্রভো আঘাত,
[illegible] দেখ পুনঃ অকস্মাৎ
[illegible] দীনবন্ধু রায়,
সর্ব্বনাশী হয়ে পুনঃ কাঁদাল ধরায়।
কে আর রচিবে নীল দর্পণ সুন্দর,
নীলাম্বরী, তপস্বিনী আভা মনোহর,
কেবা সন্তোষিবে লিখে নব প্রহসন,
মামা বঙ্গ কে সাধিবে যত্নে অনুক্ষণ।
কোন্ জন সমতনে সহায়তা করে,
দুঃখী জনে দিবে কর্ম্ম সদা ভাব ঘরে,
মামাতুপারেতে কার্য্য বল কার হয়,
হায় দীনবন্ধু কোথা দুঃখীর সহায়!
আয় গঙ্গা মহাপাপী দুরন্ত শমন!
অকলঙ্ক বাস তোর কেন রে এমন?
বিরাজে কি বক্ষে তব পাপী যারে কই?
বিরাজে বক্ষে হায় দুঃখ কারে কই।
তব যে শ্যামল দুই শমন যুবতি,
আছে কি শঙ্কা তোর, হরিতে দুর্গতি
তাই চিরস্মরণীয় গুণের মহিমা?
[illegible] তোর যেখানে গরিমা?
কত যে [illegible] সাগরী বঙ্গ প্রাণাধিক,
অকালে করিলি গ্রাস, বলি কিবা ঠিক।
হলি কি সক্ষম তারা নাশিতে গৌরব?
প্রবেছিস কূল ছিন্ন, নাশিতে লৌরভ।
দুঃখ কর [illegible] তোর তাহে মুক্ত কণ্ঠ।
অপরাধ পদে [illegible] হরিতে দুর্গতি।
তবু কি ক্ষমা না হইল হায় রে যেমন
শত শত মহাপাপী মহে সংশোধন।

শ্রীকান্তিলাল চট্টোপাধ্যায়।
[illegible] রঙ্গপুর।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৪ই মার্চ।

গ্রামের নাম	দূরত্ব	
	মাইল	ফার্লং
চৌয়াসির মীটে	১২	
তথা হইতে ভুরপুর	৩	৬
তথা হইতে অভিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	১
অভিপুর হইতে মহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	১০
মহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নবীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৭ ই মার্চের মহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	২

মহরমপুর ১৭ ই মার্চের ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্‌কিন্সন সাহেব ইঞ্জিনিয়র নবীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষাল	
বুলেশ্বর সহর	৫৷৷০
" রঙ্গীলাল বড়ুয়া—আশাম	১০
" মিয়া গোলাবদ্দিনী চৌধুরী সাহেব	
চাই বিদা	১০
" মজেদর পাবনাস্থ	
বিদ্যালয়	১৷৷
" অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
উলি	
" [illegible]	
" উমাচরণ মুখ—বিরাট	১০
পুটিয়া [illegible]	
" [illegible]	
" [illegible]	

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরিসিংহ রায়
মুর্শিদাবাদ রঙ্গপুর।
" " ঈশ্বরচন্দ্র সেন—বালেশ্বর।
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর
" " হরিশ্চন্দ্র—কাশী।
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—
মজফরপুর।
" " গৌরীশঙ্কর মজুমদার—শ্রীহট্ট।
" " মাহমহিম মজুমদার
ছোরা হরিহর পাড়া।
" " যেশীরাবব বন্দ্যোপাধ্যায়।
অযোধ্যা পোষ্টাপীস
বগোল সাহিত্য সমাজ—বগোল।
রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরি—রঙ্গপুর।
" রাজা কালী প্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র
খড়কই গড়।
" " গৌরসুন্দর ভট্টবর্ত্তী—সাঁকরাইল।
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " [illegible] দ্বারকানাথ রায়
জমীদার—মহম্মদপুর গ্রাম।
" " মধুসূদন চৌধুরী—খাদা জাত।
" " ইন্দ্রনারায়ণ রায়—রাধেশ্যামপুর।
" " গিরিশচন্দ্র দে—আশশাম গ্রাম।
" " হরপ্রসাদ সাহা—ধেমাজী।
" " বিপিনবিহারি বকসী—মুক্তাবয়।
" " গোষ্ঠবিহারি পাল—জগৎবল্লভপুর।
" " মহেশচন্দ্র বসু—ঝরগ্রাম।
" " [illegible] রায়—কাউবাদীয়া
" " [illegible] দে—ঘিবরহাটী।
" " [illegible]—রঙ্গপুর।
" " [illegible]—বাটী।
" " [illegible]
" " [illegible]—বাগবাটী।

৬ সংখ্যা।

৭ম ভাগ।

"প্রবন্ধালয়ো গ্রন্থো নাস্তি যস্মিন্ন সন্ত্যলয়ো অনিমন্ত্রণী ন স্থাবনা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা

সন ১২৮ ১৭ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ১ লা ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

সুপ্রাচ্য।

এই গ্রন্থে প্রাচ্য বিজ্ঞানবিদ্গণের মতে অস্ত্র চিকিৎসা ঔষধ প্রকরণ, শারীর স্থান দ্রব্য গুণ বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা। সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর উপযোগী বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং ভবনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফর্মা ৵০ ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম দেয়। না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ সাল ২৯ কার্ত্তিক — শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল ৵০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা বহুবাজার হরিণ বাটী — শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত তাকারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১০ খানি উত্তম ছুরি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০ আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিষ্ট ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৯ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ রেজিষ্টরি খরচ ৷০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল ৵০।

কলিকাতা বহুবাজার হিন্দুরত্নের — শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গেজ করা প্রস্তুত নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার মিমিত্ত কাটফস জওশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

কটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেরিয়াতে বসাইবার নমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটী, নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৯ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা — বরণ এণ্ড কোং

যুবতিরা হইতে মেদনীপুর পর্য্যন্ত যে খাল কাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিট অধিক জল আবশ্যক করে না তাহা ঐ খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারে।

এই আর্টিকেল গভর্ণমেণ্ট
সেক্রেটেরিএট কলেজ আর ই
অফিস প্রিণ্টিং আফিস সেক্রেটারি
শ্রীযুক্ত, গবর্ণমেণ্ট পাব্লিকেশন্স ডিপার্টমেণ্ট, ইণ্ডিয়েশনস্ত্রাক্ট।

—১১:—

যিনি ঘুড়ির আকর্ষণ লাভ করিতে চাহেন তাঁহার পরমার্থ জ্ঞান ও পরমার্থ বিষয়ক রঙ্গ রস এতদুভয়ের মধ্যে যে শাসন করিতে সমর্থ হইবেন, উভয় পুস্তকে সমধের অংশ বিন্যস্ত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ সুখ উপস্থিত পাকিয়া কার্য্য করণের সুবিধা ও সত্বর ফল হয়। ইহা দ্বারাও সেই সকল কর্ম্মচারীগণের পদ [illegible] কারণ কোন কোন বিষয়ে [illegible] হইতে পারে [illegible] ব্যবসায়ী কি অন্য সাধারণ [illegible] কর্ম সম্পাদনে নির্দ্দিষ্ট হইবে [illegible] যথা ক্রয় বিক্রয় করণ [illegible] প্রেরণ করা, এবং [illegible] ভৈয়ারি কি মেরামত করাণ [illegible] দ্বারা গ্রাহক দ্বারা, আত্মীয় স্বজনের [illegible] বিষয় [illegible] উদ্ধারণ করা, ঘরের [illegible] ভাড়া করা, সকল বিষয়ের [illegible] দেওয়া, কি মকদ্দমাদিতে দ্বারা বিষয়ে সমন্বয়তা করিতে যাহাতে পরস্পর

খরিদার করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া এক স্থলে সকল [illegible] উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি ব্যবসায়ীর বাজার দরের কাগজ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার ব্যবসায়ীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর দ্রব্য বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু যাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা অবশ্যক হইলে পোষ্টের ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে উহাই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীকালীচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির অপেক্ষা হিন্দুস্থানীর উপরে অধিক প্রভু ভাবের কারণ ও ফল

অনুধাবন করিলে জানা যায়, অন্যান্যদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের হৃদয়ে এক অংশে কিছু অধিক ও অন্য অংশে কিছু ন্যূন ভাব আছে। ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে অধিক ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে অংশে ন্যূন ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে অধিক ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে ন্যূন ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে অধিক ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে ন্যূন ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে অধিক ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে ন্যূন ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে অধিক ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইংরাজদিগের হৃদয়ে যে অংশে ন্যূন ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

অবনত হইয়া উঠে। বাঙ্গালিদিগের যত ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে, ততই ইহাদিগের তেজস্বিতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ইহারা ইংরাজদিগের সমকক্ষতার অবলম্বন করিতেছেন এবং ইংরাজদিগের দোষ দেখিলেই তাহা মুখের উপরে বলিতেছেন। ইংরাজদিগের একটী বিজাতীয় জেতৃজাতীয় গর্ব্বিতভাব আছে। বাঙ্গালিদিগের এই ব্যবহারে তাহাতে আঘাত লাগিতেছে। তাঁহারা মর্ম্মাহত হইতেছেন। যাহাতে বাঙ্গালিরা আর এরূপ করিতে না পারে, সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালিদিগের আর উচ্চ শিক্ষা না হয়, বাঙ্গালিরা আর উন্নত পদ না পায়, অনেক ইংরাজ সেই চেষ্টা করিতেছে। অনেকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, বাঙ্গালিরা মাথা তুলিতে না পারেন, ইংরাজদিগের পদতলে পড়িয়া থাকেন, দাসবৎ ইংরাজদিগের সেবা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন।। এখন পাঠকগণ দেখুন, ইংরাজদিগের স্বভাব কেমন চমৎকার এবং বাঙ্গালিদিগের কেমন ভাগ্য। বাঙ্গালিদিগের অনুরূপ কার্য্যকারিতা ও অনুরূপ শিক্ষাশক্তি শুণ না হইয়া দোষ হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগের বল বীর্য্য অল্প করিয়া যে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বৃত্তি দিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। বাঙ্গালিদিগের উপরে ইংরাজদিগের কোপের এক কারণ পেলা। এখন ইংরাজেরা যে কারণে বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা হিন্দুস্থানীদিগের উপরে অধিক প্রসন্ন, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন।

হিন্দু স্থানে যে মুসলমানদিগের রাজত্ব বদ্ধমূল হয়, হিন্দু স্থানের মুসলমানেরা দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অধিক কি বলিব মুসলমান হিন্দু স্থানে আসিয়া বাস করে। এবং অনেক হিন্দুকে বল পূর্ব্বক মুসলমান করিয়া ফেলেন। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু আচারে রহিলেন তাঁহাদিগেরও অধিকতর যবন সংসর্গ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পুরুষপরম্পরাগত পবিত্র আচার ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহারা ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগের আচার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যিনি বঙ্গদেশের ও হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চলের আচার ব্যবহার অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের যথার্থ বুদ্ধিমত্তা দেখিতে পাইয়াছেন। মুসলমানদিগের প্রতিমা পূজা নাই। সুতরাং হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগেরও প্রতিমাপূজা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। হিন্দু স্থানের হিন্দুরা প্রায় নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিমা পূজা করেন না। যে সমস্ত দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, কতকগুলি লোকে তাহার মস্তকে পুষ্প ও জল নিক্ষেপ করেন এই মাত্র। অধিক সংখ্যা লোকেরই পূজার মন্ত্র জানা নাই। পণ্ডিত কি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্র জানেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন মাত্র। বঙ্গদেশের যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হিন্দু স্থানে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মুসলমানদিগের ন্যায় উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। উহাদিগের হাত হস্ত উচ্ছিষ্ট হয় না। দক্ষিণ হস্তে আহার ও বাম হস্তে চুম্বক দিয়া জলপান করা হইতেছে এবং সেই বাম হস্ত ধৌত না করিয়া মন্ত্রাদি পড়িতে দেওয়া হইতেছে তাহাতে দোষ হইতেছে না। হিন্দু স্থানে ব্রত নিয়মাদি পালিত প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গদেশে ব্রত নিয়ম ও প্রতিমা পূজা দেরূপ বহুল নিবন্ধন পবিত্রতা সংস্কার যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, হিন্দু স্থানে সেরূপ নয়। বঙ্গদেশের ব্যবহার এই, পাচক ব্রাহ্মণ পাচিকা সিদ্ধ অন্ন স্পর্শ করিলে, তাঁহার হস্ত অপবিত্র হইল। যতক্ষণ তিনি সেই হস্ত ধৌত না করিবেন, ততক্ষণ তিনি পবিত্র হইতে পারিলেন না। কিন্তু হিন্দু স্থানে সিদ্ধ অন্ন স্পর্শে দোষ হয় না। মুসলমানদিগের সংসর্গে হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আচার যেমন ভ্রষ্ট হইয়াছে, তেমনি মুসলমানদিগের অনেক আচার ব্যবহার পরিগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুদিগের শিষ্টাচার এক প্রকার, মুসলমানদিগের শিষ্টাচার অন্য প্রকার। হিন্দুরা পূজ্য ব্যক্তির চরণ বন্দন ও সম কক্ষ ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া থাকেন। নিকৃষ্টকে নমস্কার করেন না। অন্য জাতীয়কে নমস্কার করা দূরে থাকুক, ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের সকলকেই প্রণাম করা ও প্রতি প্রণাম গ্রহণ করা রীতি। তাঁহারা যখন হিন্দু স্থানে রাজত্ব করেন, তখন ঐ রীতি ও তথায় কতক বল দ্বারা ও কতক কৌশল দ্বারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাহাঁরাও জেতৃজাতীয় ছিলেন। তাঁহারা যে হিন্দুস্থানীয়দিগের নিকটে প্রণাম গ্রহণ পরাঙ্মুখ হয় করেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আজও সেই অভ্যাস আছে। তাঁহারা মুসলমানদিগকে দেখিলেই দণ্ড ভয়ে যেরূপ সেলাম করিতেন, ইংরাজদিগকে দেখিলে সেরূপ সেলাম করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের গর্ব্বিতভাব আছে, সুতরাং তাঁহারা হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রতি অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বাঙ্গালিদিগের সে অভ্যাস নাই। তাঁহারা ইংরাজ দেখিলে ঈষৎ গাত্রোত্থান ও নমস্কার করেন না। তাহাতে ইংরাজেরা চটিয়া উঠেন। বাঙ্গালিদিগের সে অভ্যাস নাই কেন? তাহার নিগূঢ় কারণ আছে, পাঠকগণের অনেকে বোধ হইতে পারেন। অতএব এস্থলে

সাহেবদিগকে সেলাম করিতে ও ভৃত্য দ্বারা উহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা কর, নতুবা তোমাদিগের উন্নতি অসম্ভব হইবে।

—:০:—

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েক কথা বক্তব্য আছে। স্কুলের মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কি না? কলিকাতা স্কুলেই . কয়েক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার যে তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল যে ডাক্তার মাক্‌এই সাহেবের সময় মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে কম করা হয় শতে পাঁচ পর্য্যন্ত করিয়াছিল, কিন্তু তদবধি তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে বন্দীদিগের শাসনের শিথিলতা হয় বলিয়া কারেথ সাহেব ও সিমি সাহেব তাঁহার প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কারেথ সাহেবের মতে অপরাধিদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য যেরূপ এবং তিনি যাহাকে শাসন বলিয়া থাকেন এ উভয় রক্ষা করিয়া মৃত্যু সংখ্যা [redacted] সহজ নহে। আমাদের বোধ হয় না।

ডাক্তার সাহেব যত বড়ই বলিয়া থাকুন না কেন, তিনি যে কারাগারে যেরূপ ভয়ের স্থান ছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে, বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং কারাগারে মৃত্যু সংখ্যা অধিক হওয়া কখনই উচিত নহে। অপরাধি ছোরে দুষ্কৃতি [redacted] কারাগারে মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের [redacted] এই জন্য উহা [redacted] যায় যে, [redacted]

তাহার উদ্দেশ্য কখনই সফল হইতে পারে না।

ইংরাজ রাজত্বে মুসলমানদিগের অধিকার ছিল না তা, এক প্রকার নহে বটে, কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগের তুলনা হয় না। নবাবেরা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। প্রজার হিতাহিত কোন প্রকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন না। প্রজাদিগের সহিত মিশিত না। সুতরাং এই দুরভাব নিবন্ধন বাঙ্গালিদিগের সহিত ব্যবহারের অণুমাত্র অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নাই। ইহাঁরা মুসলমানদিগের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা অবগত নহেন বলিয়া ইহাঁরা হিন্দুর ন্যায় সভ্য সেলাম করেন না। তাহাতে ইহাঁরা ইংরাজদিগের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও হিন্দুস্থানিদিগের প্রতি [redacted]

ইংরাজদিগের সম্মুখে বাঙ্গালিরা যে প্রকার ভাবে প্রণাম ও প্রতি প্রণাম করিয়া থাকেন এতদ্দ্বারা তাহার মূল কারণ সুস্পষ্ট হইতেছে। মুসলমানেরা ৭।৮ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া বাঙ্গালাদেশের আচার ব্যবহারে যে বিপ্লব ঘটাইতে পারেন নাই, ইংরাজেরা কিঞ্চিদধিক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া তাহার শত গুণ অধিক বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত কলুষিত শিষ্টাচারে অনাস্থা জন্মিয়াছে। চিরাচরিত শিষ্টাচারে অনাস্থা না জন্মিলেও যে ইহাঁরা হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতির অনুসারে পূজা জ্ঞান করিয়া ইংরাজদিগের চরণ বন্দন করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। কারণ হিন্দুরা ইংরাজদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকেন। হিন্দু আর্য্যেরা ম্লেচ্ছকে নমস্কারের বিধি দেন না। কাজেই ইহাদিগকে ইংরাজী শিষ্টাচার শিখিতে হইয়াছে। ইহাদিগের প্রণাম

নাই। আমরা উপরে বলিয়াছি, ইংরাজী শিষ্টাচারের সমকক্ষ ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, বাঙ্গালিদিগের কেমন বিপদ। ইহাঁরা দেশীয় শিষ্টাচারের রীতিক্রমে যদি ইংরাজদিগের পদ বন্দন করেন, তাহাতে মধ্যে একান্ত উপহসিত ও ঘৃণিত হইবেন সন্দেহ নাই। অথচ সমকক্ষ ভাবে প্রণামাদি করিতে গেলে ইহারা দেয় বিরক্ত হন। গলবস্ত্রাবৃত হইয়া সেলাম করা মুসলমানদিগের রীতি, যদি এক রীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রীতি গ্রহণ সঙ্গত হয়, ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ রীতি গ্রহণ কি উচিত নয়?

হিন্দুস্থানীরা ইংরাজদিগকে দেখিলে কেবল যে সেলাম করেন এরূপ নয়, তাহারা সাহেবদিগের সবিশেষ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী যত বড় হউন আর সাহেব যত নিকৃষ্ট হউক, হিন্দুস্থানী জুতা না খুলিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হন না। আইনেরও তাহাতে বলিয়া যায়। এই নিমিত্তই ইংরাজ রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীদিগের প্রতি এত প্রসন্ন। এই প্রসন্নতার ফলও ফলিয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রায়শঃ হিন্দুস্থানীদিগের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। সুতন বিচালয় হইতেছে শুনিলেই মুক্তহস্তে যাহারা দান করেন, বাঙ্গালাদেশের ন্যায় পীড়াপীড়ি করেন না; বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট হইতে নাম মাত্র বেতন গ্রহণ করা হয়। বড় বড় স্কুলে ছাত্র দেয় বেতন দুই এক আনা। কালেজের বেতন চারি অথবা আট আনা। রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীর কোন কর্ম্ম হিন্দুস্থানী ভিন্ন সম্পাদিত হইবে না, এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাজেও তাহাই ঘটিতেছে। বাঙ্গালিরা তোমরা যদি আপনাদিগের আচার ব্যবহার হিন্দুস্থানীদিগের ন্যায় [redacted]

হ্রাস করিবার সংকল্প থাকে, তাহা হইলে এইগুলির দিকে অগ্রে মনোযোগ করা উচিত? কিন্তু কারাগারের এই কষ্ট গুলি দূর করিলে কারাগার আর কারাগার নামের যথার্থ ভয়ের স্থান থাকে না। অতএব আমাদের বিবেচনায় কারাগার যদি কারাগারকে ভয়ের স্থান করিতে ইচ্ছুক হন, মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের চেষ্টা না করিয়া বৃদ্ধির দিকে অধিক সচেষ্ট হওয়া শ্রেয়, কারণ একবার জেলে গেলে কাহারও ইচ্ছা হয় না, এই সংস্কারে লোকের যেরূপ ভীত হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু ডাক্তার মাউএটের এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল ও সহৃদয় লোকের মতে জেলের মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস করা অসম্ভব নহে। মাউ-এট সাহেব সম্প্রতি ইংলণ্ডে কারাগার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে বলিয়াছেন যে কারাগারে অপরাধীর কঠিন পরিশ্রমের বিধি করা নিতান্ত ভ্রম, কারণ তাহাতে অপরাধী-দিগের শ্রমের উপর রুচি না জন্মিয়া অনেক সময় অরুচি জন্মিয়া থাকে। অর্থকর ও উপকারজনক কার্য্যে রীতি মত মৃদু পরিশ্রম করাইলে তাহারা শ্রমকে প্রিয় পদার্থ মনে করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে সেই শ্রমের দ্বারা জীবন যাপন করিয়া সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা পূর্ব্ববারে এই কথাই বলিয়াছি। অপরাধীর সংশোধন যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারা এইরূপ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিবেন; কিন্তু কেবল মাত্র শাসন ও ভয় প্রদর্শন যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট এরূপ যুক্তি ভ্রম-মূলক বোধ হইতে পারে।

আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যে এতদিন ত জেলে যন্ত্রণা ও নিগ্রহের যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, মৃত্যুসংখ্যারও যথেষ্ট আধিক্য ছিল, কিন্তু তথাপি কারাগারে যাহারা একবার যায় তাহারা সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক প্রায় অধিক বিকৃতস্বভাব ও অধিক সাহসী হইয়া আসে কেন? অপরাধীর সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৬৬০ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে কেন? প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যাঁহাকে পুত্র কন্যা লইয়া বাস করিতে হয়, ইহার সদুত্তর দিতে পারেন। কোন ব্যক্তি না জানেন যে সর্ব্বদা নিগ্রহ করিলে ও কষ্ট দিলে বালক বালিকাদি-গের প্রকৃতি একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। মানব প্রকৃতির গূঢ়তম স্থানে অব-তরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সাধারণের শ্রদ্ধা অনেক সময় লোকের চরিত্রকে শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে এবং সাধারণের ঘৃণাতে সেই চরিত্রকে অনেক সময় ঘৃণার্হ করে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখাযায় যে যাহারা একবার বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহারা একদিকে সমাজের ঘৃণিত ও সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সেখানে গমন করে, অপর দিকে কারাগারের চতুঃসীমার মধ্যে নিরন্তর ঘৃণা নিগ্রহ ও যন্ত্রণার মধ্যে বাস করিতে থাকে এইরূপে মনুষ্যের চরিত্র রক্ষার হেতুভূত আত্মমর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, নিরন্তর আপনাদিগকে হেয় ও অধম ভাবিতে ভাবিতে সৎ হইবার আশা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়। সুতরাং আর চরিত্র রক্ষা সুকর হইয়া উঠে। এদিকে কঠিন পরিশ্রম, আহারের ক্লেশ প্রভৃতি কারাগারের ক্লেশ সকল এক বার সহ্য হইয়া যাওয়াতে তাহাদের আর বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না, এবং তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সমাজের সমধিক উপদ্রবের কারণ হয়।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই জেলের তত্ত্বাবধারকদিগের একটু দয়া ও স্নেহ, অপরাধীদিগের সংশো-ধন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে। সমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া তাহারা এই বিষম, কষ্টের অবস্থায় যদি একটু শ্রদ্ধা দয়া ও স্নেহ দেখিতে পায় তাহা হইলে নিশ্চয় আকৃষ্ট হয়, নিশ্চয় তাহাদের হৃদয়ে সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপের সঞ্চার হয়, এবং সেই সঙ্গে জীবন ধারণের সহজ উপায় শিক্ষা করিতে পারিলে আর কখনই সেপথে পদার্পণ করে না। মধ্যে মধ্যে জেলের সাহেবদিগের সহিত কয়েদীদিগের বিবা-দের যে সকল সংবাদ শ্রবণ করা যায় তাহার অর্থ কি? অসহনীয় অত্যাচার ও নিগ্রহ তাহার মূলীভূত কারণ। যদি জেলের তত্ত্বাবধারকেরা তাঁহাদের উপাস্য যীশু খ্রীষ্টের উদারতার ও দয়ার কিঞ্চিৎ অংশী হইতেন, যদি তাঁহাদের অধীনস্থ অপরাধীদিগকে মানব-শ্রেণী-গণ্য জীব বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিতেন তাহা হইলে এতদিনে জেলের দ্বারা অনেক দুশ্চরিত্রের সংশোধন হইত, দেশেরও অনেক উপদ্রব নিবারণ হইত।

—:০:—

বেঙ্গল অর্ডিনেন্স বিভাগ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

লেপ্টনন্ট গবর্ণর আমাদিগের উত্তেজনা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া যদি এ বিভাগের অপব্যয় ও চৌর্য্য নিবারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন তিনি অতুল কীর্ত্তিভাজন হইবেন, আমরাও সেই যশের অংশভাগী হইব সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদিগের পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপ করিবার প্রধান কারণ এই, গবর্ণমেণ্ট অধিকের পাপ আর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, পরিত্যাগ করিতে যে পারিবেন সে সুবিধাও দেখিতেছি না। তবে আয়টী নানা প্রকারে নষ্ট হয় কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি এ

দ্বিতীয়তঃ আর একটা যে সম্ভাবনা আছে, কর্ম্মচারির দলের জোরে তাহা হইতেছে না, যাহা হইতেছে, তাহারও অনেকটা অংশ পাঁচ সুতার উপর-পড় হইতেছে। ইহার নিবারণ হইয়া যদি গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আয় হয়, আমাদি গের দেশীয় লোকেরা অনেক করভার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এটী পরম লাভ সন্দেহ নাই। এই লাভের নিমিত্ত আমরা এত যত্ন করিতেছি। আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে কমিশন দিয়া অহি ফেনের চাষ বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সে বিষ য়টী একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করুন। এখন এই নীতি আছে, কৃষকেরা যাহার নিকট উপরিপাওনা এক এক জন লওয়ার থাকে, তাহাকে মহাজন বলে। তাহাদিগের উপরে গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃষকদিগকে দাদন দেওয়া হইয়া থাকে উহাকেই বন্দোবস্ত টাকার দাদী। উহারা পূর্ব্বে কমিশন পাইত। গবর্ণমেণ্ট বোধলেন, কমিশনে অনেক ব্যয়। অতএব উহাদিগের বেতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ লাভ দেখিয়া ভুলিয়া যান, পরিণামের ইষ্টানিষ্ট চিন্তার অবসর পান না। গবর্ণমেণ্টের বেতনের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু উহাই সব দোষের অহি ফেনের কারণ হইয়া উঠিল, কালেক্ট সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বে যে বিঘাতে ৫০। ৬০ সের অহিফেন উৎপন্ন হইত, এখন সেখানে ৩০। ৩২ সের হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। কমিশনের লিভে লোকের অর্থে উৎসাহ হয়, অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা হয়, সুতরাং পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না। কাজে আসিয়া পড়িতে হইলে বিশেষতঃ বেতন ব্যতীত অধিক অর্থ উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, উৎসাহ থাকে না, শ্রম শক্তিও সুতরাং কমিয়া যাইবে। বেতন ব্যবস্থায় অল্পার্থ বলে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের চাকরী অতি সুখের চাকরী অধিক খাটিতে হয় না। হাজা শুকা যত করি না করি মাস গেলেই টাকা গুলি গণিয়া পাওয়া যায়। এ সুখের কথা অধিক বলা বাহুল্য। কতকটা এরূপই হইয়া উঠিয়াছে। অন্য ব্যক্তিকে কম খাটিতে দেখিলে লোকে বলে যেন কোম্পানির চাকর। এই সুখেই বঙ্গবাসী চাকরী স্বীকার করিতেন। তাঁহারা আরো এই আশ্বাসেতে কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু বাঁধা টাকা রাখিয়া আসিতেন, আবার পড়তি মাসে আসিয়া পাইবেন, আবার কৃষকদিগের নিকটে যে উপরি লাভ হইবে তাহাতে পুষিয়া যাইবে। অধিক খাটিতে হইল না, সহজে বিলক্ষণ আয় হইবে। অতিরিক্ত লাভ গণনা করিয়া লাভের স্বীকার হইতেন। কিন্তু যাঁহারা কাজের লোক, স্বাধীনভাবে সৎপথে উপার্জ্জন ভাল বাসেন, তাঁহারা সেরূপ সুখলোভে মুগ্ধ হইলেন না। বেতন ব্যবস্থা হইলেও কেহ কেহ কেবল কমিশনে গবর্ণমেণ্টের চাকরীর লোভ করেন ইহার প্রমাণ নিম্নের উপরিলিখিত বাক্যগুলির প্রয়োগ।

এই কারণে আমরা কালেক্টর সাহেবদিগের গবর্ণমেণ্ট পুরস্কার কমিশন দিবার ব্যবস্থা করুন এবং এই বিষয় করুন যে, অধিক আফিংএর লাভ করিতে পারিলে তিনি পুরস্কার পাইবেন আর যাঁহার কম [illegible]

থাকিতে হইবে। প্রথম, এজেণ্ট দ্বিতীয়, তাঁহার দুইজন সহকারী। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের প্রতি এক অচলা ভক্তি ও অনির্ব্বচনীয় পক্ষপাত। তাহাতে আমাদিগের একথা বলিতে সাহস জন্মিতেছে না যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত দেখিয়া এজেণ্ট নিযুক্ত করা হউক দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিতে কথা করিতে হয়। এজেণ্ট ইউরোপী, হউন। তাঁহার যে দুইজন সহকারী হবেন, তাহার একজন ইউরোপীয় ও একজন এদেশীয় হওয়া চাই। কিন্তু তিন জনেই এরূপ হওয়া আবশ্যক যে দীর্ঘকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এদেশীয়দিগের ভাষা মনের ভাব ও অভিপ্রায়াদি অনায়াসে বুঝিতে পারেন অহিফেনের গুণদোষ পরীক্ষায় পটু হন। কি উপায়ে অহিফেনের উন্নতি হয়, সর্ব্বদা সে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা যে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অনলস ও গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন, এ কথা বলা বাহুল্য। এই তিনজনে অহিফেনের গুণ দোষ পরীক্ষা করিবেন এবং ওজনের সময় ও এই তিন জন ওজন লইবেন যে দিন যে ওজন লওয়া হইবে সেই দিনেই তিনজনে তাহার স্বতন্ত্র ঠিক দিয়া, পরস্পর মিলাইয়া আঁক বাঁধিবেন এবং প্রত্যেকে আপন আপন কাগজ ও পরস্পরের কাগজ আঁক বাঁধিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা হইলে আর অন্যের জাল করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এখন এই আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তিনজনে কিরূপে এত অহিফেন ওজন লন? এপ্রেল ও মে মাসে অহিফেন জন্মে। ঐ সময়েই ওজন লওয়া হইয়া থাকে। প্রাতঃকাল ও বৈকাল দুইবেলা যদি কাজ চলে, আমরা যেরূপ বলিলাম, অনায়াসে এরূপে ওজন লওয়া হইতে পারে। কৃষকেরা এককালে সমুদায় অহিফেন আনয়ন না করে, ক্রমে ক্রমে আনে কেবল এই একটী আজ্ঞা প্রচার আবশ্যক।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইল। নবেম্বর মাসে অহিফেন বীজ বপন করা হয়, এপ্রেল মাসে উহার ফল সংগ্রহ অহিফেন উৎপন্ন হয় ঐ অহিফেন ফিরে নবেম্বরে বাক্স বন্দী হইয়া গাজিপুর হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। এত দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবার কারণ কি? এই অসঙ্গত বিলাত চৌর্য্যের যে অন্যতর প্রধান কারণ নয়, এ কথা কে বলিতে সাহসী হন? এ বিষয়টীর প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত। অহিফেন শুকাইয়া বাক্স বন্দি করিতে এত বিলম্ব করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। এপ্রেল ও মে মাসে প্রখরতর রৌদ্র। সকল দ্রব্যই সহজে শুষ্ক হইয়া আইসে। অল্পে অল্পে না শুকাইলে অহিফেন ভাল হয় না, যদি এ আপত্তি হয়, ঐ কার্য্যে ৬ মাসেরও অধিক সময় ক্ষেপ করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। যদি বল বাক্স ও অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয়, এটী অকিঞ্চিৎকর বাক্য। এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে ঐ সকল সামগ্রীর অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত থাকিলে অহিফেন যেমন গোলা করিবার যোগ্য হইতে থাকে, অমনি বাক্সবন্দি করিয়া ৬ মাসে মাসে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়, চৌর্য্যের অবসর অল্প হয় সন্দেহ নাই। বাক্স বন্দির সময়ে ঐ তিন জন প্রধান কর্ম্মচারির উপস্থিত থাকা আবশ্যক। মাসে মাসে অহিফেন কলিকাতায় প্রেরণ করিতে হইলে ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা এ আপত্তিও কোন কাজের নয়। মাসের একটী দিন স্থির করিয়া যদি চালান দেওয়া হয়, কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ দিবস একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গাজিপুর হইতে বহুমিয়ার বাক্স গুলি বোঝাই দিয়া লইয়া আইলেন ও দিকে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাহা হইতে লইয়া গেলেন, তাহাতে ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা কি?

—:০:—

আমাদের আফিসের দুঃখ।

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুর গ্রামে কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একটী দুশ্চরিত্র যুবা পুরুষ আছে। এ ব্যক্তি চুরি অপরাধে একবার কারাগারে প্রেরিত হয়। এখন ছাপাখানার কম্পোজিটরের কাজ করিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় এ ব্যক্তি কয়েক স্থানে এই রূপ অক্ষর চুরি করিয়া কয়েকবার ধৃত হইয়া অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। গত শনিবার বেলা ৩।৪ টার সময় আমরা এবং আমাদের কর্ম্মচারিগণ সকলেই কাজে নিতান্ত ব্যস্ত আছি, এমন সময় এব্যক্তি আমাদের ছাপাখানায় আইসে। সে প্রায় এদিকে আসেন, এবং আমাদের আফিসে তাহার কোন কাযও ছিল না। তখন কোন দুরভিসন্ধির আশঙ্কা না থাকাতে ইহাকে আসিতে কেহ নিষেধ করেন নাই। সকলেই কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম, দুরভাগ্য নানা ছলে এখানকার সকল সমাচার লয়। আমাদিগের প্রেসম্যান প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করে যে আফিস বাড়িতে রাত্রে দ্বারবান প্রভৃতি থাকে কি না, তাহারা উত্তর করে যে পল্লীগ্রামে লোক থাকা আবশ্যক হয় না। তাহার পরে সে সকল ঘর ঘুরিয়া দেখিয়াছে, কম্পোজিটরেরা

...ছুরির কতকগুলি কোপ...আঘাত করিয়া...

...ছুরি ঘরে ঢুকিয়া দেখিয়া আসিল বাবু এবং গ্রাম পাহারার সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া, যে দুই এক জন কর্ম্মচারি অবশিষ্ট ছিল তাহাদের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

পর দিন প্রাতঃকালে কর্ম্মচারিরা আফিস বাটীর দ্বার খুলিয়া কার্য্য করিতে যায় দেখিল যে পূর্ব্ব দিনের কম্পোজ করা সমুদায় অক্ষর অপহৃত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল যে এক দিকের জানালার দুইটী কাষ্ঠের গরাদে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। গরাদের গায় জুতার প্রেকের চিহ্ন দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইল বাহির হইতে পদাঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়াছে তখন সন্দেহ করিতে আর কাহাকেই বাকি রহিল না। আমরা পুলিসে সংবাদ দিলাম পুলিস তাহাকে ধৃত করিলেন, তখন দেখা গেল যে তাহার দক্ষিণ পায়ের জুতার গোড়ালি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে কোন প্রকারে অপরাধ স্বীকার করে না। নানা প্রকার মিথ্যা ওজর আপত্তি বিস্তার করিয়া কাটাইতে চায়। সে ব্যক্তিকে আমিনে রাখা হইয়াছে। পুলিসের এক এক কর্ত্তা এক এক বার আসিতেছেন। তাঁহাকে ও আমাদিগকে ডাকাইতেছেন এবং চলিয়া যাইতেছেন। আমাদিগের কয়েক গোণ অক্ষর চুরি গিয়াছে তাহাতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকল দুষ্ট ব্যক্তির শাসন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ কতকগুলি বদমায়েস আমাদের ছাপাখানার আশে পাশে গ্রামবাসিদিগকে সশঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে না পারিলে সমাজের উপদ্রব কখনই সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই অগ্রহায়ণ সোমবার

১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৪৩,৩৫ মণ শস্য রপ্তানী হয়।

অদ্য আগ্রার গবর্ণর জেনরলের আর একটী সভার অধিবেশন হইবে। ইহাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা আদায় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির বিষয়ে তর্ক হইবে। এদিকে বঙ্গদেশ ভূমিকন্টক আজু লিত হইতেছে, তাহাকে দেশের প্রধান কর্ত্তা আগ্রার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব ও রাজনীতির পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত।

কাছাড় এবং চট্টগ্রামে পোকায় ধানের শস্য নষ্ট করিয়াছে।

এবার বঙ্গদেশে কেবল অনাবৃষ্টি নয় কতকগুলি জমীদার জল কষ্টের সাম্বৎসরী করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জ এ অঞ্চলের লোকের গোলা ধান্যে শূন্য করিয়াছে, এই আশায় লোকে কতক আশ্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আশার লোপ হইতেছে গত মে মাসে ২৷৷৵ আনা চাউল বিক্রীত হইয়াছিল এখন ৩৷৷০ আনা মণ বিক্রীত হইতেছে ক্রমে আরো বৃদ্ধি হইবে। এ অঞ্চলে এখনই ৵৷০ ৩৷০ চাউলের মণ দাঁড়াইয়াছে। মহাজনেরা এই সুযোগে বড় মানুষ হইবার চেষ্টায় আছেন।

মান্দ্রাজের মন্ত্রিকেরা উড়িষ্যা হইতে অ.নক চাউল লইয়া যাইতেছেন। উড়িষ্যার প্রতিনিধি কমিশনর বীডন সাহেব কর্ত্তৃ তাহাও বন্ধিকদিগকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন।

গাজিপুর জেলার পুরের সমাচারে লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সিপাহি পল্টিকে ওয়ার্ক আরম্ভ করিবার আদেশ হইয়াছে।

বিহার [illegible]

...চৈত্র বিক্রী...মে...
...ধান্য ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারিবেন না যদি এ দোষে [illegible] দুইবৎসর কারাবদ্ধ হইবেন।

পিরালিসের পাদরিদের সংবাদদাতা লিখেন, কার্ডিনল কেনরু এই সুযোগে জমিদারদের আদি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই মাসের ২৯ এ অবধি ৩ রা নবেম্বরের মধ্যে একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে। পারিস নগর অন্ধকার হইয়া যাইবে, ২৭ টী বজ্র ও ১৯ টী ভয়ানক ঝড় হইবে, পারিস নগর একটী ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইবে ভূমধ্যে ভূতের মত একটী জন্তু বাহির হইবে এই জন্তুর শরীর একটী লোহার ন্যায় কঠিন হইবে। মনে এই কয়টী ভবিষ্যদ্বাণী দেখা যাইবে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার ভ্রান্ত অনুচরের মধ্যে হইবে। গত বৎসর জেমিস ব একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন একটী ধূমকেতুর উদয় হইয়া পৃথিবীর নাশ হইবে। কিন্তু ক্রমে তাঁহার সে ধূমকেতুটী কিছু হয় নাই। এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তার দোষ এই, ইহারা যাহা ঠিক বলিতে পারেন না তাহা [illegible] হইলেই এইরূপ অনর্থ করিয়া বসেন।

১১ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল বার।

সর্ব্বসাধারণ ইংরাজি সিভিল সার্ভিস, অর্থাৎ সাহেবের [illegible] উহাতে এক জন পাঠান [illegible] বহুকাল [illegible] ডিপ্টি কালেক্টর, [illegible] হইবেন।

ভক্তি বোধ হয় কেশব বাবু প্রার্থনা করেন

ই, এ, কলস নামক এক ব্যক্তি টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, লোহিত সাগরে এখনও দাস ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছে। মেটমা নামক নগরে খেডিবের ৩ হাজার সৈন্য আছে। সেখানে দাস ব্যবসায়ের একটী প্রকাশ্য বাজার আছে। যে সকল ষ্টীমর করিয়া ঐ সকল দাস বিদেশে লইয়া যাওয়া হয় সেগুলি খেডিবের। খেডিব প্রত্যেক দাসের উপর কর গ্রহণ করেন। জেডাতেও দাস ব্যবসায়ের একটী বাজার আছে।

১৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

পিপলস্ ফ্রেণ্ড বলেন কলিকাতায় ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য চুরির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য চিত্তপুরে করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, অবিলম্বে সেই কার্য্যগুলি আরম্ভ করা উচিত।

পঞ্চনদ পঞ্জাব হইতে ট্রেণে ৪৩ জন করেদিকে (ইহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে) আসিয়া আলীপুর জেলে রাখা হইয়াছে, ইহাদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হইবে।

সেণ্টেলয়স দ্বীপে কলীয়দিগের সহিত জাপানীয়দিগের গোলযোগ চলিতেছে। এই দ্বীপটী অধিকার করা কলীয়দিগের

সর মাধবা রাওয়ের পুত্র শানঙ্করাও মহিসুরের আফিসে একজন মুতন এটাচি হইয়াছেন।

সম্প্রতি পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী একেশ্বর আত্মার দেহান্তর গমন এবং বেদ বিষয়ে দুটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা হৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি বোম্বাইর জামসি জামসেদ নামক সংবাদ পত্র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থ পারসিদিগকে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছেন।

অদ্য তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা হইবে। অন্যান্য অপেসর শম্ভুচন্দ্র গঙ্গুলি অনেক বিবেচনার পর বলিলেন "যেরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মহান্তকে দোষী বলা যায় না। যে মহন্ত দোষ করিয়াছে তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, মহান্ত নির্দ্দোষী এই তাঁহার যুক্তি। আমার এমন বিশ্বাস হয় না যে এলোকেশী কখন মহান্তের বাটীতে গিয়াছিল। ছকড়ি আসে সর বাবু শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহান্তকে দোষী স্থির করেন এবং বলেন "আমার বিশ্বাস এই এলোকেশী মহান্তের বাটীতে যাইত এবং মহান্তের সহিত সে ব্যভিচারিণী হয়" শম্ভু বাবুর ঐ কয়টী কথা বলিয়া তৃপ্ত হয় নাই তাঁহার আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অপরাপর তাঁহাকে আর অধিক বলিতে দেন নাই। শম্ভু বাবু বহুক্ষণ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া এই যুক্তিটী বাহির করিয়াছিলেন মাত্র, এমন সময় অপরাপর তাঁহাকে বাধা দিয়া ভাল করেন নাই। আমরা শম্ভু বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার এই সারগর্ভ যুক্তিটীর মূল্য

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ বোম্বাইর চাউলের বাজারের বড় পরিবর্ত্ত করিতে পারিবে না। বঙ্গদেশ হইতে ওথায় যে চাউল রপ্তানী হয় তাহা দরিদ্রদিগের জন্য নয় দরিদ্রেরা যে চাউল খায় তাহা অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী হয়। তবে যে ওথায় লোকে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা করিতেছে সে কেবল মহাজনদের দোষ।

শ্যাম হইতে একজন রাজদূত কলিকাতায় আসিতেছেন।

সিন্ধু নদীর উপরে যে নৌকার সেতু হইতেছিল উহা ১ লা নবেম্বর খোলা হইয়াছে।

১ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, কিসান বিভাগ ভিন্ন আর সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল। উক্ত বিভাগের অন্তর্গত মিনহ্লস রবি শস্যের অবস্থা অতি মন্দ মূলা সময়ে রহিয়াছে কেবল মুলিয়ানাতে ইহা ভাল হইতেছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার

অনরেবল বেজেট ডি কলসিম পুনরায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

মান্দ্রাজে জনশ্রুতি এই, আমেরী বর্ষে নয় মাস কাল পর্য্যন্ত বাস করিবার জন্য লাট হর্ষার্ট ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ তথায় বাটী ভাড়া লইয়াছেন। প্রথমে তিন মাস পরে ছয় মাস, এখন ৯মাস পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, পরিশেষে সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাসের ব্যবস্থা হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতেই শেষ হইবে বোধ হয় না, পর্য্যন্ত বাসে অরুচি হইলে শেষে ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মাথায় হাত বুলাইবার জন্য রাজপুরুষগণের চেষ্টা জন্মিতে পারে।

গাজীপুরের অহিফেন বিভাগের দারোগা ও তাহার কেরাণী যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ১৪ হাজার টাকা চুরি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের দাজার টাকা করিয়া জরিমানা ও কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। দারোগা সাহেব ২০ বৎসরেরও অধিক কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ছিলেন। এই চুক্তি বৎসরের মধ্যে ইহাঁর কখন অজীর্ণতা রোগ ঘটে নাই এইবার অজীর্ণতা ঘটিয়াছে, ৭ বৎসর করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

এক খানি সংবাদ পত্র অনুমান করেন কলীয়ার অভিপ্রায় এই, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া উহা এডিনবরার ডিউককে প্রদান করেন।

উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেল [illegible] গবর্ণমেণ্ট নাটোরের এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম হইতে ১২০ বিঘা [illegible] ভূমি লইয়াছেন। উহা [illegible] হইয়া হালহদিয়া [illegible]

পুর, বরওয়ানী এবং তেজরাবাড়ির দিকেই বিহার জলপাইগুড়িতে যাইবে।

দুর্ভিক্ষ এবার কেবল বাঙ্গালাদেশেরই নহে আসাম বীপেও ইহার উপক্রম হইয়াছে। অনাবৃষ্টি সিবসাগর সেখানেও শস্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট করিয়াছে।

মর্ণিং নীউস বলেন বাবু শ্যামাচরণ দে প্রতিনিধি সহকারী কন্ট্রোলার জেনরল হইয়াছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন রাজারে নূতন চাউলের আমদানী হওয়াতে চালের চাউলের দর পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে। নূতন আমদানীতে দর কতক কমিবে বটে, কিন্তু তাহার পর যে সব বাড়িতে থাকিবে তাহারা শেষই সর্ব্বনাশ করিবে। সে কষ্ট লোকের অল্প দিনের শেষ হইবার নয়। আগামী মুর্ব্বের শস্য হওয়া পর্য্যন্ত এইভাব থাকিবে।

ইংলিশম্যান বলেন, লার্ড নর্থব্রুক ২ রা ডিসেম্বর সকৌত প্রত্যাগমন করিবেন ইহার ৮ ই পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন। পরে ৯ ই আলাহাবাদে গিয়া ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক এসময় শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেও লোকের অনেক আশ্বাস জন্মে।

ন্যাচরলিষ্ট নিউস বলেন, গত রবিবার তথায় সামান্য মাত্র বৃষ্টি হয়। কিন্তু যোপ টাইমে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্য হাইকোর্টের নবম জৌজদারী সেসিয়ন বসিয়াছে।

তথা যাইতেছে অমরেন্দ্র চাটার্জ্জি নিজ অনুপস্থিতা নিবন্ধন দুই বৎসর দুটী স্ট্যাম্প দিয়াছেন।

৮ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৯ জন লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

[illegible] বাবু ভোলানাথ চন্দ্র [illegible] বাটীতে চৌর প্রবেশ, করিয়া প্রায় [illegible] টাকার [illegible] লইয়া গিয়াছে। পুলিষের সন্দেহ

[illegible] ভোলানাথ [illegible] ১৫ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড [illegible] যে রিপোর্টের কথা লেখা হইয়াছে তাহাতে মাদ্রাজেরস্কুলের রাজস্বসম্বন্ধীয় [illegible] উল্লেখ না থাকায় তিনি মুনিসিপালিটী [illegible] দিগের নিকট লর্ড ইউলস ক্রাউনের রিপোর্ট [illegible] একটী অনুরোধ পাঠাইয়াছেন; তাহাতে দেখা গেল লার্ড ইউলস ক্রাউন তাঁহার [illegible] চিকিৎসালয়ের [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] বিচারালয়ে [illegible] [illegible] ব্যক্তি [illegible] [illegible] লোক [illegible] [illegible] কাজ [illegible]

ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন এবং ডোমিও পেথিক চিকিৎসা ও বিনয় সৌজন্য গুণে প্রায় সকলকেই বাধিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর মৃত্যু তে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরে একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরি সংস্থাপিত হইয়াছে। দেশীয় প্রায় ১০। ৭০ জন তাঁহার মেম্বর হইয়াছেন। ইউরোপীয় মহোদয়গণের মধ্যে জাকবস্থা ম্যাজিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রাইস সাহেব ও ফরিগেশন কেমেলের ইনজিনিয়ার শ্রীযুক্ত কিপর সাহেব এবং সিবিল সারজন ডাক্তর শ্রীযুক্ত মেথিউ সাহেব মহোদয় গ্রাহক হইয়াছেন।

মেদিনীপুর হইতে উলুবেড়িয়া কেনেল খোলায় বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। প্রতিদিন নূতন নূতন দ্রব্য আমদানী ও এখান হইতে অনেক দ্রব্যের রপ্তানি হইতেছে। কাঁসাই নদীতে প্রায় প্রতিদিন ২০। ২৫ খানিরও অধিক নৌকা বাঁধা থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতার ন্যায় মাঁহাগ দ্বারে দ্বারে খাদ্যোপযোগী সংগ্রহ করিয়া বেচাইতেছে। ইহা মেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রাচীন আমেরিকান পাদরী শ্রীযুক্ত ডাক্তার মেডিলস সাহেব পুনরায় আমেরিকা হইতে মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছেন। ইনি অতি বিজ্ঞ বাক্তি ও বহুদর্শী ডাক্তর। ইহাঁর আগমনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

আগরার মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা দেশের শস্যের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইবার কারণ আছে বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করিবার কারণও আছে। ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যে সকল লোকের বিশেষ ক্লেশ হয় তাহাদের সংখ্যা ২৪০০০,০০০ হইবে, এবারেও ইহার অধিক সংখ্যা লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উত্তম চাষ হওয়াতে ১৮৬২ সালের মত এখনো দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। দাতব্যের সভার কথা শুনিয়া তাঁহাদের অনেকে অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ তণ্ডুল প্রভৃতি বিতরণের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই কিন্তু তাহার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে কত ব্যয় করিতে হইবে তাহা স্থির হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণ শস্য ক্রয় করা হইয়াছে এবং আরও ক্রয় করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যেখানে শস্যাদির অভাব সম্ভব বোধ হইবে সেখানে এই সকল শস্য প্রেরিত হইবে। উড়িষ্যা কমিসন যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে সমুদায় অবলম্বিত হইয়াছে। শস্যের অপ্রতুল হইলে ভারত বর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে তাহা আনয়ন করা বিষয়ে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। বাখরগঞ্জ এবং উড়িষ্যার শস্যের অবস্থা উত্তম। ব্রহ্মদেশে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। পঞ্জাব, মান্দ্রাজ বোম্বাই এবং বেনারস ব্যতীত সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা অতি উত্তম। বাণিজ্য বিলক্ষণ চলিতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা কিম্বা রপ্তানী বন্ধ করিবার আদেশ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীন কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ইতি মধ্যেই কলিকাতায় রপ্তানী অনেক কমিয়া আসিয়াছে। বাণিজ্য যেখানে সুবিধা করিতে পারিবে না গবর্ণমেণ্ট সেখানে সে অভাব দূর করিবেন। সমুদায় স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে বিপদ বুঝিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণর জেনরলের কলিকাতায় ফিরিবার সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই:— ১ম ১৮৬৫। ৬৬ অপেক্ষা এবারে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অধিক ক্লেশের সম্ভাবনা। ২ য় ১৮৫৪। ৫৬ সালে কেবল উড়িষ্যার অনুমান ৩০ লক্ষ লোকের কষ্ট হইয়াছিল, ইহাঁতে অনুমান ৫৯০০০০০ লোকের কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার যে সকল স্থান হইতে সমুদায় দেশের আহারের সংস্থান হয় সে বৎসর তাহাদের তাহা হয় নাই। এ বৎসর তাহাদের যেরূপ চরবস্থা তাহাতে তাহাদের নিজের চলা দুষ্কর। ৩য়। গর্ম্ম সময়ে গতে ছয় আনার অধিক শস্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৪র্থ। ধান্য অনেক দিন রাখিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য যে অধিক সঞ্চিত আছে এরূপ বোধ হয় না। ৫ ম। এই বিপদের সময় দেশের মধ্যে যাহা কিছু শস্য পাওয়া যায় তাহা দেশের মধ্যেই রাখা উচিত। ৬ ষ্ঠ রপ্তানী বন্ধ করার যে যে আপত্তি তাঁহা এই বিপদের সময় গ্রাহ্য করা উচিত নয়। বিদেশীয় লোকের আহারার্থ অতি অল্পই চাউল রপ্তানী হয়, অধিকাংশ চাউল কলের জাহাজ ও মদের ভাটীর জন্য নীত হয়। সেই অনুরোধ এখন রক্ষা করা উচিত নয়। ৭ ম। এখন আর সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে, শীঘ্র বিদেশ হইতে শস্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রধান প্রধান ধনিক ষ্টেট সেক্রেটারিকে লিখিয়াছেন যে যদি আবশ্যক হয় আমরা ভারতবর্ষ হইতে যে সকল চাউল আনিয়াছি তাহা পুনরায় সেখানে পাঠাইতে পারি।

লণ্ডনের লাড' মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন।

পাইওনিয়র কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন—

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু এখনো ১৮৬৫ সালের মতোদয়ের ন্যায় হয় নাই। ১ লা মতোদয়ের অবধি কেবল মাত্র

৩১০০০ মণ অন্যপথে উত্তরে গিয়াছে। [illegible]
অক্টোবর অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ধান্য প্রভৃতি
দ্বারা ৬৩১০০০ মণ কলিকাতায় আমদানি
হইয়াছে। হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জেও বিস্তর
প্রভৃতি স্থানে ১৮১৯০০ মণ প্রেরিত হই
য়াছে। এবম প্রকার [illegible]
ব্যাপার ১৮০০০ মণ প্রে[illegible]
বর মাসে ১০৬৫০০ [illegible]
য়াছে। [illegible] আগমনে দুর্ভিক্ষ
পীড়িত ব্যক্তিদিগ[illegible]
ধর্ম্ম চলিতেছে। [illegible] মর্ধ্যে[illegible] রেলওয়ে
আনয়ন হইতেছে। [illegible] মূল্যে গবর্ণমেণ্ট
বিস্তর চাউ[illegible]ক য়াছেন। উক্ত পক্ষি
ষ্টাকসেক্রেটরি [illegible]র জন্য কালিদাস
সাহেব প্রজেক্ট [illegible] করিতেছেন। বর্দ্ধমা
নের মহারাজা ও ঢাকার খাজে আবদুলগণি
ধির শুভ্র বিস্তর চাউ[illegible] জন্য করিয়াছেন,
পরে ক্রীত মূল্যা [illegible] করিবেন।

বঙ্গ সম্প্রতি প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

ঘাবতিনির এবং কলাই ও তদ্রূপ পাকারের অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সর্ব্বাংশে মন্দ। কিন্তু কোন কোন স্থানে যেরূপ মন্দ হইল হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করা হয় বাস্তবিক তদ্রূপ নহে। মোদনীপুর [illegible]লেশ, রঙ্গপুর, পাবনা, জলপাইগুড়ি, করিমপুর [illegible]য়া, দারজিলিং, ও পূর্ব্বাংশ স্থানে স্থানে এবং সমু দায় ছোট নাগপুর [illegible]য় শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হই য়াছে। বর্দ্ধমানের পশ্চিম ও উত্তরে যেরূপ [illegible] এ স্থানে শস্যের অবস্থা তত মন্দ নহে। [illegible]য়ের লাভর্তায় সমস্ত হইয়াছে। [illegible]কার [illegible] শস্যের অধিকাংশ [illegible] হইয়াছে আবার [illegible] আর্দ্ধেক [illegible] [illegible] বীরভূম হইতে [illegible] পাটনা ও ভাগলপুরে রপ্তানী চলিতেছে। মূল্যও বৃদ্ধি হইয়াছে। মেদনীপুর [illegible] দক্ষিণ হইতে [illegible]রে রপ্তানী হইতেছে বলিয়া [illegible] মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তমলুকে আজ কাল [illegible] [illegible] উচ্চ মূল্যে খরিদ হইয়া যাইতেছে। হাবড়া মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] [illegible] ঈষৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। উত্তরবহিয়া এবং [illegible]ভাঙ্গা জিলার শস্যের অবস্থা তাদৃশ ভাল। [illegible] [illegible] [illegible]

এই [illegible] ফলাফল [illegible] রিপোর্ট হইতেছে। [illegible] [illegible] হারে, [illegible] [illegible] অভাবে [illegible] [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে [illegible] এবং আলীপুরে [illegible] [illegible] রঙ্গপুরের মধ্যে [illegible] [illegible] অন্যান্য স্থান হইতে চারি আনা [illegible] যাইবে। যশোহরে অনুরূপ এবং [illegible] [illegible] কিন্তু অন্যান্য [illegible] [illegible] শেষ সম্ভাবনা। এখানে [illegible] [illegible] কিন্তু অনাবৃষ্টি নিবন্ধন [illegible] [illegible] হইয়াছে। মূল্য অপেক্ষাকৃত কম আছে। [illegible]সাবাদে [illegible] [illegible] কারক্ষা দেখিয়াছেন, শস্যের অবস্থা [illegible] বলা হইয়াছিল বাস্তবিক তদ্রূপ নহে। [illegible] [illegible] দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা হইয়াছে। উত্তরে [illegible] আনা শস্য হইবে। [illegible] অবস্থা পূর্ব্বের [illegible] [illegible] চারি আনা শস্য পাওয়া যাইবে, [illegible] [illegible] হইয়াছে। রাজসাহীতে [illegible] আনা [illegible] হইবে। কোন কোন স্থলে [illegible] [illegible] হইতেছে। রঙ্গপুরে [illegible] আনা শস্য পাওয়া যাইবে, তমাক, [illegible], [illegible] [illegible] ইক্ষু ও আনা উত্তম অবস্থায়। [illegible] [illegible] আনা রক্ষা হইবে। পাবনার [illegible] [illegible] পাওয়া যাইবে। আপাততঃ [illegible] অবস্থা উত্তম।

কুচবিহারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল, [illegible] মূল্য কতক বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু জলপাইগুড়িতে কতক কম আছে। কুচবিহার হইতে রঙ্গপুরে শস্য রপ্তানী হইতেছে। ঢাকায় যেরূপ আশা করা গিয়াছে তদপেক্ষা শস্য উত্তম অবস্থায়। [illegible] [illegible] হইয়াছে। করিমপুরের [illegible] স্থানে শস্যের অবস্থা ভাল কিন্তু অন্যান্য [illegible] [illegible] বৎসরের চতুর্থাংশ [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] বরিশালে শস্যের অবস্থা ভাল। [illegible] [illegible] অবস্থা ভাল কিন্তু [illegible] [illegible] কতক মন্দ হইয়াছে। অধিক [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী শঙ্কর রায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী কমিশনর কাপ্তেন ডব্লিউ জি মেটলাণ্ড কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের জজ পাইলেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য, বঙ্গেশ্বরের কমিশনরের পার্সনাল অ্যাসিষ্টেণ্টের সহকারী হইলেন।

মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীশঙ্কর রায় কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মুরাদাবাদের কামনগুও বাবু [illegible] রায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এফ, ডব্লিউ আর কাউলি সাহেব বাঁকুড়া এবং পাটনার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডাক্তর সি, টী, এ উডকোক নিজ কার্য্যে ফিরে সিয়ালদহের দক্ষিণ মেডিকল স্কুলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এল, এস ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। কর্ণেল ম্যাকনিয়ে লাক পুনরায় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর আটেলড এলিসন কেপ কোষ্টে গমন করিতেছেন।

হিমালয়া নামক বাষ্পতরি ১৪০০ সৈন্য লইয়া কেপ কোষ্টে গমন করিয়াছে।

২ রা ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট খুলিতেছে।

কয়লার মূল্য ক্রমে বর্দ্ধিতেছে।

কিউবার হত্যাকাণ্ডের বিষয় অনুসন্ধানার্থ অমেরিকা স্পেনকে কিছু অধিক সময় দিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর প্রিন্স লিওপোলড পীড়িত হইয়াছেন।

কিউবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমেরিকার সর্দ্দস [illegible] যেরূপ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল [illegible] তাহা সমতা হইয়াছে।

আশ শিউদগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইয়াছে। কর্ণেল কেইজ ২৭ এ অক্টোবর ডনকুয়াতে উহা দিগকে আক্রমণ করেন তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহাদের শিবির ভঙ্গ করেন। পাঁচজন আফিসর ও ৫২ জন সেপাই হত হয়। সর গার্ণে উলসলি বলেন সেপাইদিগকে বিশ্বাস করা যায় না, এই নিমিত্ত ওয়ার অফিস আর দুই হাজার সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন এসসিনার যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণেল ম্যাকনিএল গুরুতররূপ আহত হয়। ৫২ রেজিমেণ্ট হাইলণ্ডার দলকে কেপ কোষ্টে পাঠান হইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। আমেরিকা যুদ্ধ ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষরূপে বলিতেছেন।

এ চলনে আর কোন গোলযোগ নাই।

কলিকাতা হইতে যে সেইল ৩১ এ অক্টোবর [illegible] হইতে ৩রা নবেম্বর যাত্রা করে সাউথাম্পটনে উহা লণ্ডনে উপনীত হই

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীরাজমোহন সরকার। অজদেবপুর স্কুল। সমদর্শন সমবন্ধীয় পত্র আর সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিম বাবুর কোন শক্তি নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষ—পরবশ, কিন্তু তাঁহার লেখাতে দোষ নাই যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা গোঁড়া কিম্বা নির্দ্দোষ ইহাও সত্য। বঙ্কিম বাবু একজন প্রতিভাশালী লোক ইহা আমাদের ধারণা, কিন্তু তাঁহার আদ্যন্ত চিন্তা নিন্দনীয় ও তাঁহার রচনাপ্রণালী অনেক স্থানে ঘৃণনীয়।

শ্রীমধুসূদন ঘোষ রাজমহল। বিষয়টী পাঠ করিয়া এত ঘৃণা হইল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল না।

বঙ্গভূমি। মরদা। মরীচের উক্তির উত্তর একবার প্রকাশ হইয়াছে। আর প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হইল না।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। খারাসত। আপনার কবিতাটীও ঐ কারণে প্রকাশ করা গেল না।

কাশ্যচিৎ শিশু হিতাকাঙ্ক্ষিণ চড়ক [illegible] ভাষা। আপনার [illegible] প্রকাশ করিবার [illegible]

খাগড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

এতদ্দেশীয় লোকে যে এতৎসর দুর্ভিক্ষে কত কষ্ট পাইবেক তাহা অনিশ্চনীয়। অদ্য তিন দিবস হইল, এখানে চাউল ৫ টাকা মোণ বিক্রয় হইতেছে। এইক্ষণে যদি এই রূপ হইল পরে যে কি হইবেক বলা যায় না, এতদ্দেশীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক সহজেই দিনে দুই বার আহার পায় না, তাহাতে এই দুর্ভিক্ষ। ভাবে বোধ হইতেছে আর কিছু দিন পরে এখানে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইবেক। কয়েক দিবস গত হইল অজয়হল হইতে গুসরি পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় পাঁচ শত কুলি জমিয়াছে এবং ক্রমে আরও জমিতেছে। ভরসা করি যে গবর্ণমেণ্ট হইতে কুলির মজুরি যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে খাঁটা না চলে এই বিষয় তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু অজয়হলের ১০ মাইল রাস্তায় দরিদ্র লোকদিগের এক বৎসরের উপায় হইবেক না, যেরূপ মজুরের আমদানি এক মাসেই সমস্ত প্রস্তুত হইবেক, কিন্তু আমাদের দেশহিতৈষী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই সময় আর কোন উপায় স্থির করেন যাহাতে আর এগার মাসের উপায় হয়।

২৪ এ নবেম্বর
১৮৭৩

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

বিগত ১ লা আশ্বিন হইতে বৃষ্টি আরম্ভ না হওয়ায় ধান্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে অর্দ্ধেক পরিমাণে ধান্য হইয়াছে তাহাও সম্যক পরিপুষ্ট হয় নাই। কৃষীবলগণ তাহাতেও কৃতগ্রন্থ হইবেক, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে ঐবর্ণ ধান্য দুঃসহন থাকায় শীতকালের শস্য কলাই ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, কিন্তু সে আশা কোথায়? তুঁষ সকল রসাভাবে

নিযুক্ত হইতেছে, সুতরাং তাহাই প্রকৃতিতে কৃষকদিগের যে আশা ছিল তাহাও একবারে তিরোহিত হইয়াছে। ছাত্র ছিটালিও কৃষক ঐক্য নাই। দুষ্টি না তদ্বারা একদল ধান্যের যে শীতকালের সংসার ও বিচালির আনুষঙ্গিক বিনাশন হইয়া হইয়াছে।

অনাবৃষ্টি জেলায় বিশেষ দেরূপ দুষ্ট হইতেছে। তাহাতে দুর্ভিক্ষ এতৎসম্বন্ধে সাধারণ, সমস্ত বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি ঘোষ হইয়াছে তজ্জন্য মহামান্য গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় যে যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের শান্তি হইবার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে পূর্ত্ত বিভাগের দ্বারা নানাবিধ কার্য্য করাইবার যে সঙ্কল্প প্রবল হইয়াছে তাহাতে দুর্ভিক্ষ অনেক শান্তি সম্ভব; কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হইবে তাহা যেন ব্যক্তি বিশেষ ও সম্প্রদায় বিশেষের উদর পূর্ত্তিতেই পর্য্যবসিত না হয়, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফলই হইবেক না। অথচ গবর্ণমেণ্টের যে অর্থ তাহা উদ্দেশ্য সাধন না হইয়া অপব্যয়িত হইবে মাত্র। আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি আমাদের দেশে যাহারা পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে কার্য্য করিবে তাহারা কেবল তাহাদিগেরই নিজ নির্ব্বাহ হইবেক, অর্থাৎ একজন অমজীবি প্রাণ ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাতে তাহার নিজেরই উদর পূরণ সম্ভব নহে, পোষ্যবর্গ কেবল কি প্রকারে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের যতগুলি উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তন্মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বোধ হইতেছে। এজন্য এইরূপ উপায় করিলে বোধ হয় ভাল হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য প্রকার কার্য্য করিয়া যাহাদিগের অন্নাভাব দূর করিবেন তাহাদিগের পরিবারগণকে গবর্ণমেণ্টের খাদ্য বিতরণ করিবার নিমিত্ত অনাবৃষ্টির সময়ের জন্য স্থান করিতে হইবেক না। এজন্য গবর্ণমেণ্টকে অধিক আয়াস বা অধুনাস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবেক না। এই ভার কোন কোন উপযুক্ত জমীদারদিগের স্কন্ধে দিলেই চলিতেক। যদ্যপি অন্যে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা তত্ত্বাবধারণ করিবেন বটে। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে জমীদারদিগকে দায়ী রাখিবেন। অর্থাৎ কোন বিষয়ের অন্যথা যায় বা হয় এজন্য ৫।৭ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী কমিটী করিবেন। ঐ কমিটী এই সকল বিষয়ের মনোনিত করিয়া রবাস করিবেন। এতদ্ভিন্ন কেবল কার্য্য খোঁড়া অন্ধ প্রভৃতিকে সাহায্যদান করিলেই চলিবে।

দ্বিতীয় কথা বিগত উড়িষ্যার ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে অন্ন ছত্র করিয়া যেরূপ আহারাদি করাইতেন তাহা করিলে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা। একত্র বহুসংখ্য লোক সমাগত হইয়া ঘর্ষণ করিলে আহারের সময়েও স্থির থাকে না। অনেক বেলা পর্য্যন্তই হইবেক এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের উদরের মন্দতাবশতঃ ঔদরিক রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে। সেই সেই ঔদরিক রোগাক্রান্ত দিগের সংক্রামক পীড়ায় পরিণাম অনেক পর্য্যন্ত দাঁড়াইবা করিলে দুর্ভিক্ষ [illegible] তাহাদিগের মুখে থাকিয়াই [illegible] দান কর্ত্তব্য। [illegible]

[illegible] হইবে [illegible] সম্ভব। আমরা [illegible]

[illegible] প্রার্থনা করিতেছি, [illegible] আমরা [illegible]

প্রেরিত পত্র।

[illegible]

হইয়া তাঁহাদিগের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণ জন্য অনেক স্থানে নানাবিধ কার্য্য আরম্ভ করা হয়। এই সুযোগে যদি উক্ত গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটী খাল খনন করিয়াছেন। তাহা হইলে ঐ ভূমিগুলিতে পরিখিতরূপে ধারা জন্মিতে পারে।

ঐ গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে তাহাই কেবল গ্রামবাসীদিগের জলপানের পায়, কিন্তু সে জন্য পরিপূর্ণ। অধিকারিদিগের এমন কোন সঙ্গতি নাই যে প্রতি বৎসর পরিষ্কার করেন। এই নিমিত্ত সময়ে সময়ে গাঁজ পড়িয়া জল অত্যন্ত কটু হয় এবং তাহা হইতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে পান করা দুষ্কর। সুতরাং গ্রামবাসীরা জ্বর ও প্লীহায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল কবলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইহার গাঁজ উদ্ধারের কোন উপায় করিয়া দেন তাহা হইলে গ্রামবাসিরা উক্ত পীড়াদায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।

যশোগ্রাম ৮ ই অগ্রহায়ণ } এক জন যশস্বদ

মতলব। আমাদের এই মতলবটী একটী বহুবিস্তৃত পরগণা। অনেকে মফঃস্বলে থাকেন, সুতরাং সুবৃহৎ পরগণা বঙ্গদেশে প্রায় নাই এই পরগণাটী সিজুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত জমীদার রায় হরণ বন্ধুক পাকড়াশী। উক্ত হয়। ইহার এক পঞ্চমাংশ রাজা প্রাণনাথ রায় চৌধুরী ও অবশিষ্ট অংশ মহেশ চন্দ্র গাঙ্গুলি কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। প্রাণনাথ বাবুর স্বত্বী অংশ এ পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারিরই আছে, কিন্তু মহেশ চন্দ্রের অদৃষ্টলক্ষ্মী কলিকাতার বিখ্যাত ধনাঢ্য মৃত বাবু মতিলাল শীলের অপত্যগণকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই মতলবটী (কয়েকখানি গ্রাম ব্যতীত) এ পর্য্যন্ত কখন কোন জমীদার কর্ত্তৃক পত্তনি প্রদত্ত বা গৃহীত হয় নাই। সম্প্রতি ইহা শীল বাবুদের হস্তে নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিভিন্ন পত্তনি তালুকদারদের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে চলিল। ইহাঁরা প্রায় উহাঁদের মহালের সমগ্র পরগণাটী পত্তনি বিলি করিলেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও বোধ হয়, অচিরে পত্তনি বিলি হইয়া যাইবে। এই পত্তনি বিলির পরিণাম মঙ্গল কি অমঙ্গল, ভবিষ্যতে সকলে প্রত্যক্ষ সংশয়াপন্ন। কিন্তু আমরা যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে ইহা যাহাতে অনিষ্টের কিছু শুভফল প্রসূত হয় না। রাজা রাজেন্দ্রের অপুত্রাংশের অপুত্রাংশ না হয় হইলো। সমাজিক লোক জমীদারী, প্রজা হইয়া সকলেই উহাঁদের উচ্চ শ্রেণীর চিরদাস্য। জমীদারী প্রথানীতে জমীদার মহাত্মা কল্পতরুস্বরূপ। উহাঁরা কখনো স্বপ্নে পার্শ্বিত শস্যের অংশ গ্রহণ করেন না। এই শ্রেণীর যতই বিস্তৃতি হয়, ততই দেশের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়, অথচ ইহা দ্বারা সামাজিক কোন মঙ্গলের আশা নাই। যে অলৌকিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই বিবিধ শ্রেণী জমীদারের উদ্ভাবনকর্ত্তা, আমরা ইহদেশে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাকে নমস্কার করি। ইহা কেবল প্রাণ রক্ষার পরিশ্রমে দুঃখের অংশের পান করুক, আর কতকগুলি পরিশ্রমোপজীবী উপসর্গ আসিয়া অকারণে তাহাদের উদরান্ন কাড়িয়া লইয়া যে ঘর পূরণ করুক, ইহা যদি অন্যায় না হয়, তবে পৃথিবীতে অন্যায় কাহাকে বলে? আমরা শীল বাবুদের কর্ত্তৃক সেই পৌনঃপুনিক অংশে বিভাজিত হইতে চলিলাম। মুখ্য জমীদারের (শীল বাবুদের) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ এক প্রকার লোপ হইল, সুতরাং ইতি পূর্ব্বে আমরা তৎকর্ত্তৃক দুঃখিত কি উৎপীড়িত ছিলাম, তাহা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৃত কালের স্মরণ অপেক্ষা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তাই অধিকতর কর্ত্তব্য। আমরা ভবিষ্যতেই কিছু বলিব।

আমরা যে সত্ত সত্ত প্রভুদের (জমীদার শ্রেণীকে আমরা প্রভু বলিয়াই মানি) অধীনে নিক্ষিপ্ত হইলাম, সেই সকল পত্তনিদারেরা একত্র হইয়াও সুবন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন না, অবশ্যই স্বার্থের তাঁহাদের একত্র প্রবৃত্তির মূল। তাঁহারা জমীদারের নিকটে যে অত্যল্প কমিশন পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রদত্ত উচ্চ সেরের টাকার সুদও পোষাইবে না। সম্যক কর্ম্মোপযোগী পরিশ্রম তাঁহারা করেন নাই, কিঞ্চিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ আছে, তাহাও উদ্ধারও অধিক অসাধ্য তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে এমত দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদের দোষ। তাঁহারা সকলেই প্রজার প্রতি অত্যাচার করিবেনই, এরূপ নিশ্চিত বাক্য বলিতেছি না, আমাদের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রজাপীড়ন না করিলে, তাহাদের বৈষয়িক লাভের না হইয়া স্বর্গকাম তপস্যার অন্তর্ভূত হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য করি, এরূপ তপস্বী বঙ্গদেশে কয় জন আছেন? এই সকল তালুকদারদের মধ্যে অনেকে এরূপ অভিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা "লাভ কলওয়ালিস" কে? তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য কি? কিছুই কখন শ্রবণও করেন নাই, জমীদারি অন্য যে কোন নিরীহ লাভজনক ব্যবসায় এইমাত্র জানেন। সেই সকল মহামতিদের হস্তে যে বিধাতা আমাদের ভাগ্যের কি লিখিয়াছেন, তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুরাকাঙ্ক্ষার বশে যে আমাদের এরূপ শোচনীয় দশা, ভাবিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি বিচলিত না হয়?

যখন জমিদিতেপত্তনি কর্ত্তার ব্যবস্থা আছে, তখন তাহাতে মঙ্গল হউক আর অমঙ্গলই হউক, শীল বাবুদের তদনুসরণ দোষ কি? আমাদেরই বৃথা রোদনে ফল কি? এক্ষণে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে যে ভবিষ্যৎ উৎপীড়নের পূর্ব্ব গামিনী ছায়া পড়িতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটু পূর্ব্ব প্রতিবিধান করিয়া দিন। বৃত্তাগ্নি গৃহে জলসেক করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে যাহাতে গৃহে অগ্নি স্পর্শ না হয়

জাহার সুব্যবস্থা করিয়া রাখা ইহাদেরই
মাত্র সভ্যদের দ্বারা পরিচালিত হইবে
করা যায়। এই সুচতুর জমীদারদের এখনও
ফিরিবার সময়ে আশা আছে যে, তাহারা
দের সন্তানেরা, যাহাতে ফাঁকি না দিতে
পারে, অথবা হইলেই প্রতিবিধান হয়,
তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষীয়দের একটু কৃপাকটাক্ষ
পাত করেন? এ প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে উপ
নিবন্ধাগীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা,
যাহা এপর্য্যন্ত ভূস্বামীগণের মনঃপ্রাণ
ক্রিয়া হইয়া আছে, সেগুলি কার্য্যতঃ করিতে
হইলে এবং ঐ বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ
বাহির হইয়া জমীদারী সেরেস্তার কার্য্যে
প্রবেশ করিলে তাহাদের সহিত
বিষয়ের আলোচনা করিয়া দিবেন,
তাহা আমরা স্বপ্নেও আশা করি নাই।
সুতরাং সে বিষয়ে আমরা বাক্য ব্যয় নিষ্প্র
য়োজন মনে করি।

সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি, এই
দুর্ভাগ্যের এই হত ভাগ্য চিরদিনই হতভা
গ্যের যে কি অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভা
বনা, তাহা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে
সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, হৃদয়
শুষ্কতা উপলব্ধি হইয়া উঠে। ইহাদের এক
মাত্র ভরসা যাহা, তাহা অদৃষ্টচক্রে প্রায়
নষ্ট হইয়া গেল, যে টুকু কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট
আছে। তাহা হইতে উদ্ধারের পথে জমীদা
রের খাঁদের মহাজনের কাপড়িখোর করিয়া
তুলিবার, ও পাশ্চাত্য অপরাপর পরিবার
বর্গ এবং কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে
হইবে। ইহাদের উপর যদি আমার মুক্তব
ব্বির সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে
যে, সকলেরই উপস্থিত হইবে, আপনিই
তাহা এক রকম বুঝিয়া লইতে পারেন।
সুখের বিষয় এই জমীদার
—যে রাজা উদাসীন—সে দেশে
প্রতুল—যেখানে প্রজাগণ যে
সে দেখা দিবে, তাহাদের আর

এখন আর একটী কথা আছে,
সে কেবল বলিতেছি বলিয়া
না হইলে প্রাথমিক পাঠশালা

[illegible]

সেখানে কয়েক সংখ্যার [illegible]
বিশেষ বিজ্ঞাপন

[illegible] আমাদের [illegible]
[illegible]

[illegible] ১৫ টাকা এবং
[illegible] ১০, [illegible] টাকা
[illegible] অগ্রিম মূল্য [illegible]
না। [illegible], [illegible] টাকা অগ্রিম
ইহার অধিকাংশ [illegible] পাঠান
হইবে। [illegible] ভিঃ পিঃ তে [illegible]
[illegible] টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য [illegible] পূর্ব্বে [illegible] অধিক, [illegible] অবশিষ্ট মূল্য
[illegible] হইবে না।

যখন যিনি লোমশ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন [illegible] করিয়া [illegible]
প্রেরণ, [illegible] ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া [illegible] বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইবেন।

[illegible] সংখ্যার মূল্য [illegible] নিকট
[illegible] লোমশ্রকাশের সমস্ত [illegible]
[illegible] [illegible] করিয়া তাহা-
[illegible] [illegible] হইবে। সমস্ত
[illegible] [illegible] কার্য্য [illegible]
করা [illegible], তাহার [illegible] কার্য্য [illegible]
[illegible]

লোমপুর [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] পাইবে।

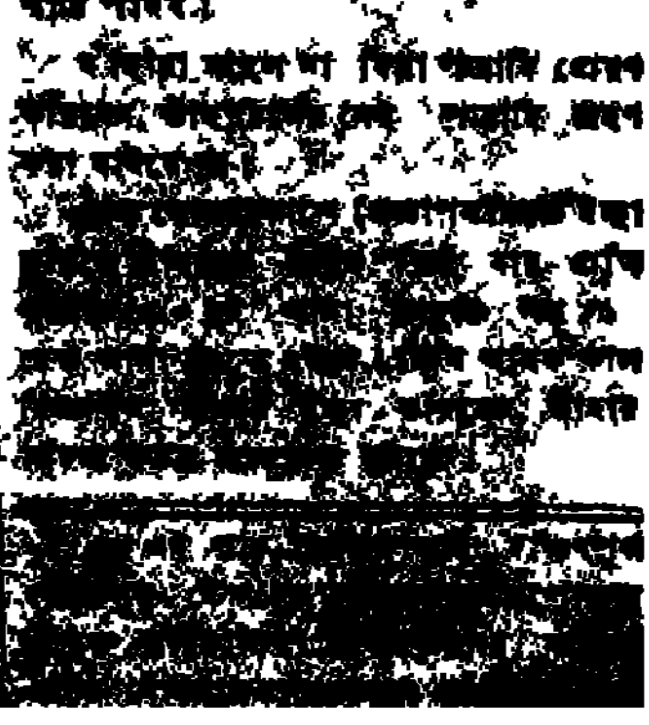

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ

" প্রবর্ত্তয়ন্ প্রকৃতিবিঘাতায় পার্থিব সংস্কৃতী অনিসংস্কৃতী ন [illegible] ৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ৮ ই ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সুশ্রুত।

এই গ্রন্থে প্রাচ্য হিন্দুদিগের মতে শল্য চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শারীর স্থান, দ্রব্য গুণ, বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং ভবানী রাম অঙ্কুরের লেনে ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি ফরমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই ফরমা বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফরমা ৵০ ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০
২৯ এ কার্ত্তিক
} শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল ৵০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা
} শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গদাধরসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা, মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০ উঁহার কৃত ভিষগ্বশ্য ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৷৷০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল ৵০

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল
} শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত বর্দ্ধামার পাইপ এবং উহার মিলিত সাইফন জঙ্গান ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকিরাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফে।

বাটীর বর্দ্ধামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
} বরণ এণ্ড কোং।

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাসপাতালের চতুর্থ ও রামপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাংবৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অন্তর্গত [illegible] হইবেক দেশহিতৈষী [illegible] সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর

শ্রীতারক দাস বসু
সেক্রেটারি

শুপ্ত লাইব্রেরী প্রস্তাব।

কলিকাতা ২৪ নং নির্ম্মলাকর্ণলেন গ্রেণ্ড ষ্টেপী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তদ্বিষয় প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে মণি অর্ডার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীব্রজচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—:০:—

যিনি সুরার আস্বাদ লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে মনস্থ করুন, উহার পুস্তকে নমুনার ভাব বিদ্যুত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল স্বতন্ত্র আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে পাঠাইলে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

বেঙ্গল প্রকাশ।

[illegible] এরূপ [illegible] দিন হইতে যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইতেছে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মিতাব্যয় হাত থাকাতে বিরক্ত হইয়া কি তিনি এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন? অথবা তাঁহার মত কার্য্যদক্ষ লোক কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন বিরক্ত হইবার নয়। বিচারপতিদিগের বিচারের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না একথা ও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ হাবকার ডায়াচাঁদ মিত্রচাঁদ ও প্রবক্ষক মেসিলিয়স আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে বলিতেছি অপরাধী দিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা যদি কখনও উচিত হয়, তাহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। সমগ্র জাতি এই প্রার্থনা করিতেছে, এমনকি গৃহস্থ ভদ্র ও মান্য গণ্য পরিবারের কুলাঙ্গনারা পর্য্যন্ত এই স্ত্রী হত্যা পাতকীর মার্জ্জনার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আর কি প্রমাণ প্রার্থনা করেন? আমরা একেবারে মার্জ্জনা করিতে বলিতেছি না কিন্তু তাহার দণ্ডের লঘুতা সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। কতগুলি বিদ্বেষীর প্রার্থনার যদি যেমন বিরদের দণ্ডের লাঘব হইতে পারে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের প্রার্থনা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কি বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন?

শিক্ষাবিভাগের কয়েকটী উচ্চ শ্রেণীর পদবাদী হওয়াতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ বিভাগ হইতে লোক নির্ব্বাচনের ভার করিয়া [illegible] অর্থাৎ [illegible] করায় [illegible] ভোলা [illegible] করিয়া [illegible] এক মেমোরিয়াল প্রেরণ করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর স্বয়ং আপন মত রক্ষণার্থ ঐ মেমোরিয়ালের প্রতিকূলে যাহা যাহা বলিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরল ও তাহাতেই অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে মোয়ারিয়ালের প্রেরকদিগের তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের সন্তুষ্ট না হইবার কিছু কারণও আছে। আমরা এস্থলে সে সকল কারণ গুলির উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী মাত্রের কথা বলিব। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগস্থ বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় হপ্‌কিন্স সাহেবকে পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরী পদ প্রদান করা হইয়াছে কারণ তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট প্রাইমারী স্কুলের সংস্থাপন কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের রীতি নীতি ইঁহারা অধিক জানেন এবং সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য (এডমিনিষ্ট্রেটিভ পাওয়ার) ইঁহাদের আছে, তাঁহারা যেরূপ স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য পাওয়া উচিত। কিন্তু এই দুই গুণ থাকাই যদি স্কুল ইনস্পেক্টর পদ লাভের নিয়ামক হয়, তবে বহরমপুর কালেজের [illegible] পাদ্রি সাহেবকে ঐ পদটী দেওয়া হইল কেন? [illegible] বাঙ্গালির মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি থাকিতে সাহেবের [illegible] পাওয়ার [illegible] [illegible]

রের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, স্কুলের পাঠাদি পরীক্ষা, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর দিগের কার্য্য প্রণালীর নিয়ম, স্কুল মাষ্টার দিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ প্রভৃতি তাঁহার তৎকালিক কার্য্য কলাপ সন্দর্শন করিলেই সে বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত হইবে, পাটনা কালেজের রজর্স সাহেবের এডুমিনিষ্ট্রেটিভ পাটবার কিরূপ আছে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তিনিও এদেশীয় ভাষা রীতি নীতি কম জানেন না। আর যদিই ঐ দুই গুণ একই আবশ্যক হইল, তবে ইউরোপীয়কে ঐ পদ দিবার কি প্রয়োজন হইল? কোন কৃতবিদ্য দেশীয় ব্যক্তিকে উহা দিলে কি চলিত না? দেশীয়রা কোন্ বিষয়ে এখন ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে না পারিতেছেন? আর এক কথা, যদি বাঙ্গালার ভাষাদির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই ঐ পদ দেওয়া উচিত হয়, তবে ঢাকা কালেজের প্রিন্সপাল ক্রক্‌ট সাহেবকে যে সম্প্রতি স্কুল ইনস্পেক্টরী কার্য্য দেওয়া হইয়াছে তাহার কারণ কি? ক্রক্‌ট সাহেবের ঐ গুণ আছে কি না? তদ্বিষয়ে সাধারণে কেহই কিছু জানে না।

পশু প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণার্থ একটী সাধারণ আইন হওয়া উচিত।

চোরেরা অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গ করে, এই অপরাধে রাজদ্বারে বেত খায়, তাহাতে তত দুঃখ হয় না। কিন্তু নিরপরাধ নির্ব্বাক পশুরা যে অগণিত ষষ্টি প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হয়, তদ্দর্শন একান্ত অসহ্য। তাহারা প্রহার কর্ত্তার মনের মত কাজ করেনা, এই তাহাদিগের অপরাধ। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, সে অপরাধের কারণ তাহারা নয়, প্রহার কর্ত্তাই তাহার কারণ। প্রহার কর্ত্তা হয় ত তাহাদিগকে উদর পূরিয়া আহার দেয় নাই; তাহারা দুর্ব্বল হইয়া আছে, অথবা তাহাদিগের কোন পীড়া জন্মিয়াছে, প্রহার কর্ত্তা সে বিবেচনা করিতেছে না, অনবরত প্রহারই করিতেছে। কলিকাতায় পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ সভা হইয়া সেরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই পল্লী গ্রামে ও সামান্য সামান্য সহরে পশুর প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, তাহা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমরা গাজিপুরের একজন হাস্যার্ণব লোক মুখে শুনিলাম তত্রত্য নীচলোকেরা অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে শূকর হত্যা করে। একখান ক্ষুদ্র ছুরিকা শূকরের হৃদয়দেশে প্রবেশিত করিয়া দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল তাহাকে যাতনা দিয়া তাহার প্রাণ বধ করে। তাহার করুণধ্বনিতে পাড়ার যাবতীয় ভদ্র লোক কাহার পর নাই কাতর হন। দণ্ডবিধির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে ইহার নিবারণ হওয়া সুকঠিন। তন্নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেণ্ট দণ্ডের এইরূপ একটী আইন করুন। যে ব্যক্তি পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে গ্রামের ও নগরের ভদ্র লোকেরা তাহাকে পুলিস ইনস্পেক্টরের নিকটে সমর্পণ করিবেন। তিনি বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। যদি বল পুলিসের উপরে দণ্ড ভার দিলে অন্যায় হইবে, এ আপত্তি আমরা সঙ্গত বোধ করি না। ইনস্পেক্টরেরা সম্ভ্রান্ত ও সম্ভ্রান্ত লোক। এই সামান্য দণ্ডের ভার দিয়া যদি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা না যায়, তবে শান্তি রক্ষার গুরুতর ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া হইতেছে? যাহা হউক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী বিশেষ বিবেচনা কর্ত্তব্য।

সঞ্চয়।

দরিদ্রতার লক্ষণ কি? সুবিখ্যাত পেলি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন "যে ব্যক্তির ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক সেই দরিদ্র"। এই লক্ষণানুসারে একজন মজুর যে মাসে ৮ টাকা উপার্জ্জন করে কিন্তু যাহার সংসারের ব্যয় আট টাকার অধিক নয় সে ব্যক্তি দরিদ্র নহে, কিন্তু একজন রাজা যাঁহার বৎসর ৮ কোটি আয়, কিন্তু দশকোটি ব্যয় তিনি দরিদ্র। সচরাচর লোকে এই লক্ষণানুসারে দরিদ্র ও ধনীর বিচার করে না। যাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, বহুসংখ্যক দাস দাসী আছে, ক্রিয়া কলাপে অনেক ব্যয় আছে, সেই ব্যক্তি ধনী, লোকের মনে এই রূপ একটী সংস্কার আছে। যাহাদের অবস্থা সেই সংস্কারের অনুরূপ নহে তাহারা দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না সেই দরিদ্র। আপাততঃ বোধ হয় পেলি সাহেবের লক্ষণ হইতে ইহার কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ পেলি সাহেবের মতে কোন ব্যক্তির আয় ব্যয়ের সমতা হইলে তাহাকে দরিদ্র বলা যায় না। এক ব্যক্তি যদি ৫০ টাকা উপার্জ্জন করে এবং তাহার সামাজিক অবস্থার অনুরূপ না থাকিয়া তদপেক্ষা হীন ভাবে যদি সেই ৫০ টাকার মধ্যে সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে সে দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের লক্ষণানুসারে সে ব্যক্তিও দরিদ্র। সচরাচর লোকে কখন সঞ্চয় করে? যখন তাহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থাজনিত সমুদায় অভাব দূর হইয়াও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং

সেবাকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য বোধ করেন। অতএব যদি কাহারও মূল কারবারে যদি একশত টাকা আয় আবশ্যক হয় এবং যদি তাহার সেই ৫০ টাকার উপর আরও দশ টাকা আয় বর্দ্ধিত হয়, তথাপি সে দরিদ্র থাকিবে কারণ তখনও সে সঙ্কট করিতে পারিবে না। সঙ্কট দরিদ্রতা মিশ্রিত চিত্র।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দারিদ্র্য বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের প্রধান কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শ্রেণী বলিয়া গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ [illegible] করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিশেষ সঙ্কট করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের কথা ধুলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা ঋণ দায়ে বিব্রত ও অহর্নিশ অস্থির হইয়া যেরূপে দিনপাত করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে ভয় ও ক্লেশের উদয় হয়। প্রায় এমন দিন যায় না, যেদিন দুই চারি জনের মুখে সাংসারিক অসচ্ছলের কথা শুনিতে না পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত চিন্তার উদয় হয় এবং এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ কি? বারম্বার এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অনেক গুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, দিন দিন দেশের লোকসংখ্যা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা মূলধনাদি দুর্লভ হইয়াছে সুতরাং সংসার নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু-অর্থ সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের মহত্ত্বের ও হৃদয়ের ইচ্ছার অভিব্যক্তি হইতে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ্য বস্তুসমূহ নিত্য আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি না হইলে সমাজে হেয় ও অবমানিত হইতে হয়, সুতরাং সেগুলির আহরণের [illegible] অন্য লোকেরা যাহা পাইতেছে [illegible] যেমন এক দিকে লোকের ধনের বৃদ্ধি হইয়াছে অপর দিকে অর্থাগমের অনেক দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে যথা, কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে আমাদিগের অভাবই বাড়িয়াছে, হিন্দু সমাজের গঠনের অন্য প্রকার হয় নাই, সুতরাং হিন্দু সমাজের পুরাতন রীতি নীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকাতে, যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য বোধ হইতেছে না। আমরা পাঠকগণকে আমাদের মনের ভাব অবগত করিবার জন্য কতকগুলি প্রথার উল্লেখ করিতেছি এবং কতগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। প্রথা গুলির দোষ গুণ বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কেবল সেই প্রথাগুলির, লোকের অর্থের ও ব্যয়ের সহিত কতদূর সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের লক্ষ্য।

প্রথমতঃ কন্যার বিবাহ। এই প্রথার সপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, বিরুদ্ধে বলিবারও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু ইহা যে লোকের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নিষ্কর্ম্মা, অথবা অল্পোপার্জ্জক একজন উপার্জ্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে; অনায়াসে আপনাদের এবং পরিবার বর্গের উদরের অন্নের সংস্থান হয় বলিয়া শ্রম করিতে ও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। অপর দিকে পরিশ্রম করিয়া নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতির বিশেষ আশা না থাকাতে সেই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির ও অধিক উপার্জ্জনের জন্য প্রয়াস হয় না। সমস্ত সেই উপার্জ্জিত অর্থ বহুব্যয়ে [illegible] অভাব কিছুতেই দূর হয় না। [illegible] অধিকাংশ [illegible] প্রচলিত থাকাতে [illegible] সংস্রব আছে, যে অনেক সময় অনেক ব্যক্তিকে বিলক্ষণ ঋণ গ্রস্ত হইতে হয়। [illegible] চিরপ্রথানুসারে এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে [illegible] কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা স্ত্রীলোকের জীবন ভারা স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] [illegible]

পঞ্চমতঃ জাতিভেদ ও জাত্যভিমান। যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুল-প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চ জাতীয় লোক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও হীন জাতিদিগের ক্রিয়া লক্ষিত অনেক কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্বকালে এবং হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির সময় যেই সকল উচ্চ জাতির উপর লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বিধর্ম্মী রাজাদিগের সংস্রবে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আয়েরও ব্যাঘাত হইয়াছে। এক্ষণে এক দিকে অন্ন কষ্ট অপর দিকে নীচ কর্ম্মাশ্রয় ব্যতিরেকে আর গত্যন্তর নাই, প্রায় এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। নীচ কর্ম্মাশ্রয় করিবেন তাহাই বা কোথায়॥ বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী হওয়াতে দেশের নীচ শ্রেণী দিন দিন কর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্যও এক প্রকার উঠিয়া যাইতেছে। সে সকল শ্রেণীর কোথায় যাবে। এক ব্যবসায়, তাহাতেই বা কত লোককে নিযুক্ত রাখিতে পারে? দ্বিতীয় কৃষিকার্য্য এত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে সেরূপ ভূমিই বা কৈ? বিশেষ সে সকল কার্য্য নীচ বলিয়া না হউক খাকাতে লোকের মন সে দিকে যাইতে প্রবৃত্ত হয় না। সকলের অপেক্ষা কৃত নিম্ন "চাকরীর" অন্বেষণে তৎপরতা এইরূপে শিক্ষকতা কেরাণীগিরি, ডাক্তারী ওকালতি প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য অপেক্ষাকৃত ভদ্র মনে করিয়া তাহাতে রাশি রাশি লোক প্রবেশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এসকল কার্য্যের দ্বারা যে আয়ের সম্ভাবনা তাহাতে লোকের সচ্ছলে দিন চলা দুর্ঘট। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমরা উপরে বর্ত্তমান সময়ের দারিদ্র্য বৃদ্ধির যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলাম তদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু এই গুলি প্রধান। এই সকল কারণে লোকের সঞ্চয় করা দূরে থাকুক স্বচ্ছন্দে দিন পাত করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার ব্যয়ে এদেশীয়দিগের অর্থ পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং দেশের হিতকর কিম্বা সাধারণের উপকার জনক কোন কার্য্যে ব্যয় করিবার আর উপায় থাকেনা। সেই জন্য ইংরাজেরা মনে করেন হিন্দুরা স্বার্থপর ও অর্থ-গৃধ্নু কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী ও এই প্রথাগুলির ফলাফল বুঝিতে পারিলে সে সংস্কারের অনেক হ্রাস হয়। হিন্দু সমাজে প্রতিদিন কত নিরাশ্রয় নিরুপায় ও নিরুপার্জ্জক লোক প্রতিপালিত হয় তাহা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়

একান্নবর্ত্তী পরিবারের লোকেরা যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় প্রদান করে এবং আপনার ধন দিয়া অন্য দিগকে যেরূপে রক্ষা করে, তাহার মধ্যে কি প্রশংসা করিবার কিছু নাই? যাহা হউক এবিষয়ে আমাদিগের আরও কিছু বক্তব্য আছে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দুর্ভিক্ষ ও মত ভেদ।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ লোকের দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, আবার কেহ সেই ভয়ের কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। শস্যের প্রকৃত অবস্থা কি? এবং বাস্তবিক কি পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইবে, তাহা এখনও নির্ণয় করা যাইতেছে না। গবর্ণর জেনেরল আগরার মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা পত্রের উত্তরে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে তিনি বিশেষ বিপদের আশঙ্কা করেন না। কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও যথেষ্ট আশঙ্কার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। লোকে কোন পক্ষের কথা অবলম্বন করিবে? লার্ড নর্থব্রুক যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তিনি বৃথা আশ্বাস দিবার লোক নন। অবশ্য তাঁহার কথার বিশেষ কোন যুক্তি আছে। আশ্বাসিত হইবার যতগুলি কারণ সম্ভব, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ বঙ্গ দেশে আর যে দুইবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান বৎসরের বিভিন্নতা আছে। (১) ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ধান্য ভাল জন্মে নাই। কিন্তু গত বৎসর দেশে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে। সুতরাং নিশ্চয় সেই সকল ধান্য মহাজনদিগের নিকট সঞ্চিত আছে, মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাজারে আসিবে। (২) উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। সে বৎসর বঙ্গ বিহার প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শস্য ভাল জন্মে নাই। এবার উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট শস্য জন্মিয়াছে, যদ্যপি শস্য সকল বিভাগে সমান জন্মে নাই, সুতরাং যে যে প্রদেশে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা অন্যান্য স্থানের শস্যে তাহা নিবারণ

হইবার আশা অল্প। দ্বিতীয়তঃ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই তাহা অনেকাংশে নিবারণ হইবে। তৃতীয়তঃ যদি এ সকল উদ্যোগের কিছু না হয় তথাপি সময়ে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক আর অন্য কারণেই হউক, গবর্ণর জেনেরল বিশেষ ভীত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন না।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে ভীত হইয়াছেন তাহার কারণ কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বঙ্গদেশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন, একটু বিবেচনার ত্রুটী হইলে তাঁহার সমূহ নিন্দা ও ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহার ভীত হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ তিনি আগামী বৎসর এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন; যাইবার সময় একবার প্রজাদিগের জন্য যথা সাধ্য করিয়া পূর্ব্বের বিরাগ দূর করিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে সকল রিপোর্ট পাইতেছেন, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর এই সকল সংবাদ প্রেরণ করিবার ভার আছে তাঁহারা শস্যাদির বিষয় কিছু বুঝেন না। তাঁহারা সচরাচর থানা ক্ষেত্রে গিয়া দুই চারি জন প্রজাকে শস্যের অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহারা সাহেবের নিকট মুখ আনাইলে কোন সদুপায় হইতে পারে ভাবিয়া কৃষিয়া প্রায় এক ভরের স্থানে কখনও কর্ণ আনায়। সুতরাং জেলার কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা ঠিক না হইতেও পারে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এত আশঙ্কা [illegible] ? আমাদের উত্তর এই [illegible] তাঁহাদের [illegible] কলিকাতাবাসী থাকেন। তাঁহারা এতদ্বিষয়ে যে কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহাদের নিজের ও পরস্পর প্রভৃতি দ্বারা পাইয়া থাকেন। অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মচারিরা শস্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে পারে। সুতরাং তাঁহারাও যে প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন এরূপ বোধ হয় না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, আশ্বাস পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু এ সময়ে "আশ্বাস" ও "আশঙ্কা" এই দুইটীর কোনটী আর্থনীয়। আমার বিবেচনায় বিপদ আসিবার পূর্ব্বে বিপদের আশঙ্কাই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার এক মাত্র উপায়। এসময়ে আশঙ্কাতে দোষ ভিন্ন ক্ষতি নাই। তাহাতে লোকের ইষ্টানিষ্ট না। যদি বল ভয়ের জন্য বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, কারণ বাস্তবিক যদি মহাজনদিগের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের চাউল সঞ্চিত থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা বাজারে উপস্থিত হইবে এবং শস্যের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যাইবে, অথচ সস্তায় মূল্য করিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসিবে, কারণ বিদেশে লইয়া গিয়া বণিকেরা যে লাভের প্রত্যাশা করেন, এখানে তদপেক্ষা অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকিলে কিয়া সেখানে লইয়া গিয়া লাভ পুরিবার সম্ভাবনা অল্প দেখিলে তাঁহারা সেখান হইতেই নিবৃত্ত হইবেন। সুতরাং যে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক শস্য সঞ্চিত আছে ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় সেই সকল স্থান হইতে [illegible] আনিয়া [illegible]

[illegible] মতঃ পরতঃ [illegible] পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিবে [illegible] যেসকল কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন সেখানে [illegible] হইবে। সুতরাং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় এখন হইতে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান করিবে।

আর যদি পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত কিছু না থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। এবং এখনকে অবশিষ্ট যে সঞ্চয় রহিয়াছে তাহা দূর হইলে গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য স্থানের হিতৈষী ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যের পথ দেখিতে পাইবেন, যদি বল এই মূল্য বৃদ্ধিতেই অনেক লোককে বিপন্ন হইতে হইবে। তাহার উত্তর এই যদি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা মিথ্যা হয় অতি অল্পদিন পরেই তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে এবং যদি সে আশঙ্কা সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বিপন্ন তাহার কোন সদুপায় বিধান করিবেন

ঈশ্বর করুন যে সকলের আশঙ্কা-আর শেষে অমূলক বলিয়া প্রমাণ হয়, কিন্তু যতদিন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারা না যাইতেছে ততদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার কোন প্রকার উপযুক্ত নয়, চেষ্টার ও ব্যস্ততার ত্রুটী সঙ্গত নয়। গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের তাবের ইতরবিশেষ দর্শন করিয়া আমাদের মনে আর এক দুঃখ [illegible] হইতেছে। একবার এই [illegible] সাহেবে [illegible] সাহেবে [illegible] সাহেবে [illegible]

লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার প্রাণরক্ষার্থ কখনই তিনি অন্যথা করিবেন না, যাহাতে অল্পব্যয় হয় তাহা তিনি বিধান করিবেন। তাঁহার উপরই আমাদিগের আশা ও আশ্বাস আছে এবং এ আশা অপাত্রে ন্যস্ত নয়।

আমাদিগের আফিসের চুরি।

অমৃতবাজার তামসিক লোক। তিনি যে আমাদের চোর ধরিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি যাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও হিতৈষী বন্ধু। অতএব আমরা তাঁহাকে একটী সংবাদ দিয়া তাঁহার দুর্ভাবনা দূর করিতেছি। স্বয়ং জগন্নাথ আমাদের এই কর্ম্ম করিয়াছেন, কারণ ছাপিবার একখানি ফরমের ভিতর ২ মণ ৮ সের অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। তথা জগন্নাথের সুতরাং তাঁহারই এই কাজ। ছয়টী পুঁটুলিতে অক্ষরগুলি ছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫।৬ জনে এই কর্ম্ম করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, একখানি কাঁড়ীর অতি নিকটে। পুলিস ও অপরাজিও কিছু করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, চিফ ইন স্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন, পাকা লোক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে। দেখা যাউক তিনি কতদূর করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয় জগন্নাথকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহাদের আর ক্লেশ পাইতে হয় না। কারণ তাঁহার নিকট হইতে সম্মতি লইতে কষ্ট নাই। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" তাঁহার প্রতি সন্দেহ হইবার আরো বিশেষ কারণ এই যে তিনি পলাতক আসামীর মত একটী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে লুকাইয়া থাকেন, বৎসরে একবার কি দুই বার ভিন্ন বাটীর বাহির হন না। পুলিস যেরূপ চালাক সেই ভদ্র পরিবারের লোকদিগকে না ধরিয়া বসেন ত আমরা বাঁচি। "চোর ধরিতে হইবে" এই দুর্ভাবনায় পুলিসের আহার নিদ্রা নাই, আমাদেরও আহার নিদ্রা নাই। সেই জন্য বলিতেছি জগন্নাথকে চালান দিন যে তাঁহারাও নিষ্কৃতি পান আমাদেরও দুর্ভাবনা দূর হউক।

সর জর্জ্জ কাম্বেলের পদত্যাগ।

আগামী এপ্রেল মাসে আমাদের লেপ্টনন্ট গবর্ণর এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় কোন্ ব্যক্তি না এই সংবাদে দুঃখিত হইবেন? তাঁহার শরীর ক্রমেই অপটু হইতেছে। ডাক্তারেরা তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর লইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার জন্মভূমি স্কটলণ্ডের কায়কাল নামক স্থানের অধিবাসীরাও তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি করিয়া পার্লেমেণ্টে প্রেরণ করিবার আশা দিয়াছেন তিনি সেরূপ কার্য্যদক্ষ ও পরিশ্রমী লোক তিনি যে সেখানে গিয়াও যথেষ্ট কার্য্য করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু আর কি ভারতবর্ষ তাঁহার মনে থাকিবে? আর কি জমিদার পীড়িত দরিদ্র প্রজারা তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইবে? সে ত ভবিষ্যতের কথা আপাততঃ যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে তাহারা এ সংবাদে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িবে। যদি বল যিনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন তিনি তাহাদের রক্ষা করিবেন। এরূপ শুনা যাইতেছে যে সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন। সার রিচার্ড কি ধাতুর লোক তাহা এখনও সবলের বিদিত নাই, তিনি এত দরিদ্রের বন্ধু হইবেন কি না সন্দেহ। যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সহিত লোকের পরিচয় আছে সেটী সাধারণের অপ্রিয়, সুতরাং লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে অনেক সময় যাইবে।

এই দুর্ভিক্ষের সময় কাম্বেল সাহেবের উৎসাহ পরিশ্রম চিন্তা ও চেষ্টা দেখিয়া দেশের সমুদায় লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছে। সকলের মনে একটী বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহাদের রক্ষার জন্য কাম্বেল সাহেব যাহা আছে তাহা তিনি করিবেন। সুতরাং এখন যদি অন্যভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যায় তথাপি কেহ গবর্ণমেণ্টকে উদাসীন মনে করিয়া বিরক্ত হইতে পারিবে না। কেবল দেশের লোক নহে, তাঁহার দুষ্টান্তে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা সকলেই দশ গুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি গেলে তাহাদেরও উৎসাহের হ্রাস হইবে।

অতএব আমরা অনুরোধ করি সে তিনি আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করুন। যদি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সত্য হয়, এপ্রেল ও মে হইতে প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইবে। তখন তাঁহার মত উদ্যোগী পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ লোক ভিন্ন বিপদ নিবারণের আশা দেখা যায় না। এরূপ অনুরোধ করিতে সাহস হয় না। কারণ ইহা অত্যন্ত স্বার্থপর কথা। কিন্তু যদি কোন প্রকারে আর কয়েক মাস বিলম্ব করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উদ্যোগ উৎসাহ, পরিশ্রম ও দৃঢ়তার সহিত কেহ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মত উপহাস বিদ্রূপ কটূক্তি ও আক্রমণও কেহ সহ্য করেন নাই।

" বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামোচন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনরদিগের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে লোকের কত দুর্ভাবনা দূর হইল বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার অপরাধে দেশের অপরাধ। আজ দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের মুখ রক্ষা হইল, দেশের লোকেরও মুখ রক্ষা হইল এবং তাহার বিচার কবে হয় পূর্ব্বেই যে সকল ভারতহিতৈষী ও ইংরাজ তাঁহাকে দোষী বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও মুখে চুণকালী পড়িল। গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিচারের জন্য কমিশন নিযুক্ত করাতে কিন্তু পেট্রিয়ট প্রভৃতি আমাদের অনেক সহযোগী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরাও পূর্ব্বে তাহার অনুমোদন করি কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে কমিশন নিযুক্ত করাতে সুরেন্দ্র বাবুর বিশেষ উপকার হইয়াছে, কারণ, এক্ষণে ইংরাজ ও বাঙ্গালি সকলের হৃদয় হইতে সকল সন্দেহ দূর হইল। যদি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অমনি অল্পে অল্পে ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলে ইংরাজ কেন এদেশীয়দিগেরও মনে তাঁহার অপরাধ-বিষয়ে সন্দেহ থাকিত। বলিতে কি আমাদেরও মনে সন্দেহ ছিল। এই কারণেই আমরা সুরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে এত প্রকাশ্য লেখনী ধরিয়াছিলাম। একে সুরেন্দ্র বাবু এদেশীয় তাহাতে ইংরাজেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার পক্ষ লওয়া উচিত আমরা কখনই এতাবদ্বারা চালিত হই নাই এবং বিচারের ফল জানিবার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে [illegible] দিবার নিমিত্ত লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি এখন সুখে পুনরায় আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এতদিন অনিদ্রা দুর্ভাবনা ও অন্য অন্য অপমান তাঁহাকে যে কিরূপ কষ্ট দিয়াছে তাহা তিনি অদ্য পত্রিকা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন বিবেচনা করিয়া যে সকল বিঘ্ন ও ঘটিল। মূলে যদি অধিক লাঞ্ছিত তিনি যদি অত্যন্ত পাকা হইল। তিনি যে মার্কিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহার যশঃপ্রভায় ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিপূর্ণ। মহারাণীর হস্তক্ষেপ হইবার পূর্ব্বে এই মার্কিসের লোকেরাই ভারতবর্ষ শাসন করিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই সময়ে এক একজন সিবিলিয়ান যেরূপ বিদ্যার, শক্তি শালিনী টা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া যায়। এখন সেরূপ স্বাধীনতা ও উন্নতির পথ নাই সত্য, কিন্তু এখনও উৎসাহী প্রতিভাশালী ও প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে যে দেশের অশেষ কল্যাণ করা যাইতে পারে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমাদের ইচ্ছা যে তাঁহারা সেই কল্যাণ করুন ও আমাদের মুখ উজ্জ্বল করুন।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

এ সপ্তাহে কাঁঠড়াপাড়া পত্রিকা নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মহারাণী নিংহের কতকগুলি লোক বাহুড়িয়ার জন্য কলিকাতায় লোক পাঠাইবার যোগাড় করিতেছেন। [illegible]

কর্ষণকর এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট ৫০ হাজার টনের অধিক চাউলের প্রয়োজন হইবে না। যদি তাহাই হইল, ৫০ হাজার টন চাউল বাঙ্গালিদিগের দুই দিনের খোরাক মাত্র, ইহাই কি দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে? আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য লণ্ডনে যে চাঁদা হইতেছিল, লাড মর্থব্রুকের আগ্রার বক্তৃতাতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। লাড মর্থব্রুক আপনার স্কন্ধে বিষম দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। "সকলে লাড মর্থব্রুকের প্রত্যাগমনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন তাঁহার এ সময় শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আগমন করা কর্ত্তব্য।

রঙ্গপুর হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে কিন্তু বৃষ্টি নাই, অল্প স্থানে ধান্য কাটা হইতেছে কিন্তু তাহাতে অল্প ধান্য পাওয়া যাইবে। অনেক স্থানে কেবল খড়ের জন্য ধান্য কাটা হইতেছে। মরিচা প্রভৃতি রবিশস্যের অবস্থা ভাল, আলু অনেক পরিমাণে রপন করা হইয়াছে। উত্তর তিন আর সকল স্থানের সংবাদ মন্দ। উত্তর পূর্ব্ব হইতে অনেকে গোয়ালপাড়ায় উঠিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র ৩ হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বিভাগে লোকের বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছে।

১৮ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এক্ষণে চাকার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে ধান্য কাটা হইতেছে, এখানে উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে, ইহা তেই চাকার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই কিন্তু দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে চাউলের বাজার গরম হইবে। রবি শস্য রপন করা হইতেছে, কিন্তু বৃষ্টি না হইলে তাহাতে কিছুই হইবে না।

দারজিলিঙ্গ হইতে আলু ও চাউল রপ্তানী বন্ধ করা হয় নাই, কিন্তু দারজিলিঙ্গ টাইমস বলেন, শীঘ্র রপ্তানী বন্ধ করা হইবে।

এক ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৫৮৭১ খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র আছে, পৃথিবীর আর অন্যান্য স্থানে সমুদায়ে ৭১৪২ খানি হইবে।

তারকেশ্বরের মহান্ত হুগলী জেলে কয়েক ঘণ্টাকাল খানি টানিয়া পীড়িতজন, এক্ষণে তাহার চিকিৎসা হইতেছে। মহান্ত লোকের খানি টানা সহ্য হইবে কেন? তাঁহার চিরকাল প্রস্তরময় শিবমূর্ত্তি পূজা করিয়া অভ্যাস, তাঁহাকে পাথর ভাঙ্গিতে দিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে সকল প্রদেশের লোকের কষ্ট হইয়াছে তথায় বিতরণ করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও শস্য প্রেরণ করিতেছেন। ৫০ হাজার মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল আসিয়াছে উহা কলিকাতায় আসিতে ৩৶০ মণ পড়িয়াছে। এই চাউল বিক্রয় ও রাজসাহীতে পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ খোন খালের কার্য্য স্থলে, সাহরল ও চম্পারণের রেলওয়ের কার্য্য স্থলে এবং উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের কার্য্য স্থলে পাঠান হইতেছে। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ৩০।৮০ মণ এদেশীয় চাউল ক্রয় করিয়া পাটনা ভাগলপুর এবং রাজসাহীর যে সকল স্থানে কার্য্য হইতেছে তথায় সঞ্চিত রাখিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া পূর্ণিয়া ভাগলপুর মুঙ্গের ও পাটনায় এবং নৌকা ও ট্রেণে করিয়া চম্পারণ রাজসাহী দিনাজপুর ও উত্তর ত্রিহুতে যাইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে চাউল আসিবার কথা হয়, উহা পাটনা ও ভাগলপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতেও কতক চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজে যে চাউল ক্রয় করিয়াছেন উহা জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে। শাহাবাজপুর এবং সিলেট হইতেও কতক চাউল রাজসাহীতে আসিবে। বোধ হয় ডিসেম্বরের শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রায় ৫ লক্ষ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গোলাঘাতে হইবে। নূতন নূতন রাস্তা ঘাট করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে, পুরাতন রাস্তার সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম শেষ হইলে পর চাউলের বাজার অপেক্ষাকৃত নরম হইয়াছে। মুগী চাউল ওয়েষ্ট ইণ্ডিস লইয়া যাওয়া হইতেছে। নূতন আশকুলি প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে, এবং এই চাউল ইউরোপে রপ্তানীর জন্য মফিস্বলের আগ্রাদারগণ ক্রয় করিতেছে। মঙ্গলবার চাউলের মূল্য এইরূপ ছিল-বালাম ৩৷৶ ৩৷৶ মুগী ৩৷৶৩৷৵৷৵ আশকুলি ৩৷৷০৷৩৷৶।

১৯ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত সোমবার সেনেট হাউসে প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৪৫ এবং প্রথম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৯ হইয়াছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত কখন হয় নাই। এক সেনেট হাউসে সকলের স্থান সম্ভব হয় নাই, তেয়ার সাহেবের কুমুম তলা বাটীতে কতকগুলির পরীক্ষা হয়। আশ্চর্য্য শুনিলাম কয়েকজন ছাত্র নিজ নিজ শিক্ষকের নিকট প্রশংসা পত্র না পাওয়াতে অন্য স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট গিয়া ছয় মাসের কোথায় বা এক বৎসরের বেতন জমা দিয়া প্রশংসাপত্র লইয়া পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন, সটক্লিফ সাহেব উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের উপরি লাভের এই এক অন্যতম। যাহা, হউক এরূপ ঘুরাঘুরি নিতান্ত শোচনীয়। এরূপ ছাত্র ও অধ্যক্ষের দণ্ডদান ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

মধ্য প্রদেশে বঙ্গদেশের জন্য চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে।

কিমেল মর্ম্যাল স্কুলের দুরবস্থা জন্য মিয়র আক্ষেপ করিয়াছেন। এক তত্ত্বাবধারণ দোষ এই দুরবস্থার কারণ। ভারতসংস্কার সভা এবিষয়ে মনোযোগ বিধান করুন।

২০ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আগামী সোমবার হাইকোর্টে ডারুকেশ্বরের মহান্তের অপীলের বিচার হইবে। বিচারপতি মার্কবি এবং বার্চ সাহেব বিচার করিবেন।

গত সোমবার রাত্রিতে টাউনহলে কেন্ট এণ্ড সডিনার মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অনেক চলাপ্তি নিবন্ধন আমাদিগের সহস্র সহস্র প্রজার কষ্ট হইতে। এই অনাবৃষ্টির পরিণাম কি হইবে ঈশ্বরই জানেন।" কাবেল সাহেব প্রজার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, এরূপ দুর্ভিক্ষের সময় ওয়েলেস্লেরা যেরূপ সংকুচিতা প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

[illegible] সার্ভে অর্থাৎ ও কাবেল সাহেবের [illegible] বিবাদ হইয়াছে, "মহাত্মা [illegible] নিবারণ পক্ষে তাঁহারা যাহাই করুন, [illegible] বিষয়ের জন্য "পোলিটিকা[illegible]" নিয়ম সকলও ভঙ্গ করুন না কেন তাহা হইলেও উৎসাহের লোকে তাঁহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিবেন।

[illegible] ঐ ইণ্ডিয়া বলেন, পূর্ব্বিয়া [illegible] ভাগলপুর মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের সংবাদ আসিয়াছে, অধিক পরিমাণ তুঁষতে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে উহাদের অবস্থা যেরূপ তাহাতে যদি বৃষ্টি হয়, উত্তম শস্য জন্মিবে। চম্পারণ (এখানে ১৮৭৭-৭৮ অব্দে অনাহারে ৫৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়) এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য কোন [illegible] সাহায্যে লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার [illegible] হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থান হইতে [illegible] আনয়ন করা হইতেছে। দার্জিলিঙ্গ এবং [illegible] ও রাজসাহীর স্থানে স্থানে [illegible] কার্য্যের জন্য [illegible] সকল স্থানে শস্যের মূল্য যেরূপ [illegible] অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু [illegible] ও চম্পারণ হইতে চা করেরা মজুর [illegible] ইহাতে তাহাদের সংস্থান হইয়াছে এবং [illegible] অপেক্ষা [illegible] লাভ হইবে। তাঁহারা বলেন যে [illegible] সার্ভে অনুসারে প্রায় দুর্ভিক্ষ কালের ন্যায় হইয়াছে। তাঁহার প্রজাদিগের জন্য অনেকানুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু এ সকল যত্ন সংস্থান সত্ত্বেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষের স্থানে স্থানে

যে সকল [illegible] তাহাদিগের [illegible] যাইতেছে [illegible] দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের [illegible] সকল কার্য্যেরই [illegible] হইয়াছে, [illegible] লেখা যাইতেছে না। তত্রত্য কালেক্টর একটী অতি ভয়ানক স্থান দর্শন করিয়াছেন বলিয়াছেন, লোকে কার্য্যের জন্য আসিতেছে না, কয়েকজন মাত্র চাঁদাদাতার কর্ম্মের জন্য আইসে কিন্তু ইহাদিগকে কোদাল লইয়া মাটি কাটিতে হইবে এই কথা বলাতে উহারা চলিয়া যায়। বিহারের লোকের এই সংস্কার হইয়াছে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইবে।

ফুল সমুদয়ের ইনস্পেক্টর জেনারেল বঙ্গদেশের অবস্থা বিষয়ে এক পত্র লিখেন, তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের মধ্য স্থানের একটী ষ্টেসনে সম্প্রতি একদা কতকগুলি মুটিয়া মাজিষ্ট্রেটকে বেষ্টিয়া এই আক্ষেপ করে, তাহাদের যে যেমন দেওয়া হয় তাহাতে তাহারা এক বেলাও উদর পুরিয়া খাইতে পাইতেছে না।

২১ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ১লা ডিসেম্বর অবধি টিটা নামক গবর্ণমেণ্টের টীমার গোয়ালন্দ হইতে মহানন্দার মিকট গোদাগাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে, ইহাতে লোকে রাণপুরবোয়ালিয়া মুক্তাগাছা গোয়ালন্দে এবং গোদাগাড়িতে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিবেন। যদি আবশ্যক হয় গোরাই লইবার জন্য কুষ্টিয়ায় যাইবে কিন্তু মুটিয়ার লইয়া যাইবার জন্য গোয়ালন্দে গোরাই লওয়া হইবে না। গোয়ালন্দ কিম্বা কুষ্টিয়া হইতে সকল ষ্টেসনে ৮০ সিকা ওজনের প্রতিমণ এক আনায় হিসাবে ভাড়া লওয়া হইবে, যদি স্থান থাকে তবে শূন্য ডিব্বা অন্যান্য সামগ্রী লওয়া হইবে। ডাইনের গোদার অন্যান্য [illegible] ভাড়ার সহিত বিনা ভাড়ায় লইয়া যাওয়া হইবে। অন্যান্য আরোহীর [illegible] যাইতে আট আনা ভাড়াতে। [illegible] দিয়া কিম্বা গোদাগাড়ি হইতে [illegible] কলে পাঠি [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] গোরাদিগের [illegible] হইবে।

২২ এ অগ্রহায়ণ [illegible]

গত ৩০ এ ডিসেম্বর লর্ড [illegible] বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ষ্টিউয়ার্ট আর্থিল সাহেবের নিকট যে পত্র লেখেন, ২রা ডিসেম্বর তাঁহার উত্তর আসিয়াছে। লোকের কষ্ট নিবারণার্থ মাথা পাড়পাঁচ হইবে তাহা করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ষ্টিউয়ার্ট সাহেবকে বঙ্গ না করিয়া স্বয়ং চাউল ক্রয় করিবার [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর্থিল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। যেরূপ বলবান হইয়া আসিতেছে, আর্থিল সাহেব এ সময়ে কাউন্সল সাহেবের রাজনীতির অনুমোদন করিতেন, তাহাতে [illegible] ভাজন হইতে পারিতেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে।

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮এ নবেম্বর। অদ্যই বিভাগের প্রথম শ্রেণীর অডিনিরি ব্রাঞ্চিষ্টেট ও [illegible] কালেক্টর এস. সে. সি কাবেল সাহেব সিভিল সেবা হইতে উক্ত বিভাগের সময় সেক্রেটরি বদলী হইলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্টেট ও [illegible] ই. এস; অদ্য বঙ্গের সিভিলিয়ান [illegible] গেল তার পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও [illegible] কালে উচ্চ পদে [illegible] বিভাগের [illegible] মাসাবধি [illegible] পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও [illegible] কালে [illegible] বিভাগের উপরি [illegible] [illegible]

ত কর দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

পাটনার ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ জামীর হোসেন নবাব ২ পাটনা সিটি রোড বিস্তৃত করিবার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২ রা ডিসেম্বর। গোয়ালপাড়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আসাম টঙ্করোডের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সেণ্টনর্থ গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি এচ এল ডনসন সাহেব আপাততঃ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের "দুর্ভিক্ষ ও সংকার্য্য" এই রিপোর্টের অগ্রে সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

গত ১ লা নবেম্বর হইতে নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে—

এচ টি প্রিন্সেপ হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

ই, ডমণ্ড চাপার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন। কিন্তু আপাততঃ ২ বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

জে, ডি ওয়াড দ্বিতীয় শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, বীমস প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই, ডি লকউড দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

টি, ওয়াটসন চতুর্থ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্ট হইবেন কিন্তু আপাততঃ বর্ত্তমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এস এচ, পিলিউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ আর ব্যাডক সাহেবের পদত্যাগ অবধি নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে।

জে, এস হুইস ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, এস র‍্যাবেলেস বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, জে আর রেনল্ডস মুরসিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এল, আর টটেনহাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাখরগঞ্জ ও যশোহরের এডিসনল জজ হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর বাখরগঞ্জ ও যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

আমিএল জে জে ম্যাকনিল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই ই লুইস প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে এস, ডি গু প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, এল হারিসন প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে বি ওয়ার্ড তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ নেবরিজ বাখরগঞ্জে চতুর্থ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ এস ক্রে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডি ডবলিউ গ্রিবল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২ রা ডিসেম্বর। আসাম বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর সি এ মটন এম এল ডি, বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। আমেরিকার কৃষি সভা অনুমান করিয়া ছেন এবার তথায় ২৭৫০০০০ গাঁইট তুলা জন্মিবে।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। রেপবলিকান ছেন রল লিটেলিয়র বাসেলকে পরাভূত করা হইয়াছে।

স্পেন-রাজিনিয়স ক্যাস্ত্রো এবং যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ঐ জাহাজ অধিকার করা যদি বাস্তবিক আইন বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

কেপ কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে কার্ণেল কেলিও ডনকোয়াতে এ বৎসর মার্চে উলসলি আশ্রাকাস্রার আশা ঐতিগকে আক্রমণ করেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে তাহাকে পরাভূত করেন। আশান্তিরা প্রায় বিনা যুদ্ধে পলায়ন করে। অনেক চীফসহ হত হইয়াছেন।

কর্ণেল স্কটিও কয়েক জন অফিসর এবং আর ৪০ জন আহত হইয়াছে। আক্রমণকারীরা আশ্রাকাস্রায় রহিয়াছে।

ম্যাক্ট্রেন এবং ওবসেম এই দুইজনে যুদ্ধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

নগর মধ্যে সোনা বাহির করিতে কার্পেন্টিনার নিম্নে হুগলের স্ত্রী পুত্র সকলে নগর পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন নিউসের কলিকাতা হইতে যে মেইল ৭ ই এবং বোম্বাই হইতে ১০ ই নবেম্বর যাত্রা করে তাহা গ্রাণ্ড কানল উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৯১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সর গর্বেট উলসলি যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে আশান্তিরা সম্প্রতি না না স্থানে পরাজিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান সংবাদপত্র টাইমস বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

০০০০০ অল্প কালের মধ্যে আমরা যে সকল দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি তন্মধ্যে ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর এবং সে বিষয় ভাবিলে "বঙ্গদেশে এবার ধান্য জন্মে নাই" এই কয়টী কথার অর্থ কত ভয়ানক তাহা সহজেই প্রতীতি হয়। ০০০০ ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা সে বার ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে যদিও শস্য জন্মে নাই মহাজনদিগের নিকট নিশ্চয় শস্য সঞ্চিত আছে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাহির হইবে। বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাদের ইংলণ্ডের সংস্কারের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমের যে কল ফলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পিত হয়। উড়িষ্যার যে বিভাগ বাঙ্গালার অন্তর্গত তাহাতে প্রায় বার আনা লোক দুই দিন ভয়ানক যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এবং যে বিভাগে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে,

...ারা উড়িষ্যা অপেক্ষা আয়তনে অনেক ...গে বৃহৎ এবং এখানেও উড়িষ্যার ন্যায় ...ক্ষা ঘটিবার সম্ভাবনা। ৫৫ বঙ্গদেশের ...লোকদিগের ধান্য ভিন্ন গতি নাই। ৫৫ ...ায়তনের প্রজারা দরিদ্র, অসহায় এবং ...দুর্ব্বল। অতএব, অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদ ...ক্ষেও দুর্ভিক্ষের কথা জানাইতে পারিবে না। ...র্ত্তি হইলে সেখানে যাও বন্ধ ও যেখিতে ...। উপরে সহস্র সহস্র লোক বিনষ্ট হইয়া ...নার পথ পার্শ্বে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ ...হইতেছে। যদি গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর ...হইয়া হস্তক্ষেপ ...করেন, তবেই তাহাদের দুর্দ্দশার ...হইবে না। যাহারা কর্ম্ম ...করিতে ...সমর্থ ছিল তাহারা প্রাণ ...ত্যাগ ...করিতেও পারে না। এবং ...যে ...বলে। দীর্ঘিত থাকে, তাহারা ...কাহার ...যা যাচ্ঞা প্রাণে রক্ষার উপায় নাই ...দেখিয়া, এবং তাহা...দের ...নিকটে জানিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকে।

একজন ভারতবর্ষের অধিবাসীর দিন ...পাতের জন্য অতি অল্পই আবশ্যক, এবং ইহার বিপদের বিশেষ হেতু, কারণ তাহারা মিতাহারী, ও নিতান্ত অল্পমূল্য দ্রব্যে দিন ...পাতকরে সুতরাং অর ব্যয়সংকোচ করিবার পথ থাকে না। বৎসরে যে দুইবার ফসল ...হয় তাহা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ধারণের ...পক্ষে নিতান্ত অপ্রতুল এবং একবার ধান ...না জন্মিলে, যে সকল লোক উহার পূর্ব্বের ...আহার পায় ...নাই ...তাহারা একেবারে আহার পাইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। যে আকারে একজন ...ব্যক্তি ...পরিশ্রম করে, তাহার এক ...ভাগ বাঙ্গালি সম্বন্ধে ...করে সাহেবদিগের পক্ষে কিছু বলের অভাব উপস্থিত হইলে ...সেখানে ...গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবে না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট না করেন কিছুই করা হইবে না। সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ দিয়াই হউক, কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের প্রদত্ত দানদ্বারাই হউক, যে প্রকারে সাহায্য করা হইবে তাহা ইংরাজ দিগকেই করিতে হইবে। কারণ ভারতবর্ষ রক্ষার ভার তাঁহাদিগের হস্তে। ০০ ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে সুতরাং তদনুসারে গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্যের ভার গুরুতর। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে উপযুক্তরূপ আয়োজন করিতেছেন। কাল বিলম্ব হওয়াতে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, এবার কাল বিলম্ব হইলে তদপেক্ষা অধিক ঘটনা হইবে। এখন আমরা একবার গত দুর্ভিক্ষ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং বিশেষ দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য যখন এত রেলওয়ের সুবিধা আছে, তখন যদি ১৮৬৬ সালের দৃশ্য পুনরায় উপস্থিত হয়, আমাদের ধনিদিগের আর কোন ভয় থাকিবে না।

কৃতপূর্ব্ব যেরূপ সিবিলিয়ান চারলস ক্যাম্বেল সাহেব ডিউক অব আর্গাইলের গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই দোষারোপ করিয়া টাইমস পত্রিকাতে পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ কেন লোকের গোচর করিতেছেন না। টাইমস পত্রিকাও এই দোষারোপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন কথা তাঁহারা কবে প্রকাশ করেন?

গতগাছে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

...আমন ও আউ এই দুইটি প্রায় ১৮০০ লক্ষ টাকার হইবে। ছগলীর জল সেচন দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা করিয়াছে এখনে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে। বাবড়া জিলার ...আমন ধান্য ভাল জন্মিয়াছে। ...

উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে। ...শস্য হইবে। জেলিসের পশ্চিম ...সোনের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, ...জিলার জলীপুরে সাত আনা, ...পুরহাটে পাঁচ আনা রাজসাহীতে ...আট আনা, ...বগুড়ার আট আনা, দিনাজপুরে ...শস্য পাওয়া যাইবে। রঙ্গপুর ...অবস্থা মন্দ নয়। ফরিদপুরে প্রায় ১১০০-৩১৩৩ মণ ধান্য হইবে। যদি ...না হয় ইহাতে ...লোকের এক ...বৎসরের আহার চলিতে পারে। গত বৎসরের প্রায় ১৫৯২০ মণ ...আউস ও ২৭৭০ মণ ধান্য আছে। শম্ভুগঞ্জ সিলেটে ...শস্য পাওয়া যাইবে। ...ত্রাখালির সংবাদ মন্দ নয়। ত্রিপুরার ...আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে, ইহাতে ...লোকের পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। ত্রিহুতের সংবাদ ভাল নয়, কিন্তু রবি শস্য উত্তম জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। সাহরসের ধান্য ভাল জন্মে নাই। কিন্তু রবি শস্যের অবস্থা এখনও ভাল আছে চম্পারণে আমন ধান্যের অবস্থা ভাল নয়। এপর্য্যন্ত তিন ভাগ ফসলে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে মাত্র। মুঙ্গেরের শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, ভাগল পুরে রবি শস্যের অবস্থা ভাল। পূর্ণিয়ার আমন ধান্য ...ভাল জন্মিয়াছে। ...পরগণার ...হইতে আমন ধান্য ভাল জন্মিবে না। ...তে আমন ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে।

...হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

"আমরা জানুয়ারি মাস হইতে আসাম এক্‌টী শাসন বহির্ভূত রাজ্য হইতে চলিয়া এত দিন এই প্রদেশ বাঙ্গালা দেশের সহিত সংযুক্ত থাকাতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। ...কার্য্যালয়ের মধ্যে বাঙ্গালা একটী প্রধান উপনিবেশ স্থান। ইহার অধিবাসী এই আসাম ভূমি এক শাসন সূত্রের বদ্ধ থাকাতে ...কর্ম্মের ...আমাদের ব্যবহার শিক্ষার ও বিদ্যা ...পর্য্যন্ত ...সম্বন্ধে ...সমস্ত ...

হইয়াছে কি সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন, কি বিদ্যা চর্চ্চার বাহুল্য এবং কি রাজকীয় ব্যয়ভার, সকলই নিরূপায় আসাম দেশের উপর বিন্যস্ত হইল। যাহা হউক, এই দেশকে শাসন বহির্ভূত করিয়া যে গবর্ণমেণ্টের কি লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে যে কতগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন ও আর কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করণের অনুরোধই আমাদের এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১। অপরাপর শাসন বহির্ভূত দেশের ন্যায় এখানেও একজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিবেন। তিনিই এদেশের কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবেন। তাঁহার উপর কাহারও কোন কথা কহিবার যো থাকিবেক না। যত মামলা মকদ্দমার সীমা সেই পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। তিনি সকলের মন বুঝিয়া কাজ করিবেন, এমন আশাও অল্প। সুতরাং একের অনুরাগ অপরের বিরাগভাজন হইয়া যাইতে পারেন। অতএব অন্ততঃ এখানে আপীল মকদ্দমা শুনিবার জন্য একটী চীপ কোর্ট সংস্থাপন করা কিম্বা যা কোর্টের উপর পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে আপীল শুনিবার ভার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

২। সমুদায় আসাম কিম্বা তদন্তর্গত প্রত্যেক জেলার নিমিত্ত ভারবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল সীমা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার অতিক্রম করিলেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাশ লইতে হইবেক, বোধ হয় ইহাতে কিছু না কিছু খরচেরও আবশ্যকতা হইবেক। বিশেষতঃ ইহাও একটী টাক্স বিশেষ হইয়া আসাম ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। উনকম টাক্সের আসেসরদিগের মত স্থানে স্থানে যে সকল রেজিষ্ট্রার থাকিবেন তাঁহাদের দ্বারা যে, পথিক লোকেরা কিঞ্চিৎ বিপদ গ্রস্ত না হইয়া যাইবেক এমত আশাও অতি অল্প। অধিকন্তু এদেশের অনেক নিরুপায় লোক বঙ্গদেশে যাইয়া কেহ বা মাসিক ২ দুই টাকা বেতনে মজুরী, কেহ বা ঐরূপ অন্যান্য বেতনে বিগ্রহ-পূজা এবং কোন কোন নিরুপায় অর্থহীন বালক বঙ্গদেশের কোন বড় মানুষের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। সীমা অতি ক্রম হেতু ধৃত হইতে হইবেক ইহা শুনিলে তাহাদিগকে সেই চির উপজীব্য মজুরী ও ঠাকুর-পূজা কিম্বা ঐরূপ বিদ্যাধ্যয়ন হইতে এককালে বঞ্চিত হইতে হইবেক। অতএব প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে যাহাতে বঙ্গদেশে গমন, গমনের কোন বাধা না জন্মে অন্ততঃ তাহাই করিয়া উপায় দান আসাম বাসিদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

৩। এদেশে বাঙ্গালার মত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা নাই। বাৎসরিক "রায়তুয়ারী" বন্দবস্ত প্রথাই প্রচলিত। তাহাতে কখনও প্রজাদের ভূমির প্রতি মমত্ব জন্মে না। অতএব এদেশীয় প্রজাদের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সমুদায় ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বন্দোবস্ত অন্ততঃ ১০ কিম্বা ২০ বৎসরের নিমিত্ত হইলেও হানি নাই।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পঞ্জাব সীমা।

ডেরা এস্মাএল্ খাঁ।

১। অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, এ সময়ে এখানে শীতকাল কিন্তু এ সময়ে মুলতানে যেরূপ শীত অনুভূত হইত এখানে সেরূপ শীত অনুভূত হইতেছে না, গুনিলাম পৌষ মাঘ মাসে এখানে "হাড় ভাঙ্গা শীত" পড়ে।

২। কাবুল ও কান্দাহার হইতে এই সময়ে আঙ্গুর বেদানা, পেস্তা, কিস্‌মিস্, মর্দ্দা, বাদাম সেউ প্রভৃতি বিবিধ মেওয়া আসিয়া দোকান সকল পূর্ণ হইতেছে, এই স্থান হইয়া এই সমস্ত মেওয়া অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইতেছে, দোসা পশ্মিনা চোগা প্রভৃতি উক্ত স্থান হইতে অনেক আমদানী হইতেছে।

। সিন্ধু নদের উপর যে তরণী সেতুর বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে সাধারণের গতায়াতের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এখান হইতে মুলতান বা ডেরা গাজী খাঁর যাইবার রাস্তা যে দুর্গম ও কষ্ট প্রদ তাহার কোন সুবিধা সহজে হইতেছে না। মুলতান হইতে এখানে ময়ুরে (এক রেহা) ডাক লইয়া আসে, কোন প্রকার শকটের উপযোগী রাস্তা নাই কেবল উষ্ট্র পৃষ্ঠে গতায়াত করে। এখান হইতে ডেরা-গাজী খাঁর নৌকারোহণেও যাওয়া যায়। এইরূপ কষ্টকর ও দুর্গম স্থান মুলতান হইতে এখানে আসিবার বৃত্তান্ত পাঠে পাঠকগণ তাহা এক রূপ বুঝিতে পারিয়াছেন।

৪। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার হেনরী ডুরাণ্ডের সমাধিমন্দিরের উপর স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, বিলাত হইতে মার্কেল প্রস্তর খোদিত ও সুসজ্জিত হইয়া বাঙ্গীয় পোতে করিয়া আসিয়াছিল। স্তম্ভের উপর কেবল জন্ম তারিখ মৃত্যুর তারিখ কোনকালে কোনক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাদি অর্থ ব্যয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। ডেরা এস্মাএল খাঁর মধ্যে ইহা একটী দর্শনীয় পদার্থ হইল তাহা সন্দেহ নাই।

৫। দুর্গোৎসবের সময় কেবল যে বঙ্গদেশ উৎসবপূর্ণ হয় এমন নহে। আর এক সময়ে উত্তর পশ্চিম, মধ্য ভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের যে যে স্থানে ছিলাম সর্ব্বত্রই উৎসবপূর্ণ দেখিয়াছি অর্থাৎ বঙ্গদেশে যেমন দুর্গোৎসব এই সকল অঞ্চলে সেই রূপ রামলীলা অশ্বিন সম্বৎসরে সম্পন্ন হয়। এখানকার রামলীলা আবার অন্য প্রকার। এখানে অসংখ্য বালক কেবল চতুর্দ্দিকে বিচিত্র সূতা করিয়া বেড়ায়। রামলীলার অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ দেখিলাম না।

৬। বিগত ১৪ই কার্ত্তিক গোবর্দ্ধনীয় দিন এখানে আর একটী উৎসব দেখিলাম; একটী মাঠে অসংখ্য গাভী একত্রিত করা হয় এবং তাহাদিগকে পূজা করে ও কার্পাসের বীজ খাইতে দেয় এবং দুইটী বালককে রঙ্গ লক্ষণ সাজাইয়া গাভীদিগের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এখানকার

বিষ্ণুদের জন্য বিষ্ণুরাণী, ঘরে আসুক আর নাই থাকুক গাভীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

৭। ফেওয়ালী অর্থাৎ ন্যাংপূজার সময় এখানে ভয়ানক জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। এরূপ জুয়াখেলার ধুম আর কুত্রাপি দেখা যায় না। তিন রাত্রি লোকের আর নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। চৌর্য্যাদির প্রাদুর্ভাব কম হয় নাই। তমিলম এখানে প্রায় সকল সময়ই জুয়াখেলা হয়, অম্পাদিনের কথা হইল এক জন মাঝি এই খেলাতে স্ত্রী পর্য্যন্ত হারিয়াছিল, সে স্ত্রী খালাস করিতে না পারাতে জেলার নিকট আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে ইহাদিগকে ফুর্ত্তিবাজ বলা যাইতে পারে। জুয়াখেলা প্রভৃতি ব্যসন একেবারে নির্ম্মূল করা উচিত। কিন্তু ইংরাজেরা বুদ্ধিমান্ বলিয়া, ইহাঁরা সাদা জুয়ার বন্ধ।

৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ প্রদেশে কখনই আমি দেখিলাম বুলডাঙ্গে যেরূপ বৃষ্টি হয় এখানে সেরূপও হয় না, কিন্তু এখানকার কৃষিকার্য্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না, কূপোদকেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, এখানকার ফসলের অবস্থার তারতম্য বলা যায় না, বাঙ্গালীর যাহা এখানে কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহা মফস্বলের দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও মহার্ঘ, ঘরে বিক্রয় হয়। চাউল টাকায় ৮ সের অন্নের অন্নের তাউল ছয় সের ঘৃত সের ... টাকা মণ। কেরোসিন তৈল টাকা মণ।

৯। ... চলাচলের সর্ব্বগ্রাস হইয়াছে ... অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল।

১০। ... কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর সাহেবের সহকারিতায় সমিতি এ প্রদেশের বন্দোবস্ত করিতেছেন দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আমলের আদায়ের অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সফল হইতেছেন না, টাকা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ঋণীদিগকে শাসন করিতে পারিলে এদেশীয়দের বিশেষ ফল থাকিবে ... বলা যায়, যে ঋণীরিয়া হলে বলে ও কৌশলে বালক বালিকা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং নিজ নিজ পর্ব্বত দেশে যাইয়া টাকা দাওয়া করিয়া ঐ বালক বালিকাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করে, টাকা না পাইলে মারিয়া ফেলে কি ভয়ানক রাক্ষস!

১১। লক্ষ্ণৌতে যেরূপ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের কথা শুনা যায় এখানেও সেই রূপ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাবের কথা প্রায় শুনা যায়, মধ্যে মধ্যে আদালতেও এরূপ মকদ্দমা উত্থিত হয়, কি ভয়ানক ব্যাপার!!

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(১)
প্রাণের দোসর মোর জীবনের ভাই!
হা বিধি অসময় মত তাহারে হারাই।
বিদায় হইয়া গেল, চলিয়াছে দেশান্তরে,
থাকিব কেমন করে ভাবি আমি তাই।
শোক হুতাশন মোরে দহিছে সদাই॥

(২)
একান্তই যাবে যদি ত্যজিয়া আমায়।
কেমন করিয়া তাই দিবরে বিদায়।
থাকিতে না পারি স্থির, দুই চক্ষে বহে নীর
ভাবি মনে একবার ডেকেতে তোমায়।
কিন্তু কাল গতিহীন করেছে আমায়॥

(৩)
কে জানে রে তাই তুমি ভাসিবে সলিলে।
ভাসাইয়া সবে ঘোর শোক-সিন্ধু জলে।
পরিহরি সব কারা, পাষাণে বাঁধিয়ে কারা,
ত্যজি প্রিয় বন্ধুভূমি কাঁদায়ে সকলে
কেমন করিয়া এবে যাও তুমি চলে?

(৪)
প্রিয়াহীন ঘরে তব যা রহে জীবন।
মুখর সংসার তাই দিলে বিসর্জ্জন।
দেখ ফিরে এক বার ঘরেতে কি সমাচার,
অধীর হয়েছে ধেনু ও বিমু মরম।
তিতিছে মরম নীরে তুমি অনুক্ষণ।

(৫)
এলোকেশি। একবার দেখ সে আসিয়ে।
যেতেছে মরীম তব পরিহরি ছাগিরে।
এস এস একবার, ঔষধ করহ তার,
তাপিত পরাণ, তব বাক্য শুনি ফিরে।
এস এস ধরি পদ্মি পড় লুটাইয়ে॥

(৬)
এবার তুমিতে তুমি থাকিবে না আর।
এবার মরমে তুমি মারিবে সংসার।
এত যদি ছিলমনে, মরি কেন প্রাণধনে,
বাঁধিলে সুখের চূড়ে বিষের আগার।
বাঁধিলে তাহাতে শুধু অনন্ত অপার॥

(৭)
হায়রে মরীম মোর বুক ফেটে যায়।
সাজ করি লীলা খেলা চলিলে কোথায়।
যে মাতা মতনকরে, রেখেছিল কোলে করে
দুগ্ধকরে সেই কোলে যেতেছ মথায়।
তেমন কোমল কোল পাবে কি তথায়?

(৮)
যত সব আছে কবি আছে যতজনে।
তোমার শোকেতে শুষ্ক হয়েছে সকলে।
আর প্রফুল্লতা নাই, যখনি দেখিতে পাই,
কেবল আকৃতি দেহ অশ্রুজল ঢালি।
তোমার বিরহে কবি উঠে আরো জ্বলি॥

(৯)
দেখরে মরীম দেখ তুলিয়ে নয়ন।
যে দেশ করেছে তব যত বন্ধুজন।
ভাবিতে ভাবিতে হায়, হইয়াছে নীরকায়
তবু তব বিহে সবে সঁপিয়াছে মন।
তোমার মঙ্গল হেতু করিছে যতন।

(১০)
শুনেছি মরমে লাভ হয় যে রতন।
এরতনে যত্নবানী পাবে কি কখন?
যত আশা আছে মনে, পাব পুনঃসেইধনে,
কিন্তু কে বলিতে পারে কিবা কি কেমন।
পুনরপি উজলিবে ঘরে আনন্দ কুসুম?

তোমারই দুঃখে দুঃখী
১৫ এ অগ্রহায়ণ } শ্রীকালীকমল সান্যাল

মহাশয়! কিছু দিন হইল আপনি সংবাদে লিখিয়াছিলেন যে লাহোরে কতিপয় হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটী সংস্কারসভা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ... হইয়া লাহোর দুইবে, তাহার লাহোরী

ইহা বাঙ্গালিগণই অমৃতবাজার পত্রিকাকে বাঙ্গালি করিয়াছিলেন। তথা যাহা হউক পুরস্কার বুঝি আপিল হইবে

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, লাহোর নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় এখানে ১০। ১৫ দিবস অবস্থান করেন এবং চারিদিন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া আপনার অধিতীয় ঐশী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ডে ও প্রসংশা-ভাজন হইয়াছিলেন তাঁহার বক্তৃতা যে আমাদিগের অধিক প্রিয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য, তবে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইয়া কোন কোন জড়-বুদ্ধি পঞ্জাবী তাঁহাকে একেবারে প্রফেট (ভবিষ্যৎ বক্তা) বলিয়া ঠিয়াছিলেন। সেন মহাশয় যাইবার পূর্ব্বদিন নগরে পরিভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এবং বাঙলা সাহেব সম্বন্ধে একটী সাধারণ স্থানে সভা করিয়া হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সময় দুই বা তভোধিকবার হরিধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে সাধারণ লোককে আহ্বান করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপনটী ছাপা হইয়াছিল তাহাতে এই লেখা ছিল যে দূর দেশ হইতে এক ভগবদ্ভক্ত সাধু আসিয়াছেন, তিনি বাঙলা সাহেব নামক স্থানে যোগ ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন এবং সেখানে হরি সংকীর্ত্তন হইবে। অতএব সকল সাধু লোক তাহাতে যোগ দান করিবেন ইত্যাদি। যাহা হউক নবীন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ হরি শব্দের ঘনঘার ব্যবহারে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছেন বোধ হয় পাঠক দিগের মধ্যেও অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন।

২১ এ নবেম্বর ১৮৭০ লাহোর } নিতান্ত অনুগত শ্রীঃ—

মহাশয়। এই স্থান হইতে ২ ক্রোশ অন্তর লেহাতা নামক স্থানের পর্ব্বত ক্রোড়ে গত কল্য একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। "দুজের সেণ্ট ওয়ার্কস" কোম্পানির ভুতক গুলি কুলি ঐ পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া প্রস্তর কাটিতেছিল, এমন সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে এক খণ্ড বৃহদাকার শৈল দুই জনের মাথায় পতিত হওয়ায় তাহারা এক বারে লীলা সম্বরণ করিয়াছে। আহা! হত ভাগ্য বর্বর মৃতদেহ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, অঙ্গের এমন কোন অংশই দৃষ্ট হইল না যাহা পাষাণের আঘাতে চূর্ণীকৃত হয় নাই। ঐ স্থানে নানা কারণে মধ্যে মধ্যে ২।৪ টী হত্যা হইয়া থাকে, কয়েক দিন মাত্র হইল তথা গিয়াছে একজন কুলি ঐরূপ প্রস্তরের কার্য্য করিতেছিল, এমত সময়ে তাহাকে ব্যাঘ্রে লইয়া গেল। বিগত বর্ষা কালে ২। ৩ জন পর্ব্বতের উপর কর্ম্ম করিতে করিতে পর্ব্বত সহিত বর্ষার জলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পশু পক্ষীর মৃত্যুর ন্যায় এই দুর্ভাগা দলের মৃত্যু কাহারো খবরেআইসে না অথবা স্বেতাঙ্গ বাবাজীদিগের কার্য্যোদ্ধার করিতে গিয়া কতবার মুটে মজুরেরা প্রাণ দেয় তাতে আবার কথা কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হত্যা হউক গবর্ণমেণ্টের তাহা তদারক করা উচিত। জানিনা ঐ সকল স্থানে কখন করা হয়।

২৯ এ নবেম্বর রেলওয়ে ষ্টেসন ধারায়া } যশস্বদ শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। জাগলপুর, পাটনা এবং পুর্ণিয়া জেলায় স্থানে স্থানে গোলা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাতে লক্ষযণ্ড তণ্ডুল আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইতর লোকদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বহুৎ নানা প্রকার কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, স্থানে স্থানে পথকর বন্ধ হইয়াছে, তণ্ডুল প্রভৃতি প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ভাড়া লাঘব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং সেই মত গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং পূরণ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, জেলা পুর্ণিয়া ও তদন্তর্গত স্থান সমূহের প্রতি গবর্ণমেণ্টকে কিছু অমনোযোগী দেখা যায়। এখনকার দোকানিরা যাহার যেমন ইচ্ছা সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে। একে ৭২ তোলায় এক সের, তাহাতে যদি ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযোগী তণ্ডুল ৪ টাকা মণ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে পাকি ওজনে /৯ সের করিয়া প্রতি টাকায় পড়িল তাহারা বলে যেরূপ খরিদ তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে কিন্তু সকল দোকানির সমান দর নহে। কেহ কেহ ১ সের ১২ সের পর্য্যন্তও বিক্রয় করে। ইহার তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। অতএব পুলিসের কর্ত্তব্য ইহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখেন। তাহারা যেখান হইতে চাউল লইয়া আইসে, সেখানে কি দরে খরিদ করে ও কতই বা লাভ রাখে, ইহার তদন্ত করা অতীব আবশ্যক, এবং যাহাতে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই বিক্রয় ও খরিদ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের সেবিষয়ে মনোযোগ দৃষ্টি রাখা উচিত। এখনও গত বর্ষের তণ্ডুল আছে এবং এবৎসরও কথঞ্চিৎ পাইবার আশা আছে, এখন হইতে যদি প্রজাদিগের এপ্রকার কষ্ট হয়, ইতঃপর যে কি হইবে কিছুই বলা যায় না।

একজন কুলী যে /১০ করিয়া রোজ পায়, তাহার দুই বেলার আহার অন্ততঃ কাঁচি /২ সের চাউল কিন্তু তাহার সেই চাউল খরিদ করিতে পাঁচ পয়সা লাগিবে, বাকি পাঁচ পয়সাতে তাহার পরিধান বস্ত্র, পরিবারের ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য সকল খরচ চালাইতে হইবে, ইহা কি সামান্য কষ্টের? আমরা শুনিতেছি পুর্ণিয়া জেলা হইতে শস্য রপ্তানি বন্ধ করিবার উদ্যোগ হইতেছে এটী যেন মস্তার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হইতেছে। এখানকার প্রজারা অধিকাংশই নিতান্ত দুঃখী দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে এবৎসর কোন ফসলই ভাল হয় নাই। ধান্যোদ্ভব কথাই নাই, গম, যব প্রভৃতি এবং অন্যান্য রবি শস্য যাহা পাইবার প্রত্যাশা ছিল, তাহাও অনাভাবে বীজ পর্য্যন্ত অনুদ্ধৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঈশ্বর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই, অত্যাচারে নিরুদ্যমের জন্য পাপের বন্ধ করিয়া যাহাতে দুঃখী প্রজাদিগের জীবন রক্ষা হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হ—

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে নিম্নলিখিত জেলার অন্তর্গত যেসকল তুলি রিয়া খলের নিকট বর্ত্তী আছে, তাই সম ৬ চতুর্থাংশের একাংশ ধার্য্য পা রা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যা চ তুলিতে কিছুমাত্র পাইবার প্রত্যা ই। পূর্ব্বের অধীন কর্ম্মচারী ক য়েকজন মহাজন আছে, যদিও তা রা পূর্ব্বের তণ্ডুল এখন পর্য্যন্ত গো ক আছে বটে কিন্তু তাহারা এখন ব পি ক্রয়-বিক্রয়-রহিত যে, যখন যেখা পাইতেছে, সেই স্থানেই তণ্ডুলে ক্রয় করিয়া দিতেছে। এখন যেখি পাওয়া যাইতেছে, দোকানী। ক্রয় করিতে যাইলে, প্রত্যেক ে ক্রিয় চিত্র। ব বিক্রয় করে অর্থাৎ যাহার। কেবল টাকা ক্রয়ের সাধ্যমত ক্রটি করে ন ন ন গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যদি এক্ষা রূপ নির্দ্ধিষ্ট করিয়া দেন এবং যাহার চাউ আছে সেই নির্দ্ধিষ্ট বিষয়ে বিক্রয় ন করিলে কোনরূপ দণ্ড বিধান করেন, তাহা করিলে সকলেই একদরে ধরিদ ও বিক্র করিতে পারে, ইহাতে মহাজনেরও বিশে ক্ষতি হয় না এবং লোকেরও কোন ক্ষ হয় না।

ঈশানচন্দ্রের কাল মজুমদার এই, যদিও তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী জন্য রেলওয়ে ভাড়া অনেক কমিয়া হইয়াছে বটে কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশনে জাহাজ ভাড়া কিছুই কমিয়া হয় নাই। ইহাতে ব্যবসায়ীর সাহস হিরো স্থানান্তর, হইতে চাউলের আমদানি করিতে পারে না, সুতরাং তণ্ডুল অধিক পাইবার আশায় ষ্টেশনের নিকট গ্রামের বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই জাহাজ ভাড়া যাহাতে সম্ভবতঃ কম হয়, তদ্বিষয়ে [illegible] যোগী হইবে। সম্পাদক মহাশয়

[illegible] ভাড়ার তফা [illegible]
[illegible] ষ্টেশনে [illegible]
[illegible] ষ্টেশনে [illegible]
[illegible] ষ্টেশনে

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

৫ সংখ্যা।

যথাশ্রুতা প্রতিপত্তিনায় পার্থিব সম্বন্ধী অনিমন্ত্রণী ন ক্ষীয়তা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৵০ টাকা
অগ্রিম ৬ মাসিক মূল্য ৭৷৷০ টাকা
সন ১২৮০। ১ লা পৌষ। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই ডিসেম্বর
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনিঅর্ডর পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টরি করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থ দের অনাচার ও লোভের

চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ৵১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং গোঁওয়া বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।

কলিকাতা ২৪ নং নির্ম্মাণকর্ম্ম লেন

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর

পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত মত দিতে পারিবে। এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় ও ভ্রমিত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্ম দাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা যাইতে পারে, মাতৃল [illegible] নামে পত্র লিখিলে এবং প্রি[illegible] কারণ ইষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় লিখা হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বাসতা এনট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে মিস্ত্রি হাজরা কমিটীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } শ্রীবিধুভূষণ সেন সম্পাদক
৩১ এ অক্টোবর } বাসতা পোষ্ট আফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা রঙ্গপুর

যুক্তি।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে শস্ত্র চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শারীরস্থান দ্রব্য গুণ, বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং রাজারাম অক্রূরের লেনে, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি করমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই করমা বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি করমা /০ ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ ২৯ এ কার্ত্তিক } শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত মিশ্রলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে ২ খণ্ড ৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ পৃষ্ঠা উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা, মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইং ১৮৭৯ সাল প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮৲ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা বেল টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাষ্পচিকিৎসা মূল্য ৫ ডাক খরচ ৷৹, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷৹ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু বাঙ্গালাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সহিত বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷৹

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৷৹। বাবু কেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷৹ ডাকমাশুল /৹।

কলিকাতা
সালেপ সার
হিন্দুস্কুলেস

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেক করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সংযোজন অঙ্গুলন ও বেন্ড ইত্যাদি।

ইটালী জেলীর ড্রেনের টাইল ৫১, মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইত

ম্যাকিন্টস ব্রিক।
ফায়ার ব্রিক।

ম্যাটিস মর্ট্টার এবং অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের নিমিত্ত [illegible] উক্ত রেল করা যাইবে, তাহা [illegible] লিখিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে তাহা প্রেরিত হইবে।

৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } ব্রথর এণ্ড কোং।

আগামী ১ লা জানুয়ারী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ বাৎসরিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অতিথি উদ্যানে হইবেক দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর } শ্রীদ্বারকানাথ বসু মেনেজার

যিনি স্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাল বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সোমপ্রকাশ।

১ লা পৌষ সোমবার।

ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার বিবাহাধিকারের বিরুদ্ধে লিবি কাউন্সিলে আপীল করিবার নিমিত্ত যে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য বালেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র পট্টনায়ক আমাদের নিকট ২৸ টাকা পাঠাইয়াছেন আমরা স্বরায় তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

গ্রাহক, অধিষ্ঠাতা লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর।

ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম আমরা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ঐ পত্রের এক প্রত্যুত্তর দিয়াছেন এবং তাহাও [illegible] গোচরে দিয়াছি; কিন্তু স্থানাভাবে ঐ প্রত্যুত্তরের সকল কথা পাঠকগণের গোচর করিতে পারি নাই।

এই প্রত্যুত্তর পত্রে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গূঢ়ভাবে জমিদারদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "সাধারণতঃ আপনাদের পত্র সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ পঞ্চম প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এই বিপদের সময় গবর্ণমেণ্ট নিজের পদের অনুসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সে সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ইহাও স্মরণ করা উচিত যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল প্রদেশের ভূমির রাজস্বের অধিকাংশ জমিদারদিগকে দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল ভূমির এবং শস্য শস্য দরিদ্র প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত বিপদের ন্যায় দুরবস্থার সময় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য অনেক অংশে জমিদারদিগের মুখাপেক্ষা করেন। এরূপ সাহায্য করিতে তাঁহারা [illegible] বাধ্য, এবং যে জমিদার নিজ কর্ত্তব্যের শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা বশতঃ করিতে তাহা তাঁহার পক্ষে এরূপ করা বিশেষ দূষিত কার্য্য।"

সুতরাং এ বিষয়ে [illegible] মধ্যে [illegible] জমিদারদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের প্রতি সজাগ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশা করেন যে এসোসিএশন যেমন পরামর্শ প্রদান বিষয়ে পটুতা দেখাইয়াছেন, তেমনি আপনার সভ্যদিগকে এবং তাঁহার মতানুযায়ী সমুদায় লোককে এবিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। এবং দ্বারায় আপনার অবলম্বিত উপায় সকলের সংবাদ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে সুখী করিবেন।"

এই কয়পঙ্ক্তি পাঠ করিলেই লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কিরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কেবল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নয়, অনেক প্রধান সংবাদপত্র ও এসোসিএশনকে উপহাস করিয়াছে। আমাদের উপহাস করিবার প্রয়াস নাই, কিম্বা কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা নাই। "উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জমিদারদিগের কর্ত্তব্য কি?" আমরা কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব:—

এসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বলেন গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূস্বামী করিয়া ভূমির সহিত প্রজাদিগের ও রক্ষার ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি আপৎকালে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই মতাবলম্বী। অপর পক্ষ বলেন জমিদারদিগকে ভূস্বামী করা হইয়াছে বটে কিন্তু বহুবিধ রাজবিধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃষকদিগকেও স্বাধীন এবং জমিদার নিরপেক্ষ করা হইয়াছে, সুতরাং বিপৎকালে তাহাদের রক্ষার জন্য জমিদারেরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন।

দয়ার চক্ষে দেখিতে গেলে জমিদার কেন সেই দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা হৃদয়বিশিষ্ট লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু জমিদারদিগের বিশেষ বাধ্যতার কোন কারণ আছে কি না তাহাই এখানে বিচার্য্য।

দয়ার চক্ষে দেখিতে গেলে দরিদ্র প্রজারা বিপৎকালে জমিদারদের রক্ষণীয় একথাতে কি কাহারো সন্দেহ হইতে পারে? স্বার্থের কথাও এখন বিবেচনা করা যাইতেছে না, কারণ প্রজাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহাদের যে লাভের সম্ভাবনা, তাঁহারা যদি সে লাভের প্রার্থী না হন, সেজন্য তাঁহাদিগকে দোষী করা যায় না। এই উভয় যুক্তির অতিরিক্ত কোন বিশেষ বাধ্যতা আছে কি না তাহাই বিচার্য্য।

এই প্রশ্নটীর সম্যক বিচার করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট, জমিদার ও রাইয়ত এই তিন শ্রেণীর পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্থির করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যখন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাদের হস্তে কি কি ভার দিয়াছিলেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে কৃষকদিগের দুরবস্থা দূর করা তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যেরূপে নিলাম করিয়া বৎসর বৎসর রাজস্বের বৃদ্ধি করিতেন, তাহাতে দুইটী অপকার হইত। প্রথম ভূমির উৎকর্ষ সাধনে কাহারও যত্ন হইত না দ্বিতীয়, জমিদারেরা প্রজাদিগকে যথেচ্ছ শোষণ করিতেন। এই দুই অপকার নিবারণের জন্যই সে সময়ের সদাশয় কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করেন যে জমিদার দিগকে ভূমির স্থায়ী স্বত্ব না দিলে তাহার প্রতি তাঁহাদের মায়া জন্মিবে না। ভূমির উৎকর্ষাপেক্ষা কৃষকদিগের দুর্দ্দশা দূর করা বরং অধিক লক্ষ্য ছিল, কারণ ভূমির উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্টের ত তত লাভ নাই। অধিক রাজস্ব পাইবার আশা ও তাঁহারা করেন নাই। সে যাহা হউক তদবধি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের রক্ষার ভার এক প্রকার জমিদারদিগের হস্তেই দিয়াছেন, কারণ তাহাদের জন্য অদ্যাবধি অতি অল্পই উপায় করা হইয়াছে। "বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়া অপেক্ষা স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীদিগের অধীনে থাকা তাহাদের পক্ষে সুখের হইবে" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট চিরদিন কার্য্য করিয়াছেন। সেই সম্ভ্রান্ত স্বদেশীয় প্রভুদের অধীনে থাকিয়াও যদি তাহারা কষ্ট পায় সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয় প্রত্যবায় ভাগী। জমিদারেরা কি এতদিন তাঁহাদের হস্তে স্থাপিত এক বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহারা কিছুই করেন নাই একথা আমরা বলিতেছি না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সেই বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করেন নাই একথা তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

আর এক কথা এই, তাঁহাদের বিপদের সময় তাঁহারা প্রজাদিগকে সোহন করিতে কি ত্রুটি করেন? প্রজাদিগের সাহায্যে কি তাঁহারা অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হন না? সুতরাং তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে কি তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নন?

কল কথা এই, যখন অন্ন কষ্টে দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির যন্ত্রণা, প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা, এমন সময় "আমরা সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহি" একথা বলা জমিদারদিগের ভাল দেখায় না। এসময়ে কি গবর্ণমেণ্ট, কি জমিদার, কি অপর সাধারণ লোক সকলেই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মতঃ বাধ্য। জমিদারেরা যে কিছু করিতেছেন না কিম্বা করিবেন না, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইতি মধ্যেই অনেক জমিদার প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ১২৮৪ সালে-২৪ পর

পার দক্ষা ও গে যখন এতদূর হয়, যে সময়ে এদেশের এক এক জন জমিদার যেরূপ অল্প ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা উপকথার মত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা পুত্র পৌত্রদিগের নিকটে আদরের সহিত তাঁহাদের যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন নিরন্নকে অন্নদান রোগার্ত্তকে ঔষধদান, অনাথকে প্রতিপালন এই সকল কার্য্যের জন্যই ত হিন্দু সমাজ চিরদিন বিখ্যাত। ইহাতেই আমাদের প্রশংসা ও গৌরব। হিন্দু জমিদারেরা এ প্রশংসা অনেককে লইয়াছেন এবং আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে এবারে ও তাঁহারা এ গৌরবের ভাগী হইবেন।

শিক্ষা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষকের কি কি আবশ্যক তাহা যথা সাধ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবারে শিক্ষকের উপার্জ্জন সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ইংলণ্ডে এ ডেভিড নামক এক মহাবদান্য ধনবান লোক আছেন, তাঁহারা কিছু কিছু করে স্বতন্ত্র ভাবে অর্থ সঞ্চয় আরম্ভ করেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিলেন সমুদায় সাধারণ ধনাগারে অর্পিত হইবে। এবং সংসার নির্ব্বাহ করিতে যে ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হইবে তিনি তাহা সাধারণ ধনাগার হইতে পাইবেন, তদুপরি অর্থ সাধারণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই মতটী অতিশয় উন্নত ও সভ্যতা-সাপেক্ষ নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল সাধারণের জন্য উপার্জ্জন করা, এ অবস্থায় আসিতে জগতের এখনও অনেক দিন লাগিবে।

আমাদের দেশের যাঁহারা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা প্রায়ই পুত্র পৌত্রদিগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। দেখিবা

যা কোম্পানির কাগজে এই সকল সাধারণ প্রকারে হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিবের জন্য সন্ধান করিবার যেমন এতদ্ভিন্ন উপায় না হইতেছে, তদ্ভিন্ন কাজেই এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু এসকল উপায়ের অধিকই মঙ্গল করিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় সঞ্চয় করিবার যেই উপায় এতদ্দেশ সম্বন্ধে পুত্র কন্যা দিগের শিক্ষার আবশ্যক হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের মুক্তহস্ততা বা ঔদাসীন্য নিবন্ধন যেই অর্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে। মনে কর যদি এরূপ কোন উপায় করিয়া যাওয়া যায় যে যে পুত্র যতদিন সুশিক্ষিত না হইবেন ততদিন শিক্ষার উপযুক্ত ব্যয় মাত্র পাইবেন। পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহ হইবে, অবশিষ্ট অর্থ কোন বিশ্বাস যোগ্য পাত্রে নিহিত থাকিবে। উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে যিনি যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন তিনি প্রার্থী হইলে তাঁহার অংশমত অর্থ পাইবেন। তাহা হইলে অর্থনষ্ট হয় না। অনেক ধনবান ব্যক্তি এই উদ্দেশেই একটি কিউটী নিযুক্ত করিয়া যান, কিন্তু সেই একটি ট্রাষ্টীরা সকল সময় বিশ্বাসানুরূপ ব্যবহার করেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন বিশ্বাস যোগ্য কোম্পানি সেই ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। এই জন্যই লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সম্প্রতি স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর ক্লার্ক সাহেব হিন্দু ভদ্র লোকদিগের সঞ্চয়ের সুবিধা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ইন্সুরান্স কার্য্যের ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয় আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে ইন্সুরান্স কাহাকে বলে জানেন, তবু আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে [illegible] এক ব্যক্তি আপনার [illegible]

[illegible] প্রভৃতির [illegible] তাঁহার অবর্ত্তমানে [illegible] সংসারের [illegible] বিপদের [illegible] ৩০০০০ [illegible] টাকার উইল করা সহজ নহে। সুতরাং স্থির করিয়া [illegible] নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার [illegible] তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে ৩০০০০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এপ্রণালীর সুবিধা এই যে যদি এই নিয়মমত হওয়ার দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই ৩০০০০ হাজার টাকা পাইবে। আবার অপরদিকে যদি তিনি কোম্পানির অঙ্গীকৃত সময় অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন এবং তদ্দিনে যদি তাঁহার ৪০০০০ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয় তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই ৩০০০০ হাজার টাকা পাইবেন। এই যে লোকের সঞ্চয় করিবার সহজ উপায় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু অন্য ইন্সুরান্স কোম্পানিদিগকে লোকের সহজে বিশ্বাস হয় না। সেদিন ও আমেরিকা ইন্সুরান্স কোম্পানি কতকগুলি ভদ্র লোকের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন তাহাতে [illegible] হইতে পারে।

[illegible] লোক [illegible] উপায় [illegible] আমাদের [illegible] উপায় [illegible] নাই। [illegible]

সাগর ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কর্ত্তৃ যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও শুভকর। কিন্তু বোধ হয় সাধারণে সে বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি এই অভাব দূর করিতে চান ভালই কিন্তু তাহাতে বোধ হয় মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র লোকদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে না। তাঁহাদের পক্ষে দ্বিতীয় উপায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা একেবারে অধিক টাকা দিবেন না। এবং যে কোন উপায় ধিক্কারীকেও দিবেন না। যাঁহার নামে সঞ্চয় করা হইবেক, তাঁহাকে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট মত কিছু কিছু করিয়া দিবেন। আমরা আমাদের উপার্জ্জক ও মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীয় পাঠকবর্গের মন এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি, সকলেরই এই রূপে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করা উচিত।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের কিরূপে সাহায্য করা উচিত।

অদ্যাবধি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার দুইটী মাত্র উপায় স্থির করা হইয়াছে, প্রথম পব লিকওয়ার্ক অর্থাৎ রাস্তা খাল প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা; দ্বিতীয়, বিশেষ আবশ্যক হইলে রিলিফ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যাদি বিতরণ দ্বারা। প্রথম সংকল্প অনুসারে শোণ খাল, গণ্ডকের বাঁধ, উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি আরম্ভ করা হইয়াছে। যেখানে এই সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সেখানেই লোক জুটিতেছে। সাহেব ১২০০০ হাজার লোক একত্রিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে পয়সায় বেতন না দিয়া খাদ্য দ্রব্যে দিবার সংকল্প করিয়াছেন, সেই জন্য ব্রহ্মদেশ, কটক প্রভৃতি নানাস্থান হইতে চাউল আমদানী করিয়া সেই সকল কার্য্য ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। এখনও সেখানকার বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে এবং মূল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই, এই জন্য আপাততঃ সে সকল চাউল ছাড়িতেছেন না, পয়সা দিয়া বেতন দিতেছেন। যখন খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইবে তখন তাহা বাহির করিবার অভিপ্রায় আছে।

গত বারের গেজেটে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে যাহারা সমস্ত দিনের কার্য্য করিতে পারিবে তাহারা সমস্ত দিনের মত বেতন পাইবে এবং যাহারা তাহা না পারিবে, তাহারা খোরাকি মাত্র পাইবে, এস্থলে কতক গুলি কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ মজুরি করা যাহাদের অভ্যাস তদ্ভিন্ন অন্য লোকে কখনই সেই সকল কার্য্য রীতিমত করিতে পারিবে না। রীতিমত কার্য্য করিতে না পারিলে উপযুক্ত রূপ বেতন পাইবে না। যাহা কিছু অল্প পাইবে তাহাতে তাহাদের খোরাকি বলিয়া পরিবারদিগের সাহায্যের সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিশেষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানকার নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা মজুরি করিবার জন্য গৃহের বাহির হয় না। তবে তাহাদের রক্ষার উপায় কি? আমাদের বিবেচনায় সেদিন আমাদের একজন পত্রপ্রেরক যে প্রস্তাব করেন গবর্ণমেণ্ট যদি সেই উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও বিশেষ সাহায্য হইত। সে উপায় এই, মজুরদিগের দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চাউল আমদানী করিয়া যদি খাদ্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে প্রেরণ করিতেন এবং এত মণ চাউল প্রস্তুত করিলে এত চাউল দেওয়া যাইবে, এই রূপ একটী দর স্থির করিয়া যদি সেই ধান মজুরদিগের স্ত্রী দিগকে ভানিতে দিতেন তাহা হইলে তাহারা গৃহকার্য্য সারিয়া সমস্ত দিন ধান ভানিতে পারিত এবং সেই উপায়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত। পল্লী গ্রামে অনেক নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক এই উপায় অবলম্বন করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অল্প বেতন পাইলে তাহারিগকে অল্প আহার করিতে হইবে, এদিকে আবার অধিক উপার্জ্জনের আশায় অধিক পরিশ্রম করিতে থাকিবে। সুতরাং ক্রমে অবসন্ন হইয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সচরাচর মজুরেরা দিনে৷০ করিয়া উপার্জ্জন করে, শস্যাদির অবস্থা ভাল থাকিলে তাহাতেই তাহাদের সংসার নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইবে তাহাতে সে উপার্জ্জনে পরিবারের অন্ন বস্ত্র হওয়া দুষ্কর হইবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় তাহাদিগকে বাজারে চাউলের মূল্য বিবেচনা করিয়া বর্দ্ধিত মজুরি দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রিলিফ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অন্নসত্র প্রভৃতি করিয়া এক স্থানে বহুজনের সমাগম করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের একজন পত্রপ্রেরক ও এই কথা বলিয়াছেন। একত্র বহুজনের সমাগমে অনেক ক্লেশের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ এত লোকের আহার প্রস্তুত করিতে সচরাচর অনেক বেলা হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেকের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ অনাবৃত স্থানে বাস ও রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা। তৃতীয়তঃ যাহারা বিশেষ অসুবিধা নিবন্ধন অন্নসত্রের স্থানে আসিতে পারিবে না তাহাদের কষ্টদূর হইবার আশা থাকিবে না এই কারণে

বোধ হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে কাহাকেও গ্রাম ও গৃহ ছাড়িয়া যাইতে না হয়। দুই তিন খানি গ্রাম একত্র করিয়া এক একটী কমিটী স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট এই সময় হইতে ধান প্রেরিত হউক। সেই সকল ধান এখন গোলাজাত করিয়া রাখা হইবে; যে সময়ে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হইবে, তখন কমিটী চতুর্দ্দিকের দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সেই সকল ধান ভানিতে দিবেন। এবং উপযুক্ত রূপ অনুসন্ধান করিয়া লোকের অবস্থা ও পরিবার দেখিয়া দিন দিন চাউল বিতরণ করিবেন। দরিদ্রেরা কমিটীর গোলা হইতে সেই চাউল প্রতিদিন লইয়া যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট টিকিট থাকিবে এবং সেই টিকিট প্রতি দিন দেখাইতে হইবে।

এই রূপে নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সাহায্য হইতে পারে কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ভদ্রবংশে জাত কিন্তু অতিশয় দুঃস্থ। তাঁহারা অন্য হস্তে ত যাইতে পারিবেনই না, কমিটীর বিতরিত চাউল আনিতে যাওয়াও তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক হইবে। তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের জন্য যদি গ্রামের জমিদারদিগের বাটীতে স্বতন্ত্ররূপে চাউল বিতরণ করা হয় তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি না হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট এতদূর করা আবশ্যক মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতেছি তাঁহারা সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিবেন তথাপি সে সকল স্থানে যাইবেন না।

সার জর্জ্জ কাম্বেলের সদাশয়তা।

আমরা আনন্দের সহিত পাঠকগণের গোচর করিতেছি যে গত বারে সার জর্জ্জ কাম্বেলের পদত্যাগ উপলক্ষে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা আপাততঃ ঘটিতেছে না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কার্য্য পরিচালনা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং অবসর লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনও করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিয়া তিনি আপনা হইতেই অবসর লওয়া স্থগিত রাখিয়াছেন। যতদিন তাঁহার সাহায্য আবশ্যক ততদিন তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে প্রকার অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি অনায়াসে অবসর লইয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিনি ইতি মধ্যেই যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট কীর্ত্তি থাকিত, কিন্তু তিনি নাকি করমই পরিশ্রম ও কার্য্যভার স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না সেই জন্যই শরীরের এরূপ অবস্থায় পুনরায় এই গুরুতর ভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক উপস্থিত বিপদের সময় তাঁহার মত একজন কর্ণধার নিতান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াও যে তাঁহার এত উৎসাহ ও উদ্যোগ ইহাও সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি ভারতবর্ষে অন্য কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারুন আর না পারুন অন্নদা মনা হইয়া কিরূপে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন।

আরকেথরের মহাত্ম।

সম্প্রতিকর মহাত্মের ইচ্ছাপত্র সুদ্ধি অবগত হইয়া আমিল। [illegible]

কীর্ত্তির কথা মধ্যে মধ্যে কর্ণগোচর হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মনুষ্য মনুষ্যকে যত প্রতারণা করিয়াছে বোধ হয় জগতে এত প্রতারণা অন্য বিষয়ে হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য আদালত, সেই আদালতেই মিথ্যা জুয়াচুরি প্রভৃতির যত প্রাদুর্ভাব। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য তীর্থস্থান কিন্তু বোধ হয় এমন অধর্ম্মের জন্মভূমি আর নাই। অতএব রাজা যেন দ্বিতীয় মহান্ত নিয়োগ করিয়া যাই না হন। যাহাতে ভবিষ্যতে মহান্ত আর যথেচ্ছ ব্যভিচার চরিতার্থ করিবার পথ না পায় এরূপ কতকগুলি নূতন কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। যে স্থানে সর্ব্বদাই শত শত ভুলা জন্য যাতায়াত করিয়া থাকেন সেস্থান সকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব ও সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

—:—

মুসলমানদিগের বিবাহ।

মুসলমান ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সকল প্রকার বিভিন্নতা আছে। বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন তাহার মধ্যে প্রধান। হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী যেমন পরিষ্কার তেমন পবিত্র। বিধবাবিবাহ এবং সহিতেদ (ডাইভোর্স) প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, বিবাহ-ঘটিত দায়াদি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। কে কাহার স্বামী, কে কাহার স্ত্রী এ সম্বন্ধে সংস্কার এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল যে তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু মুসলমানদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং আইন উভয়ই অত্যন্ত শিথিল। এই জন্য বিবাহ ঘটিত এত প্রকার বিবাদ ও গোলযোগ উপস্থিত হয় যে সেই সকল গোলযোগ নিবারণ করিবার জন্য কোন একটী উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণে পাট্টা দলীল প্রভৃতি রেজিষ্টরি করিতে হয় সেই কারণেই মুসলমানদিগের বিবাহ রেজিষ্টরি করা আবশ্যক হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের সময় কাজীরা এই সকল বিবাহের সাক্ষী থাকিত। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও আছে যে একজন রাজপুরুষ উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য হওয়া উচিত।

বিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক মনে করিয়া কাজী নিযুক্ত করিবার প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে মুসলমানদিগের অসন্তোষ এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদও গোলযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং মুসলমানদিগের বিবাহ প্রভৃতির রেজিষ্ট্রেশন করাইবার জন্য পুনরায় কাজী নিয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কাজীদিগকে নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহার নিকট বিবাহ প্রভৃতি রেজিষ্ট্রেশন করা না করা মুসলমানদিগের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে।

যদি গোলযোগ নিবারণের জন্য রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয় তবে রেজিষ্ট্রেশন স্বেচ্ছাধীন রাখা হইল কেন? লোকদিগের অভাবে বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদ উপস্থিত হইলে অনেক বিপদে পড়িতে হয় দেখিয়া লোকে আপনা হইতে রেজিষ্ট্রেশন করিতে ইচ্ছুক হয়, এবং বিবাহীর নিকট [illegible] করিতে যে আপত্তি ছিল তাহা চলিয়া যাওয়াতে অনেকের সেবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে, ইহাই কি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য? বলপূর্ব্বক সকলকে বাধ্য করিতে গেলে মুসলমানদিগের বিরক্তি বাড়িতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষেরা কি সেই আশঙ্কা করেন? যাহা হউক লোকদিগকে প্রকারান্তরে বাধ্য করিবার উপায় আছে। বিবাহ ঘটিত যে সকল মকদ্দমায় রেজিষ্ট্রেশন থাকিবে না তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক অধিক পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া যদি দণ্ডস্বরূপ কিছু কিছু জরিমানা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে লোকে আপনা হইতে রেজিষ্ট্রেশন করিতে ইচ্ছুক হইবে। সুযোগ্য সহকারী হিন্দু পেট্রিয়টও এই প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন

—:—

সাউথ সুবারবান মিউনিসিপালিটী।

আমরা পুনরায় এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছি। আরও যে কত বার বাধ্য হইতে হইবে তাহাও বলিতে পারি না। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের কথাগুলি কি তাঁহাদের শ্রবণের অযোগ্য? একবার ত এই বিষয় লইয়া একটু আন্দোলন হইলে সকলে আশ্বাস দিলেন যে এদিকের টাকা সদাতাদিগের আর অনুযোগ করিতে হইবে না। গড়িয়া রাজপুর, হরিনাভি প্রভৃতির টাকা সদাতারা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটির জন্য আবেদন করিলেন। সভাপতি বলিলেন ৩০০০ হাজার টাকা মাত্র আয় লইয়া একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইতে পারে না। মিউনিসিপাল আইনের কোন ধারাতে এই কথাটী আছে আমরা জানি না। যদি তাহাই হয় আরও দুই একটী গ্রাম লইয়া কি একটী মিউনিসিপালিটী করা যায় না? অতএব সেই সকল স্থান লইয়া এই সাউথ সুবারবান মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে এতাবৎকালের মধ্যে পুলিস কাঁড়ী ভিন্ন এখানের টাকা সদাতারা মিউনিসিপালিটীর কোন

কার্য্য দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। আমরা পুনরায় এক একটী করিয়া সেই কয়টীর উল্লেখ করিতেছি।

১ম। বক্তিয়ার রাজপুর মিউনিসিপালিটী এই কয়েক বৎসরে গড়ে ৩,০০০ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। ঐ ৩১০০ হাজার টাকার মধ্যে প্রায় ১২০০ টাকা পুলিস প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, অবশিষ্ট প্রায় ৭০০৮০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। আট দশ বৎসর এই রূপ টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যে এদিকের রাস্তা ঘাটের জন্য ৪০০ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বেহালা প্রায় সহরের মত হইয়া গেল।

২য়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বেহালা প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা এই কয় গ্রামের ট্যাক্সদাতাদিগকে গুরুতর হারে টাকা দিয়া থাকে।

৩য়। মিউনিসিপালিটী হইতে একটী ডাক্তারখানা ও কতকগুলি কুলী নিযুক্ত হয়। তাহারা এই দশ বৎসরের মধ্যে এদিকে একবার ও পদার্পণ করে নাই।

৪র্থ। যে একটী মিউনিসিপাল স্যানিটারি আছে, তাহা বেহালাতে। বেহালা এখান হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে, সুতরাং এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের কত উপকার হইতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

আমরা অনেক চেষ্টা করাতে কতদিনের পর, ভাটিকত পুল প্রস্তুত করিবার জন্য ১৬০ টাকা হুকুম হইয়াছে। সেই টাকাতে আমাদের এখানকার সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ ঘোষ কত কতগুলি পুল প্রস্তুত করিতেছেন। বিতীয়তঃ এখানকার ট্যাক্সদাতাদিগের মধ্যে কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন মাত্র কমিশনারদিগের মধ্যে

উহার কোনের বিষয় আগামী বৎসর হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এই সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে বুঝি এ প্রদেশের টাকা এ প্রদেশে ব্যয় হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। কতক কথা নাম মাত্র। মিউনিসিপালিটীর সকল ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হইবে। যে যাহে এ প্রদেশের উপকারের সম্ভাবনা, তাহা বহন করিতে সকলে প্রস্তুত। কিন্তু যেরূপ কর্ম্মে ব্যয় হইবার কথা হইতেছে তাহাতে এস্থানের ট্যাক্সদাতাদিগের কিছু মাত্র উপকার নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে মিউনিসিপালিটীর একটী আফিস বাটী ও একটী টাউনহাল হইবে। তাহা বেহালাতেই হইবে, কিন্তু তাহার অংশ এস্থানের ট্যাক্সদাতাদিগকে বহন করিতে হইবে। এস্থানের লোকদিগের মত যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বেহালা অপেক্ষা আলিপুরে যাওয়া এখানকার লোকদিগের পক্ষে অধিক সহজ। বেহালাতে যাইতে অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা নাই।

আমরা বাস্তবিক বলিতেছি আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। অবিচার আর সহ্য হয় না। ট্যাক্স দিতে বিলম্ব হইলে লোকের দ্বার, জানালা, ঘটী, বাটী, গরু বাছুর বিক্রয় করা হয় অথচ দশ বৎসরের মধ্যে পথে ঘাটে এক মুষ্টি মাটি পড়িল না। ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক নির্ম্মূল হইল তথাপি দশবৎসরের মধ্যে একটী জল নির্গমের পথ প্রস্তুত হইল না। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ট্যাক্স দেয় তাহাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা। তাহা না হইলে আবার ন্যায় বিচার কি? এক সভার সভ্য ব্যয় জন, তাহার মধ্যে ৯।১০ জন বেহালার লোক। এমিলেন দুইটী মাত্র সভ্য [illegible] হইয়াছে। [illegible]

এই [illegible] সভার [illegible] উপস্থিত করিতেছি যে [illegible] উপায় করুন। [illegible] শেষ হইবে। মিউনিসিপালিটী যদি কতক মিউনিসিপালিটী না হয়, দুই সভাপতি থাকুন, একদিক হইতে [illegible] সভা গ্রহণ করুন। [illegible] একটী অন্য এক ধারে আলিপুরে অফিস বসুক। বেহালার অফিসে কমিটিতে উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। এরূপে কি কার্য্য করা যায় না? আমরা দরখাস্ত লইয়া সেক্রেটরির নিকট উপস্থিত না হইলে কি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না? [illegible] বলিয়া সুখ্যাতি আছে, আপনি করি কিনি ইহার একটী উপায় করি দেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত বারে সুরেন্দ্র বাবুর মুক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা অমূলক মাত্র। সুরেন্দ্র বাবু [illegible] সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু অবশ্যে [illegible] কোর্ট সংস্কার যে তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, কিন্তু অবধারিত। [illegible] এডিসনাল বলিয়াছেন যে [illegible] মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন না। সুরেন্দ্র বাবুর বিপক্ষে যে [illegible] লাভ করিবেন। আমাদের [illegible] বিষয় তিনি [illegible]

চনা করিতে পারি নাই গ্রন্থকারও সন্তুষ্ট হন এরূপ আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন ।।

(১) পুষ্পবনী। মাসিক পত্র ১ ম খণ্ড সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে পত্রাঙ্কের নাম নাই। ইহাতে বালমুকুল কল্কিপুরাণ, লাইকরগস, মঙ্গলগ্রহ, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। দুইটী কবিতাও আছে এবং উহা ভিন্ন পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধেও দুই এক কথা আছে। আমরা এই পত্রিকা খানির স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম লেখকের বাঙ্গলা লিখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু পাঠ করিয়া মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপকার হয় এমন অধিক পদার্থ নাই। বালমুকুল বিষয়ক প্রস্তাবটী ভাল লাগিল

(২) জ্ঞানাঙ্কুর। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও সমালোচন শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এখানি সর্ব্বাংশে প্রীতিজনক হইয়াছে। ছাপা উৎকৃষ্ট বিষয়গুলিও উত্তম। যতগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে সকল গুলিতেই চিন্তাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অ. ই হার যে বিশেষ আদর করি। দেশের লোকে চিন্তা শক্তির উদ্রেক করা, রুচি পরিষ্কার করা প্রভৃতি এই সকল পত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমরা এই মাসিক পত্রিকা খানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। দেশে এইরূপ পত্রিকা বহুল পরিমাণে প্রচার হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। জ্ঞানাঙ্কুরের সম্পাদক একজন প্রতিভাশালী লোক, আমরা মনে করিয়াছিলাম তাঁহার পত্রিকার সমকক্ষ হওয়া সহজ নহে। কিন্তু আমরা জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদককে উৎসাহ দিতেছি, তিনি আরও পরিশ্রম ও যত্ন করুন বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বিষয় গুলির এক একটী করিয়া সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

(৩) অবকাশরঞ্জিনী. এখানিও মাসিক পত্র ও সমালোচন। ইহাতেও চিন্তার উৎকর্ষকারী দুই একটী বিষয় দেখা গেল।

(৪) অশ্লীলতা নিবারণী সভার রিপোর্ট। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(৫) সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীমধুসূদন দত্ত প্রণীত। ছুচাকযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ইহাতে বহুবিধ বালকদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক গুলি কবিতাও আছে। গ্রন্থকার এখানিকে বালকদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী করিয়াছেন। বাঙ্গলা স্কুল সমূহের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পড়াইলে বালকদিগের অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইনস্পেক্টরেরা এইরূপ পুস্তক সকল যদি পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা হইলে উত্তম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইংরাজী রীডারের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতে এইরূপ কতকগুলি পুস্তকের অভাব ছিল ক্রমেই ভাল হইতেছে।

(৬) গভর্ণমেণ্টের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। ইহাতে অতি সুন্দর ইংরাজীতে অনেকগুলি সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার, নামে কি?" প্রস্তাবটী সেলামপুরের সাহেববিবির পাঠ করিলে উপকার হয়

বিবিধ সংবাদ।

২৪ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

ত সকেহরের মহাত্ম বাবি টালিতে না পারাতে তাহাকে গঙ্গা হইতে জল তুলিতে দেওয়া হয়, তাহাও পারিয়া উঠেন নাই। এক্ষণে তিনি হুগলীর হাসপাতালে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। যিরর শুনিয়া ছেন মহাত্ম জেলে সরিসা ভাঙ্গিয়া যে তেল প্রস্তুত করিয়াছেন জেলের অধ্যক্ষ ঐ তেল না কি ৯ টাকা সের বিক্রয় করিতেছেন। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক অন্যান্য মহাত্ম, তীর্থ স্থানের পাণ্ডা ও পল্লীগ্রামের অনেক ধনী সন্তানের উক্ত তৈল সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

গঙ্গার উপরে যে সেতুটী হইতেছে, ব্রাণ্ড ফোর্ড লেসলি সাহেব বলেন, উহা ১৮৭৪ অব্দের জুন মাসে সম্পূর্ণ হইবে। সেতুটীর প্রারম্ভে ৩ দুই জন ইউরোপীয় জীবন হারাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইতে কয় জনের জীবন সংহার হয় বলা যায় না।

বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র মহীমের ক্ষমার জন্য তত্রত্য প্রায় ৭০০ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি অনেকেই মহীমের দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, কিছু কাল বিলম্ব করিয়া যদি সকলে মিলিয়া দরখাস্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে সাহেব বোধ হয় কখনই অগ্রাহ্য করিতেন না, কয়েকজন অধীর প্রকৃতি লোকের দোষে সমুদায় নষ্ট হইল। এখন আর আবেদনে ফল হইবে আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

এ পর্য্যন্ত কলিকাতার সেরিফের পদে কোন এদেশীয় নিযুক্ত হন নাই সম্প্রতি মানকজী রুস্তমজীকে এই পদ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতার ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পুত্র এচ এম আর চক্রবর্ত্তী লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ডাক্তার ক্রফি কেরি সাহেব এতদুপলক্ষিত কাল পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের সার্জ্জরির প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হইয়াছে। যে চাউল ৩৷৵ হইতে ৩৷৵ পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইতেছিল, উহার মূল্য এক্ষণে ৩ টাকা ৩৷৹ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাবুলের স্বাধীন পার্শ্বত্য সম্রাটের ন্যায় আপনাকে আফগানস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধাদিও তদনুসারে প্রস্তুত হইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আকুব খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা খানকে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই কাবুলীয় আবদুল্লা খানের মাতার একান্ত বাধ্য। এরূপ বাধ্য বাধকতা বহু অনর্থের মূল হয়।

আরকটের প্রিন্স আজিম জার এই বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ পীড়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয়।

২৫ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন "দমদমার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর নামক গ্রামের পরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার পুত্র কালীপূজার দিন একটী বিধবাকে গুরুতর

রূপে প্রচার করেন, ফরিদপুর কালেক্টরেটে যাহাতে উহাদের ২০ টাকা করিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন এবং ছয় মাসের জন্য শাস্তিরক্ষার্থে ৫০০ টাকার মুচলেকা লইয়াছেন। ডুলক পত্রে এই বিষয়টী পরিচালিত হইয়াছে। শ্রীলোকটী পরাণচন্দ্রের (সহোদরা ?) ভগিনী। অমৃত বাজার সম্পাদককে তাহাকে "অসহায় বিধবা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা ভাল হয় নাই। সাহেব দুইজন ইহাদের অত্যাচারে গ্রামের লোকের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, কালেক্টর সাহেবও যে ইহাদিগকে বিলক্ষণ চিনিয়াছেন, তাহা তাঁহার রায়ের ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মুচলেকা ও জরিমানা দিয়া তাহাদিগের রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। কলিমর সাহেব এই দুই মহাত্মার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদের প্রার্থনা"। সংবাদটী মন্দ যৌতুকাবহ নহে। প্রচারকর্ত্তা আভা ও আদুলস্কুল, প্রহৃত, ভগিনী ও পিসি। মারপিট কালী পূজার দিন, ইহাতে আমাদের কেবল কেবল লাগিতেছে। পিসিটীকেও মার খাওয়ায় পিসি বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক ভদ্র সমাজে এরূপ ঘটনা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই

৮ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

পুনরায় হকোর্টপুনরায় মকদ্দমার আপীল আরম্ভ হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায়, পেন্সন পক্ষের কাউন্সিলের বক্তৃতা শেষ হয়। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন সোমবার রায় প্রকাশ করিবেন। বিচার [illegible] কোর্ট লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

গত ৮ মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৭০৪১৯৮ টাকার চণ্ডীল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৭১ সালে ১৪৮৭৮০৩ টাকার রপ্তানী হয়। এ বৎসরে এখন ৮৮৪৯৩ টাকার কম রপ্তানী হইয়াছে।

[illegible] সাহেব কর্ত্তৃক পার্থক্য অধিকৃত হইয়া এখন তাহা বন্দরের পাইতেছে। উপায়ই যা কি তাহার [illegible] পাঠাইতে অমত করিতেছেন।

ডফরিন মেডালের গবর্ণমেণ্ট বন্দরের দুর্গত লোকের জন্য কিছু টাকা রাখিবার জন্য পণ্ডিতবর গবর্ণরের অনুমতি প্রার্থনা করায়, ডফরিন সাহেব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। এটী নিতান্ত বাড়াবাড়ির কথা হইয়াছে।

আগামী ২০ এ ডিসেম্বর ঐরিবার গবর্ণর মেন্ট হাউসে লাট বর্ষপ্রবেশের এক লেডি হইবে।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, " ভারত বর্ষের চৌট সেক্রেটারির কার্য্য কিরূপ সুচারু পূর্ব্বক চলে তাহার বিবরণ বোধাইর এক খানি ইংরাজি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। চৌট সেক্রেটারিকে কোন পত্র লিখিলে ১ ম ইহা একজন মুন্সেফ, (২) এক জনে উহা এক খানি বহিতে তোলেন, (৩) তৎপর এক খানি বহিতে তোলেন, (৪) তৎপর এক ব্যক্তি এ পত্র যে বিভাগের তাহার সেক্রেটারির নিকট অর্পণ করেন, (৫) তৎপর এক ব্যক্তি ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখেন। কিছুদিন পরে ইহা একটী কমিটিতে অর্পিত হয় (৬) তৎপর ইহা আবার আর একটী কমিটিতে অর্পণ করা হয় তাহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন (৭) পুনর্ব্বার উহা সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হয় তিনি ইহা তাহার সহকারীকে দেন (৮) তিনি ইহা নকল করিবার নিমিত্ত আর এক জনকে দেন (৯) তিনি নকল করিয়া আসিষ্টাণ্টকে প্রত্যর্পণ করেন (১০) আসিষ্টেণ্টের প্রথম ক্লার্ক ইহা পরীক্ষা করেন (১১) উহা সেকাকার মধ্যে পুরেন (১২) পাঠককে দেন (১৩) পিয়ন উহা ডাকঘরে দেয় ! আমরা সেক্রেটারির কার্য্য প্রণালীর নিমিত্ত ভাবিতেছিলাম [illegible] মধ্যে আর ৩টী কয়েক কর্ম্মচারী [illegible] কিন্তু সেক্রেটারি

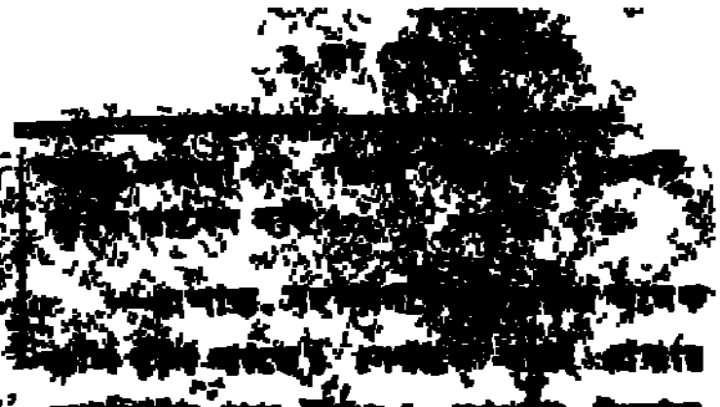

[illegible] বন্দরটীর বন্দরটীর। [illegible] সাহেব একজন [illegible] উহাতে একটী দীপ প্রস্তুত করিয়া উহার একটী বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানটীর বিষয় লিখিয়াছেন, উহা ৮০০ ফিট উচ্চ একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সেখানে উঠিয়া তিনি প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পান। ঐ গাছের শাখায় উপর তথাকার লোকেরা ঘর বান্ধিয়া বাস করে। ঐক একটী গুহ বাটি হইতে ১০০।১৫০ ফুট উচ্চ। সতার একজন খ্রিষ্টিয়ান ঐই গুহে আরোহণ করিতে যায়। গুহগুলি দেখিতে মধুর এ গুহরূপে "মিশিত" এক একটী গুহে ১০।১৫ জন লোক বাস করিতে পারে। গাছের নীচে আবার একটী গুহ আছে। একদল ধীপবাসীরা ঐই গুহে বেলা অবস্থান করে, রাত্রে ঐক্যের শিরোদেশস্থিত গুহে বাস করে। এখানকার লোকেরা সম্পূর্ণ অসভ্য। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া যে [illegible] সেই তাহাকে খুন করে এ সকল মতক ছারা খুব তথোত্তম করে। কাপ্তেন সিমসন একজন প্রধান ব্যক্তির বাটি গমন করেন। সেখানে তিনি ২৫ টী মনুষ্য মতক ঝুলিতেছে দেখিতে পান ইহারা শত্রুর মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বাটি চুল ও পুরুষেরা অল্প চুল রাখে।

২৭ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

শিবপুরে ওলাবিবি আবির্ভূতা হইয়াছেন। অনেক লোক মারা পড়িতেছে। যাহারা জীবিত রহিয়াছে তাহাদের [illegible] ভয়ে [illegible] হইয়া [illegible]

হেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পর্য্যন্ত ইহাঁর চিকিৎসায় প্রশংসা করিয়াছেন।

বিচারপতিদিগের বিচারে কৃষ্ণের সুপ্রসিদ্ধ মাশাল ব্যাজেনের অবমাননা ও প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া বিচারপতি যার কামাখ মিত্রের জীবন সংশয় হইয়াছিল তাঁহার কতক উপশম হইয়াছে।

ডাক্তার ম্যাকনামারা জয়পুরের রাজার চক্ষুরোগ আরোগ্য করাতে রাজা তাঁহাকে নগদ ১৫ হাজার ও কতকগুলি জহরত ও একখান ভরবার পুরস্কার দিয়াছেন। রাজা ম্যাকনামারার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যে তিনি আসিবার সময় তাঁহাকে আমলা বর্গ সহিত রাজবাটীর বহির্ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া যান।

মিরর বলেন, কাবেল সাহেব কখন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন এখনও তাহার স্থিরতা নাই। ইতি মধ্যে টেম্পল সাহেব একবার বাটী বেড়াইয়া আসিবেন। ষ্টেটসম্যন কলিকাতা হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অবধি কাবেল সাহেব পদত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লাট নর্থব্রুককে বলিয়াছেন, যতদিন আর শক্ত হয়, তিনি পদস্থ থাকিতে প্রস্তুত আছেন। এ সময় কাবেল সাহেব বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ না করেন সকলেরই ইচ্ছা।

২৮ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্য ও অদ্য বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, যে বৃষ্টি হইয়াছে, উহা সময়ে হইলে উত্তম ফসল জন্মিত। এই বৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই, ইহাতে রবিশস্যের উপকার হইবে বটে কিন্তু যে সকল কাটা-ধান ক্ষেত্রে রহিয়াছে এবং যেগুলি পাকিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিবে। লোকে যে বলে "পাকাধানে মই" তাহাই ঘটিয়াছে।

অদ্য লার্ড নর্থব্রুক কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। অপরাহ্ণ ৪—১৪ মিনিটের সময় আর্ক্লি ঘাটে অবতীর্ণ হন। তাঁহার আহ্লাদার্থ ১৪ পদাতি রেজিমেণ্টের সেনাগণ রেলওয়ের ঘাটে এবং বলটিয়ার রয়াল গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেলওয়ে ঘাটে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হয়। তিনি যখন গাড়িতে যাইতে লাগিলেন, সকলেই সেলাম করিতে লাগিল, তিনও টুপি খুলিয়া সহাস্য বদনে সেলাম করিতে করিতে গমন করিলেন। এ সময়ে সর্ব্বত্রই রাজধানীতে আনন্দ-ধ্বনি করাতে সকলেই আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে, অনাহারে দুই একটী লোকের মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে আর সংশয় করা উচিত হয় না, এক শস্যক্রয় দ্বারা এন্ড্রসারণের যে চেষ্টা হইতেছে [illegible] ফলপ্রদায়ী হইবে আমাদিগের মন বোধ হয় না। অনেকে আশা করিয়াছেন লাট নর্থব্রুক রাজধানীতে আসিয়া বিদেশীয় বন্দরে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। তিনি পূর্ব্বে এ অভিপ্রায় প্রকাশও করিয়াছিলেন যে আর শক্ত হইলে রপ্তানী বন্ধ করিবেন, এক্ষণে যে সেই আশঙ্কাকর উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব লোকে যে আশা করিতেছেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের সেই আশা পূরণ করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

তারকেশ্বরের মহন্ত বাভিচার দোষে দোষী হওয়াতে বর্দ্ধমানের রাজা বারাণসীস্থ মহন্তদিগের প্রধানকে তারকনাথের মন্দিরে আর একজন নূতন মহান্ত নিয়োগের জন্য লিখেন, ঐ পদে একজন নূতন মহান্তও নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানের বর্দ্ধমান রাজার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং তারকনাথের সেবার্থ অনেক ভূমি দান করিয়া যান। দুঃখের বিষয় এই, ঐ সকল ভূমির উপস্বত্ব তারকনাথের না হইয়া মহান্তের সেবার্থই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছিল। তারকনাথের আয় অল্প নয়, যাহাতে উহার সদ্ব্যয় হয় তাহার একটী ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বোম্বাই গেজেট বলেন একটী ব্রাহ্মণ বিধবা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহার কোন স্বজাতীয় যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, আবেদন করিবেন। সুপারিস চলিবে?

২৯ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

বেঙ্গল হইতে পূর্ব্বিয়ার চাউল আমদানী হইতেছে।

কাছাড়ের ন্যায় সিলেটেও ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে।

মাদ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে পূর্ব্বিয়ার অনেক শস্য নষ্ট করিতেছে। এবার এদেশের শস্যের প্রতি নিতান্তই শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মদীয়াতে পানীয় জলের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, কয়েকজন জমীদার যে জলকষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা সত্যই হইল। এবার দুর্ভিক্ষ একাকী বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতেছেন না।

বঙ্গদেশের ন্যায় জাবা দ্বীপে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পঞ্জাব হইতে নিম্ন প্রদেশ সকলে শস্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

পাবনায় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

বঙ্গদেশে রপ্তানী করিবার জন্য পুরীতে চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে এক স্থানের দরিদ্র দলের কষ্ট বৃদ্ধি করিয়া অপর স্থানের দরিদ্র দলের কষ্টের লাঘব করা হইতেছে মাত্র।

কতকগুলি ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক এই দুর্ভিক্ষের পরিণামে বিটিশ রাজ এদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়াছেন। যাহারা সর্ব্বদা বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেন তাহারা বোধ হয় সেই দলের লোক হইবেন।

সিলেট হইতে কলিকাতা পটনা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে চাউল রপ্তানী হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে পলমল গেজেট প্লোব টাইমস সাটর্ডে রিবিউ

এবং স্ট্রেপ্টোসাইটস প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ায় বড় বড় প্রস্তাব লিখিত হইতেছে।

বাকুড়া হইতে পাটনায় চাউল রপ্তানী হইতেছে। ২৯ এ নবেম্বরের পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২৩০ মণ চাউল আসিয়াছে।

মালদহ রঙ্গপুর এবং সাহাবাদে মজুরেরা কাজের অল্প, বড় ব্যস্ত হইয়াছে। কুচবিহার হইতে রঙ্গপুরে চাউল রপ্তানী হইতেছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, "জঙ্গল পুরের একজন তহসিলদারের স্ত্রী একবারে দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন, চারিজনের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত আছে। প্রসবের পর প্রসূতিরও মৃত্যু হইয়াছে।

নর্থিয়ায় ২৫ এবং রঙ্গপুরে ৩০ হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। সওয়ায় টাকায় ৮০ সিক্কা ওজনের ১৫ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। বাসে ইহাই যে টী চাউল ১৷৷ মণ বিক্রীত হইয়াছে।

মুঙ্গীরে লাভের খাদ্য ও কাজ যোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে লোকের কতক আশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও বুঝিতে পারিয়াছে যে শস্য জমাইয়া রাখা অপেক্ষা শস্য বিক্রয় ও আবার নূতন আমদানী করাতে লাভ আছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

গতসপ্তাহে প্রকাশিত অংশের অবশিষ্ট।

বাঁকুড়া—কোন কোন বিভাগে আট আনা সের চাউলে খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা কিন্তু অপরাপর স্থানে তিন চারি আনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। বীরভূম, পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্য ভাল ভোগ হয়। চাউলের মূল্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা এখন বন্ধ হয় নাই। মেদিনীপুর, খাদ্য পরিমাণের বৃদ্ধি হওয়াতে অপরাপর জেলার [illegible]

পরিমাণ খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা। হাবড়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা। প্রায় আট আনা পাইবার [illegible] খাদ্য [illegible] পাইবার সম্ভাবনা। [illegible] একবৎসর চালাইতে পারে। শ্রীহট্টা সেইরূপই আছে। তাতাই টাকা চাউলের মণ বিক্রয় হইতেছে। অনেকই হইবার সম্ভাবনা আছে। যশোহর—চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর উচ্চ মূল্যের মত জন্মিয়াছে। মালদহ অপর্য্যাপ্ত ও বৈষম্যিক খাদ্য সঞ্চয় করা হইয়াছে কিন্তু চাউলের দর কমে নাই। রাজসাহী বিষ্ণু বুঝিতে খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত দুঃখের সময় খাদ্য অনাভাবে শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে দরও বৃদ্ধি হইয়াছে। রঙ্গপুর, খাদ্য ছয় আনা পরিমাণ পাওয়া যাইবে, কিন্তু অপরাপর শস্য মন্দ নয়। এবং চাউলের দর ৩৷ হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। বগুড়া চাউল টাকায় ১৫ সেরের দরে বিক্রয় হইতেছে। দার্জ্জিলিং, দশ আনা পরিমাণ খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা। চাউলের দরও কমিয়াছে। জলপাইগুড়ি ঐ রূপ। সিলেট অধিক খাদ্য [illegible] হওয়াতে চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কমিয়া আসিতেছে। কাছাড়ে খাদ্য ঐরূপ। মওরাখালি আউস খাদ্য উত্তমরূপ জন্মিয়াছে, কিন্তু পঙ্গপাল পড়িয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। পুরী—রপ্তানির জন্য চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। বালেশ্বর—পঙ্গপালে শস্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। লোহার ডাঙ্গা, দশ আনা পরিমাণ খাদ্য জন্মিতে পারে। সিংভূম—৮ আনা রকম খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। সিমলুপালে আংশিক পরিমাণ খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা। ধালভূম, দশ আনা পরিমাণ খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা। উক্ত চারিজেলায় [illegible] হইয়াছে। আলমোড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য স্থান সমূহে খাদ্য অপর্য্যাপ্ত

ইংরাজের আনী দুর্ভিক্ষের কথা [illegible] হইয়াছে যে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

কার্য্য আরম্ভ করিলে হয়ত দ্বিগুণ কিম্বা ত্রিগুণ ভ্রব্য লইয়া যাইতে হয় সুতরাং সেই অসুবিধা বর্দ্ধিত হয়।

তুমি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্ট দেখিলেই জানিতে পারিবে যে দুর্ভিক্ষের সময় গো মহিষ প্রভৃতি অনেক যায়া পড়ে সুতরাং পর বৎসর চাষ করিবার ও অনেক ব্যাঘাত হয়।

আমার বক্তব্য এই সকল জমিদারেরা আপন আপন জমিদারিতে যান সেখানে সমুদায় সময় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাদের রক্ষা করুন। কেহ যেন প্রাণ পরিত্যাগ না করে। ব্রাহ্মণ দিগকে কাঁজী প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হউক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কর্ম্মচারী দ্বারা সাহায্য করিবার চেষ্টা হয়, তাহাতে ১৮৩১ সালের দুর্ভিক্ষে আমি অনেক ব্যক্তিকে খাদ্য দ্রব্য হস্তে করিয়া মরিতে দেখিয়াছি।"

৬ মাস হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মিরলি খিত ৫ টেলগ্রাম আসিয়াছে।

গত কল্য ডিউক অব আর্গাইল লর্ড মর্লের পত্রের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে দুর্ভিক্ষের সময় অপর সময়ের ন্যায় বাণিজ্যের চেষ্টার উপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতেছেন যে লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক উক্ত গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন। রপ্তানী বন্ধ করা অপেক্ষা বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী করা তাঁহার অধিক অনুমোদিত।"

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন বালুচরের জমিদার রায় রায় লক্ষ্মীপত সিংহ বাহাদুর তাহাঁর রঙ্গপুর ও দিনাজপুরস্থ প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন; এই সকল চাউল তিনি যথা সময়ে প্রজাদিগকে বিক্রয় করিবেন। তাহারা বৎসরের সেই সময়ে সস্তা দরে যে পরে চাউল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে।

তাহারা ক্রয় করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত তাঁহার প্রজাদিগকে এ বৎসরের খাজনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, এবং কেবল তাহা নহে তাহাদিগকে বিনাসুদে টাকা কর্জ্জ দিবার আদেশ করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

গত সাহাবজরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচন্দন ভুঁয়া চন্দ্ররায় গত ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা লাভ করেন। এবারেও তিনি প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে চাউল ক্রয় করিয়া গোলাবাত করিতেছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ৩১ শে জানুয়ারি ০০০ মণ চাউল ক্রয় করিয়াছেন। এই সকল চাউল দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের কষ্টের উপশম করিবার জন্য বিতরণ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৪০০০০ মণ কলিকাতা হইতে ক্রয় করিবার সংকল্প আছে। ১৬০০০ মণ ইতি মধ্যেই ক্রয় করা হইয়াছে। চাকার কমিশনর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ১০০০০০ মণ ক্রয় করিবার চেষ্টায় আছেন। অবশিষ্ট ১৫০০০০ মণের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহাজন দিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

এবারে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদে ইংলণ্ডে লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে আতক চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ চাউল রপ্তানী করা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সার আর্থর কটন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে ভাবী দুর্ভিক্ষে অনুমান ২ কোটি লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দুই কোটি লোকের অন্ন দিতে প্রতিদিন অন্ততঃ ৪২০০০০ মণ চাউল আবশ্যক, রেলওয়েতে প্রতিদিন ১৪০০০ মণ মাত্র বহন করা যাইতে পারে। অতএব ইণ্ডিয়া আফিস যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে হস্তে সময়ে অর্থ ও ক্ষমতা দিতেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট

আদেশানুসারে

নিম্নোক্ত।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

এডোয়ার্ড ফ্রেডরিক লিউইস মেডক সাহেব যে দিন হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন সেই দিন হইতে দিনাজপুরের ডিক্টিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

ডবলিউ লি, এক্ বিভন সাহেব পাবনা। ডিবিজনাই রাজস্ব বিভাগের রিভিনিউ কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। তিনি আরও দিনাজপুর রঙ্গপুর বগুড়া মালদহ এবং রাজসাহী বিভাগে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক তত্ত্বাবধারণ কার্য্যের ক্ষমতা পাইলেন। এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং কালেক্টরের কার্য্যও করিবেন।

লর্ড ই, আসিষ্টাণ্ট কমিসনর কাপ্তেন আর্থর এ, পিকিন্স সাহেব শিবসাগর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ফ্রান্সিস ডব্লিউ আসিষ্টাণ্ট কমিসনর মেডক ই ওয়াই, পালকোট সাহেব আসামে বদলী হইলেন। এবং লক্ষীপুর সদর ষ্টেসনে স্থাপিত হইলেন।

মওয়াখালীর সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার সব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু চন্দ্রমণী শঙ্কর রায়ের পরিবর্ত্তে (যিনি এক্ষণে শিশু পুত্রের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইয়া ছেন।) রাজসাহীর কামন্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য পাবনা বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য রাজসাহী বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটীব সিবল সার্ভিস পাস করিতে হইবে।

জর্জ্জ, ই, ম্যাকিই সি এস, রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে যত দিন না মৌলবী মহম্মদ ইউসফ কার্য্যে উপস্থিত হইতেছেন তত দিন বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সান্যাল বিভাগের সিওসানে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

খলিফতের সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ষ্টেফেন্স ওডনেল এস্ এ, ঐ জেলার স্থিতি কর বিভাগের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রীচরণ চট্টোপাধ্যায় (যিনি কিছুদিনের জন্য ছিলেন) একণে যশোহরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বদলী হইলেন।

যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী বীর হুমে বদলী হইলেন।

অধ্যক্ষ ওয়ার সাহেব রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন।

গভর্ণর জেনরি সেক্রেটরি সাহেব যশোহরে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ডিরেক্টর জেনরেল অনুপস্থিতি কালে জেনরেল আফিসের একটিং ইনিস্পেক্টর জেনরল টি, ব্রাণ্ডি বিভাগের একটিং ইনিস্পেক্টর জেনরল ডব্লিউ এ সাহেবকে আরও কিছু সময়ের ইনস্পেক্টর জেনেরলের কার্য্য করিতে হইবে।

একটিং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের সহকারী হইলেন।

সার্জ্জন ইউলিয়ম হেনরি গ্রেগ্, এম, ডি, ডাক্তার ফকিরচাঁদ যে স্থানে অবস্থান করিবেন সেইখানে দিনাজপুরের সিবিল সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের অনুপস্থিতি কালে সব আসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন বাবু চন্দ্রনাথ বিশ্বাস জাহাঙ্গীরাবাদে ইনিস্পেক্টর মেডিকাল আফিসরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার চন্দ্র বিশ্বাসের কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিতি-সময়ে, তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু রামচরণ পাল কাটওয়া বিভাগের ও সেই স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারাবধায়ক হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু গোপাল দয়ালাল দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

তৃতীয়শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু [illegible] দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

—:০:—

বাসেথর হইতে এক ব্যক্তি লিখিতেছেন।

১। উড়িয়ার শস্যের অবস্থা কোন কোন সংবাদপত্রে যেরূপ অবগত হওয়া যায়, [illegible] সেরূপ নহে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর অনুমান করিতেছি, তাহা সাকল্যে সিকি অংশে শস্য হানি হইয়াছে। যেসকল ধান্য বর্ষার অল্পাংশ ভোগ করিয়াছিল, তাহারা সংরক্ষণ হইয়াছে, কিন্তু যাহারা সে সময়ে মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা, কেবল শিশিরদ্বারা পুষ্ট অর্থাৎ সার বারি হইতে পারে নাই, আগড়া রূপে পরিণত হইয়াছে। মাহিয়ে যোবা আছে বটে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, শস্যের অবস্থা সম্পূর্ণ উত্তম বলিয়া অনুমান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, বহির্গত ধান্যের মধ্যে অনেকাংশ অসার অর্থাৎ আগড়া। এমত অবস্থায় যদি শস্যের রপ্তানী বন্ধ না হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যার দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। অন্যান্য বৎসর (যেবৎসর ফসল হইয়া থাকে) এমন সময়ে আকারের এবিঘে টাকায় সওয়া মণ করিয়া বেচ মণ চাউল ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন টাকায় /১৷৷ চল্লিশ সের চাউল পাওয়া যাইতেছে না। বিক্রীর সুবিধা দেখিয়া সকলে ধান্য ছাড়িয়া দিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য যে সকলের কি অধিকাংশের সঞ্চিত আছে, তাহা নহে, এক গত দুর্ভিক্ষ আজিও জর্জ্জরীভূত করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানী বন্ধ না হইলে পরে যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন। এস্থলে আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান রাজপুরুষ মহাশয় গণকে সবিনয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা রপ্তানি বন্ধ করিয়া উড়িষ্যার ভাবী দুরবস্থা নিবারণের চেষ্টা করুন। সময়ে ছাড়িয়া দিলে অসময়ে পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

২ পঙ্ক চন্দ্র এপ্রেলের দিবস রাত্রে, [illegible] শান্তির মিত্রির দুরবস্থা বাগ করিতে [illegible] হতাহুতিযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে [illegible] তিন চারিজন পর্যন্ত অগ্নির দুরবস্থা [illegible]

[illegible] বাটী [illegible] [illegible] [illegible]

পোষ্যপোষকতার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অত্যাচার নির্ব্বাসিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা যে কারণে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘোর জঙ্গলময় পরগণা গবর্ণমেণ্টের খাস মহল ও জমিদারির কয়েকজন জমিদার ঐ সকল বাস করেন, তাঁহাদের কয়েক জনের জমিদারির অংশ বাবু পদ্ম লোচন মণ্ডল, বাবু নারায়ণ গিরি ও বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রাণী সত্যভামা, রাজা আনন্দ লাল রায় প্রভৃতি তিন জন জমিদার আছেন। ইঁহারা সকলে এক জনকে স্থায়ী মায়েবি পদে অভিষিক্ত করিলে কোন গোলযোগ হয় না, মধ্যে কাঁথির রাজা ও চৌধুরী বাবু, মায়েবি পদটী ইতঃস্তত সঞ্চালিত করায় প্রজাদিগের কষ্ট হইয়াছিল। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ঘোর পরগণার মায়েবি পদটী সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, বলশালী বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধানকে স্থায়িরূপে প্রদান করিলে প্রজাদিগের সুখের সীমা থাকে না। আমরা ইন্দ্রবাবুর পক্ষীয় লোক নহি, অথবা তাঁহার নিকট কোন প্রত্যাশাও রাখি না। এদেশের লোকেরা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সুখ্যাতির পরিচয় দিবে তিনি এই পদের যোগ্য। ঘোষ ইন্দ্র প্রধান বাবুর নাম তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্টরূপে সাধারণ্যে গৃহীত হইবে। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট নায়েবি কার্য্য সুন্দর রূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা প্রায় আজীবন সম্ভ্রম ও যথেষ্ট বিশ্বাস সহকারে ঐ পদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, এমন কি তাঁহার দ্বারা ঘোরের নায়েবি পদ অপেক্ষাকৃত গৌরবাস্পদ হইয়াছে। তদীয় পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ বাবু উপযুক্ত গুণের সর্ব্বতোভাবে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত ঐ নায়েবিকার্য্য করিতেছেন, এক সময়ে দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে যদি প্রজাগণ যথাদেয় রাজস্ব প্রদান করিতে না পারে তথাপি তিনি তাহা নিজ হইতে দিয়া থাকেন। প্রজাদিগের তাঁহার উপর যথেষ্ট ভক্তিও আছে। তিনি অল্প বয়সে [illegible] করিয়া থাকেন তাহা এদেশের অনে[illegible] জানেন। শুনিতে পাইতেছি কোন [illegible] কোন কোন জমিদারের নিকট [illegible] নায়েবি পদ গ্রহণার্থ ব্যগ্র [illegible] হউক আমরা নির্ব্বাক্পাতিশয় [illegible] মেদিনীপুরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এচ, এল, হারিসন সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এবিষয়ের ন্যায়ানুসারে মীমাংসা করিবেন। তাঁহার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি নীল কমিসনের প্রথম উপলক্ষে ঘোরতে আসিয়া এবিষয়ের গূঢ় অনুসন্ধান করিয়া যথা ন্যায্য কর্ত্তব্য পক্ষে বিধান করিবেন। তাঁহার হস্তক্ষেপ ভিন্ন হয়ত এই পদটী বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। আমরা প্রকৃত পক্ষে প্রজা ও জমিদার উভয়েরই শুভৈষী। বিনা রক্ত পাতে যুদ্ধের অবসানই আমাদিগের প্রার্থনীয়। এতদ্দ্বারা আমরা কোন পক্ষই সমর্থন করিতেছি না যাহা ন্যায় সঙ্গত তাহাই অবলম্বিত হউক।

তমোলুক
৩১।১২।৭৩

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়। যে যে স্থানে আশু উপশম কার্য্য হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূম সে তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। বীরভূমের দুর্দ্দশা আমরা বরাবর প্রচার করিয়া আসিতেছি। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সে দিকে পড়িল না। কিন্তু এ ঔদাসীন্যের বিষময় ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছে। বোলপুর অঞ্চলে দুই স্থানে ওলাউঠা ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। বীরভূম অতি দরিদ্র প্রদেশ। আহারদায়িনী বন্ধ হইল না। সামান্য লোকের কার্য্যচলে এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং এরূপ লোমহর্ষণ কার্য্যে যে ইতর লোকে সতত প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? অতঃপর এ গুরু হইলে, সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, সম্ভ্রান্ত বুদ্ধি ব্যক্তিও জ্ঞান শূন্য হন, গবর্ণমেণ্টকে আমরা এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি, অন্ততঃ সামান্য লোকদের রক্ষিণ হস্তের কার্য্য চলন এরূপ কোন উপায় করিয়া দিন।

২। অদ্য কুরুক্ষেত্র প্রকাশের দিন পুনরায় উপস্থিত। পৃথিবীর শ্রীযুক্তা রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়া আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। রাইপুরের দুঃস্থ অধিবাসীদের সহায়তা জন্য আমাদের নিকট ৫০ টাকার অর্দ্ধ নোট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, অর্থের যখন যখন আবশ্যক আমাদের দেশের যে কয়েক জন ধনাঢ্য মহোদয় শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী, ও দিনাজপুরের রাণী শ্যাম মোহিনীকে অগ্রণী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। এমন সংবাদ পত্র অতি বিরল যাহাতে এই মহোদয়াদের দান সতত উদ্ঘোষিত হইতে না দেখা যায়। সৎকার্য্যের পুরস্কার করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাণী শরৎসুন্দরী আর কত দিন পুরস্কৃত না হইয়া থাকিবেন?

৩। আমরা দেখিতেছি যে কি রাজা, কি প্রজা সকলেই উপস্থিত দুর্ভিক্ষ জন্তুর কষ্ট নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে যত্নশীল। এইরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতে না পায় তাহার উপায় বিধানে কাহাকেও চিন্তাশীল দেখিতেছি না। আমাদের দেশটী দেবমাতৃক। দুর্ভিক্ষের জন্য আমাদিগকে দেবতার উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? এই হেতু আমাদের প্রস্তাব এই যে — মধ্যে মধ্যে যে এক একটী পুষ্করিণী [illegible], সেগুলি প্রায় জল সিঞ্চনের জন্যই [illegible] প্রস্তুত। এই পুষ্করিণী গুলি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হয় না বলিয়া অতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। জল অতি অল্পমাত্র থাকে। অবশে

পুকুর গুলি জল নিষ্কাশনের বিতীষ্ণ অনুপযোগী হইয়া আছে। এই পুকুর গুলির পঙ্কোদ্ধার করা হউক। আর মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একটী স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখানে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করা হউক।

৪। গয়াটীকুরি স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। এ দায় পুনঃ প্রাপ্তি আশাতে না, না উপায় করা হইল। কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। এখন আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে স্কুল বা স্কুলটীর কার্য্য একবারে বন্ধ হয়। এ স্কুলটী এ অঞ্চলের ভূরি উপকার সাধন করিতেছে। এটী উঠিয়া গেলে লোকের ক্ষতির একশেষ হইবে। এই জেলা স্কুলের বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা এই তিনি স্কুলটীর সাধারণ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া স্কুলটী অন্ততঃ আর কিছু কাল অব্যাহত রাখিয়া দেন। গত আগষ্ট মাসে সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তিনি অন্য সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্কুলটীর প্রতি বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি আছে। আমাদের এ উত্তেজনা বাহুল্য মাত্র।

৫। সংক্রান্তির দিন দিন গরম হইতেছে। সকল জন্যই অতি উচ্চ দরেবিক্রীত হইতেছে।

১২৮০
১৫ই অগ্রহায়ণ

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এবৎসর পৌষ মাস্য কম হইয়া ৮, এখানে কাপড় ১। দিনাবসান লোকজন বেচাকেনা ও মাঠে মাঠে, পর্যন্ত ভাল মেলে লোকাভাবপ্রযুক্ত ছোটা হইয়া, ৮ টার সময় নিঃশেষ করিতেছে। এখানে পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্ব পাঁচদিন অর্থাৎ ৯ই পৌষ হইতে ১৩ই পৌষ অধিকাংশ লোকের জীবন রক্ষা কর্ত্তব্য। এবৎসর জলাভাবে ঐ সকল পাহাড়ীয়া ধানের আবাদনী হইতেছে। গাছে ধান এদিগে কলিকাতায় টানে এখানকার গোলা ভাত ধান চাউল অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়া নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। ৬/০ আনার চাউল ১ দুই টাকা হইয়াছে। যে প্রকার মহার্ঘতার লক্ষণ ইহাতে এই দরিদ্র-প্রসবিনী বিখ্যাতা বাকরগঞ্জভূমির পরিণামে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট মহাশয় রপ্তানী বন্ধ করিতে যদি একান্তই সাহসী না হন, তবে বরং বাকরগঞ্জের জেলা ও প্রত্যেক মহকুমা ও মহাজন গঞ্জ, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি বড় বড় গঞ্জে গবর্ণমেণ্ট এক একটী গোলা করিয়া চাউল সঞ্চিত রাখুন, দেশের অবস্থা বুঝিয়া দেশ মধ্যেই ক্রীত দরে বিক্রয় কিম্বা দেশের সম্বল বুঝিলে অন্যান্য দুর্ভিক্ষ স্থানে চালান করিতে পারিবেন ইহাতে সকল দিকরক্ষা হইতে পারে, দেশীয় জমিদার মহাশয়েরা এই কার্য্যটী করিয়া ও দেশের মঙ্গলকরিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সে আশা কোথায়? সুতরাং দয়াবান গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সর্ব্ব তোভাবে নির্ভর।

অগ্রহায়ণ ১২৮০ বাকরগঞ্জ } শ্রীকালীচন্দ্র বসুমদার জেলা বাকরগঞ্জ

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চট্টোপাধ্যায়		
কুরুতাবাটী		৫।০
" রাজা প্রমথভূষণ ঠাকুর		
পাণ্ডুবেঘাটা		১০
" " অমৃতলাল দাস মহাশয়		১০
" " প্রসন্নকুমার সাহা—দিনাজপুর		৫।০
" " বিহারীলাল চন্দ্র		
নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর		
" " কৃষ্ণকান্ত মিত্র—জয়সাগর		
" জিবানুল্লা তহশীলদার		
কার্যালয় গ্রাম		

বিজ্ঞাপন।

** প্রার্থিত মূল্য না পাইলে কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৫ ডাকমাশুল সহিত ষাণ্মাসিক ৭।৮০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৬, ষাণ্মাসিক ৪।৮০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, যাচিত চিঠি, রসি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা মেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা যদি অর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সম্পাদের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, আর বার প্রতি ৵০ ছয় আনা হিসাবে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, তাঁহার নিমিত্ত ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে।

রোজস্তার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৩ সংখ্যা।

" প্রথমতো প্রকৃতিনিদ্বিনায় পার্থিবঃ স্বস্থানী অনিলস্থানী চ স্থাপয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

শক ১২৮০। ৮ ই পৌষ। ইং ১৮৭৩। ২২ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনিঅর্ডার পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সমাধ্যায় চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টরি করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থ দের অনাচার ও মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।

শ্রীশ্যামাচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য /১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং গোওরা বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে নূতন যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বঙ্গভাষা এনট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা। পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। শ্রীবিনোদচন্দ্র সেন সম্পাদক
৩১ এ অক্টোবর। বাসন্তা পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত, ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা। উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল ভিন্ন লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এশিয়ভাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি ঘরার আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তক মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

প্রেরিত পত্র।

ইহাতে নিম্নলিখিত পাইপ অন্তর্গত থাকিবে।

ইংরাজী শ্রেণীর ছাদের টাইল ইট।

মেকিয়াতে মসলা দিবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর দরজা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেস করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৯ নম্বর কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

আগামী ১লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য ইংলিশডাঙ্গার চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভা অধিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক। দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ শে পৌষ ১২৭৯ সাল
বারুইপুর

শ্রীহরকুমার বসু
সেক্রেটারি

কলিকাতা স্বত্ব এজেন্সী
প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে যে সত্বর অল্পকালে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার আতিশয্য ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারীগণের দায়িত্বশিক্ষার কারণ কোন্ কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে ইহাতে ছোটখাট কারবারি যে কোন লোক মূলধন পাঠাইলে উত্তমই পাঠাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

৮ই পৌষ সোমবার।

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে ও ইউইণ্ডিয়া এসোসিএশন নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। যিনি যেই কার্য্যে প্রস্তুত ভারতবর্ষের হিতৈষী [illegible] ও শ্রী এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত [illegible] হইতে পারেন। যদি [illegible] করা, স্থানান্তরে [illegible] কোন কিছু টাকার [illegible] টাকা প্রভৃতি [illegible] ও বিষয় সম্পত্তির [illegible] করা, মামলা মোকদ্দমার [illegible] পরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবদমানদিগের অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উল্লিখিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভার সমর্পণ করিতে পারেন, সম্প্রতি তার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে রেজেষ্টরি ডাক মাসুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

৮ই পৌষ সোমবার।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরলের আগরা প্রভৃতি স্থানে বর্ষে বর্ষে যে সকল ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেজন্য কাশীর সভা ও অধিষ্ঠাতার সোয়রতাব অবলম্বন করিয়াছে। কে জোয়াঁ কে কলিকে, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা সহজ নয়। কাশীর মাতাল মুখ ও বেয়াদপের [illegible] দেখা [illegible] ও অধিষ্ঠাতা [illegible] সভা [illegible] সেইরূপ [illegible]

উচ্চ আসন ও উচ্চ সম্মান লাভের যথার্থ যোগ্য পাত্র, তাঁহারা নীচ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যারপর নাই অবমানিত হইয়া থাকেন। কোন রাজা কি প্রকার সম্মান লাভের যোগ্য, গবর্ণর জেনেরলেরা তাহা জানেন না, সেক্রেটরি যাহা বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়া যান। রাজগণের কীর্তিলাভ দরবার প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ ব্যবহারে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবন আছে কি না পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা ত এই বুঝিতেছি, গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় করিয়া বদের ভাব কিনিয়া লইয়া যাইতেছেন দরবারের এই মাত্র ফল লাভ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও রাজগণ উভয়েই পরস্পরা সহযোগে প্রজা পীড়ন করা হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কি আর রাজগণেরই বা কি, দরবারে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাঁহারা তাহা কোথায় পান? "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা" প্রজারা আছে, টাকার প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে দিতে হয়। তাহাদিগের কষ্ট হউক, তাহারা খাইতে না পাউক, আর তাহারা মরুক, গবর্ণমেণ্ট ও রাজগণের তাহাতে আইসে যায় না, তাঁহাদিগের দরবারের ব্যয় সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট হইলেন। ভাল, প্রধান পুরুষেরা বলুন দেখি দরবারে যে টাকা নষ্ট হয় ঐ টাকা গুলি থাকিলে প্রজাদিগের অন্যতর কর ভার লাঘব হয় কি না? এবার প্রকৃতপ্রস্তাবে দরবার হয় নাই, কিন্তু যথোচিত সম্মান লাভ না হওয়াতে কয়জন রাজা মনঃক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন, আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা কি তাহার অনুসন্ধান রাখেন? প্রতি বর্ষে দুই চারি জন রাজার বিরাগ ক্রয় করাই কি দরবারের ফল হইতেছে না? আমরা এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দরবারের প্রথম প্রস্তাবেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদ করিবার একটী প্রধান কারণ এই, সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু সম্রাটদিগের সভা বর্ণনাবসরে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্রাটগণ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, অধীনস্থ রাজগণ সভা স্থলে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। রাজগণ প্রতিনিয়তই ঐরূপে সভায় গমনাগমন করিতেন। সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের তাদৃশ আনুগত্য করিবার কারণ। রত্নাবলীর একটী শ্লোক এই:—

অন্তঃপাত্ত-সমস্ত তাদি নভসঃ
পাবংপ্রয়াতে রবৌ
বাঙ্কানীং সময়ে সমংনৃপজনঃ
লালম্বয়ে সম্পতন্।
সম্রাজোদয়শোরুহ দ্যুতিভুবঃ
পাদাংস্তবালেবিভুং
প্রীত্যু ৎকর্ষ্ণতো দৃশাবুদয়ন
লোকোদ্যোদ্যোতীকতে।

সম্রাট উদয়ন মদনমহোৎসবে মত্ত হইয়া উপবন মধ্যে আসেন, সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, রাজগণ সভাস্থলে আগমন করি প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে বন্দী উদয়নের উদ্বোধার্থ উপরি উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিল।

এই শ্লোকটী পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, অধীনস্থ রাজগণ সম্রাটের চিত্ত রঞ্জনার্থ দুই বেলা তাঁহার আনুগত্য করিতেন। রাজগণের এ অবস্থা কি প্রীতিকর? যাঁহাদিগকে এ প্রকার চাটু কারিতা করিয়া সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে হয়, তাঁহাদিগের তেজস্বিতা ও পৌরুষ থাকিবার কি সম্ভাবনা? অধীনস্থ রাজগণকে প্রতিনিয়ত সভা স্থলে আনয়ন করাতে সম্রাটদিগের কেবল অহঙ্কার প্রকাশ ও রাজগণের কাপুরুষতা প্রকাশ হইত এই মাত্র।

আমরা সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের কৃত

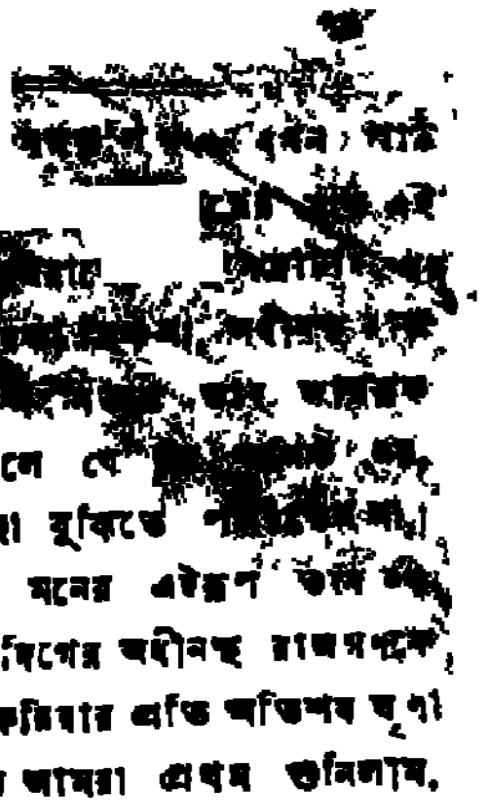

ভরের [illegible] তাদৃশ [illegible] মনের মধ্যে [illegible] করিয়া রাখিলে যে [illegible] তাঁহারা তাহা বুঝিতে [illegible] আমাদিগের মনের এইরূপ ভাব হাতে সম্রাটদিগের অধীনস্থ রাজগণকে লইয়া সভা করিবার প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মে। যখন আমরা প্রথম শুনিলাম, আমাদিগের মহদয় সভ্যতম প্রধান রাজ পুরুষেরা সেই গর্হিত সভা প্রণালীকে উজ্জীবিত করিতেছেন, তখন যে আমাদিগের হৃদয়ে কি প্রকার ভাবের উদয় হইল পাঠকগণ তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। ঐ ভাবোদয়ই আমাদিগের দরবারের প্রতিবাদ করিবার কারণ হয়। এক্ষণে আমরা মহানুভব লার্ড নর্থব্রুককে এই অনুরোধ করিতেছি, তিনি দরবার প্রথাটী রহিত করিয়া ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয় অধীন ও মিত্র রাজগণের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হিতৈষিতার পরিচয় দেন।

আমরা উপসংহারে পুনরায় কহিতেছি, অনেক রাজা দরবারে সবিশেষ সম্মানিত ও সুখিত হইলেন মনে করিয়া আগমন করেন, শেষে ভ্রমরাক্তকের ভ্রমরের ন্যায় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া নির্গত হন।

দুষ্টপ্রীতেরাহতবলি লৌ
লেখ্য পট্টং বিশাল°,
চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি
ব্যাহরন্নিষ্পপাত।
মাস্থান্ গন্ধো নট মধুকণাঃ
মাস্তিতং শীকরায়ং
ঘূর্ণাঘূর্ণা ভ্রমতনিশি।
ভ্রীক্ষয়া নির্জ্জগাম॥

ভ্রমর এরবানি বিশাল চিত্রপট

করিয়া [illegible] হইল এবং কিছু আশ্চর্য্য এবং কৌতুকাবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। দেখিল তাহাতে গল্প নাই অনু-কথা নাই ও সেই সৌকুমার্য্য নাই। দেখিয়া মূর্ছিত মন্ত্রক ও লজ্জায় নত শিরা হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

—:০:—

উকীল না জজ।

বিচারালয়ে গমন করিলে আমরা সেখানে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণী বাদী ও প্রতিবাদিদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন, দ্বিতীয় শ্রেণী তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করেন। প্রথম শ্রেণীর নাম উকীল, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম জজ। স্বপক্ষের দোষ ও দুর্ব্বল যুক্তি সকল গোপন পূর্ব্বক সবল যুক্তি সকল প্রদর্শন করা উকীল দিগের কার্য্য। উভয় পক্ষের দোষ গুণ সমভাবে বিচার করিয়া ন্যায়পক্ষ নির্ণয় করা জজদিগের কার্য্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি সংবাদ পত্র সকল কি? উকীল না জজ? আমরা সমুদায় সম্পাদকদিগকে এই প্রশ্ন করিতেছি এবং এবিষয়ে তাঁহাদের মত প্রার্থনা করি।

আমাদিগের বিবেচনায় সম্পাদকের ভার ও কার্য্য অতিশয় গুরুতর। সত্য ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কোন পক্ষ রক্ষা করা সম্পাদকের কার্য্য নহে। ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া, কাহারও বিদ্বেষের ভয়ে ভীত কিম্বা কাহারও অনুগ্রহের আশায় স্ফীত না হইয়া, ন্যায় ও সত্য পক্ষ অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত। পাঠক ও গ্রাহকদিগের রুচি অনুযায়ে আপনাদিগের মত গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ন্যায় ও সত্য সহত উহাদিগের মত ও রুচি গঠিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল গুরুতর সম্পাদকের কার্য্য। মহাত্মের হাজারা উপস্থিত হইলে যখন আমাদের সকল সহযোগীই চীৎকারে গগণ মেদিনী কাটাইবার উপক্রম করিলেন তখন আমরা বিচারকের ন্যায় ন্যায় পক্ষ নির্ণয়েরই চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সেজন্য কত আক্রমণই সহ্য করিতে হইল। সে সকল আক্রমণ ও বিদ্রূপে আমরা এই উন্নত মস্তক হইতে এক চুলও স্খলিত হই নাই। আমরা গ্রাহকের দ্বারা নীত না হইয়া তাঁহাদের নেতা হইতে ইচ্ছা করি।

আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের অনেক সহযোগী উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। কেবল মাত্র স্বপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করিলেও তত দোষ হইত না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ পরমাকাঙ্ক্ষী উকীল দিগের ন্যায় কেহ কেহ অবস্থাকে সত্য এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। সত্য ও বিচারাসন দোকানিদের রুচির ও মতের তোষামোদ করিয়া, তাঁহারা সম্পাদকীয় পদকে হীন করিতেছেন। তাঁহাদের সম্পাদকীয় [illegible] প্রভৃতি প্রস্তুত করার ন্যায় পরমা ধরিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি স্রোতে ভাল ঢেলা যায়। কোন [illegible] লোকের [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

কেন? যে শাস্ত্রে এরূপ শিক্ষা দেয় সে শাস্ত্র আজিও আমাদিগের পাঠ করা হয় নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা সত্য ও ন্যায় দেখিয়া চলিবার চেষ্টা করি। যে যে বিষয়ে হিন্দুজাতির গৌরব ও মহত্ত্ব তাহা সোমপ্রকাশ আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। আবার উক্ত সমাজে যে কিছু কুপ্রথা বা দোষ আছে তাহারও উল্লেখ করিয়া সংশোধন চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। সময়ে আমরা অমিদারের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরাগ করিয়াছি, আবার সময়ে প্রজার পক্ষ হইয়া জমিদারদিগকে আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপ ব্যবহারে আমরা কাহার প্রীতি ভাজন হইয়াছি তাহা জানি না এবং সে গণনাও করি না। ন্যায় ও সত্যানুরাগের অভাবেই সংবাদ পত্রদিগের এত অগৌরব। যাহাতে আর একলক্ষ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের শিরে না থাকে তাহার জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কোন শ্রেণীর আশঙ্কা অধিক?

আমরা গত বারে বলিয়াছিলাম যে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য রিলিফ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিলেও এমন এক শ্রেণীর লোক থাকিবে যাহারা সে সকল উপায় দ্বারা উপকৃত হইবে না। আমরা আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণর জেনেরলের দৃষ্টিও পূর্ব্ব হইতে এই দিকে পতিত হইয়াছে। স্থানান্তরে তাঁহার যে পত্র প্রকাশ করা হইল, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে ভাগলপুরের কমিশনর এই বিষয় গবর্ণর জেনেরলের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা ও আমাদিগের কথার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। তিনি যাহাদিগের কথা বলিয়াছেন তাহারা কৃষক শ্রেণীভুক্ত, আমরা যাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। মজুরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জিত হয় কৃষকদিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক কি না? সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। কৃষকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণী স্বহস্তে ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী লোক দ্বারা সেই কার্য্য করে। প্রথম শ্রেণী দরিদ্র, দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষাকৃত ধনী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর সঞ্চিত অর্থ ধান্য চাউল প্রভৃতির ব্যবসায়ে অথবা মহাজনি কর্ম্মে নিয়োগ করে। ইহাদের এক এক জনের হাল গরু গোলা প্রভৃতি দেখিলে লক্ষ্মী অবতীর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মজুরি করে না এবং করা আবশ্যক ও হয় না। মজুরি করিতে ইহাদের কিছু লজ্জা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বিশেষ ইহাদের হস্তে প্রায় অনেক ধান ও চাউল সঞ্চিত থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ কষ্টে ইহাদের বিশেষ ক্লেশের সম্ভাবনা দেখা যায় না। খাজনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিলে ইহারা এক প্রকার সংসার চালাইতে পারিবে। ভাগলপুরের কমিশনর এই শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন কি না আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা ভিন্ন সকল কৃষকই মজুরি করিতে কিম্বা রিলিফের কার্য্য স্থানে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্তশ্রেণী কৃষকদিগের সাহায্যের জন্য গবর্ণর জেনেরল তিন প্রকার উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। (১ম) তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবার জন্য জমিদার দিগকে অনুরোধ করা (২য়) জমিদার দিগের টাকা না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদিগকে অল্প সুদে কর্জ্জ দিয়া সেই টাকা তাহাদিগকে দেওয়ান, (৩য়) যদি জমিদারেরা সাহায্য করিতে কিম্বা কর্জ্জ লইতে অগ্রসর না হন, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্জ্জ দেওয়া কিন্তু শেষোক্ত স্থলে জমিদার দিগকে জামিন থাকিতে হইবে।

আমরা এ শ্রেণীর কথা বলি নাই। তাঁহারা ভদ্রবংশ জাত কিন্তু নিতান্ত দুঃস্থ। কোন ক্রমে আপনাদিগের এবং পরিবারের উদরের অন্নের সংস্থান করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপায় কি? পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কৃষকেরা জমিদারদিগের এক প্রকার হস্তগত সুতরাং জমিদারেরা একদিন তাহাদের জামিন হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ইহাঁদের জামিন কে হইবে? বিশেষ তাঁহারা প্রায় সকলেই ঋণদায়ে ব্যস্ত। তাহার উপর ঋণ বৃদ্ধি। তাঁহারা যে সহজে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। কেহ জামিন না হইলেও গবর্ণমেণ্ট যদি সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে কর্জ্জ দিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের উপায় হয়, নতুবা আর গতি দেখা যায় না। এই জন্য আমরা গতবারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে রিলিফ কমিটী হইতে যে সকল শস্যাদি বিতরণ করা হইবে, তাহার কিছু কিছু গ্রামের জমিদার দিগের বাটীতে প্রেরণ করিলে এবং ঐ জমিদারদিগের উপর তাহা বিতরণের ভার অর্পণ করিলে, সেই সকল দরিদ্র ভদ্র সন্তান অনায়াসে সেখান হইতে সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইতে পারেন।

—:০:—

সাউথ ফুল কমিশনর ও মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে অতি গুরুতর কথা।

আমাদের সকল কথাই ভ্রমশূন্য হইল, তথাপি কর্ত্তব্য বোধে আবার মিউনিসিপাল কমিটিকে তদীয় বিষ-

ষের জন্য অনুরোধ করিতে হইতেছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ করেন আমরা বিশেষ বাধিত হই।

প্রথম বক্তব্য—অনেক দিন হইতে রামপুর এবং হরিনাভি প্রভৃতি স্থানের শবদাহের স্থান লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হরিনাভিতে ২ ৩ স্থানে এবং রাজপুরে নারায়ণতলা নামক এক স্থানে শবদাহ হইয়া থাকে। ইহার সকল গুলিই প্রায় গবর্ণমেণ্টের প্রধান রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত এবং ঐগুলির জন্য পথিকদিগের বিশেষ প্রতিবেশবাসী ভদ্রলোকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই জন্য কতক গুলি ভদ্রলোক অনেক দিন হইতে এগুলি স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টায় আছেন। হরিনাভির দাহস্থল গুলির এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তিনটী স্থির স্থানে শবদাহ না হইয়া একটী স্থানে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু রাজপুরের নারায়ণতলা সম্বন্ধে [illegible] লইয়া বিবাদ চলিতেছে। পূর্ব্বে রাজপুরের গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে দাহ কার্য্য সম্পাদিত হইত এক্ষণে রাজপুরের বাজারের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে দোকান প্রভৃতি হইয়া সেই সকল ঘাট একঘাটে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের ৪।৫ গ্রামের লোকের প্রতিদিন এই স্থান দিয়া বাজারে গতায়াত করিতে হয়, তাঁহাদিগকে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। পথে এখানকার পথরিয়া চলা নিতান্ত দুষ্কর, শৃগালেরা মৃত দেহের হস্ত পদ প্রভৃতি লইয়া রাজ পথের উপরে কোলাহল করিতে থাকে। সশঙ্কিত হইয়া পথ চলিতে হয়। কিছিৎদূরে এই ঘাটটী সরাইয়া দিবার সুবিধা হইতে পারে, [illegible] তাহাতে গ্রামবাসীদিগের ও [illegible] হয় না। তদ্ভিন্ন

পাওয়া-স্থায় বারিপুর নিবাসী বেহর বাবু বসন্তকুমার চৌধুরি এই ঘাটটী সরা ইবার বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন শুনিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, যিনি বারিপুরে বাস করেন তাঁহাকেও এই ঘাটের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। রাজপুর গ্রামের মধ্যেও যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকেও ইহার কষ্ট সর্ব্বদা পাইতে হয় না। কিন্তু এই স্থানের চতুর্দ্দিকে যাঁহাদের বাস এবং এই পথ দিয়া যাঁহাদিগকে দিবসে এবং রাত্রিতে যাতায়াত করিতে হয় তাঁহারাই জানেন স্থানটী কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া আছে।

শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীরামপুরের ঘাট গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের মিস্পত্তির একটী নজীর করিয়া অনেকে এই ঘাট তোলা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন। আমরা এত আপত্তি করিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি দুই চারি মরিয়া গেলে কতকগুলি লোকের কষ্ট দূর হয় তাহাতে কি গ্রামবাসীদিগের স্বতঃই ইচ্ছুক হওয়া উচিত নহে? এতটুকু ও পরোপকার করিতে কি তাঁহাদের হৃদয় প্রস্তুত নহে? যদি মিউনিসিপালিটী এই কার্য্য করিতে অক্ষম হন গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা, রাজপুরের মধ্যে "নূতন পুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বে পাড়ার সকল লোকে এই পুষ্করিণীতে স্নান ও ইহার জলপান করিত সম্প্রতি পানা হওয়াতে এই পুষ্করিণীর জল আর ব্যবহারোপযোগী নাই। এই পুষ্করিণীর পুনঃসংস্কার করা বোধ হয় অধিকারীদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু আপাততঃ পানাগুলি তুলিয়া ইহার জল পরিষ্কারের কোন উপায় [illegible] বোধ হয় লোকের অনেক কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। বিশেষ গ্রীষ্মে [illegible]

নর্দ্দমার [illegible] রোগপোষী জলের দিকে [illegible] করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাওয়া যায় বসন্ত বাবু না কি এবিষয়েও আপত্তি করিয়াছেন। তবেত শ্রীরামপুরে রেলওয়ে করিয়া এদিকের টাঙ্গনওয়ালাদিগের বিশেষ ক্ষতি অল্পব্যয়ে যাহা হয় তাহা না করা হয় কেন?

তৃতীয় কথা এই। মেছোবাজারের কাঁড়ীর মত একটী প্রধান কাড়ীতে একটী ঘড়ি নাই কেন? ঘড়ির অভাবে কাঁড়ীর লোকদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। পাহারা বদল প্রভৃতি ঘড়ি ব্যতিরেকে কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে? ব্যয় ও অধিক নহে একটী, আমেরিকার ক্লক ও একটী পেটা ঘড়ি থাকিলেই কার্য চলিতে পারে। মিউনিসিপালিটীর এব্যয় স্বীকার করা উচিত।

চতুর্থতঃ, বর্ষাকাল না আসিতেরাজপুর এবং হরিনাভির যে রাস্তাগুলির সংস্কার আবশ্যক তাহার সংস্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বেহালার ট্রাঙ্ক রোড কিম্বা মিউনিসিপাল আফিস অপেক্ষা এগুলি বিশেষ আবশ্যক। আটদশ বৎসর এদিকের টাক্স দাতাদিগের কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই, কর্ত্তারা আফিসে কি উদাসীন থাকিতেন? বর্ষা কালে এক একটী পথ কিরূপ দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর হয় তাহা বর্ণনার অসাধ্য। মিউনিসিপালিটী যখন কয়েকটী পুল করিবার আদেশ করিয়া রাস্তার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন এই উদ্যোগে যে যে স্থানের সংস্কার আবশ্যক করিয়া দিলে ভাল হয়। অনেক [illegible] সংস্কারের [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা মিউনিসিপালিটীর বিবেচনার্থ এই কথাগুলি অর্পণ করিলাম, দেখি তাঁহাদের বিচারে কি প্রকার নিষ্পত্তি হয়।

বিদেশীয় রাজত্ব কোথায়?

ইংলণ্ড ভারতবর্ষে ভূমি অধিকার করিয়াছেন বিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের মন যদি ইংলণ্ডের হইয়াছে কিন্তু উহার কোটি কোটি প্রজার হৃদয় কোথায় পড়িয়া আছে? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এই দুইটী কথা যুগপৎ উচ্চারণ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কতক গুলি প্রশ্ন উদিত হয় এবং সেগুলির সহজে মীমাংসা করা যায় না। সে প্রশ্ন গুলি এই—ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজত্ব চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তাহার উপায় কি? চিরস্থায়ী হইবার পক্ষে ব্যাঘাত কি কি? চিরস্থায়ী হওয়াতে ভারতবর্ষের উপকার না অপকার? যদি অপকার হয় এ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটী গুরুতর এবং এক একটীর সদুত্তর দিতে এক একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব আবশ্যক; কিন্তু অতি সংক্ষেপে ইহার দুই একটীর আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার একটী মাত্র উপায় আছে কিন্তু তাহা এত বহু দিন ও বহু শিক্ষা সাপেক্ষ যে সে আশা দুরাশা মাত্র। সে উপায়টী কি? না, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড অঙ্গ করা। অঙ্গ করা বিলীন ভাবায় বলিতে গেলে এই রূপ বলিতে হয়, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে সমান অধিকার দেওয়া। এই উপায় ভিন্ন আর উপায় নাই। তরবারের সাহায্যে অনেক দিন রাজ্য রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু ইংলণ্ডের তরবার যদি কখনো দুর্ব্বল হয়, ভারতবর্ষের তরবার যদি কখনো আবার সবল হয় অথবা রুসিয়ার মত অন্য কোন জাতির তরবার যদি ইংলণ্ডের তরবারকে পরাস্ত করিবার উপযুক্ত হয় তাহা হইলে তরবারের রাজ্য আর রক্ষা হইবে না। আমরা পুনরায় বলিতেছি পূর্ব্বোক্ত উপায় ভিন্ন উপায় নাই। আমেরিকা ইংলণ্ডের হস্তে ছিল, তাহারা ইংলণ্ডের অঙ্গ হইতে চাহিল, ইংলণ্ডের প্রজাদিগের সহিত সমান অধিকার প্রার্থনা করিল, ইংলণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন না। আমেরিকা আর দাসত্ব শৃঙ্খল পরিতে প্রস্তুত হইল না; ইংলণ্ড তরবারের সাহায্য লইয়া দেখিলেন কিন্তু আমেরিকার তরবার জয় লাভ করিল। তদবধি আমেরিকা স্বাধীন। আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের হস্তগত হইল, তাহারাও সমান অধিকার চাহিল, ইংলণ্ড সহজে তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু সেজন্য কত বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, কত উপদ্রব সহ্য করিতে হইল অবশেষে অল্পে অল্পে সেই সকল অধিকার দিতে লাগিলেন তাহারাও কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইল। স্কটলণ্ডও ইংলণ্ডের হস্তগত হয়; স্বাধীনতার জন্য তাহারাও যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু স্কটলণ্ডকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করাতে সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা শান্তপ্রকৃতি, সাহসের রক্ত শরীরে নাই, সুতরাং সে প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন ভিন্ন ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার আশা নাই।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এক শরীর হইবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ড জেতা ও ভারত বর্ষ বিজিত। জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইতে বহুদিন লাগে। এখনো ইংরাজ ও ভারতবর্ষের সদ্ভাব জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড সভ্য ও ভারতবর্ষ অসভ্য। এ অবস্থায় প্রকৃত বন্ধুত্ব কখনই হইতে পারে না। সমানে সমানে যে শ্রদ্ধা তাহাই বন্ধুত্বের মূল। একের অনুগ্রহ, অপরের ভক্তি তাহাকে বন্ধুত্ব বলে না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের শিক্ষা স্বতন্ত্র। সহস্র সহস্র বৎসর উভয়ে সাক্ষাৎ ছিল না। ইংলণ্ডবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি একরূপ শিক্ষিত, ভারতবর্ষ বাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি অন্য রূপে শিক্ষিত। এ উভয়ের সমতা হইতে বহু দিন আবশ্যক। ফলতঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, সুতরাং ভারতবর্ষ সহজে ইংলণ্ডের ভাবে গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবার একটী মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাহা বহু দিন ও বহু শিক্ষা সাপেক্ষ।

আমরা উপরে যে উপায়টীর উল্লেখ করিলাম, ইংলণ্ডের বুদ্ধিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরাও ইহা অনুভব করিয়াছেন। দরবার প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দরবার প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। এই প্রথার তিনটী উদ্দেশ্য সম্ভব। প্রথমতঃ, রাজনীতিজ্ঞেরা দেখিলেন রাজাদিগের উপর ভারতবর্ষের লোকের অগাধ ভক্তি এবং দেশ মধ্যে তাঁহাদের প্রভূত ক্ষমতা। যদি ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের কোন স্তর থাকে, এই রাজারাই সেই স্তম্ভ। উহাদিগকে হস্তগত রাখিতে পারিলে স্বতন্ত্র ভাবে কোন ব্যক্তি [illegible] করিতে পারিবে না। রাজা [illegible] হস্তগত রাখার উপায় কি? যে মধ্যে [illegible] সম্মান সম্ভ্রম প্রভৃতিদ্বারা ভারতবর্ষকে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ, দরবারস্থলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগকে একটু ভীত রাখা। তৃতীয়তঃ এই দরবার সূত্রে তাঁহাদের যাঁহার যে ত্রুটি আছে তাহার সংশোধন করিয়া প্রজাদিগের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা। এই কয়টী উদ্দেশ্যই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু ইহার প্রকৃত ফল ফলিতেছে না। কারণ "শেয়ালে শেয়ালে কোলাকোলির" ন্যায় হৃদয় আর এক স্থানে রাখিয়া আলিঙ্গন করিলে কি তাহাতে বন্ধুতা বৃদ্ধি হয়? ইংলণ্ড রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই তোয়াজ করিতেছেন কতই বিশ্বাস ও বন্ধুতা দেখাইতেছেন কিন্তু আবার অবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে এক একটী এজেণ্ট বসাইয়া দিবা নিশি অধীনতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বিদেশীয় রাজা করদ রাজ্যে একটী প্রধান কর্ত্তা এই যে, তাঁহার কোন কার্য্যে প্রজাদের অন্তরাত্মা বিশ্বাস করে না। কারণ উভয়ের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। গবর্ণমেণ্ট এদায় ভাবেন তা তাবৎ প্রজাদিগেরই কল্যাণের জন্য যদি কোন কর্ম্ম করেন তাহাতেও অমনি কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আরোপ করি, কারণ সহজেই মনে হয় গবর্ণর জেনরল কিম্বা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি আমাদের দিকে টানিয়া কাজ করিতেছেন, কখনই না। তিনি যাহা করুন তাঁহারই শুভ সাধন তাঁহার সংকল্প। রাজগণেরও মনের ভাব এইরূপ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট দরবার শাসনের বিশৃঙ্খলতা বিষয়ে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন; অন্য রাজারা ভাবিতেছেন, অযোধ্যা প্রভৃতির ন্যায় দরবারও এত দিনের পর গড়্গাৎ হইল। এই জন্যই মনে হয় যে

ভবদীয়দিগের হৃদয় পাইতেছেন না। আমরা বলি হৃদয় দিতে পারি, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মুণ্ডাই দিব। একবার ঘা খাইয়া আমাদের চিরস্থায়ের শিক্ষা লইয়া থাকিব। অন্যায়ের করের অপরাধীকে সাক্ষী করিব এবং মনে মনে আলিঙ্গন করিব, কারণ সাক্ষাৎ করিতে পাইব না। আবার আমাদিগকে এক সভা করিয়া লন, ইংলণ্ডের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিব, কারণ তখন ইংলণ্ডের ও আমাদের স্বার্থ এক হইবে। কাহার সাধ্য ক্রোধে নিজ হস্ত দংশন করেন এবং ভাবেন যে ইহারা ভাল করিতে গেলে মন্দ ভাবে, এমন আহাম্মক জাতি কখনো দেখি নাই; কিন্তু আমরা তাঁহাকে বলিতেছি যতদিন উভয়ের স্বার্থ এক না হইতেছে ততদিন বিদেশীয় রাজার শান্তি কোথায়?

গাজিপুর।

গাজিপুর বলিলেই গড়রাজের সহরটী বুঝাইয়া যায়। এটী বহুকালের প্রাচীন সহর। মুসলমানদিগের অধিকার কালে ইহার চতুর্দ্দিকে চুকটক ছিল, উহাই ইহার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। ইহার অধিকের অধিকারে আর সে সীমা নাই। এখন ভিন্ন ভিন্ন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। যে যে স্থানে এখন সমুদায় কাছারি, অন্য অন্য আফিস ও সাহেবদিগের বাস আছে, তাহা পূর্ব্বতন সহরের বহির্ভূত, কিন্তু ঐ স্থান গুলি বর্ত্তমান সহরের মধ্যগত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অহর বলিলেই উহাকে একটী মফস্বল সহর বলিয়া মনে আসা দূর হয়। কিন্তু গাজিপুর সহরে সে ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এটী প্রকৃত সহর। কেন যে "সহর" এই শব্দের দ্বারা আমরা ইহার অবস্থান বুঝিয়া

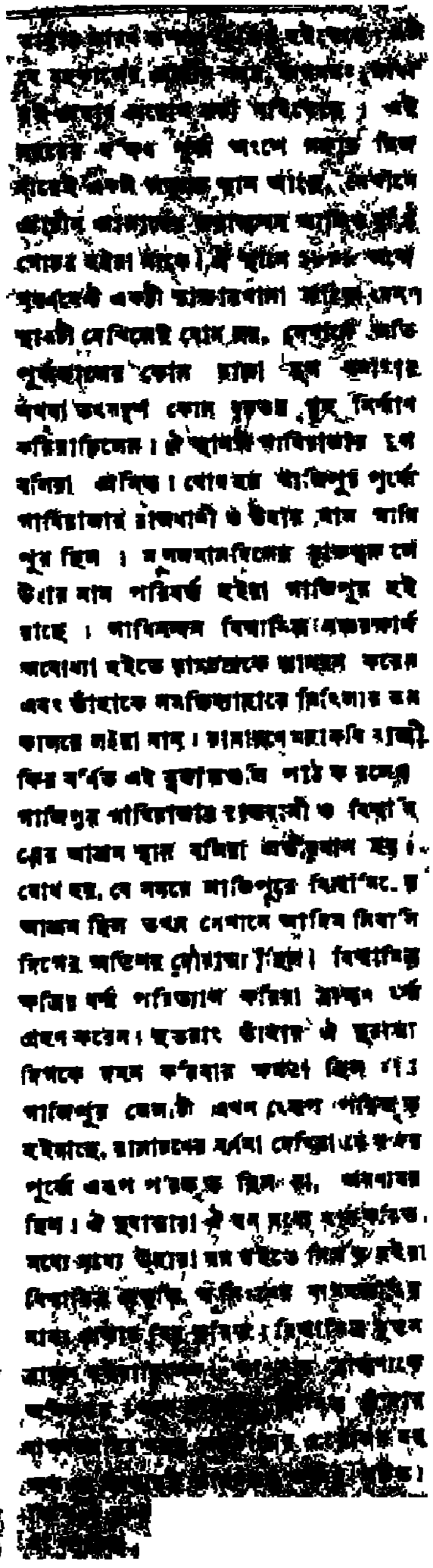

থাকি তাহা বলিতে পারি না। এই সহরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে সমুদায় সিবিল সাহেবের বাসস্থান। এই স্থানে একটী সুন্দর উদ্যান আছে, তন্মধ্যে একটী অত্যুচ্চ মনোহর অট্টালিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ অট্টালিকার উপরে উঠিলে পূর্ব্বদিকের একটী অত্যুচ্চ পাহাড় ব্যতীত অন্য কোন দিকের কোন প্রাচীন স্থূল পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয় না। ঐ পাহাড়ের উপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গটী কাফিরাজার দুর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পোরাণ্ড গাজিপুর পূর্ব্বে গাধিরাজার রাজধানী ও উহার নাম গাধিপুর ছিল। মুসলমানদিগের দুরুচ্চারণে উহার নাম পরিবর্ত্ত হইয়া গাজিপুর হইয়াছে। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে রামচন্দ্রকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যান। রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকির বর্ণিত এই বৃত্তান্তটি পাঠ করিলে গাজিপুর গাধিরাজার রাজধানী ও বিশ্বামিত্রের আশ্রম স্থান বলিয়া অনুমান হয়। বোধ হয়, যে সময়ে গাজিপুর বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল তখন সেখানে আশ্রম নিবাসিদিগের অতিশয় সৌন্দর্য্য ছিল। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার ঐ সুন্দর শিষ্যদিগকে দমন করিবার কর্ত্তা ছিল না। গাজিপুর জেলাটী এখন যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে, রামায়ণের সময়ে সেরূপ পরিষ্কৃত পূর্ব্বে এরূপ পরিষ্কৃত ছিল না, অরণ্যময় ছিল। ঐ সুন্দর সুন্দর বন সমূহ কর্ত্তিত হইয়া মধ্যে মধ্যে উহার স্থান হইতে গিয়াছে। বিশ্বামিত্রের তপোবন, ঋষিদিগের পাঠশালা, যাগ যজ্ঞের স্থান, [illegible]

মহারাজ দশরথের শরণাগত হন। কিন্তু দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতে তাঁহার সাহায্য লাভের সবিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তিনি স্বভাবতঃ ভীরুপ্রকৃতি ছিলেন। রাম চন্দ্রের অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ গ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জয়া ও বিজয়া নামে দুই বিদ্যা দান করেন। তদ্দ্বারা এই অনুমান হয়, বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রকে আনয়ন করেন তখন তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় সুপরিপক্ক হন নাই। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার বিদ্যা থাকা অসম্ভাবিত নহে। তবে যে তিনি স্বয়ং দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগের সমরে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহার কারণ এই, তিনি যদি পুনরায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে ব্যাপৃত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ দলে অশ্রদ্ধা ও সমার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্যের হানি হইত। তাহা না করিয়া রামচন্দ্র দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকটে যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ এই, তিনি বরাবর ক্ষুশিক তনয়ের নিকটে শিষ্যবৎ ব্যবহার করেন। বিশ্বামিত্রও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি স্বাভীষ্ট লাভে সমধিক লব্ধকাম হইয়া জনক তনয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিলেন। মিথিলা গাজিপুরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে। গাজিপুর হইতে মিথিলার ব ইতে ৪ দিনের অধিক লাগে না। এই বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় গাজিপুরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। এই স্থানে তাঁহার আশ্রম হইলেই অযোধ্যা হইতে রামচন্দ্রের আনয়ন এবং মিথিলায় লইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ সম্পাদন রামায়ণের বর্ণিত এই বৃত্তান্তগুলি সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন হয়।

গাজিপুরের প্রাচীনতার অপর প্রমাণ এই, গাজিপুরের প্রতিনিধি কালেক্টর উইলিয়ম ওলফ্রাম সাহেব ঐ জেলার যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ছেন, তাহাতে যে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে গাজিপুরে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সমকালের লোক। ওলফ্রাম সাহেব যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অতি বিশ্বাস যোগ্য। গাজিপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী সৈদপুর ভিতরি প্রহ্লাদপুর প্রভৃতি স্থানে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরা ধিকারিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভগুলি গাত্রে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে সেই গুলি অনুবাদ সমেত পুস্তক মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে কতক গুলি মুদ্রা সংগৃহীত হয়, তাহাও পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম দুই হইল। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় পাটলিপুত্র চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী ছিল, পাটলিপুত্রেরই উদাসীন্যের নাম পাটনা। পাটনা আর গাজিপুর অধিক দূরবর্ত্তী নহে, অতএব গাজিপুরে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য থাকিবার বিষয়ে কোন ক্রমেই সংশয় জন্মিতে পারে না। চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না, একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বহুদূর ব্যাপী রাজত্ব থাকিবারই সমধিক সম্ভাবনা।

গাজিপুরের বাটীগুলি প্রাচীনতা ও দরিদ্রতা উভয়ের এক কালে পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাটীগুলি দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয় বাটী নির্ম্মাণের নব্য রীতি আজিও গাজিপুর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই। গৃহগুলির মধ্যে আছে শ্রী, মা, আছে জাঁকজমক। প্রবেশ দ্বারগুলি এমনি ক্ষুদ্র যে প্রবেশকালে বামন অবতার হইতে হয়। যাঁহারা বাটী গুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বোধ হয়, সূর্য্য ও পবনের সহিত তাঁহাদিগের শত্রুতা ছিল, ঐ উভয়ের প্রবেশপথ রাখিয়া তাঁহারা বাটী নির্ম্মাণ করেন নাই। নগর মধ্যে অধিকাংশ বাটীই খোলার ঘর। অন্য কথা কি গাজিপুরে গবর্ণমেণ্টের যে জেল আছে তাহারও জেলখানা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলের প্রসঙ্গে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইল। জেলটির বাহিরের বেড়া দেওয়াল ও তাহাতে খোলা দেওয়া আছে বটে কিন্তু উহার ভিতরটী বড় সুন্দর। আমরা অনেক জেল পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত পরিষ্কৃত জেল কোথাও দেখি নাই। জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন নিকুঞ্জে উপনীত হইলাম। এস্থলে একটী দুঃখের সংবাদ বলিতে হইল। জেলের ভিতরটী যেমন পরিষ্কৃত, কয়েদিদিগের রুটি তাহার দশাংশে পরিষ্কৃত নয়। বোধ হয় জেলের তত্ত্বাবধারকের কয়েদিদিগের অপেক্ষা বৃক্ষগুলির প্রতি অধিক স্নেহ আছে। রুটিগুলি যেমন পুরু তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। দেখিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়। কয়েদিদিগকে পরিষ্কৃত রুটি দিবার কি গবর্ণমেণ্টের নিষেধ আছে? কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া কয়েদিরা পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করুক, গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রেত নহে।

নূতন পুস্তক।

আমরা বহুদিবস হইল নিম্নলিখিত পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। নানা কারণবশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, গত বারেও ক্রম ক্রমে ইহার সমালোচনাটী প্রকাশিত হয় নাই, লেখক তজ্জন্য আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

প্রেমে দিনী ১ম খণ্ড। এখানি পাকুড় প্রেমে দিনী সভা হইতে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয় বিধ লেখাই দৃষ্ট হইল। কবিতাগুলি অমিত্রাক্ষর বটে কিন্তু আজি কালি সচরাচর যেরূপ অমিত্রাক্ষর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমে-দিনীর কবিতাগুলি সে ধাতুর নহে। এগুলি কোমল মিষ্ট ও বিলক্ষণ ভাবমিশ্রিত হইয়াছে। প্রেমে'দিনীর পদ্যাংশটী পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ সন্তুষ্ট হইলাম, গদ্যভাগটী পাঠ করিয়া কিন্তু সেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। তবে কাণে যে নেহার লাগা বন্ধ হয় নাই। যাহা হউক

প্রেমতরঙ্গিনীর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, লেখক যদি অকবিসঙ্গ পরিত্যাগ না করেন, তবে যাহাতে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

১লা পৌষ সোমবার।

তারকেশ্বরের মহন্তকে লইয়া এই যে মোকদ্দমা হইতেছিল অদ্য তাহার অবসিকা পড়ন হইল। হাইকোর্টের জজ যে আপীল করিয়াছিলেন, সিডিসনপতি মার্ক এ মার্কবি সাহেব তাহা ডিস্মিস করিয়াছেন, পূর্ব্ব রায়ই বহাল রহিয়াছে। জষ্টিস মার্ক এ বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ রায় লিখিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে যে মকদ্দমা লইয়া লোকে তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে হল্লা দিয়া আপনাদিগের মস্তক মুণ্ড প্রভৃতি অনেক লীলা সকল আরোপ করিয়াছে, এক্ষণে বিচারপতিগণ অন্যান্য লোকের বিশেষতঃ ধর্ম্ম মন্দিরের অধ্যক্ষদিগের সাম্পটরূপ উৎকট পীড়া আরোগ্য করিবার জন্য সেই মহাত্মাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা হুগলী জেলের অধ্যক্ষদিগকে একটী কথা বলিয়া রাখি, তাঁহারা যদি মহান্ত ঠাকুরকে এই তিন বৎসর কাল কেবল ঘানি গাছে ঘুরাইয়া ক্ষমা করিবার চেষ্টা পান, হিন্দুধর্ম্ম মতে তাহলে পাপে পতিত হইবেন।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে কলিকাতার অনারেবল খাজে আবদুল গণি ও অন্যান্য আশানউল্লা মুর্ত্তিকলী'ভক্ত লোকদিগকে বিচলিত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করিতেছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, কলিকাতায় যেমন বাঘ গরু, এপুরার চোর সেইরূপ চাষার জাতি। কিন্তু এবার ডিপুটেশনে ৩টী কায়স্থ অধিক পাঠান আবশ্যক নাই। যাহা হউক ইহাতে কতকটা বুঝা যাইতেছে যে কায়স্থেরা ক্রমে চাষার কার্য্য করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় কিরূপে এই ক্ষতি পূরণ হইবে?

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, ফিকেম সাহেব ইংলণ্ডের অধ্যক্ষকে সাহেবের আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় নাই এ জন্য এ সিবিলিয়ানটি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হুগলীর এক জন ডাক্তার এই বিষয়ের সময় প্রজাদিগের নিকট ধোকা বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা সহসা এসংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বঙ্গদেশের ন্যায় ছলস্থূল জমীদার আর আমাদের এমন সংস্কার নাই। পক্ষান্তরে আমরা জানিয়াছি অনেক জমীদার এ সময় প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া সমুদায় অথবা কিয়ৎ পরিমাণে খাজনা মাপ করিতেছেন।

২রা পৌষ মঙ্গলবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মষ্টিও সাহেব সিলেট হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন হইল আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কামেল সাহেব জজদিগের সহিত মাজিষ্ট্রেটদিগের সমভার পদোন্নতির যে প্রস্তাব করেন, ষ্টেটসেক্রেটরি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন না করিলেই আশ্চর্য্যের হইত।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করেন, হুগলীর ন্যায় সিরাজগঞ্জের লোকে সাংক্রামিক জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। প্রায় তৃতীয়াংশ লোক আক্রান্ত হইয়া কষ্টভোগ করিতেছে। ও মিমিত্ত স্কুল সকল বন্ধ হইয়াছে।

৩রা পৌষ বুধবার।

উক্ত পত্র বলেন, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিমবাসিদিগের শিক্ষার্থে কামেল সাহেব ত্রাহ্মসমাজকে সাহায্য দানে বিরত হইয়াছেন। আমরা তন্নিমিত্ত লাটসাহেবের সমীপে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রতি এই ভার অর্পণ করিয়াছেন।

[illegible] সংবাদের সিলভার জুবিলি কল্প করিয়া দিয়াছে। ইহাতে [illegible] মার্কিট সাহেবের এক [illegible] পণ্ডিত এবং কাহারী বাটীর [illegible] কাঁদিয়া যায়।

[illegible] ইংরাজ [illegible] ধারণা [illegible] ছোট ছোট [illegible] হইয়াছে। উহাতে [illegible] লাগিয়াছে, কিন্তু এখনও বড় [illegible] পারে নাই। দুর্ভিক্ষ জন্য [illegible] বাধা হইয়াছে।

গবর্ণর জেনেরলের যে বিশেষ ট্রেণ কানপুর হইতে আসিতেছিল, উহা বহুবাধি বারোহী ট্রেণের উপর পতিত হওয়াতে দুই জন আরোহী নিহত ও ৮ জন আহত হয়। আমরা আরোহী সংবাদ পত্রে দেখিলাম, দুটী ইঞ্জিনই একেবারে চূর্ণ ভগ্ন রূপ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব [illegible] বীয় রেলওয়ে, বুলন্দশাহি অবধের, রোহিলখণ্ডীয় রেলওয়ে কোম্পানিদিগের [illegible] কতা লাভ করিতেছেন।

পাটের পোড়ের একটী কল, ভুবনিয়ার জমা খোবাইয়ে এক কোম্পানি হইয়াছে। ইহাদের মূল ধন ছয় লক্ষ টাকা।

কাশ্মীরের মহারাজার সহিত গবর্ণমেণ্ট সাহেবের সন্ধি হইয়াছে। মহারাজা পুত্রকে বিবাহ করিবার জন্য [illegible] পাঠাইতেছেন।

কবীর কৈবল্য সাহিত্যের [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধীয় [illegible] মহিষদের শীঘ্র অনেকটী [illegible] জলকষ্ট নিবারণ হইয়াছে।

[illegible]

অবস্থা দর্শনে সকলেই ভীত হইয়াছেন। ডাক্তার চিমর্ ও পেইম সাহেব চিকিৎসা করিতেছেন, তাহারাও ক্রমে হতাশ হইতেছেন। আমরা অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দ্বারকানাথ মিত্র শীঘ্র এই উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করুন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, ইহার মধ্যেই ভগা হইতে বঙ্গদেশে প্রায় ২৯ হাজার মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে, তদ্ভিন্ন জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানী করিবার জন্য ৬ লক্ষ মণ কণ্ট্রাক্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার মধ্যে লক্ষ মণেরও অধিক বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রয় করা হইয়াছে।

১৩ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতা বর্দ্ধমান হুগলী নদীয়া মুরসিদাবাদ রঙ্গপুর পাবনা ঢাকা ফরিদপুর ত্রিপুরা গয়া সাহরসা পুর্ণিয়া কটক এবং কামরূপে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৫ টী বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশিষ্ট বিভাগ সকলে মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় সমান রহিয়াছে।

সিভিয়ান বলেন, গোয়ালন্দ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মন্দাটের ভূতপূর্ব্ব ইমামের পুত্র সায়দ সিলিস তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সিলিস কিছুদিন হইল পুলিষের চক্ষে ধূলি দিয়া করাচি হইতে পলায়ন করে। উহাকে ধরিবার জন্য করাচি হইতে গোয়ালন্দে একদল পুলিষ সৈন্য গিয়াছে

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট বলেন, সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একজন এদেশীয়ের উদ্যোগে একটী নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, উহারা পীড়া হইলে ঔষধ সেবন না করিয়া যীশু খৃষ্টের নিকট কেবল উপাসনা করিয়া পীড়া শান্তির চেষ্টা পায়। ইউরোপে এই প্রকার একটী সম্প্রদায় আছে, উহাকে (পিকিউলিয়ার পিপল) " আশ্চর্য্য লোক বলে " । বস্তুতঃ ইহাঁরা আশ্চর্য্য লোকই বটেন।

গত মঙ্গলবার শ্যামপুকুরের নগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী যুবক অহিফেন খাইয়া আত্ম হত্যা করে। অহিফেন খাইয়াছে জানিতে পারিয়া মাত্র উহাকে মেডিকল কালেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ডাক্তারেরাও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, গত কল্য রাত্রে চারিটার সময় হত ভাগ্য যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। আত্মহত্যার কারণ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই

একজন হিন্দু মেটির পবলিক ওপিনিয়নে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের জল বায়ু এদেশীয়দের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ইহার প্রমাণার্থ তিনি দুইজন লণ্ডনস্থ বাঙ্গালী যুবকের বিষয় লিখিয়াছেন, উহাদের এক জনের যক্ষ্মা কাশ ছিল, ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাহার সে পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক ব্যক্তিও শীর্ণ ও পীড়িত শরীরে ইংলণ্ডে গিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবলকায় হইয়াছেন। ইংলণ্ডের গুণ অনেক আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা পাঠাইবার সময় বাক্সপেটরা পাঠাইতে, তিনি সেগুলিকে প্রত্যর্পণ করিবার সময় সঙ্গে করিয়া পাঠান, এই তাঁহার গুণ।

৯ পৌষ শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মহারাণী স্বর্ণময়ী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে কষ্ট না হয় এ জন্য নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এ সময় অন্যান্য জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিদিগের এবং গবর্ণমেণ্টেরও কিছু দিনের জন্য নিজ নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বহু দিন হইল কলিকাতার সর্ভেয়িং পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই আজিও তাহার ফল প্রকাশিত হইল না।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ এক প্রকার আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১১ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে শ্রীরামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ সপ্তাহেও পুলিষ চণ্ডীতলা হইতে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোককে গরুর গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দেন উহারা কয়েক দিন কিছুই আহার করে নাই। স্ত্রীলোকটীর পথেই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বহু বাজারের হিন্দু একাডেমির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত স্কুলের একজন শিক্ষকের জন্য এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন " একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতনে ১৫ টাকা যাঁহারা বি, এ, পরীক্ষা দেন নাই, তাহাদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই " । আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ক্রমে হীনপক্ষ করিবার চেষ্টা দেখুন।

গত মঙ্গলবার কলিকাতায় বাবু গুরুদাস দত্তের পুত্র মাণিকলাল দত্ত অহিফেন খাইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। মাতার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।

৬ ই পৌষ শনিবার।

অদ্য কলিকাতার গড়ের মাঠে [illegible] বাজিকর যুধিষ্ঠিরের বাজী হইবে। [illegible] বাজী কলিকাতায় কখন হয় নাই। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা দিলে তিনি ধড়ির উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন।

বড় দিন উপলক্ষে আগামী বৃহস্পতিবার অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার ছোট আদালত বন্ধ হইবে।

লেপ্টেনেণ্ট সাহেবকে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ দিবার যে কথা হয়, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এক্ষণী প্রেসিডেন্সি কলেজের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; গ্রাণ্ট সাহেব এ পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

১৭ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের শস্যাদির অবস্থা যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন যে সকল রবি শস্যের অবস্থা এক্ষণে ভাল বড় দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হইলে সেগুলি নষ্ট হইবে। রায়পুরের অনেক স্থানে ধান্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে, রায়পুর সম্বলপুর ও বিলাসপুর হইতে রপ্তানী চলিতেছে মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। জ্বরের প্রাদুর্ভাব কতক কমিয়াছে

সে দিন সমবর্ষ জেমরল যে এক বিশেষ বেশে কলিকাতায় আইসেন উহাতে অব বেশল মিস মেরিডের একজন ইউরোপীয় পরিচারিকার একটী অর্থ ঘটিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস উহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন যখন যিনি ঐ ঘটনা হইয়াছে তখন অন্য লোকে লইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

—১৯—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ফ্রেণ্ড অব নাইট সাহেব ইণ্ডিয়ান ডেলি মিরর নামক পত্রে ভাবী দুর্ভিক্ষ সময়ে নিম্ন লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত রূপে নিবারণের পক্ষে একটী বিষয় প্রার্থনীয় বোধ হয়, তাহা এই—গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকদিগকে নিজের ভারের অংশী করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা করিতে যেন সকলে অধীকৃত হন। একজন প্রধানপদ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, সভ্য শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই যে তাঁহারা এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন যে কোন বিপৎপাত হইলে লোকের প্রাণ নাশ হইতে পায় না"। শিশু স্ত্রী বৃদ্ধ ও দুর্বল দিগের অন্ন যোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশের লোক দিগকে নিজের ভারের অংশী হইতে যে আহ্বান করেন তাহা কখনই অস্বীকার করা উচিত নহে। কারণ এই কার্য্য নিজে করাই সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের লক্ষণ। সে কে যত টুকু যোগাবে করিবে গবর্ণমেণ্ট ও তত টুকু করিবেন এ প্রকার সাহায্য বিনিময়ে যে উদ্দেশ্য করা হয় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতেই নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। তাহার জন্য অনেকবার অনেক গবর্ণমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। যে পরিমাণে দেশের লোকে সহায়তা করিবে গবর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণে তাহার প্রতিকার করিবেন এরূপ বলাও যাহা আর এরূপ বিপদের সময় অকর্ত্তব্য অনুভব না করা ও ভাল। কারণ এরূপ প্রস্তাবের অর্থ এই যদি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতি লোকে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিশেষ সম্ভাবনা, গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগকে অনাহারে মরিতে দিতে পারেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে যদি গবর্ণমেণ্ট কি ছুছু কি পীড়িত এক প্রাণীকেও অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট দায়ী। অতি অল্প লোকেই এরূপ আহ্বান তাহারা থাকে একথাকি আজিও আমাদের জানা আবশ্যক? এই কারণেই আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের অর্থ লইবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে পারি, যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি এরূপে সাধারণের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন? ● ● ● ●

এখনো ক্ষেত্রে যে সকল ধান্য আছে তাহা যদি আমরা অধিকার কিম্বা মহাজন দিগের হস্তগত হইতে দি প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষ আর নিবারণ থাকিবে না। ● ● ● ● যদি আমরা প্রজাদিগকে বাঁচাইয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা দি—তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিয়া দি ● ● তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা হইতে পারে।

বেহার পরিদর্শন করিয়া গবর্ণর জেনেরলের মনে কিরূপ সংস্কার হইয়াছে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে তাহা অবগত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গত মঙ্গল বার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার প্রায় সমগ্র মিরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আলাহাদ পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণর জেনেরল মঙ্গল সরাইএ গমন করেন, সেখান হইতে যে সকল স্থানে শোণ খালের প্রধান কার্য্য সকল চলিতেছে সেখানে বাদ তৎপরে বিহিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। এলাহাবাদ সময় নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিদিগের সহিত তাঁহার দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইয়াছে। পাটনার কমিশনর মেসর্স সাহেবের এবং গয়ার কালেক্টর সাহেবের

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট তিনি বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, মোট পাটনার কমিশনরের ইত্তিলাসে লিখিত আছে, সিভিলিয়ান হইবার পর তিনি ২৫ বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৭ বৎসর তিনি এই বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন, এই বিভাগের ১৭ টী জেলার মধ্যে ১৫ টী জেলায় তিনি কার্য্য করিয়াছেন, এই প্রকারে যেই কার্য্যের অনুভবের কার্য্য করিয়াছেন, যখন গবর্ণর জেনেরল যখন উপস্থিত ছিলেন তখন ও সহিত বেঙ্গল ক্যাভালরির সেনাপতি কর্ণেল হাকিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সেনা বঙ্গ বিদেশীয় হইতে তত্পযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকিয়াছেন। তিনি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, যে, যেরূপ দুঃখে এখনও বিশেষ কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। পাটনার কমিশনর গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে সকলদিগে বলেন এবং সকলের সহিতের পালন করিয়াছেন। যে যে স্থানে ইনি আসিয়া সেখানে সকল কথা [illegible]

পর্বলিকওয়ার্কের কি রিলিফের লোকেরা শস্যাদি লইয়া যাইতে পারিবে। ● ● ● সময়ের অভাবে তিনি ভাগলপুর এবং রাজসাহীর কমিসনরদিগের সহিত এবিষয়ে অধিক আলাপ করিতে পারেন নাই, যে কিছু অল্প কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন "যে উঁহারা ও বেল্সাহেবের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতেছেন।

পাটনাবিভাগে আজিও কোন প্রকার রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হয় নাই; কিন্তু যখনি আবশ্যক হইবে তখনি যাহাতে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, এরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখা হইয়াছে। শোণখালে যে সকল লোক প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করে, ধান কাটা আরম্ভ হওয়াতে তাহার মধ্যে অনেকে চলিয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনেরল সেখানে যাহাদিগকে কার্য্য করিতে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহারা কণ্ট্রাক্টরদিগের মজুর। যত দিন না শস্য আমদানীও গোলা আরম্ভ করার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন রিলিফ কমিটী প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইতেছে না। সাহাবাদ জেলার স্থানীয় কর্ম্মচারিরা বলেন, যে আরও অধিক পরিমাণে ইউরোপীয় লোক না থাকিলে রিলিফ কমিটী কার্য্যের উপযুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধির যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অভাব দূর হইতে পারিত, কিন্তু যদি তাহাও না হয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিলিফ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য অধিক কর্ম্মচারির প্রার্থনা করিলে গবর্ণর জেনেরল সে বিষয় বিবেচনা করিবেন। গবর্ণর জেনেরল দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন যে ইতি মধ্যেই শাহাবাদ জেলার অনেক জমিদার টাকা কর্জ্জ লইতেছেন এবং নীলকরেরা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

ভাগলপুরের কমিশনর লর্ড নর্থ ব্রুককে বলিয়াছেন যে এখন কয়েক শ্রেণীর কৃষক আছে, যাহারা কোন স্থানে এই কয়েক মাসের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ কর্জ্জ পাইবে না, অথচ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কিম্বা রিলিফ কমিটীর গোলাতে উপস্থিত হইতে পারিবে না। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বীজ অর্থ কিম্বা ধান্যাদি কর্জ্জ দিবার প্রস্তাব করেন। যে সকল জমিদারের মহীসে এই শ্রেণীর কৃষকেরা বাস করে, তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে এই বিপদের সময় কিছু দিনের জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করেন। এই উদ্দেশে কোন জমিদার যদি কর্জ্জ চান তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতে পারেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে জমিদারদিগকে কর্জ্জ দিবার যে আদেশ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এ বন্দোবস্তও তাহার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যেখানে যেখানে এই শ্রেণীর লোকদিগের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা সেই খানেই স্থানীয় কর্ম্মচারিরা জমিদারদিগকে এই বিষয় জানাইবেন। ● ● ● একথা জানিতে পারিলে জমিদারেরা যে আপনা হইতে তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবেন কিম্বা আফ্রাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কর্জ্জ করিবেন তাহাতে লার্ড নর্থব্রুকের সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি এ আশা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সেশ্রেণীর কৃষকদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে অর্থ আদায়ের পক্ষে জামিন হয় কে? গবর্ণর জেনেরল ভাবিয়া দেখিবেন এমন কোন আইন করা যায় কি না যদ্দ্বারা জমিদারদিগকেই তাহাদের জামিন করিতে পারা যায়।

গবর্ণর জেনেরল যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন তখন সে সকল প্রদেশে হৈমন্তিক শস্যের অবস্থা কিরূপ এবং রপ্তানীর উপযুক্ত কত শস্যই বা পাওয়া যাইতে পারে এই সকল বিষয় ঠিক এবং বিশ্বাস যোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। হৈমন্তিক শস্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে তাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিবার সম্ভাবনা। যদিও কত শস্য রপ্তানী করিতে পারা যাইবে, তাহার ঠিক পরিমাণ দেওয়া কঠিন কিন্তু যাহার যাহার সহিত তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন (যেমন কি সার উইলিয়ম মুয়র পর্য্যন্ত,) সকলেরই বিশ্বাস যে বিহারের লোকদিগের সাহায্যের জন্য অনেক শস্য রপ্তানী করা যাইতে পারে।

তিনি যেসকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে বাণিজ্য উত্তম চলিতেছে, এবং উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান সকলে প্রেরিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিজের চাউল আমদানী করিয়া যাহাতে সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে নিরুৎসাহ করা না হয় সে চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এবং পাটনার কমিশনর ও অন্যান্য স্থানীয় কর্ম্মচারিরা সকলেই উঁহাকে বলিয়াছেন যে স্বীয় সুবিধামত বাজার বন্দোবস্ত করা বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগের যে স্বাধীনতা ও বিশ্বাস আছে তাহা নষ্ট করা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। শস্যের আমদানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গবর্ণমেণ্টের গোলাতে যেসকল শস্য সঞ্চয় হইতেছে তাহা অপর ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা হইবে না। কিন্তু তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মজুরদিগের বেতন দেওয়া হইবে এবং যদি ভবিষ্যতে রিলিফ কমিটী স্থাপিত করা আবশ্যক হয় সেই সকল স্থানে প্রেরিত হইবে; কত লক্ষ লক্ষ লোকের সাহায্য আবশ্যক এবং যে যে স্থানে অন্নকষ্ট হইবে তাহার অধিকাংশ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কিরূপ দূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে হঠাৎ শস্যাদি প্রেরণ করা কিরূপ কঠিন এবং অনাহারে প্রজাবর্গের যাহাতে মৃত্যু না হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণর জেনেরল ৭ সংখ্যক গবর্ণমেণ্ট আদেশে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র বিপদ নিবারণের জন্য কেবল মাত্র বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ভরসায় উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নয়। তদনুসারে ভবিষ্যতে কত লোক কার্য্যের জন্য কিম্বা সাহায্যের জন্য উপ-

স্থিত হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া তাহাদের ও প্রতিপালনের উপযুক্ত অধিক শস্য সঞ্চয় করিবার উপায় ও অবলম্বিত হইয়াছে।

সকলেই দেখিতেছেন যে এক প্রদেশের রপ্তানী দ্বারা অন্য প্রদেশের কষ্ট দূর করা বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন, কিন্তু ব্যবসায়ীরা অসক্ত হইলেও যাহাতে বিপদ না ঘটে, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট আরও শস্য ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, তদ্দ্বারা যাহারা অবশেষে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা জিলিক কমিটীদিগের শরণাপন্ন হইবে তাহাদিগের রক্ষা হইবে। এই সকল সঞ্চিত শস্যের কিছু কিছু দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে সকলে এখনও প্রেরিত হইতে পারে, এবং অবশিষ্ট অংশ যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখন ছাড়া যাইবে। ৬৬ ক্রীষ্টাব্দের সময় সচরাচর যে জল হয় এখন ও তাহার উপর দেশের ভবিষ্যতের অবস্থা অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে। যদিও সময়ে কার্য্যারম্ভ করাতে দুর্ভিক্ষ কষ্টের অনেক লাঘব হইবে তথাপি যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা শীঘ্র সুসম্পন্ন করা উচিত এবং সতর্ক হইয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ কখন আরম্ভ হয় তাহা দেখা উচিত, কারণ সুতন অবস্থার জন্য যদি সুতন উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা করিতে হইবে।

—•—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

সিবিল ও সাধারণ বিভাগ

৯ম আসিষ্টাণ্ট কমিশনর কাপ্তেন [illegible] সাহেব লেপ্টনেণ্ট [illegible] সাহেবের অনুপস্থিতি কালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা

শ্রীযুত আইচ ম্যাকিণ্টোষ এবং ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বাবু [illegible] ইয়াটি আলেকজণ্ডার সাহেব পরগণা হইতে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

বি, বি, কীলার এইচ, এল, এম, বি, সাহেব পুলায়ার গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় রিজিষ্ট্রার জিলা হুগলী সেসন জজের পুরাতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

ই কে, সি, ষ্টাইলস-গোয়ার গভর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন, উঁহা ভিন্ন উঁহাকে ই, সেসার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে হইবে।

এ চন্দি সাহেব সেকীল একজামিনের করিবার সত পরি নিযুক্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর যে ভিন্ন স্থান সাহেব বীরভূমে স্থাপিত হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ডি বি [illegible] সাহেব চট্টগ্রামে স্থাপিত হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর [illegible] সাহেব চট্টগ্রামে স্থাপিত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর জে, বি, ওয়ার্শান সাহেব হুগলীতে স্থাপিত হইলেন।

জি, মেলেট এম এ সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন প্রোফেসর নিযুক্ত হইলেন।

এইচ, এল ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

জাইন বিভাগ।—পাটনা বিভাগের নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন। মুন্সী আবদুল রেজাক। পাটনা। বাবু হারিকা প্রসাদ। পাটনা। বাবু গঙ্গা নারায়ণ। সাহাবাদ। বাবু শ্যামাচরণ দাস। সাহাবাদ। বাবু রামচরণ লাল। গয়া। মুন্সী মহম্মদ আলী নবী। গয়া। বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ। ত্রিহুত। বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র। ত্রিহুত। মুন্সী সফাত আলী। ত্রিহুত। মুন্সী আবদুল চন্দ্রারণ।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা সুতন ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের অনুসারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাবডিবীর প্রথম শ্রেণীর অফিসিয়েটিং জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর যে [illegible]

[illegible] প্রথম শ্রেণীর অফিসিয়েটিং জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ সি, [illegible] সাহেব।

[illegible] শ্রেণীর অফিসিয়েটিং জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেব।

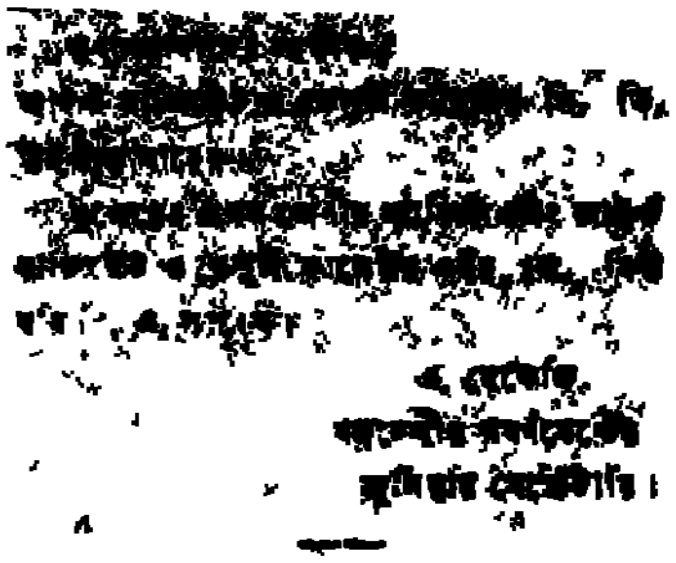

এ, হেকেটি,
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আমাদিগের ব্রাইটন্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। কিছুদিন পাহাড় সহকারে জানাইতেছি, গত ১লা ডিসেম্বর হইতে ডেওঘর একটী মুনসিপেলিটী পৌর্ত্ত আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা এতদিন ইহার নিমিত্ত চীৎকার করিয়া আসিতেছিলাম, একণে কর্ত্তৃপক্ষের গুণে আমাদিগের চিরশিক্ষিত বাসনা অঙ্কুরিত হইল, এটী অল্পল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। এই প্রদেশের মধ্যে ডেওঘর একটী প্রধান তীর্থস্থানবিশেষ স্থান। এই স্থানে যাত্রিগণ সর্ব্বদাই সর্ব্বদা পত্রাদি প্রেরণ ও চিঠিপত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। পোষ্ট আফিস হওয়াতে তাঁহাদিগের বিশেষ সুবিধা হইল। পোষ্ট আফিস আপাততঃ চারিমাসের নিমিত্ত পরীক্ষাধীন হইয়াছে। এই চারিমাসের পর আফিস স্থায়ী হইবে। একণে ডেওঘর পোষ্ট আফিস প্রকাশ হইয়া আমরা গর্ব্ব তাহার গাথা হইল।

ডেওঘর প্রধান পোষ্ট আফিস হওয়াতে আফিসগুলির নিকটবর্ত্তী মাধবপুর নামক স্থানের নীলকুঠীর সুপ সাহেব বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আফিসগুলি প্রধান আফিস থাকাতে সুপ সাহেবের অনেকটা অসুবিধা ছিল, একণে সেই আফিস অপেক্ষা কৃত সুবিধাজনক স্থানে নীত হইল। এতদ্ব্যতীত ডেওঘরদিগের নিতান্ত অসুবিধা। তদ্ভিন্নে তাই তিনি আফি এবিষয়ের নিমিত্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট শীঘ্রই অভিযোগ করিবেন। চিঠিপত্র পাইতে এক বর্ষা বিলম্ব হওয়ায়

সাহেব এই রূপ গোল বাঁধাইতেছেন। কিন্তু জাফরগঞ্জে প্রধান আফিষ হইতে স্থান রূপে যে ২। ৩ দিন বিলম্বে চিঠি পত্র পঁহুছে তাহা কি অভিযোগের বিষয় নহে? আশা করি পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় একজনের নিমিত্ত কখনই সাধারণের অসুবিধা করিবেন না।

কেহ কেহ জাফরগঞ্জে প্রধান পোষ্ট আফিষ রাখিয়া তেওথায় তাহার শাখা স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। এটী শরীরের নাসিকা স্পর্শের তুল্য উপহাসকর। কলিকাতা ও ঢাকা অঞ্চল হইতে শিবালয় নামক স্থানে ডাকের প্যাকেট উপস্থিত হয়, এই শিবালয় জাফরগঞ্জ অপেক্ষা তেওথার অধিক নিকটবর্ত্তী। যাহারা শিবালয় হইতে জাফরগঞ্জে যায়, তাহারা তেওথা দিয়াই যাইয়া থাকে। জাফরগঞ্জে প্রধান আফিষ হইতে প্যাকেট একবার সেস্থানে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার তেওথায় আসিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্যাকেট বাছনি করিতেও মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন ডাকমুন্সীর আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে, তেওথায় পোষ্ট আফিষ হইলে তাহা এরূপ হইবে না। তত্রত্য আফিষের কর্ম্মচারীই শিবালয়ে যাইয়া প্যাকেট বাছনি করিতে পারিবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মাসে দশ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এক্ষণে বিভাগীয় ইন্সপেক্টিং পোষ্টমাষ্টার বাবু রামচন্দ্র মিত্র তেওথার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারকে শিবালয়ের প্যাকেট বাছনি করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় করাল মেসেঞ্জারের প্রতি এই ভার অর্পণ করাই উচিত। স্থানীয় লোকেও ইহার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। আমরা ভরসাকরি রামচন্দ্র বাবু তাঁহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

২। আমরা অত্রত্য স্কুলের মাটিন স্কলারসিপ প্রাপ্ত যে ছাত্রের বিষয় পূর্ব্বে এক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে সেই ছাত্র সমুদয় বৎসর স্কুলে উপস্থিত ছিল না। স্কুলের রেজেষ্টরীতে তাহার নাম ও ছিল না। সুতরাং সে স্কলারসিপ পাওয়ার যোগ্য নহে। আমরা অনুসন্ধান হইয়া এই বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। স্কলারসিপ প্রাপ্ত ছাত্র যে স্কুল হইতে বহির্গত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। অনুরোধকারী ও এবিষয় আমাদিগকে জানান নাই। যিনি এই বিষয় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত স্কুলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আমরা তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস না করিয়া এই সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনুরোধকর্ত্তা যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবেন, তাহা আমরা মনেও ভাবি নাই। এরূপ ঘটনা সপ্রমাণ না হওয়াতে আমরা বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ডেঃ ইন্সপেক্টার মহাশয় যেন এ বিষয়ে কিছু মনে না করেন। স্কুল সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর দোষেই এই রূপ হইয়াছে। যাহাহউক আমরা অনুরোধকারী মহাশয়কে নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছি, যেন অতঃপর সাবধান হইয়া কোন বিষয় অনুরোধ করেন।

ও সম্প্রতি এখানে জ্বরের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাজারে ধান্য পৌদে ৬ পশারি, চাউল মোট ২০ সের ও সরু ১৬ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন:—

মহাশয়। কতিপয় দিবস গত হইল দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট হইতে কএক সহস্র মুদ্রা কাটোয়া আসিয়া পৌঁহুছিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ দেশের কেহই নিয়মানুযায়ী তাহা গ্রহণে স্বীকৃত নহে।

চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তদ্বিবন্ধন সকলেই ভাবী দুর্ভিক্ষের ভয় করিতেছে। এবার এপ্রদেশে ধান্য ছয় আনা উৎপন্ন হইয়াছে, রবি শস্য একে বারেই হয় নাই, আবার মাঠে জলাভাব প্রযুক্ত গোকুল নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীবাটী নিবাসী কতিপয় ভদ্রলোক সকলকে একত্রিত করিয়া [illegible] হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী রেল ওয়ে জন্য মহামান্য লেঃ গবর্ণর মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহারা সম্পাদকীয়স্তম্ভে প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিনাশোন্মুখ প্রজাবর্গের জীবন রক্ষা করিবেন এবং দয়াময় গবর্ণমেণ্টও স্বীয় বিজ্ঞাপিত বিষয়, কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রকৃত প্রজা বৎসলতার পরিচয় দিবেন। ফলতঃ এই রাস্তাটী শীঘ্র আরব্ধ হইলেই বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ-বাসী যাবতীয় লোকের দুর্ভিক্ষাশঙ্কা একেবারেই নিরাকৃত হয়। গবর্ণমেণ্টও সমধিক লাভবান হইবেন, এবং পোষ্ট বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] কে স্মরণ করিয়া দিতে হইল। তাঁহারা কি বলিতেছেন? এই বেলা প্রস্তাবিত রাস্তা উৎযোগী হইয়া প্রস্তুত করিয়া লউন, এস্, মেমারী হইয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে শাখা বাহির করুন। মেমারী হইতে সাত গাছিয়া পর্য্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা প্রস্তুত আছে এবং কাটোয়া হইতেও দক্ষিণে দাঁই হাট পর্য্যন্ত ৪ মাইল রাস্তা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া আছে কেবল মধ্যে ২ বা ৩ মাইল পথ প্রস্তুত হইলেই একটী লাভের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় কালনা, নাদন ঘাট, মন্তেশ্বর, শ্রীবাটী পুঁড়ুলী, দাঁইহাট, এবং দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি এপ্রদেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইতে অনায়াসেই কলিকাতায় যাতায়াত করিতে পারে।

শ্রীবাটী বাসী বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টায় শ্রীবাটী শিক্ষা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া দেশীয় যুবক গণ চতুর্দ্দিক অন্ধকার ময় দৃষ্টি করেন, ইহা তদ্বিবারণোদ্দেশেই স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গৌরহরি চন্দ্র ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয় দ্বয় ইহার সভাপতির ভার লইয়াছেন।

ভাবসাকরি দ্বারা স্থায়ী মঙ্গল উভোরোত্তর শ্রীবাটীর কল্যাণ বিধান করিতে পারুক।

শ্রীবাণী
১২৮০

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মানব জীবনের অভাব-নিচয় সংসারে এই ম ংসারে পুরস্কার এবং অন্যায়ের তিরস্কার না করিয়া, স্থির থাকিতে পারে না। স্থান বিশেষে অন্যায়চারী প্রিয় বন্ধুকে ও তিরস্কার করিয়া, তাঁহাকে তৎক্ষণ হইতে বিনিবৃত্ত করি, ও ন্যায় কার্য্য অকাতরচিত্তে ও নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়া, উৎসাহিত করি। অধিক লৌকিক প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু অন্তরে সদা জাগরূক থাকে।

কোচবিহারস্থ বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত টি স্মিথ সাহেব, রাজ্যবাসী প্রজা পুঞ্জের হিতসাধনে এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প, যে এইরূপ আর দুই একটী লোক থাকিলে, এ দেশের উন্নতি অচিরে সম্পন্ন হইত, ইনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে এতদূর সতর্ক যে যখন যার কার্য্য তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে একান্ত মনোযোগী ও অভিলাষী। এমন কোন দিবসই নাই, যে তিনি প্রতি দিন মুচাক-রূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ করি তাহাতে তাঁহার কার্য্যোপযুক্ত সময় কখন ঘটে না, দিবা রাত্রি কেবল রাজ কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়, ইহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হয়, তবে তাহার সহিত যথা মত আলাপাদি করিয়া, তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বর্গের প্রতি এরূপ সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার আমি অল্প মাত্র ক্ষেত্র-পুঞ্জে দৃষ্টি করিয়াছি। যখন যে কার্য্য সমাধা করেন, তাহা [illegible] সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়, যে তাহাতে [illegible] অসন্তুষ্টির কারণ থাকে না। বিশেষতঃ [illegible] প্রজাদিগের বিদ্যা [illegible] পরিশ্রম [illegible] সমস্ত পরিদর্শন করিয়া [illegible] সুযোগ অন্বেষণানুরূপ [illegible] পর যেরূপ বিবেচনা করিবেন। এরূপ কর্ম্মচারিতে রাজ্যের অবশ্যই উন্নতি সম্পন্ন হইবে। ঈদৃশ ঈদৃশ প্রজারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। যত আশা করি, তাহাদের প্রদত্ত ধন্যবাদ রাশি অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

সোবরাহাটা স্কুল
১৮৭৩

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র বাগচি
সিরাজগঞ্জ ১৷৷
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর ১৷৷
" " রসময় দাস—ভায়মণ্ড হারবর ৫৷৷০
ল ইব্রেরি বোং বাকি ১৷৷
" " কালীনাথ বিশ্বাস—টাঙ্গাইল ৩৷৷
" " গোবিন্দ নারায়ণ দে
কোমারখালি
" " রাজেন্দ্রকুমার রায় জোড়
বাকইপুর।

—৯৷৷—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

[illegible] মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে [illegible] মূল্য চাহি না।

ইহার অনেক গ্রাহকের নিকট ১০ টাকা করিয়া বাকি আছে। তাঁহারা, সোমপ্রকাশ [illegible] গ্রাহক হইবার সময়, ৮৷৷, সাড়ে সাত টাকা মূল্য [illegible] হাতে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকি না। নোট, হুণ্ডি, পরাণ্ড চিঠি, স্ট্যাম্প খরিদ, ইহার অনেক ব্যাঘাতে আমার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে বাধিত, ইহাতে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার অল্প বিলম্ব হইয়া থাকিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। সময় অতীত হইলেও একেবারে কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি পাঠাইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা পাঠান না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন বিষয়ে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া পত্রের প্রতি পংক্তি [illegible] দুই আনা হিসাবে পত্র [illegible] দেয় পাঠাইয়া দিতে হইবে। চিঠি [illegible] বিজ্ঞাপন বিষয়ে [illegible] তাঁহার [illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

প্রবন্ধরত্না প্র ... ায় পার্থিব সম্বন্ধনা অলিনক্ষরী ন ক্ষীবনা

৭ প্রিয় বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
৬ প্রিয় যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

৫ই পৌষ, ইং ১৮৭৩। ২১ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

এতদ্দেশীয় লোকদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য যে ইংরাজী পুস্তক সকল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ছাপাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুস্তক ভারতবর্ষীয় পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টার করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

যে অরিষ্টনাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা যেরূপ রিয়াজনিত গ্রীহা যকৃৎ, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যথা কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
ছবরবন মেডিকেলহাল
ভবানীপুর কলিকাতা।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থানের অনাচার ও ব্যভিচারের
চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।

শ্রীঅমৃতলাল শীল প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। চুঁচুড়ায় বেঙ্গল ষ্যাগাজিন আফিসে এবং কলিকাতায় ১৬নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে ও ৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে নূতন যন্ত্রালয়ে পাওয়া যাইবে।

বংস। এমট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টরের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ত প্রমাণ পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে সিমলা স্কুল কমিটীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন সম্পাদক
৩১ এক্টোবর } বালক, পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা মুরশীদাবাদ

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য, ১০ ডাক মাশুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ পাতা উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫॥০ ডাক মাশুল ।৵ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল লিখিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাষ্পচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ॥০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ॥০ উহাঁর কৃত ডিসপেন্সরি ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা সালকিয়ার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

যিনি স্বীয় আত্মজ্ঞান লাভ ও তাহা চরিতার্থ করিতে পরমার্থ-জ্ঞান প্রাপ্তির ও পরমার্থ বিতরণ করত অভীষ্টতম পরমার্থানুরোধে সাধন করিতে বাসনা করেন,

উত্তর পুস্তকে সাধনের ৩ ২ 'মরুল আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—•(•)•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেক করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত মাইহল ফলন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী বেলীর ছাদের টাইল ইট। ফেব্রিয়াতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নির্ম্মিত উপরে উক্ত রোধ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে কাবশাক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ক লখাটা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট { বরাবর এণ্ড কোং

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বাকইপুর দাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর ইলাকার ডিস্পেন্সারির প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বাকইপুর অন্তর্গত উদয়নে হইবেক মেপাকটেরী মহোদয় গণ অত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উহা সাকদান করিয়া বাধিত করিবেন।

এ নবেম্বর ৭৩ বাকইপুর

শ্রীতারকদাস বসু সেক্রেটারি

নূতন মাইনোরী প্রস্তাব।

কলিকাতা ২৪ পরগণা ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণি

মাইনরী কালেজের উত্তর পূর্ণ দুর্গ

দ্বিতীয় বর্ষ

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই প্রস্তাবের প্রায় অনেক রকম যাচনা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের প্রস্তাবে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

নামুল দিয়া পত্র লিখিলে ও নামুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজানকীনাথ ভক্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ সকলের আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্সামিনার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই নিম্নলিখিত প্রকার করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ৭৩ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে মাদ্রাজের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে আবশ্যক সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা কোন রিটার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির নিকট সত্যেত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে সেকাকোতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পূর্ব্বে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপন নাম ধাম এবং যে প্রকারের পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে আগামি জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি ও যে সকল পরীক্ষার্থী দিগকে পাস করিতে হইবেক যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্সামিনারের নিকট হইতে হাইকোর্টের আদিনারের নিকট হইতে হাইকোর্টের আদিনারের নিকট হইতে হাইকোর্টের আদ

শঙ্কা করিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্র বাবু একে এদেশীয় তাহাতে নূতন সিবিলিয়ান বোধ হয় তিনি ভীত হইবেন, কিন্তু মষ্ট্রেট সাহেব ও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া সুবিচারের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি এক একটী করিয়া সকল দোষই অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার অপরাধ অতি সামান্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বক্তৃতাতে মষ্ট্রেট সাহেব ওকেনলি সাহেবের যে অনুচিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দেখিলে বোধ হয় সুরেন্দ্র বাবুকে বিদ্রূপ করা বিষয়ে ওকেনলি সাহেবের স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা। তিনি সকল সাক্ষীকে উপস্থিত হইতে দেন নাই সকল কথা প্রকাশ করেন নাই। একথা যদি সত্য হয় ইহা অপেক্ষা অনুচিত ব্যবহার আর আর হইতে পারে না। তবে মষ্ট্রেট সাহেব প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল, বিপক্ষ উকীলের দোষ প্রদর্শন বিষয়ে তিনি যদি অস্বীকৃত করিয়া থাকেন আমরা সে কথা বলিতে পারি না। অপরাধীকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া উন্নত শাসন প্রণালীর মত, কিন্তু ওকেনলি সাহেবের ব্যবহারে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

—:০:—

এতৎপ্রদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব।

বহুদিন হইতে রাজপুর, হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা, কোদালিয়া, প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বোক্ত জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা অনেকবার লিখিয়া লিখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। পাঠকগণকে বিরক্ত করিবার ভয় আর এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী রাশি রাশি লোকের কষ্ট আর দেখা যায় না। একে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র তাহাতে ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যয়সাধ্যতা, লোকে চিকিৎসাভাবে মৃতপ্রায় ও অবসন্ন। আমাদের নিজবাসগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। কয়েক বৎসর এই অঞ্চলে দৌরাত্ম্যে গ্রাম শূন্যপ্রায় হইয়াছে। গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বৈরাগ্যশতকের বালমহিষের বর্ণনাটী বার বার স্মরণ হয়।

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি যুবে—
তত্রতত্তত্র বৈকোপিচার্ত্ত।
যত্রাপ্যেক স্তদনুসরণ
স্তত্র নৈকোপিচার্ত্ত।
ইথংকেমৌ হরতি বিরসো
যে নরন্ দ্রাবিণাক্ষৌ
কালঃ কালো ভুবন ফলকে
ক্রীড়তি প্রাণিসারৈঃ।

যেখানে পূর্ব্বে অনেককে দেখিয়া ছিলাম সেখানে পরে একটী অবশিষ্ট রহিয়াছে, যেখানে একটী মাত্র ছিল সেখানে অনেকগুলি আসিতেছে, অতএব বোধ হয় যম যমুনার সহিত ভুবনফল কলকে দ্যূত ক্রীড়া করিতেছেন। দিবা রাত্র তাহার দুই খানি পাকিট এবং জীব সকল তাহার ঘুটি।

পূর্ব্বে বারুইপুর প্রভৃতি স্থান গুলি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল কিন্তু সম্প্রতি সে সকল স্থানে উক্ত শত্রুর পদার্পণ হইয়াছে। যতদিন এই বিষম জ্বরের নিদান নির্ণীত না হইতেছে ততদিন ইহা নিবারণের সদুপায় হইবার ও আশা করা যায় না। কারণ উদ্ভূত করিয়া ইহার আশু প্রতিকার যদিও সম্ভব পর নহে তথাপি যথাকালে ঔষধাদি বিতরণ দ্বারা ইহার আংশিক নিবারণ সাধ্যায়ত্ত। আমরা অবগত হইলাম যে এতদ্দেশের পর এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিছুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ ঔষধসহ একটী মেটিব ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হরিনাভির স্বত্ব দেবীচরণ ঘোষের বাটীতে থাকিয়া প্রতি দিন সমাগত দরিদ্র জনের চিকিৎসা করিতেছেন। প্রতিদিন সেখানে শতাধিক লোক সমবেত হইয়া থাকে। আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ডাক্তার জ্যাক্‌সন না কি বর্দ্ধমান হইতে এই প্রদেশ পরিদর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। জ্যাক্‌সন সাহেব আসিয়া যদি এপ্রদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয় আমরা সময়ে একটী কথা তাঁহার গোচর করিয়া রাখিতেছি তিনি যদি এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে বোধ হয় কারণ নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইতে পারে। রাজপুর, হরিনাভি চাঙ্গড়ি পোতা প্রভৃতি গ্রাম সকলের জল পূর্ব্ব দিকের বিল ও ধানের জমি প্রভৃতি দিয়া নির্গত হইত। রেলওয়ের রাস্তা হওয়া অবধি বোধ হয় এই জল নির্গমের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি যে দুই একটী পুল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তদ্দ্বারা সমুদায় জল নির্গত হইতে পারে না জ্যাক্‌সন সাহেব যদি একবার এই বিল ও জমি গুলি তদারক করিয়া দেখেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যে যে ত্রুটী আছে জানিতে পারেন।

—০—

মহৎ কার্য্য।

আমাদের পাঠকগণের অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে বঙ্গদেশ রাজ্যের শাসনের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশন কার্য্য আরম্ভ

করিয়া অবধি কতগুলি অত্যাচারের কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। দিন দিন নানা শ্রেণীর সাক্ষী উপস্থিত হইতেছে এবং দিন দিন দুই একটী করিয়া অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইতেছে। লর্ডরিপণ গত অধিবেশনে ৪৬ টী সাক্ষী উপস্থিত হয়, লর্ডকর্জন মীত্ত সাহেব অদ্যই প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ইলবার্ট শাসন বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। এক দিন ৬ জন স্ত্রীলোক সাক্ষী দিয়াছে যে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্ট করিয়া সাহেবদের ধর্ম্ম নষ্ট করা হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্বামীর অনুগত স্ত্রীদিগকে এবং বিপথগামিনী স্ত্রীলোকদিগকে এই রূপে খৃষ্ট করিয়া দাসী করিবার বিধি সে দেশে প্রচলিত আছে। এই সকল কথা যদি বাস্তবিক সত্য হয় তাহা হইলে বলা যায় যে প্রজাদিগকে অত্যন্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের গুটীকত কথা বক্তব্য আছে।

প্রথম কথা এই:— আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অপরাধের বিচারের ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা উচিত নহে, কারণ এরূপ স্থলে এক পক্ষ রাজপুরুষ অপর পক্ষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, যাহার হস্তে প্রতিবাদীর বিচারের ভার দেওয়া কি যুক্তি সঙ্গত? কমিশন অনুসন্ধান করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিবেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট পাঠাইবেন। ষ্টেটসেক্রেটারি ও তাঁহার সুযোগ্য অণ্ডর সেক্রেটারি হয় ত বৎসরান্তে করিয়া তাহা বিচার করিবেন এবং "এরূপ ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত করা" ধোলার হুকুম পাঠাইবেন। ইহলণ্ডের জন সাধারণ আদিতে পারিবে যে কি কাণ্ড হইল। তবে লর্ড সল্সবরি যে দোষী কিম্বা আর্চবিশপ লঙ দোষী নন বলিয়া যদি বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহারা মুক্তি পাইবেন। আমরা পূর্ব্বেই প্রস্তাব করিয়াছি যে এরূপ স্থলে পার্লেমেণ্ট হইতে কমিশন নিযুক্ত করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা এই:—মনুষ্য-প্রকৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে কোন সবল পক্ষ কোন দুর্ব্বল পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আমিলে অনেক লোক সেই সবলের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তাহার পক্ষাবলম্বন করে। বরদার প্রজারা যখন দেখিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কথা কহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ফ্রাঙ্কিস প্রভৃতির সহিত যোগ করিয়া মল্হররাও প্রভৃতি মোটা দের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছিল? যেখানে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে সেই খানেই মনুষ্যের পূর্ব্বাক্ত নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কমিশন যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সমুদায় বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় না। তাহার মধ্যে কল্পিত ও অত্যুক্তি-পূর্ণ অনেক কথা থাকিবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় কথা এই:— এই কমিশন যখন নিযুক্ত হয় তখন বম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক সংবাদপত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিশনের সকল সভ্যের উপর বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্বাস নাই একথা যদি সত্য হয় তাঁহাদের কথার প্রতি অধিক সন্দেহ উপস্থিত হয়। যাঁহাদের নাম ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রতি লোকের দৃঢ়ভক্তি আছে সেরূপ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক এই কমিশনের [illegible] প্রকাশ হইলে আমাদের সমস্ত ইহা মন দিয়া পাঠ করিবেন। এই সকল কথা সমালোচনা করিয়া দেখিবেন। এই সকল কথা সত্য হইলে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত রাজ্যটী আত্মসাৎ করা যেন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য না হয়; কারণ গবর্ণমেণ্ট উপদেশ পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা অনেক সংশোধন করিতে পারেন। যদি কোন সময় ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে যে কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী [illegible] কাশ্মীরের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেই পুনরায় সেই কাশ্মীরের প্রশংসা করিতে হইয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর সুখ্যাতি লাভ করিতেছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বরদা ও যে ভবিষ্যতে সুখ্যাতি লাভ হইতে পারেনা তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশের রাজাদের যেরূপ শিক্ষার অল্পতা ও চিত্ত শূন্যতা তাহাতে তাহাদের অধিকাংশ কার্য্যই মন্ত্রীদিগের উপর নির্ভর করে, অতএব সুযোগ্য মিষ্টভাষী সুশাসন করিবার এক মাত্র উপায়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এবিষয়ে ও একটী কথা বক্তব্য আছে, তাহা এই; ইংরাজ এজেণ্ট ও মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর; কারণ বিদেশীয়ের উপর সত্য ন্যায় ও অধিকার হইবার সম্ভাবনা এতদ্দেশীয় দিগের উপর তত হইবে না। এবং [illegible] পক্ষে বিশেষরূপে বলা হইবে যে তাহা এতদ্দেশীয়েরা যেরূপ বুঝিতে পারিবেন এরূপ ইংরাজ কর্ম্মচারী [illegible] পারিবেন না। যে সকল ইংরাজ [illegible]

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে সুশিক্ষিত দেশীয়দের পদার্পণ করা সর্ব্বনাশ মনে করেন? কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। ত্রিবাঙ্কুরে সার মাধবরাও এতকাল যাদ করিলেন, তাহার জন্য কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? তিনি সিন্ধিয়ার মন্ত্রী হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কত ক্ষতি হইয়াছে? রাজা দক্ষিণারঞ্জনের উপস্থিতিতে অযোধ্যার লোকের রাজ-ভক্তি যাতিয়াছে বা কমিয়াছে? জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দেশীয় মন্ত্রী থাকাতে কত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে? অতএব সে আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত দেশীয়দিগকে তৎপদে নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলে ক্রমে শাসনের বিশৃঙ্খলতা চলিয়া যাইতে পারে।

—:০:—

ভূত ও বর্ত্তমান।

শুনিতে পাওয়া যায়, নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় টাকায় আট মোণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, সে ত বহুদিনের কথা, এমন কি ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেও টাকায় এক মোণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। চাউল এত মূল্যবান হইল কেন? অনেকে এই মূল্য বৃদ্ধিকে দেশের দুর্গতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা সচরাচর বলেন, যে পূর্ব্বে কর্ত্তারা ৩০ টাকা বেতনে দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া কাটাইবা গিয়াছেন এখন ৮০ টাকা বেতনেও আমাদের ব্যয় চলে না। এই বিষয়টী একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কর্ত্তাদের সময় ও বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে তিনটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। প্রথম, মূল্য বৃদ্ধি, দ্বিতীয় ধন বৃদ্ধি, তৃতীয় ভোগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বাপেক্ষা সমুদায় দ্রব্যই মূল্যবান হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের যে অধিক অর্থাগম হইতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ৫০।৬০ টাকার কর্ম্মচারি প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না এবং তাঁহারা সকলেই ধনী শ্রেণী গণ্য ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ৫০ ৬০ টাকা বেতনভোগীদিগের সংখ্যা এত অধিক যে তাহারা সামান্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এখন মাসে ২০। ২৫ টাকা উপার্জ্জন করে না এমন লোক নাই বলিলেই হয়। আর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই ধন বৃদ্ধি হঠাৎ অনুভব করা যায় না। তৃতীয় লক্ষণ ভোগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বের লোকেরা যে সকল ভোগ্য বস্তু স্বপ্নেও দেখেন নাই তাহা আমাদের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের জীবন যাত্রা সুখের হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ব্যক্তিকে কোন দূর দেশে যাইতে হইলে খোলপাতার হাতা স্কন্ধে করিয়া পদ ব্রজের শরণাপন্ন হইতে হইত, এখন দুর্দ্দান্ত বাষ্পীয় শকট স্কন্ধে করিয়া সেখানে রাখিয়া আসে। পূর্ব্বে প্রোষিত বন্ধু বান্ধবের সংবাদ লাভের ব্যাকুল হইতে হইত এখন স্বর্গের সৌদামিনী এক মুহূর্ত্তে তাহা তাহার কর্ণে বলিয়া দেয়। এই রূপে সকল বিষয়েই এই জগতে বাঁচিয়া থাকা সুখের বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বৈরাগীর ন্যায় এ সকলকে অনাবশ্যক ও অশুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র বুঝি যদি বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যত সচ্ছন্দে থাকা যায় ভাল। পৃথিবীর যত সুখ দেওয়া সম্ভব মনুষ্য তাহা দোহন করিয়া লউন, কারণ এ সময় অল্প দিন। যে যাহা হউক, এক্ষণে এই তিন বৃদ্ধির কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে। বাণিজ্যই এই তিন বৃদ্ধির কারণ, প্রথম মূল্য বৃদ্ধি। অভাব ও সংস্থান অনুসারেই দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। যে দ্রব্যের অভাব অল্প কিন্তু সংস্থান অধিক তাহার মূল্য কমিয়া যায় এবং যাহার অভাব অধিক কিন্তু সংস্থান অল্প তাহার মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য নিবন্ধন এসম্বন্ধে কিপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বঙ্গদেশের ভূমি উর্ব্বরা, সুতরাং পূর্ব্বে এই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মিত বস্তানীর অভাবে এই সমুদায় শস্যাদি দেশের মধ্যেই থাকিত। অভাব অপেক্ষা সংস্থান অধিক হওয়াতে কাজে কাজেই উক্ত শস্যাদির মূল্য অতি অল্প হইত। বাণিজ্য দুইপ্রকার কার্য্য করিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশীয় শস্যাদি বহুল পরিমাণে বিদেশে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শস্যোৎপাদনোপযোগী ভূমির অনেক নীল পাট প্রভৃতি অপর দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত করিতেছে। একারণেও শস্যের সংস্থান অল্প হইয়া আসিতেছে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অর্থ বৃদ্ধির কারণ বাণিজ্য। ইহাও দুই প্রকারে হইতেছে। প্রথম, রপ্তানীর শ্রীবৃদ্ধি অনুসারে বিদেশীয় অর্থ দেশে সঞ্চিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ অর্থের মূলীভূত পরিশ্রমের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের মাসিক ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে অথচ আয় ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের অধিক অর্থাগম হইতেছে। দ্রব্যাদি ক্রমে দুর্ম্মূল্য হওয়া অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া লোকের যে ভ্রান্ত সংস্কার আছে তাহা দূর করাই আমাদের এই প্রবন্ধ করার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই

হইয়াছে যে আমরা ইহাকে অতন্ত্র চিহ্ন বিবেচনা করি না উপরে বাণিজ্যের তটিকত কার্যের উল্লেখ করা গেল ইহা ভিন্ন দেখিবার ও চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভূমি অন্ন দ্রব্যোৎপাদনে নিয়োজিত হইতেছে তেমনি আবার সমুদায় অকর্ষিত পতিত ভূমি আবাদ হইতেছে। বন কীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর স্থান সকল বিস্তারের গুণে মনুষ্যের বাসোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হইতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হওয়াতে লোকের সাহস পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হইতেছে, লোকের চিন্তা শক্তি মার্জ্জিত হইতেছে এবং প্রতি দিন নূতন নূতন কর্ম্ম নূতন নূতন সুখোপায়ের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ভারতভূমি শস্যশালিনী বলিয়া ভারতবাসীরেরা চিরকাল অলস। বাণিজ্যের ভারতবর্ষের সেই আলস্য ও জড়তা ঘুচিয়া যাইতেছে। আমাদের ভাবী ঐশ্বর্য্য ভাবী সুখোন্নতি ভাবী বিদ্যার্জ্জন ও ভাবী স্বাধীনতা সমুদায়ের বীজ এই পরিবর্ত্তন মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই উন্নতির লক্ষিত সমুদায় উন্নতি অনুমোদিত হইয়া আছে।

পুরস্কার।

পূর্ব্বকালে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা যাত পুষ্করিণী খনন করা পাঠশালা নির্ম্মাণ করা গুরু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দান করা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম ছিল। যাহাদের অর্থ সম্বল থাকিত তাঁহারা প্রায় এই সকল কার্য্যেই অর্থব্যয় করিতেন। পুরকায় লোকে প্রতি ঐকান্তিক আস্থাবান ছিলেন সুতরাং কিন্তু বর্ত্তমান ঐ সকল কার্য্যে তাঁহাদের আস্থার সহিত অনুরূপ হইতেছে, কিন্তু বিদেশীয় শাসনের অধি-

হইয়াছে এবং ইহারাও ইহাতে অনেক হইতে যে যে অপকার হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী এই যে এতদ্দেশের প্রতি আর লোকের সে শ্রদ্ধার দৃষ্টি নাই। এখন অন্যপ্রকার কার্য্যে দৃষ্টি পড়িয়াছে। যে দুই একজন দান ধ্যান করিয়া থাকেন তাহাদিগকে আর এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। আমরা সংবাদ পত্রে প্রায় দেখিতে পাই অমুক রাণী অমুক গ্রন্থকারকে ১০ টাকা দিয়াছেন, অমুক নাটককর্ত্তাকে এত টাকা দিয়াছেন। সমষ্টি করিলে এই সকল দানের আয়তন বড় সামান্য হয় না। এসকল কার্য্য যে অসৎ কিম্বা দানের অনুপযুক্ত তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এরূপ দান অপেক্ষা যেই অর্থ লোকের অধিক উপকারজনক এমন কর্ম্মে ব্যয় করা যাইতে পারে এই কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেবল এতৎদেশ কেন প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম কালেই বঙ্গদেশের অনেক স্থানে জলকষ্ট হইয়া থাকে। কোন স্থানে পূর্ব্বে কোন নদী বহতা ছিল এক্ষণে শুখাইয়া গিয়াছে; কোথাও বা পূর্ব্বকালের কোন দিঘী ছিল এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে এই-রূপে অনেক স্থানেই জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এদিকের যারা অঞ্চলের লোকের কথা বলিবার নয়। গ্রীষ্মকালে ঐসকল স্থানের লোকদিগকে দুই তিন ক্রোশ হইতে পানীয় জল লইয়া আসিতে হয়। গ্রামের মধ্যেও কি তালজল আছে? যে দুই একটী পুষ্করিণী লোকের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আছে তাহাও বহুজনের ব্যবহারে দূষিত ও পানের অনুপযুক্ত হইয়া আসিতেছে। প্রায় সকল স্থানেই যে পুষ্করিণীর লোকের সাহায্য হানি হইতেছে, তাহার

[illegible] দেশের [illegible] বর্ষ প্রবাহে ১০।১২০ টাকা [illegible] বিষয়ের যত্ন করিয়া স্থানে [illegible] অভাব ঘুচিয়া পুষ্করিণী [illegible] যেমন করিয়া দেন তাহা হইলে [illegible] প্রজাদের অনেকটি বিদ্যাবল বহু কীর্ত্তি থাকে এবং মহাত্মা [illegible] কের নাম বিপদের সময় অনেক সাহায্য হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা অধিবাসী ও ধনিদিগকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন বিশেষ ফল লাভ হয়। আমরা জানি যখন বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাটে ছিলেন তখন তিনি কয়েকটী পুষ্করিণী খনন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্য কর্ম্মচারিরা এইরূপ চেষ্টা করিলে অনেক উপকার করিতে পারেন।

—০:—

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কাজ মন্তব্য।

রঙ্গালী বন্ধ করা উচিত কি না এই কথা লইয়া যেমন এদেশের মধ্যে সেই আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ডের সংবাদ পত্রিদিগের মধ্যে প্রভৃতি [illegible] পত্রিকা রপ্তানী বন্ধ করিবার [illegible] দিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কেহ মন্ত্রীবর্গের সহিত এক মত হইয়া [illegible] কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই [illegible] মর্ম্ম দিয়াছেন। মূলে দুষ্টি [illegible] আপনি রপ্তানী করিয়া [illegible] এমন নহে, কিন্তু এরূপ [illegible] দুষ্টি হইলে রপ্তানী করিবার [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যে ঘর এইভাবে চলে তাহা হইলে ৩১৫ আঢ়ুপাটির মধ্যে যত চাউল আমদানী হইবার সম্ভাবনা তাহার দ্বিগুণ চাউল বাহির হইয়া যাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে চাউলের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল আপাততঃ তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় অনেক দোকানী বাড়িয়াছে। এতদ্দিন আড়তদার ও মহাজনেরা লাভের আশায় পুরাতন চাউল ঘরে রাখিয়া এক্ষণে নূতন চাউল বাজারে উপস্থিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে তাহারা বোধ হয় সেই সকল চাউল ছাড়িতেছে। সচরাচর মহাজনেরা এরূপ সময়ে নূতন চাউল ব্যবহার করেন না কিন্তু এবারে তাহা বাজারে পড়িতে পাইতেছে না। উহাতে কত দিন চলিবে তাহা বুঝি ত পারা যাইতেছে না এবং অগ্রাণ মূল্য কমিয়া যাওয়াতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা দূর না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতেছে। মহাজনেরা লাভের ও বাজারের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারে এরূপ অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই তাহারা যখন পুরাতন চাউল ছাড়িতেছে বোধ হয় আর অধিক দিন তাহা রাখিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহার মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে যে প্রকার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা তত দূর বিস্তার না হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রতি সপ্তাহে আমরা যে বিক্রয় বোধ [illegible] তাহাতে [illegible] অনেকস্থানের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রকাশ [illegible]

[illegible] লোকের সন্দেহ [illegible] হইতেছে। যাহা হউক তাহা [illegible] এমন্তে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহার পূর্ব্বে সমস্ত সপ্তাহে এক লক্ষ মণ অধিক চাউল পাল্‌ঘাটের হইতে বিদায় আনীত হইয়াছে এবং এখনও আনীত হইতেছে, এবং সেণ্টজর্জ্জ গণ্ড ও অনেক দূরস্থ মফস্বলকে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল আসামে প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তাহাদিগের ৬০।৭০ জন লস্কর এক একটী দল করিয়া ছাবড়া টিটাগড় প্রভৃতি বিভাগে প্রেরণ করা হইবে; সেখানে চাউল ঔষার ও গৌকা যোগে তাহারা আসামে উপনীত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সত্য হউক আর না হউক গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগের ত্রুটী করা উচিত নহে। এবার আমরা আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে ত্রুটী করিতেছেন না।

—•—

বিদেশীয় রাজার দোষ কত?

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা গত বারে এ সম্বন্ধে যে কটিকথা বলিয়াছি, কিন্তু এখনো একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা অবশিষ্ট আছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত এক শরীর না হইলে ইংলণ্ডের রাজত্ব স্থায়ী হইতে পারে না, এই কথার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক অঙ্গ হওয়া বলিলে অনেক অর্থ বোধ হইতে পারে। প্রথমতঃ অঙ্গের বিবাহ হইতে দুই উন্নত জাতি মিলিত হওয়া [illegible] ক্রমশঃ [illegible] বাসীদিগের [illegible] অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন। যদি আমাদের এই [illegible] ভিন্ন জাতি বিবাহে একত্রে বাস করেন তাহা হইলে তাহা কতদিন সম্ভব হইতে পারে। কেবল তাহা নহে ভর্ণন ও সাকসনদিগের ন্যায় উভয় জাতির ধর্ম্ম এক হওয়া আবশ্যক কারণ মুসলমান রাজারাও ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথাপি উভয়জাতির মধ্যে যে প্রভেদ ছিল তাহা দূর না হইয়া বরং আরও স্পষ্ট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে এ উভয় কথাই অসঙ্গত বোধ হয় সুতরাং এরূপ এক শরীর হওয়ার কথা বলা অযুক্ত বলিয়াছিলাম এবং ইতিহাস হইতেও [illegible] অঙ্গ হইবার কথা বলিয়াছি। তাহা এই, ইংলণ্ড যে ভাবে স্কটলণ্ডকে আপনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ ইংলণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্কটলণ্ড হইতেও পার্লেমেণ্টের সভ্য গ্রহণ করেন, যেরূপ কোন কার্য্যে স্কটলণ্ডবাসিদিগকে অতি ক্রম করেন না, যেরূপ সকল প্রকার রাজ কার্য্যে স্কচ ও ইংরাজ বিচার করেন না সেইরূপ যদি ভারতবর্ষ হইতে পার্লেমেণ্টের সভ্য গ্রহণ করা হয় এবং কোন কার্য্যে যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে অতি ক্রম না করেন, তাহা হইলেই উভয় জাতির স্বার্থ এক হইতে পারে ইংরাজ রাজত্বের প্রতি ভারতবর্ষবাসিদিগের মমত্ব জন্মিতে পারে; অন্য এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং ইতিহাস হইতেও [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন [illegible] কোরকলা বিজয় [illegible] আসিয়াছিল, [illegible] সুরের [illegible] তাঁহারা কোন [illegible] করিলে বিদ্যা কোন [illegible] জাতিকে পরাজয় করিলে তাহা [illegible] নিজ রোমবাসিদিগের [illegible]

সর্ব্বাম অধিকার করিতে পারিতেছে না। এই উপায়ে তাঁহারা মনুষ্যের অধীনস্থ জাতিকে বশীভূত করিয়া রাখিতেছেন। এই উপায় অবলম্বন করায় জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহারা অনায়াসে সেই সকল জাতির সাহায্য পাইতেন। মুসলমান রাজগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম হিন্দুদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আদর করিয়া রাজসভায় মুক্ত করিয়া রাজশ্রেণীভুক্ত করিতেন। যেখানে যেখানে এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সেখানেই সুফল ফলিয়াছে। এই উপায় ভিন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের কখন ইংলণ্ডের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবে না। তবে ভারতবর্ষীয়দিগকে অধীনস্থ রাখাতে কিছু ক্লেশ নাই, এমত নহে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ যেমন সকলের মধ্যে যে যে বিষয়ে প্রভেদ আছে তাহার অধ্যে রাজতন্ত্রও একটী। কি প্রাচীন কালের কি বর্ত্তমান কালের সকল সময়ের ইতিহাসে এই প্রভেদ লক্ষিত হয়। গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিরা কতকাল সাধারণ তন্ত্র প্রণালী অনুসারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের জাতিরা রাজতন্ত্র প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন। আমেরিকার কোন জাতি কখন চেষ্টা করিয়াছেন কি না সন্দেহ, এবং কখনও সেরূপ চেষ্টা করিলে সফল হইবে কি না সন্দেহ। দেখিলে বোধ হয় লোকে পরাধীন, আমাদের বিধাতা নির্ব্বন্ধ। আমরা বহু কাল রাজার অধীনে বাস করিতেছি এবং বোধ হয় চিরদিন বাস করিব। [illegible]

করিয়াছি আইস আমরা বিশ্রাম করিতে যাই। ইংলণ্ড যদি রাজত্ব স্থিরকারী করিতে চান তাহার উপায় আছে এবং তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

—:০:—

পাবনা।

(গত প্রকাশিতের পর)

আফিমের কুঠী ও নীল করনওয়ালিসের কর, এই দুইই পাবনার মধ্যে আকাল আফিমের কুঠী ও অনেকগুলি লোক প্রতি পালিত হইতেছে। আফিমের কুঠী না থাকিলে পাবনার মজুরদিগের আর মিলা ভার হইত। করনওয়ালিসের কর প্রভৃতিও এরূপ দৃঢ়তর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তাহা কখন যে হইয়াছে বোধ হয় না। কবরের চারিদিকে চারিটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। একটী ব্রাহ্মণের একটী মুসলমানের একটী গোরার ও একটী বিবির। প্রতিমূর্ত্তি গুলি দেখিলেই বোধ হয় ইহারা সকলেই নিজ নিজ স্বত্ব স্বামিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই চিত্র দেখিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইয়াছে একদে এদেশীয় ভূম্যধিকারিগণ গবর্ণমেণ্টের কেবলমাত্র মুৎসুদ্দি হইয়াছেন।

পাবনা নগরের দরিদ্রতার বিশেষ প্রমাণ এই, ১০।১২ হাজার টাকা বার্ষিক আয় বিশিষ্ট নগরের মধ্যে ভাল পাকি ঘোড়া প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে একা ও টাঙ্গনেরই একাধিপত্য। একা কেমন জানেন? যাহারা কখন চড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা বলিতে পারিবেন। টাঙ্গনওয়ালারা গমনাগমন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশের কথা মনে হইলে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। তীব্র রৌদ্রের দারুণ তেজ ও বর্ষার বৃষ্টি তাঁহাদিগের মাথার উপর দিয়া যায়। ছোঁড়া হয় না বলিয়া পাবনার ব্যবসায়ীরা প্রায় উৎকৃষ্ট ঘোড়া রাখেন না।

এখন পাবনার নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু যে হারে [illegible] নগরই

আফিমের কুঠীর জন্য বড় হইয়াছে। [illegible] যায়। [illegible] বিস্তৃত। [illegible] ঘরের উপরে উঠিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] ঘরের উপরে উঠিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। [illegible] রাজাদিগকে অধিকার চ্যুত হইয়া এই কারণে বা এ [illegible] হইয়া [illegible]

পাবনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই বসতি আছে। হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক। ব্রাহ্মণ রাজপুত জাতি প্রভৃতি হিন্দুদিগের নানা শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণেরা কুলীন বংশে বিবাহ না করিলে ভদ্র হন না। এখানে মর্য্যাদা বহুল অভিমান শিখিল। ব্রাহ্মণ হউন আর অন্য হিন্দু হউন, কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই ঘবনী গমন করিয়া থাকেন। এখানকার লোকের এই প্রকার অধর্ম্ম যে কারণে আছে যে, ধনবান হইয়া যদি ঘবনীগমন করা না হইল, ধনবত্তা বিফল হইল।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয়। দুই চারি জন একত্র হইলে সাজ করিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। ইহার জাতির স্ত্রীলোকেরা রাস্তায় গমন করিলে সুন্দরতার যে [illegible] যায়।

রঙ্গপুর দেশে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ এখানে সেরূপ নাই। এখানে হিন্দুদিগের দেওয়ালি ও হোলি এবং মুসলমানদিগের মহরম এই তিনটী মাত্র পর্ব্ব হইয়া থাকে। এখানে মুসলমানের সংখ্যা যে অল্প বলিয়াছি তাহারা প্রায় সকলে [illegible] ও মহরম উপস্থিত হইলে হিন্দুরা [illegible] আমোদ করিতে বাকি রাখে না।

[illegible] লোকদিগের অধিকাংশ [illegible] যেরূপ একত্র হইয়া [illegible] হিন্দুস্থানের [illegible] যায়। [illegible]

স্থানের লোক মাসের দ্বারা ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া যা সমাধান সে সেই দ্বারা সিদ্ধ করিয়া থাকে করিবে।

এখানে দুটী চিকিৎসালয় আছে। একটী মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয়টী শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ মিত্রের স্বয়ংকৃত। দুইটীর নাম বিবেচনা করা হয়। একটী নামের আড়ম্বর ও লোক হয়বংশ লোকের কীর্ত্তি স্তম্ভ। নামের আড়ম্বরে অত্যাবশ্যক ও দুরবংশ লোকের ধন মাত্র উহার জীবনদাস হইয়াছে। নামের আড়ম্বর মুক্ত করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ মিত্র হুগলী হইতে ১৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়। এরূপ অধ্যবসায় না হইলে সাধারণের উপকারক এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। লোকে বলেন, পূর্ব্বে জল বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর ছিল। ক্রমে মন্দ হইতেছে। কি কারণে মন্দ হইতেছে, তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না।

এখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা নয়। কিন্তু অধিকাংশ কঙ্কর মিশ্রিত আছে। কৃষকদিগের দারিদ্র্য নয় বলে উহা অধিকতর উর্ব্বরতা লাভসম্পন্ন হয়। কৃষকেরা কুপোদক সেচন দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

এখানে অনেক ফিরিঙ্গি ও পর্ত্তুগিজ আছে। নগর অতীব সুশৃঙ্খলে রক্ষিত আছে।

বিবিধ সংবাদ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

আমরা শুনিলাম হুগলীর জমীদার ও ব্রাহ্মণেরা তথায় এক রথযাত্রার স্থাপনের প্রার্থনা করিয়া এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ঠিক করের হার হইতে মুক্ত করা হয় এই প্রার্থনা করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট যে আবেদন করেন কমিশনর সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা পুনর্ব্বার এবিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করিয়াছেন। কি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম কি পর্য্যন্ত বুঝেন বলিতে পারি না। হুগলী ও বর্দ্ধমান এই উভয় স্থানের অবস্থা সমান। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে কি বা দেখিয়া রথযাত্রা স্থগিত করিয়া উহা হুগলীর কল্পে মকেপ করেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন যে কারণে বর্দ্ধমানে প্রথম রথযাত্রার স্থাপন অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছে হুগলীতেও সে কারণের অসদ্ভাব নাই। আমাদিগের ইচ্ছা লাভ মর্ম্মজ্ঞ মহোদয় এ বিষয়ের মনোরথ পূর্ণ করেন।

ইংলণ্ডের সমাচার এবার যে পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহাতে সেইরূপ অন্যায়ক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই বটে কিন্তু দানশীলতা বিষয়ক আছে। এখানকার দরিদ্র লোকেরা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে না। ভিক্ষা দ্বারা কোন প্রকারে উদরের চিন্তা যায়। কিন্তু যে সংবাদটি লিখিত হইতেছে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের দরিদ্রতার এক প্রকার পরিচয় হইবে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একজন দরিদ্র আপনার দুটী সন্তানের ভরণ পোষণে অক্ষম হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। কি ভয়ানক।

ইহা পাঠকগণকে একটী সন্তোষের সংবাদ দিতেছি। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পীড়ার কয়েক দিন হইয়াছে। এই পদের জন্য এখন সাহেবের কবিরাজ দিগের ভাগ্য পরিক্ষিত হইয়াছে। ডিবস পেইন প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা এক একটী জল দিয়াছিলেন। পরে কবিরাজ দিগের চিকিৎসায় কয়েক দিবস হইল যাহার চিকিৎসায় হউক আরোগ্য লাভই সকলের প্রার্থনীয়।

উত্তর পাড়ার জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যে সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল বাবু দুর্গা কৃষ্ণার সর্ব্বাধিকারীর চিকিৎসায় তিনি অদ্য পথ্য করিবেন এরূপ অনুমতি হইয়াছে।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

ব্রাহ্মণ্য সোসাইটির এপ্রীলের সংবাদদাতা দুই জন বাঙ্গালির মধ্যে উপবীত ধারণ ব্রহ্মসূত্র ধারণ এইরূপ লিখিয়াছেন। কোন্‌ট এবং পার্শে উচ্চ নামক দুই জন বাঙ্গালির মধ্যে উপরে উঠে। ঘণ্টাটী ১১১ হাত সুরবস্তী দুটী পাঁচতলা দুতের জানালায় খাটান হয়। উভয়ে ঘড়ির দুই দিক ধরিতে থাকে। অনন্তর সঙ্কেত করিয়া পরস্পর পরস্পর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এই রূপ স্থির হয়। ১২ টা বাজিবা মাত্র উভয়ে দুই দিক হইতে গমন করিতে লাগিল, কোন্‌টের বিশেষ পটুতা জন্মে নাই, সে ক্রমে ক্রমে হটিতে লাগিল। কিন্তু পার্শের চক্রান্তে কোন্‌টা উহার সম্মুখবর্ত্তী হইলে উহার কপোলদেশে মজোরে একটী ঘুসা মারিল, কোন্‌টের তৎক্ষণাৎ ঘড়ির উপর হইতে পা সরিয়া গেল, কিন্তু সে একেবারে ভূমিসাৎ না পড়িয়া এক হাতে ঘড়িটী ধরিয়া ফেলিল আর এক হাতে আক্রমণকারীর এক পা ধরিল। উহাতে পার্শেও হাত পড়িয়া গেল। কিন্তু মাহুতেরা ঘড়িটী অপেক্ষাকৃত সুস্থলে ধারণ করিল। এই অবসরে উভয়ের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোন্‌টের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পার্শে উচ্চ ঘড়ি হইতে কোন রূপে রক্ষা করিতে লাগিল, এদিকে পার্শেও হাত ছাড়া পা দ্বারা কোলটারকে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং মাহুত দ্বারা হস্তি হইতে তাহার হাত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঘুসোর উপর এক রূপ উভয়েরই যুদ্ধ চলিতেছে, উহাদিগকে ছাড়াইয়া দিবারও কোন উপায় নাই, এমন অবস্থায় দর্শকগণ উহাদের একজনের অবশ্য দুই জনেরই মৃত্যু নিশ্চয় করিতে লাগিলেন। মুখটী অন্ধকার হইয়া উঠিল, দর্শকগণের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন অনেক পুরুষকেও কাঁদিতে হইল। সেই সময় আবার যে যে দাঁড়া দিয়া কোন্‌টের ঘড়ির উপর উঠিয়াছিল সেই দাঁড়া নড়িতে লাগিল। মুখোমুখী করিয়া যে বীর এই বিপদ দেখিয়া যেরূপ আহলাদিত এবং ইহার যে কি করিয়া বসে জন্য, পার্শোউচের কিরূপ ভয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া [illegible]

[illegible] ক'রতে পারে [illegible] সকলের [illegible]
[illegible] এই রূপে, [illegible] কাল [illegible]
[illegible] তাহাকে [illegible]
[illegible] ভাবে [illegible]
[illegible] ভাবে [illegible]
[illegible] ভাব

হাছেন তিনি ২০ হাজার টাকা পাইলে দফির উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন। যাহারা আমাদের দেশীয় বাস যাত্রী দেখিয়া বিস্মিত হন, তাহাদের এক বার এই ইউরোপীয় বাসযাত্রী দেখা কর্ত্তব্য। দেখিতে কিছু পয়সা ব্যয় আছে বটে; কিন্তু সে পয়সা বৃথা নষ্ট হইবে না, যে পয়সা দেওয়া হইবে তদপেক্ষা অধিক আমোদ পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একজন ব্রীলোক জাহাজে আসিয়াছেন। আমেরিকার ব্রীলোকেরা ক্রমে এদেশের পুরুষদিগের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন লর্ড মর্থব্রুক যখন লক্ষ্ণৌ গমন করেন তখন অসংখ্য লোকে তাঁহার নিকট দরখাস্ত করে। তিনি কলিকাতায় সে দরখাস্তগুলি পাঠ করিবেন।

সম্প্রতি মাদ্রাজে একজন মুসলমান বি এ, দেহত্যাগ করিয়াছেন। মাদ্রাজে ইনিই এই প্রথমে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তত্রত্য মুসলমান সমাজে প্রথমেই এই ব্যক্তি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন পরেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন, ইহাতে তত্রত্য একজন মুসলমান সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, হিন্দুদিগের মন্ত্র বলেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের এগৌরব হিন্দুদিগের সহ্য হইবে কেন, তাহারা মন্ত্রাদির সাহায্যে উহাকে হত্যা করিয়া সেই গৌরব নষ্ট করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের যেরূপ বিদ্বেষ, তাহাতে তাহাদিগের এরূপ সংস্কার অসম্ভব আশ্চর্য্যের নয়।

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ইংরাজী নববর্ষ দিবসে যে মেলের বাজার হইবে উহাতে একটী অত্যাশ্চর্য্য অপ্টিকাল যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। ঐ যন্ত্রে মানুষের বয়সের ন্যূনাধিক্য অনুসারে আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহা দেখা যাইবে। দর্শকগণ নিজ নিজ ফটো গ্রাফ সঙ্গে লইয়া গেলে কত বয়সে কিরূপ আকার হয় দেখিতে পাইবেন।

হিন্দু শাস্ত্র পত্ত বদে আজ্ঞা দেন কি না তাহার বিচারার্থ আলেকজান্দ্রিয়ায় মাদ্রাজীয় পাদ্রী এক সভা করিয়াছেন। কতকগুলি পণ্ড বদের অনুকূলে ও কতকগুলি প্রতি কূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

লার্ড লারেন্স উলসলি লিখিয়াছেন তিনি দুটী যুদ্ধে আশান্টিদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দেশীয় সেনাদলের অযোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য না হইলে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করা যাইবে না।

সিংহলের স্থানে স্থানে গত লোক সংখ্যা নিবন্ধন লোকের এই এক আশঙ্কা সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, গত ফরাসী প্রদীয় যুদ্ধে অনেক পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, লোক সংখ্যা করিয়া এদেশে যত অবিবাহিত পুরুষ পাওয়া যাইবে উহাদিগকে ধরিয়া ফ্রান্সে পাঠান হইবে। এই সংস্কার হত স্থানে লোক সংখ্যা আরম্ভ হইতে হইতেই ঐ সকল স্থানে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে যে আর তথায় অবিবাহিত পুরুষ নাই বলিলেই হয়।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল শ্যামদেশের দুইজন রাজদূতকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গ্রহণ করেন।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

পূর্ব্বদিগে রপ্তানী হওয়াতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে এডিনবরার ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া সেণ্টপিটর্সবর্গে উপস্থিত থাকিবেন।

সেদিন নিউইয়র্কের একজন পাদরির বড় বিপদ গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে হেনরি ওয়ার্ড বিচার সাহেবের ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকলের প্রতি গুরুতর রূপে আক্রমণ করেন। কি আশ্চর্য্য! আক্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার দন্তগুলি পড়িয়া গেল। পাদরি সাহেব কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত সত্য বাক্য আক্রমণ করিয়াছিলেন?

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

বিগত কল্য এখানে একটি বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এক বিবাহেই ব্রাহ্ম বিবাহ, বিধবা বিবাহ, এবং সহর্ষ বিবাহ এই ত্রিবিধ বিবাহ সংসাধিত হইয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস। ইনি ঢাকা অকল নিবাসী অতিশয় কুলীন শ্রেণীর বৈদ্য। এখানে মাএর জেলরের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহাঁর পূর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিয়ৎকাল হইল সেই স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার গর্ভজাত একটি কন্যা মাত্র আছে। পাত্রের বয়স অনুমান ৩০।৩২ বর্ষ হইবেক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভুবনময়ী দাসী। ইনিও উক্ত অকল নিবাসী কায়স্থ বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত কালী শঙ্কর দাসের ভাগিনেয়ী, বয়স অনুমান ১৯।১৭ বৎসর হইতে পারে। পাত্রী কর্ত্তা এখানে সিবিল সর্জ্জন চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ঈশ্বরাদেশক্রমে ভুবনময়ীর পূর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল, দুরদৃষ্ট বশতঃ পতি মর্য্যাদা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বিধবা হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও এই মাঙ্গলিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় এখানে আগমন করিয়াছিলেন তিনিই প্রধানতঃ আচার্য্য এ উপলক্ষে তাঁর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সেন কেবল বর পাত্রীকে প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আইনানুসারে পাত্রের বাসাতেই বিবাহ রেজিষ্টরি হয়, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিবাহ সভায় হাকিম পুলিস কর্ম্মচারী, উকিল মোক্তার ও আমলা প্রভৃতি অনেক গুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

শুনা যাইতেছে তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমায় ৭৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয় এটী প্রকৃত হিসাব নহে, অনেক কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

[illegible] হইল, এ টাকা কোথা হইতে আসিল? ৯ টাকা যদি তাহাকেশ্বরের সম্পত্তি হয়, মহাদেবের তাহা নিজ প্রকরণার্থ ব্যয় করিবার অধিকার আছে কি না, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইনের দরুণ বর্ষতলার বাজারের অধ্যক্ষ বাবু হীরালাল শীলের বড় গোলযোগ হইতেছে। কীরা লাল বাবু অফিসরদিগের বিরুদ্ধে নালীস করিবেন শুনা যাইতেছে। তিনি নালীস করিতে পারেন অনেক ভাল ভাল উকীল তাঁহাকে এ পরামর্শ দিয়াছেন। ইন্সিনিস কলিকাতার প্রায় যাবতীয় ছাল কার্টগুলাকে হস্তগত করিয়াছেন। এক একটী ডিস্পেন্সারিক ডাক্তারদিগের পক্ষে যে রূপ উপায় হয়, অফিসরদিগের সহিত হীরালাল শীলের মকদ্দমা কলিকাতার বারিষ্টার ও উকীলদিগের পক্ষে সেই রূপ উপায় হইবে।

৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ১১৮৫৭২ মণশস্য রপ্তানী হইয়াছে।

হারজিলিঙ হিইন বলেন, বর্দ্ধমানের রাজা ৪ ঠা জানুয়ারি কর্ণেলত হইতে কালনা যাত্রা করিবেন।

বিংহলের স্থানে স্থানে শস্য এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, উহার নিবারণার্থ পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে। অধিকেরা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিবার আশয়ে চাউল ক্রয় করিয়া গোলাযাত করিয়া রাখাতে বহুসংখ্যক লোক যষ্টি হস্তে লইয়া ঐ সকল চাউলের গোলা ভাঙ্গিবার জন্য সমবেত হয়। কিন্তু পুলিসের যত্নে কোন গোলযোগ হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদ পত্র "হোম [illegible] ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন- [illegible] সর্ভ লেয়র বাহাদুর দুর্ভিক্ষ [illegible] করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে বিলক্ষণ আয়োজন করিতেছেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ক সর্ভলেয়র প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ দিতে বলেন। সেই পত্র মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু সে পত্রে এমন অল্প বিষয় আছে যাহা আমরা অন্য উপায়ে পূর্ব্বে জানিতাম না। যতদিন না ভারতবর্ষ হইতে প্রকৃত সঠীক সংবাদ পাওয়া যায় ততদিন আমাদিগকে বিলম্ব করিতে হইতেছে, কোন প্রকার নিশ্চিত কার্য্য অবলম্বন করা যাইতেছে না। পৌষ মাসে যদি বৃষ্টি হয় এবং রাবিশস্য অন্যের আমদানী যদি হইতে থাকে, তাহা হইলে বিপদ হইতে কতকপ্রকার উপায় হয় এবং তাঁহারা আমরা আশঙ্কিত হইলাম যে চৈত্র মাস হইতে যে কষ্ট আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা তাহা নিবারণের জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করা হইতেছে। সর্ভলেয়র যতদিন না ইণ্ডিয়া আফিস হইতে বিশেষ সংবাদ পান ততদিন এই গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিতে বেশ না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেশবাসী অনেকেই কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন এখনও তাহার কার্য্যের সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি বিপদ উপস্থিত হয় ইংলণ্ড অর্থ সাহায্য করিতে ও সাধু ইচ্ছা দেখাইতে ত্রুটী করিবেন না। সর্ভ লেয়র রপ্তানী বন্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া যুক্তির কর্ম্ম করিয়াছেন কি না, সম্প্রতি আমরা এই বিচারে বিমুক্ত আছি। টাইমস পত্রিকা সার জর্জ কাম্বেল ও জমিদারদিগের সহিত একমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সার বার্টল ফ্রিয়ার ও সার চার্লস ট্রিভিলিয়ান প্রভৃতি গবর্ণর জেনেরলের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে করিতেছেন। বাস্তবিক যাহারা ভবিষ্যত বৃষ্টির ভরসা করে তাহারা সকলেই দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবে। ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি হইলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে যাবতীয় দেশে শস্যাদি আনীত হইবে, যত অধিক সংখ্যক লোক হইতে ভরসা করা যাইবে সেই পরিমাণে দুর্ভিক্ষ [illegible] পড়িবে। কয়েক মাস ধরিয়া কষ্ট [illegible]

[illegible] সমাচারদর্পণ [illegible]

[illegible] হইতে [illegible]

ঠাঁদ বদনি যাদুমণি।

অবলার বলি দিলে, মণীদেবের ভাড়নিতে
বিষাদে পুরিল মন, সকলে অবাক্।
রাজন সমান ঘরে, সতীর সতীত্ব নরে
ভূধরের পাপে কেন, তার পরিপাক
ঠাঁদ বদনি যাদুমণি তব মরে যাক্।
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

যার কর অবলার, প্রাণান্তিক যাতনায়
কারণ রয়েছ তুমি, তাহিলে তাহার
ক্রোধে উঠে উথলিয়া, ইচ্ছা হয় পোড়াইয়া
ভস্ম করি, দুরদিনীরা যদি তুমি হয়।
ঠাঁদ বদনি যাদুমণি তব মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

সতীর সতীত্ব যদি, তার কাছে তুচ্ছ নদী
ইন্দ্রের রাজত্ব পদ—এ তিন ভুবন,
সে বলের জোর তুমি, অবলে কি বলতুমি
তুলিবে ও পাপ নাম? ঠাঁদ যাদুমণি,
ঠাঁদ বদনি যাদুমণি তব মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক্।

অবলা সতীত্বনিধি তুলনা তাহার যিনি
দিয়াছেন রমণীরে করিতে উজ্জ্বল;
বিধি সেই তুলাদায়, অপরিত্র হস্ত যার
সে শোভা হরণ করে, ভেবেছ কি বল,
ঠাঁদ বদনি যাদুমণি তব মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

[illegible] কি বজ্রবন্ধি [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
চক্ষু থাকে দেখ চেয়ে, কাণ দুটা থাকে যে
[illegible] [illegible] [illegible]
ঠাঁদ বদনি যাদুমণি [illegible]
সতীর ব্যথিত প্রাণ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

বর্ষের মাঁচের মত, সুখে ছিলে অবিরত
এবারে সরাধম ফেলেছে তোমায়।
টান মারি মাছুয়ণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক্।

নিষ্কলঙ্ক কুলবালা, নিষ্কলঙ্ক পুণ্যমালা
সে কুলে কলঙ্ক দেয় দেখ সাধ্য কার
শত সতী অভিশাপে, পুড়ুক সে মনস্তাপে
ফলেছে দুষ্টান্ত তার জীবনে তোমার!
টান মারি মাছুয়ণি রস মরে যাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

সতীর পবিত্র মুখ, সরলমে স্বর্গসুখ
সে শ্রীমুখে কালি দিলে কার প্রাণে সয়,
শত শত অন্তঃপুরে, তোমার মতের তরে
উঠিছে প্রার্থনা আমি পাষণ্ড নির্দ্দয়।
টান মারি মাছুয়ণি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

তাহাতে যে কথা নাই, বাহিরা জানাতে পাই
হৃদয়ের ক্রোধ তার। কথত' থাকিলে
নবীনের হাহাকার, শুনে বজ্র ফেটে যায়—
মাঁছিতে কি দিতে তোরে? বড় কাঁকি দিলে।
টান মারি মাছুয়ণি রস মরে যাক্।
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

টান মারি টান মারি, কেঁয়া কট কট ধ্বনি
কর্ণভরে শোন যারা কেমন সুস্বর।
করেছ যে দুরাচার, প্রায়শ্চিত্ত কর তার,
তেল দিয়ে তেল যায় হওয়া কাজ।
টান মারি টান মারি, পায় না কি আর?
ওই এলোকেশী কাঁদে পাবে না নিস্তার।

টান মারি টান মারি, দুখাইল মুখখানি
তাতে কিছু দুঃখ নাই, রস মরে যাক্।
সতীদের মনস্তাপ, এখনো যেটেঁনি বাপ্
আরো টান, রস টুকু পাক পরিপাক।
ওই কাঁদে এলোকেশী পাবে না নিস্তার,
শত সতী কাঁদে ওই টান আর মার।

কুললক্ষ্মী সতীগণ! কর আমি আমাদের
দেও মরে হুলুখুলি অন্য কাজ থাক।
মনান্ত টানিছে মাছি, কি বা কেঁয়া কট ধ্বনি
তেলে তেল কাটে দেখ, পাকে পরিপাক।
মাছি গাছে বর্ষরাজ ঘুরে ঘুরে যায়,
দেখিবি কি বজবাসি। আয় ছুটে আয়।

বঙ্গজাতি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

মহাশয়। এবার শস্যের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছে যে অবশ্যম্ভাবী অন্নকষ্ট নিবারণের উপায় কি? আপনারাও ইহার ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান দ্বারা উত্তেজিত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। এবং গবর্ণমেণ্টও অকর্ত্তব্য সাধনে বিশেষ প্রস্তুত। এসময়ে স্বয় প্রদেশে কি কি কার্য্যানুষ্ঠান করিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিশেষ উপকার সাধিত হয় এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন, তাহা রাজপুরুষদিগের গোচর করা একান্ত সময়োচিত হইতেছে বিবেচনায় অদ্য আমরা লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। নদী সকল জীর্ণ সংস্কার করিলে কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ও সুবিধা হয়, জলকষ্ট কমিয়া যায়, ম্যালেরিয়া জ্বরের লাঘব হয়, এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আমরা কয়েকবার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আপনিও সময়ে সময়ে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আন্দোলন করেন, কিন্তু কিছুতে কিছু না হওয়াতে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্টই ছিলাম, এবারকার বাৎসরিক গতি আমাদিগকে সচেষ্ট করাতে পুনরায় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আহা! আমরা যে সময়ে প্রস্তাব করিয়াছিলাম সেই সময়ে যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে কখনই এত পরিমাণে শস্যের হানি হইয়া শত শত দুঃখী প্রাণীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা হইত না। যাহা হউক গতানুশোচনায় কিছু ফল নাই। এই ফলে আমরা কৃতাঞ্জলী সহকারে নদীয়া ও ২৪ পরগণার কার্য-কুশল প্রজাবৎসল মাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা এই সময় ক্ষিপ্র-হস্ত হইয়া যাহাতে দুটীর জীর্ণ সংস্কার হয় তাহার উপায় বিধান করুন। এতদ্বারা আপাততঃ নিরূপায় দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট দুঃখী প্রজা-বর্গের জীবিকার একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে তদ্ভিন্ন যাহাতে এরূপ ভীষণ বিগ্রহ নিবন্ধন মলাবাদি মহামারীতে অন্যান্যবে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা দূর হইবে, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে এবং রীতিমত জল নিকাশ হইয়া সংক্রামক জ্বরেরও অনেক লাঘব করিবে।

আমাদের উপরি লিখিত প্রস্তাবটী শুনিতে যাত্র যত বৃহৎ ও ব্যয় সাধ্য বলিয়া প্রতীতি হয় বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ ইহা পূর্ব্বে বহুতা নদীই ছিল এখনও ইহার অনেক পরিমাণে খাত বিদ্যমান আছে; কেবল কতকগুলি স্বার্থপর লোক উহাতে পুষ্করিণী করিয়া কোন কোন স্থান সঙ্কীর্ণ ও বদ্ধ করিয়াছে। কতকটুকু নিম্নভূমে যে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এরূপ নহে, ইহার বিলম স্থান গোপালপুর পর্য্যন্ত সকল স্থানের অবস্থাই প্রায় এইরূপ, কেবল কোথা, হাজীনগর বা ঐরূপ কোন স্থান হইতে অরিচার বিল পর্য্যন্ত নূতন খাল কাটাইয়া তৎ পরে বরাবর মেথো খাল পর্য্যন্ত জীর্ণ সংস্কার করিলেই হইবে। তরসাকরি অপেক্ষাকৃত এই অপব্যয় সাধ্য অথচ সম্পূর্ণ ও সুমহৎ ফল দায়ী কার্য্য সম্পাদনে কদাচ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

২। বারাসত হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত "ইম্পিরিয়ল রোড" নামে একটী রাস্তা আছে, ইহা প্রজা সাধারণের অনেক হিত সাধক। পাট তামাক গুড় প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য সর্ব্বদাই এই রাস্তা দিয়া গাড়ী যোগে যাতায়াত করিয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে ইহা কর্দ্দমাকীর্ণ হওয়াতে ঐসকলের এত পথিকদিগের গতি বিধির অতিশয় অসুবিধা ও কষ্ট হয় এমনকি গাড়ী ইত্যাদি চলাচল বন্ধ হইয়া উঠে, সুতরাং প্রদেশীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয়। এক্ষণে উক্তরাস্তার

রেল সেস আদায় হইতে চলিল। আর এদে
শীঘ্র ক'ষ বাণিজ্যাদির দাবাতে উন্নতি
ও সুবিধা হয় তাহাই রেল সেস স্থাপনের
উদ্দেশ্য। অতএব আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট
সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা বিশেষ
মনোযোগী হইয়া ঐ রাস্তাটী যাহাতে পাকা
হয় ও তার চেষ্টা করুন। এতদ্দ্বারা অন্তর্বা
পার ও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তাপী
তীরস্থ একপ্রকার দুঃখী প্রজাদিগের জীবি
কার উপায় সংঘটিত হইবে।

৩ কাঞ্চনী হইতে নৈহাটী পর্য্যন্ত
"হক ।।"র রাস্তা" নামে একটী কাঁচা
রাস্তা আ ৫ মাজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত
বাবু ।। ব দাস প্রথমতঃ উদ্যোগী
হইয়া কিছু অধিক সাহায্য করিয়া
ছিলেন রাস্তাটী তাঁহার নামে অভি
হিত থাকে। বাস্তবিক উহা মেরা
করা। এই রাস্তা গাড়ী যোড়া
প্রভৃতির চলন কালে আমাদের অনেক
হইয়া , তদ্দ্বারা বোধ করি অনেক
অর্থও সঞ্চিত আছে, এই সময়ে ঐ সঞ্চিত
অর্থ বা সঞ্চিতের অধিকাংশ অর্থদ্বারা রাস্তাটী
পাকা করিতে আরম্ভ করা হয় দুঃখী নিকপায়
প্রজাদিগের জীবিকার উপায় হইবে এবং
বহু অর্জিত দুর্যশতা বিদূরিত হইয়া গ্রামে
শীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ও উন্নতি
হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা কর্তৃ
পক্ষ একটু সদয় হইয়া কার্য্যতঃদ্বারা প্রকৃতি
স্থলের প্রকৃত হিত সাধন করুন। আমরা
প্রদেশীয় সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া
নিবেদন করিতেছি যে, আমরা উপরে যে ৩টী
কর্ম্মের প্রস্তাব করিলাম এইগুলি সম্পা
দিত হইলে কৃষি বাণিজ্য ও আয় প্রভৃতি
সম্বন্ধীয় সকল অবস্থা প্রজাবৃন্দের বর্ত্তমান
ও ভবিষ্যতে সকল উপকার সাধিত হইয়া
রেল সেস উদ্দেশ্য সকল করিবে তেমন
অসম্ভাবিত নয়। অতএব আমাদি গর
নিবেদন গ্রাহ্য করিতে কর্তৃপক্ষ যেন ঔদাস্য না
করেন।

৪। রেলওয়ে কোম্পানি তাহাদের
নূতন রাস্তা দুইটির অনাতর ষ্টেসন হইতে
যে কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত শাখা রেলওয়ে করি
বার কল্পনা করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে এই
কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, বাস্তবিকও হওয়া আব
শ্যক, কিন্তু উক্ত কোম্পানির এই সময়েই
ক রা আরম্ভ করা উচিত কেন না ইহাতে
উঁহা দিগের সহজে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে
অথচ উঁহারা যে দেশে ব্যবসায় করিয়া
অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন তদ্দ্বারা অধিবাসীদি
গের অনেক বিশেষ উপকার সাধিত
হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা
কোম্পানি কর্ত্তৃপক্ষের মেল আর বিলম্ব
না করেন। এই সঙ্গে আমাদের আরও
একটী অনুরোধ এই যে, উঁহারা যে দুই এক
অনাতর ষ্টেসন হইতে রাস্তা করিবার
কল্পনা করিয়াছেন; সেই সঙ্গে কাঁচরা
পাড়া ষ্টেসন হইতে বশোহরের শাখা রেল
ওয়ে করিলে সুবিধা হইতে পারে কি না
তাহাও একবার বিশেষরূপে তদন্ত করুন।

—:০:—

আমাদিগের একজন ভ্রমণকারী
সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অদ্য প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইতে
চলিল, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেসন
হালদা হইতে গোয়ালী দুর্গাপুর পর্য্যন্ত যে
একটী রাস্তা প্রস্তুত হইবার সঙ্কল্প হইয়া
প্রায় অর্দ্ধেকাধিক কার্য্য শেষ হইয়া রহি
য়াছে, তাহার দুরবস্থা দর্শনে আমরা যার
পর নাই, ব্যথিত হৃদয় হইয়াছি। ঐ রাস্তাটী
দুর্গাপুর অনেক মাজিষ্ট্রেট যে
তদবধি সাধারণের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে
প্রস্তুত হয় এবং তদবস্থায় ব্যবহারোপযোগী বা
বর্ষাকাল আরম্ভের সময়েও উহার কার্য্য
চলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে আর
কোন মহাত্মার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হয় না,
সুতরাং যে কতকগুলি অর্থব্যয় হইয়াছিল
তাহা ও উহার যে কতকাংশে কার্য্য সম্পা
দিত হয় তাহা ক্রমে বিফলের বর্ষাগমে
পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা চিন্তা
করিয়া দেখিলাম এক্ষণে ও যত্ন করিলে
ঐ রাস্তাটীর কার্য্য সম্পন্নের বড়ই সেই
সেব হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে
করিলে তাহা হইবে না, আমাদিগের নিবে
চনায় আগামী বর্ষার মধ্যে উহার

পোল না হইলে উহার যে অবস্থা
থাকিবে না তাহাতে আর কোন সন্দেহ
নাই।

এ প্রদেশীয় অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান বিষয়
আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি। বাজারের
দর ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। দশ বিশ
পূর্ব্বে যে ধানের ১/৫ এক মণ পাঁচসের
টাকায় ৪০।৪২।৫০ যে তণ্ডুলের মণ বিক্রয়
হইত এক্ষণে সেই ধান্য ১/ এক মণ ৩
২৷ ২৷৵ সেই তণ্ডুলের মণ বিক্রয় হই
তেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এরূপ
আগামী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে কে কোন্‌রূপ কি
ক্রয় করিবে তাহা বলা যায় না। তবে এক্ষণে
গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়াতে
দিগের অনেক আশার সঞ্চার হইতেছে।
সে যাহা হউক এবারে আমাদিগের প্রস্তাবিত
বিষয় রাস্তাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে
গবর্ণমেণ্টের দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক
মতঃ ঐ রাস্তাটীর এ প্রদেশস্থ ষ্টেসনের
ষ্টেসনে যাইবার সাধারণ পথ সুতরাং উহার
সংস্কার হইলে সাধারণের এবং বাণিজ্যা
দির বিশেষ সুবিধা হয়। উহার কার্য্যারম্ভ
হইলে এই দুর্ভিক্ষের সময় হতভাগ্য দুঃখী
মজুরদিগকে একপ্রকারে প্রতিপালন করা
যায়: উপসংহারে আমাদিগের প্রার্থনা এই
যে, আমাদিগের প্রবিলস সাহেব দয়া
করিয়া যেন ইহার অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট
ষ্টের গোচর করেন।

। দুর্গাপুর উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট সাহে
বের আদার ব্যবহারের কথা কহিয়া আমরা
অত্যন্ত সুখিত হইয়াছি। তিনি না কি
বাদী প্রতিবাদী ও তৎতৎপক্ষীয় উকীল
মোক্তার ভিন্ন অন্য কোন লোককে
কাছারী ঘরে প্রবেশ করিতে দেন না
যদি কেহ অত্যাচারের কিম্বা অন্যায়ের
অনুপস্থিতিকালে কাছারীতে প্রবেশ করে
বাদীর বিপক্ষে তাহাকে দূর হইতে যদি
ডাক করিয়া এলাহী বক্স। গোলমে না হই
বার ভয়ে না মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে
প্রবেশ, ইহা এরূপ করা হয়, তাহাতে
করিতে পারিবেন।

আর কি বলিতে পারি? তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যদি সাধারণের গোলযোগ নিবারণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে তাঁহার চাকরি করা না করা উভয়ই তুল্য। কুর্ত্তিয়ার কি আর কখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল না, উপস্থিত সাহেবই কেবল মুতন হইয়া আসিয়াছেন? যদি পূর্ব্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া থাকেন তবে কি তাঁহারা গোলযোগ নিবারণার্থ কাছারীতে কয়েদকে ও প্রবেশ করিতে দিতেন না? না গৃহ হইতে সকলকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দিতেন? আর যদি দ্বিতীয় কারণের নিমিত্তই এরূপ করা হয়, তবে তাঁহাকে আমাদিগের কাযেল বাহাদুরের অসম্পাদীয় ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি? তাহা না হইলে সাধারণ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে আর কাহার সাধ্য? যাহাহউক দুই একজন অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ বাঙ্গালি দিগকে নিতান্ত সামান্য মনে করিয়া যে কতরূপ অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না, তাহাই আমাদিগের নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বিশেষ গবর্ণমেণ্ট বধির হইয়া আরও আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পিতামাতা, সন্তানের বেদনা না বুঝে আর পৃথিবীতে সন্তানের অন্য কে?

৫। গত ২৭ এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা নগরীতে যে একপসলা বৃষ্টি হয় এ প্রদেশে তাহার বিন্দুপাতও হয় নাই। চাউলের দরও সমভাব, অর্থাৎ ২৷৷০ টাকার ন্যূনে হয় নাই। বরং যেরূপ ভাব তাহাতে সত্বরেই শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইবার ভয়ই সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে। সে যাহা হউক আজিকালি এপ্রদেশে আর পূর্ব্বের কয়েক দিবসের ন্যায় হাহাকার নাই। বস্তুতঃ কিছু দিন পরে যে ঐরূপ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইবে তাহার সন্দেহ বোধ হইতেছে না। এসময়ে একে অন্ন কষ্ট তাহাতে আবার রেলওয়ে ব্রিজের উৎপাতে জলকষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশহইতে অধিকাংশ হাউলিয়া নদী নদীচীর দুরবস্থা দূরে আসিয়া বাস্তবিক মর্ম্মে ভীত হইয়াছি। ঐ নদীচীর সময় তাহার মোহানা হইতে নির্গত হইয়া ঘাট মোহনা 'লয়া, আলমডাঙ্গা, গোস্বামী দুর্গাপুর প্রভৃতি বহুতর জনপদের মধ্যদিয়া চলিতেছিল। কয়েক বৎসর হইতে উহার মোহানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অগ্রহায়ণ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত উহার জল অনেক স্থানে একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে এক একটী বৃহৎ বৃহৎ ডাবস হইয়া উহা জলে পরিপূর্ণ থাকিত সেকালে আলম তাহার একটী রেলওয়ে ব্রিজ হওয়ায় তাহা আর হইতেছে না। যে যে স্থলে ঐরূপ ডাবস হইত তাহা প্রায়ই শীতকালে শুষ্কাই হইয়া গিয়া একেবারে চড়া পড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং তীরের অধিবাসিদিগের বর্ষার কয়েক মাস পরেই জল কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এপ্রদেশে কূপ খনন করাও বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য সুতরাং ধনী ঐশ্বর্য্যশালী ভিন্ন কাহাকেও বাটীতে কূপাদি খনন দ্বারা জলকষ্ট নিবারণে সমর্থ দেখা যায় না। বিশেষ পুষ্করিণীর অভাবে এপ্রদেশের লোকদিগকে কেবল অল্পকষ্ট নয় জলকষ্ট পাইতে হইতেছে। এবার গবর্ণমেণ্ট প্রজারক্ষার্থ নানা স্থানে নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। এপ্রদেশীয়দিগের জীবন রক্ষার্থ এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হয় নাই। আমরা সাহেবের অনুরোধ করিতেছি, আমাদিগের আশ্রিকার প্রস্তাবিত হাউলিয়া নদীচীর মোহানা, কাটিয়া দিলে ভাল হয়।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুদক্ষ শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর প্রজা রক্ষার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উত্তর বঙ্গের রেল ওয়ে ও স্থানে স্থানে সুতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং অন্যপ্রকার সাহায্য দান করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। অত্রত্য যোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত মে. কেলি সাহেব বাহাদুরও এবিষয়ে উদাসীন নহেন। প্রধান প্রধান লোককে ক্রমে পত্র দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন ও ১।৫ টী সুতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রায় ২০০ শত সিকদার মজুর রাখিয়া জেলার যথায় গর্ত্তাদি পূরণ করিতেছেন, এবং ২০০ টাকা সঙ্গে দিয়া পুলিসের সব ইনস্পেক্টর গোবিন্দ বাবুকে মফস্বলে পাঠাইয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে ভিক্ষুক দরিদ্রেরা যেন অন্ন কষ্টে না মরে। তাহা হইলে কি হয়, এই জেলা বহু লোকের বাস-ভূমি। মজুরি করিয়া কত লোক জীবন ধারণ করিবে? এক এক ব্যক্তিকে ৫।৭ টী পরিবার পোষণ করিতে হয়, যাহোদর পোষণ করিয়া যাহা বাঁচিবে তাহা হইতেই ত পরিবারকে দিবে। বিশেষ এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা প্রাণান্তেও মজুরি করিবে না তাহাদের উপায় কি? জমীদার ও তালুকদারদিগকে ভূমির উন্নতি ও অন্য স্থান হইতে ধান্য আনিয়া আবাদানী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লওয়ার আদেশ করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। এমন কি কোন কোন মহলের প্রজারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, তাহারা খাজনা দিতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহারাও যথার্থই দিতে অসক্ত। ইহাতেই জমীদার তালুকদারগণ চিন্তাকুল হইয়াছেন। নিজ হইতে খাজনা দিয়া জমীদারী রক্ষা করিতে পারে এরূপ জমীদার এ জেলায় অতি বিরল। ১৮৬৯। ৭১ আইনের নিয়মের নিয়ম যদি শিথিল করা না হয় তবে আগত জানুয়ারি মাসের শেষেই অনেক জমীদার ও তালুকদারের ভূমি নিলাম হইয়া যাইবে।

তাঁহারা নিজের অস্থির প্রজাদের সাহায্য করিবেন? দেশে বৃহত বৃহত মহাজনও নাই যে তাহারাই দুর্ভিক্ষ হইতে শস্য সঞ্চয়ী করিবে, মেসর্স কোম্পানি এদেশে কিছু টাকা লইয়া কেবল কমিশন করিতেছে না ও কেহ যে করিবেন তাহারও

সম্ভব দেখিতেছি না। স্বদেশীয় সমস্ত জমী
দার যে দুই একজন আছেন তাঁহাদের দ্বারা
দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের অনুমাত্রও
উপকার হইবে না নিশ্চয় বোধ হইতেছে।
গবর্ণমেণ্ট মনে ক'রতে পা'রেন যে বন্ধুতার
দেয় টাকা কোম্পানি হইতে ধার লইতেছেন।
সুতরাং সকলেই জানেন, বাস্তবিক তাহা
নহে। [illegible] স্থান অতি
[illegible] দেয় ধন লইতে অগ্রসর হই
তেছেন না। সর্ব্ব সাধারণের ধনাগার হইতে
[illegible] জন্য উপায় নাই অতএব
এরূপ করা [illegible]। ইযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর
সাহেব বাহাদুরের নিকট করপুটে প্রার্থনা
করি যে [illegible] অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে
মনযোগ দেন। কমিটির অন্য কোন
স্থানে [illegible] সভ্য মহাশয়
গণ এই প্রস্তাব পুনরুক্ত সভ্য সমক্ষে এখানে পাঠাইয়া
প্রজাগণকে রক্ষা করুন। আমরা বিনা
মূল্যে সংবাদপত্র বিতরণ করিতে বসি না
মূল্য লইয়া বিলেই প্রাণ রক্ষা হইবেক।
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত ও অন্য স্থান হইতে শস্য
আমদানী, করা উপলক্ষ না করিয়া স্বীয় পরি
বার পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে কিছু
কিছু টাকা পাইবার বিশেষে যত্ন করিলে উত্তম হয়। এই দুই উপায় অবলম্বন
না করিলে সকল প্রজা রক্ষা হইবে না,
এ বিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্ট কৃপা বিতরণ না
করেন তবে অচিরাৎ উৎকোচ ১৮৬৬ সালের
অধিনয় এখানে সৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজকালে দেশে এত জন হিতৈষী
[illegible] মহারাণী অন্নপূর্ণা স্বরূপা
শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ও
শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] এবং
শ্রীযুক্ত [illegible] সকলেই প্রার্থনা যে প্রজাপালনার্থ
[illegible] প্রজা [illegible] করুন আপনারা
[illegible] ও সাহায্য করিয়া এক অন্য সুখ
হইতে [illegible] আনিয়া [illegible] রক্ষা করুন আপনাদের
[illegible] ধন্য আছেন করুন।

শ্রীদিং [illegible]।

ডাকমাশুল বৃদ্ধি।

১৮৭৩ সাল ১২ ই ডিসেম্বর

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি ওজন	
	তোলা	ছটাক
চৌরাসির মোড়ে	১২	
তথা হইতে সরপুর	৩	
তথা হইতে অম্বিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	১০
অম্বিপুর হইতে বরদমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বরদমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নবীনা		
৪৯ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২৪ এ নবেম্বর বহরমপুর গজ ঘণ্টের জলের মাপ।

	তোলা	ছটাক
	২	৮

২৪ এ নবেম্বর ৮৭৩ } কিউটিব ওয়িমিয়র নবীনা লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন	লক্ষীসরাই	৪।০
" ব্রজনাথ রায়—	রঙ্গপুর	৫।০
" যদুনাথ সিংহ	কলিকাতা	১০
" শ্রীনাথ পালিত	কলিকাতা	৫৮০
" মনোহর মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৪।০
" [illegible] মুখোপাধ্যায়	[illegible]	৪।০
" [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৫, ষাণ্মাসিক ৭।৮০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। পোষ্ট, হুণ্ডি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ রেজিষ্টরি টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা মণি অর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোফাসিল ডাকঘরে টিটি আনিলে আমরা লইব না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যেহ সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তাহার পর ।৵০ ছয় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক টাকা বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

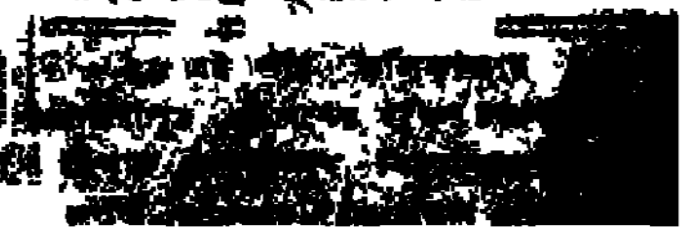

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৮০। ২২ এ পৌষ ইং ১৮৭৩। ৫ ই জানুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—•—

তমোলুক পত্রিকা।
মাসিক পত্র।

বঙ্গদর্শন আকারের ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া বিগত তাদ্র মাস হইতে প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নানাবিধ উত্তমোত্তম বিষয় লিখিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১॥০ আড়াই টাকা। গ্রাহকেরা গ্রাহক পণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট নাম ধাম সহ মূল্য পাঠাইলেই পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেক।

শ্রীচৈতন্য নাথ রক্ষিত।
কার্য্যাধ্যক্ষ। তমোলুক।

—:০:—

কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী দিগের পরীক্ষা আগামী ১৮৭৪ সালের ১৩ ই জানুয়ারী মঙ্গলবার আরম্ভ হইবে এবং নিম্ন লিখিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

পরীক্ষার বিষয়

বাঙ্গালা ও ব্যাকরণ রচনা ও অনুবাদ
অঙ্ক পাটীগণিত দশ অঙ্ক পর্য্যন্ত
ইতিহাস বাঙ্গালার ও ভারত বর্ষের
ভূগোল সমগ্র
ব্যাকরণ পাঠ ও ব্যাখ্যা

কলিকাতা } সি, বি, ক্লার্ক আফিস
৬ ই ডিসেম্বর } ইনিস্পেক্টর।

—•—

যে মরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা সেবে রিগাজনিত গ্রীহা, যকৃৎ, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অথবা কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।
বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেলহাল
ভবানিপুর কলিকাতা

—•—

তীর্থ মহিমা।
তীর্থস্থ লোক দিগের অনাচার ও মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।
শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।
মূল্য ১/ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং গোঁসাই বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে নূতন যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵৫

ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

মানবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ॥০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৸৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল ভিন্ন লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত ধাত্রীচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচা ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ১০ উহাঁর

ইহাতে বহুতর ঔষধপত্র লিখিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু জেম্‌স্‌ নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অগ্নি ও পরিচ্ছিত্তির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
আলবার্টের হিন্দুস্তানের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি ধন ও অজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, যিনি পরমার্থ-জ্ঞান মহাকর ও পরমার্থ বিষয়ক ১৫ খণ্ড এতদ্ভুতর পুস্তকের অর্থাদি সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিবেন উভয় পুস্তক সংগ্রহের ভার বিক্রীত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।

কলিকাতা ৩৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ গলির গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার পুনঃ উচিত মত দর দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও পরিপাটি পাওয়া যায়।

ছাপার সময় যিনি যেরূপ কলম চাহেন তাঁহার কথা মত সেইরূপ কলম তাঁহাকে অবশ্য দেওয়া হইবে।

আবশ্যক হইলে কর্ম্ম দাতাগণকে ছাপার নমুনা পত্রাদি বাটীতে পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের সমস্তের তালিকা অবগত করা যাইতে পারে। আমাদিগকে পত্র লিখিলে এই প্রস্তাবের কারণ ইতিহাস জানাইবার অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় লিখা যাইবেক।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদালত সমূহের উকীল-দিগকে সোকার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা-গ্রহণ সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্‌জামিনার্স নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদ্ভিন্ন যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে আপিস সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা কোন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির আফর সমেত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে সেকাকাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপন নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মে স্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্‌জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবেদন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক প্রকারের সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজরি হইতে তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহারও একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি ষ্ট্যাম্প সহিত আর্জি সেকাকাত পাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট তলি ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষক উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার কার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্লেডরি হইতে কি অন্য কোন এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একজামিনার্স নিযুক্ত হইলেই তাহাদের সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪। ২৭। ২৮ সে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

মিসিল অ্যাকলম্‌,
বোর্ডের সেক্রেটারি।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো এতদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গেজ করা প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট মর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গম ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। সেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাওার ব্রিক।

কারার ব্রে।

বাটীর মর্দ্দামা ও অন্যান্য যে প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল } বরন এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশ।
৩৫ নং লৌর বৈঠকখানা।

সর্ব্বসাধারণ মহাশয়দিগকে লইয়া বড় গোলযোগে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার আড়ং [illegible] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] করিয়াছেন।

উপস্থিতবৎসরের প্রথম দিবস অবধি এই বাজার খোলা হইয়াছে। গত বুধবার লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মিউনিসিপালিটীর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু হীরালাল শীলের সহিত মিউনিসিপালিটীর সভাপতি রস সাহেবের মহা বিরোধ চলিতেছে। এই বাজারটী খোলাতে ধর্ম্মতলার বাজারের যে ক্ষতি অনিবার্য্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কেন? সে বাজারটী উঠিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। উক্ত বাজারটীতে শীলবাবুদের যথেষ্ট লাভ হইত। তাঁহারা নূতন বাজার দ্বারা সেই লাভে বঞ্চিত হইবেন। মিউনিসিপালিটী আসিয়া শুনিয়া একজন ভদ্রলোককে এত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন কেন? সহজেই এই প্রশ্ন হৃদয়ে উত্থিত হয়। ধর্ম্মতলার বাজারের দ্বারা ত কার্য্য চলিতেছিল। ভূস্বামীদিগের বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয় অমনোযোগ একটী প্রধান আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ও শীল বাবুদিগকে যথেষ্ট মনোযোগী দেখা গিয়াছে। তবে স্বতন্ত্র বাজার কেন? রস সাহেব কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন? তাঁহার ত কোন স্বার্থ নাই। তিনি মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মাত্র, যদি বাজার দ্বারা কোন লাভ হয়, তাহাতে তাঁহার উপকারের প্রত্যাশা নাই। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে চলিয়া যাইবেন। মিউনিসিপালিটীর বাজার মিউনিসিপালিটীই থাকিবে, কিন্তু এই বাজারটী স্থায়ী হইলে মিউনিসিপালিটীর একটী স্থায়ী আয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তবে রস সাহেব সুখ্যাতির আশা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা এই মিউনিসিপালিটীর নিজের বাজার থাকিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনভাবে তাহার স্বাস্থ্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে পারেন, এবং বাজারে আনীত দ্রব্যাদির তদারক করিতে পারেন। তৃতীয় প্রশ্ন এই, মিউনিসিপালিটী অন্য স্থানে বাজার করিলেন না কেন? তাহাতে বোধ হয় এত লাভের আশা নাই। পেটিক্যানিং কোম্পানি একবার স্থানান্তরে বাজার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মতলা ইংরেজটোলার নিকটবর্ত্তী, সুতরাং এই স্থানই ইংরাজদিগের বাজারের প্রকৃত স্থান। যাহা হউক তথাপি যে শীল বাবুদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষ এ সুখ তাঁহারা বহুকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, মিউনিসিপালিটী নিজের লাভের আশায় তাঁহাদিগকে এতদিনের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। সহজে যে এরূপ বাদের মীমাংসা হয় এরূপ বোধ হয় না। শীল বাবুরা যে সহজে এতদিনের লাভের আশা ছাড়িয়া দিবেন এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা একবার যথাসাধ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যে দুইএর অন্যতরকে কালগ্রাসে পতিত হইতেই হইবে যদি ধর্ম্মতলার বাজার নষ্ট হয় শীল বাবুদের এস্টেট ব্যয় বিফল হইবে। আবার যদি মিউনিসিপালিটীর বাজারটী নষ্ট হয় মিউনিসিপালিটীর এস্টেট ব্যয় বিফল। কিন্তু শীলবাবুরা যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি, রস সাহেব বিরোধ করিতে গিয়া যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে মিউনিসিপালিটীর অর্থাৎ কলিকাতার টাক্সদাতাদেরই ক্ষতি হইবে।

এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা লাভ করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিবে। শীল বাবুরা অর্থপ্রলোভন দ্বারা ব্যবসায়ীদিগকে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিতে ত্রুটী করিবেন না, সুতরাং বাজার রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটী কেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাতে মিউনিসিপালিটীর অনর্থক ব্যয় বাহুল্য হইবে। তবে ইউরোপীয় ক্রেতাদিগের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীর বাজারে যাইতে পারেন, এবং ধর্ম্মতলার বাজারে এই শ্রেণীর ক্রেতার সংখ্যাই অধিক। ক্রেতার সংখ্যা যে বাজারে অধিক হইবে সেখানে ব্যবসায়ীরা আপনা আপনি আকৃষ্ট হইবে। রস সাহেবের ন্যায় কলিকাতার সমুদায় ইউরোপীয় যদি শীল বাবুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে নাচার। আমাদের বিবেচনায় এরূপ বিরোধের উদ্রেক ও ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া মিউনিসিপালিটী যদি আয়ের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। তাঁহারা ট্রামওয়ের ক্ষেত্র কি অবশেষে শীল বাবুদের দ্বারাই মিটাইলেন?

—১১:—

উকীল না কর।

(এডুকেশন গেজেট ও কালকাল)

কিছু দিন হইল আমরা "কোকসিরো" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করি এবং সমাদপত্র সম্পাদকেরা উকীল না কর? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমুদায় সহযোগীর মত প্রার্থনা করি, আমরা যে খণ্ড আশা দিতে চাহিলাম যে আমাদের প্রস্তাবের সহযোগী এডুকেশন গেজেট ও ঢাকাপ্রকাশ এসম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেট না পাওয়াতে আমরা পূর্ব্বে তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারি

যাই। কিছু বিলম্ব হইয়া যাইবার। অপরের মত আসিবার পূর্ব্বেই আমাদের মত প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যুক্তি-যুক্ত বোধ হইল; কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে সমাক্-রূপে এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করা আমাদের মূলে ইচ্ছা, কারণ সহযোগী পত্রিদিগের পক্ষে ইহা একটী অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন। যদি কোন সহযোগী আমাদের মতের কোন ভ্রম প্রদর্শন করেন, আমরাপ্রফুল্লচিত্তে তাহা স্বীকার করিব ও বিশেষ লাভবান হইলাম বলিয়া মনে করিব। সহযোগী যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সকল কথা স্বীকার করিতে পারি আর না পারি, তিনি যে প্রশ্নটী আমাদের অপেক্ষা পরিষ্কার করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেছি।

অবশেষে এক একটী করিয়া সহযোগীর কথা গুলির বিচার করা যাইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ ও অনেক উপন্যাস বিস্তরণে পরিপূর্ণ। আমরা সেগুলি অনাবশ্যক বলিয়া পরিহার করিতেছি এবং তাঁহার অনুমতি ক্রমে তাহাদের বিচারের ভার অর্পণ করিয়া প্রকৃত কথার প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বহু-বিস্তৃত প্রস্তাবটী আমার। করিলে এই কয়টী কথাতে পড়িল ।। (১ম) সংবাদ পত্রের সৃষ্টি কিরূপে হয়? আমরা দেখিতে পাই সমাজের লোকেরা নানা মত আলোচন করিয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মত সাধারণের বোধ গোচর করিবার জন্য এবং তাহা সেই পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সংবাদ [illegible] সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] সংবাদ পত্রের [illegible] ইহাদের [illegible] সংবাদ পত্রের [illegible] সংবাদ পত্রের [illegible] সংবাদ পত্র

পরিহার করি। কারণ ইহাতে সত্য ও ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে হয়

দ্বিতীয় কথা। সম্পাদকের হৃদয় পাঠক দিগের হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ হওয়া সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা আরও একটু বিস্তারিত রূপে বিচার করা উচিত ছিল। এই কথাটীর দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম, গ্রাহক গণের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া দ্বিতীয় গ্রাহকগণের মতের সহিত এক মত হওয়া। প্রথমটী সম্পাদকের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা আমরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। সে বিষয়ে যে ব্যক্তির অভাব আছে তিনি সম্পাদক হইবার উপযুক্ত নন। কিন্তু গ্রাহকদিগের মতে যে মত দিতে হইবে তাহার ও কোন অর্থ নাই। বরং যে ব্যক্তির গ্রাহকদিগের মতের অতিরিক্ত উৎকৃষ্ট মত দিবার ক্ষমতা নাই, তিনি সম্পাদকীয় পদের অনুপযুক্ত। দেশের লোকে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের উপর বিরক্ত, সহযোগীর মতে প্রকৃত সম্পাদকও সেই সঙ্গে বিরক্ত হইবেন; ইহা ও চেষ্টা করিয়া নয়, কিন্তু স্বাভাবতঃ হইবেন। আমরা বলি প্রকৃত সম্পাদক বিরক্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের দোষগুণ বিচার করিবেন এবং যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গ্রাহকদিগকে সেই মতে আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাকে ইংরাজীতে "পবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট" করা অর্থাৎ মত সৃষ্টি বলে। সুমত সৃষ্টি সংবাদ পত্রদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য এই জন্যই সভ্য সমাজে সংবাদ পত্রের এত আদর। সংবাদ পত্রেরা যে মত সৃষ্টি করেন তাহা দ্বারা শত শত ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, শত শত ব্যক্তির বুদ্ধি পরিষ্কৃত হয় এবং শত শত ব্যক্তি সুপথে যেতে পায়। সংবাদ পত্রেরা যদি এই উন্নত কার্য্য না করে সংবাদ পত্রের প্রয়োজন নাই। মত সৃষ্টি জজের কার্য্য, কারণ উভয় পক্ষ না দেখিলে সুমত সৃষ্টি হইতে পারে না। এই কারণেই আমরা সংবাদ পত্র দিগকে জজের আসন দিতে ইচ্ছা করি

তৃতীয় কথা। এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। গ্রাহকদিগের মনের মত কথা বলিতে না পারিলে গ্রাহকেরা ছাড়িয়া দিতে পারেন, এ বিপদ আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ইহার উত্তরে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে সকল গ্রাহক এরূপ অবিবেচক নন, যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যদি কোন যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত মত প্রকাশ করা যায় তাঁহারা বিরক্ত হইবেন। নিজের মতের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হইলেও যাঁহারা অপরের স্বাধীন মত শুনিতে প্রস্তুত নন, তাহাঁদের ঔষধ নাই। আমাদের গ্রাহকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি আমাদের স্বাধীন মত শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহারা কি আমাদিগকে নিতান্ত ধামাধরা করিয়া রাখিতে চান?

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী ঢাকা প্রকাশকে বলিবার অতি অল্প কথা আছে। আমরা যে শ্রেণীর প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছি তাঁহাকে সেশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কাইল সাহেবের পদত্যাগ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছি এবং তাহা তিনি সরল ভাবেই বলিয়াছেন বিশ্বাস করি। আমরা সুখী হইলাম যে তিনি ইডেন জজ এর সহিত আমাদের সহিত এক মত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করি নাই। তিনি দুঃখ দূর করুন পরে কেন আমরা এখনি সহৃদয়তার সহিত আলিঙ্গন দিতে এবং আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

গাঁজাতে দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কি না?

কিছু দিন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মদ্রাজ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি গেজেটে একটী মন্তব্য পত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে সতর্ক থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এত দিন লোকে সুরাপান নিবারণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। গাঁজা আফিঙ্গ সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। হঠাৎ এ বিষয়ে দৃষ্টি কেন পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এই অবসরে আমাদিগের ও দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সুরা যেরূপ বিলাতি সভ্যতার সহচর হইয়া দেশে পদার্পণ করিতেছে গাঁজা সেরূপ নয়। দেশে ইহার ব্যবহার বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ কৃষক মজুর প্রভৃতি, সচরাচর ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সে জন্য যে দুষ্কর্ম্মের অধিক শ্রীবৃদ্ধি হয় এরূপ বোধ হয় না, কারণ যে যে শ্রেণীর মধ্যে ইহা বহুল প্রচার তাহারা অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্মশীল নহে। গাঁজাখোর দিগের নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি যে প্রকারই হউক না কেন তাহারা সুরাপায়ীদিগের ন্যায় সমাজের উপদ্রব কিম্বা শান্তিভঙ্গের কারণ নয়।

এই দ্রব্য লোকের শরীর ও মনের উপর কিরূপ কার্য্য করে তাহাও আমরা জানি না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তাহা দিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা যাইতেছে না। মেডিকেল কালেজের

ক্ষুদ্রপুর অধ্যাপক সুনিশ্চিত তাঁহার ছাত্রদিগের সাহায্যে একবার উহাদিগের বাড়িয়া কাঁজির দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। দেশের লোকের সংস্কার যে এই দ্রব্যে লোকদিগকে কোপন স্বভাব করে এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে উন্মত্ততা ও পাগল করে। প্রথম কথা সত্য কি না বলিতে পারি না; দ্বিতীয় কথা ও ইংলিস সমাজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গাঁজার জন্য যাহারা উন্মত্ত হয় তাহাদের সংখ্যা সমগ্র উন্মত্ত সংখ্যার তিন শত ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং কেহ কেহ যে বলেন যে গাঁজা দ্বারা উন্মত্ত হইলে তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না তাহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

কথা এই, সুরা মনুষ্যের যেরূপ বিবেচনা শক্তিকে কলুষিত করে, অসৎ প্রবৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করে এবং অনাচরণে প্রবৃত্ত করে গাঁজা তত দূর করে না। কিন্তু ইহাতে যে মুর্খতা ও মান্দ্য উপস্থিত করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ইহাতে যে শরীরের কোন কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাও দেখিতে পাই। অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তাশয় প্রভৃতি উদরস্থ পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। সুরাপান নিবারণের চেষ্টার ন্যায় ইহার নিবারণের চেষ্টাও যে কর্ত্তব্য তাহাতে আর কথা কি?

উপসংহারকালে আমরা আর এক দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহা বাস্তবিক সমাজের দুষ্কর্ম্মের [illegible] এই [illegible] তুলিয়া লোপ করিয়া দেওয়া যায় না। [illegible] সময়ে সময়ে [illegible] করিয়া থাকে। তবে কি ইহা [illegible] গভর্ণমেণ্ট তাহাদের মতে আসিল? আমাদের দেশের চীন দেশীয়দিগের কৃপাতে ইহার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। চীনদেশের মধ্যে ইহা বৃহদ্ব্যবসায়। এই দেশীয়ে লোকের স্বাস্থ্যের ও ধনের [illegible] এবং সমাজের অসাধারণ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। তাহাদিগের বলিলেই কথাকার, বিষয় কর্ম্মের একটী অসুবিধা ঘুচিয়া যায়। এবং ইহা হইতে চুরির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কারণ মুর্খ ও দরিদ্র-শ্রেণী-ভুক্ত লোকেই সচরাচর এই নেশা করিয়া থাকে। ইহা একবার অভ্যাস হইলে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং ইহার অন্যান্য উপকরণ ও সম্ভার শাক হইয়া উঠে। ইহার জন্য প্রতি দিন কিছু কিছু ব্যয় অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়ে। দরিদ্র লোকের হাতে সকল দিন সমান সম্বল হয় না; সুতরাং তাহারা চুরি কিম্বা অন্যরূপ করিয়াও এই অভ্যাসটী পূরণ করিতে থাকে। স্থানে স্থানে এইরূপ লোকের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে লোকদিগকে রাত্রি বাটীখানা লইয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার প্রতিকার কোন উপায় করিতে পারেন? আমরা যখন এই নেশার শ্রীবৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের আয়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি তখন গবর্ণমেণ্টকে কে অনুরোধ করিবে?

—:০:—

[illegible]

এদেশীয় কেরাণী নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকে দেখিলেন কেরাণীগিরিতে আয় বৃদ্ধি হয়, অমনি তাঁহারা দলে দলে কেরাণী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দুই চারি খানি পুস্তক পাঠ করাইয়াই সন্তানদিগকে ভাত পাকান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ইংরাজেরা বণিক বেশ ছাড়িয়া রাজবেশ পরিধান করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার শাসনের ভার রক্ষার ভার প্রভৃতি সকল ভারই এক একটী করিয়া ইংরেজের হস্তগত হইতে লাগিল। কোম্পানি দেখিলেন যে সেসকল কার্য্যের জন্য ইংলণ্ড হইতে লোক আমদন করিতে গেলে চলে না সুতরাং এখান হইতে লোক সংগ্রহ করা আবশ্যক হইল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অল্প শিক্ষায় আর চলিল না। বাঙ্গালি দিগকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইল। লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু তখনও উচ্চ শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। এই আবশ্যকতা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া লার্ড বেন্টিঙ্কের সময় মূর্ত্ত পরিগ্রহ করিল। ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। প্রথমে লোক এখানে পুত্র পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিতে চায় নাই। বৃত্তি দিয়া ছাত্রদিগকে আকর্ষণ করিতে হইত। কিছুদিন গত হইলে এই সকল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা বড় বড় পদ পাইতে লাগিলেন ও অনেক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন দেশের লোকে দলে দলে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ আইনবিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সকল বিভাগই পূর্ণ হইতে লাগিল। উচ্চ শিক্ষা না হইলে উচ্চ পদ পাওয়া যায় না ও অধিক উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না এই জন্যই উচ্চ শিক্ষার এত আদর।

এইরূপে ত পুরুষদিগের শিক্ষা চলিতে লাগিল অবশেষে স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। সুশিক্ষিত স্বামী ও অশিক্ষিত স্ত্রী এ অবস্থা কষ্টকর হইতে লাগিল। সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও লোকের সে বিষয়ে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিল না, কিন্তু এখন আর কন্যারা কিঞ্চিৎ শিক্ষিত না হইলে শিক্ষিত যুবারা বিবাহ করিতে চাহে না সুতরাং কন্যাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে কোন কার্য্যই আমরা প্রায় পেয়াদায় না করাইলে করিতে চাহি না। সুবিখ্যাত টাইমস পত্রিকাও এই কথার উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রপ্তানী বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা মেটিব সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহারও মূল এই কথা। গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চশিক্ষাকে উচ্চপদের দ্বারস্বরূপ না রাখেন উচ্চশিক্ষার আর আদর থাকিবে না। প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যখন মেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টি করেন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একবার দেখিয়া তিনি এই খেয়াল পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু এবার দেখা যাইতেছে যে তিনি ইহার আরো উন্নতির চেষ্টায় আছেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি উপার্জ্জনের দ্বার বলিয়াই দেশের লোকের নিকট শিক্ষার এত আদর। যদি ছয়মাস কাল একটু পরিশ্রম করিয়া এক জনের ১০০ এক শত টাকা বেতন লাভের সম্ভাবনা থাকে, কে আর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবে? সিবিল সার্ব্বিসের লোকদিগকে শিক্ষা বিভাগে অধিকার দেওয়াতে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা দুঃখিত হইয়াছিলেন, মেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কি দুঃখের কোন কারণ নাই? আমাদিগের একটী কবিতা মনে পড়িতেছে।

হেমচন্দনচূতচম্পকবনে
রক্ষাচ শাকোটকে,
হিংসা হংস ময়ূর-কোকিল কুলে
কাকেচ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খর ক্রয়ঃ সমতুলা
কর্পূর কার্পাসয়োঃ;
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

যে দেশে চন্দন চূত চম্পক প্রভৃতি তরু ছেদন করে কিন্তু সজিনা বৃক্ষ যত্নের সহিত রক্ষিত হয়; যেখানে হংস ময়ূর কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণের হত্যা হয়, কিন্তু কাকের আদরের সীমা নাই, হস্তীর পরিবর্ত্তে যেখানে গর্দ্দভ ক্রয় করিতে হয়, যেখানে কর্পূর এবং কার্পাসের মূল্য সমান; যে দেশে গুণিদিগের প্রতি এইরূপ বিচার। সে দেশকে নমস্কার, কারেল সাহেব দেখিবেন অবশেষে ছাত্রেরা যেন এই কথা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ না করে।

—১২—

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও হিন্দুপেট্রিয়ট।

গত নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিশনরের রিপোর্টের উপর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর একটী মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মত প্রকাশিত হয়।

"লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন যে "হিন্দুপেট্রিয়ট" এবং

[illegible] পত্রিকা [illegible] উক্ত [illegible] দেশীয় সংবাদ পত্রের। গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নিজ দেশীয় পত্রেরা সেরূপ করে না।"

কিন্তু পেট্রিয়টের প্রতি পূর্ব্বোক্ত দোষারোপ করাতে তাহার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ক্ষুণ্ণ হইয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লেখেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সংক্ষেপে তাহার একটী উত্তর দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বাবুর পত্রটী যেমন দীর্ঘ লেপ্ট গবর্ণরের পত্রটী তেমনি সংকীর্ণ; হিন্দুপেট্রিয়ট যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কৃষ্ণ বাবু নানা জনের নানা কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সাহেবের বিদ্বেষদায় এত কথা বলিবার ও এত লোকের প্রশংসা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না। তুমি সর্ব্বশেষে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে দোষ প্রমাণ করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে ভাল, তাহার পূর্ব্বে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সংস্কার দূর হইয়াছে এপ্রকার বোধ হয় না, বিশেষ তাঁহার উদ্ধৃত কথা গুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর হউক বা না হউক হিন্দুপেট্রিয়টের এবং দেশের বল ও ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য আমরা সেখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বুঝিতে পারুন আর না পারুন দেশের লোকের নিকট হিন্দুপেট্রিয়টের ভাব বিদিত আছে। আমাদের হিন্দুপেট্রিয়ট গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষী এপ্রকার সংস্কার নাই। তবে তিনি যদি বঙ্গ ভাষায় গবর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই [illegible] তাঁহার প্রতি [illegible] হয়, তাহা হইলে [illegible] তাঁহার সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করা হইবে। যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে চাহেন, তাহা দেশ শাসনের অযোগ্য। যথেচ্ছাচারী রাজারাই প্রজার জিহ্বাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতে চায়, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি সেই দুরভিসন্ধি প্রার্থনা করেন? তিনি দেশের শাসক স্বরূপ, তিনি কি জানেন না যে তাঁহার একটী কথা শত শত ব্যক্তির কথার সমান। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া লইয়া একজন সম্পাদককে রাজবিদ্বেষী বলিলে যে সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা কত লোপ করা হয় তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না? অনুমানে বোধ হয়, ডেভিড সাহেবের ন্যায় কৃষ্ণদাস বাবু যদি তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে তাঁহাকে লাভ সমুদ্র ও ক্ষেত্রনদীর জল পান করিতে হইত। সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগকে স্বাধীনতা না দিলে প্রজা ভক্তি প্রকাশ পায়, দিলে আবার স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করে, মহা বিপদ!! কাহেল সাহেব কি করেন? আমরা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিতেছি, বিদ্রোহীর রাজার শাস্তি কোথায়! কাহেল [illegible] এক হইলে স্বাধীন [illegible] হইত না।

[illegible] পরিচয় [illegible] সম্পাদক ও [illegible] রাজের [illegible] [illegible] [illegible] নাহিত্যে [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারে। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছি।

মৃত মহিম অহমুদ্দিনের মুখে গাথার জীবন চরিত। কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির একজন শিক্ষক, মহেন্দ্র ও মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার একজন ছাত্রের [illegible] এই জীবনচরিত খানি সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকৃত আত্মীয়ের কার্য্য করিয়াছেন।

ইউরোপে তিন বৎসর। এখানি ইংরাজী "থ্রী ইয়ারস ইন্ ইউরোপ" নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। বাঙ্গালাটি মলিত হয় নাই, যাহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহারা এখানি পাঠ করিলে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

ভীষ্ম কাহিনী। বাবু নিবারণচন্দ্র দাস প্রণীত। আমরা আদ্যোপান্ত [illegible] পড়িবার সময় পাই নাই। যত টুকু পড়িয়াছি মন্দ লাগে নাই।

স্বাধীন সংবাদ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

হইতে ইহার সম্পাদক নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং নূতন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্কুলটীকে আরও উন্নত অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি আগামী বারে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে এবং আরও অধিক ফলল দেখা যাইবে।

আমরা কিছুদিন হইল নূতন পুকুর নামক পুষ্করিণীটীর পরিষ্কারের কথা বলিয়াছিলাম। তদনন্তর আমাদিগকে হইলাম যে মুখার্জীরা শীঘ্র তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আমরা সেবারে যে বলিয়াছিলাম যে বন্দরকুমার ইহার পরিষ্কার করা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন, এখন তদ্বিষয়ে পাই এপুষ্করিণী সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি নাই। ইহাতেও আমরা সুখী হইলাম।

কিছুদিন হইল মেক্লাবতলার কাঁড়ীর উপর রাজপুর নিবাসি ও মালঞ্চের জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। কয়েকমাস এই হিসাব রাখা হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে এই কয় গ্রামে ৭১ জনের জন্ম হইয়াছে এবং ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এদেশের ম্যালেরিয়া পীড়িত দরিদ্র দিগের সাহায্যার্থে যে একজন মেডিক ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি একাকী সকল দেখিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া সার্জিন্টারি কমিশনর ম্যাকলস সাহেব আর এক জন কম্পাউণ্ডার প্রেরণ করিতে বলিয়া যান। সে জন্য আরও কিছু ঔষধ সহিত আর একজন মেডিক ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাঁকে রাজপুরে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। দুই স্থানে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে এক স্থানে রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইবে না। গত সপ্তাহে সর্বশুদ্ধ ৪৮১ জন নূতন রোগী উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে উদরাময় ১৪, রক্তামাশয় ৬ জ্বর ২২০ কুসকুস প্রদাহ ১ যকৃত প্রদাহ ১৩ প্লীহা ২২৭। ইহা ভিন্ন পূর্ব সপ্তাহের ৩০১ জন অবশিষ্ট ছিল। এই ৭৮৭ জনের মধ্যে ৩০২ জন রোগী সংখ্যায় রহিয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

ফরাসী দেশীয় একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, রেশমী জামা ব্যবহার করিলে ওলাউঠার ভয় থাকে না। প্রথমে রেশমী জামা পরিয়া তাহার উপর অন্যান্য জামা পরিতে হইবে। অনেক ভদ্র লোক রেশমী জামা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২৫ জন [illegible] পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৫ [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[illegible] রাজা দরিদ্রদিগের সাহায্য [illegible] রাজা মধ্যে স্থানে স্থানে [illegible] করিয়া দিয়াছেন।

[illegible] ডেলিসিউস বলেন, হর্ড মানের রাজা তাঁহার মহেশপুরের ঠাকুর বাটীতে চাঁদিটী কামান রাখিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন, কিন্তু যেমন নিয়ম আছে, এ নিমিত্ত তাঁহাকে ৫০ টাকা কী দিতে হইবে

জবজ্রাণ্ড এই, এবার লাভ মর্লক্রস সিম লার যাইতেছেন না। সকলেরই দুর্ভিক্ষই তাঁহার না যাইবার কারণ।

—কলিয় সম্রাট কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রুষ দেশীয় দরিদ্রের সম্বন্ধীয় কর্মচারিরা রাজকন্যাকে ১০ হাজার টাকা উপঢৌকন প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

—আমাদের গবর্ণর জেনরেলের মুল্য ভাত ৩ কোটি টাকা রাখিয়া পরলোক গম করিয়াছেন। ইহার এক কোটি ৭৫ লক্ষ উত্তরাধিকারী মধ্যে সত্ত্ব সত্বরক প্রাপ্ত হই

২৬ শে ডিসেম্বর কলকাতে প্রচুর পরি মাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ ষোলকর ২ দুই হাজার সমচয় সমভিব্যাহারে পুনার নিকটস্থ সৈন্য দিগের শিক্ষা শিবিরে আসিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন, জাস্টিস য়ের কমল জেনরল কার্ক সাহেব সম্প্রতি ৩০ ফৌজ দারকে মুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতার ট্রামওয়ে করিবার ও চালা ইবার ভার মিউনিসিপালিটির হস্ত হইতে ম্যাক্‌লিউর সাহেবের হস্তে গিয়াছে। ম্যাকলিউর সাহেব বোধ হয় এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

১১ ই পৌষ মঙ্গলবার।

এডিনবরাতে একটী গৃহে একটী স্ত্রী পুরুষ শয়ন করিয়াছিল। ঐ গৃহের ঘরে যে গ্যাসের পাইপ ছিল তাহা অকস্মাৎ কাটির যাওয়াতে পুরুষটীর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকটী অচেতন হইয়া পড়িয়া ছিল, অনেক শুশ্রূষা দ্বারা তাহার চৈতন্য [illegible] হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হই [illegible] লক্ষ্ণৌতে সম্প্রতি একজন সাহেব উপস্থিত হন। তিনি তাহার নাম বেনজা মন পল বলিয়া পরিচয় দেন, এবং বলেন যে তিনি এডকে কেট পল সাহেবের ভ্রাতা।

যখন হইল তিনি জোহানিজ নামক একজন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহার মেয়ের হাত দেখিয়া বলেন যে, তিনি তাহার তন্নীর নিমিত্ত ঐরূপ এক ছড়া হার প্রস্তুত করিবেন এবং কারিগরকে আদর্শ দেখাইবেন বলিয়া উহা চাহিয়া লইয়া যাইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা পল সাহেবের নিকট হার চাহিয়া পাঠাই লেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করি লেন না। ইহাতে সন্দেহ হওয়ায় জোহা নিজ সাহেব পোলিসে সংবাদ দেন এবং বেনজামিন পলের তিন মাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এখন শুনা যাই তেছে যে ইহার প্রকৃত নাম বাগারায় এবং ইনি কলিকাতার একজন প্রধান বণিকের পুত্র। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় এইরূপ আর একটী ঘটনা হয়। একজন পণ্ডিত চক্ষু চিকিৎসার অন্বেষণে কলিকাতায় উপস্থিত হন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোথায় কিছু করিতে পারেন না, তদবধি তাহার সঙ্গে একজন উড়িয়ার দেখা হয় এবং তাহার নিকট শুনেন যে একজন সাহেবের পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে। তিনি উড়িয়ার সঙ্গে সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন যে সাহেব ও তাহার মেম বসিয়া আছে। পণ্ডিতকে সাহেব মাসে দুই টাকা বেতন

নাস্তে করিয়া বিদায় হয়েন। পণ্ডিতের প্রতি ছিল সাহেবকে পড়াইতে যাইতে হইত। পণ্ডিত চাকরি পাইয়া কৃতকার্য হইলেন। উঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে ছাড়িতে চাহিল। পণ্ডিত বার করিয়া তাহাকে দুইটী টাকা দিলেন। কর্ম হইয়াছে, একটু ভাল বস্ত্রের প্রয়োজন। এক জন বন্ধুর নিকট হইতে গুটী পাঁচেক টাকা কর্জ করিয়া ধুতি চাদর জামা মিনাধা ইত্যাদি ক্রয় করিলেন। কিছু দিন যায়, পণ্ডিত একেই সাহেবের নিকট ছিল পাত্র হইয়া উঠিলেন। সাহেব শেষে পণ্ডিতের আয় ১৮ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। উঁহে আরও কিছু বক্সীস চাহিল। তিনি বার করিয়া আবার তাহাকে একটী টাকা দিলেন। একদিন মেম সাহেব বলিলেন "পণ্ডিত শুনিয়াছি তোমাদের দেশের মাদু, ...লা, তার অঙ্গুরি ইত্যাদির গঠন অতি উত্তম। আমাকে একবার এ সমুদয় দেখাইতে পার?" পণ্ডিত যে আজ্ঞা বলিয়া তাহার পর দিন আপনার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক গুলি মহ মূল্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া মেমকে আনিয়া দিলেন। মেম অলঙ্কারগুলি দেখিয়া ভারি খুসী হইলেন এবং পণ্ডিতকে বলিলেন যে এগুলি আমি আর এক দিন রাখিব। আমার কর্ত্রীকেও দেখাইব। পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে আসিয়া দেখেন যে সাহেবও নাই, মেমও নাই, সে উঁহেও নাই।

—ডাক্তার স্যালকোল্ড ৬৩ জন সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে এমোনিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করেন, তন্মধ্যে ৫১ জন আরোগ্য হইয়াছে। তিনি যত জনকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বিষাক্ত সর্পের দ্বারা দষ্ট হয় নাই, তবে জন কয়েক আশুঘাতে আরোগ্য হইয়াছে।

১৭ ই পৌষ বুধবার।

...ডবাটীজগণের সওদাগর সংবাদ ...প্রেরণ করিবার আদেশ হুকুম ...

...

...

সৈন্য সমাগমে ভীত হইয়া স্ব স্ব সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। গর্ডন সাহেব একটী ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন এবং কাপ্তেন মাকেঞ্জিকে ঐ সকল পল্লীতে গিয়া সৈন্য সমাগমের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্ক আর্কেডিয়ান নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, সংবাদ পত্রের সম্পাদক দিগের জীবনের প্রধান অংশ অন্যান্য ব্যক্তিকে সম্বাদ দানেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন সম্বাদ প্রাপ্ত হন না। কথা বড় অযথার্থ নয়।

তাজপুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিং ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎ সিংহকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে ত্রুটী নাই, ১৮৫৭ অব্দে প্রতাপ সিংহ যে উপকার করিয়াছিলেন, আজিও তাঁহারা তাহা ভুলিয়া যান নাই, ১৬ বৎসর পরেও তাহার পুরস্কার দেওয়া হইল, তবে দুঃখের বিষয় এই, যাঁহার পুরস্কার তিনি জীবিতাবস্থায় তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না।

সিকিমের রাজার সে দিন যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ দিবস অবধি তিনি প্রতিদিন ১০ হাজার ব্রাহ্মণকে উত্তম মিষ্টান্ন ভোজন ও প্রত্যেককে ৫ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতেছেন। তদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগকে কম্বল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এ সংবাদে এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের বঙ্গদেশের প্রতি মনে মনে একটু বিরাগ জন্মিবে সন্দেহ নাই।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক সংবাদ দাতা বলেন, বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ সভ্যদের লাভ মেয়র ডিউক অব আর্গাইলের নিকট যে আবেদন করেন, আর্গিল তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, যে সকল স্থানে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে সেই স্থানের উদ্বৃত্ত শস্য যে স্থানে কম জন্মে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেই দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইবে, অন্য সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আর্গাইল সমুদ্র পারে বসিয়া যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন বঙ্গদেশে আসিয়া সমুদয় বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিলে তাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তত্রত্য মাবতীয় বণিক এক বাক্যে বলিতেছেন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল আর্গাইলের এই বাক্যেও সেই ভ্রম দেখা যাইতেছে। যা'হা হউক, এক ব্যক্তির ভ্রমে ২০ কোটি লোকের প্রাণনাশ হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ ঈগুল বলেন, তথা হইতে অনেক চাউল কলিকাতায় রপ্তানী হইতেছে শুনিয়া বন্দরস্থিত সিন্ধিয়া নামক ষ্টীমার ১০ দশ হাজার বস্তা চাউল লইয়া যাইবে। আরো যে সকল ষ্টীমার কলিকাতায় যাইতেছে তাহাতেও চাউল যাইবে, দেশীয় বণিকেরা কলিকাতায় রপ্তানী করিবার জন্য ১ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার বস্তা চাউল ক্রয় করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আর ৩ লক্ষ বস্তা চাউল পাওয়া যাইবে।

আমেদাবাদের সভা তথায় একটী কলেজ খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। স্থানীয় লোকের দ্বারা এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১৭ ই পৌষ শুক্রবার।

জর্ম্মণির সম্রাট উইলিয়মের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আজমগড়ের রামপত সিংহ বাহাদুর লছমীপত সিংহ বাহাদুরের ন্যায় নিজ জমীদারীর মধ্যে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ কার্য্যাদি আরম্ভ করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত রাইয়তদিগের জন্য রঙ্গপুরে ১০ দশ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া দিন কত লক্ষ্ণৌএ বক্তৃতা করিলেন, কিছু ফল না দেখিয়া এক্ষণে আবার কানপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ডাক্তার হেয়ারের বিদায়কাল শেষ হইবে। শুনা যাইতেছে, তিনি আর ছয় মাস বিদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

২৪ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার সর্ব্বশুদ্ধ ২৪১৪৫ বস্তা চাউল প্রেরিত হইয়াছে।

রাজস্ব বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনরল এডওয়ার্ড গ্রে সাহেব গত সপ্তাহে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয়কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত শনিবার পুণিয়াতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, বরদা কমিশনের সভ্যগণ গুইকুমারের সহিত শীঘ্রই যমন করিয়াছেন। কমিশনরেরা কাজের লোক বটেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, অত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত এম, পি, পোগোস সাহেব, প্রসিদ্ধ জমীদার অজিত চৌধুরীর সহিত মকদ্দমায় বিলাত আপীলে জয়লাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা পোগোস সাহেব ৩। ৪ লক্ষ টাকা ওয়াশীলাত ও বাৎসরিক বিলক্ষণ আয়ের এক জমিদারি লাভ করিলেন। যদিও ইহাতে একজন জমীদারের সম্পত্তি আর একজন জমিদারের গৃহে আসিল এই মাত্র বঙ্গদেশের ইহাতে কোথাও হানি বৃদ্ধি হয় নাই এবং সাধারণের ইহাতে আনন্দ বা বিষাদেরও কোন কারণ নাই, তথাপি ইহাতে অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ পোগোস সাহেব অর্থ পিশাচ জমিদার নহেন। তাঁহার অর্থে ঢাকা পোগোস স্কুল প্রভৃতি সাধারণের একান্ত মঙ্গলাবহ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এক্ষণ তাঁহার অর্থ কিছু দূর হওয়াতে সাধারণের শুভপ্রদকার্য্য আরো অনুষ্ঠিত হইবে। আমরাও এই আশায় সন্তুষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে মুসলমান জমিদারেরা কাদিম সত্ত্বেও স্বর্গপল্লীকে যাদৃশীয়

হাতির মত হাগিলেও পারেন না হাগিলেও পারেন এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই অকরমার কল দর্শনে সে সংস্কার অনেকাংশে নিবৃত্তি করিতে দিয়ে চলায়ও আমরা সংশয়ে সঙ্কুচিত হইলাম।

১৫ই পৌষ শনিবার।

ইংলণ্ডীয় লেখক বলেন, আমরা ভরিয়া [illegible] করলায়, চতুর্ভাগ উৎপন্নের মোট্যালের ১৯টী যুরোপ কয়েকটী পরিবার [illegible] ছয় দিবস যাবৎ কত [illegible] কষ্ট ক্রিশ্চিয়ানদিগকে অবগত করায়, ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দকে উচিত বিধান করায় অভিপ্রায় করিয়াছে।

[illegible] সক ৮০ লক্ষ খ্রিষ্টিয় পৃথিবীর সমস্ত [illegible] করিয়া আছে। তন্মধ্যে ইউরোপ [illegible] এক ইহাদের প্রায় ৩০ লক্ষ রুসিয়া [illegible] অস্ট্রিয়ার ১০ লক্ষেরও অধিক হাঙ্গরিতে ৪ লক্ষ, তুরস্কে ৩ লক্ষ, রোমানিয়ায় ৪৪ হাজার, ফ্রান্সে ১ লক্ষ, গ্রেট ব্রিটেন আইরলণ্ড, হলণ্ড, ইটালি এবং অন্যান্য দেশে। আমিরায় ৪ লক্ষেরও অধিক। আফ্রিকায় ১০ লক্ষেরও অধিক। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতে [illegible] লক্ষের কম নহে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত রমিনার বাবু [illegible] পাঠাইবার জন্য কালেক্টর সাহেব [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] প্রায়ে অন্নাভাব [illegible] কষ্ট হইবার [illegible] সেই কষ্ট [illegible] কিন্তু সে অনেক লোক [illegible] জন্য। এজন্য [illegible] ইংলণ্ডীয় [illegible] ইংলণ্ডীয় [illegible] ইংলণ্ডীয়

আছে এবং ত্রিপুরার প্লান্টারেরা এখনো যথেষ্ট শস্য সঞ্চয় করিতেছে; সুতরাং ক্রমে তাহারা প্রচুর সঞ্চয় করিয়া লইবে এবং বঙ্গদেশ শস্য শূন্য হইয়া যাইবে, বঙ্গ দেশে শস্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিলে অধিক ক্ষতি কি হইবে? কেবল তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে অপর স্থান হইতে সেই শস্য ক্রয় করিতে হইবে। অথচ বঙ্গদেশে কতকগুলি শস্য থাকিবে সেজন্য দুর্ভিক্ষ কষ্টের লাঘব হইবে। ● ● ● ●

ইংলিশম্যানের ইংলণ্ডীয় সংবাদদাতা বলেন, যে "এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীশ্রীযুতা মহারাণী বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সমুদায় সংবাদ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। ডিউক অব এডিনবরা সেই সহিত তাঁহার ইণ্ডিয়াভিমুখে সমুদ্র হওনাতেই তাঁহার সহিত মহারাণীর এ বিষয়ের চিঠি পত্র প্রায় চলিয়া থাকে"।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। আপনার প্রেরিত সংবাদগুলি আবশ্যক বোধ না হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

শ্রীগোপীমোহন দত্ত, গোকর্ণী সার্কেল পাঠশালা। আপনার পত্রটী কণ্টকল্পিত বোধ হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

কস্যচিৎ ধর্ম্মিক বৃন্দ, মগরাহাট। আপনাদের সংবাদগুলিও বিশেষ আবশ্যক বোধ হইল না।

আমাদিগের পঞ্জাবস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আমি কার্য্যোপলক্ষে ২রা ডিসেম্বর তারিখে ভেরা এসএস ঘাঁ হইতে নৌকা যোগে যাত্রা করিয়া ৯ই ডিসেম্বর তারিখের সায়ংকালে ভেরা গাজীখাঁতে পৌঁছিয়াছি। এ সময়ের মধ্যে সিন্ধুনদের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক কম হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানে বালুকাময় চড়া বহির্গত হইয়াছে, জলের গভীরতা এক এক স্থানে এত অল্প যে নৌকার তলা মৃত্তিকা স্পর্শ করে। কলিকাতা হইতে নৌকারোহণে হুগলি বা টাকী যাইবার সময় গঙ্গার ও নদীর উভয় পার্শ্বে যেরূপ বন উপবন ও নগর সকল নয়ন গোচর হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্র নৌকার গতায়াত ও মনুষ্য সমাগম দেখা যায়, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। কোন স্থানে বা জনশূন্য বালুকাময় প্রান্তর কোথায় ও বা বনঝাউ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন এবং দূরে সলিমান পাহাড় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখা যায়, ওনদের উপর দিয়া আসিতে আসিতে প্রায় দ্বিতীয় নৌকার সমাগম দেখা যায় না। সিন্ধুনদে অসংখ্য কুম্ভীর দেখিলাম, একটা একটা চড়াতে রবিকিরণে ২০। ২৫ টা ক্ষুদ্র মধ্যম ও বৃহৎ কুম্ভীর শয়ন করিয়া আছে দেখা গেল। এই রূপ ৪। ৫ দিন ক্রমাগত দেখিলাম। সিন্ধুনদের গভীরতা, নির্জ্জনতা ও সৌন্দর্য্যে অনেক সময় মনকে বিমোহিত করিয়াছে, এবং নিম্নলিখিত সংগীতটী হৃদয়ে আপনা হইতেই উদয় হইয়াছে। কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তাঁহার রচনামধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া থাকি, দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা প্রভু কণে সাক্ষ্য দেয় তাঁহার মহিমা।

যাতিবিক্ত যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কলিকাতায় গঙ্গামধ্যে বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এই পঞ্জাব সীমার মধ্যবর্ত্তী সিন্ধুগর্ভেও বিরাজ করিতেছে। আমরা এতদূরে থাকিয়াও যে এক রাজ্যে অবস্থিত ইহা একটা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে এ সকল স্থানে উজীরী প্রভৃতি নরয়াক্ষসগণের অত্যাচারে সকলে সশঙ্কিত থাকিত, এখন ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এ সকল স্থানেও শান্তি রাজত্ব করিতেছে।

এখানে পৌঁছিয়াই দেখিলাম পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আসিবেন বলিয়া রাজপথ ও অট্টালিকা সমস্ত সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত হইতেছে, অশ্বারূঢ় সিবিল ও মিলিটারী ইংরাজ আফিসরগণ উৎসবোপযোগী আয়োজন করিতেছে, সিকটস্থ সৈন্য ও সর্দ্দারগণ একে একে উপস্থিত হইতেছে। এই রূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে ১২ ই ডিসেম্বর তারিখের প্রায় দশ ঘটিকার সময় ডেভিস সাহেব সস্ত্রীক ও অন্যান্য সহিত সিন্ধু নদ পার হইয়া এখানে পৌঁছিলেন। নদের উপকূল হইতে রাজপথের উভয় পার্শ্বে অশ্বারূঢ় সমস্ত দেশীয় সেনা ইঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই রূপ সমারোহের মধ্য দিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ধীর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামাদির পর বেলা তিন ঘটিকার সময় ইঁহার শিবিরে ডেভি ও তৎপরেই দরবার হয়, ডেভিতে সমস্ত সাহেবেরা এবং দরবারে ইংরাজ ও সর্দ্দার গণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে অশ্বারূঢ় সৈন্য গণের প্রদর্শন হয়। এই সময়ে পঞ্জাব সীমার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেব সেনা পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন, সুতরাং প্রদর্শনটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, এবং ছোট লাট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য সায়ংকালে সাহেবদিগের মেস্ কোর্টে মহা সমারোহ হইয়াছিল, মেস্ কোর্টের বাহিরে চারিদিকে আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং মহা ধুম ধামের সহিত (মস্) সাহেব বিবির অদ্ভুত মৃত্য গীত, ও বাদ্য হইয়াছিল। মহাশয়, আপনার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে আমাকে অসভ্য ভাবুন আর যাই করুন, ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত এই বল্ নেচ বড় সমাজে প্রবেশ না করে। অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী মেম সাহেবদিগকে লইয়া এক এক জন পুরুষ যখন কৌশলে মৃত্য করিতে থাকে ও সাহেবেরা এবং দর্শকেরা করতালি ও বাহবা দেয়। দুর্ব্বল মনুষ্য যুবতী দিগের সহিত হাত ধরা ধরি করিয়া এরূপ মৃত্য করিয়া ও বিশ্রান্ত হইয়া কত দূর অবিচলিত থাকিতে পারে আমি বলিতে পারি না, এই মৃত্য দেখিয়া আমার এই প্রতীতি হয় যে এই বলের মধ্যে অনেক নিশ্চয়ই অধিকাংশ মস্তক মস্তকীর হৃদয়ে মৃত্য করিতে থাকে। যাহা হউক মেস্ কোর্টে এই রূপ আমোদ আহ্লাদ করিয়া রাত্রী এক ঘটিকার পর ডেভিস্ সাহেব সস্ত্রীক শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

(পাটী) নিযুক্ত হন এবং এই নিয়মই চিরকালে বিধিবদ্ধ করিয়া যান। [illegible] যাহা আবেদন করিয়াছিল তাহাদের সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কমিশনার অনেক গুলি আবেদন সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি [illegible] ঘুম পাড়াইয়াছিল এইরূপে পাঁচজন মাত্র উৎসাহ আবেদন করিয়া ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের বেলা ৯ ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিলেন।

মফস্বলে কতক বৎসর হইতে রাজ প্রতিনিধির মতো দরবারের মকাদ্দম পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বড় লাট সাহেব এদিকে ছোটো লাট সাহেবের দরবার করিয়া বেড়াইতেছেন। আমি আপনার সহিত একবাক্য হইয়া স্বীকার করি যে দরবারে বিশেষ উপকার নাই, স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ এরূপ আমোদে লিপ্ত হন যে কতকদিন আর কাজ কর্ম মনে থাকে না। আর তামসা দেখিতে লোক যেরূপ ইহাতেই তো সময় যায়, আসল কাজ হয় কি না আমরা-চর্মচক্ষে দেখিতে পাই নাই, শুনিলাম মজফরপুরে এত সমারোহ হইয়াছিল ছোবিস সাহেব ভাগলপুর এসিয়াটিক স্থান দেখিতে যাইবেন।

আজ এই পর্যন্ত। এখন এখানে শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কাঁচাড়িয়া পক্ষা গর্ভমেণ্ট হইয়া গেলে অত্রত্য বৈদ্য বংশধরগণ কোথায় কি ক্রিয়া বাটী করিবেন, তিন বৎসর কাল যাবৎ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আদিত্য সুখী তলায়, উঁ বারা সকলে এক মত হইয়া এক যে বাটী করার ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাটী করিয়াছেন এবং কেহ কেহ তাহার উদ্যোগ করিতেছেন, আমরা [illegible] সকলে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া [illegible]

[illegible] তাঁহারা [illegible] মহোদয়ের আদেশ [illegible] মুঙ্গের [illegible] বাঙ্গালা [illegible] সকল [illegible] পরিবর্ত্তনশীল। [illegible] বর্ণপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। সেখানে [illegible] বৎসর [illegible] হিংস্র জন্তু সকল [illegible] বিচরণ করিত, অদ্য সেখানে [illegible] হিন্দুস্থানী মহাজনগণ [illegible] বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা হইবে তাহার কথোপকথন হইতেছে। কিন্তু একটী বিষয় বক্তব্য আছে। উহু গ্রামের মধ্যদিয়া একটী খাল বহিয়া [illegible] খাদা প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে রাজা [illegible] নিকট দিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে, সেই [illegible] আর খাদার সহিত এই খালটী পুরাতন [illegible] গ্রামের মধ্যদিয়া [illegible] মিলিয়াছে, এবং উহার পশ্চিমদক্ষ [illegible] ইল হইয়া সহরের খালের সহিত মি[illegible] মিশিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই [illegible] খালের দক্ষিণ পার হইতে একটী [illegible] ৩২। ৩৩ হাত প্রশস্ত মুঙ্গা আছে [illegible] তাহা উক্ত গ্রাম সহরের দক্ষিণভাগে [illegible] হইয়া চারাম বাজী বাজার [illegible] নিকট দিয়া গঙ্গায় [illegible] রিয়াছে, এই দুই [illegible] প্রায় [illegible] ইঞ্চি, [illegible] ফিট আছে তোলের সময় [illegible] [illegible] [illegible] খালের [illegible] [illegible] [illegible]

নশঙ্কর, পয়লা গ্রাম, কামারখাড়া বেশনাল ঢাঁটপাড়া, পুকুরা, মুলচর, বোপরাপাশা, ঘরাইল, চাঁচরতলা প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রামই প্রায় উচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত স্বর্ণগ্রাম নিবাসী কেহ কেহ উক্ত রাস্তা ও খাল সংস্কার মানসে মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের নিকট রোড সেসের কণ্ড হইতে উহা সাধন উদ্দেশে কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ডেপুটি বাবু নাকি বলিয়াছেন, তাঁহারা চাঁদা দ্বারা কতক টাকা সংগ্রহ করিলে সেই পরিমাণে টাকা তিনি ঐ কণ্ড হইতে দিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। পার্ব্বতী বাবুর এ প্রস্তাবটি মন্দ নহে। উক্ত স্বর্ণ গ্রাম নিবাসী মহাশয়গণ বাস্তীত উপরে যে সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছে তন্মধ্যে কেহ উক্ত কার্য্যে এক পয়সাও সাহায্য করিবেন, আমাদের এমত ভরসা নাই, কারণ তাহা হইলে এতদিন এতবড় একটি ভাল রাস্তার এমত দুরবস্থা কেন হইবে? তবে স্বর্ণগ্রামে নবাগত ব্যক্তিরা সকলে ঐক্য হইয়া কিছু টাকা উক্ত দেশহিতকর কার্য্যে দিলে দিতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে পার্ব্বতী বাবুর প্রস্তাবানুসারে কাজ হইবে কি না সন্দেহ স্থল। কারণ আমাদের দেশের কয়জন লোকে এইরূপ সৎ ক্রিয়ার প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত আছে? তাহাতে আবার উক্ত মহাশয়গণ নদী তীরস্থ বিশেষ কার্য্যগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহারা নদীতীরস্থ পড়েন নাই, তাঁহারা কখনই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এখন ইহাঁদের এক একখানি ভক্তাসন রক্ষাই কঠিন হইয়াছে। একখানি ভক্তাসন করিতে অনেক অনলা লাগে, সেই জন্যে আমরা উক্ত সেস মহাশয়দিগের নিকট সহসা ভক্ত প্রার্থী না হইয়া পার্ব্বতী বাবুর নিকট ব্যগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি উক্ত কার্য্য হটি রোড সেসের কণ্ড হইতে করিয়া দিয়া বিক্রমপুরের মলিন ভাগকে সমুজ্জ্বল করুন আমরা জানি পার্ব্বতী বাবু বড় সৎকর্ম্মানুরাগী। তিনি একাজটি করিয়া গেলে সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন। মুন্সিগঞ্জের দুই জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দুটি সাধারণ মঙ্গল জনক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্লে সাহেবের শ্রীনগরের রাস্তা ও বিমলা বাবুর কালী পাড়ার ডিসপেন্সরি। সে দুটি কাজের সঙ্গে উপমা করিতে গেলে একাজটির মাহাত্ম্য অধিক হয়।

১১ ই পৌষ ১২৮০ স্বর্ণ গ্রাম } স্থিৎ বিক্রমপুর বাসী।

মহাশয়! এই দুর্ভিক্ষের বৎসর জমিদার গণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রজার কষ্ট নিবারণ জন্য প্রাপ্য রাজস্ব না লইয়াও চাউল খরিদ করিয়া রাখিতেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা যে জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছি ইনি মনুষ্য কি দেবতা তাহা আমরা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম। ইনি দেওয়ানজী বাবা বলেন তাহাই করেন। সে যাহাহউক সম্প্রতি পাদিহাটীর বাজারে আলু, কলা, লেবু, ইক্ষু নারিকেল পান, তামাক, ও কুমড়াদির ইজারা দিয়াছেন তাহাতে প্রজা ও চাষী উভয়ের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা লেখনীর নহে। চাষীরা যেচ্ছা ক্রমে উক্ত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাদিগকে এক চেটিয়াদারদিগের নিকটে দ্বিগুণ, কখন ত্রিগুণ দরে ক্রয় করিতে হয় ১ পয়সার আলু, ২ পয়সায় কখন ৩ পয়সা ও লইতে হয়, তাহাতে দুঃখী প্রজাদিগের কিপর্য্যন্ত কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে। পূর্ব্বে বারাকপুরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয় নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি যাওয়ায় পূর্ব্বদার এরূপ হইয়াছে এ বিষয় গোপনে তদ্ব করিলে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন উক্ত দেওয়ানজী ভিন্ন গ্রামবাসী অন্য কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

১২৮০ শ্রীতারকনাথ দাস
পাদিহাটী

১। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বালিয়াপাল থানা হইতে সরাইখানা পর্য্যন্ত যে সরকারী রাস্তা হইয়াছে, বর্ষাকালে তাহাতে মনুষ্য গমনাগমন করিতে পারেন না। উক্ত রাস্তায় গমনাগমন না করিলে, সহজে কষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়গণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, তাঁহারা সদয় হইয়া পথিক গণের দুর্দ্দশার কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। জীর্ণ সংস্কার করিয়া প্রতিবৎসর বহুল অর্থ বিনষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নহে, একবারে পাকা করিলেই কোন কষ্ট থাকিবে না।

২। উক্ত জেলার অন্তর্গত কাশর্দ্দা আউটপোষ্ট হইতে জলেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইয়াছে, তাহাও বর্ষাকালে পথিক গণের কষ্ট প্রদ হইয়াছে। রাস্তার মধ্যে যেসকল স্থান দিয়া খাল প্রবাহিত হইয়াছে তাহাদের উপরে পুল না হওয়াতে, পথিক গণের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। বাঁশডিহার ডাক উক্ত রাস্তাদিয়া জলেশ্বরে যাতায়াত করে। বর্ষাধিক্য হইয়া বন্যা উপস্থিত হইলে, কোন কোন সময়ে ডাকও বন্ধ হইয়া যায়। খালে নৌকাও নাই, সুতরাং ডাক হরকরাকে কোন কোন সময়ে সাঁতার দিয়া খাল পার হইতে হয়। অতএব সেই কয়েক স্থানে পুল করিয়া রাস্তা পাকা না করিয়া দিলে পথিক গণের কষ্ট নিবারণ হইবে না ইহাও আমাদের প্রার্থনার অন্তর্নিহিত।

৩। উল্লিখিত বালিয়াপাল থানার অধীন কাশর্দ্দা আউটপোষ্ট হইতে বাঁশডিহার বিদ্যালয় পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত জন্য মঞ্জুর হওয়ায় শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব মহোদয়, অনেক দিবস হয় মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতএব প্রার্থনা এই, এবৎসর ইহাও যেন কার্য্যে পরিণত করিয়া মহোপকার সাধন করা হয়।

৪। মুসলমানদের সকলই উল্টা। আমা

দের কোন প্রাণ হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থব্যয় দ্বারা সমস্ত প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু মুসলমানদের ৭ টাকার উপরে ৮ টাকার ন্যায় পাপের উপরে পাপ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াথাকে। যেমন কলুটোলার মুসলমানের মাতার অধিক উপার্জ্জনক্ষম স্ত্রীর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, সে (স্ত্রী) নিকটবর্ত্তী পিএলসে গমন করে। কিয়দ্দিন তার পুরুষ যাইয়া স্ত্রীকে আলয়ে আসিবার প্রস্তাব করায়, "১ মাস মাতাকে পরিত্যাগ ক'রলে আমি গৃহে যাইব" বলিয়া স্ত্রী মতামত প্রকাশ করে। পুরুষ হাস্যান্বিত হইয়া ৫ বার "তালাক" বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করেন। "তালাক" মুসলমানদের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত। কিছুদিনের পর স্ত্রী আপন গৃহে আসাতে তাহার স্বামী গ্রহণ করেন এবং শান্তির সহিত ও তাহার মিল হইয়া যায়। "তালাক" খাইয়া স্ত্রীগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় বলিয়া, সামাজিকেরা সহজে পতিত রাখেন। "তালাক" খাওয়া সত্য কি না তাহারও বিশেষ প্রমাণ হয় নাই। অনেক স্থান হইতে শুত্র শ্মশ্রু মৌলবীরা আসিয়া কেহবা গৃহে বসিয়া এই ব্যবস্থা দেন যে, উক্ত স্ত্রী কিছু দিন পুরুষান্তর সংসর্গের পর তাহার প্রথম স্বামীকর্ত্তৃক পুনঃ গৃহীত হইলে, উক্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তালাকপ্রথাটা সমাজ-রক্ষক হইবেন। এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ জঘন্য ব্যবস্থা মনুষ্য সমাজে আছে বলিয়া কঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারাযায় না, কিন্তু সংবাদ দাতা ধর্ম্মে প্রমাণ করিয়াছেন। কতিপয় মুসলমান গণ যদি এই ঘৃণিত প্রথার মূলোচ্ছেদে সচেষ্ট হন, তবে তাঁহারা নিশ্চয় অসার ও কাপুরুষ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? মুসলমানগণ সংবাদ পাঠাইলে নিতান্ত বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদিগকে পাইবেন, এ জন্য এদেশীয় ও অন্যান্য কতিপয় ঘৃণিত ব্যবহার মূলোচ্ছেদ করিবার অনুরোধ করিয়া উত্তেজিত করিতে সাহসী বিদ্বেষক বলিয়া গণ্য হইতে হয়, তবে আমি স্বীকার।

মহাত্মা [illegible] বোমকাশ

নদীয়ার মাল্য।

সন ১৮৭৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর

স্থানের নাম	নদীকলাদ জল। ফীট ইঞ্চ
চৌরাসির ঘাটে	১২
তথা হইতে হুরপুর	২ ৩
তথা হইতে অজিপুর	
৯ মাইলের মধ্যে	২ ১০
অজিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	১ ৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২ ৪
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৪ মাইলের মধ্যে	২ ১

সন ১৮৭৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট ইঞ্চ
	১১

বহরমপুর ১৯ এ ডিসেম্বর ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি,ই, উইল্‌কক্স ফিউচিং ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণকরিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিকুচরণ মুখোপাধ্যায়

পেসোয়ার	১০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	
মুক্তাগাছা	১০
" " হরপ্রসাদ সামন্ত—মেখলিগঞ্জ	১০
" আএবর্দ্দিন বক্সী—মেখলীগঞ্জ	১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র দেব—বাবেশ্বর	১০
" রাণী হরসুন্দরী জোড়া সাঁকো	৪।০
" রাজা গোপীলাল পাঁচেড় পাকোড়	১০
" " অন্নদা প্রসাদ মুহু চৌধুরী মহিষাদি	১
" " [illegible]	১
" " [illegible]	
" " [illegible]	

[illegible] সংবাদ।

[illegible] বিনামূল্যে [illegible] প্রকাশ [illegible] যাইতেছে।

ইহার অতিরিক্ত মূল্য বার্ষিক ১৷৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৸৷৷০ টাকা, অগ্রিম মূল্য ব্যতীত [illegible] অগ্রিম ডাকমাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৷৷৷০ টাকা। ছয় মাসের মূল্যে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প টিকিট, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর প্রকারে যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিবেন, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য বিশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সংখ্যার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে জানান করাইয়া দেওয়া যাইবে। অন্যথা অতীত হইলেও একবার কাল তাঁহাদিগকে করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে টিকি ফাঁকিলে পাঠান শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা হারে [illegible] দেড় আনা দিতে হইবে। দ্বিতীয় বারের [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার, [illegible] সহিত স্বাক্ষর [illegible]

[illegible]

৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

৯ সংখ্যা।

প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তিষ্যতে খার্ত্বিষ· সমস্তনী অগ্নিমন্থনী চ ঋত্বিজঃ।*

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

নব ১২৮০। ২১ এ পৌষ। ইং ১৮৭৩। ১২ ই জানুয়ারি

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—•—

আমার পিতা ঠাকুর ভিষ্টারার পাল্ মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ মূল ও বেদ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি কেদারপুর ও ডুমনীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদনী পুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের কৃতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করিতেছি। ঐ সমাজ কলিকাতা হরিণাভির কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী বিনা অঙ্গীকার দ্বারায় চিকিৎসিত হইয়া বাসনা করেন তিনি ঐ ঠিকানায় পত্র করিলে, আমার দেখা পাইবেন ইতি।

শ্রীটহলনাথ পাল।

বাবু কালীবর বটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৵০। ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৮ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা মহানগর ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে তাহার মূল্য গ্রাহক ব্যক্তির পক্ষে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে, একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ ফিফ্‌টিন পাই হিসাব প্রতি খণ্ডের মূল্য /০ ছয় আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বর্ম্মা।

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত তরুদত্তের চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের সাধুশীল জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৸০ ডাকমাশুল /০ আনা। এই, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ৫ নম্বর।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

যে ঔষধি দ্বারা মেদে রিয়াজদিত গ্রীহা, যকৃৎ, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৪০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
হুগলিবন্দর মেডিকেলহাল
ভবানিপুর, কলিকাতা।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত সিরিজ খণ্ড ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৸০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল সহিত লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

...ডাক্তার ...ডাক্তার ...ডাক্তার ...
...মূল্য ৩, ...
...আমার নিকট ...

ডাক্তার ৺ দুর্গাচরণ কর মহাশয়ের কৃত মেটরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য তত্ত্বাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।০ ডাক্তার ...বাবু ...বিষয়ক ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্দ্ধ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
শ্যামবাজার
১৪নং ভবনে } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

যিনি স্বল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্ন কর এতদুভয় পুস্তকের মধ্যানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে ৯ খণ্ডের তাব বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকালীবল্লভ রায় কর্ম্মকার।

—:০:—

হাইকোর্টের অধীনস্থ সকলের আবশ্যক সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে ১৭ জন এক্জামিনার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯এ অক্টোবর এবং ২৬এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তন্মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা [illegible]

...ডাক্তার ...
...ডাক্তার ...
...ডাক্তার ...

সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে চাহিবেন, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয় তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু তাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীমতরচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ পৌষ বে মঙ্গল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় ন্যায়পথে চলা ভাল বাসেন না।

অনেকে বলেন, যে সকল ইউরোপীয় ভারতবর্ষের মফস্বলে বাস করেন, তাঁহাদিগের তুল্য সুখী ও সন্তুষ্ট আর নাই। তাঁহারা একে ত স্বদেশ ও বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই দুঃখেরই শান্তি হওয়া কঠিন, তাহার পর তাঁহারা ভারতবর্ষের মফস্বলের যে যে স্থানে বাস করেন সেখানে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বিশেষ সহবাস সুখ লাভ ও তাহাদিগের সহিত সুভাষিত-ভোজী সুখ অনুভব করা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় এক ব্যক্তির মুখ দেখিতে পান না। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় যে এক সুখ ভোগ করেন, উহা সমুদায় দুঃখকে পরাজয় করিয়াছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল সে সুখে সুখী নন, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর টাকি নন, ইংলণ্ডেশ্বরীও নহেন। গবর্ণর জেনরল প্রভৃতিকে লোকানুরাগ পরবশ, ধর্ম্ম নীতি পরতন্ত্র ও আইনের পরাধীন হইয়া চলিতে হয়, অতএব তাঁহাদিগের সে সুখ ভোগের সম্ভাবনা কি? আমরা যে সুখের কথা কহিতেছি, তাহার নাম স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারি বিদের পক্ষে ইহার তুল্য সুখ আর নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় এই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন স্বদেশ ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ দুঃখ কি ইহার সমীপস্থ বর্ত্তী হইতে পারে? আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ স্বেচ্ছাচারিতা প্রিয় থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, একেমন অনির্ব্বচনীয় সুখ। অন্য কোন সুখ ইহার ষোড়শ কলা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক গুলি উদাহরণ আছে। খোকা হত্যা কালে বঙ্গনীতি ন্যায় ও রাজনীতির মস্তকে কিরূপ পদাঘাত করা হইয়াছিল, তাহা কাহার অবিদিত নাই। একটী অপ্রসিদ্ধ উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে। এক ম্যাজিষ্ট্রেটের এক জন প্রিয় পাত্র অকথ্য কোন কারণ বশতঃ একজন পুলিস কনষ্টেবলকে বিদায় রূপ প্রহার করেন। পুলিস কর্ম্মচারী নালিশ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয়পাত্রের দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক, অভিযোগ কর্ত্তা কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

এইরূপ কতক গুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম রাজপুরুষের কাণ ভারী করিবার নিমিত্ত আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটী বড় অন্যায় কার্য্য চলিতেছে, তদ্বিষয়ে অনেকেই একান্ত বিরক্ত হইয়া আছে। যদি তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় হয়, তদর্থই আমাদিগের যত্ন। সে অন্যায় কার্য্য এই, প্রিয় পাত্র প্রতিপালন। অমুক জজ অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে বদলী হইয়া আইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি আপনার প্রিয় পাত্র গুলিকে সেই স্থানে আনয়ন করেন। এক একটী ছল করিয়া নূতন স্থানের কর্ম্মচারি গুলিকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন এবং প্রিয় পাত্র গুলিকে সেই সেই কর্ম্ম দিলেন যাঁহারা একাজ, করিতে পারেন, তাঁহারা না পারেন এমন কি কাজ আছে। এরূপ লোকের উপরে বিচার কার্য্য প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ কি বিধেয় হয়? আমাদিগের মহামতি অর্ল্ড কাষেল সাহেব এই সব লোকের হস্তে বিচার কার্য্যে অধিক সংখ্যক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন!! যাহা হউক, আমরা যে অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম, ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বপ্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারী আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এস্থান কর্ম্মচারির আজ্ঞা বলবতী রাখেন, তাহাতেই উপরি লিখিত অন্যায় কার্য্যটী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ না করিয়া যদি কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারিদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইয়া

[illegible] কাজের বোঝা তার [illegible] আবার পড়ল। এবারে উনি [illegible] বোঝা নিবারণ হইতে পারে।

হালা ও গলার সভার উপায় কি?

গত বৎসরের শেষ 'ঘন রাত্রে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের আলিপুরস্থিত ভবনে একটী "বল" অর্থাৎ বিবির ন্যায় হয়। তাহাতে এদেশীয় কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন নাই। এই লইয়া সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা শ্রেণীবিশেষকে নিমন্ত্রণ করা না করা নিমন্ত্রণ কর্ত্তার ইচ্ছা, তাহা লইয়া বিচার কেন? কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা যদি লেপ্টনেন্ট গবর্ণর না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কাহারও কোন কথা থাকিত না। কর্ত্তৃপক্ষদিগের সকল কর্ম্ম ও কথা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার অধিকার থাকাতেই সম্বাদ পত্রেরা এবিষয় আলোচনা করিতে সাহসী ও অগ্রসর হইয়াছেন। আমরাও এবিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়? ইহার ভাল মন্দ কয়েকটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, আমোদ করিবার এবং আমোদ দিবার জন্যই বন্ধুদিগকে বৃত্তা সীতা-দিতে নিমন্ত্রণ করা। এদেশীয়েরা ইউরোপীয় বৃত্ত্য প্রণালীকে এরূপ ক্লান্ত রীতি বিরুদ্ধ ও বিলক্ষণতার কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্লেশ ভিন্ন আমোদ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করাই নিষ্ফল। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয়েরা [illegible] হইলে তাঁহারা [illegible] করিতে [illegible] বোধ করেন, সুতরাং ইউরোপীয় দিগের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে বিব্রত না করাই ভাল। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব কি না জানা ততঃ বোধ হইতেছে, না। ইহার কোনটী অবলম্বন করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কার্য্য করিয়াছেন বলিতে পারা যায় না। যেটীই হউক ইহার কোনটী সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী এত সঙ্কীর্ণ যে তাহার সমর্থনও সহজেই মনে উদয় হয়। যে শ্রেণীর ইউরোপীয়েরা এরূপ সঙ্কীর্ণ ও অনুদার মত অবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে, তথাপি আমাদের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বোধ হয় সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বোধ হয় এরূপ মূর্খ নহেন। ইহা লক্ষন করিয়া থাকিবেন এবং তিনি যে সেই মূর্খতা অবলম্বন করিবেন তাহাও পক্ষ সমর্থন করিবার কোন কারণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় নিবেদনকারিদের মধ্যে দেখা যায় যে এদেশীয়েরা প্রথম শ্রেণী শ্রেণীদিগকে আপন আপন পরিবারের মধ্যে যাইতে দেন না তখন সেখানে তাঁহাদের অধিকার। স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন সেখানে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করা অসঙ্গত। একথা সর্ব্বাংশে কিন্তু এতদ্ব হইলে করা আমার শ্রীযুক্ত ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যদি [illegible] আবশ্যক হয়, তাহা হইলে [illegible] কার্য্যে কি আমোদ ও [illegible] সেই এজাহারদিগের [illegible] না। আমার মনে [illegible]

[illegible]

বদ্ধ রাখিয়া বিবরাভর চিন্তা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তৃতীয় সুরেন্দ্র বাবু, তাঁহার বিষয়েও অধিক লেখা উচিত বোধ হয় না; কারণ কেহ তাঁহাকে এক বার নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দেন কেহ বা আবার অপরাধী বলিয়া ধরিয়া আনেন; সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি কমিশনরদিগের বিচারে কি হয় না দেখিয়া কিছু লেখা কর্ত্তব্য নয়। এখন আমরা কি করি? এক লেপ্ট নন্ট গবর্ণর আমাদের বন্ধু 'ছলেন কোথায় কিছু না পাইলে তাঁহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া, আস্ফালন করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিতাম, পাঠকগণ পড়িয়া "খুব তেজস্কর" বলিয়া কত প্রশংসা করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সুখও বুঝি আর থাকে না। তিনিও স্বদেশে প্রস্থান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এখন আমরা কি করি? এখন ঘরাঘরি বিবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সহযোগিদিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করা যাউক। সংবাদপত্রেরা উকীল না জজ, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমরা কয়েকটি প্রবন্ধের সহযোগীর মত জানিতে পারিয়াছি। এবং অনেক গালি ও বিদ্রূপ সহ্যও করিয়াছি তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। যে প্রশ্নটী করিয়াছি তাহা সংবাদ পত্র দলের পক্ষে একটী গুরুতর ও অত্যাবশ্যক প্রশ্ন। সকলে মিলিয়া চলার সীমা না করা কর্ত্তব্য।

অদ্য আমরা আর একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। এটীও একটী গুরুতর প্রশ্ন এবং এটীও আমরা সহযোগী দলের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি। প্রশ্নটী এই, সংবাদ পত্রদিগের অসঙ্গতি ভয় করা কতদূর কর্ত্তব্য? পূর্ব্বের মত এবং পরের মত, পূর্ব্বের কথা এবং পরের কথার অমিলনের নাম অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি পরিহারের জন্য সংবাদপত্র দিগের কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত? আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের মনোগত ভাব আরও পরিস্ফুট করিতেছি। মনে কর এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইলেন। সেই পত্র প্রথমে কৃষকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জমিদার দিগের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে জমিদার বিরোধী পত্র বলিয়া জানিল। মনে কর কিছুদিন পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন একটী অনুষ্ঠান করিয়া দেশের মঙ্গলোপকার সাধন করিলেন। এস্থলে সেই পত্রের কর্ত্তব্য কি? যদি কৃষক দিগের উকীল হইয়া জমিদারদিগের গুণগান করেন, তাহা হইলে তাঁহার জমিদার বিরোধী নাম থাকে না। লোকে অসঙ্গতি দোষ প্রদর্শন করে আবার ইহাও বলে যে পত্রের মত ও কার্য্যের সঙ্গতি নাই তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হয় না। তাহাকে ইংরাজীতে "অনপ্রিন্সিপলড" পত্র বলিয়া থাকে। সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য কিন্তু তদ্দ্বারা কতদূর আবদ্ধ হওয়া উচিত? আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই কোন কোন পত্র যেন সংকল্প করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা শ্রেণী বিশেষের দোষকীর্ত্তন ভিন্ন গুণানুবাদ করিবেন না। যখনই সেই ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের কথা উপস্থিত হয় তখনই তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া ধাবিত হন। এরূপ সঙ্গতি থাকার একটী ফল এই যে কোন পত্রের মত কিরূপ কোন পত্রের রুচি কিরূপ তাহা স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যেরূপ কোন ব্যক্তির নাম করিলে তাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির বর্ণনা করা যাইতে পারে সেইরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকের মতের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সংবাদপত্রেরা প্রায় সঙ্গতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হন, এবং অসঙ্গতি দর্শন করিলে দোষ প্রদর্শন করেন। আবার কেহ কেহ সঙ্গতি অসঙ্গতি গ্রাহ্য করেন না। প্রসিদ্ধ লেখক এমারসন বলিয়াছেন "সঙ্গতি নির্ব্বোধদিগের ভূষণ"। সকলে এতদূর স্বীকার করিবেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক বাঙ্গালা সংবাদপত্র'দিগের মধ্যে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত। কারণ এবিষয়ে একটী পরিষ্কার সংস্কার না থাকাতে অনেকে অনেক সময় সত্যের ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করেন।

কাশীতে অত্যাচার।

কাশীতে অনেকগুলি অত্যাচার আছে। যাঁহারা চিরকাল সেখানে বাস করিতেছেন, সময়ে সময়ে সেগুলি তাঁহাদিগেরও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। আর যাঁহারা নূতন যান তাঁহারা যে কেমন বিরক্ত বিব্রত ও জ্বালাতন হন, যাঁহারা ভুক্তভোগী না হইয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সহজ নহে। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিয়া সেগুলির নিবারণ করেন। আমরা দুঃখিত হইয়া কহিতেছি, এ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সেবিষয়ে অন্ধ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার প্রতীকারের কোন উপায় করিলেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর কি সে যদি উহার প্রতিবিধানের কোন সদুপায় হয় এই আশায় আমরা এই ক্রমে তদ্বিষয়ে লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ করি এক ব্যক্তি পূর্ব্বে কাশী দর্শন করেন নাই, বঙ্গদেশ হইতে নূতন গেলেন। রেলগাড়ি হইতে নামিয়া নৌকা ভাড়া করিলেন। ৸০ আনা ভাড়া হইল। আমরা আশ্বিন মাসের প্রথমে

করা করিতেছি। তখন গঙ্গা স্রোত অত্যন্ত প্রবল। সমান পাড়ি দিবার যো নাই। তিনি রাজঘাটে নৌকায় উঠিলেন, মাঝিরেরা রামনগরের দিকে চলিল। যখন ভাড়া হয়, কথা ছিল, মাঝিরেরা অন্য লোক লইতে পারিবে না; কিন্তু তাহারা দুই একজন করিয়া লোক তুলিতে লাগিল। রাজঘাটে আর রামনগরে প্রায় এক ক্রোশ অন্তর। এই এক ক্রোশ পথ মাঝিরেরা দুই একজন করিয়া ১০। ১২ জন লোক তুলিয়া লইল। অনন্তর রামনগর হইতে পাড়ি দিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে উপনীত হইল। ভাড়া দিবার সময়ে উহারা বিষম গোলযোগ আরম্ভ করিল। শেষে ৵০ আনা অধিক লইয়া শান্ত হইল। পরপারেই দেখুন মাঝিদিগের কত অত্যাচার। প্রথমতঃ লোক লইবার কথা ছিল না, লোক লইল। দ্বিতীয়তঃ একরূপ জোর করিয়া বলপূর্ব্বক অন্যরূপ লইল।

আগন্তুক ব্যক্তি এইরূপে মাঝিদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তীরে উঠিলেন। ঘুটিয়ার মাথায় দ্রব্য সামগ্রী দিয়া পথরা ঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘাট হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া ঘুটেওয়ালাদিগের প্রতিরোধ করিয়া কহিল, ঘাটওয়ালার পয়সা না দিলে ঘোট ছাড়িয়া দিব না। পথরাও দুই একটী নয়, চারি আনা চাহিয়া বসিল। শেষে ৵০ আনা স্থির হইল। আগন্তুক এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। তাহার বিস্ময়ের বিশেষ কারণ এই, তিনি কলিকাতায় এরূপ ঘাটও ঘুটোলা দেখেন নাই, কেহ এরূপ বলপূর্ব্বক কখন ঐ দাম নিকট হইতে পয়সা লইতে পারে নাই। তিনি পূর্ব্বে কাশীর কেবল প্রশংসাই শুনিয়াছিলেন, কাশীতে যে এরূপ অত্যাচার হয়, তাহা কখন তাঁহার মনেও ভাবিয়া হয় নাই।

এক্ষণে আমরা ঐ শিক্ষিত আগন্তুক ব্যক্তির পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ঐ অত্যাচার কি চির কাল এইরূপ থাকিবে? গবর্ণমেণ্ট কি ইহার নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? যদি বলেন, আদালতের দ্বার খোলা আছে, নালিশ ও প্রতীকার হয়। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি দুই দিবস গাড়ির মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কাশীতে উপনীত হইল, নালীশ করিয়া ঐ অত্যাচারের প্রতীকার করা কি তাহার পক্ষে সহজ? নালীশ করিবা মাত্র কি কোন বিষয়ের প্রতীকার হয়? সাক্ষী লইয়া দুই তিন দিবস আদালতে গতায়াত করা আর দুই আনা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা হইতে কোন্‌টী সহজ? ক্লান্ত ব্যক্তির ইহার অন্যতর কোন্ পক্ষের অবলম্বনে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে? কাশী যাত্রিদিগের মধ্যে এরূপ লোকও অনেক আছে, তাহারা কোন্‌টী অন্যায় ও কোন্‌টী অত্যাচার নয়, তাহা বুঝিতে পারে না। যে যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারিল না বলিয়া কি বাস্তবিক অত্যাচারগুলি অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইবে না? উহার নিবারণে উদাসীন হওয়াতে কি গবর্ণমেণ্ট অধর্ম্মভাগী হইবেন না? উল্লিখিত অত্যাচার দুটী নিবারণের সহজ উপায় আছে, তবে কেন গবর্ণমেণ্ট উদাসীন হইয়া উহার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিতেছেন? প্রতি ঘাটে এক একটী সাইন বোর্ডে এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হউক, ঘাটওয়ালা প্রভৃতি যদি কোন যাত্রীর নিকটে কিছু লয়, ৫০ টাকা দণ্ড হইবে। যাত্রিরা ঐ সাইন বোর্ড দেখিয়া সতর্ক হইবেন, ঘাটওয়ালা প্রভৃতির অত্যাচার পথিমধ্যে কলিকাতার ন্যায় [illegible]

ও লোক-সাধারণের [illegible] অত্যাচারের [illegible] নিবারণ করা আবশ্যক।

পুলিসের [illegible] সম্বন্ধে।

পুলিসের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া থাকেন। প্রায় এমন সপ্তাহ যায় না যাহাতে পুলিসের কোন না কোন দোষ প্রদর্শিত না হয়। এমন সংবাদ পত্র নাই যাহাতে বার বার পুলিসের দুরবস্থার ঘোষণা করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা হইতেছে না। আমরা এবিষয়ে অনেকবার প্রসঙ্গ করিয়াছি কিন্তু তথাপি পুনর্ব্বার এবিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বর্ত্তমান পুলিসের এরূপ হীনাবস্থার কারণ কি এবং তাহা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না, এই চিন্তা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোকের অভাবই ইহার একটী প্রধান কারণ। পুলিসের হস্তে যেরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে ইহার বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা যে সম্পূর্ণরূপে সেই ভারের অনুপযুক্ত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এবিষয়ে যেরূপ অল্প বেতন যাইতেছে আর কোন বিভাগে তাহা সেরূপ নহে। এত অল্প বেতনে উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাহাদের আর অন্য বিভাগে কিছু করিবার উপায় নাই তাহারাই এই বিভাগে আসিয়া থাকে। এই অল্প বেতন হেতুও অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা [illegible]

এরূপ অবস্থায় উৎকোচ গ্রহণ এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী কি না? অধিক উৎকোচ লাভের আশায় যন্ত্রণা ও নিগ্রহ প্রদান করাও আবশ্যক হয়। এই কারণেই পুলিসের ধর্ম্মনীতি এত নিকৃষ্ট হইয়া আছে। যে সকল মোকদ্দমা চালান করিলে ও বিশেষরূপ তদারক করিলে গবর্ণমেণ্টের গোচর হইবার এবং পদ ও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা, পুলিস কর্ম্মচারিরা সেইগুলির জন্য একটু যত্ন করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য সমুদায় ছোট ছোট মোকদ্দমায় কিছু কিছু লইয়া ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং পুলিসদ্বারা সম্যকরূপে দুষ্ট দিগের দমন হয় না। আমরা মধ্যে মধ্যে পুলিসের সংশোধনের জন্য অনেক প্রস্তাব করিয়াছি, অদ্যও একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করেন এই আমাদের প্রার্থনা। সে উপায় এই, প্রত্যেক পুলিস ষ্টেশনে এক একজন সুশিক্ষিত কর্ম্মচারি রাখিবার বিধান করা হউক এবং তাঁহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পিত হউক। তাহা হইলে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথম সুশিক্ষিত ও ভদ্রলোক থাকিলে পুলিসের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের আচরণ হইয়া থাকে তাহা হইতে পারে না; দ্বিতীয় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা পুলিস পর্য্যন্ত গিয়াই শেষ হয়, বাদিদিগের দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণে বিচারালয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদেরও বিচার হওয়াতে সমাজের অনেক উপদ্রব নিবারণের উপায় হয়।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নূতন লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্মচারি আছেন তাঁহাদিগকেই বিবেচনা পূর্ব্বক বিতরণ করিতে পারিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। কিছু দিন হইল আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা না হয় মুন্সেফ সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্য হইতে এই সকল লোক মনোনীত করিলে চলিতে পারে। সেই ও গবর্ণমেণ্ট সব ডেপুটীদিগের তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিতেছেন এবং তাহাও দেওয়া আবশ্যক। উঁহাদের একজনকে সেইরূপ ক্ষমতা দিয়া যদি প্রত্যেক পুলিস ষ্টেশনে রাখিয়া দেন আমাদের প্রদর্শিত সুফল ফলিতে পারে। বিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার পুলিসের হস্তে থাকিলে আদালত সকলের মোকদ্দমার ভারও অনেক কমিয়া আসে। আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, পাঠ করিলেই আমাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হইবে। মনে কর গ্রামের মধ্যে একটী দুর্দ্দান্ত লোক আছে। সে কোন অপেক্ষ কৃত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে এক দিন প্রহার করিল, প্রহৃত ব্যক্তি পুলিসে সংবাদ দিল। পুলিস একটু হাঁক ডাঁক করিয়া হয় কিঞ্চিৎ উৎকোচ লইয়া সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল, নতুবা রীতিমত এজাহার প্রভৃতি লইয়া আইনসঙ্গত কার্য্য করিল বাদীর অবস্থা যদি ভাল হয় সে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইল। তাহার পর সাক্ষী পূজা উকীল পূজা পাথেয় প্রভৃতি বহুবিধ ব্যয়ের পর হয় ত প্রহারকারী মুক্তিলাভ করিল নতুবা তাহার ৫ কি ১০ টাকা জরিমানা হইল। ইহাতে কি দুষ্টের দমন হইয়া থাকে। আর সামান্য বিষয়ের জন্য এত ব্যয় করাই বা কর জনের সাধ্য? যদি পুলিস ষ্টেশনে একজন শিক্ষিত কর্ম্মচারি থাকিতেন এবং তাহার হস্তে বিচারের ভার থাকিত তাহা হইলে এই ৫ টাকা দণ্ড একদিনেই হইয়া যাইত।

বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা।

আমরা প্রায় শুনিতে পাই যে মুচিরা চর্ম্মের লোভে এক প্রকার বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের সকল লোকের পাখাল নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। গরুর অর্থাৎ গরু ছাড়িবার সময় হইলে অনেকে গরু ছাড়িয়া দিয়া থাকে। গরু সকল সমস্ত দিবস মাঠে চরিয়া সায়ংকালে আপন আপন গৃহে আগমন করিয়া থাকে। দুরাত্মা মুচিরা এই সুযোগে এক প্রকার বিষ লইয়া মাঠে গমন করে এবং কদলী পত্রের মধ্যে বাঁধিয়া গাভী দিগকে আহার করিতে দেয়। উক্ত বিষ উদরস্থ হওয়ার পর দুই এক দিবসের মধ্যে প্রায় সেই গাভী প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ সংবাদ অনেক বার আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের গ্রামের নিকট এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তির একটী গাভী এক স্থানে বাঁধা ছিল, ইত্যবসরে দুইজন মুচী গাভীটীর সন্নিহিত হইয়া উহাকে পাতে বাঁধিয়া কি একটী খাইতে দিল। সেই গরুর রাখাল তখন দিনু ছুতে ছিল, দুরাত্মারা তাহা দেখিতে পায় নাই। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঐরূপ বিষ প্রয়োগের কথা শুনিয়াছিল সুতরাং সে সী "বিষ খাওয়াইল" বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগকে পুলিসে দেওয়া হয়, পুলিস কর্ম্মচারিরা গরু মরিলে পুনরায় সংবাদ দিবার কথা বলিয়া অপরাধীদিগকে তখন ছাড়িয়া দেয়। তাহার এক দিনের মধ্যেই গরুটী মরিয়া পড়িয়াছে। গোস্বামীরা পুনরায় পুলিসে সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়

পুলিস কর্ম্মচারিরা অ[illegible] ম[illegible] দেয় না। ইহার কারণ কি? তদন্তে পাওয়া যায় গো ঘাতকেরা গোস্বামী প্রভৃতিকে ১০ টাকা দিতে চাহিতেছে। পুলিসের যে কিছু পূজা করে নাই কে বলিতে পারে? এক্ষণে গো ঘাতকদিগের নামে আবার লণ্ডে অভিযোগ উপস্থিত করা ব্যতিত গোরক্ষা সভার আর উপায় নাই। কিন্তু তাহার ব্যয় ও কষ্ট কত তাহাতেই জানেন। গোস্বামীরা যদি তাহাতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আর এই দুরাত্মা দুষ্টদিগের শাস্তি হইবে না। পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান করুন আমরা পুলিসের উৎকর্ষ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছি এই ঘটনাটী তাহার যৌক্তিকতা আরও সমর্থন করিতেছে।

—:০:—

সরাসরী বিচার।

নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধির আইনের মধ্যে সরাসরী বিচার বলিয়া একটী প্রকরণ আছে। যখন এই আইন প্রথম প্রচলিত হয় সকলেই এই ধারাটীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই ধারা অনুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা অথবা উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকেরা কতকগুলি অপরাধের সরাসরী বিচার অর্থাৎ লিখিত পঠিত না করিয়া বাচনিক বিচার করিতে পারেন। তাহার কোন রেকর্ড রাখিতে হয় না কেবল একখানি রোজি, তাহাতে মাজীষ্ট্রেট তারিখ, বাদী ও আসামী বাদীর নাম মতের আভাস এতদ্ভিন্ন যাহা বিষয় লিখিয়া রাখিতে হয়। একবৎসর হইল এই নূতন আইনমত কার্য্যারম্ভ হইয়া আসিলে, এক্ষণে তাহাতে ইষ্ট কি অনিষ্ট ঘটনা হইল তাহা জানিবার জন্য গত মাসে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর অধীনস্থ মফস্বলের জজদিগকে এই আদেশের কার্য্য [illegible] করিবার জন্য আদেশ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গত বারের রিপোর্টের সংক্ষেপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই ভারতের মফস্বলীয় এত সংকীর্ণ যে আমরা রিপোর্টগুলির দোষগুণ কিছুই আলিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র দেখা গেল যে সকল রিপোর্ট এই প্রণালীর ইষ্ট ফলের উল্লেখ করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের কতিপয় বক্তব্য আছে। প্রথম, যে সকল মকদ্দমা আপীল নাই এবং যাহার সাক্ষ্য প্রভৃতির রেকর্ড রাখিতে হয় না তাহাতে কোন প্রকার অবিচার হইল কি না কমিশনরেরা কিরূপে জানিলেন? দ্বিতীয়তঃ মনের মত কথা বলিলে যখন দণ্ড দাতার আশা আছে এবং অমনিতর কথা বলিলে যখন ব্রডলি সাহেবের ন্যায় কিম্বা গেডিস সাহেবের ন্যায় দুরবস্থার আশঙ্কা আছে, তখন তাঁহারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা কহিতে পারিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ। দুষ্টী তঃ জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা অধিকাংশই সাহেব, তাঁহাদের উপর অনুসন্ধানের ভার হইয়াছিল তাহারাও সাহেব, সুতরাং বিশেষ রূপে অনুসন্ধান হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক, আমরা শ্রীকার করিলাম যে কমিশনরেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কথা কহিয়াছেন এবং তাঁহারা ভদ্র ও উপযুক্ত লোক বটেন, কেন অপক্ষপাতে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না? কিন্তু তাঁহাদের কথা অবলম্বন করিয়া সেক্টরেট গবর্ণর যখন আমাদের প্রতিকূল সংস্কার হৃদয়ে এই কথা অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন যখন এবিষয়ের পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে, তখন বিচার প্রণালী [illegible] উপযোগী কি?

[illegible]

যে অনেক অনিষ্টের হেতু হয় এবং অনেক অত্যাচার ও পীড়নের মূলীভূত কারণ হয় তাহাতে বিচিত্র কি? বিশেষ মফস্বলবাসি ইংরাজেরা যেরূপ যথেচ্ছাচারী ও এদেশীয়দিগের বিদ্বেষী, তাঁহাদের হস্তে এই ক্ষমতা দেওয়া আর "ডাইনের কোলে পো সমর্পণ" করা সমান। যথাবিধি বিচার ও দুই তিন আদালতে আপীলের নিয়ম সত্ত্বেও যখো মধ্যে স্বেচ্ছাচারি ইংরাজদিগের কোপে পড়িয়া এক একজন এদেশীয়কে যে প্রকার কষ্ট পাইতে দেখা যায়, তাহা স্মরণ করিলে এপ্রকার ক্ষমতা প্রদানের কথা শুনিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিবেন কেন? বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটেরা ত আছেন? আমরাও স্বীকার করি সে তদ্দ্বারা আশঙ্কিত অনিষ্টের কতক নিবারণ হইতে পারিত; কিন্তু যে প্রকার বেতনে মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাতে সে আশা যত্ন নাই। মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর উক্ত মাজিষ্ট্রেটদিগের নাম প্রেরণ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের মনোমত লোক মনোনীত করিবেন তাহা কি সহজেই বোধ হয় না? বিশেষ মফস্বলে হাকিমদিগের যেরূপ প্রতাপ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে কয় জনের সাহস হয়? অতএব অনেক স্থলে তাহাদিগকে সাক্ষীগোপালের ন্যায় রাখা হয় মাত্র।

আমাদের বক্তব্য এই, মোকদ্দমার ব্যয় ও সময় অল্প করিয়া দরিদ্র বিচারার্থিদিগের ক্লেশের শান্তি করা ও আদালতের ব্যয় অল্প করা উচিত। আবার ব্যক্তি বিশেষ মফস্বলবাসি ইংরাজ হাকিমদিগের হস্তে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করাও অযুক্ত। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি সরাসরি বিচারের প্রথা তুলিয়া দিয়া আদালতের জঞ্জাল ঘুচাইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন অগ্রে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নতুবা নিজ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেট মনোনীত না করিয়া দেশ বাসিদিগের প্রতি লোক মনোনীত করিবার ভার অর্পণ করা উচিত। তাঁহাদের সকলেরই সুশিক্ষিত ও স্বাধীন লোক হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিচার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত বিচার করিবেন। ইহা হইলে সুবিচারের কতক আশা থাকে।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

একমাত্র পদার্থে দুই পক্ষের লোভ থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মে। ইহা একবার অন্তরে মনুষ্যের ক্রোধ হিংসা, বিদ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি সকল কুবৃত্তিই জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ না বিপক্ষের উচ্ছেদ হয় ততক্ষণ কোন ক্রমে সুস্থির হইতে দেয় না। এক উভয় পক্ষের উচ্ছেদ নতুবা অন্য তর পক্ষের উচ্ছেদ এতদ্ব্যতিরেকে বিবাদের মীমাংসার অন্য উপায় থাকে না। এসিয়াটিক মিউজিয়মে মৃত হরিণ শিশুটী সম্মুখে রাখিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রের বিবাদের যে প্রতিকৃতিটী দেখা যায় তাহা এই অবস্থার দৃষ্টান্ত স্থল। জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এইরূপ বিবাদের কথা ইতিহাসে শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বাণিজ্য যখন প্রথমে আরম্ভ হয় শুনিতে পাওয়া যায় তখন দুইটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইয়াছিলেন। কিছুদিন উভয় কোম্পানির তুমুল সংগ্রাম চালয়াছিল পরিশেষে একটীর বিনাশ হইয়া সেই বিবাদের শান্তি হইল।

সম্প্রতি এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুইটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম বর্ণমালার ও মিউনিসিপালিটীর বাজার; দ্বিতীয় বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। প্রথম বিষয়ে আমরা গত বারে যে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম শুনা যাইতেছে প্রায় তাহা ঘটিতেছে। হগ সাহেব নাকি পুলিসের লোক নিযুক্ত করিয়া পথে ঘাটে ব্যাপারিদিগকে ধরিয়া নিজের বাজারে লইয়া যাইতেছেন। শীল বাবু ৫৩ লোক নিযুক্ত করিতে ত্রুটী করেন নাই। এ এক প্রকার মন্দ নয়। আমরা ভাবিতেছিলাম, সকল হাঙ্গমা ফুরাইয়া গেল, শেষে লিখিব কি? কিন্তু আমার এই একটী উপস্থিত হইয়াছে, এখন অনেক দিন কাগজের লেখার সংস্থান হইবে। দেখা যাউক "কালা হারে কি বলা হারে"।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিবাদের বিষয় পাঠকগণকে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। অনেক দিন হইল বোম্বাই নগরে পূর্ব্বোক্ত নামে একটী ব্যাঙ্ক ছিল। কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক কার্য্যক্রমে সেই ব্যাঙ্কের সহিত এজেন্সী কার্য্য খুলেন তদবধি উভয়ে উভয়ের এজেণ্টের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৭ সালে বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইবার কথা হওয়াতে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে আপনাদের হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য একজন এজেণ্ট প্রেরণ করেন। তদবধি বোম্বাই প্রদেশে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটী স্বতন্ত্র এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮৬৭ সাল হইতে পুরাতন বোম্বাই ব্যাঙ্কের স্থানে একটী নূতন বোম্বাই ব্যাঙ্ক হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যভার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তাহাতে সম্মত না হইয়া আপনার

[illegible] এই বিষয় লইয়া এই দুই ব্যাঙ্কের মধ্যে এই কয় সপ্তাহ বিস্তর তর্কাতর্কি চলিয়াছে। সম্প্রতি চীফ সেক্রেটারি বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে বোম্বাই প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিয়াছেন এই আদেশটী যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে তাহা সহজেই বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ বোম্বাইর এজেন্সী কার্য্যে তাঁহাদের যেরূপ লাভ হইতে ছিল তাহার ব্যাঘাত হইতেছে, দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অনেক শাখা ব্যাঙ্ক আছে, বোম্বাইর কার্য্যালয় উঠিয়া গেলে তাহাদের কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং ব্যাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনা। এ অল্প স্বল্প বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পক্ষে উভয় সঙ্কট হইয়া পড়িয়াছে। যদি চীফ সেক্রেটারির আদেশ মতে আজ আজ উঠিয়া আসেন বিপক্ষদিগের নিকট অপমান লিপ্ত হইতে হয়, যদি বোম্বাই নগরে থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, গবর্ণমেণ্টের অপমান করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক হারাইতে হয়। তাহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দ্বারাই হউক আর বোম্বাই ব্যাঙ্কের দ্বারাই হউক গবর্ণমেণ্টের কাজ চলিলেই হইল। তবে বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে অপ্রতিষ্ঠ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল মাত্র এজেন্সীর কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে পারিবেনা এই নিয়ম করিয়া দিলেই হইত। তাহা হইলে বোম্বাই ব্যাঙ্কের অংশক লাভ না হউক ক্ষতি হইত না। গবর্ণমেণ্ট যখন যাহাদের সহিত চিরকাল কারবার করিতেছেন তাহাদের প্রতি স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিবিধ সংবাদ।

২২ এপ্রেল, বেঙ্গলী।

বিষ্ণু মহাদেবাপাধ্যায় বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টে যে মীমাংসা করেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রিবি কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। বিচারপতি মার্টিন এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে "এই মকদ্দমার যে বিষয়টী মীমাংসার্থ উত্থাপিত হয় তাহা নিতান্ত তুচ্ছ, সে সম্বন্ধে উচ্চ আদালতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সমুদায় হিন্দু সমাজ ব্যগ্র তাহাও আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু যে মকদ্দমা উপলক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা ৭৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মকদ্দমা মাত্র। অতএব এ মকদ্দমা আমি প্রিবি কাউন্সিলে প্রেরণ করিতে পারি না।" মার্টিন সাহেব আইন সঙ্গত কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু সকল বিষয়েরই আতিশয্য উদাহরণ আছে। মকদ্দমাটী ৭৫ টাকার বটে কিন্তু হাই কোর্ট এ মকদ্দমা সমুদায় হিন্দুজাতি সম্বন্ধীয় যে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক, এ বিবেচনায় উক্ত বিষয় প্রিবি কাউন্সিলে প্রেরণ করা উচিত ছিল।

২৩ এ পৌষ সঞ্জীবনী।

কলিকাতার আবীর নিবাসী আলী পুরস্কার পীড়িত হইয়াছেন। আবীরের আত্মা ভ্রমে ভগ্ন হইতেছে, তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ফেনাবাদে যাইবেন স্থির করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পাকিস্তানের রাজা বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ যদি একটী কল খোলা আবশ্যক বোধ হয় তিনি ১০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আবীরের সহিত তাঁহার ঘোরতর শত্রুতা থাকা বিষয় সম্বন্ধে কাহারো মত গোলযোগ ঘটিতেছে। আবীর পুত্রের উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন যে কেহ তাঁহার নাম করিলে কটাক্ষ করেন। আবীর ধাত ছিলেন তাহা সকলে জানেন। তাঁহার বন্ধুগণ [illegible]

[illegible] দুইল [illegible]

—কাবুলের সাহিত্য পরিষদের দুই ফরাসীস দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের পাঠ করিয়া [illegible] ফরাসীস [illegible] একজন সেনাপতি সাহায্য করা করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা এই মর্ম্মে [illegible] পারিলে পর, ঐ করাসীসিগকে [illegible] করে। সেই মত দুর্গ অধিকৃত [illegible] হইলে কুলুব এই দুর্গপ্রাচীর হইতে [illegible] কিন্তু সন্ধিপত্র বিলাতে পাঠাইতে হইবে বলিয়া সিপাহি [illegible] এর সেনাপতি মেজিয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই সব দুর্গ প্রতিবাদের হাতে সমর্পণ করেন। এই [illegible] [illegible] প্রতিশ্রুতি উল্লঙ্ঘন করা, কিন্তু [illegible] পর্ব্বতীয় অধিবাসিরা [illegible] [illegible] [illegible]

ভালই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সাক্ষ্যে কি ফল হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এদেশের বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, সাক্ষী শ্রেণীর মধ্যে এমন একটী লোক আমরা দেখিতে পাই না। ইংলণ্ডের সাধারণে এক সকল সাক্ষীকে যেন এদেশের প্রতিনিধি বলিয়া মনে না করেন।

কিছুদিন হইল বাল্যবিবাহ নিবারণার্থ আবেদনাবাদে যে এক সভা হয় সম্প্রতি উহাতে আর একদল হিন্দু যোগ দিয়াছেন।

সর উইলিয়ম গ্রে আমেকের গবর্ণর হওয়াতে রাজী তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

গত শনিবার ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের চর্ম্ম ব্যবসায়ি সোসাইটি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ড খুলিয়াছেন।

ব্রহ্মের প্রধানতম কমিশনর অনরেবল ইডেন সাহেব শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

১ লা জানুয়ারি হইতে বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি পোষ্ট আফিসের একটী চুরি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বাকুড়া ও বর্দ্ধমানের পোষ্ট আফিসের মধ্যে এই চুরি হয়। একশত টাকার ৮ খানি, ৫০ টাকার ২ খানি ২০ টাকার ১১ খানি অর্দ্ধ মোহর এবং ১০ টাকার ৫ খানি অর্দ্ধ মোহর সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭০ টাকার নোট চুরি হয়। ছোট ও মোট কিছুই ধরা পড়ে নাই।

গতকল্য বারাণসী হইতে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। সাহেবগঞ্জ হইতে আচার পুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে, উহা আগামী মের পূর্ব্বে হইতেছে না।

গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীরামপুরের নিকটে খোরা গ্রামে একজন চৌকিদার মাঠ হইতে ধান্য চুরি করিতেছিল, এমন সময় আর একজন চৌকিদার দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কোন উত্তর না দেওয়াতে তাহার মাথায় উকতে এক ঘা আঘাত করে, আঘাতের কয়েক ঘণ্টা পরে উহার মৃত্যু হইয়াছে। আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজত দেওয়া হইয়াছে। এবিষয়ের বিচার হইতেছে।

২৪ এ পৌষ শুক্রবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন ঢাকা নগরের একজন প্রাচীন অধিবাসী মর্ক্কর সাহেব তত্রত্য মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, এক সপ্তাহে ঢাকার উত্তম চাউল ২। ১৪০ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। মোটা চাউল ২। ২৶ মণ বিক্রীত হইতেছে। নূতন ধান্য এক টাকা মণ মধ্যবিধ ধান্য ৩২ সের এবং উত্তম ধান্য ২৭ সের বিক্রীত হইতেছে। পুরাতন মধ্যবিধ ধান্য টাকায় ২৫ সের বিক্রীত হইতেছে। বোধ হয় এরূপ সস্তা দুই এক মাসের অধিক থাকিবে না।

২৭ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ১১৫৯৪০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪৯০০৪০ টাকা হয়। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩১৩৪০ টাকা এবং গত বৎসর ৩৯১২০ টাকা আয় হয়।

এদেশস্থ পাদ্রি ও মাণ্টীদিগের সহিত ইংরাজদের যোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আসাণ্টীরা নদী পার হইয়া আসিয়াছে।

২৭ এ পৌষ শনিবার।

বর্দ্ধমানের সাংক্রামিক জ্বর বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন লার্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া পূর্ব্বে যে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তদনুসারে অনেকে প্রস্তাব লিখিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রস্তাব পরীক্ষার ভার বঙ্গদেশের সানিটারি কমিশনর ও মেডিকাল কালেজের প্রিন্সিপালের উপরে অর্পিত হয়। তাঁহাদের পরীক্ষায় একটী প্রস্তাবও উত্তীর্ণ না হওয়াতে লার্ড নর্থব্রুক দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন দিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। এনিমিত্ত পুনরায় ঐ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবারকার প্রস্তাব গুলিও প্রাগুক্ত পরীক্ষকদিগের নিকটে ১৮৭৪ অব্দের ১লা জুলাইর পূর্ব্বে প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদিগের বোধ হয় সামান্য পুরস্কারের নিয়ম করাতে বহুদর্শী বিচক্ষণ ও প্রাচীন সম্প্রদায় এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন নাই, এই জন্যই অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ টমসন সাহেব আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। তিনি স্বদেশে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া একজন সামান্য রেলওয়ে ক্লার্ক হন পরে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এবং পরিশেষে ছোট আদালতের জজ হইয়া স্বদেশ গমন করিয়াছেন। উঁহার অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতাই এই উন্নতির মূল।

ইণ্ডিয়া আফিসে দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের ইংরাজী অনুবাদগুলির কি হয় টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ একজন সংবাদদাতা তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি দুই একখণ্ড অনুবাদের জন্য উক্ত আফিসে আবেদন করা হয়, আবেদনকারীকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় যে গ্রাণ্ড ডফ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, অনুবাদগুলিতে অনেক গোপনীয় বিষয় আছে। আফিস হইতে সেগুলিকে অন্যত্র লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। অন্যত্র লইয়া যাওয়া দূরে থাকুক আফিসের কেহ তাহা দেখিতে পায় না। সেগুলি ভারতবর্ষ হইতে যাইবামাত্র কেহ আফিসে প্রেরণ করা হয়, তথায় সেগুলি বান্ডিল কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র। ইণ্ডিয়া আফিসে দেশীয় সংবাদ পত্রের এই দুর্গতি।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা।

গাজীপুর, মূল্য সমান রহিয়াছে ২০ এ তারিখ সম্বরের পর আর বৃষ্টি হয় নাই। শোকের কষ্ট বৃদ্ধি হয় নাই। বারাণসী—বৃষ্টি হয় নাই, হইবারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মির

বিজনেশন করা হইয়াছে যে এপর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাবে কোন ক্ষতি হয় নাই। মুন্সীপুর, মূল্য সমান রহিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই। দক্ষিণ দিকে বৃষ্টির অভাবে রবি শস্যের ক্ষতি হইতেছে। পরিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম হইতে আমদানী চলিতেছে। গৌরীপুর, ২১ এ ডিসেম্বরের পর আর বৃষ্টি হয় নাই। এখনও ভবিষ্যতের অবস্থা ভাল। যদি ১০। ১২ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয় শস্য উত্তম জন্মিবে। রপ্তানী বন্ধ করণার্থে মুন্সী কতক কমিয়াছে। বস্তি, মূল্য সমান রহিয়াছে। রবিশস্যের অবস্থা উত্তম। কৃষকেরা প্রাণ পণে জল সেচন করিতেছে। আজিমগঞ্জ, মূল্য সমান রহিয়াছে, বৃষ্টির একান্ত আবশ্যক, জলসেচন চলিতেছে। এখন কমবেশি হয় নাই। জোয়ানপুর, মূল্য প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়। রবিশস্যের অবস্থা এখনও উত্তম আছে, অযোধ্যা হইতে কতক আমদানী চলিতেছে।

১৯ এ অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কয় দিবসের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৯২০৫ ৮২ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং ৬৮ ৯১৯ মণ মাত্র আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রপ্তানী ও আমদানী অন্যান্য বণিকদিগের দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজে প্রায় ২০০০০০ মণ আমদানী করিয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে ১ লা নবেম্বর অবধি ১৫ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে প্রায়, ২৮০০০০ মণ শস্য বন্দর দশ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। আমদানী কিছুমাত্র হয় নাই। কটক হইতেও অন্যান্য স্থানে অনেক শস্য রপ্তানী হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে দ্বারা কলিকাতা হইতে এই [illegible] প্রায় ৩৩০০০ মণ শস্য [illegible]

[illegible] প্রায় ৫৮০০০ মণ চাউল বিদায় জেলার ভিতর প্রেরিত হইয়াছে। কুষ্টিয়া এবং গোয়ালন্দ প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে ৮৫০০০ মণ চাউল রাজসাহী জেলার স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

নৌকায় প্রেরণাদির সুবিধা না হওয়াতে অধিকাংশ স্থানেই গরুর গাড়ি দ্বারা বহন করা হইতেছে।

উড়িষ্যাতে তিন লক্ষ মণ চাউলের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত সেখানকার কমিশনর আরও ১২৫০০০ মণ চাউলের যোগাড় করিয়াছেন। এই সমুদায় তণ্ডুল জানুয়ারি মাস শেষ হইতে হইতে কলিকাতার আসীক হইবে। গড় পড়তা ২৸ আনার অধিক হয় পড়িবে

বর্দ্ধমান ভদ্র ও ছোট স্থানের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেছে না। কিন্তু বিহারের নীল করেরা যথেষ্ট উৎসাহের সহিত সমাগত আমদানী করিতেছেন। মুরলিদাবাদ পুটিয়া রাজসাহী এই কয়স্থানে চাউল ক্রয় করিয়া ক্রীত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতী বোবিলি নামক স্থানের রাণী রঙ্গমেণ্ডো দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৪০,০০০ মণ চাউল দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজা মতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার একটী জমিদারীর ৯০০০০ হাজার টাকা খাজনার মধ্যে ৪০,০০০ হাজার টাকা স্নেহাই দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

সর জর্জ্জ কাম্বেলের সহোদর চারলস কাম্বেল সাহেব ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকাতে নিম্ন লিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন—

"আমার আতা সর জর্জ্জ কাম্বেল পদত্যাগ করিতেছেন বলিয়া আজিকার পত্রে আপনি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এবিষয়ে তাহা হইতে মতান্তর হইতে পারে না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে বিতাড়ন ব্যতীত না হইলে তিনি এরূপ বিপদের সময় তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতেন না। এরূপ বিপদের সময় তাঁহার মত একজন উৎসাহী [illegible]

[illegible] কার্য্যারম্ভ [illegible] ইবার [illegible] [illegible] [illegible]

স্থির করিতে পারি নাই। শস্যের অবস্থা বড় মন্দ বোধ হয়, এ শতাব্দীতে এরূপ মন্দ অবস্থা কখনো হয় নাই, কিন্তু কয়েক বৎসর উত্তম চাষ হইয়াছে। আজিও শস্যাদির মূল্য অতিরিক্ত রূপ বাড়ে নাই। কত শস্য জন্মিয়াছে আমরা এখন জানিতে পারি নাই। আজিও আমরা বঙ্গদেশের এত অল্পই জানি যে অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হয় ত একটু হইলে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারি অথবা হয় ত একটুর অভাবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। অতএব আমরা আমাদের সাধ্যে যাহা আছে করিব, এবং কি হয় দেখা যাইবে।"

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরই যখন মত এই, তখন দূর দেশবাসী আমাদের মত ব্যক্তিদের মতের মূল্য নাই। আমি বহুদিন বঙ্গদেশে বাস করিয়া এবং অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাহা জানিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে কেহ কেহ যে প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন সেরূপ বিপদ ঘটিবে না। আমরা সহজে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব এবং কার্য্যদক্ষ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিলে কি হয় দেখাইতে পারিব।

১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে সারউইলিয়ম গ্রের নিকট কার্য্যভার লওয়া অবধি নার্ব্বে কিরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই কেন? যাহা হউক আমি আশা করি যে আগামী শীত কালে তাঁহার কিছু উপকার হইতে পারে এবং তিনি যত দিন না বিপদ কাটিয়া যায় ততদিন সুস্থ থাকিয়া কার্য্য করিতে পারি

৮ই ডিসেম্বর
১০ ইউনপ্রেস। চার্লস কাম্বেল।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এস্থানে এক শীতকালে শীতের অধিকা অধিক আহাতে যতদিনের দিন হইতে দুই দিন ধরিয়া যথেষ্ট বারিবর্ষণ হওয়াতে শীতটা গুরুতর বোধ হইতেছে, এই সময়ে এখানে বারিবর্ষণ হওয়াতে কৃষিকার্য্যের ও বিশেষ উপকার হইবে।

২। মুলতানস্থ কমিসরিএট আফিসের হেড আমিটাণ্ট বাবু জীবনাথ ঘোষ বাঁহার বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তিনি এখান হইতে বদলি হইয়া গোয়ালিয়রে গিয়াছেন, তাঁহার গমনে মুলতানস্থ বঙ্গীয় সমাজ মস্তক শূন্য হইয়াছে। মুলতানের ব্যায় মিলিটারী ষ্টেশনীতে যত গুলি বাঙ্গালী আছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই কমিসারিএট ডিপার্টমেণ্টে অন্তর্গত সুতরাং হেড ক্লার্ক বাবুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে। হেড ক্লার্ক ঘোষ বাবু ও বাবু মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গুণে গুণান্বিত স্থানীয় সমাজের কলঙ্কিত করেন নাই।

৩। বঙ্গবাসীদের মধ্যে যিনি মহের হোকান ও ক্যাফে করিয়াছিলেন তিনি নানা প্রকারে বঞ্চনা করাতে হতশ্রী হইয়াছেন, খোকান ও হোটেল উঠিয়া গিয়াছে এ সকল কথা অন্য বঙ্গীয় বাঙ্গালির লজ্জা হইবে কেন?

৪। লালা মাহন দাস নামক এক জন হিন্দুস্থানী এখানে সিবিল কার্য্যের জন্য এপ্রেণ্টিসড এঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন। লোকটী উপযুক্ত ও ভদ্র বোধ হয়। ইনি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ ও বাবু মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া স্থানীয় সমাজের কলঙ্কিত করেন নাই।

৫। সিন্ধু উপত্যকার রেল্‌ওএ কার্য্য সত্বরতার সহিত চলিতেছে। বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যে ভাওলপুরের নিকটস্থ শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত খুলিবে, অন্যান্য তিন্তিজনেও খুব কার্য্য হইতেছে। মুলতানে টেলিগ্রাফী কর্ম্মচারী অনেক জন্মিতেছে। এক এক তিন্তিজনে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে। যাহাহউক রেল্‌ওএ ও খাল খননে অর্থ ব্যয় হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে যে উপকার ও আয় হইবে তাহাতে অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় না। বারিক নির্ম্মাণে যে অসংখ্য অর্থ ব্যয় হয় তাহার উপর তাদৃশ আয়ের সম্ভাবনা নাই।

৬। হাউলীতে ইউরোপীয় সৈন্য এক্ষণে যে বেরাকে বাস করিতেছে তাহা অতি অস্বাস্থ্যকর। ঐ বেরাকের প্রাচীর বেষ্টিত একটী সরাই মধ্যে সকল সৈন্যকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহারা তথায় যায় তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে থাকিতে হয়, রাত্রি দশটার পর তথাকার দ্বার রুদ্ধ হয়, দ্বার দেশে একজন পুলিসের লোক থাকে, ইহাতে ভদ্র লোকদের অনেক শাসন হইতেছে, লজ্জার ও ভয়ের কারণে তাহারা যাইতে পারে না। সর্ব্বত্র সৈন্যদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও এইরূপ নিয়ম হইলে বড় উপকার হয়, ভদ্র লোকেরা আর রাইতে শাসন করে না।

৭। মুলতানের লোকের বড় ইচ্ছা ছিল যে কেশব বাবু এখানে একবার আসেন, না আসাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছে। বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সরল ব্রাহ্ম এখানে আছেন, তিনি বক্তৃতা প্রভৃতি দিকে আর ধর্ম্ম প্রচারের উপায় স্বীকার করেন না। ইহাতে কতকগুলি ইয়ুবনে মুক্তা ছড়াইবার ন্যায় হয়, অনেকের বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, অনেকের হৃদয় সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল হয় না। স্থায়ীফল উৎপাদন করিবার জন্য সাধন প্রকরণ ও পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের আচরিত উপাসনা প্রণালীর আবশ্যকতা, বহুল পরিমাণে প্রচারের চেষ্টা করিলে স্বদয় আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবুক হইতে পারে ও শুষ্কতা চলিয়া যায় তবে বক্তৃতায় যে উপকার নাই তাহা নহে ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে অন্তরঙ্গ ভাই ও প্রকৃত যোগের যে অভাব আছে তাহা সর্ব্ব অন্তরাত্মা প্রচারেই থাকার করিবেন। কেশব বাবু যে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার মধ্যে এত অদ্ভুত ও মান্য হইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে কেশব বাবুতে যাহা আছে তাহা ইংলণ্ডস্থ বড় বড় পাদ্রী ও ধর্ম্ম প্রচারকদিগের নাই অর্থাৎ

সরল ভাব ও "অন্তর্দৃষ্টি" ব্রাহ্ম জগতে ও অন্যান্য অনেক ধর্ম্ম জগতে আজ কাল যেরূপ শুনিতে ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব দেখা যায় তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে পাছে অন্ধ-মূর্ত্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ভঙ্গ ও মূর্ত্তিক প্রপীড়িত হয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে কেদার বাবুকে কর্ত্তাভজা মনে করেন কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিপরীত কিছুই দেখিলাম না বরং ব্রাহ্মধর্ম্মের গাঢ়তা ও ইহাতে অনেক দেখিয়া শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনকার বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায় নিম্নস্থ বিষয় প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রঃ—ওকালতি ব্যবসায় একটী মহৎ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়। এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মর্গের জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ধনবান এবং ভদ্র হওয়া উচিত, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের লোক বিচার হইলে, ভদ্র থাকিতে পারেন না, বরি ভদ্রতা সকল গুণকে অপলাপ করে, সুতরাং ওকালতি ব্যবসায়িগণের সমূলতার সদুপায় নির্দ্ধারণ করা সমাজের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি উকীলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এরূপ অধিগ্রাহ্য উকীলের বৃদ্ধি হইলে, মেথরাণি অপেক্ষাও ওকালতি অবমান্য ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে, এ ব্যবসায়ের যে কিছু গৌরব আছে তাহার লেশ মাত্রও থাকিবেক না।

উঃ—সকল বিষয়ের একটেটিয়া ভাল নয় বটে, কিন্তু এত বাড়া বাড়িও ভাল নয়।

সম্প্রতি কি হাইকোর্ট কি সকল কোর্ট সকল স্থানে উকিলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এ ব্যবসায়ে প্রবেশ করা দুষ্কর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে ওকালতি স্বাধীন ব্যবসায়, মনুষ্যের ক্ষমতার উপর ইহা নির্ভর করে এত লোক যেন এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে কেন? গবর্ণমেণ্টের ইহাতে কোন হস্তক্ষেপ নাই। লোকে নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া কেন কাজ করেন না? আমি বলি, এটী অন্যায় যুক্তি, সকল বিষয়ের মুখ্য সভ্য কি বিশৃঙ্খলতায় তার গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে। কোন বিষয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ব্যতীত (বিশেষরূপ তাহা ক্ষতীয় বিষয়) পরিচালিত হইতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন কেন থাকিবেন? এবং যখন ব্যবহারাজীবগণের দ্বারা দেশের একটী মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তখন সে মনের অল্প সৌষ্ঠব

বর্দ্ধনও গবর্ণমেণ্ট কেন করিবেন না? না করেন গবর্ণমেণ্টের দোষ, সম্পূর্ণ দোষ তাহা একশত বার বলিব। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এরূপ অনুরোধ করি না যে গবর্ণমেণ্ট নিজ ভাণ্ডার হইতে ইহাঁদিগকে অর্থ সাহায্য করুন, কিন্তু ইহা অবশ্য করিতে পারেন, যে যেখানে যত ব্যবহারাজীবের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত লোকের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। আমি স্বীকার করিলাম, যে স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবেশাধিকার রহিত করা, একটু কঠিন হয়, কিন্তু ন সম্বন্ধে তখন রাজা, সকল প্রকার প্রজার মনের রক্ষাকর্ত্তা, তখন তাহাদের অমঙ্গল উৎকর্ষ না করিয়া অপকর্ষ করা রাজার ধর্ম্ম নহে। এত অধিক সংখ্যক লোককে অনর্থক প্রবেশাধিকার দিয়া তাহাদের ভরণ পোষণ, আর মর্য্যাদার কোন উপায় উদ্ভাবন না করিতে দেওয়া অপেক্ষা কিছুদিন প্রবেশ দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সমস্যাসুলভে প্রবেশ করিতে দেওয়া অভিশয় সার যুক্তি, গবর্ণমেণ্ট যখন এত কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা লইতেছেন, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত যখন যে সময়ে যে লইতেছেন, তখন তাহাদের ভরণ পোষণের উপায় না করা কোন্ অন্যায় কাজ!!! বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট এরূপ নীতি আইনে একটী মহৎ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইহা বিদ্যা ও ধার্ম্মিক [illegible] তখন তাহাদের আর [illegible] না হইয়া, কতদূর [illegible]

যখন [illegible] সেবী, [illegible] ব্যবহারাজীবের [illegible] অভাবগ্রস্ত, তখন তাহাদের প্রায় অপেক্ষা ছিল, ছিল, সুতরাং না করিলে কিরূপে তাহারা ব্যবহারাজীবের [illegible] পারে? ব্যবহারাজীব মাত্রেরই সুতরাং পুস্তক ও [illegible] যায় না হইলে, কিরূপে তাহারা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সুতরাং কাজে কাজেই 'ব্যবহারাজীবগণকে অগত্য পথে পদ চালনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। এজন্য আমরা সাধুমন প্রার্থনা করি, যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আনুকূল্য হইলে, সুতরাং ব্যবহারাজীবগণকে [illegible] দিবার না হেন এবং একটী একটী কোর্টের জন্য ব্যবহারাজীবসংখ্যার একটী সংখ্যা স্থির করুন।

ত্রিঃ—ওকালতি পরীক্ষার পূর্ব্বে ভরত বংশ মর্য্যাদা ইত্যাদির কোন পরীক্ষা হয় না। ইংরাজ পরীক্ষায় নিয়মে ভাল হই হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য যাহাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই তাহারাই ওকালতির পরীক্ষা দিয়া বেড়ায়। কোথায় কয় বিদ্যার এ ওকালতী পরীক্ষা বিষেধ, যা, কম ঘুরে ঘুরে আসিয়া পিতৃপিতামহ লোক সকল ওকালতি পরীক্ষা দিয়া এ ব্যবসায়কে কলঙ্কিত করিতেছে। আমাদের বিবেচনায় আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এবং ইহাতেও পরীক্ষাদেরও কাজ নাই, ছুটী [illegible] দেখে যথেষ্ট হইবেক। এক ছুটীয়ের, দ্বিতী দিবিয়ের এবং, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ছিন্ন আর কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লও [illegible] ইহাঁরাই সর্ব্বাংশেই [illegible] বিবেচিত হইবেন, এবং তাহারা [illegible] তাহারা [illegible] তাহাদের [illegible]

ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে ক্রমে [illegible] প্রেত নাশ করিয়া সিদ্ধির হইবেন। নতুবা হইতে ওঝাদিগের ভক্ততা নাই।

শ্রী

মহাশয়! এস্থানের বহুতর ভদ্র লোক সাতগাছিয়া হইতে ডাইরক্ট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুতের নিমিত্ত মহামান্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে "আপনাদের প্রার্থনানুসারে কর্ত্তব্যাবধারণ নিমিত্ত মল্লা সমেত আবেদন পত্র বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর সাহেবের নিকট করণ ার্থ করিলাম"। যাহা হউক মহামান্য মহাশয় যথেষ্ট অনুগ্রহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য তাহা ক'রিয়াছেন। একণে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব এ দু'র দ'র এতদ্দেশবাসী প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই কীর্ত্তি উপলক্ষে তাহাদিগকে উপস্থিত দুর্ভিক্ষরূপ মহামারী হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমাদের মনস্কাম সকল ও অতিশয় পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তারাচন্দ্র বসু মহোদয় যথেষ্ট মনোযোগের সহিত প্রজার রক্ষার উপায় অবধারণ করিতেছেন এবং কোন স্থানে কি উপায়ে প্রজাগণ রক্ষা পাইতে পারে, ইহা পরিজ্ঞান জন্য স্থানে স্থানে পরিভ্রমণও করিতেছেন। খড়ি হইতে ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত প্রায় ২ ক্রোশ দীর্ঘ এক খাল খনন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাতেও অনেকের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে বৃদ্ধি দেখিতেছি। আবার ভিন্ন ভিন্ন মহকুমার গ্রাহকেরা আসিয়া আরও বৃদ্ধি করিতেছে। শুনিলাম একড় [illegible] গ্রামের কোন চাষার বাড়ীতে কএক জন মেপারী ও বিচালী বান্ধিয়া টাকায় ৪৫ সের ধান্য ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বোধ ছিল, কাটোয়া মহকুমা অপেক্ষা হুগলি ভাল থাকিবে, কিন্তু তাহা গতিক দেখিয়া বিবেচনা হইতেছে, সকলেরই প্রায় এক দশা উপস্থিত হইবার উপক্রম। উপসংহারে বক্তব্য এই প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর ব্যতীত অন্যথার উপায় নাই।

শ্রীবাণী
১২৮০

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের দেশহিতৈষী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য নানা উপায় করিতেছেন। স্থানে স্থানে চাউল প্রেরণ করিতেছেন। এখানেও প্রায় দুই হাজার মণ চাউল আসিয়াছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের এই পুলিষের অত্যাচার তাহা নিবারণের উপায় কি স্থির করিলেন? এখানে পল্লিগ্রামের চৌকি [illegible] নিযুক্ত আছেন।

[illegible] উঁহারা কয়েক দি- [illegible] কারের প্রজাদের [illegible] চলিয়া যায়, সেই- [illegible] কৃত হয় না। পুলিষের এমনি সেরেস্তী আছে যে তাহাকে [illegible] যাইতে এরূপ কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় যে আদালতে যাইয়া খাকার করিয়ে আমার ঘরে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই খাকায় আমি চুরি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এমত শুনা যায় যে সেই চক্রে চৌকিদার তাহাকে তাহার ঘর হইতে ধরিয়া আনে। অপরাধি লোক তাহাতে আবার লাল পাকড়ি সঙ্গে। শুনিলাম যে বেত্রাঘাতের হুকুম হইয়াছে।

মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খাগড়িয়ার নিকটবর্ত্তি চোরাখোরা নামক নদীতে একটী লোকে দুইটী কুম্ভীর ধরিয়া মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশায় গতি করিয়া লইয়া গিয়াছে। একটী লম্বা ১২ হাত আর একটী ১১ হাত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেয় পুরস্কার পশ্চাৎ লিখিব।

খাগড়িয়া
২৬ এ ডিসেম্বর।

খাগড়া।

সম্পাদক। পুলিসে, জমিদার সংক্রান্ত, নিরপেক্ষ, লোক হিতৈষী, লোক প্রিয় লোকের অভাব সম্বন্ধে সময় সময়ে প্রায় সকল সংবাদপত্রে এবং সকল সমাজেই অনেকানেক কথা শুনা যায়। অমুক পুলিস অমুক সুকাজ করিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত ভিন্ন কোন পুলিস কর্ত্তৃক ভাল কাজ করিয়াছেন, এ উল্লেখটী প্রায় নিষ্ফল। সৎকাজ ও সদনুষ্ঠান করিয়া যথোচিত উৎসাহিত হইলেই সৎকার্য্য এবং সদনুষ্ঠান কর্ত্তাদের অভিলষিত বিষয়ে আধিক্যের অনুরাগ জন্মে এবং একের যশোঘোষণা দেখিয়া অন্যের যশোলালসা বলবতী হইয়া উঠে। সংবাদ পত্রই সেই যশোঘোষণার একমাত্র সুলভ উপায়। আমি সেই অভিপ্রায় ও তদনুযায়ী সুযোগাভাব, কর্ম্মদক্ষতা, নিরপেক্ষতা এবং পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন কয়েকটী পুলিসকর্ম্মচারী মহোদয়ের যথা জ্ঞান গুণকীর্ত্তন করণাশয়ে এই পত্রের জগদ্বিখ্যাত পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতার মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, অন্যথায় বিবেচনা না হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত কএক পঙক্তি যথা স্থানে প্রকটিত করিলে সফল মনোরথ হইব।

মহাশয়! আমি এই মালদহ জেলায় আজ কাল দেখিতেছি এবং বিলক্ষণ রূপ পাইতেছি যে, মালদহ পুলিসে ভাল লোকের অভাব নাই। সহর মফস্বল উভয় স্থলেই ভাল ভাল লোক আছেন। বাবু ব্রজসুন্দর মৈত্রের মহাশয় (ইন্‌স্পেক্টর) সুযোগ্যতা, কর্ম্মপটুতা ও নিরপেক্ষতা গুণে সহর ষ্টেসনকে সংশোধিত করিয়া রাখিতেছেন। তিনি বীর কর্ত্তব্য কার্য্যে যদি দীর্ঘ আয়ুঃ থাকিয়াও সম্প্রতি একটী আর সামান্য কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন এবং তাহা করিতেছে ভবিষ্যতেও করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। তাঁহার প্রণীত 'রক্ষাও নিবৃত্তি' ই তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল।

মৌলবি এলাহিবক্স (ইন্‌স্পেক্টর) মফ

ভদ্রতা লোকদিগের এমনি প্রিয় ও অনুরাগের ভাজন হইয়া উঠিল যে তাঁহার পদ,

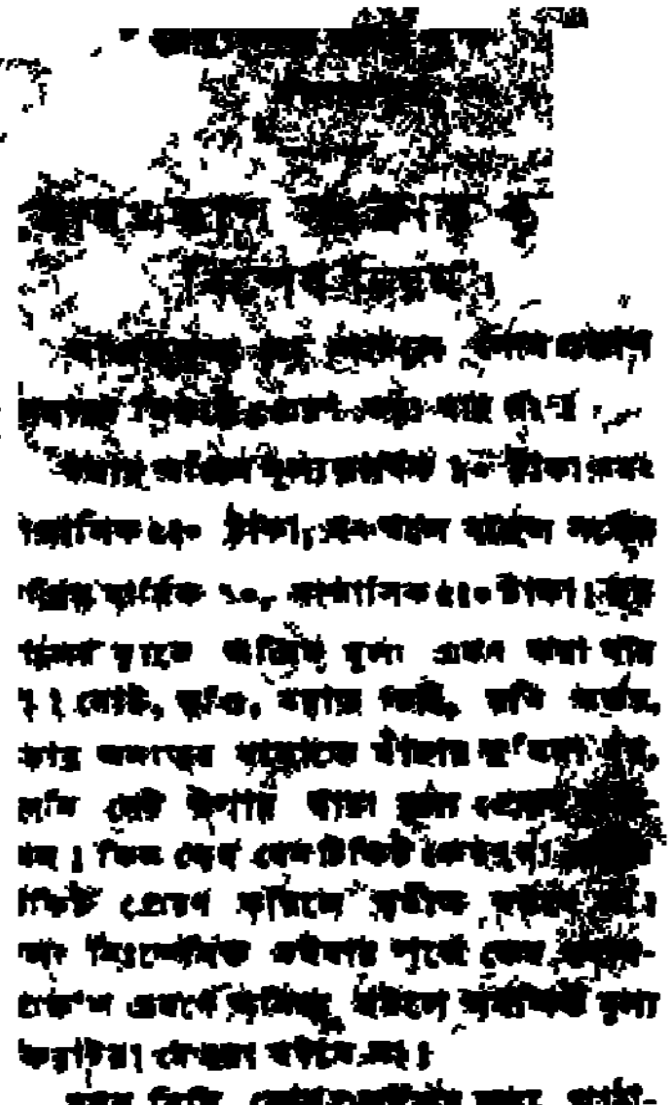

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। ১০ সংখ্যা।

"এবঞ্চন [illegible] যাহে যার্থিব সম্বন্ধনা ঘুচিলসকলী ন ছাড়িলা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা / অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা / ১৮০ ৭ই মাঘ। ইং ১৮৭৪। ১৯ এ জানুয়ারি / মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

—০—

গ্রাহকগণকে বিশেষ সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজেষ্টরি চিঠি যোগে পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—০—

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, কফ কাশ মূল ও বেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদনী পুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদনী পুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের কতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা হুগলীপুরের ফ কর্ণার মিত্রের ষ্ট্রীটে ৩ নং বাটী বিনা আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে, আমার দেখা পাইবেন

শ্রীপেন্দ্রনাথ পাল।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু কালীবর ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৵০ ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—১০৪—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান চক্রদত্ত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা বহুবাজার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে তাহার মূল্য গ্রাহকশ্রেণির পক্ষে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে, একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ তিন পাই হিসাব প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—১০৮—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রবেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৸০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

আলবার্ট হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে ঔষধি দ্বারা বেদে চিরাভ্যস্ত রোগী, বকুল, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য যুঝিল ইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং

ডুবরডন মেডিকেলহাল

ভবানিপুর, কলিকাতা

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা

উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের জন্য ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের এতদ্রূপ ইচ্ছা তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল টিকা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ঘুরিয়ারায়ের বড়
শরের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫
খুচরা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।—

শুদ্ধ বঙ্গ ছাপাখানা।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।
এই ছাপাখানার উত্তম মাসালা ও
ই রাজী নাম, অক্ষর প্রস্তুত আছে।
ছাপার মূল্য ঐ ৮২ নমুনা দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন
তাঁহার কাছে সেইরূপ নমুনা ও কাগজ
প্রস্তুত করা হইবে।

এখানে কর্ম্ম দিলে কর্ম্মাধ্যক্ষকে
ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং
খরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা
যাইতে পারে, আগুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের
নামে পত্র লিখিলে এবং প্রভুত্তরের কারণ
ষ্টাম্প পাঠাই ল অবিলম্বে সকলের অভি-
লাষের সিদ্ধ হইবেক

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহাঁর কৃত ডিসপেন্সটরি ৪র্থ বহুতর ব্যবস্থাপত্র সহিত বেরিয়ত হইয়াছে মূল্য ১ ডাকমাসুল ।০

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত কুতন সার্জ্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রথমমূর্ত্তি সচিত্র মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল পাকিং ১৮৮ ।০। বাবু কেত্র-নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ত্রিপদ ও পরিমি-তাঙ্ক অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
জানবাজার
১৪নম্বরের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি মুদ্রায় আবশ্যক মত করিতে
পারেন যিনি পরমার্থ জ্ঞান মনুষ্যের ও পর

মধ্যে বিস্তার করিতে ইচ্ছা করেন, পুস্তকের
মূল্যাদি নিম্নে করিয়াছি সত্বরে হইবেক,
উত্তম পুস্তকের সমাদর সকলের ভাল বিহিত আছে।
প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল
দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—:০:—

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদা
লত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার
অভিপ্রায়ে যাহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন
তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার
জন্য যে যে জজ এবং এডিসনাল নিযুক্ত
হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের
কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের সেসনজজ
সকলে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন
তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা
দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা
যদি হাইকোর্টের ১১ ই সেপ্টেম্বরের একা
শিত সিরমাদুসারে আজিজ সার্টিফিকেট
প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে
১৮৭৪। ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে বোর্ডের
সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ
করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা
তাহা সিটার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির স্বাক্ষর
যুক্ত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে সেকাকাতে সার্টিফিকেট থাকিবে
তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপ
নার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে
ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া
দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য
করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলি
কাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা
প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্ভিন্ন নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি
ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে জানান যাই-
তেছে যে তাহাদিগকে প্রথম বার এক
জামিনের নিকট হইতে জামিনা

যদি যে প্রার্থী হইয়া
সার্টিফিকেট
তাহারা যে কি জন্য দিবার
একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে
উপস্থিত হইতে হইবে। [illegible]
টাকা সহিত আদি [illegible] পাঠাইলে
তাহাদিগের পরীক্ষার্থিদের ফরমি সুপরিন্টে
ডিংরা দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী
উক্ত শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার আশা
করেন তাঁহারা কলিকাতার সুপরিন্টে
ডেন্টের নিকট হইতে কি জমা দিবার এক
এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একবারে
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা
হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রস্তুত
করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ [illegible]
২৭। ২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

শ্রীমিল অ্যাকমন
বোর্ডের সেক্রেটারি

প্রার্থীদের পরীক্ষার্থে।

পরিমাণের প্রস্তর নির্ম্মিত যেরূপ প্রকার
জন্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি স্বদেশে বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত আছে।

রেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত লর্ডায়ের পাইপ,
এবং উহার পরিমিত সাইফন ভালভ
ষ্টপ কক ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টালি ইট।
মেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

ফুলার মিক।

কাঁচার মে।

[illegible] যাহাদের যে সকল
কারবার নিমিত্ত উপরি লিখিত দ্রব্য সকল
পাইবার, ইচ্ছা হয়, তাহারা লিখিত প্রস্তুত
লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন। আমাদের
নিকট হইতে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি [illegible] ক্রয়
করিয়া দিবেন।

[illegible]

পব্লিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর যাবের মিমিত অত্যুৎকৃষ্ট মৌসমি শালর কাষ্টলি আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা তাহা টেণ্ডার করিতে চান তাহাঁরা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দফে, দীর্ঘে ৯ ফুট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দফে দীর্ঘে ৯ ফুট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্যাম্পলিং সকল কণ্ট্রাক্টরের তাহাদের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রূপ ডেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে টেণ্ডার কারীদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর ৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } জেমস ফিভার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কর্ণী ডিবিজন।

চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ ই মাঘ শুক্রবার চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

নূতন মুদ্রিত।

স্কুল পাঠ্য বিষয়ের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজ ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ খানি অপরাপর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। বেঙ্গল স্পিক্টেটর কোম্পানির দোকানে স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক ঘরে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই মাঘ সোমবার।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপালিটী স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা উপবিভাগ সকলের অধিবাসিদিগের শিক্ষারজন্য বৎসর বৎসর ৬০০০ ছয় সহস্র টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসমান এই উপলক্ষে একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানা সকলে যে সকল দরিদ্র বালক মজুরের কার্য্য করে, এই অর্থ তাহাদের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলে ভাল হয়। ইংলণ্ডে দরিদ্র বালকদিগের, বিশেষ শ্রমজীবি বালকদিগের শিক্ষার নানা প্রকার উপায় আছে। দেশের ধনশালী ও সহৃদয় ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে সেই সকল বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং অতি সুশৃঙ্খল রূপেই তাহাদের কার্য্য চলিয়া থাকে। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণী যে দিন দিন এত উন্নত হইতেছে এই সকল উপায়ই তাহার এক প্রধান কারণ। আমাদের দেশের ধনীরা আজও সেরূপ মুক্তহস্ত হইতে শিক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের হাতে উপরে এ সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া রাখিলে সে আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে। মিউনিসিপাল [illegible] যত্নে অগ্রসর হন এবং গবর্ণমেণ্ট [illegible] কিছু মনোযোগী হন তাহা হইলে সময়ে দেশীয় বদান্যতাও অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণ করিতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমজীবীরা সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত থাকিয়াও যে প্রকার কৌশল ও পটুতার সহিত কার্য্য করে শিক্ষালাভ করিলে যে সেই সকল কার্য্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লণ্ডন স্কুল বোর্ড লণ্ডনের দরিদ্র সন্তানদিগের জন্য যে কার্য্য করিতেছেন সুবার্বন মিউনিসিপালিটী যদি উপবিভাগের দরিদ্র ও শ্রমজীবীদের সন্তানদিগের জন্য তাহা করেন তাহা হইলে বিশেষ সুফল ফলিবে। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর বালকদিগের জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই অর্থ সে সম্বন্ধে ব্যয় করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

আমরা শুনিলাম যে কয়েক বৎসর অবধি জয়নগর মিউনিসিপালিটীর যে অর্থ জমিয়া আসিতেছে সেখানকার মিউনিসিপালিটী নাকি তাহাতে জয়নগর স্কুলের জন্য একটী বৃহন্নির্ম্মাণ করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ প্রস্তাব মন্দ নহে। স্কুল বাটীটী যেরূপ জীর্ণ সেখানে আর স্কুল রাখা কর্ত্তব্য নহে। আমরা এই সৎপ্রস্তাবের জন্য মিউনিসিপালিটীর কমিটী ও সভাপতিকে প্রশংসা করি। কিন্তু মিউনিসিপাল আইনে দেশের যে যে উন্নতির কথা আছে স্কুলবাটী নির্ম্মাণ করা তাহার অন্তর্গত কি না অগ্রে জানা কর্ত্তব্য।

সারদর্শী কবে [illegible] শ্রেণীবদ্ধের [illegible]

এ দেশীয় লোকে আজ কাল শিক্ষা [illegible] কর্ত্তব্য কার্য্যের এতাদৃক্ [illegible] অন্ততঃ এরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি অদ্যাবধি সেই

উদ্দেশ্য সিদ্ধির কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া ইদন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। প্রথম মিউনিসিপাল কমিটী (২য়) রোড সেস কমিটী (৩য়) বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের প্রথা। এই কয়টীই তাঁহার অতি প্রিয় পদার্থ। এগুলি দ্বারা বাস্তবিক যে দেশের কোন উপকার হয় না এবং হইবে না তাহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। এই সকল ভার প্রাপ্ত হইলে অনেক স্বার্থ নরত ও আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিকে যে দেশের হিত চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হইবে, বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে যোগ্যতার ও বৃদ্ধি হইবে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সম্যক স্বাধীনতার অভাবে এবং উপযুক্ত লোক নিয়োগের অভাবে এ সকল অধিকাংশ স্থলের ক্রীতদাস বিদ্রূপ হইয়া পড়ে। কমিটীর অ মত সভ্যগুলি সাক্ষীগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যতদিন নিজের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সভ্য মনোনীত করিবেন ততদিন এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া যদি প্রজাদিগকে লোক মনোনীত করিতে দেন তাহা হইলে এদোষ অনেক নিবারিত হইতে পারে। এবিষয়ে অদ্যাবধি যতটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে তাহাতে সুফল ভিন্ন কুফল উৎপন্ন হয় নাই। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্য নিযোগ করার যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে ও বিলক্ষণ কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া লোক মনোনীত করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যা বুদ্ধির জন্য পরিচিত হউন আর না হউন তাঁহারা দেশবাসিদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই তাঁহারা যে কার্য্য করিবেন দেশের লোক দিগের মঙ্গলের জন্যই করিবেন এরূপ বিশ্বাস থাকা কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অল্প লাভের, বিষয়? আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে লোকে সচরাচর মনে করে যে পূর্ব্বোক্ত কমিটী সকল গবর্ণমেণ্টের অধিক টাকা আইবার উপায় মাত্র। কিন্তু এ প্রকার উপায়ে লোকের সে সংস্কার জন্মে দূর হইবার সম্ভাবনা। আমরা অনুরোধ করি অপরাপর স্থানে ক্রমে এই উপায় অবলম্বিত হউক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সকল অপেক্ষা ক্ষুদ্র সভ্য ও জ্ঞানী লোক সম্পন্ন সেখানে সাধারণ লোকের মত গ্রহণ করিলে কার্য্য হইতে পারে অপরাপর স্থানে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সম্যক ফললাভের সম্ভাবনা নাই, ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে যেখানে যেখানে মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইয়াছে সেসকল স্থানে প্রায় ভদ্রও অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকের সংখ্যাই অধিক।

দ্বিতীয়তঃ অতি অল্পেই এই সকল কমিটীর উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে একবার বুঝাইয়া দিলে তাহাদের বিরক্তির অনেক হ্রাস হয় এবং তাহারা আপনাদের বিশ্বাস যোগ্য লোক মনোনীত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে পারে। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্য মনোনীত করা দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এই প্রণালী সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইলে পর দেশের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

নূতন গবরেণ্টিকায় নিয়ে দের প্রণালী।

প্রজাগণের শিক্ষারজন্য রাজা যাহা কি না করিতেছেন কিন্তু তাহাদের জন্য, [illegible] রক্ষার জন্য রাজা কি প্রকার অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহার অনুসন্ধান ও সংবাদ তাই প্রভৃতি পুস্তকে শিক্ষার উপায় বিধান করা, গবর্ণমেণ্ট একটিয় অনুষ্ঠানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, এবং সেই জন্য প্রজাদিগকে রাজস্বের অংশী করিতে অনুরোধ করা ও তত যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য বোধ হইতে না পারে, কিন্তু সকলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, অন্যায় নিবারণ পূর্ব্বক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং এই সকল কারণে প্রজাদিগকে রাজের অংশী করা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান খাজনা প্রণালী অনুসারে সেই যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যটী ভূরি পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

একটী অন্যায় নিবারণের জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে একজনকে এত প্রকার অনর্থক ব্যয় স্বীকার করিতে হয় যে সে প্রকারে সুবিচার লাভ করা অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ কোর্টের মূল্য এত অধিক যে তাহা সংগ্রহ করিয়া সকলের উপস্থিত করাই কঠিন হয়, তাহার উপর প্রতি পদে মুহুরি মুহুরির ব্যয়ের প্রয়োজন এই কারণে সুবিচার লাভ করা দরিদ্রের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার-বিভাগে যেরূপ ব্যয় বাহুল্যের কথা বলা হইল আর একটী বিষয়ে ও সেইরূপ অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য চলিয়া আসিতেছে। সেইটি রেজিষ্টারির প্রথা। কোন লেখা পড়া পাকা [illegible] জন্য রেজিষ্টরির নিয়ম আছে, এই নিয়মটী বিশেষ উপকার জনক। ইহাতে রাজা

প্রথা উভয়েরই মঙ্গল। প্রথমতঃ রাজদ্বারে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয়, এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে সেই সকল বিবাদের বিচার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বিচারপতিদিগের অনেক শ্রমের লাঘব হয়, এবং তত সময়ের ক্ষতি ও হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অনেক সময় অনেক ব্যক্তিকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই স্থলে এরূপ বলিতে পারেন যে যখন রাজা প্রজা উভয়েরই লাভের কথা তখন ইহার ব্যয় রাজা প্রজা উভয়েরই বহন করা উচিত, সেকথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই এ ব্যয় প্রজা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে অধিক পরিমাণে অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষণে কি নিয়ম দেখা যায়? ইহার জন্য প্রজাদিগকে প্রায় সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। এক খানি পাট্টা কিম্বা কবুলা রেজিষ্টরি করিতে হইলে প্রায় ৮।১০ ক্রোশ পথ গমন করিতে হয়। সে ব্যয় ত সুখ বহু মাত্র। তাহার পর রেজিষ্ট্রেশনের ফী, ও মোক্তারদিগকে দুই এক টাকা ও কখন কখন রেজিষ্টরি কেরাণীর মাস্তুষ্টির জন্য আরও কিছু, এইরূপে নানা প্রকার ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর করান আবশ্যক হয় তাহা হইলে ত কষ্টের কথাই নাই। তাহার ফীর সংস্থান করিতেই অনেকের চক্ষু স্থির হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে সার জর্জ্জ কাম্বেল এবিষয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি যে নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দ্বারা কয়েকটী কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বহুদূরে গমনের ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; দ্বিতীয়তঃ দেশবাসি লোক রেজিষ্ট্রার হইলে তন্ত্র পরিবারের স্ত্রীলোক দিগের স্বাক্ষর করাইবার জন্য যেরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত তাহা হইবে না; তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে রেজিষ্টরি করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেই অজ্ঞ লোকেরা অর্দ্ধ-পিশাচ মোক্তারদিগের চাতুরীর মধ্যে পড়িয়া যাইত, এ প্রথা লীতে সে বিপদের আশঙ্কা নাই।

এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া লেপ্ট নণ্ট গবর্ণর এক প্রকার বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। যদি রেজিষ্টরি কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে প্রয়োজন মত কী সংগ্রহ হউক আর না হউক তাঁহাদিগকে মাসে মাসে নিয়ম মত বেতন দিতে হয়। এ প্রথা লীতে গবর্ণমেণ্টকে সেরূপে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে না। কথায় বলে "যা শত্রু পরের যাতে" এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের দুটিকত কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ যাঁহাদের উপর এই কার্য্যের ভার-দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা কখনই এক মাত্র ফী অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে জীবিকা ও লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে সুতরাং, যথা সময়ে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। ২ দুইজন সহকারী নিযুক্ত করিলেই হইবে, কিন্তু তদুত্তরে বহুবার এই ফীর আয় নিতান্ত অনিশ্চিত কিন্তু সহকারী নিয়োগের ব্যয় নিশ্চিত। সুতরাং সে বিষয়ে যে লোকের প্রবৃত্তি হইবে এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মধ্যে সকলের চক্ষের উপর যখন অ দালতে আমলারা নূতন পথ আবিষ্কার করে, তখন কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষের অন্তরালে এই পথ যে ভূরি পরিমাণে অবলম্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু না, দিলে সত্বর কার্য্য উদ্ধার হয় না সুতরাং লোকদিগকে সে ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন? তৃতীয়তঃ নব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের সময় একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সাধারণের পরিচিত সম্ভ্রান্ত ও লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত কারণ তন্ত্রপরিবারের স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে যাহা হউক কাম্বেল সাহেব এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া একটী বিশেষ কর্ত্তব্য করিয়াছেন।

—:০:—

সুন্দরবন।

বঙ্গসাগরের উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণবাঙ্গালার সমুদায় স্থানকে সুন্দরবন বলে। এই সকল ভূভাগের প্রকৃত ইতিহাস আজিও প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এ সকল স্থান পূর্ব্বে সাগরের অন্তর্গত ছিল। কালে সাগরের জল অপসৃত হওয়াতে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিখ্যাত রামকমল সেন প্রকারান্তরে এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর এক প্রকার মত আছে। এ সকল প্রদেশ পূর্ব্বে কৃষি ও বাণিজ্যের আলয় এবং সুখ সমৃদ্ধির আধার ছিল তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। ইতিহাসে এক সাগর বংশের কথা শ্রবণ করা যায় তাঁহাদের রাজত্বকালে আরাকাণ প্রভৃতি চট্টগ্রাম সাগরের অন্তর্বর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ সংযুক্ত বাঙ্গালা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান আসিত। খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীক দেশীয় ভ্রমণকারী মুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন তিনি বঙ্গসাগরের উপকূলে অনেক হিন্দু রাজকদিগের অধিবাস দেখিয়া ছিলেন। ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে সাগর বংশীয় রাজাদের সময় সমুদ্রের

নিজ উপকূলে অনেক নগর ছিল। সুন্দর বনের যতটুকু আবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যেই অনেক প্রাচীন জনস্থানের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোথাও বা অতি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন খণ্ড সকল কোন স্থানে প্রাচীন কালের মুদ্রা, কোন স্থানে খোদিত ফলক, কোন স্থানে অতি প্রাচীন পুষ্করিণী, কোন স্থানে বা বট অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ দেখা গিয়াছে। এখনো সন্ধান আরম্ভ হয় নাই। হইলে বোধ হয় আরও অনেক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয় যে এ সকল স্থান পূর্ব্বে লোক জনের বাসভূমি ছিল। পরে ঝড় জল বা প্রভৃতি কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ জন শূন্য ও অরণ্য-ময় হইয়া যায়। আমাদের বোধ হয় কোন সময়ে সমুদ্রের জল এই সকল ভূমিকে প্লাবিত করে তাহাতে অধিক সংখ্যক অধিবাসী বিনষ্ট হয়। তাহার পর আর কেহ নূতন করিয়া উঠিতে পারে নাই। সমুদ্রের জল নির্গত হইলে ও কোন কোন নিম্নভূমিতে জল বদ্ধ হইয়া থাকে; এইরূপেই বোধ হয় কলিকাতার পূর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী ও ধাপার জলা প্রভৃতি নবপায়ুময় জলার উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ এদিন কতকে বনাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস স্থান রহিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ অবধি দেশীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং তদনুসারে লবণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের চক্ষু এই সকল স্থানের উপর পতিত হইয়াছে। এবং ক্রমেই আবাদ হইয়া আসিতেছে। গত ১০ বৎসরে পঞ্চাশ জমির উদ্ধার হইয়া গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা আয় বৃদ্ধি হই

য়াছে। আরও দিন, দিন বৃদ্ধি হইবে। এই সকল পতিত বন আবাদ করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন আবশ্যক হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রথম খাল, বাঁধিয়া লোণা জল রক্ষা করাই হুকর, তাহার পর বন পরিষ্কার। চারিপাঁচ জলের সহিত এই সকল ভূমি সমান যে এক বৎসর লোণা জল প্রবিষ্ট হইলে বন পুনরায় পূর্ব্বের আকার ধারণ করে, একবারের শ্রম সব কর্ম্ম আর দুই তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে দুই সমান। কিন্তু একবার নিষ্ফল হইতে পারিলে দুই চারি বৎসরের জন্য সমু দায় ব্যয় আদায় হয়।

এই সকল স্থানে এমন চমৎকার দ্যায় হয় যে যেখানে দেখিতে সমুদায় ভূমি উচ্চতায় সমান বোধ হইয়া যায়। এই প্রকার ভূমি ও তাহাতে জমিদার দিগের অত্যন্ত লাভ অথচ এই কে অতি অল্প ব্যয়ে বন্দোবস্ত দিতে হয়, কিন্তু এক বার আবাদ হইলে তাহার পর অর্থ আদায় হয়। এই জন্যই এই রূপ বিষয়ে জমিদার দিগের এত লোভ, এই জন্যই তাঁহারা এত ব্যয়ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবাদ করিতে এত ব্যয় হইয়া থাকে যে অনেক সময় অনেক জমিদারকে নির্ধন হইয়া পড়িতে হয়। মনে কর এক ব্যক্তি ৩০০০০ হাজার টাকা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ৩০০০০ হাজার টাকা পর্য্যবসিত হইয়া গেল, বিষয়টী এক প্রকার উদ্ধার হইল। আবার ৫।৭ খানি একটী খাল কাটিয়া গেল। পুনরায় ১২০০০। ১৫০০০ টাকা ব্যয় আবশ্যক হইল। সেজন্য তাঁহাকে ঋণ করিতে হইল। এইরূপে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। লোকে বলে ইহাদের অপরাধ [illegible]

[illegible] আবাদ করা [illegible] ছাড়া সহজ উপায় নাই।

আমরা এই [illegible] একটী প্রস্তাব করিলেছি, [illegible] বিশেষ [illegible] প্রায় [illegible] হইতে [illegible] দেখে এ সকল ভূমি [illegible] হইতে [illegible] পারিবে। যদি [illegible] বিবেচনা [illegible] আর এক একটী কোম্পানি এই কার্য্যে [illegible] তাঁহারা শীঘ্র লাভ করিতে পারেন। আবাদ এই সকল ভূমি কার্য্যের উপযুক্ত হইলে [illegible] বিশেষ আয়ের [illegible] কলিকাতার [illegible] ট্রামওয়ে খুলিতেছেন, একবার মর্ণি ডমার বাহাদুর লইয়া ফিরিয়া করিতেছেন, একবার এই দিকে কিছু অর্থ ব্যয় করুন না কেন? যদি তাহাতে আপাততঃ কলিকাতার বিশেষ লাভ নাই কিন্তু ভবি [illegible] যে আয় হইবে তাহাতে কলিকা তার ভূমি ভূরি গুণ [illegible] কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে।

আমাদের অনুবাদক মহাশয়কে একটী পরামর্শ দান।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে সোমপ্রকাশ কোন সহযোগী আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের নামে অনুযোগ লইয়া উপস্থিত হন। সকলেই বলেন তিনি একে আর অনুবাদ করিয়া থাকেন। সেদিন অমৃত বাজার পত্রিকা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন [illegible] এতদিন দেখা গেল তাহার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ [illegible] [illegible] [illegible]

এ বিষয়ে একাকী সম্পূর্ণ দোষী এরূপ নয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও তজ্জন্য পরিমাণে অপরাধী। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ সংবাদ পত্রের ভাষার রচনা প্রণালী বহু দোষ মিশ্রিত অনেক সংবাদ পত্রের মধ্যে এরূপ ভাষা দেখা যায়, যে অনেক চিন্তার পরও তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ভেদ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার ভাব অপরের গোচর করিবার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। সুতরাং সে অংশে ন্যূনতা থাকিলে তাহা ভাষার দোষ নহে। সে দিন অমৃতবাজার পত্রিকা যে প্রবন্ধটি লইয়া অনুবাদক মহাশয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি সেস্থানটির তাৎপর্য্য গ্রহ হওয়া বাস্তবিক সহজ নহে। আমাদের সহযোগীর সচরাচর ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আমরা তাঁহাকে বলি তাঁহার অল্প মনোযোগে যে দোষের সংশোধন হইতে পারে তাহার জন্য পাঠক ও অনুবাদকগণকে অনর্থক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। আমরা এক মাত্র তাঁহাকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল সংবাদ পত্রই অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে এই নিন্দার অংশী। এমন কি এবিষয়ে সোমপ্রকাশকেও সম্পূর্ণ রূপে দোষ স্পর্শ শূন্য মনে করিয়া।

ভাষার এই প্রকার অবিশুদ্ধতার দুইটী কারণ আছে। (১ম) ইংরাজী শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে দেশের অধিকাংশ লোকেই সেই ভাষায় আলাপ, সেই ভাষায় লিখন পঠনপ্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি অনেকে ইংরাজী ভ চিন্তা ও কামনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সেই হৃদয়স্থিত চিন্তা ও কামনা দেশীয় [illegible] প্রকাশ করিতে গেলে সে ভাষা হয় [illegible] ভাষার অনুবাদের ন্যায় হয়। সুতরাং ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু অনুরূপ [illegible] বুঝা দুঃসাধ্য। (২য়) কারণ এই, ও লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ। কেহ যেন মনে না করেন, যে আমরা আত্মশ্লাঘা করিতেছি। যে সংস্কৃতের রক্ত মাংস সে বঙ্গভাষার শরীরের পুষ্টি, যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রী বঙ্গভাষাতে প্রতিফলিত, সেই সংস্কৃত না জানিলে কিরূপে বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ অধিকারের আশা করা যাইতে পারে? মনে কর একটী ইংরাজী চিন্তা ও ইংরাজী ভাব বাঙ্গালাতে প্রকাশ করা আবশ্যক হইল তাহার অনুরূপ কথাটী দেশীয় ভাষার সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা অনায়াসে হয় একটি তদনুরূপ সুন্দর কথা মনোনীত করিয়া লইলেন, না হয় তদনুরূপ একটী সুন্দর কথা গঠন করিয়া ব্যবহার করিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা হয় সেই বিদেশীয় ইংরাজকে কৃষ্ণবর্ণ দেশবাসিদিগের সভাতে বসাইতে দিবেন, না হয় তাহাকে দেশীয় বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া সেই সভাতে উপস্থিত করিবেন। এই উভয় প্রণালী দোষী অথচ [illegible] না কেন, দেখিবা [illegible] সহজেই চিনিয়া [illegible] চমৎকারিত্ব নষ্ট হওয়া [illegible] সাহেব যেন মনে না করেন, [illegible] তাঁহার পক্ষে ওকালতি [illegible] তাঁহার প্রতি ও আমাদের অনেক কথা বক্তব্য আছে। যদিও কিছুদিন হইতে তাঁহার কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কৃত অনুবাদ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে তাঁহার অসাবধানতা দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত পত্রগুলি পাঠ করেন না কিম্বা সহকারিদিগের কৃত অনুবাদ পরীক্ষা করেন না। যদি বলেন সপ্তাহে সপ্তাহে এত পত্র পরীক্ষা করিবার সময় কই কিম্বা যদি বলেন এত [illegible] ও অপরাধ [illegible] সমালোচনা [illegible] গর্হিত [illegible] তাহার উত্তরে [illegible] অধিক কথা নাই, আমরা কখন কখন দেখিতে পাই আমরা প্রস্তাব করি যে অমুক গবর্ণমেণ্টের গোচর করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম, তিনি তাহার উল্লেখও করেন নাই যেহেতু অনাবশ্যক বলিয়া ভাবিয়াছিলাম সে স্থানের এক গদ্য অনুবাদ করিয়া বসিয়াছেন। এমনও কখন দেখি, কোন কোন পত্রের অসার ও সামান্য কথাতে তাঁহার রিপোর্ট পরিপূর্ণ। কিন্তু অন্য এক খানি পত্রের সারগর্ভ প্রস্তাব সকল সম্ভ্রান্ত লোকী রামায়ণের ন্যায় দুই কথাতে সারিয়াছেন। যদি সময়ের অভাবে এই [illegible] বিশৃঙ্খলা হয়, আমরা [illegible] দিতেছি গবর্ণমেণ্টের একটি অধ্যক্ষ [illegible] আরো দুই [illegible] নিযুক্ত করুন। [illegible] তাঁহার ব্যুৎপন্ন [illegible] ও [illegible] ভিন্নকার [illegible]

[illegible]

(২)

পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এই প্রস্তুটি সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমরা

[illegible] করিতেছি [illegible] এক্ষণকার সম্পাদকের [illegible] ইহাঁর একটী সীমাংসা হইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ আমাদের সংস্কার এই এক [illegible] সীমাংসার অভাবে সময়ে সময়ে [illegible] পক্ষে ও মর্য্যাদার অনেক হানি হইতে পারে—এবং চিরকাল [illegible]। আমরা পুনরায় বলিতেছি আমাদের পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটি কোন ব্যক্তি কিম্বা দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। তবে সত্যের অনুরোধে এই টুকু স্বীকার করি যে কোন এক কিম্বা দুই সম্পাদকের ব্যবহারের বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া এই প্রস্তাবটি তাঁর তাঁর হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং মনে হয় যে অদ্যাপিও তাঁহাদের হৃদয়ে এই প্রস্তাবটির একটি স্পষ্ট মীমাংসা হয় নাই। আমরা সম্পাদকদিগের অন্যের ন্যায় কেবল [illegible] ন্যায় স্বতন্ত্রতন্ত্র হইয়া, ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের মুখাপেক্ষা [illegible] করিয়া চলা উচিত বলিয়াছি বলিয়া [illegible] ভয়ে এডুকেশন গেজেট সম্পাদক আমাদিগকে অজ্ঞ শিক্ষক, গুরু প্রভৃতি অনেক প্রকার উপাধি করিয়াছেন; তিনি ভাল করুন। আমরা সে সকল গ্রাহ্য করি নাই বরং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি, যে তিনি অপরাপর সহযোগী মহাশয়দিগকে এই ক্ষেত্রে অবতরণ করাইয়া দেন। আমাদের [illegible] সোমপ্রকাশ যাহা বলেন তাহা মনুষ্যের অগ্রাহ্য নহে। আমরা এতদূর মনে না করি আমাদের কথঞ্চিৎ পথে দুঃসাধ্য, তাহা স্বীকার করি। তাহা হইলেও এই অভাবটি যে অন্যায় এবং অকিঞ্চিৎকর তাহা বলিতেও প্রস্তুত নহি। আমরা এই প্রস্তাবটি অবতারণা করিবার সময় [illegible] যে পাঠকেরা আমাদের [illegible] করিতে পারিবেন না।

কিন্তু আমাদের একজন পাঠক এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাদের কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া যে আকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মহাশয়! সেদিবসের "উত্তীল না অজ" শীর্ষক সারবান প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত, দেশীয় সংবাদপত্র ও তৎপাঠকবর্গের নিকট আন্দোলনের প্রধান সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রস্তাবটী এমনি সময়োচিত ও মধুর হইয়াছে, যে সোমপ্রকাশের চির বিপক্ষ ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা সম্পাদকও এক দিন সংবাদ ভাতে ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই কিন্তু বিজয়ের এডুকেশন গেজেট বিদ্রূপাত্মক হইয়া পাঠক সমাজে কি বলিয়া যে একটা নূতন মত প্রকাশ করিলেন, তাহা আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক এই প্রস্তাবে আর কয়েকজন পত্রের সুধী বরিয়া অ [illegible] তৎকার অভিনয় করিতেছেন, সে দিবস "সাপ্তাহিক সমাচারে" দেখিলাম সম্পাদক অনুযোগ করিয়া [illegible] যে, [illegible] উঁহারই "অপরাধ ক্ষত চেষ্টা" প্রকাশে [illegible] উত্তর এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ [illegible] তিনি আমা কত ঐ কথা বলাতে [illegible] হন নাই। যাহা হউক "উত্তীল না অজ" দেখিতে দেখিতে, কাহারও মস্তিষ্ক ও মূর্ত্তি কর ন্যায় সংক্রামক হইয়া উঠিল। আপনি গ্রাহকগণের মতাপেক্ষা করিয়া [illegible] লিখিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদিগের কিছু বলা ভাল দেখায় না। কিন্তু সোম প্রকাশের অধিকাংশ গ্রাহকের প্রতিনিধি হইয়া আমি উচ্চস্বরে বলিতেছি আপনি গ্রাহকগণের দ্বারা নীত হইয়া উঁহাদের সেবা গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। ইহাই ত সংবাদ পত্রের যৌবন, এই গুণেই ত সোমপ্রকাশ চির দিন উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া আছে।"

আমাদের অপরাপর পাঠকবর্গের মত জানিতে পারিলে, আমরা [illegible] সন্তুষ্ট হইব, আমরা [illegible] করিয়াছি। যাহা [illegible] ব্যক্তিবিশেষের [illegible] লিখিয়াছিলেন, কয়জন সম্পাদক সেইরূপ করিয়াছেন? তাহা বলিয়া ষ্টেটসম্যান হইতে [illegible] কাহিনের কথিকা মাত্র বলিতে [illegible] সাহেবের [illegible] ভয়ে [illegible] হইয়া [illegible] ভয়ে [illegible] হইয়া [illegible] ভয়ে [illegible] হইয়া

পত্রিকার একজন লেখক হইয়াছেন। য হুদয় একবার ভারতবাসিদিগের জন্য সেইরূপ কাঁদিয়াছিল, সেই হৃদয় ই ল ণ্ডের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকার মধ্য দিয়া কথা কহিবে, ইহা অপেক্ষা সুখের সমাচার আর কি হইতে পারে। আমা 1 এই মহাত্মাকে ধন্যবাদ করিয়া সমুদায় সদ্বযোগীকে বলিতেছি এই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহারা সর্ব্বান্ত, করণে ইহার অনুকরণ করুন। বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই।

বিবিধসংবাদ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

গত শনিবার বহরমপুরে একটী স্থানীয় দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভার অধিবেশন হয়। ডম্বস্তা মাজিষ্ট্রেট ওয়েবেল সাহেব সভা পতির আসন গ্রহণ করেন। রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর উক্ত সভায় একবারে দু' হাজার টাকা দান এবং মাসিক ১০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গত বুধবার জষ্টিস লুইস জ্যাকসন বিচার করিতে করিতে অকস্মাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইয়াছেন।

কিছুদিন হইল শ্রীরামপুরের অন্তর্গত সিমলা নামক একটী পল্লীতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুটী ভাই একটীর ৪ আর একটীর ৮ বৎসর বয়স বলা ১১ টার সময় বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী ময়দানে গরু চরাইতে যায়। উহাদের গাত্রে ৮।১০ টাকা মূল্যের রূপার অলঙ্কার ছিল। বৈকাল পর্য্যন্ত তাহারা ফিরিয়া না আসাতে উহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ধানে বাহির হইয়া উহাদের অনুসন্ধানে গমন করে। কিছু দূর গিয়া দেখিল তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে, উহার গাত্র ও গলা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, আর একটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল অমুক স্থানে মৃত বৎ পড়িয়া আছে। পরাণদাস নামক এক ব্যক্তি ঐ বালকের নিকট বসিয়া ছিল, উহার জোষ্ঠকে দেখিবামাত্র সে শীঘ্র একটী জঙ্গল [illegible] করিল, কিন্তু জঙ্গল [illegible] তাহার মৃত্যু ঘটিল। ঘটনা স্থলের অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে ঐ পরাণদাস ভিন্ন আর কোন গৃহস্থের বাটী নাই, তাহারও ঐ সময়ে সেখানে থাকিবার কারণ কি তাহার সন্তোষকর উত্তর না পাওয়াতে তাহাকেই সন্দেহ করিয়া পুলিসে দেওয়া হইয়াছে। আগামী হুগলীর সাইরাস বিচার হইবে যাহারা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে অলঙ্কার পরাইয়া এক বার বাটীর বাহির হইতে দেন, তাহাদের এই দৃষ্টান্ত দর্শনে সাবধান হওয়া উচিত।

অমরেন্দ্র দ্বারকানাথ মিত্রের চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তারি এবং পরে কবিরাজী মতে হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হওয়াতে এক্ষণে হোমিওপেথি মতে তাঁহার চিকিৎসা, [illegible] সরকার ও [illegible] চিকিৎসা করিতেছেন। [illegible] তাঁহার আরোগ্য [illegible] বটে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] বল হইয়াছে। যাহা হউক [illegible] রোগ বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছেন।

মিস্ প্রসন্ন কুমারী এডমনষ্টনের ভিটকের বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একটী উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব মন্দ নয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষের এখন উপঢৌকন দিবার সময় নয়। ভারতবর্ষ এখন নিজেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

এবার আমেরিকার এত তুলা জন্মিয়াছে যে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের তুলার বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে।

এক্ষণে নীলগিরি পাহাড়ে যে সকল বড় বড় সিঙ্কোনা গাছ আছে সেগুলি উচ্চে ২৪ হাত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় দশ হাজার মণ ছাল পাওয়া যায়। অন্যের শ্রীবৃদ্ধি অনুসারে সিঙ্কোনারও বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

১ লা মাঘ মঙ্গলবার।

কলিকাতায় বীডনষ্ট্রীটে "গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটর" নামে একটী নাট্যশালা খুলিয়াছে। নাট্যমন্দিরটী কাঞ্চন, কিন্তু অতি মনোহর ও পরিপাটী হইয়াছে। গত ৩১ এ ডিসেম্বরে তথায় "কাঁচা কানন" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দুর্ব্বলপক্ষে অভিনয়টী সুসমাধিত হয় নাই। রঙ্গালয়ের উত্তর ভাগে অগ্নি লাগাতে, অর্দ্ধাভিনয় সময়েই সভ্যগণ তাড়াতাড়ি সমন করেন। যাহা হউক আহলাদের বিষয় এই, অভিনেতৃবর্গ ইহাতে অপ্রোদ্যম না হইয়া গত ১০ ই জানুয়ারিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত "বিধবা বিবাহ" নাটক অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাঁচ কাননের ন্যায় এ নাটকখানি নীরস নহে। ইহার অভিনয় দৃষ্টে বোধ হয়, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে অন্ততঃ একবার সকলেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে। দৃশ্য পটগুলি "লুইস অপেরা হাউসের" ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের "কমলাটী" এদেশীয় সকলেরই নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতায় অনেক টাকার চাউল খরিদ করিতেছেন। বাহির হইতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, এইজন্য মহারাণী সহর হইতে লোক জনের বেতন পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতেছেন। রঙ্গপুরে ক্রীত চাউল প্রেরিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই রাজীব বাবু এ সময়ে শয্যা গত হইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে হেসটিংস ব্রিজসংলগ্ন খিদিরপুরের পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইপুল তিন চারি মাস হইল মেরামত হইয়াছিল। বেলা ৯ ঘটিকার সময় লোক যাতায়াত করিতেছে এমন সময় বহুল ছিঁড়িয়া পুল পড়িতেছে দেখিয়া [illegible] জন কয়েক দৌড়িয়া প্রাণরক্ষা করে। দুই জন বিশেষ আঘাত পাইয়াছে, এ [illegible] এক্ষণে হাঁসপাতালে রহিয়াছে। আর চারি

[illegible] আবাসস্থলে একজন পুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহিত জ্বলে নিপতিত হয়। উহার উদ্ধারার্থে কোন আরোহী লাগে নাই অগত্যা পরেই তাসিয়া উঠে এবং নিকটস্থ নৌকার দ্বারা প্রাণ রক্ষা করে পথিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছে মৃতদেহ পুলে পতিত হয় তখন তদুপরি এক দ্বারা ছাউ হইয়া যায় ইহাতে কোন আরোহী যাইতে ৬ দণ্ড গাড়ির দশা কি হইল কেহ বলিতে পারে না। ঘটনার কিছু কাল পরেই এক চর মহিষের পৃষ্ঠে ও বলিয়া প্রচারিত হওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে। দেখা যাউক কমিসনরদিগের অনুসন্ধানে কি হয়। ধারা কটক মেরামতের পর পুলটী যে তিন চারিমাস টেকিয়া ছিল মেরামত করিতে করিতেই ভাঙ্গিয়া যায় নাই, তজ্জন্য আমরা পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের কর্ম চারিদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে এবৎসর বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের আমদানি দ্রব্যের মূল্য পূর্ব বৎসরের মূল্যের উপর ৫১৪১৩৩৩ টাকা এবং রপ্তানী মূল্যের উপর ২১৮৩৮২৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তুলার বস্ত্র, রেশমের বস্ত্র [illegible], গম, গনিব্যাগ, পাট, রেড়ী [illegible], চিনি, চা, ইত্যাদি [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে।

[illegible] সুবিধার।

[illegible] জন্য লাইব্রেরির [illegible] অর্থসাহায্য দান করিয়াছেন। [illegible] লাইব্রেরির [illegible] দিয়া [illegible] পাঠাইয়াছেন।

[illegible] পত্রিকা	১ খণ্ড
[illegible] নাটক	১
[illegible] নাটক	১
[illegible]	১
[illegible]	১

এই বাটীর অনুসন্ধানার্থ কয়েকজন ডেপুটীর কমিসন, তদ্বিষয় কতদূর করিয়াছেন অদ্যাপি এ বিষয়ের যে অভিযোগ লিখিয়া [illegible] যেরূপে লিখিয়াছে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা মহিম বাবুকে চিনিতেন না, পরে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং প্রকাশ্য আদালতে প্রায় এক সপ্তাহ এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়ের সম্মুখে মহিম বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন, গতবারের পূর্ব বুধবার বারাসপুরের নিকট ইছাপুরের বন্দুক কুটীতে অগ্নিসংযোগ করে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩০০ পাউণ্ড বারুদ জ্বলিয়া যায় এবং তাহার ভয়ঙ্কর শব্দে শ্রীরামপুর পর্যন্ত কম্পিত হয়। ৩ ব্যক্তির জখমও হইয়াছে, একজনের শরীরের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় নাই, ৩ জনের শরীর ছিন্ন ভিন্ন রূপে জ্বলিয়া গিয়াছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন, জেলা বালেশ্বরের অন্তর্গত শোঁলপা পরগণায় প্রবল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে। একারণ উক্ত জিলার কমিশনর রাবেনশা সাহেব কালেক্টর মিঃ লিঙ্গল সাহেবের প্রতি দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে একটী সভা করিয়া তাঁহা সংগ্রহের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তথাকার অধিবাসিদিগের এ বিষয়ে যে অনেক সাহায্য করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্য। গত দুর্ভিক্ষে এদেশ কিরূপ উৎপীড়ন কি না দুর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল?

ফিলাণ্থ্রপিষ্ট লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যে মধ্যে উহার অন্তর্ভুক্ত গ্রামে এক গাড়ী আশ্চর্য্য মৃত বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসের দুইটী মস্তক, কন্ধ ইত্যাদি আর সমুদয়ই এক। অনেক বৎসর যাবৎ এরূপ অদ্ভুতাবয়বী সৃষ্টি দেখা যাইতেছে। একটি [illegible] দিন্দু জোড়িত পাশ্চ [illegible] পরে। [illegible] অন্তর্ভুক্ত [illegible]

[illegible] মাদ দুর্ভিক্ষপ্রিয়ার।

গত রবিবারে [illegible] কলাই পোলিস দ্বারা [illegible]

[illegible] হইল। [illegible] সাহেব [illegible] সাহেব [illegible] ইংলিশম্যান বলেন, [illegible] সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। [illegible] ঐ কার্য্য নিজে না করিয়া [illegible] করিয়াছেন। অভিযোগকর্ত্তা বলেন, [illegible] সাহেব [illegible] বাটীর [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন এখন শ্রেণীবদ্ধ কিউরিয়ার যে জে, কিমবার সি, ই কলিকাতা ডিরেক্টরিসংক্রান্ত ইনকিরিয়ার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি বেঙ্গল পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট হইতে ইরিগেসন ব্রাঞ্চের [illegible] বিভাগে [illegible] কার্য্য করিতে আসিতেছেন এবং মেদিনীপুর ইরিগেসন কার্য্যোপলক্ষে বিলক্ষণ প্রশংসাপাইয়াছেন এখন লোক কলিকাতায় আসিলে তুলিকা তার বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু জজিসেরা তাঁহাকে, গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন, পীড়ের আর [illegible] সংক্রান্ত [illegible] মোকদ্দমা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বাটীতে [illegible] একটী [illegible] হইতেছে।

[illegible] বলেন, [illegible]

৫ ই মাঘ শনিবার।

পিয়রসিয়র প্রবণ করিয়াছেন যে ডিকটরটি লেসেপস এবং ইউট্রাট সাহেব ফাডিমাণ্ড লেসেপ্‌স দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন। পেসরাজে হিমকুশ, অকশস এবং বুসিয়ারের মধ্যদিয়া রেল যাইবে তাহার জন্য একটী কোম্পানি আছে। এই কোম্পানির বিষয় বিশেষ কিছু স্থির হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয় তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন। শীঘ্র কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলে আসিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, গত সপ্তাহের রবিবারে ঢাকা প্রদেশে যাদব ঘাট নামক স্থানে ৪২০০০ টাকার পাট অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এইচ বিভোট সাহেবের স্থানে এক ক্লার্ক (বাণিজ্যের) সাহেব, কলিকাতা ডাংকোর্টের রিসিভারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার নবাব মাক্সিমের জেলার নিমিত্ত একটী কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। অনরেবল, এফ, হকট, মেজর জেনরল, সি, এ, ব'রওয়েল, সি, বি এবং মুন্সী অমিরালি খাঁ বাহাদুর উহার কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাপতি বকোট সাহেব।

মেঃ মেলভিল অথবা সেখ আবদুল রহমন বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য কমিসনর ছিলেন। এখন মুসলমান হইয়াছেন। আপনার অন্তর তু তাহা কার্য্য করে দেখিতে তাঁহার মা এই জন্য খিদমদগারকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা দেন। তদ্ভাকে এই ডাইভোরসের মূল্য স্বরূপ ২ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। যখন এই ঘটনা হয় তখন স্ত্রী লোকটী সিমলার গবর্ণমেণ্টের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী পদে এবং মেলভিল সাহেব তথাকার ডিঃ কমিসনরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কই সিয়াত তলব করিয়াছেন। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। একণে মেলভিল সপরিবারের দিল্লির নিকটে অবস্থান করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তিন বৎসরের জন্য ফরলো চাহিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

১০ ই জানুয়ারিতে শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে হুগলী, কলিকাতা, মদীয়া, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম গয়া, সাহাবাদ, চম্পারণ, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, এবং মানভূমে, চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান, হাবড়া, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, পুরী, বালেশ্বর, সিংহভূম এবং পালামৌ জেলায় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। বীরভূম হইতে চাউলের রপ্তানী হইতেছে। হুগলীতে ছয় আনা পরিমাণ চাউল জন্মিবার সম্ভাবনা এবং রবিখন্দের অবস্থা উত্তম। প্রেসিডেন্সি বিভাগে কোন পরিবর্ত্তন নাই। যশোহর [illegible] রিলিফ কার্য্যের অভাব উত্তরোত্তর হইতেছে। দিনাজপুর। শস্যের অবস্থা [illegible] অবস্থা জন্মিয়াছে। মালদহ। [illegible] অবস্থাপন্ন উত্তম রহিয়াছে [illegible] গম এবং যবের অবস্থা মন্দ। [illegible] শস্য সুন্দর রূপ [illegible] অবস্থা মধ্যময় [illegible] উত্তম। বগুড়া ইক্ষু ৮/ [illegible] ৮/ মা জন্মিবার সম্ভাবনা। [illegible] কোন পরিবর্ত্তন নাই। চাকা সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল। ফরিদপুর কোন কোন শস্য পরিপক্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে গম এবং যব জল বিনা নষ্ট হইতেছে। ইক্ষু এবং অন্যান্য শস্যের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টে বৃষ্টি হওয়াতে উত্তর সীমার অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল হইয়াছে। কাছাড়। চাউল ৯ পরিমাণ জন্মিবার সম্ভাবনা। চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃষ্টি হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপকার হইয়াছে। পাটনা এক পশলা বৃষ্টি হইলে রবিখন্দের অনেক উপকার হইতে পারে। গয়া ১৪৫৮ বিঘা ভূমি জল সিক্ত হইয়াছে রবিখন্দের অবস্থা উত্তম। সাহাবাদে কোয়াশা হওয়াতে মটর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট কোয়াসার জন্য অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি হওয়াতে মুগ এবং অন্যান্য শস্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ জলসিক্ত ভূমি তেমনি সুন্দর রূপ জন্মিয়াছে। কিন্তু শরিষা, মটর এবং অড়হর কোয়াসা দ্বারা কিঞ্চিত পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুলা এবং জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, এবং জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। চম্পারণে রবিখন্দের অবস্থা মন্দ। মুঙ্গের এবং ভাগলপুর। কোন পরিবর্ত্তন নাই। পূর্ণিয়া। বৃষ্টিতে শস্যের অবস্থা উত্তম হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা। জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা। শস্যের অবস্থা উত্তম। চাউলের দর কমিয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুর বৃষ্টি এবং কোয়াশায় বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। স্থানে স্থানে জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানভূম—৸/০ আনা পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে। আসাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় স্থান সমূহের অবস্থা সাধারণতঃ উত্তম।

স্থানীয় সংবাদ।

১০ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে রাজপুর গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে সর্ব্বসমেত ৯৩১ জনের চিকিৎসা করা হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্বগত ছিল যে ৪৮৫ জন এবং নবাগত ৪৪৬ জন। ইহার মধ্যে উদরাময় ১০ আমাশয় ৮ সবিরাম জ্বর ১১৫, অবিরাম জ্বর ২ বহুৎ ১০। প্লীহা ২৩৫। এবং অন্য প্রকার ১। কিছু দিন হইল, যে আর একজন মেটিব ডাক্তার এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কাওরাপুকুরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং এখানকার ডাক্তার বাবু হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের উপর অত্যন্ত কার্য্যের ভার পড়িয়াছে। ২। ৩ ক্রোশ পথ হইতে রোগী আসিতেছে। প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই তাঁহাকে প্রতি প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। একজন উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার না হইলে কোন ক্রমেই

ঠাকুর তাহে আ। বড়তেশের ম্যাজিষ্ট্রাট কবি
শেখর আজাদ আফসরও একজন কম্পাউ-
ণ্ডার পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া গিয়া-
ছেন, আমরা অশীঃ ক'র সুযোগ্য সিবিল
সার্জ্জন মহাশয় সাহেব অনুরোধে একজন উপ-
যুক্ত কম্পাউণ্ডার প্রেরণ করিয়া এই
অভাব দূর করিবেন। আরও শুনিতে
পাওয়া যায় তথা হইতে ঔষধ মূল্যাদি
গিয়াছে। তাহা কাইবার ও সম্ভাবনা। মহা-
শয়ের যেন এবিষয়ে ও কিছু মনোযোগী হন।
গত সপ্তাহের—পূর্ব্ব সপ্তাহে রাজপুর বণি-
কাদি ও পালক প্রভৃতি স্থানে ৬ জনের
মৃত্যু ও ৩ জনের কম হইয়াছে।
১১ ফাল্গুনের ঢাকা রাজপুর সাপ্তাহি-
কের মধ্য 'বন্দোবস্তের পারিতোষিক প্রদান
কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্র
সেক্রেটারি উক্ত উন্নতির জন্য বিশেষ
চেষ্টা ক'রেছেন। এবং দিন দিন উন্নতি
ও হইতেছে।

আমাদিগের মাইটবরস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এক মাস হইল তেওয়ার পোষ্ট
আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই
ইহা হইতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। গত
ডিসেম্বর মাস পোষ্ট আফিসের আয় ২৭৪
৳ ১৩ টাকা, ইহার মধ্যে ৩৪৷০ টাকা
ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট ২১১৷১৩ টাকা লাভ
হইয়াছে। এক এ আফিসগুলি পোষ্ট আফিস
হইতে যে সকল স্থানে উহার আফিসের
অন্তর ৫ ক্রোশের মধ্যে বলিয়া বন্ধ হইয়া
যাইবে। সুতরাং আমাদিগের প্রদর্শিত
আয় ব্যয় তেওতা ও জংশনের উভয়
আফিসের সমষ্টি বলিয়া মনে
করিতে হইবে, সাহাসউক তেওতার পোষ্ট
আফিস [illegible] বিষয়ের উল্লেখ করি
য়াছি। এক্ষণে ইহার কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্র
শীঘ্র এই আফিসটীকে স্থায়ী করিতে সচে
ষ্ট হইবেন ইহা। আমরা বহু চেষ্টায় কৃত
কার্য্য হইয়াছি। আমরা বহু চেষ্টায় কৃত
কার্য্য হইয়াছি। আমরা বহু চেষ্টায় কৃত
কার্য্য হইয়াছি।

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেনঃ—

এপ্রদেশে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ জনিত
রোগ প্রভৃতি ভাবী আশঙ্কার সূত্রপাত
হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতেছি আমরাতাব
বশতঃ স্থানে স্থানে আমাশয় দেখা দিয়া-
ছেন। এমন কি সে দিন শ্রীযুক্ত নাগিরের
ইাতুল গ্রামে তত্রস্থ জমিদারের বাসায়
হইতে কতকগুলি লোক অপহৃত হয়, স্বয়ং
ঐ জমিদার বাবু চোর ধৃত করিতে গিয়া
আপনার কয়েকজনকেই ধরিয়াছিলেন।
দস্যুদলের প্রহার বেগও এমন ভাবে
কাটোয়ার ফৌজদারীতে আমাদিগকে
অর্পণ করা হয়। শুনিলাম এই লোকগুলা
(ডাকাত) বড় কৌতুকজনক হইয়াছিল,
তাহারা পেটের দায়ে এই কার্য্য করিয়াছি
বলিয়া স্বীকার করিল, বিচারক তাহাদের
কয়েক মা মেয়াদের আজ্ঞা দিয়াছি-
লেন।!!

সেদিন ধান কাটিতে কাটিতে কেতুগ্রী
আফিসের শ্রীযুক্ত বিল বাবিয়া গিয়াছেন।
শুনিতেছি তাঁহার আফিসের পরিবর্ত্তন
হইয়াছে। অবশ্য পরিবর্ত্তনশীল,
কিন্তু তাঁহার আয় উন্নতিশীল আফিসের
বিনিময়ে তাহাই থাকা সত্ত্বেও কিছু দিনি
তাঁহার মনোযোগপূর্ব্বক কার্য্য করিলে নিম্নপে
[illegible]

কারণ বুঝিতেছি না। তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছার কতগুলি লোকের জীবনোপায় হইবে? ভরসা করি আবার তাঁহার মত পুনঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধারণের প্রার্থিত তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বহু উপকারক খাল খনন করিয়া এপ্রদেশকে রক্ষা করিবেন।

বিগত ২০এ পৌষ অপরাহ্নে শ্রীবাটী পরম সুখ বিদ্যালয়ে শ্রীবাটী বিবিধ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। তত্রস্থ বাবু হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ সুখকর বাক্য দ্বারা সভ্যকে উপকৃত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মহাত্মা গোকুলকৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়ই শ্রীবাটীর সৌভাগ্যের নিদান। উঁহার কলিকাতা গমনে সভা বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরমসুখ বাবু অনেক কথার পর বলিলেন আমাদিগের প্রথানুসারে অমদাতা স্কুলের অধিবেশন করিলে কিপ্রকার সুখকর তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং গোকুল বাবু বিহনে সভা কতদূর দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদুপলক্ষে শ্রীবাটী উপাসনা সমাজেরও অধিবেশন হইয়াছিল। ধার্ম্মিক প্রবর বাবু কার্ত্তিক চন্দ্ররায় ও বাবু মহেশচন্দ্র মজুমদার কয়েকটী ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতে উপস্থিত জনগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধুভাবই এই বিমুগ্ধ কারিত্বের মূল কারণ। পরিশেষে বাবুরাম রাম চন্দ্র একটী সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীবাটী পোষ্ট আফিসের কার্য্য নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু কর্ম্মচারির বেতন শুনিলে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহা অনুল্লেখ্য। শুনা যায়, মাইহাটের পোষ্টমাষ্টার অপেক্ষা উহার আয় অধিক। এতদ্ভিন্ন সত্ত্বেও কি কারণে হতভাগ্য পোষ্টমাষ্টারের ভাগ্য লক্ষ্মী মলিনা রহিয়াছে বলিতে পারি না। আশাকরি অধিপতে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িবে।

১২৮০।
২৪এ পৌষ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

জে, ডবলিউ, ডালরিমপল ভাগলপুর প্রদেশের কমিশনরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

সাঁওতালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডিঃ কালেক্টর মৌঃ হোসেনজা'ন সাঁওতাল পরগণার নিযুক্ত হইলেন। মৌঃ মুলুমহাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সেখানকার সেটেল্‌মেণ্ট আফিসরের কার্য্য করিবেন।

১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ডিঃ কলেক্টর ডবলিউ অর, জনষ্টন সাহেবকে কালেক্টরীর ভার দেওয়া হইল। এবং তিনি চট্টগ্রামের অন্তরবর্ত্তী কক্স বাজারের সব ডিবিজনের যুগ্ম প্রণের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌঃ এল, এস আলেকজাণ্ডার ত্রিপুরার চতুর্থ শ্রেণীর কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু ত্রিলোচন সিংহ বর্দ্ধমানে এবং বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হুগলীতে অস্থায়িরূপে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সব ডিঃ কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুলিশ আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌঃ, এইচ, বি, সাভি, কাছাড়ে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর একটীর নিযুক্ত হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সারজন দিননাথ মিত্র, রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। লুকলাল দত্ত কলিকাতা মেডিকাল কালেজের আসিষ্টাণ্ট ডিসপেন্সরীর পদে নিযুক্ত হইলেন। যতদিন তাঁহারা কার্য্যে নিযুক্ত না হইতেছেন ততদিন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বটেশ্বর দত্ত, লুকলাল সেন, নন্দলাল সরকার তাহাদের স্থলে কার্য্য করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট আপথিকারি ষ্টি বাবুদের অনুপস্থিতি কালে, কাষ্টম্‌স আসিষ্টাণ্ট সাপ্লিকারি জে, হ্যাকমট, চাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রভিসিয়াল হাউস সারজন হইবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের ই, জে, ওয়াটস ডাক্তর রাণীগঞ্জে ডাক্তর ডি, পি, ফিপটনের স্থলে নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ টি, এইচ ওয়াডির পরিবর্ত্তে মেঃ জে, আর, বলেন স্মিথ, কলিকাতার পোষ্ট কমিসনার হইলেন।

মিয়ুলিখিত বাবুগণ মুঙ্গের জেলার অনারারি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বেঙ্গসরাইবেঞ্চের নিমিত্ত—কাজি, কবুল হোসেন, জমিদার; বাবু তুলারাম জোত রাইরক্ত; চৌধুরী জাহির হোসেন, ঐ।

মেঃ ম., ই বঙ্গলাত বারাকপুরের কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে অতিরিক্ত অবধি পিস নিযুক্ত হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যালের অনুপস্থিতিকালে মুনসেফ মৌঃ মহম্মদ নুরুল হোসেন পুটিয়ার প্রতিনিধি সব জজ হইবেন।

বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থানে বাবু প্রমথকুমার সেন এম এ, বি এল বশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে মুরসিদাবাদ বদলি হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব ওভারসিয়ার আনন্দকুমার রায় আরা ডিবিজনে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ার মেঃ এফ, এম উইলম দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগ হইতে পূর্ব্ব বিভাগে বদলী হইলেন।

বাবু সি, রাজগোপাল প্রথম শ্রেণীর প্রোবেসনারি সব ওভারসিয়র হইলেন এবং সোনাবাগে নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

ফরাসী মিনষ্ট্রি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মারশল বিউটরের ইঞ্জিনিয়রেরা রেলওয়ে এবং ডিহরণের মধ্যবর্ত্তি ৮০ মাইল পরীক্ষা করিয়াছেন। রক্ষমাহলের দিকে মৃত্তিকার কার্য্য হইতেছে। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রেলের কাষ্ঠ ফেলা হইয়াছে এবং রেলটের নিকটবর্ত্তি একজেনি নামক স্থানে ষ্টারমিনস হইবে স্থির হইয়াছে।

ইলমাপোন্ত নেয়া পস পোর্টস মাউথে আসিয়াছে।

ফরটেস ভঙ্গ হইয়াছে এবং পেলমা ফিটে পুনরধিবেশন হইবে না যে কারণে কমিৎ সিকিলিসের স্থলে নিযুক্ত না হইয়া একে অতিরিক্ত নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরাসী বিপদ নিবারণ হয় নাই।

নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ডাচরা মক্ক অধিকার এবং ক্রাটন আক্রমণ করিয়াছে। ক্রাটন শীঘ্রই আত্মসাৎ হইবে। ইংরাজদের স্বার্থ ভাল হইতেছে।

মঙ্গলময় পোপের আদেশানুসারে যোগাড়ো কুলাস কিম্বা মলটা এই সকল স্থান যথা নিয়মে লোকসংগ্রহ না হইয়াই পোপ দর্শন নীত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচারে অসম্মত।

কারমেলিরা জীত হইয়াছে। নিউম্যান সিঙ্গা পোত, বিদ্রোহী ও কয়েদীদিগকে লইয়া স্পেনের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। আমি পক্কি জাতি অল্প বয়সে মা ৮ প খাইয়া আজব সহরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রতিপালিত হই। এক্ষণে কামি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। যদিও আজব সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার বাসা কিন্তু কোন স্থানে চিরস্থায়ী নই। এখান সেখান ক রয়া বেড়াই, মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাই। কিন্তু আধুনিক আমেরিকান বাবুদের ন্যায় 'ঘর কান্নে উই উই করিয়া বেড়াই না। যেখানে যেখানে যাই সেখানকার লোকদের আচার ব্যবহার বিচার করি। কিন্তু বিচার করিয়া কি হইবে? আমরা ত আমাদের বিচারের নই। ফল সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুষ্যদের নিকট বলিতে পারি না। কিচির মিচির করিয়া বলিলে কি তাঁহারা বুঝিতে পারিবে কিন্তু আমি ৫ সম্বাদপত্র সম্পাদকগণ পক্কি জাতির ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। অনেক সম্বাদপত্রে আমার জাতি ভাইদের লেখা দেখিতে পাই। অতএব আমি সময়ে সময়ে, কিচির মিচিরচ্ছলে আপনাদিগের সম্বাদপত্র সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিলাম (যদি পক্কিজাতির অনুরোধে কর্ণপাত করেন) এই [illegible]

[illegible] হইল এক দিন পুকুর [illegible] [illegible] [illegible]

—

স্মা ; যখন এই দীঘির ঈশান কোণে " কোক শেশ্বর " নামক একটী পাষাণমূর্ত্তি শিব স্থাপন আছে তখন এই তড়াগ অর্থাৎ এই বৃহৎ সরোবর কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক খাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মানুসারে ঐ শিবস্থাপনা করাই সঙ্গত বাক্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকে অনুমান করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে বর্ত্তমান কোকেশ্বর শিব " যাত্রু " অর্থাৎ কাহার স্থাপিত নহেন ; পাতাল হইতে উঠিয়াছেন, ইহার মূল পাতালেই আছে, কিন্তু অনেক দিন হইল আমাদের এতদ্দেশীয় রামানন্দ রায় নামক কোন জমিদারের সহিত মেদিনীপুর জেলার ভূতপূর্ব্ব জজ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্লারি সাহেবের তর্ক উপস্থিত হইলে ঐ জমিদার ভূগর্ভ হইতে মূলোৎপাটন দ্বারা শিব ঠাকুরকে তুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছায় কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করাইয়া উহার মূল দেখাইয়া, স্থাপিত বলিয়াই প্রমাণ করিয়াছিলেন ; তদ্দর্শনে অনেকেরই সে সন্দেহ অপনীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ শিবঠাকুরের একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এক্ষণে গ্রামের লোকে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির করিয়া দিয়াছে।

সে যাহাই হউক, যদি ঐ বৃহৎ তড়াগ মনুষ্য খাতই হয়, তাহা হইলে কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক কতদিন উহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পর একটী প্রাচীন বাক্য যথার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়। এখন পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন কথার আন্দোলন হইলে " রাজা কোক সিংহের আমল বলিয়া লোকে প্রমাণ করেন "। সেই কোক সিংহের সময়েই তন্নাম খ্যাত এই কোকন্দ দীঘির উৎপত্তি হইয়াছে। কলতঃ ঐ কোক সিংহ কোন শকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা উঁহার রাজধানী ছিল এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ সুস্পষ্ট বলিতে পারেন নাই। কালে লুপ্ত হইয়াছে।

কেবল " কোক এবং সম্ভোগ রত্নাকর " নামক গ্রন্থে এই এক নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পরেই কোকল্ল সিংহ নামে এক মহাত্মা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণজন্ত দেশের ভৈরব নৃপতির মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ঐ নৃপতির সন্তান সন্ততি ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে কোক সিংহই ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই রণ তন্ত্র দেশ অদ্যুনা রণতাঙ্গা নামে বিখ্যাত, ঐ দীঘির উত্তরাংশেই ঐ রণ তাঙ্গা গ্রাম বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু ঐ স্থানে এক্ষণে আর রাজ প্রাসাদের কোন চিহ্ন নাই।

" কোক সিংহ " কোক এবং সম্ভোগ রত্নাকর " নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচার করেন, অদ্যাপিও কোক গ্রন্থ হিন্দু স্থানে এবং সম্ভোগ রত্নাকর এই বঙ্গে দেবীপ্রসাদ মিশ্র আছেন। তিনি ভাষা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং গুরু। ঐশ্বর্য্যশালী প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজারঞ্জনকারী বদান্যবর রাজা ছিলেন তিনি যে আপনার কোন স্বার্থ সিদ্ধ এত বিস্তীর্ণ জলাশয় দিয়াছিলেন এমন নহে কেবল প্রজার মঙ্গল বিধানার্থে এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য রক্ষার্থে এই অদ্ভুত বৃহৎ তড়াগ দিয়া একটী কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া আপনার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজু মাসিক ১১০০ বোল শত বৎসর অতীত হইল কোকল্লরাজ কর্ত্তৃক এই দীঘির উৎপত্তি হয়, সেই কারণ বশতঃ " কোক নদ " এই শব্দের অপভ্রংশে কোকন্দ বলিয়া এই সরোবর এবং গ্রামের নামোল্লেখ হইয়াছে।

অশীতি বৎসরের পূর্ব্বে এই সরোবরের উত্তরাংশে একটী প্রসিদ্ধ ঘাট এবং দক্ষিণ দিগে প্রস্তরের বাঁধা ঘাট ছিল। রবিবার এবং শুক্রবার এই দুই দিবসে ঐ ঘাটে কি দেশীয় কি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিত, এবং প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ স্থানে মেলা হইত, এখন পর্য্যন্ত সেই মেলা হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ঘাটটী ভাঙ্গিয়া গিয়া এক্ষণে কাঁপাট সমতলক্ষেত্র হইয়াছে। দক্ষিণ দিগের প্রস্তরের ঘাট এবং ঐ ঘাটের নিকট যে গোপালা নামক স্থানে যে একটী প্রস্তরময় নাটীর শিব ছিল সেই ঘাটের এবং নাটীর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরগুলি লোকে লইয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ সে সকল লুপ্ত ভগ্ন হইয়া গিয়া এক্ষণে সামান্য মাত্র সোপান চিহ্ন আছে। সরোবর মধ্যে একটী প্রস্তরের মন্দির ছিল লোকে তাহাকে ঘর গাঁথা বলিত, এক্ষণে সেই মন্দির পঙ্কে মজিয়া গিয়াছে।

এদেশে কোকনদের জলে বিস্তর গ্রামের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ এবং ফসল রক্ষা হয়। এমন কি, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রজাদিগকে জলের জন্য অণুমাত্র চিন্তা করিতে হইত না। বৃষ্টি না হইলে এক দিগের খোদানা খুলিয়া দিলেই এ অঞ্চলের ক্ষেত্র সমূহ জলপ্লাবিত হইত। এক্ষণে সরোবরটী পঙ্কে পরিপূর্ণ হওয়ায় এবং কাল ধর্ম্মে লোকের প্রত্যাশায় জমিদারগণ সরোবরের গর্ভের এক এক স্থান প্রজাদিগকে জমা করিয়া দেওয়ায় সেই সকল স্থান আবাদ হওয়াতে একদিগে জলের হ্রাস, অন্যদিগে জলাভাবে প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

আহা! যদি পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সরোবরে জল পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে এ দেশে আজো দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিত না এবং বর্ত্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় কখনই প্রজাদিগকে এখন হইতে " হা অন্ন, হা অন্ন " বলিয়া চীৎকার ও চিন্তা করিতে হইত না। দীঘিটী পঙ্কে পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ উহার গর্ভ এবং তীরস্থান ক্রমে ক্রমে জমি হওয়াতে ঐ মহারাজের প্রাচীন কীর্ত্তিটী লোপ হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

হায়! পূর্ব্বে যে সরোবরের একটী খোদানা হইতে অষ্টাদশ বুদে বর্ষাকালে জল বহিষ্কৃত হইয়া একটী খালের উৎপত্তি ও ভারাখোলী খালের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, যাহাতে চির দিনই জল স্থায়ী হইয়া থাকত এবং আবশ্যক হইলে যে জল দ্বারা প্রজাগণের ফসল রক্ষা হইত, সেই

যায় এজন্যে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে এ দেশে সরোবরের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বটিয়াছে। যদি এই সময়ে ঐ বাক্তিদের দারিদ্র্য ও প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রাচীন কীর্ত্তিটীর পক্ষে হয় করেন এবং ঐ অনুকম্পের এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনুযোগী হয়েন, তাহা হইলে এই ব্যাপার অতি উত্তম সংস্কার হইবার সুসময় বোধ হয়। যেহেতু উহারা আপাততঃ সমস্ত সংস্কৃত লোক দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অতএব, আশা করি আমার প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে উহার সংস্কার করাইয়া মনুষ্য বৃন্দের হিতসাধন করিবেন। গভর্ণমেণ্ট ইতিবৃত্ত পরে এক এ করিবার মানস রহিল।

[illegible]
পদমগঞ্জ, জেলা বর্দ্ধমান }

সবিনয় নিবেদন মিদং—

সম্পাদক মহাশয়! ২২ এ পৌষের সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া স্বর্ণ গ্রামসম্বন্ধে বিক্রমপুর বাসীর প্রেরিত পত্রে "স্বর্ণ গ্রাম" নামটী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যে স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন উহার কোন পার্শ্বে "স্বর্ণ গ্রাম" নামক গ্রাম আছে ইহা আমরা জানি না সোম বয় যেমন বিক্রমপুরের কৃত পরিবার সাতরা পাড়ার মুক্তম বাড়ী করিয়া—গ্রামটীকে জাগাইয়া রাখে বিখ্যাত করিয়াছেন। আমাদের কাছারির বাসী বৈদ্যগণও ক মহাশয়ের অংশ বিশেষকে স্বর্ণগ্রাম নামে অভিহিত করিয়া মুক্তপাত করিতে ও ইচ্ছা হইতেন, কিন্তু আমার খাড়া সন্তরপাড়ার নায় স্বর্ণ স্থান নহে ইহা বহুদিনের প্রসিদ্ধ আছে। এই স্থানটী এখন ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহারা ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিখ্যাত করিয়াছিলেন কারণ ইহার বৈদ্য বংশের অধ্যাপি অনেক ধনী বা বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন লোক আছে বিস্তর।

এই স্থানটী ব্রাহ্মণ প্রধান। কেবল ইহা নয় অনেকানেক ভদ্রলোক বহুপণ্ডিত ছিলেন। ঐ ভগ্নাবশেষ দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, তাহাদের সুরম্য অট্টালিকা সকল পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সকল বিষয়ের সত্য অনেক লোক মুখে মুখে পরিচয় দিয়া থাকে। কালক্রমে ইহার মধ্যে অনেক লোক স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ অবস্থানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা [illegible] হইতেছেন, কিন্তু [illegible] অনেকের ন্যায় সময় হীন হেতু কার্য্য [illegible] ঐ সকলের [illegible] দেখে ক্রমশঃ ভগ্নাবস্থা হইয়া যে সমাজে উপহাসাস্পদ হয়েন।

২২ এ পৌষ ১২৮০ সাল } কস্যচিৎ ভগ্নাবশেষ পার্শ্বিয়ঃ।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় গয়া	১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র রায় মালিয়াপাল	১০
পাকপাড়া ওয়াড ষ্টেটের ম্যানেজার	১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন বিক্রমপুর	১০

—১০১—

১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি ও ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইল।

* * অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় আলম ডাঙ্গা।
* * বিক্রমপুর সভা—ভাগ্যকুল।
* * ব্রজনীকান্ত মিত্র জাহাজ।
* * ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [illegible]
* * মহেন্দ্রলাল মজুমদার [illegible]
* * [illegible]
* * [illegible]

[illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]
" " [

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তন। দুর্জ্জনকুলায় পার্থিব কুলমলী অনিমন্থনী ন ঘীমনা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

১৪ ই মাঘ। ইং ১৮৭৪। ২৬ এ জানুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

গুপ্ত লাইব্রেরী প্রস্তালয়।

কলিকাতা ২৪ নং নিমুয়াকর্ণলেন প্রেসি ডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে স্থানে দশ টাকার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

-কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল মহাশয় খাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, হুপ্‌কাশ শূল ও স্নেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপ শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনী পুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি একণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা বহুবাজারের কৃষ্ণচাঁদ মিস্ত্রির ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চারিতাষ্টক মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাশুল ৵০। ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেঙ্গল চাটু য়োর্ ষ্টিট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সুশ্রুত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা বহুবাজার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া ৩ খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য গ্রাহকদিগের পক্ষে প্রতি ফরমা ৵০ আমার হিসাবে একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য

প্রথম দিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাক ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কু প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অন্যূন ৮ পেজ ফরমার অন্যূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেঙ্গল চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—:০:—

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাথা মিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। মেডিশ ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৹ এসপেষাল ক্লাশের ছাত্র দিগের বিশেষ আবশ্যক "সোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং" মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

৵০ তিন আনা। মফঃস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য সম্বন্ধে পাঠাইতে হইবে যে, এক এক খণ্ডে ৵০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—•:•—

যে কোন রোগনাশক পুরিয়া।

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা মেলেরিয়া জনিত জ্বীহা, যকৃৎ পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত অন্য রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৷০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং।

হুবহুবন মেডিকেল হাল

তমলুকপুর, মেদিনীপুর।

৺ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃবিদ্যা মূল্য ১, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে, তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা দিতে হইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন ৬ই ১৮৭০ সাল টাকা ও ডাক মাশুল সহিত লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

৬ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বাধীনতা পটারি ওয়ার্ক।

এই কারখানায় এতদ্দেশীয় কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, উল্লেখ করিলেই তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

বিবিধ প্রকার দ্রব্যাদি, ভাণ্ডারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গেজ করা পাত্রের নির্দ্দিষ্ট মর্জ্জামার পাইপ এবং উহার মিশিত সাইফন ভলপস ও যেন্ত ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার মিমিত লম্বুতোল টাইল ইট।

ফাউন্টেন ব্রিক।

ফায়ার ব্রে।

বাটীর মর্জ্জামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } মরণ এণ্ড কোং

পব্লিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শালের স্কান্টলিং আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা তাহা যোগাইবার কন্ট্রাক্টর করিতে চান তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৩৷৷ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্কান্টলিং সকল কন্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি প্রাইজে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারকারীদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০০ একশত টাকা জামীন স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর
৯ই জানুয়ারি
১৮৭০।

কলের ইতিহাস, অর্থাৎ কলের উৎপত্তি অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে ইতিবৃত্ত ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থ খানি অপরা পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। খেকার স্ট্রিটস্থ কোম্পানির দোকানে অন্য পুস্তক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক ঘরে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

যিনি ঘরের আয়ব্যয় ভাল করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের সর্ব্বানুসন্ধান করিতে মনুষ্যমাত্র হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিস্তৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই মাঘ সোমবার।

ভারত-বর্ষে ইংরাজ জাতির রাজনীতি।

ইংরাজেরা ইংলণ্ডে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে সমধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অধিকক্ষণ আলোচনা অথবা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয় নহে। ইংলণ্ড ভিন্ন ভিন্ন জাতি অধিক নহে, সকলেই প্রায় এক ধর্ম্ম এবিধ আচার ব্যবহার, এক প্রকার মনের ভাব। যাঁহারা রাজনীতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও তদ্দেশীয় লোক, বিশেষতঃ তাঁহারা সমাজ অন্য সমাজ অপেক্ষা, কলের ন্যায় [illegible]

বাস নহে, আচার ব্যবহার একরূপ নয়, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকার, মনের ভাব স্বতন্ত্র। রাজনীতি প্রণালীকর্ত্তারা ভিন্ন দেশীয় ছিল। অতএব তাঁহারা এখানে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহাই তাঁহাদিগের অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তাঁহাদিগের এখনকার রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঐ রাজনীতির উপরে ভারতবর্ষের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। উহা অদ্যাপি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু তাহার পর্য্যালোচনা কালে ইংরাজ জাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঔদার্য্যাদি গুণের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহা একান্ত উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। উহাতে ইংরাজ জাতির চিত্ত দৌর্ব্বল্যেরও বিলক্ষণ পরিচয় হইয়া থাকে। উহার আলোচনা কালে মনোমধ্যে সময় ভক্তি সময়ে অভক্তি সময়ে বিস্ময় সময়ে হর্ষ সময়ে ক্ষোভ সময়ে দুঃখ এই প্রকার নানা ভাবের উদয় হয়। কেন যে আমরা এরূপ কাতর হই, নিম্নে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতেছি।

পাঠকগণ, প্রথমে ইংরাজজাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঔদার্য্যাদি গুণের দৃষ্টান্ত দর্শন করুন, তাঁহাদিগের কতকগুলি অনুষ্ঠান অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধক হয়। ঐ সমস্ত বুদ্ধি কৌশল দ্বারা তাঁহারা ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে কতগুলি অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতেছে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ উহার গুণে এদেশীয়দিগের অত্যুৎকৃষ্ট উন্নতি লাভ হইতেছে। দিন দিন ইহারা উচিতবাদিতা সাহস বিশ্বস্তকারিতা ও কর্ত্তব্যপরতাদি গুণ শিক্ষা করিতেছেন। নানা বিষয়ের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে কিরূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন, সম্পাদকদিগের সেই চেষ্টা দেখা যাইতেছে। সাধারণের বিবেচনাশক্তির বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রজার মনের ভাব জানিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রজার মনোগত ভাব জানিবার এরূপ সহজ ও সুন্দর উপায় আর হইতে পারে না। বহু ব্যয় ও যত্ন পাইয়া গবর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতার্থতা লাভ সুলভ হইত, ঐ উপায় দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে; প্রজারও স্বাধীনতা প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। কিরূপে স্বাধীন ভাবে স্বকর্ত্তব্য ব্যক্ত করিতে ও স্বকার্য্য সাধন করিতে হয় তাহারা তাহা শিক্ষা করিতেছে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া অন্যায় ও অবিচার নিবারণ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন অতীত লাভ করিতেছেন। স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইলে ঐ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হওয়া একান্ত কঠিন হইত সন্দেহ নাই। মনুষ্য আপনার স্তুতিবাদ শুনিতেই ভাল বাসেন, মনুষ্যের চক্ষু আর মনুষ্যের চক্ষু যেরূপ তথা শুনিতে ভাল বাসেন না কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া সেই অপ্রিয় স্বাধীনতা দিয়া আপনাদিগের দোষ আলোচনা শুনিতেছেন, ইহা কিরূপ ঔদার্য্য অবশ্য কি আছে? এই ঔদার্য্য গুণ দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয়? কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতে মোহিত না হন? বড় বড় সভ্যতম রাজ্যে এই ঔদার্য্য গুণ দর্শন দুর্লভ।

এদেশীয়দিগকে যে সুশিক্ষা দান করিতেছেন এটীও গবর্ণমেণ্টের অনল্প ঔদার্য্যের কার্য্য। ইহাতেও অনেকগুলি উদার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। তাহাই এদেশের ইদানীন্তন উন্নতির মূল। ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিজেরও মহৎলাভ হইতেছে। প্রজারা পণ্ডিত না হইলে শাসন কার্য্য সুখাবহ হয় না। মূর্খ পরিজন লইয়া কোন্ ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে? গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে যত সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, ততই সুখী হইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল বুদ্ধিমত্তার নয়, ঔদার্য্য গুণেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। যে গবর্ণমেণ্টের এ দুই গুণ নাই, তিনি কি প্রজার ও আপনার এরূপ লাভ সকল করিয়া ঈদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? এদেশে ত বহুকাল মুসলমান রাজত্ব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ বাদশাহ বা নবাব ইংরাজ জাতির ন্যায় প্রজার বিদ্যাদানে এত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন? এরূপ দেখা ইংরাজজাতির প্রতি যাহার ভক্তি না হয়, এরূপ লোক বিরল।

এখন পাঠকগণ যাহাতে ইংরাজদিগের বুদ্ধি কৌশল ও চিত্ত দৌর্ব্বল্য এ উভয়ের পরিচয় পান, এ প্রকার দুই একটী উদাহরণ দর্শন করুন। উহাঁরা ভারতবর্ষ রক্ষার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ইহার উত্তম উদাহরণ। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু রাজ্যের দুই প্রকার শত্রু। অন্তঃশত্রুরা অসন্তুষ্ট হইলেই রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং বহিঃশত্রুরা বাহির হইতে আক্রমণ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ভারতবর্ষীয়েরা যাহে একযোগ হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া রাজ্য হরণ করিয়া লয়, এই শঙ্কায় যে অধুনা রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিলে আমাদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট জানা যাইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের মনে পরস্পরের প্রতি যে দ্বেষ হিংসাদি আছে, রাজপুরুষেরা তাহা বদ্ধমূল করিয়া তুলিতেছেন, উহাদিগের পরস্পর সুসম্ভাব

...যে ইংরাজীরা থাকে যে কি বস্তু তাঁহারি ...ের বিলক্ষণ চেষ্টা জানিতেছে, তাঁহারা ...কোন ক্রমে পরস্পরের সংস্রব হইতে ...ছেন না। আমরা বাঙ্গলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালিরা যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসিদিগের সহিত মিশ্রিত তাহাদিগের প্রতি সুহৃদ্ভাবসম্পন্ন হন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসি রাজপুরুষদিগের কোন ক্রমে এ ইচ্ছা নয়। বাঙ্গালিরা যে বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন ও তথায় বাস করিতেন সে পথ দিন দিন রুদ্ধ হইতেছে। যিনি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর, তাঁহার ত এই রোখ হইয়া উঠিয়াছে, তিনি যেখানে যান সেই খানে এই ভাবে বক্তৃতা করেন বাঙ্গালিরা এত বড় হইল, কিন্তু স্বাধীনেরা নীচে পড়িয়া রহিল। মিউং সাহেব মনে করেন, তিনি কিন্তু স্বাধীনদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে উহাদিগের মনে যে কিপ্রকার বিদ্বেষ বহ্নি বৃদ্ধি হইতেছে, তিনি তাহা বুঝেন না, অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না; মিউং সাহেবের মনের কিরূপ ভাব আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসিদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেশ রক্ষার চেষ্টা পান, তাঁহারা নিতান্ত দুরাশয় সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের মন উন্নত, তাঁহারা অন্তঃ শত্রু হইতে দেশ রক্ষায় এ প্রকার নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন না না ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে উহার শিক্ষাদান দ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া সমুদায় দেশকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করা কি অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় নয়? ইহাতেই কি মনের উন্নত ভাবের পরিচয় হয় না? ইহাই কি সাধু মহাশয় ব্যক্তি

দিগের অবলম্বনীয় পথ? ইংরাজ সমুদায় পুরুষেরা ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। এখন ভারতবর্ষের প্রধান বহিঃশত্রু রুশিয়া। রুশিয়ার সম্বন্ধে ইংরাজেরা যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। ইংরাজ জাতির তুল্য বর্দ্ধিষ্ণু ও তেজস্বী জাতি অল্প, কিন্তু প্রবলের সহিত কার্য্য কালে সেই তেজস্বিতা ও বর্দ্ধিষ্ণুতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। রুশিয়াকে অবশে রাখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরী বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জানি, অর্থ লুব্ধ ও রাজ্য লুব্ধের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না। এরূপ অনেক গল্প শুনা আছে অর্থলুব্ধেরা জামাতার কণ্ঠ ছেদন করিয়া অর্থ হরণ করিয়াছে। যাহা হউক এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই।

ইংরাজদিগের স্বদেশে স্বাধীনতা স্বরাজমান, সকল প্রজারই রাজ্যে স্বামিত্ব আছে সকলেই রাজ্যটীকে আপন বলিয়া বিবেচনা করেন। সুতরাং সকলেরই রাজ্যের উন্নতি কল্পে সবি শেষ চেষ্টা আছে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের অবলম্বিত রাজনীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। সেই জন্যই ইহার শাসন করিতেছেন। এখানে তাঁহাদিগের ইচ্ছা মতই সমুদায় কাজ। আইন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে আইন কল্পতরু। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুসারে তাহার বিনাশ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই যে কেবল ইহা নয়, তাহা নহে। তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরাও ইহার হইলে তাঁহারা আইনকে পদতলে মর্দ্দন

করেন। এজন্য [illegible] আইন [illegible] দীর্ঘকাল [illegible] প্রায়েম হাইড [illegible] একটী [illegible] না। ইহা হইলেই রাজপুরুষেরা এক একটী নূতন কর সংস্থাপন করেন। কেন যে কর হইতেছে, নূতন কর করা উচিত কি না? প্রজাদিগের তাহা বুঝিবার ও বিচার করিবার অধিকার নাই। এ অংশেই ভারতবর্ষে রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা বিলক্ষণ প্রবল। এ দুষ্টের রাজনীতি শোচনীয় সন্দেহ নাই।

উপসংহারে সম্পাদকের প্রার্থনা এই ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত রাজনীতির যে যে দোষের উল্লেখ করা হইল, ইংরাজ পুরুষেরা তাহার সংশোধনে যত্নবান হউন। যাবৎ ঐ দোষগুলি সংশোধিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহাদিগের প্রকৃত ভারতবর্ষের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। ইংলণ্ডে যে রাজনীতির গুণে তাঁহারা এত উচ্চতম পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্ত্তিত করুন, তাঁহারা সুখী হইবেন, প্রজারাও সুখী হইবে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল ও চিরস্থায়ী হইবে।

মিশনরিগণ ও দেশীয় ভাষা।

প্রদেশীয়দিগকে দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কটকে একটী সভা আছে। গত ডিসেম্বর মাসে তাহার একটী অধিবেশন হয়। মার [illegible] সেই সভার সভা পতি ছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকে [illegible]

বলিয়াছিলেন, তাহার সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা মেরি চর্চ সাহেবের উক্তিকত কথা উদ্ধৃত করিয়াছি।

তিনি বলিয়াছেন, "সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা অল্পস্বল্প ধারে নভেল উপন্যাস প্রভৃতি নানা প্রকার গ্রন্থ সৃষ্টি করিতেছেন কিন্তু তাহার বিংশতির মধ্যে এক খানিও এমন কি শতের মধ্যে এক খানিও আমি যুগপুরুষ নমেন বেশে মতঃ যুরোপীয় গ্রন্থ [illegible] ভারতবর্ষের স্ত্রীগণের এবং সাধারণ লোকের পাঠোপযোগী সাহিত্য রচনা করা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড এবং আমেরিকার লোকের কর্ত্তব্য।"

এই কয় পঙক্তি পাঠ করিয়া আমাদের মনে কতকগুলি কথা উপস্থিত হইল সেইগুলি পাঠকগণের গোচর করাই আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। (একণকার সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা যে সাহিত্য রচনা করিতে অক্ষম, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আমেরিকার লোকেরা তাহা করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা শুনলে আপাততঃ হাস্য সম্বরণ করা যায় না এবং মিচেল সাহেবের কথা প্রলাপের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার কথা যে সম্পূর্ণ অসত্য তাহাও বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় সুলেখক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের রচিত সকল গ্রন্থ যে বিশুদ্ধ রুচির ও যুক্তির অনুমোদিত আমরা এরূপ মনে করি'না। যাহা পাঠ করিলে চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় হৃদয়ের [illegible] সকল প্রস্ফুটিত হয়, সৎকামনা ও সৎসংকল্পের উদয় হয় এমন গ্রন্থ অতি বিরল। ইহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ তাঁহাদের অধিকাংশই দেশীয় ভাষা ভাল জানেন না। সুতরাং কোন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ইংরাজীতেই করিয়া থাকেন। এই রূপে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন করা দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করা এক প্রকার হেয় কার্য্যের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে অভাব চলিয়া যাইতেছে। এজন্য আমরা বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়প্রভৃতিকে ধন্যবাদ করি। তাঁহাদের মত সুযোগ্য ও ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এবিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে লোকের রুচি সহজে ফিরিত না। সোম প্রকাশের জন্ম অবধি এই ১৭ ১৮ বৎসরের মধ্যে আমরা বাঙ্গালা ভাষার যেন পুনর্জ্জন্ম দেখিলাম। ক্রমেই সুশিক্ষিত ও প্রতিভাজন লোকেরা ইহাতে স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। রাশি রাশি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা তাহার প্রমাণ স্থল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা, দেশীয় ভাষায় নাট্যাভিনয় প্রভৃতি ইহার নমুনায় অল্পই একে একে প্রকাশ পাইতেছে। কালে এই সকল অঙ্কুর আরও বিকশিত হইবে। আমাদের লেখকেরা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে বিদেশীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া প্রতিপত্তি লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। তাহাই আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য। শিক্ষা বিভাগে দেশীয় ভাষার যে অনাদর তাহার ত কথাই নাই। কাম্বেল সাহেব ও দেশের সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আড়ম্বর ও গোলযোগ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাহার যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ ভিন্ন আর কোন লাভ নাই।

আমরা বিলক্ষণ জানি দেশের লোকের রুচি ও ধর্ম্মনীতির যদি উন্নতি করিতে হয়, চিন্তাশক্তির যদি উৎকর্ষ বিধান করিতে হয় তাহা হইলে দেশীয় ভাষাকেই দ্বার ও উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। যদি আমাদের ভাষা না থাকিত কিম্বা আমাদের ভাষা যদি অল্প সঙ্খ্যক ও পুরাতন বিষয়ে নিতান্ত হীন হইত তাহা হইলে ইংরাজী আমাদের দেশীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় দিগের উন্নত ধর্ম্ম ভাব যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থান পাইল না, উন্নত ভাষা থাকাতেও ইংরাজী সেই রূপ স্থান পাইবে না। এখনো দেশীয় ভাষার উপর সকলের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, কিন্তু ক্রমেই হইবে। আমরা গত বারে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছি কালে সে সকল দূর হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রুচি ও ধর্ম্ম নীতির অভাব লক্ষিত হইতেছে চিন্তাশীল সুরুচিসম্পন্ন লোকেরা হস্তার্পণ করিলে আর তাহা থাকিবে না। কেরি মার্শমান প্রভৃতি মহদয় ব্যক্তিগণ এক সময় দেশীয় ভাষার জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন বিদেশীয়দিগকে তাহা আর করিতে হইবে না।

উপসংহার কালে আমরা মিশনরিগণকে একটী অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। প্রসঙ্গ ভাক্তার ডফের কথা কে বিস্মৃত হবে? যেখানে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হন নাই সেখানেও তাঁহারা দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই, এখনও কি করিবেন? কিন্তু তাহাঁরা যদি দুইটী দোষ পরিহার করেন তাহা হইলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে আরও কৃতকার্য্য

হইতে পারেন। প্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শুষ্ক মত শিখাইবার জন্য এই প্রয়াস না করা। খ্রীষ্টও প্রদর্শিত ইহার ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেন তাহাতে মতভিন্ন অসম্ভব নাই—কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মতগুলি বালকদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বালকদিগের অরুচি জন্মে শিক্ষকদিগেরও বিরক্তি উপস্থিত হয়। ২য়, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ গুলির ক্রমে আরও বিশুদ্ধরূপে ভাষা করিবার চেষ্টা করা। এই দোষের জন্য তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি হয় না। অধিক কি তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম্ম পুস্তকও ভাষা সংশোধন করিয়া পাঠ করা যায় না।

ওয়ার্ড এনষ্টিটিউশন।

আমাদের পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় বিদিত আছেন যে যে সকল বড় বড় জমীদার কিম্বা ধনবান ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিষয় রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রজার ধন মানরক্ষার ভার রাজার হস্তে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহার তদুপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে নিকটস্থ জ্ঞাতিরাই কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া গৃহীত হন এবং তাঁহাদেরই উপর সচরাচর সেই শিশুদিগের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়া থাকে, কিন্তু ধনের লোভে নিবারণ পূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য করা বড় দুষ্কর, সেই কর্ত্তৃপক্ষেরাই অনেক স্থলে আশ্রিত শিশুদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন।

এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিজে সেই তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত করিয়া সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা বহুদিন হইতে এই অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি, যে এই ইনষ্টিটিউশনে যথেষ্ট ব্যয় হয় কিন্তু তদনুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থান হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা বাহির হন, কই তাঁহারা ত জ্ঞান বুদ্ধি কিম্বা দেখিতে চৈবিতায় বিশেষ পরিচয় দেন না। এখান হইতে যত লোক বাহির হইয়া যেন তাহার মধ্যে রাজা প্রসন্ন রায় রায়ই আমাদের ইচ্ছানুরূপ ফল দেখা যাইতেছেন। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়।

যেখানে এত অর্থব্যয় হয় সেখানে সুফল না দেখিলে লোকের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অদ্যাবধি এই ইনষ্টিটিউশনের কার্য্য প্রণালী সন্তোষকর হয় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এস্থলে কতকগুলি কথা বক্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই আপনার অধীনস্থ ধনী সন্তানদিগকে স্বাধীনতা দেন এবং তাহাদের হস্তে করেন। আইন অনুসারে তাহারা ১৮ কিম্বা ১৯ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত বালয়া গণ্য হয় বটে, কিন্তু বিষয় রক্ষা ও কার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত বুদ্ধির পরিপক্কতা তখনও উপস্থিত হয় না। অপরিপক্কমতি যুবকগণ সচরাচর ইন্দ্রিয়সেবায় কিম্বা তোষামোদকারী অনুচরগণের উদর পরিপূরণে অতি অল্প কালমধ্যে সমুদায় ধন পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি গবর্ণমেণ্ট আর কিছু কাল তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হস্তে রাখেন এবং নিজ অধী-

নস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা [illegible] পরামর্শ প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে আরও সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা এই—অধিকাংশ ধনবান লোকের পুত্রদিগকে শিক্ষার সুবিধার জন্য কলিকাতায় আনিয়া কালেজে পড়িবার নিয়ম করিয়া এরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাহা ঐ বয়সকালে তাহাদের কার্য্যে লাগিতে পারে। মনে কর, একটী বালককে ৮ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে বহু না রাখিয়া জমিদারির বিশেষজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে জমিদারি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং মধ্যে মধ্যে জেলার কালেক্টরের সহিত তাঁহার নিজের জমিদারিতে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে উত্তরকালে তাঁহার একজন উৎকৃষ্ট জমিদার হইবার সম্ভাবনা থাকে। এখানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগের ত আর স্কুল মাষ্টারি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না, তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপযোগী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? আমাদের প্রস্তাব এই স্কুল প্রভৃতিতে প্রেরণ না করিয়া বাটীতে উপযুক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিলে তাঁহাদের জ্ঞান ও নীতি উত্তম শিক্ষাই সুন্দর রূপে চলিতে পারে। যাঁহার হস্তে এই গুরুতর ভার অর্পিত তাঁহাকে যে বিশ্বাস করা আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষ সাবধান ও দক্ষ লোক না হইলে এতগুলি যুবা পুরুষকে সুপথে রক্ষা করিতে পারি অত্যন্ত সন্দেহ।

এখনও কি সময় হয় নাই?

লার্ড [illegible] যখন রপ্তানী বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হন, তখন বলিয়াছিলেন রপ্তানী বন্ধ না করিলে যদি চলে, তিনি রপ্তানী বন্ধ করিবেন না।

তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে তিনি তাহাও করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এখনও কি সময় হয় নাই? এত দিন পরে কি নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হইবে কি না সন্দেহ থাকিতে এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ না করার কারণ ছিল; এখন আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এবৎসর নিম্ন গমন বন্ধ রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। সার চার্লস টেম্পলকে যথা সর্ব্বস্ব কাবেলের সহকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, বিখ্যাত স্কালচ ধর্কে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় একটী দুর্ভিক্ষ নিবারক কমিটী স্থাপন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, এবং জিলার ভিন্ন স্থানে স্থানীয় চাঁদা যত টাকা উঠিবে তাহার দ্বিগুণ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদপেক্ষা কি প্রকাশ পায়? এত দিনের পর কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত। তবে এখনো রপ্তানী বন্ধ করা হইতেছে না কেন? বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে বলিয়া যে মনে করা হইয়াছিল সেপক্ষেও ত ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে লার্ড নর্থব্রুক বলিতেছেন বিশেষতয় নাই—অপর দিকে গবর্ণমেণ্ট নানা স্থান হইতে চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মহাজনেরা মূল্যবৃদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়া হস্তস্থিত চাউল অল্প মূল্যে ছাড়িতেছে। এতদ্দ্বারা দুই প্রকার অপকার হইতেছে। প্রথমতঃ, বাজারে চাউলের মূল্য অবস্থানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়াতে লোকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অবাধ ব্যয় করিতেছে, সাবধান হইয়া চলিলে যে শস্যে তিন মাসের আহার চলিত এরূপে তাহা এক মাসে পর্য্যবসিত হইবে। অবশেষে বর্দ্ধিত মূল্য দিলেও চাউল পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য অল্প হওয়াতে অনেক লক্ষ রপ্তানী চলিতেছে। যাহা কিছু শস্য দেশে ছিল তাহাও বাহির হইয়া যাইতেছে। সাধারণ বাণিজ্যের মুখাপেক্ষা করাও আর সঙ্গত নহে। কারণ গবর্ণমেণ্টকে চাউল ক্রয় ও সংগ্রহ করা বিষয়ে ব্যস্ত দেখিয়া তাহারাও কতক পরিমাণে উৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষের অধিক আশঙ্কা সে সেই স্থানে লাভের অধিক আশা কিন্তু সেই সকল স্থানেই গবর্ণমেণ্টবিলিক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং শস্য ক্রয় ও সংগ্রহ করিতেছেন সুতরাং সে স্থানে তাহাদের যাইতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? যে স্থানে সিবিলিয়নের কার্য্য করিতে আর কোন মজুরদিগেরই যেন আহা রের স্থান হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্ট কি অন্য স্থান হইতে ক্রয় করিয়া সে সমুদায় স্থানের অপরাপর অধিবাসিদিগকে খাওয়াইতে পারিবেন? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। লোকে এক গুণ দিলে গবর্ণমেণ্ট দ্বিগুণ দিবেন এ প্রলোভনে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হইবে। অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে সমুদায় ভার নিজের স্কন্ধে লইতে হইবে, নতুবা নিশ্চয়ই অনাহারে লক্ষ লক্ষ প্রজার মৃত্যু হইবে। লার্ড নর্থব্রুক কি এখনো ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না?

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে লার্ড নর্থব্রুক একটী বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে সকল জমীদার এই দুর্ভিক্ষের সময় প্রজা দলের সাহায্য করিবার জন্য ঋণগ্রস্ত হইবেন তাঁহাদিগের রাজস্ব আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। ২৮ এ মার্চ্চ ও ২৮এ জুন এই দুই কিস্তির টাকা দুই বৎসরে আদায় করা হইবে। এই উপায় অবলম্বন করাতে অনেক জমীদারের এবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে সন্দেহ নাই।

—•—

দেশীয় রাজগণ ও গবর্ণমেণ্ট

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার বৃত্তিমাত্র ভোগী পদ মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ নিয়ম অস্বাভাবিক এবং ন্যায় ও যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ, সুতরাং এ প্রকার অবস্থাতে উভয় পক্ষের শান্তি নাই। রাজগণ যথেচ্ছ বিহার করিতে পান না, কারণ সে জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অতিরিক্ত অর্থ পাইবার বিধি নাই। আমার গবর্ণমেণ্টও বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা কেবল অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও অলস প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া সুখী হন না। বৃত্তিভোগী রাজগণ প্রতিপদে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছেন, গবর্ণমেণ্টও প্রতিপদে রাজগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইতেছেন। রাজগণকে পদচ্যুত করিবার সময় তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যেরূপ বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেইরূপ তাঁহাদের পুরাতন রাজকীয় পদের গৌরব রক্ষার স্বরূপ তাঁহাদিগকে কতকগুলি অধিকার ও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় দেশীয় রাজারা তাহার কোনটীরই সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে বৃত্তিরূপে প্রদত্ত অর্থগুলির যেমন অধিকাংশই দুষ্কর্ম্মে ইন্দ্রিয় সেবায় এবং অলস প্রতিপালনে ব্যয়িত হইতেছে। অপর দিকে সেই সকল প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া তাঁহারা সাধারণের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হইতেছেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়,

সুজাহ্ রুস্তির অপব্যয়ে সাধারণ বঙ্গের অপকার ও সাধারণের ক ত . রুচিখো নারী নবাব (টিপু সুলতানের বংশ) এবং মুরশিদাবাদের নবাব যে বৃত্তির কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সকলেই জ.ত আছেন।

আমরা যে জন্য এই প্রস্তাবের অব তারণা করিতেছি তাহা এই। দাক্ষিণা ত্যের অন্তর্গত আর্কট নামক প্রদেশের নবাবের অধিকার ও ক্ষমতা প্রভৃতির গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বিচার আরম্ভ করি য়াছেন। ১৮০১ সালে এই বংশের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটি সন্ধি হয়। সেই সন্ধি পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই বংশীয় নবাব দিগের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও অধি কার অর্পণ করেন। তদবধি আরও কয়েক বার সেই সকল অধিকার কতক পরিবর্ত্তিত ও কতক মিয়মিত করা হই য়াছে। আর্কটের নবাব যে সকল অধি কার লাভ করেন তাহার মধ্যে একটী এই যে, তাঁহাকে কোন প্রকার দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের অধীন হইতে হইবে না। নবাব যদি নিজের ব্যয়ের জন্য ঋণ করেন সে ঋণের নিমিত্ত কেহ কোন দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। এক দিকে যেমন এই নিয়ম আছে অপর দিকে তিনি যাহাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে না পারেন তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই কারণে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ঋণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাকাতে নবাব যথেচ্ছ ঋণ বৃদ্ধি করি য়াছেন, লোকে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে দেখিয়া সহজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ঋণ দিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সে ঋণ আদায় হইবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত [illegible]

মর্ণমেণ্টও অভিযোগ পরিহারের উপায় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমা দের আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী সর কাউন সাহেব বলেন যে, নবাবের এই বিশেষ অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক নহে। আইনের চক্ষে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই সমান; নবাব যদি অবিবেচনাপূর্ব্বক ঋণে জড়িত হন, সে জন্য তাঁহারই দায়ী হওয়া উচিত। এ পক্ষে তাঁহাকে অনু রোধ করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি সকল স্থলে এই উদার মত অনুসারে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে একথা ভাল শুনাইত। এদেশে আইনের চক্ষে কি ইউরোপীয় এবং এদেশীয়ের সমান বিচার করা হয়? যাহা হউক, যাঁহারা নবাবকে ঋণ দিয়াছেন, তাহারা যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে তাহাদের সে টাকা আদায় হইবে না, তাহারা কখনই কর্জ্জ দিতেন না, তাহারা সরল ভাবে এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই কর্জ্জ দিয়াছেন, এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের সেই ঋণ আদা য়ের কোন উপায় করিয়া না দেন, তাহা পর নাই অন্যায় কার্য্য হয় সন্দেহ নাই। কারণ এই যে কেবল গবর্ণমেণ্টের নিয়ম দোষেই ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় নবাবের বৃত্তি হইতে কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করা এবং যাহাতে ভবি ষ্যতে আর ঋণ করিতে না পারেন, করিলে অতিরিক্ত তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে, এইরূপ একটী ব্যবস্থা করা গবর্ণ মেণ্টের কর্ত্তব্য।

বিবিধসংবাদ।

১ ই মাঘ সোমপ্রকাশ হইতে

[illegible] পি প্রতাপচন্দ্রের

[illegible] ২ ই মাঘ সোমপ্রকাশ হইতে

বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমনের [illegible] আসিয়াই আমার পূর্ব্বের বাসটি [illegible] বন্ধ হইবে। এই উদ্দেশ্য [illegible] বীতে না থাকিলে কি হবে বল?

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রোফে ও পালি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য [illegible] অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গ্লাস্গোর রাজার স্কুল এবং কালিজ কালেজিএট স্কুলে প্রথম পরীক্ষার পূর্ব্বের পর্য্যন্ত অধীত হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হই য়াছে।

পুনা হইতে বোম্বাইয়ে যে রাজদ্রো সংক্রান্ত আসামি সকল উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহাতে বাঁর গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করায় উহা স্থগিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

রাধানগরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কে, এম ডাক্তরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষার দ্বাদশটি প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে রাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বরদার খালর'ক্কার্যের বিশৃঙ্খলার সন্ধানার্থে যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তাহাতে তাঁহাদের [illegible] হইয়াছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ঐ টু য়ার্ট কমিশনরদিগের বরদা হইতে প্রস্থানের পরেই এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কোন কর্ম্মচারী কাহারও প্রতি অত্যাচার বা কাহারও নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করেন, আর সেবিষয় যদি উপযুক্ত প্রমাণসহ তাঁহার গোচর করা হয়, তিনি বিশেষ যত্নে। রোধী হইয়া তাহার বিশেষ করিবেন। প্রত্যেক প্রজাও যেন [illegible] ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে [illegible] করেন এবং আমলাদিগকে [illegible] সন্ধান করেন।

গত পূর্ব্ব রবিবার [illegible] পুরস্কার উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনি [illegible] বিশেষ উপস্থিত হইবে।

[illegible]

অনুগমন করিয়াছেন। ইহাঁরাও এবৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভ্রেড অব ইণ্ডিয়া নামক ইউরোপীয় ও এদেশীয়কে রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লীডাপীড়ি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। রপ্তানী বন্ধ হয় এ ইচ্ছা কেবল আমাদিগের নয়, বেঙ্গল ট্রেডর অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মুলেন স্মিথ ও বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট অবরেবল সদারলাণ্ড সাহেব এবং ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ পরিণামদর্শী ও চিন্তাশীল অনেক ইউরোপীয়ের রপ্তানী বন্ধ হওয়া অভিপ্রেত।

সম্প্রতি গড়ইলডাঙ্গার "ভারত নাট্য সমিতি" নামে একটী নাট্যশালা খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় এক এক সময়ে এক একটী বিষয়ের হুজুক উঠে, এক্ষণে নাটকের হুজুক চলিয়াছে।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বারাণসীতে অতিবাহিত করিবার মানস করিয়াছেন। কাশী জন্যে প্রস্থান হইতে চলিল।

মাদারিপুর উপবিভাগ বাখরগঞ্জ হইতে ফরিদপুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

১৮৭৩ অব্দের ২২ এ এপ্রেলের নিয়ম অনুসারে বেঙ্গল সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশার্থি দিগের পরীক্ষা আগামী ২ রা মার্চ্চ হইবে। হুগলী ঢাকা পাটনা কটক এবং গৌহাটীতে পরীক্ষা হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, আজিগঞ্জের রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর দরিদ্র দিগের জন্য দিনাজপুরে পাঁচ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১২ জনের মধ্যে ৯২ জন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে ১৩ দ্বিতীয় ৫৩ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ২৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই ৯২ জনের মধ্যে ৩৩ জন প্রেসিডেন্সি কালেজে ১০ জেনরল এসেম্বিলিস ইনষ্টিটিউসন ৮ ফ্রী চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, ৬ মেট্রপলিটান ইনষ্টিসন কালেজ ৬ হুগলী কালেজ ৪ ঢাকা কালেজ ৪ বহরমপুর কালেজ, ৩ পাটনা কালেজ, ৩ বরিশাল কালেজ ২ মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ মেডিকেল কালেজ, ২ রিপণ কালেজ, ১ মহারাজা কালেজ এবং ১ জন অন্যান্য কালেজের ছাত্র। অবশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক। প্রসিডেন্সি কালেজের প্রসন্নকুমার সান্যাল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটী হিন্দু বালক পরীক্ষা দিতে যায়। তাহাকে প্রশ্নের যে কয়েকটী কাগজ দেওয়া হয় তাহার সকলগুলিতেই সে নিম্ন লিখিত কয়টী কথা লিখিয়া দেয় "আমার ইষ্ট দেবতা আমাকে বলিয়াছেন, আমি যা লিখিলেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব"। ইষ্ট দেবতা যদি অঙ্কে পূজা লইয়া এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন মুক্তির কাজ করিয়াছেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। সমুদ্র পথে রপ্তানী চলিতেছে।

এসপ্তাহের প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়, বাঁকুড়ার অতিরিক্ত টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টে ৮০ খানি আবেদন উপস্থিত হয়। বীরভূমে যে অল্প পরিমাণে চাউল আছে তাহাও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রপ্তানী হইতেছে। মেদিনীপুরে পূর্ব্বাপর চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মহীয়াড়ে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যশোহরের খুলনা হইতে রপ্তানী হওয়াতে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মালদহে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সিংহভূমে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। মালদহের লোকে বড় বিপদে পড়িয়াছে, ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যে প্রলোভন দিয়া প্রজাদিগের বাহার ঘরে যে কিছু চাউল খাদ্য ছিল সমুদায় লইয়া গিয়াছে। এবার চাষ উত্তম হইবে ভাবিয়া উহারা তখন সমুদায় ধান চাউল ছাড়িয়াছিল, এক্ষণে মহা বিপদে পড়িয়াছে। আমন ধান্য ভিন্ন আর অধিক জন্মে নাই। যেহারের যেরূপ মালদহেরও সেই দশা ঘটিয়াছে।

১৩২ জন এদেশীয় যুবতী "বরিশাল স্ত্রী শিক্ষা কমিটী" দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতী কুমারী এবং একটী কমলপুরের।

এবার গঙ্গাসাগরে বিস্তর যাত্রী হইয়াছিল।

৯ ই মার্চ্চ বুধবার।

সাধারণ বিজ্ঞাপনে হাতুয়ার রাজা ইহাঁর বিষয়াদি এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আছে) জল সেচন কার্য্যের সুবিধা এবং লোকের পানীয় জল কষ্ট নিবারণোদ্দেশে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও কূপ খননের আজ্ঞা দিয়াছেন এবং দরিদ্র লোকের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী করিতেছেন।

বোম্বাইর সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, অফ্রো নিয়া নামক জাহাজে বোম্বাইর জন্য ১৩ লক্ষ এবং কলিকাতার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার রৌপ্য আসিতেছে। সেদিন ইংলিসম্যানে যে টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয়, তাহাতে ৩ ও ৫ লক্ষ টাকার রৌপ্যের কথা উল্লিখিত হয়। ইহার কোন্‌টী সত্য?

লার্ড নর্থব্রুক এদেশের কেবল সিমলা যাওয়া বন্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সৈন্য দিগের শিক্ষা শিবির তুলিয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন পীড়িত সৈন্যদিগের স্থানান্তরে গমনাগমন জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় আগামী বৎসর হইতে সাধ্যানুসারে সে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে। কেবল ইংলণ্ড হইতে সৈন্যগণের আগমন, কিম্বা এদেশ হইতে কোন রেজিমেণ্টের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন অথবা সৈন্যগণের বিভাগ স্থান হইলে যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন কেবল তাহাই করা হইবে। লার্ড নর্থব্রুকের এইসকল কার্য্যের জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুক আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সামান্য সামান্য বাজে খরচের সময় যেন বিশেষ সাবধান হয়। এমন কি নিজের পয়সা মনে করিয়া যেন ব্যয় করেন। অধিকাংশ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের টাকাকে গৌরী সেনের টাকা মনে করিয়া ব্যয় করেন। লার্ড নর্থব্রুক এসময় এই আদেশ।

প্রচার করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন, এক্ষণে কাজে ফুলাইলে হয়।

শান্তিপুরে আর এক মজার দেখা গিয়াছে। একজন মকীল একজনের স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহার স্ত্রী তিনি ফরিয়াদি সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করিয়া আর উদ্যোগে অগ্রসর।

বাবু হীরালাল শীল কলিকাতার পুলিস কর্ম্মচারি এবং জষ্টিসগণের সভাপতি লর্ড সাহেবের নামে এই বলিয়া নালীশ করিয়াছেন, তিনি ঘিউ মিলাস কত হইতে ৫ পাঁচ হাজার টাকা ধার করিয়া গায়ে [illegible] খরচ করিয়াছেন। এ ভিন্ন আর ৬০ টী দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। হীরালাল বাবু মকদমা চালাইবার জন্য ভাল ভাল বারিষ্টর সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্রমে শাঁড় গড়াইতে চলিল।

পাবনা বঙ্গেশ্বর সিরাজগঞ্জে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পিপল্‌স ফ্রেণ্ডের একজন সংবাদদাতা বলেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এক উলাপাড়াতে ৩৮৬ জনের মৃত্যু হয়।

ফরাসী দেশীয় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহে যে সকল দ্রব্য আছে তাহা আমাদের পৃথিবীর দ্রব্য অপেক্ষা বহুগুণে লঘু। এখানে যে দ্রব্য ৩ সের মঙ্গলগ্রহে তাহা এক সের কাজ হয়। এখানে ২০ মাইল ভ্রমণ করিলে যত ক্লেশ হয় সেখানে ৫০ মাইল ভ্রমণ করিলেও তত ক্লেশ হয় না। এখানে একটী লম্ফ দ্বারা ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২১ ফুট মাত্র উঠা যায়, সেখানে এক লম্ফ দ্বারা বড় বড় ঘর ডিঙাইয়া পড়া যায়। উনি বলেন, মঙ্গল গ্রহের জন্তু সকল অত্যন্ত বৃহৎ। মঙ্গলগ্রহের বর্ণি করা এখানে বসিয়া বিচার করিলে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু এখানকার বর্ণিকগণকে সেখানে গেলে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়।

একজন ফরাসী ডাক্তার কৎসক একটী স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে গিয়া ক্লোরোফরম দ্বারা তাহার চৈতন্য হরণ করেন, আধঘণ্টা পরিমাণ ক্লোরোফরম [illegible] করাতে স্ত্রীলোকটীর আর চৈতন্য হয় নাই। চিকিৎসকের একজন কারপ্রদাতা ঢাই হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা করিয়াছে, জরিমানার টাকাগুলি মৃত স্ত্রী লোকের পরিবারদিগকে দেওয়া হইয়াছে। রোগীর চৈতন্য হয় নাই বটে, কিন্তু চিকিৎসকের বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে।

ইংলণ্ডের [illegible] ঈষাণ কোণে ঘাইল করিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সমুদায় কোম্পানি [illegible] ডুবিয়া গিয়াছে। [illegible] করে এক লক্ষ টাকা পাঁচ [illegible] যাহাদিগের ডুবিয়াছে অনুরোধে [illegible] ঈষাণ প্রদান [illegible] ঈষাণ পুনর্ব্বার [illegible] প্রতি প্রত্যর্পণ [illegible] এই রূপ [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন। [illegible] পুনর্ব্বার [illegible] প্রতি প্রত্যর্পণ [illegible] ঈষাণ লইতে [illegible] পাই না।

পাথর কাটিবার জন্য [illegible] এক রূপ কীটের করাত প্রস্তুত হইয়াছে।

সম্প্রতি মালিগাঁয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী অশ্বপ্রদর্শনী মেলা হয়। আরবীয় অশ্বের মধ্যে গবর্ণর জেনরলের প্রদর্শিত ঘোটকটী সর্ব্বোত্তম হওয়াতে তিনি পুরস্কার পাইবার যোগ্য হন, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

কামানোরের একজন হবী [illegible] একটী মালিকাকে [illegible] করাতে তাহার মৃত্যু হয়। পাপাত্মার পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে যে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, প্রতি সপ্তাহে তথায় মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। মিস লিখিত স্থান সকলে লোকের প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণার স্থানে স্থানে, নদীয়ার উত্তর বিভাগ, মিহুরের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব ভাগ এবং তদ্ঘটকবর্ত্তী বাগলপুর ও ভাগলপুর বিভাগ, পাটনার পূর্ব্বাংশ এবং তদ্নিকটবর্ত্তী মুঙ্গের বিভাগ, পুর্ণিয়ার পূর্ব্ব এবং মালদহের উত্তরাংশ এবং দিনাজপুরের [illegible] তাহার উত্তর [illegible] পাবনা [illegible] ঢাকা [illegible] ফরিদপুর [illegible] ত্রিপুরা [illegible] ছোট নাগপুরের [illegible] পালামাউ উপবিভাগে ভীষণ রিলিফ ওয়ার্ক্স আরম্ভ হইবে। কাশীরাজ এবং বাঙ্গড়ার রাজা স্বয়ং হুগলীর লোকদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, সিমলা'র [illegible] কন্যা একত্রে বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই। ইঁহাদের সকলের অভিভাবক অভিশয় বৃদ্ধা। সিমলা'র একজন বাঙ্গালী বাবু ইঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন—এমন কি একেবারে উপস্থিত হন। কলিকাতা প্রতিদিন অপরাহ্নে এক গাড়ী ভ্রমণ করিতে যাইতেন, বাঙ্গালী বাবু প্রতি দিনই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাকে সম্যক্ রূপে নিরীক্ষণ করিতেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন—এমন কি তাঁহার ঘোড়ার লাগাম পর্য্যন্ত ধরিতেন। ইংরাজ কন্যা এই বিষয় অবগত হইয়া কমিশনরের নিকট অভিযোগ করেন। কমিশনর এমনি দুই জন কনষ্টেবলকে উক্ত কন্যা তাঁর পশ্চাতে গোপনে গোপনে যাইতে আদেশ করেন। ইংরাজ কন্যা [illegible] বাহির হইয়াছেন, [illegible] উপস্থিত হইয়া গেটিয়াকে [illegible] ধরিতে লাগিলেন। কনষ্টেবলেরা ধরা [illegible] করে। বিচারে বাবুর [illegible] ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রেমের পথে এত কণ্টক বাঙ্গালী বোধ হয় জানিতেন না।

ষেক্সল টাইমস বলেন, যেমন অনুমান করা গিয়াছিল চাকায় ক্রমে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। নূতন চাউল আমদানী হওয়াতে মূল্য কতক কমিয়াছিল, কিন্তু মজুত চাউলও ফুরাইয়া যাইতেছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইতেছে। আর সমুদায় দ্রব্যই মহার্ঘ কেবল শুক্ত সস্তা আছে।

ত্রিহুতের অন্যতম জমীদার বাবু গিরিধারী সিংহ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ মজুফরপুর কালেক্টরের হস্তে দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। প্রতিনিধি কলিকাতা গেজেটে ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একজন কসাই এই অভিযোগ করিয়াছে। সে বলে সে হাবড়ার কয়েকটী পশু ক্রয় করিয়া বর্দ্ধমান পাঠাবার মাংস লইয়া আসে এই অপরাধে জন্তুসিদিগের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসর টমিয়র সাহেব তাহাকে কারারুদ্ধ করেন, পর দিন প্রাতঃকালে পুলিসের ডেপুটী কমিসনর তাহাকে মুক্ত করেন। এব্যক্তি এক্ষণ অন্যায় করাবিরোধের জন্য টমিয়র সাহেবের বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছে। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে গোলযোগ সহজে মিটিতেছে না।

এবার মান্দ্রাজে ১০০২৮৮৫ একর ভূমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক চাষ করা হইয়াছিল।

মান্দ্রাজে ইহার মধ্যেই পর্ব্বত বাসের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ যাত্রা করিয়াছেন। উঁহারা মার্চ্চ মাসের প্রথমেই যাত্রা করিবেন। লাট সাহেব উৎকমণ্ডে কোন্ বাটীতে থাকিবেন, তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের যদি শাসন কার্য্যে এত আটা থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষ সুখের রাজ্য হইত।

মহিসুরে চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বৎসরে ৪ চারি লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ব্রিটিশ রাজ্যে চন্দন বৃক্ষ জন্মে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

গত সাত মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ২৩৬০২৮৪৪ টাকা মূল্যের ৯১১৬৮০০ হান্দর চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। গত বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ৩০১০৬৮১২ টাকা মূল্যের ১১৬২১৩০৪ হান্দর চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর কতক কম হইয়াছে।

কাবুল নদীর আবীর সিরাজ অঞ্চলীয় রাজধানীর নিকট উচ্চ একটী পর্ব্বতে প্রস্তর খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে।

মৌলবী নাজীর আহমদ নামক এক ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

১২ ই এবং ১৩ ই জানুয়ারি পাটনা ত্রিহুত সারা মুঙ্গীর ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ঢাকা কসিমপুর ও গোয়ালপাড়ার পুষরায় সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পাটনার অর্দ্ধেক রবি শস্য পাওয়া হইবে। পাটনার স্থানে স্থানে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, মজুরের মজুরী দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ত্রিহুতের কোন কোন পল্লীতে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ১লা মে অবধি কলিকাতা হইতে ৫৯০০০ টন খাদ্য শস্য বঙ্গদেশের বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ২২৯০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। উড়িষ্যা ভিন্ন কেবল বঙ্গদেশ (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ধরিয়া) হইতে পূর্ব্বোক্ত তারিখ অবধি ৭৮৫০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে, এবং ১ লা অক্টোবর অবধি ১১০০ টন হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাবেল সাহেবের আস্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশ যন্ত্রণাজনক পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তত শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইতেছে না।

১০ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

এবার কেবল বঙ্গদেশে নয়, শস্য হানি পৃথিবীর অনেক স্থানেই হইয়াছে। সিংহল জাবা ষ্টেট পারস্য ইটলেণ্ড ও আমেরিকা হইতে শস্যহানির সংবাদ আসিতেছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম যে আগামী মার্চ্চ মাসে ২৪ পরগণার জজ মকোর্ট সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া মেম্বাইয়া বিলে ইউরোপীয়েরা সম্মতি দিতে পারে না এবং কয়েক ব্যক্তি উক্ত এসিড দ্বারা বিষয়ের সর্প্প করা যায়।

দাদা ভাই নাউরোজী বড়দায় যেওয়াতে বোম্বাইর কোন কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে চটিয়াছেন তাহার কারণ আছে। কতকগুলি ইংরাজ সিবিলিয়নের এই পদ লাভ করা ইচ্ছা। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ পদগুলি ত ইংরাজেরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, এদেশীয় রাজগণের অধীনে যে দুই একটী আছে আমরা তাহার প্রতি লোভ কেন?

উর্দ্দুগাইড বিস্তর যত্নে শ্রবণ করিয়াছেন কাবেল সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্ত হইতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য হাইকোর্টের দিকে অনুরোধ করিয়াছেন। উহার সত্যতা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

ভারতবর্ষ সংস্কৃত ভাষার মাতৃভূমি, একদা এই ভারতবর্ষে ইহার অদ্ভুত পূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার প্রতি লোকের আর তাদৃশ আদর নাই, যাহাতে সাধারণের শ্রদ্ধা থাকে তাহাদের ইহার উন্নতি করিবার সম্যক ক্ষমতা নাই, সুতরাং ইহা ক্রমে লুপ্ত প্রায় হইতেছে। এখানে ইহার এরূপ দুর্দ্দশা বটে, কিন্তু ইউরোপে ইহা সকল আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় গুরুরা আজি কালি সংস্কৃতের বিলক্ষণ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ড আয়ারলণ্ড স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে হাইকোর্ট আদালত দুই দিবস বন্ধ হইবে। শনিবার খুলিবে।

ট জর টাইমস বলেন, বর্ণিশালে হত্রস্থ খাদ্যদ্রব্য বেষ্টনির নাশনের একটী স্থানীয় রিলিফ কমিটী স্থাপন করিয়াছেন। বেবারেজ সাহেব নিজে যাজ্ঞার টাকা চাঁদা দিয়াছেন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে ২৭৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

[illegible] কাছে যে ডেসপ্যাচ করা হইয়াছিল, তাহাতে এই বিষয়টী অতি সংক্ষিপ্ত ছিল, সম্প্রতি মান্দ্রাজ [illegible] এক টেলিগ্রাম বিস্তৃত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে জানা যাইতেছে যে [illegible] হইতে পারে না। [illegible] করা আইনসঙ্গত

নিউ [illegible] কাস্টমস সংবাদদাতা লিখিয়াছেন। আমীর দুর্ভিক্ষপীড়িত গবর্ণমেণ্টের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার মানস করিয়াছেন ইহা আগে লিখিয়াছেন একজন কাবুলের সৈন্যাধ্যক্ষ কান্দাহার কান্টোনমেণ্টে আসিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাবুলে পাঠান হইবে। অথবা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে তাহা জানিবার জন্য আমীরকে লিখিয়াছেন। তদুত্তরে আমীরের অভিপ্রায় এখনও বলিয়া বোধ হয় না।

পিশিনের [illegible] দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অতি মন্দ সংবাদ পাইয়াছেন সম্প্রতি যে সামান্য বৃষ্টি হয় তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। অবশিষ্ট [illegible] রোদ্রে শুকাইয়াছে। দানা উৎপন্ন হয় নাই, [illegible] সমুদয় এবং ঘর অধিকাংশ স্থান দুর্ভিক্ষের হস্তে [illegible] হইয়াছে। [illegible] অনেক [illegible] চাউল পাওয়া [illegible]

[illegible] লোকের [illegible] নাই বলিয়া [illegible] লোক [illegible] পলাইয়া, [illegible] অভিপ্রায়

প্রদান করিতেছে। আবার কথা যাইতেছে দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থ যে সকল সমিতি আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে যে সকল মহাজন খাটিতেছে উহাদিগকে বিনামূল্যে চাউল দেওয়া হইতেছে না; কিন্তু এটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না। দুর্ভিক্ষের উন্নতি বিধায়ী সমিতি কমীদার প্রজা ও চা করদিগকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইতেছে। [illegible] সাহায্য করিয়া অনেক চাউল আমদানী করি

[illegible] কেশব চন্দ্র সেন [illegible] বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিবেন

১৫ ই মার্চ রাত্রি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৪১ জনের মৃত্যু হয়, ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইতেছে।

১০ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টেশনিয় ৬৭৪৮৩০ টাকা আয় হইয়াছে, গতবৎসর ঐ সময়ে ৪৯৮২৫০ টাকা হইয়াছিল। এ হিসাবে ১৭৬৪৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সংবাদে মরিচের চাউলের বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। চাউল ও মৎস্যই উক্ত দ্বীপবাসিদের প্রধান জীবনোপায়, উহারা ভারতবর্ষের চাউলের উপরেই অধিক নির্ভর করে। এবার বঙ্গদেশে ধান্য জন্মে নাই এই সংবাদ যাইবা মাত্র তথায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রহ্মদেশজাত চাউল মরিসসে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

পোর্ট লুইসে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে। দরিদ্রদিগের কষ্ট দর্শনে ধনবান হিন্দু ও মুসলমান বণিকেরা উহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। দরিদ্রদিগকে চাউল মাংস ও পয়সা বিতরণ করা হইবে

১১ ই মার্চ শুক্রবার।

আফগানিস্তান [illegible] দুর্ভিক্ষ

১৪ ই মার্চ সোমবার।

অবশেষে অমৃতবাজার পত্রিকা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গত বুধবারের ষ্টেটস্‌ম্যানের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সর রিচার্ড টেম্পলকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবার আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থ কার্য্যাদি আরম্ভ ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কাউন্সিল সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন। ডাক্তার লাড নর্থব্রুক এবার সিমলা যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। সিমলা যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন এ নিমিত্ত আমরা লাড নর্থব্রুকের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি বটে, কিন্তু এবার ইহা দ্বারা সাধারণ ধনাগারের অধিক অর্থ বাঁচিতেছে না। গত অক্টোবর মাসে যখন দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই, তখন ১৮৭৪ অব্দের জন্য সিমলা বাসের যাবতীয় বন্দোবস্ত অর্থাৎ বাটী ভাড়া এতদ্ভিন্ন সমুদায় করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে সমুদায় ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, বিভাগীয় আফিসরেরা পূর্ব্ব হইতে যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গাতে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। যাহা হউক, অর্থ বাঁচুক, আর না বাঁচুক, বঙ্গদেশের এই দুরবস্থার সময় সিমলায় গিয়া আমোদ করা অনুচিত, গবর্ণমেণ্টের যে এ বোধ হইয়াছে, ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

১২ ই মার্চ মঙ্গলবার।

আমরা লাড নর্থব্রুকের একটী কার্য্যানুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন এই দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল জমীদার প্রজার উপকারার্থ অর্থ ব্যয় করিবেন, তাঁহাদের যদি যথা আইন গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার অসুবিধা হয় তাহাদের নিকট হইতে ন্যূন লওয়া খাজনা লওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তিনি লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন। [illegible] প্রজার খাজনা [illegible] বিক্রয় [illegible] হইতে [illegible] সাহায্য করিতে

প্রতি একটু সদয় হওয়া কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় তাহাদের খাজনা দিবার যে কঠোর নিয়ম আছে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধগাইড বলেন, যশোহরের অন্তর্গত অমীদার এবং পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ওবেদুল্লা কলিকাতা মাদ্রাসাতে তিনটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন

কশীয়েরা আফগান সীমার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন এবং ইংরাজেরা যাহাই ভাবিয়া থাকুন, কশীয়েরা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

মার্কস ব্রেথার নামক কেপ টাউনের এক জন ধীবর ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী বৃহৎ ধীবর আনিয়াছেন। এটী ওজনে ১৮ হাজার হইবে। ইহার মূল্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অনুমিত হইয়াছে।

ডাক্তার মাকনামারা জয়পুরের রাজার চক্ষুরোগ আরোগ্য করাতে রাজা তাঁহার প্রতি নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। তথায় একটী নূতন হাসপাতাল হইয়াছে সেই গৃহে মাকনামারার একখানি ছবি রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে। অতঃপর ঐ গৃহ "ম্যাক নামারা চেম্বার" নামে অভিহিত হইবে।

সেণ্ট হেলিনা দ্বীপ লইয়া কশীয়ার সহিত ফরাসীয়দিগের যে গোলযোগ হয় সম্প্রতি সেই উপলক্ষে উভয় দলে একটী যুদ্ধ হয়। দুইজন কমিশনর দ্বারা বিবাদের ভঞ্জন হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই জানুয়ারি। বাবু ভুবনলাল মুখোপাধ্যায় সদরের বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বি এম, কক সাহেব মুঙ্গেরে রহিলেন।

১৫ ই জানুয়ারি। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ আর ডনটন কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

টি, ওয়ালটন যশোহরের ও বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ এবং ফরিদপুর ও যশোহরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) কার্য্য করিবেন

হাবড়ার জয়েন্ট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ ঘোষ মুরসিদাবাদে বদলী হইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এচ, এল ডামণ্ড সাহেব তাঁহার অন্যান্য কার্য্য ভিন্ন রেবেনিউ বোর্ডের অতিরিক্ত সভ্যের কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বিয়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি সেলামত আলী কিছু দিনের জন্য মুঙ্গেরে সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু অক্ষয়কুমার সরকার মুন্সী সেলামত আলীর ভ্রমণ কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বিয়াতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য

কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এফ, ব্রাউন সেওয়ানের অতিরিক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, ম্যাকারিক সাহেব ত্রিহুতে বদলী হইয়া মধুবনীর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর টি ই ডেম্পষ্টার কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে বদলী হইয়া চম্পারণের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ব্রবান কিছুদিনের জন্য চম্পারণে বদলী হইয়া বেতিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এম, এফ, বিমস কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে বদলী হইয়া সীতামারির অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে; এণ্ড্রুসন ৮৮৭০ অব্দের ১০ আইন ও সাব্‌সিডারি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, এস, শাউয়াস বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষের ভার পাইলেন।

দারজিলিঙের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি ই গোলডসবেরি পূর্ব্বিয়াতে বদলী হইলেন।

১৪ ই জানুয়ারি। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রকুমার। কিছুদিনের জন্য আহমদাবাদ উপবিভাগ এবং ওভারল্যাণ্ড ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে ভার পাইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। মধুবনী ডিস্পেন্সরির তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শিবচন্দ্র বসু চাতরা ডাক্তারখানার ভার পাইলেন।

সাসারাম ডিস্পেন্সরির তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত মধুবনী উপবিভাগের এবং ওভারল্যাণ্ড ডাক্তারখানার চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

সহকারী কষ্টম কালেক্টর জি, এম ওডিক সাহেব কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ফিনেন্স ডিপার্টমেণ্ট।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই জানুয়ারি। ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ সি টীটলর প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩২২ ধারাতে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আছে, সরাসরি তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই জানুয়ারি। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে সি ডিসি সাহেব ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৩ ১৪৭, ৪১৭ এবং ৪২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই জানুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি এম কক্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সাদত আবদুল্লা কিছুদিনের জন্য ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের ছোটআদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

১৬ ই জানুয়ারি। সিরাজগঞ্জের ছোট আদা

সাহেব প্রতিনিধি জজ অথবা ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন জজ হইবেন। প্রথম শ্রেণীর ছোট আদালতের এবং মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। বাবু অ্যাড্রুজ সাহেব যিনি পর্দ্দরায় সব ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। ডি, এম ডেম্পষ্টর যিনি কিছু দিনের জন্য ছিহুতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

মি রবার্ট যিনি কিছু দিনের জন্য চম্পারণে স্থানান্তরিত হইয়াছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

এম এস ওয়ালিস যিনি কিছুদিনের জন্য ছিহুতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

ডিগ্বস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। ফ্রান্স জর্ম্মনি ও ইটলীর পরস্পর সদ্ভাব সম্বন্ধে যে এক্ষণে অনেক জনশ্রুতি শুনা যাইতেছে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। মিউনিক এবং যে সকল কার্থেজিনা বন্দী মুক্ত হয় তাহার রেপবলিকানগণের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। মিত্রাচারী এলজিরিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। অদ্য ডাবলিন মাসিক রবর্তরি হাজির হইয়াছে

প্রিন্স অব ওয়েলস সম্বন্ধীয় সকল পিলগ্রিমগণ উপনীত হইয়াছেন।

ডচেস্ অব ইয়র্ক অদ্য ডোভর হইতে স্বীক বর্ক লণ্ড অব ফকলন এই ষ্টিমসপের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গমন।

ডাবলিনের অবকাশ হৈয়া, অনুপস্থিত থাকাতে এ চমৎকার সম্পূর্ণ হয় নাই ও ডাবলিনের হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করে কিন্তু তাহা ভগ্ন হয়।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। কলিক তাইমস বলেন যে মেইন ২৮ এ এবং রোম ৪ হইতে ২৯ এ ফিরেসের চাঁড়িয়াছে, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। বাজারে এক্ষণে ডিস্কাউণ্টের হার শক্ত করা ও।

আছে; তাহাই সমস্ত বর্ণনের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। আমার যে সকল বিষয় অনেকেরই অপ্রীতিকর বিষয় বিষ নয়, সোজাসুজি কথা তাহারও উপযুক্ত প্রশংসা করা হইয়াছে। কেবলই প্রশংসা বা কেবলই নিন্দা করা প্রতিপত্তিকা সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে এত দিনে সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা কঠিন সম্ভাবনা নাই। স্বকার্য পক্ষে থাকা বিপক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া চলা যাহার যাহা কি বলে, তাহাতে কর্ণপাত করা সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য। সে সম্বাদ পত্র সম্বাদ পত্রই নয়, যাহা এই সকল বিষয়কে অবহেলন করে, যাহা সভ্যতার বিশেষের পক্ষ সমর্থনার্থ আজ জীবন বিক্রয় করিয়া থাকে। বিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ চিরকাল সমান ধৈর্য্য, সমান গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া সময়ে উপযুক্ত কথাই বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য কাহারই মুখাপেক্ষা করেন না, অথচ পাঠক গণ পরিতুষ্ট থাকেন। পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ ও কাহারই শত্রু নয়। উচিত গুণ দেখিয়াই উচিত মত উৎসাহ পূর্ণ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন। এজন্য এত হুলস্থুল কেন? এজন্য সম্পাদকীয় স্তম্ভে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধাবতারণার কারণ কি? যাহা হউক সম্পাদকদিগের মধ্যে এইরূপ মতভেদ অতি নূতন কখনই প্রীতিকর নয়। সম্প্রতি এই নাটক অভিনীত হইয়া শেষ যবনিকা পড়িলেই সুখজনক হয়।

তাদৃশ লুক ১২।১৭৪ } অনুগত পাঠক।

মহাশয়! বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি নামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের সভাতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার মীমাংসা হইবে কি না? তাহাতে সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ সকলেই কহিলেন যে মীমাংসা হইবে। তাহাতে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া, বিদ্যানিধি প্রস্তাবপূর্ব্বক কহিলেন প্রতিপ্রসব বচন আছে যে "মীমে মেষে বৃষেটব তথা মিথুন কন্যয়োঃ। অতীচারায় দোষঃ স্যাদ্বিপরীতং ফল

লোপজঃ। অন্যচ্চ। কন্যারৃক্ষিকযেষেষু মঘশ্লেচ বধে রুষে। অতীচারেঽপি কর্ত্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃসদা। এই বচন দ্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কন্যা রাশিতে গুরুর অতীচার হইলে লুপ্ত সংবৎসর হয় না। তদুত্তরে এদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ কহিলেন যে ঐ বচন অমূলক বলিয়া স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে বিবাদ করিলেন পরের একটি অমূলক পূর্ব্বেরটি অমূলক নহে। তাহাতে এদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ মূল মাস তত্ত্ব বাহির করিয়া দেখাইলেন যে ঐ দুই বচনই অমূলক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই কথা শ্রবণে ম্লানবদন হইয়া শ্রীচন্দ্র গমন করিলেন।

এস্থান হইতে এক খানি লুপ্ত সংবৎসরের ব্যবস্থা পত্রে পাঠাইব তাহাও আপনকার সোমপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিক করিবেন।

শ্রীরাম তনু তর্কসিদ্ধান্ত।
বর্দ্ধমান।

—·—

মহাশয়। পুটিয়া নিবাসিনী দীন পালিনী রাণী শ্রীযুতা শরৎসুন্দরী দেবীর প্রাতঃস্মরণীয় নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কেবল স্বদেশের উন্নতি ও পরোপকারের জন্য ইঁহার নাম সকলের শ্রদ্ধার স্থল। জ্ঞান সত্যতা যত জিন লাভ করিতেছেন কলম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা পরোপকারার্থ নিয়োজিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ নহি, যদি দেশের একটি লোকেরও তাহাতে উপকার হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। উক্ত রাণী পরোপকারে যেরূপ মুক্তহস্ত সেরূপ (কাশিমবাজার নিবাসিনী দীন পালিনী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন) অতি অল্প লোক এদেশে আছেন। সত্যা সত্য জানিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না, দেশীয় দরিদ্রদিগকে, মাতৃ পিতৃ হীন নিরাশ্রয় বিদ্যার্থীদিগকে, দরিদ্র গ্রন্থকার অথবা সংক্ষেপে বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এবিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইবে। এমন সংবাদ পত্রই বিরল যাহাতে ইহাঁর দুই চারিটি দাতব্যের বিষয় উল্লিখিত না আছে। বাঙ্গালা দেশে এমন জেলা বা বিদ্যালয়ই বিরল যাহাতে ইহাঁর দাতব্যের চিহ্ন না পাওয়া যায়। ইহাঁর কার্য্যালয়ে যিনি এক দিবস উপস্থিত হইয়া দাতব্য সম্বন্ধীয় ব্যয় অবলোকন করেন, তিনিই ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বাঙ্গলা দেশেতে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু কোন্ ধনী কয়টী গো মানবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন? কয়জন দরিদ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিয়া থাকে? কয়জন বিদ্যার্থী তাঁহাদিগের কৃপায় জ্ঞান লাভ করে? এবং কয়জন লোকের সুখ্যাতি সকল লোকে একবাক্য হইয়া প্রতিধ্বনিত করে?

ইহাঁকে কোনরূপ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিবার জন্য প্রায় সকল সংবাদ পত্রই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কর্ণপাত হইতেছে না। যদি সৎকার্য্যের পুরস্কার করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয়, তবে ইনি অপুরস্কৃতা রহিলেন কেন? দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞানদান ও অর্থ দান দ্বারা সুখী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, এবং দেশীয় লোকদিগকে তদ্বিষয়ে কতই উৎসাহ দিতেছেন, যিনি বিনা উৎসাহে এবম্বিধ সৎকার্য্যে অগ্রগামিনী হইয়াছেন, অকাতরে দরিদ্রদিগের ভার বহন করিতেছেন, তাঁহাকে উৎসাহ দান করা কি গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য? দাতার দান উৎসাহ সাপেক্ষ নহে, ইহা মান্য, কিন্তু সদনুষ্ঠানের পুরস্কার চির প্রসিদ্ধ, এবং এই পুরস্কার সৎকার্য্যানুরাগিদিগের দ্বারাই সম্ভব। ইহাতে কেবল দাতার উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরমানন্দ ভোগ করে, এমত নহে। ইহা দ্বারা কৃপণেরাও বদ্ধ হস্ত মুক্ত করিয়া সদ্ব্যয়ের অনুকরণ করে এবং তদ্দ্বারা স্বর্গের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব ইতর

কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশের কোন হেতুই লক্ষিত হইতেছে না।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, যদি সৎ কর্ম্মচারীর উন্নতি করা, সদাশয় ও দয়াবান্ ব্যক্তির সম্মান করা, বিদ্যা বিষয়ক উৎসাহ দাতাকে উৎসাহ দেওয়া এবং সাধারণের হৃদয় যাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকে ভক্তি করা যুক্ত সঙ্গত ও কর্ত্তব্য হয়, তবে ইহাঁর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ও সম্মানসূচক উপাধি পাইবার উপযুক্ত।

১২৮০
২৪ এ পৌষ } শ্রীঃ

—·—

মহাশয়। এবারে আমাদিগের প্রজা বৎসল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন ও করিয়াছেন। কোথায় পুষ্করিণী খনন কোথায় পুষ্করিণীর জীর্ণ সংস্কার, কোথায় মদনদীর মোহানা কাটান কোথায় চাউল প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী উত্তর মদ তীরবর্ত্তী প্রজাবর্গের দুঃসম্বাদ বিষয় যথাকথঞ্চিৎ বিবৃত করিবার বাসনায় নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

এবার দুর্ভিক্ষ এক বিধ নয়, দ্বিবিধ, চাউলের দুর্ভিক্ষ ও জলের দুর্ভিক্ষ। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রথমোক্ত দুর্ভিক্ষটী নিবারণার্থ যে নানা বিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন কিন্তু শেষোক্তটীর বিষয় কিছু ভাবিতেছেন কি? অন্যদেশে পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা সহচর বিহীন, কিন্তু তাহাতেই তৎকালে প্রজা পুঞ্জের হাহা ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া জগৎ কি শোচনীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল ও কত লোক, অকালে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছিল তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? এবার যুগল বেশধারী দুর্ভিক্ষে যে বর্ণনাতীত শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহা বুঝিবার অধিক আয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক আমরা

পক্ষে সেইযোক্ত দুর্ভিক্ষটী যত প্রবল এবং যেটী তত নহে। এ অঞ্চলে চৈত্রম মাসে একটী মহা আঁছে, সেইটীই আমাদিগের জলের একমাত্র সম্বল। কিন্তু অনেক দিন হইল সোহাগা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নদীটী প্রায়ই বিহীন শুষ্ক মধ্য প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে জলের কিঞ্চিৎ গভীরতা ও স্রোত সমুৎপাদিত হয়। যাহা কইক এতদ্দিন তত কষ্ট হয় নাই, বিগত ১৩ দুই তিন বৎসর হইতে গভীরতা নিতান্ত অল্প হওয়ায় ইহার তীরবর্ত্তী প্রজাবর্গকে মাস পর মাই জলকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে নদীতে জলের গভীরতা এতঅল্প হয় যে অধিক স্থানেই এক হাঁটু হইতে এক বুক পর্য্যন্ত জল হয় এবং কোন কোন স্থানে তিন হাতের অধিক জল দেখিতে পাওয়া যায় না। নাইও থাকে তাহাও যদি ভাল হয় তাহা হইলেও সুখের সীমা থাকে না। একে ত এই সঙ্কীর্ণ জল তাহাতে আবার দুর্গন্ধ ময় পঙ্ক, পানা ও কীটে পরিপূর্ণ হয়। এই সময়ে যে যে পল্লীতে দুই একটী পুষ্করিণী আছে তত্তৎ পল্লী নিবাসিগণ সেই পুষ্করিণীর জলে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক পল্লীতে উক্তরূপ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। সুতরাং অধি কাংশ লোকেরই অগত্যা নাক কাণ বুজাইয়া সেই দুর্গন্ধময় কীট পরিপূরিত জলে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। কিন্তু এবার সময় জল হয় নাই, অতএব এৎসর উক্ত মৃত মহে কিছুমাত্র জল দৃষ্ট হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এই মহাতীরস্থ অধিকাংশ লোকেরই জলাভাবে জীবন হইতে, হয় ত অনেককেও মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদিগের একমাত্র ভরসা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট। এ দুঃখ দূর করিবার [illegible]

[illegible] ছাখদুর করা যদি [illegible] হইবে।

প্রজা পুঞ্জের জলকষ্ট দূরীভূত করুন।

জেলা নদীয়া } কস্যচিৎ উপকারস্য
২১।০।৭৮ } স্থানবাসিনঃ।

নদীয়াস্থ নদী।

সন ১৮৭৮ সাল ১৫ ই জানুয়ারি

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	হাঁটু	কটি
চৌয়ালির নীচে	১০	
তথা হইতে ভ-পুর	১	৯
তথা হইতে অধিক ২		
১ মাইলের মধ্যে	২	
অধিপুর হইতে [illegible]		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৮ সালের ১৯ এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	কটি	হাঁটু
	৫	

বহরমপুর } টি, এস, ষ্টকর্ত্তর সি, ই,
২১এ জানুয়ারি } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৭৮ } নদীয়া বিভাগ ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভীমবন্ধু ভট্টাচার্য্য
মালদহ ১০
" দুর্গাদাস আঢ্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা ৫।০
" চন্দ্রশেখর সান্যাল
ফুলবেড়িয়া ১০
" " শিবচন্দ্র চৌধুরী—পাবিরাট ১৫
" " ব্রজলাল সান্যাল—বাঙ্গালপল্লী ১৫
" " যদুনাথ মজুমদার—পাবিরা ১০
" " ঈশানচাঁদ দাস বেরা—চকবেড়ে ১০
" " সত্যচরণ ঘোষ—বড়জাগুলি ১০
চুঁচুড়া পাব্লিক লাইব্রেরি ৫।০
খড়দহ কুলীনপাড়া এসোসিয়েসন ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

আগ্রহ দেখা না পাইলে, সোমপ্রকাশ কাহারই বিনামূল্যে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফঃস্বলে আড়াই সের অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ডুম ডাকের ছাড়ে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চোট, হাণ্ড, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও থানার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মফঃস্বলে বিজ্ঞাপনাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপনাদি দিলে ইহা কারণে তাঁহাকে প্রতি পঙ্‌ক্তি প্রতি বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের কাপি বিজ্ঞাপনের দিবার দিন প্রাতঃকালে [illegible] হইবে।

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ মাঘ। ইং ১৮৭৩। ২ রা ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

প্রমোদিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য, প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে কটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অনূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং ন স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রে য়াধিনী সভার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট নাম ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এনসঙ্কল স্কুলের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষায় ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪৷৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	২	৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দু হষ্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানার পেটী ষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক) ষ্টোরের সিপাই, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন বাদে প্রাতহিম দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেণ্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য সরবরাহের টেণ্ডর গ্রহণ করা হইবে না এবং টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত অন্যান্য সরবরাহের টেণ্ডর বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি লেখা হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা ষ্টাম্পেই হউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেণ্টের পত্র লেখা হইলে

কিম্বা টেণ্ডর আহ্বান না হইলে, সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অত্র নাজের কাছারি ঘরে উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাঁহারা টেণ্ডর দিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

এ, ওয়াকার কোম্পানির
অফিস } অফিসার এণ্ড এ,
তারিখ }

কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্ট।

বিশেষ যত্নের আবশ্যক লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের সম্বাদদাতার সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তক সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা শ্রীরামপুরে আমার নিকটে

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়।)

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ ব্যয় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় তাহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিদিগের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে। ইহা হইতে উত্তর বঙ্গবাসী কি অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। দেশ হইতে সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার করিয়া লইবার কথা, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বন্ধু বান্ধব স্থানে অবস্থিতি করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা সর্ব্বত্র আবশ্যকীয় অর্থাৎ যাহাতে সম্পন্ন [illegible] সুবিধা ও কষ্ট পরিহার [illegible] না হইয়া প্রথম হইতে সাধিত হয় তাহার উপায় করা এতদ্ভিন্ন উচিত মত কার্য্যানুরোধে এই [illegible] বিক্রয় হয়। এতদ্ভিন্ন বিদেশে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি আনিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে পাইবেন, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক মুদ্রিত [illegible] প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর সমস্ত বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন কিন্তু কাহার এতদ্রূপ ভোর সুবিধা নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅমলচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল মহাশয় খাস কাশি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ খাস কাশ, কফ কাশ মূল ও দেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলী কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর মর্ডেলেই জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রভৃতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ [illegible] বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। [illegible] রাজা রামপুরের কুঠিবাটীর নিকট

৭৬ নং বাটী, তিনি আমার বাসা হইতে জানিতে পারিবেন আমার দেখা পাইবেন

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীবর বেদান্ত প্রণীত বিজ্ঞান চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৶০ ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আটটি মতের জীবন চরিত আছে। কেহ চাহিলে ঐ ৸০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানক গ্রন্থ দ্বারা কলিকাতা বহুবাজার ডিস্পেন্সারি যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য অগ্রিম প্রাহকদিগের পক্ষে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে এক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ ছিন্ন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০ তিন আনা। সকল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বর্ম্মা।

—:০:—

মেদিরিয়াঘাতক পুটিকা
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেদোরিয়া জনিত রোগ, অজীর্ণ, পুরাতন বিষম, অম্লাম্লোদ্গার, পেটফাঁপা এবং অন্যান্য কুইনাইন ঘটিত অন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মূল্য ১২ পুটিকা ।০ চারি আনা।

বিস্তারিতরূপে রোগ ও রোগ [illegible] ঔষধের ব্যবহার লিখিয়া [illegible]

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

টটানী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।

ইংলণ্ডে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ প্লেইন টাইল ইট।

কয়ার ব্রিক।

কয়ার ফ্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ক লকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } যবণ এণ্ড কোং।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শালের ফাণ্টলিং আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফীট ৬ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭½ ফীট ঃ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত ফ্যাণ্টলিং সকল কণ্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনী পুরে পোহাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রাতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারকারীদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর
৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } জেমস কিথার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কমাই ডিবিজন

নূতন মুদ্রিত।

কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপরা পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী থেকর স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে, স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

দোমপ্রকাশ।

২১ এ মাঘ সোমবার।

যাহা করিবার সময়রূপে করাই উচিত।

এখানকার সকল সংবাদ পত্রই রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং টাইমস প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান পত্রও সেই পরামর্শ দিতেছেন; সকলেই বিপদের আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু যাঁহার হস্তে সেই লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন রক্ষার ভার সেই লার্ড নর্থব্রুক আজিও কেন সেই অনুরোধ পরামর্শ ও ব্যাকুলতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না? তিনি অদ্যাবধি যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাতে যে যে প্রকার কার্য্য হইতেছে পাঠকগণের অনেকে তাহা বিদিত আছেন। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। (১ ম) পবলিক ওয়ার্ক আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ও শ্রমজীবিদিগকে শ্রম ও অন্ন যোগান, (২ য়) রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া ও অর্থ সাহায্য প্রভৃতি করিয়া দেশীয় বাণিজ্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করা (৩ য়) ব্রহ্মদেশ, কটক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যের আমদানী করা। লার্ড নর্থব্রুক আপাততঃ এই তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ত্রিবিধ উপায়ের কোনটীই আশানুরূপ ফল প্রসব করিতেছেনা। প্রথমতঃ শোণ খাল, গণ্ডকের বাঁধ উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা এক প্রবেশে বন্ধ; সুতরাং তদ্দ্বারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ নিবারণের আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শস্য আমদানী করিতেছেন তদ্দ্বারাও বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ গবর্ণমেণ্ট কতই শস্য সঞ্চয় করিবেন? অদ্যাবধি যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহাতে দুই এক মাসের অধিক চলিবে কি না সন্দেহ। আবার যে কিছু শস্য আমদানী হইতেছে তাহা বণ্টন করিবার উপায়াভাবে যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্টকে শস্য সংগ্রহে ব্যস্ত দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত করিবার ভয়ে রপ্তানী বন্ধ করিতে চান নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এক দিকে যেমন গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় আরম্ভ করাতে

দেশীয় বণিকেরা অধিক লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া অপর বণিকদের ন্যায় সকল বস্তুই বর্ত্তমান মূল্যে ছাড়িয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি গাড়ি নৌকা প্রভৃতি অধিকাংশ যান গবর্ণমেণ্টের নানা বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তাহারা ছলে কৌশলে ইচ্ছানুরূপ পণ্যাদি প্রেরণ করিতে পারিতেছে না। অনেক আড়তদারের গোলাতে যথেষ্ট চাউল পড়িয়া রহিয়াছে। উক্ত আর দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ পণ্য প্রেরণের অসুবিধা ঘটাতে দুর্ভিক্ষের একশেষ হইয়াছিল। অসময়ে যে কিছু পণ্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা প্রায় থাকিতে সেই হতভাগাদিগের নিকট পৌঁছিল না। আমাদের বোধ হয় এখন গবর্ণমেণ্ট যদি তৎপ্রদেশীয় গাড়ি নৌকা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া নিজের পণ্য প্রেরণের অন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অপর বণিকেরা সেই সেই স্থানে পণ্যাদি লইয়া যাইতে পারে।

এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্ট আপনা আপনি রপ্তানী বন্ধ হইবার যে আশা করিয়াছিলেন তাহাও ঘটিতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান মূল্যে শস্য ছাড়িতেছে, সুতরাং বাজারে তত মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে না এবং রপ্তানীও বিলক্ষণ চলিতেছে। বাজারে শস্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াই দেশে কত শস্য আছে তাহার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বাজার সে সম্বন্ধে প্রতারণা করিতেছে। লোকে মনে করিতেছেন যখন বাজারে শস্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি হইতেছে না, তখন বোধ হয় সেরূপ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা হইবে না। ইহা মনে করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই রূপে হয় ত দেখিতে দেখিতে কিছু শস্য রপ্তানী হইয়া যাইবে এবং অবশেষে বিপদ উপস্থিত হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় এখন যদি গবর্ণমেণ্ট আংশিকরূপে কার্য্য করেন তাহা হইলে অনিষ্ট ঘটনারই অধিক সম্ভাবনা। যদি বাণিজ্যের স্বাধীন কার্য্যের ব্যাঘাত অধিক যুক্তিসঙ্গত না হয়, সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। অথবা যদি প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হয় এবং এক মাত্র বাণিজ্য রূপ উপায় যদি সে পক্ষে যথেষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়, তবে আর কতক বাণিজ্যের হস্তে কতক নিজের হস্তে এরূপ আংশিকরূপে কার্য্য করিয়া উভয় পক্ষের ব্যাঘাত করিবার প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট সাহসপূর্ব্বক যাহা করিবার নিজে করুন। অথবা এত লোকের অন্নের সংস্থান করিতেছি, দেশীয় বণিকেরা অবশিষ্ট লোকের অন্নের সংস্থান করুন, দেশের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা এক ভাগ অর্থ সাহায্য করুন আমরা দুই ভাগ দিতেছি এরূপে ভাগাভাগি করিয়া কার্য্য করিতে গেলে কেবল কালবিলম্ব হইবে এবং অবশেষে লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের শিরে অর্পিত হইবে। যদি জাতি সাধারণ দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের লাভ বা ক্ষতি গণনা না করা অনুচিত, না হয় তবে লাভ লক্ষ্যকে আর সে গণনা করিবেন না। যখন শিমলা গমন স্থগিত করিয়া সেই পাঁচ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণকে অন্নদানে প্রেরণ করিতে নিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তখন আর অর্থ [illegible]

[illegible] লোকের মনে [illegible] সম্পন্ন ব্যক্তিদের [illegible] ও তাহাদের [illegible] বিষয়ে [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] ও

দেশীয় লোকদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষ করিতে পারেন, আপনাদের সদ্ভাব দ্বারা অপরের সদ্ভাবের উদ্দীপন করিতে পারেন, এবং আপনাদের সুরুচি প্রদর্শন করিয়া স্বজাতির রুচি কিরাইতে পারেন, তাঁহারা যে দেশের একটী প্রকৃত এবং মঙ্গলোপকার সাধন করেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণী প্রভৃতির চিন্তাশক্তির যে এত উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতা ও সুরুচির এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? সেই সকল স্থানের গ্রন্থকারদিগের চেষ্টা ও অধ্যবসায় কি তাহার প্রধান কারণ নয়? লর্ড বেকন সার আইজাক নিউটন বেন্থাম ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি এক একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইংলণ্ডের চিন্ত, ভাব রুচি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলিলে হয়। এক বাইবেল গ্রন্থ ইংলণ্ডে কত পরিবারের ধর্ম্মনীতি পরিষ্কার করিয়াছে, কত ব কির স্বার্থপরতা অহঙ্কার প্রভৃতি চূর্ণ করিয়াছে, কত লোকের মনে সাধুভাব উদ্দীপন করিয়াছে। বাস্তবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের লেখনী দিব্য মন্ত্রের কার্য্য করে। এক একটী কথাতে রাশি রাশি লোকের চিন্তা ও প্রবৃত্তির স্রোত ফিরাইতে পারে। এক একটী কথাতে নিজের হৃদয় স্থিত ভাব পাঠকগণের হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিতে পারে। এই জন্যই দেশের প্রকৃত হিতৈষী মাত্রেই দেশীয় সাহিত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে একটী বিশেষ কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যের আশানুরূপ উৎকর্ষ সাধন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ভিন্ন সাহিত্যের গঠন ও উৎকর্ষের আশা করা যায় না। কেবল প্রতিভাশালী হইলেও হয় না। তাহাদের চিন্তা শক্তি পরিষ্কৃত ও রুচি সুমার্জ্জিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সাহিত্য দেশের উন্নতির হেতু না হইয়া অধোগতিরই কারণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে যাঁহারা দেশের মধ্যে প্রতিভাশালী বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। বোধ হয় ইংরাজী চিন্তা শাস্ত্রের আলোচনা ইংরাজী ভাষা রসের আস্বাদন ইংরাজী ইতিবৃত্তের অনুশীলন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা মনে মনে ইংরাজদিগের সম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙ্গালাতে লিখন পঠন করা তাঁহাদের পদ ও সম্ভ্রমের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা বাল্যকাল হইতে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা করাতে ইংরাজী ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। যে কারণেই হউক দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সচরাচর বাঙ্গালার অনাদর করিয়া থাকেন। এই কারণে যাঁহারই কিছু বলিবার থাকে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, এবং কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অবয়ব গঠনের জন্য পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের যত দূর বিদ্যা বুদ্ধি তত দূর সেই কার্য্য সাধন করেন। তাঁহাদের চিন্তা শক্তি নাই, দেশের লোকদিগকে কিরূপে চিন্তা করিতে শিখাইবেন? পরিষ্কৃত রুচি নাই সুতরাং কিরূপে অন্যের রুচি পরিষ্কার করিবেন? তাঁহারা দেশের লোকদিগের প্রতি দিনের আহারের জন্য ভুসি যোগাইতে থাকেন এবং নিরীহ পাঠকগণ দিন দিন সেই ভুসি আহার করিয়া আরও নির্ব্বোধ ও চিন্তাশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। যে জাতির ভাবিবার কিছু করিবার কিছুই নাই, তাহার সাহিত্যেই কেবল অপদার্থ নাটক ও অরুচিজনক উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেশের লোক যেন নিদ্রিত থাকিয়া নাটক ও উপন্যাসের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাটক কিম্বা উপন্যাসে যে কোন কার্য্য হয় না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; প্রতিভাশালী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে ইহাই অশেষ উপকারের হেতু হয়।

আমরা যে উদ্দেশে অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহা এই—দেশের সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইলে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে অগ্রসর হইয়া যে পথ দেখাইয়াছেন অন্য ক্ষমতাশালী লেখকদিগেরও সেই পথের অনুসরণ করা উচিত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে ম্যাগাজিন লিখিতে গিয়া ইংরাজ সমাজে তিরস্কৃত ও অপদস্থ হইতেছেন কিন্তু বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতেছেন, শত শত দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতেছেন এবং বঙ্গভাষার ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। ইংলণ্ডে যেমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, গ্রন্থ প্রণয়ন করা ও সাহিত্যের উন্নতি করা তাঁহাদের জীবনের কার্য্য, সেইরূপ আমাদের দেশেও যদি এক শ্রেণী উপযুক্ত লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন, দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। যদিও সাহিত্যের আলোচনা উপজীবিকার দ্বারা স্বরূপ হইতে

পাবে এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না, কিন্তু কত দূর সে যাইবার আগে বিশেষ বিবেচনা করিবার দেশের লোকদিগকে উহা করিবার সেই এক মাত্র উপায়।

যখন আসিয়া যেলওয়ে।

ইংলণ্ড এতদিন নিশ্চিন্তমনে আরাম উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েকটী বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন অস্তিত্ব আদৌ ছিল না, কয়েকটীদিনের পত্র ব্যবহারের পর রুশীয়া ইংলণ্ডের মস্তিষ্কস্বরূপ হইয়া পরিগণিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের জন্য এখনে ইংলণ্ডের আর কাহারও হইতে ভয় নাই, রুশীয়াই এখনে ভয়ের কারণ হইয়াছেন। রুশীয়ার যে ভারতবর্ষের প্রতি লোভ আছে, এ সংবাদ ইংলণ্ডের ও এখনে সকলেরই হইয়াছে। এরূপ সংস্কার অধিকার বিলক্ষণ কারণও আছে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা যে রুশীয়ার ইচ্ছা পদে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রুশীয়া ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। খিবা জয় করিবার পর অবধি ক্রমে কাস্পিয়ান সমুদ্র ভারতবর্ষের দিকে চালিত হইতেছে। তাঁহারা আস্ক্রাবাদের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় বাটী প্রস্তুত তমির্দ্দাশ কার্পেটসেনেট প্রস্তুত সৈন্য সংস্থাপন দ্বারা ঘাটের সুবিধা সকল বন্দোবস্ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে গুপ্তচরদ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে। মধ্যে কাবুলে আমীর এক প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। কাবুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। আমীরের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু বৃদ্ধি হইয়াছে, সর্দারেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র [illegible]

দেখিতেছি আছেন। ইংলণ্ডের [illegible] করিবেন কি না কে বলিতে পারে? আমীরের রাজ্যের এইরূপ। তাই রুশীয়ার অতীত সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল সন্দেহ নাই। তবে এখনে তেমন রাস্তাঘাটের সুবিধা নাই যে রুশীয়া আফগানস্থানের সীমা হইতে সাজা হাতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যখন সে সুবিধা হইবে তখন রুশীয়া হইতে শত গুণে ভয় বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সেই সুবিধার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। বারণ্ ডি লেসেপ্সের পুত্র এম্, ফিডিনাণ্ড ডিলেসেপ্স এখনে আসিয়াছেন। মারণ্ ডি লেসেপস্ লোহিত সাগর হইতে একটী রেলওয়ে বাহির করিয়া উহা সমুদ্রতীরস্থ রুশীয় রেলওয়ের সহিত সংযোগ করিবার যে প্রস্তাব করেন, অস্ট্রিয়ার খালসম্বন্ধীয় গবেষের সহিত মিলিয়া তাহা উদ্ঘোষণা করিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। এই রেলওয়ে দ্বারা ফ্রেট বিষয়ের যে অনেক সুবিধা হইবে এটী তিনি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মারণের মনের কথা কি কে বুঝিতে পারে? ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ বলের অনেকে এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। এ রেলওয়েটী হইলে যে আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে রুশীয়ার আক্রমণের আশঙ্কা করিতে হইবে, ইংলণ্ডের অনেক এই কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, এই রেলওয়েটী দ্বারা রেলের বিশেষ গণনা করা যাইতেছে, ইহাতে লাভেরও বিলক্ষণ আশা আছে। এ রেলওয়েটী হইলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে। রুশীয়া রেলওয়ের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, রেলওয়ে দ্বিতীয় যে একটী রেলওয়ে করিয়াছেন, [illegible]

[illegible] করিবার জন্য রুশিয়া সমুদ্রে সম্মত হইবেন; কারণ তাহাতে তাঁহার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। অধিকন্তু আসিয়াতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য রুশিয়া বহুদিন প্রস্তাব করিতেছেন। বাণিজ্যের আধারস্বরূপ করিবার অপরাপরেই রেলওয়ের অভাব বিশেষ। এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে তাঁহার সেই বাণিজ্যের সকল প্রকার সুবিধা ঘুচিয়া যাইবে। কেবল মাত্র তাহা নহে, এখন তিনি খুব বাধা পরিপূর্ণ চক্রমধ্যে ভারতভূমির অনেক দূরে পড়িয়া আছেন। এই রেলওয়েটী হইলে তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া আফগানস্থান ভারতবর্ষের বাণিজ্যের [illegible] হইতে পারিবেন। [illegible] এই কারণে রুশিয়ার আশা সেই রেলওয়ের [illegible] ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এখন [illegible] রুশিয়ার বাণিজ্য [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] কথা বলিতে [illegible] পরিচালনের [illegible]

আসাতে ইংলণ্ডের বাজারে নীত হইত। ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা ইংলণ্ডের বাজার হইতে উচ্চ মূল্যে সে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এই রেল ওয়ে রূপ দ্বার উন্মুক্ত হইলে আর ভারতবর্ষ দূরে থাকিবে না। শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ করার ন্যায় আর ইংলণ্ডে বাজারে গিয়া ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে না। রুশিয়া অষ্ট্রিয়া ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই এই দ্বার দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং ইংলণ্ডের সহিত সমকক্ষ রূপে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কারণ এখন বাজারে অপর ক্রেতার সংখ্যা অধিক না হওয়াতে ইংরাজ বণিকেরা আপনা দের মনোমত দরে ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু তখন অন্যান্য জাতীয় বণিকেরা বাজারে উপস্থিত হইলে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং সেই পরিমাণে ভারতবর্ষের ধন ধান্য পরিশ্রম সভ্যতা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইবে। ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যার দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় এই, এক্ষণে ইংলণ্ড আসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্বর্ণমেণ্ট বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্যদিগের সভায় তিনি এক মাত্র মুরুব্বী, সুতরাং তিনি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। আসিয়ার অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ডকেই এক মাত্র সভ্য ও প্রতাপশালী জাতি মনে করে, কারণ অন্য কোন জাতির বিষয় তাহারা অধিক জানে না; এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে সে অজ্ঞতা ঘুচিয়া যাইবে, সুসভ্য ফরাসি পরাক্রান্ত অষ্ট্রিয়া ও সমৃদ্ধিশালী রুশিয়া ইহাদের কথা আসিয়াবাসিদের কর্ণগোচর হইবে এবং হয় ত ইংলণ্ড যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা হারাইতে হইবে।

যে কারণেই হউক ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যাপূর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার আমাদের কখনই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না, যে ব্রিটিশ জাতি ইউইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া প্রথা উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যকে স্বাধীন ও মুক্ত করিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের উন বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা ভাল দেখায় না। কেহ কেহ বোধ হয় বলিবেন, ইংলণ্ডের এরূপ নীচ বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব, আমরা তাঁহাদিগকে একটী ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই করাসিদিগকে কিরূপ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে এক রাজার আশ্রয় হইতে অপর রাজার আশ্রয়ের অনুসরণ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সুস্থির হইয়াছেন তাহা কি তাঁহারা জানেন না? ফ্রান্স সে সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে তন্ত্রপ্রায় না হইলে শীঘ্র সে বিবাদের মীমাংসা হইত না। এমন কি লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় রাজাদিগের সহিত "সবসিডিয়ারি এলায়েন্স" নামে যে সন্ধি করিতেন তাহার মধ্যে একটী মূল কথা এই থাকিত যে, তাঁহারা করাসিদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। এত করিয়া যে একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে আজি তাহার অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলে কি সহ্য হয়? ইংলণ্ডের দ্বিতীয় আপত্তি শিশুপ্রকৃতির ন্যায় বোধ হয়, অন্য শ্রদ্ধার উপযুক্ত লোক আসিলে আমার শ্রদ্ধা যায়, সুতরাং অন্যদিগকে আসিতে দিব না, ইহা অতি অর্ব্বাচীনের কথা। একজন একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার অপেক্ষা বিদ্বান ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোকের সহিত আলাপ হইলে তাঁহার গৃহিণী আর তাঁহাকে মান্য করিবেন না, সুতরাং ইচ্ছা নয় যে তাঁহা অপেক্ষা উন্নত কোন ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সহিত পরিচিত হন। আমরা শুনিয়া ও তাঁহার ভয় দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যার যে দ্বিতীয় কারণটী প্রদর্শন করা গিয়াছে তাহা এইরূপ উপহাসের বিষয় নহে। ইউরোপে যেমন "ব্যালান্স অব পাউর" আছে অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য আছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির অধিকার ও সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে; তাহার অতিক্রম করিলে সকলের বিরক্ত হইবার কারণ আছে, কেহ বলিতে পারেন না যে রুশীয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়ার সেই ব্যালান্স অব পাউর নষ্ট করিতেছেন। আসিয়াতে বিশেষ মধ্য আসিয়াতে তেমন কোন ব্যালান্স নাই। মধ্য আসিয়ার অর্দ্ধসভ্য জাতিরা যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ হত্যা প্রভৃতি দ্বারা সেই সকল প্রদেশকে শান্তিশূন্য ও মনুষ্যের বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদিগকে দমন করিয়া নিয়মিত সীমার মধ্যে আনয়ন করা ও একটী শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা মনুষ্য জাতির কল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইংলণ্ড পারেন করুন রুশীয়া পারেন করুন। আমাদের বোধ হয় ইংলণ্ড ও রুশীয়া উভয়ের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ উভয়েই আসিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন। এত কথা বলার পর আমরা যে প্রস্তাবিত রেল ওয়ের পক্ষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

—:০:—

ভারতের দুর্দ্দশার কারণ কিসে?

ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এবং মনুষ্য জাতির জীবনে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সকল বিষয়ে এই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় বালক কালে মনুষ্যের ন্যায়

ন্যায় জ্ঞান থাকে না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হয় না; সুতরাং নিজের বিশেষ কামনা ও সেই কামনার পরিতৃপ্তির পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক সহ্য করিতে পারে না, যাহা লইতে ইচ্ছা হইল তাহা লইব, তাহাতে আমার অধিকার আছে কি না, লইলে কাহারো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না, শিশু সে বিবেচনা করে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই স্বার্থপরতা অন্তর্হিত হইতে থাকে। তখন এই মর্ত্ত্য লোক যাদি অপর প্রাণিদিগের অধিকার কামনা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং মনুষ্য সেই সকল চিন্তার দ্বারা নিজের কামনা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে থাকে। বালক কালে নিজের পরিতৃপ্তিই মনুষ্যের শাস্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ উপদেষ্টা থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যকে উন্নত শাস্ত্র ও উন্নত উপদেষ্টা দেখাইয়া দেয়। বালককালে মনুষ্য একটী সামান্য ক্রীড়নককে সুখদুঃখভোগী জীবের ন্যায় প্রীতি ও সহানুভূতির পাত্র মনে করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের প্রীতি ভক্তি তদপেক্ষা উন্নত পাত্রের দিকে ধাবিত হয়। মনুষ্য সমাজেও ঠিক এইরূপ। মনুষ্য সমাজের বাল্যকালে স্বার্থপরতাই মনুষ্য সমাজের শাস্ত্র ছিল এবং ইন্দ্রিয়গণ উপদেষ্টা ছিল। কিন্তু যতই মানবজাতির বয়স বৃদ্ধি হইতেছে যতই সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই জ্ঞান বিবেক ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যকে উন্নত পথ দেখাইতেছে। আর নীচ নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র পক্ষ মানবজাতির হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। যেন এক এক যুগে এক এক পদ করিয়া জগৎ উন্নত ধর্ম্মনীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর্য্যের অসভ্য অবস্থায় ক্ষমতাশালী কিম্বা পরমপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা [illegible] আমাদের ইচ্ছা এ মত নিয়মিত হইত। কিন্তু এখনে ক্রমেই মানবের মত স্বাধীন চিন্তা দেখের ইচ্ছা ও মত নিয়মিত হইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ হয়, যেন মনুষ্য সমাজ কোন এক অদৃশ্য স্রোতের বলে কোন এক অদৃশ্য নিয়তির দিকে নীত হইতেছে। পূর্ব্বে যে জাতি বৈরনির্য্যাতন করিতে সমর্থ হইত তাহারই গৌরব হইত, কিন্তু ক্রমে এমন দিন আসিতে যখন যে জাতি শত্রুর অত্যাচার নিবারণ মাত্র করিয়া ক্ষমা করিয়া আসিতে পারিবে তাহারই মূল জগতে শীর্ষ হইবে তাহার সাক্ষ্য আমেরিকানিয়ার যুদ্ধ যে জাতির বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা আজিও বলবতী তাহার আর্য্যম অদ্য অস্তাচলে যায় নাই। এ স্পৃহার উচ্ছেদসাধন ভারতবর্ষের পরিত্রাণ হইবে না। বিখ্যাত এমারসন বলিয়াছেন "যদি ইংলণ্ডকে পদতলে ফেলিতে চাও তবে যে সময়ের মধ্যে ইংরাজ কামারেরা ঘৃণা বা হাতুড়ি মারে, সেই সময়ের মধ্যে তোমরা পাঁহ বা মারিতে শিক্ষা কর"। আমরা বলি, ভারতবর্ষ যদি জগতে সাম্য গণ্য জাতি হইতে চাও, উন্নত চিন্তা, উন্নত ধর্ম্মনীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। চরিত্র দ্বারা ইংরাজ দিগকে লজ্জিত করিতে আরম্ভ কর, কাহার সাধ্য অধিক দিন তোমাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া রাখে? কাহার সাধ্য অধিক দিন তোমাদিগকে স্বাধীনতা বঞ্চিত করিয়া রাখে? তোমাদের বাহুবল না হয় অন্য অনেক জাতির বাহুবল সে বিষয়ে সাহায্য করিবে।

দেশীয় লোক।

সুলভ মাত্রেই জানেন, পরিবারের মধ্যে কোন ঘৃণনীয় প্রথম কাল আসন্ন হইলে গৃহস্বামিনীকে কত চিন্তিত হইতে হয়। ডাক্তারেরা [illegible] ঘটান, কত [illegible] [illegible] [illegible]

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে এই কয়টী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক। (১ম) কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (২য়) কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (৩য়) কিরূপ লোকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইবে—প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সময়ে যে শ্রেণী ধাত্রীর কার্য্য করে সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিলে অল্পের কল লাভ করিবার আশা করা যায় না। কারণ বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদিগকে কিছু লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। দুই চারি বৎসর ক, খ, প্রভৃতি পড়াইতে হইবে। তাহার পরও তাঁহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহা ভিন্ন ত আর উপায়ও দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত ভদ্র অথচ দুঃস্থ পরিবারের অনেক নিরুপায় স্ত্রীলোকে এ উপায়ে জীবিকার পথ পাইতে পারেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে সম্মত হইবেন না। বিশেষ ধাত্রীর কার্য্য হিন্দুসমাজে অতি নীচকার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়। আপাততঃ সে কার্য্যে বোধ হয় কোন ভদ্র মহিলাই অগ্রসর হইবেন না। কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগের জন্য মর্ম্যাল স্কুল করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বড় বড় বৃত্তি স্থাপন করিয়াও ছাত্রিদিগকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। অতএব দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মিডওয়াইফরি ওয়ার্ডটী একটী স্বতন্ত্র বাটীতে লইয়া যান এবং সেই বাটীর তত্ত্বাবধানের ভার মিস সিলির ন্যায় আমেরিকা হইতে সদ্যাগত কতকগুলি স্ত্রীচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করুন। এই বাটীতে দাইদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহারা প্রতিদিন ওয়ার্ডে প্রসব কার্য্য এবং প্রসূতি ও নবজাত শিশুর চিকিৎসাদি দর্শন করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যত দূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইবে। এই রূপে কার্য্যারম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীর উন্নতি হইতে পারে।

বিবিধসংবাদ।

১৪ ই মাঘ সোমবার।

গত ইংলিস মেইল ছাড়িবার পূর্ব্ব সপ্তাহে হোম গবর্ণমেণ্ট সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য ২০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক এবার সিমলা যাওয়া বন্ধ করিবার সংকল্প করাতে মিস মেরিও শ্রীমতকাল কলিকাতায় অতিবাহিত করিতে পারিবেন না বলিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তথা যাইতেছে লার্ড নর্থব্রুক সমুদায় গ্রীষ্মকাল কলিকাতায় কাটাইতে পারিবেন না, দুই এক মাস অন্ততঃ নীলগিরিতে অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তিনি একাকী যাইবেন, কেবল গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটারি ও তাঁহার নিজের অনুচরগণ সঙ্গে থাকিবেন। পর্ব্বত বাস কি আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের দৌত্যাত হইয়া উঠিয়াছে?

আমাদিগের সিমলাস্থ সহযোগী বলেন কলিকাতার ইন চিফ এবৎসর ও সিমলায় যাইবেন। আজুটাণ্ট জেনরলের আফিসও বোধ হয় তথায় থাকিবে। গবর্ণর জেনরলকে এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় কিছু অধিক দিন থাকিতে হইবে কিন্তু তাঁহার সিমলা না যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। সহযোগী যদি সিমলার পাহাড় হইতে বঙ্গদেশের নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আইসেন কারণ দেখিতে পান।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম হরি ভদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ বরিশালে যে একটী কমিটী হইয়াছে, তাহার প্রসিদ্ধ জমীদার অন্নদাপ্রসাদ বাবুর দুই পুত্র ও দেবনারায়ণ উহাতে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাঙ্গীয় তরি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, বরদসিংহে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। বাবু আশুতোষের ন্যায় জমীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আমাদিগের ইচ্ছা। যেমন পিতা পুত্রও সেইরূপ হইয়াছেন।

১৫ ই মাঘ মঙ্গলবার।

কোন্নগরে তরিশ্চন্দ্র ঘটকের বাটীতে ভয়ানক তাকাতি হইয়া গিয়াছে। তাকাতেরা প্রায় ৮ আট হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। যে বাক্সে অলঙ্কারাদি ছিল তাহাতে কোম্পানির কাগজও ছিল, কিন্তু কাগজগুলি লইয়া যায় নাই। যখন তাহারা প্রবেশ করে তাঁহারা কোন দিকে যায় দেখিবার নিমিত্ত বৃহদ্বারী তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, তাকাতেরা দেখিতে পাইয়া লাঠিদ্বারা তাঁহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি এক্ষণে শ্রীরামপুরের হাসপাতালে রহিয়াছেন, তাঁহার জীবন সংশয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ই, বি, সটক্লে সাহেব অনুসন্ধানার্থ প্রাতঃকালে ঐ স্থানে গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত উলবুর নামক স্থানে একটী স্ত্রীলোক এক কালে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তান কয়টী জীবিত আছে। ইংলণ্ডে কোন দরিদ্র স্ত্রীলোক এরূপ প্রসব করিলে রাজ্ঞী তাঁহাকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

শ্রীরামপুর ও তৎসন্নিহিত কয়েকটী পল্লীর অধিবাসিগণ ভদ্রতা কমিশনরের নিকট সরস্বতী খাল খননের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। এটী করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে আপাততঃ দরিদ্রদিগের সাহায্য হইবে, এবং পরেও এই খালদ্বারা লোকের যথেষ্টোপকার সাধিত হইবে।

অধিষ্ঠা "কল্পিপত্র লাজিরালী" আছ ছিত একখানি পত্র পাঠাইয়াছি। পত্রপ্রেরক গণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, রাকৎপুরের রাজা রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ডাউল ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেছেন। আমরা রাজেন্দ্র বাবুর এই সদনুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু আমরা শ্রুতিগোচর করিলাম, তাঁহার এই সদ্ভাবে ডিক্ত রসাবাদার পরিমাণ করিতে পারিলাম না। রাজেন্দ্র বাবু কত ডাউল ক্রয় করিয়া কোন দরিদ্রকে বিতরণ করিতেছেন উক্তপত্রে তাহা কিছু লিখিত হয় নাই।

১১এ জানুয়ারি পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বিষ লিখিত স্থানসমূহে ডাউল টাকায় ১৭ সের বিক্রীত হইতেছে। সাহেবগঞ্জ ভিন্নপাহাড় সুন্দরো পাকুড় দলবাদী রামপুরহাট সিঙ্গিয়া মাদোপুর বোলপুর বিরিয়া এবং জীয়কয়া।

রেঙ্গুনের বাজারে প্রচুর পরিমাণে চাউল আসিতেছে। ৭ই জানুয়ারি তথায় অন্য কোন সংবাদ আসিবার পূর্বে ৪০ হাজার বস্তা চাউল কলিকাতায় আইসে। অন্যান্য অনেক আহাজও ঐ সময়ে রেঙ্গুন হইতে ছাড়িয়াছিল।

বোম্বাইয়ে ছাতা প্রভৃতি ও বস্ত্র বয়নের জন্য আর দুটী কোম্পানি হইয়াছে।

রাজপুতনার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে দেখিলে বোধ হয় বঙ্গদেশে যায়, রাজপুতনাতেই দুর্ভিক্ষ হইবে।

বোম্বায়ের কর্পোরেশনের অধীন অধিবাসীদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন। কমীশনেরা তাঁহাকে তথায় থাকিতে বলিয়াছেন।

সম্প্রতি কাবুলের আমীর কোহাটপুরে একব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দেন। ঐ ব্যক্তি একিবর সমারখন্দ কমীশনর গবর্ণরের চোকর করে। গবর্ণর আমীরকে এসিদ্ধির কথা পূরণ করিতে বলিয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যেন এরূপ কর্ম না করিতে আজ্ঞাও বিধান করা হয়। আমীর এরূপ সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলাম

আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে উপ-ডাকার ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

গত শনিবার মঁতৌলুরে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রবিবার প্রায় সমস্ত দিবস আষাঢ়ের ন্যায় বর্ষণে বৃষ্টি হইয়াছে।

জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের উপরে যে সকল বিল করেন তাহাতে ৯২২৯৩৭০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন আমীরের জেলালাবাদ গমনের সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন না। তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষ হইতে মুলবাচ্চা না পাইলে তিনি জেলালাবাদে যাইতে পারেন না। সকলে বলিতেছেন, আমীর আদৌ জেলালাবাদে যাইবেন না; তাহার কাবুলের শাসন ভার আমাকেও হস্তে দিয়া যাইতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। আমীর আপি সর্দার পুত্র এবং আমীর আকবরখাঁর ভ্রাতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেন তাহাতে আকবাদিস্থানের যাবতীয় সর্দার ও খাঁ আমীরের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। আকবাদ সর্দারেরা যে আমীরের প্রতি অনুরক্ত নয় এটী তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, আমীরের শত্রু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, উত্তর বেহারের চা-করেরা ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর খ্রিষ্টিয়ান লোক দশ্য ক্রমার্থ অগ্রিম টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন না। রাজসাহীতেও অনেকজন মাত্র আবেদন করিয়াছেন। পাটনা বিভাগে কৃষির উৎকর্ষ বিধানার্থ অনেক টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং ছোটনাগপুর বিভাগেও অনেকে অগ্রিম টাকা লইতেছেন। মনীয়র জমীদারদিগেরও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজকীয় ব্যয়ভার সম্বন্ধে ষ্টাইচের সহিত প্রাদেশিকের বিবাদ চলিতেছে। কটকের অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন

[illegible] ৫০০০০ টাকা [illegible] ৩০০০০ টাকা [illegible] ৬০০০০ টাকা [illegible] ৯০০০০ টাকা [illegible] ৯০০০০ টাকা [illegible] ৯

বা কোন রূপ উৎসব করিলেন না, এবং তাঁহার জীবিত থাকিতে তিনি কোন গোল যোগ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি আবদুল্লা জানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়েন। আমরা যাঁর পিতৃভক্তির প্রশংসা করিতে পারি কিন্তু ইহার উপর বিশ্বাস করিয়া কাজ করা বুদ্ধিমান পিতার কর্ত্তব্য নয়।

১৬ ই মাঘ বুধবার।

সার রিচার্ড টেম্পলের অনুপস্থিত কালে অনরেবল ইলিস সাহেব গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে রাজস্বমন্ত্রীর কার্য্য করিবেন। সি, এস, বঙ্গদেশ সাহেব সার রিচার্ড টেম্পলের সেক্রেটারি হইয়া তাঁহার সঙ্গে বেহার গমন করিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলে ইনি তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হওয়াতে আপাততঃ দেশীয় মার্কিদের রাজস্ব কমিটীর নিকট উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই। পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হউক না হউক যে সকল সাক্ষী মনোনীত হইয়াছেন, সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদের ইংলণ্ডে যাইবার আবশ্যকতা আমরা দেখিতে পাই না।

সার জঙ বাহাদুর অযোধ্যা ও নেপালে সীমায় হাতী শীকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে ৪ শত পেয়াদা হাতী আছে।

১৮৫৭ অব্দের বিখ্যাত বিদ্রোহী সাহেব খাঁ রাজপুতনার অন্তর্গত বান্সওয়ারাতে ধৃত হইয়াছেন। সেরালিয়রের ভূতপূর্ব্ব পোলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল রচি সাহেব ধরিয়াছেন।

এ কমিশন সাহেব বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য অগুস্ট ডেলি নিউসের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া ভারত বর্ষে আসিয়াছেন। ইনি ফরাসী কমিশন যুদ্ধের সময় উক্ত সংবাদ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন। ইনি বোধ হয় মঙ্গলবার রাত্রিতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সংবাদদাতারা শীঘ্র এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব ওয়ারিয়া আমেরজী মাণ্ডরোজীর স্ত্রী মহলি বাই একটী ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য ৮০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি উক্ত ডিস্পেন্সরির জন্য একটী বাটীও দিয়াছেন। পারসী স্ত্রীলোকদিগের এরূপ বদান্যতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমাানের ত্রিবাঙ্কুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মেসাবকোল নামক একটী পল্লীতে মিশনরি সাহেবদিগকে যাইতে না দেওয়াতে তাঁহারা এ বিষয়ে লর্ড রেপিয়রের গোচর করেন, তৎকালে সার মাধবরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লার্ড রেপিয়র বলিলেন, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর, ঐ স্থানটী দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি অগ্রসর হইয়াছেন দেওয়ান এক আজ্ঞা দিয়াছেন উক্ত পল্লী দিয়া কোন ইউরোপীয়কে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহার চতুর্দ্দিকে একটী রাস্তা করা হইবে। এই কথা শেষ হইতে না হইতে মাধবরাও বলিলেন, উক্ত পল্লীতে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জাতি আছেন। ইহাতে লার্ড রেপিয়র অজ্ঞান বদনে উত্তর করিলেন "ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই উচ্চ জাতি"। সার মাধব রাও নিরুত্তর হইলেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই উচ্চ জাতি, লার্ড রেপিয়রের মুখে এটী শুনিতে মন্দ নয়।

১৭ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত মঙ্গলবার কটক সিলহর এবং চাকায় পুনরায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২০ এ জানুয়ারি মান্দ্রাজের অন্তর্গত টন্নুর নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার জমীদার বাবু কালীনারায়ণ রায় মাদারিপুরের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি নিজ জমীদারীর যে সকল স্থানে প্রজার কষ্ট শ্রবণ করিয়াছেন, তথায় তিন মাসের খোরাক চলে প্রজাদিগকে এরূপ ধান্য দিতেছেন। তাঁহার 'মজ গোলায় ১০ হাজার মণ ধান্য আছে, আর ১০ হাজার মণ ক্রয় করিবার উদ্যোগে আছেন। জমীদারদিগের অর্থের সদ্ব্যবহার এবং যশোলাভের এই একটী সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গত সোমবার প্রাতঃকালে আলাহাবাদ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩৩ টী টাকার বাক্স রাবড়া ষ্টেসনে আইসে। তথা হইতে উহা বাঙ্গালোরে লইয়া যাওয়া হয়। উহাতে ২০ লক্ষ টাকা ছিল।

ইংলিসম্যান ভাগলপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, হুলতানগঞ্জের মিস্ পেম্বারটন নামক একজন বিবি একটী বাক্সে করিয়া প্রায় ৭ সাত শত টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া দেখেন বাক্সটী নাই। তৎক্ষণাৎ পেম্বারটন সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলেন, তিনিও অবিলম্বে ডিটেক্টিভ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসে সংবাদ দিলেন। এ পর্য্যন্ত অপহৃত দ্রব্যের কোন সন্ধান হয় নাই।

১৮ ই মাঘ শুক্রবার।

আগ্রা লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

গোরক্ষপুর গাজীপুর বারাণসী মির্জাপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বপ্রদেশ সমূহের প্রায় যাবতীয় শস্যের কোয়াসা দ্বারা কতক হানি হইয়াছে। মূল্য সাধারণতঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। দরিদ্র দলে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমে সময় যাইতেছে, এখনও শস্যের রপ্তানী বন্ধ করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইহার পর আর বন্ধ করিলে কোন কাজই হইবে না। কারণ যে অল্প যাহা আছে তাহা বিদেশে গিয়াছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে লার্ড রিপণ আর বিলম্ব করিবেন না। মঙ্গলবার চাউলের বাজারও কিছু চঞ্চল হইয়াছিল কতকগুলি ব্যবসায়ী এজেণ্ট ইতিমধ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়াছেন। কলিকাতায় এবং উহার পশ্চিম অঞ্চলের অনেক চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হই

ছেছে। গত মঙ্গলবার কলিকাতার বাজারে চাউলের মূল্য এই রূপ গিয়াছে—বালাম ৩ টাকা হইতে ৩।৵০, কাজলা ১৸০, বোয়ালে ১৸৵, হইতে ৩ টাকা, উত্তম আতপ ৸৵০ চারি টাকা দশ আনা রূপ বিক্রীত হইতেছে।

[illegible] সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে [illegible] যে সকল টেলিগ্রাম যায় তাহাতে [illegible] করিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ লণ্ডনে চাঁদা, [illegible] করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়র চাঁদা সংগ্রহে অগ্রসর হইয়াছেন। এ দিগে ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কমিটী স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর প্রকৃত সংখ্যা প্রার্থনা করা হইবে। ইংলণ্ড হইতেই হউক অথবা ভারতবর্ষ হইতেই হউক যাহারা লোক পাঠাইয়া দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট দিবেন।

১৯ এ মাঘ শনিবার।

১১ ই জানুয়ারি এডেন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, গত জুন মাসে লেক বিষাদে ডাক্তার লিবিংষ্টোনের উদরাময় রোগে মৃত্যু হইয়াছে। লেক কেমা হইতে উজিজি নামক যাত্রা করিয়া কিছু দিন পরেই তাহার পীড়া হয়, প্রায় এক পক্ষকাল পীড়িত থাকিয়া মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রথম ইউরোপীয় ব্যক্তি যিনি পার হইয়াছেন তাহা করিয়াছি সব কিন্তু তাহাতে কৃত কার্য্য [illegible] ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ঐ কার্য্যে যুড়িয়া যান, উহাতে ঐ [illegible] সহিগত [illegible] ঐ পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] হইয়াছে এমন একটী জলাভূমি হইতে পার হইয়া লোপিলো নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি যে সকল লোক লইয়া গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে [illegible]

গণ তাঁহার মৃত দেহটী লইয়া কাইবীর [illegible] তাহার উপর যথা রীতিতে বহু সংখ্যক মাটির করিয়া তাহাতে লবণ ছড়াইয়া এবং মুখের মধ্যে ব্রাণ্ডি পুরিয়া দেই মৃতদেহটী আবশ্যকীয় প্রবন্ধেই উহা আবশ্যকীয়ের উপনীত হইবেন।

এবার কাবিনের আর্য্য শেষ হইয়াছে। কমিশনরেরা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। বোধ হয় এবিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারির মত না জানিয়া কোন কার্য্য করা হইবে না।

ডিস্ট্রিক্ট রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় উত্তর বেহার এবং যশোহরে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। সিংহভূমে পশুপীড়া আরম্ভ হইয়াছে। ২৪ এ জানুয়ারি এইরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায় যে বাঁকুড়ের পূর্ব্বভাগে দুই মাস চলিতে পারে এইরূপ চাউল আছে মাত্র।

কাণা নদী কাটিয়া যাদোবরের জল আনাতে হুগলী বিভাগের লোকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহা দ্বারা এ প্রদেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহাতে পানীয় জল ও কৃষিকার্য্য উভয়েরই সুবিধা হইবে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পত্রিকা বলেন "কলিকাতা হইতে ক্রমাগত যে সকল পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতেছে তাহা মনো যোগের সহিত পাঠ করিলে কাহার না মনে হয় যে সেই ভয়ানক ও অপ্রতিবিধেয় বিপদ আগত প্রায়? অধিক করেক সপ্তাহ মধ্যেই বোধ হয় আমাদিগকে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সংবাদ, অথবা আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী আসামের দুর্ভিক্ষের সংবাদ আর একটী দুর্ভিক্ষের আধি ব্যাধি গতির কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইবে। এসময়ে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহাতে এই কথাই মনে হইতেছে যে, [illegible] অনেক সংবাদ [illegible] এবং [illegible] ও পরামর্শের [illegible] বীপত্তি বিস্তার [illegible]

[illegible] বিষয়ে [illegible] বিষয়ে [illegible] বিষয়ে [

কে গ্রাহ্য করিয়া থাকে ? ও ও যখন কোন বিপক্ষ সেনার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে হয় তখন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। এমন কি যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি সে অবস্থা অনুসারেকার্য্য না করে তাহাকে রাজোদ্রশত্রু বলিয়া গণনা করা যায় এবং তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিপক্ষ সেনার আক্রমণও এইরূপ দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অধিক বিপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পোলিটিকাল ইকনমির মত ও নিয়ম সকল সাধারণতঃ অনেকস্থলে খাটে, কিন্তু এমন সময় আসিতে পারে যখন তাহাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই মত ও নিয়মগুলি অগ্রাহ্যকরিয়া চলিতে হয়।

লার্ড নর্থব্রুক সংকল্প করিয়াছেন যে এবার সিমলা গমন রহিত করিয়া সেই টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র প্রজাদিগকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। সম্প্রতি অনেক জাহাজ শস্য আনয়নার্থ ব্রহ্মদেশে সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে। এই সুযোগে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার সুবিধা হইবে।

২২ এ জানুয়ারি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ১২ ই এবং ১৩ ই জানুয়ারি যে বৃষ্টি হয় তাহাতে রবি শস্যের কতক উপকার করিয়াছে এবং কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিবারও সুবিধা হইয়াছে। পাটনা বিভাগের উত্তরাংশে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় ঐ স্থানে সর্ব্ব প্রথমে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে। পূর্ণিয়ার স্থানে স্থানে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বেহারের তিনটী ষ্টেসনে চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে আর সাতটী ষ্টেসনে মূল্য সমান রহিয়াছে। উত্তর এবং মধ্য বঙ্গদেশের পাঁচটী বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, একটীতে কমিয়াছে, দুইটীতে সমান রহিয়াছে। ঢাকা বিভাগে সাধারণতঃ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামে কমিয়াছে। উপরে যে সকল স্থানের উল্লেখ করা গেল উহার দুই একটী ভিন্ন আর সকল স্থানেরই লোকের অবস্থা সন্তোষকর, টাকায় ৭২ সের হইতে ১৪ সের পর্য্যন্ত চাউল সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। পাটনার উত্তরা শ এবং মুঙ্গীরের কোন কোন স্থান ভিন্ন রিলিফ ওয়ার্কে কার্য্য করিবার জন্য লোকের তাদৃশ আগ্রহ নাই। যে সকল মজুর কার্য্য করিতেছিল ক্রমে তাহাদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ীরা পাটনা বিভাগে চাউল আমদানী করিতেছে। গাড়ি প্রভৃতির সুবিধা বিবেচনা বিভাগ সকলের অন্য স্থলে ইহাদিগকে পাঠান প্রেরিত হইতেছে না। পাটনা বিভাগে এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য অনেক গাড়ি নিযুক্ত হইতেছে, ঐ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ঐ সকল গাড়ি পাওয়া যাইবে, তখন বণিকেরা প্রচুর পরিমাণে চাউল লইয়া যাইতে পারিবে, সেই সময় মূল্য কমিবার সম্ভাবনা। ভাগলপুর ও রাজসাহী ভিন্ন অন্য স্থানে রিলিফ ওয়ার্কের বড় অনুষ্ঠান হইতেছে না। ১৯ এ জানুয়ারি পাটনায় যে এক সভা হয় তাহাতে ৩১ ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১ লা নবেম্বর অবধি কলিকাতার বাহিরে ৯১৪০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে কিন্তু ৩৩০০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। ১ লা নবেম্বর অবধি পূর্ব্বাঞ্চলের খাল দিয়া কলিকাতায় ৩১৮০০ টন চাউল আসিয়াছে। ২০ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিন সপ্তাহের মধ্যে রাণাঘাট হইতে বেহারের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেসনে ৬ ছয় লক্ষ মণেরও অধিক চাউল প্রেরিত হইয়াছে। ১৭ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে মির্জাপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেসন সকল হইতে ১৬১৯৪৫ মণ চাউল আসিয়াছে। যে সকল স্থানে রিলিফ ওয়ার্কস্ আরম্ভ হইতেছে তথায় চাউল গোলাজাত করিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অধিক পরিমাণে গাড়ি প্রভৃতি লইতেছেন, তাহাতেই বণিকগণের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে চাউল লইয়া যাইবার অসুবিধা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যদি সমুদায় না লইয়া ঐ সকল গাড়ি প্রভৃতির কতক ছাড়িয়া দেন, ব্যবসায়িদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী হইয়া মূল্য কমিয়া যাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। অদ্য বৈকালে সেণ্টপিটর্সবর্গে রুশীয় সম্রাট কন্যা মেরির সহিত আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের পরিণয় কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে গ্রীক মতে পরে ইংলণ্ডীয় রীত্যনুসারে উৎসব হয়। সেণ্টপিটর্সবর্গ নগর তিন দিবস উৎসবময় হইয়াছিল—নগর আলোক মালায় সুশোভিত এবং উৎসবদিগের কাওয়াজ হইয়াছিল। রাজদম্পতী মস্কোও দর্শন করিয়া মাঘ মাসে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

লার্ড চিফ জষ্টিস কক বার্ন কোম্পানি সাহেবের আড়াই হাজার টাকা জরিমানা করেন, জরিমানা দিতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহাকে হলওয়ের কারাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

পোপ পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল বিদ্রোহী চাই মসলিগকে নিরস্ত্র করিয়া এবং বন্দীকৃত ৩০ ও বালক বালিকাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া শিবাজি হইতে নিজ পুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লাফটের নদী এবং সমুদ্র পথে যে সকল বোম্বেটিয়া চলা তিনি তাহা দলের দমন করিয়া আসিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ন্ত জন্য ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ জানুয়ারি সিলেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় এবং বাখরগঞ্জের প্রতি নবি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন সেন জন্ম পুরে বদলী হইলেন। ইহারা ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী কিছু দিবসের জন্য ছিহুটের হইলেন। তথায় তিনি অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৩ এ জানুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাম শঙ্কর সেন ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসন হইতে বদলী হইলেন।

এই পরীক্ষার প্রতি জিলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বন্ধু নরীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জিহুরে বদলী হইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, জে, বি, টি ডলা ... হইয়া আসিলেন।

... ডেপুটী কালেক্টরেরা বদলী হইয়াছেন —

... —চন্দ্রকুট হইতে বাঁকাতে।

... —বাঁকা হইতে জন্মু ইসক।

... ওয়েষ্টমেকট সাহেব প্রথম ... ইষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ... পরিবর্ত্তে মজুর নিযুক্ত হইয়া ... এডাগ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত ... সিবেরা প্রথম শ্রেণীর ... হইলেন

... ...

... ...

অবকাশে ... এস, আই—নয়মন সিং।

অর্থ ... —রঙ্গপুর।

... ... ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শোনিট কাল এসেসর ও ... লট খুসি পাউয়ায় কিছু দিনের জন্য পূর্ণীয় শ্রেণীতে চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন। ... ম্যাজিষ্ট্রেট সিক্ত কার্য্য ভিন্ন ছিল টিপারার পোলিটিকাল এজেন্টের কার্য্য করিবেন।

... ... ডিপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

টিপারার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... রঙ্গপুর বদলী হইলেন।

... ... প্রধান কিছু দিনের জন্য বালেশ্বর ... প্রস্থান করিলে সব ডেপুটীর সব ডিভিসনের ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকমল
প্রাদেশিক সমবায়মণ্ডলের
সেক্রেটারি।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! বঙ্গদেশে কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, মধুসূদন তর্কালঙ্কার ... কবি বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ... কবি নাই। বঙ্গভাষায় কালিদাসও নাই মিল্টনও নাই হোমারও নাই ভার্জিলও নাই এমন কথাও কেহ বলিতে সাহস করেন না। তাঁহারা আরও বলেন যে খাঁহারা ... কবি বলিয়া বিখ্যাত, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে তাঁহারা অতি সামান্য কবি, কিন্তু "বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ড বৃক্ষ"। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃত কবি কি না সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এক ব্যক্তিকে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার কবিতা দর্শনে তিনি কবিপদবাচ্য কি না পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। কতকগুলি পাড়াগ্রামের লোক ব্যতীত তাঁহাকে কেহই জানত নহেন। তাঁহার নাম মনরাম চক্রবর্ত্তী। তিনি বর্দ্ধমান জেলায় অম্বঃপাতী কুঁকড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, এবং মাতার নাম সীতা।

"মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত সাধুকান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যাঁর কৌশল্যানন্দন রূপাবান।
তার দূত মনরাম মধুর গান॥

মাধাসুত বর্ণ।"

১৬৩৩ শকে অর্থাৎ প্রায় ১৬২ বৎসর অতীত হইল তিনি শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল নামে এক খানি মহাকাব্য রচনা করেন। বোধ হয়, ঐ কাব্য তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কীর্ত্তি চন্দ্রের আনুকূল্যে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিত্তে যাঁর রাজ্যোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ মনরাম রস গান॥"

প্রথম সর্গ—"স্থাপন"

এই কাব্য চতুর্বিংশতি সর্গে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় অত্রিশ হাজার কবিতা আছে। যেমন মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ মনরামও কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছিলেন। এই উপাধি তাঁহার কুল তাঁহাকে [illegible] করিয়াছিলেন—

"ভারিক পণ্ডিত [illegible]

[illegible] ঘরে ঘরে [illegible]
[illegible] ভক্ত [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
ভূমি আর পাইবি প্রমাণ

গবেষকবন্দনা।

বর্দ্ধমান, মৌলার অন্তঃপাতী রামবাটী গ্রামে [illegible] কবিরাজদের। তথায় তিনি বিদ্যার পুস্তক অপেক্ষা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থ সকল অধিকার আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন এবং কখন কখন ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কোন কোন বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন।

মূলের সহিত অনেক অনৈক্য, ছন্দগত দোষ, এবং তাদৃশ কবিতায় রস না দেখিয়া মনরাম কবিরাজ কৃত রামায়ণকে ঘৃণা করিতেন এবং স্বয়ংই তাহার রামায়ণ রচনা করিব বলিয়া বিদ্বদ্প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু কবিত্ব কবিত্ব আছে, যে রামায়ণ রচনায় অনেক বিঘ্ন ঘটায় তিনি প্রতি পদ হাস্যিত মনে রামায়ণ রচনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত কবি, তিনি কখন স্পন্দহীন জড় পদার্থবৎ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার অন্তর হইতে সর্ব্বদাই কবিত্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে থাকে। তৎপরে মনরাম শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন। শেষ সর্গে তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন যে যে কোন্ শকে তিনি এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা আমার [illegible] পাই।

[illegible] কাল নাহিক প্রমাণ।
[illegible] হইল কাব্য সমাপন॥
[illegible] ছিল [illegible] শূন্য শুভাঙ্ক। ইত্যাদি
চতুর্বিংশতি সর্গ।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যে লিখিত প্রকারে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] শ্রীমন্ত [illegible] যায় [illegible] [illegible] [illegible]

তে হ। মনকে যেন মুগ্ধ করিতে উত্তেজনা
ক.র। ধীরের হৃদয় মূর্চ্ছা ক'রতে থাকে,
এবং ভয়াদক জনের হৃৎকম্প হইতে থাকে।
স্থান অভাব প্রযুক্ত যুদ্ধ বর্ণনার দীর্ঘ প্রবন্ধ
উদ্ধৃত ক'রতে পারিলাম না। পাঠকগণকে
দু'টি অভাব বর্ণনা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে
হইবেক।

(অজয় নদীতে বাণ আসিয়াছে)

প্রলয় ভাকণ বাণ আইল হেন কালে।
কুল কুল কমল কুকুলে কালে কাল।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল দ'ণ।
ঘোর রবে মুকণি ঘুরিছে ঘনে ঘন।
প্রলয় পেড়েছে পুরে প্রলয় পবন।
ঘুর ঘুর ঘুরম দুদিগে নদীর তাজে কুল।
ভটিনী তটের তরু সহোরে সমূল।
বাণে বড় ব্যাকুল বেন মনে ব্যাজ দেরি।
দিন ভাল ভরঙ্গ ভরাসে তল ভরি।
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি মেঘ।
দেখি সচিন্তিত বড় রাজা নাউসেন।"

অষ্টাদশ সর্গ।

(গৌড় সহরে হাতী দৌড়িতেছে)

আন হত হলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুলার হুলার পিঠে মাহুত কুকারে।
মট্‌মট সঘনে ভাঁড়ের ভাঙ্গি নাড়া
দুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খেলে তাড়া।
একে মত্ত মাতঙ্গ মদিরা মুখে ধা'তে।
বশ করে দশ দশ অঙ্কুশ আঘাতে।
দুই দুই দুপাশে দেহাল পাড়ে হাঁতে।
পরিসর স্থান মিল সেনেরে জুঝাতে।
ঘুর ঘুর নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড়।
গড় বৃক্ষ ভাল ভাঙ্গে শুনি মড় মড়।
দেখিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ বলে।
দু গো আগে ধর্ম্মের সেবক দুই চলে।"

ত্রয়োদশ সর্গ।

ইহাতে আদিরস দুটী বিলক্ষণ ফুট হয়। কিন্তু যে আদিরস শ্রবণ করিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়, যাহাতে লেখকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে নায়ক নায়িকার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যে আদিরস শুনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন বিজয় করিয়াছেন ইহাতে সে আদিরস নাই। এ আদিরস শ্রবণ করিলে হৃদয় এমন পুলকিত হয়, ইহাতে ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে।

"শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্য উপদেশময়। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের ক্ষয়—এই সার বাক্য ইহাতে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নে কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত করা গেল।—

"শ্রীধর্ম্ম সত্য সদা কর দৃঢ় করি।
পাপরাশি নাশি সদে সুখে যাবে তরি।
অসার সংসার তার ব্যাপক মায়ায়।
তত্ত্ব ভাবি চিত্ত কেন সদা মত্ত হায়।
কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুঃখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাচের ভিক্ষুক।
স্বচ্ছে করি মত্ত কেহ কেহ চ'লে স্কন্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্ম বন্ধে।
সুখ দুঃখ সংসারে সমান দুই ভাই।
পক্ষভেদী যেমন চক্ষুমা নাহি পাই।
লাভ আশে আসি কেহ মূল নাশি যায়।
ভবে যারে ভবসিন্ধু করুক উপায়। ইত্যাদি"

উদ্ধৃত করিতে হইলে অনেক উদ্ধৃত করিতে হয়। কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হইল না। সংক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের মাতৃ ভাষায় এমন একজন উৎকৃষ্ট কবি সকলের অজ্ঞাত রহিয়াছেন। * * * আমার নিকট একখানি হস্ত লিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল আছে। কিন্তু তাহা অনেক স্থানে খণ্ডিত। অনেক স্থান উহা পাওয়ার জন্য পড়িতে পারা যায় না। আর একখানির জন্য অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না।

১২ ই মাঘ ১২৮০ শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র বসু। হুগলী

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে এপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই দরিদ্র প্রজাবর্গের হাহাকার উঠিয়াছে। আবার তাহার উপরে রাজস্ব লইয়া অধিকাংশ প্রজা সমূলে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছি যে দেবারকার কষ্ট কের দুর্ভিক্ষাপেক্ষা এবার উপযুক্ত সময়ে গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত কথা কি সংবাদ পত্রেই পর্য্যবসিত হইবে? বস্তুতঃ এ প্রদেশে তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ও তৎপ্রতিপোষক কোন কোন সংবাদ পত্র উত্তরে বলিতেছেন যে, "যত গোল শুনা যাইতেছে প্রকৃত পক্ষে তত নহে, সময় হইলে উপযুক্ত উপায় অবধারণ হইবেই হইবে।" ফলতঃ এই আপাততঃ মধুর কথাগুলি শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আমাদের একটী হাস্য জনক ঘটনা স্মরণ হইল, ঘটনাটী এই।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার চুনা গুদামে এক বার আগুন লাগিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে কয়েকজন মহাজন তাহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পোলের অধ্যক্ষ মহোদয় তৎকালে কি করিতে হইবেন তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু তিন দিন পরে তথা হইতে এইটী হুকুম বাহির হইল যে "উহাতে পানী দেও"!! সেইরূপ এবারেও সমস্ত প্রজাকুল আহারাভাবে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন!!! প্রজা রক্ষাই যদি গবর্ণমেণ্টের একমাত্র ব্রত হয় তবে অবিলম্বে স্থানে স্থানে পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ হউক।

১১ ই মাঘ } জী—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের প)

মহাশয়! পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে একদিন নায়ার আসিয়া বসিয়া আছি এবং চিন্তা করিতেছি এবার কোথায় যাই। ক্রমে ক্রমে দিনকর দেখিতে দেখিতে অস্তাচলের গহ্বরে অদর্শন হইলেন। কৃষ্ণপক্ষ। ক্রমে প্রকৃতি সতী যেন আধুনিক নিশাচরদিগের দৌরাত্ম্য ভয়ে ঘোরতর অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবতী হইলেন। রাত্রি প্রায় ৯ টা। আমি বাসায় বসিয়া কোথায় যাইব চিন্তা করিতেছি এমন সময় ঠকঠকে লোহার ন্যায় একটা শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। এত রাত্রে কিসের শব্দ? আমার কৌতূহল জন্মিল। বাসা হইতে বহির্গত হইলাম এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই

মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটা বেঁটে মোটা সোটা মানুষ একজন ভদ্রলোকের ঘাটে পূর্ব্বমুখে বসিয়া কি করিতেছে, আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। ঘাটের উপর উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আসিতে পাইলাম যে ঐ মানুষটি মুর্চ্ছিত হইতেছে। মন কাঁদিয়া সাবধান করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দি। কিছুক্ষণ পরে আমার গোঁফজোড়া আরও বৃদ্ধি হইল। গৃহস্থ নিদ্রে চোর। ইহার কারণ কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে চোর (যা গৃহস্থ) ঘর হইতে দুইটা বাক্স বাহির করিয়া [illegible] ও তাহাতে যাহা কিছু ছিল সব ছড়াইয়া ফেলিল। এইরূপ [illegible] পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ [illegible] পালালো [illegible] চোর [illegible] আমার সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়া গে [illegible] ইত্যাদি নানা প্রকার কাঁদ গোঁফ করিতে করিতে বাটী হইতে বহি গত হইল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক। ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। আমি থানায় গেলাম। পরদিন পুলিসে সংবাদ গেল [illegible] বাটীতে চুরি হইয়াছে। পুলিস আসিলেন। কিন্তু ঘরে চোর ধরা বড় সহজ নয়। এবিষয়ে পুলিস ও ছেলে মানুষ, পুলিসের অন্নদাতা আইনেও বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। শেষ হইতে পুলিস খরিদ ঘুষ খাইয়া চলিয়া গেলেন।

ঘরের [illegible] গিয়াছি, পাঁচ দশ হইতে আসিলাম। আমার এতদূর গোঁ দেখিয়া পাড়ে একেবারে উড়িয়া গেল এবং আমার পায়ে শৃঙ্খল দেওয়া হইল। সে গোঁফ নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খল মধ্যে পরিত্র শৃঙ্খল। ফাঁকে বাক্তি ঘুমিয়া লইবেন। মকদ্দমা [illegible] পর্য্যন্ত আমাদী বারে আর এক বিষয় আপনার গোচর করিব।

শ্রীবায়স।

[illegible] নদী।

[illegible] ভাদ্র ১৩ [illegible]

ভাগিরথী-নদী

ষ্টেসনের নাম	সর্ব্বসমষ্টি অঙ্ক	
	ইং	কীট
বৌরাসির নীচে	১০	
তথা হইতে মুরশীপুর	১	১০
তথা হইতে অজিপুর		
১ মাইলের মধ্যে	২	
অজিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৮
কাটোয়া হইতে নবীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৯এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	কীট	ইং
		৫

বহরমপুর ১৯এ জানুয়ারি ১৮৭৪ — ডি, এচ, ইষ্টওয়ার্ড, ই, এক্সিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র নবীয়া বিভাগ ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ পর্য্যন্তে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র সিংহ রায় চকদীঘি ১০

" " রামকানাই রায়—বহরা ১০

" " ইন্দুভূষণ চৌধুরী—ঘাটেশ্বরা ৫।

" " হরনাথ দাস—মেদিনীপুর ১০

" " বিভাই প্রসাদ বসু—রাহিগাছ ১০

" " যোগীন্দ্রনাথ রায় মধিয়াদবাটী ১৫

" " ললিতমোহন রায়—চকদীঘি ১৫

" " কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—কাশীপুর ১০

" " প্রমেশনাথ চৌধুরী—ইছাপুর ১০

" " প্রসন্নচন্দ্র সেন [illegible] সোমরাজার

" " বিহারীলাল পাল—[illegible]

" " গোবিন্দচন্দ্র সাহা [illegible]

[illegible]

[illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] ১৫

[illegible] ১০

[illegible] ১০

[illegible] ১০

সোমপ্রকাশ

৭ ম ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।"

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ মাঘ। ইং ১৮৭৪। ৯ ই ফেব্রুয়ারি

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, ও পত্র লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রমোদিনী ১ ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় স্কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি করমার এক্যুন ৩০ করমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেঙ্গল চাটর্ব্বার স্ট্রীট ৩০ নং ভবনে পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকদিগকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা অন্য চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

কেম্পবি ট্রীটমেণ্ট নাম ডাকমাশুল মূল্য ১৷৷০ এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "মোটস অব্ ইনজিনিয়ারি" মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ মাসিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷/০
বিষূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪৷৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	২	৷৷০

ডাক্তার হরিমোহন রায় কৃত।

বালচিকিৎসা	৫	৷৷০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা। কলেজ স্কোয়ার
হিন্দু হষ্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত মফস্বলের কারখানার পেটী রোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কর্ম্মসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) রোরের লিষ্ট, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেণ্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার রোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে আবেদন করিলে ঐ ফরম ১ টাকা দুই খানি এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অসম্পূর্ণ টেণ্ডর হইলেই যে গ্রহণ করা হইবে এমত নয় এ কোন টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবার কারণ দর্শান যাইবে না।

অর্ডনান্স ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি যেরূপ অল্প দরের টেণ্ডর

যুল্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য লেখা হইবে না সেরূপ টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এঞ্জিনিয়রের পত্র লেখা হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডনান্স কমিসরি উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাহারা টেণ্ডর দিয়া রহিলেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

এম, ওয়াকার কর্ণেল আর, এ,
কমিসরি অব অর্ডনান্স

বারুদখানা অফিস
২৬ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৭৪।

যিনি ঘরের আয়নায় মুখ দেখিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান প্রদায়ক ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদ্দেশীয় পুস্তকের অর্থানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উক্ত পুস্তকে সাধনের উপায় বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল বহুদিন শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ, হুপ ও যেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। যে সকল আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আমি

ব্রাহ্ম সমাজের বহুল প্রচার 'মজাপুরে শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ স্থান কলিকাতা মজাপুরের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউমেশচন্দ্র পাল।

—:০:—

মেডিসিরিয়ানাথক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জ্বরিত জীর্ণ, যকৃৎ, পুরাতন বিষম, মহাঘাতক পালার এবং অন্যথা কুইন ইন ব্যবহার দূষিত অন্য রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
ফ্লরবন মেডিকেল হল
ভবানিপুর, কলিকাতা।

শুদ্ধ ঘর ছাপা খানা।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় বাটি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত মতে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তদ্নিমিত্ত দায়ক হইব না।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মকারকগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিষ্পত্তি করিয়া কর্ম্ম করা যাইতে পারে, মাতৃল বিদ্যা কর্ম্মকারকের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ শুক্ল—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—:০:—

বাটীর মর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রেস মহা পাইপ, টাইল এবং ফ্লাওার ট্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ফ্লাওার ট্রিক
৭ নং মেডিকেল ষ্ট্রীট } বরদা এণ্ড কোং।

লবণিজ ওয়ার্ক ফুলাইমেণ্ট।

মেদিনীপুর জেলার নিম্নিত অন্তঃকরণ মাসিক ৸ হোর্স ক্যাটলিং আরোগ্য হইয়াছে। যাহারা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাহারা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

এক টনে, দীর্ঘে ৯ ফীট ৩১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৩০ খান আর এক টনে দীর্ঘে ৯ ফীট ১২ ইঞ্চার ৪ প্রস্থে ৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

[illegible] এক [illegible] দিতে হইবে। [illegible]

রের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর ৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } হেমন্ত কুমার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কমাই ডিবিজন

নূতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপরা পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বি শব যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী হইবার সম্ভাবনা। খোলার স্লিপ্ হোস্পাথির দোকানে স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ মাঘ সোমবার।

রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে লার্ড নর্থব্রুকের মত।

ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে অনেকেই রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন; এমন সময়ে লার্ড নর্থব্রুকের নিরুত্তর হইয়া থাকা উচিত নহে। যদি তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির কোন গূঢ় যুক্তি থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। নতুবা তিনি যেরূপ সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া আছেন তাহা রক্ষা হওয়া দুষ্কর। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর দুর্ভিক্ষের সূচনার সময়ই রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া রাখিয়াছেন। যদি বাস্তবিক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় লোকের ক্রোধ ও আক্রোশ গবর্ণর জেনরলেরই উপর পতিত হইবে। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে লার্ড নর্থব্রুক এইগুলি অনুভব করিয়া একটী মিনিটে রপ্তানী সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার অনুবাদ দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ নামক স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মিনিটের মর্ম্ম এই। (১ ম) যত দেশের লোকসংখ্যা ও তাঁহাদের প্রাণ রক্ষার্থ যত শস্য আবশ্যক, তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ষে বর্ষে যত চাউল রপ্তানী হয় তাহার পরিমাণ অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়, (২) বর্ষে বর্ষে যত শস্য রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ ৫০ টেবল হাইল। এদেশের লোকে সেপ্রকার চাউল ব্যবহার করে না; সুতরাং তাহার রপ্তানী বন্ধ করা বৃথা। যে সকল শস্য সিংহল প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয় তাহাও বন্ধ করা উচিত বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ শস্য মরিসস দ্বীপ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ শ্রেণী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় কুলী দিগের উপনিবেশ স্থানে প্রেরিত হয় এবং অবশিষ্ট কিছু ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে প্রেরিত হয়। মরিসস প্রভৃতি স্থানে যে সকল শস্য প্রেরিত হয় তদ্দ্বারা শত শত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে। এই সকল কারণে তিনি রপ্তানী বন্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিশেষ রপ্তানী দ্বারা যত শস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী করা যাইতে পারে। বাণিজ্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত না করিয়া যদি এই উপায়ে দেশের ক্ষতি পূরণ করা যায় তাহাই সম্যক যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। (৩য়) দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসে এবং লোকেরও ব্যয় কমিয়া আসে। কিন্তু রপ্তানী বন্ধ করিলে দেশের মধ্যে যে পরিমাণে শস্য রক্ষিত হইবে, মূল্য বৃদ্ধি না হওয়াতে তদপেক্ষা অধিক শস্য ব্যয় হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক এরূপ সময়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ সরল ও প্রশান্তভাবে মিনিটটী লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও সুখ্যাতির অনুরূপই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য বোধ হয় না। যখন আবশ্যক হইলে সমুদায় শস্য আমদানী করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করা উচিত, তখন যত শস্য বাহিরে যাইতেছে সেই পরিমাণে শস্য আমদানী করিয়া ক্ষতি পূরণ করিতেছি একথা বলা শোভা পায় না। এখন এক সের পরিমাণ চাউলও দেশে রাখিতে পারিলে লাভ। যত চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে তাহাতে সমুদায় বঙ্গদেশের ১৭ দিনের ব্যয় চলিতে পারে। এমন সময় এতাবন্মাত্র চাউলও ঘরে থাকা লাভ তাহাতে কি সন্দেহ আছে? এই শস্য ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট যে আর ১৭ দিনের উপযুক্ত চাউল আমদানী করিবেন তাহা ইহাতে যোগ করিলে এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইতে পারে। ২। ৩ মাস অন্নাভাব হইবার সম্ভাবনা, তাহার এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইয়া থাকিতে পারে। ইহা কি অল্প লাভের কথা? ১৮৭২,৭৩ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ১৪৭২৮০০ মণ চাউল রপ্তানী হয়, ইহার পূর্ব্ব ৯ বৎ সরের মধ্যে কোন বৎসর এত চাউল রপ্তানী হয় নাই, বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা বাড়ে ছয় কোটি, ইহাদি

খের আহারার্থ প্রতি দিন লাখে আট লক্ষ মণ চাউলের হউক জন এবং অন্যান্য উদ্ভিদ সংখ্য ঐ রেড কোটি মণ অপেক্ষা অধিক হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার বিশেষ অন্যথা নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই, বর্ষে বর্ষে যে এক বা দেড় কোটি মণ চাউল বিদেশে রপ্তানি হয় সেটী প্রয়োজনের অতিরিক্ত; প্রয়োজন মত রাখিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহাই বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এবৎসর যেরূপ শস্য জন্মিয়াছে তাহা আমাদিগের প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্ত নয়, তাহার মধ্য হইতে আবার দেড় কোটি মণ বিদেশে প্রেরিত হওয়া বড় সহজ কথা নয়। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ভাল ধান না হওয়াতে এখনে অন্য সঞ্চিত নাই, তাহাতে আবার ১৮৭২।৭৩ অব্দে অধিক পরিমাণে রপ্তানী হওয়াতে যাহা কিছু ছিল সমুদায় বাহির হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৩।৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, এমত অবস্থায় ঐ দেড় কোটি মণ চাউলও দেশে থাকা সামান্য লাভের নয়। টেবল রাইস যাহা এদেশ হইতে রপ্তানী হয় তাহার মূল্য অধিক এবং তাহা এদেশের সাধারণ লোকের আহারোপযোগী নয় সত্য কিন্তু সে অন্য সময়ে, দুর্ভিক্ষের সময় নয়। দুর্ভিক্ষের সময় যখন দুঃস্থ পত্রের লোকের আহারোপযোগী হয়, তখন টেবল রাইস আহারোপযোগী হয় না এটী আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সাধারণের আহারোপযোগী নয় বলিয়া যদি টেবল রাইসের রপ্তানী বন্ধ করা অনুচিত বোধ হয়, ব্রহ্মদেশীয় চাউল আমদানী করা কিরূপে উচিত বোধ হইতে পারে? তাহা কি এদেশের লোকের আহারোপযোগী চাউল অপেক্ষা

[illegible] লোকে আহার

সন্দেহ নাই। ষ্টেট সেক্রেটরি [illegible] জন্য ইংলণ্ডে যে ২০ হাজার টন চাউল প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা বর্ম্মা চাউল, ঐ চাউল এদেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে, লইয়া যাইবার খরচ এবং তাহার উপর লাভ রাখিয়া বণিকেরা উহা বিক্রয় করিতেছেন, উহা পুনরায় এদেশে আসিতে জাহাজ ভাড়া লাগিবে। তখন সে চাউলের মূল্য কত দাঁড়াইবে?

অধিকন্তু লোকেরা ভারতবর্ষের চাউলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, এখানে এবার ভাল চাষ হয় নাই, এই সংবাদে তথাকার চাউলের বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। এমত সময়ে রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহারা বিপদে পড়িবে, এ কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে না হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে তথায় চাউল রপ্তানী করিলেই চলিত। গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল দেশে ভারতবর্ষের চাউল প্রেরিত হয়, অধিকাংশ লোকদিগের ন্যায় চাউলই তাহাদের এক মাত্র জীবনোপায় নহে, আমাদের যেমন চাউল এক মত না হইলে চলে না তাহাদের সেরূপ নহে। তদ্ভিন্ন উহা কেবল ঐ সকল স্থানের লোকদিগের আহারার্থ ব্যয়িত হয় না, উহার অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও তাহার উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যবহৃত হয়। কিছু দিন হইল দার্জ্জিলিঙ্গের চা-করেরা দুর্ভিক্ষের উপক্রম দেখিয়া আলুর চাষের ব্যবস্থা করেন, অভিপ্রায় এই যদি চাউল না পাওয়া যায়, তবে কুলিরা আলু খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। এদেশের লোক সকলের মোহিত হইয়া তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ যে চাউল প্রস্তুত করিয়া, তাহা ভিন্ন দেখিয়া [illegible] মৃত্তি চরিতার্থের জন্য [illegible] আর ইহারা [illegible] জীবন

[illegible] বাণিজ্য [illegible] ব্যবসায়ীরা [illegible] ব্যবসায়ীরা [illegible] ব্যবসায়ীরা

ব্যায় দুর্ভিক্ষের সময় নয় জন লয়েডের এই ভ্রমসঙ্কুল মত নিবন্ধন রাজ্যীয় দশ লক্ষ প্রজার মৃত্যু হয়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যে শস্য বাহির হইয়া যাইবার তাহা গিয়াছে, এখন আর রপ্তানী বন্ধ করিয়া বিশেষ ফল নাই। একণে এক আমদানীর উপর সকলের আশা। লার্ড নর্থব্রুক সে বিষয়ে বিলক্ষণ আশ্বাসও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খাদ্যের অভাব হইবে না, আমদানী করা যাইতে পারিবে, তবে উহা সর্ব্বত্র লইয়া গিয়া রীতিমত বিতরণ করিয়া দিতে পারিলেই হইবে। যাহা হউক, সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে. যার অর্জ্জ কাবেল যেমন এত দিন সকলের অপ্রিয় হইয়া এ সময় বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিলেন, লার্ড নর্থব্রুকও তেমনি এতদিন লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া শেষে অযশোভাগী না হন এই আমাদের ইচ্ছা। বঙ্গদেশের এই বিপদ তাঁহার একটী গুরুতর পরীক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ও শাসন কর্ত্তার উপযুক্ত কি না, তাহার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সমুদায় ইউরোপের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত রহিয়াছে।

—:০:—

শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর নিয়োগ।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে, শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর ১৫ জন কমিশনর মনোনীত করিবার ভার টাক্সদাতাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছিল। গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে তাহার একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। গত ১৩ ই মের সভাতে কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেবের প্রস্তাবানুসারে কমিটী স্থির করেন যে শ্রীরামপুরে কমিশনর মনোনীত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত। তদনুসারে আবেদন করাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্মত হইয়া অক্টোবর মাসের কলিকাতা গেজেটে তৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম প্রকাশ করেন। এই সকল নিয়ম বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া টাক্স দাতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরে ঢোল পিটিয়া ১ লা ডিসেম্বরের মধ্যে উক্তপদ প্রার্থীদিগের নাম প্রেরণের আদেশ করা হয়। তদনুসারে শ্রীরামপুর হাওড়া এবং বল্লভপুর এই তিন স্থান হইতে ১৮ জনের রিসড়া এবং মাহেশ হইতে ৬ জনের এবং কোন্নগর হইতে ৭ জনের নাম প্রেরিত হয়। এই ৩১ জনের মধ্যে অনুপযুক্ত বিবেচনায় এবং অপরাপর কারণে বাদ দিয়া ২৫ জনের নাম অবশিষ্ট থাকে। ১১ ই ডিসেম্বর এই ২৫ জনের নাম ও মনোনীত করিবার স্থান প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া একখানি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। ১১ ইডিসেম্বর অবধি ২৭ এ পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঢোল পিটিয়া এই বিজ্ঞাপন ঘোষণা করা হয়। ২৭ এ ডিসেম্বর তাঁতিপাড়া নিশানঘাট হাওড়া, রিসড়া, মাহেশ এবং কোন্নগর স্কুল এই কয় স্থানে সাধারণের মত গ্রহণ করা হয়। সমুদায় টাক্স দাতার সংখ্যা ৫৫৬৯, তাহার মধ্যে ১৮০৮ জন মত প্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হন। ১১২ জন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর বিভাগে জমিদার বাবু রমানাথ দে স্বামী ২২০ রিসড়া ও মাহেশে, বাবু বহালীলাল মুখোপাধ্যায় ২২৩ এবং কোন্নগর বাবু বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ২০১; ইহাঁরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মত লাভ করিয়াছেন। কয়েকজন জমিদারের নাম প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা মনোনীত হইতে চান নাই।

এইরূপে ১৫ জন কমিশনর নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে আগামী বর্ষে সর্ব্বসাধারণের মত গ্রহণ না করিয়া একটী টাক্সের সীমার নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। যাঁহারা সেই পরিমাণ টাক্স প্রদান করেন তাঁহারাই মনোনীত করিবার অধিকার পাইবেন। নিম্ন শ্রেণীর টাক্স দাতারা অধিকাংশই মূর্খ ও অজ্ঞ। তাহারা মিউনিসিপালিটী কাহাকে বলে এবং কিরূপ লোকদিগকে মনোনীত করা উচিত তাহা বুঝে না। কোন চতুর ব্যক্তি তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া আপনার দল পুষ্টি করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে, একথা সত্য, কিন্তু জেক্সি সাহেব ঠিক বলিয়াছেন দরিদ্রেরাই মিউনিসিপালিটীর টাক্স প্রভৃতি নিবন্ধন অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন কোন ব্যক্তির থাকা উচিত। আমাদের বোধ হয় একটু ক্লেশ স্বীকার করিলেই তাহাদিগকে এই নূতন প্রথার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া যায়। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের মনের মত প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারে।

এই মনোনীত করণ প্রথার নিয়ম সম্বন্ধে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। "নিজে টাক্স দাতা না হইলে মনোনীত হইতে পারিবে না" এনিয়মটী উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে অনেক সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোককে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অল্পে অল্পে অপর সকল মিউনিসিপালিটীতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করিতেছি। এখন

বৎসরে যেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাই সন্তোষজনক। এই প্রথা প্রচলিত হইলে দেশ হইতে অনেক অমঙ্গল দূর হইবে।

[illegible] কি?

রাজা ও প্রজার স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হইলে দেশের যে অনেক প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে আমরা অনেক বার তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আজি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিদেশীয় বিদেশের অধীন হইয়া বাস করিতে করিতে দেশের লোকের একতা প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, সাধারণের উন্নতিজনক বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। দেশের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে প্রজারা তাহা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। ভারতবর্ষবাসিরা দেশ হিতৈষণা সম্বন্ধে চীন বলিয়া যে সাধারণে পরিচিত তাহার কারণ কি? বহু দিন বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকা কি তাহার প্রধান কারণ নহে? দেশের সুখ সমৃদ্ধির অংশ যখন পরে গ্রহণ করে তখন দেশের কষ্ট ও বিপদের অংশ গ্রহণ করিতে কি দেশ বাসিদিগের প্রবৃত্তি হয়? এই কারণেই ভারতবর্ষবাসিরা ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের প্রতি এত উদাসীন। কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষীয়েরা অলসপ্রকৃতি বলিয়া কোন বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ বা যত্ন নাই। সে কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এবং অনেকের শিখদিগের একতা উৎসাহ ও দেশহিতৈষণার দৃষ্টান্ত এই কথার অযথার্থতা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে তথাবিধ [illegible] দুর্ব্বল এবং [illegible] রাজা

দের সময় যদিও বিদেশীয় এবং বিধর্ম্মী দের অধিকার ছিল, কিন্তু শাসনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন প্রজাদিগের উন্নতি অবনতি এবং সুখ দুঃখের ভার অনেক অংশে প্রজাবর্গের হস্তেই থাকিত। মুসলমানেরা বিদ্যুতের নিকট হইতে নিয়মিত কর মাত্র আদায় করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, দেশ শাসন ও অন্যায় নিবারণ প্রভৃতি অপর সকল কার্য্যে এক প্রকার উপেক্ষা করিতেন; সুতরাং হিন্দুরা তাঁহাদের চিরাগত প্রণালী অনুসারে সেই সকল কার্য্য করিতে পারিতেন। পঞ্চায়ত দ্বারা তাঁহাদের বিবাদের নিষ্পত্তি হইত, অন্যায় নিবারণ হইয়া ন্যায় স্থাপিত হইত এবং সামাজিক ও পারিবারিক সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। এই প্রণালী "ভিলেজ সিষ্টেম" অর্থাৎ "গ্রাম্য শাসন প্রণালী" বলিয়া পরিচিত। সে সময়ে দেশের শাসনের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত এবং বিচার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না, কিন্তু দেশবাসিদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতা ছিল। দেশের বিপদে সকলে বিপদ জ্ঞান করিত, একজনের কষ্ট উপস্থিত হইলে সকলে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইত। বর্ত্তমান রাজাদের পরাক্রম অধিক। শাসনকার্য্য এবং বিচার কার্য্যেরও অনেক সুশৃঙ্খলা, কিন্তু সেই পরাক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদিগের দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়াছে। সাধারণের বিপদে আর সকলে সে প্রকার বিশেষ বিপদ মনে করে না, দেশের কোন বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইলে আর সকলে সাহায্য করিবার জন্য সেরূপ অগ্রসর হয় না। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দেশের মধ্যে কি এমন ধনী কিম্বা সম্পত্তিশালী লোক আছে যাহারা এই সঙ্কটে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সাহায্য

করিতে পারে? [illegible] সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীনদেশে এরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে দেশের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল লোকেই বিপদ মনে করে এবং সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। ফ্রান্সবর্ষীয়েরা যতই অনুভব করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করাই তাহাদিগেরই মঙ্গল এবং উন্নতি, ততই তাঁহারা দেশস্থ হিতাহিত-চিন্তায় নিযুক্ত হইবেন, ততই দেশের মঙ্গল সাধনে কৃতসংকল্প এবং উৎসাহশালী হইবেন, এবং যে গুণে অপর সভ্য জাতিরা এত সুখ সমৃদ্ধির সুখ দর্শন করিয়াছেন সেই গুণে ভূষিত হইয়া তাঁহারাও সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবেন।

"[illegible] দিবে না।"

লোকের মন সন্দেহ ও নিরাশে পরিপূর্ণ, আজিও সাহসের সুর হইতেছে না। ভাবী দুর্ভিক্ষের কষ্ট লোকের প্রাণের ভাসায় তাহা স্থির হইতেছে না, সাধারণ পুরুষে অনুমান করেন যে যে সকল স্থানে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হই [illegible] ইহার মধ্যে অনেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অর্দ্ধ সেরের হিসাবে ধরিলে ৭ মাসে ৬৫ ৬২৫০০ মণ চাউল আবশ্যক। তদনুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মে মাস পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ১৩৭৬০০০ মণ চাউল আনাইবার পরামর্শ করেন। পূর্ব্বের অনুমান যদি প্রকৃত অনুমান হইত তাহা হইলে ১৩৭৬০০০ মণে সকল অভাব পূর্ণ হইয়াও ২৮১৩৫০০ মণ চাউল উদ্বৃত্ত থাকিত, কিন্তু পূর্ব্বের অনুমান ঠিক বোধ হয় না, কারণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পরে আরও চাউল আনা আবশ্যক স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে আরও ৫১০০০০ মণ চাউল আনাইবার পরামর্শ স্থির হইয়াছে।

আপাততঃ বোধ হয় যখন এত শস্য সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এবার দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্টে অধিক সংখ্যক লোককে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্টের চাউলের আমদানী দেখিয়াও অনেক লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস আবার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ জানেন মার্চ্চাণ্ট টেম্পল একদে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য বিহার প্রদেশ পরিদর্শন করিতেছেন তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "ইতিমধ্যেই উত্তর বিহারের লোকেরা অনশনে থাকিতেছে, এবং যথা সময়ে বিশেষ সাহায্য করিতে না পারিলে অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, এমন কি কোন কোন জেলা জনশূন্য হইয়া যাইবে।" এই সংবাদ শুনিয়া কাহার হৃদয়ে না আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহা শুনিয়া কে আর সচ্ছন্দে মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে পারে? এই সংবাদে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনরল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি গত বুধবার কলিকাতার টাউন হালে একটী সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিলে আর চলিতেছে না। কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু অপর সাধারণে অগ্রসর হইয়া সাহায্য না করিলে রক্ষা নাই। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপনার নিজের ব্যয় হইতে ১০,০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল ১০,০০০ জয়পুরের মহারাজা ২০,০০০ বর্দ্ধমানের মহারাজা ১০,০০০ বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যগণ এক একজনে ৫০০ শত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন রাজা কমলকৃষ্ণ ১০০০০ এবং অন্যেও অনেক দিয়াছেন। এই সকল অর্থ দ্বারা যথা সময়ে চাউল আনাইয়া রাখা হইবে।

যেরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তাহাতে এরূপ দুই এক লক্ষ টাকায় কি হইবে? এ সময়ে ধনবান মধ্যবিত্ত কেহ যেন উদাসীন থাকেন না, যাঁহার যথাসাধ্য এই সময়ে সাহায্য করা উচিত "কিরূপ দাঁড়ায় দেখি" একথা বলিবার আর সময় নাই, এখন হইতেই চাউল আনাইতে আরম্ভ করিতে হইবে। নতুবা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ন্যায় দেশে চাউল থাকিতে লোকদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। যাঁহার যাহা দিবার ইচ্ছা আছে এই সময়ে অগ্রসর হউন। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৬৬০০০০০০। যদি প্রতিজনে এক পয়সা করিয়াও দেয় তাহা হইলে ১০ লক্ষ টাকা হয়। বঙ্গ দেশে যত স্কুল আছে তাহার প্রত্যেকটী হইতে অন্ততঃ গড়ে ৫ টাকা করিয়া তুলিয়া দিলেও ৫০০০ হাজার টাকা উঠিতে পারে। যাঁহাদের হৃদয় আছে তাঁহারা এই সময়ে নিজ নিজ গ্রাম ও পল্লী হইতে যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করুন। আমাদের পাঠকগণ কেহ যদি কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা উক্ত কমিটীর নিকট প্রেরণ করিবার ভার লইতে পারি। জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে অপেক্ষা কৃত সুখে সৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন "অন্নাভাবে দরিদ্রদিগকে মরিতে দিব না" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে এক প্রাণীও মরিবে না।

—:০:—

নাগা যুদ্ধ।

পাঠকগণ! আপনারা সকলেই দুর্ভিক্ষ ভয়ে ভীত হইয়া কেবল "আম হানী রওয়ানী" এই কথা জপনা করিয়া দিবারাত্র ব্যস্ত আছেন। ইতিমধ্যে অসীম পরাক্রমশালী তেজস্বি-কুলাগ্রগণ্য ব্রিটিশ জাতি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া এক অদ্ভুত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন তাহার সংবাদ কেহ রাখেন না। ইতি বৃত্তটী এই, কাপ্তেন বটলার নামক এক জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি নাগা পর্ব্বত এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলের জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিছু দিন হইল তিনি স্বীয় দল বল সমভিব্যাহারে উক্ত পর্ব্বত শিখরস্থিত একটী গ্রামের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার প্রার্থনা করিবার জন্য এবং গ্রামবাসিরা তাঁহার অনুচর গণের আহার যোগাইবে কি না, জানিবার জন্য কয়েকজন কমডেবলে প্রেরণ করেন। কমডেবলেরা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয় যে, গ্রামবাসিরা সে প্রস্তাবে সম্মত নহে। এ সংবাদ শুনিলে কোন বুদ্ধের শোণিত কি উষ্ণ থাকিতে পারে? পা[illegible] বিবেচনা করিবেন [illegible] যাহা, তিনি [illegible] লাগিল [illegible] এক [illegible] প্রবেশ করিতে [illegible]

মন্ত্রির সংশোধন করিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অনুমতি অবশ্য কি? যে সময়ে কাউন্সেল সাহেবের অনুমতি আবশ্যক হয় নাই, বোধ হয় কাপ্তেন বটলারের সেই কারণে অনুমতি আবশ্যক হইল না। চারি ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুরা সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদের ২২ জন হত এবং অনেক আহত হইয়াছিল। কাপ্তেন বটলার সাহেব স্বীয় পরাক্রম ও সৌর্য্যে স্ফীত হইয়া সন্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন এবং গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

আমরা একজন উপহাস করিতেছি জানি। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা উচিত। সাধারণের অবগতির জন্য ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। নাগারা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক শত্রু নহে। ইতিহাসেও ইহাদের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদিন হইতে ইহাদের উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহারা অন্য দুর্গের পরাক্রমে ভীত হইয়া নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে রাজত্ব করিতেছিল, সেখানেও নিস্তার নাই। পূর্ব্বোক্ত বিবাদে কাপ্তেন বটলারের অনুচরগণ অধিক দোষী কিম্বা নাগারা অধিক দোষী তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু মফস্বলবাসি ইংরাজেরা অসভ্য কৃষ্ণকায় দিগের জীবন যেরূপ অপদার্থের ন্যায় বিবেচনা করেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ে আর এক প্রকার সংস্কার উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট খোকা হত্যার পর কাওয়ান ও কারসিথ সাহেবের দণ্ড বিধান করিয়া যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রকৃত দোষীর বিচার করিয়া সেই ন্যায়পরতার পরিচয় দেন [illegible] আমাদের ইচ্ছা। আমরা ইহার জানিবার জন্য অপেক্ষা [illegible]

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ৩১ এ জানুয়ারি শনিবার প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসর রামচন্দ্র মিত্র কলেরা পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন, সেই রোগেই তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নিষ্ট হইয়াছে।

ইনি হেয়ার সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তাহার পর বহুদিন হিন্দু কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রোফেসরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদারূঢ় থাকিয়া তিনি বঙ্গসমাজের প্রায় দুই তিন পুরুষের শিক্ষা বিধান করিয়া গেলেন। যখন হেদুয়ার সোসাইটী প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ে রামচন্দ্র মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তদবধি জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত সমান উৎসাহের সহিত এই সোসাইটীতে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপীয় এবং এদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহাঁর বন্ধুবর্গের অনেক ছিল এবং সকলেই ইহাঁর অমায়িকতা ও নিরীহতা গুণে আকৃষ্ট হইত। ইনি সৌজন্যের সহিত বহু দিন কার্য্য করিয়া শেষ দশায় পেন্সন লইয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

মুক্ত পুস্তক।

১। একেই কি [illegible] বলে? (১) এখানি প্রহসন। লেখক আপনাকে বিদ্যাশূন্য ভণ্ড বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ইহাতে তাঁহার মস্ত বিদ্যা প্রকাশ পায় নাই। বাঙ্গ রসের উদ্দীপনে [illegible]

(১) [illegible] বঙ্গভূমি [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত [illegible]

[illegible] কলিকাতা [illegible] ভূমিকম্প [illegible] ৩১ এ মাঘ সোমবার।

লর্ড হিউটন স্টেমফোর্ডহিউ (ইঙ্গলণ্ড বিহার) হইতে নিম্নলিখিত সোমপ্রকাশ টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন—

"যেরূপ ভাব দিতেছে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোককে অনেক ধান ধরিয়া আহার দিতে হইবে। ভিহত জেলায় ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের জন্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। চম্পারণে ৮ লক্ষ এবং সারণে প্রায় ৬ লক্ষ লোকের মধ্যে লোপাইটকে কষ্টে ইহা ভিন্ন পরা এবং সাহাবাদের অনেক লোক মুঙ্গিয়ার সাহায্য। অর্দ্ধগুণ প্রায় ৩৫০০০ [illegible] পূর্ব্ব দীপ এবং বিহার ভিন্ন অন্য স্থানে [illegible] প্রেরণ করিতে হইতেছে না। [illegible] সচরাচর থাকিয়া [illegible] এমন [illegible] আমাদের বিশিষ্ট কার্য্যে [illegible] কোন স্থানে আমি দেখিয়াছি [illegible] ৩ হাজার লোক খাটিতেছে। মিস্তর [illegible] গবর্ণরজেনরলের এবং [illegible] লোকের

বিবিধসংবাদ।

২১ এ মাঘ সোমবার।

লর্ড হিউটন স্টেমফোর্ডহিউ (ইঙ্গলণ্ড বিহার) হইতে নিম্নলিখিত সোমপ্রকাশ টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন—

"যেরূপ ভাব দিতেছে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোককে অনেক ধান ধরিয়া আহার দিতে হইবে। ভিহত জেলায় ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের জন্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। চম্পারণে ৮ লক্ষ এবং সারণে প্রায় ৬ লক্ষ লোকের মধ্যে লোপাইটকে কষ্টে ইহা ভিন্ন পরা এবং সাহাবাদের অনেক লোক মুঙ্গিয়ার সাহায্য। অর্দ্ধগুণ প্রায় ৩৫০০০ [illegible] পূর্ব্ব দীপ এবং বিহার ভিন্ন অন্য স্থানে [illegible] প্রেরণ করিতে হইতেছে না। [illegible] সচরাচর থাকিয়া [illegible] এমন [illegible] আমাদের বিশিষ্ট কার্য্যে [illegible] কোন স্থানে আমি দেখিয়াছি [illegible] ৩ হাজার লোক খাটিতেছে। মিস্তর [illegible] গবর্ণরজেনরলের এবং [illegible] লোকের

সাহায্য ব্যতিরেকে গলার উত্তর তীরবর্ত্তী অনেক লোকের রক্ষা পাওয়া আশঙ্কা। এমন কি পাটনা বিভাগের উত্তর ভাগস্থ অনেক প্রদেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। এ স্থ বের বিশেষজ্ঞ অনেকে বলিতেছেন যে, ইতি মধ্যে অধিবাসীদের অধিকাংশ এক বেলা অনশনে থাকিতেছে। প্রজারা অত্যন্ত চিন্তিত কিন্তু তাদের সন্তিকৃতা বিস্ময়কর। সর্ব্বা পেক্ষা কষ্টের বিষয় এই যে, যে প্রদেশে বিষম কষ্টের সম্ভাবনা সেখানে শস্য লইয়া যাওয়া কঠিন।"

সম্প্রতি লাভ মর্থব্রুক বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এক মিনিট লিখিয়াছেন। যে যে কারণে তিনি লেপ্টনন্ট গবর্ণর ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রস্তাবিত শস্যের রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে সম্মত হন নাই ইহাতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শস্যের র প্তানী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ না যে চিরস্থায়ী অনিষ্টের সম্ভাবনা তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই ঠিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লাভ মর্থব্রুক বলেন, লোকের খাদ্য যোগান যাইতে পারিবে তবে দেশের মধ্যে ঐ সকল খাদ্য প্রেরণ ও বণ্টনের তাহার বিতরণের বন্দোবস্ত করাই একটু কঠিন। বিহার এবং বঙ্গদে ণের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ শস্য যোগাইবার যে সকল উপায় অবলম্বন করি য়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি গত শুক্রবার মেইলে ষ্টেট সেক্রেটারিকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

গত সপ্তাহে পাচ সাত দিবস ধরিয়া প্রায় দিবা রাত্রি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশের ভাব দেখিয়া প্রকৃত বর্ষাকাল উপস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অ জিও আকাশের সে ভাব যায় নাই, মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি হইতেছে। বোধ হয় শীতের শেষে বর্ষার ক্ষতিপূরণ করা হইল।

সেলুনের একখানি ন বাদ পত্র বলেন এবার ব্রহ্মদেশে যেরূপ ধান্য জন্মিয়াছে আর কখন সেরূপ হয় নাই। বাজারে প্রচুর পরিমাণে উত্তম ধান্য আসিতেছে।

ডাক্তার ম্যাকনামারা স্বদেশে গমন করিতেছেন, তাঁহার একখানি ছবি করিবার জন্য কলিকাতায় চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। সিমলার যে মেটিব চাঁদপাড়াল হইতেছে ছবিখানি রাখা হইবে। জয়পুরের রাজা এবিষয়ে ১০০ টাকা দিয়া ছেন।

গত বৃহস্পতিবার বেত্তিয়ার রাজা কুমার হরে ন্দ্রকিশোর সিংহ প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্কৃত কালেজ হেয়ার স্কুল এবং মেডিক ল কালেজ দেখিতে আইসেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের যে ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী এফ, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারিবেন, তাঁহাকে মাসিক ২০ টাকা করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত একটী ছাত্রবৃত্তি দেওয়া রাজার ইচ্ছা। সংস্কৃত কালেজেরও যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র গবর্ণমেণ্টের ছাত্রবৃত্তি পাইবে না তাহাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০ টাকা করিয়া একটী ছাত্র বৃত্তি দিবে এবং বেথুন বিদ্যালয় স্কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে একটী স্বর্ণ মেডাল পুর স্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২২ এ মাঘ মঙ্গলবার

সম্প্রতি আসামিদের রাজার তৃতীয় পুত্র রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন ক'রয় বলে, তিনি তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করি'ছেন। রাজপুত্র বলিলেন, তা'হার যে কথা থাকে সে লিখিয়া তাহা তাঁহার গোচর করি'ত পারে। এই বলিয়া চলিয়া যা'ইতে ছেন এমন সময় সে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে মুসি মারে। কয়েকজন আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল কিন্তু সে উহাদিগের হাত ছাড়াইয়া পুনরায় রাজপুত্রকে আক্র মণ ও প্রহার করে। তৎপরে একজন কম ষ্টেবল আসিয়া উহাকে ধরিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লয়। রাজপুত্র পুলিষের প্রধান কমিসনরের নিকট তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মকদ্দমায় স্বয়ং রাজপুত্র কাহা রীতে দরবারে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রার মহাশয় যে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন এটী সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই মকদ্দমা লইয়া ইংলণ্ডে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের প্রতি ইংরাজদিগের ক্রমশঃ যে ভক্তি কমিয়া যাইতেছে, কেহ কেহ এই ঘটনাকে তাহার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট পাঠে অবগত হওয়া গেল "ম'হ'ম্মুদ সাহ নামে এক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য শিশুসন্তান পঞ্জাব হইতে দরবারে আনিয়াছেন। ঐ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় মানুষের মত, কিন্তু মস্তক অতি ক্ষুদ্র ও কর্ণ অতি দীর্ঘ, এবং সে মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে না। ঐ শিশু গুজরাটের অন্তর্গত সাদৌলা দুর্গী নামক মসিদে কুড়িত হয়। উহাকে সাদৌলার ঈশ্বর করিয়া থাকে। পীরের নিকট সন্তান প্রার্থনা করিলে প্রথম সন্তান এই রূপ অবয়ববিশিষ্ট হয়। পীর আস্থ সেবকের নিমিত্ত এরূপ সন্তান দেন। দ্বিতীয় সন্তানের কোন প্রকার অঙ্গহীনতা থাকে না।

গবর্ণর জেনরল দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারিকে যে পত্র লিখেন এবং রপ্তানী বন্ধ না করার কারণ সকল প্রদর্শন করিয়া যে মিনিট লিখেন তাহা এক শিত হইবার পর হইতে কলিকাতার চাউল মূল্য গত শুক্রবার যেরূপ ছিল তদপেক্ষা কমি য়াছে। সাধারণ বাজারে ২৮/ হইতে ৩ টাকা এবং উত্তম বাজার ৩ হইতে ৩।/১০ মণ বিক্রীত হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ [illegible] রপুরের দক্ষিণে শস্যের মূল্য অত্য [illegible] গত মঙ্গলবার সংবাদ [illegible] লয়ের পার্লামেণ্টারি ব্যব [illegible] রোধে সম্মত হইয়া গিয়া [illegible] দাগউ মসে বাবু শো [illegible] উড্রো সাহেব কর্ত্তৃ [illegible] স্থাপিত হয়। এক্ষণে [illegible] মাদ্রাজের সেণ্ট [illegible] জন টৈনা মেডিক [illegible] ঔষধি করেন। সৌভাগ্য [illegible]

...দিবসের

...ছুই লক্ষার

...কা যাত্রা করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ ক'রয়াছেন।

...ট লণ্ডাক-গেজেটে লিখিত হইয়াছে, এ'নবাব বারাণসী সহি বাকীপুর চাকার সাধারণ এবং পুলিসের প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সহিবার প্রায় সমস্ত ...এ একলে সর্বত্র ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে।)

১২ এ জানুয়ারি ডাবিতে ডাউনশিপিতে ছুইটার ভূমিকম্প হয়।

গত মে মাসের মাসে ব্রিটিশ ভারত হইতে ৪৪৪৮৭ টাকা মূল্যের ৩৮১২ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

দিল্লী গেজেটের কারুলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ১৮ ই জানুয়ারি আমীর সিরাজ আসী কয়েকজন সর্দারকে লইয়া এক সভা করিয়া কিরাটের সর্দার মহম্মদ জামুর খাঁকে (উঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র) পদচ্যুত করিবার পরামর্শ করেন। সর্দারেরা ইহাতে সম্মত না হইয়া আমীরকে এরূপ তাড়াতাড়ি করিতে নিষেধ করেন। আমীর আপনি সর্দারদিগকেও চটাইতেছেন, তাঁহাদের যেরূপ অপমান করিয়াছেন, সাজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কুশল ভিন্ন অবধি যে পর্য্যন্ত না সিপাহিদের ও সৈন্যাধ্যক্ষকে শিখাইবেন সে পর্য্যন্ত যেরূপ পাইবেন না। এ ভিন্ন আমীরের বিলাসিতাও কিছু বাড়িয়াছে।

গত সপ্তাহে আলাহাবাদ হইতে সর্বসমেত ৩৩৩ টী টাকার ব্যয় হাবড়ার আইসে। তথা হইতে উহা করোলি সংগ্রিলে লইয়া যাওয়া হয়। উহাতে ২০ লক্ষ টাকা ছিল।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩ই ডিসেম্বর মিস্টর উইলসনের মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের একটী জমীদারীর ১ জাহিদাকে ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা খাজনা মাপ করিয়াছেন। ইহাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট হইয়া ...

...ব্যাবেরিজীর [illegible] শ্রেণীতে বিদ্যা, সভ্যতা [illegible] (খৃষ্টীয় অব্দ) বয়ঃক্রমবিশিষ্ট হইয়াছে। যে বেশ বালক বালিকা ছুয় বৎসর ছুইতে দুবৎসরীয় এক্ষণে এই শ্রেণীতে পড়িতে পারেন। উহার আমাদিগকে আনন্দিত সভ্যতা হইতে রক্ষা করুন।

পারিসে অষ্টাদশবর্ষীয়া একটী যুবতীর এক আশ্চর্য্য পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। সূর্য্যের আলোক ইহার সহ্য হয় না, নিশিথে দিবাভাগে ইনি ঘরের বাহির হয়েন। ইনি দিবসে কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু রাত্রিতে বেশ স্পষ্ট কাজে অনায়াসে লিখিতে পড়িতে পারেন। ইনি যৌবনাবস্থা লাভ করিলে অধিকতর দুইতে পারিবেন।

ইংলিসম্যান কহেন কলিকাতার নগর নিবন্ধ আগামী ২৫ পরিবর্তন ৩৩ হইবেন।

২ রা হইতে ১৫ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত অযোধ্যা হইতে ১৬২৭৫৪ মণ শস্য রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ১৭২৪৪ মণ মাত্র আমদানী হয়।

মিরাট নগরের মাজিষ্ট্রিনিবাস পর্যটনের নিম্ন দেশে পদার্পণের নিকট করিবার পরিচয় করিয়াছেন।

একজন ইংরেজীর সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে অধ্যাপক ওয়েন সাহেব এমন বিচিত্র পক্ষী দেখিয়াছেন। ইহার ঘরের ন্যায় ইহার পাখা, পাখা মোড়া, পক্ষীটী মহুষ্য খাইতে ভালবাসে।

ষ্টাইফন অব ইণ্ডিয়ার [illegible] সাহা দিয়াছেন, [illegible] সম্প্রতি ইংলণ্ডের [illegible] রাজের [illegible] তিনি [illegible] যেন তাঁহাতে [illegible] জাতার পরিচয় হইবে।

ব্রিটিশ ব্রহ্ম

...এক ব্যক্তির সহিত [illegible] ইহার বয়ঃক্রম ৩০০ টাকার [illegible] পুত্রে এক্ষণে [illegible] এক্ষণে [illegible] ইহার [illegible] ইহার [illegible] ইহার

স্থানে স্থানে অনেকগুলিকওয়ার্ক আরম্ভ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন বিস্তর কোদালির প্রয়োজন, ডাকাদিগকে বলিলে তাহারা অতি সত্বর উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। ষ্টেট সেক্রেটারি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন। একটী কারখানাতেই ৫০ পঞ্চাশ হাজার কোদালির জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। টেলগ্রাফের সুবিধা হওয়াতে এক্ষণে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি এমনিই কার্য্যতৎপর যে কোদালির প্রয়োজন আছে কি না তাহা জানিবার জন্য এই অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আমাদের টাকা এইরূপেই ব্যয়িত হয়।

দাদাভাই নাউরোজী বরদার গুইকুমারের মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নাউরোজীকে মন্ত্রীপদ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

বরদার গুইকুমার মলহর রাওয়ের মুণ্ডী রৌপ্য কামান আছে, সম্প্রতি তিনি মুণ্ডী সোণার কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। গুইকুমার বদি চরিয়া এই রূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেন, একখানি সোণার কাস্তে গড়াইতেন সন্দেহ নাই।

রাজীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিয়ম হইয়াছে ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সৈন্যগণ এখন অবধি যেরূপ ভিন্ন অর্দ্ধ সের মাংস অর্দ্ধ সের রুটী এবং দেড় সের আলাম কাষ্ঠ পাইবে।

প্রিন্স বোরিস ডেটবাটি ওফি এবং কর্ণেল হার আরো অনেকগুলি বড় লোক গত মেইল ষ্টীমারে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁরা ব্যাঘ্র শীকারের জন্য মধ্য ভারতবর্ষ দেখিতে আসিয়াছেন, তৎপরে নেপালে গমন করিবেন, কি উদ্দেশে তথায় যাওয়া তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ব্যাঘ্র শীকার ত বাহিরের কথা, মনের কথা কি? ব্যাঘ্র শীকার, না, সিংহ শীকার?

আমাদিগের মধ্যম রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েল্স নৌসেনার একজন কর্ণেল হইয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন রাজপুত্র আর কখন প্রজার সৈনিক পদ গ্রহণ করেন নাই।

২৪ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

৩১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত আহারীয় শস্যের মূল্যের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান হাবড়া ২৪ পরগণা যশোহর রঙ্গপুর পাবনা ঢাকা ফরিদপুর পাটনা গয়া সাহাবাদ পূর্ণিয়া সাওতাল পরগণা মনভূম এবং ফরাসডাঙ্গে সাধারণ লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা হাবড়া বহরমপুর জলপাইগুড়ি ত্রিহুত সারণ চম্পারণ কটক বালেশ্বর ভাগলপুর মোজাফরপুর গোয়ালপাড়া হুগলি এবং কলীপর্ব্বতে মূল্য হ্রাস হইয়াছে। রিপোর্টে আর যে ২৫ টী বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মূল্য সমান রহিয়াছে। বিভাগীয় রিপোর্টে দেখা যায় চট্টগ্রাম ভিন্ন সকল বিভাগেই বৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণে বৃষ্টি দ্বারা উপকার হইয়াছে, তবে তমাক সরিষা প্রভৃতির কতক অনিষ্ট হইয়াছে, শিলাবৃষ্টি হওয়াতেও স্থানে স্থানে কতক অনিষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমানে জ্বর হইতেছে, বাঁকুড়ার বসন্তের বৃদ্ধি হইয়াছে। বীরভূম হইতে এখনও রপ্তানী চলিতেছে। বৃষ্টি দ্বারা মেদিনীপুর হাবড়া ও হুগলীতে শস্যের উপকার হইয়াছে, তুমি কর্ষণ কার্য্য বিলক্ষণ চলিতেছে। ২৪ পরগণায় আজিও জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। মুরসিদাবাদে তুমি কর্ষণযোগ্য হইয়াছে এবং মহাজনেরা রাইয়তদিগকে অগ্রিম বীজ দিতেছে। মালদহের স্থানে স্থানে লোকের কষ্টের কথা শুনা যাইতেছে। বৃষ্টি দিবরূপ রাজসাহী রঙ্গপুর বগুড়া এবং পাবনার শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে বাখরগঞ্জে বৃষ্টি হয় নাই কিন্তু শস্যের অবস্থা উত্তম। ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সংবাদ মন্দ নয়। ঢিল টিপারার স্থানে স্থানে বাজারে অল্প পরিমাণে চাউল থাকাতে কষ্ট হইয়াছিল। নরকাণ্ডার অরহর দশ আনা জন্মিয়াছে, সরিষা উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু গম ভাল জন্মে নাই। চম্পারণে শস্যের অবস্থা মন্দ, মুগ ও বৃষ্টি হইতেছে। ভাগলপুর মুঙ্গের সাঁওতাল পরগণা উপবিভাগে কষ্ট হইয়াছে, উড়িষ্যার সংবাদ ভাল। সিংহভূমে মিলিকওয়ার্কে লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখানে বৃষ্টি হয় নাই। মানভূমে বৃষ্টি দ্বারা যব ও গমের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। আশাম এবং তদ্নিকটস্থ পর্ব্বত প্রদেশের শস্যের অবস্থা উত্তম। ২৩ এ জানুয়ারি গোয়ালপাড়ার ভূমিকম্প হয়।

ডাক্তার হুকর হইতে এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ মেইলে লিখিয়াছেন, তথায় অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। দিন দিন মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। দক্ষিণ বিভাগে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তিনবেলিতে শস্য দুর্ভিক্ষ সময়ের ন্যায় অগ্নিমূল্য হইয়াছে। এখনও এক পসলা বৃষ্টি হইলে অনেক উপকার হয়।

পিয়নিয়র বলেন, মেলবিল সাহেব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন, এখনে তাহার মীমাংসা হইল না, এ বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট গিয়াছে। মেলবিল সাহেব এক মুসলমানীর কুক্ষে পয়দা করিবার প্রথা দ্বারা কি বিপদেই পড়িয়াছেন! এখন জালের জালের তেতুল গাছটী পাইলে হয়।

মাগাল্লানের লর্ড মেপিয়র মান্দ্রাজ হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিতেছেন। বোধ হয় ১২ ই ফেব্রুয়ারির পর্য্যন্ত এখানে উপনীত হইবেন।

পিয়নিয়র বলেন, সীতাপুরের কমিশনর হত্যাপরাধে অযোধ্যার ঠাকুর জোয়াহির সিংহের প্রতি যে সাজা দেন, আপীল করাতে অযোধ্যার জুডিসিয়াল কমিশনর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইনি ২০ লক্ষের অধিপতি। এক্ষণে ইহাকে লক্ষ্ণৌএর জেলে ৭ বৎসর থাকিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে ১৮ লক্ষ ১০০০ পাউণ্ড চা প্রেরিত হয়। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু কম গিয়াছে।

মজঃফরপুর পাহের আলি হাসান

গিয়া । ।করিতে পারেন নাই। তিনি
ি' হয়ে একটী হোটেলে গিয়া ছিলেন,
ন হইতে পাঁচার ২ দুই রাজার টাকা
া একটী ইংরাজকন্যা চুরি গিয়াছে।
। ঐ আমেরিকার বিবাহের সম্বন্ধ
। একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া
। কোন যুবক একটী অল্প বয়স্কা
যুবতীর পাণিগ্রহণ করিতে সর্ব্বদা বেড়াইতেন, তাহার
হস্ত ধর্ম ক রতেন ও অন্যান্য প্রণয় সম্ভা-
ষণ ক রতেন, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করেন
নাই এই তাঁহার অপরাধ। যুবতী তাঁহার
বিরুদ্ধে সমন্ধ ভঙ্গের নালীশ করেন।
অন্য বলেন, যুবক যুবতী বিবাহ করিবার
কোন কথা বলেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি
যখন যুবতীর পাণীপীড়ন প্রভৃতি প্রণয়
লক্ষণ করিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই
মনে মনে বিবাহ করিবেন প্রতিজ্ঞা করি-
য়াছেন। যুবতী ত্রিশ হাজার টাকার ডিক্রি
পাইয়াছেন। কিন্তু অধিক পীড়ন না করিলে
কেবল মাত্র পাণীপীড়নের নালীশ
হয় না।

কলিকাতার সেণ্ট্রাল কোঅপরেটিব কমিটী নামে একটী সভা স্থাপনের যে প্রস্তাব হয়, গত কল্য বৈঠকে তাহার অনুষ্ঠান পর্ব্ব টাউনহালে একটী বৃহতী সভা হয়। গবর্ণর জেনরল একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ চাঁদা দিবার জন্য সাধারণের মন আকর্ষণ করেন। এ নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রাজী তাঁহার নিজ তহবিল হইতে ১০ হাজার টাকা দিবেন টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। এ ভিন্ন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের সর এক কালিডে, সর রিব ফ্রয়র প্রভৃতি অন্যান্য সভ্যগণও অনেক টাকা দিয়াছেন। বর্দ্ধমান এবং জয়পুরের রাজা প্রত্যেকে ২০ হাজার করিয়া দিয়াছেন লার্ড মর্ণব্রুক এই সকলের উদ্যোগকর্ত্তা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে দুর্ভিক্ষের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বলেন। তিনি দুর্ভিক্ষের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া একটী সেণ্ট্রাল কমিটী স্থাপন দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ এই সভার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। সকলেই এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন। সর্ব্বশেষে লার্ড মর্ণব্রুক একটী বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। ইহার পরে সেণ্ট্রাল কমিটীর এক অধিবেশন হয়। সার রিচার্ড কাউচ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী এক্সিকিউটিব কমিটী নিয়োগ করেন। অনরেবল শ্যাণ্ড ইহার সভাপতি হন এবং অনরেবল ইডেন অনরেবল মহারাজা অফ বর্দ্ধমান অনরেবল বার্ণার্ড এবং অনরেবল বিপুরার সিংহ রাজা যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবু দুর্গাচরণ লাহা এবং অনেকগুলি দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন লোক উক্ত কমিটীর সভ্য হন। সভাপতি নিম্নলিখিত মর্ম্মগুলির বিষয় সভ্যগণের গোচর করেন। লাট মর্ণব্রুক ১০ হাজার, অনরেবল ডিস বেরিড ১ হাজার, এফ, বেরিড ১ হাজার এবং কাপ্তেন বেরিড ১ হাজার। ইহার পর সভাভঙ্গ হয়। অদ্য ১১ ঘটিকার সময় এক্সিকিউটিব কমিটীর প্রথম অধিবেশন হইবে। আমরা শুনিলাম রাজা কমলকৃষ্ণ ১০ পাতিয়ালার রাজা ১০ এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১ রাজার টাকা দিয়াছেন।

২৫ এ মার্চ শুক্রবার।

ভারতবর্ষের কোন কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া অফিস কর্ত্তৃক যে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় তাহাতে সাধারণ অর্থ ব্যয়ের অপব্যয় হয় বিষয়ে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। রেলওয়ে সমূহের উন্নতি বিধানার্থ যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানের প্রস্তাব হয়, তন্মধ্যে একটী কলের আবশ্যকতা আছে। শান্তি নামক জাহাজে ঐ কল রেঙ্গুণে আনিবে এইরূপ কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়, প্রতি টন ৪৫ টাকা ভাড়া স্থির হয়। যে জাহাজে ঐ কলগুলি আসিতেছে উহা আজি পাঁচ মাস সমুদ্রে ভাসিতেছে তথাপি উপনীত হয় নাই। কণ্ট্রাক্ট টীমর যোগে যাইলে যাইতে পারিত, সুতরাং ইহাতে প্রতি টন ৩০ টাকা ভাড়ার হিসাবে মাসের মধ্যে এখানে আসিতে পারিত।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর ও ডাক্তার পিটারসন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষা বিষয়ক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। এখানকার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিতেছেন।

বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত ভাষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও কোন ছাত্র বৃত্তি পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন নাই। এখান হইতে বীজ পাঠাইবার জন্য মফস্বলে নিজ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বিভাগে, আদালতে যাহারা ব্যবসা করিতে পারিবেন, এরূপ একটী ব্যবসায়ের জন্য ২৫ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা তেঁতা বেতুর, মাং ১৯১৪ টাকার চাকুরীর জন্য আলাহিদা হওয়া অপেক্ষা কলের মধ্যে একটী ব্যবসা শীকার করিতে পারিলেও লাভ আছে।

রাজপুতনায় একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কতেনগড়ের খেয়ালটী ঠাকুরকে ইকলগড়ের রাজার মর্য্যাদা স্বীকার করাইবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা হইতে ইক গড়ে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের রাজপুতনাস্থ এজেণ্ট কর্ণেল পেলি ইকলগড়ে রহিয়াছেন।

বাবু রামকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যুর পর হিন্দু কালেজের কৃতকর্ম্মা প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কারেরও মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বহুদিবস সংস্কৃত বিভাগের অপেক্ষাকৃত অধিক হিন্দু শিক্ষক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শিক্ষা বিভাগের এই দুই প্রধান বহুদিবস অন্তরে এক কালেজের দুই ভিন্ন বিভাগে এক সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

বিদ্যা [illegible] এবং বিদ্যা-
[illegible] জন্যে বিদ্যালয় [illegible] বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী [illegible]
[illegible]

২৯ এ মাঘ শনিবার।

গত সপ্তাহে রেবরেণ্ড ডবলিউ মর্গেস নামক একজন মিশনরি মাজ্রাজ হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, সম্প্রতি একটী ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার পিতা আসিয়া বলপূর্ব্বক ঐ বালককে তাঁহার বাটী হইতে লইয়া গিয়াছে, অতএব ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার সন্তানকে উপস্থিত করিবার জন্য তলব করা হয়। হাইকোর্ট তাহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। বালক উপস্থিত হইয়া বলিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় নাই, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পিতার সহিত বাটীতে গিয়াছেন এবং বাটীতে থাকাই তাঁহার ইচ্ছা। মকদ্দমা ডিস্‌মিস হইয়াছে। মিশনরিরা কবে ছেলে ধরা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন?

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট লুই নেপোলিয়নের ছুহিতা পিয়ারী বোনাপার্টির অবস্থার বিষয় শুনিলে চক্ষে জল আইসে। তিনি এক্ষণে উদরান্নের জন্য লণ্ডন নগরে একটী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি পারিসে কাপড় ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। এটী ফরাসী জাতির সামান্য লজ্জার বিষয় নহে। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্য কি চঞ্চল, অবস্থার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!!

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ জানুয়ারি। বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই বি, গডফ্রে কিছুদিনের জন্য ভার পাইলেন।

বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪।৭৫ অব্দে মেদিনীপুরে সেটলমেণ্ট কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তথায় রহিলেন।

২৯ এ জানুয়ারি। সহকারী কমিশনর কাপ্তেন ই. জি. লিনিওইন চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন, আপাততঃ ইনি টীপারার পোলিটিকাল এজেণ্ট হইবেন।

৩০ এ জানুয়ারি মৌলবী আবদুল মজিদ তীয় শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, উইক পাটনা বিভাগে রহিলেন।

৩১ এ জানুয়ারি। পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর ঐ পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে মুঙ্গীরের সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এ, ই, গর্ডন উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এম, ডুরাণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ জানুয়ারি। স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু বিদ্যাধর দাস টপারার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মুরশিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, বারলো পাটনা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের চাইস চেয়ারম্যান হইলেন।

রিবর্ড টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। হোয়েলি সাহেবের যে জরিমানা হয় এবং যাহা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি কারারুদ্ধ হন, সেই জরিমানা দিয়া তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন।

মার্শল গ্যাবলেণ্টজ আত্মহত্যা করিয়াছেন

৩১ এ জানুয়ারি। কালিষ্টরা এখনও বিলবোয়া অবরোধ করিয়া রহিয়াছে।

লার্ড গার্বেট উলসলি পত্র—
হাতে উপস্থিত...

বিপক্ষদিগের যে সকল পত্র সঙ্গে লইয়া আইসেন, সে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল পত্রের মর্ম্ম কি তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। ডিউক অব আর্গিল ২৩ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনরলকে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে তিনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ লাভ মর্থক্রকের অবলম্বিত উপায় সকলের অনুমোদন করিয়া রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে তাঁহার যে সকল আপত্তি আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। যে সকল মেইল কলিকাতা হইতে ৯ ই জানুয়ারি এবং বোম্বাই হইতে ১২ ই জানুয়ারি ছাড়ে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রেপবলিকান মেয়রদিগকে পদচ্যুত করিতেছেন।

জর্ম্মন পার্লিয়ামেণ্টের জন্য আলসাক ও লোরেন্ হইতে ১২ জন ফরাসী মনোনীত হইয়াছেন।

পোলেদের অষ্টবিংশপক্ষে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯ এ জানুয়ারি কেপ টুকোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশান্টিদিগের রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া একজন জর্ম্মন্ মিশনরিকে সার গার্বেট উলসির নিকট পাঠাইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লার্ড মর্থব্রুক রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে যে মিনিট লিখিয়াছেন মিথে তাহার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

● ● ● ● ●

"বঙ্গদেশ হইতে সাধারণ লোকের যাহা উপযোগী চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া উচিত ছিল কি না? এইটীই প্রকৃত আলোচনার বিষয় এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিব। ●●●●●●

১৮৭২।৭৩ সালে যত চাউল রপ্তানী হইয়াছে ১৮৬৪ সাল অবধি এই [illegible] সময়ের মধ্যে [illegible]

অপেক্ষা অধিক হইবে না এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যাইতে পারে।

১৮৭২।৭৩ সালে বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্রপথে ১৪।২৮০০০ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে প্রায় ২২৪০০০০ মণ টেবল রাইস ইহার মূল্য অধিক এবং ইহার গঠন স্বতন্ত্র প্রকার, সুতরাং ইহা এদেশের সাধারণ লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। এপ্রকার চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা বোধ হয় কাহারও অনভিপ্রেত নহে। কারণ তাহা করিলে কৃষকদিগের ঐ চাউল বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে তাহাদের ব্যবহারোপযোগী অন্য চাউল ক্রয় করিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

অতএব ১২৪৮০০০০ মণের রপ্তানীর বিষয় বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। ইহার মধ্যে ৫২৯২০০০ মণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার স্থানে স্থানে প্রেরিত হয়, ৪৪৮০০০০ মণ মরিশস দ্বীপ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ শ্রেণী প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। এই সকল দ্বীপে ভারতবর্ষের যে সকল কুলীরা গিয়া বাস করিয়াছে এতদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ২৭১৬০০০ মণ গ্রেটব্রিটেন ও পারস্য উপসাগর প্রভৃতি অপরাপর স্থানে নীত হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে রপ্তানী নিষেধ করিয়া আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য এবং উপযুক্তরূপ সংবাদ না দিয়া উপনিবেশবাসি মুসলমানদিগের আহার বন্ধ করাও গর্হিত কার্য। যদি সকল প্রকার চাউলের রপ্তানী বন্ধ করাও হয় তাহা হইলে সে চাউলে অল্পই লাভ দেখা হইবে, কারণ যখন বঙ্গদেশের ৬,০০০০০০ লোকের অন্নার্থ প্রতিদিন ৮৪০০০০ মণ চাউলের প্রয়োজন তখন এই অল্পমাত্র চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিলে চাউলের মূল্যের অতি অল্পই সস্তা হইবার সম্ভাবনা।

কেহ কেহ বলেন, যে গবর্ণমেণ্ট রপ্তানী [illegible] এবং [illegible] ধার্য্য করিয়া [illegible]

এরূপ মূল্য ধার্য্য করিয়া রপ্তানী বন্ধ করিলে, এই [illegible] চাউল দেশে রাখা হইলে তাহাদের মূল্যের আধিক্য হইবে, তাহা ত দেখা যাইতেই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

কি ভারতবর্ষে কি অন্য দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণের একটী প্রধান উপায় এই—চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই লোকে অল্প করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করে। আমার বিবেচনায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার সময় গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া যদি অন্য দেশে যায়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষনিবারক আর কিছু হইতে পারে না। রপ্তানী বন্ধ করিলে যে অল্প পরিমাণ শস্য অধিক হইত, মূল্যের হ্রাস নিবন্ধন আশানিত হইয়া লোকে অল্প দিনের মধ্যে তাহা আহার করিয়া ফেলিত। তার আমি স্বীকার করিলাম যে, আমি মূল্যের হ্রাস সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছি তাহা ঠিক নহে। রপ্তানী বন্ধ করিলে চাউলের মূল্য বড় অধিক পরিমাণে কমিত না, এবং লোকের যার পর নাই ক্ষতি হইত না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও আমি দেখিতেছি যে তাহাতে আপাততঃ যদিও কিছু উপকার হয়, উত্তরকালে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আমার বোধ হয় আহারীয় শস্যের রপ্তানী প্রথা বঙ্গদেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক। কারণ এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে সচরাচর দেশের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে হয়। দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইলে সেই শস্যের অধিকাংশ দেশে রাখিয়া যায়।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমী[illegible]

সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের [illegible] থাকে কখন জানাই [illegible] কখন হয় নাই। [illegible] প্রেরণ করিতেছি।

/ মহাশয় ; বিতান্ত দুঃখিতচিত্তে আপনকে বাঙ্গলাভাষার একটী পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমরা সোমপ্রকাশ সম্পাদককে উকীলের ন্যায় সাক্ষী সাজাইতে দেখিলে সুখী হইব না ; আপনি জজের আসনে থাকিয়াই উকীলের কার্য্যটী সম্পাদন করেন ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। খোকা কর্ত্তার মিঠুর ব্যাপার দর্শনে যেরূপ সুরোগা মিরপেক্ষ কটনেজ সাহেব ব্যথিত হইয়া সারগর্ভ বাক্য দ্বারা সাধারণের চিত্তে ক্রাওয়ান সাহেবের মিঠুরাচরণ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন সেইরূপ ওকালতী লইয়া আপনি কিছু বলিয়াছিলেন ?

আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা ভাষার বধসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এখন নীরব থাকা দেশীয় ভাষার পত্রিকা সম্পাদকদিগের হিরপেক্ষতার নয় কাপুরুষতার লক্ষণ। যেসকল সম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী তাঁহারা নীরব থাকুন, কিন্তু সোমপ্রকাশের দৌনাবলম্বন লোকে পায় না। কয়েক দিন গত হইল বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের ২য় শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার অধিকার রহিত হইয়াছে, বঙ্গীয় পত্র সম্পাদকগণের অনেকে খুব বিশেষ এক খানা ছেড়া কাঁথা লইয়াও আপনাদের পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ অধিকারচ্যুতির বিষয়টী (দুই একজন সম্পাদক দোষ এড়াইবার মত দুই এক কথা বলিয়াছেন) কাহারো পত্রিকার স্থান পায় নাই, সোমপ্রকাশ কি ঐ সময়ে কিছু বলিয়াছিলেন ?

এইক্ষণ মাতৃভাষার মুলোৎপাটনের চেষ্টা চলিতেছে, বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর সার জর্জ্জ কেম্বল মর্ণালস্কুলের পাঠ্য হইতে বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিসাধিকা সংস্কৃত ভাষাকে স্থানাচ্যুত করিয়াছিলেন, এবার ডাইরেক্টর সাহেব (বোধ হয় প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য) বাঙ্গলাকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিলেন।

ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় বাঙ্গলা সাহিত্যের পরীক্ষা হইবে না, ইহা সার জর্জ্জ কেম্বল সাহেবের আদেশ। এক মাত্র মর্ণাল স্কুলেই বাঙ্গলা শিক্ষা হইত, এবার তাহাও রহিত হইল। নিম্নে সংক্ষেপে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জন্য মর্ণাল স্কুলের পাঠ্যের উল্লেখ করা গেল। ১ম ২য় ও ৩য় বর্ষীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ সন্ধি, কারক, এবং সহজ সমাস। অলঙ্কার নাই, গণিত এক কালে পাটীগণিত হইতে আরম্ভ করিয়া বীজগণিতের একুইটী পর্য্যন্ত, ক্ষেত্রতত্ত্বের ১১শ পুস্তক, ত্রিকোণ মিতি, অষ্টাদশ বক্ত প্রকার সঙ্কল্প, বিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্র, ফুগোল কেম্বল মেপ্লিন ও গ্লোব হইতে, প্রাকৃতিক ভূগোল ইংরাজী পুস্তক হইতে, শিক্ষা প্রণালী কেবল আদর্শ শ্রেণীতে, ইতিহাস ইংলণ্ডের ২য় ভাগ, ভারতবর্ষের ১ম ও ২য় ভাগ, ইতিহাসপাঠ (সমুদয় পৃথিবীর ইতিহাস)। আমি সংক্ষেপে আপনার গোচরীভূত করিলাম, এখন হয় আপনি কর্ত্তৃপক্ষের ওকালতী গ্রহণ করুন, না হয় আপনার চিরাভ্যস্ত নিরপেক্ষতা সহকারে আপনার মত ব্যক্ত করুন। ইহারা এত গণিত লইয়া কি করিবে ? ত্রিকোণমিতি লইয়া আমাদের বি, এ, এমেরাই বাহা করিতেছেন তাহাই যথেষ্ট হইতেছে। আমি এক দিবস একজন বি এর নিকট ত্রিকোণমিতি বুঝিতে গিয়াছিলাম। তিনি উত্তম রূপ বুঝাইয়া দিলেন যে কলেজ ছাড়িবার পর আর উহা কাহারো মনে থাকে না, তবে যদি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হয় চেষ্টা করিয়া বুঝ ইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৭৪ জনৈক ছাত্র

২৪শ জানুয়ারি।

মহাশয় ! বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম অঞ্চল প্রদেশ সকল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু যেসকল স্থান বহুজনাকীর্ণ ও রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছে উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্থান অপবিত্র পড়িতেছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের আজি কালি কত শত কত কত সুপ্রসিদ্ধ জনপদ ও হিন্দুদিগের স্বর্গ তুল্য পবিত্র তীর্থস্থান, অধিকন্তু বাণিজ্যের অনুরোধে যে সমস্ত স্থান হইতে নানা জাতির বহুল পরিমাণে সমাগম হওয়ার জন্য ক্রমে দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে কাশী প্রভৃতি স্থানসকল বায়ু পরিবর্ত্তনের ও স্বাস্থ্য লাভের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং যাহারা এই সকল স্থানে আসিতেন তাহারা শীঘ্রই তাহার ফল প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু এক্ষণে সহজে স্বাস্থ্য লাভ করা দুরূহ। পূর্ব্বাপেক্ষা এইস্থানটী দূষিত হইবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ এখানকার রাস্তা গুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং সহরের বড় প্রকার নালা উহার মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া গঙ্গার অভিমুখে ধাবিত হয়। তাহাতে মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্গন্ধময় পাঙ্কা নির্গত হয় যে মুখ মধ্যে দিয়া করা দুরূহ হইয়া উঠে। পথিকগণ ও নগরবাসিগণের যে কিপর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হয় তাহা বর্ণনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ রাস্তার দুইপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরময় অট্টালিকা সকল উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় ঐসকল বাষ্প সুচারুরূপে বহির্গত হইতে পারে না ও নিম্নস্থ বায়ু কোন কালে বলবদ্বহন করে কি না সন্দেহ। যদি রাস্তা গুলি উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে পথিকদিগের তাদৃশ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। এখানকার রাস্তাগুলি বড় বড় প্রস্তর দ্বারা সজ্জীকৃত ও বিশৃঙ্খলরূপে আবদ্ধ। তন্নিমিত্ত নিম্ন স্থান হইতে দুর্গন্ধ উত্থিত হইবার আশ্চর্য্য কি ? তৃতীয়তঃ উপরিউক্ত কারণগুলির সহিত সূর্য্যদেবের এরূপ শত্রুতা যে বৎসরের মধ্যে তিনি একবার আপন কিরণ বিস্তৃত করিতে পারেন কি না সন্দেহ। চতুর্থতঃ এখানকার অধিকাংশ লোকে গঙ্গার জল সর্ব্বদা ব্যবহার করে। সহরের নালা সকল গঙ্গার দিকে ধাবমান ও অনিয়মিতরূপে চতুর্দ্দিক হইতে স্রোত আসায় উহার জল এরূপ অন্যান্য দূষিত হইতেছে যে অল্পকাল মধ্যে তথাকার [illegible]

সম্প্রতি এখানকার গবর্ণমেণ্ট হাসপাতাল সমূহের যাবিয়ে দুই একটী সুপ্রস্তাব করা হইয়াছিল। এদেশের লোকে একপ্রকার 'মরিবারে কাষধাপন ক'রিতেছে। মফস্বলবাসিদিগের সাধ্য ট্যাক্স রূপ জালে জড়িত ও দুর্ব্বহ চীৎকার ক'রে ফল নাই। সুতরাং উপরিউক্ত আক্ষেপকে মহৎ অভিষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়ার্থ দুরবর্ত্তী সম্ভ্রান্তগণ হইতে ইচ্ছা করে না। এখানে যে সকল স্বেচ্ছাচার মহাপুরুষ আছেন তাঁহারা এসকল মফস্বলের ধার ধারেন না। তাঁহারা প্রায় দুইক্রোশ অন্তরে সিকোল সংযুক্ত স্থানে বাস করেন। বিদ্যুদ্বাণী ও মর্ম্মগত বাঙ্গালিদিগের ন্যায় দুর্ব্বশাপান্ত নহেন। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যাহাতে স্থানী মগরটী স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে গবর্ণমেণ্টের তাহার উপায় বিধান বিষয়ে মনো যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

১৭ ই মে) শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ—
১৮৮০)

—

মহাশয়! উপস্থিত দুর্ভিক্ষে নিম্নশ্রেণীর উপস্থিত যোগ্যতীন প্রজাবর্গের কি প্রকার বিপদ অবশ্যম্ভাবী, নিম্নস্থ ঘোচনীয় ঘটনা দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

কতিপয় দিবস গত হইল প্রসিদ্ধ গ্রাম সন্নিহিত কাইতা গ্রামে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন একদা প্রজারা প্রপীড়িত হয়, এমনকি পেটের দায়ে অভাগা স্বীয় পত্নী ও সন্তান দ্বয়ের জন্য বাটী গৃহাদি যাবতীয় গৃহোপকরণ বিক্রয় করিয়া অবশেষে গর্ভধারিণীকে বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হয়। এক দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত কোনও প্রকারে খাদ্য যুটাইতে না পারিয়া শিশু কাঁদিতেছে। (সম্ভ্রম নষ্ট করে ভিক্ষাও করিতে পারা যায় না) এমন সময় সন্তানগুলি ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধার চীৎকার হইতেছিল, মাতা অনুপায়ে সন্তানদিগকে আশ্বাস দিতে দিতে পাঠাইয়া দিলেন, ঐ সময় স্বামী কার্য্যান্তরিত স্বীয় তনয় গণের মুখ দেখিয়াই বিদীর্ণ হইতেছিল। আহা! আমাদের [illegible] দেখি [illegible] যায়! [illegible] সন্তানদিগকে দেখিলেন স্বামী ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, জননীর হৃদয়ে কি ভাব হয়, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু আমি কি জানি?

অনন্তর নিরুপায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ প্রতিবাসীর বাটীতে আহার্য্যার্থ সন্তানগণকে যাইতে বলিলেন; বালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া গমন করিলে তিনি পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে আসিলেন, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অবশেষে বিষ্ণুমায়া অঞ্চলপাতদ্বারা ধরাতল সিক্ত করিলেন, আমার অনভিবিলম্বেই হতভাগিকাতা পতিপ্রাণা সতীর পতির প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিয়া পাপের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন!!!

কি ভয়ানক! মহাশয় বলিতে কি এত দেখিয়া শুনিয়াও অনেকে বলিতেছেন, "যত গোল তত মরা যাইতেছে তত ভয়" যাহা হউক আমরা ইহা দুঃখিত চিত্তে বলিব যে গবর্ণমেণ্ট অবলম্বিত উপায়ে সমস্ত শ্রেণীর লোক কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

শ্রীপাটী
১৬ ই মাঘ } শ্রীঃ—

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহাশয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

"	রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়—শুভা
"	গৌরেন্দ্র রায়—মৌগ্রাম
"	কৃষ্ণলাল মৈত্র পাণ্ডিশর
"	দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁকারিটোলা
"	মতিলাল দে—চাঁদরঘাট
	কৃষ্ণলাল চৌধুরী—মালদহ

[illegible]

[illegible] মূল্য [illegible] করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে।

[illegible] মূল্য [illegible] করিবার সময় টিকিট [illegible] দিবেন, সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আষোরোপ করিয়া [illegible] দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া [illegible] মূল্য অতীত হইলেও একবার স্মরণ করিলে [illegible] করা হইবে, তাহার পর [illegible] দেওয়া যাইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে টিকিট পাঠাইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা যাইতে না [illegible] করিবেন, তাঁহাদিগের [illegible] করা যাইবে না।

[illegible]

লোণাপুর [illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]

সোমপ্রকাশ

৩য় ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম মাণ্ডাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৫ ফাল্গুন। ইং ১৮৭৩। ১৬ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং মাণ্ডাসিক ৫ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা বিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রমোদিনী ১ খণ্ড। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অভিনব পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে কটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অনূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেঙ্গল টাইপোর ষ্ট্রীট ৩০ নং ভবনে পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকর্ত্তাকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

কেম্পবেল ট্রীটমেন্ট নাম ডাকমাশুল মূল্য ১।০ এলপেথাল ক্লাসের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিবিয়ারিং" মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হটেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	।০
চিকিৎসা দর্পণ মাসিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিছুটিকা রোগের চিকিৎসা	।০	/০
ফুইমাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪।০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	।৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহটেল।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৩ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানায় পেটী ঠোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

আফিস কিম্বা অন্নসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) ঠোরের চিঠি, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেণ্টের ফরম বাক্স ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং তদনুরূপেই দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার ঠোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকার ছুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অল্প দরের টেণ্ডর হইলেই যে গ্রহণ করা হইবে এমত নহে এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি [illegible]

বা অন্য কোন টেংরার অথবা যে টেংরার কোন দ্রব্যের মূল্য পড়ে ১৫৲ ষ ধ হইয়াছে তাহা জানুন না, ছেপে দিয়া অনুগ্রহ করিতে পারেন।

টেংরো সহিত সমগমেন্টের কাগজেই ৬ টাকা অথবা লেটেই ডাকটাক্স ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেন্টের পত্র লেখা হইলে কিম্বা টেংরা অপ্রাপ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ১৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডনান্সের জমি সম্বন্ধি উক্ত কালখানার আফিসে টেংরার সকল খুলিবেন ও যাহার টেংরার দিয়াছেন তাঁহারা সেই সময়ে উপস্থিত থাকিবেন।

ফরমন। এ, ওয়াকার ক্যাপ্টেন
কারখানা এ ফিল্ড } আর, এ,
২৬ এ জানুয়ারি }
১৮৭৪। কমিসরি অব অর্ডনান্স

যিনি স্বয়ং আত্মরক্ষা লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমাণু অস্ত্র রক্ষাকর ও পুরাণ আর্য বিজ্ঞান রত্ন ধন এতদুভয় পুস্তকের সমাদরে সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন, উক্ত পুস্তকের সাধনের ভার বিরাজ আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল দুই আনা। জিরাটপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

আমি শিব, ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয়ের কাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া, সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। গুরু পত্রদ্বারা আমার নিকট আসিয়া লেখা

ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঠিকানা কাঁচা বলাপুরের ডাকঘর, ষ্টেশন ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—:০:—

মেডিসিনাল পুরিন্স
অর্থাৎ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ যাহা মেডেরিয়া জনিত রোগ, বহুল, পুরাতন বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অথবা ডুইন ইন ব্যবহার মাত্রই অল্প রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিন্স ৷৷০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরকম মেডিসিনেস এজেন্ট
কলুটোলা, কলিকাতা।

—:০:—

মুন্সী আবশ্যক—পশ্চিমদেশী, সাহেবী ফুড ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্নিত একজন প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতন ৬০ টাকা মাত্র। যাহারা বি, এ, পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ল্যের এবং শিক্ষা কার্য্যে নিপুণ তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য।

মুনকন্যাম কম } শ্রীমহীলাল মোদক
মহিষ রাখা ডাকঘর } সেক্রেটরি
গুপ্ত লাইব্রেরী এণ্ড্রাসের।
কলিকাতা ২৪ নং ফিজিক্যাল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রেনি
ডেপুটী কালেক্টরের উত্তর পূর্ব্ব দুর্গ
দ্বিতীয় লাইন
ইং সন ১৮৫৩ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থাগারে প্রায় সহস্র রকম [illegible] গ্রন্থ বিক্রয়ার্থে আছে এবং আবশ্যক মতে গ্রন্থের [illegible] পাবে। [illegible] ছাপাইবার না আছে, [illegible] মের গ্রন্থালয়ে [illegible]

রাখীলক্ষ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহারো গ্রন্থের চিহ্নিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, জানাইলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

সিমেন্টিং ব্রাস্ট্রারি ওয়ার্কে সিমেন্টার্ড প্রস্তুত আছে।

রোজ রক্ষা-গ্রন্থের চিহ্নিত মর্ব্বারের পাইপ এবং উহার সিমিত সাইফন অর্থাৎ গু বেন্ড ইত্যাদি।

ইটালী সেমেন্ট ব্রাণ্ডের টাইল ইট। মেডিয়াতে ঘুমাইবার ফিনিস চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ছাদের ফ্রিক্‌।
ফায়ার ব্রে।

গ্রাহকের মর্জ্জিমত ও আবশ্যক মে কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রোল করা পাইপ, টাইল এবং ছাদের ফ্রিক প্রস্তুত নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং [illegible]

করিয়াছি। আমরা দেহ মধ্যে সর্ব্বদা আত্মা লিপ্ত ভাবে বিরাজমান আছেন। এই ভাবিয়া মনঃসংযোগ করিয়া যন্ত্র আনন্দ বিলোলে দুলিতে দুলিতে আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছি, এক্ষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত কেশব বাবু যেন দীর্ঘায়ু হইয়া জ্ঞান শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জনগণের জ্ঞান চক্ষু কম্মালনে নিরন্তর ব্রতী থাকেন।

১৮ শ্রীজয়নারায়ণ সরকার
২১ এ মধু মেং বাজারি বাগ।

পাকুটপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ কুমার রায় চৌধুরি মহিমার্ণবে এমে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেমহাত্মার ঔষধালয় সরকার বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজপুরের বাজারে গিয়াছে।

রাজপুর | শ্রীহরকিশোর বসু
মেনেজার

সোমপ্রকাশ।

৫ ই ফাল্গুন সোমবার।

সব রেজিষ্টার নিয়োগ।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা এ বিষয়ে যতগুলি কথা বলিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটী এই, যাঁহাদিগকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে তাঁহাদিগের সাধারণের বিশ্বাসভাজন ও সচ্চরিত্র লোক হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যে রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করার সুবিধা এই যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে রেজিষ্ট্রেশন করিতে হইবে। কিন্তু নূতন আইনটিক যে জষ্ট্রেরা গবর্ণমেণ্টকে দুষ্টির বাহিরে থাকিবেন সুতরাং তাঁহারা সচ্চরিত্র লোক না হইলে লোকদিগকে অনর্থক অনেক ক্লেশ দিতে পারেন। বৈরসাধন মানসে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মে ঔদাসীন্য করিয়া বহুদিন হাঁটাইতে পারেন এবং অন্যান্য প্রকারে কষ্ট দিতে পারেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করাতে অনেক স্থানে অধিবাসিদিগের বিশেষ ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এমত দুই খানি পত্র পাইয়াছি। তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল। এক খানি খড়দহের সব রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে, আর এক খানি খানাকুল কৃষ্ণনগরের সবরেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে। খানাকুলের সবরেজিষ্ট্রারের বিষয়ে সেখানকার অধিবাসীদিগের অন্য কোন অভিযোগ নাই কেবল এই মাত্র যে তিনি মুসলমান। সেখানকার অধিবাসিদের অর্দ্ধ কাংশ হিন্দু সুতরাং একজন মুসলমানকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট আজি কালি মুসলমানদিগকে যেরূপ উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন করুন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে একজন মুসলমান রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সব রেজিষ্ট্রারকে অন্তপুরের মধ্যে আসিতে হইবে না হয় তত্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এরূপ স্থলে একজন মুসলমান উক্ত পদাভিষিক্ত হইলে কিরূপ অসুবিধ ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় খড়দহের সবরেজিষ্ট্রার আমরা ইঁহার বিষয় বিশেষ জানি না। ইঁহার প্রতি যে সকল দোষের আরোপ করা হইয়াছে, ইনি প্রকৃত সে সকল অপরাধে অপরাধী কি না তাহাও জানি না, কিন্তু যখন সকল সংবাদ পত্রেই ইঁহার বিপক্ষে কোন না কোন অভিযোগ দেখা যাইতেছে তখন ইনি যে সাধারণের বিশ্বাস ভাজন নহেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করুন। যদি প্রকৃতই যে মত হয়, তাঁহার ন্যায় অযোগ্য লোকের হস্তে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত নহে

—:০:—

দুর্ভিক্ষ কি শিক্ষা দিতেছে?

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে দুইটী বিষয় বিশেষ রূপ শিক্ষা দিল। প্রথম, জলাশয়ের অভাব; দ্বিতীয়, রাস্তার অভাব যে সকল দেশকে শস্যের জন্য বৃষ্টির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় তাহাদিগের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কোন কালে ঘুচিবে না। বঙ্গদেশ নিম্নতল এবং বহু নদনদীকীর্ণ। অতি অল্প বর্ষাতেই প্রায় সমুদায় দেশ জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং অনাবৃষ্টি হিন্না অল্পবৃষ্টি নিবন্ধন সচরাচর শস্য ক্ষতি উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সকল বারে যে সমান বৃষ্টি হইবে কে তাহা বলিতে পারে? বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হইবার কি সম্ভাবনা নাই? যদি থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিবারণের কি উপায় স্থির করিতেছেন? আজি লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার চিন্তায় মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিয়া, কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিয়া ও গবর্ণমেণ্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যথা সময়ে ইহার এক তৃতীয়াংশ অর্থব্যয় করিয়া জল লাভের সুলভ উপায় করিয়া রাখিলে কি এরূপ বিপদ [illegible]

[illegible] একটা প্রবাদ আছে, সুখে নিদ্রা

[illegible]

[illegible] এই সকল তার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার [illegible] পাইতেছেন। প্রথম [illegible] ধনাগার হইতে ৫ কোটি [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হয় তাহাতে দুঃখ নাই, আবিসিনিয়া যুদ্ধে ৯ কোটি ব্যয় হইতে পারে এমনকি ১০ কোটি হইলেও দুঃখ নাই। কিন্তু আমি, তুমি বা অপর ভদ্র গবর্ণমেণ্টের কোটে বাস করিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, জগতের সভ্যতম ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতিদিগের মধ্যে, দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের শত শত নরনারী যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, এই কথা স্মরণ হইলে বড় দুঃখ হয়। ঈশ্বর না করুন, যদি এক প্রাণীও অনাহারে চীৎকার করিয়া মারা যায় সে কলঙ্কের চেয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শিরে থাকিবেই থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট এখনও যত আয়োজনই করুন না কেন কিছুতেই সে কলঙ্ক অপনীত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের সভ্যতার লক্ষণ কি? যদি তাহার কোন লক্ষণ থাকে, তবে উপস্থিত বিপদ নিবারণ করা অপেক্ষা আশঙ্কিত বিপদ নিবারণ করাই তাহার লক্ষণ। রত্নপ্রসূ ধনধান্যপূর্ণা ভারত ভূমির নির্ব্বাক সন্তানেরা আজ উদরের জ্বালায় জন্য চীৎকার করিয়া মরে, এদুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? যে গবর্ণমেণ্ট [illegible] সেই ধন রাজ্য অধিকার করিয়াও কতগুলি জীবের প্রাণ রক্ষা দেখিতে চাহিবে, সে গবর্ণমেণ্টকে হিন্দু অধিক আর কি বলা যাইবে।

দ্বিতীয় শিক্ষার কথা এই। দেশের [illegible] ঘাটের অভাবে আজি কি ভয়ানক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যদি বাস্তবিক [illegible] তাহা হইল

কণ্ঠ করিতেছি। কিন্তু কয় জন গৃহস্থ এই উপদেশের অনুসারে স্বকর্ত্তব্য প্রতিপালনে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"; পুত্র না জন্মিলে একবার দুইবার না হয় তিনবার পর্য্যন্ত দারান্তর গ্রহণের রীতি আছে; কিন্তু সেই পুত্রেরা যাহাতে সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা জগতে সমাজে হীন দরিদ্র ও মূর্খ জ্ঞান হইয়া না থাকিতে হয় সেজন্য সকলে সেরূপ ব্যস্ত নন। সন্তান সংখ্যা অধিক হওয়া পুণ্যের লক্ষণ, কিন্তু সেই সন্তানদিগের শিক্ষার্থে ব্যয় করা সকলে সেরূপ পুণ্য কর্ম্ম মনে করেন না। দেশ শুদ্ধ বালক যে মূর্খ হইয়া বসিয়া আছে কিম্বা দেশ শুদ্ধ পিতা মাতা যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু এই কার্য্যটী যত গুরুতর ও কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করা উচিত আজিও সকলে সেরূপ অনুভব করিতে শিক্ষা করেন নাই। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন নাই, প্রতীচ্য সভ্যতার চিন্তা ও ভাবে সকলের সহিত পরিচিত হন নাই, সে সকল পিতা মাতার কথা দূরে থাকুক যাঁহারা নিজে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এবং শিক্ষার আবশ্যকতা যে কত বেশী, তাঁহারা ও এবিষয়ে সম্পূর্ণ মনো যোগী নন। মানুষ তিন ভাবে এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইতে পারে। প্রথম, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, দ্বিতীয়, স্বার্থ লাভের আশায়, তৃতীয়, দায়ে পড়িয়া। যাহাকে জন্ম দান করিয়া এই কষ্ট দুঃখ পূর্ণ সংসারে আনিয়াছি, তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া সেই কষ্ট দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় বিধান করা আমার কর্ত্তব্য, এই ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির কার্য্য বলা গিয়া থাকে। এই সন্তান সুশিক্ষিত হইলে উত্তর কালে উপার্জ্জনশীল হইবে এবং আমার দরিদ্রতাজনিত দুঃখ সন্তাপ দূর করিবে, এ প্রকার ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা স্বার্থের কার্য্য। আর এই সন্তান সুশিক্ষিত না হইলে চির দিন প্রতিপালন করিতে হইবে; অশেষ অনর্থ ও উপদ্রবের কারণ হইবে, এবং হয়ত বিবাহোপযুক্ত পাত্রী কিম্বা পাত্র লাভ করা দুষ্কর হইবে, এরূপ বুদ্ধিতে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা দায়ে পড়িয়া করা। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন প্রথম ভাবটী অতি উচ্চ এবং প্রকৃত ভাব, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সেই উচ্চ ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোকেই অবশিষ্ট দুইটী ভাব দ্বারা চালিত হন। এই জন্যই আমরা পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য লোকের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাই না এবং সেরূপ ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাই না।

ইংরাজদিগের ব্যবহার এ অংশে অনেক উৎকৃষ্ট। পুত্র কন্যার বিবাহ যেমন আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ ভার তাঁহাদের পক্ষে তাহা নহে। পুত্র কিম্বা কন্যা আজীবন অবিবাহিত থাকিবে এচিন্তায় তাঁহারা আমাদের ন্যায় বিকল হন না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তিতা ও এক গৃহবাস প্রথা প্রচলিত থাকাতে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালনের ভার পুত্র কন্যার উপর পড়িয়া থাকে, তাঁহা দের সমাজে সন্তানের উপার্জ্জনের মুখা পেক্ষা করিয়া থাকা দূরে থাকুক অনেক পিতা মাতা সন্তান সাহায্য গ্রহণে চাহি লেও গ্রহণ করেন না; সুতরাং পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য তাঁহারা যাহা করেন তাহার অধিকাংশ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে করিয়া থাকেন। তবে এদেশের লোক

আমাদের সমাজের এক ব্যক্তিকে প্রয়োজনানুরূপ উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে যত ব্যয় আবশ্যক ইংলণ্ডের সমাজে তদপেক্ষা আটগুণ ব্যয় করিতে হয়। কারণ ইংলণ্ড ধনীদেশ ও ইংলণ্ডের সকল পদার্থের ন্যায় শিক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেও দেখিতে পাওয়া যে একটী ইংরাজ পরিবারের সমুদায় মাসিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের সহিত তুলনা করিলে পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক হয়। পুত্র কন্যার শৈশবাবস্থা হইতেই এত প্রকার চিত্র, এতপ্রকার পুস্তক, এত প্রকার খেলানা সংগ্রহ করিয়া থাকেন যে সে ব্যয়ে আমাদের একটী পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়। অধিক কি ইউরোপীয় গৃহস্থ দিগকে সন্তানার্থ এত ব্যয় করিতে হয় যে দুই চারিটীর অধিক সন্তান হওয়া অধর্ম্মের ভোগ বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে অনেক পিতা মাতা গর্ভাধান স্থলেই ক্রূরতা করিয়া থাকে। সন্তানের শিক্ষার ন্যায় যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার জন্য এত ব্যয় বাহুল্য করা যে সমাজে অপরিহার্য্য সে সমাজ স্বাভাবিক অবস্থাচ্যুত হইয়া সভ্যতার বিকার গ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্তানদিগের শিক্ষাও তাহা কল্যাণের জন্য ইউরোপীয় গৃহস্থেরা যেরূপ ব্যস্ততা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা আমাদের অনুকরণীয়, আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, সন্তানার্থে কোন ব্যয় অপব্যয় নহে, এটী যেন সকলের দৃঢ় সংস্কার থাকে।

সন্তানের পিতার পক্ষে আবশ্যক কি?

একটী প্রবাদ আছে যে এক আনার বুদ্ধি নিয়া

যাইতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজা বহু দেশ ব্যবধান থাকিয়া কখনও বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। সংস্কৃত নাটকে ও সামন্ত চক্রের বর্ণনা আছে। অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী রাজাকে অরি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে "রাজা" "রাজ্য" এবং "রাষ্ট্র" এই সকল কথা না থাকিলে যেন এই জগৎ হইতে সকল জীবের নির্ব্বিবাদে স্থান সমাবেশ হইত। রুসিয়া এবং ইংলণ্ড মধ্যে যেমনি অল্পে অল্পে রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এক দিকে রুসিয়ার অধিকার, অপর দিকে ইংলণ্ডের অধিকার মধ্যে অফগান স্থান, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ সমূহ তথাপি আসিয়াতে এই দুই জাতির স্থান সমাবেশ হইতেছে না। অনেক বিবাদ বিসম্বাদ, অনেক সন্ধি বিগ্রহের পর ইংলণ্ড সমুদায় আসিয়াস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব স্থাপনা দ্বারা প্রথমে প্রথম ভারতবর্ষে এক ছত্র রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে পদার্পণ করিয়া সেই শান্তিভঙ্গ করিয়া দিলেন। রুসিয়া যে কিরূপ আক্রমণ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। আবার সম্প্রতি রুসিয়া বোখারার আমীর সহিত একটী সন্ধি করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বোখারা রুসিয়ার করদ ও আশ্রিত রাজ্যের ন্যায় হইয়া গেলিয়াছেন। আবার জানিতে পাওয়া যায় অতি অল্পদিনের মধ্যে সন্ধি পুনর্ব্বোধন [illegible] রাজার অধিকৃত হয় সম্প্রতি [illegible] বিংশতি বৎসর গত হইল ইহার [illegible] প্রকার স্বাধীন অবস্থায় আছেন। খুবন খাঁ নামক এক ব্যক্তি ইহার বর্ত্তমান অধিপতি। রুসিয়া ইহাদিগকেও হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে।

রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে কতদূর অগ্রসর হইতে চান তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার আর অবশিষ্ট কি? রুসিয়া কেবল আফগানিস্থান। সেখানে যেরূপ গোলযোগ বিদ্যমান আছে তাহাতে সহজে কিরূপ ঘটনা হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই রূপে এক রুসিয়া আসিবার সকলকে শান্তিভঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং বহুদিন যাবৎ তাঁহার আকাঙ্ক্ষার একটী সীমা নির্দ্ধারিত হইবে তাহারও আশা নাই। তিনি এক একটী সন্ধি করিবেন, এক একটী যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, অমনি লোকের মনে এই "পুরাতন সন্দেহ ও পুরাতন আন্দোলন উপস্থিত হইবে। "রুসিয়া কি করিতেছেন" এই পুরাতন প্রশ্ন পুনর পুনঃ উত্থিত হইবে। আমাদের বোধ হয় ইউরোপের ন্যায় আসিয়াতে এখনি একটী "ব্যালান্স অব পাওয়ার" অর্থাৎ শক্তির সাম্যতা স্থাপন করা উচিত। আসিয়ার সমস্ত রাজাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য রিক্ত নাই, প্রতি বেশীর রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক তাঁহারা যদি নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট তাহা দিগকে আর [illegible] তদ্দ্বারা ফাহারিগকে [illegible] ছেন। [illegible] স্থাপন [illegible] দেই [illegible] পারে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

পেট্রিয়ট ও সেই মতে পোষকতা করিয়া থেন। আমরা এবিষয়ে স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং সেই কয়েক পংক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি পাঠকগণও স্বাধীনভাবে আমার পক্ষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। " এখনো এই অংশটুকু আছে যে দুইটী উপায় বর্ত্তমান বর্ষের অর্থাৎ ১৮৭৩।৭৪ সালের অনাবৃষ্টি কষ্ট নিবারণ হইতে পারে * * * * প্রথম শীতকালের বৃষ্টি দ্বারা, দ্বিতীয়, শস্যের আমদানী দ্বারা। প্রথমটি ঈশ্বরের হাত, দ্বিতীয়টী আমাদের হাত, আমি প্রথমাবধি ব্রিটিশ ভারত বর্ষের অসংখ্য দেশ সকল হইতে বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করা এবং সেই সকল শস্য স্বদেশে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছি। আমার প্রথম অনুরোধ যুক্তি যুক্ত বোধ করা হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অনুরোধ আমি আজিও করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস এই সকল আমদানী অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত। * * * * ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তি প্রচার করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণর কিরূপ অপরাধ করিয়াছেন তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই, যদি ইহা বাস্তবিক লেপ্টনন্ট গবর্ণরের লিখিত মোট হয়, টাইমস পত্রিকাতে গেল কিরূপে? যদি সাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে এখানে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, যদি তাঁহার নিজের গোপনীয়, মোট হয়, তাহা কিরূপে টাইমসের হস্তগত হইল? কাম্বেল সাহেবের কোন অন্তরঙ্গ লোক কি পাঠাইলেন? না তিনি নিজেই প্রেরণ করিয়াছেন। যদি অপর কেহ পাঠাইয়া থাকে তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না যদি তিনি পাঠাইয়া থাকেন তাহার অভিপ্রায় কি? আমরা সমুদায় মোটটী দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারা কঠিন। যদি সমুদায় মোটটির ভাব এইরূপ হয় তাহা হইলে ইহার একমাত্র অর্থ সম্ভব। তাহা এই, ইলণ্ডের টাইমস প্রভৃতি অনেকেই রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিতেছেন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন এসময়ে লার্ড কাম্বেল ইংলণ্ডের লোক দিগকে জানাইতেছেন, যে রপ্তানী বন্ধ না করার জন্য যদি কোন বিপদ ঘটে তিনি তাহার জন্য দায়ী নন। সে সমুদায় দোষ লার্ড নর্থব্রুকের। এরূপ অভিপ্রায়ও অসঙ্গত নিশ্চয়ই তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অঙ্গস্বরূপ হইয়া এরূপ স্বতন্ত্রতা দেখান রাজনীতির চক্ষেও দূষিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং ইহা সত্য কথা যে এদেশের লোকের চক্ষে লেপ্টনন্ট গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনেরল একই। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি গবর্ণর জেনরলের প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য এবং তাঁহাকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে প্রজাদিগকে অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে এ কথার যুক্তি বোঝেন না এরূপ নয়, কারণ তিনি এই অপরাধেই ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধির আইন সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভায় নিজে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহা কোপে পড়িয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভূত কর্ম্মচারিদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত থাকে থাকুক, এবং থাকা আবশ্যক

স্বীয় স্বীয় মতানুসারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নিয়মিত করিতে পারেন করুন, কিন্তু সে অংশে বিফল প্রযত্ন হইলে অপর অন্য দিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া লোকের চক্ষে গবর্ণমেণ্টকে দুর্ব্বল করিয়া তোলা কর্ত্তব্য নহে। এসম্বন্ধে লর্ড লেটনের ব্যবহার আমাদের প্রকৃত ব্যবহার বলিয়া মনে হয়। যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয় শুনিতে পাওয়া যায় তিনি প্রথমে তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অযোধ্যা গ্রহণের সংকল্প করিলেন তখন তিনি সমুদায় অপবাদ ও আক্রোশের নিজের মস্তকে লইয়া অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যদি গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মচারি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়া নির্দ্দোষ হইবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে দুই দিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বন্ধ করিতে হয়।

নূতন সংবাদ।

পাঠকগণ সকলেই জানেন যে ইংলণ্ডে রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে দুইটী দল আছে। এক দলকে কনসারবেটিব অপরদলকে লিবারেল বলে। ডর্বেলি প্রথম দলের দলপতি এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব দ্বিতীয় দলের দলপতি। ইংলণ্ডের রাজকার্য্য একটী কৌতুকাবহ প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হয়। তাহা এই পার্লেমেণ্ট বসিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সকল কাউন্টি অর্থাৎ প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইতে আরম্ভ হয়, সেই প্রতিনিধিরা পার্লেমেণ্টের সভ্যরূপে প্রেরিত হন। দেশের লোকের মত কোন দিকে বা কনসারবেটিব

ইহার মনের ভাবানুসারে কোন বারে অধিক সংখ্যক কন্সার্ভেটিব কোন বার অধিক সংখ্যক লিবারেল মনোনীত হন, সর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী যদি লিবারেল হন, তাহা হইলে লিবারালদিগের জয় কামনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত দেখিলে সচরাচর পদ ত্যাগ করিয়া থাকেন। কারণ লিবারেলদিগের পরাজয় হইলে এই প্রকাশ পায় যে তাঁহার মতের অনুসারে তাঁহার কার্য্যাদির উপর আর দেশের লোকের অনুরাগ কিম্বা শ্রদ্ধা নাই। সম্প্রতি যে ইলেকসন অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইয়াগিয়াছে তাহাতে লিবারেলদিগের পরাজয় ও কন্সারবেটিবদিগের জয় হইয়াছে। সুতরাং গ্লাডষ্টোন সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। এখন কে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন তাহার স্থির হয় নাই। তিনি বেলি ত একবার সে পদ গ্রহণ করিতে চান নাই এবারে বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইংলণ্ডীয় এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা। গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সঙ্গে ডিউক অব আর্গাইলও বোধ হয় পদত্যাগ করিতেছেন। কোন্ মহাত্মা আবার নূতন রঙ্গে উঁহার স্থান গ্রহণ করেন তাহা বলা যায় না। যে মহাত্মাই হউন কে জন্য বিশেষ দুঃখ হয় না। দুঃখের বিষয় এই লোকের ফলেই চারলস উইলফ্রিড ব্রাড লা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বন্ধুগণ এবারে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন নাই, ইহা ভারতবাসিদিগের পক্ষে বিশেষ বিষাদের সংবাদ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সভার ব্যক্তিগণ এত দিন ভারতবর্ষীয় বিষয়ের কতদূর আলোচনা ও এত তর্ক বিতর্ক না করিলে জানিতে পারিতেন যে ভারতবর্ষীয় বিষয়ের [illegible] আর বার বিচার করিবার জন্য কমিটী নিয়োগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাতেই একান্ত আহ্লাদ ও মনোযোগের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ক দাদাভাই ও প্রমাণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছিলেন ইঁহাদের পরাজয় ভারতবাসিদিগের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। পালেমেণ্ট সভাতে ভারতবর্ষ হইতে সভ্য প্রেরণ করেন না যে ভারতবাসিদিগের দুঃখের কথা জানিতে পারিবেন। যদি এইরূপ কতকগুলি সভ্য ভারতবর্ষের হইয়া দুই একটী কথা না বলেন তাহা হইলে এই বিংশতি কোটি জীব মরিল কি রহিল তাহা ইংলণ্ডের লোকে বলিতে পারিবে না। যে কন্সারবেটিবেরা মহারাণীর ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না; ঈশ্বর করুন যেন বিস্মৃত না হয়।

প্রাগ।

গঙ্গাসাগর পর্য্যটন।

গঙ্গাসাগরে দর্শনীয় পদার্থ তিনটী বঙ্গোপসাগরের অনন্তসুরব্যাপী জলরাশি মানব সমাগম শূন্য নির্জ্জন অরণ্য, এবং সেই নির্ব্বাসিত সাগরোপকূলে বহুদূর-বাসী লোকের একত্র সমাগম। সাগরাভিমুখে কতা যমান হইয়া দৃষ্টি করিলে অনন্ত জলরাশি দৃষ্টি সীমার গভীর ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। কচিৎ বহুদূরে দুই একখানি অর্ণবপোত সেই অসীম জলরাশিতে [illegible] বলারী ক্ষুদ্র শ্বেত পক্ষীবৎ দৃষ্টি হয়। অন্য কোন মূর্ত্তিই নয়নের [illegible] মনকে অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। এতদ্ভিন্ন [illegible] শরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া [illegible] হৃদয় কম্পমান [illegible]

করিয়া [illegible] মনে হয় আমাদের [illegible] এই নির্জ্জনতার ভাব [illegible] করিয়া [illegible] কীর্ত্তিবিলাস হইয়া উঠে। [illegible] করিয়াই ইহার [illegible] এই সাগরোপকূল কত [illegible] রেল ষ্টেসনাদি একত্রিত [illegible] হইবার আগে [illegible] লিখিতেছি। পাশ্চাত্যদেশীয় [illegible] তাহাদের ইংরেজদের [illegible] সমাগম হইয়াছে। [illegible] দিবসে উহাদের পর [illegible] হইতে [illegible] আসিয়া [illegible] এখন হইতেছে অনন্ত সাগরের সঙ্গমে অনন্ত তীর্থ ও অনন্ত, ভক্তি ও অনন্ত।

দ্বিতীয় দর্শনীয় অনন্যসুলভ অরণ্য। এই [illegible] যে মন আছে তাহাদিগের [illegible] দেখার কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নাই। এই বনের সম্মুখ ভাগে বৃহৎ বৃক্ষ নাই। যে সকল বৃক্ষ দিন হইতে এখানে সমাগত তীর্থ যাত্রিদের প্রয়োজন সাধনে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। [illegible] কিংবা উহার মূলে আগুনেই দগ্ধ হইয়া পার্শ্বে বৃহদাকার পাওয়া যায়। এই নদীতীরস্থ বৃহদারণ্যের উত্তর সীমা চাঁদপালা, দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর। ইহার [illegible] মনুষ্যের বসতি হইয়াছে। [illegible] আর নদীর পূর্ব্বপারে বোধখালি (সমুদ্রের নদীর নিকটে) [illegible] নাই। এই অরণ্য ও অতি বৃহৎ ও বিবিধ, এই সকল [illegible] বেত্রবনে [illegible] পরিবারে [illegible] সকল মনুষ্য [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] [illegible]

পেটিরা—[illegible] ভরত্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ই বেধিয়া তত কিছুই বোধ হইল না। সশস্ত্রে সতর্ক হইয়া নির্জ্জনে কাঠারি আহরণ ও বসন্ত আশ দর্শন করিয়া আসিতে পারাযায়। যে সকল লোকদের এই সমস্ত বনে কাঠ কাটিতে আসিয়া ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও পথ ভ্রান্ত হইবার কথা শ্রবণ করা যায় তাহার প্রকৃত কারণ অনেক সময়ে তাহাদের নিজের অসতর্কতা। তাহারা অজ্ঞলোক, মন্ত্রাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাহারা তাহাদের পথ প্রদর্শক যাহাদের মন্ত্রের উপর ও তাহার মুখ নির্গত দৈবাদেশের উপর আপনাদের রক্ষার ভার দিয়া বৃক্ষাদি ছেদনে প্রবৃত্ত হয়, এবং সময় সময়ে তাহাদের এই অজ্ঞতার ফল ও ফলিত হয়। কাঠুরিয়ারা সাহসী নহে এমন নয়। যদি তাহারা ৪।৫ জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণধার কুঠারাদি হস্তে নিকটে চারি দিকে থাকিয়া প্রহরির কর্ম্ম করে ও অবশিষ্টেরা প্রয়োজন সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বন প্রবেশের সময় বিশেষ রূপে পথ চিহ্নিত করিয়া যায়, তাহা হইলে বন হইতে কাঠাহরণ এত বিপদ জনক হয় না এবং কাষ্ঠের জন্য লোকের এত কষ্ট ও থাকে না। অরণ্য দর্শনে মনে কতই ভাব ও কল্পনার উদয় হয়। বৃক্ষ শ্রেণির শিরোভাগ সকল এরূপ সংযুক্ত যে, বোধ হয় শাখায় শাখায় ঝুলিয়া নিরাপদে বন ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারা যায়। দূর হইতে ঐ সকলমিশ্রিত ঘন অন্ধকার দূর প্রাচীরবৎ পরিদৃষ্ট হয়। আসিয়া বারাঙ্গনা নদীর পূর্ব্ব পারে "রো আকড়া" বলিয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করে, যেই স্থানটী বড় 'রোমান্টিক, (পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন ইহার ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জানি না) এই বৃহৎ বন খণ্ডের সম্মুখ ভাগে প্রায় একাস্ত জাতীগাছ শ্রেণী দেখিলেই তথায় মনুষ্যের আবাস বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিকও তথায় মনুষ্যের সমাগম ছিল। আসিয়া বলে, এখনও তথায় ইউরোপিয় নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। কোন ইউরোপীয়েরা কি জন্য তথায় বসত স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বাঁহারা এই স্থানটী পরিদর্শন করিলে তাঁহারা অনেক উপকার পাইতে পারেন।

৩য়ঃ—গঙ্গাসাগরের মেলা। এই মেলা ভীর সংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত শুনা যায়। তন্মধ্যে দক্ষিণ দেশীয় (উড়িষ্যা) লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী ও কলিকাতা অঞ্চলের লোক। মোটা সংখ্যা প্রায় সপ্তম, তন্মধ্যে তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার লোক সমুদ্রে স্নান করিয়াছিল। সেই হিসাবে লোক সংখ্যা দুইলক্ষ ত্রিংশত সহস্র হওয়া সম্ভব। মুমূর্ষাগত যাত্রীদের (অনুমান) ৩ ভাগ স্ত্রী লোক, সেই স্ত্রীলোকদের ৪ ভাগের ১ ভাগ বিধবা, অবশিষ্ট সধবা ও বালিকা। বিস্তর ব্যবসায়িরা এখানে আপনাপন পণ্য দ্রব্য আনিয়া বিক্রয় করে। তন্মধ্যে বাঙ্গালেরা সুন্দরীর ফাইল ও হাইল ও অন্যান্য দারুময় গার্হস্থ্য জিনিস, মাদ্রাজের বাসিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত কুলদেবী, কলিকাতার দোকানদারেরা মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য ও নানা বিধ খেলনা। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার সামুদ্রিক ও ভূগর্ভস্থ বিস্তর বিক্রয় হয়। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর ফাইল প্রভৃতির বিক্রয় অধিক। দোকানগুলি মেলার মধ্যে ওখানে সারি দিয়া বসে। উভয় পার্শ্বস্থ বিপনির মধ্য দিয়া লোক গমনাগমনের পথ সর্ব্বদা এরূপ জনাকীর্ণ যে সহজে চলিতে পারা যায় না। প্রথম হইতে এখানে যেমন পুলিষ, দ্বিতীয় পুলিশ ও তারপর হার্ব্বর মাষ্টর ষ্টেট উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বে তদানীন্তন গঙ্গা সাগরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড় [illegible] স্থানে [illegible] বাসের মানসে কুটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালে মনুষ্য-যত্ন বিফল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তদীয় উদ্যানের কিছু কিছু ভগ্নাবশিষ্ট তাঁহার হস্তরোপিত আউ গাছ শ্রেণী দর্শকদের মনকে নিয়ত তদভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ এস্থানটী দেখিলে তথায় ভ্রমণ করিয়া আসিবার কৌতুহল এক প্রকার দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে। যাঁহারা রোমান্স লিখিতে ভাল বাসেন এই স্থানটী পরিদর্শন করিলে তাঁহারা অনেক উপকার পাইতে পারেন।

৩য়ঃ—গঙ্গাসাগরের মেলা। এই মেলা ভীর সংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত শুনা যায়। তন্মধ্যে দক্ষিণ দেশীয় (উড়িষ্যা) লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী ও কলিকাতা অঞ্চলের লোক। মোটা সংখ্যা প্রায় সপ্তম, তন্মধ্যে তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার লোক সমুদ্রে স্নান করিয়াছিল। সেই হিসাবে লোক সংখ্যা দুইলক্ষ ত্রিংশত সহস্র হওয়া সম্ভব। মুমূর্ষাগত যাত্রীদের (অনুমান) ৩ ভাগ স্ত্রী লোক, সেই স্ত্রীলোকদের ৪ ভাগের ১ ভাগ বিধবা, অবশিষ্ট সধবা ও বালিকা। বিস্তর ব্যবসায়িরা এখানে আপনাপন পণ্য দ্রব্য আনিয়া বিক্রয় করে। তন্মধ্যে বাঙ্গালেরা সুন্দরীর ফাইল ও হাইল ও অন্যান্য দারুময় গার্হস্থ্য জিনিস, মাদ্রাজের বাসিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত কুলদেবী, কলিকাতার দোকানদারেরা মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য ও নানা বিধ খেলনা। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার সামুদ্রিক ও ভূগর্ভস্থ বিস্তর বিক্রয় হয়। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর ফাইল প্রভৃতির বিক্রয় অধিক। দোকানগুলি মেলার মধ্যে ওখানে সারি দিয়া বসে। উভয় পার্শ্বস্থ বিপনির মধ্য দিয়া লোক গমনাগমনের পথ সর্ব্বদা এরূপ জনাকীর্ণ যে সহজে চলিতে পারা যায় না। প্রথম হইতে এখানে যেমন পুলিষ, দ্বিতীয় পুলিশ ও তারপর হার্ব্বর মাষ্টর ষ্টেট উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বে তদানীন্তন গঙ্গা সাগরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড় [illegible] যের সুবন্দোবস্ত তাহার কিছুই দেখিতে পাই নাই। পুলিষ প্রহরিরা চতুর্দ্দিকে সতর্ক থাকিয়া শান্তিরক্ষা ও সেবকদের সুবিধা বিধান করিয়া ছিল গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন মেটিব ডাক্তর ঔষধসহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবৎসর লোকের অন্য কোন পীড়া ঘটে নাই কলেরার ওলাউঠার মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়াছিলাম। এখানে কপিল মুনির পুকুর নামে পাঁচ ছয় জলের দুইটী ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে। যদিও পুলিষ তাহাতে কাহাকেও নামিতে দেয় না, তথাচ বহু লোকের আসাড়নে তদীয় জল একেবারে বর্জ্জনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। যাত্রিরা সাগরে নামিয়া স্নানাদি করে। স্নানের জলে ঘি ভাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে, তজ্জন্য ঘৃতের জ্বালা শিরোপর দিয়া পড়িয়া যায়। মেলা মধ্যে থাকিলে লোকের জলাভাবে কলেবর পূর্ণ হইয়া যায় আবার সাগরের তীরস্থ জল দুইলে অবিশ্রান্ত ভয়ানক বমিতে লোকের কোলাহল বর্দ্ধিত হইয়াযায়। ও সম্বাদ, এখানে পূর্ব্বে কপিল মুনির এক মন্দির ও বৃহৎ সরোবর ছিল, কালে তাহা সাগরগর্ভে নিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সগর বংশ সংহারকারির এক প্রস্তর ময়ী মূর্ত্তি মহান্তের হোগলার ঘরে রক্ষিত করিয়াছে। যাত্রিরা তথায় মহা সমারোহে পূজাদি প্রদান করে। প্রধান মহান্তের দুই খানি স্থায়ী পুরু ও বৃহৎ মহাজ নৌকা, সমস্ত কেবল লোহিত কটাহার কটীদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাঁর নামে যাত্রির নৌকা ও দোকান হইতে অনেক টাকা কর আদায় হয়, অন্য লোক ইহা অবশ্য দেয় বলিয়া জানে, সাগরের মেলাটী সম্পূর্ণ ভাঙ্গিতে ৩।৪ দিন লাগে। অনেক জন ইংরাজ ও দেশীয় খৃষ্টিয়ান মিসনরি ধর্ম্ম প্রচারার্থ এখানে আসিয়াছিলেন।

অনেকের গঙ্গাসাগর গমন সম্বন্ধে নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ এবং তথায় [illegible] পথকে নিতান্ত বিপদজনক বলিয়া ভাবিয়া থাকে। অনেকে বারাসতের নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠেন। কিন্তু যাঁহারা

[illegible] ...র্থাৎ সমুদ্রের [illegible] ...র্ব্ব [illegible] ...ন্য। কলা বিশ্যাত [illegible] ...ত্তর [illegible] ...ট [illegible] ...ন [illegible] ...ন [illegible] ...ন

কলিকাতা ষ্টিটার ক্রিমিনাল সেসন আরম্ভ হইবে।

মূলমা করিয়া দেখা গেল গত বৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির যে আয় হইয়াছিল এবৎসর তদপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু জব্বলপুর লাইন এবং মাক্রাজ ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লাভ হইয়াছে। নিম্নে ক্ষতি লাভের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে।

গতবৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মোট আয় ৪৭২১০ টাকা বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৬১১৭০ টাকা।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

গতবৎসর মোট আয় ৪৯৭৯২০ টাকা। বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৬৭৪০৯০ টাকা।

কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টার্ণ ষ্টেট রেলওয়ে।

গতবৎসর মোট আয় ১৯৫০ টাকা বর্ত্তমান বৎসর ১৮৯০ টাকা।

জব্বলপুর লাইন।

গতবৎসর মোট আয় ৩৩৯৭০ টাকা বর্ত্তমান বৎসর ৩২১৫০ টাকা

রায়গতি বাবুর তত্ত্বাবধানে কই কিছুই উন্নতি দেখিতে পাই না। ষ্টেট রেলওয়ের ৬ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে লর্ড নেপিয়র মোটক হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। বিশেষ কোন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

স্পেনের অন্তর্গত বিলচোয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগকে কারলিষ্টেরা ৮ দিন সময় দিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

২ রা ফাল্গুন শুক্রবার।

হারজিলিং নিউস বলেন গত বৃহস্পতি বার ও শুক্রবার তথায় এত পশলা বৃষ্টি হইয়া শস্যের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে।

আগ্রা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে নেপালের রাজা তাঁহার রাজ্য হইতে শস্য রপ্তানি না হইতে পারে এই জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গুর্খা গোল কর্ণেল তলার রাজার ভ্রাতা কাশওয়ার বারমান সিংহ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

সিলিক কার্য্যের জন্য লাহরে ৩৩,০০০, লাহারে ১২৭৮০ মিরাটে ১৭১০০, দিল্লীতে ১৫০০০, মুলোর এবং আগলপুরে ৮০০০, এবং পুর্ণিয়াতে ৮০০ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

গত বুধবার বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনেল আসিষ্টাণ্ট বাবু কেদারনাথ মিত্র সপরিবারে এক খানি নৌকায় উলুবেড়িয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন পথি মধ্যে জলে নিমগ্ন চরে নৌকার আঘাত লাগিয়া যাওয়াতে একেবারে সকলেই নদীগর্ভে পতিত হন। একটী ভৃত্য ভিন্ন আর কেহই জীবিত নাই।

বিখ্যাত বাজিকর ব্রুণ্ডিম সাহেব এক্ষণে বম্বে গিয়াছেন।

গুনা গেল মহিষুরের রাজ পুত্রগণ কলা কলিকাতা হইতে মহিষুরে যাত্রা করিবেন।

হরিনাভি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন ধনি ব্যক্তির বাটীতে গত সোমবার রাত্রিতে চুরি হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে চোরের আর কিছুই না করিয়া কেবল ৩। ৫ মণ চাউল লইয়া গিয়াছে। গৃহস্থের এই সময়ে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

১ লা ফাল্গুন হইতে হুগলীর পালি বাগানে হিন্দু মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবৎসর একটী অন্যায় ব্যয় অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া গেল। হিন্দুমেলা বা জাতি সাধারণ মেলায় আবার টিকিট কি? সকলেরই যাইবার অনুমতি থাকা উচিত তাহা যদি না হইল তবে হিন্দু মেলা নাম তুলিয়া উহার পরিবর্ত্তে আর একটী নাম রাখা হউক। হিন্দু মেলার সম্পাদক ও সভ্যগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সংপ্র[illegible]

যুধায় [illegible]

দিগের জন্য [illegible] করা উচিত। তাহা না হইলে সকলেই বলিবে নিজের স্বার্থের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। তাহা ক'রে আগামী বৎসরে এরূপ হইবে না।

৩ রা ফাল্গুন শনিবার।

অযোধ্যার গত সপ্তাহে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল বাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। লাড লাওহর্ণ ও অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

আলাহাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের সাহায্য জন্য যে সভা হয় তাহাতে মিয়র সাহেব, ডিওয়ার্ট সাহেব বাবু নিল কমল মিত্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকগণ উপস্থিত হন। তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

চাহার ও আজমিরের মধ্যে যে বাক্স ডাক যাইতেছিল তাহা পথি মধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডাক পেয়াদা দস্যু হস্তে পতিত দেখিয়া ব্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবের থানায় সমাচার জানাইতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দস্যুকে ধৃত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্যাগ হইতে কিছুই নষ্ট হয় নাই।

গত শুক্রবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় মিস্ মেরিং বরাহ নগর বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

চাকা প্রকাশ বলেন "দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ যে খাতে যে একটী কড় হইয়াছে চাকার প্রসিদ্ধ জমীদার অনরেবল খাজে আবদুল গণির পুত্র খাজে আসানুল্লা উহাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বুড়িয়া হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাঙ্গীয় তরি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। [illegible]মন সিংহে একটী মাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। খাজে আসানুল্লা [illegible] জমীদার [illegible]

[illegible] প্রস্তুত হইল। কেবল [illegible] রক্ত শোষণ ক'রতে পারি ছে না।

[illegible] সমস্যা হের ন' যায় যাত্, বারন "একজন কমষ্টেবল কোন কোঁজন রী মজুমদার ম সাহীর নিকট ৵০ [illegible] চায় সে উহা না দেওয়াতে [illegible] ল সাহেবের ক্রুদ্ধ হইয়া উহার [illegible] পদাঘাত করেন, পাইকার আঘাতে [illegible] মস্তক ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। তথা পিত কিছু বলে না পরে মজুমদার উপস্থিত হইলে তখন সিভিলসার্জ্জনের নিকট রীপ্ত হয় তখন সিভিলসার্জ্জন উহার ললাটে ক্ষত দেখিয়া কি হইতে পারে জিজ্ঞাসা করাতে সে ক্রমশ ক'রয় ন মস্তক নিক্ষেপ করে। ডিষ্ট্রিক্টপতি প্রথম সইয়া কমষ্টেবল মহাশয়কে তিন [illegible] মাস কাল শ্রীঘরে থাকিয়া বাসিগণের [illegible] ও ইউনিফর্ম চূর্ণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। পুলিস মহাশয়রা সতর্ক হউন।" বস্তুতঃ পুলিস কর্ম্মচারিরা নিজে রাজা মনে করেন। সেপ্টেম্বর গবর্ণর এই সকল অত্যাচারের কিছুই করিতে পারিতেছেন না।

অদ্য এদেশে ধনিবাসীর রাজ সম্মানের পরম কর্ম্মোৎসবিক উৎসব সমারোহ পূর্ব্বক হইতেছে। শুনিতে পাই যাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এখানে আগমন করিবেন।

দক্ষিণবিদেশসংবাদ

ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ বিষয়ে অনেক দুঃখ [illegible] হইতেছে। প্রতিদিন তদ্বিষয়ক ইংরাজদের সংবাদ আসিতেছে, প্রতি সপ্তাহে [illegible] ইংলণ্ডের সংবাদ লয়ে এখানকার সংবাদ প্রেরণ ক'রতেছে। সমুদায় সংবাদ দ্বারা ব্য একত্রে সিদ্ধান্ত হয় এদেশের মনোযোগ [illegible] তথায় সত্বর প্রেরিত হয়।

[illegible] দেশে দুর্ভিক্ষ [illegible] প্রকাশ হইয়াছিল। তিথায় [illegible] মন্ত্রী সাহেব ইংলণ্ডাধিপতিকে [illegible] ইংলণ্ড-প্রজা আপিনার [illegible] করিবেক উক্ত [illegible] দুর্ভিক্ষের কারণের নিমিত্ত পক্ষ মুক্তা করিয়া [illegible]

ইংলণ্ডীয় গেজেটের সংবাদদাতা [illegible] যে জিহ্বতে দেখিতে পাইলা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মনুষ্যের [illegible] হইতেছে, ইহাতে তিনি যে মূলে সেই দুখই [illegible] সেখানকার লোকেরা [illegible] এবং আলস্য সাধক হইয়া প্রকার মূলকুল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আহার এই মূল অত্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি ৮ আনি কিম্বা ৯ আনি পরিবারের উপর একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে। অতএব যেন মনুষ্য আহারীয় দ্রব্য [illegible] আনিতে পারা যাইতে পারে। [illegible] কতদূর হইলে তাহা করিয়া বিশেষ মূল্য [illegible] করা অত্যন্ত আবশ্যক।

অবশেষে [illegible] যে জিহ্বতে এবং উপায় হয় এই [illegible] করিলে ১২৫০০০ জন অধিবাসী [illegible] পারে। [illegible] পক্ষ করেক মাস ধরিয়া এতদ্ধারা [illegible] প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। ৯০০০০০০ মণ [illegible] প্রয়োজন, এখনও [illegible] ১০০,০০০ মণ সঞ্চয় হয় নাই, সঞ্চয় করিবার [illegible] নীত করা হয় নাই; সমস্ত [illegible] উপায় অবলম্বন করা হয় নাই; [illegible] পাওয়া যায় না। একটী [illegible] প্রস্তুত করিলে সকল ঠিক হয়। [illegible] শেষ ভাগে [illegible] নদী এবং [illegible] জল বৃদ্ধ হইবে, তখন [illegible] পথে [illegible] লইয়া যাওয়া যাইবে। [illegible] শ্রেণী [illegible] ও পাট [illegible] নিযুক্ত হইবে; [illegible] দিন অতিবাহিত করে [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। [illegible] [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। [illegible] [illegible] যেরূপে হইয়া [illegible] [illegible] [illegible]

পৌঁছিয়াছে অবশিষ্ট সমুদায় শস্য এখনো পৌঁছে নাই।

ত্রিহুতের রিলিফ সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মাসে ৩৫০০০ মণ বহন করিবার ভার লইয়াছেন। পাটনার কমিশনর বিবেচনা করেন যে তিনি সপ্তাহে ৪৫০০০ কিম্বা ৫০০০০ মণ চাউল চম্পারণে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২৪ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত চাউলের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং গত বৎসরে উক্ত সময়ে যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার তালিকা।

স্থানের নাম।	১০ জানু	২৪ জানু	২৪ জানু
	১৮৭৪	১৮৭৪	১৮৭৩
বর্দ্ধমান	১৪৷	১৪	২২৷০
কলিকাতা	১২৷০	১২৷০	১৭৷
খাগড়াগাছ	১১৷০	১১৷০	২১
ঢাকা	১৭	১৬	৩২
দিনাজপুর	৩৷০	১৩৷০	২৮
পাবনা	১৫	১৪	২৮
গয়া	১০	৯৷০	১৮৷০
ত্রিহুত	১০৷০	১০	২১
ভাগলপুর	১২৷০	১১৷০	২২৷০
পূর্ণিয়া	১১	৯	২৮
হাজারিবাগ	১৩	১৩৷০	১৭

চম্পারণের মধ্য দিয়া পাটনা হইতে মজিহারি পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন প্রস্তুত করিবার আদেশ ডিসেম্বর মাসে প্রচার করা হয় সেই লাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই মাসের মধ্যেই খোলা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হাজি মহম্মদ মহসিনের একসট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মনোনীত হুগলি জেলার রঘুনাথ পুরে বদলী হইলেন।

রঘুনাথ পুরের একসট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু মন্মথনাথ আইকাত লোহারডাঙ্গার অন্তর্গত রাঙ্কীতে বদলী হইলেন।

মুরসিদ সিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ মল্লিক শ্রীহট্টে বদলী হইয়াছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার বি, এ

হেজাল গবর্ণমেণ্টের প্রাইবেট সেক্রেটারি এইচ্ এল ডনমণ সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি হইয়াছেন।

লিওনার্ড চার্লস সাঅর্ট সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এ এইচ, ওয়াড হোপ। ত্রিহুত।
বাবু দেবী প্রসাদ। সারণ।
বাবু রঘুবন্দন প্রসাদ। চম্পারণ।
বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়। সাহাবাদ।

রাজসাহীর পুলিস ইনস্পেক্টর টি জে মেকিন সাহেব মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন এবং ভাগলপুরে স্থাপিত হইলেন।

নদীয়ার সবডেপুটী ইউক্লাইড সাহেব আপাততঃ ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ভাগলপুর জেলাভে স্থাপিত হইলেন।

বগোরের সব ডেপুটী বাবু অবনীভূষণ দত্ত আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়া পুর্ণীয়া জেলায় [illegible] হইলেন।

[illegible] নিম্ন লিখিত এইচ, [illegible] জে [illegible]

সাহেব নিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, ততদিন ই এম সি টারলস সাহেব ঐ পদের ডিরিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র মুন্সেফ বুদ্ধীনের স্থানে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পাতেরহাট নামক স্থানের সবরেজিষ্টারিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

মেঃ গ্লাড ষ্টোনের পদ পরিত্যাগ করার বিষয় নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। পঞ্চশত সভ্য মনোনীত হইয়া গিয়াছেন। ৭৫ জন অনসারভেটিব সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ২৭ জন লিবারল স্থানীয় শাসন কর্ত্তা বর্গের মধ্য হইতে অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আয়র্লণ্ড লক হমরুল এবং জেমস রোম ইট পরাস্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৯৫০০০০ টাকা। গত বৎসরের মূল্য হইতে ৮৭৫০০০ টাকা কম হইয়াছে। আমদানি দ্রব্যের মূল্য। ৩১২৫০০০০ টাকা গত বৎসরের মূল্য হইতে ০৮৭৫০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইউফেমীজ নামক ষ্টিমরপোত বোম্বাই উদ্দেশে পোর্ট সমাউথ পরিত্যাগ করিয়াছে।

হ্যমান মেরিডেল এবং জেনারাল লেস পাক্ত লি মাবরাষ্টের মৃত্যু হইয়াছে।

পসডি কেলেশ এবং কাউণ্ট সেওল নামক অংশে দুই জন সাধারণ তন্ত্রের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

মজলবার—৫৩৬ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছে। কনজারভেটিবগণ ৮০ জন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং লিবারেলেরা ৮৮ জন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। রিফরম নামক গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ষ্টার্স নামক অর্থাপহরণের মর্ম্মবৎ এবং মুল সমাচেলেট নামক ইতিহাসবেত্তার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র প্রেরক দিগের প্রতি।

হালসি পাড়া প্রভৃতি এ'ম সমুদের প্রজাবর্গ—আপনাদের পত্রের উল্লিখিত রাস্তার কথা বোধ হয় পূর্ব্বে একবার লেখা হইয়াছে। সেই জন্য [illegible]

ছাপরা ১।২।৭৪। বিশেষ আবশ্যক

[illegible]তাতে আপনার পত্র প্রকাশ করা গেল না।

মধুসূদন বসু, পাথারে। আপনার লিখিত ঘটনাটী এমন অপূর্ব্ব বোধ হইল না যে প্রকাশ না করিলে নয়।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

খানাকুলের সব রেজিষ্ট্রার।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত খানাকুল একটী গঞ্জ ও একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানের অধিকাংশ লোক হিন্দু। ইতিপূর্ব্বে এই স্থানের সমুদয় দলীলাদি রেজিষ্টার করিতে হইলে পঞ্চ দিগকে অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে। জাহানাবাদ মহকুমা (যাহা উক্ত স্থান হইতে ১৫ ক্রোশ অন্তর, সংস্থিত হইত, সম্প্রতি খানাকুলের পুলিস ষ্টেসান একটী সব রেজেষ্টার আফীস স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে পাই বিষয়ী পুর সাকিনের লোকের বিলক্ষণ সুবিধা এতদ্ব্যতীত অন্য স্থানের সব রেজেষ্ট্রার হইতেছেন। তাহাতে প্রজা বর্গের বিশেষ ক্ষতি নাই বটে কিন্তু যে স্থানে হিন্দু প্রজার সংখ্যা অধিক সে স্থানে একজন হিন্দু রেজিষ্টার নিযুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবং তদ্বারা রেজিষ্ট্রার আইনের যথার্থ মর্ম্ম, এই খানাকুল অঞ্চলের প্রায় অক্ষরজ্ঞানশূন্য লোকের সংখ্যা অধিক এবং উহাদিগের মধ্যে যে কয় প্রত্যেকেই রেজিষ্ট্রারি কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম, এমত স্থলে কি দুঃখে সতন্ত্র একটী দূর গ্রাম হইতে একজন মুসলমান সব রেজেষ্ট্রার নিযুক্ত হইল তাহা বলিতে পারি না।

একজন খানাকুল বাসী।

খড়দহের সব রেজিষ্ট্রার।

মহা। মহাশয়। গবর্ণমেণ্ট, খড়দহ গ্রামে একটী সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিয়া সকলে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কারণ এই সামান্য নির্ব্বাহের জন্য এরূপ গ্রামে সব রেজিষ্ট্রার করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করা গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় নাই। যে ব্যক্তি কমর্দ্দমেণ্টের সব যোগ্য হইতে পারে সে শিক্ষিত হউক আবশ্যক হইলে অধিবাসী হউক, গ্রামের ইতিবৃত্তজ্ঞ হউক, কুলজ্ঞ হউক, দুর্গাদাস হউক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই—এ বেশি দুঃখের কথা। এ পদ পাইয়া পরে যখন তেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা আছে তখন এরূপ সুযোগ্য গবর্ণমেণ্টের লোকসম্ভোষী ব্যক্তিদের এই স্থলে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যদি এতাবতাই তাহা না ঘটে, তবে কিয়ারুদ্দি সপ্তগ্রাম সাধারণের মান্য এক ব্যক্তিকে সব রেজিষ্ট্রার করা উচিত। নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিকে এই কর্ম্ম দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে প্রাপ্য অল্প অথচ পল্লীগ্রামে প্রভূত সম্ভ্রান্ত সময়ে সময়ে পর্য্যাপ্ত সরকারি সম্পত্তি থাকে থাকে। সাধারণ ভদ্রে তাহা সামান্য টাকা যখন গ্রহণীয় থাকে, তখন এরূপ সকল স্থলে তাহার গ্রহণের যত নহে। হিন্দু পেট্রিয়ট ও এই কথা বলেন। যাহাহউক খড়দহের নূতন সবরেজিষ্ট্রারকে লইয়া "সংগ্রহিক সমাচার" "হালিসহর পত্রিকা" প্রভৃতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। এতদ্বিষয়ের প্রেরিত পত্রে তাহা মধ্যে এরি বয়ের প্রসঙ্গ দেখা যায়। এইবার ৩১ এ জানুয়ারির ডেলিনিউজে যে পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, এক ব্যক্তি এক দিন একজন দুঃখীর দুঃখে পড়িয়া লিখিয়াছেন। খড়দহের সব রেজিষ্ট্রার এরূপ সকল লোককে কর্ম্মচারীর আশ্রয় দিয়াছেন যাহারা গ্রামে [illegible] বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারাই [illegible] ডেপুটেশন করিয়া থাকে। [illegible] ব্যক্তিই এই সব রেজিষ্ট্রারের [illegible] সকল স্থানের (যেখানে [illegible] পড়িয়াছে) সকল [illegible] এখন [illegible]

[illegible] সে সকল লোক [illegible] ও অনুগত, [illegible] যাহারা রেজিষ্ট্রার [illegible] তাহাদের [illegible] দুঃখ [illegible] কার্য্যে [illegible] সাহায্য [illegible] করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিশেষরূপে বিপক্ষ ব্যবহার দ্বারা [illegible] দেখিলাম। যাহাহউক [illegible] আমি এতদ্বিষয়ে [illegible] কিছু [illegible] করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে যদি এই, ও'দল পরে [illegible] করিয়া এই খড়দহের নূতন সব রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহাহইলে খড়দহের যে কিছু উপকার করেন তাহা বর্ণনাতীত। খড়দহ বাসীরা উপকারের [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। আমি একজন [illegible] হইতে লিখিলাম না, কারণ [illegible] সকল স্থান আপনার সুযোগ্য হাতে [illegible] তাহা [illegible]

দক্ষিণা, ১৭৯৫। } স্থানীয় সমস্ত
আঃ ২৪ এ মাঘ। } [illegible]

---

* [illegible] বিচার।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে [illegible] নিযুক্ত [illegible] আসিয়া [illegible] বাহাদুরি [illegible] বাহাদুরি [illegible] ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত [illegible]

[illegible] বাহাদুরি [illegible] ৩০ বৎসর [illegible] ৩০ বৎসর [illegible] ৩০ বৎসর

ব্যবস্থা, কিন্তু কদাচিৎ সংবৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল ও ভোগ হইয়া থাকে এবং দশ মাস বা একাদশ মাস ভোগ হইলেও সম্পূর্ণ ভোগ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

যথা। যাসান দশৈকাদশৌ প্রভুজ্য রাশেরদারাশিমুপৈতি জীব্য। ভুক্তেরুন পূর্ব্বঞ্চ পুনস্তথাপি লুপ্তঃ সংবৎসর মাহু র্মনীষিণঃ।

দশমাস বা একাদশ মাস ভোগ ক'রয়া বৃহস্পতি যদি এক রাশি হইতে অপররাশি গমন করেন এবং বক্রী হইয়া পূর্ব্বরাশিকে পুনর্ব্বার ভোগ না করেন, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা লুপ্ত সংবৎসর কহেন না।

মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য-ধৃত লুপ্ত সংবৎসর সাধক বচন। যথা ব্যবহার সমুচ্চয়ে কৃত্যচিন্তামণৌ চ হারীতঃ। কৃত্যাতি চারং যদি পূর্ব্ব রাশিং নাবাতিমন্ত্রী বিবুধো বিপাপাং। ন তং বিবাহং ব্রত-যজ্ঞ-গেহং সর্ব্বংতদাহুস্তি মতঃ মুনীনাং। বরাহ সংহি তায়াং। অতিচারং যতো জীবস্তত্রৈব কুরুতে স্থিতিং। তদাসহাতিচারঃ স্যাৎ লুপ্তসংবৎসর ক্রিয়ঃ। অতিচারেণ যোরাশিং জিগতি দেবমন্ত্রিণা। তদাদ্যো বৎসরো লুপ্তো যোহ্নহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

ব্যবহার সমুচ্চয় এবং কৃত্য চিন্তামণি গ্রন্থধৃত হারীতবচন। যাহা মলমাসতত্ত্বে ধৃত হইয়াছে এবং মলমাসতত্ত্বধৃত বরাহ সংহিতোক্তবচন, উক্ত বচনসকলের অর্থ। দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি যদি অতিচার করিয়া পূর্ব্ব রাশি গমন না করেন তবে যাত্রা বিবাহ, উপনয়ন, গৃহপ্রবেশ এই সকল কার্য্যকে বিনষ্ট করেন ইহা মুনিদিগের মত। বৃহস্পতি যে রাশিতে অতিচারী হয়েন যদি সেই রাশিতেই নিয়মিত ভোগ কাল থাকেন তবে সেই অতিচারকে মহাতিচার কহে। সেই সংবৎসরে বিবাহাদি ক্রিয়া লুপ্তাবয়।

অতিচার দ্বারা গুরু কর্ত্তৃক যে রাশিটি লঙ্ঘিত হয় অতিচার দিবসাবধি সেই সংবৎসরটী সকল কর্ম্মানর্হ হইয়া লুপ্ত হয়।

সময় প্রদীপে উক্ত হইয়াছে

যত্রাতিচারগো জীবঃ পূর্ব্বরাশিং ন গচ্ছতি। লুপ্ত সংবৎসরোজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু গর্হিতঃ। যেস্থলে অতিচার গত বৃহস্পতি পূর্ব্ব রাশিকে গমন না করেন সেই স্থলে অতিচার দিবসাবধি এক বৎসরকে লুপ্ত সংবৎসর জানিবে। এই বৎসরটি সকল কর্ম্মে নিন্দিত।

যে যে রাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে লুপ্ত সংবৎসর হয় না তাহার ব্যবস্থা। মলমাস তত্ত্বধৃত হারীতবচন।

অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক কুম্ভয়োঃ। যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাৎ তত্র কালোন লুপ্যতে॥

বৃষবৃশ্চিক কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে কাললোপ হইবে না, তাহাতে যজ্ঞ বিবাহাদি কার্য্য করিবে।

সময় প্রদীপধৃত বচন। যথা।

মেষেবৃষে ঘটে কুম্ভে যদাতিচরতে গুরুঃ। তত্রত্র কাললোপঃস্যাদিত্যাহ যবনো মুনিঃ। ধনুর্মীনং তমেষমাশ্রিত্য যদাচরং ক্রমতে গুরুঃ। তদাতত্র মনুষ্যাণাং সর্ব্বং কর্ম্ম শুভাবহং। ঘটীচরং জীবো যদিতুলিমং মুনয়ো বিদুঃ। বৃষে মীনে কুম্ভে ব্রতমখবিবাহো কর্ম্ম তদনং। প্রবেশং গেহানামভিনব মুখা-রম্ভন-বিধিং তদ্বৎকুর্য্যাৎ সর্ব্বং সকলমপি কার্য্যঞ্চ শুভদং।

মেষ বৃষ মীন কুম্ভ যদি বৃহস্পতি অতিচারী হয়েন তবে সে স্থলে কাল লোপ হইবে না। ইহা যবন মুনি কহিয়াছেন। মিথুন (অর্থাৎ বহুওমীন রাশিকে) আশ্রয় করিয়া বৃহস্পতি যদি অতিচারী হয়েন, তবে সেই সংবৎসর লুপ্ত হইবে না। এতদ্ভিন্ন সকল কর্ম্ম শুভ জনক হইবে। তুলা বৃশ্চিক বৃষ মীন কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি যদি অতিচারী হয়েন তবে উপনয়ন বিবাহ দেব ভবন গৃহ প্রবেশ নবগৃহারম্ভণ এই সকল কার্য্য করিবে, করিলে সকল কার্য্য শুভজনক হইবে।

কেহ কহেন কন্যারাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়াছেন, ইহাতে লুপ্ত সংবৎসর হইতে পারেনা, তদ্বিষয়ে এই শ্রুতি-প্রমাণ বচন প্রমাণ দিয়া থাকেন। যথা মীনে মেষে বৃষে চৈব তথা বিথুনকন্যয়োঃ। অতিচারস্থিতে জীবে ন্যায়িয়ন্তঃ কাললোপজাঃ। চারশত কাললোপজন্য দোষ নিয়ন্তই হইবে না। এই কয়টি অতি অশ্রদ্ধেয়, কারণ কৃত কল্পলতা গ্রন্থ এবং হৈত নির্ণয় গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র এই বচনটিকে এবং অপরাপর বচনকে অমূলক বলিয়াছেন, ইহা মলমাস তত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন। যথা। কৃত্যাকল্পলতায়াং বাচস্পতি মিশ্রৈঃ। পূর্ব্বংরাশিং যদাতাক্ত্বাপূর্ব্বেবৎসরেগুরুঃ। লুপ্তকালঃ সবিজ্ঞেয়ঃ পরগেহং গতে যদা। মীনে মেষে বৃষেচৈব তথা বিথুনকন্যয়োঃ। অতিচারস্থিতে জীবে ন্যায়িয়ন্তঃ কাললোপজাঃ। ইতি বচনং হৈত নির্ণয়ে কথাবৃশ্চিক মেষেষু মন্বথেচ ঘটে বৃষ অতিচরেষু কর্ত্তব্যং বিবাহাদি ধ্রুবৈঃসদা। ইতি বচনঞ্চ বিরুদ্ধ।

পূর্ব্বরাশি ত্যাগ ক'রয়া অপূর্ণ সংবৎসরে যদি বৃহস্পতি পরগৃহে গমন করেন তবে সেই কালকে লুপ্তকাল জানিবে। মীন মেষ বৃষ বিথুন কন্যারাশিতে অতিচারাধীন বিনষ্ট কাল লোপজন্য দোষ হইবে না। কন্যা বৃশ্চিক মেষ মিথুন মীন বৃষ রাশিতে অতিচার হইলে বিবাহাদি কর্ম্ম করিবে ইহা পণ্ডিতেরা উক্ত ক'রয়াছেন। কৃত্যকল্পলতা গ্রন্থে ও হৈত নির্ণয়গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র এই বচন কয়েকটিকে অমূলক বলিয়া উক্ত ক'রয়াছেন।

কন্যারাশিটি বুধের গৃহ, তাহাতে অতিচারাধীন কাল-লোপ হইতে পারে না।। মলমাসতত্ত্বে ধৃত বচন যথা। গুরু-ভবনবাসায় যদাতি ক্রমতে গুরুঃ। তত্রসথ স্থিত'কন্যা মুখংতস্যুঃ প্রমোদতে।

গুরুগ্রহের ভবন আশ্রয় করিয়া যদি গুরু অতিচারী হয়েন তবে তাহাতে কন্যা প্রদত্তা হইলে তাহার সুখে দুঃখে সখিত্বা হইয়া প্রমোদিতা হয়। এই বচনটি সময় প্রদীপের বচনানুসারে বিবাহবাক্যে প্রতি প্রসব বলিতে হইবে। সময় প্রদীপ বচন। যথা। অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিককুম্ভয়োঃ। গুরুগেহে যকে বাপি সবিবাহো বিলুপ্যতে।

বৃষ বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি [illegible] গুরুগৃহস্থলে বিবাহ লুপ্ত হইবে না। এই সময় প্রদীপের বচনের সহিত একবাক্য

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ।

প্রথমতো প্রজাসিদ্ধিলাভে যাবিধঃ সদ্ভক্তানী অনিসম্বলী ন ভীবলা। *

মফস্বলে ডাকমাশুল বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০

সন ১২৮০। ১২ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭৩। ২৩ এ ফেব্রুয়ারি

অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

১৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

ইণ্ডিগো কলমারণ এবং জোত জমা বিক্রয়।

উপরোক্ত বিষয়াদি ১৮৭৩ সালের ৭ ই মার্চ শনিবার বেলা ১ টা অপরাহ্ণে বিক্রয় হইবে। মিহরাল মেকেঞ্জি সাহাব এবং কোম্পানি, যদি আপসে বিক্রয় হইয়া না যায়, তাহা হইলে বন্ধকী মহাজনের আজ্ঞানুসারে কলিকাতায় কমারশিয়াল রুমস্ নামক স্থানে নিলাম দ্বারা উক্ত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

খুর্দীয়া, বিষ্ণুপুর, মাঝদহ জেলার অন্তর্গত আশীরাদ পরগণা স্থিত মৌজা গঙ্গারামপুর এবং শিমুলহাই নামক তিনটী বিলকুঠী একত্রিত করিয়া নিম্নতোমার ইণ্ডিগো কলমারণ বহে।

এতদ্ব্যতীত এই কলমারণ সংস্থাই কিম্বা তদধীনস্থ যে-সমুদয় মৌরসীস্ব অন্যান্য জোত জমা আছে তাহাও ঐ সঙ্গে বিক্রয় হইবে।

পুনশ্চ, নিম্ন লিখিতোমার নীলকুঠী এবং তথাকার যাবতীয় তৎসম্বন্ধীয় জমি ও জোত উপরোক্ত বিষয়ের সহিত বিক্রয় হইবে না। আশ্বিন মাসে ১২৭০০ দুই সহস্র সাত শত বিঘা জমি বুনানি হইয়াছে। বুনানির নিমিত্ত আর ৫০০ শত বিঘা জমি প্রাপ্ত হইতে পারে।

বিক্রয়ের সময় যেরূপ স্থির হইবে। সেই রূপ উপরোক্ত বিষয় এক্ত্রে বহুবা ভিন্ন ভিন্ন লট করিয়া বিক্রয় হইবে। বিক্রয়ের সময় যে মহুদার গর্ত যেখান হইবে সেই অনুসারে বিক্রয় হইবে। অন্যান্য বিশেষ সংবাদ জানিতে হইলে ১ নং বেন্টিংক ষ্ট্রীট ডনট্রেল সাহেব এবং রবার্টস নামক সার্জিদি টাহাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

চন্দারণ এবং ভিহিতে জেলার স্থায়িক-সংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত ওভারসিয়রের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৭০ টাকা। উক্ত পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা স্ব স্ব কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন পত্র সহিত আবেদন পাঠাইলে তিনি তাহার কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেবেন। ঐ সুঁচিপত্র কার্য্যের পরে আবেদন-পত্র সকল লওয়া যাইবে না।

শ্রীদুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিশনর সাহেবের পারসোনাল আসিষ্টাণ্ট।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী।

সন ১২৮১ সাল খৃ। ১৮৭৪। ৭৫

শ্রীবিদ্যাকীলাল মন্সী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, অতি সুন্দর চিত্রপট সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে। ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। বিডিন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডিন প্রেসে আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক টাকা। ডাকে ১।০ পাঁচ সিকা। ডাকমাশুল ।০ ঐ পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার মানস করিলে সত্বরাধ্যক্ষকে জানান যেন।

কলিকাতা। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাস্যরসাত্মক পরীক্ষার্থী

এতদ্ভিন্ন উপযোগী * রচনাপূর্ণ খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ। শ্রীহরি

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশের মনি অর্ডর অথবা ষ্ট্যাম্প চিঠি পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নামে পাঠাইয়া দেন।

—•—

ডাক্তার উদরচাঁদ দত্ত মহাশয়ের বাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল ৷০ হইয়া কেমিসি ট্রীটমেণ্ট আর ডাকমাশুল ৵০ এনজেপধান ক্লাশের ছাত্রদিগের ঠিক সেই আবশ্যক * মোটস অন্ ইমজিনিয়ারিং ১ মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বিন্দু বেঙ্গল প্রেস

দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

সিমলি খণ্ড দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর ঢালাই লম্বামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জয়েন্ট ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফে।

বাটীর লম্বামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

পাকুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি হরিনাভি গ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহা হরিনাভির ভাঁরাচাঁদ সরকারের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজপুরের বাজারে গিয়াছে।

শ্রীদ্বারকানাথ বসু
রাজপুর মেনেজার

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়।)

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম করিলে যেরূপ লাভজনক হয়। ইহা সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কোন কোন পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয় কখন কখন অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সকলেরই সকল কর্ম্ম সমান রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রথম সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যাপারাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা দ্বারে একমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুবন্দোবস্ত নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত —কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার সাহায্যে এবং ত্রিবেণীস্থ সমের দলের অধিকাংশ ভদ্রলোকের যত্নে ত্রিবেণী অপেরা নামক একটী ব্যবসায়িক যাত্রার দল ত্রিবেণীতে খোলা হইয়াছে।

ত্রিবেণী ১২৮০ } শ্রীপার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

১২ ই ফাল্গুন সোমবার।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও বঙ্গীয় সংবাদপত্র।

অনেক দিন অবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। আমরা যে শ্রেণীর অন্তর্গত তাহার প্রতি আক্রমণ হইলে কাজেই আমাদিগকে কথা কহিতে হয়। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও অনেক বার বলিয়াছি। বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আর এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ত্তমান রিপোর্ট লিখিবার সময় আমাদের কথা বিস্মৃত হন নাই, সুতরাং এবিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেশীয় সংবাদপত্র দিগের প্রতি দুইটী দোষ আরোপ করিয়া ছেন। প্রথম, দেশের সাধারণ লোকের রাজ ভক্তির হ্রাস করা, দ্বিতীয়, সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মান। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিদের প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত এবং তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ রাজভক্তি পরিপূর্ণ, কিন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের রাজভক্তির অভাব ক্রমশঃ সংক্রামক রোগের ন্যায় সেই সকল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদিগকেও বিকৃত করিতেছে উত্তরোত্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ দেশীয় সংবাদপত্রদিগের কটূক্তির ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না একজন বহুদর্শী কর্ম্মচারি বলিয়াছেন, মনে কর কোন ব্যক্তি কোন মকদ্দমাতে পরাজিত হইল, হইয়া প্রতিহিংসা করিবার জন্য কোন সংবাদপত্রে নাম ধাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই বিচারকে গ্লানি প্রকাশ করিল। ইহা এই মাত্র হইয়া যাইত, তাহা হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু সেই নিন্দা সূচক পত্রখানি অনুরূপ সংবাদপত্র নিজের রিপোর্টে উদ্ধৃত করিলেন। কতৃপক্ষদিগের চক্ষে পড়িবা মাত্র সেই

ষ্টের নিবারণ হইবে? এখন অনুবাদক মহাশয়ের অনুবাদ সম্বন্ধে দেখিতে পান বলিয়া অনেক উপকার হইতেছে। প্রথমতঃ দিন দিন দেশীয় সংবাদ পত্র বিদ্যের উৎসাহে বৃদ্ধি হইতেছে এবং সকলেই উত্তরোত্তর আপনা২ পত্রগুলি সাংগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক লোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় অন্যান্য প্রদেশে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের এমন অনেক কথা জানেন, ইংরাজী পত্রেরা যাহার সমাচার অবগত নহেন বলিয়া পারেন। সেই সকল সমাচারের গোচর করিবার দ্বারস্বরূপ। সম্বাদপত্র হইলে সে সকল কথা আর কাহারও কর্ণগোচর হইবে না এবং সে সকল কষ্ট নিবারণ হইবারও আশা থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তিনি কি প্রাণ্টডফের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন? আমাদের এ বিষয়ে ভিন্ন প্রকার মত। দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা রিপোর্ট দেখিয়া যাহা বুঝে করুক আরও অধিকপরিমাণে সাধারণের গোচর করা উচিত। সাধারণের মত হইলে অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিবার যে সংবাদ পত্র একটি প্রধান উপায়। এ উপায়ের যে উপকারিতা হইয়া যাইতেছে। অতএব এ সকল প্রকাশিকদিগকে কটূ কথা কাহারও কহিতে দেওয়া, আমাদের বিবেচনায় রিপোর্ট সুপারিণ্টের প্রণালী হইতেছে।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী এক রাজার হাজনা উপস্থিত। সম্প্রতি নাকে যেরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন লোকে সচরাচর এরূপ উপদ্রব সহ্য করে না। ধর্ম্মতলার বাজারের এত নিকটে নূতন বাজার করিবার কথা হইবার সময় তাঁহাদের দিব্যচক্ষে দেখা উচিত ছিল, যে তাহাতে শীলবাবুর দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বতা অপরিহার্য্য। অডিটরেরা কেন যে এ আপত্তি করেন নাই তাহাও নহে, সে সময়ে এই আশঙ্কা করা হয় এবং একবার ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়া লইবার প্রস্তাবও হয়। পরে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা, একটী স্বতন্ত্র বাজার নির্ম্মাণ করাই স্থির হয়। একটী প্রতিদ্বন্দ্বী বাজার বসাইতে কতব্যয় অবশ্যক তাহা কি তাঁহারা জানিতেন না যখন করিতেন এরূপ হয়, এখন সেই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? দগ সাহেবের অপরাধ কি? তাঁহাকে অনর্থক অপমান করিলেন কেন? তিনি যে প্রকার ব্যয় করিতেছিলেন তাহা মিউনিসিপাল আইন বিরুদ্ধ হউক আর যাহাই হউক, সেরূপ ব্যয় ভিন্ন নূতন বাজার বসিতে পারে না।

সম্প্রতি বাজার দুইটীর যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটী উপায় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই তিনের অন্যতম অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রথম, যখন বাজার বসান হইয়াছে, প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তখন সেটাপতিকে আরও ব্যয় করিতে অনুমতি করা, বাজার রক্ষা করা, দ্বিতীয়, ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়া লওয়া, তৃতীয় মিউনিসপাল বাজার বন্ধকরা এবং তৎসংলগ্ন সমুদায় স্থান ও অট্টালিকা প্রভৃতি বিক্রয় করা। এই কয়েকটীর মধ্যে যে কোন্‌টী নিষ্পন্ন করা হউক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। শুনিতে পাওয়া যায় শীলবাবুরা নাকি সাতলক্ষ টাকায় সমস্ত বাজার বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং মিউনিসিপালিটী ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

তৃতীয় উপায়টি অবলম্বন করিলে কেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাতে মিউনিসিপালিটীর নিকট উপকারাস্পদ হইতে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে অধিক টাকা কর্জ্জ করিতেও হইত না এবং অদ্যাবধি যত ব্যয় হইয়াছে তাহাতেও অনেক উদ্ধার হইত, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে এই ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। সে ঋণ পরিশোধ কে করিবে? কেন কলিকাতার টাক্স দাতারা। টাক্স দাতাদিগের মধ্যে এদেশীয়ের সংখ্যাই অধিক। মিউনিসিপালিটীর স্বতন্ত্র বাজার থাকিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার নাই—জনকত ইংরাজের সুবিধা। সাধারণের অর্থ অনিয়মিতরূপে ব্যয় করা উচিত নয় বলিয়া অডিটরেরা দগ সাহেবের হস্তপদ বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণী বিশেষের সুবিধারজন্য সাধারণকে এত ঋণগ্রস্ত করা কি ন্যায় সঙ্গত কার্য্য?

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদ সম্বন্ধে সংক্রান্ত কথা

এপ্রেল মাস নিকটবর্ত্তী, পড়িতে পড়িতে কায়েল সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদের নিয়মিত কাল ৫ পাঁচ বৎসর, কিন্তু তিনি ৩ তিন বৎসরের অধিক কার্য্য করিতে পারিলেন না। [illegible] যেরূপ শ্রম উৎসাহ ও উদ্যম, কিন্তু এই তিন বৎসর [illegible] হয়, আর অল্পকাল সেরূপ [illegible] করিতে পারিতেন। তিনি যে এই [illegible] বৎসরও সুস্থ থাকিয়া কার্য্য [illegible] পারিয়াছেন এজন্য তাঁহার শ্রমসাধ্য ও একাগ্রতার প্রশংসা করিতে হয়।

উদরের অন্ন সংস্থান হয় না, সুতরাং পিতা মাতারা বালক, বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আর সে বিষয়ে চিন্তা করেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও চিন্তা শক্তি বিহীন হইয়া গতানুগতিক ভাবে যন্ত্রের মত তাঁহাদের স্কন্ধে উত্তরোত্তর ভার অর্পণ করিতে থাকেন। এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আনন্দ বিহীন পাঠ্য বিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকের রুক্ষতা ও বেত্রাঘাত ইহার মধ্যে নির্ব্বাক শিশু ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে। এরূপ শিক্ষা বিষয় যতই তাহাদের উপর স্তূপাকার হয় ততই তাহাদের চিত্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া আসে। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয়গুলি শিশুদিগকে বিকৃত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে এমন একটীও বাক্য পাওয়া যায় না যাহা শিশুদিগের প্রকৃতির কিছু মাত্র অনুগত আছে কি না সন্দেহ। অথচ বাঙ্গলা বিদ্যালয় সকলের ছাত্রবৃত্তির কোন পরীক্ষা কর্ত্তা নাই। যিনি যাহা মনে করেন তাহাই পড়াইয়া থাকেন যিনি যে পুস্তক রচনা করেন তাহাদের পাঠোপযোগী দুই একটী বিষয় থাকিলেই সুপারিস ও তোষামোদের বলে সেই হতভাগাদের পাঠ্য পুস্তক হইয়া যায়। জ্যামিতি, ত্রিকোণ, জমিদারি দর্পণ, ভূগোল, খগোল তাড়িতচরণের ইতিহাস, কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস, বেকনের এসে, ইত্যাদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভাবে এতাদৃশ অনর্থক না হইয়া থাকিতে পারেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুত্র কন্যাদিগকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং দেখে অনেক টিয়া শীল ব্যক্তিও আর প্রেরণ করেন না। গৃহে বসিয়া যে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহারও সুবিধা নাই। শিশু দলের পাঠোপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অসদ্ভাব। শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি বিকশিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে। মনে কর একটী আটবৎসরের বালকের হস্তে সীতার কিম্বা সাবিত্রীর সতীত্ব বিষয়ক এক খানি পুস্তক দিলে। তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহাতে তাহার অর্থবিহীন কথামাত্র। এই জন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন কবিতা বালকদিগের জন্য নহে। তবে যদি কবিতা পড়াইতে হয় উপন্যাস কিম্বা আখ্যায়িকা পূর্ণ কবিতা পড়িতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার অনেকে মনে করেন কবিতা শিশুদিগেরই জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদিগের জন্য নয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা যেখানে কতকগুলি প্রকৃত বর্ণনা ও কতকগুলি ভাবোদ্দীপক কবিতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কবিতাই শিশুদের পাঠোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য খেদ লিখিতেছে ইহা আমাদের অস্বাভাবিক বিকৃত বলিয়া মনে হয় কারণ তাহার কি? এবং স্বাধী তাহাকে এ সংস্কার [illegible] কি না সন্দেহ।

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় দুইটী কথা স্মরণ রাখা উচিত (১) পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের অনেক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে। যে শিক্ষায় ইহার অন্যথা করে প্রতি ঔদাসীন্য ভাব সে শিক্ষা অনাদরণীয় ও ঘৃণনীয়। আমরা যদি শিশুদিগকে, তর কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে জানি যে শৈশবকাল কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়। তখন মন ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের স্বরূপ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নির্ণয় করিতে ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে ব্যস্ত থাকে সেই সকল সংকেত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও বিচার করার শক্তি তখনও জন্মে না। সুতরাং সে সময়ে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি তাহাদের গোচর করা যায় তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে—এবং আনন্দও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনা শক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভাল বাসে, সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিষয় পশুপক্ষীদিগের স্থূল স্থূল বর্ণনা বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন চরিতের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়। কবিতার মধ্যে মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃ স্নেহ, নীচ প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রবৃত্তি শোভা দর্শন অনুরাগ প্রভৃতি ভাব উদ্দীপন করিবার যে ক্ষমতা, উহার অর্দ্ধেক ক্ষমতা কেবল মাত্র ছন্দ সংযোগ করাতে [illegible] পরন্তু বার চেষ্টা করাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ে ও দৃষ্টি পাত করা

য় দালত শাসন হইতে পারে? আমরা অনেক মুন্সফকে এই বলিয়া দুঃখ করিতে শুনিয়াছি আমলাদিগের ভয়ে তাহার মাজিষ্ট করিয়া চলিতে হয়। এ কোথাকার কথা? এই স্থানে আর একটী কথা স্মরণ হইতেছে। ছত্র মত অমাত্যে মধ্যে মুন্সফ দাগর কে জজ সাহেবের নিকট নামরিহীন পত্র প্রেরণ করিয়া থাকে। কোন কোন জজ সাহেব তাহা অবগত আছেন। মুন্সফদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। আমাদের এরূপ অন্যথা অনুপযুক্ত কার্য্য বন্ধ করা উচিত। আমাদের অধীনস্থ অমাত্য গণের উপরে শাসনের ভার সম্পূর্ণরূপ মুন্সেফ দিগের উপরেই দেওয়া উচিত। নতুবা তাহাদের স্বাধীনভাবে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

বিবিধসংবাদ।

৫ ফাল্গুন সোমবার।

রেঙ্গুন মেল বলেন যে তথাকার ধান্যের দর কম। গিয়াছে। ১০০ কোট চাউলের মূল্য ৩ টাকা মাত্র। এত সস্তা দর আর হইবে না। যার গলে মটর জাহাজ করার করিবার এই সুসময়।

ইংলণ্ডীয় পার্লিমেণ্ট সভার কোন সভ্য বলেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। সেখানে দুর্ভিক্ষ হইতেছে। তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে। ইহা শুনিয়া ভারতসচিব বলিয়াছেন যে তিনি ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিষয় অবগত আছেন। তিনি ভারতবর্ষের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচার সংক্রান্ত কাগজপত্র সহ ব্যবস্থাপক অনরেবল আর্থর হবহাউসের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা যায় সেক্রেটরি অবষ্টেটের নিকট বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছে। কথা সার ঔ হাকে অসাবধানতা দোষে দোষী করিয়াছেন।

সার উইলফ্রেড লসন টাইমস পত্রিকার প্রোপ্রাইটর একটী অদ্ভুত ছুইটী গো বৎস প্রসব করিয়াছে। ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিতে পারে।

মান্দ্রাজ টাইমসের একজন সংবাদদাতা বলেন সালেম জেলার একজন কৃষক তাহার স্ত্রীর উপর সন্দেহ করিয়াছিল। একদিবসে তাহার স্ত্রী এবং তাহার উপপতি দুইজনকে এক স্থানে দেখিতে পায়। উহাদের দুইজনকে বধ করিবার মানসে একখানি অস্ত্র লইবার জন্য গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে সেই স্থানে পুনরায় গমন করিয়া দেখে যে সেই উপপতি পলায়ন করিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী একাকিনী বসিয়া আছে। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক আঘাতেই স্ত্রীর মস্তক ছেদন করে। তৎক্ষণাৎ নিজেই পুলিসে সংবাদ দেয়। আসাম ও সিলহট কমিসনর সে সংবাদ পাঠ করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস অনুমতি দিয়াছেন। অনেকে তাহার নির্দ্দয়তার প্রশংসা করিবেন।

১৫ ফাল্গুন বুধবার।

ইণ্ডিয়ান মেরিয়ন বলেন ভারতবর্ষের আকিটাণ্ট কলে ইল্বার্ট ডাক্তার ক্লার্ক সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে তুলা হইতে করাচি বন্দরে ১৮ লক্ষ মণ তুলা রপ্তানি হইবে। ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ মণ তুলা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। ইংলণ্ডীয় আফিস হইতে উক্ত রূপ সংবাদ পাইয়া গবর্ণমেণ্ট রাজের নিকট কার্পাস চাষ করিবার জন্য [illegible]

বিলিক কার্য্যের ভার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, জি, ডবলিউ, ভিভিয়ান সাহেবের উপর দেওয়া হইল।

কাম্বেল সাহেব ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন শুনিয়াছি, তাঁহাকে বাস্ত হইতে হইবে না। যতদিন তিনি না যান ততদিন অ ৷ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে রাজা সত্যেন্দ্র মোহন ঠাকুর মেদিনীপর জেলার কুতলপুর পরগণার প্রজাদিগের দেয় খাজনা হইতে ৪০০০০ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অগ্রিম টাকা এবং শস্য প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া করি বঙ্গদেশের সমুদায় জমীদার মহাশয়ের দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিবেন।

এক খানি দেশীয় সংবাদ পত্র বলেন গাজিপুর মিউনিসিপালটী কোন গ্রামে একটী ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার গর্ভে সন্তান হওয়াতে ৩ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। এ কথা বিশ্বাস করি না।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডফ সাহেব বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন সর্পের মুখে কার্ব্বলিক এসিড প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

বাঙ্গালী সম্বাদ বলেন "প্যারিসে একটী অন্ধ ভদ্রলোক অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার ৫টি মস্তক। এক এক সময়ে উহার সমুদয়ই গান করিতে পারে। ঐ বিংশ শত চক্ষু না হইলে উহাকে অনেকে স্বাভাবিক বলিতেন।

১০ ই ফাল্গুন শনিবার।

প্রাতঃ বারাসাতে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি কাবুলী কদমগাছী হাট হইতে কাপড় টাকা লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে ১২ জন ডাকাত তাহাদিগের উপর পড়িয়া টাকা কাপড় প্রভৃতি সমুদায় লুটিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অঞ্চলের লোকেরা ধরিতে গিয়াছিল। মফস্বলের পুলিসের কোন কর্ম্মেরই নয়। কখন কি করিতেছে তাহা বলা যায় না। কৈ এত হইত না।

২৪ পরগণার সিবিল ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। বিদ্যালয়টী ভবানীপুর এবং টালিগঞ্জের মধ্যে স্থাপিত হইবে শুনা যাইতেছে। কিন্তু স্কুলের বন্দোবস্তটী যেন ভাল হয়।

দারজিলিং মিউনিসিপালটীর একটী খুন করা গিয়াছে। অদ্যাবধি তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বর্দ্ধমান রাজপুত্র কলিকাতায় আসিয়া প্রধান প্রধান স্কুল গুলি দেখিয়া গিয়াছেন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রাজপুত্র বলিয়াছেন এফ, এ পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম হইবে তাহাকে দুই বৎসর ২০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন সংস্কৃত কালেজের যে ছাত্র প্রথম হইবে তাহাকে এক বৎসর ১০ টাকা বৃত্তি দিবেন। এতদ্ভিন্ন যেখুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীকে একটী স্বর্ণ মেডাল দিবেন, আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

সাঁওতাল দেশবাসীরা ইউরোপীয় আচার ব্যবহার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ৩। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজপুর হইতে মসুরি অবধি একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

—:০:—

দুর্ভিক্ষবিষয়কসংবাদ

ইংলিশম্যানের বালেশ্বর হইতে সংবাদদাতা বলেন যে তথায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের বিশেষ সদুপায় অবলম্বন করা হইতেছে। প্রতিদিন দুঃখীদিগকে চাউল বিক্রয় করা হয়। প্রাতঃ কাল বেলা ৭ টা হইতে ১০ ১ টা পর্য্যন্ত বিক্রয় কার্য্য চলিতে থাকে। চৌকি ক্রোশ দূরে যাহারা কাজ করে তাহারা ঐ দোকান হইতে চাউল ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। আগের দিন ১০০০০ দশ সহস্র লোকে আহার করে। ৪০ জন ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত আছে। তাহারা অন্নসত্রে প্রতিদিন ৪০০ সহস্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে।

গত সপ্তাহে সাহেবগঞ্জ হইতে এক সংবাদে ২ সহস্র লোক চাউল সংগ্রহের নিকট মাণিকচালে প্রেরিত হয়। উক্ত দিবসে কুণ্ডিয়া হইতে ১০ সহস্র মণ চাউল আসিয়াছে। গোরুর গাড়ি করিয়া প্রতিদিন অনেক চাউল দিনাজপুরে প্রেরিত হইতেছে।

বিগত শনিবার মেয়ো হসপিটালে যে দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভা হয় তাহাতে সার সি, উড সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিলে পর সার এম, ওয়েডরপ এবং সার জামসেটজী জিজিভাই আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সভাস্থলে ৩০০০ সহস্র টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল। গবর্ণর নিজে ২৫০০ টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন কাঁজিতাঁড় নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা ধনপতসিংহ বাহাদুর রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের নানা স্থানে পুষ্করিণী খনন ও পরিষ্কার করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ত প্রজাগণের অত্যন্ত সুখের কারণ।

সিলেট অবজর্ভর হইতে একজন সম্বাদদাতা বলেন যে সেলহট অত্যন্ত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়াছে। কুশিয়ার অন্তর্গত অনন্তপুরের কতিপয় বাঙ্গালী লুট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৫০।৬০ জন চুরিকরা লোক একত্র হইয়া সপ্তকরালী নামক স্থানে গমন করে। গৃহস্থদিগকে বন্ধন করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। পুলিসম্যাজিষ্ট কি করিতেছেন কষ্ট নিবারণের কোন উপায় কি হইতে পারে না?

গত সপ্তাহের বিশেষ সম্বাদ পাঠে জানা গিয়াছিল যে নাটোরের জমীদার বাবু রামকৃষ্ণ রায় মহাশয় পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি [illegible] করিবেন বলিয়াছেন। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ সহস্র টাকার [illegible] ৪০০ সহস্র টাকা দিবেন। ইহার মধ্যে ৫০০ সহস্র টাকা দেওয়া হইয়াছে।

উপযুক্ত শস্য সঞ্চয় আছে। ইহার পর কি হইবে কে জানে? রবি শস্য কিছুই হইবে না, চাস কিছুই হয় নাই।

এবৎসর আম্র ফল অত্যন্ত কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আম্র আঁটী ভোজন করিয়া অনেকে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, এবার তাহাও নাই।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত ঐ দল লক্ষ মেরুর ৩,০০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন।

অযোধ্যার গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর শস্য, এবং অন্যান্য আহারীয় সামগ্রী সুলভ হইতেছে।

গাজিপুর এবং আজিমগড়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার জন্য সকলেই ব্যস্ত। বহা প্রদেশে । শস্য হইয়াছে। গত বৎসর ৭৫০০০০ টন শস্য রপ্তানি হয়, এবং এই আজি ১০০০০০০ টন শস্য রপ্তানি হইবার জন্য বন্দরে পড়িয়া আছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সর্ব্ব প্রধান সভায় ১২৮১৫ টাকা আদায় হইয়াছে আর হইবার সম্ভাবনা আছে।

গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

[illegible] বিভাগ

ডেপুটী কালেক্টর

[illegible] বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের [illegible] সাহেব মেদিনীপুর হইতে [illegible] বদলী হইলেন।

অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible] বদলী হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন চন্দ্রনাথ বিশ্বাস বাঁকুড়ার ইনস্পেক্টিং সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইলেন।

যত দিন সার্জ্জন মেজর জে ডি [illegible] সাহেব এম ডি [illegible] ততদিন সার্জ্জন জন্স [illegible] সাহেব এম ডি [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] এফ পোরেরা সাহেব জলাঈর সব [illegible] বদলী হইলেন।

আবকারি বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু [illegible] চট্টগ্রাম বদলী হইলেন।

[illegible] এডমণ্ড [illegible] মাসক মৌলবী [illegible] বদলী হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible] প্রবেশের কতক অংশ বিনা [illegible] করিয়াছে।

অধিবাসন নামক ইংরাজ লণ্ডনে [illegible] বাঙ্গালার ছোটলাটের নিযুক্ত করিবার [illegible] নামক বক্তৃতাতে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] মহাসভার [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] ৩১ টী স্থানে [illegible] করিয়াছেন [illegible] নিযুক্ত হইবেন বলিয়াছিলেন [illegible] এক দিন [illegible] করিয়াছিলেন।

সম্বাদ পত্র সম্পাদক [illegible] করিতেছেন।

কাফার [illegible] ছিলেন [illegible] আক্রমণের [illegible] আত্মসমর্পণ করিয়াছেন

[illegible] সম্রাট [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

পর্যটনকারিণী [illegible] লিভিংষ্টন [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] হইয়াছেন।

সম্রাজ্ঞী [illegible] করিবার [illegible] প্রকাশ হইয়াছে। [illegible] ১৮৩ জন [illegible] ১১৬ জন [illegible] হইয়াছেন [illegible] ৩৭ টী স্থানে [illegible] করিয়াছেন [illegible] মিয়ক্ত হইবেন বলিয়াছিলেন [illegible] এক দিন [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] করিতেছেন।

কাফার [illegible] আক্রমণের [illegible] আত্মসমর্পণ করিয়াছেন

[illegible] সম্রাট [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেরিতপত্র

[illegible] সোমপ্রকাশ সম্পাদক

লায় যে রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ বৃহৎ ইংরেজী অক্ষরে স্থানে স্থানে এই কথাটি চিত্রিত রহিয়াছে তখন আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ রঙ্গালয়ে ধূম পান বিলক্ষণ বিরক্তি জনক এবং ইহাতে বিলক্ষণ অনিষ্টেরও সম্ভাবনা। সকল রঙ্গ ভূমির কর্ম্ম চারিগণও এইটি নিবারণে বিশেষ সতর্ক থাকেন। কিন্তু আমরা কয়েকটি ইংরাজ দর্শক কে এই বিষয় লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

কলিকাতা } শ্রীচন্দ্রকুমার
৫ ই ফাল্গুন } বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

মহাশয়! বিপদ বিপদের এবং সম্পদ সম্পদের অনুগমন করে এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ সত্য। একেতো এতৎসময় দুর্ভিক্ষ রূপ রাক্ষসের ভীষণ পরাক্রম প্রভাবে সমুদায় ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে। প্রতিদিন লোম হর্ষণ জনক শত শত শোচনীয় সংবাদ আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ ও প্রাণ অস্থির করিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে যে কিবিষময় ফল সঞ্চিত আছে, কে বলিতে পারে? আমরা যেন সেই দিন নিকটবর্ত্তী বোধ করিতেছি (জগদীশ্বর না করুন) যেদিন শত সহস্র নর নারী বালক বৃদ্ধের অন্নাভাব জনিত হাহাকার ধ্বনি আমাদের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া অধিক তর কাতর করিবে। এ প্রদেশীয় দীন দরিদ্র দিগের জীবন রক্ষার উপায় কি? যখন এই চিন্তা আমাদের অন্তরে বলবতী হয়, তখন কে সে কাঠিন্য-সংবরণে সমর্থ হইতে পারে? সেই সকল নিরন্ন দরিদ্র জন্য যাহারা গবর্ণমেণ্টের অব্যাহত দৃষ্টি পথে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর-দৃষ্ট বশতঃ সে সকল শস্য অথবা অন্যান্য ধনবান লোকের নিতান্ত অভাব। আমাদিগের বিপদ নিবারণ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দয়াশীল বৃটিস গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রাণ রক্ষার্থে নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের দ্বারা পাণ্ডিত্য ও দয়া গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। এই উপস্থিত বিপদ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসলতা পরতন্ত্র হইয়া নানা প্রকার হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। কোন প্রদেশে বা দুর্ভিক্ষ কাতর প্রজামণ্ডলীকে অন্নদান ব্যতীতও সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত ব্যক্তি সমূহকে ঔষধ প্রদান করিয়া বিমলকীর্ত্তি সংস্থাপন করিতেছেন। অতএব আমরা যে অভাব বিমোচন মানসে গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিতেছি তাহা অসঙ্গত করিয়া তন্নিবারণার্থে দয়াপ্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বশীরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত, বাদুড়িয়া ষ্টেসনের অধীন এই "পুঁড়া" গ্রাম সহস্র সহস্র ইতর ও ভদ্রলোকের বাসস্থান। এই স্থানে অন্নকষ্টের অপেক্ষা এতদূর জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, যে তাহা প্রকৃত রূপে বর্ণনা করা যায় না। এখানে এমন একটী জলাশয় নাই, যে সেই জল পান করিয়া অধিবাসীগণ জীবন রক্ষা করে। যে কয়েকটী পুরাতন জলাশয় আছে, তাহা পঙ্কিল ও আবর্জ্জনা পূর্ণপূর্ণ। তাহার বিষময়জল পান করিয়া কেহীবা ধারণ করিতে পারে? আশ্বিন ও মাঘমাসের শেষ হয় নাই, ইহার মধ্যেই এক বিন্দু বিশুদ্ধ বারি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিছু দিন পরে যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে? দয়াময়ী জগদম্বার জল নিবারণ পানের জন্য মাগো, সিদ্ধেশ্বরী শত শত কি স্ত্রী ভক্ত পরিপূর্ণ। গ্রামের [illegible] অতি অল্প ব্যবহার। যদি গবর্ণমেণ্ট কোন উপায়ে এই ভয়ানক বিপদ হইতে অত্রস্থ অধিবাসিদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে জলাভাবে জীবন নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অন্নাভাবে কিম্বা জলাভাবে যদি একটী প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর শোক হুতাশনে হৃদয় দগ্ধ হয়, তাহা যিনি উড়িষ্যার বিগত দুর্ভিক্ষ অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন।

আমাদের সুসভ্য রাজ গবর্ণমেণ্টের অধিক দৃষ্টি যদি তাহার এতাদৃশ অবস্থান জীবন লোপ করে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ প্রত্যবায়ের ভাগী। এবং [illegible] কলঙ্কিত হয়।

পুঁ।
২ রা ফাল্গুন } এক খু বন্ধুবর
১২৮০ } শ্রীচরণ ব শর্ম্মা।

গোবরডাঙ্গা বসীরহাট মহকুমার এক প্রান্তভাগে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে যমুনা নদী, যমুনার পরপারেই বারাসাত উপবিভাগের আরম্ভ। সুতরাং গোবরডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ইহার সমীপবর্ত্তী বসীরহাট ও বারাসাত মহকুমার কিয়দংশ খুব নিকট। এই সকল এরূপ কর্দ্দমাক্ত স্থানে স্থিত যে ইহার অধিবাসীদিগকে সর্ব্বদাই নানা প্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিতে হয়। মহকুমার সদরস্থান বসীরহাট ও বারাসাত উভয়ই এ অঞ্চলের মূলবর্ত্তী। অতএব দুঃখী প্রজাগণ অনুক্ষণ উৎপীড়িত হইয়াও রাজদ্বারে আপনাদের কষ্টের কথা জানাইতে পারে না, বড়লোকের অত্যাচারের অঙ্কের তার হইয়া রহিয়াছে। মধ্যবিত্তের অবস্থা ও সন্তোষকর নহে। তাহারাও প্রায় অধিকতর কষ্টের ভয়ে দুর্ব্বৎসর মহকুমার সান্নিধ্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছে।

গত ৮৭৩ সালের জুন মাসে, পাদরি ডাফ্‌ সাহেব একটী গবরেজিষ্টারী অফিস সংস্থাপিত হয়। এই বসীরহাট ও বারাসাত মহকুমার লোক আপন আপন স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টরি করিবার অনুমতি পায়। ইহাতে অনেক অত্যাচার নিবারিত না হউক বেনামী ও [illegible] কথাতি সংক্রান্ত অনেক দুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত স্ত্রীলোক সঙ্গত অভাবে পাটী রেজিষ্টার করিতে পারে না [illegible] যাইতেও লজ্জা বোধ করে তাহারা নিকটবর্ত্তী নূতন স্থানে [illegible] বাটীতে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। [illegible] নিকটে রেজিষ্টার সুবিধা [illegible] অসহায় লোকের টিকিতে [illegible]

সোমপ্রকাশ

ভাগ। ১৩ ১৫ সংখ্যা।

"এবক্সনা প্রস্তাবিনাবে যার্থিব [illegible] অনিমজনী ন ছীবনা।"

অগ্রিম মূল্য ২৩ টাকা / অগ্রিম ডাকমাসুল ১৩ টাকা } সন ১২৮০। ১৯ এ । ইং ১৮৭৪। ২ রা মার্চ } একত্রে বাসুল সমেত অগ্রিম ১০) টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১ গুপ্ত মনমারন এবং জোত জমা বিক্রয়।

উপরিউক্ত বৎসরাদি ১৮৭৪ সালের ৭ ই মার্চ্চ শ নবার বেলা ১ টা অপরাহ্নে বিক্রয় হইবে। 'মহারাজ মেকেঞ্জি লয়াল এবং কোম্পা, ন, মদ আপনে বক্রয় হইয়া না যায় তাহা হইলে বক্তকী মহাজনের অ জ্ঞা ক্রমে ক লকা ৩ কমাসিয়াল সেক্রমন্ ন, নকল্প ব বিলাসক্রমে তাহা বিক্রয় করবেন।

পুণারা, দিনাজপুর, মালদহ জেলার অন্তর্গত আমীরাবাদ পরগণা স্থিত ভূত নারী সরকারপুর এবং নিমুমরাই সংমক তিনটী নীলকুঠী একত্রিত করিয়া সি জলোজা কোম্পানি তাহাদের কনসারন করে।

এতদ্ব্যতীত এই কনসারন সংক্রান্ত কিম্বা কনসারন যে সমুদয় মৌরুসী ও অন্যান্য ভূমি জমা আছে তাহাও ঐ সঙ্গে বিক্রয় হইবে।

পুরাতন ভিন্ন সিজিডোজার নীলকুঠী এবং তথাকার বসতবাটী সংলগ্ন জমি ও জোত উপরিউক্ত বিষয়ের সহিত বিক্রয় হইবে না। অক্টোবর মাসে ৭০০ ছয় শত সাত শত বিঘা জমি বুনানি হইয়াছে বুনানির নিমিত্ত আর ৫০০ শত বিঘা জমি প্রস্তুত হইতে পারে।

বিক্রয়ের সময় যেরূপ স্থির হয়ে ঐ রূপ উপরিউক্ত বিষয় সব একত্রে নতুবা ভিন্ন ভিন্ন লট করিয়া বিক্রয় হইবে। বিক্রয় সময় যে সমুদায় ভূমি যেখানে হইবে সেই অনুসারে বিক্রয় হইবে। অন্যান্য বিশেষ সংবাদ জানিতে হইলে ১ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট চন্দ্রোল সলেস এবং রবার্টস সংমক সলিসি টারদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

চম্পারণ এবং ত্রিহুত জেলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কার্য্যের নিমিত্ত অল্পকালের জন্য ১০ জন পত্রবহ লোকের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৭০ টাকা। উক্ত পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা স্ব স্ব কার্য্য দক্ষতার নিদর্শন পত্র সহ লক্ষ আবেদন পাটনা ডিবিজনের কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। ২৫ পঁচিশে ফাল্গুনের পরে আবেদন পত্র লওয়া যাইবে না।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিশনর সাহেবের পারসোনাল আসিষ্টান্ট।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা
এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী।

সন ১২৮১ সাল ইং ১৮৭৪। ১৫

শ্রীকালীলাল শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত অতি সুন্দর চিত্রপট সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মুল্য এক শত হইবে। বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডিন প্রেসে আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক টাকা, ভিঃ পিতে ১।০ পাঁচ সিকা, ডাকমাসুল ।০ কেহ উক্ত পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার মানস করিলে সংগ্রাহককে জানাইবেন।

কলিকাতা ১২৮০ } শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক ধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা বিধ রচনার রচনা, লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রকাশকগণকে বিনয় সহকারে লেখা যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য অগ্রিম অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাসুল ৵০। কেমিকেল ট্রীটমেণ্ট মূল্য ডাকমাসুল মূল্য ।০ এনাটমিকাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "[illegible]। টর্ক্সিনিউরি "[illegible]। ডাক মাসুল ৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
কিন্তু কলেজ কলিকাতা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তন। প্র তিষ্ঠিনায় পার্থিব। ধনস্তনা অমিসদ্বনী ন ছীযন।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

শনি ২৮০, ২৯ এ ফাল্গুন, ইং ১৮৭৪। ৯ ই মার্চ্চ

মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ২০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"আর্য্য আর্টিন শিল্প চাতুরি" (সচিত্র) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ১৷৵০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

"ভারত সার।"

বঙ্গভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় সংগঠিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি অল্প সংক্ষেপ অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতের সকল কথাই থাকিবে, মূল ভারতে পুনরুক্ত প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না, ইতিহাস গ্রন্থ যেরূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য অগ্রিম গ্রাহকদিগের প্রতি ৷৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া যে আমার নিকট পাঠাইবেন তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

শুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪ মেছুয়াবাজার
কলিকাতা
} ক্ষেত্রমোহন শুপ্ত বিদ্যারত্ন

শুপ্ত যন্ত্রালয়।
কলিকাতা ২৪ নং মেছুয়াবাজার
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দিয়ার গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প পয়সায় পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তাহাতে অমাশুল দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের সিয়মাদি তখনই করা যাইতে পারে, মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ শুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

চশমা, এবং ত্রিচক্ষু ইলাস্টিক সকল প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত ওলক, মান ও ১০ নম্বর ওয়র্থ ষ্ট্রীটে দোকান আছে।

এতদ্দেশীয় যাবতীয় ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্ম্মাধ্যক্ষের নিদর্শন পত্র সহ ঐ আবেদন পাটনা ডিবিজনের কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন ২৫ শে চৈত্রের পরে আবেদন পত্র লওয়া যাইবে না।

শ্রীযুক্ত গিরিবন্দোপাধ্যায়
কমিশনর সাহেবের পারসোন্যাল
আ সিষ্টাণ্ট।

বিক্রে বিদ্যা পুস্তিকা
এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী।
সন ১৮১ সালের, ১৮৭৪, ১৫

শ্রীযুক্ত বাবু বলাইলাল সর্দ্দার কর্ত্তৃক সংগৃহীত অতি সুন্দর চিত্রপট সকল সত্বর মুদ্রিত হইতেছে শুদ্ধায় প্রকাশিত হইবে। বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডন হোসে তাহার নিকট পাওয়া। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক টাকা হইবে। ৷৵০ পাঁচ সিকা ডাকমাশুল। যে কেহ উক্ত প্রকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার মানস করিলে সংগ্রাহককে জানাইবেন।

কলিকাতা
১২৮০
} শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রস্তুত উপযোগী সচিত্র সংক্ষিপ্ত ও এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে শুদ্ধায় প্রকাশিত হইবে। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে ৷৵০ আনা মাত্র।

নিবেদক
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেসিডেন্সী কলেজ

খুলিবার বিষয় উল্লিখিত হয়। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, মজীলপুর জয়নগর বহড়ু প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের বহু সংখ্য ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া যাহাতে এই রেলওয়েটী খোলা হয় তদ্বিষয়িত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। এই রেলওয়েটীর জন্য এই যে প্রথম প্রস্তাব হইয়াছে এমন নয়, মাতলা রেলওয়ে যখন কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানির অধীন ছিল, তখন একবার এই প্রস্তাব হয়, কেবল প্রস্তাব কেন, উক্ত লাইন কোন্ কোন্ স্থান দিয়া যাইবে কতই বা ব্যয় পড়িবে এ পর্য্যন্তও স্থির হইয়াছিল। সে সময়েও সোমপ্রকাশে এই রেলওয়ের অনুকূলে অনেক কথা লিখিত হয় কিন্তু উক্ত কোম্পানি আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা যে মাতলা রেলওয়ে খুলিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে সেটী গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন।

পূর্ব্ব কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানি এক মাত্র লাভ গণনা করিয়াই কুল্পী লাইন খুলিবার প্রস্তাব করেন, এক্ষণে এই লাইনটী খুলিবার আর একটী প্রবল কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সেটী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র দলকে সাহায্য দান। দরিদ্র দলকে সাহায্য দান ও গবর্ণমেণ্টের লাভ এই দুটী কথা শুনে প্রত্যেকটীই উক্ত শাখা রেলওয়েটী খুলিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। প্রথমতঃ বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ জন্য যদি দুর্ভিক্ষের কষ্ট নিবারণার্থ স্থানে স্থানে যে সকল রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এ অঞ্চলে তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে না। গোপ খাল খড়দহ বাঁধ দারজিলিঙ্গ রেলওয়ে প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হইতেছে তদ্দ্বারা এ অঞ্চলের লোকের কোন উপকার নাই। আমরা যে রেলওয়েটীর কথা করিতেছি সেটী করিলে কলিকাতার দক্ষিণস্থিত স্থান সকলের লোকের বিলক্ষণ সাহায্য হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, কেবল মাত্র লাভের আশা না করিয়া যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্গের দুর্ভিক্ষকষ্ট নিবারিত হয় তদ্বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পব্লিক ওয়ার্ক সকল করা হইবে। শুদ্ধ যদি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এই বাক্য অনুসারে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও এই রেলওয়েটী করা উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তদ্ভিন্ন আপাততঃ ইহা দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য হইয়া ভবিষ্যতে এই রেলওয়েটী ইহার উত্তর পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের লোকের মহোপকার সাধন করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভের আশা আছে। বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহী এই দুটীই লাভের উপায়, এই দুটী হইতেই বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে। বড় বড় ও মহাবিষ জাহাজ সকল পূর্ণ জোয়ার না হইলে হুগলী পইন্টে আসিতে পারে না, সুতরাং ঐ সকল জাহাজকে জোয়ারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে সময় ও কার্য্য ক্ষতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন উপায় নাই বলিয়াই বণিক দিগকে অগত্যা এই সময় ও কার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি কুল্পি পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেন, ঐ সকল জাহাজ অনায়াসে তথায় আসিতে পারে এবং তথা হইতে জাহাজস্থ বাণিজ্য দ্রব্য সকল রেলওয়েতে অল্প সময়ে কলিকাতায় নীত হইতে পারে। ক্রমে কুল্পি একটী প্রাধান্য বন্দর হইয়া উঠিতে পারে। এটী গবর্ণমেণ্টের অল্প লাভের নয়, এ ভিন্ন স্থানীয় বাণিজ্য দ্বারাও বিলক্ষণ লাভ আছে। দক্ষিণ দেশ আতর ও সিদ্ধ চাউলের একটী প্রধান স্থান। মগরা হাটখি তোলা মিত্রের গঞ্জ প্রভৃতি হাট হইতে বিস্তর চাউল কলিকাতায় রপ্তানী হয়, এক্ষণে ভাল সুবিধা না থাকাতে উহা কলিকাতায় লইয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বিস্তর ব্যয় পড়ে, রেলওয়ে হইলে যদি কেহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে উহা কলিকাতায় রপ্তানী করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্টও লাভবান হইবেন। চাউল ভিন্ন মৎস্য ও খালাম কাষ্ঠ প্রভৃতির বাণিজ্য দ্বারাও লাভ আছে।

বাণিজ্য দ্রব্য ভিন্ন আরোহী দ্বারাও অল্প লাভের আশা নাই। যে সকল স্থান দিয়া রেলওয়ে যাইবে, সেখানকার এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের লোক সংখ্যা অল্প নহে তাহারা যাঁকীপুর সুভাষপুর মথুরাপুর বারুইপুর জয়নগর প্রভৃতি স্থানের লোক সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ হইবে। এইরূপ বহুজনাকীর্ণ স্থানে রেলওয়ে হইলে আরোহীদ্বারা যে লাভ হইবে না আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না রাস্তাদির ভাল সুবিধা না থাকাতে প্রাতঃস্থ স্থান সকলের বিস্তর ভদ্রলোক বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে একপ্রকার প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন। রেলওয়ে হইলে আর তাঁহারা অধিক দিন গৃহিণী প্রবাস কষ্ট ভোগ করিবেন না, সর্ব্বদা বাটীতে গমনাগমন করিবেন। ফলতঃ আরোহির সংখ্যা যে অল্প হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, উপসংহার কালে বক্তব্য এই, উক্ত রেলওয়ে খুলা যখন এত দুর্ভিক্ষ সময়ে দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান ও ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের লাভ এই উভয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে তখন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সাহায্য সেই সকল স্থানে শস্য লইয়া যাইতেছে, কিন্তু মূল্য কমাইয়া দিলে আর কাহারও সেখানে শস্য লইয়া যাইবার প্রবৃত্তি হইবে না বরং সেখানকার ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় অন্যান্য স্থানে শস্য প্রেরণ করিবে তাহা হইলে সে স্থানের দরিদ্রদিগের কষ্ট নিশ্চিত। এ পরামর্শ আমাদিগের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। যখন যে পরিমাণে সাহায্য আবশ্যক তখন সেই পরিমাণে সাহায্য করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন উপায় দেখা যায় না। যত শস্য আবশ্যক সমুদায় গবর্ণমেণ্টকে যোগাইতে হইবে. সেজন্য গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তবে এই কয়টী বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনুপযুক্ত ও অলস ব্যক্তিরা যেন প্রতারণা পূর্ব্বক সাহায্য গ্রহণ না করে। নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগের দোষে প্রকৃত দরিদ্রেরা যেন বঞ্চিত না হয়। মফস্বলের অভ্যন্তরে যথা সময়ে যেন শস্য প্রেরিত হয়। প্রতি গ্রামে এক একটী শস্য বিতরণের স্থান করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ নানা গ্রাম হইতে কোন এক স্থানে শস্য আনয়ন করিতে গেলে লোকের কার্য্য ক্ষতি ও অন্যান্য প্রকার অনেক ক্লেশ হইতে পারে। এই গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রয়োজন মত কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ।

সোণাপুরের পোষ্ট আফিস।

পূর্ব্বে সোণাপুরে পোষ্ট আফিস ছিল না। সোমপ্রকাশ সম্প্রতি পোষ্টাপিস আসা অবধি এই ডাকঘরটীর সৃষ্টি হইয়াছে। স্থাপনাবধিই ক্রমশঃ ইহার উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দিন দিন কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য যেমন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কার্য্য ভারও তেমনি একজন উপযুক্ত লোকের হস্তে পতিত হইয়াছে এক্ষণে যিনি সোণাপুরের পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন, তিনি ৭। ৮ বৎসর হইল এই বিভাগে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি সোণাপুরে আসিবার পূর্ব্বে কাথি ও খেজুরি পোষ্ট আফিসে ছিলেন, তথায় সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলাসহকারে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করেন। খেজুরিতে ইহাঁর ২০ টাকা বেতন ছিল, ইণ্ডাবলিসমেণ্ট কমিয়া যাওয়াতে ১৫ টাকা বেতন হয়। তথায় কিছু দিন কার্য্য করিয়া নিজ অবস্থার উন্নতি কামনায় স্থানান্তরে বদলী হইবার প্রার্থনা করেন। তাহার পর ইনি সোণাপুরে আসিয়া বিলক্ষণ সুশৃঙ্খলা সহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার কোন গ্লানির কথা শুনি নাই।

আমরা ইহাঁর কার্য্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতায় যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি, ঐ সকল গুণের পুরস্কার না দেখিয়া তেমনি দুঃখিত হইতেছি। এই পোষ্ট আফিস যখন যে অবস্থায় ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতেছে, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের বেতন যে ১৫ টাকা সেই ১৫ টাকাই রহিয়াছে। কার্য্য বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, পোষ্ট মাষ্টারকে সেই বর্দ্ধিত কার্য্য সমাধার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার সমুদায় ফল ভোগ করিতেছেন, তাহাকে সেই ১৫ টাকায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে, এটী কি ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ নিম্নে উক্ত পোষ্ট আফিসের গত জানুয়ারি মাসের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি। উক্ত মাসে গড়ে ২২৮।১০ টাকা আয়, ৫৫৷৷ টাকা ব্যয় ও ১০২৸৵১০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ২১৪৷৹ টাকা আয় ৫৫৷৷ টাকা ব্যয় ও ১৫৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ১৩৸১ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ষ্ট্যাবিলিমেণ্ট খরচ যে ৫৫৷৷৹ টাকা তাহাই রহিয়াছে। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, গবর্ণমেণ্টের যে পোষ্ট আফিস হইতে মাসিক ১৭২ টাকা লাভ হইতেছে, সেখানকার পোষ্ট মাষ্টারের কি ১৫ টাকা বেতন হওয়া উচিত? যেরূপ আয় তাহাতে অন্ততঃ ইহাঁর আর ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এরূপ আয় বৃদ্ধি না দেখিলে বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতাম না। যাহা হইতে লাভ আছে তাহার নিমিত্ত কিছু অধিক ব্যয় করা অসঙ্গত নয়, প্রত্যুত তাহাতে আরো অধিক লাভের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। আমরাই যে কেবল ইহাঁর বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতেছি এমন নয়, শুনিতে পাই ভূতপূর্ব্ব দুইজন সব ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারও উক্ত পোষ্ট আফিসের আয় ব্যয় এবং কার্য্য প্রণালী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর বেতন বৃদ্ধির জন্য ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার [illegible] লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কেন যে ইহাঁর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না বলিতে পারি না। যাহা হউক, ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় সোণাপুরের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগী হন এই আমাদিগের অনুরোধ ও ইচ্ছা। যদি পরিশ্রমের [illegible] তাহা হইলে উহাদিগকে দান করুন, [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

দোষ অনেক একথা আমি
বলিয়াছি। কিন্তু
আমি অ
কিন্তু সেই ভাই
কারণ
ব'লে
মৃত্যুর
সেই
বিধবা
কোটি লোকের মধ্যে হয়তো তার
কিন্তু বিধবা
সেই
তাহার
প্রকাশ
বিধবা
পাত্রের
তিনি
কোন নিয়োগ করিতেছেন। যে
কোটি লোকের মধ্যে হয়তো তার
কিন্তু ছিল, তিনি
করিতেন না। কি
সে
তাহার
এক
করিতে
অর্থ
ক
কখনো ভারতবর্ষের বিষয় চিন্তা
করিতেন তাহা ইংলণ্ডের
দিতেন না। ধারণা করিয়া

দোষ অনেক এক কথা আমি
বলিয়াছি। কিন্তু
আমি
কিন্তু সেই ভাই
কারণ
ব'লে
মৃত্যুর
সেই
বিধবা
কোটি লোকের মধ্যে হয়তো তার
কিন্তু ছিল, তিনি
করিতেন না। কি
সে
তাহার
এক
করিতে
অর্থ
ক
কখনো ভারতবর্ষের বিষয় চিন্তা
করিতেন তাহা ইংলণ্ডের
দিতেন না। ধারণা করিয়া

করেন
নম্রভাবে
মাস
ভোর
তুলিয়া
তিনটেলিকে সেই কাজে

কোটি টাকা উঠে তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাতে কতই সাহায্য হইবে? গবর্ণমেণ্টের পদে পদে যায়। প্রথম শস্য ক্রয় করিতে অন্ততঃ ৫। ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহার পর সেই সকল আনয়ন করিতে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে অল্প ব্যয় হইবে না। যে সকল কর্ম্মচারি অন্য বিভাগ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদের বেতন পাথেয় প্রভৃতি দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী কারণে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রথমতঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের জন্য যে সকল রাস্তাপ্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, সে সকল নির্ম্মাণ করা আবশ্যক ছিল না, সুতরাং সে জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহাও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ব্যয় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনেক জেলার অধিবাসিদিগকে রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত এবার অতিবৃষ্টির চাষ ভাল হয় নাই সুতরাং সে অংশেও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। ফ্রেণ্ডস্‌ অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮ কোটি টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় ৫২। ৫৩ কোটি টাকা। তাহার সমস্ত ব্যয় হইয়া গিয়া বর্ষে বর্ষে ঋণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য লবণ ও চিনির উপর ইনকমটাক্স করিবার প্রস্তাব, সেই কারণের জন্যই পার্লেমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ। আবার এক বৎসরে ১৮ কোটি ঋণ বৃদ্ধি, কিন্তু ঋণ বৃদ্ধির ভয়ে এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি আকস্মিক বিপদের সময় ও গবর্ণমেণ্ট ঋণ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষবাসিদিগের স্বার্থের অতি অল্পই সম্পর্ক ছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সে জন্য এত অর্থব্যয় করা যদি ন্যায় কিম্বা যুক্তিসঙ্গত হয় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য সে ব্যয় স্বীকার করা যে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এই ঋণ পরিশোধের উপায় কি? তাহার উত্তর এই, গবর্ণমেণ্ট যদি সে জন্য অল্প মাশুলে কোন প্রকার টাক্স করেন তাহা হইলেও অন্যায়াচরণ হয় না। এ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এরূপ টাক্স করা রীতি আছে। এতগুলি লোকের প্রাণরক্ষার জন্য যদি সর্ব্বসাধারণকে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাতে বিশেষ অন্যায় দেখা যায় না কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা হইতে এই কয়েক কোটি টাকা দিলে ভাল হয়। এ প্রস্তাব অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনভার মস্তকে লইয়া যে গুরুতর কর্ত্তব্যসূত্রে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন এই কার্য্য তাহার উপযুক্ত। ভারতবর্ষ যখন নিজের অর্থে নিজের বিপদ নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন ইংলণ্ডের সেই বিপদ নিবারণের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে কখনও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ সাহায্য করেন নাই এরূপ নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারকালে পার্লেমেণ্ট কয়েকবার কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ মহারাণীর হস্তগত হওয়া অবধি প্রজারা নানা প্রকার দৈব নিগ্রহ সহ্য করিতেছে। অনেকের বিশ্বাস, কোম্পানির সময় অপেক্ষা এখনকার কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময় এই মহৎ উপকার করিতে পারেন তাহা হইলে লোকের সে সংস্কার দূর হয় এবং প্রজাদিগের রাজভক্তিও বৃদ্ধি হয়।

রিলিফ কমিটির কার্য্য প্রণালী।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্র প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য স্থানে স্থানে যে সকল রিলিফ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, কি প্রণালী অনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিবেন তাহা জানাইবার জন্য গত শুক্রবার গবর্ণর জেনেরল ইণ্ডিয়া গেজেটের এক খানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কমিটী সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ "সেণ্ট্রাল কমিটী"। এই কমিটী কলিকাতায় থাকিবে এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদা আদায় করা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কমিটীর কার্য্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা এই কমিটীর কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী অর্থাৎ জেলা কমিটী; জেলা মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর সাহেব ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদা সংগ্রহ করা, প্রত্যেক মহকুমাস্থ কমিটীর নিকট অর্থাদি প্রেরণ করা এবং তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা এই কমিটীর কার্য্য। তৃতীয়তঃ "সবডিবিজনাল কমিটী" অর্থাৎ মহকুমাস্থিত কমিটী, মহকুমা স্থিত কমিশনর বা প্রয়োজনমত তদ্ভিন্ন অন্য কোন রাজকর্ম্মচারী এই সকল কমিটী স্থাপন করিবেন এবং তাঁহারাই ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদার কালেক্টর সাহেবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং কমিটীও অধিক, ইহারা আবশ্যক মত [illegible] আপনাদের ভারের কিয়দংশ বাঁকি [illegible] করিতে পারেন

উঠিত না হইত। এটী হুকাদের কার্য্যালয় প্রায় ৪০ বৎসর হইতে চলিল, ইহার কার্য্য অবশ্য হইয়াছে। সে সময় দেশের অবস্থা যে কি প্রকার ছিল, তাহা সম্প্রতির পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সে সময় হইতে এটী দেশের ছুরি উপকার করিয়া আসিতেছে। ইহা বরাবর আয় পাবলিক ছিল। ইহার যে আয় হয় তাহাতে বড় বড় মর্ম্ম হইত হইয়া কিছু কি বড় থাকে বলিতে কি, ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে তাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠার মন করিতে হয় নাই। যে গৃহে ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে, সেটী একখানি পাকা ঘর। এখানকার মহারাজা ঐ গৃহখানি দিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় যদি দেশে ছুরিকা নিক্ষেপিত করিয়া দিয়া ইহার অঙ্গ বৈকল্য সাধন করা, কর্ত্তৃপক্ষের অতি অবিবেচনার কর্ম্ম হইয়াছে। যে বন্দোবস্তে বনরাবা আয় দ ডাকঘর শাখা আফিস হইয়াছে, তাহা প্রশাচ চিত্তের ফল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট একবার অনুসন্ধান করিয়া এটীকে স্থায়ীরূপে শাখা ডাকঘর করেন ইহা আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা। এস্থলে আর এক কথার উল্লেখ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। এখানকার পোষ্ট মাষ্টর বাবু কালীপদ মিত্র একজন কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী। ইহাঁর কার্য্যপটুতা দর্শনে প্রীত হইয়া অনেক বার লোমপ্রকে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁকে আর কত দিন এ সামান্য ডাকঘরে কর্ম্ম করিতে হইবে? ইহাঁর অনেক গুলি সুখ্যাতি প্রকাশক নিদর্শন পত্র আছে। দুঃখের বিষয় কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল না। শুনিয়াছি, তাঁহার কোন উত্তর সাধক (মুরুব্বি) নাই। হায় রে অদৃষ্টের লেখা!!!

বিবিধসংবাদ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

আজি কালি পুলিষের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে লোকে পুলিষের উপর নিজ ধন প্রাণ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। অমুক স্থানে চুরি হইল, ডাকাইতেরা অমুক ঘর লুট সকল লইয়া গিয়াছে, পুলিষ কিছুই করিতে পারিলেক না, আমরা প্রায়ই এইরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি। এমন অবস্থায় কোন পুলিষ কর্ম্মচারীর সুখ্যাতি শুনিলে আমরা অতিশয় আনন্দিত হই। সম্প্রতি যিনি সেণ্ট্রাল পুলিষ ষ্টেসনের সব ইনস্পেক্টর হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতা শ্রমশীলতা ও চতুরতা দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক মাসের কিছু অধিক কাল হইল সোণাপুরে আসিয়াছেন, এই অল্প কালের মধ্যেই ইনি কতকগুলি চুরির অনুসন্ধান করিয়া অপরাধিদিগকে ধরিয়া দণ্ড দেওয়াইয়াছেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য কয়েকজনের জরিমানা করাইয়াছেন। চোর ডাকাত ধরিতে পারিলেন না শান্তিরক্ষা করিতে পারিলেন না, কেবল লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের মাথার হাতবুলাইলেন, এরূপ পুলিষ কর্ম্মচারী আমরা চাহি না। আমরা ইহাঁর কার্য্য দক্ষতায় যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি ইহাঁর উন্নতি দর্শন করিলে তেমনি সুখী হই। আমাদের আফিসে যখন চুরি হইয়াছিল সে সময় ইনি সোণাপুরে থাকিতেন আমাদের এরূপ ইচ্ছা হইতেছে।

[illegible] যে ট্রাঙ্কওয়ে হইতেছে, আগামী এপ্রেল মাসে উহার কিয়দংশ খোলা হইবে।

[illegible] সপ্তাহে সীতাকুণ্ডী মোহরী মোগলসরাই পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার বোয়ালিয়ায় দুইজন লোক, এক জন মুসলমানের হত্যাপরাধে ধৃত হইয়া গিয়াছে।

পিয়ারিলাল বলেন, সার জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার শ্যালিকার সঙ্গে সাদী করিয়াছেন। তিনি ৫০ টী তাঁহার করিয়াছেন।

অধ্যাপক মক্ষমূলর প্রেয়ঃপার্থ কার্লিসাহেবকে গবর্ণমেণ্ট যে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে ১০ হাজার গরুর গাড়ি ও ২০ হাজার ঘুংরু ক্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এগুলি মেলার সময় বিতরণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

ইতর প্রাণিদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণের জন্য যে আইন হইয়াছে, গত ১৯ এ জানুয়ারি তথায় তাহা হইয়া গিয়াছে। পুনঃ পুনঃ উক্ত আইন লঙ্ঘন করিলে অনেক বার দণ্ড হয়। এই আইনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় উহাতে গবর্ণমেণ্ট অনেক উপকার করিয়াছেন। লণ্ডনস্থ বাঙ্গালা দেশ হইতে ১ লক্ষ টাকার বস্ত্র করিতে সম্প্রতি ৯ সংখ্যক জাহাজ কার চাউলের বাজার সস্তা হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট মতে গত ১৩ এ ফেব্রুয়ারির কথায় কতকগুলি হিন্দু একজন আহ্মদীয়ের অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়া করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা দাহকর্ত্তাকে অর্থ দানের সংকল্প করেন। মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান সেই দানগ্রহণার্থী হইয়া গমন করে এবং সকলে মিলিয়া গোলযোগ করিয়া টাকা সকল লুঠ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে একটী দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ১৭ জন খ্রীষ্টিয়ান ১০ টী বালক ও একজন পুরুষ হত ও অনেকে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকের জীবনের আশা অল্প। দাঙ্গার কারণ কল হইল।

জন প্রেস্টি এই দিবস টমসন সাহেবকে হাইকোর্টের জজের পদ প্রদান করা হইয়াছে।

সিন্ধুরাজ জাফরখাঁর পুত্র [illegible] পারসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল [illegible] তিন খানি তরবার এক খানা বাঁকা উপহার দিয়া সম্মান করিয়াছে। সিন্ধু জাফরখাঁকে নিজ পরিচ্ছদ ও এক জন সৈন্য তাঁর সঙ্গে [illegible]

সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মুক্তন কমল হাউসের অধিবেশনের পরেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এরূপ একটী স্পষ্ট রিপোর্ট লওয়া উচিত যাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট ও সমুদায় ইংলণ্ড বুঝিতে পারেন যে আমাদের ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ প্রজা দুর্ভিক্ষ শমনসদনে যাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন কি না? আমাদিগকে বলা হইয়াছে এপ্রেলের পূর্ব্বে একটুও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু আমরা শুনিতেছি ফেব্রুয়ারির প্রথমেই স্থানে স্থানের বহুসংখ্যক লোকের খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহারা বৃক্ষের পত্র ও ফুলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজ জাতির একটী কর্ত্তব্য আছে, তাহার পালন না করিলে ইংরাজ জাতির একটী চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ৭৫০০০০ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট সমুদায়ে ৭৮০০০০ টাকা ব্যয় করেন মাত্র। একজন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার একটী বাটী নির্ম্মাণে ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যয় পড়ে। ইহা দ্বারা এই বোধ হইতেছে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য না করাতেই অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয় এবং অনেককে দারুণ দুর্ভিক্ষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে যেন সেরূপ ভ্রম উপস্থিত না হয়। সমুদায় ব্রিটিশ জাতির ইচ্ছা, যখন উপস্থিত দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে, তখন ইহাতে কত টাকা ব্যয় হইবে সে চিন্তা অতি সামান্য।

এক ব্যক্তি হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, "পশ্চিম বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ২০ জন স্ত্রীলোক মজুরীর জন্য বেলঘরিয়াতে আসিয়াছে। খড়দহের নিকটস্থ গ্রাম সকল হইতে ১০ জন গোয়ালা দুর্ভিক্ষ কষ্টে পীড়িত হইয়া কর্ম্মের জন্য আসিয়াছে। পশ্চিম বর্দ্ধমান হইতে প্রায় হাজার লোক আসিয়া উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জমীদারীতে পুষ্করিণী খনন করিতেছে। পেট্রিয়ট শুনিতেছেন, সম্প্রতি প্রায় ৩০ জন স্ত্রীলোক কলিকাতা হইতে আসিয়া খুদদহের বাটীতে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সর রিচার্ড টেম্পল বিদায় হওনে কতদূর করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিবার এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আসিয়া কার্য্য স্থলে এবট সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইবেন, বকলাণ্ড সাহেব কাউন্সেল সাহেবের নিকট থাকিবেন।

সিংহলের একজন প্লাণ্টার সিলোন অবজার্ভরে লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার ক্ষেত্রের জন্য একশত বাঙ্গালি কুলি লইতে ইচ্ছুক আছেন। আপাততঃ তথায় যে সকল কুলি যাইতেছে উহাদের অধিকাংশই মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছে।

শস্য লইয়া যাইবার জন্য এবং শস্য যে যাই নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য আর ১৪ খানি ক্ষুদ্র ষ্টীমর দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যেই খানি কলিকাতায় নির্ম্মিত হইবে আর ১০ খানির জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে।

ষ্টেটস্‌ম্যান ডেলি নিউস বলেন, মেলি সাহেবের সাহায্যার্থে পাটনায় আর একজন কমিশনর নিযুক্ত হইবেন।

পূর্ণিয়ায় ৮টী হস্তী প্রেরণের জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উত্তর বিহারের সিবিল অফিসর ঐ সকল হস্তী দ্বারা দেশের অন্যস্থলে শস্য প্রেরণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ এপর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ৬৬২৩৪ টাকা মাত্র চাঁদা উঠিয়াছে।

ষ্টারলিলিঙের প্লাণ্টারদিগের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, নেপালের যত কুলি আসে, তাঁহারা তাহাদিগকে কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন।

অবজার্ভর বলেন, শস্যের রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করিয়া অনেক গবর্ণরের জেনরলকে যে পত্র লিখেন উহা ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন গবর্ণমেণ্ট সকল অবস্থাতে এমত অনুরোধ করেন না, কিন্তু বলিয়াছেন যদি অন্য কোন প্রণালী দ্বারা সমুদায় অভাবগ্রস্ত লোক যাইতে পারে এটী নিশ্চয় না জানিলে রপ্তানী বন্ধ করা উচিত নয়। কোন কোন অবস্থাতে রপ্তানী বন্ধ করা যে উচিত সে বিষয়ে সকলে একমত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলে নিযুক্ত করিবার জন্য স্বত্রত্য কয়েকজন উপযুক্ত সিবিল সার্ভেণ্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ১১০ জন উপনিবেশ পাঠান হইয়াছে, শীঘ্র আর ৩০০ জনকে পাঠান হইবে।

উত্তর বিহারে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এক কৌতুকাবহ জনশ্রুতি হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্ট যে সকল অন্নসত্র সংস্থাপন করিতেছেন তৎ সম্বন্ধে লোকের এক এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট লোকের সংখ্যা করিবেন সে কথা অনুলক মেপালের সহিত একটী যুদ্ধ হইবে, তন্নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট অন্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন।

লণ্ডনের লাডগেট্‌হল কনিক ক্রনিকল রিলিফ ফণ্ডে আর ১ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই তৃতীয় বার টাকা পাঠান হইল।

গত ৩রা মার্চ ইংলিসম্যান আফিস হইতে এই টেলিগ্রাম পান, ২রা মার্চ তথায় দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে এক সভার অধিবেশন হয়। ৫০০ টাকা সভাস্থলে সংগৃহীত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমিটীর সভ্য মাসিক এক সভা হয়। সভাস্থলের ৭০ হাজার টাকা গবর্ণর নিজে আড়াই হাজার ... ডেরির রাজা ১০ হাজার ... কাশীমের রাজা, ... ফণ্ডে ৫০ হাজার টাকা ...

সংবাদ ... গবর্ণমেণ্ট ... জন্য গবর্ণমেণ্ট ... করিয়াছেন।

গত বুধবারের ... ওয়ার্ড

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় উক্ত উপবিভাগে নূতন রাস্তা সকল নির্ম্মাণের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে অতিরিক্ত ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে যাহারা অতিরিক্ত টাকার জন্য আবেদন করিবেন তাহাদিগের সেই সকল আবেদনের বিবেচনার্থ পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহেশচন্দ্র সিংহ কিছুদিনের জন্য নীলফামারি সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সোয়াদাঘাটে যে রিলিফ কার্য্য সকল হইতেছে তাহার তত্ত্ব যথানার্থ বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত দিনাজপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি। রাজসাহীর প্রতিনিধি কমিশনর মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এ, এস ব্লেকোয়ার উক্ত উপবিভাগের মধ্যে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের রোডসেস ডেপুটী কালেক্টর বাবু রসলানন্দ মুখোপাধ্যায় বিলকার্য্য ভিন্ন বাঁকুড়ার রোডসেস কার্য্যের ভার পাইলেন এবং পেষোক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মানভূমের রোডসেস ডেপুটী কালেক্টর বাবু মধুসূদন চৌধুরী বিলকার্য্য ভিন্ন বীরভূমের রোডসেস কার্য্যের ভার পাইলেন এবং পেষোক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ভূমির উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধীয় ২৬ আইনের ৩ ধারা অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

মুরসিদাবাদ।

সি, সি, সি উইলিয়ামস—জঙ্গীপুর সব ডিবিজন।

বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়—জঙ্গীপুর সব ডিবিজন।

ডি, ডে, মরে—লালবাগ সব ডিবিজন।

ডে, মি উইলিয়মসন—রঘুনাথগঞ্জ সাব ডিবিজন।

দিনাজপুর।

ডি, ব্রেট

গয়া।

ডে, ওয়াড—সদর সব ডিবিজন

বাবু হরমোহন মৈত্র—মাঝোয়া সব ডিবিজন।

বগুড়া।

বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়—জঙ্গীপুর সব ডিবিজন।

ডি, এস, ব্লেকোয়ার, ডেপুটী কালেক্টর।

বাবু রসলানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর।

ডি, এস, ব্লেকোয়ার, ডেপুটী কালেক্টর।

বাবু মধুসূদন চৌধুরী, ডেপুটী কালেক্টর।

বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ডেপুটী কালেক্টর।

বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর।

বাবু হরমোহন মৈত্র, ডেপুটী কালেক্টর।

২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ বর্ণ, পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রেলওয়ের চিকিৎসার জন্য যতদিন আবশ্যক ততদিন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, বেলি এবং এল, ই এফ টামলার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার পাইলেন এবং রিলিফ কার্য্য, লোক নিয়োগের জন্য পাটনা বিভাগে রহিলেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। মৌলবী সামছ নসিমুদ্দিন কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের রেসিডেণ্সি সেরেস্তার কার্য্য করিবেন।

মোলবী আলাদাদ খাঁ কিছুদিনের জন্য বিশেষ সব রেজিষ্টার পদে কার্য্য করিবেন।

বাবু কৃষ্ণহরি বসু কিছু দিনের জন্য বিশেষ সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। কে কুক বহরমপুর চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

ডি, এস, ব্লেকোয়ার, ডেপুটী কালেক্টর।

বাবু বিষ্ণুচরণ রায়, অবৈতনিক সিবিল সার্জ্জেণ্ট এক্টিঙ্গ।

ও মহেশচন্দ্র সিংহ এক্টিঙ্গ।

ও ভোলানাথ ঐ ঐ

ও গোবিন্দচন্দ্র বসু, ডেপুটী কালেক্টর।

মুন্সী মনিরুদ্দীন, ডেপুটী কালেক্টর।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু হরচরণ চক্রবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি) ৪১ ধারানুসারে পুরুলিয়ার রোডসেস কমিটীর সভ্য হইলেন।

এচ কেজ।

ডি, বর্ণেল

বাবু বিষ্ণুচরণ

এবং হরচন্দ্র।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

আবাদরণের বীভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আমার দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে অনেক লিখিলাম কিন্তু প্রকৃত কার্য্যপক্ষে কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। এপর্য্যন্ত বীরভূমের কোন স্থানেই কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এদিকে দুর্ভিক্ষ প্রকোপ দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সমধিক সংখ্যক লোক ভিন্ন সকল স্থানেরই অপার সাধারণের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। বলিতে কি, এক বেলাও অনেকে উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পাইতেছে না। এরূপ হইয়া আহার চলিলে সকলেই একে একে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। পূর্ণ মাত্রায় আহার অভাবে শরীর ক্রমশঃ দীনবর্ণ হইবে। এমন অবস্থায় যে শরীর নানা রোগের আকর হইবে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ই সকল দেশহিতৈষী লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। আমরা এখনও সাদুনয়ে নিবেদন ক'রতেছি যে চিপ কমিশনর সাহেব গৌহাটীতে হেডকোয়ার্টর করিলে সকল দিক ভাল থাকে। নতুবা আমরা জানিব যে কর্ণেল ডপ্‌কিন্স সাহেব কর্ণেল কিটিঙ্গকে দাগার দিব্য দিয়া শিলংএ থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন।

গৌহাটী
৯ই ফাল্গুন
১২৮০ সাল

কস্যচিৎ দেশহিতৈষিণঃ

মহাশয়। সাঁওতালরা মহকুমার পূর্ব্বাংশে ৩ ক্রোশ ব্যবধান ইন্দীডা, আগোয়দাড়ি, গোদাঘাটা, কামার কুড়া, রাধুনিয়া, বাঁশ ঘাটা, মাধবকান্দী, এই কএক খানি গ্রাম আছে। এগুলি পূর্ব্ব হইতে অতি প্রসিদ্ধ ভদ্র পল্লী কিন্তু এখানে কোন স্কুল কি ডাক্তার খানা অথবা ঘাড়া ও ভাল জলাশয় কি নদী ন, থাকায় দেশের যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষবাসিদিগের উন্নতি নিমিত্ত প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে স্কুল ও ডাক্তারখানা স্থাপন খাল খনন ও সাস্তা প্রস্তুত ইত্যাদির দ্বারা গ্রাম সমূহের উন্নতি ক'রতেছেন; কিন্তু এই কএকখানি গ্রামবাসি হতভাগ্য ভদ্রগণের তাহা ঘটে নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যখন যে নূতন কর্ম্ম হইতেছে তাহা আমরা প্রা ণ ক'রতেছি, তাহাতে উপ কৃত হওয়া দূরে থাকুক উক্ত পল্লি সমূহ অনু দা স্তর ও নদী রাস্তা অভাবে অরণ্যময়ী হ'তেছে। বিশেষত ঐ কএক খানি গ্রা ধ্যে মৌথালি নামক যে একটী মৃত নদ হু এক্ষণে উহার স্রোত রহিত ও দমে প' র্ণ হইয়াছে। বৎসর বৎসর চৈ , মাসের শে ষেই ভাদ্রের জল প্রায় শুষ্ক হ- য়ানে স্থানে যে এক একটু কর্দ্দম যি ক্ত জল থাকে তাহা পশ্বাদিরও পানো প যো গী না কিন্তু আমাদিগকে তাহাই ব্যবহার ক'রতে হয়। বর্ষা প্রভাবে খালটী প্রশস্ত হইলে নিমজ্জিত চুর্ণা ও দাম ইত্যাদি পচিয়া জল বিবর্ণ হয় ও ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। ইহাতে মেলেরিয়া প্রভৃতি দারুণ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া এমন কি সময় সময় লোক ক্ষয়কর ঘটনা উপস্থিত হয়। ঐ মৃত খালের পার্শ্ব বাসিদিগের মধ্যে প্রায় কাহাকেও সুস্থশরীর দেখা যায় না। উক্ত কএকটী পল্লী মধ্যে এমন বাড়ি এক খানিও নাই যে ঐ মৃত খালটীর জীর্ণ সংস্কার ক'রয়া দেশের হিতসাধন করেন। বৎসর বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যেরূপ জল কষ্ট হইয়া থাকে এবৎসর এক্ষণেই তদ্রূপ ঘটনা হই য়াছে, দেশস্থ বাসিদিগের কেবল দুর্ভিক্ষ বশতঃ অন্নকষ্ট কিন্তু অ ম দিগের অদৃষ্ট উভয় কষ্টে যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপ স্থিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবে চনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি বেন। আমাদিগের প্রার্থনা এই যে দেশ হিতৈষী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হোড সেল কণ্ড হইতে উল্লিখিত খালটীর সাতক্ষিরার কাটা খাল হইতে তাড়ু খালি গ্রামের মিধ্য স্থিত সোনাই নদী পর্য্যন্ত ১ মাইল পরো ক্কার করিয়া দিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তি কএক খানি ভদ্র পল্লীর ব্যক্তি সমূহের জলকষ্ট নিবারণ ক'রয়া জীবন রক্ষা করেন। এই খালটীর জীর্ণ সংস্কার করিলে প্রায় ৩ সহস্র লোকের জল কষ্ট নিবারণ, উহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রদিগের সাহায্যদান এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা এই সকল পল্লীর উন্নতি সাধন, এই কয়টী মহোপকার সাধিত হইবে।

মৌখালি তীরবাসী
হতভাগ্য ভদ্রগণ।

কাশীর স্থানে স্থানে অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতিদিগের নিমিত্ত অন্নপূর্ণ, বিদ্যালয়, পুষ্টিয়ার রাণী ও কাশীর রাজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক কয়েকটী ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হয় কি মিমুক্ত আছেন। কিন্তু আজি কালি কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনে হয় যথা উপযুক্ত হয়। এক একটী ছত্রগুলি ভ্র দিগের আশ্রয় স্থান না হইয়া অকর্ম্মণ্য

'দিগের ... ও ভাণ্ডারে ... চুপ সন্তোষের ... পা হইতেছে। ... ক ... হইতেছে ... ঘটিত ... ত্র ... ছত্র উঠাইয়া থাকে। ... ঐ নিয়ম আছে। ... মুখা পেক্ষী তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক' ... উপবীতধারী সবলকায় পুরুষ। ... দিগের মধ্যে অনেক প্রত্যহ ... ধারী আছে। ইহারা যথা সময়ে উপ ... হইয়া সুচারুরূপে উদর ... করিয়া হৃষ্ট মনে চলিয়া যায়, পরে সমস্ত দিবস খাটিয়া ও ভিক্ষা ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে। সন্ধ্যার পরে বিদেশীয়ের প্রসাদ গ্রহণ ক'রয়া দেবালয়ে বিশ্রাম লয়। প্রত্যহ প্রত্যুষে যাহা কিছু অর্জ্জন করে তাহা যোগীগণের পদ সেবায় নিঃশেষিত হয়। এইরূপে যে তাহারা কাশী ধামে কি সুখে কালাতিপাত ক'রতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে। কেবল উপবীতধারী হইলেই যদি ছত্রের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ছত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হয় না।

সম্প্রতি কোন বিদেশীয় কায়স্থ বিধবা স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আপন অবস্থা কোন ভদ্রলোকের গোচর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সে প্রার্থনাতে কোন ফল হয় নাই। ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও তথাকার অধ্যক্ষগণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন ক'র, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির উদর পূর্ণ না ক'রিয়া যে সকল অনাথ দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ প্রকৃত দয়ার পাত্র তাহাদিগের আহার দান বিষয় মনো যোগী হন।

কাশী
৯ই ফাল্গুন
১২৮০ সাল
} শ্রীউ, কু, চ

মহাশয়। হাপানি কাসি অতি ভয়ানক রোগ, ইহার প্রতীকারের কোন ঔষধ আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, অনেকে এরূপ ভর্ক করিয়া থাকেন। আমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া

রেজিষ্টারি করা।
৮৯ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ।

প্রবন্ধমালা প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় সংস্কৃত সাহিত্যসভার সমালোচনা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা
অগ্রিম সাণ্মাসিক ১১ টাকা

সন ১২৮০। ৪ ঠা চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ১৬ ই মার্চ

যফস্বলে বাঙ্গলা সম্বেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

* অর্থাৎ আর্য্যের শিল্প চাতুরি * (সচিত্র) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকাকারে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ১ ৵০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

—

" ভারত সার।"

বঙ্গভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে, আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই লিখিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারতসারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য গ্রাহকদিগের প্রতি ৷৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে

গুপ্ত যন্ত্র নং ২৫ মির্জ্জাফর্‌ লেন কলিকাতা	কেশবচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।
কলিকাতা ২৫ নং মির্জ্জাফর্ণ লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের পশ্চিম
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় বাটী।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প খরচে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তাহাতে অতিরিক্ত মূল্য লওয়া হইবেক না।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে, মফস্বল বাসী কর্ম্মদাতাগণ পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের [illegible]

খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে শুদ্ধায় প্রকাশিত হইবে। তাহে নানা বিধ রচনা, নানা বিধ অঙ্কের প্রণালী ও ১০০ ।২০০ রচনার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১।০ এলপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " মোটস অন্ ইনজিনিয়ারি " মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বিক্রেতা কলিকাতা।

—

অ [illegible] সাহায্যে এই [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] খানি [illegible] একটী বাবস [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible] হইয়াছে।

এবেল [illegible] পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮০ [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতায় দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু তাহার এরূপ কোন সুবিধা নাই, সে নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে পোষ্টের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

১২৮৯ সালের ১৩ ই আষাঢ়ে যে ৬ খানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তন্মধ্যে অগ্রে ব্রহ্ম জামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের চৈতন্য কল্প পর্য্যন্ত সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশ করা হইয়াছে। উহার মূল্য ১ টাকা ও ডাকমাশুল /০ আনা।

মেদিনীপুর বঙ্গীয় জজের প্রযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেনের বাসায় } শ্রীহরগোবিন্দ দেব।

—৪০৪—

নীলামী ইশ্‌তিহার।

বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা সত্ত্বে ১৮৫৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১২৭৯ সালের বাকী মালগুজারি আদায় জন্য আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের ২৩ মার্চ্চ তারিখে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮০ সালের ১১ চৈত্র—তারিখ সোমবারে আলিপুরের কালেক্টরি কাছারিতে বেলা ছই প্রহরের পর বিনা সর্ত্তে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনানুসারে নিলামি করা যাইবেক উক্ত ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ্চ মোতাবেক ১২৮০ সাল তারিখ ২১ ফাল্গুন

আলমহল খাসগ্রামের

ডিবিজানের অন্তর্গত

মহাল।

ডিবিজন	সব ডিবিজন	মৌজার নাম	কোড নম্বর
*	৫	চিতপুর	৬৬
*	৭	পূর্ব্বসিতী	৩৪ ১৭৫ ১৮২। ১৯৪। ২০৭ ২২৩
*	৮	উত্তর সিতী	৬২। ১৭১
৯		নিজসিতী	৩৫।৩৭। ৪৬ ৬ ।,৯২।১২৭ ১২৯।১৬৩।৮০।
*			১০৬। ২৭২
২		পূর্ব্বদক্ষিণ দাড়ি	১৫। ৬০
*	৫	নয়াবাদ	৫০। ৬৫। ৭২। ১৫৫
*	৬	দক্ষিণ দাড়ি	২৪ ৬৩
*	৭	বেলগেছা	১৭
৩	১	হস্তের আবাদ	৯। ৩০। ৪২
*	২	মল্লীকের আবাদ	৯
*	৩	উত্তর বালিয়াঘাটা	২।১৯
*	৪	দক্ষিণ বালিয়াঘাটা	২০
*	৮	পূর্ব্ব স্থতা	১৫২
*	১০	খেদাগঞ্জ	৭
*	১১	কাকুড় গাছি	৬৭
৪	এ	তিনজলা	৯। ৪৪। ১২৬। ২৬১
*		বি, ইটালী	২০ ৫১।৫,১৬। ২৮৯। ৩৯১। ৪২২। ৫০১
*		ই, পশ্চিম ইটালী	৩ ৪৩। ১১৮ ২৪২ বি
৫	এ	পরাল নগর	৪৮
*	এক	কড়েয়া	১৫ ৬২
*		জি, দক্ষিণ কড়েয়া	৩৯ ৪,
৬	এ	কাঁসারি পাড়া	১৫৭ ১৮৮। এ
*		ডি, ভবানী পুর	৭৯ ১১৩। ৩১০। ৩৩১
*		ই হরকালিঘাট	১০২
*		ডে উত্তর চক্রবেড়	১০ ১৯ ১৬৬

শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
কৌন্সীলবিশ

আলিপুর
৬ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ } শ্রীকালীচরণ ঘোষ
ডে টী কলেক্টর

ডিবিজন	সব ডিবিজন	মৌজার নাম	কোড নম্বর
১	১২	উত্তরপাড়া	১০২ ২২৩
	১৫	গুপ্তবৃন্দাবন	২১।৩৭।৭৮
	১৯	কালিদহ	৪০।১০।১২।৫৫ ২৩৪।৩২।৫৫
	৭	বিরপাড়া	২৮।৩০।৩২,১৫৪
৩		বাকিলসীবুল্যা	৩৯।৩৭।৭১। ৪০
	১৩	সেরালদহ	৫১
৪	এম,	পূর্ব্বতলাস্যা	৬১।১২
	এন	দক্ষিণ টেঙ্গরা	৩১।৫০
৩		পূর্ব্ব গোবরা	১৪।
৫	এল,	তলু ৮৩ ৮৭।১১।১১ ১ বেড়া ১ ১।১১।১। ৭	
৭	আর	কুষ্টে পাকের ৪৭।৮১।	
		৮	
৪	এম	নে , ৮১।৮৮ ১	
		ড ম, ১১ ১	
		২ ১২	
		১৮১ ৯৭	
		৪৮ ১৮ ৫ ১	
		১২৮, ১০।১ ৭।	

ডিবিজন নৌকার নোঙ্গরি
নং ন নম্বর
৬৫, ৫৮,৭৪৫ ... ২ ১১।১৩৭
... ৪১৪৫।

ঐ ধলেশ্বরী ...
ডি, তপখোলা ১৩৪৫।৭৭।১০৭১৫
কিউ, মোবারকপুর ... ১৪
আর মধুমতী
এ, এ, দক্ষিণখুলী ...
মুরাদ ...
মুন্সী ... ১৩৩।১৫৪
ইউ, ডেভিস ... ৬১৫৮।
১১৩।১৫৪

মোঃ শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়
ডৌকীদার।
আলীপুর
৬ মার্চ ১৮৭৪

শ্রীনামী ঈশ্বরদিয়ার।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হুকুম মত ১৮৬৮ সালের ৪-৩ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের বিধি মতে এতদ্বারা ঘোষণা দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মতাদ ১২৭৯ সনের বাকী ৩ ফাল্গুনি তারিখ অবধি অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ২৭ মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে ১২৮০ সালের ১৪ চৈত্র তারিখে সরকারে আসিয়া কালেক্টরি কাছারিতে খোলা, দুই প্রহরের পর হিসাবে সন ১৮৭৩ সালের ১১ আইনানুসারে নিলাম ডাকা হইবেক ইতি ১৮৭৪ সাল তারিখ ৩ মার্চ। পর্য্যবেক্ষক ১২৮০ সাল তারিখ ১১ ফাল্গুন।

কাম নকাল সরকার গ্রামের
ডিবিজনের অন্তর্গত
বহাল

ডিবিজন নম্বর	নৌকার নাম	হোলডিং নম্বর
১	১০ শাঁতরাপাড়া	৫৫ ৬৩ ৭৮।১২২
”	১১ দক্ষিণ সিন্ডী	২১।১০।১১০২
”	১২ পূর্ব্ব বৈনাস	৪৫।১০

মোঃ শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়
ডৌকীদার।
আলীপুর
৬ মার্চ
১৮৭৪

কালীচরণ ঘোষ
ডে, কালেক্টর

শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল।
গ্রাম ভরাসপা আজারালি
মুন্সি, চিপুর ডাকঘর।

ঘোষণা কাগজ।

[illegible]

আজিও একজন চীকাদার প্রেরণ করিতেছেন না বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে একজন চীকাদার প্রেরণ করিতে অনুরোধ করি।

এই সঙ্গে আমাদিগের আর একটী কথা বক্তব্য বোধ হইতেছে। কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট এস্থানে যে ডিসপেন্সরিটী স্থাপন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এসকল স্থানের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। যে সকল দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিত না তাহারা এই ডিসপেন্সরি স্থাপনা বড়ই যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছে। এক এক দিন ৫০০। ৬০০ রোগী সমবেত হইত। এক্ষণে এপ্রদেশে স্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এখনো যে সম্পূর্ণরূপে হ্রাস হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। এখনো লোকে মধ্যে মধ্যে স্বর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

আমরা এস্থলে গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি মেটীব ডাক্তার হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। এই ব্যক্তি যে রূপ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ইনি এক এক দিন প্রাতঃকাল ৬ টা হইতে ১ টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত রোগী দেখিয়াছেন। প্রথমে ইনি একাকী আইসেন, কিন্তু দিন দিন রোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে আর একজন সহকারী নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনর আরুসন সাহেব যখন এপ্রদেশে আগমন করেন তখন তিনি স্বয়ং ডিসপেন্সরিতে উপস্থিত হইয়া একজন সহকারীর জন্য রিপোর্ট করিয়া যান। তদনুসারে এক জন সহকারী প্রেরিত হইয়াছেন। এক্ষণে রোগীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সকলে আশঙ্কা করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট ডিসপেন্সরি উঠাইয়া লইবেন। গ্রামবাসীদিগের ইচ্ছা যে ডিসপেন্সরিটী এস্থানে স্থায়ী হয়, কারণ এখনও সকলে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয় নাই এবং কয়েক বৎসর যেরূপ দেখা যাইতেছে বর্ষাকালে আর পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ডিসপেন্সরিটী উঠিয়া গেলে এখানকার দরিদ্রদিগের পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন প্রকারে ডিসপেন্সরিটী এখানে স্থায়ী করেন তাহা হইলে লোকের বিশেষ উপকার হয়। গ্রামবাসীরা সেজন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

মহারাণীর রাজ্যে ভারতবর্ষের অসন্তোষের কারণ কি?

বাহিরের ঘটনা মাত্র দেখিয়া যাঁহারা বিচার করেন তাঁহাদের মতে মহারাণীর রাজত্ব কালে সন্তোষ এবং অসন্তোষ উভয়েরই কারণ আছে। মহারাণী স্বীয় হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি একদিকে যেমন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানা প্রকার উন্নতি সূচক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে অপর দিকে তেমনি এই অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ দেখা দিতেছে যাঁহারা পুরাতন সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা বলেন, যতই ধন বাড়িতেছে ততই দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হইতেছে, কারণ সমুদায় দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া আসিতেছে। সুরাপান ব্যভিচার প্রভৃতি পাপস্রোত সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং ক্রমেই ক্রিয়া কাণ্ড বদ্ধ হইতেছে। যাঁহারা নবীন সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা বলেন, দেশের সৌভাগ্য বাড়িতেছে, কারণ মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন সভ্যতার আলোক বিস্তৃত হইতেছে এবং সকল প্রকার কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ কোন্ সম্প্রদায়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন? আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা বোধ হয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতেই মত দিবেন এবং যুবকগণ শেষোক্ত মত প্রকৃত মত বলিবেন, কিন্তু দিন দিন দেশের লোকের অসন্তোষ এবং নিরাশা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই স্বীকার করিবেন। গবর্ণমেণ্টও প্রজারা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত, দেশবাসিরা যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয় তাহা কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুভব করিতেছেন এবং তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জন কত সুক্ষ্ম মতি কমিশনর এবং কায়েল সাহেব হতভাগ্য দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই এই অসন্তোষের মূলীভূত কারণ স্থির করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রগণ যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা বলিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কেবল এক মাত্র দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই দোষী করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। উহার আরও মূল আছে সে মূল কি প্রকার, আমরা সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

গত শত বৎসর ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়াতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে একটী প্রধান এই যে, যে পরিমাণে লোকের প্রবৃত্তি কামনা

...ভূমি বিস্তৃত ...
...পরিমাণে ...
...হয়। ভারতে, ...
...ধর্ম্মগোলা ...
...যে সকল ...
...ক্রমে এই ...
...৮ টাকা ...
...বসী মুদির ...
...ছেন, মনে ...
...ছেন, হৃদয়ে ...
...ছেন, এক ...
...পরিপূরণ ...
...ব্যবসাদি ...
...নির্ব্বাহ ...
...অথচ লোকে ...
...অর্থোপার্জ্জনে ...
...য়। সম্প্রতি ...
...অর্থাগমের উপায় ...(১ম) ...
(২য়) বাণিজ্য, (৩য়) ...
(৪র্থ) চিকিৎসা, (৫ম) শিক্ষা, (৬ষ্ঠ) কারু, এবং (৭ম) অন্য চাকরী।

প্রথম, কৃষি—ভারতবর্ষের ন্যায় বহু বিস্তৃত সভ্যদেশের পরিপোষণোপযোগী এমন এক বিঘা ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে লাঙ্গল পড়ে নাই। অথচ কত লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে? দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য। বস্তুতঃ অর্থাগমের একটী প্রধান উপায় এবং ইহাই দেশের সুখে সচ্ছন্দে স্বাধীনতা প্রদান করে। ইংলণ্ড যে এত ঐশ্বর্য্যশালী বাণিজ্যই তাহার মূল। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক আয়তনে অল্প, লোক ৬। গুণ ন্যূন কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক আয়শালী। ভারতবর্ষের রাজস্ব ৩২।৩৫ কোটি টাকা, ইংলণ্ডের ৭০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৫০ কোটি টাকা শুল্ক দ্বারাই প্রায় ২০ ৬০০ ০০ টাকা আদায় হয়। বাণিজ্য

...ভারতে ...
...লক্ষ মণ ...
...লে ১৬২ লক্ষ মণ আমদানী ...

লোকে যে কিছু কষ্ট পায় সমুদায়ের দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে অর্পণ করে। বস্তুপক্ষেরা যদি এই কষ্ট নিবারণের কোন উপায় করিতে পারেন তাহা হইলেই প্রজাদিগের রাজভক্তি বর্দ্ধিত হয়

—•—

আসামের রাজধানী।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে আসাম বঙ্গদেশী গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে একজন চিফ কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। যে সকল স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন গবর্ণমেণ্টের অধীন না থাকিয়া একজন চিফ কমিশনরের দ্বারা শাসিত হয় তাহাকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ বলে। আসামও এতদিনের পর একটী নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আসাম দুর্গমতা ও অপরাপর গুণে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির বিশেষ উপযোগী। একটু বিশেষরূপ মনোযোগ করিলেই অচিরে ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকে তাহা হইলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক অধিকাংশ সময় তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও সময় হয় না। এই রাজ্যটী এতদূরে অবস্থিত যে ইহার সকল অভাব জানিবার সুবিধা হয় না। আবার ইহা এত বিস্তৃত যে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট করিলেও চলে। বিশেষ চতুষ্পার্শ্বস্থ নানা জাতির সংস্রব সর্ব্বদা লাগিয়া বিদ্রোহ উপলক্ষে এত গুরুতর উপস্থিত হয় যে সেই বিষয়ের মীমাংসার সময় থাকে না। সে দিকে ব্যস্ত হইতে গেলে অপর গুরুতর বিষয় সকল অবহেলা করিতে হয়। এই সকল কারণেই বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট আসামকে একটী শাসন বহির্ভূত প্রদেশ রূপে পরিণত করিয়াছেন। আসামবাসিদিগের মধ্যে অনেকে ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের আর সম্পর্ক থাকিল না, কিন্তু অবলম্বিত প্রণালীতে তাহাদের দেশ যে অপেক্ষাকৃত সুশাসিত হইবে দিন দিন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিফ কমিশনর যদি একজন ধর্ম্মশীল ও হৃদয়বান লোক হন তাহা হইলে যে তাঁহারা কিরূপ সুখে বাস করে তাহা সি কম প্রভৃতি শাসন বহির্ভূত প্রদেশের রিপোর্টে মধ্যে মধ্যে জানিতে পারা যায়। চিফ কমিশনরে। গুরুতর ভার লইয়া গমন করেন, প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট হিসাব দিতে হইবে এ চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে এবং সুশাসন করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিবার আশাও বলবতী থাকে সুতরাং সকলেই তাঁহারা সমুদয় হৃদয় মন সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন। এদিকে কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাতে আনন্দের সহিত কার্য্য করিতেও ইচ্ছা হয়।

আসামের চিফ কমিশনর কর্ণেল কিটিঙ সাহেবের সুখ্যাতি আছে। তাঁহার পদ গ্রহণে সেখানকার লোকেরা অসন্তুষ্ট নয় কিন্তু আসামের ভাবী রাজধানী সম্বন্ধে কিটিঙ সাহেব যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলে দুঃখিত হইয়াছেন। এত দিন গৌহাটী আসামের নগর ছিল। বাণিজ্য সভ্যতা ও জনসমাগমের আধার স্বরূপ ছিল। এই নগরটী আজিকার নয়, বহু দিন অবধি ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অতএব এস্থলে উত্তর প্রকারে এখানে গতায়াতের সুবিধা আছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে কর্ণেল কিটিঙ এখানে রাজধানী না করিয়া গারো পর্ব্বতের উপরস্থ শিলঙ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু গৌহাটীর একজন পত্র প্রেরক ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। শিলঙে জলপথে যাইবার উপায় নাই, স্থল পথেও যাইবার বিশেষ অসুবিধা। গৌহাটীর জলবায়ু শিলঙের ন্যায় উৎকৃষ্ট নয় একথা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে গবর্ণর জেনরল যেমন কয়েকমাস শিমলা পর্ব্বতে গমন করেন, কর্ণেল সাহেব না হয় অন্ততঃ কয়েক মাস পর্ব্বতবাস করিবেন কিন্তু তথাপি গৌহাটী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা উচিত নয়।

এ সেই পুরাতন প্রশ্ন। রাজা ও প্রজা ভিন্নদেশীয় হওয়াতেই এই প্রশ্নটী উঠিয়াছে। এক মাত্র শাসনকর্ত্তার সুখ যার জন্য দেশ শুদ্ধ লোকের অসুবিধা জন্মান উচিত কি না, বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের রাজভক্তি উদ্রেক করা যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিলে যেরূপ ফললাভের সম্ভাবনা এরূপ আর কিছুতেই নয়। এবারে লাট নর্থব্রুক শিমলা পর্ব্বত বন্ধ করাতে লোকে যে প্রকার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এই কথার প্রমাণ। আমরা ত বৎসরে এক এক বার গবর্ণর জেনরলকে রাজধানীতে পাই, কর্ণেল কিটিঙ আসাম বাসিদিগকে সে সুখেও বঞ্চিত করিতে চান। রাজকার্য্য উপলক্ষে প্রজাদিগকে চিফ কমিশনরের নিকটবর্ত্তী হইতেই হইবে, তাহাতে কেবল তাহাদের কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইবে এত মঙ্গল ত, গৌহাটীর জলবায়ু কি এতই অস্বাস্থ্যকর, যে সেখানে থাকা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না? এতদিন কি প্রকারে ছিল? যাহা হউক আসামবাসিদিগের এই অনুযোগে কর্ণপাত করা উচিত। যদি একটী কটকীকা করিয়া

১১ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার

সম্প্রতি এলাহাবাদের নিকট একজন [illegible] স্বীকারে বহির্গত হন। একটী বৃক্ষের উপর একটী পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন, ঐ সময় ঐ বৃক্ষে এক ব্যক্তি পুষ্প চয়ন করিতেছিল, গুলি তাঁহাকে না লাগিয়া ঐ ব্যক্তির বক্ষঃস্থলে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু হয়। বিচারে কি হইবে বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। ইংরাজের চক্ষে একজন এদেশীয়ের জীবন কত পক্ষীর জীবন অপেক্ষা মূল্য বান নহে।

মাদ্রাজের লার্ড নেপিয়র আজিও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, জনশ্রুতি এই বারাণসীর সুবডিভিসনে জজ লায়ড আহম্মদ খাঁ সি এস, আই, হাইকোর্টের জজ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পদাভিষিক্ত হইবেন। আমরা সহসা এসংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, কিন্তু লাডলের ও নর্থব্রুক সাহেবের মৃত্যুর পর অবধি যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ সংবাদে নিতান্ত অবিশ্বাস করাও যায় না।

যে ঘাইর ৬২ জন মুসলমান হাজারিকে সেণ্টিসনে পাঠান হইয়াছে। আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, নাটালের জেলে একজন মুসলমান কয়েদী ছিল, উহার পদদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল রাত্রে চিড়িয়াখানা হইতে হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র বাহির হওয়াতে ঐ ব্যক্তি এক তরবার দ্বারা তাহাকে বধ করে। রাজা ইহাতে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়া একটী কন্যা দিয়াছেন। এব্যক্তি এক দিবসের মধ্যে দুইজন পারসী ও দুজন হিন্দুকে হত্যা করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিল।

১৯ চৈত্র শুক্রবার।

শুনা যাইতেছে, তারকেশ্বরের মহান্তকে শীঘ্র প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হইবে।

গত বঙ্গলবার রাত্রে বারাকপুরে ঝড় হইয়া বড় বড় অনেক বৃক্ষ পতিত হইয়াছে। অন্য কোন অনিষ্ট হয় নাই।

বহিবার ব্রাহ্মসমাজে কলিকাতার ঝড় ও তদ্বিষয়ক বিলাপ বর্ণন করিয়া গিয়াছে।

গত সপ্তাহে কলিকাতা টাউনহলে মফস্বল আদালতের উকীল ও মোক্তারদিগের যে পরীক্ষা হয় তাহাতে ২ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুতে গবর্ণর জেনরল অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

দার্জিলিঙের চিড়িয়া ঝেটে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি কোন্নগর ও শিবপুরে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিবপুরের বিদ্যালয়ে ইহার মধ্যে ১৫ জন ছাত্র জুটিয়াছে।

২১ চৈত্র শনিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, প্রতিদিন কলিকাতা পোষ্ট আফিস হইতে ১১০০০ রেজিষ্টরি করা চিঠি পাঠান হয়। অন্যান্য চিঠি প্রতিদিন গড়ে ২৫ হাজার আইসে এবং ২০ হাজার প্রেরিত হয়।

ডাক্তার ডকের একটী অর্ডর প্রতিযুক্ত হইতেছে। এটী কি চর্ম্ম ইনষ্টিটিউট সঙ্গে রাখা হইবে।

সম্প্রতি দার্জিলিঙে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন যুবক একজনের গাছ কাটিতে তালের রস চুরি করিত। যে গাছে সে যাহার নিমিত্তের জন্য কোন উপায় না পাইয়া এক দিন এক কলসী রসে এক প্রকার ওষধি মিশাইয়া, চুরিকারী কলসীটী রাখিয়া যায়। উহারা আসিয়া, ঐ কলসীর রস পান করে। উহাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

সম্প্রতি উড়িষ্যা ও ডগরেলি সাকেল [illegible] অধ্যক্ষদিগের নিকট [illegible] বক্তৃতা করিয়াছেন—তাহাতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের [illegible] হইয়াছে:—

[illegible] যে [illegible] আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি বিশিষ্ট বংশের সন্তান। আমি কয়েক বৎসর উঁহার সহিত কলিকাতা সভায় বসিয়াছি এবং মনোযোগের সহিত উঁহার কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি একজন অত্যন্ত সুশীল সুচতুর ও সুচতুর লোক। ● ● ● ● ● ● দেখ বন্ধুগণ! কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রজাদিগের আবশ্যক ধনের শুষ্ক গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর ভার আর নাই। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীরা কেবল যৎসামান্য মূল্য নিরূপণ অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করেন এবং সকল স্থলেই কোন স্থলেই গবর্ণমেণ্টের এরূপ ভার গ্রহণ করা উচিত নহে। তাঁহারা বলেন যে দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট কোন জাতির অন্ন যে যোগাইবার জন্য বাজারে শস্য ক্রয় করিতে উপস্থিত হন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অপরাপর ব্যবসায়ীরা অদর্শন হয়, কারণ তাহার লাভের আশা করে না এমন ক্রেতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, নিতান্ত দুষ্কর। দেশের লোকে তাঁর ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিতে করিতে এই সকল দুর্ভিক্ষ-কমিশনকে জানান কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া জানিবেন কিসে কি করিলে ইষ্ট কিসে অনিষ্ট হয়। [illegible] তাহার [illegible] নিকট [illegible] ছিল তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকাল। সার আর্থর উলসলির ১৪ই ফেব্রুয়ারির পত্র সকল হস্তগত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন কুমাসীতে অগ্নি প্রদান করা হয় এবং উহা অধিকৃত করা হইয়াছে বলা পলায়ন করিয়াছেন। ব্রিটিশ সৈন্য এখন ডাবিল পর্ব্বতে রহিয়াছে। সমর থেমে হইয়াছে। শেষ যুদ্ধে মেকর বেরাড গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। সৈন্যগণ যখন রাজধানী হইতে প্রত্যাগমন করে আসান্টিরা তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে নাই।

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ। অদ্য হইতে আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৫৫০০০০ টাকা লওয়া হইয়াছে।

শনিবার ভূতল যন্ত্র সকার অধিবেশন হয় চ্যান্সেলর লিবারেল দলের অধ্যক্ষ হইতে অস্বীকার করেন।

অদ্যাবধি বৃষ্টি নিবন্ধন সর আর্থর উলসলির স্বদেশ গমনের ব্যাঘাত হইতেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ১৮২৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ৩১৩৭৫০০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়।

লেফটেনেণ্ট কোলিন্সিসের নিকট আর ১৬ কোম্পানি সৈন্য পাঠান হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৬৫ হাজার হইয়াছে।

কার্লিইয়া এখনও বিলথোয়ার নিকট সমবেত হইয়া রহিয়াছে।

সর আর্থর উলসলির নিকট হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারির যে এক পত্র আসিয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, আসান্টি রাজকে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ যতটাকা দিতে হইবে বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে তন্মধ্যে সেই টাকার প্রথম কিস্তি স্বরূপ কতক অংশ সর উলসলি পাঠ করিয়াছেন।

আসান্টি রাজা আসান্টি দরবার পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

সর আর্থর উলসলির নিকট হইতে আরো যে সকল পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ৪ঠা ফেব্রুয়ারির যুদ্ধের পর কুমাসীতে প্রবেশ করা হয়। সার আর্থর উলসলি প্রত্যহ রাজার নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র প্রেরণ করিয়া যখন তাহার কোন উত্তর পাইলেন না তখন নগরে ও রাজবাটীতে অগ্নি প্রদান করা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সৈন্যগণ লোক গমন করিতে আরম্ভ করে দুই দিবস অতীতে পর রাজদূত সকলে মিলিয়া ৯০ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন।

ডিউক অব ডরসেট অব এডিনবর্গ উইণ্ডসরে উপনীত হইয়াছেন।

আসান্টি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সেডি উলসলির স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের জন্য চারি সপ্তাহের প্রস্তাব করিলেন।

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকাল। উইণ্ডসর কাষ্টেল অদ্য ৫টার সময় এডিনবর্গের সম্ভান এক রাজকীয় ভোজের অনুষ্ঠান হয়

১৯৫ রিলিফফণ্ড ৫০০০০ টাকা উঠিয়াছে

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আ ইনানুসারী

মনোযোগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ মার্চ্চ ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে ২০০ টাকার জন্য যে সকল আবেদন উপস্থিত হইবে তাহার বিবেচনার ভার বাবু সীতানাথ ঘোষ কিছুদিনের জন্য বারুইপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বারাসতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

সি ই বকলাণ্ড সাহেব মিজ কার্য্য ভিন্ন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সিলিক বিভাগের সেক্রেটারি হইয়াছেন।

টি এম, কাকউড প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৫ই মার্চ্চ কারেন ডবলিউ এণ্ড্রিসন জানা পুরের ডেপুটী কালেক্টরির ক্ষমতা পাইলেন।

এস এফ হোপ এস বি ২য় পরগণার টি, ষ্টুয়ার্ট ও সে সময়ন জজ হইলেন।

এফ এস বেইলি ২য় পরগণার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও সমযন জজ হইলেন।

এ, টি মার্কলয়ের ডাকবিভাগীয় ইন্সপেক্টর জজ হইবেন কিন্তু ২য় পরগণার টি ষ্টুয়ার্ট ও সে সময়ন জজ এই নিয়মে নিযুক্ত হইলেন।

এ জে আর বেমফিল্ড বর্দ্ধমানের ডিপুটী ও সে সময়ন জজ হইবেন।

সি ডি ফিলড মুরসিদাবাদের ডেপুটী ও সে সময়ন জজ হইল।

এ হোপ চুয়াডাঙ্গার ডিপুটী ও সে সময়ন জজ হইবেন।

সারণ ও চম্পারণের প্রতিনিধি টি ষ্টুয়ার্ট ও সে সময়ন জজ ভাগলপুর ভাগলপুর ডি, ষ্টুয়ার্ট ও সে সময়ন জজ হইল।

মিয়াদ খত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বেহার নিযুক্ত হইলেন —

জে এস ম্যাকফারসন কটক হইতে ভাগলপুর ও ফ্রেজার এস কে, পুরুলিয়া হইতে মানভূম ও এস কিল্ড ফুলবী হইতে পাইনা, জি এ গ্রিয়রসন যশোহর হইতে পাইনা, এ, ব্রডলিউ মাকে হুগলী হইতে পাইনা।

১ই মার্চ্চ এ ফারগুসন প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

অস্থায়ী বন্দোবস্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ কিছুদিনের জন্য কটক হইতে পটিয়ার বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য পঞ্চমিয়া হইতে পাইনার বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ঘাটাল হইতে পাইনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মথুরানাথ সেন কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণা হইতে বসে হরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চাটুর্য্যা কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমান হইতে পাইনার বদলী হইলেন।

এ এফ মাকেঞ্জি, এস ডিপুটী কালেক্টর ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় বদলী

২ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এ, মর্কর ৮ মাস অবধি ১০ আইন অনুসারে ২ বছর ক্ষমতা পাইলেন।

৮ এফ ফারগুসন এস, টি ডবলিউ ফ্রেজার এ কুড়ুম চম্পারণ হইতে বেতিয়ার কালেক্টর হইলেন।

রিয়স উমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিশেষ।

৭ মার্চ্চ। এই খতের অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে সকল ব্যক্তি এই মত জানিবেন।

পারিলেন না ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। পূর্ব্ব কালের ঋষিগণ আচরিত পথকে ইনি সংযমের প্রধান পথ বলেন লিয়া সভ্যতার অনুরাগী ব্রাহ্মেরা বিদ্রূপ রিয়া শুষ্ক ও নীরস হইতেছেন ইহাতে কেহ নাই। ইনি কহেন লৌহ শৃঙ্খলও যেন শৃঙ্খল স্বর্ণ শৃঙ্খলও সেই রূপ শৃঙ্খল। াহি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুর ছত্রাংশে থাকিব ।, কেবল ব্রাহ্মদিগের সহিত আচার ব্যব ার করিব, অপর সম্প্রদায়ের ভক্ত ণের ভক্তি ও সাধু ভাব লইব না, এ প্রকার কি তল? বাস্তবিক যে প্রকৃত ব্রাহ্ম ইবে সে যেন কাহাকে সামান্য মনে না র। পারস্য কবি হাফেজ অতি সরল ভাবে লকের ন্যায় বিনীত ভাবে ঈশ্বর ক ডাকি ন, কেহবা তাঁহাকে রাজা ভাবে ডাকে ক বা সখা ভাবে ডাকে কেহ বা স্বামী, সে যে ভাবে ডাকে তাহাতেই তাহার শান্তি ও মুক্তি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" তাঁকে পেতে কি বিলম্ব হয়' যদি তাহা সত্য হয়, হৃদ চিত্ত শুদ্ধ হয়। " দেবেন্দ্র বাবুকে ব্রাহ্মে বড় শ্রদ্ধা করেন, অমনি হাফেজের কবিতা মুখস্থ বলেন। দেবেন্দ্র বাবু শুদ্ধ এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ১ ই মাঘ তারিখে এখান হইতে যাইয়া লাহোরে ১১ ই মাঘের উৎসব করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর অনুরোধে মুল তানেই সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন, সুতরাং সমাজ বালীকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকলে দেবেন্দ্র স্বামীর বাসায় উপস্থিত হইলে। প্রথমে সকলে দাঁড়াইয়া অর্চ্চনা হয়, উপ নিষদ্ হইতে অনেক সংস্কৃত পদ উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করেন পরে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতে উপাসনা হয়, তাদৃশ দর্শক উপস্থিত না হওয়াতে পৃথক উপদেশ দেওয়া অবশ্যক বোধ করেন নাই। অর্চ্চনার পর একটী বাঙ্গ একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত করেন। তৎপরে আমাদের কেশব বাবু একটী গান করেন, শেষেও দুই তিনটী সঙ্গীত হইয়া উৎসব শেষ হইল। ইহার মধ্যে মুলতানি এক দল ভজন গায়ক দুটী গান গাইয়াছিল। সকলের সহিত দেবেন্দ্র বাবু শিষ্টালাপ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ১১ ই মাঘের দিন দেবেন্দ্র বাবু দীন দরিদ্রদিগের জন্য ৫০ টাকা কেশব বাবুর নিকট দেন এবং একটী পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবুকে সংস্কৃত একটী অভিনন্দন দেওয়াতে তাঁহাকে ১০ টাকা দেন। দেবেন্দ্র বাবু ২৫ শে জানুয়ারির ট্রেণে মুলতান হইতে যাত্রা করিয়া অমৃতসর অভিমুখে গমন করিলেন। আমাদের একটী আত্মীয় এই রূপ বলেন, যদি সেই সাধু ব্যক্তি দেবেন্দ্র বাবুর নাম মহর্ষির সহিত চিরকাল থাকিতে পাইত, আমার মত দেবেন্দ্র বাবুকে ছাড়িয়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যদি জীবন্ত ব্রাহ্ম সমাজ করিতে হয় তবে দেবেন্দ্র বাবুর মতে চলা ভাল। প্রকৃত কথা এই অন্যে নিজের সম্বল না করিয়া অন্যকে উপদেশ দেওয়া মিথ্যা। নিজে সাধু হইলে জগৎকে সাধু করা যায় নিজে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলে জগৎকে দেখা যায়, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে কেবল অন্ধকার দেখে, আর ঈশ্বরের বিষয় ভাবে, সে কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে? " ঈশ্বর আপনি সত্য স্বরূপ হন" ইত্যাদি কথা কেশব বাবুর উপদেশে শুনিয়াছি। বাস্তবিক তাহা কল্পনা নহে, ইহা সাধকদিগের প্রত্যক্ষ সত্য কথা। দেবেন্দ্র বাবু একপ্রাণ কেবল দুধ পান করেন, জীবন ধারণ করেন। একে ইনি বৃদ্ধপুরুষ, তাহাতে প্রায় পক্ষাঘাত, ঠিক ঋষির ন্যায় বোধ হয়, ধর্ম্ম যে কল্পনার নহে, ঈশ্বর যে কথার কথা নহেন, তাহা দেবেন্দ্র বাবুর তাপস মূর্ত্তি এ কথাকে প্রকাশ পায়। ইঁহার বিশ্বাস করিবার আমরা কোন কারণ দেখিতে পাই না। ইঁহার হেমন্তচ্ছবি দেখিয়া নাস্তিক পাষণ্ডও সরল হয়। ইঁহার অনুষ্ঠান পদ্ধতি উদারব্রাহ্মদের মনোমত না হইলেও কেহ যেন ইঁহার নাম বিদ্বেষী ও ভক্তকে অশ্রদ্ধা করিয়া আপনাদের আত্মার সর্ব্বনাশ না করেন। সে বৎসর ১১ ই মাঘের পর ধর্ম্মতত্ত্বে দেবেন্দ্র বাবুর উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। এমন সাধুলোকের প্রতি যিনি অশ্রদ্ধা করেন, যেন তাঁহার ধর্ম্মবল হয়, যেন তাঁহার দুর্ব্বল ও জন্য দেবেন্দ্র বাবুর যে সংসর্গ যখন সংসর্গের সময় কিছু ত্রুটি হয়া থাকে প্রকাশ্য সংবাদ কাগজে তাহা শুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা যে কত অন্যায় হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। " পর নিন্দা পর পীড়া এ দুটি কেন ভাজনা " এই পুরাতন ব্রহ্ম সংগীতটী যেন আধুনিক ব্রাহ্মেরা স্মরণ করেন। দেবেন্দ্র বাবু যেরূপ কঠিন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াও ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিয়াছেন, পৃথিবী তে এখন দুষ্ট অতি বিরল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন দেবেন্দ্র বাবু আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব ঘোষণা জীবনে প্রকাশ করিতে পারেন।

মুলতানে কেশব বাবু আসেন নাই, তাহাতে অনেকে বিরাগ হইয়াছিল দেবেন্দ্র বাবুর আগমনে সে ক্ষোভ মিটিয়াছে, 'অন্ধ বাসনাসক্ত মুলতানিরা সাধু দর্শনে কেন স্পৃহা করিল কি না জানি না।

বহু দিনের পর মুলতানে যথেষ্ট বারি বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

ভেরোয়াজী খাঁ—মুলতানের পর ভেরোয়াজী খাঁয় যাওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ত মাঘের উৎসবের দিন এখানে ৩।৪ টী ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, সমস্ত দিন উপাসনা, ধ্যান, পাঠ চলিয়াছিল। ভাই দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে এক একদিন এইরূপ পবিত্র ভাবে ঈশ্বরের সহবাসে সকলেরই, থাকা উচিত, তাহা হইলে শান্তি ও কল্যাণ হয়। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই উৎসব আছে, ব্রাহ্মেরা বাঁচিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য ধর্ম্ম অনুগামী বলিয়া জানেন তাঁহারা যে উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন ইহা কখনও হইতে পারে না। উৎসবে আত্মার জন্য গিয়া সঙ্কীর্ণতা ও নীরস ভাব সরস ভাব হয়, এই জন্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুদিগের অধিক

বাঁচিবে বাঁচিবে প্রাণে, কাল পিপাসায়।
নিরশনে অজীবনে প্রাণ যায় যায়॥

"ছিপ্পাক্তরে" মন্বন্তর—ভয়ানক জীবণ
একদা দেশের ভূমি করি আলোড়ন,
দিয়ে ম ম বহু জ্বালা বাস রক্ত কুলবালা
অকালে বধিয়া ছিল, সংশয় কি তায়?
অজীবনে কিন্তু প্রাণ যায় নাকি হায়॥

এবার পড়েছে কাল অতি নিদারুণ,
হইতে হইবে প্রাণে আমাদের খুন,
ইহামতী নদী কাটে আমাদের দেশ বটে,
চুক্তিগো তাহার জল দেখা অতিশয়
কৃষ্ণাস্ত সমান তীব্র মন্ত্রের আলয়।
দুইটী একটী যেই আছে জলাশয়,
পদ অন্য নাহি ভোবে শুষ্ক অতিশয়
কতকে টৈবাল চয় কতকে আবিলময়
এই রূপ দশা তার হায় হায় হায়!
নিরশনে অজীবনে প্রাণ যায় যায়॥

অনাবৃষ্টি যেইবার বসুমতে হয়
সেই বার আমাদের জীবন সংশয়।
হলে দীঘ সরোবর থাকে নীর নিরন্তর
তা হলে করিয়া সদা জীবন জীবন!
করিতে হয় না কভু অশ্রু বরিষণ॥

রাজদ্বারে বহুকরে করি আবেদন
নীরদানে চিরকাল করুণ যে চন।
সমুদ্ভূত ফলেবর দিয়ে এক সরোবর
করুন তারিত্রা দুখ, ঘুচি রাজ পায়।
অজীবনে অজীবন যায় যায় যায়

রা ম চ } যশোহর
পুঁজা } শ্রীযদোনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১)

বঙ্গের তারা সুবিখ্যাত ভবাজগণ,
দেশের আলোকময় দীপ তুল্য যারা
ক্রমে ক্রমে সবাকারে করিলে বিধন।
তাবি শোকে দুঃখে সারা চক্ষু সদে যারা
হাইকোর্টে ছিল জজ, দ্বারকানাথও মিত্রজ
তারেও নাশিতে কি যা হৈল এত ত্বরা?

* ভূমিকম্পে কাব্য সুন্দর ছন্দ পক্ষ
আদি দোষ ঘটিয়াছে।

(২)

বর্ষগত হয় নাই বিগত সকলে,
দেশহিতে রত, সমতুল নাহি যার,
হরিয়াছে হন্ত মনুষ্যের মাঝে এ
মিত্র শ্রীকিশোরিচাঁদে করেছ এ ধার,
তাতেও না ভরে পুট, তায় এত দুরদৃষ্ট,
মিত্র শ্রীদ্বারকানাথে হরিলে তাহায়।

(৩)

প্রথমেতে উচ্চপদে নিযুক্ত না হতে,
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়ে করিলে নিধন,
তার পরে বিদ্যানিধি পণ্ডিত অম্বিকাকে,
অনুকূল মুখো প্রতি হলে প্রতিকূল,
যদিও বৎসর সাত, ছিলেন ছারকানাথ,
এবার কি নিতে তাঁরে নাহি টৈল তুল?

(৪)

তব দেখ নাহি যাগো কালে সব করে,
কালের নিয়ম কেবা করিবে লঙ্ঘন,
কে বাঁচিতে পারে, কাল প্রাপ্ত হলেপরে,
কালের দৌরাত্ম্য কেবা করিবে শাসন।
নাহি তার ধনি মানি, কি বিদ্বান গুণী জ্ঞানী
সবাকারে সমভাবে করিছে ভক্ষণ।

(৫)

বিশেষতঃ ভাল তব ভাল বড়ে মাতা,
তাই যত ভাল ভাল তব সুতগণে,
দীর্ঘ জীবী হইবারে না হয় ক্ষমতা,
অল্পকালে ধ্বংস হয় কালের দংশনে,
নতুবা কি ভয়ঙ্কর, বিদ্যাবুদ্ধি গুণাকর,
দেশ মিত্র মিত্র কেন মরিবে জীবনে?

(৬)

হায় রে! হা কাল তব কি উচিত,
জায়া মুখে হেন রত্নে করিবারে ন্যস্ত?
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই না মান কিঞ্চিতিত,
কোন উচ্চপদে তব নাহি হয় ত্রাস?
কিরাতা বিচারপতি, কি দীন কি হীনমতি,
অনায়াসে সবাকার কর সর্ব্বনাশ।

(৭)

বজ্রঘাতা তব পাপে হইল পাপিনী,
নতুবা তাহার মনে হেন সাধ হত,
পাপিষ্ঠ শাবক তব হেরত সাপিনী,
একবারে জলাঞ্জলি দিয়ে মায় স্নেহে
হা'র সুসন্তান যত, সবার হইতে তত,
ইহ রাক্ষসী লোকে জননী করে।

(৮)

পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে 'একদা রাক্ষসী,
দশ দিন কুম্ভকর্ণ ভীষণ মূরতি
শ্রীরামের কোপে লঙ্ক, হৈল ভস্মরাশি
সবংশে হেরিয়া রণে না হৈল মমতা,
হীন জীবী হইবারে, মাগো বর অতঃপরে,
একা নিভীষণ করে শোকের সমতা।

(৯)

অল্প শোকে হেথ লোকে যে হয় কাতর,
বাক্য আছে মিথ্যা নাহি হয় উক্ত কথা,
পাষাণে অধিক শোক সে হয় পাথর,
সদৃশ কঠিন, মর্ম্মে নাহি জন্মে ব্যথা,
ম'রবার নিয়মটি, ছুঁয়ে টৈনা ঘটে যদি,
তার জন্য আর শোক চিন্তা করা বৃথা।

(১০)

এই কাল ভেদ'র গতির মূলে তার,
অজ্ঞানে চলিছে রন্ধ্র যন্ত্র এই দেহ,
দ্রুতগতি তব গতি অতি চমৎকার,
ঊর্দ্ধ কর অধো গতি এই অপশেষ,
কিন্তু নাহি জ্যোতিসের গন্ধবহে মিলিয়ে,
অবয়বঃ শূন্য মিতে শূন্যে তে সন্তোষ।

(১১)

আজ বন্ধু প্রতিবাসী স্বদেশী বিদেশী,
সম্বাদ পত্রিকা সবে করিছে ঘোষণা,
মৃত জজ মিত্র বাবু তব স্বর্গবাসী,
ত্যজি দেহ পীড়া কষ্ট সংসার প্রপঞ্চ
পঞ্চদশ পঞ্চমতে, বৃহস্পতিবার প্রাতে,
প্রাপ্ত হয়ি পরিহার পঞ্চ মহা কলাপ।

( )

অন্ধ শাস্ত্রে মুগ্ধপুণ্য একান্তের দক্ষ,
দেশীয় ব্যবস্থা মত পুরাণ লক্ষন,
ভূতাগ্রেতে ছিল দিতে সমর্থ পক্ষাক্ষ
পক্ষপাত হীন ন্যায় বিচারক,
তর্কে পটু সুপ্রবীন চাটুর্য্যা কা কোলীন,
সত্যপ্রিয় সত্যাশ্রয়ে ভাবিত ভূবন।

(১৩)

জন্মস্থান ছিল তাঁর [illegible] গ্রামে
হুগলি জেলার চৌক [illegible]
জনক তাঁহার বিখ্যা[illegible] নামে,
বিদ্যোপার্জ্জনে করাইল বুদ্ধি [illegible]
বহুযত্ন সহকারে সাধন পরীক্ষা দুয়ে
উত্তীর্ণ দ্বারকানাথ [illegible]

(১৯)

[illegible]

(২০)

[illegible]

ভাগীরথী।

স্থানের নাম	লম্বিতদূরত্ব মাইল	
চৌরাঙ্গির নীচ দোকানঘর	১০	
তথা হইতে গুরপুর	১	
তথা হইতে অরিপুর		
১ মাইলের মধ্যে	১	১
অরিপুর হইতে মহারাজপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	
মহারাজপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে		
কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ		
৪১ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১২৮৯ সালের ৯ই মাঘ[illegible]মহারাজপুর [illegible]

ফাঁড়ি ঘর

মহারাজপুর } [illegible]
ও ২ মাইল } [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

সোমপ্রকাশ

১৮ সংখ্যা।

সদা সত্যনিষ্ঠিতায় যাস্মিন্ সর্ব্বসমৃদ্ধি ও সমঞ্জসী ভূয়াৎ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১০ টাকা।

সন ১১ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ২৩

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।

যে ভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রাচীন ও কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্ত প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ২০ কর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ।৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জাকর লেন
কলিকাতা।
} ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি আটিপুর ডাকঘর।
} শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরি ভক্তি কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কলাবী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটর্জ্জো কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুটিমাই বারপেক্ষী করমার ও করম। করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শ্রাবণ মাসে প্রকাশ হইবে। তাহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ ।২০০ রচনার বীজ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ
} শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী এই নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট মূল্য ৸০ ডাকমাশুল /০ এমপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়রিং" মূল্য ১।০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড সার্জিক্যাল

রোগ বিচার
চিকিৎসা কল্পদ্রুম
ধাত্রী শিক্ষা
বিশূচিকা রোগের
কুইনাইন প্রয়োগ /১
শরীর পালন ।৵
ডাক্তার
এক্‌টিস
এনাটমি
মাতৃশিক্ষা
ডাক্তার
আনাটমি

যিনি স্বয়ং অধিকারে আছে
চাহেন তিনি পরমার্থ-প্রদীপরাজিত পড়
মার্থ দিয়া সংস্কৃতের প্রয়োজন পুরাতন
মর্মানুসারে সহজে করিতে সমর্থ হইবেন,
উভয় পুস্তকে সাধনের অনেক সাহায্য আছে।
এক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা। শ্রীরামপুরে বাবু বিশ্বে
দত্ত।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

আমি পাকা চুলের বিষয়ে
ব্যবহার করিয়া সাধারণের নিকট
করিতেছি। এবং আমার নিকট ঐ
সকল রোগে
চুলের
প্রথম
ছুগন্ধীর। যে কোন ব্যক্তি
করিয়াছে
ক্রয় করিয়াছেন আমার নিকট আছে।
আমি এক্ষণে মেহেরপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে
করের ছাত্রবৃত্তি প্রদান শিক্ষক এবং আমি
এই সমস্তের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি
শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বসু মহাশয়ের

ডাক্তার শ্রীযুক্ত।
কলিকাতা।
৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট।

কলিকাতা
৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট।

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।
কলিকাতা ২৩ নং মির্জ্জাকর্ম্ম লেন প্রেসি
ডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ
দ্বিতীয় গলি
ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে স্থানে যত টাকার যে অনুসারে কমিশন দেওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মূল্য পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও পোষ্টেজের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

হিন্দুরা স্বার্থপর কি না?

ইংরাজেরা প্রায় অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে বদান্যতা বিষয়ে কেহই তাঁহাদের অপেক্ষা অগ্রসর নয়। বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার সময় তাঁহারা স্বদেশ বিদেশ কিম্বা আত্মীয় পর বিচার করেন না। যে কোন দেশ হউক না কেন সে কোন শ্রেণী হউক না, কেন অর্থ সাহায্য দ্বারা তাহাদের দুঃখ নিবারণ আবশ্যক বোধ হইলে ইংলণ্ড আর কাল বিলম্ব করেন না। একথার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ক্রাইমিয়া এবং অফগান যুদ্ধের পর ইংলণ্ডবাসীরা ক্রাইমেয় এবং অফগান বিপদগ্রস্ত পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা করিয়া পাঠাইলেন, সেদিন তুরস্ক অগ্নিকাণ্ডে চিকাগো নগর দগ্ধ হইয়া গেলে ইংলণ্ড হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ড বাসীরা যেরূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহাও তাঁহাদের বদান্যতার সামান্য নিদর্শন নহে। ভূলদর্শী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন কই ভারতবর্ষবাসি হিন্দুরা ত বিপন্নদিগের বিপদ্বিবারণে এতদূর অগ্রসর নন? তাঁহারা স্বার্থপর নীচপ্রকৃতি ও মনুষ্য নামের অযোগ্য। অধিকাংশ ইংরাজ এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদিগের জাতির অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই অপবাদটী কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাই বিচার করা আমাদিগের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রকাশ্য চাঁদা দ্বারা যে বদান্যতার প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের তুলনা গত প্রস্তাবে আছে বলা যাইতেছে; কিন্তু এই ব্যবহার গত প্রভেদের মূল কোথায় তাহাই এখন বিচার্য্য। এই প্রভেদের দুইটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, অর্থের অসদ্ভাব, দ্বিতীয়, হৃদয়ের সংকীর্ণতা অর্থাৎ প্রকৃত স্বার্থপরতা। প্রথম প্রস্তাবের বিচার করিতে গিয়া দেখা যায় যে অর্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কৃষি ও বাণিজ্য এই দুইটী কোন দেশের অর্থাগমের প্রধান দ্বার, দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা আজিও উন্নত হয় নাই এবং যে কিছু বাণিজ্য আছে ও দিন দিন হইতেছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশবাসিদিগের অপেক্ষা বিদেশীয়েরাই সমধিক লাভবান হইয়া থাকে। উপার্জ্জনের পরিমাণ এবং উপার্জ্জকের সংখ্যা অল্প কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ অল্প নহে। হিন্দুসমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ তাহাতে সমুদায় আবশ্যক ব্যয় ব্যয়ে অতি অল্প পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অন্যের বিপদ উপস্থিত হইলে অর্থ সাহায্য করা সহজ ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষীয়দিগের বদান্যতা বিষয়ে যে ত্রুটী লক্ষিত হয় এই অর্থের অসদ্ভাব তাহার এক প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের মধ্যে পাবনিয়া বাণিজ্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা দানশীল যে দেশের অধিক সংখ্যক লোককে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে হয় তাহাদের দান ধ্যান করিবার অবসর কোথায়?

এক্ষণে হিন্দুরা স্বার্থপর কিনা, বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূলদর্শী লোকেরা হিন্দু জাতিকে স্বার্থপর মনে করিতে পারেন কিন্তু একটু সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে আর সে সংস্কার স্থান পায় না। যাঁহারা স্বার্থপর, নিজের কীর্ত্তি বৃদ্ধি গণনা করাই যাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের হৃদয়ের সেই সংকীর্ণতা জীবনের সকল কার্য্যেই প্রকাশ পায়। জগদীশ্বর যদি হিন্দুদিগকে স্বার্থপর জীব করিয়া সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিভাগে স্বার্থপরতা লক্ষিত হইত। কিন্তু আমরা বরং তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিতে পাই আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, একান্ন প্রথা। এই প্রথার আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে কিন্তু ইহাতে যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ নিঃস্বার্থতা এজগতে অতি অল্পই দেখা যায়। আমাদিগের দেশে পিতা, পুত্র এবং জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের পরস্পরের সহিত যে যে সম্পর্ক তাহাতে একান্ন ভুক্ত হইবার সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। এজন্য গৃহস্থ মাসে ৫০০ শত টাকা উপার্জ্জন

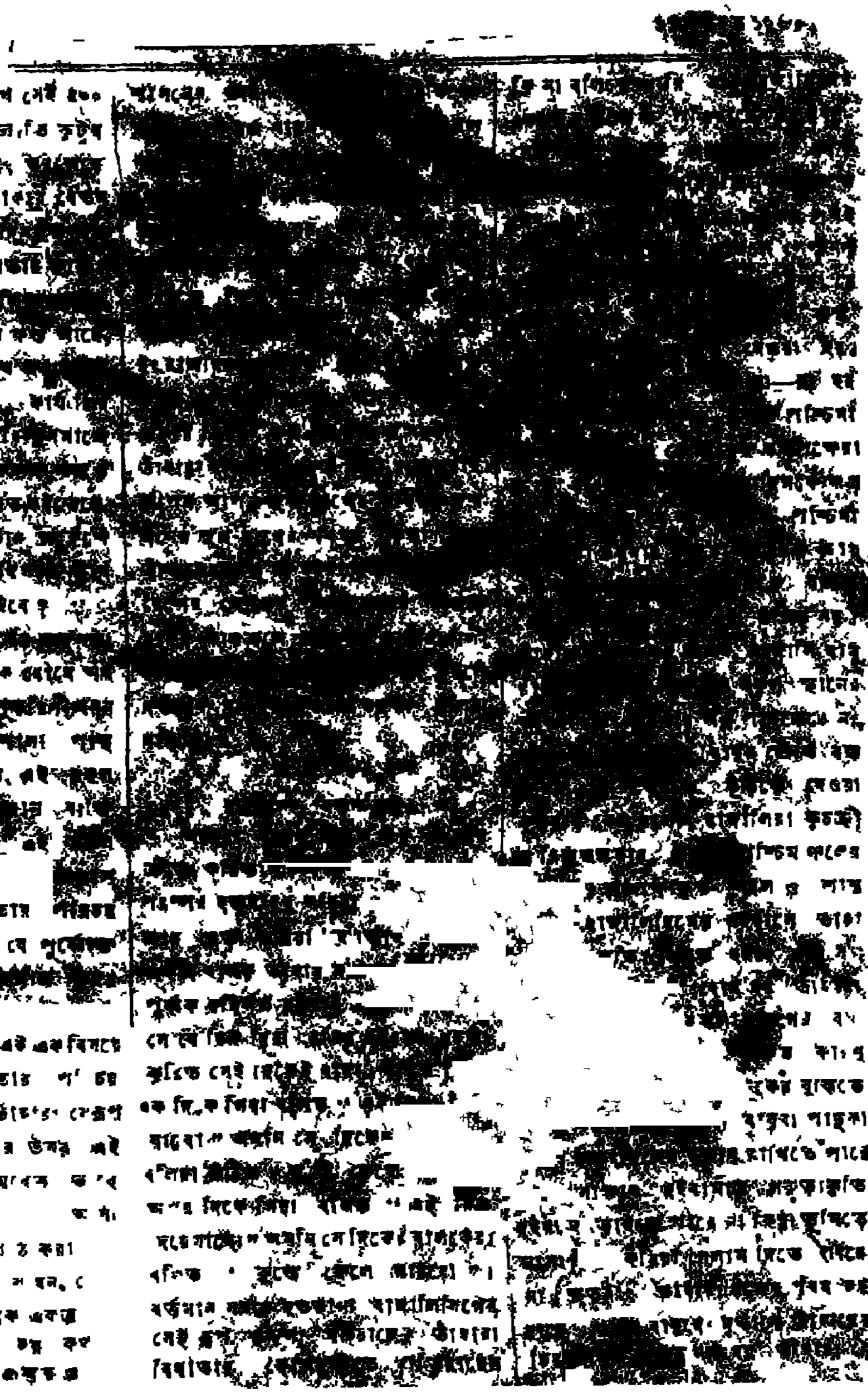

ক্ষম গর্ব্বদা সশঙ্কিত এবং সেই কা
পেং বাবুদের মুখ দেখিতে চায় না।

এরূপ বাবুবৈরিতার দৃষ্টান্ত অনে
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আর
একটী উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। কিছু
দিন হইল আলোয়ারের পলিটিকাল
এজেণ্ট কাপ্তেন কার্ত্তেল সাহেব প্রেসি
ডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপাল মটক্লিফ
সাহেবকে দুই জন শিক্ষক পাঠাইতে
অনুরোধ করেন। মটক্লিফ সাহেব তদনু
সারে দুই জন উপযুক্ত লোক প্রেরণ
করেন তাঁহারা যাওয়াতে স্কুলের
অবস্থা উন্নত হইয়াছিল এবং তাঁহারা
তত্তদ্রূপ কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু
তাঁহা এজেণ্ট সাহেবের মনোমত
হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহাদের
প্রতি সর্ব্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন,
অবশেষে তাঁহাদের কার্য্য করা এতদূর
কষ্টকর হয়, উঠে যে তাঁহাদিগকে পদ
ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। কার্ত্তেল
সাহেব তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে
তাঁহাদের প্রতি অনেক দোষারোপ
করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহারা হিন্দী
জানেন না, দ্বিতীয় তাঁহারা ইংরাজী
ভাল বলিতে এবং লিখিতে পারেন না
তৃতীয়, তাঁহারা সে দেশের রীতি
নীতি জানেন না। আমরা এই দুই জনের
মধ্যে একজনকে জানি, তাঁহার সম্বন্ধে
তাহার কোন কথাই খাটে না। তবে গরু
ভাকুচি হইতে না জানার নাম যদি রীতি
নীতি না জানা হয়, তবে কার্ত্তেল সাহে
বের কথা সত্য বটে। কার্ত্তেল সাহেব
যে সামান্য প্রভুত্ব প্রকাশের জন্য কতক
গুলি অসভ্য যুক্ত দেখাইয়া স্বসভ্য সমা
জের চক্ষে পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া
তাঁহার উপর আমাদের অত্যন্ত ঘৃণা
জন্মিল।

শুদ্ধ কার্ত্তেল সাহেব কেন, মফস্বলে
এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা
কি অসভ্যতা, কি মূর্খতা, কি ভোষামোদ
কি মিউ সামগ্রী। ইহা মনুষ্যকে গর্দ্দভ
করিতে পারে, বড় বড় পেট মোটা কর্ম্ম
চারিদিগকে বুদ্ধিবিহীন বর্ব্বরের সমান
করিতে পারে সকল সহ্য হয় কিন্তু
এমন নীচাশয় মুখ ও প্রভুত্ব প্রিয় ইংরা
জেরা আর কিছুকে নীচ প্রকৃতি বলিলে
সহ্য হয় না।

"প্রণম্য মস্তিষ্কেন
স্বকরকৃতাঞ্জলিরাহ
মনুগ্রহণি মহতে
চপলভুজঙ্গমালাকুলং।
ভুজঙ্গমং কোপিতং
শিরসিপুষ্পবদ্ধারয়েৎ
নতু প্রতিনিবিষ্ট মূর্খ
জন চিত্তমারাধয়েৎ।"

"বরং একাগণের দংষ্ট্রাঘাত হইতে
বল পূর্ব্বক মুক্তা উদ্ধার করিবেক, বরং
তরঙ্গ মালাকুল সমুদ্র লঙ্ঘনের চেষ্টা
করিবেক, বরং ক্রুদ্ধ সর্পকে পুষ্প মালার
ন্যায় মস্তকে ধারণ করিবেক কিন্তু
তথাপি যেন কেহ মূর্খদিগের চিত্তারা
ধনের চেষ্টা না পায়"। যাঁহারা এরূপ
প্রভুত্বপ্রিয় সাহেবদিগের অধীনে কর্ম্ম
করেন কিম্বা এরূপ সাহেবদিগের নিকট
কর্ম্ম করা এখনো যাঁহাদের ভাগ্যে অব
শিষ্ট আছে, আমরা তাঁহাদিগকে একটী
পরামর্শ দিতেছি, তাহারা কর্ম্ম করিতে
যাইবার সময় বিদ্যা বুদ্ধির আয়োজনের
জন্য ব্যস্ত না হইয়া যদি গরুকুকুর
বন্যুকাকুর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার
পোষাদের শাস্ত্র বিশেষরূপে শিক্ষা
করিয়া যান তাহা হইলে অনায় পাইতে
পারেন।

মটক্লুফ্কন মিউনিসিপালিটী।

উপস্থিত মার্চ্চমাস শেষ হইলেই
এ কিশাল বৎসর শেষ হইবে, আবার
এপ্রেল হইতে নূতন কার্য্য
নবভাবে আরম্ভ হইবে। আমরা এই
উপলক্ষে সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসি-
পালিটিকে দুই একটী অনুরোধ করি
তেছি। আমরা শুনিতেছি রাজপুর
বরিষাল প্রভৃতি স্থানগুলি এই
পূর্ব্বোক্ত মিউনিসিপালিটি হইতে স্বতন্ত্র
করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে,
তাহারা ও সে কথার কর্ণপাত করিবেন
না, যাহা হউক আমরা ও দুইটী
অনুরোধ করিতেছি, কমিটী বিবেচনা
করিয়া দেখিবেন।

প্রথম অনুরোধ, এতৎ প্রদেশের টাক্স
দাতারা যখন স্বতন্ত্র মিউনিসিপালি-
টীর জন্য প্রার্থনা করেন, তখন ভূতপূর্ব্ব
চেয়ারম্যান মটক্লুফ্কন সাহেব তাঁহাদের
প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া
দুই স্থানের হিসাব স্বতন্ত্র করিবার অনু
মতি প্রকাশ করিয়া যান। তাহার পর
কয়েক মাস গত হইলে টাক্সদাতারা
আবার আবেদন করাতে দুই স্থানের
হিসাব স্বতন্ত্র করিবার আদেশ হইয়া
আছে, কিন্তু অদ্যাবধি সে আদেশমত
কার্য্যারম্ভ হয় নাই। এই আর্থিক
বৎসরের আরম্ভ অবধি যেন তদনুসারে
কার্য্যারম্ভ হয়। এই আট দশ বৎসরের
মধ্যে এদিকের পথ ঘাট সংস্কারের
জন্য কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে,
হিসাব স্বতন্ত্র না থাকিলে পুনরায় এক
দিকের অর্থ অপর দিকে ব্যয় হইবে।
গ্রামগুলি মিউনিসিপালিটীর অধীন
থাকাতে লাভ কি? বোর্ডের আইন
তন্ত্র বন হইল [illegible]
কিন্তু এ মধ্যে আমাদের [illegible]
গ্রাম সকলের পুরাতন [illegible]
সংস্কার হইতেছে কিন্তু বাকিপুর
হইতে [illegible] গ্রাম
গ্রাম গুলি আট দশ বৎসরের
মধ্যে একটু [illegible] মুখ দেখিতে

পদার্থের শুল্ক শত করা ৫ টাকা মাত্র, কোন কোন পদার্থের ২৷৷০ টাকা মাত্র মাঞ্চেষ্টার হইতে কার্পাস নির্ম্মিত পদার্থ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়, পরমেশ্বর মাঞ্চেষ্টরবাসিদিগের অনুরোধে সেই সকল পদার্থের শুল্ক অল্প করিয়াছেন। এই অবিচারটী যে দেশের লোকের দরিদ্রতা ও অসন্তোষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। অন্নের পরই বস্ত্র। বস্ত্র বয়ন কার্য্যে অনেক লোককে নিযুক্ত রাখিত, তাঁহারা কর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।. মাঞ্চেষ্টরবাসিরা এতদূর অধিকার পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। তাহারা সম্প্রতি নূতন ষ্টেট সেক্রেটারি মারকুইস অব সালিস বরির নিকটে প্রতিনিধি দ্বারা আবেদন করিয়াছেন যে তিনি যেন তাঁহার কাউন্সিলে বণিক সম্প্রদায় হইতে দুই একজন লোক গ্রহণ করেন। ষ্টেট সেক্রেটারির কাউন্সিলে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাঞ্চেষ্টরবাসিরা যে দুরভিসন্ধি বশতঃ এই প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহাদের লাভের আরও সুবিধা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা ষ্টেট সেক্রেটারিকে সতর্ক করিতেছি তিনি যেন সেই স্বার্থপর প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেন। বরং বিদেশীয় দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত। সে বিষয়ে পার্লমেণ্টের অধিকার আছে। ইংলণ্ডে ভূমির স্বাতন্ত্র্য নাই, এক স্টর্লিং হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা আদায় হয়। বিদেশীয় বাণিজ্যের শুল্ক বৃদ্ধি করিলে পার্লমেণ্টের রাজস্ব বাড়িতে পারে, আমরা অনেক টাক্সের ভার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি এবং দেশীয়দিগের পরিশ্রম শক্তির বিকাশেরও অবসর থাকে।

উপসংহার কালে আমরা দেশীয় ধনী বণিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা একাকী না পারুন জাইণ্টষ্টক কোম্পানির মত সমবেত ভাবে বিলাত হইতে বস্ত্রাদি আনয়ন করুন, এবং এদেশে তাহার সাহায্যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন তাহা হইলে অনেক লোকের অন্ন দেওয়া হইবে এবং তাঁহারা লাভবান হইতে পারিবেন।

—

কে ও আর টমিয়া ও দুর্ভিক্ষ।

আমাদের শ্রীরামপুরের সংবাদী দুর্ভিক্ষের সূচনা অবধিই বিভীষিকা দেখাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাব গুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। ইংলিসম্যান প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মত যে, যেরূপ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হইয়াছে তদ্রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইংলিসম্যানের এক জন পত্র প্রেরক দুর্ভিক্ষের গোলযোগ কেবল কতকগুলি লোকের মনঃকল্পিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই উভয় পক্ষকেই অত্যুক্তি দোষে দুষিত মনে করি। দেশব্যাপী অন্নাভাব উপস্থিত না হউক—কোন কোন শ্রেণীর যে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া কেওসর ইণ্ডিয়ার আশঙ্কা যে পূর্ণ হইবে এরূপ বোধ হয় না। অত্যুক্তির জন্য কেওের সম্পাদক অনেক উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে দুই তিন জেলা ভ্রমণ করিয়াছেন এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন, গত বারের কেওসর ইণ্ডিয়ায় তাহার একটী সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আদ্যোপান্ত তাহা পাঠ করিলাম। সম্পাদক ভ্রমণ যেরূপ তাড়াতাড়ি করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনাতেও সেই রূপ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি ত্রিহুত অঞ্চলের লোকের দুর্দ্দশার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের ত সেরূপ ভয়ানক বোধ হইল না। তাঁহার বর্ণিত বিষয় গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী দুর্ভিক্ষের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১ মতঃ এক এক স্থানে ৫ সহস্র ৭ সহস্র লোক পরিশ্রম করিতে আসিয়াছে যদি দিন চলিবার উপায় থাকিবে তবে এত লোকে মজুরি করিতে আসিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ মজুরদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের ও বালকের সংখ্যা অল্প নয়; বিশেষ ক্লেশ না হইলে ইহারা খাটিতে আসে নাই। তৃতীয়তঃ যে সকল স্ত্রীলোক পরিশ্রম করিতেছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের কন্যাও আছে। নিতান্ত প্রাণের দায় উপস্থিত না হইলে তাহারা প্রকাশ্য স্থানে কাজ করিতে আসে নাই। দিন দিন ভিখারীর এবং সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এগুলি দেখিলে বোধ হয় বাস্তবিক দুর্ভিক্ষদ্বারে উপস্থিত কিন্তু আমরা আমাদের দেশের দরিদ্রদিগের অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষ জানি, বৈদেশীয়েরা ইহা দেখিয়া বড় ভীত হন, আমরা তত ভীত হই না। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই, এবং এখনও সাহায্য দান আবশ্যক হয় নাই কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি আজি যদি গবর্ণমেণ্ট এঁদের কয়েক গাড়ি চাউল পাঠাইয়া দেন এবং এরূপ ঘোষণা করা হয় যে, সেই চাউল দরিদ্র ও নিঃসম্বলদিগকে বিতরণ করা হইবে তাহা হইলে রজনী প্রভাত হইতে না হইতে অন্ততঃ ২।৩ সহস্র ভিখারী জুটিবে। তাহাতে ও শত শত অন্ন ক্ষুধা

কাস্ত ...ত কালেজের মৃত্তি শাস্ত্রের অধ্যা... ১৫ পদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

আগামী ৪ঠা এপ্রেল আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাথেল সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। সার রিচার্ড টেম্পল উক্ত দিন ... শের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইবেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় এক সভার অধিবেশন হইয়া দুর্ভিক্ষের জন্য ৩ লাখ ৯ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। সাহেবের সমুদয় ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। কাশীপুরের ... ২৫ হাজার দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের এই দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালিদের প্রতি সহানুভূতি ও যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু লাড রেমন সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন তিনি দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহার্থ সণ্ডনের ম্যানসন হাউসে যে সভা হয়, লাড রেমন তাহাতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন ইংলণ্ডে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, দুর্ভিক্ষে যে সকল লোকের মৃত্যু হইবে তাহাদের অনাথ সন্তান সন্ততিগণের সাহায্যার্থ ঐ টাকা ব্যয় করা যাইতে পারে। যাহাতে অন্ন হারে লোকের মৃত্যু না হয় সর্ব্বসাধারণের সেই ইচ্ছা, সকলে প্রাণ পণে সেই চেষ্টাই পাইতেছেন, এ দিকে লাড রেমন বঙ্গবাসিগণের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তাহাদের অনাথ সন্তান সন্ততিগণের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কি কপাল! তিনি যে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষে জন্মভূমি হইয়া গেলে এখানে উপনিবেশ স্থাপনার্থ ঐ টাকা ব্যয় করিবার পরামর্শ দেন নাই আমাদিগের সৌভাগ্য।

হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন, অতি অল্পদিন গত হইল, একটী হিন্দু স্ত্রীলোক তাহার স্বামী সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে আজিমগড়ে আসিতেছিলেন, ... যে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয় ... বিধবা একাকিনী ... রজে ... ত্রি কালে একটী পুলিষ ... গলের ... ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। জমাদার তাহার কপালে ... সোঁদ্ভ দেখিয়া একটী গৃহে থাকিতে আদেশ দেয়। রাত্রিকালে ছদ্মবেশে সে গৃহে গমন করে। স্ত্রীলোকটী তাহাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। জমাদার তাহার মিনতি বা ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। পরদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকটী নিকটবর্ত্তী ... র কর্ম্মচারীর নিকট ... লি করিল কিন্তু কিছুই হইল না। জমাদারকে ... ষ্টেতে বদলী করা হইল কি ... চয় ॥

৪ ঠা চৈত্র মঙ্গলবার।

ডিষ্ট্রীক্টগেজেট বলেন তথাকার অনেক লোকে (ইহাদের অবস্থা মন্দ নয়) গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে সকলে আসিতেছে। অপার আনন্দ এই, বাঙ্গালা দেশে গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ হইতেছে তাঁহারা প্রতিদিন আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত মজুরি দিয়া লোক খাটাইতেছেন। এই আশায় ভর করিয়া সকলে এদেশে আসিতেছে।

গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে ২০২৫৫৪৮৫৩ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয় এবং ৩১৬৫৮৯৯০২ টাকার রপ্তানী হয়। গত দুই বৎসরের সহিত তুলনা করিলে আমদানী কিছু বেশি এবং রপ্তানী কিছু কম হইয়াছে। আমদানী শুল্কে ৩১৫৩৮৯০৮ টাকা এবং রপ্তানী শুল্কে ৪৩ ৫৭৮২২ টাকা আদায় হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের শিয়ালদহ ষ্টেসনের প্রতিনিধি সংকারী ষ্টেসন ... ষ্টি, সি ব্রেণ্ড্ সাহেব কাজের সময় ... পালে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া এষ ম্যাজিষ্টার নামক আর এক সাহেবকে সেই সময় আক্রমণ করাতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর তাহাকে ১৬ টাকা জরিমানা করেন। পূর্ব্বে একবার এই ব্যক্তি সুরাপান অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন, এবার তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বদোষ স্বীকার করাতে এই লঘু দণ্ড হইয়াছে।

সান ফ্রান্সিসকো বুলেটিন বলেন, একটী বৃহদাকার কল প্রস্তুত হইয়াছে, এই কল দ্বারা ২০ জন মাত্র মনুষ্যের সাহায্যে প্রতি দিন ১২ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা সমান করিয়া ট্রেণ যাইবার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এসিয়াটিক ... নামক পত্রে একখানি সংবাদ প... হইয়াছে তথায় একণে ৩৮ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তি জীবিত আছে। এব্যক্তি যৌবনাবস্থায় ... তেই বড় ব্যায়ামপ্রিয় ছিল, আজিও সে দিন কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে।

৬ ই চৈত্র বুধবার।

সেদিন শীরভূম জেলার একটী পল্লীগ্রামে ... বর্ষণ হইয়া ৬০ জন মনুষ্য ... গত হইয়াছে।

লাটসাহেবের বিচারপতি গ্লোবার এক বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে গমন করিতেছেন।

এক বৎসরের মধ্যে হিন্দু কাণ্ডলি এতগুলি কন্যার বিবাহ দিয়াছে। অর্থ ১৩২৩৯ বৎসর ১৮৪১ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত সপ্তাহে মটমিত্তল ও সমলপুর জেলা হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। শলাবর্ষণ ও রাত্রে সমুদয় সম নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মুসলমানের মুখল বাদশাহগুলি ১৮১৫ সালে সংহার হয়, কিন্তু আজিও উহা বংশ লোপ হয় নাই। পার্লিক ওয়ার্কস রিপোর্টে ... ষ্ঠমা।

একটী মধ্যপ্রদেশীয় স্ত্রীলোক স্বামীর দুই সহোদরকে কুপথ হইতে মারে। তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

৭ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

সেদিন স্বর্গীয় বাবু রামচন্দ্র মিত্রের সম্বন্ধে ... সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সভা স্থলে ... ষ্টন-পার্টী। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন। ইঁহার স্মরণার্থ কোন 'চিরস্থায়ী' কার্য্য হয় সকলের এমত ইচ্ছা।

রিপন কালেজে বিএ ... ক্লাসে ১২ জন ছাত্রকে পড়ান হইতেছে।

হিতবাদীর পত্রিকা ... আমি ... ক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে আমাদের ... র একজন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কোনরূপ আহার করেন না। ইহাঁর নাম কি সাধী কাহার নিকট সকলকে কহা। ... হাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ মর্দ্দন করিলে যে কোন অসাধ্য রোগ আরাম করিতে পারেন। কাহার নিকট একটী পয়সা গ্রহণ করেন না। অনেকে ইহাঁর ... ত্তা করিতে উঠিয়াছেন এবং তাহারা

[illegible] যে তিনি [illegible]
[illegible]
[illegible] সেনের [illegible]
কিশোরী মোহন [illegible]
করিতেছেন

"[illegible]
[illegible]
[illegible]

ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপ-
হইলে তিনি (সার বার্টল ফিরার)
পদে অভিষিক্ত হইবেন। বন্ধুগণের
ছা অত্য তাহিক নয়।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম
শের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহাত্মা
উইলিয়ম গ্রে ক্রমেই জরাজীর্ণ হইয়া
তেছেন।

ল্যাণ্ডেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা
রাছেন, হিরাটের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার
খাঁ ফরার কাঁকম সর্দ্দার মীর অক
খাঁকে লিখিয়াছেন, তাঁহার অধীনে
হুসংখ্য সৈন্য আছে, এক হিরাটের
ন্যে তাহাদের বেতন সংকুলন হয় না,
এব করা নগদটী তাঁহাকে দেওয়া হয়।
জুল খাঁ এ বিষয়ে আমীরের মত
াসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমীরের উত্তরাধিকারী আবদুল্লা জান
বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন আমীরের একান্ত
। আবদুল্লা জান কিন্তু সে বিষয়ে তত
যোগী নহেন। এ নিমিত্ত আমীর সে
তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন।
ম্যাক্ফলস্ ও প্রিন্সেপ সাহেব ইণ্ডিয়ান
সিল হইতে অপসৃত হইতেছেন বলিয়া
ুস পত্রে যে লিখিত হয়, তাহা সমুলক
। ইহাঁরা এক্ষণে কাউন্সিল হইতে অপ
না হন আমাদিগের প্রার্থনীয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম,
টিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন কসেট সাহে
এক অভিনন্দন দিবার জন্য কলিকা
এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয়দিগকে
া এক সভার অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হই
ছেন। কসেট সাহেব ভারতবর্ষের একজন
ত হিতৈষী। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে ভারত
র জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও
তেছেন, অতএব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান
াসিয়েসন তাহাকে অভিনন্দন দান
াগ করিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন।
সাধারণের এবিষয়ে যোগ দেওয়া
ব্য।

শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষ হইতে পার্লি
য়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে শীঘ্র
একটী আন্দোলন হইবে। এবিষয় ইংলণ্ড
হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও বোম্বাই এসোসি
এসনে টেলিগ্রাফ করা হয়, তাহারা পার্লি
য়ামেণ্টে এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে
প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণের পক্ষে মত প্রকাশ
করিয়াছেন। এটী পরিণামে কার্য্যে কত
দূর পরিণত হয় বলা যায় না বটে কিন্তু
আপাততঃ এরূপ প্রস্তাব শুনিতেও সুখকর
সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, একজন এদেশীয়কে হাইকোর্টের মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পদে অধি ত করাই স্থির হইয়াছে। বারাণসীর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর বিষয় যে লিখিত হইয়া ছিল তাহা অমূলক, ইংরাজী ভাষাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। হাইকোর্টের দেশীয় উকীলগণের মধ্য হইতে একজনকে নির্ব্বাচন করা চিফ জষ্টিসের অভিপ্রেত। কিন্তু কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোহিনী মোহন রায়, ইহাদিগের একজনকে মনোনীত করা হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় দরভঙ্গার একজন রিলিফ আফিসর হইয়াছেন। ইনি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় অনেক কাজ করিয়াছিলেন।

কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি এ, ও হিউম সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সিমলতে গমন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি গাজীপুর হইতে আমাদিগের নিকট সীতাপুরের একটী হত্যাকাণ্ডের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সীতাপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র মজুমদারের বাসায় এক জন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, একদা হেম বাবুর ৮।৯ বৎসর বয়স্ক একটী ভাগিনেয় ব্রাহ্মণের নিকট ভাত চাহিয়াছিল, ব্রাহ্মণ না দেওয়াতে হেম বাবু এ বিষয় শুনিয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ইহার তিন চারি দিন পরে বালক যখন ছিল এমন সময় ঐ ব্রা
আসিয়া পার্শ্বস্থ এক লাঠি দ্বারা উ
প্রাণ সংহার করে। এ ঘটনা এখনও হ
আছে।

৯ ই চৈত্র শনিবার।

অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার
কলিকাতা সেনেট হাউসে বিশ্ববিদ্যাল
উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধিদানার্থ
হইবে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউ
গমন করিবেন বলিয়া বন্ধু বান্ধবের নি
বিদায় গ্রহণার্থ অদ্য রাত্রি ৮ ঘটিকার স
ব্রাহ্মমন্দিরে একটী বক্তৃতা করি

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ডব্লিউ সি গুলড্ ফ্যাসি, এস, রি
কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য
রণে রহিলেন।

এ, কর্ব্বস সি,এম, সীতাপুরীর পু
উপরিভাগের ভার পাইলেন।

যশোহরে শস্যের মূল্য কমিতে
এবং ক্রমে যে কমিবে তাহাও বোধ
তেছে। কারণ রপ্তানী কমিয়া আসিতে
রবি শস্যের অবস্থা ভাল, এবং আখি
সময়ও নিকট হইয়া আসিতেছে, এ স
প্রজারা খাজনা দিবার জন্য শস্য বি
করিতেছে। এই জন্য মূল্য কমিয়া
তেছে।

ফরিদপুরের ডিপুটী কালেক্টরের মহা
হইয়াছে, তথায় যে ঝড় হই গি
তাহাতে এত মূল্য বৃদ্ধির কারণ

[illegible]

রবি শস্যের অবস্থা অনাবৃষ্টি বশতঃ
উত্তম নহে। বোরো ধান্যের অবস্থা
নয়। এত ধান্যের অবস্থা দেখিয়া
আশা সত্ত্বেও সঞ্চিত ধান্য
তেছে।

পিং নম্বর ১৬ ই মার্চ্চ মফঃস্ব
হইতে নিম্ন লিখিত টেলিগ্রাম পাঠা
রামনগরে লোকের কষ্ট আরম্ভ হয়
টাকায় আট সের চাউল কিনে

পথেও অনেক শস্য যাইতেছে। সা'র কাম্বেল তথায় উপস্থিত থাকিয়া ফের কার্য্যের ব্যবস্থা ক'র তেছেন। না দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে লোকের ারম্ভ হইতে হইতেই তাহার নিবারণ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের 'রলিফ কার্য্য না থাকিলে অনেক স্থানেই বহু সংখ্য কের মৃত্যু হইত"।

থুরাতে এক দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা ৮ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

মরের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া গঞ্জা সেরিচ এবং ফিজাবাদের স্থানে ন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। এ'নি ঐ সকল স্থানে রিলিফ কার্য্যের অনু হইতেছে। ইহাতে সাধারণ ধনাগার ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। শের ন্যায় নেপালেও দুর্ভিক্ষ হওয়াতে হইতে বহু সংখ্য লোক কাজ ও খাদ্য র আশায় ফিজাবাদে আসিতেছে।

বিলাতের হোম নিউস বলেন "মহ'রা- ম'মের সম্পর্ক থাকাতে লণ্ডনের রিলিফ ণ্ডর আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দিন দিন ার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। গত মঙ্গল সন্ধ্যার মধ্যে ৯০ হাজার টাকা জমা াছে। আর ১ লক্ষ টাকা শীঘ্র পাইবার া আছে। বুধবার ২১০০০ টাকা চাঁদা । তাবৎ টাউন কাউন্সিল ও মেয়রের কট এক এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হই ছে। কেহ কেহ ইংলণ্ডের তাবৎ ধর্ম্ম প্রদায়কে উক্ত কমিটিভুক্ত করিবার জন্য স্তাব ক'রয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদা র অধ্যক্ষগণ বক্তৃতা করিবেন এবং উক্ত ণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ ক'রবেন। ডিস লি সাহেব ইংলণ্ডের রাজস্বের উদ্বৃত্ত কা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদি র সাহায্যার্থ ব্যয় ক'রবার যে প্রস্তাব রেন, তদ্বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হই ছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ভারতবর্ষের জের ভার নিজেই বহন করা উচিত। নেকে কিন্তু ডিসরেলির মতে মত া বলেন, ভা তবর্ষীয়দিগের প্রতি আমা গের কৃত সে সুখ্যতা প্রদর্শন যদি কর্ত্তব্য হয়, এই তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাবে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে সম্প্রতি উহাতে কপূরতলার রাজা ২ হাজার এবং বংশীলাল ও রাম রতন রায় বাহাদুর ১ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সম্প্রতি রেঙ্গুনে বুলক ব্রাদর্শ কোম্পানির চাউলের কলে আগুন লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ৭ জন হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, পাটনা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকলে শস্য পাঠাইবার জন্য দোয়াবের উত্তর ষ্টেসন সকল হইতে বহুসংখ্য গাড়ি আনাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। কুলি দ্বারাও শস্য লইয়া যাইবার জন্য বহু সংখ্য এক মাস বন্দোবস্ত প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দক্ষিণ আর কট হইতে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে লাড হবার্ট ভীত হইয়া সেখান কার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য বানবরি সাহেবকে তথায় পাঠাইয়াছেন। এক কডেলোরে ২৮৪৮৪৯ লোকের বাস, এখানে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের এপ্রেল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত খাদ্যের অভাব হইবে। অন্যান্য স্থানেও শস্য হানি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। ২২ এ ফেব্রু'য়ারি কো কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] ক্তিন আর যাবতীয় সৈন্য [illegible] আক্রমণ করিয়াছে। সার গার্ণেট [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞার অপেক্ষায় কেপ [illegible] রহিয়াছেন।

গত কল্য লণ্ডনের রাস্তায় অনেকগুলি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সার অ [illegible] সেলুন পতিত হইয়া দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। মাঞ্চেস্টর হাউস ফ্যামেন রিলিফ ফণ্ডে ৪৬০০০ টাকা উঠি [illegible]।

১৫৯ টী কোম্পানির প্রার্থনামতে ম [illegible] মের মেধর ১৩ ই মার্চ্চ এক সভা আহ্ব করেন।

লেডস, সালফোর্ড [illegible] এবং অন্যান্য নগরে চাঁদা [illegible]

বার্লিন ১৪ ই মার্চ্চ। বিসমর্ক বাত রো ক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই মার্চ্চ। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বার মুন্সীর বি গের রিলিফ কার্য্যের জন্য ছুটি গ্রহণাপ [illegible] অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কা রের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোসাই দাস দত্ত কিছুদিনের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মেদিনী ব হইলেন।

বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য নীপুরে সর্দ্দের কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ডেপুটী কা রের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের সর্দ্দের ডেপুটী কালেক্টর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৭৫ অব্দের ৯ আইন ১৮৭২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কা বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ, বি, ওলডহাম সি, এস কার্য্যের জন্য চম্পারণে রহিলেন।

এ, ফর্কস [illegible], এস, সীতামারির পুণর বিভাগের ভার পাইলেন।

১৩ ই মার্চ্চ। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রে ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী জাইনউদ্দীন [illegible] হইতে বদলী হইলেন।

পালামৌ উপ বিভাগের ভ প্রাপ্ত নিধি সহকারী কমিসনর এল, আর, ফর্কস অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে কা ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই মার্চ্চ। হাজিপুরের সহকারী মা ও কালেক্টর এ, সি, টি উট ১৮৭১ অব্দে আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরে পাইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় কিছু জন্য ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিয়া তাড়া দিতেছেন ও ঠিকাদার টাকায় ৵০ করিয়া কমিসন পাইবে, মানে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাড়ীর প্রায় তিন টাকা পড়িল। ইহাতে পর রার্ক ডিপার্টমণ্ট আর ১৭০ টাকায় পায় না এবং অনেকানেক মহাজন যাহারা আনা করিয়া দিত তাহারাই বা কি য়ে গাড়ী পাঠাবে? সুতরাং মহাজনদি- আমদানী রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযুক্ত চাউল ৸/৮ সের করিয়া কাঁচি ওজনে ন বিক্রয় হইতেছে।

এক্ষণে পোষ্ট আফিসের কার্য্যে ক বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হইতেছে। মধ্যে প্রায়ই শুনা যাইতেছে এক নয় পত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছে। ায় চুরি হইয়াছে যেন কোন হয় ও একেবারেই পাওয়া গেল না। দিবস হইল, কারাগোলা হইতে কোন ক একটী বাঁকী পারসেল উত্তরপশ্চি লে রামগড়ে পাঠাইয়াছিল, তাহার কিছু টাকা ছিল ওজন ৫২ তোলা হয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা পৌঁছিলে ৪০ লা মাত্র ওজন পাওয়া যায়, সুতরাং াধিকারী ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে নাই, র সেই পারসেল ডেড্‌লেটার আফিস্‌ য়া এখানে আইসে এবং তাহা খোলাতে া গেল যে, কতকগুলি মৃৎপিণ্ড মাত্র হার মধ্যে রহিয়াছে। সম্প্রতি আবার নতেছি এখান হইতে কোন ব্যক্তি কটকে ন্দ্রাপাড়া মোকামে একখানি পত্র রেজি- র করিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহার মধ্যে টাকার একখেতা নোট ছিল কিন্তু তথায় বল পত্রখানিই পৌঁছিয়াছে, নোট হার মধ্যে নাই। এক্ষণে তাহার অনুস ন হইতেছে, পরে কি হয় বলা যায় না। হা হউক গবর্ণমেণ্ট মোটের দায়ী নন, বল পত্র খানির দায়ী, তা তাঁহারা ীছিয়া দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, র্ণমেণ্ট ঐ সকল চুরির বিশেষ তদন্ত রিয়া দোষী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করেন এবং প্রেরকদিগের অ ত টাকাগুলি প্রত্যর্পণ করেন, নতুবা ক্রমেই পোষ্ট আফিসের উপর লোকের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যাইবে।

৯ ই মার্চ্চ
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মনুষ্যের যতগুলি দুর্ভাগ্য সকলগুলিই কি বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছে? তন্মধ্যে বীরশিমুল গ্রামে কিছু অধিকতর দেখা যায়। ১০ বৎসর একাদিক্রমে দাঁড়াইয়া আপন প্রভাব অতি ভীষণ রূপে প্রকাশ রাখিয়া এক একটী বংশ সমূলে ধ্বংস করিয়াছে। গ্রামের যেদিকে গমন করা যায় সেই দিকেই আচ্ছাদনশূন্য ভগ্ন প্রাচীরবিশিষ্ট শূন্য বাটী গুলি কালের নিদারুণ শাসনের পরিচয় প্রদান করিতেছে, দেখিলে অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হয় ও অশ্রুপাত সম্বরণ করা যায় না। অত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে দুই এক জন যে প্রবাসে থাকেন তাঁহাদিগকেই একটু সুস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন যাঁহারা গ্রামে আছেন অনেকেই জ্বর প্লীহায় শরীর জীর্ণ হইয়া দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতেছেন। হতভাগ্যদের স্বাস্থ্যের সহিত অপরাপর জীবনধারণোপযোগী উপাদানগুলিও অন্তর্হিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। গ্রামের সকল পুষ্করিণী শুষ্ক প্রায় হইয়াছে। কেবল একটী পুষ্করিণীতে চারি ফিট মাত্র জল আছে, তাহাও ঘোদে পরিপূর্ণ। গ্রামের অধিক সংখ্যক লোকেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করেন।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে স্রোতবিহীন সুতী খাল সদৃশ একটী সামান্য নদী আছে, তাহাও দামে পূর্ণ, জল অত্যল্পমাত্র, চৈত্র বৈশাখ মাসে অধিকাংশ শুষ্ক হইয়া যায় ও স্থান বিশেষে যে জল থাকে তাহাও অতি আবিল, কোন ক্রমে ব্যবহারযোগ্য নহে। উক্ত নদীদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের অপকার হইতেছে। এই নদীর বিষয় রাজপুর মহা অজ্ঞাত নহেন। আমাদের মনের বাধ হইতে খাল খাত হইয়া উক্ত নদী সহ যোগে বর্দ্ধমানের খালের সহিত সংযুক্ত হইবে এই কথা আমরা প্রায় ৮।৯ বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম এবং বীরশিমুল গ্রামের উপর দিয়া দুই বার জরিপ পর্য্যন্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য বড় আশা ছিল এই বার আমাদের গ্রামের উপর দিয়া খাল হইবে তাহা হইলেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট পানীয় জলাভে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইব, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সে আশাও পূর্ণ হইল না। খালটী বীরশিমুল গ্রামের ৪ ক্রোশ দক্ষিণ কাণানদীতে সংমিলিত হইল, ইহাতে প্রকৃতি পুঞ্জের প্রভূত মঙ্গল হইবে বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার মধ্য অনেক স্থানে উক্তবিধ খালের অভাব আছে, প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয় বিশেষ তদন্ত করেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় নিবেদন করিতেছি, বীরশিমুল গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহার অন্ততঃ একটীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া এই নিঃসহায় ও দরিদ্র অধিবাসিগণের জীবন দান করুন। উক্ত বিষয়ে গ্রামস্থ জমীদার মহাশয়গণের আনুকূল্য প্রার্থনা অনুমাত্র প্রত্যাশা নাই। ঈশ্বর যাঁহাদে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, নতুবা যত দুঃখদা দুঃখ আমাদের ভাগ্যে পতিত হইবে কে তৃষ্ণায় জলপান তৃপ্ত হইল না, উদর পুরিয়া আর ভুটিল না, ইত্যাদি দুঃখরাজের বিজয় পরাকাষ্ঠা হইল, প্রকারে আমরা দুঃখময় হইয়া এক্ষণে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট রক্ষা না করিলে

যেলা বর্দ্ধমান
থানা [illegible]
১২৮০ [illegible]
৩০ লুণ্ডন

[illegible]

চলিল, ছেঁটে লোট সা
গেল নুনাবধ কা
হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ

১৭ ভাগ ১৯ সংখ্যা।

প্রযক্ষনা প্রক্ষ্যামিচ্ছিনা যার্থিবঃ সম্ভবনী স্থনিমছনী ন ছাযনা।"

গ্রাম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
গ্রাম সাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ৩০ এ মার্চ্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।"

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৷৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মার্জ্জাফর্সলেন
কলিকাতা

ক্ষেত্রমোহনসেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল।
অধিপুর ডাকঘর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরিভক্ত কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৷৷০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটর্জ্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট।ডমাই বারপেজী ফরমার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের পক্ষে উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০ ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট বায় ডাকসাশুল মূল্য ১৷৷০ এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়ারি" মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের
প্রিন্সিপ্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিকাল ডায়াগনসিস

মূল্য—উপক্রমণিকা
কথাৎ রোগ বিচার ৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ ২,২য় খণ্ড ১৷
বসন্ত রোগের চিকিৎসা ৷৷০ ৷০
ইনজাইন প্রয়োগ ৷৷০ ৷০
শরীর পালন ৷৷০ ৷০
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
ফেটাস অব মেডিসিন ১৷৷০ ৷৷০
এনাটমি ৷৷০ ৷০
ধাত্রীশিক্ষা ২ ৷৷০
ডাক্তার ফরিমাক্যাল ক্লড
কালাচিকিৎসা ৫ ৷৷০
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা আলবার্ট
হিন্দুহষ্টেল।

আমার পিতা ঠাকুর ভিক্তারাম পাল
কাশির শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ
প্রস্তুত করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত
ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি
হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ
সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয় কাশ শূল
প্লেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ
নূতন রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনী
ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা
করিয়া, তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি।
তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে।
আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা
স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি
ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মহাশয় সভাপতি
মহাশয় বাবু প্রাণনাথ বসু মহাশয়ের
বাসায় অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলি-
কাতার স্বর্গীয় কালীবর মিত্রের ষ্ট্রীটে
৩ নং বাটী যিনি আমার ঔষধ চিকিৎ
সার জন্য বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকা-
নায় পত্র করিলে, আমার দেখা পাইবেন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

৩ নব্য নাটক—মদনমোহন মিত্র প্রণীত,
মূল্য ৷৷০, মাল্যে ৷৷০ ডাকমাশুলে প্রাপ্য।
৫৪ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মূল্য ১/০ টাকা
৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ও পটলডাঙ্গা
নিকট পাওয়া যায়।

আমার নিকট চাকুরি সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিদ্যালয়ে প্রাপ্য; মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৷০ আনা মাত্র।

শুদ্ধ মন্ত্র ছাপাখানা।
কলিকাতা ২৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট
এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গলা ও ইংরাজী নানা প্রকার ছাপার কার্য্য প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কার্য্য অতি শীঘ্র ও সস্তা দরে পাওয়া যায়।
ছাপার সময়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তাহা হইলে অমনি দায়ী হইবেন।
আবশ্যক মতে কর্ম্মচারীদের ছাপার নমুনা পাঠাইয়া দিতে পারি। পত্র লেখকের ঐ সময়ের নিবাসাদি স্বগত করা যাইতে পারে, মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের

...নি: লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স ও কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে ...াইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, ...ামি বহু যত্নে এবং অর্থব্যয়ে পুরাতন ও ...তন আমশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের ...ীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ সূত্রে ...স্তপদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের ...ক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ৩০। ১ টী রোগীর বহু দিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় ১ মাসের মধ্যে নিশ্চয়রূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৸০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্যলাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া গোবরডাঙ্গা ২৯ এ ফাল্গুন ১২৮০ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

১২৭৮ সালের ১৩ ই আষাঢ়ে যে ৬ খানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তন্মধ্যে অগ্রে ব্রহ্ম-জামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের চৈতন্য কল্প পর্য্যন্ত সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার মূল্য ১ টাকা ও ডাকমাসুল /০ আনা।

মেদিনীপুর বক্সীবাজার শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেনের বাসায় } শ্রীজয়গোবিন্দ দেব।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার।

নিজ নবদ্বীপ এতদিন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে নবদ্বীপ আর নদীয়া জেলায় অন্তর্গত থাকিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হইবে এই আদেশে নবদ্বীপবাসী আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। যে নগরের নামে জেলার নাম তাহাকে জেলান্তরিত করিবার চেষ্টা করা উপহাস জনক। বঙ্গভূমির যদি কোন ইতিবৃত্ত থাকে নবদ্বীপকে লইয়াই সেই ইতিবৃত্ত। বঙ্গভূমির যদি গৌরব কিম্বা শ্লাঘার বিষয় কিছু থাকে নবদ্বীপে সেই সকল ঘটনা হইয়াছে। এই স্থান মহাত্মা চৈতন্যের জন্মভূমি; ইহা ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের তীর্থস্থান; এই খানেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা ছিল, বঙ্গদেশের প্রিয় কবি ভারতচন্দ্র এইখানেই নিজ শক্তির পরিচয় দেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে এই নগর কৃষ্ণনগর শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান সকলের সহিত আবদ্ধ, আজি ইহাকে স্বসম্পর্কীয় দিগের মধ্য হইতে ছিন্ন করিয়া স্থানান্তরিত করা বিধেয় নয়। বোধ হয় গঙ্গা পার হইয়া কৃষ্ণনগরে মোকদ্দমাদির নিমিত্ত যাতায়াত করা অপেক্ষা কাল নাতে গমন করা অধিক সহজ বলিয়া কাম্বেল সাহেব এরূপ আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রজাদিগের চিরক্রমাগত সংস্কারের অনুরোধে এবং ইতিবৃত্ত জনিত সম্বন্ধের অনুরোধে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে কিছুদিন হইল বোম্বাই নগরীয় পারসীদিগের সহিত তত্রত্য মুসলমানদিগের ভয়ানক বিবাদ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা পারসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে; তাহাদের গৃহ লুণ্ঠন ধর্ম্মালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে, অশেষ প্রকারে তাহাদের যেরূপ ক্ষতি ও অপমান করিয়াছে তাহা স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত উষ্ণ হয় এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। তাঁহারা সকল চুপ করিয়া গেলে কতকগুলি সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছেন এবং এক এক বার পারসী ও মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় মিলন করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা বৃথা। চেষ্টা যতদিন না ন্যায় বিচার হইবে এবং অপরাধীদের সমুচিত দণ্ড হইবে ততদিন পারসীদের মনের ক্ষোভ মিটিবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কত এবং ভাব কি প্রকার তাহা তাহারা জানিয়াছে; তাঁহাদের উপর যে অশ্রদ্ধা জন্মিবার তাহা জন্মিয়াছে; এখন তাহারা একবার উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছে। তাহাঁরাও ন্যায় বিচার করেন কি না দেখিবার ইচ্ছা আছে। ইতি মধ্যে বোম্বাইএর পুলিস কমিশনর সাহেব সার জেমসেটজী জিজী ভাইকে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে তিনি এবং তাহার বন্ধুগণ স্বয়ং এই বিষয়ের বিচারার্থ এক সভা করেন সেই সভা জেলের মধ্যে বসুক এবং যে সকল লোক দাঙ্গার জন্য কয়েদ আছে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক; কিন্তু একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাহাদের সভাতে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সার জেমসেটজী জিজীভাই এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের মকদ্দমা আপনারা বিচার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা মহারাণীর নিকট আবেদন করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাবুদ্ধি যত

...শিয়াছে] সার্ বিলিয়ম্ ডব্লিউ...
...কণ অপেক্ষা লোক আছে।
...আনচাহি না, আমরা
...এ বিষয়ে সেনেটের [illegible] মহাশয়কে পুনঃ
...জনা অনুরোধ করি। যদি ন্যায়
...ন, তবে তাঁহাদিগকে কোন [illegible]
...ছাড়িবে না।

...উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা)

প্রথমাংশ।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে [illegible] নাম প্রায় অজ্ঞাত। যাহাদের বুদ্ধির গুণে সংস্কৃত জগতের নিকট বিস্ময় ও প্রশংসা পদার্থ হইয়া আছে সে সমুদায় গ্রন্থকর্তার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালের গ্রীসদেশে বিয়োসিয়া দেশ যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলের নিকটে পড়িয়াছিল; সুলভ্য ও সুশিক্ষিত আথেনিয়ানদের ঘৃণার বিষয় ছিল, ভারতবর্ষও সেইরূপ চিরকাল পণ্ডিতদিগের ঘৃণার বিষয় ছিল। অদিশূর যজ্ঞ করেন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল: এই রূপে শুনা যায় যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিরা পূর্বকাল বুদ্ধি বিদ্যাগুণে বঙ্গবাসিদিগের নিকট শিক্ষা লইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ অবধি সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গালিরা বুদ্ধি বিদ্যা গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের যেখানে কোন নূতন, হইতেছে সেই খানেই বাঙ্গালিরা প্রেরিত হইতেছেন। এই কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিদিগের ক্ষোভ হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই, উক্ত স্থলেই গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের শিক্ষার উপায় বিধান করিতে ছিলেন? উক্ত স্থলেই কালেজ স্থাপনা করিয়াছিলেন; উক্ত স্থানে কালেজ স্থাপনের শাস্ত্রের চর্চ্চা [illegible] নষ্ট গবর্ণর ইমার্সন [illegible] হইতে ইংরাজী প্রবর্ত্তিত [illegible] পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে [illegible] হার্ডিঞ্জ [illegible] হিন্দুকলেজ এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে [illegible] কলিকাতায় একটী কলেজ [illegible] এবং পর বৎসর [illegible] কলেজ নামে একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে কয়টী কলেজ আছে তন্মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা সর্ব্ব পেক্ষা প্রাচীন। এই কলেজটী ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। তাহার আর সকল গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যে কলেজটী স্থাপিত হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

সংস্কৃত কালেজ	১৮২৪
প্রেসিডেন্সি কালেজ	১৮৩৫
হুগলী কালেজ	১৮৩৬
ঢাকা কালেজ	১৮৪১
কৃষ্ণনগর কালেজ	১৮৪৬
বহরমপুর কালেজ	১৮৫৩
প্রেসিডেন্সি কালেজ	১৮৫৫

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা [illegible] বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন পরে করা হইয়াছে কেবল তাহা নহে, উত্তর পশ্চিমে গবর্ণমেণ্ট [illegible] শিক্ষার বিষয়ে যত মনোযোগী হইয়াছেন এদেশে সেরূপ হয় নাই। সেখানে সাধারণের পঠোপযোগী [illegible] জন্য স্কুলের [illegible] একপ্রকার টাক্স লওয়া হয় [illegible]

[illegible] পূর্ব্বে এই [illegible] দেশ [illegible] সেখানকার [illegible] প্রথম [illegible] যে [illegible] বহুকাল [illegible] এত [illegible] হইতেছে [illegible] যে [illegible] নহার [illegible] কালের [illegible] ইংরাজী [illegible] জন্য বিশেষ [illegible] নিয়ম নির্দ্দেশের [illegible] দেশীয় প্রাচীন [illegible] সকল শিক্ষা [illegible] জন্য তিনি [illegible] য়াছেন। ইংরাজী বিদ্যার [illegible] প্রকৃতি বিদ্যা ও উদ্ভিদে [illegible] করিতে পারিলে তিনি পুরস্কার [illegible] থাকেন। আমাদিগের বিবেচনায় [illegible] দেশীয় ভাষা শিক্ষার [illegible] তৎপ্রদেশীয় লোকদিগের [illegible] কারণ। ইংরাজী গ্রন্থ সকল ইংরাজী পণ্ডিতে যেরূপ বিশদরূপে [illegible] করা স্বাভাবিক দেখিলে কখনই [illegible] হইতে পারে না। বিশেষ ইংরা[illegible] ভাষার বুৎপত্তি লাভ [illegible] এদেশে ইংরাজী গ্রন্থ পণ্ডিতে [illegible] না হয় [illegible] বর্দ্ধিত হয় এবং [illegible]

স্পৃহা বলবতী হয়। বাঙ্গালিদি-
যাহা কিছু উন্নতি এই কারণেই;
কিছু উৎসাহ ও তেজস্বিতা এই
ণেই; এবং যাহা কিছু রাজ সমক-
এই কারণেই; এই জন্যই বাঙ্গা-
সাহেবদিগের চক্ষঃশূল হইয়াছেন।
কল ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল
দিগকে উন্নত করিবার জন্য ব্যস্ত
সেই জন্য বঙ্গবাসিদিগের উপর
ক্রোধ হইয়াছেন আমরা তাঁহা
ক বলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষা
ব প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিলে তাঁহা
প্রকৃত উন্নতি হইবে না। অথবা
দেশে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া
বা অনুতাপ করিতেছেন আর
হয় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সে অগ্নি
লিত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

——

লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের
জনশ্রুতি।

ইরূপ জনশ্রুতি যে আগামী শরৎ
তে লার্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করি
সকল্প করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট
র পদত্যাগ করিয়া চলিলেন
ব জেনেরলও পদত্যাগ করিবেন,
বিপদের সময় এই সংবাদ শুনিয়া
ও ভয়ের সঞ্চার হয়, কাবেল সাহে
পদত্যাগের কারণ শরীরের
াস্থ্য, লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের
ণ কি? কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি
টমার্চ ব্যারিঙের প্রচুর বিভবের
ধকারী হইয়াছেন সেখানে না
কিলে যে সকল বিষয় রক্ষা হওয়া
রা কেহ বা বলেন, তাঁহার মনস্তুষ্টি-
পরাজয় ও মন্ত্রিপরিবর্ত্তনই এই
কল্পের কারণ। আবার কাহারও মতে
মান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি যেরূপে
র্য্য করিতেছেন ইংলণ্ডের অনেকে
হাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন

এবং তাঁহার প্রতি লোকের যে [illegible] ছিল তাহার হ্রাস করিতেছেন তাহাই তাঁহার মনোভঙ্গের কারণ এই সমুদায় কারণই অনুমান মাত্র, বাস্তবিক তিনি এপ্রকার সংকল্প করিয়াছেন কি না স্থির নাই। এসংবাদ যদি বাস্তবিক হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ বাসিদের বিশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যতজন গবর্ণর অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাহার মধ্যে লার্ড কার্নিং ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই বোধ হয় এরূপ সকল শ্রেণীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন নাই। বিধাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুকূল, তিনি ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই যেন তাঁহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছেন। তিনি এই দুই বৎসর কালের মধ্যে যতগুলি কথা কহিয়াছেন, কিম্বা যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন তাহার সকল গুলিতেই তাঁহার প্রজা বৎসলতা প্রকাশ পাইয়াছে। এক ইনকম টাক্স বন্ধ করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদপাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত উপস্থিত দুর্ভিক্ষে তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দেশমধ্যে যেরূপ শঙ্কা ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এরূপ সময়ে যাঁহার হস্তে সেই সকল লোকের জীবন মৃত্যুর ভার তাঁহার পক্ষে ধীরতা রক্ষা বড় কঠিন; কিন্তু লার্ড নর্থব্রুকের অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী, তাঁহার প্রত্যেক কথা ও আদেশ পাঠ করিলে তাঁহার ধীরতা অথচ সহৃদয়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি লর্ড মর্লিঙটন কিম্বা লর্ড মেয়োর মত প্রজাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগম্য নন, আবার কাবেল সাহেবের মত কঠকারীও নন। তিনি যে গবর্ণর প্রজাদিগের কথা শ্রবণের অযোগ্য বিবেচনা করেন না ইন
টাক্স রহিত করা এবং সিমলা গ
নিষেধ করাতেই তাহা প্রকাশিত
য়াছে, তিনি যে ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ এ
কার্য্য করেন না তাহা তাঁহার দু
সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালীতে জানা গিয়া
কোথায় আমরা প্রস্তাব করিতেছি
যে তাঁহার নিয়মিত রাজত্ব কাল
হইলেও তাঁহাকে এদেশে থাকিতে
রোধ করা হয়, না, তাঁহার পদত্যাগ
সংবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় না এ
সত্য হইয়াও কাজ নাই।

এস্থানে একটী কথা বলিবার হ
হইতেছে। টাইমস পত্রিকার ভার
র্য়ীর সংবাদদাতার ন্যায় কতব
অবিবেচক ও অবিমৃশ্যকারী লো
দোষে লার্ড নর্থব্রুক অকারণ ইংল
লোকের নিকট নিন্দাভাজন হ
ছেন। এদিকে লার্ড নর্থব্রুক বিপদ
রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে
সিমলা গমন রহিত করিয়াছেন, দিন
সহস্র সহস্র মণ চাউল আমদানী
তেছেন, তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত ব
দের অত্যুক্তির দোষে বিলাতের লো
নিকট তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য স
যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হই
একজনের অত্যুক্তির দোষে যদি
একজন প্রকৃত শ্রদ্ধার উপযুক্ত ব্যক্তি
অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয় তাহা অ
অবিচার আর কি হইতে পারে?

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় সৌহৃদ্দি
বৃদ্ধির উপায় কি?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় রাজ
জ্ঞদিগের নিকট যেরূপ আদৃত
এখন আর সেপ্রকার নাই। গত ব
বৎসর অবধি ভারতবর্ষ ইংলণ্ড
দিগের চিত্ত সমধিকরূপে আকর্ষণ
রাছে এবং দিন দিন সেই আকর্ষ

ইতেছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ
ীয় মহৎ গুণ, সাধারণ লোকের শ্রেণী-
কই দেখা যায়। আয়ার্লণ্ড করি-
ই সেই আকর্ষণের প্রধান
ন। দুর্ভিক্ষের সূচনা হইবামাত্র বড়
ড় লোকেরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ
বিবাস জন্য যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন,
াত বৎসর কি দশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ
খিতে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।
লণ্ডবাসিরা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে
ন মত কেবল বাদানুবাদ করিয়া কাল
ন নাই, কার্য্যতঃও সাধারণ করিবার
নী অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা লণ্ডন
ডিনবর্গ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে
দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া আয়ার
র্দ্ধে প্রেরণ করিতেছেন, এবং অন্যান্য
পারে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতে
ন; কেবল তাহা নহে কখন যাহার
া চিন্তাকরা যায় নাই এরূপ প্রস্তাবও
স্থিত হইয়াছে। পাঠকগণ অবগত
াছেন এবারে ইংলণ্ডের রাজস্ব হইতে
কটু অর্থ উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেটী
ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের
মতবায়িতার ফল। গ্লাডষ্টোন সাহেব
দত্যাগ করিবার সময় প্রস্তাব করেন
যে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োগ করিয়া
ইংলণ্ডের লোকদিগকে চলকর টাক্সের
ণ্ড হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে;
ন্তমান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব একদলে
ভূত করিবার সময় সেই উদ্বৃত্ত অর্থ
ণ্ডের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যয়
বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন;
ণ্ড শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের
ন সেক্রেটারি লর্ড জর্জ হামিল্টন
ই সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করেন।
আমরা সে অর্থ পাই আর না পাই
ণ্ড সর্ব্ব প্রধান যে এরূপ
ণ্ড করিয়াছেন তাহাই আমাদের
সৌভাগ্য।

সাহায্য করিতে পারিতেন তাহা হইলে লোকের সেই অভিযোগ করিবার পথ থাকিত না। ইংলণ্ডের [illegible] পত্রেরা এই প্রস্তাবে [illegible] স্থাপন করিয়াছেন যুক্তরাজ্যের সাহায্য [illegible] সুযুক্তিসঙ্গত। বিশেষ [illegible] কি না তাহাই এক্ষণে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে; আমাদের কিন্তু অদ্যই সাহায্য আবশ্যক। এ অর্থ আসিবে তত্তঃ কোথা হইতে আসে, এই কারণে কর্ত্তৃপক্ষেরা কর্ত্তব্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ং আমাদের বর্ত্তমান সেক্রেটারি লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন ইংলণ্ডের ১০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য [illegible] মহাসভার অনুমতি প্রার্থনা [illegible] করিয়াছেন।

এই ঋণ সম্বন্ধে আমাদের দুটিকথা বক্তব্য আছে। ঋণ না করিয়া কি এ কার্য্য সমাধা হইবার উপায় নাই?

করেন। [illegible]
বলেন যে ইংলণ্ডের [illegible]
যায় সে কথার [illegible]
কারণ [illegible]
ভারতবর্ষ [illegible]
[illegible] টাকা
অধিক [illegible] টাকা তা
[illegible] দেখিলেই পাঠকগণ
পাঁচিবেন ১৮৬০ সাল অবধি ১৮৭০
পর্য্যন্ত [illegible] ভারতবর্ষের
বড় বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের
আয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে।

[illegible]	আয়তন	[illegible]
১৮৬১	[illegible]	[illegible]
১৮৬২	[illegible]	[illegible]
১৮৬৩	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

৭১১৬৮২৪৯০ ৩১৬৯৭৯০০০
৭১৯৮৯১৩৮০ ৩২১৬৭০০০

উপসংহারকালে আমরা পুনরায় ... তেছি ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষীয় ... প্রীত সূত্রবদ্ধ করিতে চাহেন তাহা ... ল এ আবাহলাই তাহার একমাত্র ... য়। ইংলণ্ড গুটিকত প্রজার প্রতি ... চার করাতে একবার আবিসিনিয়ার ... বৃত্ত হইয়াছিলেন আবার গুটি ... প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতে ... ণ্টি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমান ... ক্ষের সময় ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের ... যের জন্য যাহা কিছু করিবেন ... তে ভারতবর্ষীয়দিগকে কৃতজ্ঞতা ... শে বদ্ধ করা হইবে।

সাহায্য কৃত স্কুল সমূহের উভয় সঙ্কট।

১৮৭৩ শালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সাহায্য ... ন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি বর্ষে ... র্ষে সাহায্য কৃত স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ... তেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থানে গবর্ণ ... ন্টের এক একটী মডেল স্কুল দেখিতে ... ওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে জেলায় ... লায় দেশের অতি অভ্যন্তর প্রদেশেও ... নেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। যে ... দ্দেশে সাহায্য দান প্রথা প্রচলিত ... য় তাহার কতক সুসিদ্ধ হইয়াছে ... লিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের চেষ্টার ... ঙ্গে সঙ্গে দেশ বাসিদিগের চেষ্টা এবং ... দ্যমেও বিকাশ হইতেছে। যে গ্রামে ... ঠে বিদ্যা শিক্ষার নামও জানিত ... সেখানেও কেহ না কেহ অগ্রসর ... ইয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন ... রিতেছে এবং গবর্ণমেন্টে সাহায্যে ... ালকদিগের পাঠনা কার্য্য সম্পন্ন করি ... তেছে, কিন্তু এই সকল সাহায্যকৃত ... স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার যাহারা ... গ্রহণ করেন তাহাদিগকে এক প্রকার কণ্টকর অবস্থায় পড়িতে হয়, সেই বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা আমাদের আজ কার প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য।

যদিও অপরাপর বিভাগ অপেক্ষা শিক্ষা বিভাগের লোকদিগের বেতন অল্প তথাপি কতকগুলি বালককে অন্ততঃ মধ্যবিধ ইংরাজী শিক্ষা দিতে হইলে যেরূপ ব্যয় আবশ্যক হয় বর্ত্তমান সে পরিমাণে বালকদিগের বেতন উঠেনা। বালকদিগের বেতন এবং গবর্ণমেন্টের দান এ উভয়ের সমষ্টি করিয়া ... য়ও সকল স্থলে ব্যয় সংকুলান হয় না; এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত উভয় পক্ষের অন্য তরভিন্ন পক্ষান্তর নাই। প্রথমতঃ ছাত্রদিগের বেতন এবং গবর্ণমেন্টের দানের দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে স্কুলের সমুদায় ব্যয় বদ্ধ রাখা—দ্বিতীয়তঃ চাঁদা দ্বারা আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্কুলের আয় বৃদ্ধি করা। এ উভয় পক্ষেই কষ্ট প্রথম, ছাত্রদের বেতন ও গবর্ণমেন্টের দান এই মাত্র আয় হইলে কখনই সুশিক্ষা বিধান করা যায় না; কারণ তত অল্প বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক লাভ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় পক্ষটীও কষ্টকর, কারণ পল্লী গ্রামে মাসে মাসে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ যে কিরূপ সহজ তাহা সকলেরই বিদিত আছে। রীতিমত চাঁদা আদায় হয় না বলিয়া দুইটী অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। প্রথম, শিক্ষকেরা রীতিমত সম্পূর্ণ বেতন পান না। সুতরাং তাঁহাদের পরিশ্রমে প্রবৃত্তি জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্টের দত্ত অর্থের অনুরোধে চাঁদা না পাইয়াও প্রাপ্ত বলিয়া লিখিতে হয় এবং শিক্ষককে সম্পূর্ণ বেতন না দিয়াও সমুদায় দেওয়া হইয়াছে এই রূপ জানাইতে হয়। সকল সাহায্যকৃত স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ও সম্পাদকদিগকে যে এই রূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে হয় আমরা এরূপ বলিতেছি না, কিন্তু অনে ... কে বটে পড়িয়া ইহার পক্ষান্তর অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ অধি ... কাংশ স্কুলেই গবর্ণমেন্ট অবিশ্বা ... ও অভক্তির ভাজন হইয়াছে।

আমরা দক্ষিণ বাসিত হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি সেই পত্র খানি পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে এই চিন্তাগুলি উদিত হই ... য়াছে বারুইপুরের দক্ষিণে বহুড়ুতে একটী ও জয়নগরে একটী এই দুইটী প্রধান সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুল আছে। এই স্কুল দুইটী বহুদিন অবধি রীতিমত কার্য্য করিয়া আসিতেছে বহুড়ুনিবা ... বাবু শ্রীনাথ বসু প্রথমটীর সম্পাদ ... এবং সেটী তাঁহারই প্রযত্নে রক্ষি ... বহুড়ু স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনে ... বার সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে। এক স ... এখানকার বালকেরা ১৮ টাকা পর্য ... অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ ক ... য়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় নানাপ্র ... র্মাসিক ও বৈষয়িক অসচ্ছলতা ... ন্যমান শ্রীনাথ বাবু পূর্ব্বের ন্যায় ই ... তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; সেই ... স্কুলটীর কিছু দুরবস্থা হইয়াছে। দ্বি ... য়তঃ জয়নগর স্কুল; বহুড়ুনিবাসী শ্রী ... বাবু হরনাথ ভঞ্জ ইহার সম্পাদ ... স্কুলটী মন্দ চলিতেছে না। এখানে ... ছাত্রেরা বিশেষ সুখ্যাতিভাজন ... য়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় এ ... শিক্ষকটী যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে ... করিয়া থাকেন।

অনেক দিন অবধি এই দুইটী ... সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আ ... এই দুইটী স্কুল এক ফ্রোশের ... শুনিতে পাওয়া যায় কোন স্কুলেই ... সংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্য কোন ... ই শিক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন ... অতি অল্প বেতন ... সাহায্য ...

জিপুরের কাছারিতে মোক্তারি ?
তাহার আয় কত ?
কাছারিতে সর্ব্বশুদ্ধ হাজিপুরের
সাহেবের এবং মহাজনপুটী বাবুর
প্রতে ১০ টাকা করিয়া ২০ টাকা
পায় ।
য় করে কে ?
মি মাটী খা কোদাল চষ করি ।
বার ফসল কেমন ?
য়াদের যে ৮ । ১০ বিঘা জমি আছে
ত কিছুই হয় নাই । যাহাদের চাকুরী
তাহাদের একরূপ চলিতেছে, যাহা
কাজ নাই তাহারা আধপেটা খাই
। যে পূর্ব্বে এক সের খাইত এবার সে
সের খাইতেছে ।
তুমি বলিতেছ কিছুই হয় নাই এই
দখিলার অঙ্কের ভাগাদি রবিশস্য
ফলিয়াছে ?
রবিশস্য মাত্রই অর্দ্ধেক হইয়াছে ।
হইলে শস্য দ্বিগুণ পুরিয়া উঠিত ।
ত হয় নাই, চিনাধান কিছু হইয়াছে
গোধুম অর্দ্ধেক হইয়াছে । ভাদ্র মাসের
যথেষ্ট না হইলে কৃষকদিগের প্রাণ
হইবে ।
কথোপকথনে বুঝিলাম এদিকে এখনও
ক হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা । গবর্ণ
এই ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার
যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি
রে বলিব । চক্ষে দেখিলাম ছোট
বন্ধ করিয়া ১৮ লক্ষ টাকা গঙ্গা পার
হইল । টাকার ১৩ লক্ষ মোজাফর পুরে
রে আর ৩ লক্ষ হাজিপুরে থাকিবে ।
প্রায় ৬০০ লক্ষ টাকা মজিহারিতে
ছে । চক্ষে দেখিলাম অগণ্য গরুর গাড়ী
ী বন্ধ হইয়া বেতিয়া যাইতেছে । মনে
লাম বেতিয়াতে এত শস্য কি হইবে ?
র এই পর্য্যন্ত ।

বিবিধসংবাদ ।

১১ ই চৈত্র সোমবার ।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণকে
ী শুভ সংবাদ দিতেছি, বাবু রমেশচন্দ্র
মত শুভ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্থ
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । মিরর বলেন, দ্বারকানা
মিত্র রমেশ বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন
মৃত বিচারপতি একদা এক ব্যক্তির স
কথোপকথন কালে এই বলিয়া আক্ষেপ কর
য়াছিলেন যে, উকীল শ্রেণীর মধ্যে প্রায় কেহ
অবসর সময়ে পুস্তকাদি পাঠ করেন না
কেবল অর্থোপার্জ্জন করেন মাত্র । নিজ
নিজ শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে যত্ন করেন ন
কিন্তু রমেশ বাবু সেরূপ করিতেন না । তিনি
পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা
পড়িতেন । ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রমেশ
বাবু জন্মগ্রহণ করেন । ইনি ভূতপূর্ব্ব সদর
কোর্টের পেষার বাবু রামচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ
পুত্র । রমেশ বাবু অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃ
হীন হইয়াছিলেন । ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা
এই মৃত বিচারপতি দ্বারকা নাথ মিত্র যেমন
অপক্ষপাতিতা ও ধীরতা সহকারে বিচারকার্য্য
করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, রমেশ বাবুও
সেইরূপ হাইকোর্টের আসনের গৌরব
রক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন ।

গত ৬ ই চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণ প্রায়
৫॥ টার সময় জয়নগর থানার ও মথুরাপুর
থানার অধীন, নাচনকাটা, রাণাঘাটা,
বড়াশী, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থানে ঝড় ও
ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ঝড়ে
সামান্য সামান্য ঘর পড়িয়া গিয়াছে, এ
রূপ শিলাবৃষ্টি হয়, যে কাহারও অনুভূত । শিল
গুলা কমলালেবুর মত, অনুমান ওজনে
প্রায় এক পোয়া ও এবং এত অধিক
পড়িয়াছিল, যে, এক এক স্থানে রাশীকৃত
হইয়াছিল । শিল পড়িয়া অনেক মানুষ,
গরু, ছাগল, জখম হইয়াছে, কিন্তু মারা
যায় নাই । সন্ধ্যা কালে ঝড় কোদালিয়াতে
যেরূপ হইয়াছিল, তাহাও প্রায় সেই রূপ,
বিশেষ এই, উহাতে ঝড় অধিক হইয়াছিল,
ইহাতে ঝড় অল্প, শিলা বৃষ্টি সেই রূপ ।

এচ, জি ওয়াটসন সাহেব আমাদি
গের নূতন ষ্টেট সেক্রেটারি মার্কুইস অব
সালিসবরির প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়া
ছেন ।

কোচ নবাব এই সঙ্কল্প করিয়াছেন,
দিগের প্রত্যেকের এক
বর্ষে করিয়া ঐ টাকা, বঙ্গ
প্রত্যেক কলেজে যথা প্রদান
করেন ।

১২ ই চৈত্র মঙ্গলবার ।

দিনাজপুর হইতে এক ব্যক্তি এডুকে
শন গেজেটে লিখিয়াছেন, "গত মহরমের
দিনে একটী ঘোরতর গম্ভীর গর্জ্জন হইয়া
ছিল । প্রথমতঃ গুড় গুড় শব্দ করিয়া গুড়ুম
গুড়ুম শব্দ করিয়া উঠিল । পর দিন প্রাতঃ
কালে দৃষ্ট হইল যে ২ খানি প্রস্তর গোয়াল
পুকুরে হইয়াছে । আমি ঐ প্রস্তরের
ভগ্নাংশ আনয়ন করিলাম, এবং দেখি
লাম, তাহার উপরিভাগ উত্তম পালিস
করা কৃষ্ণবর্ণ, তন্মধ্যস্থানটী প্রস্তরের ন্যায়
আস্ফালন করিলাম, বোধ হইল যেন গন্ধক
গন্ধ । গোয়ালপুকুরের লোকে বলে, যখন
উহা পতিত হইয়াছিল উহাতে যে জল
ছিল ভূতলে পতিত হইলে আর জল দৃষ্ট হয় নাই । এক্ষণে যাহা কৃষ্ণগর্ত্তে হইয়াছে লোকে অনুমান করে, উহার এক
খণ্ড ২॥০ মণ ৩ মণ হইবে ।" ঐরূপ ভয়ানক
সহকৃত শব্দ জলপাইগুড়িতে অনুভূত হইয়া
ছিল বলিয়া একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল
পারিসে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া
গিয়াছে এক ব্যক্তি কুকুর ও বিড়ালের
মাংস বড় ভাল বাসিত, সে একদিন এ টী
বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করে । মাংস আহার
করিলে পর তাহার বমন ও অত্যন্ত শারিরীক
কষ্ট আরম্ভ হয় । তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার
আনা হইল । ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিলেন
বটে কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা
করিতে পারিলেন না । অবশেষে ডাক্তার
তাহার মৃত্যুর এই কারণ স্থির করিলেন, ঐ
ব্যক্তি যে বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল
সেই বিড়ালটী একটী ইঁদুর খাইয়াছিল,
ইঁদুরটী আবার ইতিপূর্ব্বে কোন বিষাক্ত
দ্রব্য খাইয়াছিল তাহাতেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু
হইয়াছে । আমাদের বোধ হইতেছে বিষ

...ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোন ভিক্ষোপজীবী ...ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ...পারিবে তাহা হইলে এই ব্যক্তির ...এই বলে মাজিষ্ট্রেট ...ইহার চিকিৎসা ...গত বৃহস্পতিবারে ...করিয়া দি... ...করার শরীরে প্রবেশ করে ...তাঁহার দৌহিত্রের মৃত্যু ...বে।

...ই চৈত্র বুধবার।

...ক ও অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন ...নে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে লাঠিদ্বারা ...ও লাঠিখানি কটিবন্ধে আবদ্ধ করে। ...ী বাড়ী আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে অনেক ...রে চাউলের অভাবের কথায় ...া দিয়া বাহির পুকুরের উপর উঠিয়া ...ও আরম্ভ করিল, ব্যাপারটাতে তাহা ...। প্রতিবেশীরা কেহ নিকটে যায় নাই। স্ত্রীলোক ...ক হইল জানা যায় নাই।

...কর্ণের এই ব্যক্তি গুলি করিয়া ...তোমথকে বধ করে। উহার মৃত্যু হয় ...ছে। ১৮৬১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের এক ...ং "এ্যাটাচিত্ত হয় যে, প্রজাদিগকে ...ক করিবার যে কারণ আছে, কুর্গের ...বিদেশের লোক তাহা থাকিতে দেয় না, কারণ ...রা অত্যন্ত রাজভক্ত এবং সরলচিত্ত। ...বি, ইহাদিগের যে এই অস্ত্র ছিল, উহাই ...ক ...স্ত্রীর পরিবারবর্গ ও তাহার ...ের কুটুম্বদিগের সম্বন্ধে এই প্রথম সে ...ব লোপ করা হইয়াছে।

সেদিন বাঙ্গালোরের ছোট আদালতে একটী মকদ্দমায় বিচার হইতেছিল, ...তে একজন মাদ্রাজী আসামী ছিল। ...র সম্পত্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে ...লল, 'আমার সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি ...ই, আছে মার।"

...ার'লাথ রাজা নিজ রাজধানী মধ্যে ...টী স্ত্রীলোক চিকিৎসালয় স্থাপনের ...ক্ষে করিয়াছেন।

...বে ব্রিটিশ রেজে শিক্ষা বিষয়ে ...১০ টাকা ব্যয় করা হয়, ১৮৭৪-৭৫ ...বে ১ ...০ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প ...ইতে, অতএব ...স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ...ইতে বলিয়া এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

কাফ্রীলিস্থানের আমীর নিজ কর্মচারিদিগকে ফুটবল খেলিতে নিষেধ করিয়াছেন। ...ত ভোবাখাবার কয়েকজন কর্মচারী ...খেলিয়াছিল বলিয়া আমীর তাহাদিগকে ...হাজার টাকা জরিমানা করিয়া

১৫ই চৈত্র শুক্রবার।

আগামী সপ্তাহে কিলাবারের ...রাজমন্ত্রী খোলা হইলে উহাতে ...অন্য সাতে সাত লক্ষ এক হাজার মুদ্রার ...টিকিট করা হইয়াছে। ইহাতে মিউনিসিপা... লিটীর ৯৩৭৫ টাকা আদায় হইবে।

...য়াগাজী খাঁর ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ...ক্রোন্ পর্ব্বতে করলার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত রবিবার ডাক্তার লিভিংষ্টোন ...মৃতদেহ এডেনে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার ...ন্ লিউহা ওয়েষ্টমিনষ্টার এবিতে কবরিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। ষ্ট্যাণ্ড ...ষ্টোন লিবিংষ্টোনের পরিবারবর্গের জন্য ২ হাজার টাকা পেন্সন দিয়াছেন।

আমেদ নগরের একজন কাজীর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। এবারের ১৪৩ মকদ্দমা মুলতবি হইয়াছে।

একটী ছাত্রাবৃত্তি করিতে বোম্বাইয়ে এক মুসলমানের ছয় মাস মেয়াদ হইয়াছে।

...ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোন ভিক্ষোপজীবী ...ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ...পারিবে তাহা হইলে এই ব্যক্তির ...এই বলে মাজিষ্ট্রেট ...ইহার চিকিৎসা ...গত বৃহস্পতিবারে ...করিয়া দি... ...করার শরীরে প্রবেশ করে ...তাঁহার দৌহিত্রের মৃত্যু ...বে।

...ই চৈত্র বুধবার।

...ক ও অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন ...নে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে লাঠিদ্বারা ...ও লাঠিখানি কটিবন্ধে আবদ্ধ করে। ...ী বাড়ী আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে অনেক ...রে চাউলের অভাবের কথায় ...া দিয়া বাহির পুকুরের উপর উঠিয়া ...ও আরম্ভ করিল, ব্যাপারটাতে তাহা ...। প্রতিবেশীরা কেহ নিকটে যায় নাই। স্ত্রীলোক ...ক হইল জানা যায় নাই।

...কর্ণের এই ব্যক্তি গুলি করিয়া ...তোমথকে বধ করে। উহার মৃত্যু হয় ...ছে। ১৮৬১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের এক ...ং "এ্যাটাচিত্ত হয় যে, প্রজাদিগকে ...ক করিবার যে কারণ আছে, কুর্গের ...বিদেশের লোক তাহা থাকিতে দেয় না, কারণ ...রা অত্যন্ত রাজভক্ত এবং সরলচিত্ত। ...বি, ইহাদিগের যে এই অস্ত্র ছিল, উহাই ...ক ...স্ত্রীর পরিবারবর্গ ও তাহার ...ের কুটুম্বদিগের সম্বন্ধে এই প্রথম সে ...ব লোপ করা হইয়াছে।

সেদিন বাঙ্গালোরের ছোট আদালতে একটী মকদ্দমায় বিচার হইতেছিল, ...তে একজন মাদ্রাজী আসামী ছিল। ...র সম্পত্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে ...লল, 'আমার সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি ...ই, আছে মার।"

...ার'লাথ রাজা নিজ রাজধানী মধ্যে ...টী স্ত্রীলোক চিকিৎসালয় স্থাপনের ...ক্ষে করিয়াছেন।

...বে ব্রিটিশ রেজে শিক্ষা বিষয়ে ...১০ টাকা ব্যয় করা হয়, ১৮৭৪-৭৫ ...বে ১ ...০ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প ...ইতে, অতএব ...স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ...ইতে বলিয়া এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

কাফ্রীলিস্থানের আমীর নিজ কর্মচারিদিগকে ফুটবল খেলিতে নিষেধ করিয়াছেন। ...ত ভোবাখাবার কয়েকজন কর্মচারী ...খেলিয়াছিল বলিয়া আমীর তাহাদিগকে ...হাজার টাকা জরিমানা করিয়া

১৫ই চৈত্র শুক্রবার।

আগামী সপ্তাহে কিলাবারের ...রাজমন্ত্রী খোলা হইলে উহাতে ...অন্য সাতে সাত লক্ষ এক হাজার মুদ্রার ...টিকিট করা হইয়াছে। ইহাতে মিউনিসিপা... লিটীর ৯৩৭৫ টাকা আদায় হইবে।

...য়াগাজী খাঁর ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ...ক্রোন্ পর্ব্বতে করলার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত রবিবার ডাক্তার লিভিংষ্টোন ...মৃতদেহ এডেনে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার ...ন্ লিউহা ওয়েষ্টমিনষ্টার এবিতে কবরিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। ষ্ট্যাণ্ড ...ষ্টোন লিবিংষ্টোনের পরিবারবর্গের জন্য ২ হাজার টাকা পেন্সন দিয়াছেন।

আমেদ নগরের একজন কাজীর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। এবারের ১৪৩ মকদ্দমা মুলতবি হইয়াছে।

একটী ছাত্রাবৃত্তি করিতে বোম্বাইয়ে এক মুসলমানের ছয় মাস মেয়াদ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

এ ফেব্রুয়ারি। বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালে
ট সিবেষ্টর ১৮৭০ অব্দের ১০ আই
ন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাই

ই মার্চ্চ। ডবলিউ এচ, হেণ্ডারসন
প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও
ক লেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

ই মার্চ্চ। এস, জে কিশ ব ১৮৭১ অব্দের
ইনের ৩ ধারা অনুসারে চম্পারণে কালে
ক্ষমতা পাইলেন।

কলিন সাহেব কলিকাতার কষ্টমের
কালেক্টর হইয়াছেন।

এ মার্চ্চ টি, টি এলেন কিছুদিনের জন্য
রগণার প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ
অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় নিয়তর শাসন
র ষষ্ঠ শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন এবং বর্দ্ধ
বিভাগের কমিশনরের পারসনাল আসি
ট হইবেন কিন্তু ১৮৭৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি
দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে
।

জ, এ বোডলিন, এচ, বি, বীমস এবং বাবু
শখর বন্দ্যোপাধ্যায় গয়া বিভাগে রিলিফ
রের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০
ন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৩ এ মার্চ্চ। নদীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর
রেন কুমার সেন কিছুদিনের জন্য উক্ত
গের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট
প্রতিনিধি হইবেন।

জে, বি, টি ডালটন প্রথম শ্রেণীর
ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি
হইবেন।

ড়াইল বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী
ষ্টেট ও কালেক্টর জে কেলিহার গয়ার
হইলেন।

ডপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
কৃষ্ণ সরকার নড়াইল উপবিভাগের ভার
লেন।

বাবু তারিণীচরণ সান্যাল বুটিয়ার অতিরিক্ত
মাজিষ্ট্রার হইয়াছেন।

জলেশ্বরের প্রতিনিধি সব রেজষ্টার বাবু
শশ্ভুনাথ প্রধান উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই মার্চ্চ। বেরবেণ্ড ডাক্তার জে ফিলিপস বারাসতের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বুলীবের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল জব্বর ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন

বেণ্ড সবাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট সি, এ, উইলকিন্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই মার্চ্চ। দাবজিলিঙের তহসিলদার বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২০ এ মার্চ্চ। বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নদীয়ার প্রতিনিধি সুবডিনেট জজ হইলেন

বাবু রাধাচরণ রায় কিছুদিনের জন্য বরিশালের প্রথম সদর মুন্সেফের প্রতিনিধি হইলেন।

বাবু বিহারিলাল মল্লিক নড়াইলের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

রাচির প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু তারিণীচরণ অধিকারী তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

সাঁওতাল পরগণার আসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসর মৌলবী হোসেন আলী দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এফ, ম্যাথিউস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

সমুএল রাইট পূর্ণিয়ার সুবডিনেট জজ হইলেন

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ্চ। অদ্য পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট খুলিয়াছে।

রাজ্ঞী বক্তৃতা কালে বিদেশীয় রাজগণের সহিত বন্ধুভাব আছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

এডমিরলটির ডিউকের বিবাহ দুটী প্রধান সাম্রাজ্যের বন্ধুতার প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াছে।

রাজ্ঞী বলিয়াছেন আশান্টী যুদ্ধের সন্ধি সংস্থাপন হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সন্তোষের হইবে। এবং এই যুদ্ধে সৈন্যগণ যেরূপ কার্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে, রাজ্ঞী তাহা দিগকে বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রাজ্ঞী এইরূপ বলিয়াছেন "আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম গতবর্ষে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ভারত সাম্রাজ্যের বহুতর বিস্তীর্ণ প্রদেশ সমূহের স্থানে স্থানে দ্রব্যাদি এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, যে তাহাকে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমি গবর্ণর জেনরলকে আজ্ঞা দিয়াছি এই বিপদ নিবারণার্থ যত টাকার প্রয়োজন তিনি যেন তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন।"

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য মার্কুইস অব সালিসবরি যাহাতে ইংলণ্ডে টাকা তুলিতে পারেন তজ্জন্য মিষ্টর লাড জর্জ্জ হামিলটন এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে মার্কুইস অব সালিসবরি দুর্ভিক্ষের জন্য ১০ কোটি টাকা কর্জ্জের উল্লেখ করেন, ইহা মধ্যে ৩ কোটি আপাততঃ আবশ্যক

লণ্ডন ২১ এ মার্চ্চ। মার্কুইস অব সালিসবরি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কাগজপত্র উপস্থিত করিবার সময় লাডনবরুকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি এসময়ে যেরূপ দৃঢ়তা ও কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালা দেশ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

কমন্স বাটীতে লাড হর্ত্ত হামিলটন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আপাততঃ ৩ কোটি টাকার অধিক কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না, কিন্তু ইনিও বলিয়াছেন যে সকল প্রকার বাজে খরচের জন্য প্রস্তুত থাকাও পরামর্শসিদ্ধ।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ। রাজ্ঞী গবরনল সাহেবকে নাইট করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। কমন্স বাটীতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ঋণের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। লাড জর্জ্জ হামিলটন বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমান করেন গবর্ণমেণ্ট ৩০ লক্ষ লোককে আহার দিতে হইবে অনেক জর্জ্জ কায়েল অনুমান করিয়াছিলেন কংগ্রেসের ৬২৯৫০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। এখানকার

...ন ২৫শে মার্চ। আগামী ৬ই ...
...কাণ্ড পার ও লক্ষ টাকা ...
...কলাচ ৫০ হাজার টাকা ...
...কথা হইয়াছে।

ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

...পাঞ্জাব এবং দিল্লী ডেলিগেটের ...
...শত খানি মাল ...ক্তি গবর্ণমেণ্টের ...
...বোঝাই করিয়া গাড়িসকলে রহি...
...। পূর্ব্বভারতবর্ষীয় ডেলিগেটের জোগাড়ি...
...ল আনিয়া ফেলিতেছেন যা বলিয়া ...
...উক্ত রেলওয়ের মালগাড়ি চলিবার ...
...বড় অসুবিধা হইতেছে।
...শনিবার সার রিচার্ড টেম্পল্ আসা...
...দ্ধ উপলক্ষে হয়। সোমবার তাঁহার ...
...স যাত্রা করিবার কথা আছে। পশ্চিম ...
...গরুর গাড়ি এবং গরুর খাদ্য যোগা...
...ন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করা সুবিধা ...
...র সার উইলিয়ম মিউর এবং ইডেন্স ...
...দের সহিত কথোপকথন করিবার ...
...তিনি আলাহাবাদে গিয়াছিলেন। ...
...ট কার্ণাক সাহেবকে এই সকল কার্য্য ...
...র কর্ত্তা করা হইয়াছে। তিনি ...
...খানি গরুরগাড়ির ভার এক একজন ...
...পীয় আফিসরের হস্তে প্রদান করি...
...ন। গাড়িসকল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতক ...
...সিপাহি উহার সঙ্গে থাকিবে।

"বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ, কিরূপে উহার ...ণ হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে ...তে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, আর না হয় ...য়ই বা উপায় কি?" এই নামে সার ...কিয়ার একখানি পুস্তক প্রকাশ ...হেন।

...াজে "বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য এক ...ট কাহারও অধিক টাকা সংগৃহীত হয় ...। বোম্বাই এবিষয়ে পরাস্ত হইল।

...ালোর এগজামিনর বলেন, মহিষুরের ...ভাবিক ...নিন সাহেব তত্রত্য ...নয় ক...ন্ধে ...ছেন, বঙ্গদে... ...ক কিছু দান করা হইয়াছে

কোম্পানি বিহারে সর্ব্বশুদ্ধ গবর্ণমেণ্ট এবং বণিকদিগের ৩২২০৩ টন চাউল লইয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করেন, ছোট নাগপুরের অবস্থা ক্রমে আতঙ্কজনক হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যাহাতে ঐ ও যাজাঁর যাহাতে সস্তা প্রেরণ করিতেছেন। সর রিচার্ড টেম্পল বলেন, রাজসাহী বিভাগের অবস্থা ভাল। কাম্বেল সাহেব বাঁকীপুরে সার রিচার্ড টেম্পলের সহিত কথোপকথন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন সার রিচার্ড টেম্পলও পাটনা ও ভাগলপুর হইয়া শনিবার রাত্রিতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কয়েক সাহেব ...পূর্ব্ব ত্রিহুতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, এইরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "অনেক দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে বালিকার ...ন্ন কাটিয়া করিয়া পাইতেছে, কারণ ...

...ারিদিকে মা... দেখা দিয়াছে। কতকগুলি গ্রামে ...রোগের আক্রমণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অপর ২।১ টী স্থলে বিসূচিকা ...ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংহার কার্য্যে ...ছে। বীরভূমের এ অঞ্চলে সাংঘাতিকত্বের স্পর্শ হয় নাই সত্য, কিন্তু অন্যান্য সাময়িক পীড়ার প্রতীকার জন্য এক এ... এক এক ঔষধালয় স্থাপন করণের কর্ত্তব্য। অন্ততঃ এ বৎসরের জন্য ... ব্যবস্থা করা একান্ত বিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। একে লোকে এ বৎসর অন্ন বিনা আকুল... পীড়া উপস্থিত হইয়া বিনিহত করিতেছে, ...

...ৎসাল স্থাপন করা কতদূর যুক্তি ...ত কর্তৃপক্ষ একবার বিবেচনা করিয়া ...ন।

২। এখনও নীলকর হাঙ্গামা একবারে ...টয়া যায় নাই। বহু দিন হইতে বাচরা ...মর জমিদারের সঙ্গে একজন নীলকর ...হবের বিবাদ চলিতেছে। শুনিলাম, ...াদটী সংপ্রতি একটু বিশেষ গুরুতর ...া দাঁড়াইয়াছে। এই বারে বা এক ...র পতন হইয়া যায়। শুনিয়াছি এবারে ...াল টী পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ব চনা ...খানি বনয়ারী আবাদ হইতে ৫ ক্রোশ অবস্থিত।

৩ কাটোয়া হইতে বোলপুর পর্য্যন্ত ...ী রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ...প একটী রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ...ম২ কাগে আমরা অনেকবার চীৎকার ...রা ছিলাম।

৪। বীরভূম দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার ...মপুরের জমিদার রামরঞ্জন বাবু ১১০০০ ...র হাজার টাকা দান করিয়া বিলক্ষণ ...হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাম ...ন বাবুর দিকে আমাদের বরাবর দৃষ্টি ...ছে। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। ...নি বীরভূমের ভূরি উপকার করিবেন ...য়া আমাদের আশা আছে।

৫। রাইপুরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া অজয় ...) প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বাঁধ (পুল ...ত ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ...মে বন্যা প্রবেশ করিয়া কত যে ক্ষতি ...য়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। ...বাঁধটী এই দুর্ব্বৎসরে সংস্কৃত হওয়া ...ন্ত আবশ্যক। শুনিলাম সে দিন বীর ...ম মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান জন্য গিয়াছি ...ন। অনুসন্ধানের ফল কি হইল এখনও ...না যায় নাই।

৬। কীর্ণাহার নিবাসী শিবচন্দ্র বাবু এ দুঃসময়ে ...নেক কাজ করিতেছেন। শুনিয়াছি, তিনি ...পন জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ২১ টী ...রিণী খনন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ...। এখন ৫।৭ টীর কার্য্য আরম্ভ হই ...য়াছে। তাহাতে অনেকগুলি দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার জমিদারীর এক স্থান দিয়া ময়ূরাক্ষী নদী বহিয়া যাইতেছে বাঁধের জীর্ণ অবস্থা নিবন্ধন বৎসর বৎসর প্রজারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, এই হেতু তিনি সেই বাঁধটীর সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও অনেকগুলি শ্রমজীবি লোকের আহার সংস্থান হইয়াছে আরো শুনিলাম, তিনি ৩।৪ হাজার টাকার ধান্য মজুত রাখিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলে আপন রাধাগ্রামে একটী অন্নছত্র খুলিবেন।

২২ এ মার্চ্চ
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সকলেই যে ধনের সৎ ব্যয় করিতে জানেন এরূপ নয়। ধনি ব্যক্তি দিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজসিক ও তামসিক কার্য্যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সাত্ত্বিক কার্য্যে অর্থব্যয় করেন এরূপ লোক অতি অল্পমাত্রই নয়ন পথের পথিক হন। আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মালঞ্চ গ্রাম নিবাসী গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীপ্রসাদ মৈত্রেয় মহাশয়ের ধার্ম্মিকতা বদান্যতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার যশো বর্ণনা না করিয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। ইহাঁর পরোপকারিতা গুণে মালঞ্চ নিবাসী প্রায় সকল ব্যক্তিই অন্নসংস্থান করিয়াছেন, ঐ মহাত্মা স্বগ্রামে বিশ্বধাত্রী অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিনিয়ত বহুসংখ্য অনাথ নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিতেছেন। একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনাবেতনে অনেক অনাথ বালককে বিদ্যা দান করিতেছেন। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনপূর্ব্বক পল্লীস্থ যাবতীয় দরিদ্র দিগের চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনেকের অকালমৃত্যু নিবারণ করিতেছেন। একটী রমণীয় দাতব্য উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তদুৎপন্ন ফলমূলাদি পথশ্রান্ত পথিক দিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। একটী সামান্য ক্রিয়া উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে বহুমূল্য প্রদান করিতেছেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা আহিরিটোলায় ইহাঁর একটী অন্নছত্র আছে। তথায় প্রতিদিন বহুসংখ্য উপায়হীন ব্যক্তি অন্নভোজন করিতেছেন। রাজসিক বা তামসিক কার্য্যে ইনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। ফলতঃ ইঁহার তুল্য ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিক কার্য্যে ব্যয়শীল পুরুষ এ প্রদেশে অতি অল্পমাত্র আছেন। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই তিনি ইঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলে ইঁহাদ্বারা এ সমাজের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে।

১২৮০ সাল, ১২ ই চৈত্র } শ্রীঃ

মহাশয়! সম্প্রতি আমি ভ্রমণোপলক্ষে মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মেদিনীপুর বঙ্গদেশের একটী প্রধান নগর, এই স্থানের বিষয় অবগত হইতে পারিলে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

এই নগরটী কংসাবতী (কাঁসাই) নদীর তীরে সংস্থাপিত, এই নদীর জল অতি নির্ম্মল সুস্বাদু এবং পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে সাতিশয় অনুকূল। ইহাতে হিংস্রপ্রাণী কিছুমাত্র নাই বলিলেও হয়, সুতরাং লোকে নির্ভীকচিত্তে স্নানাদি করিতে পারে। এ সময়ে কংসাবতীর ভীষণ তরঙ্গ অথবা প্রবল স্রোত নাই, কিন্তু শুনিলাম বর্ষাগমে অতি প্রবলা হয়। সেই সময় মধ্যে মধ্যে বাণ আসিয়া অধিবাসীদিগের সমূহ ক্ষতি করে। জলও অপেক্ষাকৃত মলিন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ভাগীরথির সলিল অপেক্ষা কংসাবতীর জল প্রায় ৫০ ফিট উর্দ্ধে স্থাপিত। এই স্থানটী প্রস্তরময়, সেই জন্য এখানে প্রশস্ত সরোবরাদি নাই, সামান্য সামান্য পুষ্করিণী এবং অনেকগুলি কূপ দৃষ্ট হইল, তাহার অধিকাংশের জল পানের অনুপযুক্ত। এখানকার

...ধিবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক ...শিক্ষিত ও অসভ্য প্রকৃতির। এখানে অনেক ...ময় শ্রেণীর লোকের বাস, তাহারা কিছু ...াত্র লেখাপড়া জানে না। কতক জাতীয় ...লোকের মধ্যে অনেকেই লজ্জাহীনা, ...হাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী নারী অতি ...ল্প দেখিলাম, স্ত্রীলোকেরা প্রায় দাঁড়ান ...ব্যবহার করে। বিদেশীয় অনেক ভদ্রলোক ...মা প্রকার বিষয় কার্য্যোপলক্ষে এখানে ...স করিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার বড় ...। স্থানীয় অধিবাসিরা বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ...ত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁহাদের নিকট ...রাজিত। এখানকার স্থানীয় অনেকের ...মোবৃত্তি অনেকাংশে উড়িষ্যাবাসিদিগের ...নুরূপ দেখিতে পাই; এখানকার অধিবাসীদিগের ...বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই। ...তাহা হইলে এদেশীয়েরা এতদিন এব ...ত্তুষ্ট দুরবস্থায় কালযাপন করিত না। ...এখানে সুশিক্ষা লাভের কিছুমাত্র সুবিধা ...নাই, এখানে একটী "হাইস্কুল" বাঙ্গালা ...স্কুল এবং টোলিং স্কুল ও সাধারণ পুস্তকা ...লয় আছে। এক সময়ের প্রান্তভাগে গোপ ...গিরি নামে একটি অতি মনোহর পাহাড় ...আছে। সেই স্থানটী বৃক্ষবল্লী সমাকীর্ণ অতি ...মনোহর স্থান, প্রভাত ও প্রদোষ সময়ে ...স্থানটী কি-মনোহর সৌন্দর্য্য ধারণ করে, ...বোধ হয় পাঠক দেখী জগতের কোলাহল ...সহ্য করিতে না পারিয়া এখানে নির্জ্জনে ...অবস্থান করিতেছেন। গোপগিরির নিম্ন ...দেশ কুদ্র কুদ্র ঝরণা দ্বারা অতি সুন্দর ...রূপে মৃদুমন্দ স্রোত সংযোগে কংসাবতীতে ...পতিত হইতেছে। এই স্থানটী এতদঞ্চল ...অপেক্ষা শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য অধিক। ...এখানে ইষ্ট . . অপেক্ষা মেটে ঘরের ...সংখ্যা অধিক। মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীরগুলি ...বর্ষার জলে ধুইয়া যায় বলিয়া অনেক ঘরগুলি ...অতি সুপরিষ্কৃত।

যখন আমি প্রথম নৌকা হইতে মেদিনীপুরে উঠিলাম, তখন রাত্রি দুই প্রহর, ...কি করি এই বিদেশে আত্মীয় ...বান্ধব ...

...সন্ধান করিয়া আসিলাম, ...পরিচিত একজনের ...আনেক ...সঙ্গে ...করিয়াছেন, তাহারা ইহ... ...কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহাতে সমূদয় লোক যাহাতে বিদ্যাদানের আনন্দ ...পাইতে পারেন তাহার ...

...মহাশয় দক্ষিণ বাঙ্গালায় ভ্রমণ করিয়া ...গুলি দেশহিতৈষী ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সাধারণ সমীপে পরিচিত হইবার নিমিত্ত দেশের মধ্যে কখন ছায়ার ম্যাজিক, কখন ম্যাজিক লণ্ঠন, এবং কখন বা প্রোজেক্টিং ম্যাজিক লণ্ঠন খুলিয়া নিকটস্থ স্কুল সমূহের মূলে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেজন্য অনেক গবর্ণমেণ্ট মডেল স্কুল ...

...আপনার মনোহর
...বাঙ্গালাতের ভূতাকাঙ্ক্ষী

—

...বহরমপুরের বঙ্গ নাট্যালয়ের
নটী নাটকাভিনয়।

...সম্প্রতি ইউরোপের আদর্শানুসারে বঙ্গ দেশেও নাট্যমন্দিরের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এক কলিকাতা নগরীতেই অনেক গুলি নাট্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন চারি সম্প্রদায়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এই অভিনয় ব্যবসায়ে লাভ থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে অনেক ...

প্রতি বহুবাজারের কতিপয় সম্ভ্রান্ত
সমবেত হইয়া বহুবাজার বঙ্গনাট্য
মধ্যে একটী নাট্য মন্দির সংস্থাপন করি
ন। প্রতি শনিবারে এই নাট্যালয়ে
মনোমোহন বসু প্রণীত সতীনাটকের
নয় হইয়া থাকে। আমরা একদিন উক্ত
নয় দেখিয়া যৎপরো নাস্তি তুষ্ট ও পরি
হইয়াছি।

সতী নাটক একটী সামান্য পৌরাণিক
খ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হই
ছে। দক্ষযজ্ঞ শিব নিন্দা ও সতীর প্রাণ
গ এই আখ্যায়িকার প্রধান ঘটনা।
মোহন বাবুও এই ঘটনার উপর স্বীয়
ক খানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। কোন
ান্তর সন্নিবেশ করিয়া নাটকের চমৎ
রত্ব সম্পাদন করিতে পারেন নাই।
ক বর্ণিত চরিত্র সমূহের মধ্যে শান্তি-
ময় চরিত্র মনোমোহন বাবুর রচনা
শলের পরিচয় প্রদান করিতেছে।
া হউক, অভিনেতৃগণ বিশিষ্ট নৈপুণ্য
কারে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।
কর সগর্ব্ব ঔদ্ধত্য, শান্তিরামের বাক্‌চা-
, পতিনিন্দায় সতীর সকরুণ বিলাপ,
হতার বিয়োগে প্রহূতীর খেদোক্তি
ভৃতি নিতান্ত হৃদয়হারী হইয়াছিল।
দ্ধ শৈব এবং বৈষ্ণবও উৎকৃষ্টরূপে
ভিনয় করিয়াছিলেন। ফলে অভিনেতৃগণ
ান কোন বিষয়ে এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন
রিয়াছেন যে তাহাতে, গ্রেট ন্যাশনাল
য়েটারের অভিনেতাদিগকেও পরাস্ত
লজ্জিত হইতে হয়।

কৈলাসপর্ব্বতের বিল্বকুঞ্জের দৃশ্যটী
তান্ত মনোহর হইয়াছিল। বিল্বকুঞ্জে
ানবিমগ্ন মহাদেবের উপবেশন, অদূরে
শূল হস্তে নন্দীর অবস্থান এরূপ চমৎ
র হইয়াছিল, যে দর্শকগণ অভিনয়
স্মৃত হইয়া প্রকৃত কৈলাসপর্ব্বতস্থ বিল্ব-
লাসীন মহাদেবকেই প্রত্যক্ষ করিতে
লেন। মহাদেব ও নন্দীর তদানীন্তন
ন্তীর মূর্ত্তি ও নিশ্চল ভাব দেখিয়া দর্শক
ণের হৃদয়ে যুগপৎ ভক্তি ও শান্তরসের
াবির্ভাব হইয়াছিল।

নাটক লিখিত গানগুলিও মধুর স্বরে
গীত হইয়াছিল। বিশেষতঃ রাত্রিশেষে
নন্দীর গানটী এরূপ প্রীতিবিনোদন হইয়া-
ছিল যে সকলে কিয়ৎকাল অনন্যমনে নিশ্চ
লাবস্থায় ছিলেম।

উপসংহার সময়ে আমরা নাট্যালয়ের
সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে
পারিলাম না। তাঁহারই উদ্যোগে ও যত্নে
একটী বিশুদ্ধ আমোদালয়ের উপায় হইল
দেখিয়া আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।
প্রস্তাবিত নাট্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ন্যাশনাল
থিয়েটর প্রভৃতির ন্যায় অভিনয়কে ব্যব
সায়ের দ্বারস্বরূপ করেন নাই। তাঁহারা
নিজে টাকা ব্যয় করিয়া, এইরূপ বিশুদ্ধ
আমোদ পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন।
তাঁহাদিগের সুব্যবস্থা নিবন্ধন দর্শকগণের
কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। প্রত্যুত সকলে
সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। আমরা
অধ্যক্ষগণের এইরূপ নিঃস্বার্থভাব ও উদার
ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ
হইতেছি।

হিন্দুহষ্টেল
১২৮০ } শ্রীঃ—

লুপ্ত সংবৎসর নহে।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়
লুপ্ত সংবৎসরের যে মীমাংসা করিয়াছেন
আমি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, কেবল
মুহূর্ত্তচিন্তামণিকে উপেক্ষা করা বই আর
কিছুই অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন একাকী
তিনি এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তখন ইহা
মীমাংসা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।
যাহা হউক আমি সংক্ষেপে ইহার উত্তর
লিখিতেছি পণ্ডিতবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক
পাঠ করিবেন।

প্রথমতঃ লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন
যে, কেবল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের
উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা কঠিন,
আবার ৯৩১৯ পৃষ্ঠায় কেবল ঐ রঘুনন্দনের
বচনে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,
ইহা এক সামান্য কৌতুকাবহ ব্যাপার নহে।

দ্বিতীয়তঃ লুপ্ত সংবৎসর লুপ্ত সংবৎসর
বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকাতে প্রাগুক্ত
পণ্ডিত মহাশয় ভ্রম প্রমাদ ও মতাক্ষমতা
কারকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন।
এমত অনেক মুনিদিগের বচন আছে যাহা
এখনকার সংহিতাতে রক্ষিত হয় নাই যথা
(বিধবা বা ভর্ত্তৃমারী ভুক্তাষ্টকাদশী
দিনে তস্যান্ত সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা
দিনে দিনে) এই বচনটী স্মার্ত্ত একাদশী
তত্ত্বে কাত্যায়ন বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া
ছেন, কিন্তু অধুনাতন মুদ্রিত ও হস্ত লিখিত
কাত্যায়ন সংহিতাতে এ বচন নাই, তবে
কি স্মার্ত্ত মিথ্যাবাদী হইবেন? আর নব্য
গ্রন্থ ব্যতিরিক্ত বিলাসেও এই শ্লোক লিখিত
আছে, সেখানেও গ্রন্থকর্ত্তা ভগবান কাত্যা
য়নের নাম দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মনুসংহি
তারও অনেক বচন আছে যাহার অনুসন্ধান
কুল্লুক ভট্টও টীকা করিবার সময় করিতে
পারেন নাই। সংহিতাতে বচন নাই
বলিয়া দেশমান্য মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তদ্টীকা
কারকে অবজ্ঞা করা তাঁহার মত পরিণামদর্শী
পণ্ডিতের কার্য্য হয় নাই।

তৃতীয়তঃ ১৭৯৪ শকে বৃহস্পতি সিংহ
রাশিতে মাস ৬ দিন ১৫ ভোগ করিয়া
কর্কটে বক্রী হন, ১৭৯৫ শকে পুনর্ব্বার মাঘ
৫ দিন ১৯ সিংহে ভোগ করণানন্তর
কন্যাতে সঞ্চারী হইয়াছেন, সর্ব্বসমষ্টি
মাস ১২ দিন ৪ গুরু সিংহে ভোগ করিলেন,
তবে অপূর্ণ বর্ষ কি প্রকারে প্রতীয়মান
হইল? পক্ষান্তরে যাঁহারদের মতে ১ এক
বৎসরের ২।৪ দিন ন্যূন হইয়াছে তাঁহা
রাও অসম্পূর্ণ বিবাহে লুপ্ত সংবৎসর বলিতে
পারেন না, কারণ মলমাস তত্ত্বে স্পষ্টই
লিখিত আছে যে গুরু সার্দ্ধ দশমাস অতীত
করিয়া অতিচারী হইলে দুষণাবহ হয় না
যথা (পক্ষোদশাহানি তথা ত্রিপক্ষী মাস
ত্রিভাগ। খলুযট্‌চ মাসাঃ। এমোঽতিচারঃ
কথিতো গ্রহাণাং জ্যৌমাদিকানাং পরতস্তু
চারঃ॥ যখন এই বচনে ও মুহূর্ত্তচিন্তামণির
(মাসান দশৈকাদশ বা প্রদিষ্ট রাশেঃপরা
রাশিং মুঢ়োপতিজীবঃ ভুঙ্‌ক্তেক

...ই বচন ঐকমত্য হইতেছে তখন যুগ...
...চিন্তামণি ও মলমাস তত্ত্ব উভয়কে ...
...ন ক যথা লুপ্তসংবৎসর করা কেমন ...
...ন বর্ণটী হইতেছে সকলে বিবেচনা ক...
...ন।

চতুরতঃ যদি বলেন ১৭৯৯ শকে সিংহে... য আচরণ হইয়াছিল তাহাতে শুক্র সর্ব... ভোগ করেন নাই উহা কর্কটের ভোগ মধ্যে ...গণ্য করিতে হইবেক, একথা আধুনিক ...কল্পনা উপপত্তি হইবেক সন্দেহ নাই ...ইল পত্রিকা লিখিবার যেক্রম আবহমান ...লিয়া আসিতেছে তাহাতে একরাশি যুক্ত ...র ভোগ করিতে হইলে " পূর্ব্ব শুক্র ধরা ...ায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ সিংহে যখন মঘা ...কার হইয়াছিল তখন মঘা সিংহে এই ...প প্রয়োগ করা হইয়াছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয় ...র" সিংহে এক্ষণে পূর্ব্বকার ভোগকে ...সংহের শুক্রস্য ভোগ স্বীকার না করায় ...চ্ছ'চারিতের পরাকাষ্ঠা প্রতিপন্ন হই ...তেছে এতাবন্মাত্র। ইতি পূর্ব্বে এই পণ্ডিত ...হাশয়ের স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থা মুদ্রিত ...হইয়াছিল তাহাতে যে সমস্ত প্রমাণ দিয়া ...লুপ্ত সংবৎসর রহিত করিয়াছিলেন, এবং ...র সেইরূপ অবস্থাতে লুপ্ত সংবৎসর ক...লন, সেই ব্যবস্থা নয়ন গোচর হইলেই ...রণ হইবে।

উপসংহারে লেখক মহাশয় আবার ...কালে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্প্রদান করিতে ...বিধি দিয়াছেন। ইহার প্রমাণ "কচ্ছে অনু ...দ হইতেছে না, কারণ বিবাহ বিষয়ে ...কাদাচার হইলেও কাল শুদ্ধির অপেক্ষা ...করে, যথা—মলমাসাদি দোষাণাং বর্জ্জনং ...সর্ব্বদৈবহি ইত্যাদি স্মার্ত্ত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ...লিখিত আছে দেখিলেই অনুভব হইবেক।

এই লিপিতে শ্রীযুক্ত মধুরানাথ তর্কপঞ্চা...ন শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কচূড়ামণি ও শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি ...বর্গের অনুমোদন করিলেই হয়।

হরিসভা
৬ই চৈত্র
শ্রীচিন্তামণি বাপুলিয়া

সন ১৮৭৪ সাল ২৯ এ মার্চ

আমেরিকা ১৯২

...সর্ব্বকর্ত্তি জল

...

১৮৭৪ সালের ২০ এ মার্চ বহরমপুর

...

১৮৭৪
বহরমপুর
২০ এ মার্চ

...

...

...

সোমপ্রকাশ

১৬শ
৮ম—শ ভাগ। ২০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনং প্রকৃতিনিহিতায় পাত্মিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
প্রথম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৫ এ চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ৬ ই এপ্রেল

মফস্বলে মাসুল সমেত বা
বার্ষিক ১০) দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

" ভারত সার। "

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক
নি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাও
লের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায়
িত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহা-
ারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল
ংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারতে সার "
মে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ
কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল
থাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুন-
ক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত
রে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে
প হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে।
ঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে
কারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট
র্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম
করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি
ণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া
কিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি
০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ
ষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম
খিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট
ঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত
ইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত
বে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
৪, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
লিকাতা

ক্ষেত্রমোহনসেন

গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি

শিবচন্দ্র মণ্ডল।

আচিপুর ডাকঘর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরি ভক্ত কল্পদ্রুম " নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৷০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটুর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট ডিমাই বাবপেচী ফর্ম্মার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল

বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগে প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " নামে এক

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বর প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচ রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ নার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম

—•—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূ মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা প ইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্ত নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—•—

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের ক বাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল / কেমিকি ট্রীটমেণ্ট মার ডাকমাশুল মূল্য ১ এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বি আবশ্যক " নোটস অন্‌ ইনজিনিয়ারিং " মূ ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিক পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্য

হিন্দু হষ্টেল কলিকা

—•—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্ত গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্‌

এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্‌নোসি

মূল্য—ডাকমাশুল

রোগ বিচার	৩য় খণ্ড	।৶০
চিকিৎসা দর্পণ	মাসিক	৬ ৵০
ধাত্রী শিক্ষা		১ ।৶০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা		।০ ।৶০
ইনজেক্সন প্রয়োগ		৵১০ ৵০
শরীর পালন		।৶০ ৵০

ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টীস অব মেডিসিন		১৮ ৵০
এনাটমি		৪৷০
মাতৃশিক্ষা		২ ।৶০

ডাক্তার হরিমোহন রায় কৃত

বাল চিকিৎসা		৫ ।৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুস্কুলের।

আমার পিতা ৺ঠাকুর ভিতারাম পাল কলেরার শ্বাস কাসাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ [illegible] বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাস, ওলাউঠা শূল ও পেটরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি চেঙ্গাইল খুব ও তুপলার কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সার্টিফিকেট প্রদর্শিত করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুন্সাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি।

পেঙ্গুনাথ পাল।

—:০:—

[illegible] মাটিক—মদনমোহন মিত্র প্রণীত, [illegible] বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে ছাপা। [illegible] আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

[illegible] পাধ্যায় মহাশয় কৃত—

[illegible]

[illegible] ডাংবিল

[illegible] ডপ সম্পাদক।

৺ মধুসূদন মিত্র [illegible] মূল্য ।৵০ আনা ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ও ৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও পটলডাঙ্গা গুরুদাস বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

ফিরোজপুরস্থ, মহারাজকলেজ ৺ কালীপ্রসন্ন, বর্ত্তমান ব্রহ্মচারী হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদ্দত্ত ব্রহ্মচারী কিন্তু শাস্ত্রীয় [illegible] ব্যক্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য গুণ [illegible] দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আছেন। আরও তাঁহার সাধ্বী যত্নে [illegible] দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা গেল। উপাধি দেওয়া হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত [illegible] যদি কেহ উহাঁকে [illegible] করেন শ্রী হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম উপাধি [illegible] সাবে লিখিলেন

১২ ই চৈত্র ১২৮০ } শ্রীকালীপ্রসন্ন [illegible] ফিরোজপুর—পঞ্জাব

[illegible] দর্শনসর্বস্ব [illegible] সংস্কৃত [illegible] বিরচিত [illegible]

[illegible] ডাকমাশুল [illegible] কলিকাতা [illegible] ৭ নং [illegible]

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বনমালি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

(প্রতিনিধি কার্য্যালয়)

১৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য করিলে যে রূপ লাভ হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভই হইতে পারে; ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমান রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, মামলা মোকদ্দমার ভাব গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে কেহ পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, /০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে উহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, তালিকা তার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ্য।

ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত শব্দ শাস্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এবং সমালোচন প্রভৃতি লঘু ও গুরু বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত থাকিবে।

"আর্য্যদর্শনের" কলেবর আপাততঃ রয়াল ৮ পেজি ছয় ফরমা (অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা) হইবে। অগ্রিম মূল্য—বাৎসরিক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০, মাসিক ।৶০। মফঃসলের গ্রাহকদিগকে বৎসরে ডাকমাশুল সমেত ৩।৶০ আনা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ "আর্য্যদর্শনে" নিয়মিতরূপে লিখিতে স্বীকার করিয়াছেন।

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

" শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবুধ বি, এল্,

" " বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্,।

" ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,

" " " কানাইলাল দে রায় বাহাদুর

" রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

" শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।

" " " গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল

" " " সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল (ষ্টুডেণ্ট

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র; এম, এ, বি, এল (ষ্টুডেণ্ট)

" " " বেণীমাধব দে এম এ।

" " " শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল।

" " " প্রাণনাথ পণ্ডিত এম, এ।

" " " উপেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল।

" " " কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

" " " রাধারমণ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ বি, এ।

" " " ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ কণ্ঠাভরণ।

" " " গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ; বি, এল।

" " " বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল।

" " " উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ।

" " " ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

" " " নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম এ; বি, এল।

" " " অমৃতকুমার শাস্ত্রী বি, এল

" " " নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ; বি, এল।

" " " হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

" " " উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

" " " ক্ষীরোদনাথ সিংহ শাস্ত্রী এম, এ।

" " " শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

" " " দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা নং ৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা। নূতন ভারতযন্ত্র ১২৮০ সাল ৮ ই চৈত্র

সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ কলিকাতা কাথি স্কুল মিসনারিকলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক

সোমপ্রকাশ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা।

ইংরাজেরা এদেশে

...ন সকল ... রাজনীতিজ্ঞ ...
...রিয়া থাকেন ...ইহা একটী
...মান রহিয়াছে, তাঁহারা ...দেশীয়দিগকে
...শিক্ষা দিবার সময় ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।
...ন্দু ও অপরাপর প্রায় সমুদায় এতদ্দেশীয় ...
...পীয় দেশে বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভার অল্পাধিক ধর্ম্ম যাজকদিগের হস্তে অর্পিত। অর্থাৎ তাঁহাদিগের শিক্ষার সর্ব্বত্র ভার এত দিন ধর্ম্ম যাজকদিগের হস্তেই ছিল, এবং সেই ক্ষমতা পরিচালন করিবার চেষ্টা করাতেই আপাততঃ খ্রিষ্টিয় বিদ্যার্থীর সহিত দেশীয় ধর্ম্ম যাজকদিগের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ভারতবর্ষের প্রজাদিগের মধ্যে দুই তিন প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নিজের ধর্ম্ম অনুসারে শিক্ষা দিতে পারেন না, কিম্বা অপর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুযায়ীও শিক্ষা দিতে পারেন না। এই জন্য রাজনীতি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কিন্তু কাহারও কাহারও মতে এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য হওয়াতে দেশের অবস্থার কুক্ষি হইয়াছে ও দেশীয় যুবকদিগের ধর্ম্মনীতি বিকৃত হইতেছে। কিছুদিন যাবৎ এই প্রশ্ন লইয়া সংবাদ পত্রে লেখকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এসম্বন্ধে লেখকেরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রথম, মিশনরিগণ; তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের শিক্ষা ভিন্ন ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় উন্নত ধর্ম্ম নীতির শাস্ত্র আর নাই সুতরাং এদেশীয় ধর্ম্মনীতির উন্নতির নিমিত্ত ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া ব্রাহ্মগণ, তাঁহাদের রাজনীতি সম্পূর্ণ দুঃখিত এবং বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া [illegible] পক্ষীয় প্রস্তাবই অধিক পরিমাণে [illegible] কার করা উচিত। তৃতীয় [illegible] হারা [illegible] এবং [illegible] প্রকাশ করেন যে [illegible] ধর্ম্মনীতির শিক্ষা [illegible] দেওয়া [illegible] বিশেষ [illegible] ধর্ম্মনীতি [illegible] উন্নতি হইতে [illegible] না।

নীতির শিক্ষা [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে ঐ গ্রন্থ বিতরণের দিন আইস চ্যানসেলর বেথি সাহেবও এই কথা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, হেয়ার স্কুলকর্ত্তাদিগের ধর্ম্মনীতির অভাব সম্বন্ধে লোকে যাহা বলিয়া থাকেন তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহা অপরিহার্য্য। জ্ঞান ও সভ্যতার সহবাসের সহকারে লোকের রীতিনীতি ও রুচির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। রাজকীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় যুবকেরা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র ও হিন্দুর আচার পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে হেতু সুতরাং হিন্দুসামাজিক শাসন আর তাহাদিগকে নিয়মের সীমার মধ্যে রাখিতে পারিতেছে না। এই কারণেই যুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি হইতেছে। আইস চ্যানসেলর যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, তাহাতে আমাদের দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করি আপত্তি হার্য্য বলিয়া কি তাহার কোন উপায় বিধান করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কোন উপায় থাকে সে কি? তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি উন্নত করিবার চেষ্টা করা বিদ্যালয়ের কার্য্য নহে, আমরা এমত কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

[illegible] উপায় শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible]

কদিগের চরিত্রের বালকদিগের
র প্রতিফলিত হইয়া থাকে।
কদিগের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে
দিগের ধর্ম্মনীতি প্রায় উৎকৃষ্ট
থাকে। এস্থলে আমাদের কিছু
বোধ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট
া সামান্য কর্ম্ম দিবার সময় কর্ম্ম
দিগের চরিত্রের সার্টিফিকেট লইয়া
ন শিক্ষকের অপেক্ষা আর কোন
র অধিক চিন্তার বিষয়, লেপ্টনণ্ট
া আইবন্‌কে তাড়াইয়া গবর্ণমেণ্ট
ও জানাইয়াছেন। আমরা সমুদায়
র কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এবিষয়ে সতর্ক
র জন্য অনুরোধ করি। যাঁহাদের
ত্র কলঙ্ক আছে কিম্বা যাঁহাদের
ছাত্রদের অপকারের সম্ভাবনা
দিগকে কখনই নিযুক্ত করা
ত নয়।

আমাদের শ্রীরামপুরের সহযোগী
সূয্যকারিতা দোষে দেশ শুদ্ধ
কর অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন।
র অত্যুক্তিপূর্ণ টেলিগ্রামে ইংল
লোকের মনে অনর্থক আর এক
র ভাব জন্মিতেছে বিবেচনা করিয়া
সমান প্রভৃতি তাহার দোষ ঢাকা
র গোচর করিবার চেষ্টা করিতে-
। সকলেই তাহাকে উপহাস বিদ্রূপ
ছে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল
টনণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রতি সদয়;
ণ তাঁহার ন্যায় কায়েল সাহেবের
ও মোসাহেব কেহ নাই। আমরা
কবার কায়েল সাহেবের প্রশংসা
য়া সাধারণের অপ্রীতিভাজন হই
আমরাও সেরূপ গোঁড়া নই।
ত প্রতিপালন মনুষ্যের কার্য্য,
ল সাহেব সে পক্ষে হীন হইবেন
? তিনিও ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথকে
ার সেক্রিসডেণ্টির কাউন্সিলের
মেম্বর করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতে
পাওয়া যায় গবর্ণর জেনরল তাহাতে
অসম্মত হইয়াছেন। স্মিথ সাহেব
ইতি মধ্যে তাঁহার নিয়োগের কথা
বিলাতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং
এক্ষণে ভগ্নমনোরথ হইয়া লোকের
নিকট মুখ দেখান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।
এই ঘটনাতে কেহ কেহ ডাক্তার স্মিথকে
উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু
আমরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হই
য়াছি এবং স্মিথ সাহেবের অবস্থা
কতক কতক অনুভব করিতে পারি
তেছি। তাঁহাকে যিনি যাহাই বলুন তিনি
যে একজন দক্ষ ও উপযুক্ত লোক
তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এবারে
বিবেচনার কিছু ত্রুটী হইয়াছে; সেজন্য
বোধ হয় তাঁহার মত কেহ অনুতাপ
করিতেছে না।

কায়েল সাহেব যাইবার সময় এক
কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে
প্রেসিডেন্সি কালেজের নূতন বাটীর
ভিত্তিস্থাপন করা হয়। এই অল্পকাল
মধ্যে কায়েল সাহেবের উৎসাহে ও ত্বরাতে
সেই বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া
গিয়াছে। গত মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং
সভাস্থ হইয়া গৃহপ্রবেশ কার্য্য সুসম্পন্ন
করিয়াছেন। কায়েল সাহেবের এই শেষ
কথা এবং শেষ কার্য্য। আর কয়েকদিন
গত হইতে না হইতে তিনি সাগরের
জলে ভাসিবেন। যাইবার সময় কায়েল
সাহেব যে নিজের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত ও
কার্য্য প্রণালীর সপক্ষে কিছু বলিবেন
তাহা পূর্ব্বেই আশা করা গিয়াছিল।
তিনি উচ্চশিক্ষার বিরোধী বলিয়া
লোকের যে সংস্কার আছে তিনি তাহা
ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উল্লেখ করিলেন
এবং প্রেসিডেন্সি কালেজের নূতন
বাটীকে তাহার প্রমাণস্থলকে
দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড
প্রতিগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলি
লেন যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া
যাইতে তাঁহার হৃদয়ের ইচ্ছা নয়, কিন্তু
নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে যাইতে হই
তেছে। লর্ড নর্থব্রুকও দুই চারিটী কথায়
লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উৎসাহ অধ্যবসায়ও
কার্য্য দক্ষতার প্রশংসা করিলেন। কায়েল
সাহেব বাস্তবিক এই কার্য্যটী করিয়া
একটী মহদুপকার সাধন করিয়া গেলেন।
প্রেসিডেন্সি কলেজের ন্যায় একটী সুবি
খ্যাত বিদ্যালয়ের একটী গৃহ না থাকা
এক প্রকার কলঙ্ক। কায়েল সাহেব সেই
কলঙ্ক দূর করিয়া সকলের ধন্যবাদের
পাত্র হইলেন। তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয়
মত ও তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী
সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য অনেক
বার তাহা বলা হইয়াছে। তিনি
দেশের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার আবশ্যকতা
সম্বন্ধে যাহা বলেন- তাহাতে কাহারও
আপত্তি নাই। কিন্তু এক দিকে ক্ষতি
করিয়া অপর দিকে সে অর্থ ব্যয় বিষয়ে
সকলের আপত্তি এবং অদ্যাবধি নিম্ন
শ্রেণীদিগের শিক্ষার যে যে উপায় অব
লম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ফললাভের
অতি অল্পই আশা আছে। সে অংশে
যাহা ব্যয় করা হইবে তাহা আমাদের
অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। শিক্ষা
সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদের কার্য্য ভার সম্বন্ধে
তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে
গোলযোগ ভিন্ন আর কোন বিশেষ
লাভ বোধ হয় না। তদ্দ্বারা কতকগুলি
লোককে কর্ম্মবিহীন করা হইয়াছে এবং
কতকগুলি অব্যবসায়ী লোকের কার্য্য
ভার অনর্থক বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

লর্ড ও ভ
নূতন শাসনকর্ত্তার
৫৮০ টাকা সংগ্র
পুরোহিত পণ্ডিত
যে চাঁ

করিতে পারে। যাহাদের ভাগ্যে ঘটে না তাহাদের সে আশাও থাকে তাহাদিগকে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা পাঠ সাঙ্গ করিতে হইবে। ক কি প্রকারান্তরে মধ্যবিত্ত ীয় লোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা হইতে ত করা বলে না?

দ্বিতীয়তঃ ওকালতি। দিন দিন লের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ক অপাত্রও এই দলে প্রবিষ্ট হই ছেন। এই অনিষ্টের নিবারণ করি জন্য হাইকোর্ট যে পরীক্ষা প্রভৃতির ম করিয়াছেন তাহার প্রতি পদে আবশ্যক। পরীক্ষা দিবার অতি প্রকাশ করিবার সময় ব্যয়, পরীক্ষা ার সময় ব্যয়; পরীক্ষা দিয়া উকীল ীভুক্ত হইবার সময় ব্যয়; আবার ান উকীল কিম্বা আটর্ণির নিকট কর্ম্ম খিবার সময় অন্য কোন কার্য্য করিতে েধ। এত ব্যয় স্বীকার করিয়া কার্য্য ত করা কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের ধ্য, কখনই নয়। আদালতের কর্ত্তৃপক্ষেরা কৃত গুণী ও বিদ্বান লোক চান কিন্তু াহাতে সে শ্রেণীর লোক পশ্চাতে পড়িয়া াকিবেন এবং অকর্ম্মণ্য ধনী সন্তানে ই প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবেন ন অপেক্ষা বিদ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ওয়া উচিত ছিল।

বিবিধসংবাদ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা "উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি াক্ষরিত এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্র প্রেরকগণ লিখিয়াছেন বাকইপুরের াবু রাজচন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এই দুর্ভিক্ষ ময়ে দরিদ্রদিগকে যে চাউল বিতরণ করি তেছেন, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ বাকইপুরের পুলি ষের প্রতি আদেশ দেন। সব ইনস্পেক্টর স্বয়ং গিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া এই রূপ রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন যে, ৩রা মার্চ উক্ত বাবুর বাগান বাটী গিয়া দেখেন ৯৮ জন দরিদ্র তথায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু উহাদের প্রত্যেককে এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিলেন। রাজেন্দ্র বাবু ১লা জানুয়ারি হইতে এই রূপ দান করিতেছেন। সব ইনস্পেক্টর চাউলের গুদামে গিয়া দেখিয়াছেন ৭।৮ মণ চাউল মজুত আছে। ৩রা মার্চের পর ২০ এ মার্চের মধ্যে প্রায় ১৮০০ শত দরিদ্রকে প্রতিদিন এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এখনও তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই। পুলিষ তদন্ত করিয়া গেলেন, এখন বিচারে কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক আমরা রাজেন্দ্র বাবুর বদান্যতা বিষয়ে যেরূপ শুনিতে পাই এবং সেই বদান্যতা সূচক পত্রাদি যেরূপ উপর্যুপরি ও রাশি রাশি আমাদিগের হস্তগত হইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে একটী সম্মান সূচক উপাধি দান, না হয়, আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা দ্বারা কেবল তাঁহাকে উৎসাহ দান নহে, আমাদিগকেও উপকৃত করা হইবে।

২২ এ মার্চ্চ বস্তি এবং গোরক্ষপুরে ৩ হাজারেরও অধিক লোক রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্নছত্র সকল লোকে পরিপূর্ণ ছিল। শোণের দক্ষিণে লোকের কষ্টের উপক্রম হইয়াছে।

বিক্টর ডি লেসেপ্‌স্ ও তাঁহার সহচর ইয়ার্ট লাহোরে আসিয়া প্রস্তাবিত মধ্য আসিয়ার রেলওয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

১৯ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেট-সেক্রেটারির নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক বরাহনগর হইতে দশ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহ চারি বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, ও একজন, বিখ্যাত ইংরাজ বারিষ্টরের ভগিনীর সহিত ইণ্ডিয়ান মেডিকল সর্ব্বিসের একজন অফিসারের বিবাহ হইবার কথা হইতেছে।

কেবল মাত্র ফৈজাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট হইতে যথায় অযোধ্যার কমিশনর রিলিফ কার্য্যের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেন, ১০০ ১০৪ মণ শস্য সম্প্রতি দুই সপ্তাহের মধ্যে রপ্তানী হইয়াছে। এমন অবস্থায় তথায় দুর্ভিক্ষ না হইবে কেন? ২৮ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে অযোধ্যায় ১০-৬৩৩ মণ শস্য আমদানী কিন্তু ১৮৩০১৩ মণ রপ্তানী হয়।

২০ এ চৈত্র বুধবার।

মান্দ্রাজে দুটী বালক ভূত সাজিয়া এক কৃষককে ভয় দেখায়। কৃষক ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ অন্য কোন উপায় না পাইয়া হস্ত স্থিত দাত্র দ্বারা একজনকে আঘাত করে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রঙ্গপুরে লোকে আহারের জন্য গৃহ সামগ্রী সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুনা গেল বর্দ্ধমান অঞ্চলে সম্প্রতি কেহ কেহ উদরান্নের জন্য পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পিনাঙ এডেন পুনা নাগপুর এবং পালমকোটাতে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

২১ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আগামী ১৩ ই এপ্রেল ভারতবর্ষ হইতে বোম্বাইর ষ্টীমারে স্বদেশে যাত্রা করিবেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মিউরও উক্ত ষ্টীমারে যাইবেন।

বেঙ্গল মিশনারি কণ্ফরেন্সের কলিকাতাস্থ কমিটী এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে ৩১০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ৫ পীড়িত যে চারি

...ধৌ ধরা হয় সাড়ে ৭ টাকার মধ্যে ...
...য়েন্ট ৭-১০৪০ টাকা দিয়াছেন।
...ব্যবসায়ের দুর্ভিক্ষ নিবারণে ...
...অন্য ইংরাজ সংবাদ পাঠে ...
...করিয়াছেন।
...দুর্ভিক্ষ নিবারণী ...
টাকা নিম্নলিখিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ...
...সকলের জন্য দিয়াছেন। জিহুদ ৪০ ...
...গ ৪০ সাহেবগঞ্জ ২০, বোয়ালিয়া ২০, ...
...২০, দিনাজপুর ২০, ...
...১০ হাজার টাকা দিবে। ...

সংবাদ পাঠে দুঃখ হইল যে, ...বাবে লোকের ...
...ছাড়িয়া একটী ব্যভিচারিণী বিধবা তাহার ...
...বর্ষীয় একটী পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। পুত্রটী তাহার মাতার ব্যভিচারের কথা বাটীর অন্যান্য লোকদিগকে বলিয়া দিয়াছিল এই তাহার অপরাধ। পাপিয়সী স্বহস্তে পুত্র হত্যা করিয়া সেই হত্যাপরাধ আপনার জ্যেষ্ঠার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরিশেষে সমুদায় দোষ স্বীকার করিয়াছে। অগতে বোধ হয় এমন দুষ্কর্ম নাই যাহা ব্যভিচারিণী স্ত্রী দ্বারা সম্পাদিত না হইতে পারে।

...পড়িয়াছেন, ছগলীর কালেক্টরীর একজন কর্ম্মচারী মিষ্টর পিলু সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে এই দুর্ভিক্ষের সময় তাহার ন্যায় অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদি বিনা সুদে তাহাদিগকে কিছু টাকা কর্জ্জ দেন তাহার উপকার হইবে। পিলু সাহেব এই দরখাস্ত পাঠে করুণার্দ্র হইয়া তিনি কতক টাকা তুলিয়া দিবেন। পিলু সাহেব যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিলে উহাকে বেয়াদপি না দিয়া ছাড়িতাম না।

...ধৌ ধরা হয় সাড়ে ৭ টাকার মধ্যে ২৷৷ আনাকে ...
...য়েন্ট ৭-১০৪০ টাকা দিয়াছেন। ...

গামী ৭ই এপ্রেল লার্ড ও লেডি হবার্ট
যাত্রা করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক সিমলা
দূর করাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম
া শাসনকর্ত্তাও এই দৃষ্টান্তের অনুস
রিবেন। কিন্তু আমাদের সে অনুমান
ইল।

ান্দ্রাজ মেকল বলেন, সমুদ্রতীর এবং
ারি নগর হইতে ফরাসী রাজ্যের
পযান্ত একটী রেলওয়ে করিবার জন্য
কাম্পানি হইয়াছে।

ত বুধবার জষ্টিসদিগের এক সভা
ছিল। ধর্ম্মতলা বাজারটী ক্রয় করাই
াংশের মত হইয়াছে।

ত শুক্রবার সার উইলিয়ম মিউর
হাবাদে গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের পারি
ষক বিতরণ করিয়াছেন।

সুবিতে একটী নূতন বিধ মকর্দ্দমা উপ
হইয়াছে। এক স্ত্রীপুরুষে পৃথক হয়,
ক দিন তাহার স্বামীর বাটীতে গমন
তে স্বামী অনধিকার প্রবেশ বলিয়া
বিরুদ্ধে সমন বাহির করিয়াছে!

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, চারিটী
সহিত একজন ছাত্র প্রায় কোন শিক্ষ
ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু কাপ্তেন মটের
াক ঘটিয়াছে। ইনি ভাউনগরের অপ্রাপ্ত
ক ঠাকুরের শিক্ষক হইয়াছেন। ঠাকুর
প্ত বয়স্ক হইলে কি করিবেন বলা
না।

বোম্বাইর হাইকোর্টের বিচারপতি মেল
লের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত বিচার
ত জানাভাই হরিদাস তাহার কার্য্য করি

দ ভির্ক্ষ বিষয়ক সংবাদ

সংবাদদাতা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে
খিয়াছেন 'মাঞ্চেষ্টরের মেয়র এই দুর্ভিক্ষ
া চাঁদা সংগ্রহার্থ একটী সভা আহ্বান,
ন, সভা স্থলে অতি অল্প লোক উপ
ত হইয়াছিলেন। বার্লি ও মাঞ্চেষ্টরের
প্ত এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে

বঙ্গদেশের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিবারণার্থ কেবল গবর্ণমেণ্টের অগ্রসর হওয়া উচিত, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের নিকট চাঁদা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত হয় না। ইহা শুনিয়া অনেকে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়রকে দ্বিতীয় বার আর এক সভা আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বার্লি বিশপ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যখন উপরিউক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, লাঙ্কেসিয়ার কটন ফামিন ফণ্ডে বিদেশ হইতে যে ১৮ লক্ষ টাকা প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ১০ দশ লক্ষেরও অধিক টাকা ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিল, তখন তাঁহারা বোধ হয় সেটী বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লোকের কষ্ট সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সকল সত্য প্রকাশ করিতেছেন না অনেকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে। ইণ্ডিয়া আফিস যে সকল সংবাদ দেন, তদপেক্ষা ডেলিনিউসের বিশেষ কমিশনর যে সকল টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতেছেন তাহাতে লোকের অবস্থা আরো মন্দ বলিয়া প্রকাশ হয়। কিন্তু উক্ত কমিশনরের প্রেরিত টেলিগ্রাম সকল যে অত্যুক্তি দোষে দূষিত লার্ড স্যালিসবরি সেটী সহসা ধারণকে বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরারের নওদাস্থ (গয়া) সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তথায় তিনটী অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ১ এক লক্ষ লোককে আহার দেওয়া হয়। ইহাদিগকে দিবসের মধ্যে একবার ডাল ভাত দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এত দুর্ব্বল ও শীর্ণ যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। দুটী রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে। লোকে দলে দলে তথায় কার্য্য করিতে যাইতেছে। দিন দিন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক জমীদার রিলিফ ফণ্ডে টাকা দিয়াছেন। এই জনরব হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট লোকের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ শস্য সংগ্রহের ভাণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। যে সকল বস্তা লইয়া যাওয়া হইতেছে, উহাতে বাস্তবিক শস্য নাই, কেবল গোলা গুলিতে পূর্ণ।

ঢাকার ফামিন রিলিফ সভার যে কার্য্য বিবরণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, কয়েক দিবসের মধ্যে ২৯০২৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে খাজে আবদুল গণি ও তাঁহার পুত্র ১০ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

দুমরণের রাজা এবং তাঁহার পুত্র কুমার রাধা প্রসাদ সিংহ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে বিলক্ষণ মুক্তহস্ত হইয়াছেন। উহারা বন্যার উপরি ভাগীয় রিলিফ ফণ্ডে ৩৫০০ টাকা দিয়াছেন, রিলিফ কার্য্যে ৯ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন এবং ভৃত্য ও প্রজাদিগের জন্য ১২ হাজার টাকার শস্য ক্রয় করিয়াছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

২৮ এ মার্চ্চ বঙ্গদেশের শস্যাদির মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, উক্ত সপ্তাহে বর্দ্ধমান বাকুড়া যশোহর মুরসিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী, বগুড়া পাবনা ঢাকা ত্রিপুরা ত্রিহুত চম্পারণ এবং হাজারিবাগে সাধারণ চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার মধ্যে মালদহ যশোহর ও পাবনায় মূল্য অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। যশোহরে ১৫ সের মালদহে ৯ সের এবং পাবনায় ১২ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা রঙ্গপুর দারজিলিঙ চট্টগ্রাম সাহাবাদ এবং কটকে মূল্য কমিয়াছে। কটকে ৩০ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। অবশিষ্ট ২৭ টী বিভাগে পূর্ব্ব সমান রহিয়াছে।

২৮ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, এবারে লোকের কষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আড়াই হাজার লোক রিলিফ কার্য্যে খাটিতেছে এবং ৪ হাজার লোককে (অধিকাংশই ভিক্ষুক) ভূমে আহার দেওয়া হইতেছে। গুডির অন্তর্গত বোদাং হইয়াছে। ত্রিহুত

...ছড়া হইয়াছে। গোরক্ষপুরেও ...
...লোকের বিলক্ষণ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে
...ব্যবসায়ীরা চাউল বিক্রয় করিতে
...ছে না, যে সকল পল্লীতে পথ
...টের অতি সুবিধা নাই তথায় লোকের
...স্তে কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। লোকে আশু
...ন্য প্রচুর পরিমাণে বপন করিতেছে।
...নেক স্থানে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে।

রেঙ্গুন গেজেটে লিখিত হইয়াছে
ব্রহ্মদেশে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি
হইয়াছে, এবং বোধ হয় শীঘ্র এতদূর বৃদ্ধি
হইবে যে ১০। ১২ বৎসরের মধ্যে তত
বৃদ্ধি হয় নাই। এই আশঙ্কা হইতেছে,
পাছে কৃষকেরা অধিক লাভের আশায় সমু
দায় সঞ্চিত শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে।
স্থানে স্থানে শস্য এরূপ নিঃশেষ হই
য়াছে যে তাহাদের নিজের খাদ্যোপযোগী
চাউলও নাই। মূল্যমানে এক্ষণে বিলক্ষণ
মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও অনেক জাহাজ
চাউল লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া
রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এমন অবস্থায়
চাউল রপ্তানি বন্ধ করা উচিত, অন্ততঃ কিছু
দিনের জন্য। যে ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত
হইয়াছে, সেই ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাও
এখানে স্থানে স্থানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য মধ্য প্রদেশ
হইতে চাঁদা সংগ্রহার্থ সেদিন নাগপুরে
এক সভা করিয়া গিয়াছে।

মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরপশ্চি
মাঞ্চলের যাবতা গোরক্ষপুর বস্তি গাজি
পুর এবং জমিরপুরে ১৯১৭৫০ লোকে
রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। উক্ত সপ্তাহে
এনিমিত্ত ১০ দশ হাজার টাকা ব্যয় হই
য়াছিল। কিন্তু লোকে হাহাকার করিতেছে,
অনেক লোকে অনাহারে মরিতেছে,
এই কথা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠা
ইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন?
তাঁহারা কি করিয়া ...

...করিতেছে। এ বিষয়টী ...
...মানা ঘটনা পাইতেছে তাহাতে
...সেরূপ চলিল হয়, তাহার কী পূর্ব্বের ন্যায়
...ন আছে। যে সকল লোকের বাটীতে
...লোকের এরূপ পরিশ্রমে অসম্ভাব প্রায়
...বিশেষ কষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ আশঙ্কা
করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট যে ১৬ সের করিয়া
চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে
শীঘ্র চাউল ফুরাইয়া যাইবে, অমনি
ব্যবসায়ীরা গোপনে অপর লোক দ্বারা
অল্পে অল্পে ঐ সকল চাউল সমুদায়ে ক্রয়
করিয়া লইবে পরে অধিক মূল্যে বিক্রয়
করিবে।

যাহাতে চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া
আসিয়াছে। শস্য আশঙ্কাও কমি
তেছে। এক্ষণে বাণিজ্যিক অবস্থা
যেরূপ, তাহা কোন ব্যাঘাত না হয়,
অথচ লোকের কোন কষ্ট হইবে না।

দারজিলিঙে সাধারণ চাউলের মূল্য
কমিয়াছে। যে চাউল টাকায় ৬ সের বিক্রীত
হইতেছিল এক্ষণে তাহা ৮ সের বিক্রয়
হইতেছে।

পঞ্জাবের লায়ালপুর রিলিফ কার্য্যে এযাবৎ
৩ হাজার টাকা জমিয়াছে।

বঙ্গদেশের জন্য এক্ষণে সুবিধামত
সাত হাজার টন শস্য আসিয়া রহিয়াছে।

রেঙ্গুনে অদ্য কেবি দুর্ভিক্ষ পীড়িত
স্থানে চাউলস পত্রের সম্পাদকদিগের কার্য্য
করিবেন। কেবি সাহেব অতীষ্ট স্থানে যাত্রা
করিয়াছেন।

গোরক্ষপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে
সকল রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।
তাহাতে ৬৮ হাজার লোক খাটিতেছে।
ঐ সকল লোকের জন্য শস্য আমদানী
হইতেছে।

ঊনিশ কি না এখন এই প্রশ্ন হই
য়াছে। কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বলেন,
স্থানীয় লোকের দ্বারা এবং গবর্ণমেণ্টের
অগ্রিম টাকা দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, শস্য
আমদানী করার প্রয়োজন নাই।

সম্প্রতি যে শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,
তদ্দ্বারা মহারাজগঞ্জের উত্তরাংশে অনেক
...

...হইয়াছে। নিম্ন গোরক্ষপুরে যে ...
...খোলা হইয়াছে। তাহাতে প্রতিদিন ছাজার
লোককে আহার দেওয়া হইতেছে।

...সংবাদপত্র
...ম। বরদাপ্রসাদ বাজা ...
...বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। মাসিক
...১৯ লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়া
...মাসের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষে
...দিয়াছে। কর্ণেল বয়ল বলেন, দুর্ভিক্ষ শেষ
...হইয়াছে বোধ হয় আর টাকার ভিক্ষা
...করিতে হইবে।

...একটী ভাগ হইতে কেহ ...
...সাহায্য পাইতেছে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে
...লোকেরা বিজাপুর এবং সাঙ্গলির
...রাস্তায় কাজ ১২ হাজার লোক খাটিয়াছে,
...পুর হইতে অনিবার্য্য পলায়ন দুর্ভিক্ষের
...অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু
লোকের কষ্ট নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করাও
হইতেছে। অপরাধের কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু
হইয়াছে। কিন্তু যাহারা মরিতেছে তাহা-
দের মধ্যে অনেকে সাহায্য পাইয়া আসি-
তেছে। কর্ম্মচারীরা পীড়াদিকেই ঐ মৃত্যুর
কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। রিলিফ
ওয়ার্কে প্রায় ২ দুই লক্ষ লোক খাটিতেছে,
চাউল এক্ষণে টাকায় ১০ দশ সের বিক্রীত
হইতেছে।

...ত্রিহুতে মজঃফরপুরের চতুর্দ্দিকে
লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় নাই।
...ক্তি হয়ং ঐ সকল স্থান পরিদর্শন
করিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন,
দেশের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই রিলিফ কার্য্য
আরম্ভ করা হইয়াছে। সম্প্রতি দেশীয় লোক
সকল এবং প্রাদেশিকেরা উহার ভার
করিতেছেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ
...কার্য্য বিশেষ কিছু কেবল রাস্তা নির্ম্মাণ ও
...খনন করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা একটা বড়
...হয় বটে, কিন্তু দেশে কাজ ...
...করা হইতেছে। ...
...

-:০:-

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ মার্চ্চ। ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে সাহা- কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ। কুচবিহারের প্রতিনিধি কমি ডবলিউ জে, এচ হাসেল উক্ত বিভাগের শনর হইলেন।

ডবলিউ ম্যাকফার্সন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্টিক্ট সিয়ন জজ হইবেন

এচ, এফ, জে কীন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ কেব্‌র দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট লক্টর হইবেন।

এচ, বেব বজ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট লক্টর হইবেন।

টি, এফ বিগনোলড তৃতীয় শ্রেণীর মাজি- ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ ষ্ট্রেসনের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর জেনরল করবেন।

এফ ওয়াইব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজি- ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ, মোপল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজি ট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ষ্টিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, ন ব্রিচতে বদলী হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে কেলি কুষ্টিয়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

৩১ এ মার্চ্চ। ডবলিউ এচ কেণ্ডাবসন কিছু নর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে গয়ার প্রতিনিধি ষ্টেট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, এচ, হ্যাগার্ড বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গব- র অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন টন অব দি পিস হইলেন।

টি, বি লেন কিছুদিনের জন্য কলিকাতার মের প্রতিনিধি কালেক্টর হইলেন।

২৬ এ মার্চ্চ। এস এস, হস সি, এস বঙ্গ- শের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের একজন, া হইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ। বাবু নিত্যলাল দে হাবড়ার শেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন চৌধুরী চাকদা বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ মৌলবী ধিনাতুল্লীন মহম্মদ ২৪ পরগণার দেহীপু জিষ্টার হই লেন।

মৌলবী মহম্মদ হুসেন বাবনার সাহাজাদপুরের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

২৫ এ মার্চ্চ। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী সভ্য হইলেন—

জে, শেলডন, এস ডিভিসন জজ নয়া বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত, ইনস্পেক্টর মাষ্টার বাবু অক্ষয় কুমার বসু, ডেপুটী কালেক্টর বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র, বি, এ মুন্সেফ।

২৬ এ মার্চ্চ। জি, কে ওয়েষ্টার সোণা ডগার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচন্দ্র গুপ্ত সাহরণে রহিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কৃষ্ণদ সেন বেতিয়া উপবিভাগের এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহেন্দ্র লাল বসু মজিহাবীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দেবেন্দ্র নাথ রায় কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টীং মেডিকাল আফসর হইলেন।

সার্জ্জন ডবলিউ ষ্টিওয়ার্ট বর্দ্ধমানের প্রতি নিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং সিবিল কোর্ট আমীন মৌলবী আজাহর উদ্দীন পাব- নার ডিষ্ট্রিক্ট বোড কমিটীর সভ্য হইবেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৩০ এ মার্চ্চ অদ্য রাত্রিতে কমন্স ও লার্ডস এই উভয় বাটীতেই সার গার্ণেট উল সিলকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইবে। আশান্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসান্তে রাজ্ঞী তাহাকে বারণেটের পদ প্রদান করিয়াছেন এবং একটী সম্মান সূচক উপাধি ও পেন্সন দিয়াছেন।

শান্তির সময় ৪০১০০০ সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা সেনাদল সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির যে অংশে আছে সেই অংশটী তুলিয়া লইবার প্রস্তাব করিবেন বলিয়া লর্ড ক্যাম্বারলে নোটিস দিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ্চ লর্ড ক্যাম্বারলে চার্লস কমডনষ্টন নেইপিয়র এডমিনিষ্ট্রেসন পরিবর্ত্তন করিয়া নিউ সাউথ ওয়েলসের কাষ্টলে উপনীত হইয়াছে

আমাদিগের ময়মনসিংহস্থ সং দাতা লিখিয়াছেন:—

আমরা কিশোরগঞ্জস্থ ডেপুটি মাজি টের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতেছি। অবিলম্বে স্থানান্তরিত হন, সকলেরই ডেপুটী বাবুর এখন হইতে সাবধান কর্ত্তব্য।

আজিকালি ময়মনসিংহ সহরে খেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মহাত্মা ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে কটি সম্ভ্রান্ত লোককে প্রকাশ্য এই পথের পথিক হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পুলি ভাব দেখিয়া বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ইহাতে অনুমোদন আছে। আইনে জুয়াখেলার দণ্ড নাই?

এই মহাদুর্ভিক্ষ সময়ে প্রায় স্থানের জমীদারগণই প্রজাদিগের হইতে কর আদায় রহিত করিয়াছে করিতেছেন, কিন্তু অত্র স্থানীয় ভূম কারী মহাশয়েরা এত দূর নির্দ্দয় যে উঁ নিয়মিত কর আদায় করিয়াও হন না। প্রজাদিগের নিকট হইতে মানা ও সেলামি আদায় করিয়া প্র গকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ক থাকেন।

কোন এক অপর দেশীয় লোক যৎকি অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সপরিবারে যাবজ্ জীবন তীর্থে বাস করিবার জন্য কাশীধাম য বলিয়া মুক্তাগাছা নামক পল্লীতে উ হয়। এই স্থানে উহারা ক্ষুধা ও অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজপথের অন বর্ত্তী কোন জলাশয়ের তীরে রাদি ক্রিয়া সম্পন্ন ক ক্রোড়ে মুখে বির

...ক এক মুটের লোক তাহাদিগের ...সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক স্বস্থানে ...ন করে। জাগরিত হইয়া দেখিল তাহার সর্ব্বস্বই অপহৃত হইয়াছে। পুলিস তাহারা অনেক অনুসন্ধান করেন কিন্তু কিছু ...কার্য্য হইতে পারেন নাই। অব ...এক ব্যক্তি বিফল মনোরথ হইয়া ...আপন বাটীতে গমন করিয়াছে।

...তপায় দিবস অতিবাহিত হইল তপা ...প্রায় অনেক মুসলমান ক্রোধে টিপুর কথা ...সহোদর ভ্রাতাকে বিনাশ ...য়া অত্রস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ...গিয়া স্বপ্ন বাধ স্বীকার করে। মাজিষ্ট্রেট ...হের অনুরোধে তাহাকে পুলিসে ...হইয়া কারাগারে রাখিতে আদেশ ...করিয়াছেন।

...এখানে একটী উপলক্ষে অত্রস্থলে ...(বেড়াচাঁপা) বহুতর লোক একত্রিত ...হইয়াছিল, মুক্তাগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র সাহা কাঁটাবা চৌধুরী মহাশয় ...ই ভয়ানক ৭ ভয়ঙ্কর সংবাদ ১ ১ দিন ...পূর্ব্ব প্রাপ্ত হইলেন যে, ঘাটীজিগকে ভয়ঙ্কর ...করণ করিয়া ... ইহাতে তাঁহার ...লক্ষ টাকা ... টাকা মূল্য ...

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ...ছার অদূর-...আমন্ত্রণ করিয়া ... নির্ব্বাণ করিতে আজ্ঞা ...কিন্তু কারিকরগণ যে ... তাহাতে উক্ত ... কখনই অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। ... ঐ পুলটী স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে ...মেণ্টের একটু দৃষ্টি রাখা একান্ত ...।

চাউলের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ...বাজারে এখন চাউল ৩ টাকা মণ বিক্রীত ...।

৮৫৪

পৌরিক পত্র।

...লোকপ্রকাশ সম্পাদক

...ভাজন মহাশয়।

...কৃতজ্ঞতা।

...ভীষণ মূরতি ধরি, দেখা দিল আসি।

...ণ ভয়ে নিরুপায় যত জনগণ।
ব্যাকুল হয়ে অন্তরে কাঁদিতেছে উচ্চৈঃস্বরে
হৃৎলতের অক্ষিমুখে ক্ষিয়াছে বদন।
রাখ রাখ ওগো রাজ্ঞি আরক্ত জননী!
অকালেতে ...ঘরে তব পুত্রগণে।
বিপদে সহায় হয়ে রাখ গো আপনি!
ওই ক্ষেম ক'রে ...ক্ষুধিত্র সকলে
দায়ী পুত্র সঙ্গে লয়ে, ফিরিছে ব্যাকুল হয়ে
...ধীন ...সঙ্গে আর অনলে।
...বিনাশিলে তাহাদের অতিশয় বলবান,
বিদরে পাষাণ, হিয়া, নির্দ্দয়ের হয় প্রাণ
শুনিলে কুলিশ জিনি কাতর ক্রন্দন।
পঞ্চম বৎসর প্রায় হইল বিগত,
এ পামরী নিশাচরী, সঙ্গে মহামারি করি,
প্রাণে ব'ধিয়াছে শত অনে কত শত।
এবার এসেছে পুনঃ গ্রাসিতে সকলে
ক্রমে এক এক করে, দিতেছে কেলি উদরে
মাইবে ফিরিয়া ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হলে।
আর কবে আর কে, হইবে উপায়। [অন্য
রোগী আজিকাল জীবন, কেমনে কি প্রাণী
...ফিরে যদি চলে যায়।

সংবাদ পত্র মাত্রেই সকল বিভাগের দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট লোক সমুদায়ের অবস্থা, তৎসমুদায় স্থানের শস্যের মূল্য ও গবর্ণমেণ্ট সেই সব স্থানের লোক সমুদায়ের ক্লেশ নিবারণ জন্য কি কি উপায় করিতেছেন এই সমুদায় বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই হাজারিবাগ বিভাগের প্রতি কি গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কাহারও এপর্য্যন্ত ...নাই। ইহা যে তাঁহাদিগের ...বশতঃ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। যেহেতু এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ...ন কর্ম্মচারিগণ দুর্ভিক্ষ নিবারণের ...ভাল, পরন্তু উহার উপায় হইয়াছে, এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার কোন আশঙ্কা নাই, এরূপ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে বরাবর লিখিয়া আসিতেছেন। এমন স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ...

...ভিক্ষুকের দল বিভাগ সমুদায়ে...
...ক দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতী...
আমরা অনেক দিবস হইতে শুনিয়া আ...
তেছি যে মফস্বলে অনেক অনেক লো...
দিবসেও আহার পাইতেছে না, ...
কেহ কেহ পাতা বা মূল আহার ক...
জীবন ধারণ করিতেছে। এই সংবাদ
কত দূর সত্য তাহা বিশেষ জানি...
উপায় না থাকা প্রযুক্ত, আর এখানক...
কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চিন্ত আছেন দেখি...
জানিয়াছিলাম যে উহা জনরব মাত্র। কি...
অদ্য আট দিবস হইল এই জিলার অন্ত...
হেডকোয়ার্টর—আসা হইতে মাজিষ্ট্রে...

সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ থানার ...
...পাইতেছে না। এগার জন লোকের ...
হারে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, আর অন...
...হারে মৃত প্রায় হইয়া রহিয়াছে।
এই সংবাদ এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের গো...
হয় নাই। শুনিলাম যে গত কল্য ঐ সংব...
ছোট নাগপুরের কমিশনরের নিকট প্রে...
করা হইয়াছে। তিনি ঐ সংবাদ পাইয়া ...
মেণ্টে লিখিলে পর ঐ জানিতে পা...
দেন ও প্রতীকারের উপায় করিবেন।
কিন্তু এই সময় মধ্যে যে কত লোক ...
গ্রাসে পতিত হইবে তাহা বলিতে পারি না।
যাহা হউক সংবাদ আসিয়াছে, এখানকার
কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য হইয়াছে। মাজিষ্ট্রে...
সংবাদ মহাশয় ঐ সংবাদের পর হই...
স্বয়ং মফস্বলে যাইতেছেন ও প্রকৃত
অবস্থা জানিয়া কলিকাতায় একলক্ষ টাকা
চাউল জন্য টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।
এখানেও চাউল খরিদ জন্য অনেক লোক
টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে। তাহারা ...
স্থান ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান হই...
চাউল খরিদ করিয়া সঞ্চয় করিতে নিযুক্ত...
...হইয়াছে। চাউলের মূল্য পূ...
...অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে ও দিন দি...
বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে যে অনেক লোকে...
কত দূর কষ্ট বৃদ্ধি হইবে তাহা ...
বাহুল্য। এদেশে
কঠিন পরিশ্রম করিয়া ...

...ন্নয় দেখা পায় না, ইহাতে জাতীয়ে...
...ন্তি পুত্র কন্যা প্রতিপালন করিতে...
...ন সংসারী উপার্জ্জনে টাকার সঙ্কট দেখে...
...রিশ্রম করিয়া যথেষ্টদিন জীবিত...
...থাকে ? আর যাহারা পৈতৃকধনে...
...তাহাদিগের দুরবস্থার একশেষ হই...
...তে আত্মীয়দিগের মধ্যে কাহার এরূপ...
...হইবার সম্ভাবনা। অতএব প্রার্থনা...
...সম্পন্ন করার এই দেশের প্রতি...
...পনা না করিলে এই হত ভাগ্যদিগের...
...কোন উপায় নাই। সকলেরই বিবেচনা করি...
...এখানকার দুরবস্থা কে দেখে ? এদিকে...
...নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন।

...ন ইহার } একান্ত কর্ত্তব্য
...করিবার } দুরুহ ভাবিয়া

...অধিকতর সভ্যতাভিমানী নাইবেল...
...গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে যে, লোকের...
...উন্নতি, লোকের অবস্থা আমোদ...
...সাধের যে বিশেষ অন্যথা, লোকের জ্ঞানের...
...যে বিস্তর অন্যথা, সাধারণের যে...
...বিদ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পায়, ইহা প্রমাণ...
...করিতে কাহাকেও অধিক প্রয়াস পাইতে...
...হয় না। কিন্তু যাঁহারা অদ্যাপি সংসারে...
...দৃষ্টি করেন নাই, যাঁহাদিগের আবশ্যকতা...
...অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয় নাই, যাঁহাদিগের...
...নেত্র অদ্যাপি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের নিকটে...
...বদ্ধ আছে, তাঁহাদিগের দ্বারা অভিনীত...
...নাও উৎকৃষ্ট নাটক, সংসারে প্রকৃত আর্য...
...কুলোদ্ভব মহাত্মদিগের দ্বারা (বর্ত্তমান...
...ভদ্রলোকগণ প্রায়ই এইরূপ) অভিনীত...
...টক অপেক্ষা অধিকতর ফলোৎপাদনে...
...সমধিক সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে কাহারও...
...মাত্র সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষাতে...
...ধারণের যে প্রকার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মি...
...ছে তাহা অপনয়ন করা সহজ নহে। কিন্তু...
...গত কালে অভিনয়ে লোকের যেরূপ আস্থা...
...ক অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে সংস্কৃত...
...টকাভিনয় যে সেই বিতৃষ্ণাপনয়ন ও অনু...
...গ জন্মন উভয়ের কার্য্যে সুসাধনে সমর্থ...
...হইবে এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয়কে হৃদয়ে স্থান...

সংস্কার নাটকের অভিনয় করা। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরাই তাহার অভিনেতা ছিলেন। অভিনয়ের যে (যদিও আমি নিজে ভাল সংস্কৃত জানি না, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি) অদ্যাপি কোনও অংশে সেপ্রকার উৎকৃষ্ট রূপে অভিনীত হয় নাই। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের যেই প্রথম উদ্যম এবং প্রথম উদ্যমের [illegible] ছাত্রগণের চিত্ত সাধারণের উপর কেমন চিত্ত উন্নত না হইলে অভিনয় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? তদ্ভিন্ন সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকেরা অধিকাংশ এবিষয়ে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] সেই সংস্কৃত কালেজ [illegible] অধ্যাপকগণও অদ্যাপি সমাধ্যায়ে ব্রতী আছেন, [illegible] সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকগণের মধ্যেও অনেকে অদ্যাপি কালেজে কর্ম্ম করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে উৎসাহ সে যত্ন সে অধ্যবসায় [illegible] সে মাতৃভাষানুরাগ আর দেখা যায় না। অপিচ কালেজের ইদানীন্তন ছাত্রগণ পূর্ব্বতন ছাত্রগণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন ইহা কেহই (যাঁহারা কালেজের বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন) অস্বীকার করিবেন না। পথও পরিষ্কৃত হইয়াছে, তবে তাঁহারা অগ্রসর না হন কেন, আমরা অপথ কহিয়া বলিতে পারি তাঁহারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। যেমন সংস্কারের পর হইতে যদি প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার করিয়া সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইত তাহা হইলে এত জন সংস্কৃত ভাষা উদ্ভিন্ন লোপাপত্তি পাদপাল করিতে পারিতেন। সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগ জন্মিত কারণ যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন তাঁহারা প্রতি বৎসর যা টিকিট পাইতেন, কেহ কেহ [illegible] গৃহে প্রবেশ লাভ করিতেন এবং সকলে

গৃহে বসিয়াই সমাদৃতা পাইতেন। প্রথম সম্প্রদায়ের [illegible] সম্পাদন করিতে [illegible] দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের [illegible] সংস্কৃত [illegible] জন্য নিয়ত উত্তেজনা প্রদান করিত। এই প্রকারে সাধারণেরও উক্ত ভাষায় অনুরাগ [illegible] যাহাদের বিনামূল্যে টিকিট [illegible] বিতরণ থাক [illegible] বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। [illegible] যেরূপ বুৎপন্ন [illegible] প্রথমাদি [illegible] এরূপ [illegible] প্রচলিত থাকিলে [illegible] আসনে যখন আর শ্রেণী বিভাগের [illegible] প্রয়োজন হইবে না। তখন 'যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন এরূপ [illegible] [illegible] অভিপ্রায় কি ? তিনি [illegible] কোথায় ? প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী [illegible] হইল এক দিন এক মহাত্মার উদরস্থ [illegible] কোনাহল উপস্থিত হইয়া, কৌতূহলী [illegible] পার্শ্বে পার্শ্বে [illegible] করিলাম, দেখিলাম কতকগুলি, আর্য্যবর, [illegible] ও কয়েকজন বালক কোলাহলের [illegible] সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক অভিনয় করিতেন শুনিয়া অসীম আহ্লাদ সাগরে [illegible] হইল, উন্নতির আশা মনে উদয় হইল [illegible] সাহ পুনঃ লেখনী [illegible] মেঘকে নিরীক্ষণ করিলাম কিন্তু [illegible] দিগকে সেই প্রকার [illegible] অন্তরালেই আমাদের [illegible] উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া [illegible] ৩ জন বিশেষ বুৎপন্ন [illegible] পূর্ব্বতন ছাত্রের [illegible] হইল। [illegible]

...ম. কালে তার কোন কোন অধ্যাপ-
... কাছে পড়িতেন, এই সকল
...কার একটু বর্ণনা দী হইলা। তাহা-
...ন্যের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার কো-
...ী সংবাদ পাঠে আপনি দেখিতে
...ন যিনি আমাদের মধ্যে অজিনয় করিতে
...ন্তা ন আর হইল।" কাজে
...ন যাহা একটি সাধারণের সাহায্যার্থক
...সম্পাদক যে স্থানে পড়িতে হইয়া
...ন তিনি ...টুকা সংশোধন করিয়া
...ন। ...ন্দ গতি অতি বেগবতী,
...র মাঝে আবর্তিত হইল, আমার
...ন্তেম্বর মাস অতিবাহিত হইল,
...নুয়ারি গত হইল, ...
...ন অভ্যাগত দিগাম। আমার মুতন
...ন আসিতেছি কালে... ছাত্রদের
...ন হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত সংখ্যা
...ন হইয়াছেন. ভরসা ক। আমাদিগকে
...ন মত ভুলিবার ...কি হইতে হইবে না
...ন যেরূপ উৎসাহ যত্নে ও অধ্য
...ন কার্য্যে রত থাকেন ১০ দিন পরে
...ন আর তাহাদের একাগ্রতা থাকে না।
...ন অতএব আমাদের ও নিজের
...ন স্বার্থ ...ন। শিক্ষক মহাশয়
...ন নিকট নিবেদন, যেন তাঁহারা
...ন ছাত্রদিগের উৎসাহ প্রদান করেন।
...ন ছাত্রদের অধ্যয়নের যেন কিছুতেই বিঘ
...ন না হয়; সকলে উন্নতির আশা করি
...ন শিক্ষক এবং সাহায্যের দুর্ভিক্ষ আমাদের
...ন পথে দণ্ডায়মান হইয়াছে, হিন্দুমেলা
...ন আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে। ভরসা করি
...ন তাহারা, এবিষয়ে তাঁহারা হিন্দুমেলার
...ন কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বলিবেন।

...ন ১৮৭৫ সাল ...ন তারিখ।

...ন ...ন।

...ন ...ন।

...ন ...ন